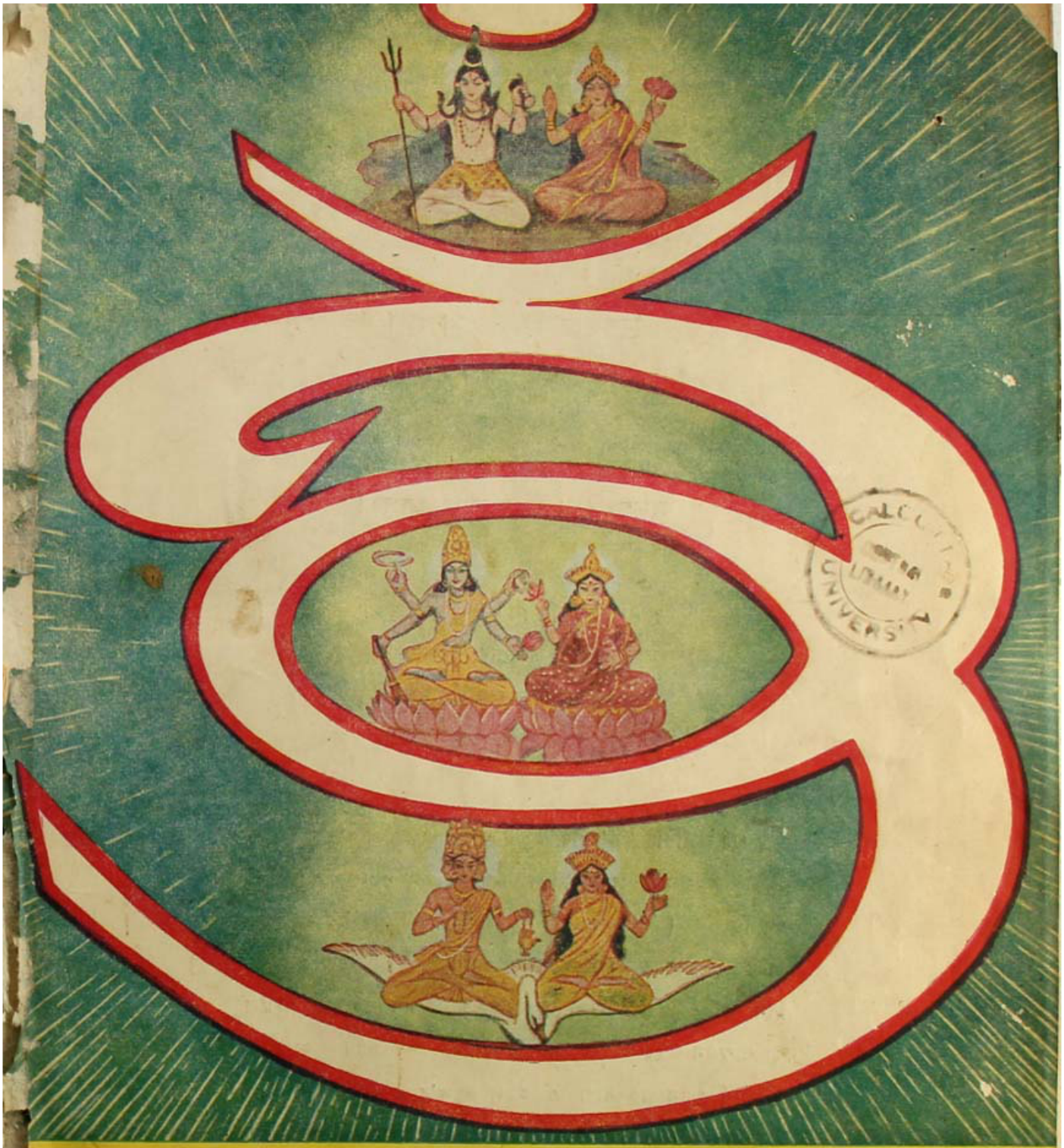

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

২৭।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ভক্তবর সনৎকুমার আমার ভাগবত ধর্ম্ম পরমভক্ত বৃত্রাসুরকে উপদেশ করেছিলেন -(শান্তিপর্ব্ব)। হে দৈত্যরাজ! বিষ্ণুর উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণকর, হে পরন্তপ! এই সম্পূর্ণ জগৎ বিষ্ণুতে অবস্থিত জানবে। ইনি চতুর্বিধ ভূতগ্রাম সৃজন করেন। ইনিই সংহার করেন, কালে কালে সৃজন ক'রে থাকেন, আবার এঁতেই বিলয় হয়। জ্ঞানবান্ তপস্যা বিদ্যা যজ্ঞের দ্বারা এঁকে লাভ ক'রতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সংযমকারী এঁকে লাভ ক'রতে সমর্থ হয়। শ্রীনারায়ণ প্রভু হরি অনাদিনিধন—এঁর আদি বা অন্ত নাই, ইনি চরাচর বিশ্ব

১১শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭৯] প্রথম সংখ্যা রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

১৫৮.৩
০০।৭
১১ ৩৫।১০-৩৯৩৯
এপ্রিল - অক্টোবর
১৩৭৯
CALC

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থভট্টাচার্য্য বাঙ্গানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক সাহায্য মহামান্য
সরকারের তথ্যানুসারে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

যুগ্ম-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম.এ, ডি-লিট্

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তরঙ্গ সঙ্ঘবর্গ)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ্,
ডি.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা ৬। ফোন নং ৫৬-৬৫০৮)

বার্ষিক মূল্য, সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহারপরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৯ ৪৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৭। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন বলে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন বাধিব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২'৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০'০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	১০'০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫'০০

সূচীপত্র।

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	কর্ণবধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কর্ত্তৃক উহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্য বৈশম্পায়নের নিকট অনুরোধ।	৪২২৭
২।	ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের আলাপ।	৪২২৯
৩।	দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক সৈন্যদিগকে আশ্বাসদান, সেনাপতি কর্ণের যুদ্ধ ও বিনাশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।	৪২৩১
৪।	ধৃতরাষ্ট্রের শোক এবং সমস্ত স্ত্রীগণের ব্যাকুলতা।	৪২৩৩
৫।	ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের কৌরবপক্ষের নিহত প্রধান প্রধান বীরগণের পরিচয়দান।	৪২৩৫
৬।	কৌরব-সৈন্যগণকর্ত্তৃক পাণ্ডবদের নিহত প্রধান প্রধান বীরবৃন্দের পরিচয়।	৪২৩৯
৭।	কৌরবপক্ষের জীবিত যোদ্ধাগণের বর্ণন এবং ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা।	৪২৪২
৮।	ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।	৪২৪৪
৯।	বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সঞ্জয়ের নিকটে কর্ণবধের বিস্তৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।	৪২৪৭
১০।	কর্ণকে সেনাপতি করিবার জন্য অশ্বত্থামার প্রস্তাব এবং সেনাপতিপদে কর্ণের অভিষেক।	৪২৫৪
১১।	কর্ণের সেনাপতিত্বে কৌরব-সৈন্যের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান, মকর-ব্যূহনির্ম্মাণ এবং পাণ্ডবসৈন্যের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার ব্যূহরচনা ও যুদ্ধ আরম্ভ।	৪২৫৯
১২।	উভয়পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্ত্তৃক ক্ষেমধূর্ত্তির বধ।	৪২৬২
১৩।	উভয়পক্ষের সৈন্যদের তুমুল সংগ্রাম এবং সাত্যকি-কর্ত্তৃক বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ।	৪২৬৬
১৪।	দ্রৌপদীপুত্র শ্রুতকর্ম্মা ও প্রতিবিন্ধ্যকর্ত্তৃক ক্রমশঃ চিত্রসেন এবং চিত্রের সংহার, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন ও অশ্বত্থামার ভীমসেনের উপর আক্রমণ।	৪২৬৯
১৫।	অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের অদ্ভুত যুদ্ধ এবং উভয়েরই মোহপ্রাপ্তি।	৪২৭২
১৬।	অর্জ্জুনের সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ।	৪২৭৪
১৭।	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয়।	৪২৮১
১৮।	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক হস্তিসৈন্য-সহ সুষর্ম্মা ও বঙ্গ প্রভৃতির বিনাশ এবং তাঁহাদের সৈন্যগণের পলায়ন।	৪২৮৪
১৯।	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সংশপ্তক-সৈন্যগণের সংহার, অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলের দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহার পরাক্রমের প্রশংসা এবং পাঞ্চাল-নরপতির কৌরব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ।	৪২৮৭
২০।	অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক রাজা পাঞ্চাল্যের সংহার।	৪২৯২
২১।	কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ।	৪২৯৭
২২।	পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর ভয়ানক গজ-সৈন্যগণের আক্রমণ, পাণ্ডবদের দ্বারা গজসৈন্যের পরাজয়, বঙ্গরাজ ও অঙ্গরাজ বধ এবং গজসৈন্যদের বিনাশ ও পলায়ন।	৪৩০০
২৩।	সহদেবকর্ত্তৃক দুঃশাসনের পরাজয়।	৪৩০৩
২৪।	নকুল ও কর্ণের তুমুল যুদ্ধ, শেষে কর্ণকর্ত্তৃক নকুলের পরাজয় ও পাঞ্চাল-সৈন্যদের সংহার।	৪৩০৫
২৫।	যুযুৎসু ও উলূকের যুদ্ধ, যুযুৎসুর পলায়ন, শতানীকের সহিত বৃষসেনের তুমুল সংগ্রাম এবং নকুলকর্ত্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যদের বিনাশ।	৪৩১১
২৬।	কৃপাচার্য্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয় এবং কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়।	৪৩১৪
২৭।	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রাজা শ্রুতায়ু, দৌশ্রুতি, চন্দ্রদেব সত্যসেনাদি মহারথী বীরগণের বিনাশ এবং সংশপ্তক-সৈন্য সংহার।	৪৩১৭
২৮।	যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ, দুর্য্যোধনের পরাজয় এবং উভয়পক্ষের সৈন্যদের নিয়মশৃঙ্খলাহীন তুমুল সংগ্রাম।	৪৩২১
২৯।	যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পরাজয়।	৪৩২৪
৩০।	সাত্যকির সহিত কর্ণের যুদ্ধ, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কৌরব-সৈন্যদিগকে সংহার এবং পাণ্ডবদের জয়লাভ।	৪৩২৮
৩১।	রাত্রিতে কৌরবদের মন্ত্রণা, ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক দৈবের	

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
	প্রথমতঃ অভিপাদন, দুইরাজের উপর শল্যের দোষারোপ এবং কর্ণ ও দুর্যোধনের আলোচনা।	৫০৩২
৩২।	কর্ণের সারথিকার্য্য করিবার জন্য শল্যের নিকট দুর্যোধনের প্রার্থনা, শল্যকর্ত্তৃক উহার বিরোধ এবং শ্রীকৃষ্ণতুল্য নিজের প্রশংসা শুনিয়া পরে উহাতে স্বীকৃতিদান।	৫০৩৮
৩৩।	দুর্যোধনকর্ত্তৃক শল্যের নিকটে ত্রিপুরের উৎপত্তি বর্ণন এবং ত্রিপুর হইতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করত তাঁহার স্তুতি।	৫০৪৩
৩৪।	দুর্যোধনকর্ত্তৃক শল্যের নিকটে শিবের বিচিত্র রথের বর্ণন, শিব কর্ত্তৃক ত্রিপুর বধবিবরণ এবং পরশুরামের নিকট হইতে কর্ণের দিব্যাস্ত্রলাভের বিষয়-কথন।	৫০৪৮
৩৫।	শল্য ও দুর্যোধনের কথোপকথন এবং কর্ণের সারথিকার্য্য করিতে শল্যের স্বীকৃতিদান।	৫০৬১
৩৬।	যুদ্ধের জন্য কর্ণের প্রস্থান এবং শল্যের সহিত কথোপকথন।	৫০৬৪
৩৭।	কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে দুর্নিমিত্তসমূহের প্রকাশ, কর্ণের আত্মপ্রশংসা, শল্যকর্ত্তৃক উহার উপহাস এবং অর্জুনের বল-পরাক্রম বর্ণন।	৫০৬৮
	শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদবাহকে নানাপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী এবং ইচ্ছানুসারে ধনদান করিবার জন্য কর্ণের ঘোষণা।	৫০৭৩
৩৮।	কর্ণের প্রতি মদ্ররাজ শল্যের অতিশয় অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি।	৫০৭৫
৩৯।	শল্যকে অপমান করিতে করিতে মদ্রদেশবাসিগণকে কর্ণের নিন্দা এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রদর্শন।	৫০৭৯
৪০।	রাজা শল্যকর্ত্তৃক কর্ণের নিকট হংস ও কাকের উপাখ্যানবর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করত তাহাদের শরণগ্রহণ করিবার জন্য শল্যের উপদেশ।	৫০৮৩
৪১।	শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রভাব স্বীকারপূর্ব্বক কর্ণকর্ত্তৃক অভিমানভরে শল্যকে তিরস্কার এবং তাঁহার নিকট পরশুরাম ও ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিজের শাপপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণন।	৫০৯০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪২।	আত্মপ্রশংসাপূর্ব্বক কর্ণকর্ত্তৃক শল্যকে তিরস্কার।	৫০৯৪
৪৩।	কর্ণকর্ত্তৃক মদ্র প্রভৃতি দেশবাসিগণের নিন্দা।	৫০৯৭
৪৪।	কর্ণকর্ত্তৃক মদ্রাদি বাহীক-দেশবাসিগণের দোষ কথন। শল্যের উত্তরদান এবং উভয়কে দুর্য্যোধনের নিবারণ।	৫১০১
৪৫।	কৌরব-সৈন্যের ব্যূহরচনা। যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুনের আক্রমণ, শল্যকর্ত্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে প্রধান বীরগণের বর্ণন এবং অর্জুনের প্রশংসা।	৫১০৪
৪৬।	কৌরব ও পাণ্ডবদের তুমুল যুদ্ধ এবং অর্জুন ও কর্ণের পরাক্রম।	৫১১০
৪৮।	কর্ণকর্ত্তৃক বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার, ভীমসেনের দ্বারা কর্ণপুত্র তাহুসেনের বিনাশ, নকুল ও সাত্যকির সহিত বৃষসেনের যুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের উপর কর্ণের আক্রমণ।	৫১১৫
৪৯।	কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সংগ্রাম, কর্ণের মূর্চ্ছা, কর্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও তিরস্কার, পাণ্ডবগণের সহস্র যোদ্ধা বধ, রক্তনদীর বর্ণন। পাণ্ডব-মহারথিগণ কর্ত্তৃক কৌরব-সৈন্যদিগকে বিনাশ এবং তাহাদের পলায়ন।	৫১১৯
৫০।	কর্ণ ও ভীমসেনের যুদ্ধ এবং কর্ণের পলায়ন।	৫১২৯
৫১।	ভীমসেনকর্ত্তৃক দুর্যোধনের ছয় জন পুত্রবধ, ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ, ভীমসেনের দ্বারা গজ-সৈন্যসংহার এবং উভয়পক্ষের সৈন্যদের ঘোরতর যুদ্ধ।	৫১৩৪
৫২।	উভয়পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং কৌরব-সৈন্যদের ব্যাকুলতা।	৫১৪০
৫৩।	অর্জুন কর্ত্তৃক দশ হাজার সংশপ্তক যোদ্ধা ও তাহাদের সৈন্যগণকে সংহার।	৫১৪
৫৪।	কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়, যুধামন্যু বধ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা কৃতবর্ম্মার পরাভব।	৫১৪৮
৫৫।	অশ্বত্থামার তুমুল যুদ্ধ। সাত্যকির সারথিকে বিনাশ এবং অশ্বত্থামাকে ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্যত্র গমন।	৫১৫০
৫৬।	নকুল-সহদেবের সহিত দুর্যোধনের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দুর্যোধনের পরাজয়, কর্ণের দ্বারা সৈন্যসহ পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের বিনাশ, সসৈন্য কৌরব-যোদ্ধা-	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	দিগকে ভীমসেনের সংহার, অর্জুনকর্তৃক সংশপ্তক-সৈন্যগণের বধ, অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামার পরাজয়।	৫১৫৪
৫৭।	সৈন্যদিগকে দুর্যোধনের উৎসাহদান এবং অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।	৫১৬৫
৫৮।	যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে অর্জুনের ইচ্ছাপ্রকাশ এবং যুদ্ধভূমির বৃত্ত দেখাইতে দেখাইতে ও দেখাইবার দৃষ্টান্ত বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রথসঞ্চালন।	৫১৬৭
৫৯।	যুযুধানের সহিত কর্ণের যুদ্ধ, যুযুধানের উপর অশ্বত্থামার আক্রমণ, অর্জুন কর্তৃক যুযুধানকে রক্ষা এবং অশ্বত্থামার পরাভব।	৫১৭১
	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের নিকট দুর্যোধনের ও কর্ণের পরাক্রম বর্ণন এবং কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে উৎসাহদান ও ভীমসেনের দুষ্কর পরাক্রমকথন।	৫১৭৮
৬১।	কর্ণকর্তৃক শিখণ্ডীর পরাভব, যুধামন্যু ও উত্তমৌজার বধ এবং যুধামন্যু ও শতানীক কর্তৃক শকুনির পরাভব, সহদেবের দ্বারা উলূক ও শাত্যকি কর্তৃক শকুনির পরাভব, ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা যুযুৎসু ও দুঃশাসন কর্তৃক উত্তমৌজার পরাভব, ভীমসেনের দ্বারা দুর্যোধনের পরাভব এবং সমস্তসৈন্যের সংহার ও পলায়ন।	৫১৮৩
৬২।	যুধিষ্ঠিরের উপর কৌরব-সৈন্যের আক্রমণ।	৫১৮৯
৬৩।	কর্ণকর্তৃক নকুল-সহদেবসহ যুধিষ্ঠিরের পরাজয় এবং পীড়িত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিজ শিবিরে যাইয়া বিশ্রামলাভ।	৫১৯৪
৬৪।	অর্জুনকর্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয় কৌরব-সৈন্যের পলায়ন এবং দুর্যোধনকর্তৃক প্রেরিত কর্ণের দ্বারা ভার্গবাস্ত্রে পাঞ্চালসৈন্যের সংহার।	৫১৯৫
৬৫।	ভীমসেনের উপর যুদ্ধের ভার সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন।	৫২০০
৬৬।	সমরসঙ্কট যুধিষ্ঠিরকর্তৃক অর্জুনের নিকট কর্ণের বিনাশের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।	৫২০৩
৬৭।	কর্ণ এখনও বিনষ্ট হয় নাই, এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণকে বধ করিতে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা।	৫২০৭
৬৮।	অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অপমানকর ক্রোধপূর্ণ বাক্যকথন	৫২১০
৬৯।	যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত অর্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বলাক-ব্যাধ ও কৌশিকমুনির উপাখ্যান শুনাইয়া তাঁহাকে ধর্মের তত্ত্ব-উপদেশ।	৫২১৫
৭০।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ভ্রাতৃবধ ও আত্মহত্যা হইতে রক্ষা এবং যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান।	৫২২০
৭১।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে উপদেশদান, প্রসন্নতার সহিত অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মিলন, কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা এবং যুধিষ্ঠিরের আশীর্ব্বাদ।	৫২৩০
৭২।	শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রথযাত্রা, পথিমধ্যে শুভ নিমিত্তদর্শন ও শ্রবণ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে উৎসাহদান।	৫২৩৩
	ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের পরাভব বর্ণনা করিতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের সাধুবাদপূর্ব্বক কর্ণ এবং দুর্যোধনের অন্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়া কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে উৎসাহ প্রদান	৫২৩৬
৭৩	অর্জুনের বীরত্বপূর্ণ উৎসাহ	৫২৩৬
৭৪।	উভয়পক্ষের সৈন্যের ব্যূহরচনা এবং যুদ্ধোদ্যম।	৫২৪০
৭৫।	ভীমসেন ও তাঁহার সারথি বিশোকের পারস্পরিক বাক্যোপকথন।	৫২৪৩
৭৬।	অর্জুন ও ভীমসেনকর্তৃক কৌরবসৈন্যের সংহার, ভীমসেনের দ্বারা শকুনির পরাভব এবং সৈন্যসহ দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের পলায়ন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ।	৫২৪৮
৭৭।	কর্ণকর্তৃক পাণ্ডবসৈন্যের সংহার ও তাহাদের পলায়ন।	৫২৬৫
৭৮।	কৌরব-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া অর্জুনকর্তৃক রক্তনদীর উৎপত্তি এবং নিজের রথকে কর্ণের নিকট লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া শল্য এবং কর্ণের কথোপকথন এবং অর্জুনকর্তৃক কৌরব-সৈন্যের বিনাশ।	৫২৭০
৮০।	কৌরব-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অর্জুনের অগ্রগমন।	৫২৮০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮১।	অর্জুন ও ভীমসেনের দ্বারা কৌরব-বীরগণের সংহার এবং কর্ণের পরাক্রম।	৫২৮৩
৮২।	সাত্যকি কর্তৃক কর্ণপুত্র প্রসেনের সংহার, কর্ণের পরাক্রম ও ভীমসেনের যুদ্ধ।	৫২৮৭
৮৩।	ভীমসেন কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ও দুঃশাসন বধ, ঘুষাযুদ্ধের দ্বারা চিত্রসেনের বিনাশ এবং ভীমসেনের দুর্যোধন।	৫২৯৩
৮৪।	ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্রবধ, কর্ণের ভয়, শল্যের প্রবোধবাক্য এবং নকুল ও বৃষসেনের যুদ্ধ।	৫২৯৯
৮৫।	কৌরবগণ কর্তৃক কৃতিবর্মার পুত্রক্ষয় ও হস্তীদিগের বিনাশ এবং অর্জুন কর্তৃক বৃষসেনবধ।	৫৩০৩
৮৬।	কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন এবং কর্ণের সম্মুখে অর্জুনের উপস্থিতি।	৫৩০৮
৮৭।	কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধে উপস্থিতি, ইঁহাদের জয়-পরাজয় বিষয়ে প্রাণিগণের মধ্যে সংশয়, ব্রহ্মা ও শঙ্কর কর্তৃক অর্জুনের জয়ঘোষণা, কর্ণ ও শল্যের এবং অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।	৫৩১০
৮৮।	অর্জুন কর্তৃক কৌরব-সৈন্যের সংহার, সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য দুর্যোধনের নিকট অশ্বত্থামার প্রস্তাব এবং দুর্যোধন কর্তৃক উহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।	৫৩১৯
৮৯।	কর্ণ ও অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ এবং কৌরবগণের পলায়ন।	৫৩২৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯০।	কর্ণ ও অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে কর্ণের সর্পমুখ বাণ হইতে রক্ষা এবং কর্ণের রথচক্রসকল পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হওয়ায় অর্জুনকে বাণ নিক্ষেপ না করিতে কর্ণের অনুরোধ।	৫৩৩৭
৯১।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণকে তিরস্কার এবং অর্জুনের দ্বারা কর্ণের বিনাশ।	৫৩৫০
৯২।	কৌরবগণের শোকপ্রকাশ, ভীমাদি পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আনন্দ, কৌরব-সৈন্যগণের পলায়ন এবং দুঃখিত পলায়নকর্তৃক দুর্যোধনকে সান্ত্বনাদান।	৫৩৫৭
৯৩।	ভীমসেনকর্তৃক পঁচিশ হাজার পদাতি-সৈন্য বিনাশ, অর্জুনের দ্বারা রথসৈন্য-সংহার, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে দুর্যোধনের বিফল প্রয়াস।	৫৩৫৯
৯৪।	পলায়নকর্তৃক রণভূমির বিপর্যয়, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শিবির অভিমুখে গমন।	৫৩৬৪
	কৌরব-সৈন্যদের শিবিরের দিকে পলায়ন এবং শিবিরে প্রবেশ।	৫৩৭১
৯৫।	রথান্তরে কর্ণকে নিহত দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রের শোক এবং কর্ণপক্ষের প্রবলপরাক্রমকথন।	৫৩৭৩

দ্রুপদং তু সসানীকং দ্রোণপ্রেপ্সুং মহারথম্।
বৃষসেনোঽভ্যয়াৎ তূর্ণং ত্রিভিঃ শরশতৈস্তদা ॥ ১৩
যজ্ঞসেনস্তু সমরে কর্ণপুত্রং মহারথম্।
ষষ্ট্যা শরাণাং বিব্যাধ বাহ্বোরুরসি চানঘ ॥ ১৪
বৃষসেনস্তু সংক্রুদ্ধো যজ্ঞসেনং রণে স্থিতম্।
বহুভিঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈরাজঘান ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৫
তাবুভৌ শরজালৌঘৈঃ শরকণ্টকিতৌ রণে।
ব্যরাজেতাং মহারাজ স্বাবিধৌ শললৈরিব ॥ ১৬
রুক্মপুঙ্খৈঃ প্রসন্নাগ্রৈঃ শরৈশ্ছিন্নতনুচ্ছদৌ।
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নৌ ব্যরাজেতাং মহাযুধে ॥ ১৭
তপনীয়নিভৌ চিত্রৌ করবৃক্ষাবিবাঙ্কুরৌ।
কিংশুকাবিব চোৎফুল্লৌ ব্যরাজেতাং রণাজিরে ॥ ১৮
বৃষসেনস্ততো রাজন্ দ্রুপদং নবভিঃ শরৈঃ।
বিদ্ধ্বা বিব্যাধ সপ্তত্যা পুনরন্যৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৯
ততঃ শরসহস্রাণি বিমুঞ্চন্ বিশতৌ তদা

দ্রোণাচার্যের সম্মুখে আসিতে আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা দ্রুপদের উপর বৃষসেন প্রভৃতি শত শত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১০

নিষ্পাপ নরেশ! সমরাঙ্গণে রাজা যজ্ঞসেন (দ্রুপদ) মহারথী কর্ণপুত্র বৃষসেনের বক্ষে ও বাহুদ্বয়ে ষাটটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৪

তখন বৃষসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া রথের উপর উপবিষ্ট যজ্ঞসেন দ্রুপদের বক্ষে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৫

মহারাজ! ইঁহাদের উভয়েরই দেহ পরস্পরের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা উভয়ে বাণরূপী কণ্টকসমূহে যুক্ত হইয়া কণ্টকাকীর্ণ দুইটি স্থাবিরের (শল্লকীর) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৬

স্বর্ণের পঙ্খ-যুক্ত নির্মল অগ্রভাগবিশিষ্ট বহু বাণে সেই মহাসমরে ইঁহাদের কবচ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং উভয়েই রক্তে আপ্লুত হইয়া অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭

ইঁহারা উভয়ে স্বর্ণের ন্যায় বিচিত্র, করবৃক্ষতুল্য অঙ্কুর এবং বিকসিত দুইটি পলাশবৃক্ষের ন্যায় অপূর্ব শোভাসম্পন্ন হইয়া রণাঙ্গনে প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ ১৮

রাজন্! তদনন্তর বৃষসেন রাজা দ্রুপদকে নয়টি বাণে আহত করিয়া সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর পুনরায় আরও তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৯

কর্ণপুত্রো মহারাজ বর্ষমাণ ইবাম্বুদঃ ॥ ২০
দ্রুপদস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো বৃষসেনস্য কার্মুকম্।
ছিত্ত্বা চিচ্ছেদ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ২১
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় রুক্মবদ্ধং নবং দৃঢ়ম্।
তূণাদাকৃষ্য বিমলং ভল্লং পীতং শীতং দৃঢ়ম্ ॥ ২২
কার্মুকে যোজয়িত্বা তং দ্রুপদং সংনিরীক্ষ্য চ।
আকর্ণপূর্ণং মুমুচে ত্রাসয়ন্ সর্বসোমকান্ ॥ ২৩
হৃদয়ং তস্য ভিত্ত্বা চ জগাম বসুধাতলম্।
রুক্মপঙ্খঃ প্রাবিশদ্ রাজা বৃষসেনশরাহতঃ ॥ ২৪
সারথিস্তমপোবাহ স্মরন্ সারথিচেষ্টিতম্।
তস্মিন্ প্রভগ্নে রাজেন্দ্র পাঞ্চালানাং মহারথে ॥ ২৫
ততস্তু দ্রুপদানীকং শরৈশ্ছিন্নতনুচ্ছদম্।
সম্প্রাদ্রবৎ তদা রাজন্ নিশীথে ভৈরবে সতি ॥ ২৬
প্রদীপৈর্হি পরিত্রাণৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতঃ।
ব্যরাজত মহী রাজন্ বীতাভ্রা দ্যৌরিব গ্রহৈঃ ॥ ২৭

মহারাজ! তদনন্তর শত শত বাণের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে কর্ণপুত্র বৃষসেন বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০

তাহার পর ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা দ্রুপদ একটি পীতবর্ণ নিশিত ও তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা বৃষসেনের ধনু খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ২১

তখন বৃষসেন ত্বরান্বিত হইয়া তূণীর হইতে একটি অন্য দৃঢ় ও নূতন ধনু গ্রহণ করিয়া তূণীর হইতে একটি নির্মল তীক্ষ্ণধার এবং দৃঢ় ভল্ল বাহির করিলেন। তাহার পর ধনুর উপর উহা স্থাপন করিয়া কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত সমস্ত সোমকগণকে ভীত করিতে করিতে বৃষসেন রাজা দ্রুপদকে লক্ষ্য করত এই ভল্লটিকে ক্ষেপণ করিলেন ॥ ২২-২৩

এই ভল্ল দ্রুপদের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ধরাতলে যাইয়া পতিত হইল। বৃষসেনের সেই তীক্ষ্ণ আঘাতে রাজা দ্রুপদ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৪

রাজেন্দ্র! তখন সারথি নিজ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে রণাঙ্গন হইতে দূরে লইয়া যাইল। পাঞ্চাল-বীরগণের মধ্যে মহারথ যোদ্ধা দ্রুপদ দূরে অপসৃত হইলে পর বাণসমূহে ছিন্ন কবচধারী দ্রুপদের সমস্ত সৈন্যগণ সেই ভয়ঙ্কর অর্ধরাত্রের সময় সেখান হইতে পলায়ন করিল ॥ ২৪-২৬

রাজন্! পলায়মান সৈন্যেরা যে সব মশাল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সেই মশালসমূহে তখন চারিদিকেই জ্বলিতে ছিল ॥ ২৭

তথাঙ্গরৈর্নিপতিতৈর্যোধরাজস্য বসুন্ধরা।
প্রাবৃট্‌কালে মহারাজ বিদ্যুদ্‌ভিরিব তোয়দঃ ॥ ২৮
ততঃ কর্ণসুতাং দ্রষ্টুং সোমকা বিপ্রহৃদ্রবুঃ।
যথেন্দ্রতনয়বিত্রস্তা ধনবাস্তারকাময়ে ॥ ২৯
তেনার্দ্যমানাঃ সমরে দ্রবমাণাশ্চ সোমকাঃ।
ব্যরাজন্ত মহারাজ প্রদীপৈরবভাসিতাঃ ॥ ৩০
তাংস্তু নির্জিত্য সমরে কর্ণপুত্রোঽপ্যরোচত।
মধ্যন্দিনমনুপ্রাপ্তো ঘর্মাংশুরিব ভারত ॥ ৩১
তেষু রাজসহস্রেষু তাবকেষু পরেষু চ।
এক এব অলংস্তস্থৌ বৃষসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩২
স বিজিত্য রণে শূরান্ সোমকানাং মহারথান্।
জগাম ত্বরিতস্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥
প্রতিবিন্ধ্যস্তু ক্রুদ্ধঃ প্রদহন্নঃ রণে রিপূন্।
দুঃশাসনস্তব সুতঃ প্রত্যগচ্ছদ্‌রথর্ষভঃ ॥ ৩৪

উভয়োঃ সমাগমো রাজংশ্চিত্ররূপো বভূব হ।
বাষ্পেতজলদে ব্যোম্নি বুধ-ভাস্করয়োরিব ॥ ৩৫
প্রতিবিন্ধ্যস্তু সমরে কুর্বাণং কর্ম দুষ্করম্।
দুঃশাসনস্ত্রিভির্বাণৈর্ললাটে সমবিধ্যত ॥ ৩৬
সোঽভিবিদ্ধো বলবতা তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
বিরুরাজ মহাবাহুঃ সপুষ্প ইব পর্বতঃ ॥ ৩৭
দুঃশাসনস্তু সমরে প্রতিবিন্ধ্যো মহারথঃ।
নবভিঃ সায়কৈর্বিদ্ধা পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৩৮
তত্র ভারত পুত্রস্তে কৃতবান্ কর্ম দুষ্করম্।
প্রতিবিন্ধ্যহয়ানুগ্রৈঃ পাতয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৩৯
সারথিং চাস্য ভল্লেন ধ্বজঞ্চ সমপাতয়ৎ।
ধনুশ্চ ত্রিদশো রাজন্ বাণমস্য তথা ধ্বনিঃ ॥ ৪০
পতাকাশ্চ সতূণীরা দশাপি যোক্ত্রাণি চ প্রভো।
চিচ্ছেদ ত্রিদশঃ ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৪১

মহারাজ! বীরদলের সাতিশয় চাঞ্চল্যবশতঃ বহু অশ্বারোহীর সেখানকার সৈন্যের এরূপ লোপ পাইতেছিল, যেরূপ বর্ষাকালে বিদ্যুৎসমূহে মেঘ লোপ পাইয়া থাকে ॥ ২৮

অনন্তর কর্ণপুত্র বৃষসেনের ভয়ে ভীত হইয়া সোমক-বীর ক্ষত্রিয়গণ সেইস্থানে পলায়ন করিতে লাগিল, যেরূপ তারকাময় সংগ্রামে ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া দানবেরা পলায়ন করিয়াছিল ॥ ২৯

মহারাজ! রণাঙ্গনে বৃষসেন হইতে পীড়িত হইয়া পলায়নপর সোমক-যোদ্ধারা প্রদীপসমূহে প্রকাশিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩০

ভারত! যুদ্ধস্থলে ইহাদের সকলকে পরাজিত করিয়া কর্ণনন্দন বৃষসেনও মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল ॥ ৩১

আপনার ও শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র রাজসমূহের মধ্যে একমাত্র প্রতাপশালী বৃষসেনই বীর তেজে প্রকাশিত হইতে থাকিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

এই যুদ্ধক্ষেত্রে বীর সোমক-মহারথীদিগকে পরাজিত করিয়া বৃষসেন অতিশয় সেস্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৩৩

অন্য দিকে ক্রুদ্ধ প্রতিবিন্ধ্য রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে বধ করিতে ছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবার জন্য আপনার মহারথী বীর পুত্র দুঃশাসন আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪

রাজন্! মেঘ ও মেঘহীন আকাশে বুধ ও সূর্য্যের মিলন হইয়া থাকে, সেইরূপ বৃষসেনে এই দুই বীরের অদ্ভুত মিলন হইল ॥ ৩৫

সমরাঙ্গনে দুষ্কর কর্মকারী প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে দুঃশাসন তিনটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৬

আপনার মহাধনুর্ধর বীর পুত্র দুঃশাসনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই সব বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য তিনটি শিখর-বিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৭

তাহার পর মহারথী প্রতিবিন্ধ্য সমরাঙ্গনে দুঃশাসনকে প্রথমে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৮

ভারত! সেই সময় রণস্থলে আপনার পুত্র দুঃশাসন এক দুষ্কর পরাক্রম করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে বধ করিলেন ॥ ৩৯

রাজন্! তিনি পুনরায় একটি ভল্ল প্রহার করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রতিবিন্ধ্যের সারথি এবং ধ্বজকে ভূপাতিত করিলেন। তাহার পর ধনুকেও তিন তিন করিয়া বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

প্রভো! ক্রুদ্ধ দুঃশাসন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের পতাকা, তূণীর, ঈষার অশ্বগণের রশ্মি এবং রথের যোক্ত্রসমূহও তিন তিন করিয়া চূর্ণ করিলেন ॥ ৪১

বিরথঃ স তু বর্মাণ্যা ধনুষ্পাণিরবস্থিতঃ
অযোধয়ৎ তব সুতং কিরন্ শরশতান্ বহূন্ ॥ ৪২
ক্ষুরপ্রেণ ধনুস্তস্য চিচ্ছেদ তনয়স্তব।
অথৈনং দশভির্বাণৈশ্ছিন্নধন্বানমাদয়ৎ ॥ ৪৩
তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র ভ্রাতরোঽস্য মহারথাঃ।
অভ্যবর্তন্ত বেগেন মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৪৪
আরুরুহে স ততো যানং সুতসোমস্য ভাস্বরম্।
বহুমূর্ত্তি মহারাজ বিব্যাধ তনয়ং তব ॥ ৪৫

ওতস্য ভ্রাতরঃ সর্বে পরিবার্য্য সুতং তব।
অভ্যবর্তন্ত সংগ্রামে মহত্যা সেনয়া বৃতাঃ ॥ ৪৬
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তব তেষাঞ্চ ভারত।
নিশীথে দারুণে কালে যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি ঘটোৎকচবধপর্ব্বণি রাত্রিযুদ্ধে শতানীকযুদ্ধে অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮

বর্ম্মাদ্যা প্রতিবিদ্ধা রথহীন হইয়া যাইলে হস্তে ধনু ধারণ করত ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং শত শত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিয়া আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

তখন আপনার পুত্র দুঃশাসন ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা প্রতিবিদ্ধের ধনু ছেদন করিয়া দিলেন এবং দশ ছিন্ন হইবার পর দশটি বাণে তাঁহাকে গুরুতর আহত করিলেন ॥ ৪৩

তাঁহাকে রথহীন হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য মহারথী ভ্রাতৃগণ বিশাল সৈন্যসামন্তের সহিত তাঁহার সাহায্যের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪

মহারাজ! তখন প্রতিবিদ্ধ লাফ দিয়া সুতসোমের উজ্জ্বল রথে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহে বহু ধারণ করত আপনার পুত্র দুঃশাসনকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

ইহা দেখিয়া আপনার সকল ভ্রাতারাই আপনার পুত্র দুঃশাসনকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সেখানে যুদ্ধের বড় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তারপর তুমুলযুদ্ধ হইতে হইতে নিশীথকালে আপনার পুত্রের ও দ্রৌপদী পুত্রগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা যমরাজ্যেরই বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৪৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধপর্ব্বে শতানীকবধ নামক একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলেন শকুনেঃ পরাজয়ঃ, শিখণ্ডি-কৃপাচার্য্যয়োঃ যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

নকুলং রভসং যুদ্ধে নিঘ্নন্তং বাহিনীং তব।
অভ্যদ্রবৎ সৌবলঃ ক্রুদ্ধস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১
কৃতবৈরৌ তু তৌ বীরাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ।
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ২

যথৈব নকুলো রাজন্ শরবর্ষাণ্যমুঞ্চত।
তথৈব সৌবলশ্চাপি শিক্ষাঃ সন্দর্শয়ন্ যুধি ॥ ৩
তাবুভৌ সমরে শূরৌ শরকণ্টকিনৌ তদা।
ব্যরাজেতাং মহারাজ শারিধৌ শললৈরিব ॥ ৪

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[নকুলকর্ত্তৃক শকুনির পরাজয় এবং শিখণ্ডী ও কৃপাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! বেগশালী নকুল যুদ্ধে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছিলেন। ইহার সম্মুখীন হইবার জন্য ক্রুদ্ধ সুবল-পুত্র শকুনি আসিলেন এবং বলিলেন, ওরে! দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ১

এই দুই বীর পূর্ব্ব হইতেই শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন এবং পরস্পরকে বধ করিবার জন্য উদ্যতই ছিলেন, সেইজন্য পূর্ণায়ত বল পর্য্যন্ত বল আকর্ষণ করিয়া বাণসমূহ নিক্ষিপ্ত করিতে করিতে উভয়ে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজন্! নকুল যেরূপ বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন, শকুনিও সেইরূপই যুদ্ধবিষয়ক শিক্ষা প্রদর্শন করিতে করিতে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন ॥ ৩

মহারাজ! এই দুই বীরবর সমরাঙ্গণে বাণরূপী কণ্টকাকীর্ণ হইয়া কণ্টকশোভিত শালিবৃক্ষ (শেওড়া) তুল্য শোভিত হইলেন ॥ ৪

কম্বপুঙ্খৈরভিস্কান্তৈঃ শরৈশ্চিত্রবরচ্ছদৈঃ
রবিরোচনসংকাশৈর্ব্যরাজেতাং মহামৃধে ॥ ৫
তপনীয়নিভৌ চিত্রৌ কল্পবৃক্ষাবিব দ্রুমৌ।
কিংশুকাবিব চোৎফুল্লৌ প্রকাশেতে রণাজিরে ॥ ৬
তাবুভৌ সমরে শূরৌ শরকণ্টকিনৌ তদা।
ব্যরাজেতাং মহারাজ কণ্টকৈরিব শাল্মলী ॥ ৭
মুক্তিক্ষং প্রেক্ষমাণৌ চ রাজন্ বিস্তরলোচনৌ।
ক্রোধসংরক্তনয়নৌ নিরীক্ষেতে পরস্পরম্ ॥ ৮
তাবলক্ষ্য তদা সংক্রুদ্ধৌ মাদ্রীপুত্রং হসন্নিব।
কর্ণিনৈকেন বিব্যাধ হৃদয়ে নিশিতেন হ ॥ ৯
নকুলস্তু ভৃশং বিদ্ধঃ তাড়য়েন তদ ধন্বিনা।
নিষসাদ রথোপস্থে কম্পনঃ চাবিশদ্ভয়ম্ ॥ ১০
অভ্যাত্তবৈরিণং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা শত্রুং তথাগতম্
ননাদ শকুনী রাজংস্তোয়ান্তে জলদো যথা ॥

পর্বত পক্ষবিশিষ্ট এবং সহসগামী বাণসমূহের দ্বারা ইঁহাদের উভয়েরই কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তখনই সেই মহাসমরে শোণিতে আপ্লুত হইয়া পুষ্পশোভিত কিংশুকে সুশোভিত হইতেছিলেন। তখন ইঁহারা দুইজনে দুইটি কল্পবৃক্ষ ও দুইটি বিকসিত সিমুল বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গণে প্রকাশিত হইতে ছিলেন ॥ ৫-৬

মহারাজ! যেরূপ কণ্টকসমূহের দ্বারা শাল্মলীবৃক্ষ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই শূর বীর রণাঙ্গনে বাণরূপ কণ্টক-সমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭

রাজন্! ইঁহারা উভয়ে তখন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পরস্পরকে দেখিতেছিলেন এবং ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত পরস্পরকে এইভাবে দেখিতেছিলেন, যেন ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ৮

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আপনার ভ্রাতা শকুনি যেন হাস্য করিতে করিতেই একটি তীক্ষ্ণধার নামক বাণের দ্বারা মাদ্রীনন্দন নকুলের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯

আপনার ভ্রাতার ভ্রাতা শকুনির দ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া নকুল-রথের পশ্চাদ্ভাগে আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং মূর্ছিত হইলেন ॥ ১০

রাজন্! নিজের অত্যন্ত বৈরী ও অভিমানী শত্রুকে এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া শকুনি বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং নকুলঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
অভ্যাহতং সৌবলং তূর্ণং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥ ১২
সংক্রুদ্ধঃ শকুনিং ষষ্ট্যা বিব্যাধ ভরতর্ষভ।
পুনশ্চৈনং শতেনৈব নারাচানাং সমাশুরে ॥ ১৩
অথাস্য সশরং চাপং মুষ্টিদেশেঽচ্ছিনৎ তদা।
ধ্বজঞ্চ হরিতং ছিত্ত্বা রথাদ্ ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ১৪
বিশিখেন চ তীক্ষ্ণেন পীতেন নিশিতেন চ।
উরু নির্ভিদ্য চৈকেন নকুলঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ১৫
তেনং সপক্ষং ব্যাধেন পাতয়ামাস তং তদা।
সোঽভিবিদ্ধো মহারাজ রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১৬
অজমষ্টিং পরিক্লিশ্য কামুকঃ কামিনীং যথা।
তং বিসংজ্ঞং নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং তবানঘ ॥ ১৭
অপোবাহ রথেনাশু সারথির্ধর্মজীমুখাৎ।
ততঃ সংক্রুক্রুদ্ধঃ পার্থো যে চ তস্যানুগা রণে ॥ ১৮

তাহার পর পাণ্ডুপুত্র নকুল সংজ্ঞা লাভ করিয়া মৃত্যুসঞ্চারকারী যমরাজের ন্যায় পুনরায় তীক্ষ্ণধার শকুনির সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইঁহাকে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর ষাটটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর পুনরায় তাঁহার বক্ষে তিনি এক শত নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ১৩

তদনন্তর নকুল শকুনির আপনার ধনুক মুষ্টিদেশ কাটিয়া দিলেন এবং অতিশীঘ্র তাঁহার ধ্বজও ছেদন করত রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ১৪

ইহার পর একটি পীতবর্ণবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও নিশিত বাণের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুল শকুনির দুই জঙ্ঘাকে বিদীর্ণ করিয়া ব্যাধকর্তৃক বিদ্ধ পক্ষযুক্ত তেজ-পক্ষীর ন্যায় পাতিত করিলেন।

মহারাজ! সেই বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া শকুনি যেরূপ কামী পুরুষ কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজ রথের ধ্বজ-যষ্টিকে দুই হস্তে অবলম্বন করিয়া রথের পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া পড়িলেন।

নিষ্পাপ নরেন্দ্র! আপনার ভ্রাতা শকুনিকে অচৈতন্য হইয়া যাইতে দেখিয়া সারথি রথের সাহায্যে তাঁহাকে সৈন্যদের অগ্রভাগ হইতে দূরে লইয়া গেল।

তখন কুন্তীপুত্রগণ এবং তাঁহাদের অনুগামীরা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রণাঙ্গনে শত্রু শকুনিকে পরাজিত

নির্জিত্য চ রণে শত্রুং নকুলঃ শত্রুতাপনঃ।
অব্রবীৎ সারথিং ক্রুদ্ধো দ্রোণানীকায় মাং বহ ॥ ১৯
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মাদ্রীপুত্রস্য সারথিঃ।
প্রায়াৎ তেন তদা রাজন্ যত্র দ্রোণো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০
শিখণ্ডিনং তু সমরে দ্রোণপ্রেপ্সুং বিশাম্পতে।
কৃপঃ শারদ্বতো বদ্ধঃ প্রত্যগচ্ছৎ সসৈন্ধিতঃ ॥ ২১
গৌতমং ক্রতুমারাজ্য দ্রোণানীকমরিন্দমম্।
বিব্যাধ নবভির্ভল্লৈঃ শিখণ্ডী প্রহসন্নিব ॥ ২২
তমাচার্য্যো মহারাজ বিদ্ধ্বা পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
পুনর্বিব্যাধ বিংশত্যা পুত্রাণাং প্রিয়কৃৎ তব ॥ ২৩
মহদ্ যুদ্ধং তয়োরাসীদ্ ঘোররূপং ভয়ানকম্
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে শম্বরামররাজয়োঃ ॥ ২৪
শরজালাবৃতং ব্যোম চক্রতুস্তৌ মহারথৌ।
মেঘাবিব তপাপায়ে বীরৌ সমরদুর্মদৌ ॥ ২৫
প্রকৃত্যা ঘোররূপং তদাসীদ্ ঘোরতরং পুনঃ।

করিয়া ক্রুদ্ধ শত্রুতাপন নকুল নিজ সারথিকে বলিলেন,—সূত! তুমি আমাকে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যের নিকট লইয়া চল। ১৮-১৯

রাজন্! মাদ্রীনন্দন নকুলের এই কথা শ্রবণ করিয়া সারথি সেই রথের দ্বারা যেখানে দ্রোণাচার্য্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানের দিকে তৎক্ষণাৎ প্রস্থিত হইল। ২০

প্রজানাথ! দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী শিখণ্ডীকে তথায় নিবারিত করিবার জন্য শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য অভিশয় ক্রোধসহকারে তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২১

শত্রুদমন, দ্রোণ-রক্ষক, গৌতমবংশবর্দ্ধন কৃপাচার্য্যকে অভিক্রুদ্ধ আসিতে দেখিয়া শিখণ্ডী হাস্য করিতে করিতেই তাঁহাকে নয়টি ভল্লের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২২

মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ২৩

পূর্ব্বকালে দেবাসুর সংগ্রামের সময় শম্বরাসুর ও ইন্দ্রের মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়ানক ও ঘোরতর যুদ্ধ ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে চলিতে লাগিল। ২৪

এই দুই রণদুর্মদ বীর মহারথী বর্ষাকালের দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় আকাশে বাণসমূহে জাল রচিয়া দিলেন। ২৫

রাত্রিশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ যোধানাং যুদ্ধশালিনাম্ ॥ ২৬
কালরাত্রিনিভা ত্রাসাদ্ ঘোররূপা ভয়ানকা।
শিখণ্ডী তু মহারাজ গৌতমস্য মহদ্ ধনুঃ ॥ ২৭
অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ সজ্যং সবিশিখং তদা।
তস্য ক্রুদ্ধঃ কৃপো রাজন্ শক্তিং চিক্ষেপ দারুণাম্ ॥
স্বর্ণদণ্ডামকুণ্ঠাগ্রাং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতাম্।
তামাপতন্তীং চিচ্ছেদ শিখণ্ডী বহুভিঃ শরৈঃ ॥ ২৯
সাঽপতদ্ভরতশ্রেষ্ঠ দীপ্তা ভাসয়তী মহাপ্রভা।
অথাদত্ত ধনুরাদায় গৌতমো রথিনাং বরঃ ॥ ৩০
প্রাচ্ছাদয়চ্ছিতৈর্বাণৈর্মহারাজ শিখণ্ডিনম্।
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে গৌতমেন যশস্বিনা ॥ ৩১
অধীয়ত রথোপস্থে শিখণ্ডী রথিনাং বরঃ।
সীদন্তং চৈনমালোক্য কৃপঃ শারদ্বতো যুধি ॥ ৩২
আজঘ্নে বহুভির্বাণৈর্দিব্যাস্ত্রসংপ্লুতৈ ভারত।
বিমুখঃ তু রণে দৃষ্ট্বা তাত্রাসেনি মহারথম্ ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের ভয়ঙ্কর আকাশযুদ্ধ এই সময় আরও ঘোরতর রূপ ধারণ করিল। রণাঙ্গনে গৌতমনন্দন যোদ্ধাগণের নিকট এই ঘোর ও ভয়ানক রাত্রি কালরাত্রির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

মহারাজ! শিখণ্ডী এই সময় অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ প্রহার করিয়া ধনু ও বাণসহ কৃপাচার্য্যের বিশাল ধনু ছেদন করিয়া দিলেন।

রাজন্! তখন কৃপাচার্য্য কুপিত হইয়া স্বর্ণদণ্ডযুক্তা ও অত্যন্ত ধারবিশিষ্টা এবং কর্ম্মকারদ্বারা পরিমার্জ্জিতা একটি ভয়ঙ্করী শক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন।

নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া শিখণ্ডী বহুসংখ্যক বাণপ্রয়োগ করত তাহাদের দ্বারা উহাকে ছেদন করিলেন। সেই অত্যন্ত কান্তিমতী ও প্রকাশমানা শক্তি খণ্ডিত হইয়া সর্ব্বদিকে প্রভা বিকীরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য অপর একটি বহু হাতে লইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শিখণ্ডীকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন।

সমরাঙ্গনে রথশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইতে থাকিয়া রথিশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী রথের পশ্চাদ্ভাগে গমন করত বিবিধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ভরতনন্দন! যুদ্ধস্থলে শিখণ্ডীকে বিবিধ হইয়া যাইতে দেখিয়া শরদ্বান পুত্র কৃপাচার্য্য তাঁহার উপর আরও বহুসংখ্যক বাণ

পাঞ্চালাঃ সোমকাশ্চৈব পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ।
তথৈব তব পুত্রাশ্চ পরিবব্রুস্ত্বিজোত্তমম্ ॥ ৩১
মহত্যা সেনয়া সার্ধং ততো যুদ্ধমবর্তত।
রথানাঞ্চ রথৈ রাজন্নশ্বানশ্বৈরভিদ্রবতাম্ ॥ ৩২
বভূব তুমুলঃ শব্দো মেঘানাং গর্জতামিব।
দ্রবতাং সাদিনাং চৈব গজানাঞ্চ বিশাম্পতে ॥ ৩৩
অন্যোন্যমভিতো রাজন্ কুরবশ্চোধনং যযুঃ।
পত্তীনাং দ্রবতাং চৈব পাদশব্দেন মেদিনী ॥ ৩৪
অকম্পত মহারাজ ভরতস্যেব চাজ্ঞয়া।
রথিনো রথমাস্থায় প্রদ্রুতা বেগবত্তরম্ ॥ ৩৫
অস্যন্তঃ বহবো রাজন্ শলভান্ বায়সা ইব।
তথা গজান্ প্রতিগজাংশ্চ সম্প্রতিষ্ঠা মহাগজাঃ ॥ ৩৬
তস্মিন্নেব পদে যত্তা নিষ্পতন্তি স্ম ভারত।
সাদী সাদিনমাসাদ্য পত্তয়শ্চ পদাতিনম্ ॥ ৩৭
সমাসাদ্য রথেনেন্দ্রোঃ সারথী নাতিচক্রমুঃ।

ধাবতাং দ্রবতাং চৈব পুনরাবর্ততামপি ॥ ৪১
বভূব তত্র সৈন্যানাং শব্দঃ সুবিপুলো নিশি।
দীপ্যমানাঃ প্রদীপাশ্চ রথ-বারণ-বাজিষু ॥ ৪২
অদৃশ্যন্ত মহারাজ মহোল্কা ইব খাচ্যুতাঃ।
সা নিশা ভরতশ্রেষ্ঠ প্রদীপৈরবভাসিতা ॥ ৪৩
দিবসপ্রতিমা রাজন্ বভূব রণমূর্ধনি।
আদিত্যেন যথা ব্যাপ্তং তমো লোকে প্রণশ্যতি ॥ ৪৪
তথা নষ্টং তমো ঘোরং দীপৈর্দীপ্তৈরিতস্ততঃ।
দ্যৌশ্চৈব পৃথিবী চাপি দিশশ্চ প্রদিশস্তথা ॥ ৪৫
রজসা তমসা ব্যাপ্তা দ্যোতিতাঃ প্রভয়া পুনঃ।
অস্ত্রাণাং কবচানাঞ্চ মণীনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৪৬
অস্তুর্ধযুঃ প্রভাঃ সর্বা দীপৈস্তৈরবভাসিতাঃ।
তস্মিন্ কোলাহলে যুদ্ধে বর্তমানে নিশামুখে ॥ ৪৭
ন কিঞ্চিদ্ বিদুরাত্মানময়মস্মীতি ভারত।
অবধীৎ সময়ে পুত্রঃ পিতা ভরতসত্তম ॥ ৪৮

প্রহার করিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—তিনি যেন শিবভাবে যজ্ঞ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

রাজা দ্রুপদের এই মহাস্ত্রই পুত্রকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দেখিয়া পাঞ্চাল ও সোমকগণ তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া রহিলেন।

এইরূপে আপনার পুত্রগণও বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত উপস্থিত হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রুপদাচার্যকে পরিবৃত করিলেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রাজন্! রণাঙ্গনে পরস্পর ধাবমান রথসকলের ভয়ঙ্কর ঘর্ঘর ধ্বনি মেঘগর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল।

প্রজাপালক রাজন্! চারিদিক্ দিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণকারী অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধাদিগের সঙ্ঘর্ষে যাহা এই রণভূমি অতিশয় ভীষণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মহারাজ! পরস্পরের দিকে ধাবিত পলাতি-সৈন্যদের পরস্পরের আঘাত-সঙ্ঘে এই ধরণী ভয়ভীতা রমণীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

রাজন্! যেরূপ কাকগণ ধাবিত হইয়া পরস্পরকে ধরিয়া থাকে, সেইরূপ রথের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া তীব্রবেগে ধাবিত বহুসংখ্যক রথী বীর শত্রুপক্ষের সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন।

হে ভারত! বহুসংখ্যক বিশাল দেহ হস্তীরা বহুসংখ্যক প্রহারিত করিতে করিতে অপর গজরাজগণের সহিত সহসা মিলিত হইয়া

পরস্পর যত্নের সহিত পরস্পরকে নিগ্রহ করিতে লাগিল।

রণাঙ্গনে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইয়া এবং পদাতি সৈন্যগণ পদাতি সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিল না।

সেই রাত্রিকালে ধাবিত, পলায়িত ও পুনরায় প্রত্যাগত সৈন্যদের মহাকোলাহল সদা উত্থিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপর প্রজ্বলিত প্রদীপগুলি আকাশ হইতে পতিত বড় বড় উল্কাসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল।

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ নরেশ! প্রদীপসমূহে প্রকাশিত এই রাত্রিমুখের সম্মুখভাগ দিবসের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল।

যেরূপ সূর্যের প্রকাশে সম্পূর্ণ জগতে বিকৃত-অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ এদিকে ওদিকে প্রজ্বলিত মশালগুলির দ্বারা সেখানকার ভয়ানক অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইল।

ধূলি ও অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত আকাশ, পৃথিবী, দিক্ ও বিদিক্-সমূহ প্রদীপসকলের প্রভায় পুনরায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

মহাত্মা যোদ্ধাগণের অস্ত্র, কবচ ও মণিসকলের সমস্ত প্রভা প্রদীপসমূহের প্রকাশে তিরোহিত হইয়া যাইল।

ভারত! সেই রাত্রিকালে যখন এই কোলাহলপূর্ণ সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন যোদ্ধাগণের কোন কিছুতেই বোধ ছিল না।

পুত্রস্তু পিতরং মোহাৎ সমাগম্য সখা তথা।
স্বপক্ষীয়ং মাতুলস্তাপি স্বপক্ষীয়স্তাপি মাতুলম্ ॥ ৪৯
স্বে স্বান্ পরে পরাংস্তাপি নিঘ্নন্তি স্ম বিতরেতরম্।
নির্মর্যাদমভূদ্ যুদ্ধং রাত্রৌ ভীরুভয়ানকম্ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে সঙ্কুলযুদ্ধে একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৯

ইহারা নিজ নিজ বিষয়েও ইহা জানিতে পারিতেছিলেন না, যে আমি অন্যকে।

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রণাঙ্গনে মোহবশতঃ পিতা পুত্রকে বধ করিয়া ফেলিলেন এবং পুত্র পিতাকে বধ করিতে লাগিল। তখন মিত্র মিত্রের প্রাণহরণ করিতেছিল, মাতুল ভাগিনেয় এবং ভাগিনেয় মাতুলের প্রাণ-সংহার করিতেছিল ॥ ৪৮-৪৯

স্ব-পক্ষের যোদ্ধারা স্ব-পক্ষের যোদ্ধাগণের উপর এবং পর-পক্ষের যোদ্ধারা পরপক্ষের যোদ্ধাদের উপর প্রাণান্তকারী প্রহার করিতে লাগিল। এইভাবে রাত্রিকালে এই যুদ্ধ মর্যাদারহিত হইয়া কাপুরুষগণের নিকট অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণাচার্যয়োর্যুদ্ধম্, ধৃষ্টদ্যুম্নেন ক্রথসেনস্য বিনাশঃ, সাত্যকি-কর্ণয়োঃ সংগ্রামঃ, কর্ণ-দুর্যোধনয়োঃ পরামর্শঃ, পাণ্ডবসৈন্যানামুপরি শকুনেরাক্রমণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়াবহে।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দ্রোণমেবাভ্যবর্তত ॥ ১
সন্দধানো মহাশ্রেষ্ঠঃ শরাং সিকশন্ পুনঃ পুনঃ।
অভ্যাদ্রবত দ্রোণস্য রথং কম্পয়িষুর্যতম ॥ ২
ধৃষ্টদ্যুম্নমথায়ান্তং দ্রোণস্যান্তচিকীর্ষয়া।
পরিবব্রুর্মহারাজ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৩
তথা পরিবৃতং দৃষ্ট্বা দ্রোণমাচার্যসত্তমম্।
পুত্রাস্তে সর্বতো গত্বা রক্ষন্তো দ্রোণমাদ্রবন্ ॥ ৪
যদাগ্নেয়ৌ তদোদ্যন্তৌ ঘ্নন্তৌ সর্বাস্তাঃ নিশামুখে।
যাদোগণযুতৌ ক্ষুব্ধসত্ত্বৌ বৈতরণী সাগরাবিব ॥ ৫
ততো দ্রোণঃ মহারাজ পাঞ্চালাঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ হৃদয়ে তূর্ণং সিংহনাদং ননাদ চ ॥ ৬
তং দ্রোণঃ পঞ্চবিংশত্যা বিদ্ধ্বা ভারত সংযুগে।
চিচ্ছেদাস্যেন তাম্রেণ ধনুরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক ক্রথসেনের বিনাশ, সাত্যকি ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণ-দুর্যোধনের পরামর্শ এবং পাণ্ডব-সৈন্যের উপর শকুনির আক্রমণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যে সময় এই তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ১

তিনি শত্রুর উপর বাণসমূহ সন্ধান করত বারংবার গর্জন করিতে করিতে দ্রোণাচার্যের কার্ষ্ণায়সিক রথের উপর আক্রমণ করিলেন। ২

মহারাজ! দ্রোণাচার্যকে সংহার করিবার ইচ্ছা করত উদ্যত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাণ্ডবদের সহিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত করিয়া বিক্রমের সহিত সংগ্রাম করিল। ৩

ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপে রক্ষকগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া আপনার পুত্রগণও সাবধান হইয়া যুদ্ধস্থলে সকলদিকে আচার্যপ্রবর দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৪

যেরূপ বায়ুর বেগে উদ্বেলিত ও বিক্ষুব্ধ জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ দুইটি ভয়ঙ্কর সমুদ্র পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই রাত্রিকালে সাগরসদৃশ এই উভয় সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইল। ৫

মহারাজ! সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের বক্ষস্থলে অভিলক্ষ্য পাঁচটি বাণ প্রহার করিলেন এবং সিংহগর্জনের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ৬

হে ভারত! তখন দ্রোণাচার্য যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্য একটি তাম্রের বাণ দ্বারা তাঁহার ভয়ঙ্কর উদার ধনুকটি ছেদন করিলেন। ৭

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু নির্বিদ্ধো দ্রোণেন ভরতর্ষভ।
উৎসসর্জ ধনুস্তূর্ণং সন্দশ্য দশনচ্ছদম্ ॥ ৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
আদদেঽন্যদ্ ধনুঃশ্রেষ্ঠং দ্রোণস্যান্তচিকীর্ষয়া ॥ ৯
বিকৃষ্য চ ধনুশ্চিত্রমাকর্ণাৎ পরবীরহা।
দ্রোণস্যান্তকরং ঘোরং ব্যসৃজৎ সায়কং ততঃ ॥ ১০
স বিসৃষ্টো বলবতা শরো ঘোরো মহাযুধে।
ভাসয়ামাস তৎ সৈন্যং দিবাকর ইবোদিতঃ ॥ ১১
তং তু দৃষ্ট্বা শরং ঘোরং দেব-গন্ধর্ব-মানবাঃ।
ঊচুস্তত্র সমরে রাজন্ দ্রোণায়েত্যকৃতব্রণম্ ॥ ১২
তং তু সায়কমায়ান্তমাচার্যস্য রথং প্রতি।
কর্ণো দ্বাদশধা রাজংশ্চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥ ১৩
স ছিন্নো বহুধা রাজন্ সূতপুত্রেণ ধন্বিনা।
নিপপাত শরস্তূর্ণং নির্বিষো ভুজগো যথা ॥ ১৪
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ ততঃ কর্ণো বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ
পঞ্চভির্দ্রৌণপুত্রস্তু স্বয়ং দ্রোণস্তু সপ্তভিঃ ॥ ১৫
শল্যশ্চ দশভির্বাণৈস্ত্রিভির্দুঃশাসনস্তথা।
দুর্যোধনস্তু বিংশত্যা শকুনিশ্চাপি পঞ্চভিঃ ॥ ১৬
পাঞ্চাল্যো বরয়ামাস সর্ব এব মহারথাঃ।
স বিদ্ধঃ সপ্তভির্বীরৈর্দ্রোণস্যার্থে মহাহবে ॥ ১৭
সর্বানসম্ভ্রমাদ্ রাজন্ প্রত্যবিধ্যৎ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
দ্রোণং চ দ্রৌণিকং কর্ণং বিব্যাধ চ তবাত্মজম্ ॥ ১৮
তে ভিন্না বহুধা তেন ধৃষ্টদ্যুম্নং পুনর্যযুঃ।
বিব্যাধুঃ পঞ্চভির্ভূর্ণমেকৈকো রথিনাং বরঃ ॥ ১৯
ক্রমসেনস্তু সংক্রুদ্ধো রাজন্ বিব্যাধ পত্রিণা।
ত্রিভিশ্চান্যৈঃ শরৈর্ভূর্ণং বিদ্ধ্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ২০
স তু তং প্রতিবিব্যাধ ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈরজিহ্মগৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈঃ প্রাণান্তকরণৈর্যুধি ॥ ২১
তেনাস্যন্তেন তু পুনঃ সুবর্ণোষ্ণীষকুণ্ডলম্।
নিচকর্ত শিরঃ কায়াদ্ ভ্রমসেনস্য বীর্যবান্ ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্রোণাচার্যকর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ক্রোধে রক্তের ধারা লাল হওয়া সেই ছিন্ন ধনুটিকে সত্বর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৮

মহারাজ! তদনন্তর ক্রুদ্ধ পরাক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় অপর শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ৯

শত্রুবীরগণের সাহসবিনাশী এই পাঞ্চাল-বীর সেই বিচিত্র ধনু কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা দ্রোণাচার্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ একটি ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০

সেই বলবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই ভয়ঙ্কর বাণ উদিত সূর্যের ন্যায় সৈন্যবাহিনীকে প্রকাশিত করিতে লাগিল ॥ ১১

রাজন্! সমরাঙ্গণে সেই ভয়ঙ্কর বাণকে দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণ সকলেই বলিতে লাগিলেন—দ্রোণাচার্যের কল্যাণ হউক ॥ ১২

রাজন্! আচার্যের রথের দিকে সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ নিজস্ব যোদ্ধার ন্যায় তাহাকে বাণ দ্বারা বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ১৩

রাজন্! বহুধা সূতপুত্র কর্ণের দ্বারা বহু খণ্ডে খণ্ডিত সেই বাণ বিষহীন সর্পের ন্যায় অতিসত্বর ধরাতলে পতিত হইল ॥ ১৪

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্নকে কর্ণ দশ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাঁচ এবং স্বয়ং দ্রোণাচার্য সাতটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

তাহার পর শল্য দশ, দুঃশাসন তিন, দুর্যোধন বিশ এবং শকুনি পাঁচটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

রাজন্! এইরূপে সকল মহারথী বীরগণই মিলিয়া পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন সেই মহাসমরে দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার জন্য সাত জন বীরের দ্বারা বাণবিদ্ধ হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোনরূপ বিব্রত না হইয়া সকলকে তিন-তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা আঘাত করত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও আপনার পুত্র দুর্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭-১৮

এই বহুধা বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সেই সকল যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে পুনরায় তাঁহাকে পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা শীঘ্রই বিদ্ধ করিলেন। প্রত্যেক মহারথী বীরই এই সময় তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন ॥ ১৯

রাজন্! সেই সময় ক্রমসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া একটি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় অন্য তিনটি বাণে আঘাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—অরে! দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২০

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত, শিলাশাণিত, তীক্ষ্ণ ও প্রাণান্তকারী তিনটি বাণের দ্বারা ক্রমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২১

তাহার পর পুনরায় অপর একটি ভল্লের দ্বারা পরাক্রমশালী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রমসেনের সুবর্ণনির্মিত কান্তিমান্ কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২২

উচ্ছিন্নো রুপতত ভূমৌ সন্দষ্টৌষ্ঠপুট রথে
মহাবাতসমুদ্ধূতং পঙ্কং তাল ফলং যথা ॥ ২৩
তান্ স বিদ্ধ্বা পুনর্যোধান্ বীরঃ সুনিশিতৈঃ শরৈঃ।
রাধেয়স্যাচ্ছিনদ্ ভল্লৈঃ কার্মুকং চিত্রযোধিনঃ ॥ ২৪
ন তু তস্যমৃষে কর্ণো ধনুশ্ছেদনং তথা।
নিকর্তনমিবাত্মাগ্রং লাঙ্গূলস্য মহাহরিঃ ॥ ২৫
সোঽন্যদ্ ধনুঃ সমাদায় ক্রোধরক্তেক্ষণঃ শ্বসন্।
অভ্যস্যবচ্ছরৌঘৈস্তং ধৃষ্টদ্যুম্নং মহাবলম্ ॥ ২৬
দৃষ্ট্বা কর্ণং তু সংরব্ধং তে বীরাঃ ষড়্রথর্ষভাঃ।
পাঞ্চাল্যপুত্রং ধরিতাঃ পরিবব্রুরভিদ্রবন্তঃ ॥ ২৭
যত্তাং যোধপ্রবীরাণাং তাবকানাং পুরস্কৃতম্।
মৃত্যোরাস্যমনুপ্রাপ্তং ধৃষ্টদ্যুম্নমমন্যত ॥ ২৮
এতস্মিন্নেব কালে তু দাশার্হো বিকিরন্ শরান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নং পরাক্রান্তং সাত্যকিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৯

তমায়ান্তং মহেষ্বাসং সাত্যকিং বৃষ্ণ্যন্ধকম্।
রাধেয়ো দর্শয়িষ্যন্ বৈ প্রত্যবিধ্যদজিহ্মগৈঃ ॥ ৩০
তং সাত্যকির্মহারাজ বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
পঞ্চভিঃ সর্বমর্মাণ্যং মা গাস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩১
স সাত্যকেস্তু বলিনঃ কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
আসীৎ সমাগমো রাজন্ বলি-বাসবয়োরিব ॥ ৩২
ত্রাসয়ন্ রথঘোষেণ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
রাজীবলোচনঃ কর্ণং সাত্যকিঃ প্রত্যবিধ্যত ॥ ৩৩
কম্পয়ন্নিব ঘোষেণ ধনুষো বসুধাং বলী।
সূতপুত্রো মহারাজ সাত্যকিং প্রত্যযোধয়ৎ ॥ ৩৪
বিপাঠ-কর্ণি-নারাচৈর্বৎসদন্তৈঃ ক্ষুরৈরপি।
কর্ণঃ শরশতৈশ্চাপি শৈনেয়ং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৩৫
তথৈব যুযুধানোঽপি যুধাং প্রবরো যুধি।
অভ্যবর্ষচ্ছরৈঃ কর্ণং তং চ যুদ্ধমভূৎ সমম্ ॥ ৩৬

রণাঙ্গনে সেই সময় এই অবস্থায় তাঁর রথের ধ্বজ সহিত সারথি নিহত করিয়াছিল। উহা ঝঞ্ঝাবায়ুর দ্বারা সমূলে উৎপাটিত তাল ফলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৩

তাহার পর বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেই সকল যোদ্ধাকে পুনরায় বিদ্ধ করিয়া বিপক্ষ বীরগণের সম্মুখেই রাধানন্দন কর্ণের ধনুটিকে বহু শরের দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ২৪

যেরূপ সিংহের পুচ্ছ ছেদন করা অতিশয় দুষ্কর কর্ম, সেইরূপ কর্ণ বীর ধনুশ্ছেদনকে কোনরূপে সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৫

ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন অপর একটি ধনু হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

কর্ণকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া সেই ছয় (দুর্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, শল্য ও শকুনি) মহারথী বীর পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া অভিদ্রুত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭

আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রধান এই ছয় বীরের সম্মুখে অবস্থিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমরা মৃত্যুর মুখে পতিত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলাম ॥ ২৮

এই সময় রণাঙ্গনোৎপন্ন সাত্যকি বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সেখানে পরাক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯

সেখানে মহাধনুর্ধর যুযুধান সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া রাধানন্দন কর্ণ শত্রুসংহারী একটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

মহারাজ! তখন সাত্যকির সমস্ত বীরগণের সাক্ষাতেই কর্ণকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাইও না, দাঁড়াও ॥ ৩১

রাজন্! সেই সময় বলবান্ সাত্যকি ও মহাত্মা কর্ণের এই সংগ্রাম রাজা বলি ও ইন্দ্রের সংগ্রামের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৩২

বীর রথের ঘর্ঘর শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগকে ভীত করিতে করিতে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সাত্যকি সমরাঙ্গনে কর্ণকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

মহারাজ! বলবান্ সূতপুত্র কর্ণও বীর ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে যেন পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতেই সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

কর্ণ বিপক্ষপক্ষীয় সাত্যকিকে বিপাঠ, কর্ণী, নারাচ, বৎসদন্ত ক্ষুর ও অন্যান্য শত শত বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

এইরূপ রণাঙ্গনে বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকিও যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া কর্ণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের এই যুদ্ধ সমান ভাবেই চলিতে থাকিল ॥ ৩৬

তাবকাংশ্চ মহারাজ কর্ণপুরোগ্চ ভারত।
সাত্যকিং বিব্যধুস্তূর্ণং সমন্তাচ্ছিনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩৭
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য তেষাং কর্ণশ্চ বীর্য্যবান্।
অবিধ্যৎ সাত্যকিং ক্রুদ্ধো বৃষসেনং জনাধিপ ॥ ৩৮
তেন বাণেন নিবিদ্ধো বৃষসেনো বিশাম্পতে।
তূর্ণমুৎসৃজ্য রথে মূর্চ্ছো ধনুরুৎসৃজ্য বীর্য্যবান্ ॥ ৩৯
ততঃ কর্ণো হতং মত্বা বৃষসেনং মহারথম্।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ সাত্যকিং প্রত্যপীড়য়ৎ ॥ ৪০
পীড্যমানস্তু কর্ণেন যুযুধানো মহারথঃ।
বিব্যাধ বহুভিঃ কর্ণং ত্বরমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১
স কর্ণঃ দশভির্বিদ্ধ্বা বৃষসেনঞ্চ সপ্তভিঃ।
স হতাশ্বাপ-ধনুষী তরোশ্চিচ্ছেদ সায়কৈঃ ॥ ৪২
তাবদ্ভ্যে ধনুষী সদ্যো কৃত্বা শত্রুভয়ঙ্করে।
যুযুধানমবিধ্যেতাং সমন্তাচ্ছিনিপুঙ্গবৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৩

বর্ত্তমানে তু সংগ্রামে তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে।
অতীব তুমুলে রাজন্ গাণ্ডীবস্য মহাস্বনঃ ॥ ৪৪
শ্রুত্বা তু রথনির্ঘোষং গাণ্ডীবস্য চ নিঃস্বনম্।
সুতপুত্রোঽব্রবীদ্ রাজন্ দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥ ৪৫
এষ সর্ব্বাং চমূং হত্বা মুখ্যাংশ্চৈব নরর্ষভান্।
পৌরবাংশ্চ মহেষ্বাসো বিক্ষিপন্নুত্তমং ধনুঃ ॥ ৪৬
পার্থো বিজয়তে তত্র গাণ্ডীবনিনদো মহান্।
শ্রূয়তে রথঘোষশ্চ বাসবস্যেব নর্দতঃ ॥ ৪৭
করোতি পাণ্ডবো ব্যক্তং কর্ম্মৌপয়িকমাত্মনঃ।
এষা বিদার্য্যতে রাজন্ বহুধা ভারতী চমূঃ ॥ ৪৮
বিপ্রকীর্ণাস্তনেকানি ন হি তিষ্ঠন্তি কহিচিৎ।
বাতেনেব সমুদ্ধূতমম্বরস্থং বিদীর্য্যতে ॥ ৪৯
সব্যসাচিনমাসাদ্য ছিন্না নৌরিব সাগরে।
ভ্রবতাং যোধমুখ্যানাং গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫০

মহারাজ! আপনার অন্যান্য যোদ্ধা ও কর্ণের পুত্র বলবান্ বৃষসেন—ইঁহারা সকলে চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

প্রভো! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকি সেই সব যোদ্ধাগণের ও কর্ণের অস্ত্রসকল বীর অস্ত্রসমূহের নিবারণ করিয়া বৃষসেনের বক্ষে একটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৮

প্রজানাথ! সাত্যকির সেই বাণে আহত হইয়া বলবান্ বৃষসেন রথ পরিত্যাগ করত মূর্চ্ছিত হইয়া রথের উপর পতিত হইলেন ॥ ৩৯

তখন মহারথী বৃষসেনকে মৃত মনে করিয়া পুত্রশোকে অতিশয় সন্তপ্ত কর্ণ সাত্যকি পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

কর্ণের দ্বারা পীড়িত হইয়া মহারথী যুযুধান অতিশয় ত্বরাপূর্ব্বক কর্ণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৪১

পাঞ্চালদেশীয় সাত্যকি কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে সাত বাণে বিদ্ধ করত ইহাদের উভয়েরই হতাশ্ব ও ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪২

তখন ইহারা উভয়ে অপর দুইটি শত্রুভয়ঙ্কর ধনুতে গুণ আরোপণ করত চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করিতে করিতে যুযুধানকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

রাজন্! যখন মহাবীরগণেরও বিনাশকর সেই সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন গাণ্ডীব-ধনুর অতিশয় গম্ভীর টঙ্কার ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৪৪

রাজন্! অর্জ্জুনের রথের গম্ভীর শব্দ ও গাণ্ডীব-ধনুর ভয়ঙ্কর টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৫

রাজন্! এই মহাধনুর্দ্ধর বৃষ্ণিবংশীয় অর্জ্জুন আমাদের সমস্ত সৈন্যদিগকে এবং মুখ্য মুখ্য কুরুবংশের পুরুষগণকে বধ করত বীর গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিয়া আস্ফালন করিতেছে। এদিকে গাণ্ডীব-ধনুর ভয়ঙ্কর ধ্বনি এবং গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় পার্থের রথের ঘর্ঘর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ৪৬-৪৭

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অর্জ্জুন সেখানে নিজের অদ্ভুত পুরুষার্থ করিতেছে। রাজন্! ভরতবংশের এই সৈন্যদিগকে সে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া দিতেছে ॥ ৪৮

ইহার দ্বারা বিভক্ত আমাদের বহু সৈন্যদল কোন স্থানেই অবস্থান করিতে পারিতেছে না। যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জ্জুনের সম্মুখে পতিত হইয়া আপনার সৈন্যদল বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। এখন ইহাদের অবস্থা সমুদ্রে ভগ্না নৌকার ন্যায় মনে হইতেছে।

রাজন্! গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ পলায়মান শত শত মুখ্য যোদ্ধাদিগের এই ভয়ানক আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে।

বিদ্ধানাং শতশো রাজন্ পততে নিশ্বনো মহান্।
শৃণু দুন্দুভিনির্ঘোষমনুযন্ত রথং প্রতি ॥ ৫১
নিশীথে রাজশার্দূল স্তনয়িত্নোরিবাম্বরে।
হাহাকারস্তবাংশ্চৈব সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ৫২
শৃণু শব্দান্ বহুবিধানর্জুনস্য রথং প্রতি।
অয়ং মধ্যে স্থিতোঽস্মাকং সাত্যকিঃ সাত্বতাং বরঃ ॥ ৫৩
ইহ চেন্নোত্তরেত্তে লক্ষ্যং কৃৎস্নান্ ক্ষেত্রাময়ে পরান্।
এষ পাঞ্চালরাজস্য পুত্রো দ্রোণেন সঙ্গতঃ ॥ ৫৪
সর্বতঃ সংবৃতো যোধৈঃ শূরৈশ্চ রথসত্তমৈঃ।
সাত্যকিং যদি হন্তায়ং ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতম্ ॥ ৫৫
অদ্যাস্মদ্যং মহারাজ ধ্রুবো নো বিজয়ো ভবেৎ।
সৌভদ্রবদিমৌ বীরৌ পরিবার্য মহারথৌ ॥ ৫৬
প্রযতাবো মহারাজ নিত্যং বৃষ্ণি-পাণ্ডবৌ।
সব্যসাচী পুরোঽভ্যেতি দ্রোণানীকায় ভারত ॥ ৫৭
সংসেক্তুং সাত্যকিং তূর্ণা বর্তন্তে কুরুপুঙ্গবৈঃ।
তত্র গচ্ছন্তু বহবঃ প্রবরা রথসত্তমাঃ ॥ ৫৮
যাবৎ পার্থো ন জানাতি সাত্যকিং বহুভির্বৃতম্।
তে ত্বরধ্বং তথা শূরাঃ শরাণাং মোক্ষণে তৃণম্ ॥ ৫৯
যথা ত্বিহ ব্রজত্যেব পরলোকায় মাধবঃ।
তথা কুরু মহারাজ সুনীত্যা সুপ্রযুক্তয়া ॥ ৬০
কর্ণস্য মতমাস্থায় পুত্রস্তে প্রাহ সৌবলম্।
যথেন্দ্রঃ সমরে রাজন্ প্রাহ বিষ্ণুং যশস্বিনম্ ॥ ৬১
বৃতঃ সহস্রৈর্দশভির্গজানামনিবর্তিনাম্।
রথৈশ্চ দশসাহস্রৈর্যূর্ণং যাহি ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৬২
দুঃশাসনো দুর্বিষহঃ সুবাহুঃ সুপ্রধর্ষণঃ।
এতে ত্বামনুযাস্যন্তি পত্তিভিস্তবভির্বৃতাঃ ॥ ৬৩
জহি কৃষ্ণৌ মহাবাহো যমরাজঞ্চ মাতুল।
নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনং তথৈব চ ॥ ৬৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই রাত্রিকালে আকাশে মেঘগর্জনের অনুরূপ অর্জুনের রথের নিকটে যে দুন্দুভি ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ, তাহা তুমি শ্রবণ কর।

অর্জুনের রথের পার্শ্বভাগে যে নানাবিধ তুমুল কোলাহল, ঘোরতর সিংহনাদ, এবং আমাদের বধকারী শব্দ হইতেছে—তুমি সেই সকল শ্রবণ কর।

এই সাত্বতবংশপুরুষ সাত্যকি বর্তমানে আমাদের সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। যদি আমরা এখানে ইহার উপর নিক্ষেপের বাণসকলের লক্ষ্য স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব।

এই পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে এবং সে আমাদের রথী-যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বীরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে।

মহারাজ! যদি আমরা সাত্যকি ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের স্থায়ী জয়লাভ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

মহারাজ! অতএব আমরা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর ন্যায় বৃষ্ণিবংশীয় পার্ষতবংশের এই দুই মহারথী বীরকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া সংরক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।

ভারত! সাত্যকিকে বহুসংখ্যক প্রধান কৌরব-বীরগণের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত জানিয়া সব্যসাচী অর্জুন সম্মুখভাগে দ্রোণাচার্যের সৈন্যদলের দিকে আসিতেছে।

সেই কারণে তুমি সেই সকল মহারথীর সেনাদলে অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য সত্বর হও। যতক্ষণ না অর্জুন তাহা জানিতে পারে যে, সাত্যকি বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে বীরগণ তোমরা সকলে বাণ-প্রহার বিষয়ে অতিশয় ত্বরান্বিত হও। ৫১-৫৯

মহারাজ! যে উপায়ে এখানে যুদ্ধপরায়ণ সাত্যকি পরলোকে গমন করিতে বাধ্য হয়, তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত সুন্দর নীতির দ্বারা সেইরূপ প্রচেষ্টা কর। ৬০

রাজন্! যেরূপ ইন্দ্র সমরাঙ্গণে পরম যশস্বী ভগবান্ বিষ্ণুকে কোন কথা বলিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্ণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সুবলপুত্র শকুনিকে এই কথা বলিলেন। ৬১

মাতুল! তুমি যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত দশ হাজার হাতী এবং তত সংখ্যক রথের সহিত অতি সত্বর অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন কর। ৬২

দুঃশাসন, দুর্বিষহ, সুবাহু এবং সুপ্রধর্ষণ—এই মহাবীরা বহু সংখ্যক পদাতি সৈন্যবাহিনীর সহিত তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিবে। ৬৩

মহাবাহু মাতুল! তুমি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এবং ভীমসেনকেও হত্যা কর। ৬৪

দেবানামিব দেবেন্দ্রে ত্বয়াশা ত্বয়ি মে স্থিতা।
অহি মাতুল কৌন্তেয়াননুরাগিব পার্থিবঃ ॥ ৬৫
এবমুক্তো যযৌ পার্থান্ পুত্রেণ তব সৌবলঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্ধং সহ পুত্রৈশ্চ তে বিভো ॥ ৬৬
প্রিয়ার্থী তব পুত্রাণাং দিধক্ষুঃ পাণ্ডুনন্দনান্।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধং তাবকানাং পরৈঃ সহ ॥ ৬৭
প্রযাতে সৌবলে রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
বলেন মহতা যুক্তঃ সূতপুত্রস্তু সাত্বতম্ ॥ ৬৮

অভ্যরাৎ ত্বরিতো যুদ্ধে কিরন্ শরশতান্ বহূন্।
তথৈব পার্থিবাঃ সর্বে সাত্যকিং পর্যবারয়ন্ ॥ ৬৯
ভারদ্বাজস্ততো গত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নরথং প্রতি।
মহদ্ যুদ্ধং তদাসীৎ তু দ্রোণস্য নিশি ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীরেণ পাঞ্চালৈশ্চ সহাদ্ভুতম্ ॥ ৭০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে সঙ্কুলযুদ্ধে
সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ৭০

মাতুল! যেরূপ দেবতাগণের আশা দেবরাজ ইন্দ্রের উপরই বর্তমান থাকে, সেইরূপ আমার জয়লাভের আশা তোমার উপরই অবলম্বিত আছে। যেরূপ অগ্নিকুমার স্কন্দ অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও কুন্তীপুত্রগণকে বধ কর ॥৬৫

প্রভো! আপনার পুত্র দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর শকুনি বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং আপনার অন্য পুত্রগণের সহিত কুন্তীপুত্রদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৬৬

তিনি আপনার পুত্রগণের প্রিয় করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার পর আপনার যোদ্ধাগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৬৭

রাজন্! যখন শকুনি পাণ্ডবসৈন্যের দিকে চলিয়া যাইলেন, তখন বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সূতপুত্র বীর যুদ্ধস্থলে অনেক শত বাণবর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন এবং এইরূপে অন্যান্য নৃপতিগণও সাত্যকিকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ৬৮-৬৯

ভারত! তদনন্তর দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের উপর আক্রমণ করিলেন। সেই রাত্রিকালে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালসৈন্যগণের সহিত দ্রোণাচার্যের দারুণ এবং অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে সঙ্কুলযুদ্ধবিষয়ক সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা দুর্যোধনস্য, অর্জুনেন শকুনেরুলূকস্য চ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন কৌরব-সৈন্যানাং পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে প্রাদ্রবন্ সর্বে ধরিতা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
অমৃষ্যমাণাঃ সংরব্ধা যুযুধানরথং প্রতি ॥ ১

তে রথৈঃ কল্পিতৈ রাজন্ হেমরূপ্যবিভূষিতৈঃ।
সাদিভিশ্চ গজৈশ্চৈব পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ২

অথৈনং কোষ্ঠকীকৃত্য সর্বতস্তে মহারথাঃ।
সিংহনাদাংস্ততশ্চক্রুর্জয়ন্তি স্ম সাত্যকিম্ ॥ ৩

তেঽস্ত্যবর্ষন্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্।
ধরমাণা মহাবীর্যা মাধবস্য রথৈষিণঃ ॥ ৪

তান্ দৃষ্ট্বা পততস্তূর্ণং সৈনেয়ঃ পরবীরহা।
প্রত্যগৃহ্ণান্মহাবাহুঃ প্রমুঞ্চন্ বিবিধান্ বহূন্ ॥ ৫

তত্র বীরো মহেষ্বাসঃ সাত্যকির্যুদ্ধদুর্মদঃ।
নিচকর্ত শিরাংস্যাশু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬

হস্তিহস্তান্ হয়গ্রীবা বাহূনপি সাঙ্গদান্।
ক্ষুরপ্রৈঃ শাতয়ামাস তাবকানাং স মাধবঃ ॥ ৭

পতিতৈশ্চামরৈশ্চৈব শ্বেতচ্ছত্রৈশ্চ ভারত।
বভূব ধরণী পূর্ণা নক্ষত্রৈর্দ্যৌরিব প্রভো ॥ ৮

এতেষাং যুযুধানেন যুধাতাং যুধি ভারত।
বভূব তুমুলঃ শব্দঃ প্রেতানাং ক্রন্দতামিব ॥ ৯

তেন শব্দেন মহতা পূজিতাবুভৌ বসুন্ধরা।
রাত্রিঃ সমভবচ্চৈব তীব্ররূপা ভয়াবহা ॥ ১০

দীর্যমাণং বলং দৃষ্ট্বা যুযুধানশরাহতম্।
ক্রুদ্ধা চ বিপুলং নাদং নিনীষে লোমহর্ষণে ॥ ১১

সূতস্তত্রাব্রবীদ্ রাজন্ সারথিং রথিনাং বরঃ।
যত্রৈষ শব্দস্তত্রাশ্বাংশোদয়েতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সাত্যকিকর্তৃক দুর্যোধন, অর্জুনকর্তৃক শকুনি ও উলূক এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক কৌরব-সৈন্যের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর সমস্ত রণদুর্মদ যোদ্ধারা অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া অমর্ষ ও ক্রোধ হইয়া যুযুধানের রথের দিকে ধাবিত হইলেন। ১

রাজন্! তাঁহারা স্বর্ণ-রৌপ্যবিভূষিত ও সুসজ্জিত রথ, অশ্বারোহী এবং গজারোহী যোদ্ধাগণের দ্বারা চারিদিকে সাত্যকিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ২

এইরূপ সর্ব দিক্ হইতে সাত্যকিকে কোষ্ঠবদ্ধের ন্যায় ঘিরিয়া সেই মহারথী যোদ্ধারা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিকে লক্ষ্য করিয়া তর্জন-গর্জন আরম্ভ করিলেন। ৩

কেবল ইহাই নহে, মধুবংশজাত সাত্যকিকে বধ করিবার বাসনা করিয়া ত্বরান্বিত সেই মহাবীর সৈন্যগণ সত্যপরাক্রমী সাত্যকির উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪

তখন শত্রুবীরঘাতী মহাবাহু শিনিপৌত্র সাত্যকি সেই যোদ্ধাগণকে নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া স্বয়ংও বহুসংখ্যক বাণপ্রহার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ৫

সেখানে মহাবলশালী রণদুর্মদ সাত্যকি আনতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রু-যোদ্ধাদের হস্তি-মস্তক ছেদন করিলেন। ৬

সেই যুযুধানজাত বীর সাত্যকি আপনার সৈন্যদের হস্তি-সকলের শুণ্ডসমূহ, অশ্বগণের মস্তকগ্রীবা এবং যোদ্ধাদের অঙ্গদভূষিত বাহুসমূহকে ক্ষুরপ্রবাণসমূহের দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। ৭

ভরতবংশজ প্রভো! সেখানে পতিত চামর ও শ্বেতচ্ছত্রসমূহে পরিপূর্ণা রণভূমি নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৮

ভারত! যুদ্ধস্থলে যুযুধানের সহিত সংগ্রামরত যোদ্ধাগণের উভয়ের আর্তনাদ প্রেতগণের রুদন-ক্রন্দনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৯

এই মহাকোলাহলে পরিপূর্ণ রণভূমি এবং রাত্রিকাল—এই উভয়ই তখন অত্যন্ত উগ্র ও ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল। ১০

রাজন্! যুযুধানের বাণসমূহে আহত হইয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া এবং সেই লোমহর্ষক নিনীষকালে মহাকোলাহল শ্রবণ করিয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজ সারথিকে বারংবার বলিলেন—যেখানে এই কোলাহল হইতেছে, সেইখানে তুমি আমার অশ্বদিগকে চালনা করিয়া লইয়া চল। ১১-১২

তেন সংচোদ্যমানস্তু ততস্তাংস্তুরগোত্তমান্।
সূতঃ সংচোদয়ামাস যুযুধানরথং প্রতি ॥ ১৩
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধো দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
শীঘ্রহস্তশ্চিত্রযোধী যুযুধানমুপাদ্রবৎ ॥ ১৪
অথাপরেণ ভল্লেন মুষ্টিদেশে মহদ্ ধনুঃ।
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈঃ শোণিতভোজনৈঃ।
দুর্য্যোধনো দ্বাদশভির্বাণবঃ প্রত্যবিধ্যত ॥ ১৫
দুর্য্যোধনস্তেন তদা পূর্ব্বমেবার্দিতঃ শরৈঃ।
শৈনেয়ঃ দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যদমর্ষিতঃ ॥ ১৬
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
পাঞ্চালানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তবসৈনিকৈঃ সহ ॥ ১৭
শৈনেয়স্তু রণে ক্রুদ্ধস্তব পুত্রং মহারথম্।
সায়কানামশীত্যা তু বিব্যাধোরসি ভারত ॥ ১৮
ততোঽস্য বাহান্ সমরে শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
সারথিঞ্চ রথাৎ তূর্ণং পাতয়ামাস পত্রিণা ॥ ১৯
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ শৈনেয়স্য রথং প্রতি ॥ ২০
শরান্ পঞ্চাশতস্তাংস্তু শৈনেয়ঃ কৃতহস্তবৎ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ প্রেষিতাংস্তনয়েন তে ॥ ২১
অথাপরেণ ভল্লেন মুষ্টিদেশে মহদ্ ধনুঃ।
চিচ্ছেদ ত্বরিতো যুদ্ধে তব পুত্রস্য মাধবঃ ॥ ২২
বিরথো বিধনুশ্চৈব সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং ভাস্বরং কৃতবর্মণঃ ॥ ২৩
দুর্য্যোধনে পরাবৃত্তে শৈনেয়স্তব বাহিনীম্।
দ্রাবয়ামাস বিশিখৈর্নিশামধ্যে বিশাম্পতে ॥ ২৪
শকুনিশ্চার্জুনং রাজন্ পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
রথৈরনেকসাহস্রৈর্গজৈশ্চাপি সহস্রশঃ ॥ ২৫
তথা হয়সহস্রৈশ্চ নানাশস্ত্রৈরবাকিরৎ।
তে মহাস্ত্রাণি সর্বাণি বিকিরন্তোঽর্জুনং প্রতি ॥ ২৬

তাঁহার এই আদেশ পাইয়া সারথি সেই অশ্বগণকে সাত্যকির রথের দিকে চালনা করিলেন ॥ ১৩

তখনকার দৃঢ় ধনুর্দ্ধর, প্রহরিবর, শীঘ্রহস্তকারে রথ চালাইতে সমর্থ এবং বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৪

তখন মধুবংশজাত যুযুধান ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ণন করিয়া নিক্ষিপ্ত রক্তপায়ী বারটি বাণের দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

সাত্যকি যখন প্রথমেই তাঁহার বাণসমূহের দ্বারা দুর্য্যোধনকে পীড়িত করিলেন, তখন দুর্য্যোধনও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখনকার সমস্ত পাঞ্চালগণ এবং তাহাদের সৈন্যগণের মধ্যে সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৭

ভারত! রণাঙ্গনে কুপিত সাত্যকি আপনার মহারথী পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষে আশীটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর সমরাঙ্গণে নিজ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আহত করিয়া তাঁহার অশ্বগণকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন এবং একটি পঙ্খযুক্ত বাণপ্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকে রথ হইতে শীঘ্র ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৯

রাজন্! তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই অশ্বহীন রথেই অবস্থান করত সাত্যকির রথের দিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

রাজন্! আপনার পুত্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত পঞ্চাশটি বাণকে সমরাঙ্গণে সাত্যকি এক নিমেষের মধ্যে যোদ্ধার ন্যায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

তাহার পর সেই মধুবংশজাত বীর সাত্যকি আপনার একটি তনয়ের দ্বারা রণাঙ্গনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বিশাল ধনুর মুষ্টিদেশে সবেগে কাটিয়া দিলেন ॥ ২২

তখন সমস্ত জগতের একাদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বীর দুর্য্যোধন ধনু ও রথহীন হইয়া অভিক্রুদ্ধ কৃতবর্ম্মার তেজস্বী রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ২৩

প্রজানাথ! সেই অর্দ্ধরাত্রির সময়ে দুর্য্যোধন পরাঙ্মুখ হইলে পর সাত্যকি আপনার সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

রাজন্! অন্যদিকে শকুনি কয়েক হাজার রথ, সহস্র সহস্র হস্তী ও সহস্র সহস্র অশ্বগণের দ্বারা অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া পরিবেষ্টিত করত তাঁহার উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই কালপ্রেরিত কৌরবগণ অর্জুনের উপর মহাস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অর্জুনঃ যোধয়ন্তি স্ম ক্ষত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ।
তানর্জুনঃ সহস্রাণি প্রেষয়ামাস বাজিনাম্ ॥ ২৭
প্রত্যবারয়দায়ন্তঃ প্রকুর্বন্ বিপুলং ক্ষয়ম্।
তত্রস্থ সমরে শূরঃ শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥ ২৮
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈরর্জুনং প্রহসন্নিব।
পুনশ্চৈব শতেনাস্য সারথেরথ মর্মসু ॥ ২৯
তমর্জুনস্তু বিংশত্যা বিব্যাধ যুধি ভারত।
অথেতরান্ মহেষ্বাসান্ত্রিভিস্ত্রিভিরবিধ্যত ॥ ৩০
নিবার্য্য তান্ বাণগণৈর্যুধি রাজন্ ধনঞ্জয়ঃ।
জঘান তাবকান্ যোধান্ বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥ ৩১
ভূজৈশ্ছিন্নৈর্মহীপালে হস্তিহস্তোপমৈর্ভুবি।
সমাকীর্ণা মহী ভাতি পঞ্চাস্যৈরিব পন্নগৈঃ ॥ ৩২
শিরোভিঃ সকিরীটৈশ্চ সুনসৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈঃ ক্রুদ্ধৈস্তথৈবোদ্ধতলোচনৈঃ ॥ ৩৩
নিষ্কচূড়ামণিধরৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং শিরোধরৈঃ।
পঙ্কজৈরিব বিস্তীর্ণৈঃ পতিতৈরিবতো মহী ॥ ৩৪
কৃত্বা তৎ কর্ম বীভৎসুরক্ষয়ং যুধি পরাক্রমঃ।
বিব্যাধ শকুনিং ভূয়ঃ পঞ্চভির্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৫
স তাড়য়ন্নলূকঞ্চ ত্রিভিরেব তথা শরৈঃ।
উলূকস্তু তথা বিদ্ধো বাসুদেবমতাড়য়ৎ ॥ ৩৬
ননাদ চ মহানাদং পূরয়ন্নিব মেদিনীম্।
অর্জুনঃ শকুনেশ্চাপং সায়কৈরচ্ছিনদ্ রণে ॥ ৩৭
নিষ্কে চ চতুরো বাহান্ যমস্য সদনং প্রতি।
ততো বধায়বপ্রস্তা সৌবলো ভরতর্ষভ ॥ ৩৮
উলূকস্য বধং তূর্ণমাকরোত্ পিতাপ্যতে।
তাবেকরথমারূঢ়ৌ পিতাপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ৩৯
পার্থং বিব্যধতুঃ সর্বৈর্গিরিং মেঘাবিবাম্বুভিঃ।
তৌ তু বিদ্ধা মহাবাহু পাণ্ডবো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪০

যদিও অর্জুন কৌরব সৈন্যদিগকে বিপুলসংখ্যায় সংহার করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিলেন।

সেই সময় সমরাঙ্গণে সুবলপুত্র বীরবর শকুনি ক্রোধ করিতে করিতে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর একশত বাণ প্রহার করিয়া তাঁহার বিপক্ষ রথকে অবরুদ্ধ করিলেন। ২৪-২৯

ভারত! সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন শকুনিকে বিশটি বাণপ্রহার করিলেন এবং অন্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে তিন তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩০

রাজন্! যুদ্ধস্থলে অর্জুন বীর বাণসমূহের দ্বারা আপনার সেই যোদ্ধাদিগকে রুদ্ধ করিয়া যেরূপ বজ্রপাণি ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই সব যোদ্ধাদের সকলকেই তিনি সংহার করিলেন। ৩১

ভূপাল! হস্তীদিগের শুণ্ডের ন্যায় ক্রম স্থূল (মোটা) এবং ছিন্ন বাহুসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া সেই রণভূমি পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পগণে আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৩২

যাহাদের উপর কিরীট শোভা পাইতেছিল, যাহারা সুন্দর নাসিকা ও মনোরম কুণ্ডলসমূহে বিভূষিত ছিল, যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেদের ওষ্ঠ দংশন করিতেছিল, যাহাদের চক্ষু বাহির হইয়া আসিয়াছিল, যাহারা নিষ্ক ও চূড়ামণি ধারণ করিয়াছিল, যাহারা বিশেষরূপে বলিষ্ঠ ছিল, সেই ক্ষত্রিয়গণের এই সব মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতে ছিল। তাহাদের দ্বারা রণভূমি সেইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ পদ্মসমূহের দ্বারা জলাশয় শোভা পাইয়া থাকে। ৩৩-৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন এইরূপে বীরোচিত কর্ম করত আয়তপর্বযুক্ত পাঁচটি বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিলেন এবং সেই উলূককেও তিনটি বাণে বাণিত করিলেন।

এইরূপে আহত হইয়া উলূক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রহার করিলেন এবং পৃথিবীকে নিনাদিত করিতে করিতে উচ্চস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন।

সেই সময় অর্জুন রণাঙ্গনে নিজ বাণসমূহের দ্বারা শকুনির ধনু ছেদন করিলেন এবং তাঁহার চারিটি অশ্বকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

প্রজাপালক ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন সুবলপুত্র শকুনি নিজ রথ হইতে সত্বরপ্রধান করত উলূকের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

এক রথে আরোহণ করত পিতা ও পুত্র এই দুই মহারথী বীর অর্জুনের উপর সেই ভাবে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মেঘ বীয় জলের দ্বারা কোন পর্বতকে অভিষিক্ত করিয়া থাকে।

মহারাজ! কিন্তু পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই দুই জনকে তীক্ষ্ণ

বিস্রাবয়ংস্তব চমূং শতশো বাণবৃষ্টিভিঃ।
অনিলেন যথাভ্রাণি বিচ্ছিন্নানি সমন্ততঃ ॥ ৪১
বিচ্ছিন্নানি তথা রাজন্ বলান্যাসন্ বিশাম্পতে।
তদ্ বলং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং তদা নিশি ॥ ৪২
প্রাদ্রবদ্ দিশঃ সর্বা বীক্ষমাণং ভয়াদিতম্।
উৎসৃজ্য বাহান্ সমরে চোদয়ন্তস্তবা পরে ॥ ৪৩
সম্ভ্রান্তাঃ পর্যধাবন্ত তস্মিংস্তমসি দারুণে।
বিজিত্য সমরে যোধাংস্তাবকান্ ভরতর্ষভ ॥ ৪৪
দধ্মতুর্মুদিতৌ শঙ্খৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দ্রোণং বিদ্ধ্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৪৫
চিচ্ছেদ ধনুষস্তূর্ণং জ্যাং শরেণ শিতেন চ।
তস্মিন্নাহত ধনুষি দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ ॥ ৪৬
আদদেঽন্যদ্ ধনুঃ শূরো বেগবৎ সারবত্তরম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নং ততো দ্রোণো বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ৪৭

সারথিং পঞ্চভির্বাণৈ রাজন্ বিব্যাধ সংযুগে।
তং বিব্যাধ শরৈস্তূর্ণং ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ॥ ৪৮
ব্যধমৎ কৌরবীং সেনামাসুরীং মঘবানিব।
বধ্যমানে বলে তস্মিংস্তব পুত্রস্য মারিষ ॥ ৪৯
প্রাবর্তত নদী ঘোরা শোণিতৌঘতরঙ্গিণী।
উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে নরাশ্ব-দ্বিপবাহিনী ॥ ৫০
যথা বৈতরণী রাজন্ যমরাজপুরং প্রতি।
আবারিষা তু তৎ সৈন্যং ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১
অভ্যরাজত তেজস্বী শক্রো দেবগণেষিব।
অথ দধ্মুর্মহাসত্ত্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ৫২
যমৌ চ যুযুধানশ্চ পাণ্ডবশ্চ বৃকোদরঃ।
জিত্বা রথব্রজান্ তাবকানাং মহারথাঃ।
সিংহনাদরবাংশ্চক্রুঃ পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ॥ ৫৩

বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করত আপনার সৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিতে করিতে শত শত বাণে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন।

প্রজাপালক রাজন্! যেরূপ বায়ু চারিদিকে মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ অদ্ভুতকর্মা আপনার সৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় রাত্রিকালে অন্ধকারকে প্রভাবশালী হইয়া ভীত আপনার সৈন্যগণ চারিদিকে চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইল।

কিছু লোক নিদ্রের বাহনসকলকে রণাঙ্গনেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল। কিছু সৈন্য নিজ বাহনগণকে তীব্র গতিতে চালিত করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং কিছু সৈন্য বিস্রান্ত হইয়া সেই ঘোর অন্ধকারে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে আপনার যোদ্ধাদিগকে পরাজিত করিয়া আনন্দিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন।

মহারাজ! অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন তিনটি বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করত অতিসত্ত্বর তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা তাঁহার ধনুর গুণ ছিন্ন করিয়া দিলেন।

তখন ক্ষত্রিয়মর্দন বীরবর দ্রোণাচার্য সেই ধনুটিকে ত্যাগ করিয়া অন্য একটি প্রবল ও বেগশালী ধনু গ্রহণ করিলেন।

রাজন্! তাহার পর দ্রোণাচার্য বলবলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিক্রুদ্ধ হইয়া বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে রুদ্ধ করত কৌরব-সৈন্যদিগকে সেইভাবে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্র অসুরদিগকে সংহার করিয়াছিলেন।

মাননীয় রাজন্! এই ভাবে যখন আপনার পুত্রের সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল, তখন সেখানে রক্তরাশির বিশাল তরঙ্গমালাযুক্ত একটি ভয়ঙ্করী নদী প্রবাহিত হইল।

রাজন্! উভয় সৈন্যদের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা সেই নদী মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন বৈতরণী নদী যমরাজের পুরীর দিকে গমন করিতেছে।

সেই সৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিয়া প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবগণের মধ্যে তেজস্বী ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি এবং পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনও নিজ নিজ বৃহৎ শঙ্খগুলিকে বাজাইতে লাগিলেন।

প্রজানাথ! তদনন্তর উল্লসিত হইয়া রণোন্মত্ত পাণ্ডব মহারথী বীরগণ আপনার পুত্র দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য ও

পক্ষতন্তব পুত্রস্য কর্ণস্য চ রণোৎকটাঃ।
তথা দ্রোণস্য শূরস্য দ্রৌণেশ্চৈব বিশাম্পতে ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে সঙ্কুলযুদ্ধে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭১

বীরগণ অস্ত্রাঘাতের সাক্ষাতেই আপনার সৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র রথী বীরযুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ৫৩-৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনস্য তিরস্কারেণ সঙ্কুপ্তয়ো-দ্রৌণ-কর্ণয়োস্তত্করং যুদ্ধম্, পাণ্ডবসৈন্যানাং প্রত্যাবর্তনম্, অর্জুনসহিতস্য ভীমসেনস্য কৌরব-সৈন্যানামুপরি আক্রমণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বিদ্রুতং স্ববলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং মহাত্মভিঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ১
অভ্যেত্য সহসা কর্ণং দ্রোণঞ্চ জয়তাং বরম্।
অমর্ষবশমাপন্নো বাক্যজ্ঞো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২
ভবদ্ভ্যামিহ সংগ্রামঃ ক্রুদ্ধাভ্যাং সম্প্রবর্তিতঃ।
আহবে নিহতং দৃষ্ট্বা সৈন্ধবং সব্যসাচিনা ॥ ৩
নিঘ্নন্তমানাং পাণ্ডূনাং বলেন মম বাহিনীম্।
দৃষ্ট্বা তদ্বিজয়ে শঙ্কাবলক্ষ্যাবিব লক্ষতঃ ॥ ৪
যদ্বহং ভবতোস্ত্যাজ্যো ন বাচ্যোঽস্মি তদৈব হি।
আবাং পাণ্ডুসুতান্ সংখ্যে জেষ্যাব ইতি মানদৌ ॥ ৫
তদৈবাহং বচঃ শ্রুত্বা ভবদ্ভ্যামনুসম্বৃতম্
নাকরিষ্যমিমং পার্থৈর্বৈরং সোদর্যনাশনম্ ॥ ৬
যদি নাহং পরিত্যাজ্যো ভবদ্ভ্যাং পুরুষর্ষভৌ।
বৃথাত্মমন্যুরূপেণ বিক্রমেণ বিবিক্রমৌ ॥ ৭
বাক্প্রতোদেন তৌ বীরৌ প্রণুন্নৌ তনয়েন তে।
প্রাবর্তয়েতাং সংগ্রামং ঘট্টয়ন্তাবিব পন্নগৌ ॥ ৮
ততস্তৌ রথিনাং শ্রেষ্ঠৌ সর্বলোকধনুর্ধরৌ
সৈন্যেনপ্রমুখান পার্থানভ্যদ্রবতাং রণে ॥ ৯

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের তিরস্কারে সঙ্কুপ্ত হইয়া দ্রোণাচার্য ও কর্ণের তুমুল যুদ্ধ, পাণ্ডবসৈন্যের পলায়ন, ভীমসেনকর্তৃক পলায়মান সৈন্যগণের প্রত্যাবর্তন এবং অর্জুনের সহিত ভীমসেনের কৌরব-সৈন্যের উপর আক্রমণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! নিজের সৈন্যবাহিনীকে সেই মহাত্মা বীরগণের অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥ ১

তখাবার্তা বলিতে নিপুণ দুর্যোধন সহসা বিক্রমী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণও দ্রোণাচার্যের নিকটে যাইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে এই কথা বলিলেন ॥ ২

সব্যসাচী অর্জুনকর্তৃক যুদ্ধস্থলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ আপনারা দুইজনে এই যুদ্ধ রাত্রিকালেও চালাইয়া যাইতেছেন ॥ ৩

কিন্তু এই সময় পাণ্ডব-সৈন্যগণের দ্বারা আমার বিশাল সৈন্য-বাহিনী বিনষ্ট হইতেছে, আর আপনারা তাহাদের ভয় করিতে সমর্থ হইয়াও অসমর্থের ন্যায় উহা দেখিয়া যাইতেছেন ॥ ৪

মানদ বীরদ্বয়! যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ করাই উচিত বলিয়া মনে করেন, তবে সেই সময় আমাকে ইহা আপনাদের বলা উচিত হয়নি যে, আমরা পাণ্ডবদিগকে জয় করিব ॥ ৫

সেই সময় আপনাদের সম্মানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কুন্তীপুত্রগণের সহিত এই শত্রুতা করিতাম না, যাহা সমস্ত যোদ্ধা-দিগের পক্ষে বিনাশকারী হইতেছে ॥ ৬

অত্যন্ত পরাক্রমী পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়! যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ করিতে না চান, তবে আপনারা নিজ নিজ যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করুন ॥ ৭

এইরূপে যখন আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজ বাক্যরূপ কশার দ্বারা এই দুই বীর দ্রোণাচার্য ও কর্ণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন, তখন পদাঘাতিত দুইটি সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৮

সমস্ত লোকে বিখ্যাত ধনুর্ধর, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই

তথৈব সহিতাঃ পার্থাঃ সর্বসৈন্যেন সংবৃতাঃ।
অভ্যবর্তন্ত তৌ বীরৌ নদমানৌ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০
অথ দ্রোণো মহেষ্বাসো দশভিঃ শিনিপুঙ্গবম্।
অবিধ্যৎ ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ১১
কর্ণঞ্চ দশভির্বাণৈঃ পুত্রঞ্চ তব সপ্তভিঃ।
দশভির্বৃষসেনঞ্চ সৌবলঞ্চাপি সপ্তভিঃ ॥ ১২
এতে কৌরব সংক্রন্দে সৈন্যেঃ পর্যবারয়ন্।
দৃষ্ট্বা চ সমরে দ্রোণং নিঘ্নন্তং পাণ্ডবীং চমূম্ ॥ ১৩
বিব্যধুঃ সোমকাস্তূর্ণং সমন্তাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ।
তত্র দ্রোণোঽহরৎ প্রাণান্ ক্ষত্রিয়াণাং বিশাম্পতে ॥১৪
রশ্মিভির্ভাস্করো রাজংস্তমাংসীব সমন্ততঃ।
দ্রোণেন বধ্যমানানাং পাঞ্চালানাং বিশাম্পতে ॥ ১৫
তুমুলঃ শব্দ ক্রোশতামিতরেতরম্।
পুত্রানন্তে পিতৃনন্যে ভ্রাতৃনন্যে চ মাতুলান্ ॥ ১৬
ভাগিনেয়ান্ বয়স্যাংশ্চ তথা সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
উৎসৃজ্যোৎসৃজ্য গচ্ছন্তি ত্বরিতা জীবিতেপ্সবঃ ॥ ১৭
অপরে মোহিতা মোহাৎ তমেবাভিমুখা যযুঃ।
পাণ্ডবানাং রণে যোধাঃ পরলোকং গতাঃ পরে ॥ ১৮
সা তদা পাণ্ডবী সেনা পীড্যমানা মহাত্মনা।
নিশি সম্প্রাদ্রবদ্ রাজন্নুৎসৃজ্যোত্তা সহস্রশঃ ॥ ১৯
পঞ্চতো ভীমসেনস্য বিজয়স্যাচ্যুতস্য চ।
যময়োর্ধর্মপুত্রস্য পাঞ্চালস্য চ পশ্যতঃ ॥ ২০
তমসা সংবৃতে লোকে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
কৌরবাণাং প্রকাশেন দৃশ্যন্তে বিদ্রুতাঃ পরে ॥ ২১
দ্রবমাণং তু তৎ সৈন্যং দ্রোণ-কর্ণৌ মহারথৌ।
অন্বধ্বতাং পৃষ্ঠতো রাজন্ কিরন্তৌ সায়কান্ বহূন্ ॥ ২২
পাঞ্চালেষু প্রভগ্নেষু ক্ষীয়মাণেষু সর্বতঃ।
জনার্দনো দীনমনাঃ প্রভাষতে ফাল্গুনম্ ॥ ২৩

দ্রোণাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতি পুনরায় সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডব-মহারথী যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯

এইরূপে সমস্ত সৈন্যদলের সহিত সংগঠিত হইয়া উপস্থিত কুন্তীপুত্রগণও বারংবার গর্জনকারী সেই দুই বীরের সম্মুখীন হইলেন ॥ ১০

তদনন্তর সমস্ত শস্ত্রধারী বীরদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হইয়া অতিদ্রুত দশটি বাণে শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তারপর কর্ণ দশ, আপনার পুত্র দুর্যোধন সাত, বৃষসেন দশ এবং শকুনি সাতটি বাণ প্রহার করিলেন। কুরুরাজ! এই বীরগণ যুদ্ধে শিনিপৌত্র সাত্যকির উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে দেখিয়া সোমকগণ চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করিতে করিতে অতি-সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

প্রজাপালক রাজন্! যেরূপ সূর্য তাঁর কিরণাবলির দ্বারা চারিদিকের অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্য সেখানকার ক্ষত্রিয়গণের প্রাণহরণ করিতে লাগিলেন।

প্রজানাথ! দ্রোণাচার্যের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর আর্তনাদকারী পাঞ্চাল-সৈন্যদলের তুমুল শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

কেহ কেহ পুত্রগণের, কেহ কেহ পিতৃগণের, কেহ কেহ ভ্রাতৃ-বৃন্দের, কেহ কেহ মাতুলদিগের এবং কেহ কেহ ভাগ্নে, মিত্র, সখা ও বন্ধু-বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য অতিদ্রুত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২-১৭

অপর পাণ্ডব-সৈন্যগণ দ্রোণের মোহিত হইয়া মোহবশতঃ পুনরায় দ্রোণাচার্যেরই নিকট গমন করিল এবং নিহত হইল। অন্য বহু যোদ্ধারাও এই সময় পরলোকে গমন করিল ॥ ১৮

মহাত্মা দ্রোণাচার্য কর্তৃক এইরূপে পীড়িত হইয়া সেই পাণ্ডব-সৈন্যগণ রাত্রিকালে সহস্র সহস্র মশাল ফেলিয়া দিয়া ভীমসেন, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, নকুল, সহদেব, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৯-২০

সেই সময় পাণ্ডব-পক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কাহারও কোন কিছুরই বোধ ছিল না। কৌরব-পক্ষ যে সকল মশালের আলোতে আলোকিত ছিল, তাহারই প্রকাশে পলায়নরত কিছু সৈন্যকে তখন দেখা যাইতেছিল ॥ ২১

রাজন্! মহারথী দ্রোণাচার্য ও কর্ণ বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে করিতে পলায়মান পাণ্ডব-সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনেককে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

যখন পাঞ্চাল-যোদ্ধারা সর্বদিকে নষ্ট হইতে ও পলায়ন করিতে লাগিল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীনচিত্ত হইয়া অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

দ্রোণ-কর্ণৌ মহেষ্বাসাবেতৌ পার্থত-সাত্যকী।
পাঞ্চালাংশ্চৈব সহিতৌ জঘ্নতুঃ সায়কৈর্ভৃশম্ ॥ ২৪
এতয়োঃ শরবর্ষেণ প্রভগ্না নো মহারথাঃ।
বার্ষ্যমাণাপি কৌন্তেয় পৃতনা নাবতিষ্ঠতে ॥ ২৫
তাং তু বিদ্রবতীং দৃষ্ট্বা উচতুঃ কেশবার্জুনৌ।
মা বিদ্রবত বিত্রস্তা ভয়ং ত্যজত পাণ্ডবাঃ ॥ ২৬
বারয়ামঃ সর্বসৈন্যৈশ্চ ব্যূহৈঃ সম্যগুপায়ুধৈঃ।
দ্রোণঞ্চ সুতপুত্রঞ্চ প্রয়তাবঃ প্রবাধিতুম্ ॥ ২৭
এতৌ হি বলিনৌ শূরৌ কৃতাস্ত্রৌ জিতকাশিনৌ।
উপেক্ষিতৌ ত্বয় বলৈর্নাশয়েতাং নিশামিমাম্ ॥ ২৮
ভয়াৎ সংবন্নভোরেবং ভীমকর্মা মহাবলঃ।
আরাদ্ বৃকোদরঃ শীঘ্রং পুনরাবর্তয় বাহিনীম্ ॥ ২৯
বৃকোদরমথায়ান্তং দৃষ্ট্বা তত্র জনার্দনঃ।
পুনরেবাব্রবীদ্ রাজন্ হৃষয়ন্নিব পাণ্ডবম্ ॥ ৩০

এষ ভীমো রণপ্রাপ্তো কৃতঃ সোমক-পাণ্ডবৈঃ।
অভ্যবর্তত বেগেন দ্রোণ-কর্ণৌ মহারথৌ ॥ ৩১
এতেন সহিতো যুদ্ধ্যা পাঞ্চালৈশ্চ মহারথৈঃ।
আশ্বাসনার্থং সৈন্যানাং সর্বেষাং পাণ্ডুনন্দন ॥ ৩২
ততস্তৌ পুরুষব্যাঘ্রাবুভৌ মাধব-পাণ্ডবৌ।
দ্রোণ-কর্ণৌ সমাসাদ্য বিষ্ঠিতৌ রণমূর্ধনি ॥ ৩৩

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তৎ পুনরাবৃত্তং যুধিষ্ঠিরবলং মহৎ।
ততো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ পরান্ মমৃদতুর্মৃধি ॥ ৩৪
স সম্প্রহারস্তুমুলো নিশি প্রত্যুদ্যতায়ুধঃ।
যথা সাগরয়োঃ রাজংশ্চন্দ্রোদয়বিবৃদ্ধয়োঃ ॥ ৩৫
তত উৎসৃজ্য পাণিভ্যাং প্রদীপাংস্তত্র বাহিনী।
যুযুধে পাণ্ডবৈঃ সার্ধং মুহূর্তমিব সঙ্কুলা ॥ ৩৬
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং তত্র তুমুলসঙ্কুলে
কেবলং নাম-গোত্রেণ প্রাযুধ্যন্ত জয়ৈষিণঃ ॥ ৩৭

হৃষীকেশ! দ্রোণাচার্য ও কর্ণ এই দুই মহাধনুর্ধর বীর একত্র হইয়া দৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে নিজ নিজ বাণের দ্বারা অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করিতেছেন ॥ ২৪

পার্থ! এই দুই মহারথীর বাণবর্ষণে আমাদের মহারথী যোদ্ধারা পলায়ন করিতেছে। আমাদের সৈন্যদিগকে নিষেধ করিলেও তাহারা আর রণাঙ্গনে থাকিতেছে না ॥ ২৫

নিষেধের সৈন্যদের পলায়ন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন তাহাদের বলিলেন,—পাণ্ডব-বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না। ভয় ত্যাগ কর ॥ ২৬

আমরা উভয়ে অস্ত্রবলের দ্বারা উত্তমরূপে সুরক্ষিত হইয়া সমস্ত সৈন্যদের ব্যূহরচনা করত দ্রোণাচার্য ও সূতপুত্র কর্ণকে বাধাদান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি ॥ ২৭

এই দ্রোণাচার্য ও কর্ণ দুইজনে বলবান্, শৌর্যশালী বীর; অস্ত্রবিৎ এবং বিজয়শ্রীতে সুশোভিত। যদি ইহাদের উপেক্ষা করা হয়, তবে এই রাত্রিকালেই ইহারা তোমাদের সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন ॥ ২৮

ইহারা উভয়ে এইরূপে বীর সৈন্যদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় ভয়ঙ্কর কর্মকারী মহাবল ভীমসেন পুনরায় নিজ সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯

রাজন্! ভীমসেনকে সেখানে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের হর্ষবর্ধন করিতে করিতেই পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ৩০

যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীমসেন সোমক এবং পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মহারথী দ্রোণাচার্য ও কর্ণের দিকে সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতেছে ॥ ৩১

পাণ্ডুনন্দন! ইহার সহিত ও পাঞ্চাল মহারথী বীরগণের সহিত অবস্থান করত তুমি সমস্ত সৈন্যদিগকে আশ্বাসদান করিবার জন্য এখানে যুদ্ধ কর ॥ ৩২

তদনন্তর এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যুদ্ধের সম্মুখভাগে দ্রোণাচার্য ও কর্ণের নিকটে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল। তাহার পর দ্রোণাচার্য ও কর্ণ রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে মর্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! সেই রাত্রিকালে চন্দ্রের উদয়ে পরিবর্ধিত দুইটি মহাসাগরের ন্যায় এই দুই পক্ষের সেই মহাসংগ্রাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ॥ ৩৫

তদনন্তর আপনার সৈন্যগণ নিজ নিজ হস্ত হইতে অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া উৎসবের ন্যায় অনায়াসভাবে পাণ্ডব-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

ধূলি ও অন্ধকারে আবৃত সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রামে জয়াকাঙ্ক্ষী যোদ্ধারা কেবল নাম ও গোত্রের পরিচয় পাইয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৩৭

অস্ত্রবন্তু হি নামানি শ্রাবামাণানি পার্থিবৈঃ।
প্রহরন্তিমহারাজ স্বয়ংবর ইবাহবে ॥ ৩৮
নিঃশব্দমাসীৎ সহসা পুনঃ শব্দো মহানভূৎ।
ক্রুদ্ধানাং যুধ্যমানানাং ক্ষীয়তাং জয়তামপি ॥ ৩৯
যত্র যত্র স্ম দৃশ্যন্তে প্রধীপাঃ কুরুসত্তম।
তত্র তত্র স্ম শূরাস্তে নিপতন্তি পতঙ্গবৎ ॥ ৪০

তথা সংযুধ্যমানানাং বিশাটাসীত্তরানিশা।
পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র কৌরবাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭২

মহারাজ! আকাশের তারা যেমন দৃষ্ট হয়, সেই যুদ্ধস্থলেও প্রহারত কৃপতিগণ নিজ নিজ নাম সকল শুনাইতে ছিলেন—ইহা শ্রুতিগোচর হইতেছিল ॥ ৩৮

ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরাজিত ও কবলাতে কুপিত যোদ্ধাগণের শব্দ সেখানে সহসা বন্ধ হইয়া কখন নিঃশব্দ হইয়া যাইল ও কখনও পুনরায় মহাকোলাহল হইতে থাকিল ॥৩৯

কুরুশ্রেষ্ঠ! যেখানে যেখানে প্রজ্বলিত মশালগুলি দেখা যাইতেছিল, সেখানে সেখানে বীর সৈন্যগণ পতঙ্গবৎ ভূপতিত হইতেছিল ॥ ৪০

রাজেন্দ্র! এইরূপে যুদ্ধরত পাণ্ডব ও কৌরবগণের সেই মহারাত্রি সঙ্কুলভাবে প্রভাত হইতে লাগিল ॥ ৪১

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপর্বে সঙ্কুল যুদ্ধবিষয়ক দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণের দৃষ্টদ্যুম্ন ও শাকলগণের পরাজয়, যুধিষ্ঠিরের বিভ্রান্তি, কর্ণের সহ যুদ্ধ করিতে শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্ঘটোৎকচায়োৎসাহদানম্, প্রেরণঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ কর্ণো রণে দৃষ্ট্বা পাঞ্চালান্ সপ্রভদ্রকান্
আজঘানোরসি শরৈর্দশভির্দশভিস্ত্বরন্ ॥ ১
প্রতিবিব্যাধ তান্ ক্রুদ্ধো দৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সায়কৈঃ
দশভিঃ সায়কৈস্তূর্ণং ছিত্ত্বেষূংশ্চ চতুরশ্চতান্ ॥ ২
তাবন্যোন্যং শরৈঃ সংখ্যে সংছাদ্য সুমহারথৈঃ।
পুনঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বিব্যধাতে পরস্পরম্ ॥ ৩
ততঃ পাঞ্চালমুখ্যাংশ্চ দৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সংযুগে।
সারথিং চতুরশ্চাস্য কর্ণো বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৪
কার্মুকপ্রবরং চাপি প্রচিচ্ছেদ শিতৈঃ শরৈঃ।
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ৫
দৃষ্টদ্যুম্নস্তু বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গৃহীত্বা পরিঘং ঘোরং কর্ণস্যাশানপীপিষৎ ॥ ৬

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কর্ণ কর্তৃক দৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালগণের পরাজয়, যুধিষ্ঠিরের বিভ্রান্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ঘটোৎকচকে উৎসাহদান ও প্রেরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সঙ্কটবীরহন্তা কর্ণ রণাঙ্গনে দৃষ্টদ্যুম্নকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বক্ষে দশটি মর্মভেদী বাণ আঘাত করিলেন ॥ ১

মাননীয় নরেশ! তখন দৃষ্টদ্যুম্নও হৃষ্ট এবং উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বাণসমূহের দ্বারা অতি সত্বর কর্ণকেবিদ্ধ করত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২

ইহারা উভয়েই বিশাল রথে আরোহণ করত যুদ্ধস্থলে পরস্পর পরস্পরকে বীর বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুনরায় বহু পূর্ণবলে আকর্ণ পুরক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩

তাহার পর রণাঙ্গনে কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা পাঞ্চালদেশের প্রধান বীর দৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও চারিটি অশ্বকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

কেবল ইহাই নহে, নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা দৃষ্টদ্যুম্নের শ্রেষ্ঠ ধনুটিকেও ছেদন করিলেন এবং একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫

অশ্বসকল ও সারথি নিহত হইলে পর রথহীন দৃষ্টদ্যুম্ন একটি পরিঘ উত্তোলিত করিয়া তাহার দ্বারা কর্ণের অশ্বদিগকে পিষ্ট করিলেন ॥ ৬

বিদ্ধশ্চ বহুভিস্তেন শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরানীকং পদ্ব্যামেবাবপদ্যত ॥ ৭
আরুরোহ রথং চাপি সহদেবস্য মারিষ।
প্রযাতুকামঃ কর্ণায় বারিতো ধর্মসূনুনা ॥ ৮
কর্ণস্তু সুমহাতেজাঃ সিংহনাদবিমিশ্রিতম্।
ধনুঃশব্দং মহচ্চক্রে দধ্মৌ তারেণ চানুজম্ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা বিনির্জিতং যুদ্ধে পাণ্ডবং তে মহারথাঃ।
অমর্ষবশমাপন্নাঃ পাঞ্চালাঃ সহসোমকাঃ ॥ ১০
সূতপুত্রবধার্থায় শপথাদাদায় সর্বশঃ।
প্রযযুঃ কর্ণমুদ্দিশ্য মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ১১
কর্ণস্যাপি রথে বাহানঞ্চান্যান্ সূতোঽভ্যচোদয়ৎ।
শঙ্খবর্ণান্ মহাবেগান্ সৈন্ধবান্ সাধুবাহিনঃ ॥ ১২
লঙ্ঘয়ন্তস্তু বাহেষু পাঞ্চালানাং মহারথান্।
অভ্যপীড়য়দায়ন্তঃ শরৈর্মেঘ ইবাচলম্ ॥ ১৩

সা পীড়্যমানা কর্ণেন পাঞ্চালানাং মহাচমূঃ।
সম্ভ্রান্তবৎ সুসংহৃষ্টা সিংহেনেবাদিতা মৃগী ॥ ১৪
পতিতান্তুরগেভাংশ্চ গজেভাংশ্চ মহীতলে।
রথেভ্যশ্চ নরাংস্তূর্ণমপৃষ্ঠন্ত ততস্ততঃ ॥ ১৫
ধাবমানস্য যোধস্য ক্ষুরপ্রৈঃ স মহাযুধে।
বাহূ চিচ্ছেদ বৈ কর্ণঃ শিরশ্চৈব সকুণ্ডলম্ ॥ ১৬
ঊরূ চিচ্ছেদ চাক্রুদ্ধো গজস্যস্য বিশাম্পতে।
বাজিপৃষ্ঠগতস্যাপি ভূমিষ্ঠস্য চ মারিষ ॥ ১৭
বাজ্ঞাসিষুর্বিমানা বহবশ্চ মহারথাঃ।
সংছিন্নাস্তাস্তথাজ্ঞানি বাহনানি চ সংযুগে ॥ ১৮
তে বধ্যমানাঃ সমরে পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
তূর্ণমস্পন্দনাচ্চাপি সূতপুত্রং ন মেনিরে ॥ ১৯
অপি স্ম সমরে ঘোরং ধাবমানং বিচেতসম্।
কর্ণমেবাভ্যমন্যন্ত ততো ভীতা দ্রবন্তি তে ॥ ২০

সেই সময় কর্ণ বিদ্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ও বলসহকারে ধনুকে টঙ্কার দিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে শত শত বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলের মধ্যে পদব্রজেই চলিয়া যাইলেন ॥ ৭

আর্য! সেখানে নকুলের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন এবং পুনরায় কর্ণেরই সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন ॥ ৮

এদিকে মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহনাদের সহিত বড়ই বিশাল গুণের টঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ৯

যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়া অমর্ষবশীভূত সেই পাঞ্চাল ও সোমক মহারথী বীরগণ কর্ণকে বধ করিবার জন্য সর্ব প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক "মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হইতে বিরত হইব না" এরূপ স্থির করিয়া তাঁহার দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১

অন্যদিকে কর্ণের রথের সারথিও অন্য অশ্বগণকে যোজিত করিল। এই সকল অশ্ব সিন্ধুদেশজাত এবং উত্তমরূপে বহন কার্য করিতে সমর্থ। ইহারা শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং তীব্র বেগশালী ছিল ॥ ১২

রাধাপুত্র কর্ণের লক্ষ্য কখনও বিফল হইত না। যেরূপ মেঘ কোন এক পর্বতের উপর অনবরত বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কর্ণও বেগ সহকারে সকলের রথ করিয়া পাঞ্চাল মহারথীদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

কর্ণের দ্বারা পীড়িত হইয়া পাঞ্চালগণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সিংহ কর্তৃক পীড়িতা মৃগীর ন্যায় আকুল হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

বহুসংখ্যক মানুষ সেখানে এদিক ওদিকে অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ হইতে রাত্রিকালে ধরাশায়ী হইতে দেখা যাইত ॥ ১৫

কর্ণ সেই মহাসমরে নিজ ক্ষুরধার বাণসকলের দ্বারা পলায়মান যোদ্ধাদিগের উরু বাহু ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

মানবীয় প্রজানাথ! অশ্ব যোদ্ধারা হেমকক্ষ হাতীর উপর বসিয়াছিলেন এবং ভূতলে পদব্রজে গমন করিতেছিলেন, তাহাদেরও জঙ্ঘাসমূহ কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৭

পলায়নরত বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধা সেই যুদ্ধস্থলে নিজ স্থির অশ্বসকল ও বাহনসকলকে ত্যাগিতে পারেন নাই ॥ ১৮

সমরাঙ্গনে আঘাতপ্রাপ্ত সঞ্জয়গণের সহিত সেই পাঞ্চালগণ যদি একটি মুহূর্তও আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে উহা সূতপুত্র কর্ণই আসিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ১৯

সেই রণাঙ্গনে অচেতন হইয়া পলায়নরত নিজেদের যোদ্ধাগণকেও তাহারা কর্ণ বলিয়া মনে করিল এবং তাহা হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ২০

তাঞ্জনীকানি ভদ্রাণি দ্রবমাণানি ভারত।
অভ্যদ্রবদ্ রুতং কর্ণঃ পৃষ্ঠতো বিকিরন্ শরান্ ॥ ২১
অবেক্ষমাণাস্ত্বন্যোন্যং সুসম্মূঢ়া বিচেতসঃ।
নাশকন্ বলবদ্ভাতুঃ কাল্যমানা মহাত্মনা ॥ ২২
কর্ণেনাভ্যাহতা রাজন্ পাঞ্চালাঃ পরমেষ্বসিঃ।
দ্রোণেন চ দিশঃ সর্বা বীক্ষমাণাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৩
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা স্বসৈন্যং প্রেক্ষ্য বিদ্রুতম্।
অপযানে মনঃ কৃত্বা ফাল্গুনং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪
পশ্য কর্ণং মহেষ্বাসং ধনুষ্পাণিমবস্থিতম্।
নিদাঘে দারুণে কালে তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ২৫
কর্ণ-সায়কনুন্নানাং দ্রোণভীমের নিঃস্বনঃ।
অনিশং শ্রূয়তে পার্থ ত্বদ্ধনামনাগবং ॥ ২৬
যথা বিসৃজতশ্চাস্য সন্দধানস্য চাদ্ভুতান্।
পশ্যামি নান্তরং পার্থ ক্ষণমিত্যপি নো ধ্রুবম্ ॥ ২৭
যদস্যানন্তরং কার্য্যং প্রাপ্তকালঞ্চ পশ্যসি।
কর্ণস্য বধসংযুক্তং তৎ কুরুষ ধনঞ্জয় ॥ ২৮
এবমুক্তো মহারাজ পার্থঃ কৃষ্ণমথাব্রবীৎ।
ভীতঃ কুন্তীসুতো রাজা রাধেয়স্যাস্ত্র বিক্রমাৎ ॥ ২৯
এবং গতে প্রাপ্তকালং কর্ণানীকে পুনঃ পুনঃ।
ভবান্ ব্যবস্যতু ক্ষিপ্রং ব্রবীতি হি বসুন্ধরা ॥ ৩০
দ্রোণসায়কনুন্নানাং ভগ্নানাং মধুসূদন।
কর্ণেন ত্রাস্যমানানামবস্থানং ন বিদ্যতে ॥ ৩১
পশ্যামি চ তথা কর্ণং বিচরন্তমভীতবৎ।
দ্রবমাণান্ রথোদারান্ কিরন্তং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২
নৈনং শক্ষ্যামি সংসোঢ়ুং চরন্তং রণমূর্দ্ধনি।
প্রত্যঙ্কং বৃষ্ণিশার্দ্দূল পাংসুস্পর্শমিবোরগঃ ॥ ৩৩
স ভবাংস্তত্র যাত্বাশু যত্র কর্ণো মহারথঃ।
অহমেনং হনিষ্যামি মা বৈবং মধুসূদন ॥ ৩৪

ভারত! ভীত হইয়া পলায়নপর সেই সৈন্যগণের পশ্চাতে বাণবর্ষণ করিতে করিতে কর্ণ ভীরবেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ২১

মহাত্মা কর্ণকর্তৃক কালের করলে প্রেরিত হইয়া মোহিত ও অচেতন হইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যগণ পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও সেখানে অবস্থান করিতে পারিল না ॥ ২২

রাজন্! কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক নিশিত উত্তম বাণসমূহে আহত হইয়া পাঞ্চালসৈন্যগণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পলাইয়া যাইল ॥ ২৩

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধভূমি হইতে চলিয়া যাওয়াই স্থির করত অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৪

পার্থ! মহাবলশালী কর্ণকে নিরীক্ষণ কর; সে হাতে ধনু লইয়া অবস্থান করিতেছে এবং এই ভয়ঙ্কর অপরাহ্ণকালে সূর্য্যের ন্যায় তাপদান করিতেছে ॥ ২৫

অর্জুন! কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া অনাথের ন্যায় কোলাহলকারী তোমার এই সহায়ক বন্ধুগণের আর্ত্তনাদ নিরন্তর শুনা যাইতেছে ॥ ২৬

কর্ণ যখন বাণসমূহ ধনুতে রাখিতেছে এবং যখন সেগুলি নিক্ষেপ করিতেছে, ইহাতে অন্তর কোন অবকাশ আমি দেখিতে পাইতেছি না। ইহা দ্বারা মনে হইতেছে—সে আমার সমস্ত সৈন্যদিগকে অবশ্যই সংহার করিয়া ফেলিবে ॥ ২৭

ধনঞ্জয়! এখন এস্থলে কর্ণের বধসম্বন্ধে তোমার নিকট যাহা সময়োচিত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে, উহা কর ॥ ২৮

মহারাজ! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—প্রভো! আজ কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির রাধানন্দন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ২৯

এইরূপ অবস্থায় কর্ণের বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, উহা আপনি স্থির নিশ্চয় করুন; কারণ, আমাদের সৈন্যরা বারংবার পলায়ন করিতেছে ॥ ৩০

মধুসূদন! দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে ও কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়মান আমাদের সৈন্যরা কোথাও অবস্থান করিতে পারিতেছে না ॥ ৩১

আমি দেখিতেছি যে, কর্ণ যেন নির্ভয় হইয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছে এবং আমাদের পলায়মান শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৩২

বৃষ্ণিবংশভূষণ! যেরূপ সর্প কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ আমি যুদ্ধের সম্মুখে বীর বৃষ্ণিগণেই কর্ণের এইরূপ বিচরণ সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৩৩

মধুসূদন! অতএব আপনি শীঘ্র সেখানে চলুন, যেখানে মহারথী কর্ণ বিদ্যমান আছে। আজ হয় আমি ইহাকে বধ করিব, অথবা সে আমাকে বধ করিবে ॥ ৩৪

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

পশ্যামি কর্ণং কৌন্তেয় দেবরাজমিবাহবে।
বিচরন্তং নরব্যাঘ্রমতিমানুষবিক্রমম্ ॥ ৩৫
নৈতদ্যাবদ্যোঽস্তি সংগ্রামে প্রত্যুদ্যাতা ধনঞ্জয়।
ঋতে ত্বাং পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসাদ্ বা ঘটোৎকচাৎ ॥ ৩৬
ন তু তাবদহং মন্যে প্রাপ্তকালং তবানঘ।
সমাগমং মহাবাহো সূতপুত্রেণ সংযুগে ॥ ৩৭
দীপ্যমানা মহোল্কেব বিষ্ঠত্যস্ত হি বাসবী।
অমর্ষং হি মহাবাহো সূতপুত্রেণ সংযুগে ॥ ৩৮
রক্ষ্যতে শক্তিরেষা হি রৌদ্রং রূপং বিভর্তি চ।
ঘটোৎকচস্য রাধেয়ং প্রত্যুদ্যাস্যতু মহাবলঃ ॥ ৩৯
স হি ভীমেন বলিনা জাতঃ পুরুষরাক্ষসে।
তস্মিন্নস্ত্রাণি দিব্যানি রাক্ষসান্যাসুরাণি চ ॥ ৪০
সততং চাসুরক্তো বো হিড়িম্বেয়ী চ ঘটোৎকচঃ।
বিজেষ্যতি রণে কর্ণমিতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১
এবমুক্তো মহাবাহুঃ পার্থঃ পুষ্করলোচনঃ।
আজুহাবাথ তত্র রক্ষস্তচ্চাসীৎ প্রাগ্বরোদ্যতঃ ॥ ৪২
কবচী সশরঃ খড়্গী সধনুশ্চ বিশাম্পতে।
অভিবাদ্য ততঃ কৃষ্ণং পাণ্ডবঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
অব্রবীচ্চ তদা কৃষ্ণমরমন্মাসুরাধি মাম্ ॥ ৪৩
ততস্তং মেঘসঙ্কাশং দীপ্তাস্যং দীপ্তকুণ্ডলম্।
অভ্যাধাবত হৈড়িম্বিঃ দাশার্হঃ প্রহসন্নিব ॥ ৪৪

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

ঘটোৎকচ বিজানীহি যং ত্বাং বক্ষ্যামি পুত্রক।
প্রাপ্তো বিক্রমকালোঽয়ং তব শাস্ত্রস্য কস্যচিৎ ॥ ৪৫
স ত্বমেনং মহামানাং বধ্নীষ্বা ত্বা সুরো ভব।
বিবিধানি চ বাস্ত্রাণি সজ্জি মায়া চ রাক্ষসী ॥ ৪৬
পশ্য কর্ণেন হৈড়িম্বে পাণ্ডবানামনীকিনী।
কালোমানা যথা সাধো পাদেন সমমর্দিনি ॥ ৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কুরুনন্দন! আজ আমি রণাঙ্গনে পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অমানুষিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে ও বিচরণ করিতে দেখিতে পাইতেছি ॥ ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! আজ রণাঙ্গনে তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাই আর নাই, যে ইহার সম্মুখীন হইতে পারে ॥ ৩৬

নিষ্পাপ মহাবাহু অর্জুন! এই সময় রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণের সহিত তোমার যুদ্ধ করাকে আমি উচিত বলিয়া মনে করিতেছি না ॥ ৩৭

কারণ, তাহার নিকট ইন্দ্রপ্রদত্ত একটি শক্তি আছে, যাহা প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় সর্বদা প্রকাশিত হইয়া থাকে। মহাবাহো! সূতপুত্র কর্ণ যুদ্ধস্থলে তোমার উপর প্রয়োগ করিবার জন্য এই শক্তিকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তি ভয়ঙ্কর রূপধারণ করিয়া থাকে।

অতএব আমার মতে এই সময় মহাবল ঘটোৎকচই রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখে গমন করুক; কারণ, সে বলবান্ ভীমসেনের পুত্র, দেবতাগণের ন্যায় পরাক্রমশালী এবং তাহার নিকট রাক্ষস-সম্বন্ধযুক্ত ও অসুর-সম্বন্ধযুক্ত দিব্য অস্ত্রসকলও রহিয়াছে ॥ ৩৮-৪০

ঘটোৎকচ তোমাদের হিতৈষী এবং সর্বদা তোমার সে অত্যন্ত অনুরক্ত। সে রণাঙ্গনে কর্ণকে ভয় করিতে পারিবে, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৪১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর মহাবাহু কমলনয়ন কুন্তীকুমার অর্জুন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন এবং সে-ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ৪২

প্রভারাধ! সে কবচ, খড়্গ, বাণ ও ধনুক ধারণ করিয়াছিল। সে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়কে প্রণাম করিয়া সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিল—প্রভো! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি। আমায় অনুমতি করুন, আমি কি করিব? ॥ ৪৩

তদনন্তর প্রজ্বলিতমুখ ও প্রকাশিত কুণ্ডলযুক্ত মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৪৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পুত্র ঘটোৎকচ! আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা শ্রবণ কর এবং অবগত হও। এখন এই যে সময় আসিয়াছে, তাহাতে তোমারই পরাক্রম দেখাইবার সুযোগ আসিয়াছে, অপর কাহারও নহে ॥ ৪৫

তোমার বন্ধুগণ সঙ্কটে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি ইহাদের পক্ষে সৌভাগ্যরূপ হও। তোমার নিকট নানারূপ অস্ত্রসকল রহিয়াছে এবং তোমার রাক্ষসী মায়াও জানা আছে ॥ ৪৬

হিড়িম্বানন্দন! দেখ, যেরূপ সোচারণের সময় গোপকন্যকে তাড়াইয়া আনা হয়, সেইরূপ যুদ্ধের অগ্রবর্তী স্থলে অবস্থিত কর্ণ পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে ॥ ৪৭

এষ কর্ণো মহেষ্বাসো ধৃতিমান্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
পাণ্ডবানামনীকেষু নিঘ্নন্তি ক্ষত্রিয়র্ষভান্ ॥ ৪৮
কিরন্তঃ শরবর্ষাণি মহান্তি দৃঢ়ধন্বিনঃ।
ন শক্নুবন্ত্যবস্থাতুং পীড্যমানাঃ শরাচিষা ॥ ৪৯
নিশীথে সুতপুত্রেণ শরবর্ষেণ পীড়িতাঃ।
এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালাঃ সিংহেনেবাদিতা মৃগাঃ ॥ ৫০
এতচ্ছ্রুত্বা প্রবৃদ্ধস্য সূতপুত্রস্য সংযুগে।
নিবেদ্য বিদ্যতে মাদ্রস্তাবুভৌ ভীমবিক্রম ॥ ৫১
স ত্বং কুরু মহাবাহো কর্ণ যুক্তমিতাত্মনঃ।
মাতুলানাং পিতৃণাঞ্চ তেজসোঽস্যবলস্য চ ॥ ৫২
এতদর্থং হি কৌন্তেয় পুত্রানিচ্ছন্তি মানবাঃ।
কথং নস্তারয়েদ্ দুঃখাৎ স ন ঃ তারয় বান্ধবান্ ॥ ৫৩
ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্ঘটোৎকচ।
ইহলোকাৎ পরে লোকে তারয়িষ্যসি যে পিতৃঃ ॥ ৫৪
তস্য তস্য বলং ভীম মহাংস্ত্বয় দুরুত্তরঃ।

সংগ্রামে যুধ্যমানস্য সততং ভীমনন্দন ॥ ৫৫
পাণ্ডবানাং প্রভগ্নানাং কর্ণেন নিশি সায়কৈঃ।
মজ্জতাং ধার্তরাষ্ট্রেষু ত্বয় পারং পরন্তপ ॥ ৫৬
রাত্রৌ হি রাক্ষসা ঘোরা ভবন্ত্যমিতবিক্রমাঃ।
বলবন্তঃ সুদুর্ধর্ষাঃ শূরা বিক্রান্তচারিণঃ ॥ ৫৭
জহি কর্ণং মহেষ্বাসং নিশীথে মায়য়া রণে।
পার্থা দ্রোণং নিঘ্নন্তি ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥ ৫৮

সঞ্জয় উবাচ।

কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা বীভৎসুরপি রাক্ষসম্।
অভ্যভাষত কৌরব্য ঘটোৎকচমরিন্দমম্ ॥ ৫৯
ঘটোৎকচ ত্বয়াস্মাকং বীর্যবাংশ্চ সাত্যকিঃ।
মতো মে সর্বসৈন্যেষু ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ৬০
তদ্ভবান্ যাতু কর্ণেন দ্বৈরথং যুধ্যতাং নিশি।
সাত্যকিঃ পৃষ্ঠগোপস্তে ভবিষ্যতি মহারথঃ ॥ ৬১
জহি কর্ণং রণে শূরং সায়কৈরুগ্র সত্ত্ববান্।
যথেচ্ছস্যাত্মনঃ পূর্বং স্কন্ধেন মহত ভক্ষিতান ॥ ৬২

এই কর্ণ মহাধনুর্ধর, বুদ্ধিমান এবং প্রতাপশালীরূপে পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছে। পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে যত প্রধান ক্ষত্রিয় বীরগণ আছে, সে তাহাদের সকলকে বিনাশ করিতেছে। ৪৮

উহার বাণসকলের অগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া প্রকৃত বাণসমূহের বর্ষণকারী সুদৃঢ় ধনুর্ধর বীরগণও যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে পারিতেছে না। ৪৯

দেখ, যেরূপ সিংহকর্তৃক পীড়িত হইয়া মৃগগণ পলাইয়া যায়, সেইরূপ অর্ধরাত্রির সময় সূতপুত্র কর্তৃকৃত বাণবর্ষণে ব্যথিত হইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে। ৫০

তদনন্তর পরাক্রমশালী বীর! এই যুদ্ধস্থলে এখন এরূপ অন্য কোনও যোদ্ধা নাই, যে এইরূপে অগ্রসর সূতপুত্র কর্ণকে নিবৃত্ত করিতে পারে। ৫১

মহাবাহো! সেইজন্য তুমি বীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বল ও পরাক্রম এবং নিজ প্রতিজ্ঞার অনুরূপ যুদ্ধে পরাক্রম কর। ৫২

হিড়িম্বাকুমার! মানুষ এই জন্যই পুত্র কামনা করিয়া থাকে যে, সেই পুত্র যে কোন প্রকারে আমাকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিবে, অতএব তুমি নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে এখন নিস্তার কর। ৫৩

ঘটোৎকচ! প্রত্যেক পিতাই নিজের এই স্বার্থের জন্য পুত্রগণের কামনা করিয়া থাকে যে, তাহার পুত্রগণ তাহাকে ইহলোক হইতে পরলোকে উদ্ধার করিবে। ৫৪

ভীমনন্দন! সংগ্রামভূমিতে যুদ্ধ করিবার সময় সর্বদা তোমার তাবৎ বল রক্ষিত হইয়া থাকে এবং তোমার মায়াও দুস্তর হইয়া উঠে। ৫৫

পরন্তপ! রাত্রিকালে কর্ণের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যরা পলায়ন করিতেছে এবং কৌরব-সৈন্যরূপী সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে। তুমি উহাদের নিকট ভীষণরূপ হও। ৫৬

রাত্রিকালে রাক্ষসগণের অবশ্য পরাক্রম আরও বাড়িয়া যায়। তাহারা তখন বলবান্, অতিশয় দুর্ধর্ষ এবং পরাক্রমসহকারে বিচরণ করিয়া থাকে। ৫৭

তুমি অর্ধরাত্রির সময় নিজ মায়ার দ্বারা রণস্থলে মহাধনুর্ধর কর্ণকে বিনাশ কর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্যান্য পাণ্ডব-যোদ্ধারা দ্রোণাচার্যকে বধ করিবে। ৫৮

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুরাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুনের শত্রুদমনকারী ঘটোৎকচকে বলিলেন। ৫৯

ঘটোৎকচ! আমাদের সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে এই তিনজন বীরকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়—তুমি, মহাবাহু সাত্যকি এবং পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন। ৬০

অতএব তুমি এই নিশীথরাত্রিতে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ কর এবং মহারথী সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবে। ৬১

যেরূপ পূর্বকালে স্কন্দের সহিত থাকিয়া ইন্দ্র তারকাসুরকে

ঘটোৎকচ উবাচ।

(এবমেব মহাবাহো যথা বদসি মাং প্রভো।
যদ্যা নিযুক্তো গচ্ছামি কর্ণস্য বধকাঙ্ক্ষয়া ॥)
অলমেবাস্মি কর্ণায় দ্রোণায়ালঞ্চ ভারত।
অন্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কৃতাস্ত্রাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৬১
অদ্য যাস্যামি সংগ্রামং সূতপুত্রায় তং নিশি।
যং জনাঃ সম্প্রবক্ষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি ॥ ৬২
ন চাত্র শূরান্ মোক্ষ্যামি ন ভীতান্ কৃতাঞ্জলীন্।
সর্বানেব বধিষ্যামি রাক্ষসং ধর্মমাস্থিতঃ ॥ ৬৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্হৈড়িম্বির্ঘররবীরহা।
অভ্যয়াৎ তুমুলে কর্ণং তব সৈন্যং বিভীষয়ন্ ॥ ৬৬
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং দীপ্তাস্যং দীপ্তমূর্ধজম্।
প্রহসন্ পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রতিজগ্রাহ সূতজঃ ॥ ৬৭
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং কর্ণ-রাক্ষসয়োর্মৃধে।
গর্জতো রাজশার্দূল শক্র-প্রহ্লাদয়োরিব ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং-দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচ-বধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে ঘটোৎকচ-প্রোৎসাহনে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩

বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও সাত্যকির সহায়তালাভ করত প্রযত্নসহকারে বীরবর কর্ণকে বধ কর ॥ ৬২

ঘটোৎকচ বলিল,—(মহারাজ! প্রভো! আপনি আমাকে যে কথা বলিলেন, তাহা সেইরূপ। আমি আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় গমন করিতেছি।) ভারত! আমি যুদ্ধে কর্ণের সম্মুখীন হইতে ও নিশ্চয় সমর্থ, তাহার উপর পরন্তু প্রযত্নসহকারে দ্রোণাচার্য্যেরও সম্মুখীন হইতে পারি। অন্যান্য অতিরিক্ত অন্য যে সকল বীর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ আছেন, আমি তাঁহাদের সহিতও যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ৬৩

আজ এই রাত্রিকালে আমি সূতপুত্র কর্ণের সহিত এরূপ ভয়ানক সংগ্রাম করিব, তাহার আলোচনা মানুষ যেই পর্য্যন্ত করিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবীদেবী অবস্থান করিবে ॥৬৪

আমি এই যুদ্ধে বীরবর দ্রোণাচার্য্যকে ভীষিত অবস্থায় ত্যাগ করিব না, এমন কি যাহারা ভীত, যাহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া নতিস্বীকারও করিয়া থাকে, তাদৃশদিগকেও আমি রাক্ষস-ধর্ম অনুসারে ত্যাগ করিব না ॥ ৬৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শত্রু বীরগণের বিনাশক মহাবাহু হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে কর্ণের দিকে গমন করিল ॥ ৬৬

অতিশয় ক্রুদ্ধ, প্রজ্বলিত মুখ ও প্রদীপ্ত কেশরাশিযুক্ত সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ হাস্যসহকারে তাহাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! সংগ্রামস্থলে গমন করিতে করিতে কর্ণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ উভয়ের মধ্যে ইন্দ্র এবং প্রহ্লাদের ন্যায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপর্বে ঘটোৎকচকে উৎসাহদানবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঘটোৎকচস্য জটাসুরপুত্রালম্বুষস্য চ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, অলম্বুষবধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা ঘটোৎকচং রাজন্ সুতপুত্রবধং প্রতি।
আয়ান্তং তু তথা যুক্তং জিঘাংসুং কর্ণমাহবে॥ ১
অব্রবীৎ তত্র পুত্রস্তে দুঃশাসনমিদং বচঃ।
এতদ্ রক্ষো রণে তূর্ণং দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্॥ ২
অভিযাতি দ্রুতং কর্ণং তদ্ বারয় মহারথম্।
বৃতঃ সৈন্যেন মহতা যাহি যত্র মহাবলঃ॥ ৩
কর্ণো বৈকর্তনো যুদ্ধে রাক্ষসেন যুযুৎসতি।
রক্ষ কর্ণং রণে যত্তো বৃতঃ সৈন্যেন মানদ॥ ৪
মা কর্ণং রাক্ষসো ঘোরঃ প্রমাথ্নাদ্যমিতদ্যুতি।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ জটাসুরসুতো বলী॥ ৫
দুর্যোধনমুপাগম্য প্রাহ প্রহরতাং বরঃ।
দুর্যোধন ত্বয়াভিষ্টান প্রখ্যাতান যুদ্ধদুর্মদান॥ ৬
পাণ্ডবান্ হন্তুমিচ্ছামি যদ্যাজ্ঞপ্তঃ সহানুগান্।
জটাসুরো মম পিতা রক্ষসাং প্রথমঃ পুরা॥ ৭
প্রযুক্তো কর্ম রক্ষোঘ্নং ভূত্যৈঃ পার্থৈর্নিপাতিতঃ।
তস্যাপচিতিমিচ্ছামি শত্রুশোণিতপূজয়া॥ ৮
শত্রূণাং সৈন্য রাজেন্দ্র মামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ৮
তমব্রবীৎ ততো রাজা প্রীয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ।
দ্রোণ-কর্ণাদিভিঃ সার্ধং পর্যাপ্তোঽহং দ্বিষদ্ বধে॥ ৯
যং তু গচ্ছ ময়াজ্ঞপ্তো জহি যুদ্ধে ঘটোৎকচম্।
রাক্ষসং ক্রূরকর্মাণং রক্ষোমানুষসম্ভবম্॥ ১০
পাণ্ডবানাং হিতং নিত্যং হন্তারং স্বজনস্য চ।
সৈন্যেনানুগতঃ যুদ্ধে প্রেষয়ৈনমসাদনম্॥ ১১
তথেত্যুক্ত্বা মহাকায়ঃ সমাহূয় ঘটোৎকচম্।
জটাসুরিরভীমসেনিং নানাশস্ত্রৈরবাকিরৎ॥ ১২

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচ ও জটাসুরপুত্র অলম্বুষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং অলম্বুষ বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুরাত্মা কর্ণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া ঘটোৎকচকে সুতপুত্র কর্ণের দিকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন দুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন,—ভ্রাতঃ! এই রাক্ষস ঘোরতর কর্ণকে সমরে পরাক্রম দেখাইয়া ভীরসহিতে তাহার উপর আক্রমণ করিতেছে, অতএব তুমি এই মহাবল বীরকে প্রতিরোধ কর।

তুমি বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে গমন কর, যেখানে মহাবল সূর্যানন্দন কর্ণ রণাঙ্গনে সেই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মানদ! তুমি সৈন্যবাহিনীর সহিত সাবধান হইয়া রণভূমিতে কর্ণকে রক্ষা কর। কখনও এরূপ যেন না হয় যে আমাদের অসাবধানতার জন্য সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণকে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

রাজন্! এই সময় জটাসুরের বলবান্ পুত্র যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক রাক্ষস (অলম্বুষ) দুর্যোধনের নিকট আসিয়া এই কথা বলিল।

দুর্যোধন! যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তবে আপনার বিখ্যাত শত্রু রণদুর্মদ পাণ্ডবগণকে তাহাদের অনুগামী-দিগের সহিত বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

আমার পিতা জটাসুর রাক্ষসগণের অগ্রগামী নেতা ছিলেন। তাঁহাকে পূর্বে এই বীর পুত্রীপুত্রগণ রাক্ষস-বিনাশক কর্ম করত বিনাশ পূর্বক কৃপাহিত করিয়াছে।

রাজেন্দ্র! আমি শত্রুগণের রক্ত ও মাংস দ্বারা পিতার পূজা করিয়া তাঁহার সেই বিনাশের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আপনি ইহার জন্য আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন॥ ১-৮

তখন রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুনঃপুনঃ তাহাকে বলিলেন,—বীরবর! দ্রোণাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া আমি স্বয়ংই তোমার শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ। তুমি আমার আজ্ঞায় ঘটোৎকচের নিকট গমন কর এবং যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ কর। এই ক্রূরকর্মা রাক্ষস মনুষ্য ও রাক্ষস এই উভয়েরই অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৯-১০

হন্তী, অশ্ব ও রথসকলের বিনাশকারী আত্মাভিমানী রাক্ষস সর্বদা পাণ্ডবগণের হিতে নিরত আছে। তুমি যুদ্ধে তাহাকে বধ করত যমলোকে প্রেরণ কর॥ ১১

জটাসুরের পুত্রের নাম ছিল অলম্বুষ। সেই বিশালকায় রাক্ষস দুর্যোধনকে 'তথাস্তু' বলিয়া ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে তাহার উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১২

অলম্বুষঞ্চ কর্ণঞ্চ কুরুসৈন্যঞ্চ দুঃসহম্।
হৈড়িম্বিঃ প্রমথ্যৈকো মহাবাতোঽম্বুদানিব ॥১৩
ততো মায়াবলং দৃষ্ট্বা রক্ষস্তূর্ণমলম্বুষঃ।
ঘটোৎকচং শরব্রাতৈর্নারাচৈঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১৪
বিদ্ধ্বা চ বহুভির্বাণৈর্ভৈমসেনিং মহাবলঃ।
ব্যাত্তাননরুজন্নাদৈঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ১৫
তেন বিদ্রাব্যমাণানি পাণ্ডুসৈন্যানি ভারত।
নিশীথে বিপ্রকীর্যান্তে বাতধুন্না ঘনা ইব ॥ ১৬
ঘটোৎকচশরৈর্ভগ্না তথৈব তব বাহিনী।
নিশীথে প্রাদ্রবদ্ রাজন্নুৎসৃজ্যোভা: সহস্রশঃ ॥ ১৭
অলম্বুষস্ততঃ ক্রুদ্ধো ভৈমসেনিং মহামৃধে।
আজঘ্নে দশভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ১৮
ভিন্নশঙ্খা সংবাহ: সূতঃ সধ্বজধানি চ
ঘটোৎকচঃ প্রচিচ্ছেদ প্রেষয়ংশ্চাভিদাতবম্ ॥ ১৯

ততঃ কর্ণঃ শরব্রাতৈঃ কুরুসৈন্যান্ সহস্রশঃ।
অলম্বুষং চাভ্যবর্ষদ্ঘো মেঘমিবাচলম্ ॥ ২০
ততঃ সঙ্কুচুক্রে সৈন্যঃ কুরূণাং রাক্ষসার্দিতম্।
উপর্যুপরি চাসোক্তং চতুরঙ্গং মমর্দ হ ॥২১
জটাসুরির্মহারাজ বিরথো হতসারথিঃ।
ঘটোৎকচং রণে ক্রুদ্ধো মুষ্টিনাভ্যহনদ্ দৃঢ়ম্ ॥ ২২
মুষ্টিনাভ্যাহতস্তেন প্রচচাল ঘটোৎকচঃ।
ক্ষিতিকম্পে যথা শৈলঃ সশৃঙ্গস্তরুসঙ্কুলঃ ॥ ২৩
ততঃ স পরিঘাভেন দ্বিট্সহস্রেণ রাবণা।
জটাসুরিং ভৈমসেনির্যমদণ্ডেন মৃষ্টিনা দৃঢ়ম্ ॥ ২৪
তং প্রমথ্য ততঃ ক্রুদ্ধস্তূর্ণং হৈড়ম্বিরাক্ষিপৎ।
ঘোর্যামিত্রঞ্জয়ন্তীতা নিষ্পেষেণ চ মূর্ধনি ॥ ২৫
জটাসুরিমোক্ষিষ্য মায়াবেনং ঘটোৎকচঃ।
পুনরুত্থায় বেগেন ঘটোৎকচমুপাদ্রবৎ ॥ ২৬

যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ একাকী হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ অলম্বুষ, কর্ণ ও দুর্যোধন কৌরবসৈন্যদিগকে মথিত করিয়া ফেলিল ॥ ১৩

রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের মায়া বল দর্শন করিয়া তাহার উপর অতিশয় নারাচপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৪

সেই মহাবল রাক্ষস অলম্বুষ ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচকে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা বিদ্ধ করত ঘীয় রবসকলের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল ॥ ১৫

ভারত! তাহার দ্বারা বিত্রাসিত পাণ্ডব-সৈন্যরা বায়ুকম্পিত মেঘের ন্যায় সেই নিশীথকালে চারিদিকে পলাইয়া যাইল ॥ ১৬

রাজন্! এইরূপ ঘটোৎকচের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া আপনার সৈন্যরাও সহস্র সহস্র মশাল ফেলিয়া দিয়া অর্ধরাত্রির সময় চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৭

তখন ক্রুদ্ধ অলম্বুষ সেই মহারণে ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচকে দশটি বাণে আহত করিয়া ফেলিল। ইহাতে মনে হইতে লাগিল যে, কোন মাহুত বিশাল গজরাজকে অঙ্কুশের দ্বারা আঘাত করিল ॥ ১৮

ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে ঘটোৎকচ অলম্বুষের সারথি, অশ্ব ও সকলপ্রকার অস্ত্রসকলকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কাটিয়া ফেলিল ॥ ১৯

তাহার পর যেরূপ মেঘমণ্ডল পর্বতের উপর বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সে ঘটোৎকচের উপর কর্ণ, অন্যান্য সকল কৌরব যোদ্ধা এবং অলম্বুষের উপরও বাণবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২০

এই রাক্ষস ঘটোৎকচের দ্বারা পীড়িত হইয়া সমস্ত চতুরঙ্গিণী কৌরব-বাহিনী বিমুক্ত হইল এবং উহারা একে অন্যের উপরে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২১

মহারাজ! সেই সময় সারথি নিহত হইলে পর রথহীন অলম্বুষ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচকে তীব্রবেগে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিল ॥ ২২

তাহার মুষ্টির আঘাতে খাইয়া ঘটোৎকচ সেইভাবে কাঁপিয়া উঠিল, যেরূপ ভূমিকম্প হইলে পর বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসকলসহ পর্বত আন্দোলিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

তাহার পর ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ শত্রুসমূহ বিনাশকারী নিজের পরিঘসদৃশ কমনীয় বাহুর দ্বারা জটাসুরের পুত্রকে প্রচণ্ড আঘাত করিল ॥ ২৪

তদনন্তর ক্রুদ্ধ হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ তাহাকে উত্তমরূপে মথিত করিয়া ফেলিয়া দিল এবং ইন্দ্রধনুকের ন্যায় নিজের দুই বাহু দ্বারা তাহাকে ধরাতলে পেষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৫

তখন জটাসুরপুত্র অলম্বুষ নিজেকে ঘটোৎকচের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় উত্থিত হইল এবং সবেগে ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিল ॥ ২৬

অলম্বুষোঽপি বিক্ষিপ্য সমুৎক্ষিপ্য চ রাক্ষসম্।
ঘটোৎকচং রথে রোষাদ্বিস্পিপেষ চ ভূতলে ॥ ২৭

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং গজতোরভিকায়য়োঃ।
ঘটোৎকচালম্বুষয়োস্তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ২৮

বিশেষয়ন্তাবন্যোন্যং মায়াভিরতিমায়িনৌ।
যুযুধাতে মহাবীর্য্যাবিন্দ্র-বৈরোচনাবিব ॥ ২৯

পাবকাসুনিধী ভূত্বা পুনর্গরুড়-তক্ষকৌ।
পুনর্মেঘমহাবাতৌ পুনশ্চন্দ্র-মহাচলৌ ॥ ৩০

পুনঃ কুঞ্জর-শার্দূলৌ পুনঃ সূর্য্যভ্র-ভাস্করৌ।
এবং মায়াশতসৃজাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৩১

ভৃশং চিত্রময়ুধ্যেতামলম্বুষ-ঘটোৎকচৌ।
পরিঘৈশ্চ গদাভিশ্চ প্রাস-মুদ্গর-পট্টিশৈঃ ॥ ৩২

মুসলৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ তাবন্যোন্যং বিজঘ্নতুঃ।
হয়াভ্যাঞ্চ গজাভ্যাঞ্চ রথাভ্যাঞ্চ পদাতিভিঃ ॥ ৩৩

যুযুধাতে মহামায়ৌ রাক্ষসপ্রবরৌ যুধি

ততো ঘটোৎকচো রাজন্নলম্বুষবধেপ্সয়া ॥ ৩৪
উৎপপাত ভৃশং ক্রুদ্ধঃ শ্যেনবদ্বিপপাত চ।
গৃহীত্বা চ মহাকায়ং রাক্ষসেন্দ্রমলম্বুষম্ ॥ ৩৫
উল্লম্য স্তনবীদ্ ভূমৌ মহদ্ বিকুরুতে বপুঃ।
ততো ঘটোৎকচঃ ষড়্গমুদ্যম্যাদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৩৬
রৌদ্রস্য কায়াদ্ধি শিরো ভীমং বিকৃতদর্শনম্।
কুণ্ডলোদ্যত সমরে নদদ্ভান্তিভৈরবম্ ॥ ৩৭
নিচকর্ত্ত মহারাজ শত্রোরমিতবিক্রমঃ।
শিরস্তচ্চাপি সংগৃহ্য কেশেষু রুধিরোক্ষিতম্ ॥ ৩৮
দধৌ ঘটোৎকচস্তূর্ণং দুর্য্যোধনরথং প্রতি।
অভ্যেত্য চ মহাবাহুঃ ক্ষিপমাণঃ স রাক্ষসঃ ॥ ৩৯
শিরো রথেঽস্য নিক্ষিপ্য বিকৃতাননমূর্জ্জিতম্।
প্রাণদদ্ ভৈরবং নাদং প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ৪০
অব্রবীচ্চ ততো রাজন্ দুর্য্যোধনমিদং বচঃ।
এষ তে নিহতো বন্ধুর্ভ্রাতা দুর্য্যোধনস্য বিক্রমঃ ॥ ৪১

অলম্বুষও এই সময় রোষে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান হারাইয়া ঘটোৎকচকে উত্তোলিত করিয়া ফেলিয়া দিল এবং সরোষে তাহাকে ভূতলে পেষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৭

গর্জ্জনকারী এই দুই বিশালদেহ রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষের সেই যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চকারী হইয়া উঠিল ॥ ২৮

ইন্দ্র ও বলির ন্যায় মহাপরাক্রমশালী এই দুই অত্যন্ত মায়াবী রাক্ষস নিজ নিজ মায়াদ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ২৯

একজন পক্ষি হইয়া আক্রমণ করিল, অপর জন মহাসর্পরূপ ধারণ করত উহাকে নিবারিত করিয়া দিল। একজন তক্ষক নাগ অপর জন গরুড়-রূপ ধারণ করিল। একজন মেঘ হইলে অপর জন প্রচণ্ড বায়ু হইল। তাহার পর একজন বিশাল পর্ব্বত হইলে অপর জন বজ্র হইয়া উহাতে পতিত হইল ॥ ৩০

এইভাবে ক্রমশঃ ইহারা হাতী ও সিংহ এবং সূর্য্য ও রাহু রূপ ধারণ করিল। এইরূপে সেই রাক্ষস অলম্বুষ ও ঘটোৎকচ পরস্পরকে বধ করিবার জন্য শত শত মায়া সৃষ্টি করিতে থাকিয়া অত্যন্ত বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এই দুই নিশাচর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদ্গর পট্টিশ, মুসল এবং পর্ব্বতশিখরসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিল।

যুদ্ধস্থলে এই দুই মহামায়াবী শ্রেষ্ঠ রাক্ষস নিজ নিজ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল।

রাজন্! তদনন্তর ঘটোৎকচ অলম্বুষকে বধ করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উপরে উড়িতে লাগিল এবং যেরূপ বাজপাখী মাংসখণ্ডের উপর পতিত হয়, সেইরূপ অলম্বুষের উপর পতিত হইল।

তাহার পর বিশালকায় রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে দুই হাতে ধরিয়া ঘটোৎকচ উঠাইয়া ধরাতলে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে মনে হইল ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু মহাসুরকে যুদ্ধে বধ করিতেছেন।

মহারাজ! তখন শত্রুর পরাক্রমশালী ঘটোৎকচ বেগিতে অদ্ভুত একটি খড়্গ উত্তোলিত করিয়া গগনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সহসা অলম্বুষের ভয়ঙ্কর ও বিকরাল মস্তক সেই ভয়ানক রাক্ষসের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

রক্তে আপ্লুত সেই মস্তকের কেশগুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক মহাবাহু রাক্ষস ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের রথের দিকে গমন করিল এবং পার্শ্বে যাইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সেই বিকরাল মুখ ও কেশযুক্ত সেই মস্তককে তাঁহার রথের উপর নিক্ষেপ করত বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৩১-৪০

রাজন্! তাহার পর সে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিল—এই

পুনর্ম্রাদি কর্ণস্য নিষ্ঠামেতাং তথাত্মনঃ।
সর্বমর্থং কামঞ্চ ত্রিতয়ং যোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ৪২
বিরূপাণিং পশ্যেত রাজানং ব্রাহ্মণং স্ত্রিয়ম্।
তিষ্ঠস্ব তাবৎ সুপ্রীতো যাবৎ কর্ণং বধাম্যহম্ ॥ ৪৩
এবমুক্ত্বা ততঃ প্রায়াৎ কর্ণং প্রতি নরেশ্বর।
কিরন্ শরগণাংস্তীক্ষ্ণান্ রুষিতো রণমূর্ধনি ॥ ৪৪

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
বিস্ময়নং মহারাজ নর-রাক্ষসয়োর্মৃধে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে অলম্বুষবধে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪

তোমার সহায়ক বন্ধু, ইহাকে আমি বধ করিয়াছি। তুমি ত উহার পরাক্রম দর্শন করিয়াছ ॥ ৪১

এখন তুমি কর্ণ এবং নিজেরও এরূপ অবস্থা দেখিতে পাইবে। যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম, অর্থ ও কামনা এই ত্রিবর্গ কামনা করে, সেই ব্যক্তি রাজা, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী কখন শূন্য হস্তে দর্শন করিবে না। সেইজন্য আমি তোমার এই মিত্রের মস্তক তোমাকে দর্শনী রূপে প্রদান করিলাম।

তুমি সেই পর্যন্ত এখানে প্রসন্নতার সহিত অবস্থান কর, যে পর্যন্ত না আমি কর্ণকে বধ করি। নরেশ্বর! এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ সেই রাক্ষস ঘটোৎকচ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধের সম্মুখভাগে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৪২-৪৪

মহারাজ! তদনন্তর রণাঙ্গনে সকলকেই বিস্ময়ে নিমগ্নকারী সেই রাক্ষসের সেই ঘোররূপ এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপর্বে অলম্বুষবধ-বিষয়ক চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ঘটোৎকচস্য, তদীয়-রথাদীনাং স্বরূপবর্ণনম্, কর্ণ-ঘটোৎকচয়োঃ যুদ্ধারম্ভঃ)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যত্তদ্ বৈকর্তনঃ কর্ণো রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
নিশীথে সমসজ্জেতাং তন্ন যুদ্ধমভবৎ কথম্ ॥ ১
কীদৃশং চাভবদ্ রূপং তস্য ঘোরস্য রক্ষসঃ।
রথশ্চ কীদৃশস্তস্য হয়াঃ সর্বাবুধানি চ ॥ ২
কিংপ্রমাণা হয়াস্তস্য রথকেতুর্ধনুস্তথা।
কীদৃশং বর্ম চৈবাস্য শিরস্ত্রাণঞ্চ কীদৃশম্ ॥ ৩

পৃষ্টস্ত্বমেতদাচক্ষ্ব কুশলো হ্যসি সঞ্জয়।

সঞ্জয় উবাচ।

লোহিতাক্ষো মহাকায়স্তোয়দো নিম্নিতোদরঃ ॥ ৭
ঊর্ধ্বরোমা হরিশ্মশ্রুঃ শঙ্কুকর্ণো মহাহনুঃ।
আকর্ণদারিতাস্যশ্চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালবান্ ॥ ৫
সুদীর্ঘতাম্রজিহ্বোষ্ঠো লম্বভ্রূঃ স্থূলনাসিকঃ।
নীলাঙ্গো লোহিতগ্রীবো গিরিবর্মা ভয়ঙ্করঃ ॥ ৬

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচ ও তাহার রথাদির স্বরূপ বর্ণন এবং কর্ণ ও ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! অর্ধরাত্রিকালে সূর্যপুত্র কর্ণ এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলে, তাহাদের যুদ্ধ কিরূপ হইয়াছিল? ১

সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের স্বরূপ তখন কিরূপ ছিল? তাহার রথই বা কিরূপ ছিল? তাহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব কেমন ছিল? ২

তাহার অশ্বগণ কত বড় ছিল, ধনুর জ্যা কত উচ্চ ছিল এবং তাহার ধ্বজ কত বড় ছিল? তাহার কবচ ও শিরস্ত্রাণ কিরূপ ছিল? সঞ্জয়! আমার প্রশ্ন অনুসারে তুমি সমস্ত কথার উত্তর দাও; কারণ, তুমি এই কার্যে অভিজ্ঞ দক্ষ।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ঘটোৎকচের দেহ অতিশয় বিশাল ছিল। তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণের, মুখ তাম্রবর্ণের এবং উদর নত ছিল। তাহার রোমরাজি উপরদিকে উত্থিত, শ্মশ্রু (দাড়ি) হরিদ্বর্ণ, কর্ণদ্বয় শঙ্কুতুল্য, হনু দীর্ঘ এবং মুখপরিধি কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার দন্তগুলি অতিশয় তীক্ষ্ণ বলিয়া উহা বিকরাল মনে হইতেছিল ॥ ৩-৫

উহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ এবং দীর্ঘ ছিল। তাহার ভ্রূদ্বয় লম্বা, নাসিকা স্থূল (মোটা), শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ, গ্রীবা

মহাকায়ো মহাবাহুর্মহাসীর্ষো মহাবলঃ।
বিকৃতঃ পরুষস্পর্শো বিকটোদ্বৃত্তপিঙ্গকঃ ॥ ৭
সূক্ষ্মলক্ষ্যগূঢ়নাভিশ্চ শিথিলোপচয়ো মহান্।
তথৈব হস্তাভরণী মহামায়োঽঙ্গদী তথা ॥ ৮
উদ্বহন্ ধারয়ন্ নিত্যমগ্র্যমালাং যথাবলঃ।
তস্য হেমময়ং চিত্রং বহুরত্নাঙ্গশোভিতম্ ॥ ৯
তোরণপ্রতিমং শুভ্রং কিরীটং মূর্ধ্ন্যশোভত।
কুণ্ডলে বালসূর্যাভে মালাং হেমময়ীং শুভাম্ ॥ ১০
ধারয়ন্ বিপুলং কাংস্যং কবচং চ মহাপ্রভম্।
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষং রক্ত-ধ্বজ-পতাকিনম্ ॥ ১১
কৃষ্ণচর্মাবনদ্ধাঙ্গং নবমাহং মহারথম্।
সর্বায়ুধবরোপেতমাস্থিতো ধ্বজশালিনম্ ॥ ১২
অষ্টচক্রসমাযুক্তং মেঘগম্ভীরনিস্বনম্।
মত্তমাতঙ্গসঙ্কাশা লোহিতাক্ষা বিভীষণাঃ ॥ ১৩
কামবর্ণজবা যুক্তা বলবন্তঃ শুভাঃ হয়াঃ।
বহন্তো রাক্ষসং ঘোরং বালবন্তো জিঘাংসবঃ ॥ ১৪
বিপুলাংসাঃ সটাভিস্তে হ্রেষমাণা মুহুর্মুহুঃ।
রাক্ষসোঽস্য বিরূপাক্ষঃ সূতো দীপ্তাস্যকুণ্ডলঃ ॥ ১৫
রশ্মিভিঃ সূর্যরশ্ম্যাভৈঃ পরুষগ্রাহ হয়ান্ রণে।
স তেন সহিতস্তস্থাবরুণেন যথা রবিঃ ॥ ১৬
সংসক্ত ইব চাভ্রেণ যথাদ্রিমহতা মহান্।
দিবঃস্পৃক্ সুমহান্ কেতুঃ স্যন্দনেঽস্য সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৭
রক্তোত্তমাঙ্গঃ ক্রব্যাদো ঘোরঃ পরমভীষণঃ।
বাসবাশনিনির্ঘোষং দৃঢ়জ্যমতিবিস্ফিপন্ ॥ ১৮
ব্যক্তং কিঙ্কণরীনাদং দ্বাদশারত্নিকার্মুকম্।
যথাক্ষমাত্রৈরিষুভিঃ সর্বাঃ প্রচ্ছাদয়ন্ দিশঃ ॥ ১৯

রক্তবর্ণ এবং দেহ পর্বতাকার ছিল। ইহাকে দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল ॥ ৬

উহার দেহ, বাহু এবং মস্তক সমস্তই বিশাল ছিল। তাহার বলও অতিশয় ছিল। তাহার দৃষ্টিও আকার ও স্পর্শ কঠোর ছিল। ইহার পিঙ্গল চক্ষু ও গুল্ফ ছিল ॥ ৭

ইহার নিম্নভাগ সুন্দর ছিল। ইহার বাহু দুইটি দীর্ঘ ও দৃঢ় ছিল। ইহার শরীর দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াছিল। সে অতিশয় বলবান ছিল এবং রণে আভরণ সকল ধারণ করিয়াছিল। সে বাহুতে অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিল এবং অতিশয় মায়াবী ছিল ॥ ৮

সে নিজের বক্ষে সুবর্ণময় নিষ্ক (পদক) ধারণ করায় স্বর্ণমালা ধারণকারী পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। তাহার মস্তকে স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র উজ্জ্বল মুকুট তোরণের ন্যায় সুশোভিত ছিল। এই মুকুটের বিবর অংশসমূহে অতিশয় শোভা হইতেছিল।

সে প্রভাতকালের সূর্যের ন্যায় কান্তিমান্ দুইটি কুণ্ডল, স্বর্ণনির্মিত সুন্দর মালা এবং কাংস্যনির্মিত বিশাল ও উজ্জ্বল কবচ ধারণ করিয়াছিল।

ইহার রথে শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার সুমধুর শব্দ হইতেছিল। ইহার উপর রক্ত বর্ণের বহু পতাকা উড়িতেছিল। ইহার রথের সম্মুখে বরাহচিহ্ন যুক্ত ছিল। এই বিশাল রথ চারিদিক হইতে চারি শত হাত লম্বা ছিল।

ইহার উপর সমস্তরকার লৌহ অস্ত্রশস্ত্র সুরক্ষিত ছিল। ইহাতে আটটি চক্র যুক্ত ছিল এবং গমনের সময় এই রথ হইতে মেঘ গর্জনতুল্য গম্ভীর ধ্বনি হইয়া থাকে। বিশাল ধ্বজ এই রথের শোভা বর্ধন করিতেছিল। এতাদৃশ রথে ঘটোৎকচ আরূঢ় ছিল।

মত্তহস্তি তুল্য এক শত বলবান্ তাম্রবর্ণ অশ্ব সেই রথে যোজিত ছিল। এই সকল অশ্বের চক্ষু রক্তবর্ণ ছিল এবং ইহারা ইচ্ছানুসারে বল ধারণ ও বেগে গমন করিতে পারিত।

ইহাদের স্কন্ধের উপর লম্বা লম্বা রোমরাজি ছিল। ইহারা পরিশ্রমকে জয় করিয়াছিল। ইহারা সকলেই নিজ নিজ বিশাল কেশসমূহে সুশোভিত ছিল এবং সেই ভয়ানক রাক্ষসের ভার বহন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ হ্রেষারব করিতেছিল।

দীপ্তিমান্ মুখ ও কুণ্ডলে সুশোভিত বিরূপাক্ষনামক রাক্ষস ঘটোৎকচের সারথি ছিল। এই রাক্ষস রণাঙ্গনে সূর্যকিরণতুল্য তেজস্বী অস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়া অস্ত্রবিদ্গণকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল। ইহার সহিত রথে উপবিষ্ট ঘটোৎকচ অরুণ-সারথিসহ সূর্যদেবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৯-১৬

যেরূপ কোন বিশাল পর্বত বিরাট মেঘমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ তীব্র সারথি বিরূপাক্ষের সহিত রথে উপবিষ্ট ঘটোৎকচের শোভা হইতেছিল। এই রথের উপর অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী একটি পতাকা উড়িতেছিল। এই পতাকায় একটি রক্তবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট অতীব ভয়ঙ্কর মাংসভোজী গৃধ্র (শকুনি) ছিল।

তস্যাঃ বীরাপহারিণ্যাঃ নিশায়াং কর্ণমন্যয়া।
তস্য বিস্ফিপতশ্চাপং রথে বিষ্ঠস্য তিষ্ঠতঃ ॥ ১০
অজ্ঞয়ত ধনুর্ঘোষো বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
তেন বিত্রাসয়ানানি তব সৈন্যানি ভারত ॥ ১১
সমকম্পন্ত সর্বাণি সিন্ধোরিব মহোর্ময়ঃ।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য বিত্রস্তাক্ষং বিভীষণম্ ॥ ১২
উৎস্মরন্নিব রাঘেয়স্তরমাণোঽভ্যধাবয়ৎ।
ততঃ কর্ণোঽস্ত্রমায়েন মস্যন্নস্ত্রমন্ত্রিকাৎ ॥ ১৩
মাতঙ্গ ইব মাতঙ্গং মৃগরাজমিবর্ষভঃ।
স সন্নিপাতস্তুমুলস্তয়োরাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ১৪
কর্ণ-রাক্ষসয়ো রাজন্নিন্দ্র-শম্বরয়োরিব।
তৌ প্রগৃহ্য মহাবেগে ধনুষী ভীমনিস্বনে ॥ ১৫
প্রাক্ষাদয়েতামন্যোন্যং তক্ষমাণৌ মহেষ্বসী।
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বিসৃষ্টৈর্বর্মভিস্তথা ॥ ১৬

ক্ষুরাগ্রৈরেতমন্যোন্যং কায়েষু নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তৌ নখৈরিব শার্দূলৌ দন্তৈরিব মহাদ্বিপৌ ॥ ১৭
রথশক্তিভিরন্যোন্যং বিশিখৈশ্চ তুতক্ষতুঃ।
সংছিন্দন্তৌ চ গাত্রাণি সন্দধানৌ চ সায়কান্ ॥ ১৮
দহন্তৌ চ শরৌঘাংস্তু সংপ্রেক্ষ্যৌ চ বভূবতুঃ।
তৌ তু বিক্ষতসর্বাঙ্গৌ রুধিরৌঘপরিপ্লুতৌ ॥ ১৯
ব্যাঘ্রাভ্যেতাং যথা বারি স্রবন্তৌ গৈরিকাচলৌ।
তৌ শরাগ্রবিনুন্নাঙ্গৌ বিভিন্দন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৩০
নাকম্পয়েতামন্যোন্যং যত্তমানৌ মহাহবে।
তং প্রবৃত্তং নিশাযুদ্ধং চিরং সমমিবাভবৎ ॥ ৩১
প্রাণয়োর্দীব্যতো রাজন্ কর্ণ-রাক্ষসয়োর্মৃধে।
তস্য সন্দধতস্তূণাৎ শরাংস্তামসকুদ্দিবাৎ ॥ ৩২
ধনুষোঽথেন বিবেদ তেন তুষ্টাব চাভিভূম্।
ঘটোৎকচঃ পরান্ ক্রুদ্ধো বিশেষয়তি নো নৃপ ॥ ৩৩

বীরগণের সংহারকারী সেই রাত্রিতে ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভয়ানক টঙ্কারধ্বনিকারী ও শত্রু পক্ষের এক চাপ ছয়টা ও বার অবস্থিতি (কতই হইতে কর্ণের অনুচরদের অন্তর্ধান পর্যন্ত পরিমাণকে অবস্থি বলে।) দিয়া বড় আকর্ণ ধনুর মুখতুল্য মুখ (মোটা) সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে ঘটোৎকচ (পূর্বোক্ত রথে আরোহণ করিয়া) কর্ণের দিকে যাইতে লাগিল।

রথের উপর বিরাজমান থাকিয়া ঘটোৎকচ যখন সে নিজ ধনু আকর্ষণ করিতেছিল, তখন সেই ধনুর টঙ্কার-ধ্বনি বজ্রের গর্জন শব্দের ন্যায় শুনা যাইতেছিল।

ভারত! সেই ভয়ঙ্কর শব্দে ভীত হইয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ-মালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

বিকটনেত্র সেই ভয়ানক রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া রাধা-পুত্র কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতেই অতি সত্বর অগ্রসর হইলেন।

যেরূপ কোন এক যূথপতি গজরাজের সম্মুখীন হইবার জন্য অন্য এক যূথপতি গজরাজ তাহার উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ঘটোৎকচের উপর বাণজাল বিস্তার পূর্বক কর্ণ অতি নিকট হইতে তাহাকে আক্রমণ করিলেন।

প্রজানাথ! রাজন্! পূর্বকালে যেরূপ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের

যুদ্ধে ঘোর তুমুলের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইরূপ কর্ণ এবং রাক্ষস ঘটোৎকচের এই সংগ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

ইঁহারা উভয়েই ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনিকারী এবং অত্যন্ত ক্রোধশালী বড় বড় মহাধনুর্ধরগণের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকিয়া আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর এই দুই বীর নিজ নিজ বড় পূর্ণরূপে আকর্ণ করিয়া নিশিত ক্ষুরাগ্রযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরের কায়ত্রাণনির্মিত কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পরস্পরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

যেরূপ দুইটি সিংহ নিজ নিজ নখসমূহ এবং দুইটি গজরাজ নিজ নিজ দন্তসমূহের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই যোদ্ধাও রথ শক্তিসমূহ ও বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ইঁহারা উভয়ে বাণসকল প্রয়োগ করিয়া পরস্পরের অঙ্গসমূহ ছেদন করিতে এবং বাণময়ী উল্কাসকলের দ্বারা পরস্পরকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ইঁহাদের উভয়েরই দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল।

ইঁহাদের উভয়েরই সর্বাঙ্গ ক্ষতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং উভয়েই রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় ইঁহারা উভয়ে জলস্রোত প্রবাহিতকারী দুইটি গৈরিকময় পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ততঃ প্রাদুষ্করোদ্ দিব্যমস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
কর্ণেন সন্ধিতং দৃষ্ট্বা দিব্যাস্ত্রং ঘটোৎকচঃ ॥ ৩৪
প্রাহিণ্ডক্রে মহামায়াং রাক্ষসীং পাণ্ডুনন্দনঃ।
শূলমুদ্গরবারিণ্যা শৈলপাদপহস্তয়া ॥ ৩৫
রক্ষস্যা ঘোররূপায়া মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
তমুদ্যতমহাচাপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথিতা নৃপাঃ ॥ ৩৬
কৃতান্তকমিবায়ান্তং কালাদণ্ডোগ্রধারিণম্।
ঘটোৎকচপ্রযুক্তেন সিংহনাদেন ভীষিতাঃ ॥ ৩৭
প্রমুমুক্নুর্গজা মূত্রং বিবাধুশ্চ নরা ভৃশম্।
ততোঽস্ত্রবৃষ্টিরত্যুগ্রা মহতাসীৎ সমন্ততঃ ॥ ৩৮
অর্ধরাত্রেঽধিকবলৈর্বিমুক্তা রক্ষসাং বলৈঃ।
আয়সানি চ চক্রাণি ভুশুণ্ডাঃ শক্তিতোমরাঃ ॥ ৩৯
পরশ্বধাসিরলাঃ শূলাঃ শতঘ্নাঃ পট্টিশাস্তথা।
তদ্বলপ্রমথিতৌঘেন দৃষ্ট্বা যুদ্ধং নরাধিপ ॥ ৪০
পুত্রাশ্চ তব বোধাশ্চ ব্যথিতা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
তত্রৈকোঽস্ত্রবলশ্লাঘী কর্ণো মানী ন বিব্যথে ॥ ৪১
বাধমচ্ছ শরৈর্মায়াং তাং ঘটোৎকচনির্মিতাম্।
মায়ায়াং তু প্রহীণায়ামমর্ষাচ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ৪২
বিসসর্জ শরান্ ঘোরান্ সূতপুত্রং ত অবাবিশন্।
অগ্রসৎ সূতপুত্রস্য দিব্যাস্ত্রাণি মায়য়া।
ততস্তে রুধিরাভাক্তা ভিত্ত্বা কর্ণং মহাহবে ॥ ৪৩
বিবিশুর্ধরণীং বাণাঃ সংক্রুদ্ধা ইব পন্নগাঃ।
সূতপুত্রস্তু সংক্রুদ্ধো লঘুহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৪
ঘটোৎকচমতিক্রম্য বিভেদ দশভিঃ শরৈঃ।
ঘটোৎকচো বিনির্ভিন্নঃ সূতপুত্রেণ মর্মসু ॥ ৪৫

উভয়েরই সন্ধান বাণসমূহের অগ্র-ভাগের দ্বারা ছেদযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। উভয়ে উভয়কে বিনীর্ণ করিয়াছিলেন। তথাপি এই দুই মহাতেজস্বী বীর পরস্পরকে বধ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন এবং কেহ কাহাকেও কম্পিত করিতে পারেন নাই।

রাজন্! মৃত্যুরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রাণের পণ রাখিয়া ক্রীড়াকারী কর্ণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের এই রাত্রিযুদ্ধ দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমানভাবেই চলিতে লাগিল।

ঘটোৎকচ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ সন্ধান করিয়া এইরূপে নিক্ষেপ করিতেছিল যে, উহারা যেন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যাইতেছিল। তাহার বহুর টঙ্কারধ্বনিতে কর্ণ ও পরস্পরের যোদ্ধাগণও ভীত হইয়া উঠিল।

হে নৃপ! যখন কর্ণ ঘটোৎকচ হইতে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারিলেন না, তখন দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ সেই বীর কর্ণ দিব্যাস্ত্রসকল প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

কর্ণকে দিব্যাস্ত্রসকল সন্ধান করিতে দেখিয়া পাণ্ডুর আনন্দপ্রদ পৌত্র ঘটোৎকচ নিজ রাক্ষসী মহামায়াকে আবিষ্কার করিল।

সে তৎক্ষণাৎ মুদ্গর, শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ হাতে লইয়া ঘোররূপধারী রাক্ষসগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া উঠিল।

অনন্তর কালদণ্ড ধারণকারী, সমস্ত জীবগণের প্রাণহরা যমরাজের ন্যায় বিশাল ধনু উত্তোলিত করিয়া ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া সেখানে উপস্থিত সমস্ত নৃপগণ ব্যথিত হইলেন।

ঘটোৎকচের সিংহনাদে ভীত হইয়া হাতিগণ প্রস্রাব করিতে লাগিল এবং সকল মনুষ্যই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

তদনন্তর চারিদিক্ হইতে অস্ত্রসমূহের প্রচণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল। অর্ধরাত্রির সময় অধিক বলশালী হইয়া রাক্ষসসৈন্যগণ এই প্রস্তরসমূহ বর্ষণ করিতেছিল।

লৌহনির্মিত চক্র, ভুশুণ্ডি, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশাদি অস্ত্রসকল অবিচ্ছেদধারায় বর্ষিত হইতেছিল।

হে নরাধিপ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও উগ্র সংগ্রাম দেখিয়া আপনার পুত্রগণ এবং অন্যান্য যোদ্ধারা ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

নিজ অস্ত্রবলের প্রশংসাকারী অভিমানী কর্ণই একমাত্র রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তখন অল্পও ব্যথিত হন নাই ॥ ১৭-৪১

কর্ণ এই সময় তীব্র বাণসমূহের দ্বারা ঘটোৎকচের কৃত মায়া নষ্ট করিয়া দিলেন। এই মায়া নষ্ট হইলে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে সকল বাণ সূতপুত্র কর্ণের শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

তদনন্তর এই সকল বাণ রুধিরে লিপ্ত হইয়া মহাসমরে কর্ণকে বিদীর্ণ করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পগণের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল।

ইহাতে ক্ষিপ্রহস্ত ও প্রতাপশালী বীর সূতপুত্র কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘটোৎকচকে অতিক্রম করিয়া দশটি বাণে তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন।

সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক মর্মস্থানসমূহে বিদীর্ণ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত ঘটোৎকচ তিন সহস্র অত্যুগ্র (সহস্র তিনেক কার্মুক) চক্র গ্রহণ করিল।

চিক্রং দিব্যং সহস্রারমপৃষ্ঠ্যং ঘোরদর্শনম্
স্ফুরান্তং বালসূর্য্যাভং মণিরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩৬
চিক্ষেপাধিরথেঃ ক্রুদ্ধো ভৈমসেনির্জিঘাংসয়া।
প্রবিদ্ধমতিবেগেন বিক্ষিপ্তং কর্ণসায়কৈঃ ॥ ৪৭
অভাগ্যস্যেব সঙ্কল্পস্তস্যোদ্যমপতদ্ ভুবি।
ঘটোৎকচস্তু সংক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা চক্রং নিপাতিতম্ ॥ ৪৮
কর্ণং প্রাচ্ছাদয়দ্ বাণৈঃ ঘর্ঘাদুরিব ভাস্করম্।
সূতপুত্রস্তু সম্ভ্রান্তো রুদ্রোপেন্দ্রেন্দ্রবিক্রমঃ ॥ ৪৯
ঘটোৎকচরথং তূর্ণং ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ।
ঘটোৎকচেন ক্রুদ্ধেন গদা হেমাঙ্গদা তদা ॥ ৫০
ক্ষিপ্তাভ্রাম্য শরৈঃ সাপি কর্ণেনাভ্যাহতাপতৎ।
ততোঽন্তরিক্ষমুৎপত্য কালমেঘ ইবোন্নদন্ ॥ ৫১
প্রববর্ষ মহাকায়ো দ্রুমবর্ষং নভস্থলাৎ
ততো মায়াবিনং কর্ণো ভীমসেনসুতং দিবি ॥ ৫২
মার্গণৈরভিবিব্যাধ ঘনং সূর্য ইবাংশুভিঃ।
তস্য সর্বান্ হয়ান্ হত্বা সংছিত্ত্বা চ ধ্বজং রথম্ ॥ ৫৩
অস্ত্রবর্ষচ্ছরৈঃ কর্ণঃ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
ন চাস্যাসীদ্বিনির্ভিন্নং গাত্রে আঙ্গুলমন্তরম্ ॥ ৫৪
সোঽদৃশ্যত মুহূর্তেন শরাবিচ্ছন্নলিতো যথা।
ন হয়ান্ রথং তস্য ন ধ্বজং ন ঘটোৎকচম্ ॥ ৫৫
দদৃশুঃ স সময়ে শরৌঘৈরভিসংবৃতম্।
স তু কর্ণস্য তদ্ দিব্যমস্ত্রমস্ত্রেণ শাতয়ন্ ॥ ৫৬
মায়াযুদ্ধেন মায়াবী সূতপুত্রমযোধয়ৎ।
সোঽযোধয়ৎ তদা কর্ণং মায়য়া লাঘবেন চ ॥ ৫৭
অলক্ষ্যমাণানি দিবি শরজালানি চাপতন্।
ভৈমসেনির্মহামায়ো মায়য়া কুরুসত্তম ॥ ৫৮
বিচচার মহাকায়ো মোহয়ন্নিব ভারত।
স তু কৃত্বা বিরূপাণি বদনান্যতুলানি চ ॥ ৫৯

এই চক্রের সমস্ত অগ্রবর্তী স্থানে ক্ষুর শাণিত ছিল। মাংস ও রক্তমাখা বিভূষিত এই চক্র প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ক্রুদ্ধ ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ অধিরথ-সুত কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় এই চক্রকে নিক্ষেপ করিল।

কিন্তু অত্যন্ত বেগে নিক্ষিপ্ত ও ঘূর্ণিত এই চক্র কর্ণের বাণসমূহের আঘাতে ভাগ্যহীন ব্যক্তির সঙ্কল্পের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

চক্রকে ভূপাতিত করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচ স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে কর্ণকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল, যেরূপ রাহু সূর্যকে আবৃত করিয়াছিল।

কিন্তু রুদ্র, বিষ্ণু ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সূতপুত্র কর্ণ ইহাতে অল্পও বিভ্রান্ত হইলেন না। তিনি তখন অতিসত্বর শত্রুহন্তা বাণসমূহের দ্বারা ঘটোৎকচের রথকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

ইহাতে ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ কর্ণনিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে বিভূষিত গদা ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া এই গদাও ভূতলে পতিত হইল।

তদনন্তর অন্তরিক্ষে উত্থিত থাকিয়া সেই বিশালদেহ রাক্ষস প্রলয়কালের মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে আকাশ হইতে বৃক্ষসকল বর্ষণ করিতে লাগিল।

তখন কর্ণ ভীমসেনের মায়াবী পুত্রকে আকাশেই সেইভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ সূর্যদেব স্বীয় কিরণমালির দ্বারা মেঘসমূহকে বিদ্ধ করিয়া থাকেন।

তাহার অস্ত্রসমূহকে নিজের এ ধরণের শত শত বাণসমূহ দ্বারা কর্ণ ধ্বংসের ন্যায় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঘটোৎকচের শরীরে এক অঙ্গুল পরিমিত এরূপ স্থানও ছিল না, যাহা কর্ণের বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ হয় নাই। সে মুহূর্তকালের মধ্যেই কর্ণবাকীর্ণ লতাকুঞ্জের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

শরজালে বাণসমূহ আবৃত ঘটোৎকচকে, তাহার অশ্বগণকে এবং রথ ও ধ্বজকে কেহ দেখিতে পাইল না।

এই মায়াবী রাক্ষস কর্ণের দিব্যাস্ত্রসকলকে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা ছিন্ন করিয়া সেখানে সূর্যপুত্র কর্ণের সহিত মায়াযুদ্ধ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এই সময় সে মায়া ও নিজের বিপ্রকারিতার দ্বারা কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। তখন আকাশ হইতে অলক্ষিতভাবে কর্ণের উপর বাণসমূহ বর্ষিত হইতেছিল।

কুরুশ্রেষ্ঠ! ভরতসত্তম! এই বিশালদেহ মহামায়াবী ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ মায়ার দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়া চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

অগ্রসং সূতপুত্রস্য দিব্যাস্ত্রাণি মায়য়া
পুনস্তাপি মহাকায়ঃ সংছিন্নঃ শতধা রণে ॥ ৬০
ততস্ত্বো নিরুৎসাহঃ পতিতঃ ধান্ধাদৃঙ্মুখঃ
ওং হতং মন্যমানাঃ স্ম প্রাণদন্ কুরুপুঙ্গবাঃ ॥ ৬১
অথ মেঘৈনীলৈরন্তৈর্দিক্ষু সর্বাসু সংবৃতঃ।
পুনস্তাপি মহাকায়ঃ শতশীর্ষঃ শতোদরঃ ॥ ৬২
ব্যদৃশ্যত মহাবাহুর্মৈনাক ইব পর্বতঃ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রো ভূত্বা চ পুনরেব স রাক্ষসঃ ॥ ৬৩
সাগরোর্মিরিবোদ্ধূতস্তিষ্ঠন্নূর্ধ্বং ব্যবর্ধত।
বসুধাং ঘারয়িত্বা চ পুনরপ্সু সমস্পৃশৎ ॥ ৬৪
অদৃশ্যত তদা তত্র পুনরপ্যন্তিকোঽদূরতঃ।
সোঽবতীর্য্য পুনস্তস্থৌ রথে হেমপরিষ্কৃতে ॥ ৬৫
কিঙ্কিং খঞ্জ ইবৈবাশ্চ মায়য়া তোত্র চোদিতঃ
সখা কর্ণ-রথাভ্যাশং বাচঞ্চং কুরুনন্দনঃ ॥ ৬৬

প্রাহ বাক্যমমর্ষাস্থঃ সূতপুত্রং বিশাম্পতে
তিষ্ঠেদানীং ক মে জীবন্ সূতপুত্র সমিত্যসি ॥ ৬৭
যুদ্ধশ্রদ্ধামহং তেঽদ্য বিনেষ্যামি রণাজিরে।
ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো রক্ষঃ ক্রূরপরাক্রমম্ ॥ ৬৮
উৎপপাতাস্তরিক্ষঞ্চ জহাস চ মুহুর্মুহুঃ।
কর্ণমত্যাহনচ্চৈব গরুত্মানিব কেশরী ॥ ৬৯
রথাক্ষমাত্রৈরিষুভিরভ্যবর্ষদ্ ঘটোৎকচঃ।
রথিনাম্বরঞ্চ কর্ণং ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ৭০
শরবৃষ্টিঞ্চ তাং কর্ণো দূরাৎ প্রাপ্তমশাতয়ৎ।
দৃষ্ট্বা চ বিততাং মায়াং কর্ণেন তরতর্ষভ ॥ ৭১
ঘটোৎকচস্ততো মায়াং সসর্জ্জাকুলিতঃ পুনঃ।
সোঽভবদ্ গিরিরুত্তুঙ্গঃ শিখরৈস্তরুসঙ্কটৈঃ ॥ ৭২
শূল-প্রাসাসিমুসলজলপ্রস্রবণো মহান্।
তমভ্যনচ্ছরপ্রধ্বং কর্ণো দৃষ্ট্বা মহাগিরিম ॥ ৭৩

মায়ার দ্বারা সে ঘোরতর বিকরাল ও অমঙ্গলসূচক মুখ বিস্তার করিয়া সূতপুত্র কর্ণের দিকে ধাবমান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পুনরায় এই বিশালকায় রাক্ষস ঘোরতর ও উৎসাহযুক্ত হইয়া রণাঙ্গনে আকাশ হইতে শত শত রূপে বর্ষিত হইয়া পড়িতে হইতেছে—দেখা যাইল।

সেই সময় তাহাকে নিহত মনে করিয়া কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বীরগণ উচ্চস্বরে গর্জন করিতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে, অন্য বহু সব সৈন্য হরষ প্রকাশ করত চারিদিকেই দুন্দুভি বাদন করিতে লাগিল।

পুনরায় বিশাল বাহুবিশিষ্ট এক বিশালদেহ রূপ ধারণ করত মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময় তাহার শত মস্তক ও শত উদর ছিল।

তাহার পর এই রাক্ষস অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত আকৃতি ধারণ করিয়া উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় কখনও উপরে এবং এদিকে ওদিকে অবস্থান করিতে লাগিল।

পুনরায় বসুধাকে বিদীর্ণ করিয়া সে অনায়াসে নিম্নে চলিয়া গেল এবং অন্য স্থানে জলের উপরে থাকিয়া সকলের নয়নগোচর হইল।

ইহার পর আকাশ হইতে নামিয়া সে পুনরায় সুবর্ণখচিত রথে অবস্থান করিতে লাগিল এবং মায়ার দ্বারা পৃথিবী, আকাশ ও সকল দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিয়া কবচে সুসজ্জিত হইয়া কর্ণের রথের নিকট গমনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সময় তাহার মুখ কুণ্ডলে শোভিত ছিল ॥ ৫৯-৬৬

প্রভাময়! তাহাকে ঘটোৎকচ সাহসভাবে সূতপুত্র কর্ণকে বলিল—হে সূতপুত্র! তুমি অবস্থান কর। এখন আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া কোথায় যাইবে? ৬৭

আজ আমি রণাঙ্গনে তোমার যুদ্ধ-লালসা পূর্ণ করিব। এই কথা বলিয়া ক্রোধে রক্ত বর্ণ করত সরাক্রমশালী রাক্ষস ঘটোৎকচ আকাশে উঠিয়া যাইল এবং উচ্চস্বরে অট্টহাস্য করিতে লাগিল। তারপর যেরূপ সিংহ গজরাজের উপর আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণের উপর আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৬৮-৬৯

যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘটোৎকচ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণের উপর রথের মূল (মোটা) বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥০

নিজের উপর আপতিত এই সব বাণবর্ষণকে কর্ণ দূর হইতে ছেদন করিয়া দিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণকর্তৃক নিজের মায়াকে নষ্ট হইতে দেখিয়া ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় অন্য মায়া সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সে এই সময় এক বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ শিখরসমূহে ব্যাপ্ত এক অতিশয় উচ্চ বিশাল পর্ব্বত হইল এবং তাহা হইতে জলের ঝরনার ন্যায় শূল, প্রাস, খড়্গ ও মুষলাদি অস্ত্রশস্ত্রের স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল

প্রপাতৈরাপূর্যন্ত্রোগ্রাণ্যুদধেরন্তরং ন চুকুচে
স্বয়ম্ভিব ততঃ কর্ণো দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ৭৫
ততঃ সোঽস্ত্রেণ শৈলেন্দ্রো বিক্ষিপ্তো বৈ বানস্তত ।
ততঃ স তোয়দো ভূত্বা নীলঃ সেন্দ্রায়ুধো দিবি ॥ ৭৫
অস্ত্রবৃষ্টিভিরত্যুগ্রঃ সৃজন্নস্ত্রময়ান্ শরান্ ।
অথ সন্ধায় বায়ব্যমস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ৭৬
ব্যধমৎ কালমেঘং তং কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ ।
স মার্গণগণৈঃ কর্ণো দিশঃ প্রচ্ছাদ্য সর্বশঃ ॥ ৭৭
জঘানাস্ত্রং মহারাজ ঘটোৎকচসমীরিতম্ ।
ততঃ প্রহস্য সমরে ভৈমসেনিমরাবলঃ ॥ ৭৮
প্রাহিণ্ডক্রে মহামায়াঃ কর্ণঃ প্রতি মহারথম্ ।
স দৃষ্ট্বা পুনরায়ান্তং রথেন রথিনাং বরম্ ॥ ৭৯
ঘটোৎকচমসম্ভ্রান্তং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতম্
সিংহ-শার্দূলসদৃশৈর্মত্তমাতঙ্গবিক্রমৈঃ

পত্রত্বৈশ্চ রথত্বৈশ্চ বাহিনীমুখমাবৃণোৎ ।
নানাশস্ত্রধরৈর্ঘোরৈর্নানাকবচভূষণৈঃ ॥ ৮১
বৃতঃ ঘটোৎকচং কুদ্ধৈর্মকরস্থিরিব বারিধম্
দৃষ্ট্বা কর্ণো মহেষ্বাসো বোধয়ামাস রাক্ষসম্ ॥ ৮২
ঘটোৎকচস্ততঃ কর্ণং বিদ্ধ্বা পঞ্চভিরাশুগৈঃ ।
ননাদ ভৈরবং নাদং ভীষয়ন্ সর্বপার্থিবান্ ॥ ৮৩
কৃষ্ণাজিনিকেনাথ সন্নদ্ধগগনং মহৎ ।
কর্ণহস্তস্থিতং চাপং চিচ্ছেদাশু ঘটোৎকচঃ ॥ ৮৪
অথান্যদ্ ধনুরাদায় দৃঢ়ং ভারসহং মহৎ ।
বিচকর্ষ বলাৎ কর্ণ ইন্দ্রায়ুধমিবোদ্যতম্ ॥ ৮৫
ততঃ কর্ণো মহারাজ প্রেষয়ামাস সায়কান্
সুবর্ণপুঙ্খান্ শতশান্ খেচরান্ রাক্ষসান্ প্রতি ॥ ৮৬
তদ্ বাণৈরর্দিতং যুদ্ধে রক্ষসাং পীনবক্ষসাম্ ।
সিংহেনেবার্দিতং বক্ত্রং মত্তানামাকুলং কুলম্ ॥ ৮৭

ঘটোৎকচকে অন্তর্ধানকুশল দেখিয়া কর্ণ সন্নিকট হইতে ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহে প্রহার করিতে লাগিলেন কর্ণ কৃত হইলেন না। তিনি তখন হাস্য করিতে করিতে বীর দিব্যাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ৭১-৭৪

এই দিব্যাস্ত্রের দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত সেই পর্বতরাজ ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পুনরায় আকাশে ইন্দ্রধনুসহ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইয়া সেই অত্যুগ্র ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্ণের উপরে প্রস্তরবৃষ্টি করিয়া আক্রমণ করিল।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূর্যপুত্র দাতা কর্ণ বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিয়া সেই কাল মেঘকে উড়াইয়া দিলেন।

মহারাজ! কর্ণ তীব্র বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া ঘটোৎকচকৃত নিখিল অস্ত্রসকলকে নষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন মহাবল ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে সমরাঙ্গণে মহাবীর কর্ণের প্রতি তীব্র মহামায়া প্রয়োগ করিল।

সেই সময় কর্ণ ক্রুদ্ধ বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচকে পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিলেন। তখন ইহার মনে কোনরূপ উদ্বেগ ছিল না। সিংহ, শার্দূল ও মদমত্ত গজরাজের ন্যায় পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক রাক্ষস ইহাকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৭৮-৮০

এই সকল রাক্ষসের কেহ রাক্ষস হস্তীর উপর, কেহ রথের উপর এবং কেহ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নানাপ্রকার অস্ত্র, বর্ম ও আভরণ দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল ॥ ৮১

মেঘসমূহপরিবেষ্টিত সূর্যের ন্যায় কৃষ্ণ রাক্ষসগণ পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে সম্মুখে দেখিয়া মহানুভব কর্ণ সেই নিশাচরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৮২

তদনন্তর ঘটোৎকচ কর্ণকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত ভূপতিগণকে ভীত করিতে করিতে সেখানে ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৮৩

তাহার পর আঞ্জলিক নামক বাণ প্রহার করিয়া ঘটোৎকচ কর্ণের হস্তস্থিত বিশাল ধনুটিকে বাণসমূহ সহ সত্বর কাটিয়া ফেলিল ॥ ৮৪

তখন কর্ণ তার বদ্ধ করিতে সত্বর অপর একটি বিশাল, বহু দৃঢ় এবং ইন্দ্রধনুতুল্য অতিশয় উচ্চ ধনু গ্রহণ করত উহাকে বলে আকর্ষণ করিলেন ॥ ৮৫

মহারাজ! তদনন্তর কর্ণ সেই আকাশচারী রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া বহুসংখ্যক শত্রুবিনাশক বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮৬

এই বাণসমূহে পীড়িত হইয়া বিশালবক্ষা রাক্ষসগণের সেই দল সিংহপীড়িত মদমত্ত হস্তীর দলের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৮৭

বিধমা রাক্ষসান্ রাত্রৌ: সাশ্ব-সূত-গজান্ বিভু:
দদাহ ভগবান্ বহ্নিভূতানীব যুগক্ষয়ে । ৮৮
স হত্বা রাক্ষসীং সেনাং শুশুভে সূতনন্দন:।
পুরেব ত্রিপুরং দগ্ধ্বা দিবি দেবো মহেশ্বর:॥ ৮৯
তেষু রাক্ষসসহস্রেষু পাণ্ডবেয়েষু মারিষ।
নৈনং নিরীক্ষিতুমপি কশ্চিচ্ছক্নোতি পার্থিব: ॥ ৯০
ঋতে ঘটোৎকচাদ্ রাজন্ রাক্ষসেন্দ্রান্মহাবলাৎ।
ভীমবীর্য্যবলোপেতাৎ ক্রুদ্ধাদ্ বৈবস্বতাদিব ॥ ৯১
তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং পাবক: সমজায়ত :
মহোল্কাভ্যাং যথা রাজন্ সার্চিষ: স্নেহবিন্দব: ॥ ৯২
তদং তেনৈব সাহত্য সন্দশ্য দশনচ্ছদম্।
রথমাস্থায় চ পুনর্মায়য়া নির্মিতং তদা ॥ ৯৩
যুক্তং গজনিভৈর্বাহৈ: পিশাচবদনৈ: খরৈ:।
স সূতমব্রবীৎ ক্রুদ্ধ: সূতপুত্রায় মা: বহ ॥ ৯৪

স যযৌ ঘোরৰূপেণ রথেন রথিনাং বর:।
দ্বৈরথং সূতপুত্রেণ পুনরেব বিশাম্পতে ॥ ৯৫
স চিক্ষেপ পুন: ক্রুদ্ধ: সূতপুত্রায় রাক্ষস:।
অষ্টচক্রাং মহাঘোরামশনিং রুদ্রনির্মিতাম্ ॥ ৯৬
দ্বিযোজনসমুৎসেধাং যোজনায়ামবিস্তরাম্ ।
আয়সীং নিচিতাং শূলৈ: কদম্বমিব কেশরৈ: ॥ ৯৭
তামবপ্লুত্য জগ্রাহ কর্ণো গুরু মহদ্ ধনু:।
চিক্ষেপ চৈনাং তরসা সান্দনাৎসোঽবপপ্লুবে ॥ ৯৮
সাশ্ব-সূত-ধ্বজং ধাম: তস্য কৃত্বা মহাপ্রভা।
বিবেশ বসুধাং ছিত্ত্বা সুরক্তঞ্চ বিনিশ্বসু: । ৯৯
কর্ণ: তু সর্বভূতানি পুরুষামাসুরৌজসা।
যদবপ্লুত্য জগ্রাহ রেণুস্টাং মহাশনিম্ ॥ ১০০
এবং কৃত্বা রণে কর্ণ: পাকশাসন: রথং পুন:।
তত্রো মুমোচ নারাচান্ সূতপুত্র: পরন্তপ ॥ ১০১

যেরূপ প্রলয়কালে ভগবান্ অগ্নিদেব সমস্ত জীবগণকে ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কর্ণ স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসহ সেই রাক্ষসদিগকে সত্বর করিয়া ভস্মীভূত করিলেন। ৮৮

যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ মহেশ্বর আকাশে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করত শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ এই রাক্ষস সেনাগণকে দগ্ধ করিয়া সূতনন্দন কর্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮৯

মাননীয় ভূপাল! পাণ্ডবপক্ষের সেই সহস্র সহস্র রাক্ষসদের মধ্যে কোন ভূপতিই এই সময় কর্ণের দিকে চক্ষু তুলিয়া দর্শন করিতেও সমর্থ ছিলেন না। ৯০

রাজন্! ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলপরাক্রমসম্পন্ন মহাবল রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই কর্ণের সম্মুখীন হইতে পারিল না। ৯১

হে রাজন্! যেরূপ প্রজ্বলিত দুইটি মশাল হইতে অগ্নি সংমিশ্রিত তৈলধারা পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচের দুই নেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইতে লাগিল। ৯২

সেই সময় এই রাক্ষস হস্তের দ্বারা হস্ত পেষণ করিয়া, দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিয়া, পুনরায় হাতীদিগের ন্যায় বলশালী এবং পিশাচতুল্য মুখবিশিষ্ট প্রখর গাধাসমূহে যোজিত মায়াময় রথে উপবেশন পূর্বক নিজ সারথিকে বলিল—তুমি আমাকে সূতপুত্র কর্ণের নিকট লইয়া চল। ৯৩-৯৪

প্রভাবান্! এই কথা বলিয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ পুনরায় সেই ভয়ঙ্কর রথের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিল। ৯৫

সেই রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সূতপুত্র কর্ণের উপর অষ্টচক্রসমন্বিত একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রুদ্রনির্মিত অশনি নিক্ষেপ করিল, যাহা উচ্চে দুই যোজন এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক এক যোজন ছিল। লৌহনির্মিত এই পক্ষিতে বহু শূল যুক্ত ছিল। ইহাতে সেই পক্ষি কেশরসমূহে যুক্ত কদম্ব-পুষ্পের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৯৬-৯৭

কর্ণ এই সময় নিজের বিপদে মহা ধনুষ লইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত সেই অশনিকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর উহাকে ঘটোৎকচের দিকেই নিক্ষেপ করিলেন। তখন ঘটোৎকচ অভিক্রুদ্ধ সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল। ৯৮

সেই অতিশয় প্রভাসমন্বিত অশনি অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসহ ঘটোৎকচের রথকে ভস্মীভূত করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া সেখানে অবস্থিত দেবগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ৯৯

সেই সময় সেখানে সকল প্রাণীই কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কারণ, মহাদেবকর্তৃক নির্মিত এই বিশাল অশনিকে কর্ণ লাফ দিয়া অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১০০

রণাঙ্গনে এতাদৃশ পরাক্রম করিয়া কর্ণ পুনরায় নিজ রথে আসিয়া উপবেশন করিলেন। শত্রুতাপন রাজন্! তারপর সূতপুত্র কর্ণ নারাচসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ১০১

অশক্যঃ কর্তুমস্ত্রেণ সর্বভূতেষু মানদ।
যদকার্ষীৎ তদা কর্ণঃ সংগ্রামে ভীমদর্শনে ॥ ১০২
স হন্যমানো মায়াভির্ঘোরাভিরিব পর্বতঃ।
গন্ধর্ব-নগরাকারঃ পুনরন্তরধীয়ত ॥ ১০৩
এবং স বৈ মহাকায়ো মায়য়া লাঘবেন চ।
অস্ত্রাণি তানি দিব্যানি জঘান রিপুসূদনঃ ॥ ১০৪
নিহন্যমানেষ্বস্ত্রেষু মায়য়া তেন রক্ষসা।
অসম্ভ্রান্তস্তদা কর্ণস্তং রক্ষঃ প্রত্যযুধ্যত ॥ ১০৫
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভৈমসেনির্মহাবলঃ।
চকার বহুধাত্মানং ভীষয়াণো মহারথান্ ॥ ১০৬
ততো বিগর্জ্য সমাপেতুঃ সিংহ-ব্যাঘ্র-তরক্ষবঃ।
অশিক্ষিতাংশ্চ তুমুলা বিহগাংশ্চাপায়োমুখাঃ ॥ ১০৭
স তৈর্যমাণো বিশিখৈঃ কর্ণচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
নাগরাড়িব দুষ্প্রেক্ষ্যস্তৈরাক্তরথীয়ত ॥ ১০৮
রাক্ষসাংশ্চ পিশাচাংশ্চ যাতুধানাংস্তথৈব চ
শালাবৃকাংশ্চ ঋক্ষাংশ্চ বৃকাংশ্চ বিকৃতাননঃ ॥ ১০৯
তে কর্ণং ক্ষপয়িষ্যন্তঃ সর্বতঃ সমুপাদ্রবন্।
অথৈনং বাগ্ভিরুগ্রাভিস্ত্রাসয়াকক্রিরে তদা ॥ ১১০
উদ্যতৈর্বহুভির্ঘোরৈরায়ুধৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
তেষামনেকৈরেকৈকং কর্ণো বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ১১১
প্রতিহত্য তু তাং মায়াং দিব্যেনাস্ত্রেণ রাক্ষসীম্।
আজঘান হয়ানস্য শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১১২
তে তয়া বিক্ষতাঙ্গাশ্চ ভিন্নপৃষ্ঠাশ্চ সায়কৈঃ।
বসুধামন্বপদ্যন্ত পতন্তস্তস্য রক্ষসঃ ॥ ১১৩
স ভগ্নমায়ো ভৈমিস্তু কর্ণং বৈকর্তনং তদা।
এষ তে বিদধে মৃত্যুমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ১১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে ঘটোৎকচযুদ্ধে পঞ্চসপ্ততাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫

মানদ! তুমি ভূপালগণ সেই সময়ের সংগ্রামে কর্ণ তখন যে সকল কার্য করিতেছিলেন, উহা সমস্ত ভূপালগণের মধ্যে অপর কেহ করিতে পারিতেন না। ১০২

যেরূপ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নারাচবর্ষণে আহত হইয়া ঘটোৎকচ গন্ধর্বনগরের ন্যায় পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইল। ১০৩

এইরূপে শত্রুগণের সংহারকারী বিশালদেহ ঘটোৎকচ নিজ মায়া ও অস্ত্রচালন দ্রুততায় কর্ণের সেই দিব্যাস্ত্রকে নষ্ট করিয়া দিল॥ ১০৪

সেই রাক্ষসের দ্বারা মায়াকৃত নিজের অস্ত্রসমূহ নষ্ট হইতে দেখিয়াও কর্ণ অল্পও বিত্রস্ত হন নাই। তিনি তখন এই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০৫

মহারাজ! তাহার পর ক্রুদ্ধ মহাবল ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচ মহামায়ী বীরগণকে ভীত করিতে করিতে নিজকে বহুরূপে রূপান্তরিত করিল। ১০৬

তাহার পর সমস্ত দিক্‌সমূহে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু (নেকড়ে-বাঘ), অগ্নিমুখ জিহ্বাযুক্ত সর্প এবং লৌহময় চঞ্চু (ঠোঁট) সমন্বিত পক্ষিগণ আক্রমণ করিল। ১০৭

সেই সময় নাগরাজসদৃশ ঘটোৎকচের দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন ছিল। সে তখন কর্ণের শর হইতে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত বাণসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অদৃশ্য হইল। ১০৮

সেই সময় ভয়ানক রাক্ষস, পিশাচ, যাতুধান, ভল্লুক ও বিকরালমুখ বৃক কর্ণকে বধ করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়া তাঁহার দিকে আক্রমণ করিলেন এবং নিজেদের ভয়ঙ্কর গর্জনের দ্বারা তাঁহাকে ভীত করিতে লাগিল। ১০৯-১১০

কর্ণ শোণিতাক্তদেহ এবং উদ্যতায়ুধ বীর হইয়া তাহার অস্ত্র ও বাণসমূহের দ্বারা ইহাদের প্রত্যেককেই বিদ্ধ করিলেন। ১১১

তাঁহার দিব্যাস্ত্রের দ্বারা সেই রাক্ষসী মায়াকে বিনাশ করিয়া কর্ণ আনতপর্বযুক্ত বহু বাণের দ্বারা রাক্ষস ঘটোৎকচের অশ্বগণকে নিহত করিলেন। ১১২

তখন এই সকল অশ্বের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল এবং বাণসকলের প্রহারে পৃষ্ঠভাগ বিদীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, অতএব সেই রাক্ষসের সাক্ষাতেই তাহারা ভূতলে পতিত হইল। ১১৩

এইরূপে নিজ মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচ সূর্যপুত্র কর্ণকে বলিল—"এই দেখ, অতঃপর আমি তোমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতেছি" এই কথা বলিয়া সে সেখানে অদৃশ্য হইয়া যাইল। ১১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে কর্ণ ও ঘটোৎকচের যুদ্ধবর্ণনক পঞ্চসপ্ততাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অলায়ুধস্য রণাঙ্গনে প্রবেশঃ, তৎস্বরূপতা তদীয়াস্ত্রাদীনাঞ্চ বর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে কর্ণ-রাক্ষসয়োর্মৃধে।
অলায়ুধো রাক্ষসেন্দ্রো বীর্য্যবানভ্যবর্ত্তত ॥ ১
মহত্যা সেনয়া যুক্তো দুর্য্যোধনমুপাগমৎ।
রাক্ষসানাং বিরূপাণাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ২
নানারূপধরৈর্বীরৈঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
তস্য জাতিং বিক্রান্তো ব্রাহ্মণাদো বকো হতঃ ॥ ৩
কির্ম্মীরশ্চ মহাতেজা হৈড়িম্বশ্চ সখা তদা।
স দীর্ঘকালাধ্যুষিতং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৭
বিস্রাবৈস্তস্য পাপস্য ক্ষিপ্রাঃস্তীক্ষ্ণমাহবে।
স মত্ত ইব মাতঙ্গঃ সংক্রুদ্ধ ইব চোরগঃ ॥ ৫
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যমব্রবীদ্ বৃষ্টলালসঃ।
বিদিতং তে মহারাজ যথা নীচেন রাক্ষসাঃ ॥ ৬
হিড়িম্ব-বককির্ম্মীরা নিহতা মম বান্ধবাঃ।
পরামর্শশ্চ কৃষ্ণায়া হিড়িম্বায়াঃ কৃতঃ পুরা ॥ ৭
কিমন্যদ্ রাক্ষসানস্মান্নস্যাংশ্চ পরিভূয় হ।
তমহং সগণং রাজন্ সবাজি-রথ-কুঞ্জরম্ ॥ ৮
হৈড়িম্বিঞ্চ সভামাত্যং হন্তমভ্যাগতঃ ত্বরম্।
অদ্য কুন্তীসুতান্ সর্ব্বান্ বাসুদেবপুরোগমান্ ॥ ৯
তথা সন্তর্ক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বৈরনুচরৈঃ সহ।
নিবারয় বলং সর্ব্বং বয়ং যোৎস্যাম পাণ্ডবান্ ॥ ১০
তস্যৈতদ্ বচনং শ্রুত্বা হৃষ্টো দুর্য্যোধনস্তদা।
প্রতিগৃহ্যাব্রবীদ্ বাক্যং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১১
ত্বাং পুরস্কৃত্য সগণং বয়ং যোৎস্যামহে পরান্।
ন হি বৈরাকৃতমনসঃ স্থাস্যন্তি মম সৈনিকাঃ ॥ ১২

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[অলায়ুধের রণাঙ্গনে প্রবেশ এবং তাহার অস্ত্র ও রথাদির বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে কর্ণ ও ঘটোৎকচের সেই যুদ্ধ চলিতেছে এমন সময় পরাক্রমশালী রাক্ষসরাজ অলায়ুধ সেখানে উপস্থিত হইল। ১

সে সহস্র সহস্র বিরূপ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সেখানে দুর্য্যোধনের নিকট আসিল।

ইহার সহিত বহুরূপধারী বীর রাক্ষসগণ উপস্থিত ছিল। সে পূর্ব্বের শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া সেখানে আসিল। এই রাক্ষসের জ্ঞাতি বন্ধু ব্রাহ্মণভক্ষক পরাক্রমশালী বকাসুর ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়াছিল। ২-৩

তাহার সখা হিড়িম্ব ও মহাতেজস্বী কির্ম্মীর রাক্ষসও ভীমকর্ত্তৃক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনের মধ্যে পোষণকারী পূর্ব্বের শত্রুতা সেই সময় তাহারা বারংবার স্মরণ করিতেছিল। ৪

রাত্রিকালের যুদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া রণাঙ্গনে ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় মদমত্ত হস্তী ও ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ যুদ্ধ করিবার বাসনা করত দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিল—।

মহারাজ! আপনার ত' জানা আছে যে, ভীমসেন আমাদের রাক্ষস-বন্ধু হিড়িম্ব, বক ও কির্ম্মীরকে কোনরূপে বধ করিয়া ফেলিয়াছে?

কেবল ইহাই নহে, সে আমাকে এবং অন্যান্য রাক্ষসগণকে অপমান করিয়া পূর্ব্বে রাক্ষসকন্যা হিড়িম্বার সহিত বলাৎকার করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক দোষ কি হইতে পারে? ৫-৭

রাজন্! অতএব আমি সৈন্যসমূহ, অশ্ব, হস্তী ও রথসকলের সহিত ভীমসেনকে এবং মানুষগণও হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচকে বধ করিবার জন্য আজই এখানে আসিয়াছি।

শত্রুপক্ষ যাহাদের অগ্রগামী নেতা, সেই কুন্তীপুত্রগণকে বধ করিয়া আমি আজ সমস্ত অনুচরবৃন্দের সহিত উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।

অতএব আপনি এখন আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিবারণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমরাই যুদ্ধ করিব। তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন হৃষ্ট হইলেন এবং অলায়ুধের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া তাহাকে বলিলেন। ৪-১১

রাক্ষসরাজ! সৈন্যগণের সহিত তোমাকে অগ্রে করিয়া আমরাও শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব; কারণ, যাহাদের মন শত্রুতার জন্য কলুষিত হইয়াছে, সেই আমার সৈন্যরা নীরবে থাকিতে পারিবে না। ১২

এবমস্ত্বিতি রাজানমুক্ত্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অভ্যয়াৎ ঘটিতো তৈর্মিঃ সহিতঃ পুরুষাদকৈঃ ॥ ১৩
দীপ্যমানেন বপুষা রথেনাদিত্যবর্চসা।
তাদৃশেনৈব রাজেন্দ্র বাদূলেন ঘটোৎকচঃ ॥ ১৪
তস্যাপ্যতুলনির্ঘোষো বহুতোরণচিত্রিতঃ।
অক্ষচর্মাবনদ্ধাঙ্গো নবনাত্রো মহারথঃ ॥ ১৫
তস্যাপি ত্বরসাঃ শীঘ্রা হস্তিকায়াঃ খরস্বনাঃ।
পঞ্চ যুক্তা মহাকায়া মাংসশোণিতভোজনাঃ ॥ ১৬
তস্যাপি রথনির্ঘোষো মহামেঘরবোপমঃ।
তস্যাপি সুমহচ্চাপং দৃঢ়জ্যং কনকোজ্জ্বলম্ ॥ ১৭
তস্যাপ্যক্ষসমা বাণা রক্তপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।
সোঽপি বীরো মহাবাহুর্যথৈষ স ঘটোৎকচঃ ॥ ১৮
তস্যাপি গোমায়ুবলাভিগুপ্তো
বহুশ কেতুঃ কনকোত্তমস্য।
স চাপি রূপেণ ঘটোৎকচস্য
শ্রীমত্তরো বাক্যকুলস্য রাজন্ ॥ ১৯
দীপ্তাঙ্গদো দীপ্তকিরীটমালী
বদ্ধপ্রতূণো দৃঢ়নিস্ত্রিংশধন্বা।
গদী ভুশুণ্ডী মুসলী হলী চ
শরাসনী বারণতুল্যবর্মা ॥ ২০
রথেন তেনানলবর্চসা তদা
বিদ্রাবয়ন্ পাণ্ডববাহিনীং তাম্।
ররাজ সংখ্যে পরিবর্তমানো
বিদ্যুন্মালী মেঘ ইবান্তরিক্ষে ॥ ২১
যে চাপি সর্বপ্রবরা নরেন্দ্রা
মহাবলা রক্ষিণস্তস্য সৈন্যে।
তথাবিধা ঘূর্ণতুস্য রাজন্
সমন্ততঃ পাণ্ডবযোধবীরান্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধেঽলায়ুধযুদ্ধে ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬

'আচ্ছা, তাহাই হইবে।' রাজা দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ অলায়ুধ আতঙ্কর রাক্ষসগণের সহিত ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচের সম্মুখে গমন করিল। ১৩

রাজেন্দ্র! তাহার শরীর তখন দেদীপ্যমান হইতেছিল। সে-ও সূর্যতুল্য তাদৃশ তেজস্বী একটি রথে আরোহণ করিয়া যাইল, যেরূপ রথে ঘটোৎকচ আসিয়াছিল। ১৪

তাহার এই বিশাল রথ অনেক তোরণযুক্ত বিচিত্র শোভা পাইতেছিল। ইহার ধ্বজ পর্বত অপেক্ষা বিশাল ছিল, তাহার উপরে বরাহ চর্ম আবৃত ছিল এবং ইহার প্রত্ত চারি হস্ত পরিমাণ ছিল।

ইহার রথে যোজিত অবশ্য হস্তীর ন্যায় বিশাল দেহ, শীঘ্রগামী ও গর্দভের ন্যায় স্বনে হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যাও এক শত ছিল। এই বিশালদেহ অবশ্য মাংস ও রক্ত ভোজন করে। ১৫-১৬

উহার রথের গম্ভীর শব্দও মহামেঘের গর্জনের ন্যায় মনে হইয়া থাকে। ইহার বহু বিশাল, সুদৃঢ় গুণে যুক্ত এবং সুবর্ণখচিত থাকায় প্রকাশমান ছিল। ১৭

উহার বাণসকল শিলাতে শান দিয়া ধারাল করা হইয়াছিল। ইহারাও ঘৃতভুক্তা স্থূল (মোটা) ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্তে সুশোভিত ছিল। মহারাজ অলায়ুধও সেইরূপই বীর, যেরূপ ঘটোৎকচ বীর ছিল। ১৮

অলায়ুধের ধ্বজাও পর্বত এবং শ্বাপদযুক্ত তেজস্বী ছিল। উহার মধ্যে শকুনিচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। ইহার ধনুকও ঘটোৎকচের ন্যায় অতিশয় কান্তিমান্ ছিল। উহার মুখ বিকরাল ও ভ্রূকুটিযুক্ত দেখিয়া মনে হইতেছিল। ১৯

উহার গায়েতে অঙ্গদাদি শোভা পাইতেছিল। মস্তকের উপর প্রভাশালী মুকুট প্রকাশিত ছিল। এই রাক্ষসরাজ পরিধান করিয়াছিল। ইহার পাশ্বদেশে তূণসমূহ বাঁধা ছিল এবং ইহার শরীর হাতীর ন্যায় বিশাল ছিল। যে গদা, ভুশুণ্ডী, মুষল, হল ও বহু প্রকৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ২০

অগ্নিসদৃশ তেজস্বী পূর্বোক্ত রথের দ্বারা সেই সময় পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিতে করিতে অলায়ুধ মুহূর্তমধ্যে সর্বদিকে পরিভ্রমণ করত আকাশে বিদ্যুন্মালা পরিবৃত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ২১

রাজন্! তখন পাণ্ডব-পক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবল বীর যোদ্ধা নরপতিগণও কবচ এবং চাপসমূহে সুসজ্জিত হইয়া হর্ষ উৎসাহপূর্ণচিত্তে সর্বদিকেই এই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপর্বে অলায়ুধের যুদ্ধবিষয়ক ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনালায়ুধয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য ভীমকর্মাণমাহবে ।
হর্ষমাহারয়ন্নাক্ষ্ণঃ ক্ষুরবঃ সর্ব এব তে ॥ ১

তথৈব তব পুত্রাস্তে দুর্যোধনপুরোগমাঃ ।
আদ্রবাঃ প্লবমানাস্তু তর্তুকামা ইবার্ণবম্ ॥ ২

পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যমানাঃ পুরুষর্ষভাঃ ।
অলায়ুধং রাক্ষসেন্দ্রং প্রাগতেনাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৩

তস্মিংস্তুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে ।
কর্ণ-রাক্ষসয়োর্নক্তং দারুণপ্রতিদর্শনে ॥ ৪

(ন জৌণির্ন কৃপো দ্রোণো ন শল্যো ন চ মাধবঃ ।
এক এব তু তেনাসীদ্ যোদ্ধা কর্ণো রণে বৃষা ॥)

উপপ্রেক্ষন্ত পাঞ্চালাঃ সমন্তাদ্ যমকাঃ সকাঃ
তথৈব ভাবকা রাজন্ বীক্ষমাণাস্তদদ্ভুতম্ ॥ ৫

চুক্রুশুর্নেদমস্তীতি দ্রোণ-দ্রৌণি-কৃপাদয়ঃ ।
তৎ কর্ম দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তা হৈড়িম্বস্য রথাজিরে ॥ ৬

সর্বমাবিগ্নমভবদ্ধাহাকৃতমচেতনম্ ।
তব সৈন্যং মহারাজ নিরাশং কর্ণজীবিতে ॥ ৭

দুর্যোধনস্তু সম্প্রেক্ষ্য কর্ণমাজিং পরাং গতম্ ।
অলায়ুধং রাক্ষসেন্দ্রং সমাহূয়েদমব্রবীৎ ॥ ৮

এষ বৈকর্তনঃ কর্ণো হৈড়িম্বেন সমাগতঃ ।
কুরুতে কর্ম সুমহদ্ যদসৌপয়িকং মৃধে ॥ ৯

পঞ্চৈতান্ পাণ্ডবান্ শূরান্ নিহতান্ হৈডসেনিনা ।
নানাশস্ত্রৈরভিহতান্ পাদপানিব দন্তিনা ॥ ১০

তবৈষ ভাগঃ সমরে রাক্ষসেন্দ্র ময়া কৃতঃ ।
তবৈবাদ্যমতে বীর তং বিক্রম্য নিবর্হয় ॥ ১১

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও অলায়ুধের ঘোর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধে দুষ্কর কর্মকারী অলায়ুধকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ১

সেইরূপ আপনার দুর্যোধনাদি পুত্রগণও অতিশয় আনন্দিত হইলেন, যেরূপ সাগর পার হইতে ইচ্ছুক নৌকাহীন ব্যক্তিগণ নৌকা লাভ করিলে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। ২

এই সময় সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কৌরব-যোদ্ধারা নবজন্ম হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাক্ষসরাজ অলায়ুধকে স্বাগত-সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। ৩

সেই রাত্রিকালে যখন কর্ণ ও ঘটোৎকচের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রাক্ষস অমানুষিক যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় না অশ্বত্থামা, না কৃপাচার্য, না শল্য এবং না কৃতবর্মা ঘটোৎকচের সম্মুখীন হইতে পারিতেছিলেন। একাকী দানবীর কর্ণই রণাঙ্গনে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৪

রাজন্! পাঞ্চাল-যোদ্ধারা অন্যান্য রাজগণের সহিত বিস্মিত হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। এইরূপ আপনার যোদ্ধারাও এদিক্ ওদিকে থাকিয়া যুদ্ধের দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। ৫

রণাঙ্গনে হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচের এই কর্ম দেখিয়া অতিশয় বিভ্রান্ত দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য প্রভৃতি—ইঁহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, এখন আর আমাদের এই সৈন্যবাহিনী জীবিত থাকিবে না। ৬

মহারাজ! কর্ণের জীবনে নিরাশ হইয়া আপনার সকল সৈন্যগণই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সকলে হাহাকার করিয়া গেল। সকলের চৈতন্যও লুপ্ত হইল। ৭

সেই সময় কর্ণকে অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইতে দেখিয়া দুর্যোধন রাক্ষসরাজ অলায়ুধকে ডাকিয়া আনিয়া এই কথা বলিলেন। ৮

বীরবর! দেখ, এই সূতপুত্র কর্ণ হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। যুদ্ধস্থলে অন্যের ইহাদের পক্ষে চেষ্টা করা সম্ভব, ইনি সেইরূপই এখানে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছেন। ৯

ভীমসেনের পুত্র নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যে সমস্ত সৌর্যশালী বীর নরপতিগণকে আহত করিয়া সংহার করিয়াছে; তাহারা হাতীর দ্বারা উৎপাটিত বৃক্ষসমূহের ন্যায় এখানে পতিত আছে। তুমি ইহাদের দেখ। ১০

বীর! তোমারই অনুমতিতে আমি এই সমস্ত রাজগণের মধ্যে ঘটোৎকচকে (যুদ্ধের জন্য) তোমারই ভাগে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি; অতএব তুমি পরাক্রম করিয়া ইহাকে সংহার কর। ১১

পুরা বৈকর্তনঃ কর্ণমেব পাপো ঘটোৎকচঃ।
মায়াবলং সমাশ্রিত্য কষ্টতারিকর্শন ॥ ১১
এবমুক্তঃ স রাজা তু রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
তথেত্যুক্ত্বা মহাবাহুর্ঘটোৎকচমুপাদ্রবৎ ॥ ১৩
ততঃ কর্ণং সমুৎসৃজ্য ভৈমসেনিরপি প্রভো।
প্রত্যমিত্রমুপায়ান্তমর্ণয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ১৪
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ক্রূরয়ো রাক্ষসেন্দ্রয়োঃ।
মত্তয়োর্বাসিতাহেতোর্দ্বিপয়োরিব কাননে ॥ ১৫
রক্ষসা বিপ্রমুক্তস্তু কর্ণোঽপি রথিনাং বরঃ।
অভ্যদ্রবদ্ ভীমসেনং রথেনাদিত্যবর্চসা ॥ ১৬

তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য স তদালায়ুধঃ প্রভো।
ঘটোৎকচং সমুৎসৃজ্য ভীমসেনং সমাদ্রবৎ ॥ ১৭
তং ভীমঃ সহসাভ্যেত্য রাক্ষসান্তকরঃ প্রভো।
সপ্তভিঃ রাক্ষসেন্দ্রং তং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১৮
তথৈবালায়ুধো রাজন্ শিলাধৌতৈরজিহ্মগৈঃ।
অভ্যবর্ষত কৌন্তেয়ং পুনঃ পুনররিন্দম ॥ ১৯
তথা তে রাক্ষসাঃ সর্বে ভীমসেনমুপাদ্রবন্।
নানাপ্রহরণা ভীমাস্তৎসুতানাং জয়ৈষিণঃ ॥ ২২
স তাড্যমানো বহুভির্ভীমসেনো মহাবলঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ সর্বাংস্তানবিধ্যচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৩

তে বধ্যমানা ভীমেন রাক্ষসাঃ ক্রূরবৃদ্ধয়ঃ।
বিনেদুস্তুমুলাকারান্ ভগ্নবৃত্তে দিশো দশ ॥ ২৪

তানুদ্রুতান্ সমাজ্ঞায় ভীমেন দৃষ্ট্বা বকো মহাবলম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন সর্বেষ্টেনমবাকিরৎ ॥ ২৫

শত্রুসূদন! কখনও এরূপ হয় নাই যে, এই পাপী ঘটোৎকচ মায়াবলের আশ্রয় লইয়া বিকর্তন (সূর্য)-পুত্র কর্ণকে প্রথমেই নষ্ট করিয়া ফেলে। ১২

রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাবাহু রাক্ষস অলায়ুধ 'তথাস্তু' (আচ্ছা তাহাই হইবে) এইরূপ বলিয়া ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হইল। ১৩

প্রভো! তখন ঘটোৎকচ কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের নিকটে উপস্থিত শত্রু অলায়ুধকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিল। ১৪

তখন ক্রূর এই দুই রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের মধ্যে অরণ্যে হস্তিনীর জন্য সংগ্রামরত দুই মদমত্ত গজরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৫

রাক্ষস ঘটোৎকচকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণও সূর্যতুল্য তেজস্বী রথের দ্বারা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৬

নিজের দিকে আগত কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া সমরাঙ্গণে সিংহের কবলে পতিত বৃষের ন্যায় ঘটোৎকচকে অলায়ুধের গ্রাসে পরিণত হইতে দেখিয়া যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন সূর্যসদৃশ তেজস্বী রথের দ্বারা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অলায়ুধের রথের দিকে তীব্রবেগে গমন করিলেন। ১৭-১৮

প্রভো! সেই সময় ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া অলায়ুধ ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ করিয়া ভীমসেনকেই যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। ১৯

রাজন্! রাক্ষসগণের বিনাশকারী ভীমসেন সত্বর নিকটে গমন করত সৈন্যগণের মধ্যে রাক্ষসরাজ অলায়ুধকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ২০

অরিন্দম রাজন্! সেইরূপ অলায়ুধও ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর শিলাশাণিত বাণসমূহ পুনঃ পুনঃ বর্ষণ করিতে লাগিল। ২১

আপনার পুত্রগণের জয়াকাঙ্ক্ষী সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করত ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিল। ২২

বহু যোদ্ধা দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাড়িত হইয়া মহাবল ভীমসেন সেই সব রাক্ষসগণকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২৩

ভীমসেনের বাণসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সেই ক্রূরমতি রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ২৪

ভীমসেনকর্তৃক সেই রাক্ষসগণকে ভীত হইতে দেখিয়া মহাবল রাক্ষস অলায়ুধ ভীমগতিতে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে তীব্র বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ২৫

তং ভীমসেনঃ সমরে তীক্ষ্ণাগ্রৈরভিপোচ্ছরৈঃ
অলায়ুধস্তু তানস্তান্ ভীমেন বিসিষান্ রণে ॥ ২৬
চিচ্ছেদ কাংশ্চিৎ সমরে ধনুষা কাংশ্চিদগ্রহীৎ।
স তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রং ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ২৭
গদাং চিক্ষেপ বেগেন বজ্রপাতোপমাং তদা।
তমাপতন্তীং বেগেন গদাং জ্বালাকুলাং ততঃ ॥ ২৮
গদয়া তাড়য়ামাস সা গদা ভীমমাদ্রবৎ।
স রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রৌঞ্চেন্দ্রঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ২৯
তানপাস্যাকরোন্নোঘান্ রাক্ষসো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তে চাপি রাক্ষসাঃ সর্বে রজন্যাং ভীমরূপিণঃ ॥ ৩০
শাসনাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য নিজঘ্নুঃ পাণ্ডুসৈনিকান্।
পাকালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব বাহ্লিকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ ॥ ৩১
ন শান্তিং লেভিরে তত্র রাক্ষসৈঃ সমপীড়িতাঃ
তং তু দৃষ্ট্বা মহাঘোরং বর্তমানং মহাভয়ম্ ॥ ৩২

অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষো ধনঞ্জয়মিদং বচঃ।
পশ্য ভীমং মহাবাহুং রাক্ষসেন্দ্রবধং গতম্ ॥ ৩৩
পদমস্যানুগচ্ছ ত্বং মা বিচারয় পাণ্ডব।
দৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ যুধামন্যূত্তমৌজসৌ ॥ ৩৪
সহিতৌ দ্রৌপদেয়াশ্চ কর্ণং যান্তু মহারথাঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৩৫
উত্তরান্ রাক্ষসান্ হন্তু শাসনাৎ তব পাণ্ডব।
ত্বমপীমং মহাবাহো চমূং দ্রোণপুরস্কৃতাম্ ॥ ৩৬
বারয়স্ব নরব্যাঘ্র মহদ্ধি ভয়মাগতম্।
এবমুক্তে তু কৃষ্ণেন যথোদ্দিষ্টা মহারথাঃ ॥ ৩৭
জগ্মুর্বৈকর্তনং কর্ণং রাক্ষসাংশ্চৈব তান্ রণে।
অথ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ৩৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভীমস্য রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
ছয়াশ্চাস্য শিরোবাহূঃ সারথিঞ্চ মহাবলঃ ॥ ৩৯

তখন ভীমসেন সমরাঙ্গণে তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহের দ্বারা অলায়ুধকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলেন। অলায়ুধ ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত কিছু বাণকে হাতের দ্বারা ছেদন করে এবং কিছু বাণকে অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত নিজ হস্তে ধরিয়া ফেলে।

তদ্দর্শনে পরাক্রমশালী ভীমসেন রাক্ষসরাজ অলায়ুধকে এরূপ পরাক্রম করিতে দেখিয়া সেই সময় তাহার উপর বজ্রপাতের ন্যায় ঘোর গদাকে ভীমবেগে নিক্ষেপ করিলেন।

জ্বালাসমূহে ব্যাপ্ত সেই গদাকে সবেগে আসিতে দেখিয়া অলায়ুধ তাহার উপর নিজের গদার আঘাত করিল। তখন সেই গদা পুনরায় ভীমসেনের নিকটেই ফিরিয়া আসিল।

তারপর ক্রৌঞ্চরাজ ভীমসেন রাক্ষসরাজ অলায়ুধের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই রাক্ষস ঘোর তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা সেই সব বাণকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

সেই রাত্রিতে ভয়ঙ্করদর্শনধারী সমস্ত রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজ অলায়ুধের আজ্ঞায় বহু রথ ও হস্তীসৈন্যকে নষ্ট করিল।

এই সকল রাক্ষসগণের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং তাহাদের অশ্ব ও গজরাজসকলও শান্তিলাভ করিতে পারিল না।

সেই মহাভয়ঙ্কর বর্তমান মহাযুদ্ধকে দেখিয়া কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—পাণ্ডুনন্দন! দেখ, মহাবাহু ভীমসেন রাক্ষসরাজ অলায়ুধের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। তুমি শীঘ্র ঐ পথে চল। এখন আর অন্য কিছু বিচার করিও না।

দৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও উত্তমৌজা এবং দ্রৌপদীর পুত্র এই সব মহারথী বীরগণ একত্রে মিলিত হইয়া কর্ণের দিকে যাইতে লাগিল।

পাণ্ডুপুত্র! নকুল, সহদেব ও পরাক্রমশালী সাত্যকি—ইহারা তোমার আদেশে অন্য রাক্ষসগণকে সংহার করুক।

মহাবাহু অর্জুন! তোমাকে অগ্রে রাখিয়া যে সব সৈন্যরা আসিতেছে, তুমিও তাহাদের প্রতিরোধ কর; কারণ, নরশ্রেষ্ঠ বীর! পাণ্ডব সৈন্যদের উপর মহাভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর সেই সব মহারথীরা তাঁহার আদেশ অনুসারে রণাঙ্গনে সূর্যপুত্র কর্ণ এবং রাক্ষসগণের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিলেন।

তদনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ অলায়ুধ বহু পূর্ণাঙ্গে আকর্ণন করিয়া বিষধর সর্পগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনের বহু ছেদন করিয়া দিল।

সেই সময় মহাবল নিশাচর অলায়ুধ ভীমসেনের সাক্ষাতেই তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিল।

অথান্য নিহতঃ সংখ্যে ভীমসেনস্য রাক্ষসঃ।
সোঽবতীর্য্য রথোপস্থাত্তারো ভগ্নরথির্যথৌ ॥ ৪০
তস্মৈ গুর্বীং গদাং ঘোরাং বিনদন্নুৎসসর্জ হ।
তত্তস্যাং ভীমনির্ঘোষামাপতন্তীং মহাগদাম্ ॥ ৪১
গদয়া রাক্ষসো ঘোরো নিজঘান ননাদ চ।
তদ্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য ঘোরং কর্ম ভয়াবহম্ ॥ ৪২
ভীমসেনঃ প্রহৃষ্টাত্মা গদামাশু পরামৃশৎ।
ততোঽন্যোন্যং সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং নর-রক্ষসোঃ ॥ ৪৩
গদানিপাতসংঘাতৈর্ভূমিং কম্পয়তোর্ভৃশম্।
গদাবিমুক্তৌ তৌ ভূয়ঃ সমাসাদ্যেতরেতরম্ ॥ ৪৪
মুষ্টিভিশ্চরতুস্তত্র যুযুধাতে পরস্পরম্।
বলচক্রেণ্বৈরৈক্ষৈরিষ্টানৈকপথৈরপি ॥ ৪৫
যথাসন্নমুপাদায় নিজঘ্নতুরমর্ষণৌ
তৌ বিস্ফরন্তৌ রুধিরং সমাসাদ্যেতরেতরম্ ॥ ৪৬
মত্তাবিব মহানাগৌ চকর্ষাতে পুনঃ পুনঃ।
তথপশ্যদ্ধৃষীকেশঃ পাণ্ডবানাং হিতে রতঃ।
স ভীমসেনরক্ষার্থং হৈড়িম্বিং পর্য্যচোদয়ৎ ॥ ৪৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধেঽলায়ুধযুদ্ধে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭ ॥

অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে পর রথের আসন হইতে নামিয়া পড়িয়া ভীম গর্জন করিতে করিতে রাক্ষস অলায়ুধের উপর নিজের অতিশয় ভারী ও ভয়ঙ্কর গদা নিক্ষেপ করিলেন।

তখনকার পরাক্রান্ত সেই বিশাল গদাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষস অলায়ুধ স্বীয় গদাদ্বারা তাহার উপর আঘাত করিল এবং গর্জন করিতে লাগিল।

রাক্ষসরাজ অলায়ুধের সেই ভয়ানক ভীষণ কর্ম দেখিয়া ভীমসেনের হৃদয় হর্ষে পূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি অতিসত্বর হাতে গদা ধারণ করিলেন।

তাহার পর গদার আঘাতসমূহে ভূতলকে অত্যন্ত কম্পিত করিতে করিতে সেই দুই মনুষ্য ও রাক্ষসের সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

এই সময় উভয়ে গদা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরের নিকট গমন করত বজ্রপাত সদৃশ ঘোর শব্দকারী মুষ্টির আঘাতে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

তাহার পর অমর্ষপূর্ণ উহারা উভয়ে রথের চক্র, যুগ, যুগ, আসন ও অন্যান্য বহুবিধ দ্বারা নিকটে যাহা পাইলেন, তাহারই দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলেন।

উহারা উভয়ে মদমত্ত দুইটি হাতীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গসমূহের দ্বারা রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে পরস্পরকে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণের হিতে নিরত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন উহা দেখিলেন, তখন তিনি ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য হৈড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। ১৭-৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে অলায়ুধের যুদ্ধ-বিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

৪৭৬) পৃষ্ঠায় ১৭০ অধ্যায়ে ২নং শ্লোকে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে যে 'জগৎ' এই পদটি আছে, উহার স্থলে 'জ্যাং' এই পদ হইবে।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামঃ, ঘটোৎকচস্যালায়ুধবধঃ, দুর্যোধনস্যানুতাপশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

সংদৃশ্য সমরে ভীমং রক্ষসা প্রেষমন্ত্রিকাৎ।
বাসুদেবোঽব্রবীদ্ রাজন্ ঘটোৎকচমিদং বচঃ॥ ১

পশ্য ভীমং মহাবাহো রক্ষসা প্রেষমাহবে।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং তব চৈব মহাদ্যুতে॥ ২

স কর্ণং বা সমুৎসৃজ্য রাক্ষসেন্দ্রমলায়ুধম্।
জহি ক্ষিপ্রং মহাবাহো পশ্চাৎ কর্ণং বধিষ্যসি॥ ৩

স বাক্যেনৈবচঃ শ্রুত্বা কর্ণমুৎসৃজ্য বীর্যবান্।
যুযুধে রক্ষোসেন্দ্রেণ সক্তাস্ত্রো ঘটোৎকচঃ॥ ৪

তয়োঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বভূব নিশি রক্ষসোঃ।
অলায়ুধস্য চৈবোগ্রং হৈড়িম্বেশ্চাপি ভারত॥ ৫

অলায়ুধস্য যোধাংশ্চ রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্।
বেগেনাপততঃ শূরান্ প্রগৃহীতশরাসনান্॥ ৬

আজ্ঞায়ুধঃ সুসংক্রুদ্ধো যুযুধানো মহারথঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ চিচ্ছিদুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৭

সর্বাংশ্চ সমরে রাজন্ কিরীটী ক্ষত্রিয়র্ষভান্।
পরিচিক্ষেপ বীভৎসুঃ সর্বতঃ প্রকিরন্ শরান্॥ ৮

কর্ণশ্চ সমরে রাজন্ বাজাবরত পার্থিবান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ড্যাদীন্ পাঞ্চালানাং মহারথান্॥ ৯

তান্ বধ্যমানান্ দৃষ্ট্বাথ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
অভ্যদ্রবৎ ত্বরিতঃ কর্ণং বিশিখবান্ প্রকিরন্ রণে॥ ১০

তত্তস্তেঽপ্যাযযুর্হত্বা রাক্ষসান্ যত্র সূতজঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ॥ ১১

তে কর্ণং যোধয়ামাসুঃ পাঞ্চালা দ্রৌপদেয়াস্তু।
অলায়ুধস্তু সংক্রুদ্ধো ঘটোৎকচমবিন্দয়ম্॥
পরিঘেণাতিকায়েন তাড়য়ামাস মূর্ধনি॥ ১২

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ঘটোৎকচকর্তৃক অলায়ুধ-বধ এবং দুর্যোধনের অনুতাপ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রণাঙ্গনে রাক্ষসের দ্বারা প্রেরিত ভীষণদেহকে নিকট হইতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঘটোৎকচকে এই কথা বলিলেন॥ ১

মহাতেজস্বী মহাবাহু বীর! দেখ, রণাঙ্গনে এই রাক্ষস অলায়ুধ সমস্ত সৈন্যগণের তোমার সাক্ষাতে ভীষণদেহকে ধারণ করিয়া রেখিয়াছে॥ ২

মহাবাহো! অতএব তুমি কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে রাক্ষসরাজ অলায়ুধকে অতিসত্বর বধ কর। পরে কর্ণকে সংহার করিবে॥ ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাক্রমশালী বীর ঘটোৎকচ কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তখন রাক্ষসরাজ অলায়ুধের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল॥ ৪

হে ভারত! সেই রাত্রিকালে অলায়ুধ ও হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচ এই দুই রাক্ষসের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ৫

অলায়ুধের রাক্ষস-সৈন্যগণ দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও শৌর্যশালী বীর ছিল। তাহারা হাতে বহু লইয়া তীব্রবেগে আক্রমণ করিতেছিল। কিন্তু অস্ত্রসমূহে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, নকুল ও সহদেব তাহাদের সকলকেই ছেদন করিলেন॥ ৬-৭

রাজন্! কিরীটধারী অর্জুন সমরাঙ্গনে শত্রুদিগকে বাণবর্ষণ করিতে করিতে কৌরবপক্ষের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিলেন॥ ৮

রাজন্! কর্ণও রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি এবং পাঞ্চাল মহারথী বীর সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন॥ ৯

ইহাদের সকলকে বাণসমূহে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেন যুদ্ধস্থলে তীব্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতি দ্রুত কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১০

তাহার পর সেই নকুল, সহদেব ও মহারথী সাত্যকি রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে সূতপুত্র কর্ণ ছিলেন॥ ১১

এই তিন যোদ্ধা কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চাল বীরগণ দ্রৌপদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে ক্রুদ্ধ অলায়ুধ একটি বিশাল পরিঘের দ্বারা সহসাসন ঘটোৎকচের মস্তকের উপর আঘাত করিল॥ ১২

স তু তেন প্রহারেণ ভৈমসেনির্মহাবলঃ।
ঈষদ্মূর্ছিতমাত্মানমন্তস্তত্রত বীর্যবান্ ॥ ১৩
ততো দীপ্তাগ্নিসঙ্কাশাং অতঘণ্টামলঙ্কৃতাম্।
চিক্ষেপ তস্মৈ সমরে গদাং কাঞ্চনভূষিতাম্ ॥ ১৪
সা হয়ান্তে রথং চাস্য সারথিং চ মহাত্মনঃ।
চূর্ণয়ামাস বেগেন বিসৃষ্টা ভীমকর্মণা ॥ ১৫
স তদ্গদাচক্রাক্ষাদ্ বিশীর্ণবরজকূবরাৎ।
উৎপপাত রথাৎ তূর্ণং মায়ামাস্থায় রাক্ষসীম্ ॥ ১৬
স সমাস্থায় মায়াং তু বরর্ষ রুধিরং বহু।
বিদ্যুদ্বিভ্রাজিতং চাসীৎ তুমুলাভ্রাকুলং নভঃ ॥ ১৭
ততো বজ্রনিপাতাশ্চ সাশনিস্তনয়িত্নবঃ।
মহাংশ্চটচটাশব্দস্তত্রাসীচ্চ মহাহবে ॥ ১৮
তাং প্রেক্ষ্য মহতীং মায়াং রাক্ষসো রাক্ষসস্য চ।
ঊর্ধ্বমুৎপত্য হৈড়িম্বিস্তাং মায়াং মায়য়াবধীৎ ॥ ১৯
সোঽভিবীক্ষ্য ততো মায়াং মায়াবী মায়য়ৈব তি।

অস্ত্রবর্ষং সুতুমুলং বিসসর্জ ঘটোৎকচে ॥ ২০
অস্ত্রবর্ষং স তৎ ঘোরং শরবর্ষেণ বীর্যবান্।
দিক্ষু বিধ্বংসয়ামাস তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২১
ততো নানাপ্রহরণৈরন্যোন্যমভিবর্ষতাম্।
আয়সৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈর্গদা-মুসল-মুদ্গরৈঃ ॥ ২২
পিনাকৈঃ করবালৈশ্চ তোমর-প্রাস-কম্পনৈঃ।
নারাচৈর্নিশিতৈর্ভল্লৈঃ শরৈশ্চক্রৈঃ পরশ্বধৈঃ ॥
অয়োগুড়ৈর্ভিন্দিপালৈলর্গোশীর্ষোলূখলৈরপি ॥ ২৩
উৎপাটিতৈর্মহাশাখৈর্বিবিধৈর্জগতীরুহৈঃ।
শমীশ্লীলুকদম্বৈশ্চ চম্পকৈশ্চৈব ভারত ॥ ২৪
ইক্ষুদৈর্ধন্বরীভিশ্চ কোবিদারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
পলাশৈশ্চারিমেদৈশ্চ প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-পিপ্পলৈঃ ॥ ২৫
মহদ্ভিঃ সমরে তস্মিন্নন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
বিপুলৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ নানাধাতুবিচর্চিতৈঃ ॥ ২৬
তেষাং শব্দো মহানাসীদ্ বজ্রাণাং নিঃসৃতাগ্নিবৎ।
যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং ভৈমরাক্ষসয়োস্তদা ॥

ইহার প্রহারে ভীমসেনসুত মহাবল ঘটোৎকচ ঈষৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই পরাক্রমশালী বীর পুনরায় নিজেকে নিজেই সুস্থির করিল ॥ ১৩

তদনন্তর ঘটোৎকচ রথমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বিনী, এক শত ক্ষুদ্র ঘন্টিকার দ্বারা অলঙ্কৃতা এবং সুবর্ণভূষিতা বীয় গদাকে অলায়ুধের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ১৪

তদনন্তর কর্মকারী রাক্ষস ঘটোৎকচকর্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত অতিশয় শব্দকারী সেই গদা অলায়ুধের রথ সারথি ও অশ্বসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল ॥ ১৫

যাহার অশ্ব চক্র ও যন্ত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অক্ষ এবং কূবর বিনষ্ট হইয়াছে, সেই রথ হইতে অলায়ুধ রাক্ষসী মায়া অবলম্বন করত অতি সত্বর উপরে উড়িয়া গেল ॥ ১৬

সে মায়ার আশ্রয় লইয়া বহু রক্তধারা বর্ষণ করিল। এই সময় আকাশ ভয়ঙ্কর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল এবং চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল ॥ ১৭

তাহার পর সেই মহাসমরে বজ্রপাত, মেঘগর্জনের সহিত বিদ্যুতের ঘর্ঘর শব্দ এবং ভীষণ চটচট শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১৮

রাক্ষসের সেই বিশাল মায়াকে দেখিয়া রাক্ষসজাতীয় ঘটোৎকচ উপরে উড়িয়া যাইয়া বীয় মায়াদ্বারা এই মায়াকে নষ্ট করিয়া দিল ॥ ১৯

নিজের মায়াকে মায়ার দ্বারা নষ্ট হইতে দেখিয়া মায়াবী অলায়ুধ ঘটোৎকচের উপর ভয়ের প্রস্তরবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২০

কিন্তু পরাক্রমশালী ঘটোৎকচ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া সেই ভয়ের প্রস্তরবর্ষণকে বিধ্বংসিত করিয়া দিল। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২১

তাহার পর ইহারা পরস্পরের উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। লৌহনির্মিত পরিঘ, শূল, গদা, মুসল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, তীক্ষ্ণ নারাচ, ভল্ল, বাণ, চক্র, পরশু, লৌহনির্মিত গোলা, ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলূখল, বৃহৎ বৃহৎ শাখাবিশিষ্ট ও উৎপাটিত নানাপ্রকার বৃক্ষ—শমী, শ্লীলু, কদম্ব, চম্পা, ইক্ষুদ, ধন্বরী (ধুন), পুষ্পিত কোবিদার, পলাশ, অরিমেদ, বৃহৎ বৃহৎ পাকুড়, বটবৃক্ষ এবং পিপ্পল—এই সকল বৃক্ষের দ্বারা ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। নানাবিধ ধাতুলিপ্ত বড় বড় বিশাল পর্বতশিখরসকলের দ্বারাও পরস্পরকে আঘাত করিতেছিল ॥ ২২-২৬

এই সকল পর্বতশিখরের আঘাতে এমন হইতে লাগিল যে, তখন মনে হইতেছিল যেন বজ্র নির্গত হইতেছে। হে কুরু! ভীমপুত্র ঘটোৎকচ এবং অলায়ুধের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

ইন্দ্রাশনিসমৌ রাজন্ বালি-পুত্রাবিবাসুরৌ ॥ ২৭
তৌ যুধ্যন্তা বিবিধৈর্ঘোরৈরায়ুধৈর্বিবিধৈস্তথা।
প্রহৃষ্টৌ চ শিতৌ খড়্গাবন্যোন্যমভিপেততুঃ। ২৮
তাবন্যোন্যমভিক্রম্য কেশেষু সুমহাবলৌ।
ভুজাভ্যাং পর্যাগৃহ্লীতাং মহাকায়ৌ মহাবলৌ ॥ ২৯
তৌ বিসৃজ্যৌ প্রযত্নেন ভুজবাতে জনাধিপ।
রুধিরেণ মহাকায়াবভিষ্টাবিবাসুরৌ। ৩০
অথাভিপত্য বেগেন সমুদ্ধম্য চ রাক্ষসম্।
বলেনাক্ষিপ্য চৈবৈনমিচ্ছকর্তাঞ্চ শিরো মহৎ ॥ ৩১
সোঽপতত্তা শিরস্তস্য কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্।
তথা সুতুমুলং নাদং ননাদ সুমহাবলঃ ॥ ৩২
হতং দৃষ্ট্বা মহাকায়ং বকজ্ঞাতিমরিন্দমম্।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সিংহনাদান বিনেদিরে ॥ ৩৩
ততো ভেরীসহস্রাণি শঙ্খানামযুতানি চ।
অবাদয়ন্ পাণ্ডবেয়া রাক্ষসে নিহতে যুধি ॥ ৩৪

অতীব সা নিশা তেষাং বভূব বিজয়াবহা।
বিভোত্যমানা বিবিধৈঃ সমন্তাদ্ দীপমালিনী ॥ ৩৫
অলায়ুধস্তু শিরো ভৈমসেনির্মহাবলঃ।
দুর্যোধনস্য প্রমুখে চিক্ষেপ গতচেতসঃ ॥ ৩৬
অথ দুর্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা হতমলায়ুধম্।
বভূব পরমোদ্বিগ্নঃ সহ সৈন্যেন ভারত ॥ ৩৭
তেন হ্যস্য প্রতিজ্ঞাতং ভীমসেনবধং যুধি।
হতেঽস্মিন্ বধমাগম্য স্মরতা বৈরমুদ্ধতম্ ॥ ৩৮
ইদং স তেন চিন্তয্য ইত্যমন্যত পার্থিবঃ।
জীবিতং চিরকালং হি ভ্রাতৃণাং চাপ্যমন্যত ॥ ৩৯
স তং দৃষ্ট্বা নিহন্তারং ভীমসেনাত্মজেন বৈ।
প্রতিজ্ঞাং ভীমসেনস্য পূর্যামেবাভ্যমন্যত ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধেঽলায়ুধবধে
অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮

সেইরূপ হইতেছিল, যেমন ত্রেতাযুগে দেবগণের বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৭

নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ও বাহুযুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া এই দুই রাক্ষস ভীষণ তরবারি লইয়া পরস্পরের উপর পতিত হইল ॥ ২৮

এই দুই মহাবল ও বিশালকায় রাক্ষস পরস্পর আক্রমণ করিয়া দুই হাতের দ্বারা দুইজনের কেশ ধরিয়া ফেলিল ॥ ২৯

হে জনাধিপ! অত্যন্ত বলবানকারী দুইটি মেঘের ন্যায় বিশালদেহ এই দুই রাক্ষসের দেহ ঘর্মে পূর্ণ হইয়া গেল। এই সময় তাহাদের দেহ হইতে যেরূপ ঘর্ম নিঃসৃত হইতেছিল, সেইরূপ রক্তধারাও নির্গত হইতেছিল ॥ ৩০

তদনন্তর ভীমবেগে আক্রমণ করত হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচ সেই রাক্ষস অলায়ুধকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে ঘুরাইতে থাকিয়া সজোরে ভূমে নিক্ষেপ করিল। তারপর তাহার বিশাল মস্তককে ঘটোৎকচ ছেদন করিয়া দিল ॥ ৩১

এইরূপে মহাবল ঘটোৎকচ তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে ছেদন করিয়া সেই সময় ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৩২

বকাসুরের বিশালদেহ ভ্রাতা শত্রুদমন অলায়ুধকে নিহত হইতে দেখিয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধস্থলে সেই রাক্ষস অলায়ুধ নিহত হইলে পর পাণ্ডবগণের সৈন্যগণ সহস্র সহস্র ভেরী ও সহস্র সহস্র শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩-৩৪

চারিদিক দিয়া দীপাবলির দ্বারা প্রকাশিত সেই রাত্রি ইহাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৫

এই সময় দুর্যোধন যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; কারণ, মহাবল ঘটোৎকচ অলায়ুধের সেই মস্তক ছেদন করিয়া দুর্যোধনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল ॥ ৩৬

ভারত! অলায়ুধকে নিহত হইতে দেখিয়া সৈন্যবাহিনীসহ রাজা দুর্যোধন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৭

অলায়ুধ নিজেই আসিয়া গুরুতর শত্রুতার কথা স্মরণ করত দুর্যোধনের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে ভীমসেনকে বধ করিব ॥ ৩৮

ইহাতে রাজা দুর্যোধন এই কথা মনে করিয়াছিলেন যে, অলায়ুধ নিশ্চয়ই ভীমসেনকে বধ করিতে পারিবে এবং এই চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, এখন আমার ভ্রাতাদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইবে ॥ ৩৯

কিন্তু ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচকর্তৃক অলায়ুধকে নিহত হইতে দেখিয়া তিনি এই সময় মনে করিতে লাগিলেন যে, এখন ভীমসেনেরই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসকর্তৃক সপ্তম লক্ষ সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধসময়ে অলায়ুধের বধ-বিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঘটোৎকচস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, কর্ণেনেন্দ্রপ্রদত্ত-শক্ত্যা তস্য বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

নিহত্যালায়ুধং রক্ষঃ প্রহৃষ্টাত্মা ঘটোৎকচঃ।
ননাদ বিবিধান্ নাদান্ বাহিন্যা প্রমুখে তব ॥ ১

তস্য তং তুমুলং শব্দং শ্রুত্বা কুরুবরূথিনম্।
তাবকানাং মহারাজ ভয়মাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ২

অলায়ুধবিনাশন্তু তৈমসেনিং মহাবলম্।
দৃষ্ট্বা কর্ণো মহাবাহুঃ পাঞ্চালান্ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩

দশভির্দশভির্বাণৈর্দৃঢ়াস্ত্র-শিখণ্ডিনৌ।
দৃঢ়ৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বিভেদ মতপর্বভিঃ ॥ ৪

ততঃ পরমনারাচৈর্ঘোরৈর্নাগ্নাস্ত্রমৌজসৌ।
সাত্যকিঞ্চ রণোদারং কম্পয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ৫

তেষামপ্যন্তকাঃ সংখ্যে সর্বেষাং সমা-দক্ষিণম্।
মণ্ডলান্যেব চাপানি বাদ্ধ্বন্ত ভরতর্ষভ ॥ ৬

তেষাং জ্যাতলনির্ঘোষো রথনেমিস্বনস্য চ।
মেঘানামিব ঘর্মান্তে শ্রূয়তে তুমুলো নিশি ॥ ৭

জ্যানেমিঘোষস্তনয়িত্নুমান্ বৈ
ধনুস্তড়িন্মণ্ডলকেতুমূঢ়ঃ।
শরৌঘবর্ষাকুলবৃষ্টিমাংশ্চ
সংগ্রামমেঘঃ স বভূব রাজন্ ॥ ৮

তদদ্ভুতং শৈল ইবাপ্রকম্প্যো
বর্ষং মহাশৈলসমানসারঃ।
নিষ্কম্পয়ামাস রণে নরেন্দ্র
বৈকর্তনঃ শক্রসমপ্রভাবঃ ॥ ৯

ততোঽস্ত্রবৈর্বজ্রনিপাতকল্পৈঃ
শিতৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খৈঃ।
শক্রন্ বাপোহং সমরে মহাত্মা
বৈকর্তনঃ পুত্রহিতে রতস্তে ॥ ১০

সাচিত্রচিত্রদ্ধজিনশ্চ কেচিৎ
কেচিচ্ছিরৈবেদিভিরপ্রহেয়াঃ।
কেচিৎ বিস্মৃতা বিহতাশ্চ কেচিৎ
বৈকর্তনেনাশু কৃতা বভূবুঃ ॥ ১১

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং কর্ণকর্তৃক ইন্দ্রদত্ত শক্তির দ্বারা তাহার বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাক্ষস অলায়ুধকে বধ করিয়া ঘটোৎকচ মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইল এবং আপনার সৈন্যের সম্মুখে অবস্থান করত নানাপ্রকার সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ১

মহারাজ! উহার ভয়ঙ্কর গর্জন হাতীদিগকেও কম্পিত করিত। ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যদের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২

যে সময় মহাবল ঘটোৎকচ অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় তাহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া মহাবাহু কর্ণ পাঞ্চালসৈন্যদের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন ॥ ৩

তিনি পূর্ণায়ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত আনতপর্বযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা দৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

তাহার পর তিনি উত্তম উত্তম নারাচসমূহের দ্বারা উহার মহারথী সাত্যকিকেও কম্পিত করিলেন ॥ ৫

হে রাজন্! সেই সময় এই সাত্যকি প্রভৃতি যোদ্ধারাও বামে দক্ষিণে ঘুরাইয়া ধনুর্বিক্ষেপ করিতেছিলেন। ইহাতে উঁহাদের সকলেরই ধনু মণ্ডলাকারের ন্যায় দেখা যাইতেছিল ॥ ৬

সেই রাত্রিকালে এই সব বীরগণের ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি এবং রথচক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ বর্ষাকালের মেঘগর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৭

রাজন্! এই সংগ্রাম বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। গুণের টঙ্কারধ্বনি ও চক্রনেমির শব্দই এই মেঘের গর্জন ছিল। বহুই বিদ্যুন্মণ্ডলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং ধনুসমূহের অগ্রভাগই সেই মেঘের উচ্চতম শিখর ছিল ও বাণসমূহের বৃষ্টিই এই মেঘের বর্ষণ ছিল ॥ ৮

হে নরেন্দ্র! মহাপর্বতের ন্যায় শক্তিশালী ও অবিচলিতভাবে স্থিত শত্রুসৈন্যসংহারক সূর্যপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে সেই অদ্ভুত বাণবর্ষণকে নষ্ট করিয়া দিতেছিলেন ॥ ৯

তাহার পর আপনার পুত্রগণের হিতে নিরত মহাত্মা সূর্যপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে অর্কের বিচিত্রপক্ষসমূহে যুক্ত এবং বজ্রপাততুল্য ভয়ঙ্কর, তূণনিহীন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০

সূর্যপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে কাহাদেরও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, কাহাদেরও শরীর বাণসমূহে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন,

অবিস্মযানাস্তু শর্ম সংখ্যে
যৌধিষ্ঠিরং তে বলমভ্যপদ্যন।
তান্ প্রেক্ষ্য তূর্ণান্ বিমুখীকৃতাংস্তু
ঘটোৎকচো রোষমতীব চক্রে ॥ ১১
আস্থায় তং কাঞ্চনরত্নচিত্রং
রথোত্তমং সিংহবদ্ সংননাদ।
বৈকর্তনং কর্ণমুপেত্য চাপি
বিব্যাধ বজ্রপ্রতিমৈঃ পৃষদ্ভৈঃ ॥ ১০
তৌ কর্ণি-নারাচ-শিলীমুখৈশ্চ
নালীক-নখাসন-বৎসদন্তৈঃ।
বরাহকর্ণৈঃ সবিপাঠিমুখৈঃ
ক্ষুরপ্রবরৈশ্চ বিনেদতুঃ খম্ ॥ ১৭
তদ্ বাণধারাবৃতমম্বরিক্ষং
তির্যগ্‌গতাভিঃ সমরে হরাজ্ঞ
সুবর্ণপুঙ্খজ্বলিতপ্রভাভি-
র্বিচিত্রপুষ্পাভিরিব সুজাভিঃ ॥ ১৮
সমাহিতাবপ্রতিমপ্রভাবা-
বন্যোন্যমাজঘ্নতুরুত্তমাস্ত্রৈঃ।
তয়োর্হি বীরোত্তময়োর্ন কশ্চিদ্
দদর্শ তস্মিন্ সমরে বিশেষম্ ॥ ১৯
অতীব তচ্চিত্রমতুল্যরূপং
বভূব যুদ্ধং রবি-ভীমসুতয়োঃ।
সমাকুলং শস্ত্রনিপাতঘোরং
দিবীব রাহ্বংশুমতোঃ প্রমত্তম্ ॥ ১৭

সঞ্জয় উবাচ।

ঘটোৎকচং যদা কর্ণো ন বিশেষয়তে নৃপ।
ততঃ প্রাদুশ্চকারোগ্রমস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ১৮
তেনাস্ত্রেণাবৃতো ভস্ম রথঃ সহয-সারথিম্।
বিরথশ্চাপি হৈডিম্বিঃ ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্নন্তর্হিতে তূর্ণং কূটযোধিনি রাক্ষসে।
মামকৈঃ প্রতিপন্নং যৎ তন্নমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২০

তাহাদেরও সারথিকে সংহার করিলেন এবং তাহাদেরও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

যোদ্ধারা যুদ্ধে কোনক্রমে শান্তি না পাইয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইতে দেখিয়া ঘটোৎকচের অতিশয় রোষ হইল ॥ ১২

সে সুবর্ণ ও রত্নময় রথে সংযুক্ত বলিয়া বিচিত্র শোভাযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল এবং সূর্যপুত্র কর্ণের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বজ্রতুল্য বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩

তখন ইঁহারা উভয়েই ক্ষণী; নারাচ, শিলীমুখ, নালীক, নখ, আসন, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাঠ, ক্ষুর এবং ক্ষুরপ্র-অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে করিতে নিজেদের গর্জন দ্বারা আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল ॥ ১৪

সমরাঙ্গণে বাণধারাসমূহে পূর্ণ আকাশ সুবর্ণপঙ্খসমূহের প্রজ্বলিত তির্যগ্‌গামী প্রভায় দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া এরূপ শোভা পাইতেছিল যে, যেন উহারা বিচিত্র পুষ্পসকলের দ্বারা গ্রথিত মনোহর মালাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল ॥ ১৫

উভয়েই ছিল একোদ্যমী। উভয়েই অস্ত্রপথ প্রভাবশালী ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন। এই দুই বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে কেহই নিজের কোন বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারিলেন না ॥ ১৬

সূর্যপুত্র কর্ণ এবং ভীমপুত্র ঘটোৎকচের এই অত্যন্ত বিচিত্র ও তুমুল যুদ্ধ আকাশে রাহু ও সূর্যের উত্তম সংগ্রামের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। এই যুদ্ধের কোন তুলনাই ছিল না! অস্ত্রসকলের প্রহারে উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল ॥ ১৭

সঞ্জয় বলিলেন,—যখন অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ ঘটোৎকচ হইতে নিজের কোন বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারিলেন না, তখন তিনি এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রকটিত করিলেন ॥ ১৮

সেই অস্ত্রের দ্বারা তিনি ঘটোৎকচের রথকে অশ্বগণ ও সারথিসহ নষ্ট করিয়া দিলেন। রথহীন হইলে পর ঘটোৎকচ অতিসত্বর সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইল ॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি বল, মায়াযুদ্ধ করিতে সমর্থ সেই রাক্ষস সেই সময় অন্তর্হিত হইয়া যাইলে আমার পুত্রগণ কি চিন্তা করিল এবং কোন কার্য করিল ? ২০

সঞ্জয় উবাচ

অন্তর্হিতং রাক্ষসেন্দ্রং বিদিত্বা
সম্প্রাক্রোশন্ কুরবঃ সর্ব এব ।
কথং নায়ং রাক্ষসঃ কূটযোধী
হন্যাৎ কর্ণঃ সমরেঽদ্ভুতমানঃ ॥ ২১

ততঃ কর্ণো লঘুচিত্রাস্ত্রযোধী
সর্বা দিশঃ প্রাবৃণোদ্ বাণজালৈঃ ।
ন বৈ কিঞ্চিৎ প্রাপতৎ তত্র ভূতং
তমোভূতে সায়কৈরন্তরিক্ষে ॥ ২২

নৈবাদদানো ন চ সন্দধানো
ন চেষুধীঃ স্পৃশমানঃ করাগ্রৈঃ ।
অদৃশ্যত বৈ লাঘবাৎ সূতপুত্রঃ
সর্বঃ বাণৈশ্ছাদয়ানোঽন্তরিক্ষম্ ॥ ২৩

ততো মায়াং দারুণামন্তরিক্ষে
ঘোরাং তীব্রাং বিততা রাক্ষসেন
অপপ্লবাম লোহিতাভ্রপ্রকাশাঃ
দেদীপ্যন্তীমাঃ শরধারা নিপেতুঃ ॥ ২৪

ততস্তস্মাৎ বিদ্যুতঃ প্রাদুরাসন্-
প্রজ্বাল্যন্তে দীপ্তয়ঃ কৌরবেন্দ্র
ঘোরশ্চাসীৎ প্রতুদাসাৎ পৃথোরঃ
সহস্রশো নদতাং দুন্দুভীনাম্ ॥ ২৫

ততঃ শরাঃ প্রাপতন্ কঙ্কপুঙ্খাঃ
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাস-মুসলাস্যায়ুধানি ।
পরশ্বধাস্তৈলধৌতাশ্চ ষড়্গাঃ
প্রদীপ্তাগ্রাস্তোমরাঃ পট্টিশাশ্চ ॥ ২৬

মযূখিনঃ পরিঘা লোহবদ্ধা
গদাশ্চিত্রাঃ শিতধারাশ্চ শূলাঃ ।
গুর্ব্যো গদা হেমপট্টাবনদ্ধাঃ
শতঘ্নাশ্চ প্রাদুরাসন্ সমন্তাৎ ॥ ২৭

মহাশিলাশ্চাপতংস্তত্র তত্র
সহস্রশঃ সাশনয়শ্চ বজ্রাঃ ।
চক্রাণি চানেকশতারকাণি
প্রাদুশ্চক্রুর্জ্বলনপ্রভাণি ॥ ২৮

তাঃ শক্তি-পাষাণ-পরশ্বধানাং
প্রাসাসে-বজ্রাশনি-মুদ্গরাণাম্ ।
বৃষ্টিঃ বিশালা ঋষিরাজ পাতয়ী
কর্ণঃ সসৌমেন শরাংশ্চ চক্রুম ॥ ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রাক্ষস অন্তর্হিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া সমস্ত কৌরব-যোদ্ধাগণ চীৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিল যে, মায়াযুদ্ধকারী এই নিশাচর যখন রণাঙ্গনে অদৃশ্য হইয়া পড়িল, তখন সে কর্ণকে কেন সংহার করিবে না? ২১

তখন শীঘ্রতার সহিত বিচিত্র রীতিতে অস্ত্রযুদ্ধকারী কর্ণ তীব্র বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। যদিও সেই সময় এই সকল বাণের দ্বারা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তথাপি সেখানে কোন প্রাণী নিহত হইয়া পতিত হইল না। ২২

সূতপুত্র কর্ণ যখন অতিদ্রুত বাণসকলের দ্বারা সমস্ত আকাশকে আচ্ছাদিত করিতেছিলেন, সেই সময় ইহা দেখা যাইতেছিল না যে, তিনি কখন নিজ হস্তাঙ্গুলির দ্বারা তূণীরকে স্পর্শ করিতেছিলেন, কখন বাণ বাহির করিতেছিলেন এবং কখন উহা ধনুতে সন্ধান করিতেছিলেন। ২৩

তদনন্তর আমরা দেখিলাম যে, অন্তরিক্ষে সেই রাক্ষসকর্তৃক রচিত ঘোর, দারুণ ও তীব্রতর মায়া উদ্যত হইয়াছে। প্রথমে এই মায়া রক্তবর্ণের মেঘের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পর আরও ভয়ঙ্কর অগ্নিমালার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ২৪

কৌরবরাজ! তাহার পর তাহা হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ উদ্ভূত হইতে লাগিল সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র দুন্দুভি বাদ্যের ধ্বনির ন্যায় অতিভয় ভয়ঙ্কর ধ্বনিত হইতে লাগিল। ২৫

অনন্তর উহা হইতে রক্তবর্ণ বাণসমূহ পতিত হইতে লাগিল। শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, মুষলাদি অস্ত্রসকল এবং পরশু, তৈলধৌত খড়্গ, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ধারবিশিষ্ট তোমর, পট্টিশ, ভেদযুক্ত পরিঘ, লৌহনির্মিত বিচিত্র গদা, তীক্ষ্ণধার শূল, স্বর্ণপট্টযুক্ত ভারী গদা এবং শতঘ্নীসমূহও চারিদিকে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ২৬-২৭

যেখানে সেখানে সহস্র সহস্র বিশাল শিলাসকল পতিত হইতে লাগিল, বিদ্যুৎসহ বজ্রপাত হইতেছিল এবং অগ্নিজ্বালা প্রজ্বালিত বহু চক্র ও শত শত তীক্ষ্ণধার ক্ষুরসমূহ আবির্ভূত হইতে লাগিল। ২৮

শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, প্রাস, গদা, বজ্র, বিদ্যুৎ ও মুদ্গরসমূহ

শরাহতানাং পততাং হয়ানাং
রথাহতানাঞ্চ তথা গজানাম্।
শিলাহতানাঞ্চ মহারথানাং
মহান্ নিনাদঃ পততাং বভূব ॥ ৩০
সুতীক্ষ্ণনানাবিধশস্ত্রপাতৈ-
র্ঘটোৎকচেনাভিহতং সমন্তাৎ।
দৌর্যোধনং বৈ বলমার্তরূপ-
মাবর্তমানং দদৃশে ভ্রমদ্ভি ॥ ৩১
হাহাকৃতং সম্পরিবর্তমানং
সংলীয়মানঞ্চ বিচক্রুপম্।
তে বার্ষ্ণেয়াবাং পুরুষপ্রবীরাঃ
পরাঙ্মুখা নৈ বভূবুস্তদানীম্ ॥ ৩২
তাং রাক্ষসীং ভীমকর্মণাং তু
বৃষ্টিং মহাশস্ত্রময়ীং পতন্তীম্
দৃষ্ট্বা বলৌঘাংশ্চ নিপাত্যমানান্
মহদ্ ভয়ং তত্র সুতান্ বিবেশ ॥ ৩৩
শিবাশ্চ বৈশ্বানরদীপ্তবক্ত্রাঃ
সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ শতশো নদন্ত্যঃ

রক্তোপমান্ নয়তশ্চাপি বীক্ষ্য
নরেন্দ্র যোধা ব্যথিতা বভূবুঃ ॥ ৩৪
তে দীপ্তজিহ্বানলতীক্ষ্ণদংষ্ট্রা
বিভীষণাঃ শৈলনিকাশকায়াঃ।
নভোগতাঃ শক্তিবিষক্তহস্তা
মেঘা যথাম্বুকলিব বৃষ্টিমুগ্রাম্ ॥ ৩৫
তৈরাহতাস্তে শরশক্তিশূলৈ-
র্গদাভিরুগ্রৈঃ পরিঘৈশ্চ তীক্ষ্ণৈঃ।
বজ্রৈঃ পিনাকৈরশনিপ্রকাশৈঃ
শতঘ্নিচক্রৈর্ম্থিতাশ্চ পেতুঃ ॥ ৩৬
শূলা ভুশুণ্ডীঃশ্চ শতঘ্নীঃ শতঘ্নাঃ
তূণাংশ্চ কার্ষ্ণায়সপট্টবদ্ধাঃ।
তেষাং বিকীর্ণং তব পুত্রসৈন্য-
মতীব রৌদ্রং কদনং প্রচক্রে ॥ ৩৭
বিকীর্য্যমাণা বিচতৈকমাল্যৈঃ
সমন্ততঃ শিক্ষিতে তত্র শূরাঃ।
ছিন্না হয়াঃ কুঞ্জরাশ্চাপি তত্র
সচূর্ণিতাশ্চৈব রথাঃ শিলাভিঃ ॥ ৩৮

পতিত হইয়া সেই আদাপূর্ণ বিপক্ষে ধারণ করিল। কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা নষ্ট করিতে পারিলেন না ॥ ২৯

বাণসমূহে আহত হইয়া পতিত অশ্বগণ, বজ্রের দ্বারা আহত হইয়া ধরাশায়ী হস্তিগণ এবং শিলাপতনের প্রহারে পতিত মহারথী বীর যোদ্ধাগণের অতিশয় আর্তনাদ তখন শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩০

ঘটোৎকচের দ্বারা নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে হতাহত হইয়া দুর্যোধনের সৈন্যগণ আর্ত হইয়া চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং রণবিমুখ হইতেছে—ইহা দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩১

সাধারণ সৈন্যগণ বিষাদের মূর্তি ধারণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে চারিদিকে পলাইয়া গিয়া লুকাইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, তাঁহারা আর্যপুরুষের যশে স্থিত হইয়া সেই সময়েও যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥৩২

রাক্ষসকর্তৃক মহাস্ত্রসকলের সেই অত্যন্ত ঘোর এবং ভয়ানক বর্ষণ ও নিজের সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৩৩

হে নরেন্দ্র! আহতপ্রায় প্রজ্বলিত জিহ্বা ও ভয়ঙ্কর শব্দকারী শত শত শিবাগণকে চীৎকার করিতে এবং রাক্ষস-সকলকে গর্জন করিতে দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা ব্যথিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৪

পর্বতচূড়া বিশালশরীরধারী এবং প্রজ্বলিত জিহ্বা হইতে অগ্নিবর্ষণকারী তীক্ষ্ণ-দন্তযুক্ত ভয়ানক রাক্ষসগণ হস্তে শক্তি গ্রহণ করত আকাশে উপস্থিত হইয়া মেঘের ন্যায় কৌরবদলের উপর অস্ত্রসমূহের উগ্র বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল ॥ ৩৫

সেই নিশাচরগণকর্তৃক বর্ষিত বাণ, শক্তি, শূল, গদা, উগ্র প্রজ্বলিত পরিঘ, বজ্র, পিনাক, বিদ্যুৎ, শতঘ্নী এবং চক্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে মথিত হইয়া কৌরব-যোদ্ধারা ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ৩৬

রাজন্! সেই রাক্ষসগণ আপনার পুত্র দুর্যোধনের সৈন্যের উপর অবিরত ধারায় শূল, ভুশুণ্ডী, প্রস্তরনির্মিত গোলা, শতঘ্নী ও লৌহপট্টে আবৃত তূণসমূহ অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া চলিল। ইহাতে আপনার যোদ্ধাদের উপর ভয়ঙ্কর ঘোর উপদ্রব হইল ॥ ৩৭

সেই সময় প্রস্তরসমূহের আঘাতে আপনার বীর যোদ্ধাদের মস্তকসকল বিধ্বস্ত হইয়া যাইল, অঙ্গসমূহ ভাঙ্গিয়া যাইল, ইহাদের

এবং মহচ্ছস্ত্রবর্ষং সৃজন্ত-
স্তে যাতুধানা ভুবি ঘোররূপাঃ।
মায়াস্রষ্টাস্তত্র ঘটোৎকচেন
নামুঞ্চন্ বৈ যাচমানং ন ভীতম্ ॥ ৩৯
তস্মিন্ ঘোরে কুরুবীরাবমর্দে
কালোৎসৃষ্টে ক্ষত্রিয়াণামভাবে।
তে বৈ তত্রাঃ সহসা ব্যদ্রবন্ত
প্রাক্রোশন্তঃ কৌরবাঃ সর্ব এব ॥ ৪০
ফলায়ন্তং কুরবো নৈতদত্তি
সেন্দ্রা দেবা ন্নতি নঃ পাণ্ডবার্থে।
তথা তেষাং মজ্জতাং ভারতানাং
তস্মিন্ দ্বীপঃ সূতপুত্রো বভূব ॥ ৪১
তস্মিন্ সংক্রন্দে তুমুলে বর্তমানে
সৈন্যে তস্মে লীয়মানে কুতশ্চিৎ।
অনীকানাং প্রবিভাগেষ্বকাশে
নাস্ত্রায়ন্ত কুরবো নেতরে চ ॥ ৪২

নির্মর্যাদে বিদ্রবে ঘোররূপে
সর্বা দিশঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্ম যুদ্ধাঃ।
তাং শস্ত্রবৃষ্টিমুরসা গাহমানং
কর্ণং তত্র রাজন্নপশ্যন্ ॥ ৪৩
ততো বাণৈরাবৃণোদন্তরিক্ষং
দিব্যাং মায়াং ঘোষবন্ রাক্ষসস্ত।
দ্বৈধান্ কুর্বন্ দুষ্করং চাপ্যকর্ম
নৈবাযুঙ্ক সংযুগে সূতপুত্রঃ ॥ ৪৪
ততো ভীতাঃ সমুদৈক্ষন্ত কর্ণং
রাজন্ সর্বে সৈন্ধবা বাহ্লিকাশ্চ।
অদশ্যোঽয়ং পূজয়ন্তোঽস্ত্র সর্বে
সম্পশ্যন্তো বিজয়ং রাক্ষসস্ত ॥ ৪৫
তেনোৎসৃষ্টা চক্রমুক্তা গদাথো
সমং সর্বাংশ্চতুরোঽদান্ জঘান।
তে ভ্রাম্যন্তিঃ গাত্রচীর্যৈঃ পতদ্ভি-
র্মহাসর্পা নৈঋতাস্তাংস্তিরস্যন্ ॥ ৪৬

চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল এবং এরূপ অবস্থায় তাহারা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন অবশিষ্ট যত যত যোদ্ধা ছিল, তাহারা ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রবলরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল ॥ ৩৮

এইরূপ ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের বর্ষণ করিতে করিতে সেই নিশাচরগণ এই ভূতলে ভয়ঙ্করূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল। ঘটোৎকচের মায়ায় ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা ভীত এবং প্রাণের ভিক্ষা করিলেও কাহাকেও পরিত্যাগ করে না ॥ ৩৯

কৌরব-বীরগণের সংহারকারী এই ঘোরতর সংগ্রাম যেন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিবার জন্যই সাক্ষাৎ কালকর্তৃক উপস্থিত হইয়াছে। এই রণাঙ্গনে বিদ্যমান সকল কৌরব-যোদ্ধারা হতোৎসাহ ও নিতান্তিভূতরূপে চীৎকার করিতে করিতে সহসা পলাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৪০

কৌরবগণ! পলায়ন কর, পলায়ন কর; এখন কোনরূপেই কোনও সৈন্য জীবিত থাকিতে পারিবে না। পাণ্ডবগণের জন্য ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাবৃন্দ আসিয়া আমাদিগকে বধ করিতেছেন। এইরূপে সেই সমর-সাগরে নিমজ্জিত কৌরব-যোদ্ধাদের পক্ষে সূতপুত্র কর্ণ দ্বীপের ন্যায় আশ্রয়দাতা হইলেন ॥ ৪১

সেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সমস্ত কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করিতে লুকাইয়া পড়িল এবং সৈন্যদের বিভাগ লুপ্ত হইয়া গেল, সেই সময় কাহারা কৌরব ছিল অথবা কাহারা পাণ্ডব ছিল, ইহা বুঝাই যাইতেছিল না ॥ ৪২

সেই মর্যাদাশূন্য ও ভয়ের যুদ্ধে যখন সকল যোদ্ধারা পলায়ন করিল, সেই সময় সমস্ত দিক্ সূতপুত্র দেখা যাইতে লাগিল। রাজন্! সেখানে এই যোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র কর্ণই সেই অস্ত্রবর্ষণকে বক্ষে ধারণ করিতেছেন—তাহা দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ৪৩

তখনকার রাক্ষসের দিব্যমায়ার সহিত যুদ্ধকারী বজ্রশীল সূতপুত্র কর্ণ আকাশকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধে তিনি শ্রেষ্ঠ বিরোচিত দুষ্কর কর্ম করিতে থাকিয়াও মোহের বশীভূত হন্ নাই ॥ ৪৪

রাজন্! তখন সিন্ধু ও বাহ্লীকদেশের যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে রাক্ষস ঘটোৎকচের অদ্ভুত অবলোকন করিয়া ও কর্ণকে মোহিত না দেখিয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার দিকে ভীতচিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ॥ ৪৫

এই সময় ঘটোৎকচ একটি গদা নিক্ষেপ করিল, যাহাতে বহু চক্র সংযোজিত ছিল। এই গদা কর্ণের চারিটি অশ্বকে একসঙ্গে বিনাশ করিল। এই অশ্বগণ তখন প্রাণশূন্য হইয়া

ততো হতাশ্বাদবরুহ্য যানা-
দস্ত্রবর্ষাঃ কুরুষু প্রাস্রবংস্তু।
দিব্যে চাস্ত্রে মায়য়া বর্ত্তমানে
নৈবামুহ্যচ্ছিন্তয়ন্ প্রাপ্তকালম্ ॥ ৪৭
ততোঽব্রুবন্ কুরবঃ সর্ব এব
কর্ণং দৃষ্ট্বা ঘোররূপাং মায়াম্।
শক্ত্যা রক্ষো জহি কর্ণাশু তূর্ণং
নস্তস্তোতে কুরবো বার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৪৮
করিষ্যতঃ কিং নো ভীম-পার্থৌ
তপস্তপেনং জহি পাপং নিশীথে।
যো নঃ সংগ্রামাদ্ ঘোররূপাদ্ বিমুঞ্চেৎ
স নঃ পার্থান্ সবলান্ যোধয়েত ॥ ৪৯
তস্মাদেনং রাক্ষসং ঘোররূপং
শক্ত্যা জহি ত্বং দত্তয়া বাসবেন।
মা কৌরবাঃ সর্ব এবেন্দ্রকল্পা
রাত্রিযুদ্ধে কর্ণ নেতুঃ সহৈনাঃ ॥ ৫০

স বধ্যমানো রক্ষসা বৈ নিশীথে
দৃষ্ট্বা রাজংস্ত্রাসমানং বলঞ্চ।
মহচ্ছ্রুত্বা নিনদং কৌরবাণাং
মতিং চক্রে শক্তিমোক্ষায় কর্ণঃ ॥ ৫১
স বৈ ক্রুদ্ধঃ সিংহ ইবাত্তমন্যুঃ
নামৃষ্যৎ প্রতিঘাতং রণেঽন্যৈঃ।
শক্তিং শ্রেষ্ঠাং বৈজয়ন্তীমসহ্যাং
সমাদদে তস্য বধং চিকীর্ষন্ ॥ ৫২
যাং সো রাজন্নিত্যদা বরপূর্বান্
বধায়াজৌ সংকৃতা ফাল্গুনস্য।
যাং বৈ প্রাদাৎ সূতপুত্রায় শক্রঃ
শক্তিং শ্রেষ্ঠাং কুণ্ডলাভ্যাং নিমায় ॥ ৫৩
তাং বৈ শক্তিং লেলিহানাং প্রদীপ্তাং
পাশেষু কামন্তকস্যেব বিদ্ধাম্।
নৃত্যোঃ স্বসারং জ্বলিতামিবোল্কাং
বৈকর্তনঃ প্রাহিণোদ্ রাক্ষসায় ॥ ৫৪

ধরাতলে পতিত হইল। ইহাদের বস্ত্র, কেশ ও জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৪৬

তখন কর্ণ সেই অশ্বহীন রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া একাগ্রচিত্তে কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা পলায়ন করিতেছিল। তাঁহার দিব্যাস্ত্রসকলও ঘটোৎকচের মায়ায় নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। এতাদৃশ সময়েও তিনি সময়োচিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে মোহগ্রস্ত হন্ নাই ॥ ৪৭

তাহার পর রাক্ষসের সেই ভয়ঙ্কর মায়াকে দেখিয়া সকল কৌরব-যোদ্ধারা তখন কর্ণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন,—কর্ণ! তুমি এখন ইন্দ্র-প্রদত্ত শক্তির দ্বারা এই রাক্ষসকে বধ কর; তাহা না হইলে এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও কৌরব-যোদ্ধারা সকলেই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে ॥ ৪৮

ভীমসেন ও অর্জুন আমাদের কি করিবে? অতএব তুমি সমস্ত সন্তাপদাতাকারী এই পাপী রাক্ষসকে সংহার কর। আমাদের মধ্যে যাহারা এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে মুক্তি পাইবে, তাহারাই অন্যান্য সৈন্যদের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে ॥ ৪৯

সেই কারণে তুমি ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত শক্তির দ্বারা এই ভয়ঙ্করস্বরূপধারী রাক্ষসকে বিনাশ কর। কর্ণ! এরূপ যেন না হয় যে, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা এই রাত্রিযুদ্ধে নিজ নিজ সৈন্যসহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৫০

রাজন্! নিশীথ রাত্রিতে রাক্ষসের প্রহারে আহত কর্ণ স্বীয় সৈন্যদিগকে ভয়ভীত দেখিয়া এবং কৌরবগণের তীব্র আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর শক্তি-প্রয়োগ করিবার বিষয়ই স্থির করিলেন ॥ ৫১

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় অত্যন্ত অমর্ষশীল কর্ণ রণাঙ্গনে ঘটোৎকচের দ্বারা নিজের অস্ত্রসকলের প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকে বধ করিবার ইচ্ছায় শ্রেষ্ঠ ও অসহ্য বৈজয়ন্তীনাম্নী শক্তিকে হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫২

রাজন্! যে অস্ত্রের দ্বারা তিনি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করিবার জন্য বহু বর্ষকাল ধরিয়া যত্নের সহিত সংকারপূর্বক রক্ষা করিতেছিলেন, যে শ্রেষ্ঠ শক্তিকে ইন্দ্র সূতপুত্র কর্ণের হাতে দুইটি কুণ্ডলের পরিবর্ত্তে প্রদান করিয়াছিলেন, যে শক্তি শত্রুকে লেহনকারী যমরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত বলিয়া মনে হইয়া থাকে, যে শক্তি মৃত্যুর সহোদরা ভগিনীর তুল্য ছিল এবং যে শক্তি প্রজ্বলিতা উল্কার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে, পাশসমূহে যুক্তা, প্রজ্বলিতা ও দিব্যা সেই শক্তিকে সূর্য্যপুত্র কর্ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩-৫৪

তামুদ্যম্য পরাভাবাদ্ভীমঃ
দৃষ্ট্বা শক্তিং রাক্ষসাস্ত্রাং জ্বলন্তীম্ ।
ভীতং রক্ষো বিপ্রমুমোচ রাজন্
কৃত্বাত্মানং বিন্ধ্যকূটপ্রমাণম্ ॥ ৫৫
দৃষ্ট্বা শক্তিং কর্ণবাহুপ্রসৃষ্টাং
নেদুর্ভূতাস্তুরিক্ষে নরেন্দ্র ।
ববুর্বাতাস্তুমূলাশ্চাপি রাজন্
সনির্ঘাতা চাশনির্নিঃ জগাম ॥ ৫৬
সা তাং মায়াং তস্য কৃত্বা জ্বলন্তী
ভিত্ত্বা পাতং হৃদয়ং রাক্ষসস্য ।
ঊর্ধ্বং যযৌ দীপ্যমানা বিভাসা
নক্ষত্রাণামপ্রবাণ্যাবিবেশ ॥ ৫৭
স নিচ্ছিন্নো বিবিধৈরস্ত্রপূগৈ
র্দিব্যৈর্ঘোরৈরাত্মবধে রাক্ষসেন্দ্র ।
নদন্ নাদান বিবিধান ভৈরবাংশ্চ
প্রাণানিষ্টাংস্ত্যক্ত্বতু শক্রশক্ত্যা ॥ ৫৮
ইদং চাশ্চর্যং ভীমসেনাত্মজেন
চক্রে রাজন্ রাক্ষসো ঘোরকর্মা ।
তস্মিন্ কালে শক্তিনির্ভিন্নমর্মা
বভৌ রাজন্ শৈলমেঘপ্রকাশঃ ॥ ৫৯
ততোঽন্তরিক্ষাদপতদ্ গতাসুঃ
স রাক্ষসেন্দ্রো ভুবি ভিন্নদেহঃ ।
অবাক্শিরাঃ শুষ্কগাত্রো বিজিহ্বো
ঘটোৎকচো মহদাস্যং বিকৃত্য ॥ ৬০
স তদ্ রূপং ভৈরবং ভীমকর্মা
ভীমং কৃত্বা ভৈমসেনিঃ পপাত ।
হতোঽপোসৌ তব সৈন্যৈকদেশ-
মপোথদ্য স্বেন দেহেন রাজন্ ॥ ৬১
পতদ্ রক্ষঃ স্বেন কায়েন তূর্ণ-
মহিপ্রমাণেন বিবর্ধতা চ ।
প্রিয়ং কুর্বন্ পাণ্ডবানাং গতাসু-
রক্ষৌহিণীং তব তূর্ণং জঘান ॥ ৬২
ততো মিশ্রাঃ প্রাণদন্ সিংহনাদৈ-
র্ভেরীঃ শঙ্খাঃ পুষ্করাণ্যানকাংশ্চ ।
দৃষ্ট্বা মায়াং নিহতং রাক্ষসঞ্চ
হৃষ্টা যোধাঃ প্রাণদন্ কৌরবেয়াঃ ॥ ৬৩

রাজন্! অগ্নির শরীরকে বিদীর্ণকারী, ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত সেই শক্তিকে কর্ণের হস্তে দর্শন করিয়া ভীত রাক্ষস ঘটোৎকচ নীচ দেহকে বিন্ধ্যপর্বতের ন্যায় বিশালাকারে পরিণত করিল ॥ ৫৫

নরেন্দ্র! কর্ণের হস্তে সেই শক্তিকে ছিন্ন দেখিয়া আকাশের প্রাণীরা ভয়ে কোলাহল করিতে লাগিল। রাজন্! সেই সময় ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ঘর্ঘর শব্দে ভূতলে বজ্রপাত হইতে থাকিল ॥ ৫৬

সেই প্রজ্বলিত শক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের সেই মায়াকে ভস্মীভূত করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করত উহা ভেদপূর্বক রাত্রিকালে প্রকাশিত হইতে হইতে উপরের দিকে চলিয়া যাইল এবং নক্ষত্রমণ্ডলে যাইয়া বিলীন হইল ॥ ৫৭

ঘটোৎকচের শরীর পূর্বেই ছিন্ন, ভিন্ন, দগ্ধ ও রাক্ষস-সম্বন্ধী নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে বিবিধপ্রকারে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে করিতে ইন্দ্রশক্তির প্রভাবে নিজ প্রিয় প্রাণ হইতে বঞ্চিত হইল ॥ ৫৮

রাজন্! মরণের সময়েও সে শত্রুসৈন্যকে সংহার করিবার জন্য এই অন্য একটি বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক কার্য করিল। ঘটিত শক্তির প্রহারে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সে নিজের দেহকে বর্ধিত করিয়া বিশাল পর্বত ও মেঘমালার ন্যায় ধারণ করিল ॥ ৫৯

এইরূপ বিশালরূপ ধারণ করিয়া বিদীর্ণদেহ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ নীচের দিকে মস্তক করিয়া শাপগ্রস্ত অবস্থায় আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল। সেই সময় তাহার অঙ্গসকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল এবং জিহ্বা বাহির হইয়া আসিয়াছিল ॥ ৬০

মহারাজ! ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ নিজের সেই ভীষণরূপ ধারণ করত নীচেতে পতিত হইয়াছিল। এইভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াও নিজের শরীরের দ্বারা আপনার সৈন্যদের একভাগকে মর্দিত করিয়া ফেলিল ॥ ৬১

পাণ্ডবগণের প্রিয়কারী এই রাক্ষস প্রাণমুক্ত হইয়া যাইলেও নিজের শরীর বর্ধিত করিয়া বিশাল দেহের দ্বারা পতিত হইয়া আপনার এক অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনীকে অতিক্রান্ত বধ করিল ॥ ৬২

এই ভাবে ঘটোৎকচের মৃত্যুতে ভেরী, শঙ্খ, নাগাড়া ও

ততঃ কর্ণঃ কুরুভিঃ পূজ্যমানো
যথা শক্রো বৃত্রবধে মরুদ্ভিঃ।
অধারূঢ়স্তব পুত্রস্য যানং
হৃষ্টস্তদানীং প্রাবিশৎ তৎ বলৌঘম্ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচ-বধপর্ব্বণি রাত্রিযুদ্ধে ঘটোৎকচ-বধে একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯

আনন্দিত বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল। ভীমসেন ও রাক্ষস ঘটোৎকচকে নিহত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট কৌরব-সৈন্যগণ ভীষণরবে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

তাহার পর যেরূপ বৃত্রাসুর বধ হইলে পর সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌরবগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে কর্ণ আপনার পুত্র দুর্যোধনের রথে আরোহণ করত অতিশয় হর্ষের সহিত আপনার সেই সৈন্যবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬৪

শ্রীবন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধপর্ব্বে ঘটোৎকচের-বধবিষয়ক একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঘটোৎকচস্য নাশেন পাণ্ডবানাং শোকঃ, শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দঃ, তস্য কারণবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হৈড়িম্বিং নিহতং দৃষ্ট্বা বিশীর্ণমিব পর্বতম্
বভূবুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে শোকব্যাপ্তেক্ষণাঃ ॥ ১
বাসুদেবস্তু হর্ষেণ মহতাভিপরিপ্লুতঃ
ননাদ সিংহনাদং বৈ পরাবিজ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২
স বিনদ্য মহানাদমভীক্ষ্ণং চ বিজয়ঃ ৮
ননর্ত হর্ষসংমোহাদ্ বাহূৎক্ষিপ্য ইব দ্রুমঃ ॥ ৩
ততঃ পরিষ্বজ্য পুনঃ পার্থমাস্ফোট্য চাসকৃৎ।
রথোপস্থগতো ধীমান্ পাণ্ডবঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৪

প্রহৃষ্টমনসং জ্ঞাত্বা বাসুদেবং মহাবলঃ।
অর্জুনোঽপাব্রবীদ্ রাজন্নতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৫
অতিহর্ষোঽয়মস্থানে তবাদ্য মধুসূদন।
শোকস্থানে তু সম্প্রাপ্তে হৈড়িম্বস্য বধেন হ ॥ ৬
বিমুখানীহ সৈন্যানি হতং দৃষ্ট্বা ঘটোৎকচম্।
বয়ঞ্চ ভৃশমুদ্বিগ্না হৈড়িম্বেন নিপাতনাৎ ॥ ৭
নৈতৎকারণমল্পং হি ভবিষ্যতি জনার্দন।
তদদ্য শংস মে পৃষ্টঃ সত্যাং সত্যবতাং বর ॥ ৮

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচের বিনাশে পাণ্ডবগণের শোক, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ এবং তাহার কারণ বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ পর্বত বিশীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচকে নিহত দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণের নেত্র অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১

কিন্তু বাসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২

তিনি ভীষণরবে গর্জন করিতে করিতে অশ্বগণের রশ্মি সংযত করিয়া বায়ুকম্পিত বৃক্ষের ন্যায় ঘনঘন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩

তাহার পর পুনরায় অর্জুনকে আলিঙ্গন করত বারংবার তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া রথোপস্থে আসনে উপবেশন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনে অধিক আনন্দের সঞ্চার জানিয়া মহাবল অর্জুন কিছু যেন অপ্রসন্ন হইয়াই এই কথা বলিলেন ॥ ৫

মধুসূদন! হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচ নিহত হওয়ায় আমাদের এই শোকের সময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আপনি এতাদৃশ বিষয়স্থানে কেন অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন? ৬

ঘটোৎকচকে নিহত হইতে দেখিয়া আমাদের সৈন্যগণ প্রবিদ্রুত হইয়া পলায়ন করিতেছে। হিড়িম্বাকুমার দ্বারাপাতী হওয়ায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৭

জনার্দন! কিন্তু এখন আপনার এরূপ অধিক আনন্দ নিশ্চয়ই কোন ক্ষুদ্র কারণে হয় নাই; এই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে সত্যাশ্রয়িদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে উহার যথার্থ কারণ বর্ণনা করুন ॥ ৮

যদ্যেতন্ন রহস্যং তে বক্তুমর্হস্যরিন্দম।
বৈধ্যস্য বৈকৃতং ব্রূহি ত্বমদ্য মধুসূদন ॥ ৯

সমুদ্রস্যেব সংশোষং মেরোরিব বিসর্পণম্।
তথৈতদদ্ভুতং মন্যেঽহং তস্য কর্ম জনার্দন ॥ ১০

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

অভিহর্ষমিমং প্রাপ্তং শৃণু মে ত্বং ধনঞ্জয়।
অতীব মনসঃ সদ্যঃ প্রসাদকরমুত্তমম্ ॥ ১১

শক্তিং ঘটোৎকচেনেমাং ব্যাসেরিষা মহাত্মভে।
কর্ণং নিহতমেবাজৌ বিদ্ধি সদ্যো ধনঞ্জয় ॥ ১২

শক্তিহস্তং পুনঃ কর্ণং কো লোকেঽস্তি পুমানিহ।
য এনমভিতস্তিষ্ঠেৎ কার্তিকেয়মিবাহবে ॥ ১৩

দিব্যাপনীতকবচো দিব্যাপহৃতকুণ্ডলঃ।
দিব্যা সা ব্যাসিতা শক্তিরমোঘাস্ত্র ঘটোৎকচে ॥ ১৪

যদি হি স্যাৎ সকবচস্তথৈব স্যাৎ সকুণ্ডলঃ।
সামরানপি লোকাংস্ত্রীনেকঃ কর্ণো জয়েদ্ রণে ॥ ১৫

বাসবো বা কুবেরো বা বরুণো বা জলেশ্বরঃ।
যমো বা নোৎসহেৎ কর্ণং রণে প্রতিসমাসিতুম্ ॥ ১৬

গাণ্ডীবমুদ্যম্য ভবাংশ্চক্রং চাহং সুদর্শনম্।
ন শক্তৌ স্বো রণে জেতুং তথাযুক্তং নরর্ষভম্ ॥ ১৭

ষদ্ভিস্তার্থং তু শক্রেণ মায়ামাস্থায় কুণ্ডলে।
বিহীনকবচশ্চায়ং কৃতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১৮

উৎকৃত্য কবচং ষস্মাৎ কুণ্ডলে বিমলে চ তে।
প্রাদাচ্ছক্রায় কর্ণো বৈ তেন বৈকর্তনঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯

আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধো জ্বলিতো মহতেজসা।
তথাপ্যয়ং ভাতি কর্ণো মে শান্তজ্বাল ইবানলঃ ॥ ২০

যদাপ্রভৃতি কর্ণায় শক্তিদত্তা মহাত্মনা।
রামেণেব মহাবাহো দিব্যা সাদৌ ঘটোৎকচে ॥ ২১

শত্রুদমন! যদি কোন গোপনীয় বিষয় না হয়, তবে ইহা অবশ্যই আমাকে বলুন। মধুসূদন! আপনার এই হর্ষপ্রদর্শনে আজ আমার বৈধ্য নষ্ট হইতেছে, অতএব আপনি ইহার কারণ অবশ্য বর্ণনা করিবেন। ৯

জনার্দন! যেরূপ সমুদ্রের শুষ্ক হওয়া এবং মেরুপর্বতের বিচলিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয়, সেইরূপ আজ আমি আপনার হর্ষপ্রকাশরূপ কার্যকে আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে করিতেছি। ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধনঞ্জয়! আজ আমার প্রকৃতই অতিশয় আনন্দের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। আমার মনের তৎকালীন আনন্দের এই উত্তম কারণ এইরূপ ॥ ১১

মহাবেগবান্ ধনঞ্জয়! ইন্দ্রের দ্বারা প্রদত্ত শক্তি অস্ত্র ঘটোৎকচস্কন্ধস্থ কর্ণের হাত হইতে অপসৃত হওয়ায় এখন তুমি যুদ্ধে কর্ণকে শীঘ্রই নিহত হইবে বলিয়া মনে কর ॥ ১২

এই সংসারে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে মুষ্টিবলে বাসবতুল্য শক্তিশালী কর্ণের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে? ১৩

সৌভাগ্যের কথা এই যে, কর্ণের দিব্য কবচ অপনীত হইয়াছে। সৌভাগ্যবলেই তাহার কুণ্ডলদ্বয় অপহৃত হইয়াছে এবং সৌভাগ্যবশতই আজ তাহার অমোঘশক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ১৪

যদি কর্ণ কবচ ও কুণ্ডলে সমৃদ্ধ থাকিত, তবে সে একাকীই বলপূর্বক ত্রিলোককে জয় করিতে সমর্থ হইত ॥ ১৫

সেই অবস্থায় ইন্দ্র, কুবের, বরুণ অথবা যমরাজও রণক্ষেত্রে কর্ণের সম্মুখীন হইতে পারিতেন না ॥ ১৬

যদি তুমি গাণ্ডীব ধনু উদ্যত করিয়া এবং আমি সুদর্শন-চক্রকে ধারণ করিয়া উহাকে আক্রমণ করিতাম, তথাপি আমরা কবচ-কুণ্ডলযুক্ত কর্ণকে জয় করিতে সমর্থ হইতাম না ॥ ১৭

মোহবশে ইন্দ্রের হস্তে ইহা সমর্পণ করিয়া কর্ণের দুইটি কুণ্ডল মায়াবলে অপহরণ করিয়াছেন এবং তাহাকে কবচ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮

কর্ণ কবচ ও সেই নির্মল কুণ্ডলদ্বয়কে স্বয়ংই নিজ দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিল; সেইজন্য ইহার নাম হয় বৈকর্তন ॥ ১৯

যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্পকে মন্ত্রের তেজে শান্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করা হয়, সেইরূপই শক্তি-অস্ত্রহীন কর্ণকে আমি মনে করিয়া থাকি ॥ ২০

মহাবাহো! যে সময় হইতে মহাত্মা ইন্দ্র কর্ণকে তাহার দিব্য কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের পরিবর্তে ঘোর শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যেরূপ সে ঘটোৎকচের উপর ঐ শক্তিকে প্রয়োগ করিয়াছে, সেইরূপ এই শক্তিকে লাভ করিয়া অবধি

কুণ্ডলাভ্যাং নিসর্গাৎ দিব্যেন কবচেন চ।
তাং প্রাপ্যামন্যত বৃষঃ সততং যাং হতং রণে ॥ ২২
এবংগতোঽপি শক্যোঽয়ং হন্তুং নাক্তেন কেনচিৎ।
ঋতে ত্বাং পুরুষব্যাঘ্র শপে সত্যেন চানঘ ॥ ২৩
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ তপস্বী নিয়তব্রতঃ।
রিপুষ্বপি দয়াবাংশ্চ তস্মাৎ কর্ণো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪
যুদ্ধশৌণ্ডো মহাবাহুর্নিত্যোদ্যতশরাসনঃ।
কেসরীব বনে নর্দন্ মাতঙ্গ ইব যূথপান্ ॥ ২৫
বিমথান্ রথসার্দূলান্ কুরুতে রণমূর্দ্ধনি।
মথ্নন্ গজ ইবারিভ্যো যে ন শক্তো নিরীক্ষিতুম্ ॥ ২৬
ঘটীয়ৈঃ পুরুষব্যাঘ্র যোধমুখ্যৈরহার্ত্তিঃ।
শরজালসহস্রান্তঃ শরদীব দিবাকরঃ ॥ ২৭
তপান্তে জলদো যদ্বচ্ছরধারাঃ ক্ষরন্ মুহুঃ
দিব্যাস্ত্রজলদঃ কর্ণঃ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ২৮

ত্রিদশৈরপি চাক্রন্দিঃ শরবর্ষং সমন্ততঃ।
অশক্যস্তুদয়ং জেতুং প্রসহ্যর্ম্মাংসশোণিতম্ ॥ ২৯
কবচেন বিহীনস্ত কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ পাণ্ডব।
সোঽদ্য মানুষবদ্যাং প্রাপ্তো বিমুক্তঃ শক্রশক্তয়া ॥ ৩০
একো হি সোমোঽত্ত ভবেদ্ বরায়
দ্বিত্রে ক্ষেমং যত্প্রমন্তঃ প্রমত্তম্।
কৃচ্ছ্রে প্রাপ্তে রথচক্রে বিমগ্নে
হন্তাঃ পূর্বং ত্বাং তু সংজ্ঞাং বিচার্য্য ॥ ৩১
ন ত্বাদ্যাস্ত্রং বৃষি হন্তাদজয্য-
মপ্যেকবীরো বলভিৎ সবজ্রঃ।
জরাসন্ধশ্চেদিরাজো মহাত্মা
মহাবাহুশ্চৈকলব্যো নিষাদঃ ॥ ৩২
একৈকশো নিহতাঃ সর্ব এতে
যোগৈস্তৈস্তৈরুদ্ধিতার্থং ময়ৈব।

যথাত্মা কর্ণ সকল তোমাকে বলপূর্বক নিহত করিবার মনে করিতেছিল ॥ ২১-২২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ এরূপ অবস্থাতে পতিত হইয়াও কর্ণ তুমি ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধার দ্বারা নিহত হইবে না। অনঘ! ইহা আমি তোমাকে সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি ॥ ২৩

কর্ণ ব্রাহ্মণ ভক্ত, সত্যবাদী, তপস্বী, নিয়ম ও ব্রতপালক এবং শত্রুদিগকেও দয়া করিয়া থাকে। সেইজন্যই উহাকে বৃষ (ধর্মাত্মা) বলা হইয়াছে ॥ ২৪

মহাবাহু কর্ণ যুদ্ধে নিপুণ। তাহার বল সদা উদ্যোগিত থাকে। বনে বিচরণকারী সিংহের ন্যায় সে সদলবলে গর্জন করিয়া থাকে। যেরূপ কোন মদমত্ত হস্তী অপর এক যূথপতি গজরাজকে মহাবীর্য করিয়া দেয়, সেইরূপ কর্ণ যুদ্ধের সম্মুখভাগে সিংহবিক্রম পরাক্রমশালী মহারথী বীরগণকেও বলহীন করিয়া থাকে।

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার ন্যায় মহাত্মা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারাও দিবসের তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায় কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ শরৎকালে নির্মল আকাশে সূর্য্যদেব নিজ সহস্র সহস্র কিরণাবলি বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কর্ণ যুদ্ধে বীর বাণজাল বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ২৫-২৭

যেরূপ গ্রীষ্মকালে বর্ষণশীল মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দিব্যাস্ত্রবর্ষী জলপ্রদানকারী কর্ণরূপী মেঘ বারংবার শরধারা বর্ষণ করে ॥ ২৮

চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিয়া শত্রুদিগের শরীর হইতে রক্ত ও মাংসপ্রদানকারী দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারে না ॥ ২৯

পাণ্ডুনন্দন! কর্ণ কবচ ও কুণ্ডলহীন হইয়া এবং ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি-অস্ত্র হইতে রহিত হইয়া এখন একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় হইয়া গিয়াছে ॥ ৩০

তথাপি উহার বধের একটি মাত্র উপায় আছে। কোন ছিদ্র পাইলে যখন সে অসাবধান হইয়া থাকিবে, তোমার সহিত যুদ্ধ চলিবার সময় যখন কর্ণের রথের চক্র (শাপবশতঃ) ধরাতলে প্রবিষ্ট হইবে এবং সে সঙ্কটে পতিত হইবে, সেই সময়েই তুমি পূর্ণ সাবধানতার সহিত আমার সঙ্কেত বিবেচনাপূর্বক উহাকে পূর্বেই বধ করিবে ॥ ৩১

অথবা সে যখন যুদ্ধের জন্য অস্ত্র উদ্যোলিত করিবে, সেই সময় এই জগতের বীর কর্ণকে ত্রিলোকের একমাত্র বীর মহাবীর ইন্দ্রও নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না। মগধরাজ জরাসন্ধ, মহাত্মা চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদরাজপুত্র মহাবাহু বীর একলব্য —ইহাদের সকলকেই আমি তোমার হিতের জন্য নানাবিধ উপায়সমূহে এক এক করিয়া নিহত করিয়াছি ॥ ৩২

তাহার পর চিত্রিত, কিরীটী ও বর্মাদি অস্ত্রে রাক্ষসসংহারক, শত্রুসৈন্যসংহারকারী অশ্বারূঢ় এবং ভয়ঙ্কর কর্মকারী বেগশালী

অথাপরে নিহতা রাক্ষসেন্দ্রা
হিড়িম্ব-কির্মীর-বকপ্রধানাঃ।
অলায়ুধঃ পরচক্রাবমর্দী
ঘটোৎকচশ্চোগ্রকর্মা তরস্বী ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণহর্ষে
অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮০

ঘটোৎকচও তোমার হিতের জন্য (আমার কৌশলের দ্বারা) নিহত হইয়াছে ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে ঘটোৎকচবধে শ্রীকৃষ্ণের হর্ষবিষয়ক অশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে জরাসন্ধপ্রভৃতীনাং বধস্য কারণবর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

কথমস্মদ্ধিতার্থং তে কৈশ্চ যোগৈর্জনার্দন।
জরাসন্ধপ্রভৃতয়ো ঘাতিতাঃ পৃথিবীশ্বরাঃ ॥ ১

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

জরাসন্ধশ্চেদিরাজো নৈষাদিশ্চ মহাবলঃ
যদি স্যুর্ন হতাঃ পূর্বমিদানীং গুপ্তিরক্ষিতাঃ ॥ ২
দুর্যোধনস্তানবক্ষ্যদ্ বৃণুয়াদ্ রথমত্তমান্।
তেঽস্মাসু নিত্যবিদ্বিষ্টাঃ সংশ্রয়েয়ুশ্চ কৌরবান্ ॥ ৩
তে হি বীরা মহেষ্বাসাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢ়যোধিনঃ।
ধার্তরাষ্ট্রীং চমূং কৃৎস্নাং রক্ষেয়ুরমরা ইব ॥ ৪
সূতপুত্রো জরাসন্ধশ্চেদিরাজো নিষাদজঃ।
সুযোধনং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠেয়ুঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৫
যোগৈরপি হতা যৈস্তে তানে শৃণু জনার্দন।
অন্যথা হি বিনা যোগৈর্ন তে শৈবৈরপি ॥ ৬
একৈকো হি পৃথক্ তেষাং সমস্তাং গুপ্তবাহিনীম্।
যোদ্ধৃভিঃ সমরে পার্থ লোকপালাভিরক্ষিতাম্ ॥ ৭
জরাসন্ধো হি কর্মিতো দৌহিত্রেণ প্রসহ্যতঃ।
অস্মদ্ধিতার্থং চিক্ষেপ গদাং বে সহযাতিনীম্ ॥ ৮

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের নিকট জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাদিগকে বধ করিবার কারণ বর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন,—জনার্দন! আপনি আমাদের হিতের জন্য কিরূপে কোন কোন উপায়ে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাদিগকে বধ করাইয়াছেন? ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! জরাসন্ধ শিশুপাল ও মহাবল একলব্য যদি পূর্বেই নিহত না হইত, তবে এখন তাহারা অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। ২

দুর্যোধন এই সব জ্যেষ্ঠ মহারথী বীরগণকে নিজের সহায়তার জন্য প্রার্থনা করিত এবং ইহারাও সর্বদা আমাদের উপর দ্বেষ করায় নিশ্চয়ই কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করিত। ৩

এই সব বীর মহাধনুর্ধর অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিতে পারে। অতএব দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যদিগকে দেবতার ন্যায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। ৪

সূতপুত্র কর্ণ, জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদবংশজ একলব্য—এই চার বীর মিলিত হইয়া যদি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিত, তবে এই পৃথিবীকে অবশ্যই জয় করিয়া লইত ॥ ৫

জনার্দন! ইহারা যে সকল উপায়ে নিহত হইয়াছে, আমি তৎসমুদয় তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। কোন উপায় উদ্ভাবনা না করিলে ত' ইহাদিগকে যুদ্ধে দেবগণও বধ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৬

বৃষ্ণিনন্দন! ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ এরূপ বীর ছিল, যাহারা লোকপালগণকর্তৃক সুরক্ষিত দেব-সৈন্যদের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে পারিত ॥ ৭

পূর্বে কোন এক সময়ের কথা—রোহিণীনন্দন বলরাম যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া জরাসন্ধ আমাদের সকলকে বধ করিবার জন্য নিজের সঙ্গযাতিনী গদা আমাদের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন ॥ ৮

সীমন্তমিব কুর্বাণা নভসঃ পাবকপ্রভা।
অদৃশ্যতাপতন্তী সা শক্রমুক্তা যথাশনিঃ ॥ ৯
তামাপতন্তীং দৃষ্ট্বৈব গদাং রৌহিণিনন্দনঃ।
প্রতিঘাতার্থমন্ত্রং বৈ তূণাকর্ণমবাসৃজৎ ॥ ১০
অস্ত্রবেগপ্রতিহতা সা গদা প্রাপতদ্ ভুবি।
দারয়ন্তী বরাং দেবীং কম্পয়ন্তীব পর্বতান্ ॥ ১১
তত্র সা রাক্ষসী ঘোরা জরানাম্নী সুবিক্রমা।
সন্দধে সা হি সঞ্জাতাং জরাসন্ধমরিন্দমম্ ॥ ১২
মাত্র্যাং জাতৌ হি মাতৃভ্যামর্ধদেহৌ পৃথক্ পৃথক্।
জরয়া সন্ধিতৌ যস্মাজ্জরাসন্ধস্ততোঽভবৎ ॥ ১৩
সা তু ভূমিং গতা পার্থ হতা সমুতবান্ধবা।
গদয়া তেন চাস্ত্রেণ তূণাকর্ণেন রাক্ষসী ॥ ১৪
বিনাভূতঃ স গদয়া জরাসন্ধো মহাসুরে।
নিহতো ভীমসেনেন পশ্যতস্তে নরব্যভ ॥ ১৫

যদি হি স্যাদ্ গদাপাণির্জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্।
সেন্দ্রা দেবা ন তং হন্তুং রণে শক্তা নরোত্তম ॥ ১৬
ঋদ্ধিতার্থঞ্চ নৈর্ঋতিরস্ত্রেণ বিরোজিতঃ।
দ্রোণেনাচার্য্যকং কৃত্বা ছলনা সত্যবিক্রমঃ ॥ ১৭
স তু বদ্ধাঙ্গুলিত্রাণো নৈর্ঋতির্দৃঢ়বিক্রমঃ।
অভিমানী বনচরো বভৌ রাম ইবাপরঃ ॥ ১৮
একলব্যঃ হি সাম্রাজ্যলব্ধা দেব-দানবাঃ।
সরাক্ষসোরগাঃ পার্থ বিজেতুং যুধি কহিচিৎ ॥ ১৯
কিমু মানুষমাত্রেণ শক্যাঃ স্যাৎ প্রতিবীক্ষিতুম্।
দৃঢ়মুষ্টিঃ কৃতী নিত্যমধ্যমানো দিবানিশম্ ॥ ২০
ঋদ্ধিতার্থং তু স ময়া হতঃ সংগ্রামমূর্ধনি।
চেদিরাজশ্চ বিক্রান্তঃ প্রত্যক্ষং নিহতস্তব ॥ ২১
স চাপ্যশক্যঃ সংগ্রামে জেতুং সর্বসুরাসুরৈঃ।
বধার্থং তস্য জাতোঽহমস্যেষাঞ্চ সুরদ্বিষাম্ ॥ ২২

আকাশস্থ চন্দ্রমার সেই গদা চন্দ্রকক্ষে নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় আকাশে সীমন্তরেখা অঙ্কন করিতে করিতে সেখানে পতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ৯

সেখানে পতিত গদাকে উহার প্রতিঘাতের (নিবারণের) জন্য রৌহিণীনন্দন বলরাম তূণাকর্ণ নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ১০

সেই অস্ত্রের বেগ প্রাপ্তিতে হইয়া সেই গদা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে করিতে এবং পর্বতসমূহকে কম্পিত করিতে করিতেই যেন ভূতলে পতিত হইল ॥ ১১

যে স্থানে সেই গদা পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে উত্তম বল-পরাক্রমসম্পন্ন জরানামক ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসী বাস করিত। সেই রাক্ষসী অস্ত্রের পর পরস্পরমন জরাসন্ধের শরীর যুক্ত করিয়া দিয়াছিল ॥ ১২

তাহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ শরীর পৃথক্ পৃথক্ দুই মাতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই জরারাক্ষসী ইহাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছিল, সেইজন্যই ইহার নাম জরাসন্ধ হয় ॥ ১৩

পার্থ! ভূমির অভ্যন্তরে বাসকারিণী সেই রাক্ষসী এই গদা ও তূণাকর্ণ অস্ত্রের দ্বারাতে পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিহত হইয়াছে ॥ ১৪

নরব্যভ! সেই মহাসমরেই জরাসন্ধ গদাহীন হইয়া পতিত-ছিল, এই কারণেই তোমার সাক্ষাতেই ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিল ॥ ১৫

নরশ্রেষ্ঠ! যদি প্রতাপশালী জরাসন্ধের হাতে সেই গদা থাকিত, তবে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণও উহাকে যুদ্ধে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১৬

তোমার হিতের জন্যই দ্রোণাচার্য্য মহাপরাক্রমী একলব্যের আচার্য্যত্ব করিয়া ছলপূর্বক তাহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি ছেদন করাইয়া ছিলেন ॥ ১৭

দৃঢ় পরাক্রমসম্পন্ন ও অত্যন্ত অভিমানী একলব্য যখন হইতে ধনুর্বাণ ধারণ করত বনে বিচরণ করেন, সেই সময় তাহাকে অপর পরশুরামের ন্যায় মনে হইত ॥ ১৮

কুন্তীকুমার! একলব্যের যদি অঙ্গুলি সুরক্ষিত থাকিত, তবে দেবতা, দানব, রাক্ষস ও নাগগণ সকলে মিলিত হইয়াও যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না ॥ ১৯

সুতরাং কোন মনুষ্যমাত্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? তাহার মুষ্টি সুদৃঢ় ছিল। সে অস্ত্রবিদ্যায় বিদ্বান্ এবং সর্বদা দিবারাত্রি সে বাণচালনার অভ্যাস করিত ॥ ২০

তোমার হিতের জন্য আমিই তাহাকে যুদ্ধের সম্মুখভাগে বধ করিয়াছি। পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল ও তোমার সাক্ষাতেই নিহত হইয়াছে ॥ ২১

এই শিশুপালও সংগ্রামে সমস্ত দেবতা ও অসুরগণের দ্বারাও সর্বপ্রকারে অজেয় ছিল। নরশ্রেষ্ঠ! আমি সকল লোকের হিতের জন্য এবং শিশুপাল ও অন্যান্য দেবদ্বেষীদিগকে বধ করিবার জন্য তোমার সহিত এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি ॥

বৎসহায়ো নরব্যাঘ্র লোকানাং হিতকাম্যয়া।
হিড়িম্ব-বক-কির্মীরা ভীমসেনেন পাতিতাঃ ॥ ২৩
রাবণেন সমপ্রাণা ব্রহ্মঘ্নবিনাশনাঃ।
হতস্তথৈব মায়াবী হৈডিম্বেনাপালায়ুষঃ ॥ ২৪
হৈডিম্বশ্চাপ্যুপায়েন শক্ত্যা কর্ণেন ঘাতিতঃ।
যদি হ্যেনং নাহনিষ্যৎ কর্ণঃ শক্ত্যা মহামৃধে ॥ ২৫
ময়া বধ্যোঽভবিষ্যৎ স ভৈমসেনির্ঘটোৎকচঃ।
ময়া ন নিহতঃ পূর্বমেব যুষ্মৎপ্রেপ্সয়া ॥ ২৬
এষ হি ব্রাহ্মণদ্বেষী যজ্ঞদ্বেষী চ রাক্ষসঃ।
ধর্মঘ্নশ্চ লোপ্তা পাপাত্মা তস্মাদেষ নিপাতিতঃ ॥ ২৭
ব্যাদিতা চাপ্যুপায়েন শক্রদত্তা ময়ানঘ।
যে হি ধর্মঘ্ন লোপ্তারো বধ্যাস্তে মম পাণ্ডব ॥ ২৮
ধর্মসংস্থাপনার্থং হি প্রতিজ্ঞৈষা ময়াব্যয়া।
ব্রহ্ম সত্যং দমঃ শৌচং ধর্মো হ্রীঃ শ্রীর্ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ২৯
যত্র তত্র রমে নিত্যমহং সত্যেন তে শপে।
ন বিষাদস্তয়া কার্যঃ কর্ণং বৈকর্তনং প্রতি ॥ ৩০
উপদেক্ষ্যাম্যুপায়ং তে যেন তং প্রসহিষ্যসি।
সুযোধনং চাপি রণে হনিষ্যতি বৃকোদরঃ ॥ ৩১
তস্যাপি চ বধোপায়ং বক্ষ্যামি তব পাণ্ডব।
বধস্তে দুর্মুখস্যৈব শব্দঃ পরচমূং প্রতি ॥ ৩২
বিদ্রবন্তি চ সৈন্যানি ভগ্নানি দিশো দশ।
লক্ষলক্ষ্যা হি কৌরব্যা বিধমন্তি চমূং তব।
হতস্ত্বেষ চ বঃ সৈন্যং দ্রোণঃ প্রহরতাং বর ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে কৃষ্ণবাক্যে রাত্রিযুদ্ধে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

হিড়িম্ব, বক ও কির্মীর—ইহারা রাবণের ন্যায় বলবান্ এবং ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞসমূহকে বিনাশ করিত। ইহাদের তিন জনকেই ভীমসেন বধ করিয়া কৃপাভিত করিয়াছে

মায়াবী অলায়ুধ ঘটোৎকচকর্তৃক নিহত হইয়াছে এবং ঘটোৎকচকেও আমিই উপায় অবলম্বন করিয়া কর্ণের শক্তির দ্বারা বিনাশ করাইয়াছি।

যদি মহাসমরে কর্ণ নিজ শক্তির দ্বারা ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচকে বধ না করিত, তবে একাকী তাহাকে আমাকেই বধ করিতে হইত।

তোমাদের প্রিয় করিবার ইচ্ছা করিয়া আমি পূর্বে ইহাকে বিনাশ করি নাই। এই ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণগণ ও যজ্ঞসমূহের দ্বেষকারী এবং ধর্মলোপকারী পাপাত্মা রাক্ষস ছিল; সেইজন্য ইহাকে কৃপাভিত করাইয়াছি ॥ ২২-২৭

নিষ্পাপ পাণ্ডুনন্দন! এই উপায়েই আমি ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তিকে কর্ণের হাত হইতে পরিত্যাগ করাইয়াছি। যজ্ঞের লোপকারী

সকল প্রাণীর আমার বধ্য ॥ ২৮

যজ্ঞের বিনাশের জন্যই আমি ... অতএব অতএব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি তোমাকে সত্যের শপথ লইয়া বলিতেছি যে, যেখানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, হ্রী, শ্রী, ধৃতি ও ক্ষমা অবস্থান করে, আমি সেখানেই তাহার সহিত। সদা বাস করি

সুষ্যপুত্র কর্ণের ভয় তোমার ত্যাগ করার আবশ্যকতা নাই। আমি তোমাকে এক উপায় বলিব, যাহাতে তুমি তাহার সম্মুখীন হইতে পারিবে

পাণ্ডুনন্দন! যুদ্ধে দুর্যোধনকেও ভীমসেন বধ করিবে। তাহার উপায়ও আমি তোমাকে বলিয়া দিব।

শত্রুসৈন্যের সৈন্যমধ্যে এই ভয়ঙ্কর গর্জন শব্দ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে এবং তোমার সৈন্যরা দশদিকে পলায়ন করিতেছে।

কৌরবসৈন্যদের লক্ষ্য অব্যর্থ। তাহারা তোমার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতেছে। অন্যদিকে যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দ্রোণাচার্যও তোমার সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতেছেন ॥ ২৯-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-বিষয়ক একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

['অর্জুনোপরি কর্ণেন কথং শক্তিং নিক্ষিপ্তা' অস্যোত্তররূপেণ সঞ্জয়েন ধৃতরাষ্ট্রসমীপে শ্রীকৃষ্ণেন সাত্যকিসমীপে রহস্যযুক্ত-বাক্যকথনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

একবীরবধে মোঘা শক্তিঃ সূতাত্মজে যদা।
কস্মাৎ সর্বান্ সমুৎসৃজ্য স তাং পার্থে ন মুক্তবান্ ॥১

তস্মিন্ হতে হতা হি স্যুঃ সর্বে পাণ্ডব-সৃঞ্জয়াঃ।
একবীরবধে কস্মাদ্ যুদ্ধে ন জয়মাদধে ॥২

আহুতো ন নিবর্তেতেতি তস্য মহাব্রতম্।
স্বয়ং মার্গয়িতব্যঃ স সূতপুত্রেণ ফাল্গুনঃ ॥৩

ততো দৈরথমানীয় ফাল্গুনঃ শক্রদত্তয়া।
জঘান ন বৃষঃ কস্মাৎ তদমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥৪

নূনং বুদ্ধিবিহীনশ্চাপাসহায়শ্চ মে সুতঃ।
শক্রভির্ব্যসিতঃ পাপঃ কথং বা স জয়েদরীন্ ॥৫

যা হ্যস্য পরমা শক্তির্ভয়ঞ্চ চ পরাক্রমম্
সা শক্তির্বাসুদেবেন ব্যসিতা চ ঘটোৎকচে ॥৬

কুপেণথবা হতসতং স্থিতে ফলং বলীয়সা।
তথা শক্তিরমোঘা সা মোঘীকৃতা ঘটোৎকচে ॥৭

যথা বরাহস্য তনস্য যূথতো
স্তরোরভাবে শপচস্য লাভঃ।
মন্যে বিষন্ বাসুদেবস্য তদ্বদ্
যুদ্ধে লাভঃ কর্ণ-হৈডিম্বয়োর্বৈ ॥৮

ঘটোৎকচো যদি হন্যাদ্ধি কর্ণং
পরো লাভঃ স ভবেৎ পাণ্ডবানাম্।
বৈকর্তনো বা যদি তং নিহন্যাৎ
তথাপি কৃত্যং শক্তিনাশাৎ কৃতং স্যাৎ ॥৯

ইতি প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়েতদ্ বিচিন্ত্য
ঘটোৎকচং সূতপুত্রেণ যুদ্ধে।
অমাতয়ন্ বাসুদেবো মনীষঃ
প্রিয়ং কুর্বন্ পাণ্ডবানাং হিতঞ্চ ॥১০

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কর্ণ অর্জুনের উপর কেন শক্তি নিক্ষেপ করে নাই, ইহার উত্তরে সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সাত্যকির নিকটে রহস্যযুক্ত বাক্য কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! কর্ণের নিকট যে শক্তি-অস্ত্র ছিল, উহা যদি একজন বীরকেই মারিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়, তবে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ণ অর্জুনের উপর কেন নিক্ষেপ করে নাই? ১

অর্জুন নিহত হইলে পর সমস্ত সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণ নিজেকে নিজেই নষ্ট হইয়া যাইত। অতএব এক বীর অর্জুনকে বধ করিয়া কর্ণ যুদ্ধে কেন জয়লাভ করে নাই? ২

অর্জুনের এরূপ মহাব্রত ছিল যে, 'যদি কেহ আমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়া থাকে, তবে আমি নিবৃত্ত হইব না', এরূপ অবস্থায় সূতপুত্র কর্ণের দ্বারাই অর্জুনকে অন্বেষণ করা উচিত ছিল ॥ ৩

সঞ্জয়! এইভাবে অর্জুনকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করত আনাইয়া কর্ণাস্ত্র কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তিদ্বারা তাহাকে কেন বধ করে নাই? ইহা আমাকে বল ॥ ৪

নিশ্চয়ই আমার পুত্র দুর্যোধন বুদ্ধিহীন ও অসহায়। শত্রুরা তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। এমন এক পাপী নিজের শত্রুদিগকে কিরূপে জয় করিবে? ৫

যাহা হইবার সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি এবং ভয়লাভের আধারস্বরূপ ছিল, সেই দিব্যশক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥ ৬

যেরূপ কোন বলবান্ ব্যক্তি বিকৃতদন্ত কোন ব্যক্তির চতুষ্পিত ফলকে কাড়িয়া লইলে উহা যেমন তাহার পক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই অমোঘশক্তিকে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া আমাদের পক্ষে ঐ শক্তিকে নিষ্ফল করিয়া দিলেন ॥ ৭

বিদ্বন্! যেরূপ শূকর ও কুক্কুর পরস্পর লক্ষ্যভেদে লিপ্ত হইলে উভয়ের মধ্যে একজন নিহত হইলে চণ্ডালের লাভ হয়, সেইরূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচের যুদ্ধে আমি বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে করি ॥ ৮

ঘটোৎকচ যদি কর্ণকে বধ করিতে পারিত, তবে পাণ্ডবদের অধিক লাভ হইত এবং সূর্যপুত্র কর্ণ যদি ঘটোৎকচকে বধ করে, তবে ইন্দ্রদত্ত শক্তি নষ্ট হওয়ায় ইহাতেও পাণ্ডবদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ॥ ৯

মনুষ্যগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিতে ইহা চিন্তা করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয় ও হিত করিতে থাকিয়া যুদ্ধে সূতপুত্র কর্ণের দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করাইলেন ॥ ১০

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছিক্ষীবিতং জ্ঞাত্বা কর্ণস্য মধুসূদনঃ।
নিয়োজয়ামাস তদা দ্বৈরথে রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১১
ঘটোৎকচং মহাবীর্য্যং মহাবুদ্ধিজনার্দনঃ।
অমোঘায়া বিঘাতার্থং রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ১২
তদৈব কৃতকার্য্যা হি বয়ং স্যাম কুরূদ্বহ।
ন হন্যেদ্ যদি কৃষ্ণস্তং পার্থং কর্ণান্মহারথাৎ ॥ ১৩
সাশ্ব-ধ্বজ-রথঃ সংখ্যে ধৃতরাষ্ট্র পতেদ্ ভুবি।
বিনা জনার্দনং পার্থো যোদ্ধানামীশ্বরঃ প্রভুম্ ॥ ১৪
তৈস্তৈরুপায়ৈর্বহুভী রক্ষ্যমাণঃ স পাণ্ডবঃ।
জয়ত্যভিমুখঃ শত্রূন্ পার্থঃ কৃষ্ণেন পালিতঃ ॥ ১৫
স বিশেষাদ্ অমোঘায়াঃ কৃষ্ণোঽরক্ষত পাণ্ডবম্।
হন্যাৎ ক্ষিপ্রং হি কৌন্তেয়ং শক্তির্ হ্যমিবাশনিঃ ॥ ১৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বিরোধী চ কুমন্ত্রী চ প্রাজ্ঞমানী মমাত্মজঃ।
যস্যৈব সমতিক্রান্তো বধোপায়ো জয়ং প্রতি ॥ ১৭
স বা কর্ণো মহাবুদ্ধিঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
ন মুক্তবান্ কথং সূত তামমোঘাং ধনঞ্জয়ে ॥ ১৮
তবাপি সমতিক্রান্তমেতদ্ গাবল্গণে কথম্।
এতন্মর্ষং মহাবুদ্ধে যৎ ত্বয়া নাসবোধিতঃ ॥ ১৯

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্যোধনস্য শকুনের্মম দুঃশাসনস্য চ।
রাত্রৌ রাত্রৌ ভবত্যেষা নিত্যমেব সমর্থনা ॥ ২০
যঃ সর্বসৈন্যান্যুৎসৃজ্য রথমেকং সমাস্থিতঃ।
প্রেষ্যতাং পাণ্ডু-পাঞ্চালানুপযন্তোক্ষ্যামহে ততঃ ॥ ২১
অথবা নিহতে পার্থে পাণ্ডবাস্তেজসং ততঃ।
স্থাপয়েদ্ যদি রাজেন্দ্রস্যাৎ কৃষ্ণো হি চঞ্চলাম্ ॥ ২২
কৃষ্ণো হি মূলং পাণ্ডূনাং পার্থঃ স্কন্ধ ইবোদ্গতঃ।
শাখা ইবেতরে পার্থাঃ পাঞ্চালাঃ পত্রসংস্থিতাঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণও সেই শক্তির দ্বারা অর্জুনকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাহাতে এই আশঙ্কায় করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ মধুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অমোঘশক্তিকে নষ্ট করিবার জন্যই সেই সময় দ্বৈরথ-যুদ্ধে কর্ণের সহিত মহা-পরাক্রমশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে নিযোগ করিয়াছিলেন। মহারাজ! এ সমস্তই আপনার কুমন্ত্রণারই ফল ॥ ১১-১২

কুরুশ্রেষ্ঠ! যদি শ্রীকৃষ্ণ মহারথ কর্ণের নিকট হইতে অর্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তবে আমরা সেই সময়েই, কৃতকার্য্য হইতাম ॥ ১৩

মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র! যদি যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ না থাকিতেন, তবে অশ্ব, ধ্বজ ও রথসহ অর্জুন নিশ্চয়ই ধরাশায়ী হইতেন ॥ ১৪

রাজন্! নানাপ্রকার বিভিন্ন উপায়সমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সুরক্ষিত থাকিয়াই অর্জুন সম্মুখযুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতেছেন ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ প্রযত্ন করিয়াই সেই অমোঘশক্তি হইতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে রক্ষা করিলেন; তাহা না হইলে বজ্র যেরূপ পাতিত হইয়া শৈলকে ভগ্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ এই কুলীকুমার অর্জুনকেও সেই শক্তি নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া দিত ॥ ১৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্যোধন সকলের বিরোধী ও নিজেকেই সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহার মন্ত্রীও অতি, সেইজন্যই অর্জুনের বধ ও জয়লাভের অন্যান্য উপায় সম্বন্ধে এরা ভাবিয়া থাকে ॥ ১৭

সূত! সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ কি অধিক বুদ্ধিমান্ ছিল, সে কেন এই অমোঘশক্তিকে অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করে নাই? ১৮

অতিরথ বুদ্ধিমান্ গাবল্গণপুত্র সঞ্জয়! তোমারও কিরূপে ইহা বিস্মরণ হইল যে, তুমিও কর্ণকে এ বিষয়ে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা কর নাই? ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! প্রতিদিন রাত্রিতে (পরামর্শকালে) দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন এবং আমারও ইহাই অভিমত ছিল যে, কর্ণ! কাল তুমি সকল সৈন্যকেই পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জুনকেই বধ করিবে। তখন আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কৃতার্থের ন্যায় উপভোগ করিব ॥ ২০-২১

অথবা কুন্তীপুত্র অর্জুন নিহত হইলে যদি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মধ্যে অন্য কাহাকেও যুদ্ধের জন্য নিযোগ করিয়া থাকেন, তবে শ্রীকৃষ্ণকেও বধ করা ॥ ২২

শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবগণের (কৃষ্ণের) মূল, অর্জুন স্কন্ধ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন, অন্য কুন্তীপুত্রগণ শাখাস্বরূপ এবং পাঞ্চাল-সৈন্যগণ হইল তাহার পত্রস্বরূপ ॥ ২৩

কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
কৃষ্ণঃ পরায়ণং তৈষাং জ্যোতিষামিব চন্দ্রমাঃ ॥ ২৪
তস্মাৎ পর্ণানি শাখাশ্চ স্কন্ধং চোৎসৃজ্য সূতজ।
কৃষ্ণং হি বিদ্ধি পাণ্ডূনাং মূলং সর্বত্র সর্বদা ॥ ২৫
তস্মাদ্ যদি হি দাশার্হং কর্ণো যাদবনন্দনম্।
কৃৎস্না বসুমতী রাজন্ বশে তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
যদি হি স নিহতঃ শরীত ভূমৌ
যদুকুল-পাণ্ডবনন্দনো মহাত্মা।
এষ্যত তব বসুধা নরেন্দ্র সর্বা
সগিরি-সমুদ্র-বনা বশং ব্রজেত ॥ ২৭
সা তু বুদ্ধিঃ কৃতাপোনা ভাগ্যতি বিদেশেশ্বরে
অপ্রমেয়ে হৃষীকেশে যুদ্ধকালেঽপামুষ্যত ॥ ২৮
অর্জুনং চাপি রাধেয়াৎ সদা রক্ষতি কেশবঃ।
ন স্নেনমৈচ্ছৎ প্রমুখে স্থাপয়িতুং রণে ॥ ২৯
অস্ত্রাংশ্চাস্মৈ যথোদ্দিষ্টানুপাস্থাপয়চ্চ্যুতঃ।
অযোঘাং তাং কণঃ শক্তিং
মোঘাং কুর্য্যামিতি প্রভো ॥ ৩০
যস্ত্বেবং রক্ষতে পার্থং কর্ণাৎ কৃষ্ণো মহামনাঃ।
আত্মানং স কথং রাজন্ ন রক্ষেৎ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩১
পরিচিন্ত্য তু পশ্যামি চক্রায়ুধমরিন্দম।
ন সোঽস্তি ত্রিষু লোকেষু যো জয়েত জনার্দনম্ ॥ ৩২
ততঃ কৃষ্ণঃ মহাবাহুঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
পপ্রচ্ছ রথশার্দূলঃ কর্ণং প্রতি মহারথঃ ॥ ৩৩
অস্তি চাত্র প্রভাবঃ কর্ণে শক্তিশ্চামিতবিক্রমা।
কিমর্থং সূতপুত্রেণ ন মুক্তা ফাল্গুনে তু সা ॥ ৩৪

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চ সসৌবলঃ।
সততং মন্ত্রয়ন্তি স্ম দুর্যোধনপুরোগমাঃ ॥ ৩৫
কর্ণ কর্ণ মহেষ্বাস বলেনামিতবাক্রম।
নাস্তস্ত শক্তিরেষা তে মোক্তব্যা জয়তাং বর ॥ ৩৬

পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র বল এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের রক্ষক। যেমন একত্রসমূহের পরম আশ্রয় চন্দ্র, সেইরূপ এই পাণ্ডবগণেরও শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম আশ্রয় ॥ ২৪

সূতনন্দন! অতএব তুমি পত্র পুষ্প ও স্কন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া মূল শ্রীকৃষ্ণকেই বধ কর। সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবগণের মূল বলিয়া জানিবে ॥ ২৫

রাজন্! যদি কর্ণ যদুবংশধর শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিত, তবে এই সমগ্র পৃথিবীই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িত—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৬

নরেন্দ্র! যদি যদুকুল ও পাণ্ডবগণের আনন্দপ্রদ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সেই শক্তিতে নিহত হইয়া রণাঙ্গনে শয়ন করিতেন, তবে পর্বত, সমুদ্র ও বনকাননসহ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আপনার বশীভূত হইয়া যাইত ॥ ২৭

এইরূপ নিশ্চয় করিয়াও কর্ণ যখন যুদ্ধের সময় সদা জাগ্রত অপ্রমেয়স্বরূপ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিতেন, তখন তিনি মোহিত হইয়া যাইতেন ॥ ২৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা অর্জুনকে রাধানন্দন কর্ণের নিকট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি রণাঙ্গনে অর্জুনকে সূতপুত্র কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না ॥ ২৯

প্রভো! যাঁর মহিমা হইতে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রসমূহ যথাযথরূপে বীরগণকেই কর্ণের নিকট একত্র পাঠাইতেন যে, এইভাবে যে কোন প্রকারে কর্ণের সেই অমোঘ শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দিবে ॥ ৩০

রাজন্! যে মহামনা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণ হইতে অর্জুনকে এইভাবে রক্ষা করিতেন, তিনি নিজেকে রক্ষা কেন করিতে পারিবেন না? ৩১

আমি উহারূপে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, ত্রিলোকে এমন কোন বীর পাওয়া যাইবে না, যে পদ্মপলাশনয়ন চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৩২

তদনন্তর রথী বীরশ্রেষ্ঠ, সত্যপরাক্রমী ও মহারথী সাত্যকি মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণের বিষয়ে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৩

প্রভো! কর্ণের এই শক্তির প্রভাবের উপর অতিশয় বিশ্বাস ছিল। যদিও এই অমিতপরাক্রমশালী দিব্য শক্তি-অস্ত্র কর্ণের নিকট ছিল, তথাপি সূতপুত্র কর্ণ অর্জুনের উপর কেন এই অস্ত্র প্রয়োগ করে নাই? ৩৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সাত্যকে! দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য—ইহারা দুর্যোধনকে সম্মুখে রাখিয়া সর্বদা গুপ্ত মন্ত্রণা করিত এবং কর্ণকে এই পরামর্শই দিত যে, "রণাঙ্গনে অত্যন্ত পরাক্রমপ্রকাশকারী, বিজয়ী বীরগণশ্রেষ্ঠ মহাবাহুশ্রেষ্ঠ কর্ণ! তুমি কৃষ্ণীপুত্র অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও উপর এই শক্তি প্রয়োগ করিবে না"।

যত্তে মহারথাং কর্ণ কৃষ্ণীপুত্রাদ্ ধনঞ্জয়াৎ।
স হি তেষামতিরথো দেবানামিব বাসবঃ ॥ ৩৭
তস্মিন্ নিমিত্তে পার্থে পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
ভবিষ্যন্তি গতপ্রাণাঃ সুরা ইব নিরন্তকে ॥ ৩৮
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ণেন শিনিপুঙ্গব।
হৃদি নিত্যঞ্চ কর্ণস্য বধো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ৩৯
অহমেব তু রাধেয়ং মোহয়ামি যুধাং বর।
ততো নাবাসৃজচ্ছক্তিং পাণ্ডবে শ্বেতবাহনে ॥ ৪০
ফাল্গুনস্য হি সা মৃত্যুরিতি চিন্তয়তোঽনিশম্।
ন নিদ্রা ন চ মে হর্ষো মনসোঽস্তি যুধাং বর ॥ ৪১
ঘটোৎকচে ব্যসিতাং তু দৃষ্ট্বা তাং শিনিপুঙ্গব।
মৃত্যোরাস্যাদ্বরামুক্তং পশ্যামাস্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪২
ন পিতা ন চ মে মাতা ন সূয়ঃ ভ্রাতরস্তথা।
ন চ প্রাণাস্তথা রক্ষ্যা যথা বীভৎসুরাহবে ॥ ৪৩
ত্রৈলোক্যরাজ্যাদ্ যৎ কিঞ্চিদ্‌দুর্লভতরঞ্চ সুদুর্লভম্।
নেচ্ছেয়ং সাত্যকে তদ্ বিনা পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৪
অতঃ প্রহর্ষঃ সুমহান্ যুযুধানাস্য মেঽভবৎ।
মৃতং প্রত্যাগতমিব দৃষ্ট্বা পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৫
অতশ্চ প্রহিতো যুদ্ধে ময়া কর্ণায় রাক্ষসঃ।
ন হ্যস্যঃ সমরে রাত্রৌ শক্তঃ কর্ণং প্রবাধিতুম্ ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি সাত্যকয়ে প্রাহ তদা দেবকিনন্দনঃ।
ধনঞ্জয়হিতে যুক্তস্তৎপ্রিয়ে সততং রতঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে কৃষ্ণবাক্যে দ্বাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮২

কারণ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র যেরূপ অতিশয় বলশালী, সেইরূপ এই অর্জুনই সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী। অর্জুন নিহত হইলে পর সৃঞ্জয়দিগের সহিত পাণ্ডবেরা মুখবন্ধ অগ্নিহীন দেবতাগণের ন্যায় মৃতপ্রায় হইয়া যাইবে। ৩৫-৩৮

শিনিপ্রবর! কর্ণও উহা করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিল। কর্ণের হৃদয়ে নিরন্তর গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে বধ করিবার সঙ্কল্পই উদিত হইত। ৩৯

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকে! কিন্তু আমিই রাধাপুত্র কর্ণকে সর্বদা মোহিত করিয়া রাখিতাম, সেইজন্যই সে শ্বেতবাহন অর্জুনের উপর সেই শক্তি নিক্ষেপ করে নাই। ৪০

বীরবর! এই শক্তি অর্জুনের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ ছিল, এই চিন্তাতেই সর্বদা আমি নিমগ্ন থাকায় আমার নিদ্রা হইত না এবং আমার হৃদয়ে কোন হর্ষের উদ্রেক হইত না। ৪১

শিনিবংশশ্রেষ্ঠ! সেই শক্তিকে ঘটোৎকচের নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া আজ আমি ইহাই মনে করিতেছি যে, অর্জুন মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্তি পাইল। ৪২

যুদ্ধে অর্জুনকে রক্ষা করা যেরূপ আমার আবশ্যক মনে হইত, সেরূপ পিতা, মাতা, তোমাদের ন্যায় পাণ্ডুপুত্র এবং নিজের প্রাণকে রক্ষা করায় আমাকে মনে হইত না। ৪৩

সাত্যকে! ত্রৈলোক্যের রাজ্য হইতেও অধিক কিছু যদি অতিশয় দুর্লভ বস্তু থাকে, তবে আমার নিকট কুন্তীপুত্র অর্জুন ব্যতীত তাহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। ৪৪

যুযুধান! দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় প্রাণ লাভ করিয়া যেরূপ হর্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ কুন্তী-পুত্র অর্জুনকে দেখিয়া আমার অতিশয় হর্ষ হইতেছে। ৪৫

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই আমি যুদ্ধে কর্ণের সম্মুখীন হইতে ঘটোৎকচকেই পাঠাইয়াছিলাম। সে ছাড়া অন্য কেহই রাত্রিকালে সমরাঙ্গণে কর্ণকে পীড়িত করিতে পারিত না। ৪৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এইরূপ অর্জুনের হিতে সংযুক্ত ও তাঁহার প্রিয় সাধনে সর্বদা তৎপর ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় সাত্যকিকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-বিষয়ক দ্বাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্যানুতাপঃ, সঞ্জয়স্যোত্তরদানম, রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য শোকঃ, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন মহর্ষিণা বেদব্যাসেন চ তস্মৈ প্রবোধনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কর্ণ-দুর্যোধনাদীনাং শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
অপনীতং মহৎ তাত তব চৈব বিশেষতঃ ॥ ১

যদি জানীথ তাং শক্তিমেকঘ্নীং সততং রণে।
অনিবার্য্যামসহ্যাঞ্চ দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ২

সা কিমর্থং তু কর্ণেন প্রযুক্তে সমরে পুরা।
ন দেবকীসুতে মুক্তা কাম্ভনে বাপি সঞ্জয় ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

সংগ্রামাদ্ বিনিবৃত্তানাং সর্বেষাং নো বিশাম্পতে।
রাত্রৌ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মন্ত্রোঽয়ং সমজায়ত ॥ ৪

প্রভাতমাত্রে বোদ্ধব্যে কেশবার্জুনয়োর্ বা।
শক্তিরেষা হি মোক্তব্যা কর্ণ কর্ণেতি নিত্যশঃ ॥ ৫

ততঃ প্রভাতসময়ে রাজন্ কর্ণস্য দৈবতৈঃ।
অন্যেষাং চৈব যোধানাং সা বুদ্ধির্নাশ্যতে পুনঃ ॥ ৬

দৈবমেব পরং মন্যে যৎ কর্ণো হৃতসাধ্বসঃ।
ন জঘান রণে পার্থং কৃষ্ণং বা দেবকীসুতম্ ॥ ৭

তস্য হস্তস্থিতা শক্তিঃ কালরাত্রিরিবোদ্যতা।
দৈবোপহতবুদ্ধিত্বাত্ তাং কর্ণো বিমুক্তবান্ ॥ ৮

কৃষ্ণে বা দেবকীপুত্রে মোহিতো দেবমায়য়া।
পার্থে বা শক্রকল্পে বৈ বধার্থং বাসবীং প্রভো ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দৈবেনোপহতা যূয়ং স্ববুদ্ধ্যা কেশবস্য চ।
গতা হি বাসবীং হত্বা তৃণকূতং ঘটোৎকচম্ ॥ ১০

কর্ণশ্চ মম পুত্রাশ্চ সর্বে চাস্যে চ পার্থিবাঃ।
তেন বৈ দুষ্প্রণীতেন গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১১

ভূয় এব তু মে শংস যথা যুদ্ধমবর্ত্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ হৈড়িম্বে নিহতে তদা ॥ ১২

যে চ হেতবস্তত্রাসন্ দ্রোণঃ ব্যূঢ়ানীকঃ প্রহারিণঃ।
সঞ্জয়াঃ সহ পাঞ্চালৈস্তেঽপাকুর্বন্ কথং রণম্ ॥ ১৩

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ, সঞ্জয়ের উত্তরদান, রাজা যুধিষ্ঠিরের শোক এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহর্ষি বেদব্যাসকর্তৃক তাঁহাকে প্রবোধদান।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্যোধন ও শকুনির এবং বিশেষতঃ তোমাদেরই এ-বিষয়ে গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। যদি তোমরা জানিতে যে, এই শক্তি রণাঙ্গনে সর্ব্বদা কোন একজন বীরকেই নিহত করিতে পারে এবং ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণও ইহাকে নিবারণ করিতে পারেন না ও ইহার আঘাত সহ্য করিতে পারেন না, তবে কেন তোমাদের পরামর্শে এই যুদ্ধ আরম্ভের প্রথমেই কর্ণ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কিংবা অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করে নাই? ১-৩

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! প্রতিদিন সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিকালে আমাদের মধ্যে এই পরামর্শটি হইত যে, কর্ণ! কর্ণ! কাল তুমি প্রভাতকালেই শ্রীকৃষ্ণ অথবা অর্জুনের উপর এই শক্তি নিক্ষেপ করিবে। ৪-৫

রাজন্! কিন্তু প্রাতঃকাল আসিলেই দেবতাগণ কর্ণ ও অন্য যোদ্ধাগণের সেই বুদ্ধিকে পুনরায় নষ্ট করিয়া দিতেন॥ ৬

আমি ত' দৈবকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া মনে করি; যাহার জন্য কর্ণের হস্তে স্থিত এই শক্তির দ্বারা রণাঙ্গনে কুন্তীকুমার অর্জুন অথবা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিহত হন নাই। ৭

কর্ণের হস্তে স্থিত এই শক্তি কালরাত্রির ন্যায় শত্রুকে বধ করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত ছিল, দৈবকৃত বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দেবমায়ায় মোহিত কর্ণ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অর্জুনকে বধ করিবার জন্য ইহাদের উপর নিক্ষেপ করেন নাই। ৮-৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! নিশ্চয় তোমরা সকলে দৈবকর্তৃক মৃতপ্রায় হইয়াছিলে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে ইন্দ্রের প্রদত্ত এই শক্তিকে তৃণের ন্যায় ঘটোৎকচকে বধ করিতে নিক্ষেপ করাইলেন। ১০

আমি মনে করি, সেই দুর্নীতির জন্য কর্ণ, আমার সকল পুত্রগণ এবং অন্যান্য ভূপালবৃন্দ যমলোকে উপনীত হইয়াছে। ১১

ঘটোৎকচ নিহত হইলে পর সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট বর্ণনা কর॥ ১২

প্রহার করিতে নিপুণ যে সকল সঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ নিজেদের সৈন্যের সাহায্যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করত দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তখন কিভাবে তাহারা সংগ্রাম করিয়াছিল? ১৩

সৌমদত্তেরথাদ্ দ্রোণমায়ান্তং সৈন্ধবস্য চ।
অমর্ষাজ্জীবিতং ত্যক্ত্বা পাঞ্চালানং বৃকোদরীম্ ॥ ১৪
জৃম্ভমাণমিব ব্যাঘ্রং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।
কথং প্রত্যুদ্যযুর্দ্রোণমস্তকং পাণ্ডুসৃঞ্জয়াঃ ॥ ১৫
আচার্য্যং যে চ তেঽরক্ষন্ দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
দ্রৌণি-কর্ণ-কৃপাস্তাত তে বাকুর্বন্ কিমাহবে ॥ ১৬
ভারদ্বাজং জিঘাংসন্তৌ সব্যসাচি-বৃকোদরৌ।
সমার্চ্ছন্ মামকা যুদ্ধে কথং সঞ্জয় শংস মে ॥ ১৭
সিন্ধুরাজবধেনেমে ঘটোৎকচবধেন তে।
অমর্ষিতাঃ সুসংক্রুদ্ধা রণে চক্রুঃ কথং নিশি ॥ ১৮

সঞ্জয় উবাচ।

হতে ঘটোৎকচে রাজন্ কর্ণেন নিশি রাক্ষসে।
প্রণদৎসু চ হৃষ্টেষু তাবকেষু যুযুৎসুষু ॥ ১৯
আপতৎসু চ বেগেন বধ্যমানেষু চাপি চ।
বিগাঢ়ায়াং রজন্যাঞ্চ রাজা দৈন্যং পরং যযৌ ॥ ২০

অব্রবীচ্চ মহাবাহুর্ভীমসেনমিদং বচঃ।
আবারয় মহাবাহো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য বাহিনীম্ ॥ ২১
হৈড়িম্বেনৈব ঘাতেন মোহো মামাবিশন্মহান্।
এবং ভীমঃ সমাদিশ্য রথে সমুপাবিশৎ ॥ ২২
অশ্রুপূর্ণমুখো রাজা নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ।
কশ্মলং প্রাবিশদ্ ঘোরং দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্ ॥ ২৩
তং তথা ব্যথিতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ।
মা ব্যথাং কুরু কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ॥ ২৪
নৈরুব্যং ভরতশ্রেষ্ঠ যথা প্রাকৃতপূরুষে।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব বধ শত্রূঁর্ধুরং বিভো ॥ ২৫
যদি নৈরুব্যমাপন্নে সংশয়ো বিজয়ে ভবেৎ।
শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য বচনং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৬
বিসৃজ্য নেত্রে পাণিভ্যাং কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ।
বিদিতা মে মহাবাহো ধর্ম্মস্য পরমা গতিঃ ॥ ২৭

দ্রৌণি প্রভৃতি ও অন্যান্যের বধে কুপিত হইয়া যখন দ্রোণাচার্য্য আসিলেন এবং জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে মর্দ্দন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় ভক্ষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র এবং মুখবিস্তারকারী যমরাজের ন্যায় বাণবর্ষণ করত দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে পাণ্ডব ও সঞ্জয় যোদ্ধারা কিরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল ? ১৪-১৫

তাত ! অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃপাচার্য্য এবং দুর্য্যোধনাদি যে সমস্ত মহারথী বীরগণ রণস্থলে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই বা তখন যুদ্ধে কি করিয়াছিল ? ১৬

সঞ্জয় ! দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিতে অভিলাষী অর্জ্জুন ও ভীমসেনের উপর যুদ্ধস্থলে আমার সৈন্যগণ কিভাবে আক্রমণ করিয়াছিল ? তাহা আমাকে বল। ১৭

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হওয়ায় অমর্ষপূর্ণ কৌরবগণ এবং ঘটোৎকচ মৃত্যুবরণ করায় অত্যন্ত কুপিত পাণ্ডবেরা রাত্রিতে কিরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল ? ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! যখন রাত্রিকালে কর্ণকর্ত্তৃক রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইল, আপনার সৈন্যগণ হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় গর্জ্জন করিতে করিতে বেগসহকারে আক্রমণ করিতে লাগিল এবং পাণ্ডব-সৈন্যরা নিহত হইতে লাগিল, তখন সেই প্রগাঢ় রাত্রিকালে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দীন ও দুঃখিত হইলেন। ১৯-২০

সেই মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন,—মহাবাহো ! তুমি দুর্য্যোধনের সৈন্যদলে প্রতিরোধ কর। ২১

ঘটোৎকচ নিহত হওয়ায় আমার মন অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে ভীমসেনকে আদেশদান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বীয় রথে উপবেশন করিলেন। সেই সময় তাঁহার মুখ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। তিনি কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ২২-২৩

তাঁহাকে এইরূপ ব্যথিত দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কুন্তীনন্দন ! ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি ব্যথিত হইবেন না। মূঢ় মানুষের ন্যায় আপনার এই ব্যাকুলতা শোভা পায় না।

রাজন্ ! আপনি উঠুন এবং যুদ্ধ করুন। এই মহাসংগ্রামের গুরুতর ভার বহন করুন। প্রভো ! আপনি যদি ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তবে যুদ্ধে মহালাভবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দুই হস্তে স্বীয় চক্ষু মার্জ্জনা করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

মহাবাহো ! ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গতি আমার জানা আছে। যে মানুষ অন্য কাহারও কৃত উপকারকে স্মরণ করে না, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইয়া থাকে।

ব্রহ্মহত্যা কলং তস্য যৈঃ কৃতং নাবধূয়তে।
অস্মাকং হি বনস্থানাং হৈড়িম্বেন মহাত্মনা ॥ ২৮
বালেনাপি সতা তেন কৃতং সাহ্যং জনার্দন।
অস্ত্রহেতোর্গতং জ্ঞাত্বা পাণ্ডবং শ্বেতবাহনম্ ॥ ২৯
অসৌ কৃষ্ণ মহোৎসাহঃ কাম্যকে মামুপস্থিতঃ।
ঔষিতস্চ সহাস্মাভির্যাবদাসীদ্ বনঞ্জয়ঃ ॥ ৩০
গন্ধমাদনযাত্রায়াং দুর্গেষ্বাস্চ স্ম তারিতাঃ।
পাঞ্চালী চ পরিশ্রান্তা পৃষ্ঠেনোঢ়া মহাত্মনা ॥ ৩১
আরম্ভাশ্চৈব যুদ্ধানাং যদেব কৃতবান্ প্রভো।
মদর্থে দুষ্করং কর্ম কৃতং তেন মহাহবে ॥ ৩২
স্বভাবাদ্ যা চ মে প্রীতিঃ সহদেবে জনার্দন।
তৈব মে পরমা প্রীতী রাক্ষসেন্দ্রে ঘটোৎকচে ॥ ৩৩
তস্যুস্চ মে মহাবাহুঃ প্রিয়োঽস্যাতং প্রিয়স্চ মে
তেন বিদ্যামি বার্ষ্ণেয় কশ্মলং শোকসংস্থিতঃ ॥ ৩৪

পশ্য সৈন্যানি বার্ষ্ণেয় দ্রাবয়মাণানি কৌরবৈঃ।
দ্রোণ-কর্ণৌ তু সংযত্তৌ পশ্য যুদ্ধে মহারথৌ ॥ ৩৫
নিশীথে পাণ্ডবং সৈন্যমেতৎ সৈন্যপ্রমর্দিতম্।
গজাভ্যামিব মত্তাভ্যাং বধ্যা নলবনং মহৎ ॥ ৩৬
অনাদৃত্য বলং বাহ্বোর্ভীমসেনস্য মাধব।
চিত্রাস্ত্রতাস্চ পার্থস্য বিক্রমন্তি স্ম কৌরবাঃ ॥ ৩৭
এষ দ্রোণস্চ কর্ণস্চ রাজা চৈব সুযোধনঃ।
নিহত্য রাক্ষসং যুদ্ধে হৃষ্টাঃ নদন্তি সংযুগে ॥ ৩৮
কথং বাস্মাসু জীবৎসু ত্বয়ি চৈব জনার্দন।
হৈড়িম্বিঃ প্রাপ্তবান্ মৃত্যুং সুতপুত্রেণ সঙ্গতঃ ॥ ৩৯
কদর্থীকৃত্য নঃ সর্বান্ পশ্যতঃ সব্যসাচিনঃ।
নিহতো রাক্ষসঃ কৃষ্ণ তৈলপোনিমহাবলঃ ॥ ৪০
যদাভিমন্যুনিহতো ধার্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ।
নাসীৎ তত্র গতে কৃষ্ণ সব্যসাচী মহারথঃ ॥ ৪১

জনার্দন! যখন আমরা বনে বাস করেছিলাম, সেই সময় মহাত্মা হিড়িম্বাকুমার বালক হলেও আমাদের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

হে কৃষ্ণ! শ্বেতবাহন অর্জুন অস্ত্রলাভের জন্য যখন অন্যত্র গমন করিয়াছিল, তখন আমরা মহাত্মা ঘটোৎকচ কাম্যকবনে আমার নিকট আসিয়াছিল এবং যতক্ষণ না অর্জুন ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ সে আমার সহিতই বাস করিয়াছিল। ২৮-৩০

গন্ধমাদন-যাত্রার সময় সে আমাদের অনেক সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছে, পাঞ্চালীকুমারী দ্রৌপদী যখন অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন এই মহাবাহু বীর নিজ পৃষ্ঠে করিয়া তাহাকে বহন করিয়াছে। ৩১

প্রভো! যুদ্ধের আরম্ভের সময়ই যে আমাদের অনেক সহায়তা করিয়াছে, এই মহাযুদ্ধে সে আমার জন্য অনেক দুষ্কর কার্য্য করিয়া দেখাইয়াছে। ৩২

জনার্দন! সহদেবের উপর আমার যে স্বাভাবিক প্রেম আছে, আমার তাদৃশ উত্তম প্রেম রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের উপরেও রহিয়াছে। ৩৩

বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর! এই মহাবাহু আমার ভক্ত ছিল। সে আমার প্রিয় ছিল এবং আমিও তাহার প্রিয় ছিলাম; সেইজন্য তাহার শোকে সন্তপ্ত হইয়া আমি মোহগ্রস্ত হইতেছিলাম। ৩৪

বৃষ্ণিনন্দন! দেখুন, কৌরবেরা বিত্রাসে আমার সৈন্যদের বিতাড়িত করিতেছে এবং মহারথী দ্রোণ কর্ণ বিশেষ যত্নসহকারে যুদ্ধে নিরত আছেন। ৩৫

যেরূপ দুইটি মদমত্ত হস্তী বিশাল নলবনকে মর্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই অর্দ্ধরাত্রের সময় ইহাদের সৈন্যদের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণ মর্দিত হইতেছে। ৩৬

মাধব! ভীমসেনের বাহুবল ও অর্জুনের বিচিত্র অস্ত্রবলকে অনাদর করিয়া কৌরব-যোদ্ধারা নিজ নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। ৩৭

এই দ্রোণ, কর্ণ এবং রাজা দুর্যোধন রাক্ষস ঘটোৎকচকে বধ করিয়া অতিশয় হর্ষের সহিত সিংহনাদ করিতেছে। ৩৮

জনার্দন! আমরা এবং আপনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচ সূতপুত্র কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিয়া কিভাবে মৃত্যুবরণ করিল? ৩৯

হে কৃষ্ণ! আমাদের সকলকেই অবজ্ঞা করিয়া সব্যসাচী অর্জুনের সাক্ষাতেই ভীমসেনকুমার মহাবল রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ৪০

শত্রুকর্ষণ! ধৃতরাষ্ট্রের দুরাত্মা পুত্রগণ যখন যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, সেই সময় মহারথী অর্জুন সেখানে উপস্থিত ছিল না। ৪১

নিরস্তাশ্চ বয়ং সর্বে সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
নিমিত্তমাত্রবদ্ দ্রোণঃ সপুত্রস্তত্র কর্মণি ॥ ৪১
উপদিষ্টো বধোপায়ঃ কর্ণস্য গুরুণা স্বয়ম্।
ব্যায়ুধস্তশ্চ খড়্গেন ছিন্না বড়্গং চকার হ ॥৪০
ব্যসনে বর্তমানস্য কৃতবর্মা নৃপংসবৎ।
অস্মান্ জঘান সহসা তথোতৌ পার্ষিসারথী ॥ ৪৪
তথেতরে মহেষ্বাসাঃ সৌভদ্রং যুধ্যপাতয়ন্।
অস্ত্রে চ কারণে কৃষ্ণ হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৪৫
সৈন্ধবো বাদবশ্রেষ্ঠ তচ্চ নাতিপ্রিয়ং মম।
যদি শক্রবধো ন্যায্যো ভবেৎ কর্তুং হি পাণ্ডবৈঃ ॥৪৬
কর্ণ-দ্রোণৌ রণে পূর্বং হন্তব্যাবিতি মে মতিঃ।
এতৌ হি মূলং দুঃখানামস্মাকং পুরুষর্ষভ ॥ ৪৭
এতৌ রণে সমাসাদ্য সমাবস্তঃ সুযোধনঃ।
যত্র বধ্যৌ ভবেদ দ্রোণঃ সূতপুত্রশ্চ সানুগঃ ॥ ৪৮

ভ্রাতারশ্চাস্য ত্বরিতা রথনাগহয়ব্রজৈঃ।
অবজ্ঞং তু মম্রা কার্যাঃ সূতপুত্রস্য নিগ্রহঃ ॥ ৪৯
ততো যাস্যামহং বীর স্বয়ং কর্ণজিঘাংসয়া।
ভীমসেনো মহাবাহুদ্রোণানীকেন সঙ্গতঃ ॥ ৫০
এবমুক্ত্বা যযৌ তূর্ণং ত্বরমাণো যুধিষ্ঠিরঃ।
স বিস্ফার্য মহচ্চাপং শঙ্খং প্রধ্মাপ্য ভৈরবম্ ॥৫১
ততো রথসহস্রেণ গজানাং শতৈস্ত্রিভিঃ।
নাজিভিঃ পঞ্চসাহস্রৈঃ পাঞ্চালৈঃ স প্রভদ্রকৈঃ ॥৫২
বৃতঃ শিখণ্ডী ত্বরিতো রাজানং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ।
ততো ভেরীঃ সমাজঘ্নুঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ দংশিতাঃ ॥ ৫৩
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্বাসুদেবো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৫৪
এষ প্রয়াতি ত্বরিতঃ ক্রোধাবিষ্টো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভিষাংসুঃ সূতপুত্রস্য তত্রোপেক্ষা ন যুজ্যতে ॥ ৫৫

দুরাত্মা জয়দ্রথ আমাদের সকলকেই রাত্রের বাহিরে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে আচার্যপ্রধান সূতপুত্র দ্রোণাচার্যই কারণ হইয়াছিলেন ॥ ৪২

গুরু দ্রোণাচার্য স্বয়ংই কর্ণকে অস্ত্রশস্ত্রের বলের উপায় বলিয়াছিলেন এবং যখন সে তরবারি উত্তোলন করিয়া পরশুরামপ্রদত্ত ধনুক ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সেইসময় তিনিই সেই তরবারিকে দুই হাতে কাটিয়া দিয়াছিলেন ॥৪৩

এইভাবে যখন সে সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল, তখন কৃতবর্মা ক্রূর মনুষ্যের ন্যায় সহসা তাহার অশ্বগণকে ও দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

এইভাবে যুদ্ধে অন্যান্য মহারথগণ যোদ্ধাগণ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকুমার অভিমন্যুকে বিনাশিত করিয়াছিল। যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! অভিমন্যু-বধে জয়দ্রথের অতি অল্প দোষই বিদ্যমান ছিল, তথাপি সেই ক্ষুদ্র কারণের জন্যই গাণ্ডীবধন্বাধারী অর্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। এই কার্য আমার অধিক প্রিয় হয় নাই।

যদি পাণ্ডবগণের দ্বারা নিজেদের শত্রুবিনাশকে বধ করাই ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে, তবে রণাঙ্গনে সর্বপ্রথমে কর্ণ ও দ্রোণাচার্যকেই বিনাশ করা উচিত, ইহাই আমার অভিমত।

পুরুষোত্তম! এই কর্ণ ও দ্রোণই আমাদের সকল দুঃখের মূল কারণ। দুর্যোধন ইহাদেরই আশ্রয় লইয়া রণস্থলে নিশ্চিন্ত আছে।

যেখানে দ্রোণাচার্যকে বধ করা উচিত এবং যেখানে অনুগামীদিগের সহিত সূতপুত্র কর্ণকে সংহার করা উচিত ছিল, সেখানে মহাবাহু অর্জুন দুর্বুদ্ধি জয়দ্রথকে বধ করিল।

আমার ত্যায় অভিমন্যুর হন্তা সূতপুত্র কর্ণকে বধ করা উচিত বীর! অতএব আমি নিজেই কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় রণস্থলে গমন করিব। মহারাজ! তাঁহারা দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ॥ ৪৫-৫০

এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনি করত অতিশয় ত্বরা করিয়া বিশাল ধনুষ্টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে সেখান হইতে গমন করিলেন ॥ ৫১

তদনন্তর শিখণ্ডী এক হাজার রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ হাজার অশ্ব এবং পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক সৈন্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সত্বর রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন।

তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত রণাচার্যকে সুসজ্জিত হইয়া ভেরীসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিল এবং শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন।

সেই সময় মহারাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—এই রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় অতিশয় অগ্রসর হইতেছেন। এই সময় ইহাকে উপেক্ষা করা অর্থাৎ একাকী যাইতে দেওয়া উচিত নহে ॥ ৫২-৫৫

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশঃ শীঘ্রমশ্বানচোদয়ৎ।
দূরং প্রয়ান্তং রাজানমন্বগচ্ছজ্জনার্দনঃ ॥ ৫৬
তং দৃষ্ট্বা সহসা যান্তং সুতপুত্রজিঘাংসয়া।
লোকোপহতসঙ্কল্পং যজমানমিবাধ্বরে ॥ ৫৭
অভিপেদ্যাব্রবীদ্ ব্যাসো ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।

ব্যাস উবাচ।

কর্ণমাসাদ্য সংগ্রামে দিষ্ট্যা জীবতি ফাল্গুনঃ ॥ ৫৮
সব্যসাচিবধাকাঙ্ক্ষী শক্তিং রক্ষিতবান্ হি সঃ।
ন চাগাদ্ দ্বৈরথং জিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তেন মহারণে ॥ ৫৯
সৃজেতাং স্পর্ধিনাবেতৌ দিব্যাস্ত্রাণি পরস্পরম্।
বধ্যমানেষু চাস্ত্রেষু পীড়িতঃ সূতনন্দনঃ ॥ ৬০
বাসবীং সমরে শক্তিং ধ্রুবং মুক্তেষু পাণ্ডব।
ততো ভবেৎ তে বাসনং ঘোরং ভরতসত্তম ॥ ৬১
দিষ্ট্যা রক্ষো হতং যুদ্ধে সূতপুত্রেণ মানদ।
বাসবীং কারণং কৃত্বা কালেনোপহতো সুতঃ ॥ ৬২
তস্মৈব কারণাদ্ রক্ষো নিহতং তাত সাদুগে।
মা ক্রুধো ভরতশ্রেষ্ঠ মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৬৩
প্রাণিনামিহ সর্বেষামেষা নিষ্ঠা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৬৪
কৌরবান্ সমরে রাজন্ প্রতিযুধ্যস্ব ভারত।
পঞ্চমে দিবসে তাত পৃথিবী তে ভবিষ্যতি ॥ ৬৫
নিত্যঞ্চ পুরুষব্যাঘ্র ধর্মমেবানুচিন্তয়।
আনৃশংস্যং তপো দানং ক্ষমাং সত্যঞ্চ পাণ্ডব ॥ ৬৬
সেবেথাঃ পরমপ্রীতো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।
ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবং ব্যাসস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে ব্যাসবাক্যে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩

এই কথা বলিয়া ভগবান্ হৃষীকেশ শীঘ্র অশ্ব চালনা করিলেন এবং দূরে গমনকারী রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্কল্প (বিজয়-লাভ) লোকে যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে তিনি কোথাও প্রস্থানিত হইয়াছেন। তিনি যখন সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার দিকে গমন করিতে থাকিলেন, তখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, অর্জুন রণাঙ্গনে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া এখনও জীবিত আছে; কারণ কর্ণ অর্জুনকে বধ করিবার জন্যই নিজের নিকটে সঞ্চিত ইন্দ্রের দত্ত শক্তি অস্ত্রকে রাখিয়াছিল।

সেই মহাসমরে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য যে অর্জুন গমন করে নাই, তাহা অতি উত্তমই হইয়াছে। এই দুই বীরই পরস্পরকে স্পর্ধা করিয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! অতএব অর্জুন যদি সকলপ্রকার দিব্যাস্ত্রসকলের প্রয়োগ করিত, তবে বীর অস্ত্রসমূহ নষ্ট হইয়া যাইতে থাকিলে সূতনন্দন কর্ণ পীড়িত হইয়া সমরাঙ্গণে ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তিকে নিশ্চয়ই অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিত। ভরতশ্রেষ্ঠ! এরূপ অবস্থায় তোমার উপর ঘোরতর বিপদ পতিত হইত ॥ ৫৭-৬১

মানদ! ইহা আনন্দের কথা যে, যুদ্ধে সূতপুত্র কর্ণ সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকেই বিনাশ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রের শক্তিকে নিমিত্ত করিয়া কালই তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৬২

তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার হিতের জন্য সেই রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হইয়াছে,—এইরূপ মনে করিয়া তুমি কাহারও ক্রোধ করিও না এবং মনকে শোকাক্রান্ত করিও না। যুধিষ্ঠির! এই জগতে সমস্ত প্রাণীদিগেরই অন্তে এই গতিই হইয়া থাকে। ভরতবংশীয় রাজন্! তুমি তোমার সমস্ত ভ্রাতৃবৃন্দ ও মহাত্মা ভূপতিগণের সহিত যাইয়া সমরাঙ্গণে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তাত! আজ হইতে পঞ্চম দিবসে এই সমগ্র পৃথিবী তোমার হইয়া যাইবে ॥ ৬২-৬৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! তুমি সর্বদা ধর্মের কথাই চিন্তা কর এবং কোমলতা (দয়াভাব), তপস্যা, দান, ক্ষমা ও সত্যাদি সদ্গুণসমূহ অতিশয় প্রীতিসহকারে সেবন কর; কারণ, যে পক্ষে ধর্ম বিদ্যমান থাকেন, সেই পক্ষেই জয়লাভ হইয়া থাকে।

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৬৬-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(দ্রোণবধপর্বণি)

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষযোনিদ্রাব্যাকুলসৈন্যনামর্জুনবাক্যেন শয়নম্, চন্দ্রোদয়াৎ পরমুত্থায় পুনর্যুদ্ধারম্ভশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ব্যাসেনৈবমথোক্তস্তু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
স্বয়ং কর্ণবধাদ্ বীরো নিবৃত্তো ভরতর্ষভ ॥ ১

ঘটোৎকচে তু নিহতে সুতপুত্রেণ তাং নিশাম্ ।
দুঃখামর্ষবশং প্রাপ্তো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২

দৃষ্ট্বা ভীমেন মহতীং বার্ষ্ণেয়াপাং চমূং তব ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুবাচেদং কৃষ্ণযোনিঃ নিবারয় ॥ ৩

ত্বং হি দ্রোণবিনাশায় সমুৎপন্নো হুতাশনাৎ ।
সশরঃ কবচী খড়্গী ধন্বী চ পরতাপনঃ ॥ ৪

অভিদ্রব রথে হৃষ্টো মা চ তে ভীঃ কথঞ্চন ।
জনমেজয়ঃ শিখণ্ডী চ দৌর্মুখিশ্চ যশোধরঃ ॥ ৫

অভিদ্রবন্তু সংহৃষ্টাঃ কৃষ্ণযোনিং সমন্ততঃ
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৬

দ্রুপদশ্চ বিরাটশ্চ পুত্রভ্রাতৃসমন্বিতৌ ।
সাত্যকিঃ কেকয়াশ্চৈব পাণ্ডবাশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৭

অভিদ্রবন্তু বেগেন কৃষ্ণযোনিমরক্ষিণম্ ।
তবৈব রথিনঃ সর্বে হন্তারং যচ্ছ কিঞ্চন ॥ ৮

পরাভাস্ত রণে দ্রোণং পাণ্ডবাস্তু মহারথম্ ।
তথাজগ্মুস্তু তে সর্বে পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৯

অভ্যাদ্রবন্ত বেগেন কৃষ্ণযোনিমরক্ষিণম্ ।
আপতচ্ছস্তান্ সহসা সর্বোদ্যোগেন পাণ্ডবান্ ॥ ১০

প্রতিজগ্রাহ সমরে দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
হতো দুর্যোধনো রাজা সর্বোদ্যোগেন পাণ্ডবান্ ॥ ১১

সংত্রাসয়ন্ পুনঃ ক্রুদ্ধ ইক্ষন দ্রোণশ্চ জীবিতম্ ।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে ঘোরে ক্ষত্রিয়সৈন্যকে ॥ ১২

(দ্রোণবধ পর্ব্ব)

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[নিদ্রাব্যাকুল উভয়-পক্ষের সৈন্যগণের অর্জুনবাক্যে শয়ন এবং চন্দ্রোদয়ের পর উত্থিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর বীর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ংই কর্ণ বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১

সুতপুত্র কর্ণ কর্তৃক ঘটোৎকচ নিহত হইলে সেই রাত্রিতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দুঃখ ও অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ২

ভীমসেন কর্তৃক আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে নিবারিত হইতে দেখিয়া তিনি (যুধিষ্ঠির) ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, তুমি কৃষ্ণযোনি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর ॥ ৩

তুমি আমাদিগকে ত্রাণদান করিতে সমর্থ এবং দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার জন্য বাণ, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধর অগ্নিকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ॥ ৪

অতএব তুমি হৃষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হও। তুমি কোনরূপেই ভীত হইও না। জনমেজয়, শিখণ্ডী ও দৃষ্টদ্যুম্নপুত্র যশোধর ইহারা অতিশয় হৃষ্টচিত্তে চারিদিক দিয়া দ্রোণাচার্য্যের উপর ধাবিত হউক ।

নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রুপদ এবং বিরাট, সাত্যকি, কেকয়গণ ও পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় ইহারা সকলে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হউক ।

এইরূপে আমাদের সমস্ত রথী, হস্তী ও অশ্ব সৈন্যের মধ্যে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, ইহারা এবং পূর্ব্বোক্ত সৈন্যগণ—এই সবে মিলিত হইয়া রণাঙ্গনে মহারথী দ্রোণাচার্য্যকে চূর্ণবিচূর্ণিত করুক ।

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশদান করিলে পর এই সব বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ।

এই সময় পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পূর্ণ উদ্যোগের সহিত সহসা আক্রমণ করিতে দেখিয়া অস্ত্রধারী বীরদলের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন ।

সেই সময় দ্রোণাচার্য্যের জীবনরক্ষা করিতে অভিলাষী রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ণ প্রযত্নের সহিত পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন ।

তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জনকারী পাণ্ডব ও কৌরব যোদ্ধাদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন সমস্ত সৈন্যরা ও বাহনসকল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ।

পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ গর্জতামিতরেতরম্।
নিদ্রান্ধানাং মহারাজ পরিম্লানাস্ত্রচেতসাম্ ॥ ১৩
নাভ্যপদ্যত সমরে কাচিচ্ছেষ্টাঃ মহারথাঃ।
ত্রিযামা রজনী চৈষা ঘোররূপা ভয়ানকা ॥ ১৪
সহস্রযামপ্রতিমা বভূব প্রাণহারিণী।
ব্যত্যস্তাঞ্চ তথা চেষ্টাঃ কৃতানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৫
অর্ধরাত্রিঃ সমাজজ্ঞে নিদ্রান্ধানাং বিশেষতঃ।
সর্বে হ্যাসন্ নিরুৎসাহাঃ ক্ষত্রিয়া দীনচেতসঃ ॥১৬
তব চৈব পরেষাঞ্চ সত্রাস্ত্রা বিগতেষবঃ।
তে তথাপারয়ন্তশ্চ হ্রীমন্তশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৭
অধর্মমনুপশ্যন্তো ন জন্তুঃ স্বাননীকিনীম্।
অস্ত্রাণ্যস্তে সমুৎসৃজ্য নিদ্রান্ধাঃ শেরতে জনাঃ ॥ ১৮
রথেষ্বন্যে গজেষ্বন্যে হয়েষ্বন্যে চ ভারত
নিদ্রান্ধা নো বুবুধিরে কাশ্চিচ্ছেষ্টাঃ পরাপরাঃ ॥ ১৯

মহারাজ! যুদ্ধে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মহারথী যোদ্ধারাও নিদ্রাতে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। সেইজন্য ইহাঁরা কেহই কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই।

এই তিন প্রহরের রাত্রি ইহাঁদের একটি সহস্র প্রহরের রাত্রির ন্যায় ঘোর, ভয়ানক ও প্রাণহারিণী বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন।

সেখানে যাবতীয় কার্যের ব্যত্যয় হইতে ও বিশেষতঃ অস্ত্র-বিক্ষত হইতে নিদ্রান্ধ সৈন্যদের অর্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হইল।

সেই সময় আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের সমস্ত ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা উদাসীন ও দীনচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের হাত হইতে অস্ত্র ও বাণসকল পড়িয়া গিয়াছিল।

সেই সময় তাঁহারা উদ্যমপূর্বক যুদ্ধ করিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি বিশেষতঃ লজ্জাশীলতার বশে নিজেদের ধর্মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিজ নিজ সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না।

ভারত! অপর বহু সৈন্য নিজ নিজ অস্ত্র পরিত্যাগ করত নিদ্রাতে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু সৈন্য রথের উপর, কিছু সৈন্য হস্তীর উপর এবং কিছু সৈন্য অশ্বের উপরেই শয়ন করিয়াছিল।

হে নরাধিপ! নিদ্রাতে অন্ধ হইয়া পড়ায় তাহারা কোন

তানঙ্গে সময়ে যোধাঃ প্রেষয়ন্তো যমক্ষয়ম্।
স্বপরাবমানাংস্তপরে পরানভিবিচেতসঃ ॥ ২০
আত্মানং সমরে জঘ্নুঃ স্বানেব চ পরানপি।
নানাবাচো বিমুহ্যন্তো নিদ্রান্ধাস্তে মহারথে ॥ ২১
অস্মাকঞ্চ মহারাজ পরেভ্যো বহবো জনাঃ।
যোদ্ধুমিতি স্থিতস্তো নিদ্রাসংরক্তলোচনাঃ ॥ ২২
সংসর্পন্তো রথে কেচিন্নিদ্রান্ধাস্তে তথা পরান্।
জঘ্নুঃ শূরা রথে শূরাংস্তস্মিংস্তমসি দারুণে ॥ ২৩
হন্যমানমথাত্মানং পরেভ্যো বহবো জনাঃ।
নাভ্যজানন্ত সমরে নিদ্রয়া মোহিতা ভৃশম্ ॥ ২৪
তেষামেতাদৃশীং চেষ্টাং বিজ্ঞায় পুরুষর্ষভঃ।
উবাচ বাক্যং বীভৎসুঃ কৃষ্ণং সন্নাদয়ন্ দিশঃ ॥২৫
ত্রান্তা ভগ্নস্তো নিদ্রান্ধাঃ সর্ব এব সবাহনাঃ।
তমসা চ বৃতে সৈন্যে বয়মা বর্তলেন চ ॥ ২৬

চেষ্টাই বুঝিতে পারিতেছিল না, এই কারণে তাহাদিগকে অপর যোদ্ধারা সহজেই যমলোকে পাঠাইতে লাগিল।

অপর সৈন্যগণ শত্রুদিগকে স্বপ্নে পতিত হইয়া অতিশয় মুহ্যমান দেখিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। কিছু সৈন্য সেই মহাসময়ে নিদ্রান্ধ হইয়া নানাপ্রকার কথাবার্তা বলিতে বলিতে নিজের উপর অস্ত্র প্রহার করিয়া ফেলিল, কখনও নিজের পক্ষেরই সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল এবং কখনও শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৪-২১

মহারাজ! আমাদের পক্ষেরও বহু যোদ্ধা 'শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে' এরূপ চিন্তা করিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তখন তাহাদের সকলেরই চক্ষু নিদ্রায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ২২

কিছু বীর যোদ্ধা নিদ্রান্ধ হইয়াও রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিল এবং সেই ভীষণ অন্ধকারে শত্রুপক্ষের বীরগণকে বধ করিতে লাগিল ॥ ২৩

বহু সংখ্যক মানুষ নিদ্রাতে অত্যন্ত মোহিত পড়ায় শত্রুগণের দিক্ হইতে সমরাঙ্গণে নিজেদের উপর যে অস্ত্র প্রহারের চেষ্টা হইতেছিল, উহা বুঝিতেই পারিতেছিল না ॥ ২৪

তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা জানিয়া পুরুষপ্রবর অর্জুন চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ২৫

সৈন্যগণ! তোমরা সকলে নিজ নিজ বাহনসহ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ এবং নিদ্রাতে অন্ধ হইয়া গিয়াছ। অন্ধকারে

তে যদং যদি মন্যধ্বমুপারমত সৈনিকা:।
নিমীলয়ত চাত্যৈব রাত্রৌ যুদ্ধমতন্দ্রিতা:॥ ২৭
ততো বিনিদ্রা বিশ্রান্তাশ্চক্রমধ্যাদিতে পুন:।
সংসাধয়িষ্যথাস্মাভি: সংগ্রামং কুরু-পাণ্ডবা:॥ ২৮
তদ্ বচ: সর্ব্বধর্মজ্ঞা ধার্ম্মিকস্য বিশাম্পতে।
অরোচয়ন্ত সৈন্যানি তথা চাস্যোত্তমক্রবন্॥ ২৯
দুষ্কৃতং কর্ণ কর্ণেতি তথা দুর্য্যোধনেতি চ।
উপারমত পাণ্ডূনাং বিরতা বিরতা হি বল্গুবিনী॥ ৩০
তথা বিক্রোশমানস্য ফাল্গুনস্য ততস্তত:।
উপারমত পাণ্ডূনাং সেনা তস্য চ ভারত॥ ৩১
তামস্য বাচং দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ মহাত্মন:।
সর্ব্বসৈন্যানি চাক্রুশ্য: প্রহৃষ্টা: প্রত্যপূজয়ন্॥ ৩২
তৎ সম্পূজ্য বচোঽক্রূরং সর্ব্বসৈন্যানি ভারত।
মুহূর্ত্তমন্বপদ্যন্ত রাজন্ শ্রান্তানি সর্ব্বশঃ॥ ৩৩

সা তু সম্প্রাপ্য বিশ্রামং স্বস্থিনী তব ভারত।
সুখমাপুরতী বীরমর্জ্জুনং প্রশশংসুরং॥ ৩৪
ত্বয়ি বেদাস্তথাস্ত্রাণি ত্বয়ি বুদ্ধি-পরাক্রমৌ।
ধর্ম্মস্ত্বয়ি মহাবাহো দয়া ভূতেষু চানঘ॥ ৩৫
যচ্চাস্মত্তাস্তবেচ্ছাম: ধর্ম্মং পার্থ তবস্তু তে।
মনসশ্চ প্রিয়ানর্থান্ বীর ক্ষিপ্রমবাপ্নুহি॥ ৩৬
ইতি তে তং নরব্যাঘ্রং প্রশংসন্তো মহারথা:।
নিদ্রয়া সমবাক্ষিপ্তাস্তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে॥ ৩৭
অন্যপৃষ্ঠেষু চাপ্যন্যে রথনীড়েষু চাপরে।
গজস্কন্ধগতাশ্চান্যে শেরতে চাপরে ক্ষিতৌ॥ ৩৮
সাদিন: সগদাশ্চৈব সখড়্গা: সপরশ্বধা:।
সপ্রাসকবচাশ্চান্যে নরা: সুপ্তা: পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৯
গজান্তে পরমাস্তীর্ণৈস্তৈস্তৈর্হেমভূষিতৈ:।
নিদ্রয়া বশমা: চক্রুস্তানি স্বাস্তরণানি চ॥ ৪০

এই সমস্ত সৈন্যবাহিনী ঘোর অন্ধকারে ও প্রকৃত ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যদি তোমরা সমীচীন বোধ কর, তবে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দাও। দুর্য্যোধন এই মতাবলম্বনে চক্ষু নিমীলিত করিয়া শয়ন কর। ২৬-২৭

তাহার পর চন্দ্রোদয় হইলে বিশ্রামান্তে নিদ্রাহীন হইয়া কৌরব-পাণ্ডব তোমরা সকলেই পরস্পর পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিবে॥ ২৮

প্রজানাথ! ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুনের এই কথা সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের ভাল লাগিল। সকল সৈন্যরাই ইহা মানিয়া লইল এবং সকল যোদ্ধারা তখন পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন॥ ২৯

কৌরব-সৈন্যরা 'হে কর্ণ! হে কর্ণ! হে রাজা দুর্য্যোধন!' এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—আপনারা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিন; কারণ, পাণ্ডব-সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছে॥ ৩০

ভারত! যখন অর্জ্জুন সর্ব্বদিকে 'এদিক্ ওদিকে' উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন, তখন পাণ্ডবগণ ও আপনার সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল॥ ৩১

মহাত্মা অর্জ্জুনের এই শ্রেষ্ঠ বাক্যকে সমস্ত দেবতাগণ, ঋষিগণ ও সৈন্যরা অতিশয় হর্ষের সহিত সাধুবাদ জানাইলেন॥ ৩২

ভরতবংশীয় নরেশ! ভরতকুলবৃষভ! অর্জ্জুনের এই ক্রুরতাশূন্য বাক্য আপন করত পরিশ্রান্ত সমস্ত সৈন্যগণ মুহূর্ত্তকাল শয়ন করিল॥ ৩৩

সেই রাত্রি অবসান হইলে বিশ্রামের অবসর পাইয়া সুখ অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা বীর অর্জ্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে বলিল॥ ৩৪

মহাবাহু নিষ্পাপ অর্জ্জুন! তোমার মধ্যে বেদ ও অস্ত্র-সকলের সম্পূর্ণ জ্ঞান বর্ত্তমান আছে। তোমার মধ্যে বুদ্ধি ও পরাক্রম এবং তোমার মধ্যে ধর্ম্ম ও সমস্ত ভূতগণের প্রতি দয়া বিদ্যমান আছে॥ ৩৫

ভূষীনন্দন! আমরা তোমারই প্রেরণায় আশ্বস্ত হইয়া সুখভোগ করিতেছি; সেইজন্য তোমার কল্যাণ-কামনা করিতেছি। তোমার সুখলাভ হউক। বীর! তুমি শীঘ্রই বীর মনের প্রিয়তর বস্তুসমূহ লাভ কর॥ ৩৬

প্রজানাথ! এইরূপে আপনার মহারথী সৈন্যগণ নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় বশীভূত হইয়া নীরব হইলেন॥ ৩৭

কিছু সৈন্য অশ্বপৃষ্ঠে, কিছু সৈন্য রথের আসনে; কিছু যোদ্ধা হস্তীর উপর এবং বহু সৈন্য পৃথিবীর উপর শয়ন করিয়া রহিল। কিছু যোদ্ধা সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়াই ছিল। কাহারও হস্তে গদা ছিল। কিছু সৈন্য তরবারি ও পরশু ধারণ করিয়াছিল এবং অপর বহু যোদ্ধা প্রাস ও কবচাদিতে সুসজ্জিত ছিল। ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথকভাবে শয়ন করিয়াছিল॥ ৩৮-৩৯

হস্তীর স্কন্ধ হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া সর্ব্বশরীর স্বর্ণ-

সুপ্তাঃ তত্তত্রিরে তত্র নিঃশ্বসন্তো মহীতলে।
বিকীর্ণা শিরসো যন্ত্রনিঃশ্বসদ্ভির্মহেষুভিঃ ॥ ৪১
সমাক্ষিপ্য বিষমাং চক্রুঃ ক্ষুরাগ্রৈর্বিকৃতাং মহীম্।
হয়াঃ কাঞ্চনযোক্ত্রাস্তে কেসরালম্বিভির্ধূলৈঃ ॥ ৪২
সুষুপুস্তত্র রাজেন্দ্র যুক্তা বাহেষু সর্বশঃ।
এবং হয়াশ্চ নাগাশ্চ যোধাশ্চ ভরতর্ষভ।
যুদ্ধাদ্ বিরম্য সুষুপুঃ শ্রমেণ মহতাবিতা ॥ ৪৩
তৎ তথা নিদ্রয়া তত্রমবোধং প্রাপ্তবদ্ ভৃশম্।
কুশলৈঃ শিল্পিভির্ন্যস্তং পটে চিত্রমিবাদ্ভুতম্ ॥ ৪৪
তে ক্ষত্রিয়াঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ
পরস্পরং সায়কবিক্ষতাঙ্গাঃ।
কুন্তেষু লীনাঃ সুষুপুর্গজানাং
কুচেষু লগ্না ইব কামিনীনাম ॥ ৪৫
ততঃ কুমুদনাথেন কামিনী গণ্ডপাণ্ডুনা
নেত্রানন্দেন চন্দ্রেণ মাহেন্দ্রী দিগলঙ্কৃতা ॥ ৪৬

সকলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বসুধাতলকে নীরব করিতে লাগিল ॥ ৩০

ধরাতলে শয়ন করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গজ-রাজগণ এরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেন পর্বতসকল বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে এবং তাহাদের মধ্যে অবস্থিত বড় বড় সর্পগুলি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ॥ ৩১

স্বর্ণনির্মিত যোক্ত্রসকলে বদ্ধ অশ্বগণ নিজ নিজ গলদেশের কেশরসমূহে মুখের ঘুণ লইয়া ক্ষুরাগ্রভাগের দ্বারা ছেদ করিতে করিতে সমস্ত ভূমিকেও বিদল করিতে লাগিল ॥ ৩২

রাজেন্দ্র! ইহারাও রথসমূহে যোজিত থাকিয়াই শয়ন করিয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ অশ্ব, হস্তী ও সৈন্যগণ অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া শয়ন করিয়াছিল ॥

এইভাবে নিদ্রাতে অচেতন সেই সৈন্যগণ গভীর নিদ্রায় হইয়া পড়িল। এই সময় ইহাদের দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছিল —যেন চিত্রে কোন নিপুণ শিল্পী এতাদৃশ অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪

কুণ্ডলধারী এই তরুণ ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর বাণসমূহের আঘাতে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া হস্তীদিগের কুম্ভস্থলে এরূপ লীন হইয়া শয়ন করিয়া আছে, যেন তাহারা কোন তরুণীর কুচযুগ গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩৫

দলদ্ধান্ধকারুকরিনিঃসৃতঃ
কিরণঃকেসরচারুরপিঞ্জরঃ।
তিমিরসারণমুখবিদারণঃ
সমুদিয়াদুদয়াচলকেসরী ॥ ৪৭
তরুবরোত্তমগাত্রসমদ্যুতিঃ
স্মরশরাসনপূর্ণসমপ্রভঃ।
নববধূস্মিতচারুমনোহরঃ
প্রবিসৃতঃ কুমুদাকরবান্ধবঃ ॥ ৪৮
ততো মুহূর্তাদ্ ভগবান্ পুরস্তাজ্জগলক্ষণঃ।
অরুণং দর্শয়ামাস স্বেন জ্যোতিঃপ্রভাং প্রভুঃ ॥ ৪৯
অরুণস্তু তু তস্যাসু ভাতরূপসমপ্রভম্।
রশ্মিজালং মহচ্চক্রে মহঃ মন্মথবর্ধনম্ ॥ ৫০
উৎসারয়ন্ প্রভয়া তমস্তু চন্দ্রংস্তুতঃ।
পর্যাপচ্ছন্ মহীং সর্বাং দিশঃ সর্বাঃ কিতিং তথা ॥ ৫১

তাহার পর কামিনীদিগের গণ্ডস্থলের ন্যায় শ্বেতাভায়ুক্ত পীতবর্ণযুক্ত মনোমোহকারে কুমুদনাথ চন্দ্র পূর্বদিকে শুশোভিত করিয়া উদিত হইলেন ॥ ৩৬

পূর্বদিক্‌রূপ কন্দর হইতে নির্গত হইয়া উদয়াচলের শিখরের উপর চন্দ্ররূপী সিংহ উদিত হইল। এই চন্দ্র-সিংহ কিরণরূপ কেশরসমূহে প্রকাশিত ও পিঙ্গলবর্ণের ছিল এবং অন্ধকাররূপ গজরাজগণের মুখসমূহকে বিদীর্ণ করিতেছিল ॥ ৩৭

ভগবান্ শঙ্করের বৃহৎ অস্থিকেশরের উত্তম অঙ্গসমূহের ন্যায় কান্তি, যাহা কামদেবের শ্বেতপুষ্পময় ধনুর ন্যায় পূর্ণরূপে উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং নববধূর ঈষৎ হাসির ন্যায় সুন্দর ও মনোহররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেই কুমুদবান্ধব চন্দ্র ক্রমশঃ উপরে উদিত হইয়া আকাশে শীয় চান্দ্র-কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর মুহূর্তকালের পরেই জগচ্চিহ্ন সুশোভিত প্রভাবশালী ভগবান্ চন্দ্রদেব শীয় জ্যোৎস্নায় নক্ষত্রসমূহের প্রভাকে হীন করিতে করিতে প্রথমে অরুণকান্তিকে দর্শন করাইলেন ॥ ৩৯

অরুণ-কান্তির পর চন্দ্রদেব ধীরে ধীরে সুবর্ণতুল্য প্রভাবিশিষ্ট বিশাল কিরণজালকে প্রসারিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

তাহার পর এই চন্দ্ররশ্মিসমূহ শীয় প্রভায় অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল, আকাশ ও ভূমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ৪১

ততো মুহূর্তাদ্ ভুবনং জ্যোতির্ভূতমিবাভবৎ।
অপ্রখ্যমপ্রকাশঞ্চ জগামাস্ত তমস্তথা ॥ ৫১
প্রতিপ্রকাশিতে লোকে দিবাভূতে নিশাকরে।
বিচেরুর্ন বিচেরুশ্চ রাজন্ নক্তঞ্চরাস্ততঃ ॥ ৫০
যোধ্যমানং তু তৎ সৈন্যং রাজংশ্চন্দ্রস্য রশ্মিভিঃ।
বুবুধে শতপত্রাণাং বনং সূর্য্যাংশুভির্যথা ॥ ৫৪
যথা চন্দ্রোদয়োদ্ভূতঃ ক্ষুভিতঃ সাগরোঽভবৎ।
তথা চন্দ্রোদয়োদ্ভূতঃ স বভূব মহার্ণবঃ ॥ ৫৫
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে পুনরেব বিশাম্পতে।
লোকে লোকবিনাশায় পরং লোকমভীপ্সতাম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে সৈন্যনির্য্যায়াং চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪

তদনন্তর মুহূর্তকালমধ্যে সম্পূর্ণ জগৎ যেন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল। অন্ধকারের কোন নামগন্ধও আর রহিল না। তখন অদৃশ্যভাবে এই অন্ধকার যেন কোথায় চলিয়া গেল ॥ ৫২

চন্দ্রদেবের পূর্ণরূপে প্রকাশ হইলে পর সারা জগৎ তখন দিবসতুল্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজন্! এই সময় রাত্রিকালে বিচরণকারী কিছু প্রাণী বিচরণ করিতে লাগিল এবং কিছু প্রাণী যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিল ॥ ৫৩

রাজন্! চন্দ্রের কিরণস্পর্শে সমস্ত শ্বেতবর্ণ শতদল সেইরূপে আপনা হইতে ফুটিল, যেরূপ সূর্য্যরশ্মির স্পর্শ পাইয়া কমলদল বিকসিত হইয়া উঠে ॥ ৫৪

যেরূপ পূর্ণিমায় চন্দ্র উদিত হইলে পর তাহাতে প্রভাবিত মহাসাগরে জলোচ্ছ্বাস (জোয়ার) উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সময় চন্দ্রোদয় হইলে পর সমস্ত সৈন্য-সমুদ্রমধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হইল ॥ ৫৫

মহারাজ! তদনন্তর এই জগতে ভূতভর জনসাধারণের জন্য পরলোকে গমন করিতে উদ্যুক্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ॥ ৫৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধসময়ে সৈন্যগণের নির্য্যা-বিষয়ক চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ, দ্রোণাচার্য্যস্য ব্যঙ্গোক্ত্যোত্তরদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো দ্রোণমভিগম্যাব্রবীদিদম্।
অমর্ষবশমাপন্নো জনয়ন্ হর্ষতেজসী ॥ ১
দুর্য্যোধন উবাচ।
ন মর্ষণীয়াঃ সংগ্রামে বিজ্ঞেয়াস্তে শ্রমান্বিতাঃ।
সপত্না গ্লানমনসো লক্ষলক্ষ্যা বিশেষতঃ ॥ ২
যৎ তু মর্ষিতমস্মাভিস্তবতঃ প্রিয়কাম্যয়া।
ত এতে পরিবিশ্রান্তাঃ পাণ্ডবা বলবত্তরাঃ ॥ ৩
সর্বথা পরিহীনাঃ স্ম তেজসা চ বলেন চ।
তবত্তা পাল্যমানাস্তে বিবর্ধন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ৪

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের তিরস্কার এবং দ্রোণাচার্য্যের ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তিতে উত্তর দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর অমর্ষপূর্ণ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকটে যাইয়া তাঁহার হর্ষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আচার্য্যদেব! যুদ্ধে বিশেষ করিয়া যাহারা লক্ষ্যভেদ করিয়া থাকে, সেই শত্রুরা যদিও পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করে এবং মনের মধ্যে গ্লানিপূর্ণ থাকায় যুদ্ধবিষয়ক উৎসাহ নষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের প্রতি কখনও ক্ষমা এবং দয়াপ্রদর্শন করা উচিত হইবে না ॥ ২

এই সময় আমরা যে তাহাদের ক্ষমা করিলাম, উহা কেবল আপনার প্রিয় করিবার জন্য করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে এই ফললাভ হইল যে, পাণ্ডব-সৈন্যগণ পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩

আর আমরা সর্বপ্রকারে তেজোহীন ও বলহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং এই পাণ্ডবেরা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৪

দিব্যান্যস্ত্রাণি সর্বাণি ব্রাহ্মাণ্যেতানি চ যানি হ।
তানি সর্বাণি তিষ্ঠন্তি তবত্যেব বিশেষতঃ। ৫

ন পাণ্ডবেয়া ন বয়ং নান্যে লোকে ধনুর্ধরাঃ।
যুধ্যমানস্য তে তুল্যাঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। ৬

সমুদ্রাসুর-গন্ধর্বানির্মানুষ্যান্ সচরাচরান্।
সর্বাস্ত্রবিদ্ ভবান্ হন্যাদ্ দিব্যৈরস্ত্রৈর্ন সংশয়ঃ। ৭

স ভবান্ মর্ষয়ত্বেতান্ মদ্ভক্তো ভীতবিশেষতঃ।
শিষ্যং বা পুত্রবদ্ধত্ত্য মম বা মন্দভাগ্যতাম্। ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তবিতো দ্রোণঃ কোপিতশ্চ সুতেন তে।
সমস্ফারত্রবীদ্ রাজন্ দুর্যোধনমিদং বচঃ। ৯

স্থবিরঃ সন্ পরং শক্ত্যা বটে দুর্যোধনাহবে।
অতঃ পরং ময়া কার্যাং ক্ষুদ্রং বিক্রমবৃদ্ধিনা। ১০

অনস্ত্রবিদয়ঃ সর্বে হ্যস্ত্রজ্ঞোঽস্ত্রবিদা জনাঃ।
যদ্ ভবান্ মন্যতে চাপি শুভং বা যদি বাশুভম্। ১১
তদ্ বৈ কর্তাস্মি কৌরব্য বচনাৎ তব নান্যথা।
নিহত্য সর্বপাঞ্চালান্ যুদ্ধে কৃষ্ণা পরাক্রমম্। ১২
বিমোক্ষ্যে কবচং রাজন্ সত্যেনায়ুধমালভে।
মজ্জনে যচ্চ কৌন্তেয়মপূর্বং স্নাতমাহবে। ১৩
তস্য বীর্যং মহাবাহো শৃণু সত্যেন কৌরব।
তং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ। ১৪
উৎসহন্তে রণে জেতুং কুপিতং সব্যসাচিনম্।
খাণ্ডবে যেন ভগবান্ প্রত্যুদ্যাতঃ সুরেশ্বরঃ। ১৫
সাগ্রকৈর্বারিভিশ্চাপি বর্ষমাণো মহাস্বনঃ।
রক্ষা নাগাস্তথা দৈত্যা যে চাস্য বলগর্বিতাঃ। ১৬
নিহতাঃ পুরুষেন্দ্রেণ তচ্চাপি বিদিতং তব।
গন্ধর্বা যোষযাত্রায়াং চিত্রসেনাদয়ো জিতাঃ। ১৭

ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে, সেই সমস্ত অস্ত্র আপনার মধ্যেই বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। ৫

যুদ্ধ করিবার সময় আপনার সম্মুখীন হইতে না পাণ্ডবগণ, না আমরা এবং না জগতে অন্য যে সব ধনুর্ধর বীরগণ সমবেত, তাহা আমি আপনাকে সত্য কথা বলিলাম। ৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্বশস্ত্রে অভিজ্ঞ জানি। অতএব আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনি যাহা দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা দেবতা, অসুর ও গন্ধর্বগণের সহিত এই সমস্ত লোককেই বিনাশ করিতে পারেন,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭

এতাদৃশ আপনি এই পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছেন। যদিও তাহারা আপনার প্রতি বিশেষরূপে ভক্ত হইয়া থাকে; তথাপি তাহারা আপনার শিষ্য, ইহাই মনে রাখিয়া কিংবা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি তাহাদের উপেক্ষা করিতেছেন॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন এইরূপে আপনার পুত্র দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে উৎসাহিত করিতে করিতে তাঁহার ক্রোধ বর্ধিত করিলেন, তখন তিনি কুপিত হইয়া দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন॥ ৯

দুর্যোধন! যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, তথাপি যুদ্ধস্থলে আমি নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত তোমার জয়লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছি, এখন তোমার জয়লাভের ইচ্ছায় আমাকে নীচ কার্যও করিতে হইবে। ১০

এই সব ব্যক্তিরা দিব্যাস্ত্রসমূহ জানেন না এবং আমি তৎসমস্ত জানি, সেইজন্য আমাকে এই সব অস্ত্র সকলের দ্বারা ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে। কুরুনন্দন! তুমি শুভ বা অশুভ যাহা কিছু করা উচিত বলিয়া মনে করিবে, তাহা আমি তোমার কথাতে সম্পন্ন করিব, তাহার বিপরীত আমি কিছুই করিব না।

রাজন্! আমি সত্যের শপথ গ্রহণপূর্বক নিজের বহু স্বপ্ন করত বলিতেছি যে, "এই যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করত সমস্ত পাঞ্চালগণকে বধ না করিয়া আমি কবচ উন্মোচন করিব না"।

কিন্তু তুমি যে কুন্তীপুত্র অর্জুনকে যুদ্ধে পরিশ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা তোমার মিথ্যা ধারণা। মহারাজ কুরুরাজ! আমি তাঁহার পরাক্রম সত্যসহকারে বর্ণনা করিতেছি।

যুদ্ধে কুপিত সব্যসাচী অর্জুনকে না দেবতা, না গন্ধর্ব, না যক্ষ এবং না রাক্ষসগণ জয় করিতে সমর্থ হন।

এই মহাত্মা বীর অর্জুন খাণ্ডবদহনে স্বয়ং ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং বীর বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়াছিল।

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই সময় যক্ষ, নাগ, দৈত্য এবং অন্যান্য যে সব বলদর্পিত বীর ছিলেন, ইঁহাদের সকলকেই সংহার করিয়াছিল। এই বিষয় তোমার জানা আছে।

ঘোষযাত্রার সময় যখন চিত্রসেনাদি গন্ধর্বগণ তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় দৃঢ় ধনুর্ধারী অর্জুনই

ধৃতঃ তৈস্ত্রিদশাশ্চাপি মোক্ষিতা দৃঢ়ধন্বনা।
নিবাতকবচাশ্চাপি দেবানাং শত্রবস্তথা ॥ ১৮
সুরৈরবধ্যাঃ সংগ্রামে তেন বীরেণ নির্জিতাঃ।
দানবানাং সহস্রাণি হিরণ্যপুরবাসিনাম্ ॥ ১৯
নির্জেয়ো পুরুষব্যাঘ্রঃ স শক্যো মানুষৈঃ কথম্।
প্রত্যক্ষং চৈব তে সর্বং যদ্যবলমিদং তব ॥ ২০
কর্ষিতং পাণ্ডুপুত্রেণ চেষ্টতাং বো বিশাম্পতে।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথাভিপ্রশংসন্তমর্জুনং কুপিতস্তদা ॥ ২১
দ্রোণং তব সুতো রাজন্ পুনরেবেদমব্রবীৎ
অহং দুঃশাসনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি মে মতঃ ॥ ২২
ত্বয়িস্থামোঽর্জুনং সংখ্যে বিদ্ধি কৃষ্ণঞ্চ ভারতীম্।
(তিষ্ঠ ত্বং মহাবাহো নিত্যং প্রিয়ঃ প্রিয়স্তব।)
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভারদ্বাজো ঽব্রবীৎ ॥ ২৩

অধর্ষতঃ রাজানং স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চাব্রবীৎ।
কো হি গাণ্ডীবধন্বানং জয়ন্তমিব তেজসা ॥ ২৪
অক্ষয়ং ক্ষপয়েৎ কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
তং ন বিত্তপতির্নেন্দ্রো ন যমো ন জলেশ্বরঃ ॥২৫
নাসুরোরগ-রক্ষাংসি ক্ষপয়েয়ুঃ সহায়ুধম্।
মূঢ়াস্ত্বেতানি ভাষন্তে যানীমান্যাত্থ ভারত ॥২৬
যুদ্ধে হ্যর্জুনমাসাদ্য স্বস্তিমান্ কো ব্রজেদ্ গৃহান্।
ঋতে ত্বা সর্বাভিশস্তিভাগ্নিষ্ঠুরঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ২৭
শ্রেয়স্যবস্থিতে যুক্তাংস্তত্র বক্তুমিহেচ্ছসি।
গচ্ছ ত্বমপি কৌন্তেয়মাত্মার্থে জহি মা চিরম্ ॥২৮
ত্বমপ্যাশংসসে যোদ্ধুং কুলজঃ ক্ষত্রিয়ো ঽসি হ।
ইমান্ কিং ক্ষত্রিয়ান্ সর্বান্ ঘাতয়িষ্যস্যনাগসঃ ॥ ২৯
ত্বমস্য মূলং বৈরস্য তস্মাদাসাদ্যার্জুনম্
এষ তে মাতুলঃ প্রাজ্ঞঃ ক্ষময়ন্নমন্যতঃ ॥ ৩০

তাহাদের সকলকে পরাজিত করে এবং তোমাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করে।

দেবপক্ষ নিবাতকবচনামক দানবগণ, যাহাদিগকে সংগ্রামে দেবগণ বধ করিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে বীর অর্জুন পরাজিত করিয়াছিল।

যে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবগণকে জয় করিয়াছিল, তাহাকে মনুষ্যগণ কিরূপে জয় করিতে পারে?

প্রভানাথ! আমরা এক ভাবে চেষ্টা করিলেও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যেভাবে তোমার এই সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে, তৎসমস্তই তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে অর্জুনের প্রশংসাকারী দ্রোণাচার্য্যকে আপনার পুত্র দুর্যোধন কুপিত হইয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন।

আচার্য্য! আমি, দুঃশাসন, কর্ণ এবং আমার মাতা শকুনি কৌরবদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া যুদ্ধে অর্জুনকে সংহার করিব। মহাবাহো! আপনি নীরবে অবস্থান করুন; কারণ, অর্জুন সদাই আপনার প্রিয় শিষ্য।

দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত দ্রোণাচার্য্য যেন হাস্য করিতে করিতেই তাঁহার সেই কথা অনুমোদন করিলেন এবং "তোমার কল্যাণ হউক" এই কথা বলিয়া রাজা দুর্যোধনকে পুনরায় বলিলেন।

বীর তোমাকে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়শরোদ্যত গাণ্ডীবধারী অবিনাশী অর্জুনকে কোন্ ক্ষত্রিয় সংহার করিতে সমর্থ হইবে?

অক্ষয়কারী অর্জুনকে না ধনপতি কুবের, না ইন্দ্র, না যমরাজ, না জলপতি বরুণ এবং না অসুর, নাগ ও রাক্ষসগণ বিনাশ করিতে পারেন।

ভারত! তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, এই সব কথা মূর্খ ব্যক্তিগণই বলিয়া থাকে। যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া কোন্ যোদ্ধা কুশলের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে?

তুমি নিষ্ঠুর ও পাপপূর্ণ নিশ্চয় করিয়া থাক, সেইজন্য তোমার মনে সকলের উপরেই সন্দেহ হইয়া থাকে; আর এই কারণেই তোমার হিতে তৎপর শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকেও তুমি এতাদৃশ বাক্য শুনাইতে ইচ্ছা কর।

তুমিও গমন কর, নিজের হিতের জন্য ত্বরান্বিত অর্জুনকে অতি সত্বর বধ কর। তুমিও ত কুলীন ক্ষত্রিয়। আমি আশা করিতেছিলাম যে, তোমার মধ্যেও যুদ্ধ করিবার শক্তি রহিয়াছে, সুতরাং এই সর্বপ্রকারে নিরপরাধ ক্ষত্রিয়দিগকে কেন তুমি বধ করাইবে? ১১-২৯

তুমিই এই শত্রুতার মূল, অতএব স্বয়ংই যাইয়া অর্জুনের সম্মুখীন হও। গান্ধারীনন্দন! তোমার এই মামাও কপট-দ্যূতবিশারদ, অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং ক্ষমার মর্ম্মে তৎপর, সুতরাং ইনিই এই যুদ্ধে অর্জুনের তত্ত্ব আহরণ করুন।

দুর্মতিদেবী পাণ্ডবে প্রয়াস্যত্যনমাহবে
এবোঽক্ষকুশলো জিষ্ণো গৃহীতকৃৎ কিতবঃ শঠঃ ॥ ৩১
সেবিতা নিকৃতিপ্রজ্ঞো যুধি জেষ্যতি পাণ্ডবান্।
যয়া কপিধ্বজমভ্যর্চ্য কর্ণেন সহ দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩২
অসকৃচ্ছ্রুতবন্মোহাদ্ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ শৃণ্বতঃ।
অহঞ্চ ভ্রাতা কর্ণশ্চ ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে ॥ ৩৩
পাণ্ডুপুত্রান্ হনিষ্যামঃ সহিতাঃ সমরে ত্রয়ঃ।
ইতি তে কথমানস্য শ্রুতং সংসদি সংসদি ॥ ৩৪
অনুতিষ্ঠ প্রতিজ্ঞাং তাং সত্যবাগ্ ভব তৈঃ সহ।
এষ তে পাণ্ডবঃ শক্রবিশঙ্কোঽগ্রতঃ স্থিতঃ।
ক্ষত্রধর্মমবেক্ষস্ব শ্লাঘাস্তব বধো জয়াৎ ॥ ৩৫
ভুক্তং ভুক্তমধীতঞ্চ প্রাপ্তমৈশ্বর্যমীপ্সিতম্।
কৃতকৃত্যোঽনৃণশ্চাসি যা চৈর্ষ্যং পাণ্ডবম্ ॥ ৩৬
ইত্যুক্ত্বা সমরে দ্রোণো যুযুধে তত্র যত্নতঃ পরে।
ব্যূহীকৃত্য ততঃ সেনাং যুদ্ধায় সমতক্ষয়ৎ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণবধপর্বণি দ্রোণ-দুর্যোধনভাষণে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সে পাশাখেলায় অতিশয় পটু। কুটিলতা, শঠতা ও ধূর্ততা ও' তাহার মধ্যে সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সে পাশাখেলায় এবং ছলবিদ্যায় ভালভাবে জানে। এ নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে জয় করিবে।

দুর্যোধন! তুমি নিজের স্বার্থের জন্য পূর্ব সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিরোধসত্ত্বেও কর্ণের সহিত যেন অত্যন্ত ঘৃণার সহিত দ্রৌপদীর মোহবশতঃ বারংবার দুষ্টভাবভাবে এই কথা বলিয়াছিলে যে, তাই! আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন—এই তিনজনে সমরাঙ্গনে একত্রে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে বধ করিব। এই সত্য তোমার এইরূপ আত্মপ্রশংসাসূচক বাক্য আমরা শুনিয়াছি ॥ ৩০-৩৪

তুমি নিজের সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। তাহাদের সকলের সহিত তুমি সত্যবাদী হও। এই তোমার সম্মুখে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নির্ভয় হইয়া সম্মুখে বিদ্যমান আছে। তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা অর্জুনের হাতে যদি তোমার মৃত্যুও হইয়া থাকে, তবে তাহা তোমার পক্ষে প্রশংসা-যোগ্য কার্য হইবে ॥ ৩৫

তুমি বহু ধন ভোগ করিয়াছ, ভোগোপযোগিসমূহ ভোগ করিয়াছ, খাদ্যাদি ভক্ষণ করিয়াছ এবং অতিলাষের ঐশ্বর্যও প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন তুমি কৃতকৃত্য এবং দেবতা, ঋষি-ঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ; অতএব ভীত হইও না। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৩৬

এই কথা বলিয়া দ্রোণাচার্য সমরাঙ্গনে যে দিকে শত্রুদিগের সৈন্যরা অবস্থান করিতেছিল, সেইদিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার পর সৈন্যদিগকে ব্যূহভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণবধপর্বে দ্রোণাচার্য ও দুর্যোধনের সম্ভাষণ-বিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডববীরাণাং দ্রোণাচার্য্যোপরি আক্রমণম্, দ্রুপদ-পৌত্রাণাং দ্রুপদ-বিরাট প্রভৃতি-বীরসন্তানাঞ্চ বধঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নস্য প্রতিজ্ঞা, উভয়পক্ষয়োস্তুমুলং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

ত্রিভাগশেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্ত্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সংহৃষ্টানাং বিশাম্পতে ॥ ১
অথ চন্দ্রপ্রভাং মুক্ত্বাদিত্যস্য পুরঃসরঃ।
অরুণোঽভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষে তাম্রীকুর্ব্বন্নিবাম্বরম্ ॥ ২
প্রাচ্যাং দিশি সহস্রাংশোরুদয়েনাবভাসিতম্।
তপনীয়ং যথা চক্রং ভ্রাজতে রবিমণ্ডলম্ ॥ ৩
ততো রথাশ্বাংশ্চ মনুষ্যযানা-
ন্যুৎসৃজ্য সর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবোধাঃ
দিবাকরস্যাভিমুখং জপন্তঃ
সন্ধ্যাগতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বভূবুঃ ॥ ৪
ততো দ্বৈধীকৃতে সৈন্যে দ্রোণঃ সোমক-পাণ্ডবান্।
অভ্যদ্রবৎ সপাঞ্চালান্ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমঃ ॥ ৫

দ্বৈধীকৃতান্ কুরূন্ দৃষ্ট্বা মাধবোঽর্জ্জুনমব্রবীৎ।
সপত্নান্ সংযতঃ কৃত্বা অপসব্যমিমং কুরু ॥ ৬
স মাধবমনুজ্ঞায় কুরুষেতি ধনঞ্জয়ঃ।
দ্রোণ-কর্ণৌ মহেষ্বাসৌ সব্যতঃ পর্য্যবর্ত্তত ॥ ৭
অভিপ্রায়ং তু কৃষ্ণস্য জ্ঞাত্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।
আজিমীর্ষন্নতঃ পার্থঃ ভীমসেনোঽভ্যভাষত হ ॥ ৮

ভীমসেন উবাচ।

অর্জ্জুনার্জ্জুন বীভৎসো শৃণুষৈতদ্ বচো মম।
যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥ ৯
তস্মিংশ্চেদাগতে কালে ক্লেশো ন প্রতিপদ্যতে।
অসম্ভাবিতরূপস্তং সুদুঃখাঃ করিষ্যসি ॥ ১০
সত্য-শ্রী-ধর্ম-যশসাং বাসোঽসীত্যনুশুশ্রুমঃ।
বিজানীহি বৃহন্ নেষ্ঠ অপসব্যমিমং কুরু ॥ ১১

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[পাণ্ডববীরগণের দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ, দ্রুপদের পৌত্রগণ এবং দ্রুপদ ও বিরাট প্রভৃতি বীরবৃন্দের বধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভানাথ! সেই সময় যখন রাত্রির পঞ্চম মুহূর্ত্তের মধ্যে তিন মুহূর্ত্তই আর অবশিষ্ট আছে, তখন হৃষ্ট ও উৎসাহ পূর্ণ কৌরব এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১

তদনন্তর সূর্য্যদেবের অগ্রগমনকারী অরুণদেবের উদয় হইল, যিনি চন্দ্রের প্রভাকে হরণ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকের আকাশকে যেন রক্তরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন। ২

পূর্ব্বদিকে অরুণকর্ত্তৃক অরুণবর্ণকৃত সূর্য্যদেবের মণ্ডল সুবর্ণময় চক্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। ৩

তখন সমস্ত কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যগণ রথ, অশ্ব ও পালকি প্রভৃতি যান আরোহণ করত সন্ধ্যা-বন্দনায় নিরত হইয়া সূর্য্যের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বেদ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৪

তদনন্তর সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইলে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অগ্রে করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যের উপর ধাবিত হইলেন। ৫

কৌরব-সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! তুমি অস্ত্র শত্রুদিগকে বামভাগে রাখিয়া এই দ্রোণসৈন্যকে দক্ষিণ ভাগে কর (এবং ইহাদের মধ্যভাগে থাকিয়া অগ্রসর হও)। ৬

"আচ্ছা, তাহাই করিব" এবলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই অনুমতি দিয়া অর্জ্জুন মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণকে বামভাগে রাখিয়া নির্গত হইলেন। ৭

শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায়কে জানিয়া শত্রুসন্তাপকারী ভীমসেন যুদ্ধের অগ্রগামী স্থলে উপস্থিত অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ৮

ভীমসেন বলিলেন,—অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! বিভৎসো! আমার এই কথা শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়া জননী যে জন্য সন্তান প্রসব করেন, আজ তাহা সম্পন্ন করিয়া দেখাইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। ৯

যদি এরূপ সময় আসিলেও তুমি স্ব-পক্ষের কল্যাণ সাধন না কর, তবে তুমি যেরূপ শৌর্য্য ও পরাক্রমের অধিকারী, তাহার বিপরীত তুমি পরাক্রমশূন্য বলিয়াই সম্ভাবিত হইবে এবং এরূপ অবস্থায় তুমি আমাদের সহিত অতিশয় নৃশংসতাপূর্ণ ব্যবহার-পরায়ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ১০

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! তুমি নিজ পরাক্রমের দ্বারা সত্য, লক্ষ্মী, ধর্ম্ম ও যশের স্থান হইতে মুক্ত হও। এই শত্রুদিগকে ভক্ষিণে কর এবং স্বয়ং বাম ভাগে থাকিয়া শত্রুদিগকে বিভক্ত কর। ১১

সঞ্জয় উবাচ।

স সব্যসাচী ভীমেন চোদিতঃ কেশবেন চ।
কর্ণ-দ্রোণাবতিক্রম্য সমস্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥ ১২
তমাজিশীর্ষমায়ান্তং দহন্তং ক্ষত্রিয়র্ষভান্।
পরাক্রোশং পরাক্রম্য ততঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ। ১৩
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং বর্দ্ধমানমিবানলম্।
অথ দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ১৪
অভ্যবর্ষন্ শরব্রাতৈঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্।
তেষামস্ত্রাণি সর্বেষামুত্তমাস্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ১৫
কদর্থীকৃত্য রাজেন্দ্র শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য ধনুষ্টঙ্কো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ১৬
সর্বানবিধ্যন্নিশিতৈঃশতিশশ্চ শরৈঃ।
উদ্ধূতা রজসো বৃষ্টিঃ শরবৃষ্টিস্তথৈব চ। ১৭
তমসশ্চ ঘোরং সঞ্জজ্ঞে তত্র তত্র তরস্বিনাম্
ন দ্যৌর্ন ভূমির্ন দিশঃ প্রজজ্ঞিরে তথাপরে ১৮

সৈন্যেন রজসা মূঢ়ং সর্বমন্তমিবাভবৎ।
নৈব তেন বয়ং রাজন্ প্রাজ্ঞানিষ পরস্পরম্ ॥ ১৯
উদ্দেশেন হি তেন স্ম সমযুধ্যন্ত পার্থিবাঃ।
বিরথা রথিনো রাজন্ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ২০
কেশেষু সমসজ্জন্ত কবচেষু ভুজেষু চ।
হতাশ্বা হতসূতাংশ্চ নিশ্চেষ্টা রথিনো হ্যভূঃ ॥২১
জীবন্ত ইব তত্র স্ম বাদৃশ্যন্ত ভয়ার্দ্দিতাঃ।
হতান্ গজান্ সমাশ্রিত্য পর্ব্বতানিব বাজিনঃ ॥ ২২
গতসত্ত্বা বাদৃশ্যন্ত তথৈব সহ সাদিভিঃ।
ততস্তত্রাসযুতোব সংগ্রামাদুত্তরাং দিশম্ ॥ ২৩
অহিতাস্তরবে দ্রোণো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
তমাজিশীর্ষাদেকাগ্রমপশ্যাস্ম নিবর্ত্য তু ॥ ২৪
সমকল্পন্ত সৈন্যানি পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
ভ্রাজমানং শ্রিয়া যুক্তং জলদানিব তেজসা ॥ ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেন কর্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া সব্যসাচী অর্জ্জুন কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ১২

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়শিরোমণি যোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধের সম্মুখভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় এই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরাক্রমশালী অর্জ্জুনকে পরাক্রম করিয়াও প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি তিনজনে মিলিত হইয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ের উপর বাণবর্ষণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্র! তখন অস্ত্রবলে অভিজ্ঞ বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ইঁহাদের সকল অস্ত্রকে নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

অতিশয় হস্তচালনা করিতে নিপুণ জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদিগের সকল অস্ত্রকে নিবারণ করত তাঁহাদের প্রত্যেককেই দশটি দশটি করিয়া তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

সেই সময় ধূলি সকল উপরে উত্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে বাণবৃষ্টিও হইতেছিল। ইহাতে সেখানে ঘোর অন্ধকার আবৃত হইয়া পড়িল ও ভীষণরবে কোলাহল হইতে লাগিল।

সেই অবস্থায় না আকাশ, না পৃথিবী এবং না দিঙ্মণ্ডল বুঝা যাইতেছিল। সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া সেখানে সব কিছুই অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছিল।

রাজন্! এই শত্রুসৈন্যগণ ও আমরা পরস্পর কোন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। সেইজন্য যুদ্ধার্থিগণ পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! রথী বীর যোদ্ধারা রথহীন হইয়া পড়িলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া কেশ কবচ ও বাহু ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধা অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে পর ভয়পীড়িত অবস্থায় এরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন যে, তাহারা তখন জীবিত থাকিলেও নিহতের ন্যায়ই মনে হইতেছিলেন।

নিহত বহু অশ্ব ও অশ্বারোহী পর্ব্বতাকার হস্তিকলেবর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণযুক্তের ন্যায় দেখাইতেছিল।

অন্যদিকে দ্রোণাচার্য্য সেই যুদ্ধস্থলে উত্তর দিকে গমন করত ধূমহীন অগ্নির ন্যায়-যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতেই যুদ্ধভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রজানাথ! তাঁহাকে যুদ্ধের অগ্রবর্ত্তী স্থল হইতে অপসৃত হইয়া একাগ্র ভাবে এক স্থানে আসিতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যরা [illegible]

দ্রোণং দৃষ্ট্বা পরে ত্রেষুশ্চেকৈরমৃষ্যন্ত ভারত।
আহ্বয়ন্তঃ পরানীকং প্রতিস্রোতমিব দ্বিপম্। ২৬
নৈনমাশংসিরে জেতুং দানবা বাসবং যথা।
কেচিদাসন্ নিরুৎসাহাঃ কেচিৎ ক্রুদ্ধা মনস্বিনঃ॥ ২৭
বিস্মিতাশ্চাভবন্ কেচিৎ কেচিদাসন্নমর্ষিতাঃ।
হর্ষেণেত্যাশ্রমপরে প্রত্যপিংষন নরাধিপাঃ॥ ২৮
অপরে ধর্ষনৈরোষ্ঠানদশন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
ব্যাক্ষিপন্নায়ুধান্যন্যে মমৃহুশ্চাপরে ভুজান্। ২৯
অন্যে চাদ্রবন্ দ্রোণং ত্যক্ত্বাত্মানো মহৌজসঃ।
পাঞ্চালাস্তু বিশেষেণ দ্রোণসায়কপীড়িতাঃ॥ ৩০
সমসজ্জন্ত রাজেন্দ্র সমরে তুমুলেঽনঘাঃ।
ততো বিরাট-দ্রুপদৌ দ্রোণং প্রমথতুঃ রণে॥ ৩১
তথা চরন্তং সংগ্রামে তুলং সমরদুর্জয়ম্।
দ্রুপদস্য সুতঃ পৌত্রত্রয় এব বিশাম্পতে॥ ৩২
চেদয়শ্চ মহেষ্বাসা দ্রোণমেবাভ্যযুর্যুধি।
তেষাং দ্রুপদপৌত্রাণাং ত্রয়াণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৩
ত্রিভির্ত্রিধোঽচ্ছিনদ্ দ্রোণঃ প্রাণাংস্তে চত্বা দ্রুপদস্য তু।
ততো দ্রোণোঽভবদ্ যুদ্ধে চেদি-কৈকেয়-সৃঞ্জয়ান্॥ ৩৪
মৎস্যাংশ্চৈবাজয়ৎ কৃৎস্নান্ ভারদ্বাজো মহারথান্।
ততস্তু দ্রুপদঃ ক্রোধাচ্ছরবর্ষমবাসৃজৎ॥ ৩৫
দ্রোণং প্রতি মহারাজ বিরাটশ্চৈব সংযুগে।
তং নিহত্যেষুবর্ষং তু দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ॥ ৩৬
তৌ শরৈশ্ছাদয়ামাস বিরাট-দ্রুপদাবুভৌ।
দ্রোণেন ছাদ্যমানৌ তু ক্রুদ্ধৌ সংগ্রামমূর্ধনি॥ ৩৭
দ্রোণং শরৈর্বিব্যধতুঃ পরমং ক্রোধমাস্থিতৌ।
তয়োস্তু দ্রোণো মহারাজ ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ॥ ৩৮

ভারত! তখন যেন প্রজ্বলিত ও ঐরাবত দ্রোণাচার্যকে দেখানে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া শত্রুসৈন্যরা কাঁপিতে লাগিল। যত সৈন্য সেখান হইতে পলায়ন করিল এবং যত সৈন্যের মন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।

যেরূপ দানবগণ ইন্দ্রকে জয় করিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুসৈন্যগণ শত্রুসেনাকে আহ্বানকারী মহাবীর প্রমথরাজের ন্যায় দ্রোণাচার্যকে জয় করিবার সাহস করিতেই পারিল না।

যত যোদ্ধা যুদ্ধ করিবার উৎসাহই হারাইয়া ফেলিলেন, যত মনস্বী বীর রোষাবিষ্ট হইলেন, যত যোদ্ধা তাঁহার পরাক্রম দর্শন করত আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং যত যোদ্ধা অমর্ষের বশীভূত হইলেন।

কোন কোন নরপতি হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিলেন এবং অপর বহু যোদ্ধা ক্রোধে অচৈতন্য হইয়া ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিছু যোদ্ধা নিজেদের অস্ত্রসকল ফেলিয়া দিলেন এবং কিছু যোদ্ধা ধনুক গুণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপর যোদ্ধারা নিজেদের বাহুসকলকে মর্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য বহুসংখ্যক মহাতেজস্বী বীর নিজ নিজ প্রাণের মায়া পরিহার করত দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৩-২৯

রাজেন্দ্র! পাঞ্চাল-সৈন্যরা দ্রোণাচার্যের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অত্যধিক বেগসহ প্রত্যুদ্গমন করিতে থাকিলেও রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩০

এইরূপে সমরে বিচরণকারী বলবান দ্রোণাচার্যের উপর রাজা বিরাট ও দ্রুপদ একত্রে আক্রমণ করিলেন। ৩১

প্রভানাথ! তখনই রাজা দ্রুপদের তিনজন পৌত্রই এবং চেদিদেশের মহাধনুর্ধর যোদ্ধারাও যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্যের উপরেই আক্রমণ করিলেন। ৩২

তখন দ্রোণাচার্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণপ্রহার করিয়া দ্রুপদের তিন পৌত্রের প্রাণহরণ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৩৩

তাহার পর তরস্বীজনসেবিত দ্রোণাচার্য যুদ্ধে চেদি, কেকয়, সৃঞ্জয় এবং মৎস্য দেশের সমস্ত মহারথী যোদ্ধাদিগকে পরাজিত করিলেন। ৩৪

মহারাজ! তাহারপর রাজা দ্রুপদ ও বিরাট রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্যের উপর ক্রোধের সহিত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩৫

ক্ষত্রিয়মর্দন দ্রোণাচার্য তাঁহাদের বাণসমূহের দ্বারা ইঁহাদের বাণবর্ষণকে নষ্ট করত বিরাট ও দ্রুপদ দুই জনকেই আচ্ছাদিত করিলেন। ৩৬

দ্রোণাচার্যের দ্বারা কৃত বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলে এই দুই নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে বাণসমূহে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৭

মহারাজ! তখন অত্যন্ত দ্রোণ ক্রোধে ও অমর্ষযুক্ত হইয়া দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তীরের দ্বারা ইঁহাদের উভয়ের ধনু ছেদন করিলেন। ৩৮

তাভ্যাং ভূশতীক্ষ্ণাভ্যাং চিচ্ছেদ ধনুষী তয়োঃ।
ততো বিরাটঃ কুপিতঃ সমরে তোমরান্ দশ ॥৩৯
দশ চিক্ষেপ চ শরান্ দ্রোণস্য বধকাঙ্ক্ষয়া।
শক্তিঞ্চ দ্রুপদো ঘোরামায়সীং বর্ণভূষিতাম্ ॥ ৪০
চিক্ষেপ ভুজগেন্দ্রাভ্যাং ক্রুদ্ধো দ্রোণরথং প্রতি।
ততো দ্রোণঃ সুনিশিতৈশ্ছিত্ত্বা তান্তোমরান্ দশ ॥ ৪১
শক্তিং কনকবৈদূর্য্যাং দ্রোণশ্চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
ততো দ্রোণঃ সুসীতাভ্যাং ভল্লাভ্যামরিমর্দনঃ ॥ ৪২
দ্রুপদঞ্চ বিরাটঞ্চ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
হতে বিরাটে দ্রুপদে কেকয়েষু তথৈব চ ॥ ৪৩
তথৈব চেদি-মৎস্যেষু পাঞ্চালেষু তথৈব চ।
হতেষু ত্রিষু বীরেষু দ্রুপদস্য চ সর্বশঃ ॥ ৪৪
দ্রোণস্য কর্ম তদ্ দৃষ্ট্বা দ্রোণতুল্যসমদ্যুতেঃ।
শশাপ রথিনাং মধ্যে দৃষ্টদ্যুম্নো মহামনাঃ ॥ ৪৫
ইষ্টাপূর্তাং তথা কাম্যাং যে চাস্মদ্বাঞ্ছ সন্তি নঃ।

ইহাতে কুপিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে দশটি তোমর ও দশটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৯

সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ রাজা দ্রুপদও বাসবের ন্যায় তেজস্বী লৌহনির্ম্মিতা একটি শক্তি দ্রোণাচার্য্যের দিকে ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৪০

তখন দ্রোণাচার্য্য তীক্ষ্ণ সায়কসমূহের দ্বারা সেই দশটি তোমরকে ছেদন করত বীর দ্রুপদরাজের দ্বারা স্বর্ণ ও বৈদূর্য্য মণিবিভূষিত সেই শক্তিকেও শত শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১

তাহার পর শত্রুদমন দ্রোণাচার্য্য দুইটি অতিশয় শীঘ্রবর্ষের অস্ত্রের প্রহারে রাজা দ্রুপদ এবং বিরাটকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪২

বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা এবং রাজা দ্রুপদের তিনজন বীর পৌত্র নিহত হইলে পর দ্রোণাচার্য্যের সেই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করত ক্রোধ ও দুঃখে পূর্ণ মহামনাঃ দৃষ্টদ্যুম্ন রথী বীরগণের মধ্যে এইরূপ শপথ করিলেন ॥ ৪৩-৪৪

আর্য্য! দ্রোণাচার্য্য যাহার নিকট হইতে কৌশিক অবস্থায় মুক্তি পাইলেন অথবা দ্রোণাচার্য্য যাহাকে পরাজিত করিলেন, সেই ব্যক্তি যজ্ঞ ও কুশলমূলাদি পূর্ত্ত কর্ম্মসমূহ হইতে বঞ্চিত হইবে এবং স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক হইতেও বঞ্চিত হইবে

দ্রোণো যস্যাদ্য মুচ্যেত যদি বা দ্রোণঃ পরাভবেৎ ॥৪৬
ইতি তেষাং প্রতিজ্ঞা মধ্যে সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
আয়াদ্ দ্রোণং সহানীকঃ পাঞ্চাল্যঃ পরবীরহা ॥ ৪৭
পাঞ্চালাস্ত্বেকতো দ্রোণমভ্যয়ুঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥৪৮
সোদর্য্যাশ্চ যথামুখ্যাস্তেঽরক্ষন্ দ্রোণমাহবে।
রক্ষ্যমাণং তথা দ্রোণং সর্বৈস্তৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ৪৯
যতমানাস্তু পাঞ্চালা ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
তত্রাক্রুধ্যদ্ ভীমসেনো দৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ মারিষ ॥ ৫০
স এবং রাগ্‌ভিকগ্রাভিস্তত্তঞ্চ পুরুষর্ষভঃ।

ভীমসেন উবাচ

দ্রুপদস্য কুলে জাতঃ সর্বাস্ত্রেষ্বপ্যনিন্দিতঃ ॥ ৫১
কঃ ক্ষত্রিয়ো মন্যমানঃ প্রেক্ষেতাবিমবস্থিতম্।
পিতৃপুত্রবধং প্রাপ্য পুমান্ কঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৫১

এইরূপে সেই সমস্ত মহারথী বীরগণের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুবীরগণের সংহারকারী পাঞ্চালরাজকুমার দৃষ্টদ্যুম্ন বীর সৈন্যবাহিনীর সহিত দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৭

এক দিকে পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল সৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যকে আঘাত করিতে লাগিল এবং অন্যদিকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি ও দুর্য্যোধনের মুখ্য মুখ্য ভ্রাতৃবৃন্দ সেই যুদ্ধে আচার্য্যকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৪৮

এই সমস্ত মহারথী বীরগণের দ্বারা রক্ষিত দ্রোণাচার্য্যের দিকে পাঞ্চাল সৈন্যরা বারম্বারে চেষ্টা করিলেও চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৪৯

আর্য্য! তখন সেখানে পুরুষপ্রবর ভীমসেন দৃষ্টদ্যুম্নের উপর কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার বাক্যবাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ভীমসেন বলিলেন,—দ্রুপদের কুলে জন্ম লাভ করিয়া এবং সমস্ত অস্ত্র সকলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ করিয়াও কোন্ ক্ষত্রিয়াভিমানী ক্ষত্রিয় শত্রুকে সম্মুখে দেখিতে সমর্থ হয়? ॥ ৫১

শত্রুর হস্তে পিতা ও পুত্রগণের বধ প্রাপ্ত হইয়াও বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়মণ্ডলীর মধ্যে শপথ করিয়া কোন্ পুরুষ সেই শত্রুকে রক্ষা করিতে থাকে? ॥ ৫২

বিশেষতস্তু শপথৈঃ শাপিতা রাজসংসদি।
এষ বৈশ্বানর ইব সমিদ্ধঃ স্বেন তেজসা ॥ ৫৩
শরচাপেন্ধনো দ্রোণঃ ক্ষত্রং দহতি তেজসা।
পুরা করোতি নিঃসেষাং পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ৫৪
স্থিতাঃ পশ্যত মে কর্ম দ্রোণমেব ব্রজাম্যহম।
ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশৎ ক্রুদ্ধো দ্রোণানীকং বৃকোদরঃ ॥ ৫৫
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্দ্রাবয়ংস্তব বাহিনীম্।
বৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পাঞ্চাল্যঃ প্রবিশ্য মহতীং চমূম্ ॥ ৫৬
আসসাদ রণে দ্রোণং তদাসীৎ তুমুলং মহৎ।
নৈব নস্তাদৃশং যুদ্ধং দৃষ্টপূর্বং ন চ শ্রুতম্ ॥ ৫৭

যথা সূর্যোদয়ে রাজন্ সমুৎসিক্তোঽভবত্তমঃ।
সংসক্তাস্ত্রেব চাদৃশ্যন্ রথবৃন্দানি মারিষ ॥ ৫৮
হতানি চ বিকীর্ণানি শরীরাণি শরীরিণাম্।
কেচিদত্র পতন্তঃ পথি চাস্ত্রৈরপক্রান্তাঃ ॥ ৫৯
বিমুখাঃ পৃষ্ঠতশ্চান্যে তাড্যন্তে পার্ষতঃ পরে।
যথা সংসক্তযুদ্ধং তদভবদ্ ভৃশদারুণম্ ॥
অথ সন্ধ্যাগতঃ সূর্যঃ ক্ষয়েণ সমপদ্যত ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬

বহুবাগরূপ কাষ্ঠযুক্ত হইয়া তেজে অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত এই দ্রোণাচার্য্য স্বীয় প্রভায় ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছেন ॥ ৫৩

ইনি যে পর্য্যন্ত না পাণ্ডবসৈন্যদিগকে শেষ করিয়া ফেলেন, তাহার পূর্ব্বেই আমি এই দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিতেছি। বীর! তুমি দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার পরাক্রম অবলোকন কর ॥ ৫৪

এই কথা বলিয়া ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা দ্রোণকে পূর্ব্বরূপে আকর্ষণ করত নিশিত বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৫

এইরূপ পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নও আপনার বিশাল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত রণস্থলে দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন। এই সময় অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৫৬

রাজন্! সেই যুদ্ধে যেরূপ তুমুলতর অনলতোরকর সংগ্রাম হইয়াছিল, এরূপ যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই এবং শ্রবণও করি নাই ॥ ৫৭

মাননীয় কৃপাল! সেই যুদ্ধে রথসমূহকে পরস্পর সংসক্তরূপ দেখা যাইতেছিল এবং দেহধারীদিগের শরীর বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইতেছিল ॥ ৫৮

কিছু যোদ্ধা অন্যত্র গমন করিবার সময় পথিমধ্যে অন্য যোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। কিছু যোদ্ধা মুখবিমুখ হইয়া পলায়ন করিবার সময় পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগে বিপক্ষ যোদ্ধাদিগের বাণের আঘাত সহ্য করিতে পারিল ॥ ৫৯

এইরূপে সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং অল্পকালের মধ্যে প্রাতঃসন্ধ্যার সময়েই সূর্য্যদেবের পূর্ণ উদয় হইয়া যাইল ॥ ৬০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণবধপর্বে ব্যাসক যুদ্ধবিষয়ক ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ানকাবস্থাবর্ণন, নকুলের দুর্য্যোধনের পরাজয়চেষ্টা।]

সঞ্জয় উবাচ।

তে তথৈব মহারাজ যোধিতা রথমূর্দ্ধনি।
সন্ধ্যাগতং সহস্রাংশুমাদিত্যমুপতস্থিরে ॥ ১

উদিতে তু সহস্রাংশৌ তপ্তকাঞ্চনসপ্রভে।
প্রকাশিতেষু লোকেষু পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ২

যন্ত্রাণি তত্র বাদ্যন্তে সংসক্তানি পুরোদয়াৎ।
তাড্যমানাস্তদিতে সূর্য্যে সমসজ্জন্ত ভারত ॥ ৩

রথৈর্হয়া হয়ৈর্নাগাঃ পাদাতৈশ্চাপি কুঞ্জরাঃ।
হয়ৈর্হয়াঃ সমাজগ্মুঃ পাদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥ ৪

রথা রথৈরিভৈর্নাগাস্তথৈব তরতস্তদা।
সংসক্তাশ্চ বিযুক্তাশ্চ যোধাঃ সংপতন্ রণে ॥ ৫

তে রাত্রৌ কৃতকর্ম্মাণঃ শ্রান্তাঃ সূর্য্যাশ্চ তেজসা।
ক্ষুৎ-পিপাসাপরীতাঙ্গা বিসংজ্ঞা বভূবোঽতুরাঃ ॥ ৬

শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ গর্জ্জতাম্।
বিস্ফারিতবিকৃষ্টানাং কার্ম্মুকাণাঞ্চ মুঞ্চতাম্ ॥ ৭

শব্দঃ সমভবদ্ রাজন্ দিবিস্পৃগ্ ভরতর্ষভ।
ত্রবতাঞ্চ পদাতীনাং শস্ত্রাণাং পততামপি ॥ ৮

চরতাং ক্ষ্বেডতাং চাপি রথানাঞ্চ নিবর্ত্ততাম্।
ক্রোশতাং গর্জ্জতাং চৈব তদাসীৎ তুমুলং মহৎ ॥ ৯

বিরুদ্ধস্তুমুলঃ শব্দো গ্রামগচ্ছন্মহাংস্তদা।
নানাযুধনিকৃত্তানাং চেষ্টতামাতুরং বনং ॥ ১০

মুমুহুশ্চরয়ত মহাংস্তদাসীৎ কৃপণং মহৎ।
পততাং পাত্যমানানাং পতিতাশ্ব-রথ-দন্তিনাম্ ॥ ১১

তেষু সংঘেষনীকেষু নাভিহন্যেতনেকশঃ।
তে স্বান্ জঘ্নুঃ পরে স্বাংশ্চ স্বান্ পরেষাং পরে পরান ॥ ১২

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুদ্ধস্থলের ভীষণ অবস্থার বর্ণন এবং নকুলের দুর্য্যোধনের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় যোদ্ধারা পুনরায় কবচধারণ করত যুদ্ধের সমুৎসাহে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সহস্র সহস্র কিরণ প্রকাশিত ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপস্থান (উপাসনা) করিতে লাগিলেন ॥ ১

তপ্ত সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্ সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর যখন সমস্ত লোকসমূহ প্রকাশিত হইল, তখন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২

হে ভারত! সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, সূর্য্যোদয়ের পরেও পুনরায় তাঁহারাই পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

রথারোহী যোদ্ধাদের সহিত অশ্বগণ, অশ্বগণের সহিত হাতীরা, পদাতি সৈন্যদের সহিত গজারোহী যোদ্ধারা, অশ্বগণের সহিত অশ্বগণ এবং পদাতি সৈন্যদের সহিত পদাতি সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে মিলিত হইল ॥ ৪

ভারতশ্রেষ্ঠ! রথসকলের সহিত রথসমূহ এবং হস্তিগণের সহিত হস্তীরা যুদ্ধে নিরত হইল। এইরূপে কখনও পরস্পর মিলিত হইয়া এবং কখনও পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫

সকল যোদ্ধাই রাত্রিতে যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর দিবসের সূর্য্যতাপে তাঁহাদের দেহ ঘর্ম্ম ও পিপাসায় ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে বড় সৈন্য চেতন হারাইয়া ফেলিল ॥ ৬

রাজন্! তদনন্তরের। সেই সময় শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গসকলের ধ্বনি, গর্জ্জনকারী গজরাজগণের চীৎকার ও বিস্ফারিত এবং আকর্ষিত ধনুসকলের টঙ্কারধ্বনি এই সব শব্দ মিশ্রিত হইয়া আকাশে বিস্তৃত হইল।

ধাবিত পদাতিগণ, পতিত অশ্বসকল, হ্রেষারবকারী অশ্বগণ, প্রত্যাবর্ত্তনরত রথসমূহ এবং চীৎকারকারী ও গর্জ্জনকারী বীরগণের মিলিত মহাতুমুল শব্দ সেখানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৭-৯

অতিশয় বর্দ্ধিত ও তুমুল শব্দ সেই সময় স্বর্গলোক পর্য্যন্ত গমন করিল। নানাপ্রকার অস্ত্রসকলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া হুইহুইকারী যোদ্ধাগণের ভীষণ আর্ত্তনাদ বনাঞ্চলে শুনা যাইতে লাগিল। পতিত ও পতনরত পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণের অত্যন্ত করুণীয় অবস্থা দেখা যাইল ॥ ১০-১১

এই সব সৈন্যগণের মধ্যে বারংবার সাক্ষাৎকার হইতে লাগিল এবং নিজেই স্বপক্ষের সৈন্যদিগকে নিহত করিতেছিল। পরপক্ষের সৈন্যরাও নিজপক্ষের সৈন্যদিগকে বধ করিতেছিল। পরপক্ষের যাহারা স্বজন ছিল এবং স্বপক্ষিদেরও পরপক্ষিদিগকে যোদ্ধারা বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ১২

বীরবাহুবিসৃষ্টাশ্চ যোধেষু চ গজেষু চ।
রাশয়ঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত বাসসাং নেজনেষিণ ॥ ১৩
উত্তমপ্রতিপিষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ।
স এষ শব্দস্তুমুলো বাসসাং নিষ্পতামিব ॥ ১৪
অর্ধাসিভিস্তথা খড়্গৈস্তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ।
নিকৃষ্টযুদ্ধা সংসক্তা মহত্যাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৫
গজাযুতপ্রভাঃ নরদেবপ্রবাহিনীম্।
শস্ত্রমৎস্যসুসম্পূর্ণাং মাংসশোণিতকর্দমাম্ ॥ ১৬
আর্তনাদস্বনবতীং পতাকাশস্ত্রফেনিলাম্।
নদীং প্রাবর্তয়ন্ বীরাঃ পরলোকৌঘগামিনীম্ ॥ ১৭
শরশক্ত্যাদিতাঃ ক্লান্তা রাত্রিমূঢ়াস্তচেতসঃ।
বিষ্টভ্য সর্বগাত্রাণি ব্যতিষ্ঠন্ গজবাজিনঃ ॥ ১৮
বাহুভিঃ কবচৈশ্চিত্রৈঃ শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ।
যুদ্ধোপকরণৈশ্চাগ্র্যৈস্তত্র তত্র চকাশিরে ॥

ক্রব্যাদসঙ্ঘৈরাকীর্ণাঃ মৃতৈরন্যৈশ্চ জন্তুভিরপি।
নাসীদ্ রথপথস্তত্র সর্বমারোধনং প্রতি ॥ ২০
মজ্জৎসু চক্রেষু রথান্ সর্ববাহায় বাজিনঃ।
কথঞ্চিদ্বহন্ শ্রান্তা বেপমানাঃ শরার্দিতাঃ ॥ ২১
কুলসত্ত্ববলোপেতা বাজিনো বারণোপমাঃ।
বিহ্বলং তূর্ণমুদ্ভ্রান্তং সভয়ং ভারতাভবম্ ॥ ২২
বলমাসীৎ তদা সর্বমুভে দ্রোণার্জুনাবুভৌ।
তাবেবাস্তাং নিরস্তৌ তাবার্তারূপমেব চ ॥ ২৩
তাবেবাস্তে সমালাস্য জগদ্বৈরথরক্ষয়ম্।
আসীন্নরভবং সর্বং কৌরবাণাং মহদ্ বলম্ ॥ ২৪
পাঞ্চালানাঞ্চ সংসক্তং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
মন্থকাক্রীড়সদৃশং ভীরূণাং ভয়বর্ধনম্ ॥ ২৫
পৃথিব্যাং বাজিবক্ত্রাণামুত্থিতে মহতি ক্ষয়ে।
ন তত্র কর্ণং দ্রোণং বা নার্জুনং ন বৃষ্ণিজম্ ॥ ২৬

যেরূপ বহু চৌর কোনরূপ সংকেতদ্বারা রাত্রি কালে বহু লোক দেখা যায়, সেইরূপ যোদ্ধা ও হস্তীদের উপর বীরগণের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকলের বহু রাশি সে স্থানে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ১৩

বীর যোদ্ধাগণের বাহু দ্বারা উত্তোলিত বজ্রসদৃশের শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের অস্ত্রসকলের আঘাতে তাঁহার শব্দ এরূপ মনে হইতেছিল, যেরূপ রক্তকগণের পাটার উপর তাড়িত বস্ত্রসকলের শব্দ হইয়া থাকে ॥ ১৪

একদিকে যারযুক্ত ও দুইদিকে ধারযুক্ত তরবারি, তোমর ও পরশ্বধসমূহের দ্বারা যে অত্যন্ত নিকট হইতে যুদ্ধ চলিতেছিল, ইহাও অতিশয় ক্রূরতাপূর্ণ ও ভয়কর ছিল ॥ ১৫

সেখানে যুদ্ধরত বীরগণ রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন; যাহার প্রবাহ পরলোকের দিকে গমন করিতেছিল। এই রক্তের নদী হাতী ও অশ্বগণের দেহসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মনুষ্যগণের শরীর সকলকে এই নদী বহন করিতেছিল। ইহাতে অস্ত্রশস্ত্র মৎস্যসমূহ পূর্ণ ছিল। মাংস ও রক্তই উহার কর্দম ছিল। পীড়িতগণের আর্তনাদই উহার কলকল ধ্বনি ছিল এবং পতাকা ও অস্ত্রসকল ইহার মধ্যে ফেনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ১৬-১৭

রাত্রির যুদ্ধে মোহিত, অল্প চেতনাবিশিষ্ট, বাণ ও শক্তিসমূহে পীড়িত এবং পরিশ্রান্ত হাতী ও অশ্ব প্রভৃতি বাহনগণ নিজেদের শরীরকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া সেখানে বিদ্যমান ছিল ॥ ১৮

যোদ্ধাগণের ছিন্ন বাহু, বিচিত্র কবচ, মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ও এদিকে ওদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত যুদ্ধসামগ্রীসমূহে রণভূমির বিচিত্র শোভা প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১৯

কোথাও কাঁচা মাংসভক্ষী প্রাণিগণের দল পূর্ণ, কোথাও মৃত ও অর্ধমৃত বীর পতিত ছিল। এই সমস্ত কারণে সেই সময় রণভূমিতে কোথাও রথ যাইবার উপযোগী পথ ছিল না ॥ ২০

রথচক্রসকল রক্তের কর্দমে ডুবিয়া যাইতেছিল, তথাপি যে সকল রথকে বাণসমূহে পীড়িত হইয়া কাম্বোজ এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত অশ্বগণ কোনরূপে বৈয়াপারণ করত বহন করিতেছিল। এই সমস্ত অশ্ব উত্তমকুলে জাত এবং সাহস ও বলসম্পন্ন ছিল। ইহাদের দেহ হস্তীর ন্যায় বিশাল ছিল (সেইজন্য এতাদৃশ পরাক্রম করিতে পারিতেছিল)।

ভারত! সেই সময় দ্রোণাচার্য ও অর্জুন—এই দুই বীর ব্যতীত অন্য সমস্ত সৈন্যগণ অতিশয় বিহ্বল, উদ্ভ্রান্ত, ভয়ভীত ও আতুর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা উভয়েই নিজ নিজ পক্ষের যোদ্ধাগণের লুকাইবার স্থান এবং পীড়িত সৈন্যগণের আশ্রয় স্থান হইয়াছিলেন। কিন্তু বিপক্ষ যোদ্ধারা এই উভয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যমলোকে গমন করিতে লাগিল।

কৌরব ও পাঞ্চালগণের সমগ্র বিশাল সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইয়া ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সেই সময় কোন বলকেই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে জানা যাইতেছিল না। তখন এই সমরাঙ্গন যমরাজের ক্রীড়াস্থলতুল্য ও ভীরু পুরুষগণের ভয়বর্ধন করিতে ছিল ॥ ২১-২৪

রাজন্! কুরুক্ষেত্রের রাজবংশে জন্মগ্রহণকারী ক্ষত্রিয়গণের

ন ভীমসেনং ন যমৌ ন পাঞ্চালান্ ন সাত্যকিম্।
ন চ দুঃশাসনং দ্রৌণিং ন দুর্যোধন-সৌবলৌ ॥ ২৭
ন কৃপং মদ্ররাজঞ্চ কৃতবর্মাণমেব চ।
ন চান্যান্ নৈব চান্যানং ন দিশস্তথা ॥ ২৮
পশ্যামি রাজন্ সংসক্তান্ সৈন্যেন রজসাবৃতান্।
সম্প্রাপ্তে তুমুলে ঘোরে রজোমেঘে সমুত্থিতে ॥ ২৯
দ্বিতীয়ামিব সম্প্রাপ্তামমন্যন্ত নিশাং তদা।
ন জজ্ঞিরে কৌরবেয়া ন পাঞ্চালা ন পাণ্ডবাঃ ॥ ৩০
ন দিশো ভৌমীং চৌর্বীং চ ন সমং বিষমং তথা।
হতসাম্পর্কমাপন্নান্ পরানপরিবা স্বকান্ ॥ ৩১
নৃপাস্তত্রস্তদা যুদ্ধে নরাঃ স্ব-বিজয়ৈষিণঃ।
উদ্ধূতত্বাৎ তু রজসঃ প্রসেকাচ্ছোণিতস্য চ ॥ ৩২
প্রাদুরাসীত্ততো ভৌমঃ শীঘ্রবাদনিলশ্চ চ।
তত্র নাসা হয়া যোধা রথিনোঽথ পদাতয়ঃ। ৩৩

পারিজাতবনানীব ব্যরোচন্ কবিরোক্ষিতাঃ।
ততো দুর্যোধনঃ কর্ণো দ্রোণো দুঃশাসনস্তথা ॥ ৩৪
পাণ্ডবৈঃ সমসজ্জন্ত চতুর্ভিস্তুরো রথাঃ।
দুর্যোধনঃ সহ ভ্রাত্রা যমাভ্যাং সমসজ্জত ॥৩৫
বৃকোদরেণ রাধেয়ো ভারধাজেন চার্জুনঃ।
তদ্ ঘোরং মহদাশ্চর্যং সর্বে প্রৈক্ষন্ত সর্বতঃ ॥ ৩৬
রথযুদ্ধানমুপ্রাণাং সন্নিপাতমমানুষম্।
রথমার্গৈর্বিচিত্রৈস্তৈর্বিচিত্ররথসঙ্কুলম্ ॥ ৩৭
অপশ্যন্ রথিনো যুদ্ধং বিচিত্রং চিত্রযোধিনাম্।
বর্তমানাঃ পরাক্রান্তাঃ পরস্পরজিগীষবঃ ॥ ৩৮
জীমূতা ইব ঘর্মান্তে শরবর্ষৈরবাকিরন্।
তে রথান্ সুষ্ঠুসন্ধানানাস্থিতাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ৩৯
অশোভন্ত যথা মেঘাঃ শারদাশ্চলবিদ্যুতঃ।
যোধান্তে তু মহারাজ ক্রোধামর্ষসমন্বিতাঃ ॥ ৪০

এই ভীষণ সংহার উপস্থিত হইলে পর সেখানে যুদ্ধে নিরত সমস্ত লোক সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিতে আবৃত হইয়া যাইল। সেইজন্য আমরা সেখানে না কর্ণকে দেখিতে পাইতেছিলাম, না দ্রোণাচার্যকে, না অর্জুন দৃষ্ট হইতেছিল এবং না ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, বৃহদ্বল ও সাত্যকিকেও আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম না। দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, শকুনি কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা এবং অন্যান্য মহারথী বীরগণ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হন্ নাই। এই সময় দিক্‌সমূহও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, এমন কি আমরা নিজেদের দেহকেই দেখিতে পাইতেছিলাম না। পৃথিবী ও দিক্‌মণ্ডলকেও বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

সেখানে এই ধূলিরূপ মেঘের ভীষণ ও ঘোর ঘনঘটা চারিদিক্ ঘিরিয়া আসিল। সেইজন্য সকলেরই তখন মনে হইল যেন দ্বিতীয় রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই অন্ধকারে না কৌরবগণকে বুঝা যাইতেছিল, না পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে। দিক্‌সমূহ, আকাশ, ভূমণ্ডল ও সম-বিষম স্থান সম্বন্ধেও জানা যাইতেছিল না।

যাহারা হস্তস্পর্শযোগ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা পরের হউক কিংবা নিজের হউক, জয়াকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে নিপাতিত করিলেন।

সেই সময় প্রবল বায়ু সহকারে উপরে ধূলি উত্থিত হইতেছিল, আবার শোণিত সেকের দ্বারা সেই সব পুনরায় বসিয়া যাইতেছিল এই ভাবে রণভূমির সেই সমস্ত ধূলি শান্ত হইয়া গিয়াছিল।

তখনকার সেখানে রক্তাপ্লুত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সৈন্যগণ পারিজাত বনসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এই সময় দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য ও দুঃশাসন—এই চার মহারথী বীর চার পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

দুর্যোধন নিজ ভ্রাতা দুঃশাসনকে সঙ্গে লইয়া নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইল। রাধাপুত্র কর্ণ ভীমসেনের সহিত এবং অর্জুন আচার্য দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই উগ্র মহারথীদিগের সেই ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও অমানুষিক সংগ্রাম সেখানে সকল লোকে চারিদিকে দর্শন করিতেছিল।

রথের বিচিত্র গতিতে বিচরণশীল এবং বিচিত্ররীতিতে যুদ্ধকারী সেই মহারথী বীরগণের বিচিত্র রথসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধ সেখানে সকল রথীরা দর্শকের ন্যায় দর্শন করিতে থাকিল।

পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বীর যোদ্ধারা বল সহকারে পরাক্রম পূর্বক বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় বাণসকল বরষণ করিতেছিল।

সূর্যসদৃশ তেজস্বী রথে উপবিষ্ট সেই পুরুষপ্রবর যোদ্ধারা চঞ্চল চপলার প্রকাশযুক্ত শরৎ কালের মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

স্পর্দ্ধিনশ্চ মহেষ্বাসাঃ কৃতযত্না ধনুর্দ্ধরাঃ।
অভ্যগচ্ছংস্তথান্যোন্যং মত্তা গজবৃষা ইব ॥ ৪১

ন নূনং দেহভেদোঽস্তি কালে রাজন্নরাগতে।
যত্র সর্বে ন মুমুহুর্ব্যশীর্য্যন্ত মহারথাঃ ॥ ৪২

বাহুভিশ্চরণৈশ্ছিন্নৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
কার্ম্মুকৈর্বিশিখৈঃ প্রাসৈঃ ষষ্টৈঃ পরশু-পট্টিশৈঃ ॥৪৩

নালীকৈঃ ক্ষুরনারাচৈর্নখরৈঃ শক্তি-তোমরৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধাকারৈর্ঘোরৈঃ প্রহরণোত্তমৈঃ ॥ ৪৪

বিচিত্রৈর্বিবিধাকারৈঃ শরীরাবরণৈরপি।
বিচিত্রৈশ্চ রথৈর্ভগ্নৈর্হতৈশ্চ গজবাজিভিঃ ॥ ৪৫

ভূতৈশ্চ নগরাকারৈর্হতযোধধ্বজৈ রথৈঃ।
অমনুষ্যৈর্মনুষ্যৈশ্চ কৃষ্যমাণৈস্ততস্ততঃ ॥ ৪৬

বাতায়মানৈরসকৃদ্ধতবীরৈরলঙ্কৃতৈঃ।
বাহনৈঃ কদ্ধটৈশ্চৈব ধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ ॥ ৪৭

ছত্রৈরাতপবারৈশ্চ মাল্যৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ।
হারৈঃ কিরীটৈর্মুকুটৈরঙ্গদৈঃ কিঙ্কিনীগণৈঃ ॥ ৪৮

উরস্যৈর্মণিভির্নিষ্কৈশ্চূড়ামণিভিরেব চ।
আদীপ্তারোধনং তত্র নভস্তারাগণৈরিব ॥ ৪৯

ততো দুর্য্যোধনস্যাসীন্নকুলেন সমাগমঃ।
অমর্ষিতেন ক্রুদ্ধস্য ক্রুদ্ধেনামর্ষিতস্য চ ॥ ৫০

অপসব্যং চকারাথ মাদ্রীপুত্রস্তবাত্মজম্।
কিরন্ শরশতৈর্হৃষ্টস্তত্র নাদো মহানভূৎ ॥ ৫১

অপসব্যং কৃতং সংখ্যে ভ্রাতৃভোমাত্মযিণা।
নামৃষ্যত তমপ্যাজৌ প্রতিচক্রেঽপসব্যতঃ ॥ ৫২

পুত্রস্তব মহারাজ রাজা দুর্য্যোধনো ক্রতম্।
ততঃ প্রতিচিকীর্ষন্তমপসব্যং তু তে সুতম্ ॥ ৫৩

শুশ্রাবযত তেজস্বী নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ।
স সমহ্য শিতৈর্বাণৈঃ শরভঙ্গেন পীড়য়ন্ ॥ ৫৪

মহারাজ! ক্রোধ ও অমর্ষ পূর্ণ, পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী, জয় লাভের জন্য যত্নপরায়ণ ও বিশাল যশ ধারণকারী মহারথ যোদ্ধাগণ মদমত্ত গজরাজের ন্যায় পরস্পরের প্রতি যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪০-৪১

রাজন্! নিশ্চয়ই অন্তকাল না আসিলে পর শরীরের নাশ হইবে না, তথাপি সেই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত সমস্ত মহারথীরা একসঙ্গে নষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৪২

সেই সময় যোদ্ধাদের ছিন্ন হস্ত, পদ, কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক, ধনু, বাণ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর নারাচ, নখ, শক্তি, তোমর, অন্যান্য নানাপ্রকার পরিঘ ও উত্তম অস্ত্র, নানাবিধ বিচিত্র কবচ ও পতিত বিচিত্র রথসকল এবং নিহত হস্তী-অশ্বগণ এদিকে ওদিকে পড়িয়াছিল। বাহুসমূহ বেগশালী, সারথিশূন্য ভীত অশ্বগণ,—যাহাদিগকে বারংবার এদিক্ ওদিকে আকর্ষণ করা হইতেছিল, যাহাদের রথী যোদ্ধা ও ধ্বজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এতাদৃশ নগরাকার সুন্দর রথসমূহও তখন দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আস্তরণসমূহে বিভূষিত বীরগণের মৃত শরীর-সকল যেখানে সেখানে পড়িয়াছিল, ছিন্ন হইয়া পতিত বাহুসকল, কবচ, অঙ্গ, ছত্র, আতপত্র, বস্ত্র, সুসজ্জিত পুষ্পহার, রত্নহার, কিরীট, মুকুট, পাগড়ী ও কিঙ্কিণীসমূহ এবং বক্ষে ধারণ যোগ্য মণি, স্বর্ণমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ এবং চূড়ামণি প্রভৃতি বস্তু সকল এদিক্ ওদিকে বিকীর্ণ ছিল। এই সমের দ্বারা পূর্ব্ব সেই যুদ্ধস্থল নক্ষত্রসমূহে যুক্ত আকাশতুল্য শোভিত হইতেছিল ॥ ৪৩-৪৯

এই সময় ক্রুদ্ধ ও অমর্ষযুক্ত দুর্য্যোধনের সহিত অমর্ষপূর্ণ নকুলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৫০

মাদ্রীপুত্র নকুল আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে দক্ষিণ ভাগে রাখিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া তাঁহার উপর শত শত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পুনরায় মহাকোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৫১

অমর্ষশীল শত্রু যুদ্ধস্থলে নিজেকে দক্ষিণভাগে করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। মহারাজ! পুনরায় আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনও অতিক্রান্ত রণাঙ্গনে নকুলকে নিজের দক্ষিণ ভাগে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৫২

তেজস্বী নকুল যুদ্ধের বিচিত্র পদ্ধতিসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন আমাকে দক্ষিণভাগে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন সহসা তিনি দুর্য্যোধনকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৫৩

নকুল দুর্য্যোধনকে তীব্র বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে করিতে তাঁহাকে সম্মুখে স্তব্ধ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বিমুগ্ধ করিয়া দিলেন। তখন সমস্ত সৈন্যগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪

বিমুখং নকুলশ্চক্রে তৎ সৈন্যাঃ সমপূজয়ন্।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি নকুলো ব্যভাষে তনয়ং তব।
সংস্মৃত্য সর্ব্বদুঃখানি তব দুর্ম্মন্ত্রিতঞ্চ তৎ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি দ্রোণবধপর্ব্বণি নকুলযুদ্ধে
সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৭

সেই সময় আপনার কুমন্ত্রণা এবং নিজেদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া নকুল আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন—ওরে! দাঁড়াও দাঁড়াও॥ ৫৫

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত দ্রোণবধপর্ব্বে নকুলের যুদ্ধবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃশাসন-সহদেবয়োঃ, কর্ণ-ভীমসেনয়োঃ, দ্রোণাচার্য্যার্জ্জুনয়োশ্চ তুমুলং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুঃশাসনঃ ক্রুদ্ধঃ সহদেবমুপাদ্রবৎ।
রথবেগেন তীব্রেণ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ১
তস্যাপতত এবাশু ভল্লেনাম্বিতকর্ম্মণঃ।
মাদ্রীপুত্রঃ শিরো ষষ্ঠঃ সশিরস্ত্রাণমচ্ছিনৎ॥ ২
নৈনং দুঃশাসনঃ সূতং নাপি কঞ্চন সৈনিকঃ।
কুতোত্তমাঙ্গমাত্তত্বাৎ সহদেবেন বৃত্তবান্॥ ৩
যদা স্বসংগৃহীতত্বাৎ প্রয়াদ্ভাবা যথাসুখম্।
ততো দুঃশাসনঃ সূতং ব্যুদ্বহে গতচেতনম্॥ ৪
স তয়ান্ সংনিগৃহ্যাশ্বো স্বতঃ চতুরিশারদঃ।
ব্যুদ্বহে রথিনাং শ্রেষ্ঠো লঘু চিত্রঞ্চ সুষ্ঠু চ॥ ৫
তদস্যাপূজয়ন্ কর্ম্ম যে পরে চারি সংযুগে।
চতুঃসূতরথেনাশ্বৌ সাচয়ন্ যদ্ধনঞ্জয়ম্॥ ৬
সহদেবস্তু তানস্যান্ শীঘ্রৈর্ব্বাণৈর্ব্যবারয়ৎ।
পীড়যমানাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রাদ্রবন্তে ততস্ততঃ॥ ৭
স রশ্মিষু বিসৃজ্যাথ দুঃসহঞ্চ শরাসনম্।
ধনুষা কর্ম্ম কুর্ব্বংস্তু রশ্মীংশ্চ পুনরুৎসৃজৎ॥ ৮
চিত্রেষ্বেতেষু তং মাদ্রীপুত্রোঽভ্যবাকিরৎ।
পরীপ্সংস্তৎসুতং কর্ণশ্চক্ররক্ষোপপাদিতম্॥ ৯

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দুঃশাসন-সহদেব, কর্ণ-ভীমসেন এবং দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুনের তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর নিজ রথের তীব্রবেগে পৃথিবীকে যেন কম্পিত করিতে করিতে দুঃশাসন কুপিত হইয়া সহদেবের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১

ইহাকে আসিতে দেখিয়া শত্রুসূদন মাদ্রীনন্দন সহদেব শীঘ্র একটী ভল্ল প্রহার করিয়া দুঃশাসনের সারথির শিরস্ত্রাণসহ মস্তক ছেদন করিলেন॥ ২

এই কার্য্যে তিনি এরূপ নৈপুণ্য দেখাইলেন যে, তখন না দুঃশাসন এবং না অন্যান্য যোদ্ধারা ইহা জানিতে পারিলেন, সহদেব সারথির মস্তক ছেদন করিয়াছেন॥ ৩

যখন অশ্বরশ্মি ধৃত থাকিল না এবং তখন অশ্বগণ নিজের ইচ্ছায় এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তখনই দুঃশাসন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সারথি নিহত হইয়াছে॥ ৪

সারথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুঃশাসন অশ্বশিক্ষার কার্য্যে নিপুণ ছিলেন। তিনি রণভূমিতে স্বয়ংই অশ্বগণকে সংযত করিয়া বিশেষ সহকারে বিচিত্র পদ্ধতিতে উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৫

সারথি নিহত হইলে পরও দুঃশাসন সেই রথের দ্বারা যুদ্ধভূমিতে যেন নির্ভয় হইয়াই বিচরণ করিতেছিলেন; তাঁহার এই কার্য্যকে নিজের ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা প্রশংসা করিলেন॥ ৬

সহদেব তাঁহার এই অশ্বগণের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই অশ্বগণ অতিশয় এদিক্ ওদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল॥ ৭

দুঃশাসন যখন অশ্বের রশ্মিধারণকার্য্যে আসক্ত হইতেন, তখন তিনি ধনু পরিত্যাগ করিতেন; আর যখন ধনুর দ্বারা বাণ নিক্ষেপাদি কর্ম্মে নিরত হইতেন, তখন পুনরায় অবশ্যভাবে তিনি রশ্মি (অশ্বরজ্জু) ত্যাগ করিতেন॥ ৮

তাঁহার দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া মাদ্রীনন্দন সহদেব তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। সেই সময় আপনার পুত্র দুঃশাসনকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ণ মহাবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৯

বৃকোদরস্ততঃ কর্ণং ত্রিভির্ভল্লৈঃ সমার্দয়ৎ।
আকর্ণপূর্ণৈরভ্যাশাদ্ বাহ্বোরুরসি চানদৎ ॥ ১০
স নিবৃত্তস্ততঃ কর্ণঃ সঞ্চচর্দ্য ইবোরগঃ।
ভীমমাবারয়ামাস বিকিরন্ নিশিতান্ শরান্ ॥ ১১
ততোঽভূৎ তুমুলং যুদ্ধং ভীম-রাধেয়রোদ্ধসা।
তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ বিবৃত্তনয়নাবুভৌ ॥ ১২
বেগেন মহতাঽন্যোন্যং সংরব্ধাবভিপেততুঃ।
অভিসংশ্লিষ্টরোদ্ধব্যৌ তয়োরাহবশৌণ্ডয়োঃ ॥ ১৩
বিচ্ছিন্নশরপাতত্বাদ্ গদাযুদ্ধমবর্তত।
গদয়া ভীমসেনস্তু কর্ণশ্চ রথকূবরম্ ॥ ১৪
বিভেদ শতধা রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততো ভীমস্তু রাধেয়ো গদামাদিত্য বীর্যবান্ ॥ ১৫
অবাসৃজদ্ রথে তাং তু বিভেদ গদয়া গদাম্।
ততো ভীমঃ পুনর্গুর্বীং চিক্ষেপাশিরথেশ্বরম্ ॥ ১৬

তাং গদাং নবভিঃ কর্ণঃ সুপুঙ্খৈঃ সুপ্রবেজিতৈঃ।
প্রত্যবিধ্যৎ পুনশ্চাস্যৈঃ সা ভীমং পুনরাব্রজৎ ॥ ১৭
ব্যালীব মন্ত্রাভিহতা কর্ণবাণৈরভিদ্রুতা।
তস্যাঃ প্রতিনিপাতেন ভীমস্য বিপুলো রজঃ ॥ ১৮
পপাত সারথিশ্চাস্য মুমোহ চ গদাহতঃ।
স কর্ণং সায়কানষ্টৌ ব্যসৃজৎ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ১৯
তৈস্তস্য নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমসেনো মহাবলঃ।
চিচ্ছেদ পরবীরঘ্নঃ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ২০
ধ্বজং শরাসনং চৈব শরাপাপঞ্চ ভারত।
কর্ণোঽপ্যস্যদ্ দশভির্ভীমসেনং দৃঢ়ায়সৈঃ ॥ ২১
ততঃ পুনশ্চ রাধেয়ো হয়ানস্য রথেষুভিঃ।
অক্ষরক্ষান্ জঘানাশু তথোপরি পার্শ্বি-সারথী ॥ ২২
স বিপন্নরথো ভীমো নকুলস্যাত্মজো রথম্।
হরিবর্ষা গিরেঃ শৃঙ্গং সমারোহদমর্ষণঃ ॥ ২৩

তখন ভীমসেনও সারথান হইতে হতটিকে কর্ণ পর্যন্ত আবরণ করিয়া নিম্নিল তিনটি তীরের দ্বারা কর্ণের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সারথি তিনি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তদনন্তর গদাঘাতে কুপিত কর্ণের কাছ ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করত ভীমসেনকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তখন ভীমসেন ও রাধাপুত্র কর্ণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই পরস্পরকে বিকৃত দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে দেখিতে বৃষের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

পরস্পরের প্রতি উভয়েই অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্রবেগে পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধকুশল উভয় যোদ্ধা পরস্পর অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়ায় ইহাদের বাণচালনার ক্রম বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইল; এই কারণে উভয়ের মধ্যে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রাজন্! ভীমসেন তাঁহার গদার দ্বারা কর্ণের রথের কূবর শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত কার্য বলিয়াই মনে হইতেছিল।

তারপর পরাক্রমশালী রাধানন্দন কর্ণ তাঁহারই গদা উত্তোলিত করত তাহা ঘুরাইয়া ভীমের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন তাঁহার অপর গদা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।

তাহার পর তিনি অধিরথপুত্র কর্ণের উপর পুনরায় একটি ভারী গদা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কর্ণ তেজস্বী ও সুন্দর পঙ্খযুক্ত অল্প সংখ্যক বাণসমূহের দ্বারা সেই গদাকে বিদ্ধ করিলেন, ইহাতে গদা পুনরায় ভীমসেনের নিকট ফিরিয়া আসিল ॥ ১৩-১৭

কর্ণের বাণসমূহের দ্বারা আহত সেই গদা মন্ত্রোপহতা সর্পিণীর ন্যায় ফিরিয়া আসিয়া ভীমসেনেরই রথের উপর পতিত হইল। ইহার পতনে ভীমসেনের বিশাল অঙ্গ কম্পিত হইল এবং সেই গদার আঘাত পাইয়া তাঁহার সারথিও মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

তখন ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া ভীমসেন কর্ণকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ভারত! শত্রুবীরগণের সংহারকারী মহাবল ভীমসেন হাস্য করিতে করিতেই তেজস্বী তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের ধনু, ধ্বজ ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তাহার পর রাধাপুত্র কর্ণ পুনরায় কর্ণের পৃষ্ঠভাগ যুক্ত অপর একটি দুর্জয় ধনু হস্তে ধারণ করত রথে রক্ষিত বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনের বরাহতুল্য রক্ষকবর্গ অশ্বগণকে এবং দুই পার্শ্বরক্ষককে অতিসত্বর সংহার করিলেন ॥ ১৮-২২

এই ভাবে রথ নষ্ট হইয়া যাইলে পর শত্রুদমন ভীমসেন যেরূপ সিংহ পর্বত শিখরের উপর আরোহণ করে, সেইরূপ দক্ষ প্রদান করত নকুলের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ২৩

তথা দ্রোণার্জুনৌ চিত্রমযুধ্যেতাং মহারথৌ।
আচার্য-শিষ্যৌ রাজেন্দ্র কৃতপ্রহরণৌ যুধি ॥ ২৪
লঘুসন্ধান-যোগাভ্যাং রথযোশ্চ রণে চ।
মোহয়ন্তৌ মনুষ্যাণাং চক্ষূংষি চ মনাংসি চ ॥ ২৫
উপারমন্ত তে সর্বে যোধা ভরতসত্তম।
অদৃষ্টপূর্বং পপ্রচ্ছুস্তদ্ যুদ্ধং গুরু-শিষ্যয়োঃ ॥ ২৬
বিচিত্রান্ পৃতনাময়ো রথমার্গানুদীর্য তৌ।
অন্যোন্যমপসব্যঞ্চ কর্তুং বীরৌ তদেষতুঃ ॥ ২৭
পরাক্রমং তয়োর্দৃষ্ট্বা ধনুষ্যস্ত্রে সুবিস্মিতাঃ।
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং দ্রোণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে ॥ ২৮
আমিষার্থে মহারাজ গগনে শ্যেনয়োরিব।
যদ্ যচ্চকার দ্রোণস্তু কুন্তীপুত্রজিগীষয়া ॥ ২৯
তৎ তৎ প্রতিচকারাশু প্রহসংস্তস্য পাণ্ডবঃ।
যদা দ্রোণো ন সংরম্ভাৎ পাণ্ডবং স্ম বিশেষয়ৎ ॥ ৩০

রাজেন্দ্র! এইরূপে সেই যুদ্ধস্থলে আচার্য ও শিষ্য মহারথী দ্রোণ এবং অর্জুন পরস্পর প্রহার করিতে করিতে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ২৪

শীঘ্রতাসহকারে বাণসন্ধানের সময় এবং রথসঞ্চালনের দ্রোণ সংগ্রামের দ্বারা এই দুই বীর অপর সকল মানুষের নেত্র ও মনকে মোহিত করিতেছিলেন। ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন এ শিষ্য দ্রোণাচার্য এবং অর্জুনের এই অপূর্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে করিতে সকল যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন ॥ ২৬

এই দুই বীর সৈন্যদের মধ্যে রথের বিচিত্র গতি প্রকাশ করিতে করিতে সেই সময় পরস্পরকে দক্ষিণভাগে করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

এই দ্রোণাচার্য ও পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের পরাক্রম সকল সৈন্য আশ্চর্যান্বিত হইয়া দর্শন করিতে থাকিল। মহারাজ! যেরূপ মাংসলাভের জন্য আকাশে দুইটি মাংসপায়ী পরস্পর সন্মুখে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ রাজ্যের জন্য এই দুই গুরু-শিষ্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য কুন্তীপুত্র অর্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছায় যে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেই সেই অস্ত্রকে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হাস্য করিতে করিতেই তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

যখন দ্রোণাচার্য পাণ্ডুপুত্র অর্জুন অপেক্ষা নিজের সৈন্যিয়া দেখাইতে সমর্থ হইলেন না, তখন অস্ত্রমার্গসমূহে বিশেষজ্ঞ

তত: প্রাহুষ্কারাস্ত্রমস্ত্রমার্গবিশারদ:।
ঐন্দ্রং পাশুপতং ত্বাষ্ট্রং বায়ব্যমথ বারুণম্ ॥ ৩১
মুক্তং মুক্তং দ্রোণচাপাৎ তজ্জঘান ধনঞ্জয়:।
অস্ত্রাণ্যস্ত্রৈর্যদা তস্য বিনিঘ্নন্তি পাণ্ডব: ॥ ৩২
ততোঽস্ত্রৈ: পরমৈর্দিব্যৈর্দ্রোণ: পার্থমবাকিরৎ।
যদ্ যদস্ত্রং স পার্থায় প্রহর্তুকো বিজিগীষয়া ॥ ৩৩
তস্য তস্য নিঘাতায় তৎ তদ্ধি কুরুতেঽর্জুন:।
স যদ্যমানেষ্বস্ত্রেষু দিব্যেষ্বপি যথাবিধি ॥ ৩৪
অর্জুনেনাজুনং দ্রোণো মনসৈবাভ্যপূজয়ৎ।
যেন চাস্যানঘত্বঞ্চ পৃথিব্যামপি ভারত ॥ ৩৫
তেন শিক্ষেণ সংবীতা: শত্রুবিঘ্ন: পরন্তপ:।
বাধ্যমানস্তু পার্থেন তদা মধ্যে মহাত্মনাম্ ॥ ৩৬
যতমানোঽর্জুন: শ্রীমাঁ প্রত্যবারয়দুৎসৃজন্।
ততোঽন্তরিক্ষে দেবানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ সংস্বন: ॥ ৩৭

আচার্যদেব বিদ্যাস্ত্রসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্যের মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত ক্রমশ: ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য এবং বারুণ নামক অস্ত্রসকলকে অর্জুন তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া দিলেন।

যখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন আচার্যের সকল অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা বিধি অনুসারে নষ্ট করিতে লাগিলেন, তখন দ্রোণাচার্য পরম প্রিয় অস্ত্রসকলের দ্বারা অর্জুনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু অর্জুনকে জয় লাভ করিবার ইচ্ছায় তিনি তাঁহার উপর যে যে অস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেই সেই অস্ত্রসমূহকে বিনাশ করিবার জন্য অর্জুন তৎসৎ অস্ত্রই প্রয়োগ করিলেন।

যখন অর্জুনের দ্বারা তাঁহার বিধি অনুসারে নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্র-সমূহও প্রতিহত হইতে লাগিল, তখন দ্রোণাচার্য মনে মনেই তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করিলেন।

ভারত! সকলজ্ঞানী দ্রোণাচার্য সেই শিক্ষের দ্বারা নিজেকে নিজেই যুদ্ধস্থলের সকল অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা বীরগণের মধ্যে অর্জুন কর্তৃক এইভাবে নিবারিত হইতে দ্রোণাচার্য বহুপূজক প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্য করত স্বয়ংই অর্জুনকে প্রতিরোধ করিতে থাকিলেন।

তদনন্তর এই যুদ্ধ দর্শন করিবার ইচ্ছায় আকাশে বহু দেবতা, সাধ্য সংঘ গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণসহ অবস্থান করিতে

ঋষয়ঃ সিদ্ধসঙ্ঘাশ্চ বাদিত্রাণি দিবৌকসাম্।
তত্রপুষ্পোত্করাকীর্ণং যুদ্ধং পরমসঙ্কুলম্ ॥ ৩৮
শ্রীমদাকাশমভবদ্ দ্যুতো মেঘাকুলং যথা।
তত্র স্মান্তর্হিতা বাচো বাচশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯
দ্রোণ-পার্থস্তবোপেতা বাজ্যশ্চ নরাধিপ।
বিসৃজ্যমানেষ্বস্ত্রেষু জ্বালাসংসু দিশো দশ ॥ ৪০
অক্রবংস্তত্র সিদ্ধাশ্চ ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ।
নৈবেদং মানুষং যুদ্ধং নাসুরং ন চ রাক্ষসম্ ॥ ৪১
ন দৈবং ন চ গান্ধর্বং ব্রাহ্মং ক্রবমিদং পরম্।
বিচিত্রমিদমাশ্চর্যং ন নো দৃষ্টং ন চ শ্রুতম্ ॥ ৪২
অতি পাণ্ডবমাচার্যো দ্রোণঃ ইত্যাহতি পাণ্ডবঃ।
নানয়োরন্তরং শক্যং দ্রষ্টুমস্ত্রেষু কেনচিৎ ॥ ৪৩
যদি ক্রুদ্ধো বিধাক্ষ্যন্তা যুদ্ধেঽস্মানেষ্যতি।
তত্র শক্যোপমা কর্তুং মন্যন্তে তু ন বিদ্যতে ॥ ৪৪

জ্ঞানমেকস্থমাচার্যে জ্ঞানং যোগশ্চ পাণ্ডবে।
শৌর্যমেকস্থমাচার্যে বলং শৌর্যঞ্চ পাণ্ডবে ॥ ৪৫
নেমৌ শক্যৌ মহেষ্বাসৌ যুদ্ধে জেতুং পরৈর্যুধি।
ইচ্ছমানৌ সুরানিমৌ ত্রৈলোক্যং সামরং জগৎ ॥ ৪৬
ইত্যব্রুবন্ মহারাজ দৃষ্ট্বা তৌ পুরুষর্ষভৌ।
অন্তর্হিতানি ভূতানি প্রকাশানি চ সর্বশঃ ॥ ৪৭
ততো দ্রোণো ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রাদুশ্চক্রে মহামতিঃ।
সন্ত্রাপয়ন্ রণে পার্থং ভূতান্যুত্রাসয়ন্নি চ ॥ ৪৮
ততশ্চচাল পৃথিবী সপর্বত-বন-দ্রুমা।
ববৌ চ বিষমো বায়ুঃ সাগরাশ্চাপি চুক্ষুভুঃ ॥ ৪৯
ততস্ত্রাসো মহানাসীৎ কুরু পাণ্ডবসেনয়োঃ।
সর্বেষাং চৈব ভূতানামুপরিষ্টাদ্ মহাত্মনা ॥ ৫০
ততঃ পার্থোঽস্ত্রমাস্থায় তদ্ব্রহ্ম প্রাহিণোদ্ দিবান্
পঞ্চাস্যেনৈব বাক্যেন তত্তঃ সর্বমশীশমৎ ॥ ৫১

লাগিলেন। অপরাপর, যক্ষ এবং গন্ধর্বগণের পূর্ণ আকাশ সেইরূপ বিশেষ শোভা ধারণ করিল, যেরূপ মেঘের উপর পুনরায় মেঘের উদয় হইলে শোভা হইয়া থাকে।

হে নরাধিপ! সেখানে দ্রোণাচার্য ও অর্জুনের স্তবযুক্ত অদৃশ্য ব্যক্তিগণের মুখ হইতে নির্গত বাক্য বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

যখন দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ হইতে লাগিল তখন দশদিক প্রকাশিত হইয়া উঠিল, সেই সময় একত্র সমবেত সিদ্ধ ও ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধ—না মানুষ যুদ্ধ, না আসুর যুদ্ধ, না রাক্ষস যুদ্ধ, না দৈব যুদ্ধ এবং না গান্ধর্ব যুদ্ধ; পরন্তু এই যুদ্ধ নিশ্চয়ই সকলশ্রেষ্ঠ উত্তম ব্রাহ্ম যুদ্ধ। এইরূপ বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক সংগ্রাম আমরা কখনও দেখি নাই; এমন কি শ্রবণও করি নাই। ৩৮-৪২

আচার্য দ্রোণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অপেক্ষা অধিক কিংবা পাণ্ডুপুত্র অর্জুন আচার্য দ্রোণ হইতে অধিক;—ইহাদের উভয়ের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য, তাহা অপর কেহই দেখিতে পাইলেন না। ৪৩

যদি ভগবান্ শঙ্কর নিজেই দুইটি রূপধারণ করিয়া নিজের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে সেই যুদ্ধ ইহাদের উভয়ের যুদ্ধের সহিত তুলনা হইতে পারে; আর অন্য কিছুই ইহাদের তুলনা হইতে পারে না॥ ৪৪

আচার্য দ্রোণের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান একত্রে সঞ্চিত আছে; কিন্তু পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের মধ্যে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যোগও রহিয়াছে। এইরূপ আচার্য দ্রোণের মধ্যে সমস্ত শৌর্য একত্রে বিদ্যমান আছে, কিন্তু পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের মধ্যে শৌর্যের সহিত বলও রহিয়াছে। ৪৫

এই দুই মহাধনুর্ধর বীরকে যুদ্ধে অন্য কোন যোদ্ধার দ্বারা নিহত হইতে পারেন না। কিন্তু যদি ইহাঁরা স্বয়ং ইচ্ছা করেন, তবে দেবতাসমূহের সহিত সম্পূর্ণ জগতকেও বিনাশ করিতে পারেন॥ ৪৬

মহারাজ! এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরকে দেখিয়া আকাশে অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষদর্শী সকল প্রাণী এই কথাই সর্বদিকে বলিতে ছিলেন॥ ৪৭

তাহার পর পরম বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে অর্জুনকে এবং আকাশে অবস্থিত অদৃশ্য প্রাণিগণকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে ব্রহ্মাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন। ৪৮

তখন পর্বত, বন ও বৃক্ষসকলের সহিত ধরণী বিচলিত হইল, প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস দেখা যাইল। ৪৯

মহাত্মা দ্রোণকর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত ভীষণ ভীতির সঞ্চার হইল॥ ৫০

রাজেন্দ্র! তখন অর্জুনও কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দ্রোণাচার্যের সেই অস্ত্রকে প্রতিহত করিলেন। তাহার পর সমস্ত উৎপাত শান্ত হইয়া গেল॥ ৫১

তয়া ন গম্যতে পার্থ তয়োরন্যতরস্য বা।
ততঃ সঙ্কুলযুদ্ধেন তদ্ যুদ্ধং ব্যাকুলীকৃতম্ ॥ ৫২
নাজ্ঞায়ত ততঃ কিঞ্চিৎ পুনরেব বিশাম্পতে।
প্রবৃত্তে তুমুলে যুদ্ধে দ্রোণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে ॥ ৫৩
(দ্রোণো মুক্ত্বা রণে পার্থং পাঞ্চালানবধীদ্বত।
অর্জুনোঽপি রণে দ্রোণং ত্যক্ত্বা প্রাদ্রাবয়ৎ কুরূন্ ॥
শরৌঘৈরথ তাভ্যাং তু ছাদ্যমানং মহামৃধে।

যখন দ্রোণাচার্য ও অর্জুন কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না, তখন সামগ্রিক যুদ্ধের দ্বারা এই সংগ্রামকে ব্যাপক করিয়া তুলিলেন ॥ ৫১

প্রজানাথ! রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য ও অর্জুনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর পুনরায় কেহই কোন কিছু বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৫৩

(দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন এবং অর্জুনও সেখানে দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ পরিহার করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত

তুমুলং প্রবৃত্তে রাজন্ সর্বস্য জগতো ভয়ম্ ॥)
শরজালৈঃ সমাকীর্ণে মেঘজালৈরিবাম্বরে।
নাপশ্যচ্চ ততঃ কশ্চিদন্তরিক্ষচরস্তদা ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণ-বধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে একোনশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

করিতে লাগিলেন।)

(রাজন্! সেই মহাসমরে এই দুই বীর স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সব কিছুই অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। তখন এই তুমুল যুদ্ধ সম্পূর্ণ জগতের পক্ষেই ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।)

এইভাবে আকাশে বাণজাল বিস্তীর্ণ হইলে পর মনে হইতে লাগিল যেন আকাশমণ্ডলে মেঘের উদয় হইয়াছে। ইহাতে সেই সময় আকাশচারী কোন পক্ষীও কোথাও উড়িয়া যাইতে সমর্থ হইল না ॥ ৫৪

শ্রীবন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণবধপর্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক অষ্টানীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃশাসনঃ পরাজিতো দৃষ্টদ্যুম্নো দ্রোণাচার্যোপরি আক্রমণম্, নকুল-সহদেবাভ্যাং তস্য রক্ষা, দুর্যোধন-সাত্যকেরালাপো যুদ্ধঞ্চ, কর্ণ-ভীমসেনয়োঃ সংগ্রামঃ, কৌরবসৈন্যানামুপরি অর্জুনস্যাক্রমণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

তস্মিংস্তথা বর্তমানে গঙ্গাস্বনরসংক্ষয়ে।
দুঃশাসনো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ ॥ ১
স তু কুরুরথাসক্তো দুঃশাসনশরার্দিতঃ।
অমর্ষাৎ তব পুত্রস্য শরৈর্বাণানবাকিরৎ ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এইরূপে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারকারী এই বর্তমান যুদ্ধে দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১

ক্ষণেন স রথস্তস্য সধ্বজঃ সহসারথিঃ।
নাদৃশ্যত মহারাজ পার্ষতস্য শরৈশ্চিতঃ ॥ ৩
দুঃশাসনস্য রাজেন্দ্র পাঞ্চাল্যস্য মহাত্মনঃ।
নাশকৎ প্রমুখে স্থাতুং শরজালপ্রপীড়িতঃ ॥ ৪

একোননবতিতম অধ্যায়।

[দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ, নকুল-সহদেব দ্বারা তাঁহার রক্ষা, দুর্যোধন ও সাত্যকির আলাপ এবং যুদ্ধ, কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম এবং অর্জুনের কৌরব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ।]

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথমে দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত ছিলেন। তারপর দুঃশাসনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া তিনি আপনার পুত্রের অবশিষ্টের উপর রোষপূর্বক বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২

মহারাজ! অল্প-কালের মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসমূহের দ্বারা এইভাবে দুঃশাসনের রথ পরিবৃত হইয়াছিল যে, তখন এই রথ ধ্বজ ও সারথিসহ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩

রাজেন্দ্র! মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দুঃশাসন তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না ॥ ৪

স তু দুঃশাসনঃ বাণৈরিমুখীকৃতা পাণ্ডবঃ
কিরন্ শরসহস্রাণি দ্রোণমেবাভ্যরাদ্ রণে ॥ ৪
অভ্যাপতত তাদিক্যঃ কৃতবর্মা বনন্তরম্।
সোদর্য্যাণাং ত্রয়স্তৈব ত এনং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৬
তং যমৌ পৃষ্ঠতোঽন্বৈতাং রক্ষন্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
দ্রোণায়াভিমুখা যান্তং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ৭
সম্প্রহারমকুর্বাণে দৃষ্টে চ সুমহারথাঃ।
অমর্ষিতাঃ সত্ত্ববন্তঃ কৃত্বা মরণমগ্রতঃ ॥ ৮
শুদ্ধাত্মানঃ শুদ্ধবৃত্তা রাজন্ স্বর্গপুরস্কৃতাঃ।
আর্য্যা যুদ্ধমকুর্বন্ত পরস্পরজিগীষবঃ ॥ ৯
তত্রাভিজনকর্মাণো মতিমন্তো জনাধিপ।
ধর্মযুদ্ধমযুধ্যন্ত শ্রেয়স্তো গতিমুত্তমাম্ ॥ ১০

এইরূপে বীর বাণসমূহের দ্বারা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দিয়া সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করিতে করিতে দুষ্টদ্যুম্ন পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

ইহা দেখিয়া দ্রৌপদীপুত্র ক্ষত্রবর্মা ও দুঃশাসনের তিন ভ্রাতা মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা চারিজনে মিলিত হইয়া দৃষ্টদ্যুম্নকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী দৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে যাইতে দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে অনুগমন করিলেন ॥ ৭

সেই সময় অমর্ষপূর্ণ ও বৈরশালী সকল মহারথী বীরগণ মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৮

রাজন্! ইঁহাদের সকলেরই হৃদয় শুদ্ধ ও আচার-ব্যবহার নির্ম্মল ছিল। ইঁহারা সকলেই স্বর্গপ্রাপ্তিকেই সম্মুখে রাখিয়া ছিলেন, সেইজন্য পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাষ করত তাঁহারা আর্য্যজনোচিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯

হে জনাধিপ! ইঁহাদের সকলেরই বংশ শুদ্ধ এবং কর্ম্ম নির্ম্মল ছিল; সেইহেতু এই সব বুদ্ধিমান্ যোদ্ধারা উত্তম গতি লাভ করিবার ইচ্ছায় ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন ॥ ১০

সেখানে অধর্ম্মপূর্ণ ও নিন্দনীয় যুদ্ধ হইতেছিল না। এই যুদ্ধে কর্ণী(১), নালীক(২), বিষাক্ত বাণ এবং বস্তিক(৩) নামক অস্ত্রের প্রয়োগ হইতেছিল না ॥ ১১

না সূচী(৪), না কপিশ(৫), না গবাস্থিক ও গজাস্থিক, না দুইটি ফলকবিশিষ্ট, না দুর্গন্ধযুক্ত এবং না বক্রগামী বাণপ্রয়োগ করা হইতেছিল ॥ ১২

ন তত্রাসীদ্মনমিত্রমনস্তঃ যুদ্ধমেব চ।
নাত্র কর্ণীঃ ন নালীকো ন বিষ্পো ন চ বস্তিকঃ ॥ ১১
ন সূচী কপিশো নৈব ন গবাস্থির্গজাস্থিকঃ।
দুর্গন্ধরোমা সংশ্লিষ্টো ন পূতির্ন চ ক্ষিপ্তগঃ ॥ ১২
ঋজুভূতেন বিশুদ্ধানি সর্বে শস্ত্রাণ্যবারয়ন্।
সুযুদ্ধেন পরালোকানীপ্সন্তঃ কীর্তিমেব চ ॥ ১৩
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং সর্বলোমবিনর্জিতম্।
চতুর্ণাং তব যোধানাং তৈস্ত্রিভিঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বাযুধ্যন্ত তান্ দৃষ্টা তব রাজন্ বলবতান্।
যমাভ্যাং বারিতান বীরান্ শীঘ্রাদ্রো দ্রোণমভ্যয়াৎ ॥ ১৫
নিবারিতাস্তু তে বীরাস্তাভ্যাং পুরুষসিংহয়োঃ।
সমসজ্জন্ত চত্বারো বাতাঃ পর্বতয়োরিব ॥ ১৬

সেই সব যোদ্ধারা ন্যায়যুক্ত যুদ্ধের দ্বারা উত্তম লোক ও কীর্ত্তি লাভ করিবার ইচ্ছায় সকল ও সব অস্ত্রশস্ত্র সংবরণ করিয়া ছিলেন ॥ ১৩

আপনার এই চার যোদ্ধার তিন পাণ্ডব-বীরের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, উহা লোমহর্ষকর হইয়াছিল ॥ ১৪

রাজন্! দৃষ্টদ্যুম্ন যখন পুনরায় আক্রমণ করিতে পারিতেন। তিনি নকুল ও সহদেবের দ্বারা কৌরবপক্ষের সেই মহারথী বীরগণকে রক্ষ হইতে দেখিয়া বরাবর দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৫

সেখানে নিবারিত সেই চারি বীর উক্ত দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল-সহদেবের সহিত সেইরূপে যুদ্ধে আসক্ত হইলেন, যেরূপ চারিদিক্ হইতে আগত প্রবল বায়ু দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে মিলিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

(১) যেদিকে বাণের ফলক থাকে, তাহার বিপরীত দিকে দুই কণ্টকযুক্ত বাণকে 'কর্ণী' বলে। (২) অতিসরু মুখ বাণকে 'নালীক' বলে। (৩) বাণের গাত্র ও ফলকের সন্ধিস্থান যাহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম (পাতলা), উহাকে 'বস্তিক' বলে। (৪) কর্ণীর তুল্য বাণকে 'সূচী' বলা হয়। (৫) কপিল বানরের অগ্নিনিখিত সূচীতুল্য বাণকে 'কপিশ' বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মত হইল কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত মুদ্গরাকার বাণকে 'কপিশ' বলা হয়।

আত্মানং ত্বাত্মনা যন্মৌ সার্থং প্রত্যাত্মনা রথপুঙ্গবৌ।
সমাসক্তৌ ততো দ্রোণঃ ধৃষ্টদ্যুম্নোঽভ্যবর্তত ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা দ্রোণায় পাঞ্চাল্যং ব্রজন্তং যুদ্ধদুর্মদম্।
যমাভ্যাং তাংশ্চ সাসঙ্গাংস্তদন্তরমুপাদ্রবৎ ॥ ১৮
দুর্যোধনো মহারাজ কিরন্নেণিভতোজনান্।
তং সাত্যকিঃ শীঘ্রতরঃ পুনরেবাভ্যবর্তত ॥ ১৯
তৌ পরস্পরমাসাদ্য সমীপে কুরু-মাধবৌ।
হসমানৌ বৃষার্দূলাবভীতৌ সমদৃশ্যতাম্ ॥ ২০
বাল্যকৃত্যানি সর্বাণি স্মরমাণৌ বিচিন্ত্য তৌ।
অন্যোন্যং প্রেক্ষমাণৌ চ স্মরমাণৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
অথ দুর্যোধনো রাজা সাত্যকিং সমভাষত।
প্রিয়ং সখায়ং সন্তর্ষং হর্ষয়ন্ বৃত্তমাত্মনঃ ॥ ২২
ধিক্ ক্রোধং ধিক্ সখে লোভং ধিগ্মোহং ধিগমর্ষিতম্।
ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলমৌরসম্ ॥ ২৩

যত্র মানবিসঙ্কল্পে ত্বাং চাহং নিনিপুঙ্গব।
ত্বং হি প্রাণৈঃ প্রিয়তরো মমাসংশ্চ সদা ভব ॥ ২৪
স্মরামি তানি সর্বাণি বাল্যবৃত্তানি যানি নৌ।
তানি সর্বাণি জীর্ণানি সাম্প্রতং নৌ বলাদিব ॥ ২৫
কিমদ্যং ক্রোধ-লোভাভ্যাং যুদ্ধমেবাদ্য সাম্প্রতম্।
তং তথেতি তমুক্ত্বা তত্র সাত্যকিঃ প্রত্যভাষত ॥ ২৬
প্রহসন্ বিনিধায়োর্ব্বীং ভুজমুদ্যম্য পুষ্করাক্ষবিৎ।
নেয়ং সভা রাজপুত্র নাচার্যাশ্চ নিবেশনম্ ॥ ২৭
যত্র ক্রীড়িতমস্মাভিঃপুরা রাজন্ সমাগতৈঃ।

দুর্যোধন উবাচ।

ক সা ক্রীড়া গতাস্মাকং বালো বৈ নিনিপুঙ্গব ॥ ২৮
ক চ যুদ্ধমিদং ক্রূরং কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কিং নু নো বিদ্যতে কৃত্যং ধনেন ধনলিপ্সয়া ॥ ২৯

এই বীরগণের মধ্যে যেই নকুল ও সহদেবের দুই দুই কৌরব-রথীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭

মহারাজ! সেইক্ষণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্যের দিকে গমন করিতে এবং নিজ পক্ষের চার বীরকে নকুল-সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন রক্তপায়ী রাক্ষস করিতে করিতে ইহাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহা দেখিয়া সাত্যকি অতি শীঘ্র পুনরায় দুর্যোধনের সম্মুখে আসিলেন। ইহারা উভয়ে মত্তগজসমূহে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। কুরুবংশীয় দুর্যোধন ও মধুবংশীয় সাত্যকি পরস্পর পরস্পরকে সম্মুখে পাইয়া নিজ নিজ চিত্তে হাস্যসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮-২০

বাল্যকালের সমস্ত ব্যবহার স্মরণ করিয়া এই দুই বীর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বারংবার প্রীতির সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তদনন্তর রাজা দুর্যোধন নিজের সমস্ত ঘটনার নিরন্তর নিন্দা করিতে থাকিয়া সেখানে নিজের প্রিয় সখা সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

সখে! ক্রোধকে ধিক্, লোভকে ধিক্, মোহকে ধিক্, অমর্ষকে ধিক্, এই ক্ষত্রিয়োচিত আচারকে ধিক্ এবং বলীয়ঃপ্রভূত বলকে ধিক্ ॥ ২৩

নিনিপ্রবর! এই ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির বশবর্তী হইয়া তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে বাণের দ্বারা প্রহার করিতেছি। কিন্তু হায়! একদিন তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলে এবং আমি সদা তোমার প্রাণ অপেক্ষা অতিশয় প্রিয় ছিলাম ॥ ২৪

আমাদের উভয়েরই মধ্যে বাল্যকাল হইতে যে পারস্পরিক ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, সে সমস্তই আমি এখন স্মরণ করিতেছি; কিন্তু এখন এই রণাঙ্গনে আমাদের সেই সব সদ্ব্যবহার জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫

সাম্বতবংশজাত বীর! আজকের এই যুদ্ধ ক্রোধ ও লোভ ব্যতীত অন্য আর কি হইতে পারে? উত্তম অশ্বসমূহে অধিষ্ঠিত সাত্যকি হাস্যসহকারে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ উপরে উত্তোলিত করিয়া সেখানে পূর্বোক্ত বাক্যগুলি দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন।

রাজদুর্যোধন! রাজন্! ইহা সভা নহে এবং আচার্যের ভবনও নহে, যেখানে আমরা সকলে একত্র সমবেত হইয়া খেলা করিতেছি।

দুর্যোধন বলিলেন,— নিনিপ্রধান! আমাদের বাল্যকালের সেই ক্রীড়া কোথায় চলিয়া গেল এবং এই যুদ্ধ কোথা হইতে আসিয়া পড়িল? হায়! কালকে অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন।

আমাদের ধনের দ্বারা এবং ধনলাভের ইচ্ছার দ্বারা কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে

যত্র যুধ্যামহে সর্বে ধনলোভাৎ সমাগতাঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথাবাদিনং তত্র রাজানং মাধবোঽব্রবীৎ ॥ ৩০

এবং বৃত্তং সদা কাম্যং যুধ্যন্তীহ ক্ষত্রিয়াঃ।
যদি তেঽহং প্রিয়ো রাজন্ অহি মাং ত্বা চিরং কৃথাঃ ॥৩১

ত্বৎকৃতে সুকৃতাঁল্লোকান্ গচ্ছেয়ং ভরতর্ষভ।
যা তে শক্তির্বলং যচ্চ তৎ ক্ষিপ্রং ময়ি দর্শয় ॥ ৩২

নেচ্ছামি ত্বদৃতং দ্রষ্টুং নিত্যং বাসনবান্ হ্যহম্।
ইত্যেবং ব্যক্তমাভাষ্য প্রতিভাষ্য চ সাত্যকিঃ ॥ ৩৩

অভ্যঘ্নাৎ তূর্ণমব্যগ্রো দ্রাগ্ বাকৃতাবনি।
তমায়ান্তং মহাবাহুঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ তবাত্মজঃ ॥ ৩৪

শরৈশ্চাবাকিরদ্ রাজন্ সৈনেয়ং তনয়স্তব।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে কুরু-মাধবসিংহয়োঃ ॥ ৩৫

অন্যোন্যং ক্রুদ্ধয়োর্ঘোরং যথা দিবস-শিংহয়োঃ।
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ সাধ্বসং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৬

দুর্যোধনঃ প্রত্যবিধ্যৎ কুপিতো দশভিঃ শরৈঃ।
তং সাত্যকিঃ প্রত্যবিধ্যৎ তবৈবাবাকিরচ্ছরৈঃ ॥ ৩৭

পঞ্চাশতা পুনশ্চাস্যে ত্রিংশতা দশভিশ্চ হ।
সাত্যকিং তু রণে রাজন্ প্রহসংস্তনয়স্তব ॥ ৩৮

আকর্ণপূর্ণৈর্নিশিতৈর্বিব্যাধ ত্রিংশতা শরৈঃ।
ততোঽস্যন্তং সশরং চাপং ক্ষুরপ্রেণ বিবাঙ্ছিনৎ ॥ ৩৯

সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় লঘুহস্তস্ততো দৃঢ়ম্।
সাত্যকির্বাসুদেবশ্চাপি শরশ্রেণীঃ সুতস্য তে ॥ ৪০

তামাপতন্তীং সহসা শরশ্রেণীং খিপাসয়া।
চিচ্ছেদ বহুধা রাজা তত ইক্ষুক্ষুরেণ বৈ ॥ ৪১

সাত্যকিস্তু ত্রিসপ্ততা পীড়য়ামাস বেগিতঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈর্বাতবেগাপূর্ণনিঃস্বনৈঃ ॥ ৪২

এখানে ধনের লোভে একত্রে সমবেত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যাইতেছি।

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর সাত্যকি তাঁহাকে উহা বলিলেন—রাজন্! ক্ষত্রিয়গণের ইহাই সনাতন আচার যে, তাঁহারা গুরুজনের সাহায্যও যুদ্ধ করিবেন। যদি আমি তোমার প্রিয় হই, তবে তুমি শীঘ্র আমাকে সংহার কর, আর বিলম্ব করিও না ॥ ২৯-৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহা করিলে পর আমি পুণ্যবান্‌গণের লোকে গমন করিব। তোমার যাহা যত শক্তি ও বল আছে, তৎসমস্তই তুমি শীঘ্রই আমার উপর প্রয়োগ কর; কারণ, আমি নিজ মিত্রগণের এই মহাসঙ্কট দেখিতে ইচ্ছুক নহি।

এইভাবে স্পষ্ট ভাষায় দুর্যোধনের বাক্যের উত্তর দান করত সাত্যকি নির্ভয়চিত্তে অতি সত্বর অগ্রসর হইলেন এবং তিনি নিজের উপর কোন রূপ দয়াপ্রকাশ করিলেন না।

রাজন্! সম্মুখে মহাবাহু সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলেন এবং তীব্র বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

তদনন্তর ক্রুদ্ধ হস্তী ও সিংহ ইহাদের মধ্যে উৎকট যুদ্ধের ন্যায় এই কুরুবংশীয় দুর্যোধন ও মধুবংশজাত সাত্যকির মধ্যে পরস্পর তদ্রূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

তাহার পর ক্রমশঃ হইয়া দুর্যোধন তাঁহার বহু পূর্ণায়ত আকর্ণ করিয়া দশটি বাণের দ্বারা প্রথমতঃ সাত্যকিকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।

এইরূপ সাত্যকিও যুদ্ধবলে উৎসাহে পরাক্রান্ত, তাঁহার তিন এবং পুনরায় দশটি বাণের দ্বারা দুর্যোধন-কে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে এইভাবে বাণসমূহে আকুল করিয়া ফেলিলেন।

রাজন্! তখন যুদ্ধ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজ বহু কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ পূর্বক নিক্ষিপ্ত তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা রণাঙ্গনে সাত্যকিকে অতি বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

তাহার পর তিনি ক্ষুরপ্রবাণে সাত্যকির ধানুষ্ক বহু ছেদন করত দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। তখন সাত্যকি অপর একটি সুদৃঢ় বহু হস্তে গ্রহণ করত আশুগামী বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে আপনার পুত্রের উপর বাণশ্রেণীবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥৩২-৪০

বিনাশ করিবার জন্য নিজের উপর সহসা সেই বাণশ্রেণীকে আসিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন তৎক্ষণাৎই বহু খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; ইহাতেই সকলকেই হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৪১

তাহার পর দুর্যোধন বহু কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিশিত, শিলাধৌত ও বায়ুবেগপূর্ণ নিঃস্বনযুক্ত তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা সাত্যকিকে পীড়িত করিলেন ॥ ৪২

তস্য সম্পততশ্চেষুং সংছিত্তেষুক কার্মুকম্।
আচ্ছিনৎ সাত্যকির্ভূর্ণং শরৈস্তৈরাপ্যবীবিধৎ ॥ ৭
স গাঢ়বিদ্ধো বাণিতঃ প্রত্যপায়াদ্ রথান্তরে।
দুর্যোধনো মহারাজ দাশার্হেশরপীড়িতঃ ॥ ৪।
সমাশ্বস্ত তু পুত্রস্তে সাত্যকিং পুনরভ্যয়াৎ।
বিসৃজন্নিষুজালানি ঘূর্ণমানরথং প্রতি ॥ ৪৫
তথৈব সাত্যকির্বাণান্ দুর্যোধনরথং প্রতি।
সততং বিসৃজন্ রাজংস্তুং সঙ্কুলমবর্তত ॥ ৪৬
তত্রেষুভিঃ ক্ষিপ্যমাণৈঃ পতদ্ভিশ্চ শরীরিষু।
অন্যোন্যমভ্যাকরুশে নদ্যঃ সমভবন্নৃপ ॥ ৪৭
তয়োঃ শরসহস্রৈশ্চ সঞ্ছন্না বসুধাতলম্।
অগম্যরূপঞ্চ শরৈরাকাশং সমপদ্যত ॥ ৪৮
তত্রাপ্যধিকমালক্ষ্য মাধবং রণসত্তমম্।
ক্ষিপ্রমভ্যপতৎ কর্ণঃ পত্নীপ্সাংস্তনয়ং তব ॥ ৪৯
ন তু তং মর্ষয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ।
সোঽভ্যদ্রবদ্বিনির্ভিন্দন্ কর্ণং বিস্বজন্ সায়কান্ বহূন্ ॥ ৫০
তস্য কর্ণঃ শিতান্ বাণান্ প্রতিহত্য হসন্নিব।
ধনুঃ শরাংশ্চ চিচ্ছেদ সূতং চাস্যাহনচ্ছরৈঃ ॥ ৫১
ভীমসেনস্তু সাক্রুদ্ধো গদামাদায় পাণ্ডবঃ।
ধ্বজং ধনুশ্চ সূতঞ্চ সম্মমর্দাহবে রিপোঃ ॥ ৫২
রথচক্রঞ্চ কর্ণস্য বভঞ্জ স মহাবলঃ।
ভগ্নচক্রে রথেঽতিষ্ঠদকম্পঃ শৈলরাড়িব ॥ ৫৩
একচক্রং রথং তস্য তামুতঃ শুচিরং ত্বয়াঃ।
একচক্রমিবার্কস্য রথং সপ্ত হয়া যথা ॥ ৫৪
অনুক্রমাণঃ কর্ণস্তু ভীমসেনমমৃষ্যতে।
বিবিধৈরিষুজালৈশ্চ নানাশস্ত্রৈশ্চ সাম্যুগে ॥ ৫৫

তখন সাত্যকি বাণপ্রহারকারী দুর্যোধনের বাণ ও ধনুকের উপর বাণ বর্ষণ করিতেছিলেন, সেই বহু অভিপ্রহর ছেদন করিলেন এবং বহুসংখ্যক বাণপ্রহার করিয়া দুর্যোধনকেও পীড়িত করিলেন ॥ ৪৩

মহারাজ! সেই সময় দুর্যোধন সাত্যকির বাণসমূহে গুরুতর আঘাত পাইয়া পীড়িত ও ব্যথিত হইলেন এবং রথের অভ্যন্তরে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৪

তাহার পর ধীরে ধীরে কিছু উপশম হইলে পর আপনার পুত্র দুর্যোধন পুনরায় সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার রথের উপর বাণজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

রাজন্! এইরূপ সাত্যকি ও দুর্যোধনের রথের উপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করিতেছিলেন। ইহাতে সেই সংগ্রাম বাণময় যুদ্ধের আকারে পরিণত হইল ॥ ৪৬

সেখানে নিক্ষিপ্ত বাণসকল যখন দেহধারী ব্যক্তিগণের উপর পতিত হইতে লাগিল, তখন শুষ্ক বংশ প্রভৃতি বিরাট রাশির মধ্যে সংলগ্ন অগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে থাকিল ॥ ৪৭

এই দুই বীরের সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা সম্পূর্ণ ধরাতল আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল এবং আকাশেও বাণসমূহের দ্বারা পক্ষী প্রভৃতি যাতায়াত বন্ধ হইয়া যাইল ॥ ৪৮

এই যুদ্ধে মহারথী সাত্যকিকে প্রবল হইতে দেখিয়া কর্ণ আপনার পুত্র দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য অতিদ্রুত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯

কিন্তু মহাবল ভীমসেন তাঁহার এই কার্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে করিতে অতিসত্বর কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫০

তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহার ধনু ও বাণসমূহ ছেদন করিলেন। তাহার পরসংখ্যক বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন ॥ ৫১

ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন গদা গ্রহণ করত তাহার দ্বারা যুদ্ধস্থলে শত্রু কর্ণের ধ্বজ, ধনু ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া ছিলেন ॥ ৫২

কেবল ইহাই নহে, মহাবল ভীমসেন কর্ণের রথের একটী চক্রও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কর্ণ চক্র ভগ্ন হইলেও সেই রথেরই উপর গিরিরাজের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

এই সময় কর্ণের অবশিষ্ট একচক্রবিশিষ্ট সেই রথকে বহুকাল ধরিয়া বহন করিতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—সূর্য্যদেবের সপ্ত অশ্ব উহার একচক্রযুক্ত রথ বহন করিতেছে ॥ ৫৪

কর্ণ ভীমসেনের এই পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার বাণসমূহ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা উহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

সৃজন করেন, ইনি সমস্ত ঋতুতে ক্ষর এবং অক্ষর একাদশ বিকারাত্মা রশ্মিসমূহের দ্বারা জগৎ পালন ক'রে থাকেন। তাঁর চরণযুগল সাগর, মেখলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী, আর মস্তক দ্যুলোক। তাঁর বাহুসকল দশ দিক্, তাঁর শ্রবণ আকাশ, তাঁর নয়ন তেজোময় সূর্য্য আর চন্দ্রমা মন, বুদ্ধি নিত্য-জ্ঞানগত্ব এবং রজঃ বলে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য গ্রহদল, তাঁর নেত্র- সকল নক্ষত্রচক্র, পদযুগল ভূ। হে নরবরেন্দ্র! রজঃ, তম ও সত্ত্বগুণ নারায়ণাত্মক, বেদসকল তাঁর রোম, অক্ষর সরস্বতী, সত্য আশ্রয়-রত ধর্ম্ম তাঁর হৃদয়ে সমাশ্রিত। তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরম ধর্ম্ম, তিনি তপস্যা, সৎ অসৎ সব তিনি। সেই বিষ্ণু পিতামহ, তিনি পুরন্দর, তিনি মিত্র, তিনি বরুণ, তিনি যম, তিনি ধনদ, একমাত্র তিনি নানারূপ ধারণ ক'রেছেন। এই ভাবে সনৎকুমার ভক্ত বৃত্রাসুরকে আমার পরম ধর্ম্ম উপদেশ করেন।

পৃথুরাজাকেও সনৎকুমার পরম ধর্ম্মের কথা ব'লেছিলেন,—হে রাজন্! শ্রীভগবানের গুণানুবাদে আপনার এরূপ নৈষ্ঠিকী প্রীতি, যা প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন। সেই গুণকথন অনুকরণের সমস্ত মল নষ্ট ক'রে দেয়, আত্মার অতিরিক্ত দেহ-গেহ আদি পদার্থে অনাসক্ত থাকা ও অন্তরাত্মাদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মে সুদৃঢ় অনুরাগই আপ্ত-সকল মানুষের কল্যাণের কারণ ব'লেছেন। গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যের উপর বিশ্বাস ভাগবত ধর্ম্মের আচরণ, অধ্যাত্ম যোগচর্য্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, যোগেশ্বরের উপাসনা, নিত্য পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীহরির পরম-পাবন কথা শ্রবণ, প্রাকৃত জনের সঙ্গ ত্যাগ, আপনার প্রীতিকর-পদার্থের অসংগ্রহ, ভগবদ্‌গুণামৃত পান, নির্জ্জনসেবনে প্রেম, ভগবানের লীলা কথারূপ অমৃত বারংবার পান ক'রলে নির্গুণব্রহ্মে

Regd. No. C-67

ASHAR
1379 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—49
June—July. 1972

পরমা প্রীতি লাভ হয়। যোগাদির দ্বারা সংসারসাগরপার হওয়া অতি দুষ্কর। শ্রীভগবান্ হরির চরণযুগলকে নৌকা ক'রে তুমি অনায়াসে দুস্তর ভবপারাবার উত্তীর্ণ হ'তে যাবে। এইভাবে আমার পরম ধর্ম্ম অনন্যভাবে আমার চরণ আশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করেন, আমার শরণাগতি রূপ পরমধর্ম্মের যখন গ্লানি হয়, তখন আমি দেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন ক'রি।

—:০:—

29 JUL 1972

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীগোবর্দ্ধন প্রেস, মহাবিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. কলিকাতা-৩৩ হইতে মুদ্রাপিত

CALCUTTA
UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

২৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি আবির্ভূত হই। পরম-ভক্ত সনৎকুমার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পরমধর্ম্মের উপদেশ ক'রেছিলেন,—জ্ঞান, সত্য, দম, বেদাস্তাদিশাস্ত্র শ্রবণ, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শম—এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের মহাব্রত পুরুষার্থ সাধন। এই দ্বাদশটী গুণ হ'তে যিনি বিচ্যুত না হন, তিনি সম্যগ্‌রূপে সমস্ত পৃথিবী প্রশাসন করেন। এ সকলের তিনটী দুইটী এমনকি একটী গুণে শোভিত হ'লেও মানব যৌনাবলম্বন

১১শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭৯] [দ্বিতীয় সংখ্যা- শারদী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

•

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সংস্করণে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• •

মুখ্য-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম.এ, ডি-লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকর্তা :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সে, এম্-পি,
ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ্,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্,আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৭৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৯০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহারপরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৫-৬৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৭। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

ভীমসেনস্তু সংক্রুদ্ধঃ সুতপুত্রমযোধয়ৎ।
তস্মিংস্তথা বর্তমানে ক্রুদ্ধো ধর্মসুতোঽব্রবীৎ ॥ ৫৬
পাঞ্চালানাং নরব্যাঘ্রান্ মৎস্যাংশ্চ পুরুষর্ষভান্।
যে নঃ প্রাণাঃ শিরো যে চ যে নো যোধা মহারথাঃ ॥ ৫৭
তত্র তে ধার্তরাষ্ট্রেষু বিষক্তাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
কিং তিষ্ঠত যথা মূঢ়াঃ সর্বে বিগতচেতসঃ ॥ ৫৮
তত্র গচ্ছত যত্রৈতে যুধ্যন্তে মামকা রথাঃ।
ক্ষাত্রধর্মং পুরস্কৃত্য সর্ব এব গতজ্বরাঃ ॥ ৫৯
অহন্তো বধ্যমানাশ্চ গতিমিষ্টাং গমিষ্যথ।
জিত্বা বা বহুভির্যজ্ঞৈর্যজধ্বং ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ৬০
হত্বা বা দেবসাদ্ ভূত্বা লোকান্ প্রাপ্স্যথ পুষ্কলান্।
তে রাজ্ঞা চোদিতা বীরা যোৎস্যমানা মহারথাঃ ॥ ৬১
ক্ষাত্রধর্মং পুরস্কৃত্য ত্বরিতা দ্রোণমভ্যযুঃ।

পাঞ্চাল্যস্তেকতো দ্রোণমভ্যযুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
ভীমসেনপুরোগাস্ত্বাপ্যেকতঃ পর্যবারয়ন্।
আসাদ্য পাণ্ডুপুত্রাণাং ত্রয়ো জিষ্ণো মহারথাঃ ॥ ৬৩
যমৌ চ ভীমসেনশ্চ প্রাক্রোশংস্তে ধনঞ্জয়ম্।
অভিদ্রবার্জুন ক্ষিপ্রং কুরুন্ দ্রোণায়পাহ্যুত ॥ ৬৪
তত এনং ত্বনিগুস্তি পাঞ্চালা হতরক্ষিণম্।
কৌরবেয়াংস্ততঃ পার্থঃ সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥ ৬৫
পাঞ্চালানেব তু দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমান্।
সমর্দয়ত্তরসা বীরাঃ পঞ্চমেঽহনি ভারত ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯

ইহাতে ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। এইভাবে যখন সেই যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ক্রুদ্ধ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাঞ্চালদেশীয় বীরগণ এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাগণকে বলিলেন

যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথী যোদ্ধা আমাদের প্রাণ ও মস্তক-স্বরূপ, তাহারাই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তোমরা সকলে কেন মূঢ় ও অচেতন মনুষ্যগণের ন্যায় এখানে দাঁড়াইয়া আছ? ৫৬-৫৮

তোমরা সেখানে গমন কর, যেখানে আমার এই সব রথী বীরগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্মুখে রাখিয়া নির্ভিতভাবে যুদ্ধ করিতেছে ॥৫৯

তোমরা হয় অবধ্যভাব কর অথবা মৃত্যুবরণ কর—এই উভয় অবস্থাতেই উত্তম গতিলাভে সমর্থ হইবে। অবধ্যভাব করিয়া তোমরা প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহুসংখ্যক যজ্ঞের দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা কর কিংবা নিহত হইয়া যেরূপ লাভ করত পুণ্যলোকসকল প্রাপ্ত হও।

রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইভাবে প্রেরিত হইয়া সেই বীর মহারথীরা যুদ্ধের জন্য ত্বরিত ক্ষাত্রধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া ত্বরিত গতিতে দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন।

একদিকে পাঞ্চাল বীরগণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে আঘাত করিতে লাগিল এবং অপরদিকে ভীমসেনাদি বীরগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিলেন।

পাণ্ডবগণের তিন মহারথী কিন্তু তুমুলযুদ্ধে ছিলেন। ইঁহারা হইলেন—যমজ, সহদেব ও ভীমসেন। এই তিন জনে অর্জুনকে তখন আহ্বান করিতে লাগিলেন—অর্জুন! ত্বরিত হও, ত্বরিত হও এবং অতিদ্রুত দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে এই কৌরবসৈন্যকে বিতাড়িত কর ॥ ৬০-৬৪

যখন ইহার রক্ষক নিহত হইবে, তখন পাঞ্চাল-বীরগণ ইহাকে বধ করিবে। তখন অর্জুন সহসা কৌরব-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৫

ভারত! অন্যদিকে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল-বীরগণের উপর ধাবিত হইলেন। এই পঞ্চম দিনে যুদ্ধে ঐ সকল বীরযুগ সবেগে পরস্পরকে মর্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণবধপর্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক একোননবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যের ভয়ঙ্কর কার্য্য, অস্ত্রত্যাগ করিতে ঋষিগণের আদেশদান এবং অশ্বত্থামার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত দ্রোণাচার্য্যের নিজ জীবনে নৈরাশ্য।

সঞ্জয় উবাচ।

পাঞ্চালানাং ততো দ্রোণোঽপাকরোৎ কদনং মহৎ।
যথা ক্রুদ্ধো রণে শক্রো দানবানাং পুরা পুরা॥ ১
দ্রোণাস্ত্রেণ মহারাজ বধ্যমানাঃ পরে যুধি।
নাত্রসন্ত রণে দ্রোণাৎ সর্ব্বতো মহারথাঃ॥ ২
যুধ্যমানা মহারাজ পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াস্তথা।
দ্রোণমেবাভ্যধাবন্ত যোধয়ন্তো মহারথাঃ॥ ৩
তেষাং তু ছাদ্যমানানাং পাঞ্চালানাং সমন্ততঃ।
অভবদ্ ভৈরবো নাদো বধ্যতাং শব্দবৃষ্টিভিঃ॥ ৪
বধ্যমানেষু সংগ্রামে পাঞ্চালেষু মহাত্মনা
উদীর্য্যমাণে দ্রোণাস্ত্রে পাণ্ডবান্ ভয়মাবিশৎ॥ ৫
দৃষ্ট্বাস্ত্র-নরযোধানাং বিপুলঞ্চ ক্ষয়ং যুধি।
পাণ্ডবেয়া মহারাজ নাশংসংস্তত্র তদা॥ ৬
কচ্চিদ্ দ্রোণো ন নঃ সর্ব্বান্ ক্ষপয়েৎ পরমাস্ত্রবিৎ।
সমিদ্ধ ইব শিশিরাপায়ে দহন্ কক্ষমিবানলঃ॥ ৭
ন চৈনং সংযুগে কশ্চিৎ সমর্থঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
ন চৈনমর্জ্জুনো জাতু প্রতিযুধ্যেত ধর্ম্মবিৎ॥ ৮
তজ্ঞান্ কুন্তীসুতান্ দৃষ্ট্বা দ্রোণসায়কপীড়িতান্।
মতিমান্ শ্রেয়সে যুক্তঃ কেশবোঽর্জ্জুনমব্রবীৎ॥ ৯
নৈষ যুধ্যে ন সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ কথঞ্চন।
সমযুধ্যিনাং শ্রেষ্ঠো দেবৈরপি সবাসবৈঃ॥ ১০
তস্মাদস্ত্রং সংগ্রামে শক্যো হন্তুং ভবদ্বিধৈঃ।
অস্থীয়তাং ত্বয়ে দ্রোণো ধর্ম্মমুৎসৃজ্য পাণ্ডবাঃ॥ ১১
যথা বঃ সংযুগে সর্ব্বান্ ন হন্যাদ্ ক্ষত্রিয়াধমঃ।
অশ্বত্থাম্নি হতে নৈষ যুধ্যেদিতি মতির্মম॥ ১২

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের ভয়ঙ্কর কার্য্য, দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্রত্যাগ করিতে ঋষিগণের আদেশদান এবং অশ্বত্থামার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত দ্রোণাচার্য্যের নিজ জীবনে নৈরাশ্য

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে পাঞ্চালগণের সেই ভাবে সংহার আরম্ভ করিলেন, যেরূপ পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র দানবদলকে বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ১

মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সকলের মহারথী বীরগণ দ্রোণ হইতেও অতিশয় ভীতিশালী ছিলেন। তাঁহারা রণভূমিতে সেইরূপ কোনরূপ ভীত হইলেন না॥ ২

মহারাজ! যুদ্ধরত পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় মহারথীরা দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ৩

সেই সময় বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া সর্ব্বদিকে আঘাতপ্রাপ্ত পাঞ্চাল-বীরগণের ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল॥ ৪

সংগ্রামে যখন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক পাঞ্চালসৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল এবং আচার্য্য দ্রোণের নিরন্তর অস্ত্রসমূহ বর্ষিত হইতে থাকিল, তখন পাণ্ডবগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল॥ ৫

মহারাজ! যুদ্ধস্থলে অস্ত্র ও মন্ত্রপূত দ্রোণাচার্য্যের সেই প্রদীপ্ত বিনাশ অবলোকন করিয়া পাণ্ডবদের জয়লাভের আশা তখন তিরোহিত হইল॥ ৬

(তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন :—যেরূপ গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক কক্ষ দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ আচার্য্য দ্রোণ কোনরূপে যেন আমাদের ধ্বংস করিতে না পারেন

রণাঙ্গনে অন্য কোন যোদ্ধা ইঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছে না (যুদ্ধ করা ত' দূরের কথা) এবং ধর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন কখনও ইঁহার সহিত মনঃসংযোগ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না॥ ৮

কুন্তীদেবীর অন্য পুত্রদিগকে দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে পীড়িত ও ভয়ভীত দেখিয়া তাঁহাদের কল্যাণে নিরত বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন॥ ৯

পার্থ! এই দ্রোণাচার্য্য সমস্ত যুদ্ধকারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যতক্ষণ ইঁহার হস্তে অস্ত্র থাকিবে, ততক্ষণ ইঁহাকে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও কোনরূপে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না॥ ১০

যখন ইনি যুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করিবেন, তখনই তিনি শত্রুগণের দ্বারা বধ্য হইবেন। অতএব পাণ্ডবগণ! 'গুরুকে বধ করা উচিত নয়' এই ধর্ম্ম ভাবনা পরিহার করত তাঁহাকে বধ করিবার জন্য যত্ন কর; যাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠিত বুধবিশিষ্ট দ্রোণাচার্য্য তোমাদের সকলকে বিনাশ করিয়া না ফেলেন।

আমার বিশ্বাস—অশ্বত্থামা নিহত হইলে পর ইনি আর যুদ্ধ

তা হতং সংযুগে কশ্চিদযুধ্যে সংসহ মানবঃ।
এতদ্ব্যারোচয়ন্ রাজন্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৩
অন্যে ব্যরোচয়ন্ সর্বে কৃষ্ণেন তু যুধিষ্ঠিরঃ।
ততো ভীমো মহাবাহুরনীকে যে মহাগজম্ ॥ ১৪
জঘান গদয়া রাজন্নশ্বত্থামানমিত্যুত।
পরপ্রমথনং ঘোরং মালবস্যেন্দ্রবর্মণঃ ॥ ১৫
ভীমসেনস্তু সব্রীড়মুপেত্য দ্রোণমাহবে।
অশ্বত্থামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ ॥ ১৬
অশ্বত্থামেতি হি গজঃ খ্যাতো নাম্না হতোঽভবৎ।
কৃত্বা মনসি তং ভীমো মিথ্যা ব্যাহৃতবাংস্তদা ॥ ১৭
ভীমসেনবচঃ শ্রুত্বা দ্রোণস্তুং পরমাপ্রিয়ম্।
মনসা সন্নপাত্রোঽভূদ্ যথা সৈকতমস্থলি ॥ ১৮
শঙ্কমানঃ স তত্রিথ্যা বীর্যাজ্ঞঃ স্বসুতস্য বৈ।
হতঃ স ইতি চ শ্রুত্বা নৈব বৈষ্যাদকম্পত ॥ ১৯

স লব্ধ্বা চেতনাং দ্রোণঃ কর্ণেনৈব সমাশ্বসৎ।
অনুচিন্ত্যাত্মনঃ পুত্রমবিষহ্যমরাতিভিঃ ॥ ২০
স পাবকমিবোদ্ভূতো জিঘাংসুর্দ্যুতিমাত্মনঃ।
অবাকিরৎ সহস্রেণ ভীক্ষ্ণানাং কঙ্কপত্রিণাম্ ॥ ২১
তং বিশেতিসহস্রাণি পাঞ্চালানাং নরর্ষভাঃ।
ত্বরা চরন্তঃ সংগ্রামে সর্বতোঽবাকিরন্ শরৈঃ ॥ ২২
শরৈস্তৈরাচিতং দ্রোণং নাপশ্যাম মহারথম্।
ভাস্করং জলদৈ রুদ্রং ঘর্ষাস্বিব বিশাম্পতে ॥ ২৩
বিধুয় তান্ বাণপথান্ পাঞ্চালানাং মহারথঃ।
প্রাহৃণচ্ছক্তে ততো দ্রোণো ব্রাহ্মমস্ত্রং পরন্তপঃ ॥ ২৪
বধায় তেষাং পুরাণাং পাঞ্চালানামমর্ষিতঃ।
ততো ব্যরোচত দ্রোণো বিনিঘ্নন্ সর্বসৈনিকান্ ॥ ২৫
শিরাংস্যপাতয়চ্চাপি পাঞ্চালানাং মহামৃধে।
তথৈব পরিঘাকারান্ বাহূন্ কনকভূষণান্ ॥ ২৬

করিতে পারিবেন না। সেইজন্য যে কেহ তাঁহার নিকটে গিয়া বলুক যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে।

রাজন্! কুন্তীপুত্র অর্জুনের এই যুক্তি মনোমত হইল না, কিন্তু অন্য সকলে ইহা গ্রহণ করিল। তখন কৃষ্ণসহিত যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে এই কথায় সম্মত হইলেন।

রাজন্! তখন মহাবাহু ভীমসেন নিজের সৈন্যদিগেই এক বিশাল হাতীকে গদার আঘাতে বিনাশ করিলেন। হাতীর নাম ছিল অশ্বত্থামা। শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ এই ভয়ঙ্কর গজরাজ মালবের রাজা ইন্দ্রবর্মার ছিল ॥ ১১-১৫

ইহাকে বিনাশ করিয়া ভীমসেন লজ্জিতভাবে বুকফুলে দ্রোণাচার্যের নিকটে গমন করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে ॥ ১৬

অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত হাতী নিহত হইয়াছে—ইহাকে মনে করিয়া ভীমসেন সেই সময় এই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৭

ভীমসেনের এই অত্যন্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য মনে মনেই শোকে ব্যাকুল হইলেন এবং অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যেরূপ বীজ বর্ষিত হইলেই বালুকা গলিয়া যায়, সেইরূপ এই দুঃসহ সংবাদে তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল ॥ ১৮

তারপর তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ইহা কিরূপে সম্ভব? এই কথা মিথ্যা; কারণ তিনি নিজ পুত্রের বল-পরাক্রমের কথা জানিতেন, সুতরাং তাঁহার নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়াও এই সময় বৈর্যহারা করে নাই হইলেন না ॥ ১৯

তাঁহার মনে বারংবার এই চিন্তাই উদিত হইতে লাগিল যে, আমার পুত্র ত, শত্রুগণের পক্ষে সর্বথা অসহ্য; এতদ্ভিন্ন তিনি অসকালের মধ্যেই নিজেকে নিয়ে আয়ত্ত করিলেন ॥ ২০

তাহার পর নিজের মৃত্যুসাধন হইয়াছে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। কঙ্কপক্ষযুক্ত সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

এইরূপে সংগ্রামে বিচরণকারী দ্রোণাচার্যের উপর বিশ হাজার নরশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল-বীর সকলকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

প্রজানাথ! যেরূপ বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত সূর্য-দেবকে দেখা যায় না, সেইরূপ এই সব বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত মহারথী দ্রোণাচার্যকে আমরা দেখিতে পাইলাম না।

তখন শত্রুগণের সংহারকারী মহারথী দ্রোণাচার্য পাঞ্চাল-গণের এই সব বাণসমূহকে ব্যর্থ করিয়া সৈন্যশালী বীর পাঞ্চাল-দিগকে বিনাশ করিবার জন্য অমর্ষযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন।

তদনন্তর সমস্ত সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে থাকিলে দ্রোণাচার্যের অভিমুখ হোতা হইতে লাগিল। তিনি এই মহাযুদ্ধে পাঞ্চাল-বীরগণের মস্তক ও স্বর্ণভূষিত পরিঘতুল্য স্থূল বাহুসকল ছেদন পূর্বক পাতিত করিলেন ॥ ২৩-২৬

তে বয়ামানাঃ সমরে ভারদ্বাজেন পাবিবাঃ।
মেদিন্যামবকীর্য্যন্ত বাতগ্না ইব দ্রুমাঃ ॥ ২৭
কুঞ্জরাণাঞ্চ পততাং হয়ৌঘানাঞ্চ ভারত।
অসম্বাধা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দ্দমা ॥ ২৮
হত্বা বিংশতিসাহস্রান্ পাঞ্চালানাং রথব্রজান্।
অতিষ্ঠদাহবে দ্রোণো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ২৯
তথৈব চ পুনঃ ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
বসুদানস্য ভল্লেন শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ৩০
পুনশ্চ পঞ্চশতান্ মৎস্যান্ ষট্‌সহস্রাংশ্চ সৃঞ্জয়ান্।
হস্তিনামযুতং হত্বা তথানাপাযুতং পুনঃ ॥ ৩১
ক্ষত্রিয়াণামভাবায় দৃষ্ট্বা দ্রোণমবস্থিতম্।
ঋষয়োঽভ্যাগতাস্তূর্ণং হব্যবাহপুরোগমাঃ ॥ ৩২
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ গচ্ছলোকং নিবোধত ॥ ৩৩

সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক নিহত এই পাঞ্চাল সৈন্যগণ প্রবল বায়ুকর্তৃক উৎপাটিত বৃক্ষসকলের ন্যায় ধরাতলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

হে ভারত! আহত হইয়া পতনোন্মুখ হস্তী ও অশ্বগণের মাংস এবং রক্তের কর্দ্দম উৎপন্ন হওয়াতে সেখানকার ভূমিদেশে যাতায়াত অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ২৮

সেই সময় পাঞ্চালগণের সেনা হাজার হাজার বীরগণকে সংহার করত দ্রোণাচার্য্য দুর্জ্জয়রূপে যুদ্ধস্থলে প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের ন্যায় বিরাজমান রহিলেন ॥ ২৯

প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য পুনরায় পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধ হইয়া একটি ভল্লের দ্বারা বসুদানের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩০

ইহার পর মৎস্যদেশের পাঁচশত যোদ্ধা, সৃঞ্জয়বংশের ছয় হাজার সৈন্য এবং দশ হাজার হাতীসমেত সংহার করিয়া তিনি পুনরায় দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে বধ করিলেন ॥ ৩১

এইভাবে দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারক হইয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে দেখিয়া অভিক্রুদ্ধ অগ্নিদেবকে অগ্রে করত ঋষিসঙ্ঘ মহর্ষি সেখানে আসিলেন ॥ ৩২

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি—এই সব মহর্ষিগণ ইহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করত সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩

সিকতাঃ পৃশ্নয়ো গর্গা বালখিল্যা মরীচিপাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব পুত্রাস্তাতে মহাব্রতাঃ ॥ ৩৪
ত এনমব্রুবন্ সর্বে দ্রোণমাহবশোভিনম্।
অবধীস্তঃ কৃতং যুদ্ধং সময়ো নিধনস্য তে ॥ ৩৫
তস্মাদ্ধুরং রথে ধত্স্ব সমীক্ষ্যাস্ত্রাণ্যবস্থিতান্।
নাতঃ ক্রূরতরং কর্ম পুনঃ কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ৩৬
বেদবেদাঙ্গবিদ্বংস্ত্বং সত্যধর্মরতস্য তে।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথৈতদুপপদ্যতে ॥ ৩৭
ভাজাধূমমযোধেষো ভিত্ত্বা বর্ম্ম নি যাস্যতে।
পরিপূর্ণশ্চ কালস্তে বধঃ লোকেঽস্য মানুষে ॥ ৩৮
ব্রহ্মাস্ত্রেণ যয়া দগ্ধা অনপেক্ষ্য নরা ভুবি।
যদেতদীদৃশং বিপ্র কৃতং কর্ম ন সাধু তৎ ॥ ৩৯
তস্মাদ্ধুরং রথে বিপ্র দ্রোণ মা ত্বং চিরং কৃথাঃ।
মা পাপিষ্ঠতরং কর্ম করিষ্যসি পুনর্দ্বিজ ॥ ৪০

ইহাদের নাম সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, সূর্য্যকিরণপায়ী বালখিল্য-গণ, ভৃগু, আঙ্গিরা এবং পুষ্করপলাশী অন্যান্য মহর্ষিগণও সেখানে আসিলেন ॥ ৩৪

ইহারা সকলে সংগ্রামে শোভাপ্রাপ্ত দ্রোণাচার্য্যকে এই কথা বলিলেন—দ্রোণ! তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং এখানে অবস্থিত আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আজ পর্য্যন্ত তুমি অস্ত্রবলেই যুদ্ধ করিতেছ, এখন তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আর পুনরায় এরূপ ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম করিও না ॥ ৩৫-৩৬

তুমি বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে বিদ্বান্, বিশেষতঃ সত্য ও ধর্ম্মে তৎপর ব্রাহ্মণ; সেইহেতু তোমার পক্ষে এই ক্রূর কর্ম শোভা পায় না ॥ ৩৭

অযোধ্য বাগবিশিষ্ট দ্রোণাচার্য্য! অস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ কর এবং নিজের সনাতন মার্গে অবস্থিত হও। আজ এই মনুষ্য-লোকে তোমার অবস্থান করিবার সময় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৮

এই ভূতলে যাহারা ব্রহ্মাস্ত্র জানে না, তাহাদিগকেও তুমি ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ করিয়াছ। ব্রহ্মন্! তুমি যে এরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহা উত্তম কার্য্য নহে ॥ ৩৯

দ্বিজবর দ্রোণ! রণাঙ্গনে তুমি ঘোর অস্ত্রসকল রাখিয়া যাও, এই কার্য্যে কোনরূপ বিলম্ব করিও না। ব্রহ্মন্! পুনরায় এরূপ অত্যন্ত পাপপূর্ণ কর্ম করিবে না ॥ ৪০

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনশ্চচন্দ তৎ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য রণে স বিমনাভবৎ ॥ ৪১
সম্বিগ্নমানো ব্যথিতঃ কুন্তীপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরম্।
অহতং বা হতং বেতি পপ্রচ্ছ সুতমাত্মনঃ ॥ ৪২
স্থিরা বুদ্ধির্হি দ্রোণস্য ন পার্থৈ বক্ষ্যতেঽনৃতম্।
ত্রয়াণামপি লোকানামৈশ্বর্য্যার্থে কথঞ্চন ॥ ৪৩
তস্মাৎ ত্বা পরিপপ্রচ্ছ নাস্তং কিঞ্চিৎ দ্বিজর্ষভঃ।
তস্মিংস্তস্য হি সত্যাশা বাল্যাৎ প্রভৃতি পাণ্ডবে ॥ ৪৪
ততো নিষ্পাণ্ডবামুর্বীং করিষ্যন্তং যুধাং পতিম্।
দ্রোণং জ্ঞাত্বা ধর্মরাজং গোবিন্দো ব্যথিতোঽব্রবীৎ ॥ ৪৫
যদর্দ্ধদিবসং দ্রোণো যুদ্ধ্যতে মন্ত্রবান্থিতঃ।
সাত্যং ব্রবীমি তে সেনা বিনাশং সমুপৈষ্যতি ॥ ৪৬
স ত্বমাত্মাত্মু নো দ্রোণাৎ সত্যাজ্জ্ঞায়োঽনৃতং বচঃ।
অনৃতং জীবিতস্যার্থে সদ্য স্পৃশ্যতেঽনৃতৈঃ ॥ ৪৭
তয়োঃ সংবদতোরেবং ভীমসেনোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৪৮

ঋতেবং তু মহারাজ সর্বোপায়ঃ মহাত্মনঃ
পাতয়ানস্য তে সেনাং মালবস্যেন্দ্রবর্মণঃ ॥ ৪৯
অশ্বত্থামেতি বিখ্যাতো গজঃ শত্রুগজোপমঃ।
নিহতো যুধি বিক্রম্য ততোঽহং দ্রোণমব্রুবম্ ॥ ৫০
অশ্বত্থামা হতো ব্রহ্মন্নিবর্ত্তস্বাহবাদিতি।
নূনং নাশ্রদ্দধদ্ বাক্যমেষ মে পুরুষর্ষভঃ ॥ ৫১
স ত্বং গোবিন্দবাক্যানি মানয়ন্ত ত্বয়েরিতঃ।
দ্রোণায় নিহতং শংস রাজন্ শারদ্বতীসুতম্ ॥ ৫২
ত্বয়োক্তো নৈব যুধ্যেত জাতু রাজন্ দ্বিজর্ষভঃ।
সত্যবান্ হি দ্বিজোকেঽস্মিন্ ভবান্
খ্যাতো জনাধিপ ॥ ৫৩
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণবাক্যপ্রচোদিতঃ।
ভাবিন্যাঞ্চ মহারাজ বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৫৪
ততস্তথাভূতে মন্যে ভয়ে সদ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
(অশ্বত্থামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ।)

সেই ঋষিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের বাক্যের উপর চিন্তাপূর্ব্বক রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দর্শন করিয়া আচার্য্য দ্রোণ বিমনা হইলেন ॥ ৪১

তিনি সম্ভ্রান্ত হইয়া ব্যথিতহৃদয়ে নিজ পুত্রের নিধন কিংবা অনিধনের কথা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪২

দ্রোণাচার্য্যের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও কোনপ্রকারে মিথ্যা কথা বলিবে না ॥৪৩

অতএব সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তাঁহাকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; অপর কাহাকেও নহে; কারণ, বাল্যকাল হইতে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সত্যবিষয়ে তাঁহার আস্থা ছিল ॥ ৪৪

সেই সময় যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য এই পৃথিবীকে পাণ্ডবহীন করিয়া দিবার জন্য উদ্যত ছিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত জানিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিতচিত্তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৪৫

রাজন্! যদি ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য আর অর্দ্ধদিবসও যুদ্ধ করেন, তবে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনার সকল সৈন্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৬

অতএব আপনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন; বর্ত্তমান সময়ে অসত্যভাষণও সত্য হইতে অধিক উপযোগী। কাহারও প্রাণরক্ষার জন্য যদি কোন ব্যক্তি অসত্য বাক্য বলিয়া থাকে, তবে তাহাকে অসত্যভাষণরূপ পাপ স্পর্শ করে না ॥ ৪৭

এইভাবে উহারা দুইজনে আলাপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় ভীমসেন বলিলেন, —মহারাজ! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের রথের উপর হইতে উনার প্রবল পরাক্রম আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে বিচরণকারী মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবততুল্য শক্তিশালী অশ্বত্থামা-নামে এক বিখ্যাত হাতী আমি স্বহস্তে প্রকাশ পূর্ব্বক বধ করিয়াছি। তারপর দ্রোণাচার্য্যের নিকট যাইয়া বলিলাম—ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, অতএব আপনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন। কিন্তু এই পুরুষপ্রবর দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই আমার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। ৪৮-৫১

রাজন্! অতএব আপনি জগদ্বিখ্যাত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য গ্রহণ করুন এবং দ্রোণাচার্য্যকে বলুন—অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে ॥ ৫২

রাজন্! জনাধিপ! আপনি বলিলে পর বিপ্রশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য কদাপি যুদ্ধ করিবেন না; কারণ, 'আপনি সত্যবাদী' ত্রিলোকে এইরূপ বিখ্যাত আছেন ॥ ৫৩

মহারাজ! ভীমের এই কথা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণের আদেশে প্রেরিত হইয়া ভাবী কালের বিষয়ভূত রাজা যুধিষ্ঠির এই মিথ্যা কথা বলিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন ॥ ৫৪

তিনি এই সময় একদিকে অসত্য-ভাষণের ভয়ে নিম্নস্থ হইলেন এবং অন্য দিকে জয়লাভের জন্য আসক্তিসহকারে হৃষ্টচিত্ত ছিলেন, রাজন্! অতএব তিনি 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে' এই কথা

অব্যক্তমব্রবীদ্ রাজন্ ভতঃ কুরুষ ইত্যুত ॥ ৫৫
তস্য পূর্ব্বং রথঃ পৃথ্ব্যাশ্চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতঃ।
বভূবৈবেতি তেনোক্তে তস্য বাহাঃ স্পৃশন্নহীম্ ॥ ৫৬
যুধিষ্ঠিরাৎ তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা দ্রোণো মহারথঃ।
পুত্রব্যসনসন্তপ্তো নিরাশো জীবিতেঽভবৎ ॥ ৫৭
আত্মকৃতমিবাত্মানং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।

ঊর্দ্ধস্বরে বলিলেন; কিন্তু ধীরে ধীরে বলিলেন—'হাতীর বিনাশ হইয়াছে' ॥ ৫৫

ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুলি উপরে থাকিত অর্থাৎ ভূমি স্পর্শ করিত না, কিন্তু এই অসত্য ভাষণের পর হইতে তাঁহার রথের অশ্বগণ পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যাইতে লাগিল ॥ ৫৬

যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করত মহারথী দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া স্বীয় জীবনে নিরাশ হইলেন ॥ ৫৭

নিজ পুত্রের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণের স্বধর্ম্মানুসারে তিনি নিজেকে নিজেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

তাঁহার চেতনা শক্তি লুপ্ত হইল। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। রাজন্! সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখিয়াও সমরদুর্মদ দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৫৯

ধৃষ্টিবাক্যেন মনসা ভ্রুত্বা চ নিহতং সুতম্ ॥ ৫৮
নিচেতাঃ পরমোদ্বিগ্নো ধৃষ্টদ্যুম্নমবেক্ষ্য চ।
যোদ্ধুং নাশক্নুবদ্ রাজন্ যথাপূর্ব্বমরিন্দমঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি দ্রোণবধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরানৃতকথনে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পবিত্র সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত দ্রোণপর্ব্বমধ্যে যুধিষ্ঠিরের অসত্য ভাষণবিষয়ক নবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্নয়োর্যুদ্ধম্, সাত্যকেবীরত্বং প্রশংসা চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা পরমোদ্বিগ্নং শোকোপহতচেতসম্।
পাঞ্চালরাজস্য সুতো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমাদ্রবৎ ॥ ১
য ইষ্ট্বা মনুজেন্দ্রেণ দ্রুপদেন মহাক্রতৌ।
লব্ধো দ্রোণবিনাশায় সমিদ্ধাদ্ধব্যবাহনাৎ ॥ ২
স ধনুর্জ্যামজরং দিব্যং শরং চাশীবিষোপমম্।

সন্দধে কার্ম্মুকে তস্মিংস্ততস্তমনলোপমম্।
দ্রোণং জিঘাংসুঃ পাঞ্চাল্যো মহাজ্বালমিবানলম্ ॥ ৪
তস্য রূপং শরস্যাসীদ্ ধনুর্জ্যামণ্ডলান্তরে।
জ্যোতিষো ভাস্করস্যেব ঘনান্তে পরিবেষিণঃ ॥ ৫
পার্ষতেন পরামৃষ্টঃ অলপ্তমিব তদ্ ধনুঃ।
অন্তকালমনুপ্রাপ্তং মেনিরে বীক্ষ্য সৈনিকাঃ ॥ ৬
তমিষুং সংহতং তেন ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
দৃষ্ট্বামন্যত দেহস্য কালপর্য্যায়মাগতম্ ॥ ৭

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ এবং সাত্যকির বীরত্ব ও প্রশংসা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজা দ্রুপদ এক মহাযজ্ঞে দেবারাধনা করিয়া দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দেখিলেন যে, আচার্য্য দ্রোণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার চিত্ত শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি তাঁহার উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১-২

সেই পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় সুদৃঢ় গুণ-যুক্ত, মেঘগর্জ্জনতুল্য গম্ভীর শব্দকারী, অজীর্ণ, ভয়ঙ্কর ও বিষোল্বণ দিব্য শর গ্রহণ করত তাঁহার উপর বিষময় সর্পতুল্য ভয়াবহ ও প্রচণ্ড বিষাক্ত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী একটি বাণ ধনুতে স্থাপন করিলেন ॥ ৩-৪

ধনুর গুণ আকর্ষণ করিলে মণ্ডলাকার যে পরিধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এই তেজস্বী বাণের রূপ শরৎকালে পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রকাশিত সূর্য্যসদৃশ প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫

ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুতে ধৃত সেই প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বাণটিকে দেখিয়া সকল সৈন্য ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, আমাদের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬

দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সেই বাণকে ধনুর উপর স্থাপিত দেখিয়া প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য ইহা মনে করিতে লাগিলেন যে, এখন এই শরীরের কাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৭

ততঃ প্রযত্নমাতিষ্ঠদাচার্য্যস্তস্য বারণে।
ন চাস্ত্রাণ্যস্য রাজেন্দ্র প্রাদুরাসন্মহাত্মনঃ ॥ ৮
তস্য ষষ্টানি চত্বারি ক্ষপা চৈকাসাতো গতা।
তস্য চাদ্ভুতভাগেন ক্ষয়ং জগ্মুঃ শতংত্রিণঃ ॥ ৯
স শরক্ষয়মাসাদ্য পুত্রশোকেন চার্দিতঃ।
বিবিধানাঞ্চ দিব্যানামস্ত্রাণামপ্রসাদতঃ ॥ ১০
উৎসৃষ্টুকামঃ শস্ত্রাণি ঋষিবাক্যপ্রচোদিতঃ।
তেজসা পূর্ব্যমাণশ্চ যুযুধে ন যথা পুরা ॥ ১১
ভূয়শ্চাস্ত্রং সমাদায় দিব্যমাজিষ্ণবং ধনুঃ।
শরাংশ্চ ব্রহ্মদণ্ডাভান্ ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ ॥ ১২
ততস্তং শরবর্ষেণ মহতা সমবাকিরৎ।
ব্যপাস্তরচ্চ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নমমর্ষণম্ ॥ ১৩
শরাংশ্চ শতধা তস্য দ্রোণশ্চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
ধ্বজং ধনুশ্চ নিশিতৈঃ সারথিং চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ১৪
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রহস্যাস্তং পুনরাদায় কার্ম্মুকম্।
শিতেন চৈনং বাণেন প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ১৫
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসোঽসম্ভ্রান্ত ইব সংযুগে।
তরসা শিতধারেণ চিচ্ছেদাস্য পুনর্ধনুঃ ॥ ১৬
যচ্চাস্য বাণবিক্ষতং ধনুঃবি চ বিশাম্পতে।
সর্বং চিচ্ছেদ দুর্ধর্ষো গদাং খড়্গঞ্চ বর্জ্জয়ন্ ॥ ১৭
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ বিব্যাধ নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
জীবিতান্তকরৈঃ ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধরূপঃ পরন্তপঃ ॥ ১৮
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ তস্যাশ্বান্ স্বরথাদ্বৈর্মহারথঃ।
ব্যামিশ্রয়দমেয়াত্মা প্রাহিণোন্মৃত্যুদীরয়ন্ ॥ ১৯
তে মিশ্রা বহ্বশোভস্য জগ্মুর্বাতরংহসঃ।
পারাবতসবর্ণাশ্চ লোহিতা ভরতর্ষভ ॥ ২০
যথা সন্নিহ্রাদো মেঘা নদন্তো জলদাগমে।
তথা হেতুমতাবাজৌ মিশ্রিতা বেদুরেব হি ॥ ২১

রাজেন্দ্র! তখনকার আচার্য্য সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই মহাত্মা দ্রোণের অন্তঃকরণে তখন পূর্ব্বের দিব্যাস্ত্রসমূহ আবির্ভূত হইল না ॥ ৮

তাঁহার নিরন্তর বাণক্ষেপন করিতে করিতে চারিদিন ও এক রাত্রি সময় অতিক্রান্ত হইল। সেই দিনের পনের ভাগের মধ্যে তিন ভাগ সময়েই তাঁহার সমস্ত বাণ সমাপ্ত হইয়া যাইল ॥ ৯

বাণসমূহ সমাপ্ত হইয়া যাইলে পুত্রশোকে পীড়িত দ্রোণাচার্য্য নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রাদুর্ভূত না হইলে পর মহর্ষিগণের আজ্ঞা মনে করত তখন অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন; সেইজন্য ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিতে ছিলেন না ॥ ১০-১১

ইহার পর দ্রোণাচার্য্য পুনরায় আগ্নিরথ নামক দিব্য ধনু ও ব্রহ্মদণ্ড তুল্য বাণ হাতে লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১২

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপূর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে তীক্ষ্ণ প্রকৃত বাণবর্ষণের দ্বারা আবৃত করিলেন এবং তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ১৩

কেবল ইহাই নহে, দ্রোণাচার্য্য তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণ, ধনু ও ধনুকে পর পর ধরে ধরিত করিলেন এবং সারথিকে বধ করিলেন ॥ ১৪

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য করত পুনরায় অন্য ধনু উত্তোলিত করিলেন এবং তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা আচার্য্যের বক্ষে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

মুহূর্ত্তমধ্যে অত্যন্ত আহত হইয়াও মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্য কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা পুনরায় তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১৬

প্রজানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্নের যে সমস্ত বাণ, তূণীর ও যত প্রকৃতি ছিল, তাহাদের মধ্যে গদা ও খড়্গ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল বস্তুই দুর্দ্ধর্ষ বীর দ্রোণাচার্য্য কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নয়টি প্রাণান্তকারী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

তখন অমেয় আত্মবলসম্পন্ন মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবার জন্য দীপ্ত রথের অশ্বগণকে আচার্য্যের অশ্বগণের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বায়ুতুল্য বেগগামী, পারাবত (পায়রা)-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণযুক্ত অশ্বগণ পরস্পর মিলিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২০

মহারাজ! যেরূপ বর্ষাকালে গর্জ্জনরত মেঘ বিদ্যুৎদ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধের সম্মুখভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া এই অশ্বগণ শোভাপ্রাপ্ত হইল ॥ ২১

ঈষাবন্ধং চক্রবন্ধং রথবন্ধং তথৈব চ।
প্রাণাশয়দমেয়াত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য স দ্বিজঃ ॥ ২১
স ছিন্নধন্বা পাঞ্চাল্যো নিকৃত্তধ্বজসারথিঃ।
উত্তমাসাদনং প্রাপ্য গদাং বীরঃ পরামৃশৎ ॥ ২৩
তামস্য বিনিধুন্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষিপ্যমাণাং মহারথঃ।
নিজঘান শরৈর্দ্রোণঃ ক্রুদ্ধঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪
তাং তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো দ্রোণেন নিহতাং শরৈঃ।
বিমলং খড়্গমাদত্ত শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ॥ ২৫
অবপ্লুত্য তথাভূতঃ পাঞ্চাল্যঃ সাত্বতস্তদা।
বধমাচার্য্যমুখ্যস্য প্রাপ্তকালং মহাত্মনঃ ॥ ২৬
ততঃ স রথনীড়স্থঃ শরবর্ষং বরেষুধা।
অপহস্তপ্রসিমুক্তয়া শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ॥ ২৭
চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
ইয়েষ বক্ষো ভেত্তুং স ভারদ্বাজস্য সংযুগে ॥ ২৮

সেই সময় অস্ত্রসংরম্ভশালী বিপক্ষের দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধকে এই করিয়া দিলেন ॥ ২১

তখন, ধনুক ও সারথি এই দুইটা হারাইলে পর অতিশয় বিপদে পতিত হইয়া পাঞ্চাল-রাজপুত্র বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা উত্তোলন করিলেন ॥ ২৩

তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই গদাকে অস্ত্রসংরম্ভশালী মহারথী দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়াই বাণসমূহের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৪

সেই গদাকে দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে নষ্ট হইতে দেখিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন শতচন্দ্রাকার চিহ্নযুক্ত নির্ম্মল ঢাল ও দীপ্তিমান্ খড়্গ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫

সেই অবস্থায় পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহা নিঃসন্দেহে যথার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এখন আচার্য্যপ্রবর মহাত্মা দ্রোণের বধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬

সেই তরবারি ও শত চন্দ্রচিহ্নযুক্ত উজ্জ্বল ঢাল গ্রহণ করত নিজ রথের ঈষাদণ্ডের দ্বারা রথের আসনে উপবিষ্ট দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

তাহার পর মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন দুষ্কর কর্ম্ম করিবার বাসনায় সেই রথাসনে আচার্য্য দ্রোণের বক্ষ তরবারিদ্বারা ভেদ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৮

তিনি রথের ঠিক যুগের মধ্যে, যুগের বন্ধনের উপরে এবং দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগে পা রাখিয়া ক্রমান্বয়ে

সোঽতিষ্ঠদ্ যুগমধ্যে বৈ যুগবন্ধনমেব চ।
অথমার্গেষু চাশ্বানাং তং সৈন্যাঃ সমপূজয়ন্ ॥ ২৯
তিষ্ঠতো যুগপালীষু দ্রোণস্যাপ্যবিতিষ্ঠতঃ।
নাপশ্যদন্তরং দ্রোণস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং তেনস্য চরতো যথৈবামিষগৃধ্নিনঃ।
তদ্বভাসীদতীবারো দ্রোণ-পার্ষতয়ো রণে ॥ ৩১
তস্য পারাবতানশ্বান্ রথশক্ত্যা পরাজিনৎ।
সর্ব্বানেকৈকশো দ্রোণো রক্তানশ্বান্ বিবর্জ্জয়ন্ ॥ ৩২
তে হতা ন্যপতন্ ভূমৌ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বাজিনঃ।
দ্রোণাস্তু পর্য্যমুচ্যন্ত রথবন্ধাদ্ বিশাম্পতে ॥ ৩৩
তান্ চরান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা দ্বিজাগ্র্যেণ স পার্ষতঃ।
নামৃষ্যত মৃধাং শ্রেষ্ঠো যাজ্ঞসেনির্মহারথঃ ॥ ৩৪
বিরথঃ স গৃহীত্বা তু খড়্গং খড়্গভৃতাং বর।
দ্রোণমভ্যপতদ্ রাজন্ বৈনতেয় ইবোরগম্ ॥ ৩৫

চলিলেন। তখন তাঁহার এই কার্য্যকে সকল সৈন্যই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ২৯

তিনি যুগের মধ্যভাগে এবং দ্রোণাচার্য্যের রক্তবর্ণের অশ্বগণের পৃষ্ঠে পা রাখিয়া অবস্থান করিলেন। সেই অবস্থায় দ্রোণাচার্য্যের আর তাঁহার উপর কোনরূপ প্রহার করিবার অবকাশই দেখা যাইল না—ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ৩০

যেরূপ মাংসের লোভে বিচরণকারী শ্যেন (বাজ)-পাখীর তীব্র বেগে আক্রমণ হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই দুই জনের পরস্পর আক্রমণ অতিশয় তীব্রবেগে হইতে লাগিল ॥ ৩১

দ্রোণাচার্য্য নিজের রক্তবর্ণের অশ্বগণকে রক্ষা করিতে করিতে রথশক্তির প্রহার করত একটি একটি করিয়া (ধৃষ্টদ্যুম্নের) পারাবত ভাব বর্ণবিশিষ্ট সমস্ত অশ্বকে সংহার করিলেন ॥ ৩২

প্রজানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল এবং রক্তবর্ণের অশ্বগণ রথের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইল ॥ ৩৩

দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক নিজের অশ্বদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাষতবংশীয় মহারথী দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন উহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩৪

রাজন্! রথহীন হইয়া পড়িলে, তরবারিধারণকারী বীরগণের শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন চলে তরবারিদ্বারা করত দ্রোণাচার্য্যের উপর

তস্য রূপং ততো রাজন্ ভারদ্বাজঃ প্রিয়াসতঃ
যথা রূপং পুরা বিষ্ণোর্হিরণ্যকশিপোর্বধে ॥ ৩৬
স তদা বিবিধান্ মার্গান্ প্রবরাংশ্চৈকবিংশতিম্।
দর্শয়ামাস কৌরব্য পার্ষতো বিচরন্ রণে ॥ ৩৭
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমায়ুতং প্রসৃতং সৃতম্।
পরিবৃত্তং নিবৃত্তঞ্চ ষড়্গাং চর্ম চ ধারয়ন্ ॥ ৩৮
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস পার্ষতঃ।
ভারতং কৌশিকং চৈব সাত্বতং চৈব শিক্ষয়া ॥ ৩৯
দর্শয়ন্ বাচয়ন্ যুদ্ধে দ্রোণস্যাস্ত্রচিকীর্ষয়া।
চরতস্তস্য তান্ মার্গান্ বিচিত্রান্ ষড়্গচর্মিণঃ ॥ ৪০
ব্যস্ময়ন্ত রণে যোধা দেবতাশ্চ সমাগতাঃ।
ততঃ শরসহস্রেণ শতচন্দ্রমপাতয়ৎ ॥ ৪১
চর্ম ষড়্গঞ্চ সম্প্রাপ্তে দৃষ্টদ্যুম্নস্য স দ্বিজঃ

সেইভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ গরুড় কোন সর্পের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩৫

রাজন্! দ্রোণকে বধ করিতে ইচ্ছুক দৃষ্টদ্যুম্নের রূপ পূর্বকালে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতে উদ্যত নৃসিংহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৬

মুনিসত্তম! রণাঙ্গনে বিচরণকারী দৃষ্টদ্যুম্নের সেই সময় একুশ প্রকার তরবারি-যুদ্ধের মধ্যে একবিংশতি প্রকার উত্তম পদ্ধতি দেখাইতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৭

তিনি চাল-তরবারিসহকারে করত ১। ভ্রান্ত—তরবারি ঘুরপাকারে ঘুরান, ২। উদ্‌ভ্রান্ত—এই কার্যের উদ্ধৃতিকে হাত তুলিয়া করা, ৩। আবিদ্ধ—চারিদিকেই তরবারিকে ঘুরান, ৪। আয়ুত—শত্রুর পূর্বোক্ত তিন-টি কার্য নিবারণ করিয়া তাহার উপর আক্রমণ করা, ৫। প্রসৃত—তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা শত্রুকে স্পর্শ করা, ৬। সৃত—প্রত্যাবর্তন করিয়া শত্রুর উপর অস্ত্রের আঘাত করা, ৭। পরিবৃত্ত—শত্রুর বামে দক্ষিণে তরবারি চালনা, ৮। নিবৃত্ত—তরবারি চালনা করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ, ৯। সম্পাত—উভয় যোদ্ধার পরস্পর আঘাত-প্রত্যাঘাত, ১০। সমুদীর্ণ—যুদ্ধে নিজের বৈশিষ্ট্য স্থাপন, ১১। ভারত—অস্ত্র-প্রত্যস্ত্রে তরবারি ফেলন, ১২। কৌশিক—বিচিত্র রীতিতে তরবারি চালনা করিবার কৌশল প্রদর্শন, ১৩। সাত্বত—চালের দ্বারা আবৃত হইয়া গোপনে তরবারি চালনা—এই সব মার্গ নিজের শিক্ষানুসারে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩৮-৩৯

যে তু বৈতস্তিকা নাম শরাঃ শত্রুপ্রমোহিনঃ ॥ ৪২
নিকৃষ্টযুদ্ধে দ্রোণস্য নাস্তেষাং সন্তি তে শরাঃ।
ততো শারদ্বতাৎ পার্ষাদ্ দ্রৌণেরৈকর্তনাৎ তথা ॥ ৪৩
প্রহ্লাদ-যুধ্বানাভ্যামভিমন্যোশ্চ ভারত।
অথাসাদ্যং সমাদত্ত দৃঢ়ং পরমসম্মতম্ ॥ ৪৪
অন্তেবাসিনমাচার্যো ভিন্দ্যাদ্যং পুত্রসম্মিতম্।
তং শরৈরশনিস্পর্শৈশ্চিচ্ছেদ শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪৫
পক্ষতন্তব পুত্রস্য কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
প্রেক্ষমাচার্যমুখ্যেন দৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ ॥ ৪৬
চরন্তং রথমার্গেষু সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্।
দ্রোণ-কর্ণাস্তরগতং কৃপস্যাপি চ ভারত ॥৪৭
অপশ্যেতাং মহাত্মানৌ বিষক্সেন-ধনঞ্জয়ৌ।
অপূজয়েতাং বাক্যেন তং ক্রবাণৌ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৪৮

তিনি দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় যুদ্ধে তরবারির পূর্বোক্ত রীতি দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। চাল-তরবারি লইয়া বিচরণরত দৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র অস্ত্রচালনা পদ্ধতি দেখিয়া রণাঙ্গনে সমবেত সকল যোদ্ধা এবং দেবগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন

তদনন্তর সেই যুদ্ধ চলার সময়ে দ্রৌণাচার্য এক হাজার বাণের দ্বারা দৃষ্টদ্যুম্নের শত চন্দ্রচিহ্নযুক্ত ঢাল ও তরবারি ছেদন করত কৃপাবিষ্ট করিলেন। নিকট হইতে যুদ্ধ করিবার সময় ব্যবহার উপযোগী এক বিস্তৃত পরিমাণ বৈতস্তিকনামক যে বাণ আছে, তাহাও নিকট হইতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ দ্রোণাচার্যের নিকটেই ছিল, অপর কাহারও নিকটে নহে।

ভারত! কৃপাচার্য, অর্জুন, অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ও অভিমন্যু ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট এই বাণ নাই।

তাহার পর পুত্রতুল্য শিষ্যকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য তাহার উপর পরম উত্তম একটি দৃঢ় বাণ রাখিলেন।

কিন্তু সেই বাণকে শিনিপ্রবর সাত্যকি মহাত্মা কর্ণ ও আপনার পুত্র দুর্যোধনের সাক্ষাতেই বহুটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং আচার্যপ্রবর দ্রোণকর্তৃক প্রাণসঙ্কটে পতিত দৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলেন ॥ ৪০-৪৬

ভারত! সেই সময় সত্যপরাক্রমী সাত্যকি দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপাচার্যের মধ্যভাগে থাকিয়া রথের মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন

দিব্যাস্ত্রাণি সর্বেষাং বৃষ্ণি বিস্ময়মচ্যুতম
অভিপদ্য ততঃ সেনাং বিষক্সেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৪৯
ধনঞ্জয়স্ততঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ পশ্য কেশব।
আচার্য্যরথমুখ্যানাং মধ্যে ক্রীড়ন্ মধুদ্বিষঃ ॥৫০
আনন্দয়তি মাং কৃষ্ণঃ সাত্যকিঃ পরবীরহা।
মাদ্রীপুত্রৌ চ ভীমঞ্চ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫১
যদ্বিক্ষয়াদুদ্যতঃ সন্ রথে চরতি সাত্যকিঃ।

মহারথানুপক্রীড়ন্ বৃষ্ণীনাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫২
তমেতে প্রতিনন্দন্তি সিদ্ধাঃ সৈন্যাশ্চ বিস্মিতাঃ।
অজয্যং সমরে দৃষ্ট্বা সাধু সাধ্বিতি সাত্যকিম্।
যোধাস্তোত্তমতঃ সর্বে কর্ম্মভিঃ সমপূজয়ন্ ॥ ৫৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি দ্রোণবধপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯১

দেখিলেন এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া সাত্যকিকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন। তিনি যুদ্ধে অবিচলভাবে অবস্থান করত সমস্ত বিরোধী পক্ষদিগের দিব্যাস্ত্রসমূহ নিবারণ করিতে থাকিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। সেই সময় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—কেশব! দেখুন, এই যদুবংশশিরোমণি সাত্যকি আচার্য্যকে রক্ষাকারী প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণের কাছে যেন ক্রীড়া করিতেছে ॥ ৪৭-৫০

শত্রুবীরসংহারকারী সাত্যকি আমাকে বারংবার আনন্দিত করিতেছে এবং নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিতেছে ॥ ৫১

বৃষ্ণিবংশের যশোবর্দ্ধন সাত্যকি উচ্চ শিক্ষিত হইয়াও অভিমানযুক্ত হইয়া মহারথী বীরগণের সহিত যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতেছে। সেইজন্য এই সিদ্ধগণ ও সৈন্যরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সমরাঙ্গনে অপরাজিত বীর সাত্যকির দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং উহা শত্রুর সমস্ত যোদ্ধারা ইহার বীরোচিত কর্ম্মে প্রভাবিত হইয়া ইহার আত্যন্তিক প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৫২-৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত দ্রোণবধপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক একনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ শ্রেষ্ঠ-মহারথ-বীরয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধম্, ধৃষ্টদ্যুম্নস্যাক্রমণম্, অন্তঃ তাড়্য যোগধারণয়া দ্রোণাচার্য্যস্য ব্রহ্মলোকগমনম্, ধৃষ্টদ্যুম্নেন তস্য শিরশ্ছেদনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

সাত্যকস্তু তৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
সৈন্যেন্দ্রাঃ সহসা ক্রুদ্ধা বারয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ১
কৃপ-কর্ণৌ চ সমরে পুত্রাশ্চ তব মানদ।
সৈন্যেন সহসাভ্যেত্য বিনিঘ্নন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২

যুধিষ্ঠিরস্ততো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ভীমসেনশ্চ বলবান্ সাত্যকিং পর্য্যবারয়ন্ ॥৩
কর্ণশ্চ শরবর্ষেণ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ।
দুর্য্যোধনাদয়শ্চৈব সৈন্যেনং পর্য্যবারয়ন্ ॥৪

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের শ্রেষ্ঠ মহারথী বীরগণের পরস্পর যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের আক্রমণ, দ্রোণাচার্য্যের অন্তর্ধ্যান করিয়া যোগধারণ দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক তাঁহার শিরশ্ছেদন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সাত্যকবংশজাত সাত্যকির সেই কার্য্য দেখিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরব-যোদ্ধারা কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহারা অনায়াসেই সিনিপৌত্র সাত্যকিকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১

মাননীয়! সমরাঙ্গণে কৃপাচার্য্য, কর্ণ ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অভিক্রমেই সাত্যকির নিকট উপস্থিত তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২

তখন রাজা যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুপুত্র নকুল-সহদেব এবং বলবান্ ভীমসেন সাত্যকিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে বাধা স্থাপিত করিলেন ॥ ৩

কর্ণ, মহারথী কৃপাচার্য্য এবং দুর্য্যোধনাদি যোদ্ধারা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে চারিদিকে সাত্যকিকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

তাং বৃষ্টিং সহসা রাজন্ বিধিতাং ঘোররূপিণীম্।
বারয়ামাস সৈনেয়ো ঘোষয়ংস্তান্ মহারথান্ ॥ ৫
তেষামস্ত্রাণি দিব্যানি সংহিতানি মহাত্মনাম্।
বারয়ামাস বিবিধৈঃ শিতৈরস্ত্রৈরহামুধে ॥ ৬
ক্রূরমারোধনং জজ্ঞে তস্মিন্ রাজসমাগমে।
ক্ষত্রতেজো হি ক্রুদ্ধস্য নিষ্প্রতীতান্ পশূন্ পুরা ॥ ৭
হস্তানামুত্তমাঙ্গানাং কার্মুকাণাঞ্চ ভারত।
ছত্রাণাং চাপবিদ্ধানাং চামরাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৮
রাশয়ঃ স ব্যদৃশ্যন্ত তত্র তত্র রণাজিরে
ভগ্নচক্রৈ রথৈশ্চাপি পাতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ ॥ ৯
সাদিভিশ্চ হতৈঃ শূরৈঃ সঙ্কীর্ণা বসুধাভবৎ।
বাণপাতনিকৃত্তাস্তু ঘোষাস্তে কুরুসত্তম ॥ ১০
চেষ্টন্তো বিবিধাশ্চেষ্টা বাদৃশন্ত মহাহবে।
বর্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোরে দেবাসুরোপমে ॥ ১১
অব্রবীৎ ক্ষত্রিয়ানন্তং যমরাজো যুধিষ্ঠিরঃ

অভিদ্রবত সংহৃষ্টাঃ কুরুদ্রোণি মহারথাঃ ॥ ১২
এষো হি পার্ষতো বীরো ভারদ্বাজেন সঙ্গতঃ।
ঘটতে চ যথাশক্তি ভরদ্বাজস্য নাশনে ॥ ১৩
বাদৃশানি হি রূপাণি দৃশ্যন্তেঽস্য মহারণে।
অদ্য দ্রোণং রণে ক্রুদ্ধো ঘাতয়িষ্যতি পার্ষতঃ ॥ ১৪
তে যূয়ং রহিতা ভূত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নং কুরুসত্তম।
যুধিষ্ঠিরসমাজ্ঞপ্তাঃ সর্বতোঽপি মহারথাঃ ॥ ১৫
অভ্যদ্রবন্ত সংহৃষ্টা ভারদ্বাজজিঘাংসবঃ।
তান্ সমাপততঃ সর্বান্ ভারদ্বাজো মহারথঃ ॥ ১৬
অভ্যবর্তত বেগেন বর্তব্যমিতি নিশ্চিতঃ।
প্রয়াতে সত্যসন্ধে তু সমকম্পত মেদিনী ॥ ১৭
পর্বতাঃ সনিষাতাশ্চাপ্যসকৃদ্যে চ ধরণীম্।
নপাতে মহতী চোল্কা অশিবাশ্চাপ্রশস্তবাতে ॥ ১৮
নীলশ্চ্যামো উচে সোমঃ শশসূর্য মহদ্ভয়ম্।
তমস্যলুপ্তেব সর্বাণি ভারদ্বাজস্য মার্গিষে ॥ ১৯

রাজন্! এই মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শিনিপৌত্র সাত্যকি সহসা তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে নিজ অস্ত্রসমূহের দ্বারা রুদ্ধ করিলেন ॥ ৫

তিনি এই মহাসমরে বিধি অনুসারে দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করত সেই মহাত্মা বীরগণের বিবিধ দিব্যাস্ত্রসমূহ নিবারণ করিলেন ॥ ৬

রাজগণের মধ্যে এই সমর আরম্ভ হইলে পর যুদ্ধস্থলে সেইরূপ ক্রূরতা-পূর্ণ যুদ্ধের আবির্ভাব হইল, যেরূপ পূর্বকালে (প্রলয়কালে) ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের করাল পশুগণের (প্রাণিগণের) সংহার হইবার সময় ক্রূরতার দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৭

ভারত! ছিন্ন হইয়া পতিত হস্ত, মস্তক, ধনু, ছত্র ও চামর-সমূহের সকলে সেই সমরাঙ্গনে বিভিন্ন প্রদেশে উক্ত বস্তুসমূহের বিশাল বিশাল রাশি দেখা যাইতে লাগিল।

ভগ্নচক্র রথ, পতিত বিশাল ধ্বজ এবং নিহত অশ্বারোহী বীরগণের দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল।

কুরুশ্রেষ্ঠ! বাণসমূহের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন বহু যোদ্ধা সেই মহাসমরে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং তাহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে—ইহা দেখা যাইল।

দেবাসুর-সংগ্রামসদৃশ এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, সেই সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজ পক্ষের ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদিগকে এইরূপ বলিলেন—মহারথী বীরগণ! তোমরা সকলে পূর্ণরূপে সাবধান হইয়া দ্রোণাচার্যের দিকে যাইতে থাক। ৮-১২

এই বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে এবং তাঁহার বিনাশের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে ॥ ১৩

আজ মহাসমরে ইহার যেরূপ রূপ দেখা যাইতেছে, ইহাতে অনুমিত হইতেছে যে, এই বলবান্ ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলপ্রকারে দ্রোণাচার্যকে বধ করিতে পারিবে। সেইজন্য তোমরা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া কুরুবাহিনী দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ কর। যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সকল-মহারথীরা দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার অভিলাষে পূর্ণ সাবধান হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

মহারথী দ্রোণাচার্য 'মরিতে হইবে' এরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই সমস্ত আক্রমণকারী যোদ্ধাদিগকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন।

সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রোণাচার্য অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল এবং বজ্রপাতের শব্দের সহিত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকিল—ইহাতে সমস্ত সৈন্যরাই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল।

সূর্যমণ্ডল হইতে বিশাল উল্কা নির্গত হইয়া উভয়পক্ষের সকল সৈন্যকেই প্রকাশিত করিতে করিতে মহাভয়ের সূচনাস্বরূপ পূর্বদিক পৃথিবীতে পতিত হইল।

রথাঃ স্বনন্তি চাত্যর্থং চয়াশ্চাস্ত্রাণ্যবাসৃজন্।
হুতাশো ইব চাপাসীদ্ ভারদ্বাজো মহারথঃ॥ ২০
প্রাস্ফুরন্নয়নং চাস্য বামং বাহুশ্চ তস্য চ।
বিমনাশ্চাভবদ্ যুদ্ধে দৃষ্ট্বা পাবকমগ্রতঃ॥ ২১
ঋষীণাং ব্রহ্মবাদানাং বর্ত্মস্য গমনং প্রতি।
মুমুক্ষুণা ততঃ প্রাণানুৎসৃষ্টুমুপচক্রমে॥ ২২
ততশ্চতুর্দিশং সৈন্যৈস্তৈস্তৈঃ পদস্যাভিসংবৃতঃ।
নির্দহন্ ক্ষত্রিয়ব্রাতান্ দ্রোণঃ পর্য্যচরদ্ রণে॥ ২৩
হত্বা বিংশতিসাহস্রান্ ক্ষত্রিয়ানরিমর্দনঃ।
ধনাংষ্যুতানি করিণামবধীদ্ বিংশতিং শিতৈঃ॥ ২৪
সোঽতিষ্ঠদাহবে যত্তো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
ক্ষত্রিয়াণামভাবায় ব্রাহ্মমস্ত্রং সমাদিশৎ॥ ২৫
পাঞ্চাল্যং বিরথং ভীমো হতসর্বায়ুধং বলী।
প্রবিবেশ মহাস্ত্রাণি বরমাণঃ সমন্ততঃ॥ ২৬

ততঃ স্বরথমারোপ্য পাঞ্চাল্যমরিমর্দনঃ।
অব্রবীদভিসম্প্রেক্ষ্য দ্রোণমস্যন্তমন্তিকাৎ॥ ২৭
ন ত্বদন্য ইহাচার্য্য যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।
স্বরন্ত্ব প্রাগ্ যথান্যৈব ত্বয়ি ভারঃ সমাহিতঃ॥ ২৮
স তথোক্তো মহাবাহুঃ সর্বভারসহং ধনুঃ।
অভিপদ্যাদদে ক্ষিপ্রমায়ুধপ্রবরং দৃঢ়ম্॥ ২৯
সংরব্ধশ্চ শরানস্যান্ দ্রোণঃ দুর্বারণং রণে।
বিবারয়িষুরাচার্য্যং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ৩০
তৌ শরবরবন্তাং শ্রেষ্ঠৌ সংরব্ধৌ রণশোভিনৌ।
উদীরয়েতাং ব্রাহ্মাণি দিব্যান্যস্ত্রাণ্যনেকশঃ॥ ৩১
স মহাস্ত্রৈর্মহারাজ দ্রোণমাচ্ছাদয়দ্ রণে।
নিহত্য সর্বাণ্যস্ত্রাণি ভারদ্বাজশ্চ পার্ষতঃ॥ ৩২
সহসাতান্ শিবীংশ্চৈব বাহ্লীকান্ কৌরবানপি।
রক্ষিতমাবান্ সংগ্রামে দ্রোণঃ বারয়দচ্যুতঃ॥ ৩৩

মাননীয় কৃপাল! দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রসকল জ্বলিয়া উঠিল, রথ ভীষণরবে শব্দ করিতে লাগিল এবং অবিরল অস্ত্রবিসর্জন করিতে থাকিল।

মহারথী দ্রোণাচার্য্য সেই সময় যেন তেজোহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার বাম চক্ষু ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতেছিল।

তিনি যুদ্ধে নিজের সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া মনে মনেই উদাস হইয়া পড়িলেন। সেই সঙ্গে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণের ব্রহ্মলোকে গমন-সম্বন্ধীয় বাক্য স্মরণ করত তিনি ভীষণ যুদ্ধের দ্বারা নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন॥ ১৪-২২

অনন্তর রথসমূহের সৈন্যগণের দ্বারা চারিদিকে পরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়দিগকে ভস্ম করিতে করিতেই রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৩

অক্ষয়কর্মা দ্রোণাচার্য্য সেখানে বিশ হাজার ক্ষত্রিয়কে সংহার করিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এক লক্ষ হাতী বিনাশ করিলেন॥ ২৪

তাহার পর সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করত অতিশয় সাবধানতার সহিত রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন॥ ২৫

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন রথহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত অস্ত্র সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে তিনি অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় সঙ্কর্ষণ বলবান্ ভীমসেন অতিসত্বর মহাত্মা পাঞ্চাল-বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিকট হইতে বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন॥ ২৬-২৭

ধৃষ্টদ্যুম্ন! এখানে তুমি ব্যতীত আর অন্য কোন পুরুষ নাই, যে আচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। অতএব তুমি পূর্ব্বেই ইহাকে বধ করিবার জন্য সত্বর উদ্যুক্ত হও। তোমার উপরেই ইহার সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হইয়াছে॥ ২৮

ভীমসেন এই কথা বলিলে পর মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন সাড়া দিয়া অতিসত্বর সমস্ত ভার সহ করিতে সমর্থ, সুদৃঢ় ও শ্রেষ্ঠ অন্য একটি ধনু উত্তোলিত করিলেন॥ ২৯

তাহার পর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাণনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি রণাঙ্গনে প্রতিরোধ করা অসম্ভব দ্রোণাচার্য্যকে ভস্ম করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে বাণবর্ষণ করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন॥৩০

রণাঙ্গনে শোভাশালী এই দুই শ্রেষ্ঠ বীর ক্রুদ্ধিত হইয়া নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রকাশিত করিতে করিতে পরস্পরকে লক্ষ্য করিলেন॥ ৩১

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের সকলপ্রকার অস্ত্রসমূহ নষ্ট করিয়া দিয়া তিনি নিজের মহাস্ত্রসকলের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩২

অবিচলিত বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথা রাজন্ গতস্তিষ্ঠিরিবাংশুমান্।
ততো দ্রোণো বহুন্ছিত্ত্বা বিদ্ধ্বা চৈনং শিলীমুখৈঃ।
মর্মাণ্যভ্যহনদ্ ভূয়ঃ স বাণাং পরমামগাৎ ॥ ৩৫
ততো ভীমো দৃঢ়ক্রোধো দ্রোণস্যাস্যন্দিনং তং রথম্।
শনকৈরিব রাজেন্দ্র দ্রোণং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৬
যদি নাম ন যুধ্যেথা শিক্ষিতা ব্রহ্মবন্ধবঃ।
স্বকর্মভিরসন্তুষ্টা ন স্ম ক্ষত্রং ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩৭
অহিংসাং সর্বভূতেষু ধর্মং জ্যায়স্তরং বিদুঃ।
তস্য চ ব্রাহ্মণো মূলং তপাংস্যুত ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৩৮
স পাকযজ্ঞানুদ্দিশ্য পশূন্ হত্বা চাক্তান্ পৃথগ্বিধান্।
অজ্ঞানাদ্মূঢ়বদ্ ব্রহ্মন্ পুত্রদারবধেপ্সয়া ॥ ৩৯
একস্যার্থে বহূন্ হত্বা পুত্রস্যাধর্মবিত্তয়া।
স্বকর্মস্থান বিকর্মস্থো ন বাপত্রপসে কথম্ ॥ ৪০

যস্যার্থে শস্ত্রমাদায় যমপেক্ষ্য চ জীবসি।
স চাস্ত পতিত: শেতে পৃষ্ঠে নাবেষিতস্তব ॥ ৪১
ধর্মরাজস্য তদ্ বাক্যং নাভিশঙ্কিতুমর্হসি।
এবমুক্তস্ততো দ্রোণো ভীমেনোৎসৃজ্য তদ্ ধনুঃ ॥ ৪২
সর্বাণ্যস্ত্রাণি ধর্মাত্মা হ্যস্ত্রকামোঽভ্যভাষত।
কর্ণ কর্ণ বধেষ্বাস কৃপ দুর্যোধনেতি চ ॥ ৪৩
সংগ্রামে ক্রিয়তাং যত্নো ব্রবীম্যেষ পুনঃ পুনঃ।
পাণ্ডবেভ্যঃ শিবং যোঽস্তু ন মদ্ধ্যাৎসুজামাহম্ ॥ ৪৪
ইতি তত্র মহারাজ প্রাক্রোশদ্ দ্রৌণিরেব চ।
উৎসৃজ্য চ রণে শস্ত্রং রথোপস্থে নিবিশ্য চ ॥ ৪৫
অভয়ং সর্বভূতানাং প্রদদৌ যোগমীরিয়ন্।
তস্য তদ্ধ্যিত্রমাজ্ঞায় ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬
সশরং তদ্ ধনুর্ঘোরং সংক্রুদ্ধোঽথ বধে তত:।
খড়্গী রথাদবপ্লুত্য সহসা দ্রোণমভ্যয়াৎ ॥ ৪৭

নিযুক্ত যদাতি, শিখি, বাহ্লীক ও কৌরব-যোদ্ধাদিগকেও সংহার করিলেন ॥ ৩৩

রাজন্! নিজের বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্ন কিরণসমূহের দ্বারা অংশুমালী সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তদনন্তর দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করত তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মর্মস্থানসমূহে আঘাত করিলেন। ইহাতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন ॥ ৩৫

রাজেন্দ্র! তখন ঐ ক্রোধযুক্ত ভীমসেন দ্রোণাচার্যের সেই রথকে আলিঙ্গন করত তাঁহাকে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬

যদি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বীর কর্মসমূহে অসন্তুষ্ট হইয়া শস্ত্রসমূহের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ না করিতেন, তবে এইরূপ ক্ষত্রিয়গণের সংহার হইত না ॥ ৩৭

প্রাণিগণকে হিংসা না করাকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হইয়াছে। তাহার মূল হইলেন ব্রাহ্মণ এবং আপনি ত' সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ॥ ৩৮

ব্রহ্মন্! ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও আপনি স্ত্রী, ধন ও পুত্রের বাসনায় মূর্খ চণ্ডালের ন্যায় বহু ক্লেশ এবং অন্য নানাপ্রকারের ক্রিয়া-সমূহকে সংহার করিয়াছেন ॥ ৩৯

আপনি আপনার এক পুত্রের জীবিকার জন্য বিপরীত কর্মের আশ্রয় লইয়া এই পাপাচরণের দ্বারা স্বধর্মপরায়ণ ব্রহ্মসংজ্ঞক বেদ কলঙ্কিত করিয়া কেন লজ্জিত হইতেছেন না? ৪০

যাহার জন্য আপনি অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন, যাহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আপনি স্বয়ং জীবিত আছেন, সেই আজ পক্ষাঘাতে সমরাঙ্গণে পতিত হইয়া চির-নিদ্রায় শয়ন করিয়া আছে এবং উহার সংবাদও আপনি জানেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই কথার উপর আপনার সন্দেহ বা অবিশ্বাস করা উচিত নহে ॥

ভীমসেন এই কথা বলিলে পর মহাত্মা দ্রোণাচার্য সেই ধনু নিক্ষেপ করত অস্ত্র সব অস্ত্রসকলকেও ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়া এই কথা বলিলেন ॥

কর্ণ! কর্ণ! মহাধনুর্ধর কৃপাচার্য এবং দুর্যোধন! এখন তোমরা নিজেরাই যুদ্ধে তৎপরতা করিবার জন্য চেষ্টা কর; ইহা আমি তোমাদের বারংবার বলিতেছি। পাণ্ডবদের নিকট হইতে তোমরা কল্যাণলাভ কর। এখন অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিব ॥ ৪১-৪৪

মহারাজ! এই কথা বলিয়া তিনি সেখানে অশ্বত্থামার নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তারপর সমস্ত অস্ত্রসকলকে ফেলিয়া দিয়া রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন। সেখানে তিনি সমস্ত ভূতগণকে অভয়প্রদান করিলেন এবং যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার উপর প্রহার করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে জানিয়া প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন রথসহ শত্রুর সমস্ত অস্ত্র রাখিয়া

হাহাকৃতানি ভূতানি মানুষাণীতরাণি চ
দ্রোণং তথাগতং দৃষ্ট্বা দৃষ্টদ্যুম্নবশং গতম্ ॥ ৪৮
হাহকারং ভৃশং চক্রুরৃষয়ো বিগতিং চ তম্।
দ্রোণোঽপি শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য পরমং সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥ ৪৯
তথোক্ত্বা যোগমাস্থায় জ্যোতির্ভূতো মহাতপাঃ।
পুরাণং পুরুষং বিষ্ণুং জগাম মনসা পরম্ ॥ ৫০
মুখং কিঞ্চিৎ সমুন্নাম্য বিষ্টভ্য উরসোরসঃ।
নিমীলিতাক্ষঃ সত্ত্বস্থো নিক্ষিপ্য হৃদি ধারণাম্ ॥ ৫১
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম জ্যোতির্ভূতো মহাতপাঃ
স্মরিত্বা দেবদেবেশমক্ষরং পরমং প্রভুম্ ॥ ৫২
দিবমাক্রমদাচার্যঃ সাক্ষাৎ সপ্তর্ষিবর্ত্মনা।
দ্বৌ সূর্য্যাবিতি নো বুদ্ধিরাসীৎ তস্মিংস্তদাগতে ॥ ৫৩
একাগ্রমিব চাসীচ্চ জ্যোতিস্তিঃ পৃথিবীতলম্।
সমপদ্যত চার্কাভে ভারদ্বাজ-দিবাকরে ॥ ৫৪
নিমেষমাত্রেণ চ তজ্জ্যোতিরন্তরধীয়ত।
আসীৎ কিলকিলাশব্দঃ প্রহৃষ্টানাং দিবৌকসাম্ ॥ ৫৫
ব্রহ্মলোকগতে দ্রোণে দৃষ্টদ্যুম্নে চ মোহিতে।
বয়মেব তদাত্মানং পঞ্চ মানুষযোনয়ঃ ॥ ৫৬
যোগযুক্তং মহাত্মানং গচ্ছন্তং পরমাং গতিম্।
অহং ধনঞ্জয়ঃ পার্থো কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ ৫৭
বাসুদেবশ্চ বার্ষ্ণেয়ো ধর্মপুত্রশ্চ পাণ্ডবঃ।
অন্তে তু সর্বে নাপশ্যন ভারদ্বাজস্য ধীমতঃ ॥ ৫৮
মহিমানং মহারাজ যোগযুক্তস্য গচ্ছতঃ।
ব্রহ্মলোকং মহদ্ দিব্যং দেবগুহ্যং হি তৎপরম ॥ ৫৯
গতিং পরমিকাং প্রাপ্তমজানন্তো নৃযোনয়ঃ।
নাপশ্যন্ গচ্ছমানং হি সাংখ্যমর্ষিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৬০

দিলেন এবং হাতে ধনুর্বাণ লইয়া সেই রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত সহসা দ্রোণাচার্যের নিকটবর্তী হইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৪৪-৪৭

সেই অবস্থায় দ্রোণাচার্যকে দৃষ্টদ্যুম্নের অধীনত্ব স্বীকার করত মস্তক ও অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃ ॥ ৪৮

সেখানে সকলে অতিশয় হাহাকার করিতে লাগিল এবং বলিল—অহো ধিক্! অহো ধিক্! এদিকে আচার্য দ্রোণও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করত পরমজ্ঞান-বলে অবলম্বন করিলেন ॥৪৯

সেই মহাতপস্বী দ্রোণ পুত্রশোক দূরে ফেলিয়া যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে নিজের অভিন্নতা অনুভব করিতে করিতে মনে মনে সনাতনপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

তিনি নিজ মুখকে কিছু উপরে তুলিয়া বক্ষকে অগ্রের দিকে স্থির করত বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থান পূর্বক নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া হৃদয়ে ধারণাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন। সেই সঙ্গে "ওম্" এই একাক্ষর ব্রহ্মময় রূপ করিতে করিতে সেই মহাতপস্বী আচার্য দ্রোণ প্রণবের অর্থস্বরূপ দেবদেবেশ্বর অবিনাশী পরম প্রভু পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সাক্ষাৎ সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, যেখানে গমন করা সৎপুরুষগণের পক্ষেও অতিশয় দুর্লভ। আচার্য দ্রোণের সেইরূপে উৎক্রমণে আমাদের এরূপ মনে হইতে লাগিল যে, যেন আকাশে দুইটি সূর্য উদিত হইয়াছেন ॥ ৫১-৫৪

সূর্যসদৃশ তেজস্বী দ্রোণাচার্যরূপী দিবাকর উদিত হইলে পর সম্পূর্ণ আকাশ তেজে পরিপূর্ণ হইয়া সেই জ্যোতির সহিত যেন একাকার হইয়া যাইতেছিল ॥ ৫৩

নিমেষকালের মধ্যেই সেই জ্যোতি আকাশে যাইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইল। দ্রোণাচার্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে এবং দৃষ্টদ্যুম্ন মোহিত হইয়া পড়িলে পর আমরা ছয় দেবগণেরও মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল।

সেই সময় আমি, কৃষ্ণাপুত্র অর্জুন, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য, বৃষ্ণিবংশকুলজ ভগবান্ কৃষ্ণ এবং ধর্মপুত্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির—এই পাঁচ জন মানুষই যোগযুক্ত মহাত্মা দ্রোণকে পরমধামের দিকে যাইতে দেখিয়াছিলাম।

মহারাজ! অন্য সমস্ত লোকেরা যোগযুক্ত হইয়া ঊর্ধ্বগতিতে গমনকারী বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্যের মহিমাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মলোক মহান্, দিব্য, দেবগুহ্য, উৎকৃষ্ট এবং পরমগতি-স্বরূপ। সনাতন আচার্য দ্রোণ যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন—ইহা অজ্ঞান মনুষ্যগণ সেই সময় দেখিতে পাইল না।

তাঁহার সকল শরীর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছিল এবং তিনি স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় দৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার দেহ স্পর্শ করিলেন। তখন সকল প্রাণীই তাঁহাকে ধিক্কার দান করিতেছিল।

আচার্য্যঃ যোগমাস্থায় ব্রহ্মলোকমবিস্মযম্ ;
বিভূয়াজং শরব্রাতৈর্নাস্তাগ্নিমমস্কৃতম্ ॥ ৬১
বিকৃষ্টঃ পার্থতন্ত্রঃ তু সর্বভূতৈঃ পরামৃষৎ ।
তস্য মূর্ধানমালম্ব্য গতসত্ত্বস্য দেহিনঃ ॥৬২
কিল্পিত্রুবন্তঃ কায়াদ্ বিচকর্তাসিনা শিরঃ ।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো ভারদ্বাজে নিপাতিতে ॥ ৬৩
সিংহনাদরবং চক্রে ভ্রাময়ন্ খড়্গমাহবে ।
আকর্ণপলিতঃ শ্যাবো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ ॥ ৬৪
অকৃন্তে যাচবং সংখ্যে ন তু ষোড়শবর্ষবৎ ।
উক্তবাংশ্চ মহাবাহুঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬৫
জীবন্তমানয়াচার্য্যং মা বধীর্ক্ষত্রিয়ান্তক ।
ন হন্তব্যো ন হন্তব্য ইতি তে সৈনিকাশ্চ হ ॥৬৬
উৎক্রোশন্তর্জুনাশ্চৈব সাধুক্রোশন্তমাব্রুবন্ ।
ক্রোশমানেষ্বর্জুনে চৈব পাণ্ডিবেষু চ সর্বশঃ ॥ ৬৭

দৃষ্টদ্যুম্নোঽথতীক্ষ্ণেন ক্ষুরেণাপাহরচ্ছিরঃ ।
শোণিতেন পরিক্লিন্নো রথাদ্ ভূমিমথাপতৎ ॥ ৬৮
লোহিতাঙ্গ ইবাদিত্যো দৃশ্যতে স্ম মহাদ্যুতিঃ ।
এবং তং নিহতং সংখ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নং সৈনিকো জনঃ ॥ ৬৯
দৃষ্ট্বাহৃষ্যত তদ্ রাজন্ ভারদ্বাজশিরোঽহরৎ ।
ভারতানাং মহেষ্বাসঃ প্রমুখে তৎ সমাক্ষিপৎ ॥ ৭০
তে তু দৃষ্ট্বা শিরো রাজন্ ভারদ্বাজস্য ভারতাঃ ।
পলায়নকৃতোৎসাহা দ্রুদ্রুবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ৭১
দ্রোণস্তু দিবমাস্থায় নক্ষত্রপথমাশ্রিতঃ ।
অতমেব তদাত্মানং দ্রোণশ্চ নিধনং নৃপ ॥ ৭২
স্বয়ং প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্য সত্যবত্যাঃ সুতস্য চ ।
বিধূমমিব সাদ্যাগ্নিং প্রজ্বলিতমিব ॥ ৭৩
অপশ্যাম দিবঃ প্রেক্ষ্য গচ্ছন্তং তং মহাদ্যুতিম্ ।
হতে দ্রোণে দিবংপ্রাপ্তে কুরূণাং পাণ্ডব-সৃঞ্জয়াঃ ॥৭৪

হেরম্বী দ্রোণের প্রাণ দেহের হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, অতএব তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার মস্তকের কেশ ধরিয়া ক্রুর দৃষ্টদ্যুম্ন তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন।

এই ভাবে দ্রোণাচার্য্যকে নিপাতিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তিনি রণাঙ্গনে তীব্র বেগে তরবারি ঘুরাইতে থাকিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের শরীরের বর্ণ শ্যাম বর্ণ ছিল। তাঁহার বয়স হইয়াছিল চারি শত বৎসর এবং তাঁহার মস্তক হইতে বর্ণ পর্য্যন্ত সকল কেশই যদিও শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি আপনার হিতের জন্য সংগ্রামে ষোল বৎসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন।

সেই সময় মহাবাহু কুন্তীনন্দন অর্জুন বলিতে লাগিলেন যে, ক্ষত্রিয়ান্তক! তুমি আচার্য্যকে জীবিত অবস্থায় লইয়া আইস, তাঁহাকে বধ করিও না। আপনার সৈন্যগণও বারংবার বলিতে লাগিল যে, বধ করিও না, বধ করিও না। ৬৬-৬৬

অর্জুন ও' অন্যান্যগণ চীৎকার করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অর্জুন ও অন্যান্য সমস্ত রাজারা চীৎকার করিয়া নিষেধ করিতে থাকিলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন বধের আসনে উপবিষ্ট নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিয়াই ফেলিলেন।

ক্রুর বীর দ্রোণাচার্য্যের শরীর রক্তে আপ্লুত হইয়া রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইল। ইহাতে রথ হইতে লোহিত রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট সূর্য্য অস্তাচলে নিম্নে হইতেছেন

এই ভাবে সমস্ত সৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিতে প্রত্যক্ষ করিল। রাজন্! মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সেই মস্তক তুলিয়া লইলেন এবং আপনার সৈন্যগণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ৬৯-৭০

মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্ন মস্তককে দেখিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করিতেই উৎসাহ দেখাইল এবং চারিদিকে পলাইয়া যাইল। ৭১

হে নৃপ! দ্রোণাচার্য্য আকাশে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্রপথে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় সত্যবতীনন্দন মহর্ষি দ্বৈপায়নের প্রসাদে আমিও দ্রোণাচার্য্যের সেই দিব্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম।

মহাতেজস্বী দ্রোণ যখন আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া উপরের দিকে যাইতেছিলেন, সেই সময় আমরা এখান হইতে তাঁহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনরত প্রজ্বলিত ধূমহীন উল্কার ন্যায় যাইতে দেখিলাম।

দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর কৌরব-সৈন্যরা যুদ্ধ করিবার উৎসাহ হারাইয়া ফেলিল। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-যোদ্ধারা তাহাদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। ইহাতে কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে তুমুলের সৃষ্টি হইল।

অভ্যদ্রবন্ মহাবেগাস্তত: সৈন্যং ব্যদীর্যত ।
নিহতা হতভূয়িষ্ঠা: সংগ্রামে নিশিতৈ: শরৈ: ॥ ৭৪
তাবকা নিহতে দ্রোণে গতাসব ইবাভবন্ ।
পরাজয়ঞ্চ ধ্রুবং প্রাপ্য পরত্র চ মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৭৬
উত্তরেণৈব তে হীনা নাবিন্দন্ ধৃতিমাত্মন: ।
অবিদ্ধংস্ত শরীরা তু ভারদ্বাজস্য পার্থিবা: ॥ ৭৭
নাবগচ্ছন্ মহারাজ কবন্ধাদ্ভূতদর্শনে ।
পাণ্ডবাস্তু জয়ং লব্ধ্বা পরত্র চ মহদ্ যশ: ॥ ৭৮
বাসসাঞ্চ ধরবাংশ্চক্রু: সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্ ।
ভীমসেনস্ততো রাজন্ দৃষ্ট্বাত্মানঞ্চ পার্ষত: ॥ ৭৯
বরবিক্রান্তমনুত্তোত্তা: পরিষজ্য পরস্পরম্ ।
অব্রবীচ্চ তদা ভীম: পার্ষত: শত্রুতাপনম্ ॥ ৮০

দৃষ্ট্বোত্তং ত্বাং নিহতমিতি পরিষজ্যাভি পার্ষত ।
সূতপুত্রে হতে পাপে ধার্তরাষ্ট্রে চ সংযুগে ॥ ৮১
এতাবদুক্ত্বা ভীমস্তু হর্ষেণ মহতা যুত: ।
বাহুশব্দেন পৃথিবীং কম্পয়ামাস পাণ্ডব: ॥ ৮২
তস্য শব্দেন বিত্রস্তা: প্রাদ্রবংস্তাবকা যুধি ।
ক্ষত্রধর্মং সমুৎসৃজ্য পলায়নপরায়ণা: ॥ ৮৩
পাণ্ডবাস্তু জয়ং লব্ধ্বা হৃষ্টা স্তাসন্ বিশাম্পতে ।
অবিক্ষয়ঞ্চ সংগ্রামে তেন তে সুখমাপ্নুবন্ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণবধপর্বণি দ্রোণবধে
দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১৯২

এই সময় যুদ্ধে আপনার যত যোদ্ধা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নিহত হইয়াছিল এবং যত যোদ্ধা অর্ধমৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্রোণাচার্য নিহত হইবার পর ইহারা সকলেই যেন নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছিল।

এই লোকে পরাজয় এবং পরলোকে মহাভয় লাভ করত উভয় লোক হইতেই বঞ্চিত হইয়া আপনার সকলে নিজেদের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিল না।

মহারাজ! আমাদের পক্ষের যোদ্ধারা দ্রোণাচার্যের দেহকে বহু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার মৃতদেহে পরিপূর্ণ যুদ্ধস্থলে সেই দেহকে পাইলেন না।

পাণ্ডবেরা ইহলোকে জয়লাভ এবং পরলোকে মহাযশলাভ করত ধ্বজের উপর বাণ স্থাপন পূর্বক উহার টঙ্কার ধ্বনি করিতে, শঙ্খ বাজাইতে এবং বারংবার প্রচণ্ড সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

রাজন্! তদনন্তর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সৈন্যগণের মধ্যেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় ভীমসেন শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,—দ্রুপদনন্দন! যখন সূতপুত্র কর্ণ ও পাপী দুর্যোধন নিহত হইবে, সেই সময় বিজয়ী তোমাকে আমি পুনরায় এই ভাবে আলিঙ্গন করিব ॥ ৭৯-৮১

এই কথা বলিয়া অতিশয় হর্ষান্বিত পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজ বাহুর উপর আস্ফোটন (শব্দসহকারে বীরত্বসূচক তাল দান পূর্বক আস্ফালন) করিতে করিতে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিলেন ॥ ৮২

তাঁহার এই বাহু-শব্দে ভীত হইয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল। তাহারা ক্ষত্রিয়-ধর্ম পরিত্যাগ করত পলাইয়া যাইল ॥ ৮৩

প্রজানাথ! পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া হৃষ্ট হইলেন। যুদ্ধে শত্রুগণের এই বিনাশের দ্বারা তাঁহারা অক্ষিণ্ণ সুখলাভ করিলেন ॥ ৮৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণবধপর্বে দ্রোণাচার্যের বধবিষয়ক দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব)

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-সৈন্যানাং তথা সেনাপতীনাং পলায়নম্, অশ্বত্থামা জিজ্ঞাসিতস্য কৃপাচার্যস্য দ্রোণবধ-বৃত্তান্তকথনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো দ্রোণে হতে রাজন্ কুরবঃ শত্রুপীড়িতাঃ ।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ॥ ১

উদীর্ণান্তে পরান্ দৃষ্ট্বা কম্পমানাঃ পুনঃ পুনঃ ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণাস্যাস্তা দীনাস্যাসন্ বিশাম্পতে ॥২

বিচেতসো হতোৎসাহাঃ কম্পলাভিহতৌজসঃ ।
আর্তস্বরেণ মহতা পুত্রং তে পর্যবারয়ন্ ॥৩

রজস্বলা বেপমানা বীক্ষমাণা দিশো দশ
অশ্রুকণ্ঠা যথা দৈত্যা হিরণ্যাক্ষে পুরা হতে ॥ ৪

স তৈঃ পরিবৃতো রাজা ত্রস্তৈঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ।
অশক্নুবন্নবস্থাতুমপায়াং তনয়স্তব ॥ ৫

(নারায়ণাস্ত্র মোক্ষপর্ব্ব ।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[কৌরব-সৈন্য ও সেনাপতিগণের পলায়ন এবং অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃপাচার্য্যের দ্রোণবধ-বৃত্তান্ত কথন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! তাহার পর দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে পীড়িত হইয়া কৌরবগণ বিক্রমের প্রধান বীরসকল বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় বিধ্বস্ত হইয়া অতিশয় শোকময় হইলেন । ১

প্রজানাথ ! শত্রুদিগকে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ইঁহারা দীন ও ভীত হইলেন এবং বারংবার কাঁপিতে থাকিয়া নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন । ২

ইঁহাদের চেতনা যেন তখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল । মোহবশতঃ উঁহাদের তেজ ও বল নষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল । হতোৎসাহ হইয়া অতিশয় আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৩

পূর্ব্বকালে হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে পর দৈত্যদিগের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, সেইরূপ অবস্থা ইঁহাদেরও হইল । ইঁহারা ধূলিধূসরিত হৃদয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দশ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । তখন অশ্রুতে ইঁহাদের কণ্ঠ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । ৪

ভীত ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় সেই সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে

পারিলেন না । তখন পলায়ন করিলেন । ৫

ভারত ! আপনার সকল সৈন্যই কৃপা-চকায় ব্যাকুল এবং বলিন হইয়া গিয়াছিল । তাহাতে মহান্ ভয় -- দূরা যেন নিজ প্রভু কিরণমালিতে তাহাদিগকে অত্যন্ত তাপিত করিয়া (জ্বালাইয়া) দিয়াছিলেন । তখন তাঁহারা ভীষণ ভয়ে পড়িয়াছিল । ৬

রাজন্ ! যেরূপ সূর্য্যের অস্তাচলে পতন, সমুদ্রের শোষণ, মেরুপর্ব্বতের বিশীর্ণতা এবং দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় অসম্ভব, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুও অসম্ভব বলিয়া জানিবে । কিন্তু দ্রোণাচার্য্যের অসহনীয় বধকে সম্ভব হইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরবগণ ভীত হইয়া উঠিল এবং পলায়ন করিল । ৭-৮

দূরবর্ত্তিনিহত রথযূথ আচার্য্য দ্রোণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গান্ধাররাজ শকুনি ভীত হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত ভীত হইয়া বীর রথী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধভূমি হইতে পলায়ন করিলেন । ৯

সুতপুত্র কর্ণও রথ-পতাকা-ধ্বজোদ্ভিত এবং তীব্র বেগে পলায়মান নিজের বিশাল সৈন্য-বাহিনীকে সঙ্গে লইয়া ভয়বশতঃ সেখান হইতে পলায়ন করিলেন । ১০

মদ্ররাজ পলায়ন রথ, হস্তী ও অশ্বগণে পূর্ণ নিজের সৈন্য-বাহিনী অগ্রে করিয়া ভয়বশতঃ এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পলায়ন করিলেন । ১১

হতপ্রবীরৈরুদ্বিগ্নৈর্ধ্বৈবতপতাকিভিঃ।
বৃতঃ শারদতোয়দ্বচ্ছং কষ্টং কষ্টমিতি ব্রুবন্ ॥ ১২
ভোজানীকেন শিষ্টেন কলিঙ্গাবন্তিবাহ্লিকৈঃ।
কৃতবর্মা বৃতো রাজন্ প্রায়াৎ সুভৃশমৈষুকৈঃ ॥ ১৩
পদাতিগণসংযুক্তস্ত্রস্তো রাজন্ ভয়ার্দিতঃ।
উলূকঃ প্রাদ্রবৎ তত্র দৃষ্ট্বা দ্রোণং নিপাতিতম্ ॥ ১৪
দর্শনীয়ো যুবা চৈব সৌষ্ঠবেন কৃতলক্ষণঃ।
দুঃশাসনো ভৃশোদ্বিগ্নঃ প্রাদ্রবদ্ গজসংবৃতঃ ॥ ১৫
রথানামযুতং সৃষ্ট্বা ত্রিসাহস্রঞ্চ দন্তিনাম্।
বৃষসেনো যযৌ তূর্ণং দৃষ্ট্বা দ্রোণং নিপাতিতম্ ॥ ১৬
গজাশ্ব-রথসংযুক্তো বৃতশ্চৈব পদাতিভিঃ।
দুর্যোধনো মহারাজ প্রায়াৎ তত্র মহারথঃ ॥ ১৭
সংশপ্তকগণান্ সৃষ্ট্বা হতশেষান্ কিরীটিনা।
সুভৃশং প্রাদ্রবদ্ রাজন্ দৃষ্ট্বা দ্রোণং নিপাতিতম্ ॥ ১৮
গজান্ রথান্ সমারুহ্য বৃষস্য চ হয়ান্ জনাঃ।
প্রাদ্রবন্ সর্বতঃ সাংখ্যে দৃষ্ট্বা কদনমাহবে ॥ ১৯
স্বরন্তঃ পিতৃনন্যে ভ্রাতৃনন্যেঽথ মাতুলান্।
পুত্রানন্যে বয়স্যাংশ্চ প্রাদ্রবন্ কুরবস্তদা ॥ ২০
চোদয়ন্তশ্চ সৈন্যানি যন্ত্রীয়াংশ্চ তথাপরে।
সম্বন্ধিনস্তথান্যে চ প্রাদ্রবন্ত দিশো দশ ॥ ২১
প্রকীর্ণকেশা বিধ্বস্তা ন ধাবেকত্র ধাবতঃ।
মেনমন্তীতি মন্যানা হতোৎসাহা হতৌজসঃ ॥ ২২
উৎসৃজ্য কবচানন্যে প্রাদ্রবংস্তাবকা বিভো।
অন্যোন্যং তে সমাক্রোশন্ সৈনিকা ভরতর্ষভ ॥ ২৩
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ন চ তে স্বয়ং তত্রাবতস্থিরে।
ধূর্যানুসৃজ্য চ রথান্ততস্তাংস্তুরগাংস্তান্।
অধিরুহ্য হয়ান্ যোধাঃ ক্ষিপ্রং পঞ্চিরচোদয়ন্ ॥ ২৪

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য বহুসংখ্যক অশ্ব-পতাকা-যুক্তোত্ত সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার এই সৈন্য-বাহিনীর প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছিলেন। তিনিও 'হায়, কষ্টের কথা, কষ্টের কথা'—এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধভূমি হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ১২

রাজন্! কৃতবর্মা ও ভোজবংশীয়গণের অবশিষ্ট সৈন্যরা এবং কলিঙ্গ, অবন্তি ও বাহ্লীকদেশের বিশাল সৈন্য-বাহিনীর সহিত অত্যন্ত বেগশালী অশ্বযুক্ত যোজিত রথের দ্বারা প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৩

রাজন্! দ্রোণাচার্যকে সেখানে নিহত হইতে দেখিয়া উলূকও ভয়পীড়িত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পদাতি যোদ্ধাগণের সহিত তীব্র বেগে পলায়ন করিল ॥ ১৪

যাহার শরীরে সৌষ্ঠবের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। সেই দর্শনীয় যুবক দুঃশাসনও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নিজ গজ-সৈন্যের সহিত পলাইয়া যাইলেন ॥ ১৫

দ্রোণাচার্যকে ভূপাতিত হইতে দেখিয়া বৃষসেনও দশ হাজার রথ এবং তিন হাজার হস্তী-সৈন্যের সহিত ত্বরিতগতি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১৬

মহারাজ! হস্তী, অশ্ব ও রথী-সৈন্যদের সহিত যুক্ত এবং পদাতি-সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত মহারথী দুর্যোধনও রণাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭

রাজন্! দ্রোণাচার্যকে রণভূমিতে নিপাতিত হইতে দেখিয়া অর্জুন কর্তৃক নিহত হইবার পর অবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত কৃপাচার্য সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ১৮

রথসমূহ রথারোহী দ্রোণাচার্যকে রণাঙ্গনে নিহত হইতে দেখিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য হস্তী ও রথে আরোহণ করত এবং বহু যোদ্ধা নিজেদের অশ্বগণকেও পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৯

অনেক কৌরব পিতা, পিতামহ ও মাতা প্রভৃতি, অনেক মাতুলগণকে এবং কিছু কৌরব পুত্র ও মিত্রদিগকে স্মরণ করিতে করিতে সেই সমর যুদ্ধস্থল হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ২০

বহু যোদ্ধা নিজেদের সৈন্যদিগকে, অন্য বহু যোদ্ধা ভাগিনেয়-গণকে এবং অপর যোদ্ধারা নিজেদের সম্বন্ধীদিগকে পলায়ন করিবার নির্দেশ দিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন ইহাদের সকলেরই কেশ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুই জন সৈন্য এক সঙ্গে এবং একদিকে পলায়ন করিতেছিলেন না। ইহাদের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে, এখন এই সৈন্যরা আর জীবিত থাকিবে না; সেইজন্য তখন তাঁহাদের উৎসাহ ও বল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রভো! আপনার বহু সৈন্য কবচ উন্মোচন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে পলাইয়া যাইল ॥ ২৩

কিছু যোদ্ধা অপর যোদ্ধাদিগকে 'থামাও, থামাও' বলিতে

দ্রবমাণে তথা সৈন্যে ত্রস্তরূপে হতৌজসি।
প্রতিস্রোত ইব প্রাহো দ্রোণপুত্রঃ পরানিয়াৎ ॥ ২৫
তস্যাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং শিখণ্ডিপ্রমুখৈর্নৃপৈঃ।
প্রভদ্রকৈশ্চ পাঞ্চালৈশ্চেদিভিশ্চ সকেকয়ৈঃ ॥ ২৬
হত্বা বহুবিধাঃ সেনাঃ পাণ্ডূনাং যুদ্ধদুর্মদঃ।
কথঞ্চিৎ সঙ্কটান্মুক্তো মত্তদ্বিরদবিক্রমঃ ॥ ২৭
দ্রবমাণং বলং দৃষ্ট্বা পলায়নকৃতক্ষণম্।
দুর্যোধনং সমাসাদ্য দ্রোণপুত্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ২৮
কিমিদং দ্রবতে সেনা ত্রস্তরূপেব ভারত।
দ্রবমাণাঞ্চ রাজেন্দ্র নাবস্থাপয়সে রণে ॥ ২৯
ন চাপি ন যথাপূর্বং প্রকৃতিস্থো নরাধিপ।
কর্ণপ্রভৃতয়শ্চেমে নাবতিষ্ঠন্তি পার্থিব ॥ ৩০

অন্যেষ্বপি চ যুদ্ধেষু নৈব সেনাদ্রবং তথা।
কচ্চিৎ ক্ষেমং মহারাজ্ঞো তব সৈন্যস্য ভারত ॥ ৩১
কস্মিন্নিদং হতে রাজন্ রথসিংহে বলং তব।
এতামবস্থাং সম্প্রাপ্তং তন্মমাচক্ষ্ব কৌরব ॥ ৩২
তত্তু দুর্যোধনঃ শ্রুত্বা দ্রোণপুত্রস্য ভাষিতম্।
ঘোরমপ্রিয়মাখ্যাতুং নাশক্নোৎ পার্থিবর্ষভঃ ॥ ৩৩
ভিন্না নৌরিব তে পুত্রা মগ্নাঃ শোকমহার্ণবে।
বাষ্পপর্যাকুলো দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রং রথে স্থিতম্ ॥ ৩৪
ততঃ শারদ্বতং রাজা দ্রৌণিরিদমব্রবীৎ।
সংসাদ্য তন্ত্রং তে সর্বং যথা সৈন্যমিদং দ্রুতম্ ॥ ৩৫
অথ শারদ্বতো রাজন্নাতিমাত্রং পুনঃ পুনঃ।
প্রশশংস দ্রোণপুত্রায় যথা দ্রোণো নিপাতিতঃ ॥ ৩৬

নাগিল, কিন্তু নিজেরা আর দাঁড়াইয়া থাকিল না। অশ্ব বহ যোদ্ধা সাবধিযুক্ত রথ হইতে সুসজ্জিত অশ্বদিগকে মুক্ত করিয়া তাহাদের উপর আরোহণ করত নিজেদের চরণের আঘাতে তাহাদিগকে চালিত করিয়া পলাইয়া যাইল ॥ ২৪

এইভাবে যখন সমস্ত সৈন্য বল ও উৎসাহ-শূন্য হইয়া ভীত চিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা শত্রুদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহাতে তখন মনে হইতেছিল—কোন হিংস্র জলজন্তু নদীর স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিতেছে ॥ ২৫

এই অশ্বত্থামার সহিত প্রথমে প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়াদি যোদ্ধাগণের সহিত মহাযুদ্ধ হইতেছিল, যাহাদের প্রধান নেতা ছিলেন শিখণ্ডী। (এই কারণে অশ্বত্থামা পিতার মৃত্যু সংবাদ পান নাই) ॥ ২৬

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী রণদুর্মদ অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের বিবিধ সৈন্যগণকে সংহার করত কোনরূপে সেই যুদ্ধ-সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৭

এই সময়ের মধ্যে তিনি দেখিলেন যে, সমস্ত কৌরব-সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে এবং সকলে পলায়ন করিতেই উৎসাহ দেখাইতেছে। তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্যোধনের নিকটে গমন করত এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৮

হে ভারত! কেন এই সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে? রাজেন্দ্র! কেন এই পলায়মান সৈন্যদিগকে আপনি ফিরাইয়া আনিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিতেছেন না? ২৯

হে নরাধিপ! আপনাকেও পূর্বের ন্যায় কেন যথাযথ দেখিতেছি না? কৃপাচার্য প্রভৃতি বীরগণও রণাঙ্গনে অবস্থিত নাই। ইহার কারণ কি? ৩০

অন্য সমস্ত সংগ্রামেও আপনার সৈন্যরা এই ভাবে পলায়ন করে নাই। মহারাজ! বলুন! আপনার সৈন্যদের কুশল ত? ৩১

রাজন্! বলুন! সিংহতুল্য পরাক্রমশালী কোন্ রথী যোদ্ধা নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যদের এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩২

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ স্বয়ং দুর্যোধন সেই অতিশয় নিষ্ঠুর সংবাদ তাঁহাকে বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৩

তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন সমুদ্রমধ্যে ভগ্না নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। রথের উপর উপবিষ্ট দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে দেখিয়া তাঁহার নেত্র অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৩৪

এই সময় রাজা দুর্যোধন কৃপাচার্যকে সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—আচার্য! আপনার কল্যাণ হউক। আপনিই এই সমাচার তাঁহাকে বলুন, কেন এই সব সৈন্যরা পলাইয়া যাইতেছে? ৩৫

রাজন্! সেই সময় শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য বারংবার প্রশংসা করিতে করিতে যেরূপে দ্রোণাচার্য নিহত হইয়াছিলেন, সেই সংবাদ তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকে শুনাইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

কৃপ উবাচ

বয়ং দ্রোণং পুরস্কৃত্য পৃথিব্যাং প্রবরং রথম্।
প্রাবর্তয়াম সংগ্রামং পাঞ্চালৈরেব কেবলম্॥ ৩৭

ততঃ প্রবৃত্তে সংগ্রামে বিমিশ্রাঃ কুরু-সোমকাঃ।
অন্যোন্যমভিসর্জন্তঃ শস্ত্রৈরেহানপাতয়ন্॥ ৩৮

বর্তমানে তথা যুদ্ধে ক্ষীয়মাণেষু সংযুগে।
ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সংক্রুদ্ধঃ পিতা তেঽস্ত্রমুদৈরয়ৎ॥ ৩৯

ততো দ্রোণো ব্রাহ্মমস্ত্রং বিকুর্বাণো নরর্ষভঃ।
ব্যধমচ্ছাত্রবান্ ভল্লৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৪০

পাণ্ডবাঃ কেকয়া মৎস্যাঃ পাঞ্চালাশ্চ বিশেষতঃ।
সংঘো দ্রোণরথং প্রাপ্য বারয়ন্ কালচোদিতাঃ॥ ৪১

সহস্রং নরসিংহানাং দ্বিপাঞ্চশতকং দন্তিনাম্
দ্রোণো ব্রাহ্মাস্ত্রযোগেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে॥ ৪২

আজগর্বপলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ।
রথে পর্যচরদ্ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ॥ ৪৩

ক্লিশ্যমানেষু সৈন্যেষু বধ্যমানেষু রাজসু।
অমর্ষবলমাপন্নাঃ পাঞ্চালা বিমুখাভবন্॥ ৪৪

তেষু কিঞ্চিৎ প্রভগ্নেষু বিমুখেষু সপত্নজিৎ।
দিব্যমস্ত্রং বিকুর্বাণো বভূবার্ক ইবোদিতঃ॥ ৪৫

স মধ্যং প্রাপ্য পাণ্ডূনাং শররশ্মিঃ প্রতাপবান্।
মধ্যাহ্নগত ইবাদিত্যো দুষ্প্রেক্ষ্যস্তে পিতাভবৎ॥ ৪৬

তে বধ্যমানা দ্রোণেন সূর্যেণেব বিরাজতা।
দধ্যুর্ধীরা নিরুৎসাহা বভূবুর্গতচেতসঃ॥ ৪৭

তান্ দৃষ্ট্বা পীড়িতান্ বাণৈস্তোদেন মধুসূদনঃ।
জয়ৈষী পাণ্ডুপুত্রাণামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৮

নৈষ জাতু নরৈঃ শক্যো জেতুং সমরদুর্মদঃ।
অপি বজ্রভৃতা সংখ্যে রথমুখ্যরথর্ষভঃ॥ ৪৯

কৃপাচার্য বলিলেন,—বৎস! আমরা ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ মহারথী আচার্য দ্রোণকে অগ্রে করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৩৭

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কৌরব ও সোমক যোদ্ধাগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গেল এবং পরস্পর গর্জন করিতে করিতে নিজেদের অস্ত্রসকলের দ্বারা শত্রুগণকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। ৩৮

এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া চলিলে যখন কৌরব-যোদ্ধারা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তখন তোমার পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ৩৯

তাহার পর অস্ত্র প্রকাশিত করিতে করিতে নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য শত শত ও সহস্র সহস্র তীরের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৪০

পাণ্ডব, কেকয়, মৎস্য বিশেষতঃ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা যেন কাল-প্রেরিত হইয়াই যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের রথের নিকটে আসিয়া ক্ষয় হইয়া যাইল॥ ৪১

দ্রোণাচার্য ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া যজ্ঞগণের মধ্যে সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী এক হাজার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও দুই হাজার হাতীকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ৪২

যাঁহার অঙ্গকান্তি তাম্রবর্ণের ছিল, যাঁহার কর্ণ পর্যন্ত সকল কেশ পক্ক হইয়াছিল এবং যিনি চারি শত বৎসরের বৃদ্ধ ছিলেন, সেই দ্রোণাচার্য তখন রণাঙ্গনে ষোল বৎসর বয়স্ক যুবকের ন্যায় সকলদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৩

যখন এইভাবে সৈন্যগণ কষ্ট পাইতে লাগিল এবং বহু নরপতি কালকবলে পতিত হইলেন, তখন অমর্ষপূর্ণ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা যুদ্ধবিমুখ হইলেন॥ ৪৪

ইঁহাদের মধ্যে, কিছু যোদ্ধা যখন উৎসাহহীন হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইলেন, তখন দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে করিতে শত্রুবিজয়ী দ্রোণাচার্য উদিত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৪৫

পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে আসিয়া বাণসমূহরূপ রশ্মিতে সুশোভিত তোমার প্রতাপশালী পিতা দ্রোণাচার্য দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায় (শত্রুদিগকে) তাপদান করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল॥ ৪৬

প্রতাপবান সূর্যতুল্য তেজস্বী দ্রোণাচার্যকর্তৃক রক্ষ হইতে থাকিয়া পাঞ্চালগণের বল এবং পরাক্রমও নষ্ট হইয়া যাইল। ইহারা উৎসাহহীন হইয়া অচেতন হইয়া পড়িল॥ ৪৭

ইঁহাদের সকলকে দ্রোণাচার্যের বাণের দ্বারা পীড়িত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের জয়াকাঙ্ক্ষী মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন॥ ৪৮

এই দ্রোণাচার্য শত্রুনাশী বীরযুদ্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও রথযূথপতি-গণেরও যূথপতি। ইঁহাকে যুদ্ধগণ কখনও জয় করিতে সমর্থ হইবে না। দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও ইঁহাকে জয় করা অসম্ভব মনে করি॥ ৪৯

তে যূয়ং ধর্মমুৎসৃজ্য ভয়ং রক্ষত পাণ্ডবাঃ।
যথা বঃ সংযুগে সর্বান্ ন হন্যাদ্ ব্রহ্মবান্ধবঃ ॥ ৫০
অশ্বত্থাম্নি হতে নৈব যুধ্যেদিতি মতির্মম।
হতং তং সংযুগে কশ্চিদাখ্যাস্যতি মৃষা নরঃ ॥ ৫১
এতদ্ব্যাহারয়দ্ বাক্যং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অহারয়ন্ত সর্বেঽন্যে কুঞ্জরং তু যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫২
ভীমসেনস্তু সব্রীড়মব্রবীৎ পিতরং তব।
অশ্বত্থামা হত ইতি তং নাবুধ্যত তে পিতা ॥ ৫৩
স শঙ্কমানস্তন্নিষ্ঠাং ধর্মরাজমপৃচ্ছত।
হতং বাপ্যহতং বাঽঽচার্যো ঘাং পিতা পুত্রবৎসলঃ ॥ ৫৪
তমতথ্যতরে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।
অশ্বত্থামানমায়ান্তং হতং দৃষ্ট্বা মহাগজম্ ॥ ৫৫
ভীমেন গিরিসঙ্কাশং মালবক্ষেত্রসম্ভবম্।
উপস্থত্য তদা দ্রোণমুচ্চৈরিদমুবাচ হ ॥ ৫৬

হতার্থে শব্দমাহংসে যমস্যেব চ ভীরসি।
পুত্রস্তে নিহতো ব্রহ্মন্ দ্রোণাশ্বত্থামা নিপাতিতঃ ॥ ৫৭
শেতে বিনিহতো ভূমৌ বনে সিংহশিশুর্যথা ॥ ৫৮
জ্ঞানন্নপ্যনৃতস্যাথ দোষান্ স দ্বিজসত্তমম্।
অব্যক্তমব্রবীদ্ রাজা হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত ॥ ৫৯
স ত্বাং নিহতমাক্রন্দে শ্রুত্বা সন্তাপতাপিতঃ।
নিয়ম্য দিব্যাস্ত্রাণি ন যুধ্যস্ত যথা পুরা ॥ ৬০
তং দৃষ্ট্বা পরমোদ্বিগ্নঃ শোকাতুরমচেতসম্।
পাঞ্চালরাজস্য সুতঃ ক্রূরকর্মা সমাদ্রবৎ ॥ ৬১
তং দৃষ্ট্বা বিহিতং মৃত্যোঃ লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ।
দিব্যাস্ত্রাণ্যাদ্যযোৎসৃজ্য রথে প্রায়মুপাবিশৎ ॥ ৬২
ততোঽস্য কেশান্ সব্যেন গৃহীত্বা পাণিনা তদা।
পাদতঃ ক্রোশমানানাং বীরাণামচ্ছিনচ্ছিরঃ ॥ ৬৩

পাণ্ডবগণ! অতএব তোমরা যুদ্ধের বিচার ত্যাগ করিয়া ভয়কে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কর, যাহাতে ব্রহ্মবন্ধু ব্রহ্মবিশিষ্ট দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধস্থলে তোমাদের সকলকে যেন সংহার করিয়া না ফেলেন ॥ ৫০

আমার এরূপ বিশ্বাস আছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইলে পর ইনি আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না; অতএব কোন ব্যক্তি ইঁহাকে এই মিথ্যা কথা বলুক যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে ॥ ৫১

কুন্তীকুমার অর্জুনের এই কথা ভাল লাগে নাই, কিন্তু আর সব ব্যক্তিই ইহা গ্রহণ করিল। যুধিষ্ঠির অতিমন্দ হইয়া ইহা স্বীকার করিল ॥ ৫২

তখন ভীমসেন লজ্জাসহকারে তোমার পিতাকে বলিল যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই কথায় উপর তোমার পিতার বিশ্বাস হয় নাই ॥ ৫৩

তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এই সংবাদ মিথ্যা; সেই জন্য তোমার পুত্র-বৎসল পিতা স্বয়ংই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে কি না? ৫৪

যুধিষ্ঠির অসত্যের ভয়ে নিমগ্ন হইলেও জয়লাভে আসক্ত ছিল, অতএব মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার পর্ব্বতাকার বিশাল গজরাজ অশ্বত্থামাকে ভীমসেনকর্তৃক নিহত হইতে দর্শন করত দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন ॥৫৫-৫৬

আচার্য্য! আপনি যাহার বধ অশ্বত্থামন করিতেছেন এবং যাহার মুখদর্শন করিয়া আপনি জীবিত আছেন, সেই আপনার সদা প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। যেরূপ বনভূমিতে সিংহশাবক শয়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ সে রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৫৭-৫৮

অসত্য-ভাষণের দোষ জানিয়াও রাজা যুধিষ্ঠির দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে তাদৃশ বাক্য বলিল। তাহার পর সে অস্ফুটস্বরে বলিল—প্রকৃতপক্ষে এখন অশ্বত্থামা নামে একটি হাতী নিহত হইয়াছে ॥ ৫৯

এইরূপে যুদ্ধে তোমার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করত তিনি শোকাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিজের দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর যুদ্ধ করিলেন না ॥ ৬০

তাঁহাকে অত্যন্ত দীন, শোকাকুল ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া পাঞ্চালরাজের ক্রূরকর্ম্মা পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া যাইল ॥ ৬১

লোকতত্ত্বের জ্ঞানে নিপুণ আচার্য্য দ্রোণ নিজের দৈববিহিত মৃত্যুবরণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখিয়া দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ ত্যাগ করত আমরণ উপবাস নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক রণাঙ্গনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬২

তখন সেই দ্রুপদপুত্র সমস্ত বীরগণের চীৎকার করিয়া নিষেধকে উপেক্ষা করত যাহাতে আচার্য্যের কেশ ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল ॥৬৩

ন হন্তব্যো ন হন্তব্য ইতি তে সর্বতোঽব্রুবন্।
তথৈব চাব্রুবো বাহাদবরুহ্যৈনমাদ্রবং। ৬৭
উদ্যম্য ত্বরিতো বাহুং ক্রবাণশ্চ পুনঃ পুনঃ।
জীবন্তমানয়াচার্যং মা বধীরিতি বর্ধবিৎ। ৬৮
তথা নিবার্যমাণেন কৌরবৈরজুনেন চ।
হত এব নৃশংসেন পিতা তব নরর্ষভ। ৬৯
সৈনিকাশ্চ ততঃ সর্বে প্রাদ্রবন্ত ভয়ার্দিতাঃ।
বয়ং চাপি নিরুৎসাহা হতে পিতরি তেঽনঘ। ৭০

সঞ্জয় উবাচ।
শ্রুত্বা দ্রোণসুতস্ত্বিদং পিতুর্বাহনং। ৬৮
ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং পদাহত ইবোরগঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে দ্রৌণির্ঘোরং জজ্ঞাল মারিষ।
যথেন্ধনং মহৎ প্রাপ্য প্রাজ্বলদ্ধব্যবাহনঃ। ৬৯
তলং তলেন নিষ্পিষ্য দন্তৈর্দন্তানুপাস্পৃশৎ।
নিঃশ্বসন্ রুষা বলো বভূবোদ্বিগ্নচাক্ষোঽভবৎ তদা। ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণ-বধপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি-অশ্বত্থামক্রোধে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৯৩

তখন সকল বীরই চারিদিক্ হইতে এই কথা বলিতেছিল যে, ইহাকে বধ করিও না, বধ করিও না। অর্জুনও এই কথা বলিতে বলিতে নিজ রথ হইতে নামিয়া তাঁহার রথের নিকে পৌঁছাইয়া যাইল ॥ ৬৬

ধর্মজ্ঞ অর্জুন নিজের এক বাহু উপরে উত্তোলন করিয়া অতিশয় ত্বরার সহিত বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল যে, আচার্যকে জীবিতই ধরিয়া আনিব, বধ করিব না ॥ ৬৭

নরশ্রেষ্ঠ! এইভাবে কৌরবগণ ও অর্জুন নিষেধ করিলেও নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার পিতাকে হত্যা করিল। ৬৮

অনঘ! এইরূপে তোমার পিতা নিহত হইলে পর সমস্ত সৈন্যগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে এবং আমরাও উৎসাহহীন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি ॥ ৬৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধে এইভাবে পিতার নিধনবার্তা শ্রবণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পদাহত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৮

মাননীয় নরেন! যেরূপ অগ্নিদেব শুষ্ক কাষ্ঠের বিশালরাশিকে প্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ রণাঙ্গনে অশ্বত্থামা অত্যন্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ৬৯

তিনি হস্তে হস্ত পেষণ করিতে থাকিয়া দন্তসমূহের দ্বারা দন্তসকল চাপিয়া ধরিলেন এবং ফণাস্ফালনকারী সর্পের ন্যায় সেই সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার চক্ষুও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৭০

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বে অশ্বত্থামার ক্রোধবিষয়ক ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রশ্নঃ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধর্মেণ হতং শ্রুত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নেন সঞ্জয়।
ব্রাহ্মণং পিতরং বৃদ্ধমশ্বত্থামা কিমব্রবীৎ ॥ ১

মানবং বার্হস্পত্যং চ ত্রাহ্মমস্ত্রঞ্চ গৌর্য্যযান্।
ঐন্দ্রং নারায়ণং চৈব যস্মিন্ নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২

তমধর্ম্মেণ ধর্ম্মিষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নেন সংযুগে।
শ্রুত্বা নিহতমাচার্য্যং সোঽশ্বত্থামা কিমব্রবীৎ ॥ ৩

যেন রামাদবাপ্যেহ ধনুর্বেদং মহাত্মনা।
প্রোক্তাস্ত্রজ্ঞানি দিব্যানি পুত্রায় গুণকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৪

একমেব হি লোকেঽস্মিন্নাত্মনো গুণবত্তরম্।
ইচ্ছন্তি পুরুষাঃ পুত্রং লোকে নান্যং কথঞ্চন ॥ ৫

আচার্য্যাণাং ভবেদ্যানি রহস্যানি মহাত্মনাম্
তানি পুত্রায় বা শিষ্যায়ানুগতায় বা ॥ ৬

স শিষ্যঃ প্রাপ্য তৎ সর্বং সবিশেষঞ্চ সঞ্জয়।
গুরুঃ শারদ্বতীপুত্রঃ সাঙ্গো দ্রোণাদনন্তরঃ ॥ ৭

রামস্তু সমঃ শস্ত্রে পুরন্দরসমো যুধি।
কার্ত্তবীর্য্যসমো বীর্য্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ ॥ ৮

মহীধরসমঃ স্থৈর্য্যে তেজসাদিত্যসমো যুধা।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ক্রোধে চাগ্নিবিবোপমঃ ॥ ৯

স রথী প্রথমো লোকে দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
শীঘ্রোঽনিল ইবাক্রন্দে চরন্ ক্রুদ্ধ ইবান্তকঃ ॥ ১০

অক্ষতা যেন সংগ্রামে ধরণীর্নিশীর্ণিতা।
যো ন বাধতি সংগ্রামে বীরঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১১

বেদস্যাতো ব্রতস্যাতো ধনুর্বেদে চ পারগঃ।
মহোদধিরিবাক্ষোভ্যো রাজো দাশরথির্যথা ॥ ১২

তমধর্ম্মেণ ধর্ম্মিষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নেন সংযুগে।
শ্রুত্বা নিহতমাচার্য্যমশ্বত্থামা কিমব্রবীৎ ॥ ১৩

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

(ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! নিজের বৃদ্ধ পিতা ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক অধর্মপূর্ব্বক নিহত হইতে শুনিয়া অশ্বত্থামা কি বলিল? ১

যাহার মধ্যে মানব, বার্হস্পত্য, আগ্নেয়, ব্রাহ্ম, ঐন্দ্র ও নারায়ণ নামক অস্ত্রসকল সদা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই মহাত্মা আচার্য্যকে ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক অধর্মপূর্ব্বক নিহত হইতে শুনিয়া পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা কি বলিল? ২-৩

গুণাভিলাষী এই মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য জগতে পরশুরামের নিকট হইতে ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করত সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ নিজের পুত্রকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৪

মানুষ এ-সংসারে কেবল পুত্রকেই নিজের অপেক্ষা অধিক গুণবান্ করিতে চায়, অপর কাহাকেও কোনরূপ নহে। ৫

মহাত্মা আচার্য্যগণের যাহা অনেক কিছুই রহস্য বিষয় আছে, তাহা তাঁহারা নিজেদের পুত্রকে কিংবা অনুগত শিষ্যকেই দিয়া থাকেন। ৬

সঞ্জয়! তাঁহার বীর পুত্র অশ্বত্থামা বিশেষভাবে বিশেষ রহস্যের সহিত সম্পূর্ণ ধনুর্বেদ নিজের পিতা দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্যের পরম অশ্বত্থামা সেই যোগ্যতার অধিকারী হইয়াছে। ৭

অস্ত্রবিদ্যায় পরশুরামতুল্য, যুদ্ধনৈপুণ্যে দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য, বল-পরাক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র অর্জুনের তায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিসম, স্থিরতা ও ধৈর্য্যে পর্ব্বতসম, তেজে আদিত্যতুল্য, গভীরতায় সমুদ্রসদৃশ এবং ক্রোধে সর্পসম দুর্নিবার অশ্বত্থামা জগতে প্রধান রথী ও প্রবল যোদ্ধা। সে শ্রম ও ক্লান্তিকে জয় করিয়াছে। সে সংগ্রামে বায়ুর তায় বেগে বিচরণ করিয়া থাকে এবং ক্রোধে যমরাজের তায় ভয়ঙ্কর ॥ ৮-১০

অশ্বত্থামা যখন রণাঙ্গনে বাণবর্ষণের বর্ষণ আরম্ভ করে, তখন পৃথিবী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠেন। এই সত্যপরাক্রমী বীর সংগ্রামে কখনও ব্যথিত হয় না এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া স্নাতক হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পূর্ণরূপে পরিপালন করত অশ্বত্থামা স্নাতক হইয়াছে এবং ধনুর্বেদেরও পারদর্শী বিদ্বান্। মহাসাগর ও দশরথ-পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের তায় ইহাকে কেহ ক্ষুব্ধ করিতে পারে না ॥ ১১-১২

এই অশ্বত্থামা নিজের ধর্ম্মিষ্ঠ পিতা দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা অধর্মপূর্ব্বক নিহত হইতে শুনিয়া কি বলিল? ১৩

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য যো মৃত্যুঃ কৃষ্টেনেন মহাত্মনা।
যথা দ্রোণস্য পাঞ্চাল্যো যজ্ঞসেনসুতোঽভবৎ ॥ ১৩
তং নৃশংসেন পাপেন ক্রূরেণাদীর্ঘদর্শিনা।
শ্রুত্বা নিহতমাচার্য্যমশ্বত্থামা কিমব্রবীৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নে
চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৪

(আমি শুনিয়াছি যে,) যেরূপ দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হইয়াছে, সেইরূপ মহাত্মা দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিবার জন্য অশ্বত্থামার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৩

সেই নৃশংস, পাপী, ক্রূর ও অদূরদর্শী ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে আচার্য্যের মৃত্যুর কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা কি বলিল ? ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নবিষয়ক
চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থামঃ ক্রোধপূর্ণোক্তিঃ, তেন নারায়ণাস্ত্রস্যাবিষ্কারশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হন্যমানং নিহন্তারং শ্রুত্বা পিতরমাপকর্ম্মণা।
বাষ্পেণাপূর্য্যত ক্রোধাদ্ রোষেণ চ নরর্ষভ ॥ ১
তস্য ক্রুদ্ধস্য রাজেন্দ্র বপুর্দীপ্তমদৃশ্যত।
অন্তকস্যেব কৃত্তান্তং জিঘাংসোঃ কালপর্য্যয়ে ॥ ২
অক্ষপূর্ণে ততো নেত্রে বাপমুক্তা পুনঃ পুনঃ।
উবাচ কোপাদ্নিঃশ্বস্য দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥ ৩
পিতা মম যথা ক্ষুদ্রৈর্নাস্তশস্ত্রো নিপাতিতঃ
ধর্ম্মমুদ্দিশ্য তাংশ্চাপি কৃত্বা তস্য নিধিৎসয়া ॥ ৪

অনার্য্যাং পুরুষাংসেন ধর্ম্মপুত্রস্য যে কৃতম্।
যুদ্ধেষ্বপি প্রবৃত্তানাং শ্রুত্বা জয়-পরাজয়ৌ ॥ ৫
ধ্রুবমেতদ্ ভবেদ্ রাজন্ বধঃক্ষত্র প্রধর্ষণে।
জ্যায়ংস্তু বধো মন্যে সংগ্রামে ত্বপরাজিতে ভবেৎ ॥ ৬
ন স দুঃখায় ভবতি জয়ো হৃষ্টো হি সংবিজেৎ।
গতঃ স শ্রীবলোকায় পিতা মম ন সংশয়ঃ ॥ ৭
ন শোচাঃ পুরুষব্যাঘ্র যস্তথা নিধনং গতঃ।
যৎ তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তস্য মম কেশগ্রহণমাপ্তবান্ ॥ ৮

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার ক্রোধপূর্ণ উক্তি এবং তাঁহার দ্বারা নারায়ণাস্ত্রের আবিষ্কার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! পাপী ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতা দ্রোণাচার্য্যকে কপটতা করিয়া হত্যা করিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন রোষের সহিত বলিলেন ॥ ১

রাজেন্দ্র! যেরূপ প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণকে সংহার করিতে অভিলাষী যমরাজের তেজোময় শরীর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সেখানে দেখা যাইল যে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামারও শরীর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ২

নিজের অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয়কে বারংবার মার্জ্জনা করিয়া কোপবশতঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩

রাজন্! আমার পিতা যেভাবে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, যেভাবে সেই নীচ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে এবং ধর্ম্মের অনুরোধী যুধিষ্ঠির যে পাপকার্য্য করিয়াছে, এই সমস্ত আমি জানিতে পারিলাম ॥ ৪

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রূরতাপূর্ণ নীচ কার্য্য আমি শ্রবণ করিয়াছি। রাজন্! যে ব্যক্তিগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের জয় কিংবা পরাজয় অবশ্যই এই দুই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষা বধই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত হয়।

সংগ্রামে যুদ্ধরত বীরের যদি জয়লাভে বধপ্রাপ্তি হয়, তবে তাহাতে দুঃখের কোন কারণ থাকে না; যেহেতু বিজয়ী যুদ্ধে এই পরিণাম দর্শন করিয়াছেন।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আমার পিতা বীরগতি লাভ করিয়াছেন। সেই সময় তিনি যে নিহত হইয়াছেন, ইহা লইয়া তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে।

কিন্তু ধর্ম্মে নিরত থাকিলেও সমস্ত সৈন্যগণের সাক্ষাতে যে

পঞ্চতাং সর্বসৈন্যানাং ত্বয়ে মমাণি কুপ্যতি
ময়ি জীবতি যৎ তাতঃ কেশগ্রহমবাপ্তবান্ ॥ ৯
কথমন্যে করিষ্যন্তি পুত্রেভ্যঃ পুত্রিণঃ স্পৃহাম্।
কামাৎ ক্রোধাদবিজ্ঞানাদ্ধাদ্ বালেন বা পুনঃ ॥ ১০
বিপ্রিয়াণি কুর্বন্তি তথা পরিভবন্তি চ।
তদিদং পার্থতেনেহ মহদাধর্ষিকং কৃতম্ ॥ ১১
অবজ্ঞায় চ মাং নূনং নৃশংসেন দুরাত্মনা।
তস্যানুবন্ধং জ্ঞাত্বাপি ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সুদারুণম্ ॥ ১২
অকার্যং পরমং কৃত্বা মিথ্যাবাদী চ পাণ্ডবঃ।
যো গুরো ন্যস্তশস্ত্রস্য শস্ত্রং সন্ন্যাসয়ৎ তদা ॥ ১৩
তস্যাদ্য বর্মরাজস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্
নপে সত্যেন কৌরব্য ইষ্টাপূর্তেন চৈব হ ॥ ১৪
অহত্বা সর্বপাঞ্চালান্ জীবেয়ং ন কথঞ্চন।
সর্বোপায়ৈরভিষ্যামি পাঞ্চালানামভং বধে ॥ ১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সমরে তস্যাহং পাপকারিণম্।

তিনি কেশে ধৃত হইয়াছিলেন—ইহা অপমানই আমার মর্মস্থান-সমূহ বিদীর্ণ করিতেছে।

আমি জীবিত থাকিতে যদি শত্রুগণ কেশগ্রহণরূপ অপমান লাভ করিয়া যাইবেন, তবে অন্য পুত্রবান্ ব্যক্তিগণ কেন পুত্র-সকলের অভিলাষ করিবে?

মনুষ্যগণ কাম, ক্রোধ, অজ্ঞান, বৃদ্ধ অথবা বালোচিত চপলতাবশতঃ বধবিষয়ক কার্য করিয়া থাকে এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে অপমানও করিয়া থাকে। ক্রূর ও দুরাত্মা ক্রূরকর্ম-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চয়ই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া এই গুরুতর পাপকার্য করিয়াছে। অতএব এই ধৃষ্টদ্যুম্নকে উক্ত পাপের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিণাম ভোগ করিতে হইবে ॥ ৫-১২

সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদী পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও এই অত্যন্ত নীচ কর্ম করিবার জন্য ইহার ফলও পরিণামে দেখিতে হইবে। যে কপটতা করিয়া তাহার নিজেরই আচার্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিল, সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রক্ত আজ এই ধরণী পান করিবে ॥

কৃষ্ণগণ! আমি নিজের সত্য, ইষ্ট (যজ্ঞ-যাগাদি) এবং আপূর্ত (বাপী-কূপাদি খনন) কর্মসকলের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বধ না করিয়া কোনক্রমেই জীবিত থাকিব না। সর্বপ্রকার উপায়ে পাঞ্চালগণকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া যাইব ॥ ১৩-১৫

কথমা যেন তেনেহ মৃত্যুনা ধাক্ষ্যতে চ ॥ ১৬
পাঞ্চালানাং বধং কৃত্বা শান্তিং লপ্স্যামি কৌরব।
যদর্থং পুরুষব্যাঘ্র পুত্রানিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ১৭
প্রেত্য চেহ চ সম্প্রাপ্তাস্ত্রায়ন্তে মহতো ভয়াৎ।
পিত্রা তু মম সাবস্থা প্রাপ্তা নির্ঋতুনা যথা ॥ ১৮
ময়ি শৈলপ্রতীকাশে পুত্রে সিংহে চ জীবতি।
ধিঙ্মামস্ত্রাণি দিব্যানি ধিগ্ বাহূ ধিক্ পরাক্রমম্ ॥ ১৯
যং স্ম দ্রোণঃ স্তুতং প্রাপ্য কেশগ্রহমবাপ্তবান্।
স তথাহং করিষ্যামি যথা ভরতসত্তম ॥ ২০
পরলোকগতস্যাপি ভবিষ্যাম্যনৃণঃ পিতুঃ।
আত্মযোগ হি ন বক্তব্যা কদাচিৎ স্তুতিরাত্মনঃ ॥ ২১
পিতুর্বধমনুস্মংস্তু রক্ষ্যামাত্মেব পৌরুষম্।
অদ্য পশ্যন্তু মে বীর্যং পাণ্ডবাঃ সজনার্দনাঃ ॥ ২২
মৃদ্নতঃ সর্বসৈন্যানি যুগান্তমিব কুর্বতঃ
ন হি দেবা ন গন্ধর্বা মানুষা ন চ রাক্ষসাঃ ॥ ২৩

সমরাঙ্গনে আমি পাপকর্মকারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে কোমল ও কঠোর যে কোনও কর্মের দ্বারা অবশ্যই বিনাশ করিব ॥ ১৬

কৃষ্ণগণ! পাঞ্চালগণকে বধ করিয়াই আমি শান্তি লাভ করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ এই কারণে বহু পুত্রের কামনা করিয়া থাকে যে, তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে মহাভয় হইতে রক্ষা করিবে

আমার পিতা সমস্তকুলা পৃথ্বী ও সিংহ আমি জীবিত থাকিতেও নিরাকৃতি মনুষ্যের ন্যায় এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমার দিব্যাস্ত্রসমূহকে ধিক্! আমার দুই বাহুকেও ধিক্! এবং আমার পরাক্রমকেও ধিক্। যখন আমার ন্যায় পুত্র লাভ করিয়াও আচার্য দ্রোণ কেশগ্রহণরূপ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন আমি এরূপ প্রযত্ন করিব, যাহাতে পরলোকগত পিতৃদেবের ঋণ হইতে আমি মুক্ত হইতে পারি।

যদিও শ্রেষ্ঠ পুরুষের কখনও নিজের প্রশংসা করা উচিত নহে, তথাপি আজ আমি আমার পিতার বধকে স্মরণ করিতে না পারিয়া এখন নিজের পুরুষার্থের বর্ণনা করিব।

আজ আমি সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিতে করিতে প্রলয়কালের ন্যায় উপস্থিত করিব। শ্রীকৃষ্ণ-সহ পাণ্ডবগণ আমার সেই পরাক্রম দেখিতে থাকুন।

আজ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামা আমাকে না দেখিয়া,

অস্ত্র শস্ত্রা রণে জেতুং রথস্থং মাং নরেশ্বর।
মদন্যো নাস্তি লোকেঽস্মিন্নজুনাদ্ বাপ্যবিং কচিৎ ॥২৪
অহং হি জলতাং মধ্যে মমুখানামিবাংশুমান্।
প্রযোক্তা দেবশত্রূনামস্ত্রাণাং সূতনাদতঃ ॥ ২৫
ভূপমিষসনাদস্ত মৎপ্রযুক্তা মহাহবে।
দর্শয়িষ্যতি যা বীর্য্য প্রমথিষ্যন্তি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
অস্ত্র সর্বা দিশো রাজন্ ধারাভিরিব সন্ততাঃ।
আবৃতাঃ পত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈস্তারৈ মামকৈরিহ ॥ ২৭
বিকিরন্ শরজালানি সর্বতো ভৈরবস্বনান্।
সজন্ নিপাতয়িষ্যামি মহাবাত ইব দ্রুমান্ ॥ ২৮
ন হি জানাতি বীভৎসুস্তদস্ত্রং ন জনার্দনঃ।
ন ভীমসেনো ন যমৌ ন চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৯
ন পাবতো দুরাত্মানৌ ন শিনিপ্তী ন সাত্যকিঃ।
যদিদং মযি কৌরব্য সংগ্রামে সংনিবর্তনম্ ॥ ৩০

নারায়ণায় মে পিত্রা প্রণম্য বিধিপূর্বকম্।
উপহারঃ পুরা দত্তো ব্রহ্মরূপ উপস্থিতঃ ॥ ৩১
তং বরং প্রতিগৃহ্যাথ ভগবান্ স বরং দদৌ।
বব্রে পিতা মে পরমমস্ত্রং নারায়ণং তদা ॥ ৩২
অথৈনমব্রবীদ্ রাজন্ ভগবান্ দেবসত্তমঃ।
ভবিতা ত্বৎসমো নান্যঃ কশ্চিদ্ ভুবি নরঃ কচিৎ ॥ ৩৩
ন ত্বিদং সহসা ব্রহ্মন্ প্রযোক্তব্যং কথঞ্চন।
ন হ্যেতদস্ত্রমস্ত্রত্র যথাক্ষত্রোনিবর্ততে ॥ ৩৪
ন চৈতচ্ছক্যতে জাতুং কং ন বধোদিতি প্রভো।
অবধ্যমপি হন্যাদ্ধি তস্মাদ্ধৈতৎ প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৫
অথ সংখ্যে রথস্থৈব জ্ঞাত্বাথাস্ত্র বিসর্জনম্।
প্রযাচতাস্ত্র শত্রূণাং গমনং শরণস্য চ ॥ ৩৬
এতে প্রশমনে যোগা মহাস্ত্রস্য পরন্তপ।
সর্বথা পীড়িতো হি স্যাদবধ্যান্ পীড়য়ন্ রণে ॥ ৩৭

না গন্ধর্ব, না অসুর, না রাক্ষস এবং না কোন শ্রেষ্ঠ বীর মনুষ্যগণ পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে ?

এ জগতে আমা হইতে কিংবা অর্জুন হইতে অপর কোন অস্ত্রজ্ঞ পুরুষ নাই। আজ আমি শত্রু-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকাশমান আগুনের শিখাগুলির মধ্যে অংশুমালী (সূর্যদেবমালী) সূর্যের ন্যায় তাপদান করিতে করিতে দেবনির্মিত অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিব ॥ ১৭-২৪

আজ মহাসমরে আমার দ্বারা বহু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আমার পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে শত্রু-যোদ্ধাগণকে সর্বপ্রকারে দলিত করিয়া ফেলিবে ॥ ২৫

রাজন্! যেরূপ বর্ষিত জলধারায় সমস্ত দিক্‌সমূহ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ আজ সকল ব্যক্তিই আমার তীক্ষ্ণ-বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে আচ্ছাদিত হইতে দর্শন করিবে ॥ ২৭

যেরূপ প্রবলবায়ু বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি সর্বদিকে বাণবর্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জনকারী শত্রুদিগকে ভূপাতিত করিব ॥ ২৮

আজ আমি যে অস্ত্র প্রয়োগ করিব, সেই অস্ত্র না অর্জুন, না শ্রীকৃষ্ণ, না ভীমসেন, না নকুল-সহদেব, না রাজা যুধিষ্ঠির জানে। এই অস্ত্র দুরাত্মা দুর্যোধন, শিনিপুত্র ও সাত্যকিও জানে না। কুরুনন্দন! সেই অস্ত্র ও' প্রয়োগ এবং উপসংহারসহ কেবল আমারই নিকটে আছে ॥ ২৯-৩০

বহু কাল পূর্বের কথা,—আমার পিতা ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বিধি অনুসারে বেদস্বরূপ উপহার সমর্পিত করেন (বৈদিক মন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করেন)। ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সেই উপহার গ্রহণ করেন এবং বর দেন। আমার পিতা বরস্বরূপে তাঁহার নিকট হইতে সর্বোত্তম নারায়ণ-অস্ত্র প্রার্থনা করেন ॥ ৩১-৩২

রাজন্! দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ সেই সময় উক্ত অস্ত্র দান করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আজ হইতে তোমার সমান যোদ্ধা অপর কোন মানুষ এ ভূতলে হইবে না, কিন্তু সহসা এই অস্ত্রের প্রয়োগ কখনও তোমার করা উচিত নহে, কারণ, এই অস্ত্র শত্রুকে বধ না করিয়া ফিরিয়া আসে না ॥ ৩৩-৩৪

প্রভো! ইহা জানা যায় না যে, এই অস্ত্র কাহাকে বধ না করিবে। এই অস্ত্র অবধ্য ব্যক্তিকেও বধ করিতে পারে, অতএব সহসা ইহার প্রয়োগ করিবে না ॥ ৩৫

শত্রুতাপন দ্রোণ! যুদ্ধভূমিতে রথ হইতে নামিয়া পড়া, নিজের অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করা, অন্য প্রার্থনা করা এবং শত্রুর শরণ গ্রহণ করা—এই মহাস্ত্রকে শান্ত করিবার ইহাই উপায়। যে ব্যক্তি রণাঙ্গনে এই অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য মনুষ্যগণকে পীড়া দান করে, সেই ব্যক্তি নিজেও সর্বপ্রকারে পীড়িত হইয়া যায় ॥ ৩৬-৩৭

উজ্জহার পিতা মহ্যমস্ত্রং বৈতৈব স প্রভুঃ।
ত্বং ব্রবীষি সখাসি শত্রবধাণ্যনেকশঃ ॥ ৩৮
অনেনাস্ত্রেণ সংগ্রামে তেজসা চ জলিষ্যসি।
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ দিবমাচক্রমে প্রভুঃ ॥ ৩৯
এতন্নারায়ণাস্ত্রং তৎ প্রাপ্তং পিতৃসখ্যুনা।
তেনাহং পাণ্ডবাংশ্চৈব পাঞ্চালান্ মৎস্য-কেকয়ান্ ॥ ৪০
বিদ্রাবয়িষ্যামি রণে শচীপতিরিবাসুরান্।
যথা যথাহমিচ্ছেয়ং তথা তূর্ণা শরা মম ॥ ৪১
নিপতেয়ুঃ সপত্নেষু বিক্রমংস্ত্বপি ভারত।
যদ্যেতমস্ত্রবরেণ প্রবিষ্টে রণে স্থিতঃ ॥ ৪২
অন্যোন্যুশ্চৈব বিহগৈস্ত্রাবয়িষ্যে মহারথান্।
পরশ্বধাংশ্চ নিশিতান্নৎস্যক্ষোঽহমসংশয়ম্ ॥ ৪৩
সোঽহং নারায়ণাস্ত্রেণ মহতা শত্রুতাপনঃ।
শত্রূন্ বিধ্বংসয়িষ্যামি কর্ষীকৃত্বা পাণ্ডবান্ ॥ ৪৪
মিত্র-দ্রুহ-গুরুদ্রোহী জাতকঃ সুবিগর্হিতঃ।
পাঞ্চালাপসদশ্চাস্য ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥ ৪৫
উক্ত্বা দ্রোণসুতস্ত্বস্ত্রং পর্যাবর্তত বাহিনী।
ততঃ সর্বে মহাশঙ্খান্ ধন্বুঃ পুরুষসত্তমাঃ ॥ ৪৬
কৌরবাস্তাঞ্জঘ্নুশ্চ হৃষ্টা ভিণ্ডিমাংশ্চ সহস্রশঃ।
তথা ননাদ বসুধা খুরনেমিপ্রপীড়িতা ॥ ৪৭
স শব্দস্তুমুলঃ খং দ্যাং পৃথিবীঞ্চ ব্যনাদয়ৎ।
তং শব্দং পাণ্ডবাঃ শ্রুত্বা পঞ্চজনিনদোপমম্ ॥ ৪৮
সমেত্য রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ সহিতাশ্চোপায়ন্নয়ন্।
তথোক্ত্বা দ্রোণপুত্রস্তু বাসুপস্পৃশ্য ভারত ॥ ৪৯
প্রাদুশ্চকার তদ্ দিব্যমস্ত্রং নারায়ণং তদা ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি অশ্বত্থামক্রোধে
পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১,৫৫

তদনন্তর আমার পিতা এই অস্ত্র গ্রহণ করেন এবং সেই পুজ্য পিতা আমাকে এই অস্ত্র উপদেশ করেন। (পিতাকে অন্তর্ধান করিবার সময় ভগবান্ এই কথাও বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্মন্! তুমি এলোচনে এই অস্ত্রের দ্বারা সকল অস্ত্রধারকের বধসাধনে বারংবার এই করিতে পারিবে এবং নিজেও ত্রেতের সহিত প্রকাশিত থাকিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ নিজের দিব্য ধামে গমন করিলেন ॥ ৩৮-৪১

এই ভাবে পিতৃদেব ভগবান্ নারায়ণের নিকট হইতে এই অস্ত্র লাভ করেন এবং আমি তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। সেই নারায়ণ-অস্ত্রের দ্বারা আজ আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়-যোদ্ধাগণকে সেইভাবে বিতাড়িত করিব, যেরূপ শচীপতি ইন্দ্র অসুরগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

ভারত! আমি যেরূপ যেরূপ চাহিব, তাদৃশরূপ বাণ করিয়া আমার এই বাণ শত্রুগণ পরাক্রম করিতে থাকিলেও তাহাদের উপর পতিত হইবে।

আমি যুদ্ধে অবস্থান করত যাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রহরণসমূহ বর্ষণ করিব, লৌহনির্মিত চঞ্চুমুখ পাখিগণের দ্বারা প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণকে বিদীর্ণ করিব এবং শত্রুদের উপর তীক্ষ্ণধার পরশুসমূহ বর্ষণ করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪২-৪৩

এইভাবে শত্রুবিগণকে তাপিত করিতে করিতে আমি সংক্রোধ নারায়ণ-অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবগণকে পীড়াদান পূর্বক নিজের সমস্ত শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিব ॥ ৪৪

মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্রোহী আতায়ী নিন্দিত এই পাঞ্চাল-কুল-কলঙ্ক পাপের দুষ্টান্ত আজ আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না ॥ ৪৫

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করিয়া কৌরব-সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিল। তাহার পর সমস্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ মহাশঙ্খসকল বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৬

তখন প্রহৃষ্ট হইয়া সকলে রণভেরী বাজাইতে লাগিল, সহস্র সহস্র ভিণ্ডিমাল বাদন করিতে থাকিল, অশ্বগণের খুরের আঘাতে ও রথ সকলের চক্রের চাপে সেই রণস্থল যেন আক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৭

এই তুমুল ধ্বনি আকাশ, অন্তরিক্ষ ও ভূতলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করত শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-মহারথীরা একত্রে সমবেত হইয়া ওরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ভারত! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া আচমন করত সেই সময় দিব্য নারায়ণ-অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন ॥ ৪৮-৫০

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ-পর্বে অশ্বত্থামার ক্রোধবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

षन्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः।

[कौरव-सैन्यानां सिंहनादं श्रुत्वा युधिष्ठिरेण धनञ्जयसमीपे तस्य कारणजिज्ञासा, अर्जुनेनाश्वत्थाम्नः क्रोधस्य तथा गुरुवधस्य भीषणपरिणामस्य वर्णनम्।]

सञ्जय उवाच।

प्राद्युर्भूते ततस्तस्मिन्नस्त्रे नारायणे प्रभो।
प्रावाः सपृषतो वायुर्ननन्दिरुदान्। १
चचाल पृथिवी चापि चुक्षुभे च महोदधिः।
प्रतिस्रोतः प्रवृत्ताश्च गङ्गाः सर्वा समुद्रगाः। २
शिखराणि व्यशीर्यन्त गिरीणां तत्र भारत।
अपसव्यं मृगाश्चैव पाण्डुसेनां प्रचक्रिरे। ३
तमसा चावकीर्यान्त सूर्याश्च कलुषोऽभवत्।
सम्पतन्ति च भूतानि क्रव्यादानि प्रहृष्टवत्। ४
देव-मानव-गन्धर्वास्तस्यास्त्रस्य विनाशनात्।
कथंकथाभवन् भीता दृष्ट्वा तद् व्याकुलं महत्। ५
व्यथिताः सर्वराजानस्तस्यास्त्रस्य विनाशनात्।
तद् दृष्ट्वा घोररूपं वै द्रोणपुत्रेण भारतम्। ६

धृतराष्ट्र उवाच।

निवर्तितेषु सैन्येषु द्रोणपुत्रेण संयुगे।
कृच्छ्रं शोकाभितप्तेन पितृवधमनुस्मता। ७
कृच्छ्रमापतितो दृष्ट्वा दृष्टद्युम्नस्य रक्षणे।
को मन्त्रः पाण्डवेयानीं तन्ममाचक्ष्व सञ्जय। ८

सञ्जय उवाच।

प्रागेव विद्रुतान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् युधिष्ठिरः।
पुनश्च तुमुलं शब्दं श्रुत्वार्जुनमथाब्रवीत्। ९
आचार्यो निहतो द्रोणो दृष्टद्युम्नेन संयुगे।
निहते वज्रहस्तेन यथा वृत्रे महासुरे। १०
नाशंसन्तो जयं युद्धे पौनरावृत्तिको गणः।
आत्मत्राणे मतिं कृत्वा प्राद्रवन् कुरवो रणात्। ११
केचिद् भ्रान्तै रथैर्भग्नैः पातितैश्च पदातिभिः।
विपताकध्वजच्छत्रैः पार्थिवाः शीर्णकूबरैः। १२

षन्नवत्यधिक शततम अध्याय

[कौरव-सैन्यदेर सिंहनाद श्रवण करत अर्जुनेर निकटे युधिष्ठिरेर कारण जिज्ञास, अर्जुनकर्तृक अश्वत्थामार क्रोध ओ गुरुहत्यार भीषण परिणामवर्णन

सञ्जय बलिलेन,—प्रभो! तदनन्तर सेई नारायणास्त्र प्रादुर्भूत हइले पर जलेर बिन्दुसकल सह प्रबल वायु प्रवाहित हइते लागिल। बिना मेघे आकाशे मेघगर्जन हइते लागिल। १

पृथिवी कांपिया उठिल, समुद्रे तरङ्गोच्छ्वास देखा दिल एवं समुद्रगामिनी बड़ बड़ नदीसकलेर स्रोत प्रतिकूल दिके बहिते आरम्भ करिल। २

ताराइ। पर्वतेर शिखरसमूह विशीर्ण हइते लागिल। एवं मृगगण पाण्डवसैन्यदिगके निजेदेर दक्षिणभागे राखिया गमन करिते लागिल। ३

सकल दिक् अन्धकाराच्छन्न हइल। सूर्य मलिन हइया याइलेन एवं मांसभोजी प्राणीरा अतिशय हृष्ट हइया बाहिर हइते लागिल। ४

प्रजानाथ! एই महा उत्पातसमूह देखिया देवता, मानव एवं गन्धर्वगणও भीत हइया उठिलेन। एই भयङ्कर उत्पातसमूह दर्शन करत सकल लोकेर मधे तीव्रगतिते आलोचना हइते लागिल ये, 'एখन कि करिते हইবে'। ५

महाराज! अश्वत्थामार सेই घोर ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রকে দেখিয়া সমস্ত ভূপতিগণ ব্যথিত এবং ভীত হইয়া পড়িলেন। ৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! নিজের পিতার বধকে স্মরণ করিতে অসমর্থ, অতএব শোকসন্তপ্ত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিহত হইলে যখন সমস্ত সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিল, তখন কৌরবদিগকে কিরিয়া আসিতে দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের দৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবার জন্য কি মন্ত্রণা করিয়াছিল, তাহা আমাকে বল। ৭-৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির ত' প্রথমে আপনার সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার পুনরায় সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জুনকে বলিলেন। ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধনঞ্জয়! পুরাকালে বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন মহাসুর বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে দৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক আচার্য দ্রোণ নিহত হইলে পর যুদ্ধে নিজেদের জয়লাভ-বিষয়ে নিরাশ হইয়া দীনচিত্তে কৌরবগণ আত্মরক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিতেছিলেন। ১০-১১

যাহাদের সারথিরক্ষক ও সারথি নিহত হইয়াছে, ধ্বজ, পতাকা এবং ছত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কূবর (রথের কাষ্ঠবিশেষ) ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বলিবার আসন ভগ্ন হইয়াছে, অক্ষ, যুগ ও চক্রসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, এরূপ বেগযুক্ত ব্যাকুল অশ্বগণের দ্বারা

ভগ্ননীড়ৈরাকুলাগ্রৈঃ প্রাকৃপ্রাশ্চ বিশেষতঃ।
ভগ্নাক্ষযুগচক্রৈশ্চ ব্যাকুলস্য সমন্ততঃ। ১৩
ভীতাঃ পাদৈর্হয়ান্ কেচিৎ স্বয়ংদান্তঃ স্বয়ং রথান্।
রথান্ বিশীর্ণানুৎসৃজ্য পদ্ভিঃ কেচিচ্চ বিদ্রুতাঃ॥ ১৪
হয়পৃষ্ঠগতাশ্চান্যে কৃত্বস্তেঽর্ধচ্ছাতাসনাঃ।
গজস্কন্ধেষু সংস্যূতা নারাচৈশ্ছিন্নতাপনাঃ॥ ১৫
শরার্তৈর্বিক্লবৈর্নাগৈর্ভগ্নাঃ কেচিদ্ দিশো দশ।
বিশস্ত্র-কবচাশ্চান্যে বাহনেভ্যঃ ক্ষিতিং গতাঃ॥ ১৬
সাদিনো নেমিভিশ্চৈব মথিতাশ্চ রথ-দ্বিপৈঃ।
ক্রোশন্তস্তাত পুত্রেতি পলায়ন্তে পরে ভয়াৎ॥ ১৭
নাভিজানন্তি চান্যোন্যং স্খলন্তাভিহতৌজসঃ।
পুত্রান্ পিতৃন্ সখীন্ ভ্রাতৃন্ সমারোপ্য দৃঢ়ক্ষতান্॥ ১৮

আহত হইয়া সেখানে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল এবং ইহাতে আহত বহু কৃপতি চারিদিকে চালিত হইতেছিলেন॥ ১২-১৩

বহু যোদ্ধা ভীত হইয়া অশ্বসকলকে শব্দের দ্বারা তাড়িত করিয়া স্বয়ংই অতিদ্রুত ধাবমান করিতেছিলেন কিন্তু যোদ্ধা তত্ত্ব রথসমূহ পরিত্যাগ করিয়া সত্বরেই পলাইতে লাগিলেন॥ ১৪

বহু যোদ্ধা অশ্বগণের পৃষ্ঠে বসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অর্ধেক আসন চ্যুত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই অবস্থাতেই অশ্বগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পলাইতেছিল। কিছু যোদ্ধা নারাচসমূহের আঘাতে নিজ আসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া হস্তিগণের স্কন্ধে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই অবস্থাতেই যাপনমূঢ়ে পীড়িত হইয়া পলায়মান হস্তিসকল তাহাদিগকে চারিদিকে লইয়া যাইতেছিল॥ ১৫½

বহু যোদ্ধার অস্ত্র ও কবচসমূহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং নিজ নিজ বাহনসকলের সহিত ভূতলে পতিত হইতেছিল। এই অবস্থায়,রথের নেমিসমূহের চাপে তাহাদের শরীর শত শত হইয়া পড়িল এবং অশ্ব ও হস্তিগণ ইহাদিগকে তখন মর্দিত করিয়া ফেলিল॥ ১৬½

অপর বহু যোদ্ধা 'হা তাত! হা পুত্র!' চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। মোহবশতঃ বল ও উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তখন ইহারা এরূপ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতেই পারিতেছিল না॥ ১৭½

জলেন ক্লেদয়ন্ত্যন্তে বিমুচ্য কবচান্যপি।
অবস্থাং তাদৃশীং প্রাপ্য হতে দ্রোণে দ্রুতং বলম্॥ ১৯
পুনরাগতিতং কেন যদি জানাসি শংস মে।
হয়নাগং ত্বেষতাং শব্দং দুরাধর্ষাণাঞ্চ বৃংহতাম্॥ ২০
রথনেমিস্বনৈশ্চাত্র বিমিশ্রঃ শ্রূয়তে মহান্।
এতে শব্দা ভৃশং তীব্রাঃ প্রবৃত্তা কুরুসাগরে॥ ২১
মুহুর্মুহুরতীব্যন্তে কম্পয়ন্ত্যপি মামকান্।
য এষ তুমুলঃ শব্দঃ শ্রূয়তে লোমহর্ষণঃ॥ ২২
সেন্দ্রানপ্যেষ লোকাংস্ত্রীন্ ত্রাসয়েদিতি মতির্মম।
মন্যে মহাধনস্যৈষ নিনাদো ভৈরবস্বনঃ॥ ২৩
দ্রোণে হতে কৌরবার্থং বাক্যমেতদ্ধি বাসবঃ।
প্রহৃষ্টরোমকূপাশ্চ সংবিগ্না বলপূরুষাঃ॥ ২৪

তত সৈন্য অধিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিজ পুত্র, পিতা, মিত্র ও ভ্রাতৃগণকে রণের উপর ফেলিয়া তাহাদের কবচ উন্মোচন করত গভীর জলযুক্ত হ্রদের দ্বারা আই করিতেছিল॥ ১৯½

আচার্য দ্রোণ নিহত হইলে পর এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া যে সব সৈন্যরা পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় কোন্ বাক্য ফিরাইয়া আনিয়াছে? যদি তুমি ইহা জান, তবে আমাকে উহা বল।

রথসকলের চক্রধারার ঘর্ঘর শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘোষণাকারী অশ্বগণ ও গর্জিত হস্তিগণের প্রভূত শব্দ শুনা যাইতেছে॥ ২০½

কুরু-সৈন্যরূপ সমুদ্রে এই ভৈরবাকার অত্যন্ত তীব্রবেগে হইতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ বর্ধিত হইতেছে, যে শব্দ আবার সৈন্যদিগকে কম্পিত করিতেছে॥ ২১½

এই যে মহাভয়ঙ্কর ঘোষাকৃতির শব্দ শুনা যাইতেছে, ইহা ইন্দ্রসহ তিন লোককেই যেন ত্রাস করিয়া ফেলিবে, এরূপই আমার মনে হইতেছে॥ ২২½

আমি মনে করি, এই ভয়ঙ্কর শব্দ মহাধনী ইন্দ্রের গর্জন। দ্রোণাচার্য নিহত হইবার পর কৌরবগণের সহায়তার জন্য সাক্ষাৎ ইন্দ্রই আসিয়াছে— ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে॥ ২৩½

ধনঞ্জয়! এই শব্দের ভীষণ ও তীব্র সিংহনাদ শ্রবণ করত আমাদের সেই বলীরাও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে এবং ইহাদের রোমাঞ্চ হইতেছে॥ ২৪½

ধনঞ্জয় গুরুং হত্বা তত্র নাদং সুভীষণম্।
ক এষ কৌরবান্ দীর্ণানবস্থাপ্য মহারথঃ ॥ ২৪
নিবর্তয়তি বৃদ্ধার্থং যুধে দেবেশ্বরো যথা।

অর্জুন উবাচ।

উদ্যম্যাস্থানমুগ্রায় কর্মণে বীর্যমাশ্রিতাঃ ॥ ২৬
যমন্তি কৌরবাঃ শশ্বান্ যস্য বীর্যং সমাশ্রিতাঃ।
যত্র তে সংশয়ো রাজন্ সুতপুত্রে গুরৌ হতে ॥ ২৭
ধার্তরাষ্ট্রানবস্থাপ্য ক এষ নদতীতি হি।
দ্রৌমতিং তং মহারাজং মত্তদ্বিরদগামিনম্ ॥ ২৮
(ঐন্দ্রবিষ্ণুসমং বীর্যে কোপেঽন্তকমিব স্থিতম্।
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা নীতিমন্তং মহারথম্ ।)
আখ্যাস্যামুগ্রকর্মাণং কৃষ্ণপাঞ্চালবর্ধনম্।
যস্মিন্ জাতে দারী দ্রোণো গবাং প্রশমতঃ ধনম্ ॥ ২৯
ব্রাহ্মণেভ্যো মহাহৈভ্যঃ সোঽশ্বত্থামৈষ গর্জতি।
জাতমাত্রেণ বীরেণ যোনৌচ্চৈঃশ্রবসা যথা ॥ ৩০
দ্বেষ্টা কল্পিতা ভূমির্লোকান্ত সকলান্নৃপঃ।
তচ্ছ্রুত্বাস্তহিতং ভূতং নাম তস্যাকরোৎ তদা ॥ ৩১
অশ্বত্থামেতি সোঽদ্যৈষ শূরো নদতি পাণ্ডব।
যো ন্যনাথ ইবাক্রম্য পার্ষতেন হতাস্তথা ॥ ৩২
কর্মণা সুনৃশংসেন তস্য নাথো ব্যবস্থিতঃ।
গুরুং মে যত্র পাঞ্চাল্যঃ কেশপক্ষে পরাকৃষৎ ॥ ৩৩
তত্র জাতু ক্ষমেদ্ দ্রৌণির্জ্ঞানন্ পৌরুষমাত্মনঃ।
উপচীর্ণো গুরুর্মিথ্যা ভরতা রাজ্যকারণাৎ ॥ ৩৪
ধর্মজ্ঞেন সতা নাম সোঽধর্মঃ সুমহান্ কৃতঃ।
চিরং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৩৫
রামে বালিবধাদ্ যদ্বদ্রোণে নিপাতিতে।
সর্বধর্মোপপন্নোঽয়ং স মে শিষ্যশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ৩৬

দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কোন মহারথী দ্রোণ-সদৃশ বীর কৌরবদিগকে স্তম্ভিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে ফিরাইয়া আনিয়াছেন ॥ ২৪½

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! যে বিষয়ে আপনার এই সন্দেহ হইতেছে যে, অস্ত্রপরিত্যাগকারী গুরুদেব দ্রোণাচার্য নিহত হইলে পর এই কোন বীর কৌরব-সৈন্যদিগকে পুনরায় যুদ্ধে স্থাপিত করত সিংহনাদ করিতেছেন এবং যাঁহার বল ও পরাক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করত পরাক্রমশালী কৌরবেরা নিজেদেরকে জয়ের জন্য উদ্যত করিয়া সম্বলিত করিতেছে; যে মহাবাহু মত্তমাতঙ্গের ন্যায় গম্ভীরভাবে গমন করিয়া থাকেন, যিনি সজ্জাশীল, (যিনি বলে ইন্দ্র ও বিষ্ণু-সদৃশ, ক্রোধে যমরাজতুল্য, এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতিসম, যিনি নীতিমান্, মহারথী), উগ্র কর্ম করিতে সমর্থ এবং কৌরবগণকে অভয় দান করিয়াছেন, সেই বীরের পরিচয় দান করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২৬-২৮½

যিনি জন্মগ্রহণ করিলে পর আচার্য দ্রোণ পরম সুযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে এক রাত্রির গাভীদান করিয়াছিলেন, সেই অশ্বত্থামা এই গর্জন করিতেছেন ॥ ২৯½

পাণ্ডুনন্দন! যে বীর জন্মগ্রহণ করিবামাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় প্রতিধ্বনি করিয়া এই পৃথিবী ও তিন লোককে কম্পিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া কোন এক অদৃশ্য প্রাণী সেই সময় উহার নাম 'অশ্বত্থামা' রাখিয়াছিলেন, এই সেই বীর অশ্বত্থামা সিংহনাদ করিতেছেন ॥ ৩০-৩১½

কৃপনন্দনের দুষ্টতায় যাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম করত যাঁহাকে অনাথের ন্যায় বধ করিয়াছে, তাঁহারই রক্ষক বা সহায়ক এখন (প্রতিশোধ লইবার জন্য) উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৩২½

পাঞ্চালরাজকুমার দুষ্টতায় যে আমার গুরুদেবের কেশ গ্রহণ করত আকর্ষণ করিয়াছিল, উহা নিজের পুরুষার্থ-বিষয়ে সব কিছু জানিয়া অশ্বত্থামা কখনই ক্ষমা করিতে পারিবেন না ॥ ৩৩½

আপনি ধর্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্যের লোভবশতঃ মিথ্যা কথা বলিয়া নিজের গুরুদেবকে যে প্রতারণা করিয়াছেন, ইহাতে আপনি অতিশয় গুরুতর অধর্ম করিয়া ফেলিয়াছেন ॥ ৩৪½

অতএব আত্মগোপন করিয়া বালীকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের অপযশ লাভ হইয়াছে, সেইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণাচার্যকে সংহার করাইয়া তৃপ্তিলাভ করায় চরাচর প্রাণী সহ তিন লোকে আপনার অকীর্তি চিরস্থায়িনী হইবে ॥ ৩৫½

আচার্যদেব এই বুঝিয়া আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সর্বদিক ধর্মযুক্ত এবং আমার শিষ্য, সুতরাং সে আমাকে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না ॥ ৩৬½

নায়ং বদতি মিথ্যেতি প্রত্যয়াৎ কুরুসত্তমে
স সত্যকলুষঃ নাম প্রবিষ্টো নরকান্নরম্ ॥ ৩৭
আচার্য্যো উক্তো ভবতা হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত।
ততঃ শব্দং সমুৎসৃজ্য নির্মনো গতচেতনঃ ॥ ৩৮
আসীৎ সুবিহ্বলো রাজন্ যথা দৃষ্টস্বরা বিভুঃ।
স তু শোকসমাবিষ্টো বিমুখঃ পুত্রবৎসলঃ ॥ ৩৯
শাশ্বতং ধর্মমুৎসৃজ্য গুরুঃ শস্ত্রেণ ঘাতিতঃ।
ক্ষত্রধর্মমবেক্ষ্যেণ ঘাতয়িত্বা গুরুং তবান্ ॥ ৪০
রক্ষধ্বমিদানীং সামাত্যো যদি শক্তোঽসি পার্থিবম্।
প্রত্তমাচার্য্যপুত্রেণ ক্রুদ্ধেন হতবন্ধুনা ॥ ৪১
সর্বে বয়ং পরিত্রাতুং ন শক্ষ্যামোঽদ্য পার্থিবম্।
সৌহার্দং সর্বভূতেষু যঃ করোত্যতিমানুষঃ ॥
সোঽদ্য কেশগ্রহং প্রাপ্য পিতুর্বধমতি নো গতঃ ॥ ৪২

কিন্তু আপনি সত্যের বন্ধুত্ব 'অশ্বত্থামা হতঃ কুঞ্জরঃ' এরূপ সত্যের আবরণ পরিধান করিয়া আচার্যদেবকে মিথ্যা কথাই বলিলেন যে 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে'। এই নামে এক হাতী নিহত হইয়াছিল বলিয়া আপনি তাহাকেই আশ্রয় লইয়া এই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৩৭

তাহার পর যখন তিনি প্রাণের মমতা ত্যাগ করত অস্ত্র রাখিয়া দিলেন এবং অচেতন হইয়া পড়িলেন, তখন। সেই সময় শক্তিশালী হইয়া তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ৩৮-৩৯

পুত্রবৎসল গুরুদেব পুত্রের শোকে মগ্ন হইয়া মুহ্যমান হইলেন। সেই অবস্থায় আপনি ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে অবজ্ঞা করত তাঁহাকে অস্ত্রের দ্বারা বধ করাইলেন ॥ ৩৯-৪০

যাঁহার পিতা নিহত হইয়াছেন, সেই আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ কুপিত হইয়া দুষ্টদ্যুম্নকে আপনার প্রাণে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অস্ত্র ত্যাগ করিয়া অচৈতন্য গুরুদেবকে অধর্মপূর্বক বধ করাইয়া এখন আপনি মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত তাঁহার সম্মুখে গমন করুন এবং যদি শক্তি থাকে, তবে দুষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন ॥ ৪০-৪১

আজ আমরা সকলে মিলিত হইয়াও দুষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। যে অশ্বত্থামা অতিমানব (অলৌকিক) পুরুষ এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই যিনি মৈত্রী ভাব রক্ষা করেন, তিনিই আজ নিজ পিতার কেশাকর্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করত সমরাঙ্গনে আমাদের সকলকে অস্ত্রানলে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিবেন ॥ ৪২

নিষ্কোশন্তং চ যদি ভূতসাচার্যমৃষ্টিমি।
অপাকীর্য্য স্বয়ং বর্মং শিরোগ নিহতো গুরুঃ ॥৪৩
যদা গতং বয়ো ভূয়ঃ শিষ্টমল্পতরঞ্চ নঃ।
তস্মেদানীং বিকারোঽয়মধর্মোঽয়ং কৃতো মহান্ ॥ ৪৪
পিতেব নিত্যং সৌহার্দাৎ পিতেব হি চ ধর্মতঃ।
সোঽয়ংকালস্য রাজাস্ত কারণাদ্ ঘাতিতো গুরুঃ ॥ ৪৫
ধৃতরাষ্ট্রেণ ভীষ্মায় দ্রোণায় চ বিশাম্পতে।
বিসৃষ্টা পৃথিবী সর্বা সহ পুত্রৈশ্চ তৎপরৈঃ ॥ ৪৬
সম্প্রাপ্য তাদৃশীং বৃত্তিং সংকৃতঃ সততং পরৈঃ।
অবৃণীত সদা পুত্রান্ নামেবাভ্যধিকং গুরুঃ ॥ ৪৭
অপেক্ষমাণস্তাং মাঞ্চ ভস্মাবশ্যাচরে ভৃতঃ।
ন বেদং যুধ্যমানং বৈ ভস্মাদপি শতক্রতুঃ ॥৪৮

আমি আচার্যদেবের পক্ষে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বারংবার চীৎকার করিতে করিতে (সিংহনাদ করিয়াছিলাম), কিন্তু যখন শিষ্য হইয়াও দুষ্টদ্যুম্ন আমাকে অবহেলা করত নিজের গুরুকেই হত্যা করিল ॥ ৪৩

এখন আমাদের জীবনের অধিকাংশভাগই অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। ইহাতেই আমাদের নিকার উপস্থিত হইয়াছে। এ কারণেই আমরা এই গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ৪৪

যিনি সর্বদা পিতার ন্যায় আমাদের স্নেহ করিতেন এবং আমাদের হিতকামী ছিলেন, ধর্মতঃ যিনি আমাদের পিতারই তুল্য, সেই গুরুদেবকে আজ আমরা অল্প-তমুর রাজ্যের জন্য হত্যা করাইলাম ॥ ৪৫

প্রজানাথ! ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে তাঁহাদের সেবায় নিরত নিজের পুত্রগণের সহিতই এই সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৬

আমাদের পক্ষপাতী সর্বদা আচার্যদেবের সৎকারই করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা এরূপ উত্তম জীবিকা বৃত্তি পাইয়াও আচার্যদেব সর্বদা আমাকে নিজের পুত্র হইতেও অধিক আদর করিতেন ॥ ৪৭

তিনি আপনাকে ও আমাকে দেখিয়া যুদ্ধে অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন এবং মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। যদি তিনি যুদ্ধ করিতেন, তবে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ৪৮

তস্যাচার্য্যস্য বৃদ্ধস্য হ্রোহো নিত্যোপকারিণঃ।
কৃতো ঘৃণাবৈরমাত্মা রাজ্যার্থে লুব্ধবুদ্ধিভিঃ॥ ৪৯
অহো বত মহৎ পাপং কৃতং কর্ম সুদারুণম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হ্রোণোঽয়ং সাধু ঘাতিতঃ॥ ৫০
সুহৃদ আত্মন্ পিতৃন্ ভ্রাতৄন্ হত্বা জীবিতং চৈব বাদৃশম্।
তাদৃশেৎ সর্বং মম শ্রেয়ো জানাত্যেবং হি মে গুরুঃ॥ ৫১
স যস্য রাজ্যকামেন ভক্তমানো ত্যপেক্ষিতঃ।
তস্যাদর্যাকৃশিরা রাজন্ প্রাপ্তোঽস্মি নরকং প্রভো॥ ৫২
ব্রাহ্মণং বৃদ্ধমাচার্যং ন্যস্তশস্ত্রং মহামুনিম্।
ঘাতয়িত্বাস্ম রাজ্যার্থে ধৃতং শ্রেয়ো ন জীবিতম্॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি অর্জুনবাক্যে
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৬

আমাদের বুদ্ধি লোভগ্রস্ত, নীচ, আমরা রাজ্যের জন্য সদা উপকারকারী বৃদ্ধ আচার্যের সহিত সদা দ্রোহই করিয়া আসিতেছি॥ ৪৯

অহো! আমরা এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাপাপ কর্ম করিয়া ফেলিয়াছি যে, রাজ্যসুখের লোভে পড়িয়া এই আচার্য দ্রোণকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করাইয়াছি॥ ৫০

আমার গুরুদেব এরূপ জানিতেন যে, অর্জুন আমার প্রেয়-বলে প্রয়োজন হইলে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও সুহৃদ এবং নিজের প্রাণ—এই সব কিছুই ত্যাগ করিতে পারে॥ ৫১

কিন্তু আমি রাজ্যের কামনা করিয়া তাঁহার মৃত্যুপ্রাপ্তিকেও উপেক্ষা করিয়াছি। রাজন্! প্রভো! এই পাপের জন্য আজ আমি অধোমস্তক হইয়া নরকে পতিত হইব॥ ৫২

তিনি একে ত' ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার উপর বৃদ্ধ এবং আমার আচার্য। এতদ্ব্যতীত তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং মহামুনির বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় রাজ্যের জন্য তাঁহাকে হত্যা করাইয়া আমার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুবরণকেও আমি শ্রেয় মনে করি॥ ৫৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক ছয়শতাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য বীরোচিতোক্তিঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন স্ব-কার্যস্য সমর্থনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা নোচুস্তত্র মহারথাঃ।
অপ্রিয়ং বা প্রিয়ং বাপি মহারাজ তদন্তরম্॥ ১
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্ভীমসেনোঽভ্যভাষত।
কুৎসয়ন্নিব কৌন্তেয়মর্জুনং ভরতর্ষভ॥ ২

মুনির্বথারণ্যগতো ভাষতে ধর্মসংহিতম্।
ন্যস্তদণ্ডো যথা পার্থ ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ॥ ৩
ক্ষত্রাত্তো ক্ষতাজ্জীবন্ ক্ষত্ত্রা স্ত্রীষপি সাধুষু।
ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষিতিমাপ্নোতি ক্ষিপ্রং ধর্মং যশঃ শ্রিয়ঃ॥ ৪

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেনের বীরোচিত উক্তি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক নিজের কার্যকে সমর্থন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেখানে উপবিষ্ট মহারথীরা তৎসম্বন্ধে প্রিয় কিংবা অপ্রিয় কিছুই বলিলেন না॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন মহাবাহু ভীমসেনের ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি তখন কুন্তীকুমার অর্জুনকে যেন নিন্দা করিতে করিতেই এই কথা বলিলেন॥ ২

পার্থ! বনবাসী মুনি অথবা কোনও প্রাণীকে দণ্ড না দিয়া কঠোর ব্রতপালনে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ যেরূপ ধর্মের উপদেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও ধর্মসঙ্গত কথা বলিয়া যাইতেছ॥ ৩

কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষতি (নষ্ট) হইতে নিজেকে এবং অপরকে ত্রাণ করেন, যুদ্ধে শত্রুদিগের ক্ষতিকরাই যাঁহার জীবিকা এবং যে ব্যক্তি স্ত্রী ও সাধুপুরুষগণের উপরও ক্ষমাভাব গোপন করেন, তিনিই হইলেন—ক্ষত্রিয় এবং ইঁহাদেরই অতিশয়ন্ত ভূমণ্ডলের রাজ্য, যশ, বল ও সম্পদ্ হইয়া থাকে॥ ৪

স ভবান্ ক্ষত্রিয়গুণৈর্যুক্তঃ সর্বৈঃ কুলোদ্বহঃ
অবিপন্নধিয়্ যথা বাচং ব্যাহরন্ নাদ্য শোভসে ॥ ৫
পরাক্রমস্তে কৌন্তেয় শক্রস্যেব শচীপতেঃ।
ন চাতি বর্ততে বর্ষং বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ৬
ন পূজয়েথা যাং কো নু যং ত্রয়োদশবার্ষিকম্।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ধর্মমেবাভিকাঙ্ক্ষসে ॥ ৭
মিথ্যা তাত মনস্তেঽদ্য অধর্মমনুবর্ততে।
আনৃশংস্যে চ তে মিথ্যা বুদ্ধিঃ সততমচ্যুত ॥ ৮
যৎ তু ধর্মপ্রবৃত্তস্য সুতঃ রাজ্যমযন্ত্রতঃ।
দ্রৌপদী চ পরামৃষ্টা সভামানীয় শত্রুভিঃ ॥ ৯
বনং প্রব্রাজিতাশ্চাপি বল্কলাজিনবাসসঃ।
অনর্হমাণাস্তং ভাবং ত্রয়োদশ সমাঃ পরৈঃ ॥ ১০
এতান্যমর্ষস্থানানি মর্ষিতানি ময়ানঘ।
ক্ষত্রধর্মপ্রসক্তেন সর্বমেতদনুষ্ঠিতম্ ॥ ১১

তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয়োচিত গুণসমূহে সম্পন্ন এবং এই কুলের ভার বহন করিতে সমর্থ হইয়াও আজ মূঢ়ের ন্যায় কথা বলিতেছ, ইহা তোমার শোভা পায় না। ৪

কুরুনন্দন! তোমার পরাক্রম শচীপতি ইন্দ্রতুল্য। মহাসাগর যেরূপ নিজের তীরভূমি উল্লঙ্ঘন করে না, সেইরূপ তুমিও কখনও ধর্মমর্যাদা উল্লঙ্ঘন কর নাই। ৬

আজ তেরো বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত ক্রোধকে সম্বরণ করিয়া তুমি যে যজ্ঞের কামনা করিতেছ, ইহার জন্য কোন্ ব্যক্তি না তোমাকে সমাদর করিবে? ৭

তাত! সৌভাগ্যের কথা যে, এ সময়ে তোমার মন ঘোর ধর্মের অনুসরণ করিয়া যাইতেছে। ধর্ম হইতে অবিচ্যুত প্রাজ্ঞ! তোমার বুদ্ধি ক্রূরতার বিষে না জানিয়া যে দয়াভাবেই রহিয়াছে, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়! ৮

কিন্তু, নির্বোধ ধর্মে তৎপর থাকিলেও শত্রুগণ অন্যায়পূর্বক আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, দ্রৌপদীকে সভায় লইয়া গিয়া অপমানিত করিয়াছে এবং আমাদের বল্কল (গাছের ছাল) ও মৃগচর্ম পরাইয়া তেরো বৎসরের জন্য বনে নির্বাসিত করিয়াছে; অথচ আমরা এরূপ ব্যবহারের যোগ্য কখনও ছিলাম না। ৯-১০

হে অনঘ! এই সমস্ত অন্যায় অসহ্য ছিল—অসহ্য ছিল, কিন্তু আমি সব কিছুই নীরবে সহ্য করিয়া লইয়াছি। ক্ষত্রিয়-ধর্মে আসক্ত থাকায় আমি এ সমস্তই সহ্য করিতে পারিয়াছি ॥ ১১

ওমধর্মমনাকৃষ্টং স্বধর্মাদ্ সহিতস্ত্বয়া
দাসবদ্ধান্ হনিষ্যামি ক্ষুদ্রান্ রাজ্যাপহারিণঃ ॥ ১২
যদ্যা হি কথিতং পূর্বং যুদ্ধায়াভ্যাগতা বয়ম্।
ঘটামহে যথাশক্তি যং তু মোহস্ত সুপ্তবৎ ॥ ১৩
অধর্মং নেচ্ছসে জ্ঞাতুং মিথ্যাবচনমেব তে।
ভয়াদিতানামস্মাকং বাচা মর্মাণি কৃন্তসি ॥ ১৪
বপন্ ব্রণে ক্ষারমিব ক্ষতানাং শত্রুকর্শন।
বিদীর্যতে মে হৃদয়ং যদা বাক্শল্যপীড়িতম্ ॥ ১৫
অধর্মেণাং বিপুলং ধার্মিকঃ সন্ ন বুধ্যসে।
যৎ ত্বমাত্মানমস্মাংশ্চ প্রশস্যান্ ন প্রশংসসি ॥ ১৬
বাসুদেবে স্থিতে চাপি দ্রৌপদ্যাঃ প্রশংসসি।
যঃ কলাং ষোড়শীং পূর্ণাং নানুতিষ্ঠেদিতি ॥ ১৭
স্বয়মেবাত্মনো দোষান্ প্রব্রূষি কিমু লজ্জসে।
দারয়েয়ং মহীং ক্রোধাদ্ গিরিবেশ্মক পর্বতান্ ॥ ১৮

কিন্তু এখন ইহার সেই নীচতাপূর্ণ শাসকসমূহের কথা স্মরণ করিয়া আমি তোমার সহিত অবস্থান করত, নিজেদের রাজ্য অপহরণকারী এই নীচ শত্রুদিগকে তাহাদের বন্ধু-বান্ধব ও অনুগামিগণের সহিত বধ করিব। ১২

তুমি প্রথমে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দিয়াছিলে এবং তদনুসারেই আমরা এখানে আসিয়া তাহার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আজ তুমি আমার নিন্দা করিতেছ ॥ ১৩

তুমি স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্মকে কলঙ্কিত চাহ না। তোমার এই সমস্ত কথাই মিথ্যা। এক তো আমরা নিজেরাই ভয়ে পীড়িত হইতেছি, তাহার উপর তুমি আবার বাক্য-বাণের দ্বারা আমাদের মর্মস্থানসমূহ ছেদন করিতেছ ॥ ১৪

শত্রুসূদন! যেরূপ কতকগুলি মরুষ্পদের ব্রণের উপর লবণ ছড়াইয়া দেওয়া হয় (এবং ইহাতে তাহারা যেরূপ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে), সেইরূপ তুমি নিজ বাক্যবাণে পীড়িত করিয়া আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছ ॥ ১৫

যদিও তুমি এবং আমরা প্রশংসার পাত্র, তথাপি তুমি যে নিজের ও আমাদের প্রশংসা করিতেছ না, ইহা অতিশয় অযথা এবং তুমি ধার্মিক হইয়াও এই অযথা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ১৬

যদুনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান থাকিতে তুমি দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতেছ, যে তোমার পূর্ণ ষোল ভাগের এক ভাগও হইতে পারিবে না ॥ ১৭

নিজেই নিজের দোষসমূহ ব্যক্ত করিয়া কেন লজ্জিত

আবিধ্যোভাং গদাং গুর্বীং ভীমাং কাঞ্চনমালিনীম্।
গিরিপ্রকাশান্ কিতিজান্ ভস্মেয়মিলো যথা ॥ ১৯
আবয়েয়ং শরৈশ্চাপি সেন্দ্রান্ দেবান্ সমাগতান্।
সরাক্ষসগণান্ পার্থ সাসুরোরগ-মানবান্ ॥ ২০
স ত্বমেবংবিধং জ্ঞানন্ ভ্রাতরং মাং নরর্ষভ।
দ্রোণপুত্রাদ্ ভয়ং কর্তুং নার্হস্যমিতবিক্রম ॥ ২১
অথবা তিষ্ঠ বিজয়ো সহ সর্বৈঃ সহোদরৈঃ।
অহমেনং গদাপাণিরেষ্যামোঘো মহাহবে ॥ ২২
ততঃ পাঞ্চালরাজস্য পুত্রঃ পার্থমভাষত।
সংক্রুদ্ধমিব নর্দন্তং হিরণ্যকশিপুং হরিম্ ॥ ২৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ

দ্বৌ ভবতো বিপ্রকর্মাণি বিদিতানি মনীষিণাম্
যাজনাধ্যাপনে দানং তথা যজ্ঞ-প্রতিগ্রহৌ

ষষ্ঠমধ্যয়নং নাম ব্রহ্মস্য কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ।
হতো দ্রোণো ময়া জ্ঞেবং কিং মাং পার্থ বিগর্হসে ॥২৪
অপক্রান্তঃ স্বধর্মাচ্চ ক্ষাত্রধর্মং ব্যপাশ্রিতঃ।
অমানুষেণ হন্ত্যানস্ত্বেন ক্ষুদ্রকর্মকৃৎ ॥ ২৫
তথা মায়াং প্রযুঞ্জানমসঙ্গং ব্রাহ্মণব্রুবম্।
মায়য়ৈব বিনাশাদ্ যো ন যুক্তং পার্থ তত্র কিম্ ॥ ২৬
তস্মিংস্তথা ময়া শক্তে যদি দ্রৌণায়নী কৃপা।
কুরুতে ভৈরবং নাদং তত্র কিং মম হীয়তে ॥ ২৭
ন চাদ্ভুতমিদং মন্যে যদ দ্রৌণিস্তৃণসংজ্ঞয়া।
ঘাতয়িষ্যতি কৌরব্যান্ পরিত্রাতুমশক্নুবন্ ॥ ২৮
যচ্চ মাং ধার্মিকো ভূত্বা প্রবীষি গুরুঘাতিনম্।
তদধর্মভয়োৎপন্নঃ পাঞ্চালাস্ত্বং তবোদ্ভবাৎ ॥ ২৯
যস্ত্বং কাপুরুষাকারো বা পুরতঃ স্থাং সমং রণে।
তং ক্ষিপ্রং প্রাপ্য ক্ষুদ্রাত্মন্ ক্ষিপ্রমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০

হইতেছ না? আজ আমি এই নিজের দুর্বলতাকে ভরসা ও তাহার সহায়তা দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই পাপীকে বিদীর্ণ করিতে পারি। পর্বতসকলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারি এবং প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় সমুদ্রসমান বিরাট সৈন্যশ্রেণীকেও ভগ্ন করিতে পারি ॥ ১৮-১৯

পার্থ! অসুর, নাগ, মানব এবং রাক্ষসগণের সহিত সমস্ত দেবগণ ও ইন্দ্রও যদি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে আমি বাণসমূহের দ্বারা ইহাদিগকেও বিতাড়িত করিব ॥ ২০

অমিতপরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন! তোমার ভ্রাতা আমাকে এরূপ জানিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা হইতে তোমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই ॥ ২১

অর্জুন! অথবা তুমি স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের সহিত এখানে অবস্থান কর। আমি হাতে গদা লইয়া একাকীই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে মহাসমরে পরাজিত করিব ॥ ২২

অনন্তর যেরূপ পুরাকালে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জনরত নৃসিংহবেশধারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আস্ফালনসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, সেইরূপ সেখানে অর্জুনকে পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—অর্জুন! যজ্ঞ করা ও যজ্ঞ করান, বেদসমূহ পাঠ করা বা পাঠ করান এবং দান দেওয়া বা দানগ্রহণ করা—এই ছয়টি কর্ম ব্রাহ্মণগণের জন্য মনীষী পুরুষদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল কর্মের মধ্যে কোন্ কর্মে দ্রোণাচার্য প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? যাঁর বধ হইতে এই ভয় হইয়া তিনি ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন পার্থ! এরূপ অবস্থায় যদি আমি দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য আমার নিন্দা করিতেছ কেন? এই নীচ কর্মকারী ব্রাহ্মণ দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা আমাদের সংহার করিতেছিলেন ॥ ২৪-২৬

কুন্তীনন্দন! যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া অপর ব্যক্তিগণের প্রতি মায়া প্রয়োগ করিতেছিলেন এবং তাহাদের অসঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাকে যদি মায়া দ্বারা বধ করা হয়, তবে ইহাতে অনুচিত কি হইতে পারে? ২৭

আমার দ্বারা দ্রোণাচার্য যদি এই অবস্থায় নিহত হন্ এবং ইহাতে যদি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ভয়ানক গর্জন করিতে থাকে, তবে ইহাতে আমার কি হানি হইবে? ২৮

আমি ইহাতে কোন অদ্ভুত বিষয় আছে বলিয়া মনে করি না, অশ্বত্থামা এই যুদ্ধের দ্বারা কৌরবদিগকে হত্যা করাইবে; কারণ, সে নিজে তাহাদের রক্ষা করিতে অসমর্থ ॥ ২৯

ইহা ব্যতীত তুমি ধার্মিক হইয়া আমাকে যে গুরু-হত্যাকারী বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, উহা ঠিক নহে; কারণ, আমি এই কার্যের জন্যই ভয় অগ্নিহুত হইতে পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি ॥ ৩০

অনঘ! রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার সময় যাহার পক্ষে ক্ষমা ও অক্ষমা উভয়ই সমান, তাহাকে তুমি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কিরূপে বলিতে পার? ৩১

যো হ্যনস্ত্রবিদো হন্যাদ্ ব্রহ্মাস্ত্রৈঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
সযোপায়ৈর্ন স কথং বধ্যঃ পুরুষসত্তম ॥ ৩১
বিষমিশ্রং যথান্নাদ্যং প্রোক্তং তেষাং বিষোপমম্।
জানন্ ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ কিং মামর্জুন গর্হসে ॥ ৩২
নৃশংসঃ স মহাক্রূরো রথ এব নিপাতিতঃ।
তস্মান্নিস্ত্রাং বীভৎসো কিমর্থং নাভিনন্দসে ॥ ৩৪
কালানলসমং পার্থ জ্বলনার্কবিষোপমম্।
ভীমং দ্রোণশিরশ্ছিন্নং ন প্রশংসসি মে কথম্ ॥ ৩৫
যোঽসৌ মমৈব নাস্তস্য বান্ধবান্ ধৃষি জঘ্নিবান্।
ছিত্বাপি তস্য মূর্ধানং নৈবাস্মি বিগতজ্বরঃ ৩৬
তচ্চ মে কুরুতে মন্যুং যত্ত তস্য শিরো ময়া।
নিষাদবিষয়ে ক্ষিপ্তং জয়দ্রথশিরো যথা ॥ ৩৭

পুরুষপ্রবর! যে ব্যক্তি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র জানে না এরূপ যোদ্ধাদিগকেও ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বধ করেন, তাঁহাকে সকলপ্রকার উপায়ের দ্বারা বধ করা কেন উচিত হইবে না? ৩১

ধর্ম ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অর্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম পারদর্শিতার কারণ সর্বদা গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিকে স্বয়ং পুরুষগণ ধর্মানুসারের পক্ষে বিষের তুল্য বলিয়াছিলেন ॥ ৩৩

বিভৎসো! দ্রোণাচার্য ক্রূর এবং নৃশংস ছিলেন, সেইজন্য আমি রথের উপরেই আক্রমণ করত তাঁহাকে বধ পূর্বক নিপাতিত করিয়াছি, অতএব আমি নিন্দার পাত্র নই। সুতরাং তুমি কিজন্য আমাকে অভিনন্দিত করিতেছ না? ৩৪

পার্থ! দ্রোণাচার্যের মস্তক প্রলয়কালের আদিত্যতুল্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং লৌকিক অগ্নি, সূর্য ও বিষসদৃশ সন্তাপদাতা ছিল, অতএব আমি উহাকে ছেদন করিয়াছি। সেইজন্য তুমি আমার প্রশংসা করিতেছ না কেন? ৩৫

যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার কাহারও নহে, আমারই বন্ধু-বান্ধবগণকে বধ করিয়াছেন, তাঁহার মস্তক ছেদন করিলে পরও আমার ক্রোধ এবং সন্তাপ শান্ত হইতেছে না ॥ ৩৬

যেরূপ তুমি জয়দ্রথের মস্তক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমিও যে দ্রোণাচার্যের মস্তককে নিষাদগণের স্থানে নিক্ষেপ করি নাই, সেই ভ্রান্তিই আমার মর্মস্থানসমূহ ছেদন করিতেছে ॥ ৩৭

অর্জুন! আমি জানিয়া আসিতেছি যে, শত্রুগণকে বধ করাও অধর্ম। কারণগণের পক্ষে ইহাই ধর্ম যে, যে তব শত্রুকে বধ করিবে, না তব শত্রুর ন্যায় দুষ্কর্মকারী করিবে ॥ ৩৮

পাণ্ডুনন্দন! দ্রোণাচার্য আমার শত্রু ছিলেন, সেইজন্য আমি যুদ্ধে সদাচারের ঠাঁহাকে সেইভাবে বধ করিয়াছি, যেরূপ তুমি তোমার পিতা পাণ্ডুর মিত্র সখা ভগদত্তকে বধ করিয়াছিলে ॥ ৩৯

তুমি যুদ্ধে নিজের পিতামহকেও বধ করিয়া নিজের পক্ষে তা' উঁহাকে বধ বলিয়াই মনে করিতেছ, কিন্তু আমার দ্বারা এক পার্শ্বী শত্রু নিহত হইয়া থাকিলেও তুমি এই কার্যকে বধ বলিয়া মনে করিতেছ না, ইহার কারণ কি? ৪০

পার্থ! যেরূপ হস্তী সমর স্থাপিত করিবার পর নিজের উপর উঠিবার জন্য নিজেই নিজেকে সোপান (সিঁড়ি) করিয়া উপরিস্থ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও তোমার সহিত সমর স্থাপিত হওয়ায় নতমস্তক হইতেছি, অতএব তোমার আমাকে এরূপ বলা উচিত নহে ॥ ৪১

অর্জুন! আমি নিজের তপিনী দ্রৌপদী এবং তাহার পুত্রগণের জন্যই তোমার এই বিপরীত ব্যবহারসমূহ সহ্য করিয়া যাইতেছি, অন্য কোন কারণে নহে ॥ ৪২

দ্রোণাচার্যের সহিত আমার বংশপরম্পরা শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে, যাহা সকলে প্রসিদ্ধ আছে। এই কথা সমস্ত জগদ্বাসীই জানে, পাণ্ডুনন্দনগণ! তোমরাই কি কেবল ইহা জান না? ৪৩

নানৃতী পাণ্ডবো জ্যেষ্ঠো নাহং বাধামিকোঽনৃত।
শিষ্যদ্রোহী হতঃ পাপো বৃথাস্ত বিজয়স্তব ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি ধৃষ্টদ্যুম্নবাক্যে
সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৭

অর্জুন! তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অসত্যবাদী নহেন এবং আমিও অধার্মিক নহি। দ্রোণাচার্য্য পাপী ও শিষ্যদ্রোহী ছিলেন, সেইজন্য নিহত হইয়াছেন। এখন তুমি যুদ্ধ কর, তাহাতে তোমারই হইবে ॥ ৪৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যবিষয়ক সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকি-ধৃষ্টদ্যুম্নযোরাগমনম্, ভীমসেন-সহদেব-শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরৈশ্চ তয়োর্নিবারণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সাঙ্গা বেদা যথান্যায়ং যেনাধীতা মহাত্মনা।
যস্মিন্ সাক্ষাদ্ ধনুর্বেদো দৃঢ়নিষ্ঠেবে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১
যস্য প্রসাদাৎ কুর্বন্তি করাণি পুরুষর্ষভাঃ।
অমানুষাণি সংগ্রামে দেবৈরপ্যকৃতানি চ ॥ ২
তস্মিন্নাচার্য্যকে দ্রোণে সমক্ষং সাধুকর্মণা।
নীচাত্মনা নৃশংসেন ক্ষুদ্রেণ গুরুঘাতিনা ॥ ৩
নামর্ষং তত্র কুর্বন্তি বিক্ ক্ষাত্রং বিগর্হিতম্।
পার্থাঃ সর্বে চ রাজানঃ পৃথিব্যাং যে ধনুর্ধরাঃ ॥ ৪
শ্রুত্বা কিমাহুঃ পাঞ্চাল্যং তন্মাচক্ষ্ব সঞ্জয়।

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুত্বা দ্রুপদপুত্রস্য তা বাচঃ ক্রূরকর্মণঃ ॥ ৫
তূষ্ণীং বভূবুঃ রাজানঃ সর্ব এব বিশাম্পতে।
অর্জুনস্তু কটাক্ষেণ দিশঃ বিপ্রেক্ষ্য পাণ্ডবম্ ॥ ৬
স বাষ্পমতিনিঃশ্বস্য ধিগ্ ধিগিত্যেব চাব্রবীৎ।
যুধিষ্ঠিরশ্চ ভীমশ্চ যমৌ কৃষ্ণস্তথাপরে ॥ ৭
আসন্ সুব্রীড়িতা রাজন্ সাত্যকিস্ত্বব্রবীদিদম্ :
নেহাস্তি পুরুষঃ কশ্চিদ্ য ইমং পাপপুরুষম্ ॥ ৮
ভাষমাণমকল্যাণং ক্ষিপ্রং হন্যাদ্বরাধমম্।
এতে স্থাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে কুৎসয়ন্তি বিকুৎসয়া ॥ ৯

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাগ্‌যুদ্ধ এবং ভীমসেন, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠিরকর্তৃক উহাদের নিবারণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যে মহাত্মা বিধি অনুসারে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যে পঞ্চালীল সংপুরুষে সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁহার কৃপাপ্রসাদে বহু পুরুষরত্ন যোদ্ধা রণাঙ্গনে নানাবিধ পরাক্রম দেখাইয়াছেন, যিনি দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর ছিলেন, সেই দ্রোণাচার্য্যকে এই পাপী, নীচ নৃশংস, ক্ষুদ্র ও গুরুঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলের সম্মুখে নিহত করিতে লাগিল এবং কোন ব্যক্তি ক্রোধপ্রকাশ করিল না। হায়, ধিক্ এই ক্ষত্রিয়সমাজকে এবং ধিক্ তাহাদের এই অসহনীয় স্বভাবকে ॥ ১-৪½

সঞ্জয়! পৃথিবীর যে যে মহত্তর নরপতি সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলে এবং কুন্তীপুত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শুনিয়া তাহাকে কে কি বলিল? তাহা তুমি আমাকে বল। ৪½

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! ক্রূরকর্মা দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত সকল নরপতিগণই নীরব থাকিলেন। কেবল অর্জুনই বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে থাকিয়া অঙ্গবিমর্দন করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক ইহাই বলিলেন,—ধিক্। ধিক্ ॥ ৫-৬½

রাজন্! সেই সময় যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেন, কিন্তু সাত্যকি এই কথা বলিয়া উঠিলেন ॥ ৭½

এখানে কি এরূপ কোন পুরুষ নাই, যিনি এই প্রকার অসত্যপূর্ণ বাক্যভাষী, পাপী, নরাধম ধৃষ্টদ্যুম্নকে শীঘ্রই বধ করিতে পারেন? ৮½

ধৃষ্টদ্যুম্ন! যেরূপ ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালের নিন্দা করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই সব পাণ্ডবগণ তাদৃশ পাপকর্ম করিবার জন্য অন্যান্য ঘৃণা প্রকাশ করিতে করিতে তোমার নিন্দা করিতেছেন ॥ ৯½

কর্মণা তেন পাপেন স্বপাকং ব্রাহ্মণা ইব।
এবং কৃত্বা মহৎ পাপং নির্লজ্জঃ সর্বসাধুষু॥ ১০
ন লজ্জসে কথং বক্তুং সমিতিং প্রাপ্য শোভনাম্।
কথঞ্চ শতধা জিহ্বা ন তে মূর্ধা চ দীর্যতে॥ ১১
গুরুমাক্রোশতঃ ক্ষুদ্র ন চাধর্মেণ পাতয়সে।
বাচাস্যমসি পার্থেভ্য সর্বেভ্যাক্রুশক-বৃষ্ণিভিঃ॥ ১২
যৎ কর্ম কলুষং কৃত্বা শ্লাঘসে জনসংসদি।
অকার্যং তাদৃশং কৃত্বা পুনরেব গুরুং ক্ষিপন্॥ ১৩
বধ্যস্ত্বং ন ত্বয়ার্থোঽস্তি মুহূর্তমপি জীবতা।
কস্মেতদ্ ব্যবসেদার্যস্ত্বদন্যঃ পুরুষাধম॥ ১৪
নিগৃহ্য কেশেষু বধং গুরোর্ধর্ষয়তঃ সতঃ
সপ্তাবরে তথা পূর্বে বান্ধবাস্তে নিমজ্জিতাঃ॥ ১৫
যশসা চ পরিত্যক্তাস্ত্বয়া প্রাপ্য কুলপাংসনম্।
উক্তবাংশ্চাপি যৎ পার্থে ভীষ্মঃ প্রতি নরাধম॥ ১৬

এইরূপ গুরুতর পাপকর্ম করিয়া তুমি সমস্ত ভেদ পুরুষসমূহের দৃষ্টিতে নিন্দার পাত্র হইয়াছ। সাধুপুরুষগণের এই শুদ্ধ সভায় উপস্থিত হইয়া এইরূপ কথা বলিয়া তোমার কেন লজ্জা হইতেছে না? তোমার জিহ্বা কেন শত খণ্ডে খণ্ডিত হইতেছে না এবং তোমার মস্তক কেন বিদীর্ণ হইতেছে না? অরে নীচ! গুরুনিন্দা করিতে করিতে তোমার এই পাপে কেন পতন হইতেছে না? ১০-১১½

তুমি পাপকার্য করিয়া সভামধ্যে যে নিজের প্রশংসা করিতেছ, ইহার জন্য তুমি কুন্তীপুত্রগণ এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও যাদবগণের দ্বারা নিন্দার যোগ্য হইয়াছ॥ ১২½

এইরূপ এক অকার্য করিয়া পুনরায় তুমি সেই গুরুরই নিন্দা করিতেছ, অতএব তুমি বধেরই যোগ্য। একমুহূর্তও তোমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই॥ ১৩½

হে নরাধম! তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন পুরুষ ধর্মাত্মা সজ্জন ভদ্রের কেশ ধারণ করত তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে পারে? ১৪½

তোমার ন্যায় দুরাত্মার পুত্রকে লাভ করিয়া তোমার কুলের পূর্বতন সপ্ত পুরুষ বন্ধু-বান্ধবগণ সহিত নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন এবং চিরকালের জন্য যশোলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন॥ ১৫½

তুমি যে কুন্তীনন্দন অর্জুনের উপর নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের বধের দোষ আরোপ করিলে, তাহাও বৃথা, কারণ, স্বয়ং মহাত্মা ভীষ্মই

তথাস্তো বিহিতস্তেন স্বয়মেব মহাত্মনা।
তস্যাপি তব সোদর্যো নিহন্তা পাপকৃত্তমঃ॥ ১৭
নান্যঃ পাঞ্চাল্যপুত্রেভ্যো বিদ্যতে তুবি পাপকৃৎ।
স চাপি সৃষ্টঃ পিত্রা তে ভীষ্মস্যান্তকরঃ কিল॥ ১৮
শিখণ্ডী রক্ষিতস্তেন স চ মৃত্যুর্মহাত্মনঃ।
পাঞ্চালাংশ্চলিতা ধর্মাৎ ক্ষুদ্রা মিত্রগুরুদ্রুহঃ॥ ১৯
যাং প্রাপ্য সহসোদর্যাং নিত্যং কৃত্বা সর্বসাধুষু।
পুনশ্চৈবংবিধীং বাচং মৎসমীপে বদিষ্যসি॥ ২০
শিরস্তে পোথয়িষ্যামি গদয়া বজ্রকল্পয়া।
দ্রাক্ চ ব্রহ্মহণং দৃষ্ট্বা জনঃ সূর্যমবেক্ষতে॥ ২১
ব্রহ্মহত্যা হি তে পাপং প্রায়শ্চিত্তার্থমাত্মনঃ।
পাঞ্চালক মুহূর্তং ত্বমেব গুরুমগ্রতঃ॥ ২২
গুরোর্গুরুঞ্চ দুর্বৃত্তেঽপি কিপংস্ত্বং হি লজ্জসে।
[illegible] মহাত্মনা॥ ২৩

সেই ভাবে তাঁহার মৃত্যুর বিধান করিয়াছিলেন॥ ১৬½

গুরুতনয়কে ভীষণরূপ চমৎকারী ঘোরতর পাপাচারী ভ্রাতা শিখণ্ডীই। এই ভূতলে পাঞ্চাল ভ্রাতৃপুত্রগণ ব্যতীত অপর আর কাহারও এরূপ পাপকর্ম করিতে পারিবে না॥ ১৭½

ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে, ইহাকেও তোমার পিতা ভীষ্মের মৃত্যুর জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনিই মহাত্মা ভীষ্মের ঘমরূপী মৃত্যুরূপে শিখণ্ডীকে সযত্নে রক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন॥ ১৮½

তুমি এবং তোমার ভ্রাতা এই দুই জনেই সমস্ত সৎপুরুষগণের নিন্দার পাত্র। তোমাদের দুই জনকে পাইয়া সমস্ত পাঞ্চালগণ ধর্মভ্রষ্ট, নীচ, মিত্রদ্রোহী ও গুরুদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে॥ ১৯½

যদি তুমি পুনরায় আমার নিকটে এরূপ কথা বলিতে যাও, তবে আমি আমার এই বজ্রতুল্য গদার দ্বারা তোমার মস্তক বিদলিত করিয়া দিব॥ ২০½

তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ হইয়াছে। ব্রহ্মহত্যাকারী তোমাকে দেখিয়া নিজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মানুষ সূর্য অবলোকন করিতেছে॥ ২১½

দুরাচারী পাঞ্চাল! তুমি আমার অগ্রে আমার গুরু ও আমার গুরুর গুরুকে নিন্দা করিতেছ, ইহাতেও তুমি লজ্জিত হইতেছ না? ২২½

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' তুমি আমার এই গদার একটি আঘাত সহ্য কর, তারপর আমিও তোমার গদার বহু আঘাত সহ্য করিব॥ ২৩½

তব চাপি সহিষ্যেঽহং গদাপাতানেকশঃ।
সাত্বতৈর্বধ্যমাক্ষিপ্তঃ পাপৈঃ পরুষমাত্মনঃ ॥ ২৭
সারব্ধং সাত্যকিং প্রাহ সংক্রুদ্ধঃ প্রহসন্নিব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

ক্ষম্যতে ক্ষম্যতে চেতি ক্ষম্যতে চেতি মাধব ॥ ২৮
সদানার্যোঽভতঃ সাধুঃ পুরুষং ক্ষেপুমিচ্ছতি।
ক্ষমা প্রশস্যতে লোকে ন তু পাপোঽইতি ক্ষমাম্ ॥ ২৯
ক্ষমাবন্তং হি পাপাত্মা জিতোঽয়মিতি মন্যতে।
স ত্বং ক্ষুদ্রসমাচারো নীচাত্মা পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ৩০
আকেশাগ্রান্নখাগ্রাচ্চ সর্বতো বক্তুমিচ্ছসি।
যঃ স ভূরিশ্রবাশ্ছিন্নভুজঃ প্রায়গতস্তয়া ॥ ৩১
বার্ষ্যমাণেন হি ত্বত্তস্ততঃ পাপতরং নু কিম।
হন্যমানো ময়া দ্রোণো নিহতোনাহবে সংযুগে ॥ ৩২
বিসৃষ্টশস্ত্রো নিহতঃ কিং তত্র ক্রূর দুষ্কৃতম্
অবধ্যমানঃ যস্ত্বাজৌ তথা প্রায়গতঃ মুনিম্ ॥ ৩৩
ছিন্নবাহুঃ পরৈর্হন্যাৎ সাত্যকে ন কথং গুরুম্।
নিহত্য বাং পদা ভূমৌ স নিকর্ষতি বীর্যবান্ ॥ ৩৪
কিং তদা ন নিহংস্যেনং কৃত্বা পুরুষসত্তমঃ।
যদা পুনরনার্যেণ পূর্বং পার্শ্বেন নির্জিতঃ ॥ ৩৫
যদা তদা হতঃ শূরঃ সৌমদত্তিঃ প্রতাপবান্।
যত্র যত্র তু পাণ্ডূনাং দ্রোণো দ্রাবয়তে চমূম্ ॥ ৩৬
কিরন্ শরশতান্যাশু তত্র তত্র প্রধাবসি।
স ত্বমেবং বিধিং কৃত্বা কথং চাণ্ডালবৎ স্বয়ম্ ॥ ৩৭
বক্তুমর্হসি বক্তব্যং কস্মাৎ ত্বং পরুষাণ্যপি।
কর্তুং বা যঃ করোতি স্ম মাতা বৃষ্ণিকুলস্য হ ॥ ৩৮
পাপানাঞ্চ সমাচারঃ কর্তব্যং মা পুনরিদম্।
দ্রোণমাসাদ্য ন মা ভূদো বক্তুমর্হস্যতঃপরম্ ॥ ৩৯

সাত্বতবংশীয় সাত্যকি এইরূপ কঠোর বাক্য বলিয়া নিন্দা করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে সাত্যকিকে রাজসভাতে দর্পিত করিলেন ॥ ২৬½

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—মাধব! আমি তোমার এই সব কথা বারবার শুনিতেছি এবং তোমার জন্য তোমাকে ক্ষমাও করিতেছি। দুষ্ট ও অন্যায় পুরুষ সর্বদা সৎপুরুষকে এইরূপ নিন্দা করিবারই ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ২৭½

যদিও সংসারে ক্ষমাগুণেরই প্রশংসা করা হইয়াছে, তথাপি পাপাত্মা পুরুষ কিন্তু কখনও ক্ষমার যোগ্য নহে। কারণ, ক্ষমা করিলে পর সেই পাপাত্মা অনার্য পুরুষকে এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'সে আমার নিকট পরাজিত হইয়াছে' ॥ ২৯½

তুমি স্বয়ং দুরাচারী, নীচ ও পাপপূর্ণ নিষ্ঠুরকারী। বাল্য হইতে নিষাদ পর্যন্ত তোমার পাপে পূর্ণ থাকায় তুমিই নিন্দা-যোগ্য, তথাপি তুমি অপরের নিন্দা করিতেছ ॥ ২৯½

ভূরিশ্রবার বাহু ছিন্ন হইয়াছিল। তিনি আমরণ উপবাস নিয়মপালন পূর্বক নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন। এরূপ অবস্থায় সকলে নিষেধ করিলেও তুমি তাঁহাকে বধ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা অধিক পাপকার্য আর কি থাকিতে পারে? ২৮½

অরে ক্রূর! আমি প্রথমেই নিষাদের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে মথিত করিয়াছিলাম। তারপর সে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া থাকে, তবে ইহাতে আমি কি পাপ করিলাম? ২৯½

সাত্যকে! যে ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে ভূমিস্থিত অস্ত্রহীন লইয়া আমরণ উপবাস-ব্রতের নিষ্ঠার পূর্বক উপবিষ্ট ছিল, যে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতেছিল না এবং যাহার বাহু পক্ষ অর্জুনকর্তৃক ছিন্ন হইয়াছিল, এরূপ ব্যক্তিকে যে হত্যা করিতে পারে, সে অপরকে নিন্দা করে কি করিয়া? ৩০½

যে সময় পরাক্রমশালী ভূরিশ্রবা তোমাকে পদাঘাত করিয়া ধরাতলে পাতিত করিয়া আক্রমণ করিয়া বসিয়া ছিল, সেই সময় তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইয়াও তাহাকে কেন বধ করিতে পার নাই? ৩১½

যখন অর্জুন প্রথমেই দুরাত্মাশালী বীর সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবাকে পরাজিত করিয়া থাকে, সেই সময় তুমি তাহাকে বধ করিয়াছিলে। দেখ, তুমি কিরূপ অন্যায় (নীচ)? ৩২½

দ্রোণাচার্য যেখানে যেখানে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছিল, আমি সেখানে সেখানে গমন করিতাম এবং সহস্র সহস্র বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতাম ॥ ৩৩½

যখন তুমি স্বয়ংই চণ্ডালতুল্য পাপকর্ম করিয়া এরূপ নিন্দার পাত্র হইয়াছ, তখন অপরকে কটুবচন শুনাইবার কি অধিকার তোমার থাকিতে পারে? ৩৪½

বৃষ্ণিকুলকলঙ্ক! তুমিই এরূপ পাপকর্মকারী ছিলে এবং তুমিই পাপকর্মসমূহের নিবাসস্থান, আমি নহি; সুতরাং পুনরায় এরূপ কথা আর মুখ হইতে বাহির করিবে না ॥ ৩৫½

তুমি নীরবে বসিয়া থাক; এখন পুনরায় এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হইবে না। তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা তোমার অন্তিমের নীচতা ॥ ৩৬½

অথবোত্তরমেতদ্ধি যদ্যাং ত্বং বক্তুমর্হসি।
অথ বক্ষ্যসি মাং মৌর্খ্যাদ্ দুষ্টঃ পুরুষমানিনম্ ॥ ৩৭
গময়িষ্যামি বাণৈস্ত্বাং যূনি বৈবস্বতক্ষয়ম্।
ন চৈবং মূর্খ ধর্মেণ কেবলেনৈব শক্যতে ॥ ৩৮
তেষামপি হ্যধর্মেণ চেষ্টিতং শৃণু যাদৃশম্।
বঞ্চিতঃ পাণ্ডবঃ পূর্বমধর্মেণ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৯
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা তথাধর্মেণ সাত্যকে।
প্রব্রাজিতা বনং সর্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥ ৪০
সর্বস্বমপকৃষ্টং চ তথাধর্মেণ বালিশ।
অধর্মেণাপকৃষ্টশ্চ মন্ত্ররাজঃ পরৈরিতঃ ॥ ৪১
অধর্মেণ তথা বালঃ সৌভদ্রো বিনিপাতিতঃ।
উক্তোঽপ্যধর্মেণ হতো ভীষ্মঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৪২
ভূরিশ্রবা হ্যধর্মেণ যদা ধর্মবিদা হতঃ।
এবং পরৈরাচরিতং পাণ্ডবৈরৈক্য সাত্যকে ॥ ৪৩

যদি মূর্খতাবশতঃ পুনরায় আমাকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিবে, তবে যুদ্ধে বাণসমূহের দ্বারা আমি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৩৭½

অরে মূর্খ! কেবল ধর্মের দ্বারাই যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। সেই কৌরবগণও যেরূপ অধর্মপূর্ণ কার্য করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৮½

সাত্যকে! সর্বপ্রথমে তাহারা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়াছে। পুনরায় অধর্মানুসারেই দ্রৌপদীকেও অপমানিত করিয়াছে ॥ ৩৯½

অরে মূর্খ! সমস্ত পাণ্ডবগণকে যে দ্রৌপদীর সঙ্গে বনে প্রেরণ করিয়াছিল এবং তাহাদের সমস্ত হরণ করিয়া লইয়াছিল, এ সবই অধর্ম অনুসারেই করিয়াছিল ॥ ৪০½

সকলে অধর্ম করিয়াই মন্ত্ররাজ শল্যকে নিজের পক্ষে লইয়া গিয়াছে এবং দুরাত্মা বালক-পুত্র অভিমন্যুকে অধর্ম অনুসারেই বধ করিয়াছে ॥ ৪১½

এই পক্ষ হইতেও অধর্মের দ্বারা সকলশত্রুবিজয়ী ভীষ্মকে বিনাশ করা হইয়াছে। আর তুমি ত' অতিশয় বর্বর হইয়াও অধর্মের দ্বারাই ভূরিশ্রবাকে সংহার করিয়াছ ॥ ৪২½

সাত্যকে! এইরূপ বর্বর বীর পাণ্ডবগণ এবং মন্ত্ররাজও যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের জয়লাভ সুরক্ষিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে অধর্মপূর্ণ আচরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩½

রক্ষমাণৈর্জয়ং বীরৈর্ধর্মজ্ঞৈরপি সাত্বত।
দুর্জ্ঞেয়ঃ স পরো ধর্মস্তথাধর্মশ্চ দুর্বিদঃ ॥ ৪৪
যুধ্যস্ব কৌরবৈঃ সার্ধং মা বা পিতৃনিবেশনম্।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমাদীনি বাক্যানি ক্রূরাণি পরুষাণি চ ॥ ৪৫
শ্রাবিতঃ সাত্যকিঃ শ্রীমানাকল্পিত ইবাভবৎ।
তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সাত্যকিস্তমধৎ গদাম্ ॥ ৪৬
বিনিঃশ্বস্য যথা সর্পঃ প্রলিহ্যন্ রথে ধনুঃ।
ততোঽভিপত্য পাঞ্চাল্যঃ সংরম্ভেণেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭
ন ত্বাং বক্ষ্যামি পরুষং হনিষ্যে ত্বাং বৃষক্ষয়ম্।
তমাপতন্তং সহসা মহাবলমমর্ষণম্ ॥ ৪৮
পাঞ্চাল্যাত্মাভিসংক্রুদ্ধমন্তকাদ্যন্তকোপমম্।
চোদিতো বাসুদেবেন ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৪৯
অবপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং দাশার্হাণাং সমক্ষতঃ
দুরুবাচ তদা ক্রুদ্ধঃ সাত্যকিং পাণ্ডবো বলী ॥ ৫০

উত্তম বাক্যের দ্বারা যাঁহা আয়ত্ত করা কঠিন। অথচ ক্রূর ব্যক্তিরা বুঝা সরল হয়। এখন তুমি কৌরবদলের সহিত পুনরায় যুদ্ধ কর। আমার সহিত বিবাদ করিয়া পিতৃলোকে যাইবার জন্য উদ্যত হইও না ॥ ৪৪½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এরূপ বহু কঠোর ও কঠিন বাক্য শ্রবণ করায় শ্রীমান সাত্যকিকে অনাইলেন 'যেন এক সমস্ত শ্রবণ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সর্পের ন্যায় দীর্ঘ শ্বাসত্যাগ পূর্বক নিজের বহু ধনুর উপর রাখিয়া দিলেন এবং হস্তে গদা ধারণ করিলেন। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া রোষসহকারে এই কথা বলিলেন —'এখন আমি তোমাকে আর কঠোর বাক্য বলিব না। তুমি বধেরই যোগ্য, অতএব তোমাকে বধ করিব। ৪৫-৪৭½

মহাবল, অমর্ষশীল এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যমরাজতুল্য সাত্যকি যখন সহসা কালস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে প্রেরিত হইয়া মহাবল ভীমসেন অতিক্রুদ্ধ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দুই হস্তে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪৮-৪৯½

ক্রোধপূর্বক অগ্রসর হইয়া বীরত্বপূর্ণ আস্ফালনকারী বলবান্ সাত্যকিকে মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন সবলে শান্ত করত তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া কিছুদূর গমন করিলেন ॥ ৫০½

প্রস্পন্দমানমাদায় জগাম বলিনং বলাৎ।
স্থিত্বা বিষ্টভ্য চরণৌ ভীমেন শিনিপুঙ্গবঃ॥ ৫১
নিগৃহীতঃ পদে ষষ্ঠে বলেন বলিনাং বরঃ।
অবস্রস্থ রথাৎ তূর্ণং ক্রিয়মাণং বলীয়সা॥ ৫২
উবাচ প্রহসন্ বাচো সহদেবো বিশাম্পতে।
অস্মাকং পুরুষব্যাঘ্র মিত্রমস্তু বিজানতে॥ ৫৩
পরমন্ধক-বৃষ্ণিভ্যঃ পাঞ্চালেভ্যশ্চ মানিষু।
তথৈবান্ধক-বৃষ্ণীনাং তথৈব চ বিশেষতঃ॥ ৫৪
কৃষ্ণস্য চ বয়স্যস্য মিত্রমস্তু বিজানতে।
পাঞ্চালানাঞ্চ যাজ্ঞেষ্যৈ সমুদ্রান্তাং বিচিন্বতাম্॥ ৫৫
নাস্তদস্তি পরং মিত্রং যথা পাণ্ডব-বৃষ্ণয়ঃ।
স ভবানীদৃশং মিত্রং মন্যতে চ যথা ভবান্॥ ৫৬
ভবন্তশ্চ যথাস্মাকং ভবতাঞ্চ তথা বয়ম্।
স এবং সর্বধর্মজ্ঞ মিত্রধর্মমনুস্মর॥ ৫৭

তারপর অবস্থান করত নিজের দুই চরণের দ্বারা তাঁহার গতিরুদ্ধ করিলেন এবং বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিনিপ্রবর সাত্যকিকে ছয় পদ গমনের পরই ভীম সবলে নিজের আয়ত্তে আনিলেন॥ ৫১½

প্রজানাথ! এই সময়ের মধ্যেই সহদেবও অতিসত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং মহাবল ভীমসেনকর্তৃক ধৃত সাত্যকিকে মধুরবাক্যে এই কথা বলিলেন॥ ৫২½

মাননীয় পুরুষসিংহ! যেরূপ অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং যাদব ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা অন্য আর কাহারও আমাদের মিত্র নহে। সেইরূপ অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের আমরা যাদৃশ অপর কেহ মিত্র নাই॥ ৫৩-৫৭½

বৃষ্ণিবংশকুমার! পাঞ্চালগণও যদি সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র ভূমণ্ডল অন্বেষণ করে, তথাপি তাহারা অপর কাহাকেও যেরূপ মিত্র পাইবে না, যেরূপ তাহাদের পক্ষে পাণ্ডব ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ॥ ৫৫½

আপনিও আমাদের সেইরূপই মিত্র, যেরূপ আপনি স্বয়ংই মনে করিয়া থাকেন। আপনারা যেরূপ আমাদের মিত্র, সেইরূপ আমরাও আপনাদেরই মিত্র॥ ৫৬½

হে শিনিপ্রবর! তুমি সর্ব ধর্মশাস্ত্রেই বিশেষ অভিজ্ঞ। এইরূপ মিত্রধর্মের বিচার করিয়া আপনি দুষ্টদ্যুম্নের প্রতি আপনার ক্রোধকে সংবরণ করুন এবং শান্ত হউন। আপনি দুষ্টদ্যুম্নের এবং দুষ্টদ্যুম্ন আপনার সমস্ত দোষ ক্ষমা করুন। আমরা কেবল

নিষঙ্গমধ্যাৎ পাঞ্চাল্যাৎ প্রগৃহ্য শিনিপুঙ্গব।
পার্থতস্ত ক্ষম বং বৈ ক্ষমতাং পার্থতস্ত তে॥ ৫৮
বয়ং ক্ষমিষ্যামস্ত্বি কিমত্র শমাদ্ ভবেৎ।
প্রশাম্যমানে সৈন্যেষু সহদেবেন মানিষু॥ ৫৯
পাঞ্চালরাজস্য সুতঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
মুঞ্চ মুঞ্চ শিনেঃ পৌত্রং ভীম যুদ্ধমদান্বিতম্॥ ৬০
আস্যায়য়তু মামেষ ধরাধরমিবানিলঃ।
যাবদস্য শিতৈর্বাণৈঃ সংরম্ভং বিনয়াম্যহম্॥ ৬১
যুদ্ধশ্রদ্ধাঞ্চ কৌন্তেয় জীবিতং চাস্য সাম্প্রতম্।
কিন্তু শক্যং ময়া কর্তুং কার্যং যদিদমুদ্যতম্॥ ৬২
শুশ্রুবুঃ পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্যস্যেতি হি কৌরবাঃ।
অথবা ফাল্গুনঃ সর্বান্ বারয়িষ্যতি সাম্প্রতম্॥ ৬৩
অহমপ্যস্য মূর্ধানং পাতয়িষ্যামি সায়কৈঃ।
মন্যতে হ্যেষ বাতং মাং দুর্বিজ্ঞেয়সমাহবে॥ ৬৪

ক্ষমাপ্রার্থনাকারী; (অথবা আমরাও সব দোষ ক্ষমা করিলাম) শাস্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কি হইতে পারে?॥ ৫৭-৫৮½

মাননীয় নরেন্দ্র! যখন সহদেব সাত্যকিকে এই ভাবে শান্ত করিতেছিলেন, সেই সময় পাঞ্চাল-রাজের পুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন॥ ৫৯½

ভীমসেন! শিনির এই পৌত্রের নিজের যুদ্ধকৌশলের উপর অতিশয় অহঙ্কার আছে। তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও! যেরূপ বায়ু পর্বতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ এই সাত্যকি আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হউক। কুরুনন্দন! আমি এখনই তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা ইহার ক্রোধ শান্ত করিয়া দিব। সেই সঙ্গে ইহার যুদ্ধের আগ্রহ এবং জীবনও শেষ করিয়া দিব॥ ৬০-৬১½

কিন্তু আমি এসময় কি করিতে পারি? পাণ্ডবগণের এই আচার্যটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য উপস্থিত হইয়াছে। এই কৌরবগণ এখন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে॥ ৬২½

অথবা কেবল অর্জুনই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া এই সব কৌরবদিগকে প্রতিরোধ করুন। আমি সেই সময়ের মধ্যেই নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সাত্যকির মস্তক ছেদন করত ভূপাতিত করিব। এ আমাকে রণাঙ্গনে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবা বলিয়া মনে করিতেছে। তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ইহাকে বধ করিব অথবা আমিই ইহার হস্তে নিহত হইব॥ ৬৩-৬৪½

উৎস্মৃজেনমহং চৈনমেব বা মাং হনিষ্যতি।
শৃণন্ পাঞ্চালবাক্যানি সাত্যকিঃ সর্পবচ্ছ্বসন্ ॥ ৬৫
ভীমবাহুবলোদ্ধূতে শক্তো বিষ্ণুরতানিশং বলী।
তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাহুশালিনৌ ॥ ৬৬
দৃষ্ট্বা বাসুদেবঞ্চ ধর্মরাজঞ্চ মারিষ।
যত্নেন মহতা বীরৌ বারয়ামাসতুস্ততঃ ॥ ৬৭

ভীমসেনের বাহুদ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ বলবান্ সাত্যকি দুষ্টদ্যুম্নের কথা শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিরন্তর মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪½

বীর বাহুসমূহে সুশোভিত এই দুই বীর দুইটি বৃষের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। মাননীয় নরেন্দ্র! সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যত্নসহকারে বিশেষ যত্ন করিয়া সেই দুই বীরকে নিবারণ করিলেন ॥ ৬৬-৬৭

নিবার্য্য পরমেষ্বাসৌ কোপসংরক্তলোচনৌ।
যুযুৎসূনপরান্ সংখ্যে প্রতীয়ুঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৬৮

ক্রোধে রক্তনেত্র এই দুই মহাধনুর্দ্ধর বীরকে নিবারিত করিয়া সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ যুদ্ধের ইচ্ছায় আগত শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি দুষ্টদ্যুম্নসাত্যকিক্রোধে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বে দুষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির ক্রোধবিষয়ক অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ, রাজা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উপদিষ্ট উপায়ে সৈন্যগণের রক্ষা, ভীমসেনের বীরোচিত ভাষণ এবং তাঁহার উপর নারায়ণ-অস্ত্রের প্রবল আক্রমণ।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ স কদনং চক্রে বিপুলাং দ্রোণনন্দনঃ।
যুগান্তে সর্বভূতানাং কালদণ্ড ইবান্তকঃ ॥ ১
বজ্রক্রমং শস্ত্রশৃঙ্গং চণ্ডনাগমহাশিলম্।
অস্ত্র-কিংপুরুষাকীর্ণং শরাসনলতাবৃতম্ ॥ ২
ক্রব্যাদপক্ষিসঙ্ঘুষ্টং ভূতযক্ষগণাকুলম্।
নিহত্য শাত্রবান্ ভল্লৈঃ সোঽচিনোদ্ দেহপর্বতম্ ॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা, প্রলয়কালে কালপ্রেরিত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের সংহারকারী যমরাজতুল্য শত্রুগণের বিনাশ আরম্ভ করিলেন ॥ ১

তিনি শত্রুসৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণতর প্রহার করত বধ করিয়া তাহাদের দেহের দ্বারা এক একটি দেহ-পর্বত নির্মাণ করিলেন। বজ্রসমূহ এই পর্বতের বৃক্ষশ্রেণী, অস্ত্রসকল তাহার শিখর,

ততো বেগেন মহতা বিনদ্য স নরর্ষভঃ
প্রতিজ্ঞাং শ্রাবয়ামাস পুনরেব তবাত্মজম্ ॥ ৪
যস্মাদ্ যুদ্ধান্নিবার্য্যো নরশ্রেষ্ঠমাস্থিতঃ।
মুক্ত শস্ত্রমিতি প্রাহ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫
তস্মাৎ সম্প্রত্যুপস্থস্য ত্রাবয়িষ্যামি বাহিনীম্।
বিদ্রাব্য সর্বান্ হন্ষ্যামি জাল্মং পাঞ্চাল্যমেব তু ॥ ৬

নিহত হস্তিগণ ইহার বড় বড় প্রস্তরখণ্ড এবং অশ্বগণ যেন এই পর্বতে বাসকারী কিন্নর ছিল। মহাবল এই পর্বতের উপর লতার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া যেন আচ্ছাদনতুল্য হইয়াছিল। মাংসলোভী সহস্র সহস্র পক্ষিগণ যেন সেখানে কলরবকারী পক্ষী ছিল এবং ভূতসমূহ এই পর্বতের উপর বিচরণরত যক্ষগণ ছিল ॥ ২-৩

নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা পুনরায় তীব্র বেগে গর্জন করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে স্বীয় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইলেন ॥ ৪

যশের কবচ (আবরণ)-পরিধানকারী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির যুদ্ধারম্ভে আচার্য্যকে যে 'অস্ত্র ত্যাগ করুন' এই কথা বলিয়াছিল এবং অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছিল; সেইজন্য আমি তাহারই সাক্ষাতে তাহার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিব এবং সমস্ত সৈন্য-

সর্বানেতান্ হনিষ্যামি যদি যোৎস্যন্তি মা রণে।
সত্যং তে প্রতিজানামি পরিবর্তয় বাহিনীম্ ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা তব পুত্রস্য বাহিনীং পর্যবর্তয়ৎ।
সিংহনাদেন মহতা ব্যপোহ্য সুমহদ্ ভয়ম্ ॥ ৮
ততঃ সমাগমো রাজন্ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
পুনরেবাভবৎ তীব্রঃ পূর্ণয়োঃ সাগরয়োরিব ॥ ৯
সংরব্ধা হি স্থিরীভূতা দ্রোণপুত্রেণ কৌরবাঃ।
উদগ্রাঃ পাণ্ডুপাঞ্চালা দ্রোণস্য নিধনেন চ ॥ ১০
তেষাং পরমসংহ্লাদো হরমাণানি পশ্যতাম্।
সংরব্ধানাং মহারাজ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ১১
যথা শিলোচ্চয়ে শৈলঃ সাগরে সাগরো যথা।
প্রতিহন্যেত রাজেন্দ্র তথাসন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খসহস্রাণি ভেরীণামযুতানি চ।
অবাদয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ কুরু-পাণ্ডবসৈনিকাঃ

যথা নিমথ্যমানস্য সাগরস্য তু নিঃস্বনঃ।
অভবৎ তব সৈন্যস্য সুমহানদ্ভুতোপমঃ ॥ ১৪
প্রাদুশ্চক্রে ততো দ্রৌণিরস্ত্রং নারায়ণং তদা।
অভিসন্ধায় পাণ্ডূনাং পাঞ্চালানাঞ্চ বাহিনীম্ ॥ ১৫
প্রাদুরাসংস্ততো বাণা দীপ্তাগ্রাঃ খে সহস্রশঃ।
পাণ্ডবান্ কম্পয়িষ্যন্তো দীপ্তাস্যাঃ পন্নগা ইব ॥ ১৬
তে দিশঃ খঞ্চ সৈন্যঞ্চ সমাবৃণ্বন্ মহাহবে।
মুহূর্তাদ্ ভাস্করস্যেব লোকে রাজন্ গভস্তয়ঃ ॥ ১৭
তথাপরে জ্বলন্তো জ্যোতীংষীবামলাম্বরে।
প্রাদুরাসন্ মহারাজ কঙ্কপত্রসমা শুভাঃ ॥ ১৮
চতুশ্চক্রা দ্বিচক্রাশ্চ শতঘ্নো বহুলা গদাঃ।
চক্রাণি চ ক্ষুরান্তানি মণ্ডলানীব ভাস্বতঃ ॥ ১৯
শস্ত্রাকৃতিভিরাকীর্ণমতীব পুরুষর্ষভ।
দৃষ্ট্বাস্ত্রমিদ্ধমাবিদ্ধাঃ পাণ্ডু-পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ ॥ ২০

বিনষ্ট করিব। ৫-৬

যদি ইহারা আমার সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে, তবে আমি ইহাদের সকলকেই বিনাশ করিব, এই সত্য প্রতিজ্ঞা আমি তোমার নিকট করিতেছি। অতএব তুমি তোমার সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আন। ৭

এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন প্রচণ্ড সিংহনাদে নিজের সৈন্যদিগের ভীত চিত্তে দূর করত পুনরায় তাহাদের ফিরাইয়া আনিলেন। ৮

রাজন্! তাহার পর পরিপূর্ণ দুইটি মহাসাগরের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যদিগের অতীব সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ৯

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট হইতে আশ্বাস লাভ করত কৌরব-সৈন্যগণ স্থির হইয়া যুদ্ধের জন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়ায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ উন্নত হইয়া পড়িলেন। ১০

প্রজানাথ! ইহারা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পরস্পর বিনাশেরই অবস্থান দেখিতে লাগিলেন। তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ সৈন্যগণের মধ্যে প্রবল বেগের সঞ্চার হইল। ১১

রাজেন্দ্র! যেরূপ এক পর্ব্বত অন্য পর্ব্বতের দ্বারা প্রতিহত হয় এবং এক সমুদ্র অপর সমুদ্রের দ্বারা ব্যাহত হয়, সেইরূপ এক অবস্থা কৌরব-পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যেও উপস্থিত হইল। ১২

তদনন্তর হৃষ্টমনা হইয়া কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণ সহস্র সহস্র শঙ্খ এবং হাজার হাজার রণভেরী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ১৩

যেরূপ মথিত অবস্থায় সমুদ্রের শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ আপনার সৈন্যদেরও তীব্র কোলাহল অদ্ভুত এবং অনুপম ছিল। ১৪

তাহার পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। তাহা হইতে আকাশে হাজার হাজার বাণের সৃষ্টি হইল। এই সব বাণের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং প্রজ্বলিত মুখবিশিষ্ট সর্পসমূহের ন্যায় আসিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ১৫-১৬

রাজন্! মুহূর্তকালের মধ্যেই সূর্য্যের কিরণাবলি সম্পূর্ণ জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই মহাসমরে উক্ত বাণসমূহ দিঙ্মণ্ডল, আকাশ ও সমস্ত সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ১৭

মহারাজ! এইরূপ সেখানে নির্মল আকাশে প্রকাশিত জ্যোতির্ময় গ্রহ-নক্ষত্ররাজির ন্যায় লোহার প্রজ্বলিত গোলাসমূহও শোভিত হইতে লাগিল। ১৮

তখন চারিচক্র ও দুই চক্রবিশিষ্ট বহু শতঘ্নী (তোপ), গদা এবং যাহাদের প্রান্তভাগে ক্ষুর যোজিত আছে, এরূপ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশমান বহু চক্র আবির্ভূত হইল। ১৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আকাশকে বিভিন্ন অস্ত্রের আকারবিশিষ্ট পদার্থসমূহে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ২০

যথা যথা শুধুয়ান্ত পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
তথা তথা তদস্ত্রং বৈ ব্যবর্ধত জনাধিপ ॥ ২১
ব্যধমানাস্তদাস্ত্রেণ তেন নারায়ণেন বৈ।
দহ্যমানাস্তথাগ্নেয়েনেব সর্বতোঽভ্যদ্রবন্ রণে ॥ ২২
যথা হি শিশিরাপায়ে গহনে কক্ষমুত্তমম্।
তথা তদস্ত্রং পাণ্ডূনাং দদাহ ধন্বিনীং প্রভো ॥ ২৩
আপূর্যমাণেনাস্ত্রেণ সৈন্যে ক্ষীয়তি চ প্রভো।
জগাম পরমং ত্রাসং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৪
দ্রবমাণং তু তৎ সৈন্যং দৃষ্ট্বা বিগতচেতনম্।
মধ্যস্থতাঞ্চ পার্থস্য ধর্মপুত্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ২৫
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলায়স্ব সহ পাঞ্চালসেনয়া।
সাত্যকে ত্বঞ্চ গচ্ছস্ব বৃষ্ণ্যন্ধকবৃতো গৃহান্ ॥ ২৬
বাসুদেবোঽপি ধর্মাত্মা করিষ্যত্যাত্মনঃ ক্ষমম্।
শ্রেয়ো হ্যুপদিশত্যেষ লোকস্য কিমুতাত্মনঃ ॥ ২৭
সংগ্রামস্তু ন কর্তব্যঃ সর্বসৈন্যান্ ব্রবীমি বঃ।
অহং হি সহ সৌদর্যৈঃ প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্ ॥ ২৮
ভীষ্ম-দ্রোণার্ণবং তীর্ত্বা সংগ্রামে ভীমদুস্তরে।
বিমজ্জিষ্যামি সলিলে সপদৌ দ্রৌণিগোষ্পদে ॥ ২৯
কামঃ সম্পদ্যতামস্য বীভৎসোরাশু মাং প্রতি।
কল্যাণবৃত্তিরাচার্যো ময়া যুধি নিপাতিতঃ ॥ ৩০
যেন বালঃ স সৌভদ্রো যুদ্ধানামবিশারদঃ।
সমর্থৈর্বহুভিঃ ক্রূরৈর্ঘাতিতো নাভিপালিতঃ ॥ ৩১
যেনাবিক্লবতা প্রশ্নঃ ত্বয়া কৃষ্ণা সভাং গতা।
উপেক্ষিতা সপুত্রেণ ঘাসভাবং নিযচ্ছতী ॥ ৩২
(রক্ষণে চ মহান্ যত্নঃ সৈন্ধবস্য কৃতো যুধি।
অর্জুনস্য বিঘাতার্থং প্রতিজ্ঞা যেন রক্ষিতা ॥
ব্যূহদ্বারি বধশ্চৈব ধৃতা যেন জিগীষবঃ।
বারিতশ্চ মহৎ সৈন্যং প্রবিশৎ তব যদ্বলম্ ॥)

হে নরাধিপ! পাণ্ডব মহারথেরা যেমন যেমন যুদ্ধ করিতে ছিলেন, এই অস্ত্র সেই সেইভাবেই বর্ধিত হইতে লাগিল ॥ ২১

এই নারায়ণাস্ত্রে আহত সৈন্যগণ এমনভাবে পীড়িত হইয়া পড়িল যে, যেন সকলদিকেই তখন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ॥ ২২

প্রভো! যেমন শীতকাল অতিক্রান্ত হইবার পর গ্রীষ্মকাল আসিলে অগ্নি শুষ্ক তৃণসমিতে কক্ষ বৃক্ষাদিকে ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই অস্ত্র পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৩

রাজন্! যখন এই অস্ত্র সকলদিকেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাহার দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যরা ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল, তখন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২৪

যিনি নিজের সেই সৈন্যদিগকে যখন অচেতন হইয়া পলায়ন করিতে এবং কুন্তীপুত্র অর্জুনকে উদাসীনভাবে অবস্থানে করিতে দেখিলেন, তখন তিনি এই কথা বলিলেন ॥ ২৫

ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চালসৈন্যদের সহিত পলাইয়া যাও। সাত্যকে! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণকে সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন কর ॥ ২৬

ধর্মাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজের জন্য যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন। ইনি সমস্ত জগৎকে কল্যাণের উপদেশ দান করিয়া থাকেন, সুতরাং নিজের কল্যাণ নিজে কেন করিবেন না? ॥ ২৭

আমি একলাই সৈন্যদিগকে বারণ করিব। তোমরা আর কেহ যুদ্ধ করিবে না। এখন আমি সকল ভ্রাতার সহিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইব ॥ ২৮

কাপুরুষগণের পক্ষে দুস্তর সংগ্রামে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যরূপ সাগর পার হইয়া আসিয়া আমি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত অল্পজলরূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হইব ॥ ২৯

অর্জুনের আমার প্রতি যে শত্রু কামনা আছে, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ, আমি সখা আমারই কল্যাণে নিরত আচার্যকে আমি যুদ্ধে বিনাশ করাইয়াছি ॥ ৩০

যিনি যুদ্ধকৌশলরহিত বালক সুভদ্রাপুত্রকে ক্রূরস্বভাব বহুসংখ্যক শক্তিশালী মহারথী বীরগণের দ্বারা নিহত করাইয়াছেন এবং তাহাকে রক্ষা করেন নাই ॥ ৩১

পুত্র সহ যিনি সভায় উপনীতা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই সময় এই দ্রৌপদী আমাদের দাসত্ব নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল ॥ ৩২

(যিনি অর্জুনের বিনাশের হেতু যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।) আমরা জয়লাভে ইচ্ছুক হইয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, কিন্তু যিনি আমাদের ব্যূহের দ্বারেই রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যখনকি ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেই আমার সৈন্যবাহিনীকে যিনি বন্ধ করিয়াছিলেন।)

জিঘাংসুর্ধার্তরাষ্ট্রস্য ভ্রাতৃভিঃসহিতস্য ফাল্গুনম্।
কবচেন তথা গুপ্তো রক্ষার্থং সৈন্ধবস্য চ ॥৩৩
যেন ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্বদ্ধা পাঞ্চালাঃ সত্যজিন্মুখাঃ।
কুর্বাণা মঞ্জরে বরং সমূলা বিনিপাতিতাঃ ॥ ৩৪
যেন প্রব্রাজ্যমানাংশ্চ রাজ্যাদ্ বনমবাসকঃ।
নিবার্যমাণা হ্যু বরং নান্নুযাতাস্তদৈষিণঃ ॥ ৩৫
যোঽসাবত্যন্তমত্মাসু কুর্বাণঃ সৌহৃদং পরম্।
হতস্তদর্থে মরণং গমিষ্যামি সবান্ধবঃ ॥ ৩৬
এবং ব্রুবতি কৌন্তেয়ে দাশার্হস্ত্বরিতস্ততঃ।
নিবার্য সৈন্যং বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৭
শীঘ্রং ত্যজত শস্ত্রাণি বাহেভ্যশ্চাবরোহত।
এষ যোগোঽত্র বিহিতঃ প্রতিষেধে মহাত্মনা ॥ ৩৮
বিপাশ-শল্মলেভ্যশ্চ ক্ষিতিঃ সর্বৈরবরোহত।
এবমেতন্ন বো হন্তাপ্যসুরঃ ভূমৌ নিরাসুধান ॥৩৯

যথা যথা হি যুধ্যন্তে যোধা গুরুমিদং প্রতি।
তথা তথা ভবন্ত্যেতে কৌরবা বলবত্তরাঃ ॥ ৪০
নিক্ষেপ্যন্তি চ শস্ত্রাণি বাহনেভ্যোঽবরুহ্য যে।
(যেঽঞ্জলিং কুর্বতে বীরা নমন্তি চ বিবাহনাঃ।)
তানৈন্দ্রমস্ত্রং সংগ্রামে নিহনিষ্যতি মানবান্ ॥ ৪১
যে ত্বেতৎপ্রতিযোৎস্যন্তি মনসাপীহ কেচন।
নিহনিষ্যতি তান্ সর্বান্ রসাতলগতানপি ॥ ৪২
তে বচস্তস্য শ্রুত্বা বাসুদেবস্য ভারত।
ঈষুঃ সর্বে সমুৎসৃষ্টুং মনোভিঃ করণৈশ্চ ॥ ৪৩
তত উৎসৃষ্টুকামাংস্তান্ জ্ঞাত্বাঽলক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
ভীমসেনোঽব্রবীদ্ রাজন্নং সংহর্ষয়ন্ বচঃ ॥ ৪৪
ন কথঞ্চন শস্ত্রাণি মোক্তব্যানীহ কেনচিৎ।
অহমাবারয়িষ্যামি দ্রোণপুত্রাস্ত্রমাত্মগৈঃ ॥ ৪৫

অর্জুনের অবর্তমানে যেন পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করিয়াছিল এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন যখন অর্জুনকে যে কৌরবদের রক্ষায় তাহার উপর আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময় যিনি তাহার ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের রক্ষার জন্য তাহাকে নিজ কবচের দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

ব্রহ্মাস্ত্রে অভিজ্ঞ যে আচার্যদেব আমার জয়লাভের জন্য প্রথমতঃ সত্যজিৎ প্রভৃতি পাঞ্চাল বীরগণকে সমূলে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৪

যখন কৌরবেরা অন্যপুরুষ আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতেছিল, তখন যিনি আমাদের নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমাদের অনুগমন করেন নাই, অথচ আমরা সকলে তাঁহার (দ্রোণাচার্যের) অনুগমন কামনা করিয়াছিলাম ॥৩৫

যিনি এইরূপে আমাদের উপর অত্যন্ত স্নেহ করিতেছিলেন, সেই দ্রোণাচার্য নিহত হইয়াছেন; অতএব তাঁহার জন্য নিজের বান্ধবগণের সহিত আমিও মৃত্যুবরণ করিব ॥ ৩৬

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিতেছিলেন, সেই সময় দশার্হ-কুলকুল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্বরা সহকারে নিজের বাহুদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিবারণ করত এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭

যোদ্ধাগণ! তোমরা সকলে নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ কর এবং যান-বাহন হইতে নামিয়া পড়। পরমাত্মা নারায়ণ এই অস্ত্রকে নিবারণ করিবার জন্য ইহাই উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩৮

তোমরা সকলে রথী, অশ্ব ও হস্তিসমূহ হইতে শীঘ্রই ভূমিতে নামিয়া পড়। এইভাবে ভূমিতে নিম্নে হইয়া বিদ্যমান থাকিলে তোমাদিগকে এই অস্ত্র বধ করিবে না ॥ ৩৯

আমাদের যোদ্ধারা যেরূপ যেরূপ এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, সেইরূপ সেইরূপেই এই কৌরবগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া যাইবে ॥ ৪০

যাহারা নিজ নিজ যান-বাহন হইতে নামিয়া পড়িয়া অস্ত্র নিম্নে রাখিয়া দিবে এবং যে বীরগণ বাহনরহিত হইয়া ইহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে, সেই সব মনুষ্যকে এই অস্ত্রসংগ্রাম ভূমিতে সংহার করিবে না ॥ ৪১

যে সকল ব্যক্তি মনের দ্বারা যুদ্ধের জন্য এই অস্ত্রের সম্মুখীন হইবে, তাহারা যদি পরে রসাতলেও চলিয়া যায়, তবে এই অস্ত্র তাহাদিগকে সেখানে গিয়াও বধ করিবে ॥ ৪২

ভারত! ভগবান্ বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত যোদ্ধাগণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনের দ্বারাও অস্ত্র ত্যাগ করিবার পরামর্শ করিলেন ॥ ৪৩

রাজন্! তখন এই সকল যোদ্ধাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া দিতে উদ্যত দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন তাহাদের উৎসাহ ও হর্ষবর্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৪

কোনও বীরের পক্ষে কোন সময়েই যে কোন ভাবে অস্ত্র-সকল ত্যাগ করা উচিত নহে। আমি স্বীয় শীঘ্রগামী অস্ত্র-সমূহের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিব ॥ ৪৫

গদয়াপানয়াগুর্ব্যা তেমবিগ্রহয়া রণে।
কালবৎ প্রহরিষ্যামি দ্রোণেরস্ত্রং বিনাশয়ন্ ॥৪৬
ন হি মে বিক্রমে তুল্যঃ কশ্চিন্নস্তিপুমানিহ।
যথৈব সবিতুস্তুল্যা জ্যোতিরন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৪৭
পঞ্চত্তেমৌ হি মে বাহু নাগরাজকরোপমৌ।
সমর্থৌ পর্বতস্যাপি শৈশিরস্য নিপাতনে ॥ ৪৮
নাগাযুতসমপ্রাণো হ্যহমেকো নরেষিহ।
শক্রো যথা প্রতিযুধ্যো দিবি দেবেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৪৯
অদ্য পশ্যত মে বীর্যং বাহ্বোঃ পীনাংসয়োর্যুধি।
জলমানস্য দীপ্তস্য দ্রৌণেরস্ত্রস্য বারণে ॥ ৫০
যদি নারায়ণাস্ত্রস্য প্রতিযোদ্ধা ন বিদ্যতে।
অদ্যৈতৎ প্রতিযোৎস্যামি পশ্যৎসু কুরু-পাণ্ডবু ॥ ৫১
অর্জুনার্জুন বীভৎসো ন শস্ত্রং গাণ্ডিবং ত্বয়া।
শশাঙ্কস্যেব তে পক্ষ্মা নৈর্মল্যং পাতয়িষ্যতি ॥ ৫২

অর্জুন উবাচ।

ভীম নারায়ণাস্ত্রে মে গোপ্তৃ চ ব্রাহ্মণেষু চ।
এতেষু গাণ্ডিবং শস্ত্রমেতদ্ধি ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৫৩
এবমুক্তস্ততো ভীমো দ্রোণপুত্রমরিন্দমম্।
অভ্যয়াদ্রথঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চসা ॥ ৫৪
(কম্পয়ন্ মেদিনীং সর্বাং ত্রাসয়ংশ্চ চমূং তব।
শঙ্খশব্দং মহৎ কৃত্বা ভুজশব্দঞ্চ পাণ্ডবঃ।
তস্য শঙ্খস্বনং শ্রুত্বা বাহুশব্দঞ্চ ভীষণঃ।
সমন্তাৎ কৌরবীকৃতা শরব্রাতৈরবাকিরন্ ॥)
স এনমিষুজালেন লঘুত্বাচ্ছীঘ্রবিক্রমঃ।
নিমেষমাত্রেণাসাদ্য কুন্তীপুত্রোঽভ্যবাকিরৎ ॥ ৫৫
ততো দ্রৌণিঃ প্রহস্যৈনং দৃষ্ট্বা ভগ্নাংশ্চ তান্ শরান্।
অবাকিরৎ প্রলীনাগ্রৈঃ শরৈঃ সূর্যাংশুসন্নিভৈঃ ॥ ৫৬

এই সুবর্ণখচিত তীক্ষ্ণ গদা দ্বারা রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার জন্য আমি সাক্ষাৎ কালের ন্যায় উহার উপর প্রহার করিব ॥ ৪৬

যেরূপ সূর্যের ন্যায় অপর কোন জ্যোতিষ্মান্ গ্রহ নাই, সেইরূপ এই সংসারে আমার পরাক্রমের সমানতাকারী অপর কোনও যোদ্ধা নাই ॥ ৪৭

গজরাজের শুণ্ডের ন্যায় স্থূল (মোটা) আমার এই বাহুদ্বয় তোমরা অবলোকন কর, ইহারা হিমালয় পর্বতকেও ধরাশায়ী করিতে সমর্থ ॥ ৪৮

এখানকার যত মানুষ আছে, তাহাদের মধ্যে আমি একাই আছি, যাহার মধ্যে দশ হাজার হাতীর বল আছে। যেরূপ স্বর্গলোক ও দেবগণের মধ্যে একা ইন্দ্রই সেরূপ আছেন—যাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা নাই ॥ ৪৯

আজ এই বুকস্থলে বিশাল ভুজযুক্ত এই দুই বাহুর বল দেখ, ইহারা কিভাবে অশ্বত্থামার প্রজ্বলিত ও দীপ্তিমান্ অস্ত্রকে নিবারণ করিতে থাকিবে ॥ ৫০

যদি নারায়ণ-অস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা কোন ব্যক্তি না থাকে, তবে আজ আমি কৌরব ও পাণ্ডবদলের সাক্ষাতেই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিব ॥ ৫১

অর্জুন! অর্জুন! বীভৎসো! তুমিও তোমার গাণ্ডীবধনু ত্যাগ করিও না; কারণ, তাহা হইলে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় তোমাতেও কলঙ্ক আরোপিত হইবে এবং তোমার নির্মলতাকেও নষ্ট করিয়া দিবে ॥ ৫২

অর্জুন বলিলেন,—ভীমসেন! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণ—ইহাদের সম্মুখে গাণ্ডীবধনু ত্যাগ করাই আমার উত্তম ব্রত ॥ ৫৩

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভীমসেন একাকীই সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং মেঘগর্জনতুল্য গম্ভীর শব্দকারী রথের দ্বারা পরাক্রমী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৪

(পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন ভীষণরবে শঙ্খধ্বনি করিয়া ও বাহুর আস্ফোটন শব্দ করত সমস্ত পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে এবং আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে চলিলেন।

ইহার শঙ্খধ্বনি ও বাহু আস্ফোটন শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণ তাঁহাকে চারিদিকে কোরবদ্ধ করত ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।)

শীঘ্রতার সহিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ কুন্তীকুমার ভীমসেন নিমেষের মধ্যেই অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া নিপুণতার সহিত তীব্র বাণজাল বর্ষণ করত তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৫

তখন অশ্বত্থামা হাস্য করত ধাবিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত ভীমসেনকে কিছু বলিয়া তাঁহার উপর নারায়ণ-অস্ত্রে অভিমন্ত্রিত প্রজ্বলিত অগ্রভাগবিশিষ্ট সূর্যকিরণের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

পন্নগৈরিব দীপ্তাস্যৈর্মর্দ্বিভির্বলিনঃ রণে।
অবকীর্ণোঽভবৎ পার্থঃ স্ফুলিঙ্গৈরিব পাবকঃ ॥ ৫৭
তস্য রূপমভূদ্ রাজন্ ভীমসেনস্য সাধ্বসে।
যজ্ঞোত্থৈরাবৃতস্যেব পর্বতস্য দিনক্ষয়ে ॥ ৫৮
তদস্ত্রং দ্রোণপুত্রস্য তস্মিন্ প্রতিসমস্যতি।
অবর্তত মহারাজ যথাগ্নিরনিলোদ্ধতঃ ॥ ৫৯
বিবর্ধমানমালক্ষ্য তদস্ত্রং ভীমবিক্রমম্।
পাণ্ডুসৈন্যমৃতে ভীমং সুমহদ্ ভয়মাবিশৎ ॥ ৬০
ততঃ শস্ত্রাণি তে সর্বে সমুৎসৃজ্য মহীতলে
অবারোহন্ রথেভ্যশ্চ হয়েভ্যশ্চ সর্বশঃ ॥ ৬১
তেষু নিক্ষিপ্তশস্ত্রেষু বাহনেভ্যস্ত্বরাতেষু চ।
তদস্ত্রমার্ত্যা বিপুলং ভীমমূর্ধ্বমুপাপতৎ ॥ ৬২
হাহাকৃতানি কৃতানি পাণ্ডবাশ্চ বিশেষতঃ।
ভীমসেনমপশ্যন্তু তেজসা সংবৃতং তথা ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি পাণ্ডবসৈন্যাস্ত্রত্যাগে
নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯

রথাদনে এই সকল বাণ প্রজ্বলিত মুখবিশিষ্ট সর্পগণের ন্যায় অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছিল। কুন্তীনন্দন ভীমসেন উহাতে আবৃত হইয়া পড়িলেন। তখন মনে হইতেছিল—ইহার উপর সর্বদিক স্ফুলিঙ্গসকল পতিত হইতেছে ॥ ৫৭

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের রূপ সন্ধ্যার সময় জ্যোতিষ্টোম যোগানুষ্ঠানে পরিবেষ্টিত পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫৮

মহারাজ! ভীমসেন যখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সেই অস্ত্রের সম্মুখে বাণপ্রহার করিতে লাগিলেন, তখন সেই অস্ত্র বায়ুর সহায়তায় বর্ধিত অগ্নির ন্যায় সত্বর বেগে বর্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯

সেই অস্ত্রকে বর্ধিত হইতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেন ব্যতীত অন্য সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল ॥ ৬০

তখন সেই সমস্ত সৈন্যগণ নিজ নিজ অস্ত্রসকল ধরাতলে স্থাপন করত রথ, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি সকলপ্রকার বাহন হইতে নীচে নামিয়া পড়িল ॥ ৬১

উহারা সকলে অস্ত্র রাখিয়া দিল এবং বাহনসমূহ হইতে নীচেতে নামিয়া পড়িলে সেই অস্ত্রের বিশাল শক্তি কেবল ভীমসেনের উপরেই আসিয়া পড়িল ॥ ৬২

তখন সমস্ত প্রাণী বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। উহারা দেখিলেন—ভীমসেন সেই অস্ত্রের তেজে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছেন ॥ ৬৩

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বে পাণ্ডবসৈন্যগণের অস্ত্রত্যাগ-বিষয়ক নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন রথাদ্ ভীমসেনস্য বলপূর্ব্বকমবতারণম্, তেন নারায়ণাস্ত্রস্য শান্তভাবাবলম্বনম্, অস্ত্রস্যাস্য পুনঃ প্রয়োগে অশ্বত্থামোঽসামর্থ্যজ্ঞাপনম্, অশ্বত্থাম্না দৃষ্টদ্যুম্নস্য পরাজয়ঃ, সাত্যকিনা দুর্য্যোধনঃ, কৃপাচার্য্যঃ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণঃ, বৃষসেনশ্চেত্যেতেষাং যুধাং মহারথিনাং বিতাড়নম্, অশ্বত্থাম্না মালব-কৌরক-চেদিদেশীয়ানাং যুবরাজানাং বিনাশঃ, অশ্বত্থাম-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধম্, পাণ্ডবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীমসেনং সমাকীর্ণং দৃষ্ট্বাস্ত্রেণ ধনঞ্জয়ঃ।
তেজসঃ প্রতিঘাতার্থং বারুণেন সমাবৃণোৎ ॥ ১
নালক্ষয়ত তৎ কশ্চিদ্ বারুণাস্ত্রেণ সংবৃতম্।
অর্জ্জুনস্য লঘুত্বাচ্চ সংবৃতত্বাচ্চ তেজসঃ ॥ ২
সাগ্নিসূত্তরথো ভীমো দ্রোণপুত্রাস্ত্রসংবৃতঃ।
অগ্নাবগ্নিরিব শুদ্ধো জ্বালামালী সুদুর্দ্দৃশঃ ॥ ৩
যথা রাত্রিক্ষয়ে রাজন্ জ্যোতীংষ্যস্তং গিরিং প্রতি।
সমাপেতুস্তথা বাণা ভীমসেনরথং প্রতি ॥ ৪
স হি ভীমো রথশ্চাস্য হয়াঃ সূতশ্চ মারিষ
সংবৃতা দ্রোণপুত্রেণ পাবকাভির্গতাভবন ॥ ৫
যদা দগ্ধ্বা জগৎ কৃৎস্নং সমরে সচরাচরম্।
গচ্ছেদ্ বহ্নিবিভোরাস্যং তদাস্ত্রং ভীমমাবৃণোৎ ॥ ৬
সূর্য্যমগ্নিঃ প্রবিষ্টঃ স্যাদ্ যথা চাগ্নিং দিবাকরঃ।
তথা প্রবিষ্টং তং তেজো ন প্রাজ্ঞায়ত পাণ্ডবঃ ॥ ৭
বিকীর্য্যমাণং তদ্ দৃষ্ট্বা তথা ভীমরথং প্রতি।
উদীর্য্যমাণং দ্রৌণিস্তু নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥ ৮
সর্ব্বসৈন্যস্য পাণ্ডূনাং কৃষ্ণস্যাস্ত্রমচেতনম্।
যুধিষ্ঠিরপুরোগাংশ্চ বিমুখানস্ত্রমার্গতঃ ॥ ৯
অর্জ্জুনো বাসুদেবশ্চ তদমার্গে মহাত্মানৌ।
অবস্থিতৌ যথান্যায়ং ভীমমাত্রস্তরাং ততঃ ॥ ১০

দ্বিশততম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভীমসেনকে রথ হইতে বলপূর্ব্বক অবতারণ, ইহাতে নারায়ণ অস্ত্রের শান্তভাব ধারণ, এই অস্ত্রের পুনঃ প্রয়োগে অশ্বত্থামার অসামর্থ্যজ্ঞাপন, অশ্বত্থামা দ্বারা দৃষ্টদ্যুম্নের পরাজয়, সাত্যকিকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও বৃষসেন—এই ছয় মহারথীর বিতাড়ন, অশ্বত্থামা দ্বারা মালব, কৌরব ও চেদিদেশের যুবরাজগণের বিনাশ, অশ্বত্থামা ও ভীমের তুমুল যুদ্ধ এবং পাণ্ডবসৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেনকে সেই অস্ত্রের দ্বারা পরিবৃত হইতে দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহার উপর এই অস্ত্রের তেজ নিবারণ করিবার জন্য বারুণাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ১

অর্জ্জুনের অতিশয় নৈপুণ্যবশতঃ এবং ভীমসেনের উপর নারায়ণাস্ত্রের তেজের আবরণবশতঃ এবং কেহই দেখিতে পাইল না যে, ভীমসেন বারুণাস্ত্রের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছে ॥ ২

অশ্ব, সারথি ও রথসহ ভীমসেন দ্রোণপুত্রের সেই অস্ত্রের দ্বারা আবৃত হইয়া অগ্নির মধ্যে অবস্থিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। তিনি তখন প্রজ্বলিত শিখাসমূহে এরূপ পরিবৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন ছিল ॥ ৩

রাজন্! যেরূপ রাত্রি সমাগত হইবার সময় জ্যোতিষ্কগণ অস্তাচলের দিকে গমন করিতে থাকে, সেইরূপ অশ্বত্থামার সেই বাণ রথের উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪

মাননীয় নরেন্দ্র! ভীমসেন, তাঁহার রথ, অশ্বগণ এবং সারথি—এ সমস্তই অশ্বত্থামার অস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নির মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ৫

যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্ত্তকনামক অগ্নি চরাচর সকল প্রাণীর সহিত এই সম্পূর্ণ জগৎকে ভস্মীভূত করিয়া পরমাত্মার মুখে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অস্ত্র ভীমসেনকে চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ৬

যেরূপ সূর্য্যে অগ্নি এবং অগ্নিতে সূর্য্যদেব প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই অস্ত্রের তেজ তেজস্বী ভীমসেনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; সেইজন্য ভীমসেন কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন না ॥ ৭

সেই অস্ত্র ভীমসেনের রথের উপর আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। যুদ্ধস্থলে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা না থাকায় অশ্বত্থামা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যরা অস্ত্র পরিহারের জন্য অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথী যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন। এই সমস্ত দেখিয়া মহাতেজস্বী অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া ভীমসেনের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮-১০

ততস্তদ্ দ্রোণপুত্রস্য তেজোঽস্ত্রবলসম্ভবম্।
বিনাশে তৌ সুবলিনৌ মায়য়াবিশতাং তথা ॥ ১১
সুতশস্ত্রৌ ততস্তৌ তু নাদহৎ স্নেহস্ত্রজোঽনলঃ।
বারুণাস্ত্রপ্রয়োগাচ্চ বীর্যবত্ত্বাচ্চ কৃষ্ণয়োঃ ॥ ১২
ততস্তদ্ভবতুর্ভীমঃ সর্বশস্ত্রাণ্যুপানি চ।
নারায়ণাস্ত্রশান্ত্যর্থং নর-নারায়ণৌ বলাৎ ॥ ১৩
আকৃষ্যমাণঃ কৌন্তেয়ো নদত্যেব মহারবম্।
বর্ষতে চৈব তদ্ ঘোরং দ্রৌণেরস্ত্রং সুদুস্তরম্ ॥ ১৪
তমব্রবীদ্ বাসুদেবঃ কিমিদং পাণ্ডুনন্দন।
বার্ষ্যমাণোঽপি কৌন্তেয় যদ্ যুধ্যস্ব নিবর্তসে ॥ ১৫
যদি যুদ্ধেন জেয়াঃ স্যুরিমে কৌরবনন্দনাঃ।
বয়মপ্যত্র যুধ্যেম তথা চেমে নরর্ষভাঃ ॥ ১৬
রথেভ্যস্ত্বরতীর্ণাঃ স্ম সর্ব এব হি তাবকাঃ।
তস্মাৎ ত্বমপি কৌন্তেয় রথাৎ তূর্ণমবাক্রম ॥ ১৭

এবমুক্তো তু তং কৃষ্ণো রথাদ্ ভূমিমবর্তরৎ।
নিঃশস্ত্রং যথা নাগং ক্রোধসংরক্তলোচনম্ ॥ ১৮
যদাপকৃষ্টঃ স রথান্ন্যাসিতস্তাবুভৌ ভুবি।
ততো নারায়ণাস্ত্রং তৎ প্রশান্তং শত্রুতাপনম্ ॥ ১৯

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ প্রশান্তে বিধিনা তেন তেজসি দুঃসহে।
বভূবুর্বিমলাঃ সর্বা দিশঃ প্রদিশ এব চ ॥ ২০
প্রববুশ্চ শিবা বাতাঃ প্রশান্তা মৃগপক্ষিণঃ।
বাহনানি চ হৃষ্টানি প্রশান্তেঽস্ত্রে সুদুর্জয়ে ॥ ২১
বাপোঢ়ে চ ততো ঘোরে তস্মিংস্তেজসি ভারত।
বভৌ ভীমো নিবাপায়ে ধীমান্ সূর্য ইবোদিতঃ ॥ ২২
হতশেষং বলং তৎ তু পাণ্ডবানামতিষ্ঠত।
অস্ত্রব্যূপরমাদ্ধৃষ্টং তব পুত্রজিঘাংসয়া ॥ ২৩
ব্যবস্থিতে বলে তস্মিন্নস্থে প্রতিহতে তথা।
দুর্যোধনো মহারাজ দ্রোণপুত্রমথাব্রবীৎ ॥ ২৪

সেখানে উপস্থিত হইয়া এই দুই অত্যন্ত বলবান্ বীর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্র-শক্তি হইতে উৎপন্ন অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করত মায়াদ্বারা উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। ১১

এই দুই বীর নিজেদের অস্ত্র ত্যাগিয়া দিয়াছিলেন, বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই দুই জনই (কৃষ্ণ ও অর্জুন) অধিক শক্তিশালী ছিলেন; সেই কারণে এই অস্ত্রজনিত অগ্নি তাঁহাকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১২

তদনন্তর নর-নারায়ণস্বরূপ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সেই নারায়ণাস্ত্রের শান্তির জন্য ভীমসেনকে এবং তাঁহার অনুসরণকে বলপূর্বক রথের নীচেতে আকর্ষণ করত নামাইলেন। ১৩

আকর্ষণ করিবার সময় কুন্তীকুমার ভীমসেন আরও তীব্র স্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ইহাতে অশ্বত্থামার পরম দুর্ধর্ষ সেই অস্ত্র আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। ১৪

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! কুন্তীকুমার! একি কথা! তুমি নিষেধ করিলেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না কেন? যদি এই কৌরবনন্দনগণ বর্তমানে যুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইত, তবে আমরা ও এই সব নরশ্রেষ্ঠ নৃপগণ সকলেই যুদ্ধই করিতাম। ১৫-১৬

তোমার সকল সৈন্যই রথ হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। কুন্তীকুমার! এখন তুমিও শীঘ্রই রথ হইতে নামিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাও। ১৭

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে চক্ষুরক্তবর্ণ করত সর্বশস্ত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে ভীমসেনকে রথ হইতে ভূমিতে নামাইয়া দিলেন। ১৮

যখন তিনি রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অনুসরণ ভূমিতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন শত্রুতাপন সেই নারায়ণাস্ত্র স্বয়ংই প্রশান্ত হইয়া যাইলেন। ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই বিধি অনুসারে সেই দুঃসহ তেজ শান্ত হইয়া যাইলে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ নির্মল হইল। শীতল ও শান্ত বায়ু বহিতে লাগিল। পশু-পক্ষিগণের আর্তনাদ বন্ধ হইয়া যাইল এবং এই দুর্জয় অস্ত্র শান্ত হইলে পর সমস্ত বাহনগণও সুখী হইল। ২০-২১

ভারত! সেই ভয়ঙ্কর তেজ ভূতীভূত হইলে পর বুদ্ধিমান্ ভীমসেন রাত্রি অতিক্রান্ত হইবার পর সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ২২

পাণ্ডবগণের যে সকল সৈন্য নিহত না হইয়া অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সেই অস্ত্র শান্ত হইলে পুনরায় আপনার পুত্রগণের বিনাশের জন্য হৃষ্ট হইয়া উঠিল। ২৩

মহারাজ! সেই অস্ত্র প্রতিহত হয় পাণ্ডব সৈন্যগণ বিধি অনুসারে সমাবিষ্ট হইলে পর দুর্যোধন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলেন। ২৪

অশ্বত্থামন্ পুনঃ সীমন্তমধ্যেঽস্ত্রং প্রযোজয়।
অবস্থিতা হি পাঞ্চালাঃ পুনরেতে জয়ৈষিণঃ॥ ২৪
অশ্বত্থামা তথোক্তস্তু তব পুত্রেণ মারিষ।
মুহূর্তমভিনিঃশ্বস্য রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২৫
নৈতদ্ভবর্ত্ততে রাজন্নস্ত্রং দ্বির্যোপপদ্যতে।
আরব্ধং হি নিবর্ত্তেত প্রযোক্তারং ন সংশয়ঃ॥ ২৭
এষ চাস্ত্রপ্রতীঘাতং বাসুদেবঃ প্রযুক্তবান্।
অন্যথা বিহিতঃ সংখ্যে বধঃ শত্রোর্জনাধিপ॥ ২৮
পরাজয়ো বা মৃত্যুর্বা শ্রেয়ান্ মৃত্যুর্ন নির্জয়ঃ।
বিজিতাস্তারয়ো হ্যেতে শস্ত্রোৎসর্গাপ্লুতোপমাঃ॥ ২৯

দুর্য্যোধন উবাচ।

আচার্য্যপুত্র যদ্যেতদ্ দ্বিরস্ত্রং ন প্রযুজ্যতে।
অস্ত্রৈরস্ত্রজ্ঞয়া ব্যক্তমস্ত্রৈরস্ত্রবিদাং বর॥ ৩০
ত্বয়ি শস্ত্রাণি দিব্যানি ত্রাস্থতে চাগ্নিতোজসি।
উচ্যতো ন হি তে মূঢ়ো সাক্ষাদ্ধি পুরন্দরঃ॥ ৩১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্নস্ত্রে প্রতিহতে দ্রোণে চোপরিনা হতে।
তথা দুর্য্যোধনেনোক্তো দ্রৌণিঃ কিমকরোৎ পুনঃ॥ ৩২
দৃষ্ট্বা পার্থাংশ্চ সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরস্কৃতান্।
নারায়ণাস্ত্রনির্মুক্তাংস্তরন্তঃ পৃতনামুখে॥ ৩৩

সঞ্জয় উবাচ।

জ্ঞাত্বা পিতুঃ স নিধনং সিংহলাঙ্গূলকেতনঃ।
ন ক্রোধো ভরদ্বাজস্য দ্রোণমিত্যুবাচ পার্ষতম্॥ ৩৭
অভিক্রম্য চ নিঃশঙ্কো ক্ষুদ্রকাণাং নরর্ষভ।
পঞ্চভিস্তাড়য়ামাস নিশিতৈঃ পুরুষর্ষভঃ॥ ৩৫
পৃষতাস্ত্রক্ষতো রাজন্ জ্বলদগ্নিমিব পাবকম্।
দ্রোণপুত্রং ত্রিষষ্টিস্তু রাজন্ বিব্যাধ পত্রিণাম্॥ ৩৬
সারথিং চাস্য বিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
হয়াংশ্চ চতুরোঽবিধ্যচ্ছরৈর্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৭

অশ্বত্থামন্! তুমি পুনরায় শত্রুর এই অস্ত্রের প্রয়োগ কর, কারণ, জয়াভিলাষী এই পাঞ্চাল-সৈন্যগণ আবার যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অবস্থান করিতেছে॥ ২৪

মাতুল! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা অতিশয় দীনভাবে বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজাকে এই কথা বলিলেন॥ ২৬

রাজন্! এই অস্ত্র পুনরায় ফিরিয়া আসে না এবং দ্বিতীয় বার ইহার প্রয়োগও হয় না। যদি এই অস্ত্র পুনরায় প্রয়োগ করা হয়, তবে ইহা প্রয়োগকারীকেই শেষ করিয়া দিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ২৭

হে অনেষয়! গুরুদেব এই অস্ত্রের নিবারণের উপায় বলিয়া দিয়াছেন এবং উহা নিজে প্রয়োগও করিয়াছেন; অন্যথা আজই যুদ্ধে সমস্ত শত্রুগণের বধ অবশ্যই হইত॥ ২৮

পরাজয় এবং মৃত্যু—এই উভয়ের মধ্যে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ, পরাজয় নহে। কি এই সমস্ত শত্রুগণ পরাজিতই হইয়াছে এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুতুল্যই হইয়া গিয়াছে॥ ২৯

দুর্য্যোধন বলিলেন;—আচার্য্যপুত্র! তুমি তো সমস্ত অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যদি এই অস্ত্রের দুই বার প্রয়োগ না হইয়া থাকে, তবে শত্রু অস্ত্রের দ্বারা এই সকল গুরুঘাতীদিগকে বধ কর॥ ৩০

তোমার মধ্যে এবং অমিততেজস্বী ভগবান্ শঙ্করের মধ্যেই সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি তুমি বধ করিতে ইচ্ছুক না হও, তবে তোমার নিকট হইতে আততায়ী ক্রুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্রও জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না॥ ৩১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্যকে প্রতারণা করিয়া বধ করিবার পর এবং সাত্যকির হাতে হত হইলে পর সমর দুর্য্যোধন এই কথা বলিল, তখন অশ্বত্থামা কি করিল?॥ ৩২

কারণ, সে দেখিয়াছে যে, নারায়ণাস্ত্র হইতে মুক্তি পাইয়া পাণ্ডবেরা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে এবং যুদ্ধে সম্মুখভাগে বিচরণ করিতেছে॥ ৩৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অশ্বত্থামার ধ্বজ-পতাকায় সিংহের পুচ্ছের চিহ্ন নির্ম্মিত ছিল। তিনি পিতার নিধনের ঘটনা স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অস্ত্র পরিত্যাগ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৩৪

নরশ্রেষ্ঠ! নিকটে যাইয়া পুরুষপ্রবর অশ্বত্থামা প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্ষুদ্রক নামে বিশটি বাণ প্রহার করিলেন। তারপর অত্যন্ত বেগে পাঁচটি বাণের প্রয়োগে তাঁহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৫

রাজন্! তখনকার ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ক্রোধে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে তেষট্টিটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৬

তারপর শিলাশাণিত ও সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত বিশটি বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকে এবং চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৭

বিধূন্বা বিধ্বনন্নদ্রৌণিঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।
আদদে সর্বলোকস্য প্রাণানিব মহারথে ॥ ২৮
পার্ষতস্তু বলী রাজন্ কৃতাস্ত্রঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।
দ্রৌণিমেবাভিদুদ্রাব মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ২৯
ততো বাণময়ং বর্ষং দ্রোণপুত্রস্য মূর্ধনি।
অবাসৃজদমেয়াত্মা পাঞ্চাল্যো রথিনাং বরঃ ॥ ৩০
তং দ্রৌণিঃ সমরে ক্রুদ্ধং ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ।
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৩১
ত্রাভ্যাঞ্চ সুবিসৃষ্টাভ্যাং ক্ষুরাভ্যাং ধ্বজ-কার্মুকে।
ছিত্ত্বা পাঞ্চালরাজস্য দ্রৌণিশ্চক্রে মহাহবে।
তস্য চাতুচরান্ সর্বান্ ক্রুদ্ধঃ প্রাহরবাস্ত্রৈঃ। ৩৩
ততঃ প্রদুদ্রুবে সৈন্যং পাঞ্চালানাং বিশাম্পতে।
সম্ভ্রান্তরূপমার্তঞ্চ ন পরস্পরমৈক্ষত ॥ ৩৪

দৃষ্ট্বা তু বিমুখান্ যোধান্ ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পীড়িতম্।
সৈনেয়োঽচোদয়ৎ তূর্ণং রথং দ্রৌণিরথং প্রতি ॥ ৩৫
আর্দ্রভিন্নিশিতৈর্বাণৈরশ্বত্থামানমার্দয়ৎ।
বিংশত্যা পুনরাহত্য নানারূপৈরমর্ষণঃ ॥ ৩৬
বিব্যাধ চ তথা সূতং চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
ধনুশ্চৈকেন সংবব্রস্চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥ ৩৭
স সাশ্বং ব্যথমচ্চাপি রথং হেমপরিষ্কৃতম্।
শুচি বিব্যাধ সমরে ত্রিংশতা সায়কৈর্ভৃশম্ ॥ ৩৮
এবং স পীড়িতো রাজন্নশ্বত্থামা মহাবলঃ।
শরজালৈঃ পরিবৃতঃ কর্তব্যং নাবপদ্যত ॥ ৩৯
এবং গচ্ছতি গুরোঃ পুত্রে তব পুত্রো মহারথঃ।
কৃপ-কর্ণাদিভিঃ সার্ধং শরৈঃ সাত্বতমার্দয়ৎ ॥ ৪০
দুর্যোধনস্তু বিংশত্যা কৃপঃ শারদ্বতস্ত্রিভিঃ।
কৃতবর্মা চ দশভিঃ কর্ণঃ পঞ্চাশতা শরৈঃ ॥ ৪১

বৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পুনঃ পুনঃ বাণবিদ্ধ করিতে থাকিয়া পৃথিবীকে যেন কম্পিত করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন মনে হইতেছিল—সেই মহাসমরে তিনি সম্পূর্ণ জগতেরই প্রাণহরণ করিতেছেন ॥ ২৮

রাজন্! বলবান্, অক্ষুব্ধ ও দৃঢ়নিশ্চয় দৃষ্টদ্যুম্ন মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার সীমা নির্ধারণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

তাঁহার পর অমেয় আত্মাবলসম্পন্ন, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পাঞ্চালপুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার মস্তকের উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩০

নিজের পিতার বধের বৃত্তান্ত বারংবার স্মরণ করিতে করিতে দ্রোণপুত্রও সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টদ্যুম্নকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং দশটি বাণ প্রহার করিয়া তাঁহাকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

তাহার পর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত দুইটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা পাঞ্চালরাজপুত্রের ধনুক ও পতাকা ছেদন করত অন্য বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে উত্তমরূপে পীড়িত করিলেন ॥ ৩২

কেবল ইহাই নহে, দ্রোণপুত্র সেই মহাযুদ্ধে দৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্ব, সারথি ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত সেবকগণকে বাণপ্রহার করিতে করিতে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

প্রজানাথ! তখনকার পাঞ্চালসৈন্যগণ ভীত ও আর্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তাঁহারা সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে তখন দেখিতেও ছিল না ॥ ৩৪

যোদ্ধাগণকে যুধিষ্ঠির ও দৃষ্টদ্যুম্নকে বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া সাত্যকি অতিসত্বর নিজের রথ অশ্বত্থামার রথের দিকে প্রেরিত করিলেন ॥ ৩৫

তিনি এই সময় আটটি তীক্ষ্ণ বাণে অশ্বত্থামাকে আহত করিবার পর অমর্ষপূর্ণ সাত্যকি নানাপ্রকারের বিশটি বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পুনরায় বিদ্ধ করত তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন এবং পূর্ণরূপে সাবধান হইয়া এক সিদ্ধহস্ত যোদ্ধার ন্যায় তিনি চারিটি বাণের দ্বারা অশ্বত্থামার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করত তাঁহার ধ্বজ ও ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৩৬-৩৭

ইহার পর অশ্বগণের সহিত তাঁহার সুবর্ণভূষিত রথকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং রণাঙ্গনে ত্রিশটি বাণের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৩৮

রাজন্! এইরূপে বাণসমূহের জালে পরিবৃত হইয়া পীড়িত মহাবল অশ্বত্থামা কোন কিছুই কর্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৩৯

গুরুপুত্র অশ্বত্থামা এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে আপনার মহারথী বীর পুত্র দুর্যোধন কৃপাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণের সহিত আসিয়া সাত্যকিকে বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

দুর্যোধন বিংশ, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য তিন, কৃতবর্মা দশ,

দুঃশাসনঃ শতেনৈব বৃষসেনশ্চ সপ্তভিঃ।
সাত্যকিং বিব্যধুস্তূর্ণং সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫২
ততঃ স সাত্যকী রাজন্ সর্বানেব মহারথান্।
বিরথান্ বিমুখাংশ্চৈব ক্ষণেনৈবাকরোন্নৃপ ॥ ৫৩
অশ্বত্থামা তু সম্প্রাপ্য চেতনাং ভরতর্ষভ।
চিন্তয়ামাস দুঃখার্তো নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪
অথো রথান্তরং দ্রৌণিঃ সমারুহ্য পরন্তপঃ।
সাত্যকিং বারয়ামাস কিরন্ শরশতান্ বহূন্ ॥ ৫৫
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য ভারদ্বাজমুতং রণে।
বিরথং বিমুখং চৈব পুনশ্চক্রে মহারথঃ ॥ ৫৬
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ দৃষ্ট্বা সাত্যকিবিক্রমম্।
শঙ্খশব্দান্ তৃণং চক্রুঃ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ॥ ৫৭
এবং তং বিরথং কৃত্বা সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
জঘান বৃষসেনস্য ত্রিসাহস্রান্ মহারথান্ ॥ ৫৮
অযুতং দন্তিনাং সাদ্যং কৃপস্য নিজঘান সঃ
পঞ্চাযুতানি চাশ্বানাং শকুনেশ্চাপি সপ্তভিঃ ॥ ৫৯
ততো দ্রৌণির্মহারাজ রথমাস্থায় বীর্যবান্।
সাত্যকিং প্রতিসংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ তদ্বধেপ্সয়া ॥ ৬০
পুনস্তমাপতন্তং দৃষ্ট্বা শৈনেয়ো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অদারয়ৎ ক্রূরতরৈঃ পুনঃ পুনররিন্দম ॥ ৬১
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসো নানালিঙ্গৈরমর্ষণঃ।
যুযুধানেন বৈ দ্রৌণিঃ প্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬২
শৈনেয়াদ্যুপপত্তিস্তে জানাম্যাচার্যঘাতিনি।
ন চৈনং ত্রাস্যসি মযা প্রস্থনাস্থানমেব চ ॥ ৬৩
শপেঽহমিষ্টদারাংশ্চ সত্যেন তপসা তথা।
অহত্বা সর্বপাঞ্চালান্ যদি শান্তমহং লভে ॥ ৬৪
যদ্ বলং পাণ্ডবেয়ানাং বৃষ্ণীনামপি যদ্ বলম্।
ক্রিয়তাং সর্বমেবেহ নিহনিষ্যামি সোমকান্ ॥ ৬৫
এবমুক্ত্বার্করশ্মাভং সুতীক্ষ্ণং তং শরোত্তমম্।
বাসুদেবায় সাদ্যতে দ্রৌণির্বজ্রং বৃত্রে যথা হরিঃ ॥ ৬৬

কর্ণ পকাশ, দুঃশাসন এক শত এবং বৃষসেন সাতটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা শীঘ্রই সকলদিকে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫১-৫২

রাজন্! তখন সাত্যকিও সেই সব মহারথী বীরগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই রথহীন এবং যুদ্ধবিমুখ করিয়া দিলেন ॥ ৫৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! অন্যদিকে অশ্বত্থামা যখন চৈতন্যলাভ করিলেন, তখন তিনি অতিশয় দুঃখপীড়িত হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ৫৪

তারপর অন্য রথে আরোহণ করিয়া শত্রুতাপন অশ্বত্থামা বহুসংখ্য শর বর্ষণ করত সাত্যকিকে নিবারণ করিলেন ॥ ৫৫

তদ্দর্শনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া মহারথী সাত্যকি তাঁহাকে পুনরায় রথহীন ও যুদ্ধবিমুখ করিয়া দিলেন ॥ ৫৬

রাজন্! সাত্যকির এই পরাক্রম দেখিয়া পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

এইভাবে তাঁহাকে রথহীন করিয়া সত্যপরাক্রমশালী সাত্যকি বৃষসেনের তিন হাজার বিশাল রথসমূহকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৫৮

তদনন্তর তিনি কৃপাচার্যের সৈন্যদের পনের হাজার হস্তিসৈন্যকে সংহার করিলেন। তারপর শকুনির পঞ্চাশ হাজার অশ্বকেও তিনি বধ করিলেন ॥ ৫৯

মহারাজ! তখন পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা অন্য একটি রথে আরোহণ করত সাত্যকির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০

শত্রুদমন নরেশ! অশ্বত্থামাকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া সাত্যকি অত্যন্ত ক্রুর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বারংবার বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

যখন যুযুধান নানাপ্রকার চিহ্নযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা মহাবাহুর অশ্বত্থামাকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন, তখন দ্রোণনন্দন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৬২

শিনিপৌত্র! আমি জানি, আচার্য-হত্যাকারী দুষ্টদ্যুম্নের প্রতি তোমার বিশেষ সহযোগিতা ও পক্ষপাত আছে, কিন্তু তুমি আমার দ্বারা রক্ষিত এই দুষ্টদ্যুম্নকে ও নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৬৩

শিনিবংশধুরন্ধর! আমি সত্য ও তপস্যার শপথ লইয়া বলিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যবিগকে বধ করিতে না পারিলে, আমার শান্তিলাভ হইবে না ॥ ৬৪

পাণ্ডবগণের যে বল আছে এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণের যে বল আছে, এই সমস্ত বলই যদি এখন নিয়োজিত হয়, তথাপি আমি সোমকগণকে অবশ্যই সংহার করিব ॥ ৬৫

এই কথা বলিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সাত্যকির উপর সূর্যের কিরণসমূহের ন্যায় তেজস্বী এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উত্তম বাণসমূহ

স তং নিহিত্য তেনাস্ত্রঃ সাত্বতঃ সশরাসনম্।
বিবেশ বসুধাং ভিত্ত্বা খমন্ বিদ্যুদিবোল্লসঃ॥ ৬৭
স ভিন্নকবচঃ শূরস্তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং ক্ষুরিতব্রণসম্রবঃ॥ ৬৮
সীদন্ রুধিরসিক্তশ্চ রথোপস্থ উপাবিশৎ।
সূতেনাপাস্তভূর্ণঃ দ্রোণপুত্রাদ্ রথান্তরম্॥ ৬৯
অথাস্যেন সুপুঙ্খেন শরেণানতপর্বণা।
আজঘান ভ্রুবোর্মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পরন্তপঃ॥ ৭০
স পূর্বমভিবিদ্ধশ্চ ভৃশং পশ্চাচ্চ পীড়িতঃ।
সসাদাথ চ পাঞ্চাল্যো ব্যপাশ্রয়ত চ ধ্বজম্॥ ৭১
তং নাগমিব সিংহেন দৃষ্ট্বা রাজন্ শরার্দিতম্।
জবেনাভ্যদ্রবন্ শূরাঃ পঞ্চ পাণ্ডবতো রথাঃ॥ ৭২
কিরীটী ভীমসেনশ্চ বৃষ্ণিক্ষত্রশ্চ সৌরবঃ।
যুধামন্যুশ্চ চৈদ্যোগ্রো মালবশ্চ সুদর্শনঃ॥ ৭৩
এতে হাহাকৃতাঃ সর্বে প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
বীরং দ্রৌণায়নিং বীরাঃ সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্॥ ৭৪
তে বিংশতিপদে ন্যস্তা গুরুপুত্রমমর্ষণম্।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্বাণৈরভ্যয়ন্ সর্বতঃ সমম্॥ ৭৫
আশীবিষোপমৈর্বিংশত্যা পঞ্চভিশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ যুগপদ্ দ্রৌণিঃ পঞ্চবিংশতিসায়কান্॥ ৭৬
পঞ্চভিশ্চ শিতৈর্বাণৈঃ সৌরবং দ্রৌণিরার্দয়ৎ।
মালবং ত্রিভিরেকেন পার্থং ষড়্ভির্বকোদরম্॥ ৭৭
ততস্তে বিব্যধুঃ সর্বে দ্রৌণিং রাজন্ মহারথাঃ।
যুগপচ্চ পৃথক্ চৈব কঙ্কপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ॥ ৭৮
যুধামন্যুশ্চ বিংশত্যা দ্রৌণিং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
পার্থশ্চ পুনরষ্টাভিস্তথা সর্বে ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥ ৭৯

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—তাহাতে মনে হইতে লাগিল যে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উপর বজ্রপ্রহার করিলেন॥ ৬৬

তাঁহার নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত বাণ সাত্যকির দেহ কবচসহ বিদীর্ণ করত পৃথিবীকে ভেদপূর্বক তাহার মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল, যেরূপ শৈলসমূহনাশকারী সর্প বিলের (গর্তের) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৭

কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইলে বীরবর সাত্যকি অঙ্কুশের প্রহারে আহত হাতীর ন্যায় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হইতেছিল। তিনি শিথিল ও রক্তে আপ্লুত হইয়া বহু বাণ পরিত্যাগ পূর্বক রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন সারথি অতিক্রুদ্ধ তাঁহাকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট হইতে অন্য রথের পার্শ্বে লইয়া যাইল॥ ৬৮-৬৯

তদনন্তর শত্রুতাপন অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ পঙ্খ ও আনতপর্বযুক্ত অপর দুটি বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের দুই ভ্রূ মধ্যস্থানে আঘাত করিলেন॥ ৭০

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পূর্ব হইতেই অধিক আহত ছিলেন। পুনরায় পশ্চাতেও (পরেও) অস্ত্রাঘাত পীড়িত হইয়া তিনি আসনে সবেগে বসিয়া পড়িলেন এবং ধ্বজের উপর নিজের দেহ ন্যস্ত করিলেন (ঠেস দিলেন)॥ ৭১

রাজন্! যেরূপ সিংহ হস্তীকে পীড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার বাণসমূহে পীড়িত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব-পক্ষের পাঁচজন যোদ্ধাসহ মহারথী বীর ভীমবেগে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৭২

ইঁহাদের নাম হইল—কিরীটধারী অর্জুন, ভীমসেন, সৌরব বৃষ্ণিক্ষত্র, চেদিদেশের যুবরাজ এবং মালবরাজ সুদর্শন॥ ৭৩

এই সব বীরগণ হাহাকার করিতে করিতে হাতে বহু বাণসহ ধনুক চারিদিক্ দিয়া বীর অশ্বত্থামাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥ ৭৪

সাধ্যমানচিত্ত এই সব রথীরা বিশ পদ অগ্রসর হইতেই অমর্ষশীল গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইলেন এবং সর্বদিক্ হইতে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা এক সঙ্গেই তাঁহার উপর আঘাত করিলেন॥ ৭৫

তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বিষাক্ত সর্পসদৃশ পঁচিশটি বাণের দ্বারা তাঁহাদের পাঁচিশটি বাণকে ছেদন করিলেন॥ ৭৬

তারপর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সাতটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সৌরব বৃষ্ণিক্ষত্রকে পীড়িত করিলেন। তিনটি বাণে মালবরাজ সুদর্শনকে, একটি বাণে অর্জুনকে এবং ছয়টি বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৭৭

রাজন্! তাহার পর সেই সব মহারথী বীরগণ একত্রে মিলিত হইয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবেও শিলাশাণিত ও সুদর্শনযুক্ত পঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণসুতকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৭৮

চেদিদেশের যুবরাজ বিংশ, অর্জুন আট এবং অন্য সব যোদ্ধারা তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৭৯

ততোঽর্জুনং ষড়্ভিরধোক্ষজানা
দ্রৌণায়নিঃ শক্তিভিরাশুদেবম্।
ভীমং দশার্দ্ধৈর্ধুরজং চতুর্ভি-
র্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মালবং পৌরবঞ্চ ॥৮০
সূতং বিধ্বা ভীমসেনস্য ষড়্ভি-
র্দ্বাভ্যাং বিধ্বা কার্মুকঞ্চ ধ্বজঞ্চ।
পুনঃ পার্থং শরবর্ষেণ বিধ্বা
দ্রৌণির্ঘোরং সিংহনাদং ননাদ ॥ ৮১
তস্যাস্যতস্তান্ নিশিতান্ পীতধারান্
দ্রৌণেঃ শরান্ পৃষ্ঠতশ্চাগ্রতশ্চ।
ধরা বিয়দ্ দ্যৌঃ প্রদিশো দিশশ্চ
চ্ছন্না বাণৈরভবন্ ঘোররূপৈঃ ॥ ৮২
আসন্নস্য স্বরথং তীব্রতেজা:
সুবর্ণনস্তেঽর্কপ্রকাশৌ।
ভুজৌ শিরশ্চেন্দ্রসমানবীর্য-
স্ত্রিভিঃ শরৈর্যুগপৎ সঞ্চকর্ত্ত ॥ ৮৩

স পৌরবং রথশক্ত্যা নিহত্য
ছিত্ত্বা রথং ত্রিভিরস্যন্তমাশু বাণৈঃ
ছিত্ত্বা চ বাহূ বরচন্দনাক্তৌ
ভল্লেন কায়াচ্ছির উচ্চকর্ত্ত ॥ ৮৪
যুবানমিন্দীবরদামবর্ণং
চেদিপ্রভুং যূথরাজং প্রসহ্য।
বাণেশ্বরাবান্ প্রজ্বলিতাগ্নিকল্পৈ-
র্বিধ্বা প্রাদাদ্ভূতায় সাত্বতম্ ॥ ৮৫
মালবং পৌরবং চৈব যূথরাজঞ্চ চেদিপম্।
দৃষ্ট্বা সমক্ষং নিহতং দ্রৌণপুত্রেণ পাণ্ডবঃ ॥ ৮৬
ভীমসেনো মহাবাহুঃ ক্রোধমাহারয়ৎ পরম্।
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সংছাদয়ামাস সমরে দ্রৌণপুত্রং পরন্তপঃ।
ততো দ্রৌণিস্তাতেজাঃ শরবর্ষং নিহত্য তৎ ॥ ৮৮
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈ ভীমসেনমমর্ষণঃ।
ততো ভীমো মহাবাহুর্দ্রৌণিমপি মহাবলঃ ॥ ৮৯

তদনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা চারটি বাণে অর্জুনকে, তিনটি বাণের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে, পাঁচটি বাণে ভীমসেনকে, চারিটি বাণে চেদিদেশের যুবরাজকে এবং দুইটি দুইটি বাণের দ্বারা ক্রমশঃ মালবরাজ সুদর্শন ও কৌরব বৃষক্ষত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮০

কেবল ইহাই নহে, এই সময়ে তিনি ভীমসেনের সারথিকে ছয় এবং তাঁহার ধ্বজ ও ধনু দুইটি দুইটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করত পুনরায় বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনকে আহত করিয়া অশ্বত্থামা তদনন্তর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৮১

দ্রোণনন্দন এই সব পীতবর্ণের তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট বাণসমূহ যখন অগ্রে ও পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এই সকল ভয়ানক বাণসমূহে পৃথিবী, আকাশ, অন্তরিক্ষ, দিক্ ও বিদিক্-সমূহও আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৮২

সেই যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী এবং প্রচণ্ড তেজস্বী অশ্বত্থামা স্বীয় রথের নিকটে উপস্থিত মালবরাজ সুদর্শনের ইন্দ্রধ্বজতুল্য প্রকাশিত দুই বাহু ও মস্তক তিনটি বাণের দ্বারা একই সঙ্গে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮৩

এই সময় তিনি কৌরব বৃষক্ষত্রকে রথশক্তির দ্বারা আহত করিয়া নিজের বাণসমূহে তাঁহার রথকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা তাঁহার সুন্দর চন্দন-চর্চ্চিত দুইখানি বাহু ও মস্তক একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার দেহকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৮৪

তাহার পর অশ্বত্থামা উদ্যত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা নীলপদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট নবযুবক চেদিদেশের যুবরাজকে সহসা আক্রমণ করত তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথিসহ মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৫

মালবরাজ সুদর্শন, পুরুদেশাধিপতি বৃষক্ষত্র এবং চেদিদেশের যুবরাজকে নিজের সাক্ষাতেই নিহত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল ॥ ৮৬½

তাহার পর শত্রুতাপন ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পগণের ন্যায় শত শত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮৭½

তদনন্তর মহাতেজস্বী অমর্ষশীল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেই বাণবর্ষণকে নষ্ট করিয়া দিয়া ভীমসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসকলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৮½

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন বৃষক্ষত্রে একটি সুবর্ণপুঙ্খের দ্বারা অশ্বত্থামার বহু ছেদন করত সর্বশেষ অন্য একটি বাণে উহাঁদের বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৯½

ক্ষুরপ্রেণ ধনুশ্ছিত্বা দ্রৌণিঃ বিব্যাধ পত্রিণা।
তদপাস্য ধনুশ্ছিত্বা দ্রোণপুত্রো মহাহবনাঃ ॥ ৯০
অন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় ভীমং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
তৌ দ্রৌণি-ভীমৌ সমরে পরাক্রান্তৌ মহাবলৌ ॥ ৯১
অবর্ষতাং শরবর্ষং বৃষ্টিমন্তাবিবাম্বুদৌ।
ভীমনামাঙ্কিতা বাণাঃ স্বর্ণপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ ॥ ৯২
দ্রৌণিং সহাদয়ন্তামুর্ঘনৌঘা ইব ভাস্করম্।
তথৈব দ্রৌণিনির্ম্মুক্তৈর্ভীমঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৯৩
অবাকীর্য্যত স ক্ষিপ্রং শরৈঃ শতসহস্রশঃ।
স ছাদ্যমানঃ সমরে দ্রৌণিনা রথশালিনা ॥ ৯৪
ন ব্যরাজত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততো ভীমো মহাবাহুঃ কার্ত্তস্বরবিভূষিতান্ ॥ ৯৫
নারাচান্ দশ সন্ধ্রীন্ যমদণ্ডনিভান্ শিতান্।
তে বজ্রবেগসমাসাদ্য দ্রোণপুত্রস্য মার্গিষ ॥ ৯৬
নির্ভিদ্য বিবিশুস্তূর্ণং বল্মীকমিব পন্নগাঃ।
সোঽতিবিদ্ধো ভৃশং দ্রৌণিঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৯৭
ধ্বজযষ্টিং সমাসাদ্য কূবীলয়ত্ব লোচনে।
স মুহূর্ত্তাৎ পুনঃ সংজ্ঞাং লব্ধ্বা দ্রৌণির্নরাধিপ ॥ ৯৮
ক্রোধং পরমমাতস্থৌ সমরে রুধিরোক্ষিতঃ।
দৃষ্ট্বা সোঽতিহতস্তেন পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৯৯
বেগং চক্রে মহাবাহুর্ভীমসেনরথং প্রতি।
ততঃ আকর্ণপূর্ণানাং শরাণাং ত্রিশতেক্ষসাম্ ॥ ১০০
শতমাশীবিষাভানাং প্রেষয়ামাস ভারত।
ভীমোঽপি সমরশ্লাঘী তস্য বীর্য্যমচিন্তয়ন্ ॥ ১০১
তূর্ণং প্রাস্যজ্জহ্রাণি শরবর্ষাণি পাণ্ডবঃ।
ততো দ্রৌণির্মহারাজ ছিন্নাস্ত্র বিশিখৈর্বৃতঃ ॥ ১০২
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ততোঽভদ্ধনুরাদায় ভীমসেনো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১০৩
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্দ্রৌণিং পঞ্চভিরাহবে।
ভীমূতাবিব ঘর্ম্মান্তে তৌ শরৌঘপ্রবর্ষিণৌ ॥ ১০৪

ইহার পর মহাধনা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই ছিন্ন ধনু ফেলিয়া দিয়া অন্য ধনু গ্রহণ করত ভীমসেনকে বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯০½

অশ্বত্থামা ও ভীমসেন দুই বীরই মহাবলশালী ও পরাক্রমী ছিলেন। ইহারা উভয়েই তখন বাণবর্ষণ করিতে করিতে দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯১½

যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের নামাঙ্কিত ও শিলাশাণিত সুন্দর পক্ষযুক্ত বাণসমূহ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ৯২½

এইরূপ অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত লক্ষ লক্ষ বাণসমূহের দ্বারা তৎকালে ভীমসেনও আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৯৩½

মহারাজ! রণশোভী অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক রণাঙ্গনে আবৃত হইয়াও ভীমসেন আহত ব্যথিত হইলেন না, ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৯৪½

তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন সুবর্ণখচিত ও যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর দশটি ভীক্ষ্ণবাণাগ্র অশ্বত্থামার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯৫½

মাননীয় মহারাজ! যেরূপ সর্পগণ অতিক্রান্ত গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এইসব বাণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার কবচের উপরিভাগ বিদীর্ণ করত অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯৬½

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া অশ্বত্থামা নিজ রথের ধ্বজদণ্ড ধারণ করত বেগত্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৯৭½

হে নরাধিপ! মুহূর্ত্তকাল পরে পুনরায় চেতনা লাভ করত রক্তাপ্লুত অশ্বত্থামা সেই রণাঙ্গনে অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন ॥ ৯৮½

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন তাঁহাকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন। অতএব মহাবাহু অশ্বত্থামা ভীমসেনের রথের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৯৯½

ভারত! তিনি তীক্ষ্ণ বহু কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া উগ্র তেজস্বী ও বিষাক্ত সর্পসমূহের ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শত বাণ ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০০½

যুদ্ধের প্রশংসাকারী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনও তাঁহার এই পরাক্রমকে কোনরূপ গণনা না করিয়াই অতিক্রুদ্ধ তাঁহার উপর ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০১½

মহারাজ! অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনের বহু ক্ষেত্র আহত সেই পাণ্ডুপুত্রের বক্ষে বহু তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১০২½

তখন অমর্ষপূর্ণ ভীমসেন অতি বড় গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১০৩½

উঁহারা উভয়েই ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বর্ষণরত দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪½

অন্যোন্যক্রোধতাম্রাক্ষৌ চাদ্যমাসতুর্যুধি।
তলশব্দৈস্ততো ঘোরৈস্ত্রাসয়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ১০৫
অযুধ্যেতাং সুসংরব্ধৌ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
ততো বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং কনকবিভূষিতম্ ॥ ১০৬
ভীমঃ প্রৈক্ষত স দ্রৌণিঃ শরানন্তকমন্তিকাৎ।
শরদভ্রমধ্যগতো দীপ্তার্চিরিব ভাস্করঃ ॥ ১০৭
আদদানস্য বিশিখান্ সন্ধধানস্য চাশুগান্।
বিকর্ষতো মুঞ্চতশ্চ নান্তরং দদৃশুর্জনাঃ ॥ ১০৮
অলাতচক্রপ্রতিমং তস্য মণ্ডলমাদুধম্।
দ্রৌণেরাসীন্মহারাজ বলান্ বিস্ফুরতস্তদা ॥ ১০৯
ধনুশ্চ্যুতাঃ শরাস্তস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ।
আকাশে প্রত্যদৃশ্যন্ত শলভানামিবাযতীঃ ॥ ১১০
তে তু দ্রৌণিবিনির্মুক্তাঃ শরা হেমবিভূষিতাঃ।
অজস্রমন্বকীর্য্যন্ত ঘোরা ভীমবধং প্রতি ॥ ১১১
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভীমসেনস্য বিক্রমম্।
বলং বীর্য্যং প্রভাবঞ্চ ব্যবসায়ঞ্চ ভারত ॥ ১১২
তাং স মেঘাদিবোদ্ভূতাং বাণবৃষ্টিং সমন্ততঃ।
জলবৃষ্টিং মহাঘোরাং তপান্ত ইব চিন্তয়ন্ ॥ ১১৩
দ্রোণপুত্রবধপ্রেপ্সুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
অমুঞ্চচ্ছরবর্ষাণি প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ১১৪
তদ্ ধনুস্তস্য ভীমস্য বভূবাতীব ভীষণম্।
বিকৃষ্যমাণং বিবৃতৌ শক্রচাপমিবাপরম্ ॥ ১১৫
তস্মাচ্ছরাঃ প্রাদুরাসন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
সন্ধীয়মানঃ সমরে দ্রৌণিরাহবশোভিনম্ ॥ ১১৬
তয়োর্বিসৃজতোরেবং শরজালানি মারিষ।
বায়ুরপ্যন্তরা রাজন্ নাশক্নোৎ প্রতিসর্পিতুম্ ॥ ১১৭
তথা দ্রৌণির্মহারাজ শরান্ হেমবিভূষিতান্।
তৈলধৌতান্ প্রদদ্যাগ্রান্ প্রাণিঘোরান্ বধেপ্সয়া ॥ ১১৮
তমন্তরেঽস্য বিশিখৈশ্ছিত্ত্বৈকেন মহতা ধনুঃ।
বিশেষয়ন্ দ্রোণসুতং বিব্যাধেতি চতুর্দশ ॥ ১১৯

তারপর তরুণ তলশব্দের দ্বারা পরস্পরের ভীতি উৎপাদন করিতে থাকিয়া সেই দুই যোদ্ধা অতিশয় ক্রোধের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। উভয়েই উভয়ের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ১০৪।

তাহার পর সুবর্ণভূষিত বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়া নিকট হইতে বাণ বর্ষণকারী ভীমসেনকে অশ্বত্থামা দেখিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় শরৎকালের মধ্যাহ্নসময়ে প্রচণ্ড কিরণাবলিযুক্ত সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন। ১০৫-১০৭

এই সময় তিনি যখন বাণসকল গ্রহণ করিতেছিলেন, যখন ধনুতে স্থাপন করিতেছিলেন, যখন গুণ আকর্ষণ করিতেছিলেন, যখন বাণসকল নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং এই সব কার্য্যে তাঁহার কতটুকু সময় লাগিত, এ সময় তখন যোদ্ধাগণ দেখিতেই পাইতেছিলেন না। ১০৮

মহারাজ! বাণ নিক্ষেপ করিবার সময় অশ্বত্থামার ধনু অলাতচক্রের ন্যায় কেবল মণ্ডলাকারই দেখা যাইতেছিল। ১০৯

তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ আকাশেই পঙ্গপালশ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ১১০

অশ্বত্থামাকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত তরুণ বাণসমূহ ভীমসেনের দেহের উপর অজস্র ধারায় পতিত হইতেছিল। ১১১

ভারত! সেখানে আমরা ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রম, বল, বীর্য্য, প্রভাব ও ব্যবসায় (কার্য্যপদ্ধতি) দর্শন করিলাম। ১১২

বর্ষাকালে মেঘ হইতে উৎপন্ন অনন্ত তরুণ জলধারার ন্যায় চারিদিক্ হইতে অশ্বত্থামার সেই বাণবৃষ্টি-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তরুণ পরাক্রমশালী ভীমসেন দ্রোণপুত্রের বধ কামনা করত বর্ষাকালের মেঘের তুল্য বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১৩-১১৪

সেই মহাসমরে বর্ষণশীল দুইজনযুক্ত ভীমসেনের ধনু যখন আকর্ষিত হইতেছিল, তখন উহা দ্বিতীয় ইন্দ্রধনু তুল্য মনে হইতে লাগিল। ১১৫

রণাঙ্গনে সোদরাতুল্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ ভীমসেনের সেই ধনু হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছিল। ১১৬

মাননীয় নরেশ! এইরূপে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে দুইজনের উভয়ের মধ্যভাগ দিয়া বায়ুও প্রবাহিত হইতে সমর্থ হইল না। ১১৭

মহারাজ! তদনন্তর অশ্বত্থামা ভীমসেনকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া তৈলধৌত, নির্মল অগ্রভাগবিশিষ্ট অসংখ্য সুবর্ণভূষিত বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১১৮

কিন্তু ভীমসেন এই সময় নিজের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতে থাকিয়া বীর বাণসমূহে আকাশেই সেই সকল বাণকে তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন এবং দ্রোণপুত্রকে বলিলেন—তুমি অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। ১১৯

পুনশ্চ শরবর্ষাণি ঘোরাণ্যস্ত্রাণি পাণ্ডবঃ।
ব্যসৃজদ্ বলবান্ ক্রুদ্ধো দ্রোণপুত্রবধেপ্সয়া ॥ ১১৯
ততোঽস্ত্রমায়য়া ভূর্যং শরবৃষ্টিং নিবার্য্য তাম্।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভীমস্য দ্রোণপুত্রো মহাস্ত্রবিৎ ॥ ১২১
শরৈশ্চৈনং সুবহুভিঃ ক্রুদ্ধঃ সংখ্যে পরাজিনৎ।
স ছিন্নধন্বা বলবান্ রথশক্তিং সুদারুণাম্ ॥ ১২২
বেগেনাবিধ্য চিক্ষেপ দ্রোণপুত্ররথং প্রতি।
তামাপতন্তীং সহসা মহোল্কাভাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২৩
চিচ্ছেদ সমরে দ্রৌণির্হসন্ পাণিলাঘবম্।
এতস্মিন্নন্তরে ভীমো দৃঢ়মাদায় কার্ম্মুকম্ ॥ ১২৪
দ্রৌণিং বিব্যাধ বিংশত্যৈঃ স্বয়মানো বৃকোদরঃ।
ততো দ্রৌণির্মহারাজ ভীমসেনস্য সারথিম্ ॥ ১২৫
ললাটে দারয়ামাস শরেণানতপর্বণা।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা দ্রোণপুত্রেণ সারথিঃ ॥ ১২৬
ব্যামোহমগমদ্ রাজন্ রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্।
ততোঽশ্বাঃ প্রাদ্রবংস্তূর্ণং মোহিতে রথসারথৌ ॥ ১২৭
নীলসেনস্য রাজেন্দ্র পাঞ্চাল্যস্য মহাত্মনঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রদ্রুতৈরশ্বৈঃ কৃষ্টং রণাজিরাৎ ॥ ১২৮
ধর্ম্মৌ প্রমুদিতঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রপরাজিতঃ।
ততঃ সর্বে চ পাঞ্চালা ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১২৯
দৃষ্ট্বাশ্বত্থামবধং ত্যক্ত্বা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্ দিশঃ।
তান্ প্রভগ্নাংস্ততো দ্রৌণিঃ সৃষ্টতো বিকিরন্ শরান্ ॥ ১৩০
অভ্যবর্ত্তত বেগেন কালরূপ ইবাহবে।
তে বধ্যমানাঃ সমরে দ্রোণপুত্রেণ পার্থিবাঃ ॥ ১৩১
দ্রোণপুত্রভয়াদ্ রাজন্ দিশঃ সর্বাস্তু তেজিরে ॥ ১৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি অশ্বত্থামপরাক্রমে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০০

পুনরায় কুপিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন বলবান্ ভীমসেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিবার ইচ্ছায় পুনরায় তাহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১১৯

তখন মহাস্ত্রবিদ্ অভিজ্ঞ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজের অস্ত্রকৌশলের মায়ায় অতিসত্বর সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করত ভীমসেনের ধনু ছেদন করিলেন। তাহার পর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি যুদ্ধস্থলে বহু সংখ্যক বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ১২১½

ধনু ছিন্ন হইলে পর বলবান্ ভীমসেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার রথের উপর এক ভয়ঙ্কর রথশক্তি ভীমবেগে ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২২½

বিশাল উল্কার ন্যায় সহসা নিজের দিকে সেই রথশক্তিকে আসিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা বীর হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সমরাঙ্গণে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে উহা ছেদন করিলেন ॥ ১২৩½

ইহার মধ্যে ঈষৎ অন্ধকারে ভীমসেন অপর একটি সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করত বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২৪½

মহারাজ! তখন অশ্বত্থামা আনতপর্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাটদেশ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১২৫½

রাজন্! বলবান্ দ্রোণপুত্রকর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া সারথি অশ্বগণের রশ্মি পরিত্যাগ করত মূর্চ্ছিত হইল ॥ ১২৬½

রাজেন্দ্র! সারথি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে নীলসেনের অশ্বগণ সকল ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদিগের সাক্ষাতেই আহতভাবে সেখান হইতে পলায়ন করিল ॥ ১২৭½

পলায়মান অশ্বগণ ভীমসেনকে রণাঙ্গন হইতে দূরে লইয়া যাইল, ইহা দেখিয়া বিজয়ী বীর অশ্বত্থামা অত্যন্ত প্রসন্ন মনে নিজের বিশাল শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২৮½

তখন পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন ও সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ ভীত হইয়া যুদ্ধস্থলকে পরিত্যাগ করত চারিদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ১২৯½

এই পলায়মান সৈন্যগণের পশ্চাতে ধাবমান করিতে তাহাদিগকে এবং পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে অশ্বত্থামা ভীষণবেগে পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ১৩০½

রাজন্! সমরাঙ্গণে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক প্রহৃত হইতে থাকিয়া সমস্ত রাজারা তাঁহার ভয়ে পলায়ন করত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩১-১৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বে অশ্বত্থামার পরাক্রমবিষয়ক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থামা আগ্নেয়াস্ত্রের একাক্ষৌহিণী পাণ্ডবসৈন্যসংহার, শ্রীকৃষ্ণার্জুনোক্তপরি অনুষ্ঠান প্রভাবাভাবা-চিন্তিতমশ্বত্থামানং প্রতি ব্যাসদেবেন শিব-কৃষ্ণয়োর্মহিমকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তং প্রত্যয়ং বলং দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
ভবায়রময়েরাস্ত্রৈ দ্রোণপুত্রজয়েপ্সয়া ॥ ১
ততস্তে সৈনিকা রাজন্ নৈব তত্রাবতস্থিরে।
সংত্রাপ্যমানা বহুশো গোবিন্দেনার্জুনেন চ ॥ ২
একঃ এব চ বীভৎসুঃ সোমকাবয়বৈঃ সহ।
মৎস্যৈরন্যৈশ্চ সঙ্গায় কৌরবান্ সংত্যবর্তত ॥ ৩
ততো দ্রুতমভিক্রম্য সিংহলাঙ্গূলকেতনম্।
সব্যসাচী মহেষ্বাসমশ্বত্থামানমব্রবীৎ ॥ ৪
যা শক্তির্যচ্চ বিজ্ঞানং যদ্বীর্যং যচ্চ পৌরুষম্।
ধার্তরাষ্ট্রেষু বা প্রীতির্দ্রৌণে বাস্মাসু চ যচ্চ তে ॥ ৫
যচ্চ ক্ষুরোঽস্তি তেজস্তে তৎ সর্বং ময়ি দর্শয়।
স এব দ্রোণহন্তা তে দর্পং ছেৎস্যতি পাণ্ডবঃ ॥ ৬
কালানলসমপ্রখ্যং দ্বিষতামন্তকোপমম্।
সমাসাদ্য পাঞ্চাল্যাঃ মাং চাপি সহকেশবম্।
দর্পং নাশয়িতাশ্যন্ত তবোদ্যুক্তস্য সংযুগে ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

আচার্যপুত্রো মানার্হো বলবাংশ্চাপি সঞ্জয়।
প্রীতির্হি মহতী চাস্য প্রিয়শ্চাপি মহাত্মনঃ ॥ ৮
ন কৃতপূর্বং বীভৎসোর্যাদৃগ্ বাক্যং পরুষমীদৃশম্।
অথ কস্মাৎ স কৌন্তেয়ঃ সখায়ং রূক্ষমুক্তবান্ ॥ ৯

সঞ্জয় উবাচ।

যুবরাজে হতে চৈব বৃদ্ধক্ষত্রে চ পৌরবে।
ইষ্বস্ত্রবিদি সম্প্রাপ্তে মালবে চ সুদর্শনে ॥ ১০
ধৃষ্টদ্যুম্নে সাত্যকৌ চ ভীমে চাপি পরাজিতে।
ঘটোৎকচস্য চৈরাবতোরগাপি চ ঘাতিতে ॥ ১১
অস্ত্রতেজে চ সম্ভ্রান্তে দুঃখং সংস্মৃত্য চ প্রভো।
অব্রুতপূর্বো বীভৎসোর্ব্যাহরদ্ রূক্ষমুদ্যতঃ ॥ ১২

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার আগ্নেয়াস্ত্রে এক অক্ষৌহিণী পাণ্ডবসেনা সংহার, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর এই অস্ত্রের কোন প্রভাব না হওয়ায় চিন্তিত অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেবকর্তৃক শিব ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—হে রাজন্! তদনন্তর অস্ত্রের আস্ফালনশব্দ শুনিয়া অর্জুন সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে জয় করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥১

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকর্তৃক বহুসহকারে সংস্থাপিত হইতে থাকিলেও সেই সৈন্যগণ সেখানে অবস্থান করিতে পারিল না ॥২

একাকী অর্জুনই সোমক-সৈন্যের কিয়দংশের সহিত মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগকে এবং অন্যান্য সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া কৌরব-সৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥৩

সব্যসাচী অর্জুন সিংহপুচ্ছ-চিহ্নযুক্ত রথবিশিষ্ট মহাধনুর্ধর অশ্বত্থামার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥৪

আচার্যপুত্র! তোমার যাহা যে শক্তি আছে এবং যে বিজ্ঞান, যে বল-পরাক্রম, যে পুরুষার্থ, কৌরবদের প্রতি যে প্রেম, আমাদের উপর তোমার যে দ্বেষ, পুনঃ তোমার যাহা যে তেজ ও প্রভাব আছে, তৎসমস্ত তুমি আমার উপর দেখাও। দ্রোণাচার্যকে হত্যাকারী দৃষ্টদ্যুম্নই তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দিবে ॥৫-৬

কালাগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং শত্রুগণের পক্ষে যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর পাঞ্চালরাজকুমার দৃষ্টদ্যুম্নের উপর ও শ্রীকৃষ্ণসহ আমার উপর তুমি আক্রমণ কর তুমি অতিশয় উদ্যত হইয়া পড়িয়াছ। আজ যুদ্ধে আমি তোমার সমস্ত দর্প নাশ করিব ॥৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আচার্যপুত্র বলবান্ এবং সম্মানের যোগ্য। তাহার অর্জুনের উপর প্রেম আছে এবং সে-ও মহাত্মা অর্জুনের অতিশয় প্রিয়। তাহার প্রতি অর্জুনের এরূপ কঠোর বাক্য পূর্বে কখনও শুনা যায়নি, সুতরাং এই দিনে কুন্তীসুত অর্জুন নিজের মিত্র অশ্বত্থামার প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য কেন বলিল? ৮-৯

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! ভেদিদেশের যুবরাজ, বৃদ্ধক্ষত্র বৃদ্ধক্ষত্র এবং বাণসমূহের প্রয়োগে কুশল মালবরাজ সুদর্শন নিহত হইলে পরও ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং ভীমসেন পরাজিত হইলে পর অর্জুনের মনে অতিশয় কষ্ট হইল। ইহা ব্যতীত ঘটোৎকচের বাণ-বাক্যালসমূহে অর্জুনের অশ্বসমূহ অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পুনঃপুনঃ দুঃখসকলের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া

তস্মাদনর্হমত্রৌলমপ্রিয়ং দ্রৌণিমুক্তবান্।
মাতুলাচার্যতনয়ং ক্রূরং কাপুরুষং যথা ॥ ১৭
এবমুক্তঃ যসন্ ক্রোধাদ্মহেষ্বাসস্তমো নৃপ।
পার্শ্বেন পরুষং বাক্যং সর্বমর্মভিদা গিরা ॥ ১৪
দ্রৌণিস্তু কোপ পার্থায় কৃষ্ণায় চ বিশেষতঃ।
স তু যত্তো রথে স্থিত্বা বার্ষ্ণেয়স্তুক্ত বীর্যবান্ ॥ ১৫
যেষৈরপি সুদুর্ধর্ষমস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরম্।
দৃষ্ট্বাদৃষ্টানরিগণাংস্তদ্দিদৃক্ষাচার্যনন্দনঃ ॥ ১৬
সোঽভিমন্ত্র্য শরং দীপ্তং বিধূমমিব পাবকম্।
সর্বতঃ ক্রোধমাবিশ্য চিক্ষেপ পরবীরহা ॥ ১৭
ততস্তু মূলমাকাশে শরবর্ষমজায়ত।
পাবকার্চিঃ পরীতং তৎ পার্থমেবাভিপুপ্লুবে ॥ ১৮
উল্কাশ্চ গগনাৎ পেতুর্নিপ্রভশ্চ ন চকাশিরে।
তমশ্চ সহসা রৌদ্রং চক্রুরন্তরতাপনম্ ॥ ১৯
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ বিনেদুরতিদর্পিতাঃ।
ববুশ্চাশিশিরা বাতাঃ সূর্যো নৈব ততাপ চ ॥ ২০
বায়সাশ্চাপি চাক্রন্দন্ দিক্ষু সর্বাসু ভৈরবম্।
রুধিরং চাপি বর্ষন্তো বিনেদুস্তোয়দা দিবি ॥ ২১
পক্ষিণঃ পশবো গাবো বিনেদুশ্চাপি সুব্রতাঃ।
পরমা প্রব্রতাস্থানো ন শান্তিমুপলেভিরে ॥ ২২
ভ্রান্তসর্বমহাভূতমাবর্তিতদিবাকরম্।
ত্রৈলোক্যমভিসন্তপ্তং জ্বরাবিষ্টমিবাতুরম্ ॥ ২৩
অন্যত্রতেজোঽভিসন্তপ্তা নাগা ভূমিশয়াস্তথা।
নিঃশ্বসন্তঃ সমুৎপেতুস্তেজো ঘোরং মুমুক্ষবঃ ॥ ২৪
জলজানি চ সর্বাণি দহ্যমানানি ভারত।
ন শান্তিমুপজগ্মুর্হি তপামানৈর্জলাশয়ৈঃ ॥ ২৫
বিপ্রভাঃ প্রদিগ্ভাঃ খাদ্ ভূমেঃ সর্বতঃ শরবৃষ্টয়ঃ।
উচ্চাবচা নিপেতুর্বৈ গরুড়ানিলরংহসঃ ॥ ২৬

হইতেছিল, এই সব কারণে অর্জুনের মনে অদ্ভুতপূর্ব ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥ ১০-১১

সেইহেতু মাননীয় আচার্যপুত্র অশ্বত্থামার প্রতি শুনিবার অযোগ্য, কাপুরুষ মানুষের বলিবার যোগ্য, অশ্লীল, অশ্রীল ও কঠোর বাক্য অর্জুন বলিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

নরেশ্বর! যখন অর্জুন সমস্ত মর্মস্থানভেদের বিদীর্ণকারী বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিলেন, তখন সেই মহাধনুর্ধর অশ্বত্থামা ক্রোধবশতঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ॥ ১৪

এই সময় ক্রোধপুত্র অশ্বত্থামার অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উপরেই অধিক ক্রোধ হইল, সেই পরাক্রমশালী বীর সাবধানতার সহিত রথের উপর অবস্থিত থাকিয়াই আচমন করত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই অস্ত্র দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্জয় ছিল।

ধূমরহিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী এষটি বাণকে অভিমন্ত্রিত করত শত্রুসংহারী আচার্যনন্দন অশ্বত্থামা সর্বতোভাবে ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই উহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শত্রুগণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫-১৭

তারপর আকাশে ভয়ঙ্কর বাণসকল বর্ষিত হইতে লাগিল এবং সর্বদিকে বিস্তৃত অগ্নিশিখাসমূহ অর্জুনের উপরেই পতিত হইতে থাকিল ॥ ১৮

আকাশ হইতে উল্কাসমূহ পতিত হইতে লাগিল, দিক্‌সকলের প্রকাশ লুপ্ত হইল এবং সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সহসা ভয়ানক অন্ধকার নামিয়া আসিল ॥ ১৯

রাক্ষস ও পিশাচগণ পরস্পর মিলিত হইয়া তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিল উষ্ণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং সূর্যের তাপ ক্ষীণ হইয়া রহিল ॥ ২০

কাকসকল চারিদিকে 'কা' 'কা' করিয়া ভয়ানক কোলাহল করিতে লাগিল এবং মেঘ রক্তবর্ষণ করিতে থাকিয়া আকাশে গর্জন আরম্ভ করিল ॥ ২১

পক্ষী ও গরু প্রভৃতি পশুগণ চীৎকার করিতে থাকিল। উত্তম ব্রতপালনকারী শুচিচিত্ত সাধু পুরুষগণও অশান্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ২২

সমস্ত মহাভূতগণ যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্যকেও যেন ঘূর্ণযুক্ত বলিয়াই মনে হইতেছিল। ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীই জ্বর-গ্রস্তের ন্যায় সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ২৩

ভূতলবাসী সর্পগণও সেই অস্ত্রের তেজে সন্তপ্ত হইয়া তাহার অগ্নি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে উপরদিকে লাফাইতে লাগিল ॥ ২৪

ভারত! জলাশয়সকলও তপ্ত হইয়া উঠিল, যাহাতে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়া জলচর প্রাণীরাও কোনরূপে শান্তি লাভ করিতে পারিল না ॥ ২৫

বিদিক্, বিদিক্, আকাশ ও পৃথিবী সর্বদিকেই ছোট-বড় নানাপ্রকার বাণসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল, এ সমস্ত বাণই গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগশালী ছিল ॥ ২৬

তৈঃ শরৈর্দ্রোণপুত্রস্য বজ্রবেগৈঃ সমাহতাঃ।
প্রদগ্ধা রিপবঃ পেতুরদ্রিদগ্ধা ইব দ্রুমাঃ॥ ২৭
দহ্যমানা মহানাগাঃ পেতুরুর্ব্যাং সমন্ততঃ।
নদন্তো ভৈরবান্ নাদান্ জলদোপমনিঃস্বনান্॥ ২৮
অপরে প্রদ্রুতা নাগা ভয়ত্রস্তা বিশাম্পতে।
ত্রেমুর্দিশো যথা পূর্বং বনে দাবাগ্নিসংবৃতাঃ॥ ২৯
দ্রুমাগাং শিখরাণীব দাবদগ্ধানি মারিষ।
অশ্ববৃন্দান্যদৃশ্যন্ত রথবৃন্দানি ভারত॥ ৩০
অপতন্ত রথৌঘাশ্চ তত্র তত্র সহস্রশঃ।
তৎ সৈন্যং ভয়সংবিগ্নং দদাহ ধৃষি ভারত॥ ৩১
যুগান্তে সর্বভূতানি সংবর্তক ইবানলঃ।
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবীং সেনাং দহ্যমানাং মহাহবে॥ ৩২
প্রহৃষ্টাস্তাবকা রাজন্ সিংহনাদান্ বিনেদিরে।
তস্মিন্নুষ্যসহস্রাণি নানালিঙ্গানি ভারত॥ ৩৩

তূর্ণমাজগ্মিরে হৃষ্টাস্তাবকা জিতকাশিনঃ।
কৃৎস্না হ্যক্ষৌহিণী রাজন্ সব্যসাচী চ পাণ্ডবঃ॥ ৩৪
তমসা সংবৃতে লোকে নাদৃশ্যন্ত মহাহবে।
নৈব নস্তাদৃশং রাজন্ দৃষ্টপূর্বং ন চ শ্রুতম্॥ ৩৫
যাদৃশং দ্রোণপুত্রেণ সৃষ্টমস্ত্রমমর্ষিণা।
অর্জুনস্য মহারাজ ব্রাহ্মমস্ত্রমুদীরয়ৎ॥ ৩৬
সর্বাস্ত্রপ্রতিঘাতার্থং বিহিতং পদ্মযোনিনা।
ততো মুহূর্তাদিব তৎ তমো ব্যপশশাম হ॥ ৩৭
প্রববৌ চানিলঃ শীতো দিশশ্চ বিমলা বভুঃ।
অত্রাদ্ভুতমপশ্যাম কৃৎস্নামক্ষৌহিণীং হতাম্॥ ৩৮
অনভিজ্ঞেয়রূপাঞ্চ প্রদগ্ধামস্ত্রতেজসা।
ততো বীরৌ মহেষ্বাসৌ বিমুঞ্চাকেশবার্জুনৌ॥ ৩৯
সহিতৌ প্রভাদৃশ্যেতাং নভসীব তমোনুদৌ।
ততো গাণ্ডীবধন্বা চ কেশবশ্চাক্ষতাবুভৌ॥ ৪০

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বজ্রতুল্য বেগশালী বাণসমূহে আহত পক্ষ-সৈন্যরা অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষসমূহের ন্যায় দগ্ধ হইয়া পতিত হইতে লাগিল॥ ২৭

বিশাল দেহ গজরাজগণও দগ্ধ হইয়া মেঘ গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকেই ধরাশায়ী হইল॥ ২৮

প্রজানাথ! ভয়ভীত হইয়া পলায়মান অপর বহু সংখ্যক হাতী চারিদিকে সেইভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, যেরূপ পূর্বে দাবানলে পরিবৃত হইয়া চারিদিকে তাহারা ভীতচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইত॥ ২৯

মাননীয় ভরতবংশধর! অশ্বগণ ও রথসমূহ দাবানলে দগ্ধ বৃক্ষের অগ্রভাগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল এবং যেখানে সেখানে সহস্র সহস্র রথসমূহ পতিত হইতে লাগিল॥ ৩০½

জনমেজয়! যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্তকনামক অগ্নি সমস্ত প্রাণীকেই দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই আগ্নেয়াস্ত্র পাণ্ডবগণের সেই ভীত সৈন্যদিগকে মুহূর্তমধ্যেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল॥ ৩১½

রাজন্! সেই মহাসমরে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া এবং উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল॥ ৩২½

ভারত! তখনকার হর্ষে উল্লসিত এবং জয়লাভে সুশোভিত আপনার সৈন্যগণ নানাপ্রকারের সহস্র সহস্র বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল॥ ৩৩½

রাজন্! সেই মহাসমরে সমস্ত লোকই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য ও সব্যসাচী অর্জুনও তখন দৃষ্ট হইতেছিলেন না॥ ৩৪½

রাজন্! অশ্বত্থামা দ্রোণবধের অমর্ষবশে যেরূপ অস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, এরূপ অস্ত্র আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই এবং শ্রবণও করি নাই॥ ৩৫½

মহারাজ! সেই সময় অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন, যে অস্ত্র ব্রহ্মা সমস্ত অস্ত্রকে বিনাশ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন॥ ৩৬½

তারপর মুহূর্তকালের মধ্যেই সেই সম্পূর্ণ অন্ধকার নষ্ট হইয়া গেল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল এবং সমস্ত দিক্ নির্মল হইল॥ ৩৭½

সেখানে আমরা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম যে, পাণ্ডবদের সেই সম্পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য উক্ত আগ্নেয়াস্ত্রের তেজে এরূপ দগ্ধ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের কোনরূপে বলাই যাইতেছিল না॥ ৩৮½

তদনন্তর সেই অস্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া মহাবাহু বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একসঙ্গে দৃষ্ট হইলেন। ইহাতে তখন মনে হইতেছিল—আকাশে চন্দ্র ও সূর্যের উদয় হইয়াছে॥ ৩৯½

সেই সময় গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই দেহ অক্ষত ছিল। সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অশ্ব, অনুচরবর্গ এবং দ্রৌপদীর

সপতাকধ্বজরথঃ সাদুকরথবরায়ুধঃ।
প্রবভৌ স রথো মুক্তস্তাবকানাং ভয়ঙ্করঃ। ৪১
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ শঙ্খভেরীস্বনৈঃ সহ।
পাণ্ডবানাং প্রহৃষ্টানাং ক্ষণেন সমজায়ত। ৪২
হতাবিতি তয়োরাসীৎ সেনয়োরুভয়োর্মতিঃ।
তরসাভ্যাগতৌ দৃষ্ট্বা সহিতৌ কেশবার্জুনৌ। ৪৩
তাবন্যোন্যতো প্রমুদিতৌ দদৃশুর্যারিজোত্তমৌ।
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতান্ পার্থাংস্তদীয়া ব্যথিতা ভৃশম্। ৪৪
বিমুক্তৌ চ মহাত্মানৌ দৃষ্ট্বা দ্রৌণিঃ সুদুঃখিতঃ।
মুহূর্তং চিন্তয়ামাস কিং স্বেতদিতি মারিষ। ৪৫
চিন্তয়িত্বা তু রাজেন্দ্র ধ্যানশোকপরায়ণঃ।
নিঃশ্বসন্ দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ বিমনাশ্চাভবৎ ততঃ। ৪৬
ততো দ্রৌণি ধনুস্ত্যক্ত্বা রথাৎ প্রস্কন্দ্য বেগিতঃ।
ধিগ্ ধিক্ সর্বমিদং মিথ্যেত্যুক্ত্বা সম্প্রাদ্রবদ্ রণাৎ। ৪৭

ততঃ স্নিগ্ধাম্বুদাভাসং বেদব্যাসমকল্মষম্।
বেদব্যাসং সরস্বত্যাবাসং ব্যাসং দদর্শ হ। ৪৮
তং দ্রৌণিরব্রবীদ্ দৃষ্ট্বা স্মিতং কৃত্বা মুখেন হ।
সন্নকণ্ঠোঽব্রবীদ্ বাক্যমভিবাদ্য সুদীনবৎ। ৪৯
ভো ভো মায়া যদৃচ্ছা বা ন বিদ্মঃ কিমিদং ভবেৎ
অস্ত্রং স্বিদং কথং মিথ্যা মম কস্ত ব্যতিক্রমঃ। ৫০
অথবোত্তরমেতদ্ বা লোকানাং বা পরাভবঃ।
যদিমৌ জীবতঃ কৃষ্ণৌ কালো হি দুরতিক্রমঃ। ৫১
নাসুরা ন চ গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
ন সর্পা যক্ষপতগা ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন। ৫২
উৎসহন্তেঽদ্যথা কর্তুমেতদস্ত্রং ময়েরিতম্।
তদিদং কেবলং হত্বা শান্তমক্ষৌহিণীং বলম্। ৫৩
সর্বথাতি ময়া মুক্তমস্ত্রং পরমদারুণম্।
কেনেমৌ মর্ত্যধর্মাণৌ নাবধীৎ কেশবার্জুনৌ। ৫৪

অস্ত্রসঙ্কল্পস্থ মুক্ত হইয়া তাঁহাদের হস্ত আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে সহসা দূর হইল। ৪০-৪১

তখন পাণ্ডবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যেই শঙ্খ ও ভেরীনিস্বনের ধ্বনির সহিত তাঁহাদের আনন্দময় কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। ৪২

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসম্বন্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে একরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা নিহত হইয়াছেন। পুনরায় উহাদের উভয়কে একত্রে সবেগে নিকটে আসিতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। ৪৩

ইহারা দুই জনেই তখন অক্ষতদেহ ছিলেন। উহা দেখিয়াই তখন আনন্দময় নিজ নিজ উত্তম শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন। সুভদ্রাদেবীর পুত্রদিগকে অভিশয় উৎফুল্ল দেখিয়া আপনার পুত্রগণ ব্যথিত হইলেন। ৪৪

মাননীয় নরেশ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে মুক্ত দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় দুঃখপীড়িত হইলেন। তিনি মুহূর্তকাল এই চিন্তাই করিলেন যে, ইহা কি হইল? ৪৫

চিন্তা ও শোকে মগ্ন হইয়া কিছুক্ষণ পরামর্শ করিবার পর অশ্বত্থামা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিমনা হইয়া পড়িলেন। ৪৬

তাহার পর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ধনু ত্যাগ করত রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্বক "ধিক্, ধিক্, এ সমস্তই মিথ্যা" এই কথা বলিয়া তিনি রণভূমি হইতে সবেগে পলায়ন করিলেন। ৪৭

তখন তিনি সেখানে নিষ্পাপ বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণবর, বেদ ও সরস্বতীর নিবাসস্থান এবং বেদবিস্তারকারী পাপশূন্য মহর্ষি ব্যাসদেবকে দর্শন করিলেন। ৪৮

কুরুকুলবর্ধন! মহর্ষি বেদব্যাসকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার কণ্ঠ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অত্যন্ত দীনভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৯

মহর্ষি! ইহা মায়া কিংবা দৈবেচ্ছা? আমার বুদ্ধিতে ইহা আসিতেছে না যে, ইহা কি? এই অস্ত্র মিথ্যা কিরূপে হইল? আমার মধ্যে কি ত্রুটি আছে? ৫০

এই আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভাবে জগতের কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই ত' অথবা সমস্ত লোকেরই ইহাতে পরাভব হইল, যাহার জন্য এই দুই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন জীবিত রহিয়াছে? নিশ্চয়ই কালকে অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন। ৫১

আমার দ্বারা প্রযুক্ত এই অস্ত্রকে অসুর, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস, সর্প, যক্ষ, পক্ষী ও মনুষ্যগণ কেহই কোনরূপে ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ নহে। সেইজন্য এই অস্ত্র কেবল এক অক্ষৌহিণী সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া শান্ত হইয়াছে। ৫২-৫৩

আমি ত' অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও সর্বসংহারক অস্ত্রেরই প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু কি কারণে এই মরণধর্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নিহত হইল না? ৫৪

এতৎ প্রব্রূহি ভগবন্ মহা পৃষ্টো যথাতথম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন সর্বমেবমৃতাত্মনে। ৫৫

ব্যাস উবাচ।

মহাত্মনেবমথ মাং যৎ ত্বং পৃচ্ছসি বিস্ময়াৎ।
তৎ প্রবক্ষ্যামি তে সর্বং সমাধায় মনঃ শৃণু। ৫৬
যোঽসৌ নারায়ণো নাম পূর্বেষামপি পূর্বজঃ।
(আদিদেবো জগন্নাথো লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
আহুঃ সর্বস্য লোকস্য অনাদিনিধনোঽচ্যুতঃ॥
ব্যাকুর্বতে যস্য তত্ত্বং ঋতবো মুনয়শ্চ হ।
অতোঽজয্যঃ সর্বভূতৈর্মনসাপি জগৎপতিঃ।)
অজায়ত চ কার্য্যার্থং পুত্রো ধর্মস্য বিশ্বকৃৎ। ৫৭
স তপস্তীব্রমাতস্থে শিলিরং গিরিমাশ্রিতঃ।
ঊর্ধ্ববাহুর্মহাতেজা অনলাদিত্যসন্নিভঃ। ৫৮
বর্ষাণি বর্ষসহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
অশোষয়ৎ তদাত্মানং বায়ুভক্ষোঽথুরেক্ষণঃ। ৫৯

ভগবন্! মহামুনে! আমি আপনাকে যাহা প্রশ্ন করিলাম, ইহার যথার্থ উত্তর আমায় প্রদান করুন। আমি এ সমস্তই যথাযথরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৫৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—তুমি যে সম্বন্ধে আশ্চর্যের সহিত প্রশ্ন করিতেছ, সেই মহত্বপূর্ণ-বিষয়ে আমি তোমাকে উত্তর প্রদান করিতেছি। তুমি মনকে একাগ্র করিয়া সব কিছুই শ্রবণ কর। ৫৬

যিনি আমাদের পূর্বজগণেরও পূর্বজ ভগবান্ নারায়ণ, (তিনি হইলেন আদিদেব, জগন্নাথ, লোককর্তা এবং স্বয়ংই সব কিছু করিতে সমর্থ। তিনিই সমস্ত জগতের আদি কারণ এবং স্বয়ং আদি ও অন্তরহিত। তিনি বীর মহিমা হইতে কখনও চ্যুত হন্ না বলিয়া তাঁহাকে অচ্যুত বলা হয়। ঋষিসমূহ ও মহর্ষিগণ ইঁহারই তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, অতএব এই জগদীশ্বরকে সমস্ত প্রাণী মনের দ্বারাও ক্ষয় করিতে সমর্থ।) এই বিশ্ববিধাতা ভগবান্ এক সময়ে কোন বিশেষ কারণে ধর্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥ ৫৭

অগ্নি ও সূর্যতুল্য মহাতেজস্বী এই ভগবান্ নারায়ণ হিমালয় পর্বতে অবস্থান করত নিজের দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন॥ ৫৮

এই কমলনয়ন শ্রীহরি বার হাজার বার শত (ছেষট্টি হাজার) বৎসর কেবল বায়ু পান করত তখন নিজের শরীরকে শুষ্ক করিলেন॥ ৫৯

অথাপরং তপস্তপ্তুং। বিস্তরোঽস্য পুনর্মহৎ।
দ্যাবাপৃথিব্যোর্বিবরং তেজসা সমপূরয়ৎ॥ ৬০
স তেন তপসা তাত ব্রহ্মভূতো যথাভবৎ।
ততো বিশ্বেশ্বরং যোনিং বিশ্বস্য জগতঃ পতিম্॥ ৬১
দদর্শ ভূতভূর্ধ্বং সর্বদেবৈরভিষ্টুতম্।
অণীয়াংসমণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ বৃহত্তমম্॥ ৬২
রুদ্রমীশানবৃষভং হরং শম্ভুং কপর্দিনম্।
চেকিতানং পরাং যোনিং তস্থেতা গচ্ছতশ্চ হ॥ ৬৩
দুর্ধারণং দুর্দৃশং বিশ্বরূপং
মহাস্যানং সর্বতঃ প্রচেতসম্।
দিব্যং চাপমিষুধী চাদদানং
হিরণ্যবর্ণমমলং শুভাম্॥ ৬৪
পিনাকিনং বজ্রিণং দীপ্তশূলং
পরশ্বধিং শক্তিমং চায়তাক্ষম্
তূণং কটিসং মুসলিনং চন্দ্রমৌলিং
বনাশ্রিতং শর্বরিণং দণ্ডপাণিম্॥ ৬৫

তাহার পর ইনারও বিস্তর কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি নিজ তেজে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী আকাশকে পূর্ণ করিয়া দিলেন॥ ৬০

তাত! সেই সময় এই তপস্যাতে যখন তিনি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মরূপে বিরাজিত হইলেন, তখন তিনি ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ করিলেন, তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বের উৎপত্তিস্থান ও জগতের পালক, যাঁহাকে পরাজিত করা অতিশয় কঠিন। সমস্ত দেবগণ যাঁহার স্তুতি করেন এবং যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ও মহান্ হইতেও মহান্॥ ৬১-৬২

তিনি 'রু' অর্থাৎ দুঃখকে দূর করেন বলিয়া 'রুদ্র' বলিয়া কীর্তিত হন্। ইনি ব্রহ্মাদি লোকপালগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। পাপহারী, কল্যাণের উৎপত্তিস্থান এবং জটাজূটধারী। ইনিই সকলকে চেতনপ্রদান করিয়া থাকেন ও স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণিদিগের পরম কারণ॥ ৬৩

ইঁহাকে কেহই কোথাও রুদ্ধ করিতে সমর্থ হন্ না, ইঁহার দর্শনলাভ করা অতিশয় কঠিন, ইনি দুষ্টগণের উপর প্রচণ্ড ক্রোধ করিয়া থাকেন, ইঁহার হৃদয় উদার (মহাত্মা), ইনি সমস্ত ক্লেশকে হরণ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনসংরক্ষক, সাধুগণের প্রতি ইঁহার হৃদয় অতিশয় উদার, ইনি দিব্য ধনু ও দুইটি তূণীর ধারণ করিয়া থাকেন, ইঁহার কণ্ঠ স্বর্ণবিভূষিত এবং ইনি অমল বল-পরাক্রমসম্পন্ন॥ ৬৪

ইনি নিজ হস্তে পিনাক ও বজ্র ধারণ করেন, ইঁহার এক হস্তে

শুক্লাম্বরঃ নাগযজ্ঞোপবীতঃ
বিশ্বৈর্গণৈঃ শোভিতঃ ভূতসঙ্ঘৈঃ।
একীভূতঃ তপসাং সন্নিধানঃ
বরোঽভিগৈঃ সুষ্ঠু তমিষ্টবাগ্ভিঃ ॥৬৬
জলং দিশঃ খং ক্ষিতিঃ চন্দ্রসূর্যৌ
তথা বায়ুগ্নী প্রমিমাণং জনস্চ।
নাশং দ্রষ্টুং যং জনা ভিন্নবৃত্তা
ব্রহ্মদ্বিষন্নমৃতস্য যোনিম্ ॥ ৬৭
যং পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সাধুবৃত্তাঃ
ক্ষীণে পাপে মনসা বীতশোকাঃ।
তং নিষ্পতন্তং তপসা ধর্মমীড্যং
তদ্ভক্ত্যা বৈ বিশ্বরূপং দদর্শ।
দৃষ্ট্বা চৈনং বাঙ্মনোবুদ্ধিদেহৈঃ
সংস্তুত্বা মুমুদে বাসুদেবঃ ॥ ৬৮
অক্ষমালাপরিক্ষিপ্তং জ্যোতিষাং পরমং নিধিম্।
ততো নারায়ণো দৃষ্ট্বা বরদং বিশ্বসম্ভবম্ ॥ ৬৯
বরদং পৃথুচার্বঙ্গং পার্বত্যা সহিতং প্রভুম্

ক্রীড়মানং মহাত্মানং ভূতসঙ্ঘগণৈর্বৃতম্ ॥ ৭০
অজমীশানমব্যক্তং কারণাত্মানমচ্যুতম্।
(তত্রাসুত্যাং মহীং গত্বা কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্।)
অভিবাদ্যাথ রুদ্রায় সর্বোৎকৃষ্টনিপাতিনে।
পদ্মাক্ষস্তং বিরূপাক্ষমভিতুষ্টাব ভক্তিমান্ ॥ ৭১

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যৎসম্ভূতা ভূতকৃতো বরেণ্য
সোপ্তারোঽস্য ভুবনস্যাদিদেব।
আবিশ্য মাং ধরণীং বেদ্যরক্ষন্
পুরা পুরাণীং তব দেবসৃষ্টিম্ ॥ ৭২
সুরাসুরান্ নাগরক্ষঃপিশাচান্
নরান্ সুপর্ণানথ গন্ধর্বযক্ষান্।
পৃথগ্বিধান্ ভূতসঙ্ঘাংশ্চ বিশ্বাং-
স্তং সম্ভূতান্ বিদ্ধ্যধাংস্তথৈব।
ঐন্দ্রং যাম্যং বারুণং বৈত্তপালং
পৈত্রং ভাষ্টং কর্ম সৌম্যাঞ্চ ভূতম্ ॥ ৭৩

ত্রিশূল দীপ্তি পাইয়া থাকে, যাঁহার পরশু, খড়্গ ও চর্ম উভয়বার ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার শরীরে ও পরশু যাঁহার হাতে শোভা পাইয়া থাকে, যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি উজ্জ্বল, যিনি মস্তকে জটা ও তদুপরি চন্দ্রের মুকুট ধারণ করেন এবং যাঁহার দেহে নাগচর্ম শোভিত থাকে ॥ ৬৫

যাঁহার বাহুদ্বয়ে সুন্দর অঙ্গদ, গলদেশে নাগময় যজ্ঞোপবীতে শোভাপ্রাপ্ত হয়, যিনি নিজের শরীরকণে সম্পূর্ণ সমূহের সুশোভিত, যাঁহাকে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বলিয়াই বুঝিতে হইবে, যিনি তপস্যার নিধি এবং ভূতগণ যাঁহার স্তিব বাক্যসমূহের দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকেন ॥ ৬৬

জল, দিক্, আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি এবং জনলোকের পরিত্রাণকর্তা কাল—এ সমস্তই যাঁহার স্বরূপ। যিনি ব্রহ্মদ্বেষিগণের নাশক ও মোক্ষের পরম কারণ, দুরাচারী মনুষ্য যাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারে না ॥ ৬৭

যাঁহারা মন হইতে শোক-সন্তাপকে সর্বতোভাবে দূর করিয়া দিয়াছেন, সেই সদাচারী ব্রাহ্মণগণ পাপক্ষয়ের পর যাঁহার দর্শনলাভ করিয়া থাকেন, এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম এবং স্তব করিবার যোগ্য পরমেশ্বর, সেই যজ্ঞের দেবতাকে তাঁহার ভক্তিভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন সেই ভগবান্ বাসুদেব অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

রুদ্রাক্ষের মালায় বিকসিত ও তেজের পরম নিধিস্বরূপ সেই বিশ্ববিধাতাকে দর্শন করিয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বন্দনা করিলেন ॥ ৬৯

সেই বরদাতা প্রভু হর-পুরী যোর মনোহর দেবনারিণী পার্বতী-দেবীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। এই অজন্মা, ঈশান, অব্যক্ত, কারণস্বরূপ ভগবান্ নিজ মহিমা হইতে কখনও চ্যুত হন্ না। এই পরমাত্মার পার্ষদস্বরূপ ভূতগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছিলেন।

কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীহরি ভূতলে দুই জানু স্পর্শ করিয়া এবং মস্তকে অঞ্জলি ধারণ করিয়া অন্তর্যামীনী সেই রুদ্রদেবকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তিভাবে যুক্ত হইয়া সেই ভগবান্ বিরূপাক্ষের এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭০-৭১

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—সর্বশ্রেষ্ঠ আদিদেব! যাঁহারা এই পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার পুরাতন নিত্য সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি বিশ্বকেও রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত প্রাণিগণের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিগণও আপনার দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৭২

দেবতা, অসুর, নাগ, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, গরুড়াদি পক্ষী, গন্ধর্ব ও যক্ষ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নিখিল প্রাণিসমূহকে আমি আপনার দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া মনে করি। এইরূপ ইন্দ্র, যম,

রূপং জ্যোতিঃ শব্দ আকাশ-বায়ূ:
স্পর্শঃ খাপ্তং সলিলং গন্ধ উর্বী।
কালো ব্রহ্মা ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ
ত্বৎসম্ভূতং স্থাস্নু চরিষ্ণু চেদম্ ॥ ৭৪
অমৃতাঃ লোকা বাস্তি যথা পৃথক্ত্বং
তাভিশ্চৈক্যং সংক্ষয়ে যান্তি ভূয়ঃ।
এবং বিদ্বান্ প্রভবং চাপ্যয়ঞ্চ
মত্বা কৃতানাং তব সাযুজ্যমেতি ॥ ৭৫
দিব্যামৃতৌ মানসৌ যৌ সুপর্ণৌ
বাচা খাদ্যাঃ পিপ্পলাঃ সপ্ত গোপাঃ।
দশাপ্যন্তে যে পুরং ধারয়ন্তি
ত্বয়া সৃষ্টাস্তং হি তেভ্যঃ পরো হি ॥ ৭৬
কৃত্বা তব্যং ভবিতা চাপ্যধৃষ্যঃ
ত্বৎসম্ভূতা ভুবনানীহ বিশ্বা।
ভক্তঞ্চ মাং ভজমানং ভজস্ব
মা ত্বীরিষো মানবিত্তাভিদেব ॥ ৭৭
আত্মানং ত্বামাস্থনোঽনন্তযোনেঃ
বিদ্বানেবং গচ্ছতি ব্রহ্ম শুক্রম্।
অন্তৌষং ত্বাং তব সম্মানমিচ্ছন্
বিচিন্বন্ বৈ সদৃশং দেববর্য্য।
দুষ্প্রাপ্যতান্ দেহি বরান্ মমেষ্টা-
নভিষ্টুতঃ প্রসিকাধীশ্চ মায়াম্ ॥ ৭৮

ব্যাস উবাচ।

তস্মৈ বরানচিন্ত্যাত্মা নীলকণ্ঠঃ পিনাকধৃক্।
অর্হতে দেবমুখ্যায় প্রাযচ্ছদৃষিসংস্তুতঃ ॥ ৭৯

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎপ্রসাদাদ্দেবমুখ্যৈঃ দেব-গন্ধর্বযোনিষু।
অপ্রমেয়বলাত্মা ত্বং নারায়ণ ভবিষ্যসি ॥ ৮০
ন চ ত্বাং প্রসহিষ্যন্তি দেবাসুর-মহোরগাঃ।
ন পিশাচা ন গন্ধর্বা ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ ॥ ৮১
ন সুপর্ণাস্তথা নাগা ন চ বিশ্বে বিযোনিজাঃ।
ন তিষ্ঠিং যাশ্চ দেহেঽপি সমরেষু বিভেষ্যতি ॥ ৮২

যজ্ঞ ও হুতাশের পর, পিতৃলোক এবং দেবকন্যার সুন্দর শিল্পকলা প্রভৃতির আবির্ভাব আপনার নিকট হইতেই হইয়াছে ॥ ৭৩

শব্দ ও আকাশ, স্পর্শ ও বায়ু, রূপ ও তেজ, রস ও জল এবং গন্ধ ও পৃথিবীর উৎপত্তিও আপনার দ্বারাই হইয়াছে। কাল, ব্রহ্ম, বেদ, ব্রাহ্মণ ও সম্পূর্ণ চরাচর জগৎও আপনার নিকট হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭৪

যেরূপ জল হইতে বুদ্বুদ্ পৃথক্ হইয়া যায় এবং ক্ষীণ হইয়া যাইবার পর ক্রমে আবার জলেই মিলিত হইয়া তাহার সহিত একই রূপ ধারণ করে, সেইরূপ সম্পূর্ণ ভূতগণ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং আপনার মধ্যেই লীন হইয়া যায়। এরূপ জ্ঞান লাভকারী বিদ্বান্ পুরুষ আপনার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭৫

অন্তঃকরণ মধ্যে নিবাসকারী দুইটি দিব্য ও অমৃতময় পক্ষী (ঈশ্বর ও জীব) আছে। সপ্ত ধাতুরূপ সপ্ত অশ্বত্থবৃক্ষ ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। দেবতাগণই এই বৃক্ষফলের শাখা-স্বরূপ। অন্য আরও দশটি বস্তু (ইন্দ্রিয়) আছে, যাহারা পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ নগরকে ধারণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত পদার্থই আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি আপনি ইহাদের হইতে পৃথক্ রহিয়াছেন ॥ ৭৬

ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অন্যের ভাল—এ সমস্ত আপনারই স্বরূপ। এখানে এই ভুবনসকল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমি আপনার ভজনাকারী ভক্ত, আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। আপনভাবাপন্নকে রক্ষা করিয়া আমার হিংসা করাইবেন না ॥ ৭৭

আপনি জীবাত্মা হইতে অতীত অন্য সকলের আত্মা, এতাদৃশ অনুভবকারী বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকেন। দেববর্য! আমি আপনার সৎকার করিবার শুভ কামনা লইয়া স্তুতি করিলাম। সত্যভোগভাবে স্তুতির যোগ্য পরমেশ্বর আপনাকে আমি বহুকাল ধরিয়া অন্বেষণ করিতেছি। যাঁহার আমি উত্তমরূপে স্তব করিয়াছি, সেই আপনি আপনার মায়া অপসারিত করুন এবং আমাকে অভীষ্ট বরদান করুন ॥ ৭৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে পুত্র! নারায়ণ ঋষি এইভাবে স্তব করিলে পর অচিন্ত্যস্বরূপ, পিনাকধারী, নীলকণ্ঠ ভগবান্ শিব বর লাভ করিবার যোগ্য সেই দেবপ্রধান নারায়ণকে যে বর প্রদান করিলেন ॥ ৭৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—নারায়ণ! তুমি আমার কৃপাপ্রসাদে মনুষ্য, দেবতা ও গন্ধর্বগণের মধ্যে অসীম বল-পরাক্রম সম্পন্ন হইবে ॥ ৮০

দেবতা, অসুর, মহাসর্প, পিশাচ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, নাগগণ এবং সমস্ত পশুযোনির সিংহ-ব্যাঘ্রাদি প্রাণীরাও তোমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। সর্বপ্রকার যুদ্ধে কোন দেবতাই তোমাকে ভয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৮১-৮২

ন শস্ত্রেণ ন বজ্রেণ বায়িনা ন চ বায়ুনা।
ন চার্দ্রেণ ন শুষ্কেণ ত্রসেন স্থাবরেণ চ ॥ ৮৩
কশ্চিৎ তব কৃতাং কর্তা মৎপ্রসাদাৎ কথঞ্চন।
অপি বৈ সমরং গত্বা ভবিষ্যসি মমাধিকঃ ॥ ৮৭
এবমেতে বরা লব্ধাঃ পুরস্তাদ্ বিদ্ধি নৌরিণা।
স এব দেবশ্চরতি মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ ॥ ৮৫
তস্যৈব তপসা জাতং নরং নাম মহামুনিম্।
তুল্যমেতেন দেবেন তং জানীহ্যর্জুনং সদা ॥ ৮৬
তাবেতৌ পূর্বদেবানাং পরমোপচিতিস্থিতী।
লোকযাত্রা বিধানার্থং সঞ্জায়েতে যুগে যুগে ॥ ৮৭
তস্যৈব কর্মণা কৃষ্ণঃ মহত্তপসোঽপি চ।
তেজো মন্যুশ্চ বিভ্রাণঃ জাতো রৌদ্রো মহামতে ॥ ৮৮
স ভবান্ দেববৎ প্রাজ্ঞো জ্ঞাত্বা ভবময়ং জগৎ।
অবাকর্মতমাত্মানং নিয়মৈস্তংপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ৮৯

শুভ্রনন্ত ভবান্ কৃত্বা মহাপুরুষবিগ্রহম্।
ঈজিবাংস্ত্বং ক্রতূংস্তৈস্তৈরুক্তদারৈশ্চ মানদ ॥ ৯০
স ত্বয়া পূজ্যমানস্তে পূর্বদেহেঽপ্যভূদ্বরং।
পুত্রাংশ্চ বরান্ প্রাদাৎ তব বিদ্বান্ ভবি স্থিতান্ ॥ ৯১
জন্মকর্মতপোযোগাস্ত্রয়োক্তস্য চ পুত্রকাঃ।
তাভ্যাং লিঙ্গেঽর্চিতো নেতরত্রার্চায়াং যুগে যুগে ॥ ৯২
সর্বরূপং ভবং জ্ঞাত্বা লিঙ্গে যোঽর্চতি প্রভুম্।
আত্মযোগাশ্চ তস্মিন্ বৈ শাস্ত্রযোগাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৯৩
এবং দেবা যজন্তো হি সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
প্রার্থয়ন্তে পরং লোকে স্থাণুমেকং স সর্বকৃৎ ॥ ৯৪
স এব রুদ্রশ্চ কুশী স এব কুরুসত্তমঃ।
কৃষ্ণ এব হি গৌরশ্চ যজ্ঞৈস্তৈশ্চ সনাতনঃ ॥ ৯৫
সর্বভূতভবং জ্ঞাত্বা লিঙ্গমর্চতি যঃ প্রভোঃ।
তস্মিন্নভাধিকা প্রীতির্ভবোতি বৃষভধ্বজঃ ॥ ৯৬

অস্ত্র, বজ্র, অগ্নি, বায়ু, আর্দ্র, শুষ্ক পদার্থ এবং স্থাবর ও জঙ্গমাদি প্রাণিগণের দ্বারাও কোন ব্যক্তি আমার কৃপায় তোমাকে কোন রূপ আঘাত করিতে পারিবে না। তুমি রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলে পর আমা হইতেও অধিক বলবান হইয়া যাইবে ॥ ৮৩-৮৪

তোমায় ইহা জানা আবশ্যক যে, এইরূপে নিশ্চয় পুত্রেই ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বর বর লাভ করিয়াছেন। সেই ভগবান্ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে ইহ সংসারে এই সংসারকে মোহিত করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ৮৫

নারায়ণের তপস্যা হইতেই মহামুনি নর আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্য শক্তিশালী। তুমি অর্জুনকে সর্বদা সেই ভগবান্ নরেরই অবতার বলিয়া জানিও ॥ ৮৬

এই দুই ঋষি নর ও নারায়ণ পূর্ব দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রগণের মধ্যে বিষ্ণুস্বরূপ এবং তপস্যায় অধিক। ইহারা লোকসমূহকে ধর্মমর্যাদায় স্থাপিত করত তাঁহার রক্ষার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৮৭

মহামতে! তুমিও স্বীয় পূর্ব জন্মে ভগবান্ নারায়ণেরই তুল্য জ্ঞানবান্ হইয়া তাঁহারই ন্যায় সংকল্প ও তীব্র তপস্যা করিয়া তাহার প্রভাবে পূর্ব স্নেহ ও ক্রোধ ধারণকারী রুদ্র রুদ্ধ হইয়াছিলে এবং সম্পূর্ণ জগৎকে শঙ্করময় জানিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছায় তুমি নানাপ্রকার কঠোর নিয়মসমূহ করিতে করিতে নিজ দেহকে কৃশ করিয়াছিলে ॥ ৮৮-৮৯

মানদ! তুমি এমনে পরম পুরুষ ভগবান্ শঙ্করের উদ্দেশ্যে বিগ্রহ স্থাপন করত তোমার, অশ্ব ও উপচারসমূহের দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলে ॥ ৯০

বিপ্রবর! এইরূপে পূর্ব জন্মের শরীরে তোমার দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে বর মনোবাঞ্ছিত বরদান করিয়াছিলেন ॥ ৯১

এইভাবে তোমার ও বর-নারায়ণের জন্ম, কর্ম, তপ ও যোগ পর্যায় বিদ্যমান আছে। বর-নারায়ণ শিবলিঙ্গে এবং তুমি প্রতিমাতে প্রতি যুগে মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাক ॥ ৯২

যিনি ভগবান্ শঙ্করকে সর্বস্বরূপ জানিয়া শিবলিঙ্গে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার মধ্যে সনাতন আত্মযোগ (আত্মা পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান) এবং শাস্ত্রযোগ (শাস্ত্রীয়-জনিত জ্ঞান) প্রতিষ্ঠিত থাকে ॥ ৯৩

এইভাবে আরাধনা করিতে করিতে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ লোকে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট ভগবান্ শঙ্কর হইতেই অতীষ্ট বস্তুর প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কারণ, তিনিই সর্ববস্তুর কর্তা ॥ ৯৪

এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ শঙ্করের ভক্ত এবং তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব রুদ্রসমূহের দ্বারা সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করা উচিত ॥ ৯৫

যিনি ভগবান্ শিবের লিঙ্গকে সমস্ত ভূতসকলের উৎপত্তির স্থান জানিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার উপর ভগবান্ শঙ্কর অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন ॥ ৯৬

সঞ্জয় উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দ্রোণপুত্রো মহারথঃ।
নমশ্চকার রুদ্রায় বহ্নয়ে চ কেশবম্ ॥ ৯৭
হৃষ্টরোমা চ বভ্রাজা সোঽভিবাদ্য মহর্ষয়ে।
বল্গুবিনীমভিপ্রেক্ষ্য ধ্বজবাহনকারণম্ ॥ ৯৮
ততঃ প্রত্যবহারোঽভূৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
কৌরবাণাঞ্চ সীনানাং দ্রোণে যুধি নিপাতিতে ॥ ৯৯
যুদ্ধং কৃত্বা দিনান্ পঞ্চ দ্রোণো হত্বা বরূথিনীম্।
ব্রহ্মলোকং গতো রাজন্ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ॥ ১০০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি ব্যাসবাক্যে
শতক্রতুরিব একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রোণপুত্র মহারথী অশ্বত্থামা মনে মনেই ভগবান্ পশুপতিকে প্রণাম করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও মস্তক দ্বারা স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ৯৭

তখন তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি বিনীতভাবে মহর্ষি ব্যাসদেবকে প্রণাম করিলেন এবং আপনার সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে শিবিরে যাইবার অনুমতি দান করিলেন ॥ ৯৮

প্রজানাথ! তদনন্তর যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য নিহত হইবার পর পাণ্ডবগণের এবং সেই কৌরবগণের সৈন্যবাহিনী নিজ নিজ শিবির অভিমুখে প্রস্থিত হইল ॥ ৯৯

রাজন্! এইভাবে বেদজ্ঞদের পারগত বিদ্বান্ দ্রোণাচার্য পাঁচদিন পর্যন্ত যুদ্ধ ও শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১০০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্র-মোক্ষপর্বে ব্যাসদেবের বাক্য ও শতক্রতুর ন্যায় তেজস্বিতা-বর্ণন একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনসমীপে ব্যাসদেবেন শিবমহিম্নঃ কথনম্, দ্রোণপর্বণঃ পাঠস্য শ্রবণস্য চ ফলনিরূপণঞ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্নতিরথে দ্রোণে নিহতে পাণ্ডবৈর্ন বৈ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বন্ত তঃ পরম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্নতিরথে দ্রোণে নিহতে পাণ্ডবৈর্ন বৈ।
কৌরবেষু চ তপ্তেষু কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২
দৃষ্ট্বা সুমহদাশ্চর্যমাত্মনো বিজয়াবহম্।
যদৃচ্ছয়াগতং ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভরতর্ষভ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ।

সংগ্রামে ক্ষতনং শত্রূন্ শরৌঘৈরিমসৈন্যহম্।
অগ্রতো লক্ষয়ে যান্তং পুরুষং পাবকপ্রভম্ ॥ ৪
অনন্তং শূলমুদ্যম্য যং দিশং প্রতিপদ্যতে।
তত্তত্র দিশি বিদ্রাব্যন্তে শত্রবো মে মহামুনে ॥ ৫

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অর্জুনের নিকটে ব্যাসদেব কর্তৃক শিবের মহিমা কথন এবং দ্রোণপর্বের পাঠ ও শ্রবণ ফল নিরূপণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক অতিরথী বীর দ্রোণাচার্য নিহত হইলে পর আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ প্রথমে কোন্ কার্য করিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক অতিরথী বীর দ্রোণাচার্য নিহত হইলে পর যখন সমস্ত কৌরব-সৈন্যগণ পলায়ন করিল, তখন নিজের বিজয়সূচক এক অত্যন্ত আশ্চর্যময় ঘটনা অবলোকন করিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুন যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে উপস্থিত ব্যাসদেবকে সেই সম্বন্ধে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২-৩

অর্জুন বলিলেন,—মহর্ষে! যখন আমি তীক্ষ্ণ নিক্ষল বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতেছিলাম, সেই সময় আমি দেখিলাম যে, অগ্নিতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন ॥ ৪

মহামুনে! তিনি প্রজ্বলিত শূল হস্তে লইয়া যে দিকেই গমন করিতেছিলেন, সেই দিকেরই আমাদের শত্রুগণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল ॥ ৫

যেন ভগ্নানরীন্ সর্বান্ মন্যুনা মন্যতে জনঃ।
যেন ভগ্নানি সৈন্যানি পৃষ্ঠতোঽনুব্রজাম্যহম্ ॥ ৬
ভগবংস্তমমাচক্ষ্ব কো বৈ স পুরুষোত্তমঃ।
শূলপাণির্ময়া দৃষ্টস্তেজসা সূর্যসন্নিভঃ ॥ ৭
ন পদ্ভ্যাং স্পৃশতে ভূমিং ন চ শূলং বিমুঞ্চতি।
শূলাচ্চ শতশস্তাণি নিষ্পেতুস্তস্য তেজসা ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

প্রজাপতীনাং প্রথমং তৈজসং পুরুষং প্রভুম্।
ভুবনং ভূর্ভুবং দেবং সর্বলোকেশ্বরং প্রভুম্ ॥ ৯
ঈশানং বরদং পার্থ দৃষ্টবানসি শঙ্করম্।
তং গচ্ছ শরণং দেবং বরদং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ১০
মহাদেবং মহাত্মানমীশানং ভটিলং বিভুম্।
ত্র্যক্ষং মহাভুজং রুদ্রং শিখিনং চীরবাসসম্ ॥ ১১

তিনি আমার সমস্ত শত্রুসৈন্যকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতেছিলেন, কিন্তু সকল লোকে ইহাই মনে করিতেছিল যে, আমিই তাহাদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতেছি। শত্রুদের সমস্ত সৈন্যই ইহার দ্বারা এই হইয়া যাইল, আমি ত' কেবল তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছিলাম ॥ ৬

ভগবন্! আমাকে বলুন—ইনি কোন্ মহাপুরুষ? আমি তাঁহাকে হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। ইনি সূর্যসদৃশ তেজস্বী ছিলেন ॥ ৭

তিনি স্বীয় চরণের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন না। ত্রিশূলকে নিজের হস্ত হইতে কখনও ত্যাগ করিতেন না। তাঁহার তেজে সেই একই ত্রিশূল হইতে সহস্র সহস্র নূতন নূতন ত্রিশূল আবির্ভূত হইয়া শত্রুদের উপর পতিত হইতেছিল ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—যিনি প্রজাপতিগণের প্রথম, তেজঃস্বরূপ, সর্বব্যাপী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, ভূলোক, ভুবর্লোকাদি সমস্ত লোকসমূহ যাঁহার স্বরূপ, যিনি দিব্য বিগ্রহধারী এবং সম্পূর্ণ লোকসকলের শাসক ও প্রভু, সেই বরদায়ক ঈশ্বর ভগবান্ শঙ্করকে তুমি দর্শন করিয়াছ। এই বরদ দেব শঙ্কর ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তুমি তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ॥ ৯-১০

তিনি মহাদেব, তাঁহার স্বরূপ মহান্, তিনি সকলের শাসনকারী, জটাধারী ও সর্বব্যাপী। তাঁহার তিনটি নয়ন আছে এবং বাহুদ্বয় বিশাল। রুদ্র তাঁহার নাম। তাঁহার মস্তকে শিখা এবং শরীরে বল্কল বস্ত্র শোভা পাইয়া থাকে ॥ ১১

মহাদেবং হরং স্থাণুং বরদং ভুবনেশ্বরম্
জগৎপ্রধানমজিতং জগৎপ্রীতিমতীশ্বরম্ ॥ ১২
জগদ্যোনিং জগদ্বীজং জহ্নিং জগতো গতিম্।
বিশ্বাত্মানং বিশ্বসৃজং বিশ্বমূর্তিং ধনস্বিনম্ ॥ ১৩
বিশ্বেশ্বরং বিশ্বনরং কর্মণামীশ্বরং প্রভুম্।
শম্ভুং স্বয়ম্ভুং ভূতেশং ভূতভব্যভবোদ্ভবম্ ॥ ১৪
যোগং যোগেশ্বরং সর্বং সর্বলোকেশ্বরেশ্বরম্।
সর্বশ্রেষ্ঠং জগচ্ছ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ১৫
লোকত্রয়বিধাতারমেকং লোকত্রয়াশ্রয়ম্।
শুদ্ধাত্মানং ভবং ভীমং শর্বাষ্টকৃতমীশ্বরম্ ॥ ১৬
শাশ্বতং ধ্রুবমব্যক্তং দেবং সর্ববাগীশ্বরেশ্বরম্।
সুদুর্জয়ং জগদ্ধাম্নং তমসঃ পরমুদ্ভবাভিগম্ ॥ ১৭

মহাদেব, হর ও স্থাণু প্রভৃতি নামসমূহে প্রসিদ্ধ বরদায়ক ভগবান্ শিব সমস্ত ভুবনের ঈশ্বর। ইনিই জগতের কারণস্বরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি। ইঁহাকে কখনও কাহারও দ্বারা পরাজিত হন্ না। জগতের প্রীতি ও সুখসম্ভোগ ইঁহা হইতেই হইয়া থাকে। ইনিই সকলের অধিপতি ॥ ১২

ইনিই জগতের উৎপত্তি স্থান, জগতের বীজ, বিজয়শীল, জগতের আশ্রয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মা, বিশ্ববিধাতা, বিশ্বরূপ ও ধনস্বী ॥ ১৩

ইনিই বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনিয়ন্তা, কর্মসমূহের ফলদাতা ঈশ্বর ও প্রভাবশালী। ইনিই সকলের কল্যাণকারী ও স্বয়ম্ভু। সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বর এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কারণও তিনিই ॥ ১৪

ইনিই যোগ এবং যোগেশ্বর, ইনিই সর্বস্বরূপ এবং সমস্ত লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম পরমেষ্ঠীও ইনিই ॥ ১৫

ইনিই ত্রিলোকের একমাত্র স্রষ্টা, ত্রিলোকের আশ্রয়, শুদ্ধাত্মা, ভব (সকলের উৎপত্তি স্থান), ভীম (দুষ্টগণের ভয়ঙ্কর) ও শর্বকে মূর্তরূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১৬

এই সনাতন দেবই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন এবং সমস্ত বাগীশ্বরগণেরও ঈশ্বর। ইঁহাকে জয় করা অসম্ভব। এই জগদীশ্বর অজ, ধ্রুব ও অব্যক্ত বিজ্ঞানসমূহ-পূর্ণ ॥ ১৭

জ্ঞানাত্মানং জ্ঞানময়ং জ্ঞানজ্ঞেয়ং সুদুর্বিদম্ ।
দাতারং চৈব ভক্তানাং প্রসাদবিহিতান্ বরান্ ॥ ১৮
তস্য পারিষদা দিব্যা রূপেণানেকবিগ্রহাঃ ।
বামনা জটিলা মুণ্ডা হ্রস্বগ্রীবা মহোদরাঃ ॥ ১৯
মহাকায়া মহোৎসাহা মহাকর্ণাস্যপাদরে ।
নানৈবিকৃতৈঃ পার্শ্বৈঃ পার্থ বেষৈশ্চ বৈকৃতৈঃ ॥ ২০
ঈদৃশৈঃ স মহাদেবঃ পূজ্যমানো মহেশ্বরঃ ।
স শিবস্তাত তেজস্বী প্রসাদাদ্ যাতি তেঽগ্রতঃ ॥ ২১
তস্মিন্ ঘোরে সদা পার্থ সংগ্রামে রোমহর্ষণে ।
দ্রৌণি-কর্ণ-কৃপৈর্গুপ্তাং মহেষ্বাসৈঃ প্রহারিভিঃ ॥ ২২
কুরূণাং সেনাং তদা পার্থ মনসাপি প্রধর্ষয়েৎ ।
অতে দেবাস্ত্রহেষাসাদ্ বজ্রপাণেরপেরাৎ ।
ন হি ভূতং সমং তেন ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ২৩

হরি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য এবং জ্ঞানে জ্ঞেয়। উঁহার স্বরূপ বুঝা অতিশয় কঠিন। তিনি নিজ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া মনোবাঞ্ছিত উত্তম বর প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৮

ভগবান্ শঙ্করের দিব্য পার্ষদগণ নানাপ্রকার রূপে দেখা দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বামন, কেহ জটাধারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক এবং কাহারও গ্রীবা অতিশয় হ্রস্ব। কাহার উদর অতি বৃহৎ, কাহারও শরীর বিশাল, কাহাদেরও উৎসাহ অত্যন্ত, কোন কোন পার্ষদের কর্ণ অতিশয় দীর্ঘ, কাহাদেরও মুখ বিকৃত এবং কাহাদের চরণ বিকৃত। অর্জুন! ইঁহাদের সকলের বেশও বিকৃতাকার ॥ ১৯-২০

এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট সেই পার্ষদগণ মহাদেব শঙ্করের সর্বদা পূজা করিয়া থাকেন। তাত! এই তেজস্বী পুরুষের রূপে সেই ভগবান্ শঙ্করই কৃপা করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন ॥ ২১

হে অর্জুন! সেই রোমাঞ্চকারী ঘোর সংগ্রামে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য প্রভৃতি প্রহারনিপুণ মহাধনুর্ধরগণকর্তৃক সুরক্ষিত এই কৌরব-সৈন্যদিগকে সেই সময় বহুলসংখ্যক মহাযুদ্ধের ভগবান্ মহেশ্বর ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি মনের দ্বারাতেও নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২২-২৩

যখন ইনি সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিবেন, তখন সেখানে বিদ্যমান থাকিবার সাহসও কেহ করিতে পারে না। ত্রিলোকের কোন ব্যক্তিই তাঁহার সমানতা করিতে পারে না ॥ ২৪

সংগ্রামে ভগবান্ শঙ্কর কুপিত হইলে পর তাঁহার গর্জন শুনিয়া বোধ হয় যেন ত্রাসেতে ধরা কাঁপিতে থাকে এবং অন্তরীক্ষ অবধারণ করিতে হইয়া থাকে ॥ ২৫

তাঁহাকে নমস্কারকারী দেবগণ স্বর্গ, স্বর্গলোকেই বাস করিয়া থাকেন। অপর যে সব মানবগণ এই ভূলোকে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকে, তাঁহারাও স্বর্গলোক জয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৬

যে সকল ভক্ত মনুষ্য সদা অনন্যভাবে বরদাতা দেবতা কল্যাণস্বরূপ সর্বেশ্বর উমানাথ, ভগবান্ রুদ্রদেবের উপাসনা করে, সে ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥

হে অর্জুন! অতএব তুমিও সেই পাপহরণ ভগবান্ শিবকে সর্বদা নমস্কার করিও। যিনি রুদ্র, নীলকণ্ঠ, কপিল (সুখ বা দীপ্তিমান্), উত্তম তেজঃসম্পন্ন, জটাজুটধারী, বিকরালস্বরূপ, শিবলনয়নবিশিষ্ট ও বৃষভকে বরদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শিবকে নমস্কার ॥ ২৭-২৯

যিনি যমের অনুকূলে অবস্থানকারী কাল, অব্যক্তস্বরূপ, আকাশ যাঁহার কেশ, যিনি সদাচারসম্পন্ন, সকলের কল্যাণকারী কমনীয়, শিবলনেত্র, সদাস্থির এবং অন্তর্যামী পুরুষ, যাঁহার কেশ শিবলবর্ণ, যাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, যিনি রুদ্র, যিনি ভবসাগর উত্তরণকারী, যিনি সুবাস্বরূপ, উত্তম তীর্থ ও অত্যন্ত বেগশালী, সেই দেবাধিদেব মহাদেবকে নমস্কার ॥ ৩০-৩১

বহুরূপায় সর্বায় প্রিয়ায় প্রিয়বাসসে।
উষ্ণীষিণে সুবক্ত্রায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে ॥ ৩২
গিরিশায় প্রশান্তায় বভ্রবে চীরবাসসে।
হিরণ্যবাহবে রাজ্ঞে উগ্রায় পতয়ে দিশাম্ ॥ ৩৩
পর্জন্যপতয়ে চৈব ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
বৃক্ষাণাং পতয়ে চৈব পশূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩৪
বৃক্ষৈরাবৃতকায়ায় সেনান্যে মধ্যমায় চ।
ধ্রুবহস্তায় দেবায় ধন্বিনে ভার্গবায় চ ॥ ৩৫
বহুরূপায় বিশ্বস্য পতয়ে মৃত্যুবাসসে।
সহস্রশিরসে চৈব সহস্রনয়নায় চ ॥ ৩৬
সহস্রবাহবে চৈব সহস্রচরণায় চ।
শরণং যচ্ছ কৌন্তেয় বরদং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৩৭
উমাপতিং বিরূপাক্ষং দক্ষযজ্ঞনিবর্হণম্।
প্রজানাং পতিমব্যগ্রং ভূতানাং পতিমব্যয়ম্ ॥ ৩৮

কপর্দিনং বৃষাবর্তং বৃষনাভং বৃষধ্বজম্।
বৃষরূপং বৃষপতিং বৃষভৃঙ্গং বৃষভম্ ॥ ৩৯
বৃষাঙ্কং বৃষভোদারং বৃষভং বৃষভেক্ষণম্।
বৃষায়ুধং বৃষশরং বৃষভুজং বৃষেশ্বরম্ ॥ ৪০
মহোদরং মহাকায়ং ত্বীপিচর্মনিবাসিনম্।
লোকেশং বরদং মুণ্ডং ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণপ্রিয়ম্ ॥ ৪১
ত্রিশূলপাণিং বরদং খড়্গচর্মধরং প্রভুম্।
পিনাকিনং খড়্গধরং লোকানাং পতিমীশ্বরম্ ॥ ৪২
প্রপদ্যে শরণং দেবং শরণ্যং চীরবাসসম্।
নমস্তস্মৈ সুরেশায় যস্য বৈশ্রবণঃ সখা ॥ ৪৩
সুবাসসে নমস্তভ্যং সুব্রতায় সুবর্ষিণে।
সুবাসসে নমস্তভ্যং সুব্রতায় সুবর্ষিণে।
ধনুষে বায় দেবায় প্রিয়বস্ত্রায় ধন্বিনে ॥ ৪৪

যিনি অনেকরূপ ধারণ করিতে পারেন, যিনি সকলরূপ এবং সকলের প্রিয়, যিনি মস্তকের উপর উষ্ণীষ (পাগ্‌ড়ী) ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার বদন সুন্দর, যাঁহার নেত্র সহস্র সহস্র ও যিনি বরদাতা, সেই ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার ॥ ৩২

যিনি পর্বতের উপর শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি পরম শান্ত, দাতাস্বরূপ, খণ্ডিত বস্ত্রপরিধানকারী, হিরণ্যবাহু (স্বর্ণ আভরণসমূহে ভূষিত বাহু), রাজা (দীপ্তিমান্), উগ্র (ভয়ের) এবং দিক্‌সমূহের অধিপতি, (সেই ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম)। ৩৩

যিনি মেঘের অধিপতি এবং সমস্ত ভূতসকলের প্রভু, তাঁহাকে প্রণাম। যিনি বৃক্ষসকলের পালক এবং পশু-সমূহের অধিপতি, তাঁহাকে প্রণাম ॥ ৩৪

যাঁহার শরীর বৃক্ষশ্রেণীতে আচ্ছাদিত, যিনি সৈন্যগণের অধিপতি এবং শরীরের মধ্যবর্তী (অন্তর্যামী), ধ্রুবমানরূপে যিনি নিজ হস্তে ধ্রুব ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি দিব্যস্বরূপ, ধনুর্ধর এবং ভৃগুবংশজাত পরশুরামস্বরূপ, তাঁহাকে প্রণাম ॥ ৩৫

যাঁহার রূপ বহু, যিনি এই বিশ্বের পালক হইয়াও মৃত্যুনামক তৃণনির্মিত কৌপীন ধারণ করেন, যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র নেত্র, সহস্র বাহু ও সহস্র চরণ, সেই ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম।

কুন্তীনন্দন! তুমি এই বরদায়ক, ভুবনেশ্বর উমাপতি, ত্রিলোচন, দক্ষযজ্ঞনাশী, প্রজাপতি, ব্যগ্রতাহীন এবং অবিনাশী ভগবান্ ভূতনাথের শরণ গ্রহণ কর ॥ ৩৬-৩৮

যিনি জটাকে ধারণ করেন, যাঁহার আবর্ত শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ নাভিতে সুশোভিত, ধ্বজার উপরে বৃষের চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি বৃষরূপ (প্রবল অহঙ্কারী), যিনি বৃষরূপ বৃষের অধিপতি, ধর্মকেই যিনি সর্বোচ্চে বলিয়া মান্য করেন, যিনি ধর্ম হইতেও মহত্তর, যাঁহার অঙ্গে বৃষের চিহ্ন অঙ্কিত আছে, যিনি ধর্মাত্মাগণের মধ্যে উদার, ধর্মস্বরূপ বৃষভের নিকটবর্তী, শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ বাহুযুক্ত, ধর্মস্বরূপ এবং ধর্মের ঈশ্বর, সেই ভগবান্ শঙ্করের আমি শরণ গ্রহণ করি ॥ ৩৯-৪০

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন বলিয়া যাঁহার উদর ও শরীর বিশাল, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি লোকেশ্বর, বরদায়ক, মুণ্ডিতমস্তক, ব্রাহ্মণহিতৈষী এবং ব্রাহ্মণগণের প্রিয়, যাঁহার হস্তে ত্রিশূল, ঢাল, তরবারি ও পিনাকাদি অস্ত্রসকল শোভা পাইয়া থাকে, যিনি বরদাতা, প্রভু, সুন্দর শরীরধারী, ত্রিলোকের পতি এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সেই চীরবস্ত্রধারী শরণাগতবৎসল ভগবান্ শিবের আমি শরণ গ্রহণ করিলাম।

কুবের যাঁহার সখা, সেই দেবেশ্বর শিবকে আমি নমস্কার করি। প্রভো! আপনি উত্তম বস্ত্র, উত্তম ব্রত ও উত্তম ধনু ধারণ করেন। আপনি ধনুর্ধর দেব, ধনু আপনার প্রিয়; কারণ, আপনি সতত ধনু ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি ধনুর্ধর, ধনু ও

সর্বস্তরায় ধনুষে ধন্বাচার্যায় তে নমঃ।
উগ্রায়ুধায় দেবায় নমঃ সুরবরায় চ ॥ ৫৫
নমোঽস্তু বহুরূপায় নমোঽস্তু সহচারিণে।
নমোঽস্তু স্থাণবে নিত্যং নমস্তস্মৈ তপস্বিনে ॥ ৫৬
নমোঽস্তু ত্রিপুরঘ্নায় ভগঘ্নায় চ বৈ নমঃ।
বনস্পতীনাং পতয়ে নরাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫৭
মাতৃণাং পতয়ে চৈব গণানাং পতয়ে নমঃ।
গবাক্ষ পতয়ে নিত্যং যজ্ঞানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫৮
অপাক্ষ পতয়ে নিত্যং দেবানাং পতয়ে নমঃ।
পূষ্ণো দন্তবিনাশায় ত্র্যক্ষায় বরদায় চ ॥ ৫৯
নীলকণ্ঠায় পিঙ্গায় খর্বকেশায় বৈ নমঃ।
কর্মাণি যানি দিব্যানি মহাদেবস্য ধীমতঃ ॥ ৫০
তানি তে কীর্তয়িষ্যামি যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতম্।
ন সুরা নাসুরা লোকে ন গন্ধর্বা ন রাক্ষসাঃ ॥ ৫১
সুখমেবস্থি কুপিতে তস্মিন্নপি গুরাগতাঃ।

ধন্বাচার্য, আপনাকে নমস্কার। উগ্রের অনুষ্ঠানকারী সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫১-৫৫

বহুরূপধারী শিবকে নমস্কার, হে বহুরূপধারী রুদ্রদেবকে নমস্কার। যিনি জগতের সহচরগণ অথবা যিনি স্থিরস্বভাব, সেই তপস্বী শিবকে নিত্য প্রণাম ॥ ৫৬

ত্রিপুরনাশক ভগবান শিবকে বারংবার নমস্কার। বনস্পতিগণেরও পতি এবং নরপতিস্বরূপ মহাদেবকে নমস্কার ॥ ৫৭

মাতৃগণের অধিপতি এবং গণসমূহের পালক শিবকে নমস্কার। গো-পতি ও যজ্ঞপতি পশুপতিকে নিত্য নমস্কার ॥ ৫৮

জলপতি ও দেবপতিকে নিত্য প্রণাম। পূষা দেবতার দন্ত উৎপাটনকারী, ত্রিলোচন বরপ্রদ শিবকে নমস্কার। নীলকণ্ঠ, পিঙ্গলবর্ণ ও খর্বময় কেশশোভিত ভগবান্ শঙ্করকে আমি প্রণাম করিয়া,

অর্জুন! এখন আমি পরমজ্ঞানী মহাদেবের যে সমস্ত দিব্য কর্ম আছে, নিজ বুদ্ধি অনুসারে যেরূপ আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমার সম্মুখে আমি বর্ণনা করিতেছি।

যদি তিনি কুপিত হন, তবে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসগণ এই লোকে অথবা পাতালেও শুভপ্রাপ্তে থাকিলেও সুখলাভ করিতে সমর্থ হন না।

বহুকাল পূর্বের কথা, ইনি যজ্ঞসম্বন্ধীয় দক্ষের উপর কুপিত হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার নিজ অনুমানে অনুষ্ঠিত দক্ষকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিনে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দশ দ্বারা বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে তীব্রস্বরে গর্জন করিতেছিলেন ॥ ৫৯-৫১

দেবতাগণের সেই সময় ক্রোধ ও ত্রাস ও শান্তিলাভ হয় নাই। মহেশ্বর কুপিত হইলে সহসা যজ্ঞে উপদ্রব আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫২

পার্থ! তাঁহার ধনুর গুণের প্রচণ্ড শব্দে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সমস্ত লোকসমূহ তাঁহার অধীন হইয়া যাইল। দেবতা ও অসুরগণ সকলেই ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৫৪

সমুদ্রের জলের উচ্ছ্বাস দেখা যাইল, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিলেন, পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং দিগ্‌সকলও মূর্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৫৬

ঘোর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় সম্পূর্ণ লোকসমূহ প্রকাশিত হইতে পারিল না। ভগবান্ শিব সূর্যসহ সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের প্রভা নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৫৭

মহর্ষিগণও ভয়ভীত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ইহারা সমস্ত ভূতগণের এবং নিজেদের সুখকামনা করিয়া পুণ্যাহবাচনাদি শান্তি কর্ম করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

সেই সময় যেন হাস্য করিতে করিতেই ভগবান্ শঙ্কর পূষার উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি তখন পুরোডাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন। শঙ্কর তাঁহার সমস্ত দন্তগুলিকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৯

ততো নিশ্চক্রমুর্দেবা বেপমানা ভয়াৎ তে।
পুনশ্চ সমধে দীপ্তান্ দেবানাং নিশিতান্ শরান্ ॥ ৫০
সধূমান্ সস্ফুলিঙ্গাংশ্চ বিদ্যুজ্জ্বালসন্নিভান্।
তং দৃষ্ট্বা তু সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৫১
রুদ্রস্য যজ্ঞভাগঞ্চ বিশিষ্টং তে প্রকল্পয়ন্।
তয়েন ত্রিদশা রাজন্ শরণঞ্চ প্রপেদিরে ॥ ৫২
তেন চৈবাভিকোপেন স যজ্ঞঃ সন্নিবর্তিতবান্।
তয়াশ্চাপি সুরা আসন্ ভীতাশ্চাভাপি তং প্রতি ॥ ৫৩
অসুরাণাং পুরাণ্যাসন্ত্রীণি দীপ্তাবভাসি বিভি।
আয়সং রাজতং চৈব সৌবর্ণং পরমং মতম্ ॥ ৫৪
সৌবর্ণং কমলাক্ষস্য তারকাক্ষস্য রাজতম্।
তৃতীয়ং তু পুরং তেষাং বিদ্যুন্মালিন আয়সম্ ॥ ৫৫
ন শক্তস্তানি ময়বান্ ভেত্তুং সর্বাসু সৈরপি।
অথ সর্বে সুরা রুদ্রং জগ্মুঃ শরণমিপ্সবঃ ॥ ৫৬

তে তমূচুর্মহাত্মানং সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ব্রহ্মদত্তবরা হ্যেতে ঘোরাস্ত্রিপুরবাসিনঃ ॥ ৫৭
পীড়য়ন্ত্যধিকং লোকং যস্মাৎ তে বরদর্পিতাঃ।
ভবন্তে দেবদেবেশ নাস্তঃ শক্তঃ কথঞ্চন ॥ ৫৮
হন্তুং দৈত্যান্ মহাদেব জহি তাংস্ত্বং সুরদ্বিষঃ।
রুদ্র যৌদ্ধা ভবিষ্যন্তি পশবঃ সর্বকর্মসু ॥ ৫৯
নিপাতয়িষ্যসে চৈতানসুরান্ ভুবনেশ্বর।
স তথোক্তস্তথেত্যুক্ত্বা দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৬০
গন্ধমাদন-বিন্ধ্যৌ চ কৃত্বা বংশধ্বজৌ হরঃ।
পৃথ্বীং সসাগরবনাং রথং কৃত্বা তু শঙ্করঃ ॥ ৬১
অক্ষং কৃত্বা তু নাগেন্দ্রং শেষং নাম ত্রিলোচনঃ।
চক্রে কৃত্বা তু চন্দ্রার্কৌ দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ॥ ৬২
অণী কৃত্বৈলপুত্রঞ্চ পুষ্পদন্তঞ্চ রাঘবঃ।
যুগং কৃত্বা তু মলয়মেলাপুত্রঞ্চ তুম্বুরুম্ ॥ ৬৩

তদনন্তর সমস্ত দেবতাগণ একত্রিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যজ্ঞশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ ও তেজস্বী বাণসমূহ প্রয়োগ করিলেন ॥ ৫০

ধূম ও স্ফুলিঙ্গসহ সেই বাণগুলি তখন বিদ্যুৎসহ মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। সমস্ত দেবগণ ভগবান্ শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং রুদ্রদেবের জন্য তাঁহারা এক বিশিষ্ট যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা করিলেন।

রাজন্! সমস্ত দেবতাগণ তথা ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইলে পর তিনি সেই যজ্ঞ পূর্ণ করেন। সেই দিন দেবতাগণ পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং তদবধি আজ পর্যন্ত সকল দেবতাই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকেন ॥ ৫১-৫৬

পুরাকালে পরম পরাক্রমশালী বিদ্যুন্মালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ নামক তিন অসুরের আকাশে তিনটি নগর ছিল। উহাদের মধ্যে একটি লৌহনির্মিত, দ্বিতীয়টি রজতনির্মিত এবং তৃতীয়টি স্বর্ণনির্মিত ছিল ॥ ৫৪

এই সকল নগরের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত নগর কমলাক্ষের, লৌহনির্মিত নগর তারকাক্ষের এবং লৌহনির্মিত নগর বিদ্যুন্মালীর অধিকারে ছিল ॥ ৫৫

দেবরাজ ইন্দ্র সর্বপ্রকার অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া এই নগরত্রয়কে ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। তখন এই সকল নগর ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত দেবগণ ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করিলেন ॥ ৫৬

ইন্দ্রসহ সকল দেবতাগণ মহাত্মা ভগবান্ শঙ্করকে বলিলেন,—প্রভো! ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে এই ত্রিপুরনিবাসী দৈত্যগণ সম্পূর্ণ লোকসমূহকে অধিক পীড়ন করিতেছে; কারণ, বরদান করিয়া তাহারা অত্যন্ত গর্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

দেবদেবেশ্বর মহাদেব! আপনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিই এই দৈত্যগণকে বধ করিতে সমর্থ নন্, অতএব আপনি এই দেবদ্রোহীদিগকে বিনাশ করুন।

ভুবনেশ্বর! রুদ্রদেব! যখন আপনি এই অসুরগণকে বিনাশ করিবেন, তখন হইতেই সমস্ত যজ্ঞকর্মেই যে সকল পশু (যজ্ঞের সাধনভূত উপকরণ) আহোলিত হইবে, সেই সমস্তই রুদ্রদেবের ভাগে কল্পিত হইবে।

দেবতাগণ এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শঙ্কর 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের হিতকামনায় গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচল এই দুই পর্বতকে নিজের দুই পার্শ্ববর্তী ধ্বজরূপে স্থাপন করিলেন। তারপর সমুদ্র, পর্বতসকল সহ সমগ্র পৃথিবীকে নিজের রথরূপে স্থির করত নাগরাজ শেষকে এই রথের ধুরা করিলেন। তাহার পর ত্রিনেত্রধারী পিনাকপাণি দেবাধিদেব মহাদেব চন্দ্র ও সূর্যকে রথের দুই চক্ররূপে স্থাপন করিলেন এবং এলাপুত্রের পুত্র পুষ্পদন্তকে যুগের কীলরূপে স্থির করিলেন। অনন্তর ত্রিলোচন শঙ্কর মলয়াচলকে যুগ এবং তুম্বুরুনামকে যুগ বাঁধিবার রজ্জু করিলেন ॥ ৫৭-৬৩

যোক্ত্রাঙ্গানি চ সর্বাণি কৃত্বা সর্বঃ প্রতাপবান্।
বেদান্ কৃত্বাথ চতুরস্তুরগান্ মহেশ্বরঃ ॥ ৭৪
উপবেদান্ বলীনাংশ্চ কৃত্বা লোকত্রয়েশ্বরঃ ॥ ৭৫
গায়ত্রীং প্রগ্রহং কৃত্বা সাবিত্রীঞ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৭৫
কৃত্বোঙ্কারং প্রতোদঞ্চ ব্রহ্মাণং চৈব সারথিম্।
গাণ্ডীবং মন্দরং কৃত্বা গুণং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥ ৭৬
বিষ্ণুং শরোত্তমং কৃত্বা শল্যাগ্নিং তথৈব চ।
বায়ুং কৃত্বাথ বাজাভ্যাং পুঙ্খে বৈবস্বতং যমম্ ॥৭৭
বিদ্যুৎ কৃত্বাথ নির্ঘাতং মেরুং কৃত্বাথ বৈ ধ্বজম্।
আরুহ্য স রথং দিব্যং সর্বদেবময়ং শিবঃ ॥ ৭৮
ত্রিপুরস্য বধার্থায় স্থাণুঃ প্রহরতাং বরঃ।
অসুরাণামন্তকরঃ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ ॥ ৭৯
স্তূয়মানঃ সুরৈঃ পার্থ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
স্থানং মাহেশ্বরং কৃত্বা দিব্যমপ্রতিমং প্রভুঃ ॥ ৮০
অতিষ্ঠৎ স্থাণুভূতঃ স সহস্রং পরিবৎসরান্।

যদা ত্রীণি সমেতানি অন্তরিক্ষে পুরাণি চ ॥ ৮১
ত্রিপর্বণা ত্রিশল্যেন তদা তানি বিভেদসঃ।
পুরাণি ন চ তং মেরুর্দানবাঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥৮২
শক্তং কালাগ্নিসংযুক্তং বিষ্ণু-সোমসমাযুতম্।
পুরাণি দগ্ধবন্তং তং দেবী মাতা প্রবীক্ষিতুম্ ॥ ৮৩
বালমঙ্কগতং কৃত্বা স্বয়ং পক্ষিশিখং পুনঃ।
উমা জিজ্ঞাসমানা বৈ কোঽয়মিত্যব্রবীৎ সুরান্ ॥ ৮৪
অসুরস্তস্য শক্রস্য বজ্রেণ প্রহরিষ্যতঃ।
বাহুং সবজ্রং তং তস্য ক্রুদ্ধস্তাম্রতরং প্রভুঃ ॥ ৮৫
প্রহস্য ভগবাংস্তূর্ণং সর্বলোকেশ্বরো বিভুঃ।
ততঃ স স্তম্ভিতভুজঃ শক্রো দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ৮৬
জগাম সত্বরস্তূর্ণং ব্রহ্মাণং প্রভুমব্যয়ম্।
তে তং প্রণম্য শিরসা প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥৮৭
কিমপ্যঙ্কগতং ব্রহ্মন্ পার্বত্যা ভূতমদ্ভুতম্।
বালরূপধরং দৃষ্ট্বা নাস্মাভিরভিলক্ষিতঃ ॥ ৮৮

এইরূপ প্রতাপশালী ভগবান্ মহেশ্বর অন্য প্রাণীদিগকেও যোক্ত্ররূপে স্থাপিত করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারি বেদকে রথের চারিটি অশ্ব করিলেন ॥ ৭৪

ত্রিলোকের ঈশ্বর মহেশ্বর উপবেদসমূহকে অশ্বের লাগাম করিয়া গায়ত্রী ও সাবিত্রীকে প্রগ্রহ (রশ্মি) করিলেন ॥ ৭৫

তারপর ওঙ্কারকে প্রতোদ (অশ্বতাড়নদণ্ড—চাবুক), ব্রহ্মাকে সারথি, মন্দরাচলকে গাণ্ডীবধনু, বাসুকিনাগকে এই ধনুর গুণ, ভগবান্ বিষ্ণুকে উত্তম বাণ, অগ্নিদেবকে ঐ বাণের ফলক, বায়ুকে ঐ বাণের পক্ষ এবং বৈবস্বত (সূর্যপুত্র) যমকে এই বাণের পুচ্ছ করিলেন ॥ ৭৬-৭৭

বিদ্যুৎকে ঐ বাণের তীক্ষ্ণধাররূপে নির্দ্ধারণ করিয়া মেরু-পর্বতকে প্রধান ধ্বজরূপে স্থাপন করিলেন। এইভাবে সর্বদেবময় দিব্যরথ নির্মাণ করত অসুরগণের বিনাশকারী, অতুল-পরাক্রমশালী, যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ত্রিভুবনের শ্রীমান্ ভগবান্ শিব ত্রিপুরকে বধ করিবার জন্য তাহার উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৭৮-৭৯

কুন্তীনন্দন! সেই সময় সমস্ত দেবগণ ও তপোধন মহর্ষিগণ ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই ভগবান্ শিব সেই অদ্ভুতরথ ও দিব্য মাহেশ্বর-স্থান (রথ) নির্মাণ করিয়া তাহার উপর এক হাজার বর্ষ পর্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন।

যখন সেই তিনটি নগর আকাশে একত্রিত হইল, তখন তিনি তিনটি পর্বযুক্ত ও তিনটি ফলকবিশিষ্ট এক বাণে উক্ত তিন নগরকে বিদীর্ণ করিলেন।

তখন সেই দানবগণ তাহাদের তিনটি নগরের দিকে এবং বিষ্ণু ও সোমের শক্তিসম্পন্ন কালাগ্নিসংযুক্ত এই বাণের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। যে সময় তিনি উক্ত তিনটি নগরকে দগ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় পার্বতীদেবীও একটি পক্ষিশিখাযুক্ত বালককে ক্রোড়ে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পার্বতী দেবী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা চিনিতে পারিতেছ, এই বালক কে? তাঁহার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের হৃদয়ে অসূয়া ও ক্রোধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন ঐ বালকের উপর বজ্রাঘাত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইহা জানিয়া সর্বলোকেশ্বর সর্বব্যাপী ভগবান্ হাস্য করিয়াই বজ্রসহ ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

তদনন্তর স্তম্ভিতবাহু ইন্দ্র দেবগণের সহিত অতি সত্বর সেখান হইতে অবিনাশী ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

দেবগণ মস্তক অবনত করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! পার্বতীদেবীর ক্রোড়ে বালকরূপী এক অদ্ভুত প্রাণী ছিল, যাহাকে দেখিয়া আমরা কেহই চিনিতে পারিলাম না ॥ ৮০-৮৮

তস্মাৎ যাঃ প্রষ্টুমিচ্ছামো নিহিতা যেন বৈ বয়ম্।
অমুধ্যাতা হি বালেন লীলয়া সপুরন্দরাঃ ॥৮৯

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
ধ্যাত্বা স শম্ভুং ভগবান্ বালং চামিততেজসম্ ॥ ৯০
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা শক্রাদীংস্ত সুরোত্তমান্।
চরাচরস্য জগতঃ প্রভুঃ স ভগবান্ হরঃ ॥ ৯১

তস্মাৎ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি মহেশ্বরাৎ।
যো দৃষ্টো হ্যমরা সার্ধং ভূতাভিরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৯২
স পার্বত্যাঃ কৃতে গর্বঃ কৃতবান্ বালরূপতাম্।
তে ময়া সহিতা যূয়ং প্রাপ্তরন্ধ্রাঃ তমেব হি ॥ ৯৩

স এব ভগবান্ দেবঃ সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।
ন সম্বুবুধিরে চৈনং দেবাস্তং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৯৪

সপ্রজাপতয়ঃ সর্বে বালার্কসদৃশপ্রভম্।
অথাভ্যেত্য ততো ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা স চ মহেশ্বরম্ ॥ ৯৫

অয়ং শ্রেষ্ঠ ইতি জ্ঞাত্বা নমস্কৃত্য তং পিতামহঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বং যজ্ঞো ভুবনস্যাস্য ত্বং গতিস্ত্বং পরায়ণম্ ॥ ৯৬
ত্বং তপস্ত্বং মহাদেবস্ত্বং ধাম পরমং পদম্।
ত্বয়া সর্বমিদং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৯৭
ভগবন্ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে।
প্রসাদং কুরু শক্রস্য ত্বয়া ক্রোধাধিতস্য বৈ ॥ ৯৮

ব্যাস উবাচ।

পদ্মযোনিবচঃ শ্রুত্বা ততঃ প্রীতো মহেশ্বরঃ।
প্রসাদাভিমুখো ভূত্বা অট্টহাসমথাকরোৎ ॥ ৯৯
ততঃ প্রসাদয়ামাসুরুমাং রুদ্রঞ্চ তে সুরাঃ।
অভবচ্চ পুনর্বালস্তথাপ্রকৃতি বহ্নিবৎ ॥ ১০০
তেষাং প্রসন্নো ভগবান্ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ।
দেবানাং ত্রিদশশ্রেষ্ঠো দক্ষযজ্ঞবিনাশনঃ ॥ ১০১
স বৈ রুদ্রঃ স চ শিবঃ সোঽগ্নিঃ সর্বঞ্চ সর্বহিৎ।
স চেন্দ্রশ্চৈব বায়ুশ্চ সোঽশ্বিনৌ চ স বিদ্যুতঃ ॥ ১০২

অতএব আমরা আপনার নিকটে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই বালক বিনা যুদ্ধেই যেন ক্রীড়া করিতে করিতে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবমণ্ডলী আমাদের পরাজিত করিল ॥ ৮৯

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা ধ্যান করত অমিততেজস্বী বালকরূপধারী শঙ্করকে জানিতে পারিলেন ॥ ৯০

তাহার পর ব্রহ্মা সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র প্রভৃতিকে বলিলেন,—দেবগণ! তিনি চরাচর জগতের পতি সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্কর। এই মহেশ্বর হইতে অন্য আর অধিক কোন কিছুই নাই। তোমরা পার্বতী দেবীর সহিত যে অমিততেজস্বী বালককে দর্শন করিয়াছ, সেইরূপে ভগবান্ শঙ্করই বিরাজ করিতেছেন। তিনি পার্বতীদেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন; অতএব তোমরা সকলে আমার সহিত তাঁহার শরণগ্রহণ করিবার জন্য গমন কর ॥ ৯১-৯৩

সেই বালকরূপে সর্বলোকেশ্বর প্রভু ভগবান্ মহাদেবই ছিলেন, কিন্তু প্রজাপতিগণের সহিত সমস্ত দেবতারা বালসূর্যতুল্য কান্তিমান্ সেই জগদীশ্বরকে জানিতে পারেন নাই ॥ ৯৪

তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা নিকটে গমনপূর্বক ভগবান্ মহেশ্বরকে দর্শন করিলেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা জানিয়া তাঁহার বন্দনা করিলেন ॥ ৯৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয় এবং আপনিই সকলের শরণদাতা। আপনি তপস্যা, আপনি মহাদেব, আপনি পরমধাম ও আপনি পরমপদ। আপনিই এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ॥ ৯৬-৯৭

ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ামক! ভগবন্! লোকনাথ! জগদীশ্বর! এই ইন্দ্র আপনার ক্রোধে পীড়িত হইতেছে, আপনি ইহার উপর কৃপা করুন ॥ ৯৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—পার্থ! ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং কৃপা করিতে উদ্যত হইয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯৯

তখন দেবতাগণ পার্বতীদেবী ও ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন। তাহার বহ্নিধারী ইন্দ্রের বাহু পূর্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ হইয়া গেল ॥ ১০০

দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকারী দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বৃষধ্বজ শঙ্কর নিজ পত্নী উমাদেবীর সহিত দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইলেন ॥ ১০১

তিনিই রুদ্র, তিনিই শিব, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্বরূপ ও সর্বজ্ঞ। ইনিই ইন্দ্র ও বায়ু এবং ইনিই দুই অশ্বিনীকুমার ও বিদ্যুৎ ॥ ১০২

ইনি ভব, ইনি মেঘ এবং ইনিই সনাতন মহাদেব। ইনি চন্দ্র, ইনি ঈশান, ইনি সূর্য এবং বরুণও ইনিই ॥ ১০৩

স ভবঃ স চ পর্জন্যো মহাদেবঃ সনাতনঃ।
স চন্দ্রমাঃ স চেশানঃ স সূর্যো বরুণশ্চ সঃ ॥ ১০৩

স কালঃ সোঽন্তকো মৃত্যুঃ স যমো রাত্র্যহানি চ।
মাসার্ধমাসা ঋতবঃ সন্ধ্যা সংবৎসরশ্চ সঃ ॥ ১০৪

ধাতা চ স বিধাতা চ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মকৃৎ।
সর্বাসাং দেবতানাঞ্চ ধারয়ত্যবপূর্বপুঃ ॥ ১০৫

সর্বদেবৈঃ স্তুতো দেবঃ সৈকধা বহুধা চ সঃ।
শতধা সহস্রধা চৈব ভূয়শ্চ শত-সহস্রধা ॥ ১০৬

যে তনূ তস্য দেবস্য বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণা বিদুঃ।
ঘোরা চান্যা শিবা চান্যা তে তনূ বহুধা পুনঃ ॥ ১০৭

ঘোরা তু যা তনুস্তস্য সোঽগ্নিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সৌম্যা তু পুনরেবাস্য আপো জ্যোতীংষি চন্দ্রমাঃ ॥ ১০৮

বেদাঃ সাঙ্গোপনিষদাঃ পুরাণধ্যোত্মনিশ্চয়াঃ
যত্রৈষ পরমং গুহ্যং স বৈ দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১০৯

ঈদৃশশ্চ মহাদেবো ভূয়াংশ্চ ভগবানজঃ।
ন হি সর্বে ময়া শক্যা বক্তুং ভগবতো গুণাঃ ॥ ১১০

অপি বর্ষসহস্রেণ সততং পাণ্ডুনন্দন।
সর্বৈর্দোষৈর্হীতান্ বৈ সর্বপাপসমন্বিতান্ ॥ ১১১

স মোচয়তি সুপ্রীতঃ শরণ্যঃ শরণাগতান্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যম্ বিত্তং কামাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ১১২

স দদাতি মনুষ্যেভ্যঃ স চৈবাক্ষিপতে পুনঃ।
সেন্দ্রাদিষু চ দেবেষু তস্য চৈশ্বর্যমুচ্যতে ॥ ১১৩

স চৈব ব্যাপৃতো লোকে মনুষ্যাণাং শুভাশুভে।
ঐশ্বর্যাচ্চৈব কামানামীশ্বরশ্চ স উচ্যতে ॥ ১১৪

মহেশ্বরশ্চ মহতাং ভূতানামীশ্বরশ্চ সঃ।
সপ্তভির্বিহরা রূপৈর্বিশ্বং ব্যাপ্নোতি বৈ জগৎ ॥ ১১৫

তস্য দেবস্য যদ্ বক্ত্রং সমুদ্রে তদধিষ্ঠিতম্।
বড়বামুখেতি বিখ্যাতং শিবং তোয়ময়ং হবিঃ ॥ ১১৬

এষ চৈব শ্মশানেষু দেবো বসতি নিত্যশঃ।
যজন্তোনং জনাস্তস্য বীরস্থান ইতীশ্বরম্ ॥ ১১৭

ইনি কাল, ইনি অন্তক, ইনি মৃত্যু, ইনি যম, ইনি রাত্রি, ইনি দিন, ইনি মাস, পক্ষ, ঋতু, সন্ধ্যা এবং সংবৎসর ॥ ১০৪

ইনি ধাতা, ইনি বিধাতা, বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বকর্মা কার্যের কর্তা। ইনি শরীরহীন হইয়াও সমস্ত দেবগণের শরীর ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১০৫

সমস্ত দেবগণ সর্বদা ইঁহার স্তুতি করেন। এই মহাদেব এক হইয়াও অনেক। শত, সহস্র ও লক্ষ রূপ ধারণ করিয়া ইনিই বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ১০৬

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ইঁহার দুইটি শরীরকে জানেন, এক ঘোর (ভয়ঙ্কর) ও অপর শিব (কল্যাণকর)। এই উভয় তনুই পৃথক্ পৃথক্ হইলেও পুনরায় বহুরূপে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১০৭

ইঁহার যে ঘোর মূর্তি আছে, তাহাই অগ্নি, বিদ্বান্ গণ এবং তাঁহার যে সৌম্য (শিব) মূর্তি আছে, তাহাই জল, গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্র ॥ ১০৮

বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ পুরাণ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রসকলের যাহা নিষ্কর্ষ এবং এই সকলের মধ্যে যাহা পরম রহস্য, তাহাই ভগবান্ মহেশ্বর ॥ ১০৯

অর্জুন! ইঁহাই হইলেন অজন্মা ভগবান্ মহাদেবের মহামহিমস্বরূপ। আমি যদি সহস্র বর্ষ পর্যন্তও নিরন্তর বর্ণনা করিয়া যাই, তথাপি এই ভগবান্ শঙ্করের সমস্ত গুণসকলের পার পাইতে সমর্থ হইব না।

যাহারা সকলপ্রকার গুরু বাধাসমূহে পীড়িত এবং সকলের পাপে লিপ্ত, তাহারাও যদি একবার পরম ভক্তি করে, তবে এই শরণাগত বৎসল ভগবান্ শিব অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন

ইনি প্রসন্ন হইলে পর মনুষ্যগণকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, ধন ও প্রচুর পরিমাণে মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহ দান করিয়া থাকেন এবং ইনিই কুপিত হইলে পর এই সকলকে সংহারও করেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে ইঁহার ঐশ্বর্য বলা হয়। ইনিই ঈশ্বর বলিয়া জগতে মনুষ্যগণের শুভাশুভ কর্মফলের প্রদানে নিরত আছেন। সমস্ত কামনাসমূহের ঈশ্বর ইনিই এই কথা বলা হইয়াছে। ১১০-১১৪

মহাভূতসমূহের ঈশ্বর বলিয়া ইঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়। ইঁনিই নানাপ্রকারের বহু সংখ্যক রূপের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ॥ ১১৫

এই মহাদেবের যে মুখ, তাহা সমুদ্রে অবস্থিত আছে। উহা 'বড়বামুখ' নামে বিখ্যাত হইয়া জলময় হবিঃ পান করিয়া থাকে ॥ ১১৬

এই মহাদেব শ্মশানভূমি-(কাশীপুরী)-তে নিত্য বাস করেন। সেখানে মনুষ্যগণ "বীরস্থানেশ্বর" নামে ইঁহারই আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১১৭

অস্য ঘোরাণি রূপাণি ঘোরাণি চ বপূংষি চ।
লোকে যানস্য পূজ্যন্তে মনুষ্যাঃ প্রবদন্তি চ ॥ ১১৮
নামধেয়ানি লোকেষু বহূন্যস্য যথার্থবৎ।
নিরুচ্যন্তে মহত্ত্বাচ্চ বিভূত্বাৎ কর্মণস্তথা ॥ ১১৯
বেদে চাস্য সমাম্নাতং শতরুদ্রিয়মুত্তমম্।
নাম্না চানন্তরূপেতি ছাপয়ানং মহাত্মনঃ ॥১২০
স কামানাং প্রভুর্দেবো যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
স বিভুঃ স প্রভুর্দেবো বিশ্বং ব্যাপ্নোতি বৈ মহৎ ॥১২১
জ্যেষ্ঠং ভূতং বদন্ত্যেনং ব্রাহ্মণা মুনয়স্তথা।
প্রথমো হ্যেষ দেবানাং মুখাদগ্নানলোঽভবৎ ॥ ১২২
সর্বথা যং পশূন্ পাতি যৈশ্চ যদ্ রমতে পুনঃ।
তেষামধিপতির্যচ্চ তস্মাৎ পশুপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৩
দিব্যং ব্রহ্মচর্যোগ লিঙ্গমস্য যথা স্থিতম্।
মহয়ন্ত্যেষু লোকাংশ্চ মহেশ্বর ইতি স্মৃতঃ ॥ ১২৪
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা।
লিঙ্গমস্যার্চয়ন্তি স্ম ত্বচ্চাপূর্বং সমাহিতম্ ॥১২৫
পূজ্যমানে ততস্তস্মিন্ মোদতে স মহেশ্বরঃ।
সুখী প্রীতশ্চ ভবতি প্রহৃষ্টশ্চৈব শঙ্করঃ ॥ ১২৬
যদস্য বহুধা রূপং ভূতভব্যভবদ্ভিতম্।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব বহুরূপস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৭
একাক্ষো দ্ব্যক্ষসপ্তান্তে সর্বতোঽক্ষিময়োঽপি বা।
ক্রোধাদ্ যস্যাবিশল্লোকাংস্তস্মাৎ সর্ব ইতি স্মৃতঃ ॥ ১২৮
ধূম্ররূপশ্চ যৎ তস্য ধূর্জটিত্বেন চোচ্যতে।
বিশ্বেদেবাশ্চ যৎ তস্মিন্ বিশ্বরূপস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৯
ত্রিস্রো দেবীর্যদা চৈব ভজতে ভুবনেশ্বরঃ।
ত্র্যম্বকঃ পৃথিবীং চৈব ত্র্যম্বকশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩০
স মেধয়তি যদ্বিদ্যাং সর্বার্থান্ সর্বকর্মসু।
শিবমিচ্ছন্ মনুষ্যাণাং তস্মাদেষ শিবঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩১

ইহার যে যত সংখ্যক ভৈরবী ঘোর রূপ আছে, যাহারা লোকসমূহে পূজিত হইয়া থাকে, ঋষিগণকে মনুষ্যগণ (সর্বদা) কীর্তন করিয়া থাকে ॥ ১১৮

ইহার মহত্ত্ব, সর্বব্যাপকতা ও কর্মফলের অনুসারে লোকসমূহে ইহার যথার্থ বহুসংখ্যক নাম নিরূপণ করা হইয়াছে ॥ ১১৯

যজুর্বেদেও পরমাত্মা শিবের 'শতরুদ্রিয়' নামক উত্তম স্তুতি উল্লিখিত আছে। অনন্তরূপ নামে ইহার উপস্থানও বলা হইয়াছে ॥ ১২০

যে সমস্ত দিব্য ও মানব ভোগ আছে, সেই সমস্তেরই ঈশ্বর এই মহেশ্বর। এই দেব এই বিশাল বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন; সেই কারণে ইহাকে বিভু ও প্রভু বলা হয় ॥ ১২১

ব্রাহ্মণ ও মুনিগণ ইহাকেই সর্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই দেবগণের মধ্যে সর্ব প্রথম। ইঁহারই মুখ হইতে অগ্নিদেবের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ১২২

ইনি সর্বদা পশুগণকে (প্রাণিগণকে) পালন করেন, তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন এবং ইহাদের সকলের অধিপতি বলিয়া ইহাকে 'পশুপতি' বলা হইয়াছে ॥ ১২৩

ইহার দিব্য লিঙ্গ ব্রহ্মচর্য সর্বদা অবস্থিত আছেন। ইনিই সম্পূর্ণ লোকসমূহকে মহিমান্বিত করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে 'মহেশ্বর' বলা হইয়া থাকে ॥ ১২৪

ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত ইঁহার লিঙ্গ (প্রতীক) পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১২৫

এই লিঙ্গ পূজিত হইলে পর কল্যাণকারী ভগবান্ মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন এবং সুখী,প্রসন্ন ও হর্ষোল্লাসে পূর্ণ হন্ ॥ ১২৬

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালেই ইঁহার স্থাবর ও জঙ্গম বহু সংখ্যক রূপ বর্তমান আছে, এইজন্য ইঁহার "বহুরূপ" নাম দেওয়া হইয়াছে ॥ ১২৭

যদিও ইঁহার সর্বদিকেই নেত্র আছে, তথাপি ইঁহার এক বিলক্ষণ অগ্নিময় পৃথক্ নেত্র আছে, যাহা সর্বদা ক্রোধে প্রজ্বলিত আছে; ইহা সকল লোকেই সমাবিষ্ট হওয়ায় ইঁহাকে 'সর্ব' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে ॥ ১২৮

ইহার রূপ ধূম্র বর্ণ; এইজন্য তাঁহাকে 'ধূর্জটি' বলা হয়। বিশ্বে দেবগণ ইহার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণে ইহার অপর এক নাম 'বিশ্বরূপ' ॥ ১২৯

এই ভগবান্ ভুবনেশ্বর আকাশ, জল ও পৃথিবী এই তিন মাতৃস্বরূপা দেবীকে সতত রক্ষা করেন বলিয়া "ত্র্যম্বক" নামে কথিত হন্ ॥ ১৩০

ইনি মনুষ্যগণের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে তাহাদের কর্মসমূহের সম্পূর্ণ অভিলষিত পদার্থসকলের সমৃদ্ধি (সিদ্ধি) করিয়া থাকেন, এইজন্য ইঁহাকে 'শিব' বলা হয় ॥ ১৩১

সহস্রাক্ষোঽযুতাক্ষো বা সর্বতোঽক্ষিময়োঽপি বা।
যচ্চ বিশ্বং মহৎ পাতি মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩২
মহৎ পূর্বং স্থিতো যচ্চ প্রাণোৎপত্তিস্থিতশ্চ যৎ।
স্থিতলিঙ্গশ্চ ধন্বিত্যাং তস্মাৎ স্থাণুরিতি স্মৃতঃ ॥ ১৩৩
সূর্যাচন্দ্রমসোর্লোকে প্রকাশন্তে রুচশ্চ যাঃ।
তাঃ কেশসংজ্ঞিতাস্তস্যাং যোমকেশস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩৪
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্বং জগদশেষতঃ।
ভব এব ততো যস্মাদ্ ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ॥ ১৩৫
কপিঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রোক্তো বর্ষশ্চ বৃষ উচ্যতে।
স দেবদেবো ভগবান্ কীর্ত্যতেঽতো বৃষাকপিঃ ॥ ১৩৬
ব্রহ্মাণমিন্দ্রং বরুণং যমং ধনদমেব চ।
নিগৃহ্য হরতে যস্মাৎ তস্মাদ্ধর ইতি স্মৃতিঃ ॥ ১৩৭
নিমীলিতাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বলাদ্ দেবো মহেশ্বরঃ।
ললাটে নেত্রমসৃজৎ তেন ত্র্যক্ষঃ স উচ্যতে ॥ ১৩৮
বিষমস্থঃ শরীরেষু সমশ্চ প্রাণিনামিহ।
স বায়ুর্বিষমস্থেষু প্রাণোঽপানঃ শরীরিষু ॥ ১৩৯
পূজয়েদ্ বিগ্রহং যস্তু লিঙ্গং চাপি মহাত্মনঃ।
লিঙ্গং পূজয়িত্বা নিত্যং মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥ ১৪০
উরুভ্যামর্ধমাগ্নেয়ং সোমার্ধঞ্চ শিবা তনুঃ।
আস্যনোঽর্ধং তথা চাগ্নিঃ সোমোঽর্ধং পুনরুচ্যতে ॥ ১৪১
ভৈরবী মহতী দীপ্তা দেবেভ্যোঽস্তু শিবা তনুঃ।
তাপত্রী মানুষেভ্যস্তু তনুর্ঘোরাগ্নিরুচ্যতে ॥ ১৪২
ব্রহ্মচর্যং চরত্যেষ শিবা যাস্য তনুস্ত্রয়া।
যাস্য ঘোরতরা মূর্তিঃ সর্বানত্তি তথেশ্বরঃ ॥ ১৪৩
যদ্বিভর্ষতি যৎ ভীক্ষ্ণো যদ্ভুঙ্ক্তে যৎ প্রতাপবান্।
মাংসশোণিতমজ্জাদো যৎ ততো রুদ্র উচ্যতে। ১৪৪

ইহার সহস্র অথবা দশ হাজার নেত্র আছে কিম্বা ইনি সর্বদিকেই নেত্রময়। ভগবান্ শিব মহৎ (বিশাল) বিশ্বের পালন করেন বলিয়া 'মহাদেব' নামে কথিত হন ॥ ১৩২

ইনি পূর্বকাল হইতেই মহৎ রূপে অবস্থিত আছেন, ইনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং ইহার লিঙ্গময় শরীর সর্বদা স্থিতিশীল বলিয়া ইনি 'স্থাণু' নামে কীর্তিত হন্ ॥ ১৩৩

জগতে সূর্য ও চন্দ্রের যে কিরণাবলি প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই ভগবান্ ত্রিলোচনের কেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই-জন্য ইহার নাম 'যোমকেশ' ॥ ১৩৪

ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই সম্পূর্ণ জগৎ ভগবান্ শঙ্কর হইতেই বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কারণে ইনি 'ভূত-ভব্য-ভবোদ্ভব' বলিয়া কথিত হন্ ॥ ১৩৫

'কপি' এই শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং 'বৃষ' এই শব্দের অর্থ ধর্ম। বৃষ ও কপি এই উভয় স্বরূপ বলিয়া দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর 'বৃষাকপি' বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন ॥ ১৩৬

ইনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম এবং কুবেরকেও বশীভূত করিয়া তাঁহাদের ঐশ্বর্য হরণ করেন বলিয়া "হর" এই নামে স্তুত হন্ ॥ ১৩৭

সেই ভগবান্ মহেশ্বর যখন উভয় নেত্র বন্ধ করত নিজের ললাটে বল পূর্বক তৃতীয় নেত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারণে, ইহাকে ত্রিনেত্র বলা হয় ॥ ১৩৮

ইনি প্রাণিগণের শরীরে বিষম সংখ্যাবিশিষ্ট পাঁচ প্রাণের সহিত নিশ্বাস ত্যাগ করত সদা সমভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। বিষম পরিস্থিতির মধ্যে স্থিত সমস্ত দেহধারীদিগের অন্তরে ইনিই প্রাণবায়ু ও অপানবায়ুরূপে বিরাজমান আছেন ॥ ১৩৯

যে কোন ব্যক্তি নিত্যই মহাত্মা শিবের মূর্তি বিগ্রহের অথবা লিঙ্গের (প্রতীকের) পূজা করিবে। যে ব্যক্তি ইঁহার লিঙ্গ কিংবা প্রতিমার পূজা করিয়া থাকেন, তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য ভোগ করেন ॥ ১৪০

দুই উরুর (জঙ্ঘার) নিম্নে ভগবান্ শিবের অর্ধ শরীরকে আগ্নেয় অথবা ঘোর এবং ইহার উপরে অর্ধ শরীরকে সোম ও শিব বলা হয়। কাহারও কাহারও মতে ইঁহার শরীরের অধোভাগ 'অগ্নি' এবং অর্ধভাগ 'সোম' বলা হয় ॥ ১৪১.

ইহার যে শিব মূর্তি, উহা দেবোদ্দেশ্য ও পরম কান্তিমান্। ইহাতে দেবতাগণের উপযোগিতা দেখা যায় এবং মনুষ্যলোকে ইঁহার প্রকাশমান ঘোর শরীরকে 'অগ্নি' বলা হয় ॥ ১৪২

ইঁহার যে শিব মূর্তি, তিনি জগতের রক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিয়া থাকেন এবং ইঁহার যে ঘোরতর মূর্তি, তাঁহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্কর জগতের সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৪৩

এই প্রতাপশালী দেবতা প্রলয়কালে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং উগ্ররূপ ধারণ করিয়া সকলকে ভক্ষ করেন এবং প্রাণিগণের রক্ত, মাংস ও মজ্জা ভক্ষণ করেন; এই রৌদ্রভাব অবলম্বন করেন বলিয়া ইনি "রুদ্র" নামে কথিত হন্ ॥ ১৪৪

এষ দেবো মহাদেবো যোঽসৌ পার্থ তবাগ্রতঃ।
সাংগ্রামে শত্রুবান্ নিঘ্নংস্ত্বয়া দৃষ্টঃ পিনাকধৃক্ ॥ ১৪৫
সিন্ধুরাজবধার্থায় প্রতিজ্ঞাতে ত্বয়ানঘ।
কৃষ্ণেন দর্শিতঃ স্বপ্নে যস্ত শৈলেন্দ্রমূর্ধনি ॥ ১৪৬
এষ বৈ ভগবান্ দেবঃ সংগ্রামে যাতি তেঽগ্রতঃ।
যেন দত্তানি তেঽস্ত্রাণি দৈত্যরা দানবা হতাঃ ॥ ১৪৭
স্তবং যমস্তমাদ্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
দেবদেবস্য তে পার্থ ব্যাখ্যাস্যে শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ১৪৮
সর্বার্থসাধনং পুণ্যং সর্বকিল্বিষনাশনম্।
সর্বপাপপ্রশমনং সর্বদুঃস্বপ্নাপহম্ ॥ ১৪৯
চতুর্বিধমিদং স্তোত্রং যঃ শৃণোতি নরঃ সদা।
বিজিত্য শত্রূন্ সকলান্ স ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৫০
চরিতং মহাত্মনো নিত্যং সাংগ্রামিকমিদং শুভম্।
পঠন্ বৈ শতরুদ্রীয়ং শৃণ্বংশ্চ সততোত্থিতঃ ॥ ১৫১
ভক্তো বিশ্বেশ্বরং দেবং মানুষেষু চ যঃ সদা।
বরান্ কামান্ স লভতে প্রসন্নে ত্র্যম্বকে নরঃ ॥ ১৫২
গচ্ছ যুধ্যস্ব কৌন্তেয় ন তবাস্তি পরাজয়ঃ।
যস্য মন্ত্রী চ গোপ্তা চ পার্শ্বস্থো হি জনার্দনঃ ॥ ১৫৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জুনং সংখ্যে পরাশরসুতস্তদা।
জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ যথাগতমরিন্দম ॥ ১৫৪
যুদ্ধং কৃত্বা মহদ্ ঘোরং পঞ্চাহানি মহাবলঃ।
ব্রাহ্মণো নিহতো রাজন্ ব্রহ্মলোকমবাপ্তবান্ ॥ ১৫৫
স্বধীতে যৎ ফলং বেদে তপস্যপি পর্বণি।
ক্ষত্রিয়াণামভীরূণাং যুধ্যতাং মহদ্ যশঃ ॥ ১৫৬
য ইদং পঠতে পর্ব শৃণুয়াদ্ বাপি নিত্যশঃ।
স মুচ্যতে মহাপাপৈঃ কৃতৈর্ঘোরৈশ্চ কর্মভিঃ ॥ ১৫৭

অর্জুন! সংগ্রামে তোমার অগ্রভাগে যিনি শত্রুগণকে সংহার করিতে থাকিয়া দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই হইলেন পিনাকধারী ভগবান্ মহাদেব ॥ ১৪৫

নিষ্পাপ অর্জুন! যখন তুমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই সময় স্বপ্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে গিরিরাজ হিমালয়ের শিখরে থাকাকে দর্শন করাইয়াছিলেন, তিনিই এই ভগবান্ শঙ্কর সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। তিনিই তোমাকে সেই দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন, যাহাদের দ্বারা তুমি দানবগণকে সংহার করিয়াছিলে ॥ ১৪৬-১৪৭

পার্থ! এই দেবদেব ভগবান্ শিবের "শতরুদ্রিয়" স্তোত্রের আমি ব্যাখ্যা করিলাম। এই স্তোত্র বেদসমূহের ন্যায় পরম পবিত্র এবং ধন, যশ ও আয়ুবৃদ্ধিকারী ॥ ১৪৮

ইহার পাঠে সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। এই পবিত্র স্তোত্র সর্বপ্রকার পাপবিনাশক, সমস্ত পাপনিবারক এবং সর্ববিধ দুঃস্বপ্ন ভয়-অপহরণকারী ॥ ১৪৯

যে মানব ভগবান্ শঙ্করের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও নির্গুণ নিরাকার—এই চতুর্বিধ স্বরূপ প্রতিপাদক এই স্তোত্র সদা শ্রবণ করিতে থাকেন, তিনি সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫০

পরমাত্মা শিবের এই চরিত্র সঞ্জয় সংগ্রামে অবস্থান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সদা উদ্যোগী থাকিয়া এই শতরুদ্রিয় স্তোত্র পাঠ ও শ্রবণ করিতে থাকে এবং মনুষ্যগণের যে কেহ নিরন্তর ভগবান্ বিশ্বেশ্বরকে ভক্তিভাবে ভজনা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি এই ত্রিলোচন শিব প্রসন্ন হইলে পর সমস্ত উত্তম কামনাসকল লাভ করে ॥ ১৫১-১৫২

কুন্তীনন্দন! তুমি যাও, যুদ্ধ কর। তোমার পরাজয় হইতে পারে না; কারণ, তোমার মন্ত্রী, রক্ষক ও পার্শ্বে অবস্থানকারী সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—শত্রুদমনকারী ভরতশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে এই কথা বলিয়া পরাশরনন্দন ব্যাসদেব যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৫৪

রাজন্! পাঁচদিন পর্যন্ত অত্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মহাবলশালী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য নিহত হইলেন এবং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১৫৫

বেদসমূহের স্বাধ্যায়ে যে ফল লাভ হয়, তাহাই এই পর্বের পাঠ ও শ্রবণে লাভ হইয়া থাকে। এই পর্বে নির্ভয় হইয়া যুদ্ধকারী বীর ক্ষত্রিয়গণের মহৎ যশ বর্ণিত আছে ॥ ১৫৬

যিনি প্রতিদিন এই পর্ব পাঠ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তিনি পূর্বে কৃত মহাপাপসকল ও ঘোর কর্মসকল হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৫৭

যজ্ঞাবাপ্তির্ব্রাহ্মণস্যেহ নিত্যং
ঘোরে যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াণাং যশশ্চ।
শ্রেষ্ঠো বর্ণো কামমিষ্টং লভেতে
পুত্রান্ পৌত্রান্ নিত্যমিষ্টাংস্তথৈব ॥১৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি
দ্বাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০২

এই পর্ব্ব প্রতিদিন পাঠে এবং শ্রবণে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে, ক্ষত্রিয়গণের তদ্রূপ যুদ্ধে সুযশপ্রাপ্তি হয় এবং অবশিষ্ট দুই বর্ণের (বৈশ্য ও শূদ্রের) যথাক্রমে পুত্র এবং পৌত্রাদি শতাধিক ও প্রিয়বস্তুসমূহ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্ব্বে দ্বাধিক-দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

শ্রবণ-মহিমা

শ্রুতীতে যৎ ফলং বেদে তদস্মিন্নপি পর্বণি।
ক্ষত্রিয়াণামতীব্রাণাং যুদ্ধমত্র মহদ্ যশঃ ॥ ১
য ইদং পঠতে পর্ব শৃণুয়াদ্ বাপি নিত্যশঃ
স মুচ্যতে মহাপাপৈঃ কৃতৈর্গোরৈশ্চ কর্মভিঃ ॥ ২
যজ্ঞাবাপ্তির্ব্রাহ্মণস্যেহ নিত্যং
ঘোরে যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াণাং যশশ্চ
শ্রেষ্ঠো বর্ণো কামমিষ্টং লভেতে
পুত্রান্ পৌত্রান্ নিত্যমিষ্টাংস্তথৈব ॥৩

—•—

মহাভারতমধ্যস্থং দ্রোণপর্ব্ব-সুবিস্তৃতম্।
প্রখ্যাত-বহুবীরাণাং মরণং যত্র বর্ণিতম্।
অনূদিতং প্রযত্নেন সরলবঙ্গভাষয়া।
শ্রীগুরুকরুণাশক্ত্যা (শ্রী)রামরঞ্জনশর্ম্মণা।

করত ক্রমে সংসার মুক্ত হন। (যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বেদমন্ত্র উত্থিত হয়, সেই পরমেশ্বরে মৌনী (তন্ময়) হ'য়ে বিরাজ করেন।)

সত্য, ধ্যান, সমাধি, চোদ্দ (কে ছিলাম, কেন ছিলাম, কোথা হ'তে এসেছিলাম, কোথায় আছি, কেন আছি, কিরূপে আছি, আবার আমি কি হব, কেন হ'ব, কোথায় হ'ব ? সনৎসুজাতীয়-মধ্যাত্মশাস্ত্রম্), বৈরাগ্য, অক্রোধ, ব্রহ্মচর্য্য ও অসংগ্রহ এই আটটী প্রমাদরাহিত্যের লক্ষণ। হে রাজেন্দ্র! তুমি সত্যাত্মা হও, কারণ সত্যেই অমৃত নিহিত আছে, সত্যে লোক প্রতিষ্ঠিত এবং বেদচতুষ্টয়। এঁদের সত্যমুখ বলেছেন—দোষ বিনাশ ক'রে, সকলের উপাসনারূপ ব্রত আচরণ করা কর্ত্তব্য। দোষ নিবৃত্ত হ'লে বিদ্বান্ বা যোগীর কাছে সত্যাত্মক ব্রহ্মই আশ্রয়স্বরূপ হন।

মৌন সহকারে উপাসনা ক'রবে, ইন্দ্রিয়ব্যাপার মনেও যেন স্থান না পায়। এরূপ ক'রলে ব্রহ্মের অভিমুখী হয়, পরে সমাধি-পরিপাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে। মৌন অবলম্বনে বা অরণ্যবাসে মুনি হওয়া যায় না। যিনি পরমাত্মাকে বুঝেছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মুনি। ব্রহ্মচর্য্য হেতু দেবগণ দেবত্ব পেয়েছেন, ঋষিরা সৌভাগ্যশালী হ'য়েছেন, অপ্সরোগণ ও গন্ধর্ব্বগণ রূপ পেয়েছেন, এই ব্রহ্মচর্য্যহেতুই সূর্য্য দ্যোতনের জন্য সত্ত্বালাভ ক'রেছেন, চিন্তা-মণির ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যকে জেনে দেবগণ স্ব স্ব অধিকার পেয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেন—ব্রহ্ম কি প্রকার, কি বর্ণ? সনৎসুজাত বলেন—ব্রহ্ম শুক্ল, লোহিতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট নহেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ তাঁর স্বরূপ নহে, সমুদ্রসলিল তাঁর রূপধারণ করেনা, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বিদ্যুৎ মেঘ, বায়ু বা দেবতাদিতে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, বেদ-চতুষ্টয়ে তাঁর স্বরূপ দেখা যায় না। হে রাজন্! মহাব্রতের হৃদয়ে

Regd. No. C-67

SRABAN
1379 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—50
July.—Aug. 1972

24 AUG 1972

তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি হ'য়ে থাকে, কাল পর্য্যন্ত প্রলয়কালে উহাতে প্রবিষ্ট হয়, তিনি অণু হ'তে অণু, মহৎ হ'তে মহীয়ান্, প্রকাশবন্ত ব্রহ্মের বিকাশ মাত্র, কারণ, তাঁতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত, আত্মবিদ্ জ্ঞানযোগে ইহা দেখেন। যিনি বিশ্বের রহস্য বুঝ্তে পারেন, তিনি অমরণ ধর্ম্মী হন।

আত্মস্থ জ্ঞানযোগে যাঁকে দর্শন করেন, তিনি শুদ্ধ মহৎ জ্যোতি দেদীপ্যমান ও মহদ্ যশঃ দেবগণ তাঁকে উপাসনা করেও পাননা, যোগিগণ সেই ভগবান্ সনাতনকে দর্শন করেন, পূর্ণ হ'তে পূর্ণ উদ্ভূত হয়েছেন। তিনি পূর্ণ হ'তে পূর্ণের বিধান ক'রেছেন, পূর্ণ হ'তে পূর্ণ হরণ ক'র্লেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন, আকাশস্থিত অবকাশের ন্যায় অথবা গঙ্গাস্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় ব্রহ্ম হতে চরাচর উৎপন্ন হ'য়ে তাঁতেই বিলীন হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের শরীররূপ রথ এঁকে চক্ষুদ্বারা কেহ দেখ্তে পায় না, যাঁরা মনঃ হৃদয়ের দ্বারা এঁকে জানতে পারেন—তাঁরা অমর হন। অসাধন সমাধন উভয়ের পক্ষে ব্রহ্ম সমান, মুক্তগণ মধুর উৎস লাভ করেন। আত্মাই আমার স্থান, আত্মাই আমার জন্ম, ব্রহ্মবাদিরা সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মাকে নিহিত ব'লে অনুভব করেন। আমার এই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি দেহ ধারণ করি।

—:•:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহাবিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

১১।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ অসাধুগণের বিনাশ আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কপিলরূপ ধারণ ক'রে আমি মাতা দেবহূতিকে আমার ভক্তিযোগ প্রভৃতির উপদেশ করি, ভক্তিযোগই আমার প্রাপ্তির সহজ সুগম উপায়। সাধুগণের দ্বারা মানুষ নির্ম্মল হয়, সাধুসঙ্গ সদ্যদোষ হরণ করে, সাধুসঙ্গে আমার লীলাগুণ ঐশ্বর্য্যের শ্রবণ-কীর্ত্ত-

১১শ বর্ষ, ভাদ্রমাস, ১৩৭৯] তৃতীয় সংখ্যা দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

•

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত মাদালিয়া প্রথায় মহাভারত
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হইল।

•

সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

সহ-সম্পূজক বৃন্দ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়)

মুদ্রক-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি. ও. এম., এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৭৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫ ০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৮'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহারপরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৭" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সংক্ষিপ্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৫৭-২৮০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও চেকাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাই-কার্ড) পাঠাইবেন

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৭

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২'৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০'০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯'০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫'০০

কর্ণপর্ব্ব।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণবধস্য সংক্ষিপ্তবিবরণং শ্রুত্বা তৎ সবিস্তরং বর্ণয়িতুং বৈশম্পায়নসমীপে জনমেজয়স্যানুরোধঃ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দ্রোণে হতে রাজন্ দুর্য্যোধনমুখা নৃপাঃ।
দুঃখমুদ্বিগ্নমনসো দ্রোণপুত্রমুপাগমন্॥ ১
তে দ্রোণমনুশোচন্তঃ কর্ণলাভিহতৌজসঃ।
পর্য্যুপাসত শোকার্ত্তাস্তত্ত্বতীর্ণুতম্॥ ২
তে মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য তে দুষ্টিঃ শাস্ত্রসম্মিতৈঃ।
রাত্র্যাগমে মহীপালাঃ স্বানি স্কন্ধানি তেজিরে॥ ৩
তে স্কন্ধেষ্বপি কৌরব্য পৃথীপা নাপ্নুবন্ সুখম্।
চিন্তয়ন্তঃ কৃতং তীব্রং দুঃশ্লোকসমন্বিতাঃ॥ ৪
বিশেষতঃ সুতপুত্রো রাজা চৈব সুযোধনঃ।
দুঃশাসনশ্চ শকুনিঃ সৌবলশ্চ মহাবলঃ॥ ৫
উষিত্বাস্তে নিশাং তাং তু দুর্য্যোধননিবেশনে।
চিন্তয়ন্তঃ পরিক্লেশান্ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্॥ ৬
যৎ তদ্ দ্যূতে পরিক্লিষ্টা কৃষ্ণা চানায়িতা সভাম্।
তৎ স্মরন্তোঽনুশোচন্তো দুঃখমুদ্বিগ্নচেতসঃ॥ ৭
তথা তু সক্লিশ্যমানাস্তান্ ক্লেশান্ দ্যূতকারিতান্।
দুঃখেন কথমা রাজন্ জগ্মাস্তাং শতোপমা॥ ৮
ততঃ প্রভাতে বিমলে স্থিতা স্বিষ্টশ্চ শাসনে।
চক্রুরাবশ্যকং সর্বে বিধিদৃষ্টেন কর্মণা॥ ৯

কর্ণপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[কর্ণবধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া জনমেজয়কর্তৃক উহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্য বৈশম্পায়নের নিকট অনুরোধ।]

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তাকারিণী) দেবী দুর্গা, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (ইঁহার লীলাসমূহের সঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া এই মহাভারতাদি 'জয়' গ্রন্থ পাঠ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর দুর্য্যোধনাদি নৃপগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন। ইঁহারা সকলেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকটে গমন করিলেন॥১

শোকবশতঃ ইঁহাদের বল ও উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা দ্রোণাচার্য্যের জন্য বারংবার চিন্তা করিতে করিতে শোকে ব্যাকুল হইয়া কর্ণনন্দন অশ্বত্থামার নিকটে তাঁহার চারিদিকে উপবিষ্ট হইলেন॥২

তাঁহারা শাস্ত্রানুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা মুহূর্ত্তকাল অশ্বত্থামাকে সান্ত্বনাদান করত রাত্রি হইলে পর সেই মহীপতিগণ নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন॥৩

কৃষ্ণনন্দন! শিবিরেও তাঁহারা সুখলাভ করিতে পারিলেন না। সংগ্রামে যে ভয়ানক লোকক্ষয় হইয়াছিল, সেই সব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন॥৪

বিশেষতঃ সূতপুত্র কর্ণ, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন এবং মহাবল সুবলনন্দন শকুনি—এই চারিজন সেই রাত্রিতে দুর্য্যোধনের শিবিরেই থাকিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণকে যে সকল ঘোর ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন॥৫-৬

দ্যূত-ক্রীড়ার সময়ে কৃষ্ণাকে যে সভায় আনা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে যে ক্লেশদান করা হইয়াছিল, সেই সব পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতেই তাঁহারা শোকগ্রস্ত হইলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন॥৭

রাজন্! এইভাবে পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা যে সমস্ত ক্লেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তৎসমস্তই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সেই রাত্রি যেন শত বর্ষের ন্যায় অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল॥৮

তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাতকাল আসিলে পর দৈবের অধীনস্থ হইয়া সমস্ত কৌরবগণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শৌচ, স্নান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি আবশ্যক কার্য্যসমূহ সমাধা করিলেন॥৯

তে কৃত্বাবশ্যকার্য্যাণি সমাশ্বাস্য চ ভারত
যোগমাজ্ঞাপয়ামাসুর্যুদ্ধায় চ বিনির্যযুঃ ॥ ১০
কর্ণং সেনাপতিং কৃত্বা কৃতকৌতুকমঙ্গলাঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ হবিষাজ্যহুতাশবৎ ॥ ১১
স্বস্তিবাচ্যৈশ্চ নিষ্কৈশ্চ বাসোভিশ্চ মহাধনৈঃ।
বন্দ্যমানা জয়াশীর্ভিঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ ॥ ১২
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ কৃতপূর্ব্বাহ্ণিকক্রিয়াঃ।
শিবিরান্নির্যযুর্হৃষ্টা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১৩
ততঃ প্রবব্রতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্ ॥ ১৪
ত্রয়োদশো দিবসো যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
কর্ণে সেনাপতৌ রাজন্ বভূবাদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ১৫
ততঃ শত্রুক্ষয়ং কৃত্বা সুমহান্তং রণে বৃধঃ।
পঞ্চতাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ফাল্গুনেন নিপাতিতঃ ॥ ১৬

ততস্তু সঞ্জয়ঃ সর্বং গত্বা নাগপুরং দ্রুতম্।
আচষ্ট ধৃতরাষ্ট্রায় যদ্ বৃত্তং কুরুসঙ্কুলে ॥ ১৭

জনমেজয় উবাচ।

আপগেয়ং হতং শ্রুত্বা দ্রোণং চাপি মহারথম্।
আজগাম পরাং ভীতিং বৃদ্ধো রাজাম্বিকাসুতঃ ॥ ১৮
স শ্রুত্বা নিহতং কর্ণং দুর্য্যোধনহিতৈষিণম্।
কথং দ্বিজবর প্রাণানধারয়ত দুঃখিতঃ ॥ ১৯
যস্মিন্ জয়াশাঃ পুত্রাণাং সমবলম্ব্য পার্থিবঃ।
তস্মিন্ হতে স কৌরব্যঃ কথং প্রাণানধারয়ৎ ॥ ২০
দুষ্করং তদহং মন্যে নৃণাং কৃচ্ছ্রেষ্বপি বর্ত্তমান্।
যত্র কর্ণং হতং শ্রুত্বা ন ত্যজত্যজীবিতং নৃপঃ ॥ ২১
তথা শান্তনবং বৃদ্ধং ব্রহ্মন্ বাহ্লীকমেব চ।
দ্রোণঞ্চ সোমদত্তঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ২২
তথৈব চাত্মজান্ শূরান্ পৌত্রাংশ্চ পতিতান্।
শ্রুত্বা যন্নাজহাৎ প্রাণাংস্তত্রৈতে দুষ্করং দ্বিজ ॥ ২৩

তদনন্তর। প্রতিপক্ষের আহত কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করত আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা সৈন্যগণকে কবচাদিদ্বারা পুরস্কৃত হইবার জন্য আজ্ঞা দান করিলেন। কৌতুক ও মাঙ্গলিক কার্য্যসমূহ পূর্ণ করত কর্ণকে সেনাপতি করিয়া তাঁহারা সকলে দধি, লাজ, ঘৃত, অক্ষত, গো, অশ্ব, ও ফলমূল বস্ত্র সকলের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সম্মানপূর্ব্বক সূত, মাগধ ও বন্দী জনগণের দ্বারা বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদ বাক্যসমূহে অভিনন্দিত হইতে হইতে যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন। ১০-১২

রাজন্! এইরূপ পাণ্ডবগণও পূর্ব্বাহ্ণে করণীয় নিত্য কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিয়া অতিহৃষ্ট শিবির হইতে নির্গত হইলেন। ইঁহারা যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ১৩

তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৪

রাজন্! কর্ণ সেনাপতি হইলে পর যুই দিন সেই কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৫

এই যুদ্ধে পক্ষদ্বিগের ভয়ঙ্কর বিনাশসাধন করিয়া কর্ণ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সাক্ষাতেই অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইলেন। ১৬

তদনন্তর সঞ্জয় অতিদ্রুত হস্তিনাপুরে যাইয়া কুরুক্ষেত্রে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইলেন। ১৭

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ও মহারথী দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ রাজা অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। ১৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুনরায় দুর্য্যোধনের হিতৈষী কর্ণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তিনি কিভাবে নিজের প্রাণ-ধারণ করিলেন? ১৯

কুরুবংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাঁহার উপর নিজের পুত্রগণের জয়লাভের আশা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কর্ণ নিহত হইলে পর তিনি কিরূপে প্রাণধারণ করিলেন? ২০

আমি মনে করি, গুরুতর বিপদে পতিত হইলে মনুষ্যগণের পক্ষে নিজের প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। তথাপি কর্ণবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন নাই। ২১

ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অন্যান্য বন্ধুগণ এবং পুত্র-পৌত্রগণকে শত্রুদের দ্বারা নিহত হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়াও যে তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, ইহাতে বুঝা যাইতেছে—মনুষ্যগণের পক্ষে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা দুঃসাধ্য। ২২-২৩

এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে
ন হি তৃপ্যামি পূর্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি জনমেজয়বাক্যে নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

মহামুনে! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি বিস্তারের সহিত বর্ণনা করুন। আমি আমার পূর্বপুরুষগণের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে জনমেজয়ের বাক্যবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়োরালাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতে কর্ণে মহারাজ নিশি শারদ্বতিস্তদা।
দীনো যযৌ নাগপুরমম্বৈবাতসমৈজবে ॥ ১

স হাস্তিনপুরং গত্বা তৃপমুদ্বিগ্নচেতনঃ।
জগাম ধৃতরাষ্ট্রস্য ক্ষয়ং প্রক্ষীণবান্ধবম্ ॥ ২

স তমুদ্বীক্ষ্য রাজানং কথলাজিনসংবৃতম্।
ববন্দে প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মূর্ধ্না পাদৌ নৃপস্য চ ॥ ৩

সম্পূজ্য চ যথান্যায়ং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিম্।
হা কষ্টমিতি চোক্ত্বা স ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪

সঞ্জয়োঽহং ক্ষিতিপতে কচ্চিদাস্তে সুখং ভবান্।
স্বদোষৈরাপদং প্রাপ্য কচ্চিন্নাদ্য বিমুহ্যতি ॥ ৫

হিতান্যুক্তানি বিদুর-দ্রোণ-গাঙ্গেয়-কেশবৈঃ।
অগৃহীতানি সুপ্তানি কচ্চিন্ন কুরুষে বশম্ ॥ ৬

রাম-নারদ-কথ্যানি হিতমুক্তং পিতামহৈঃ।
এ গৃহীতমসুপ্তানি কচ্চিন্ন কুরুষে বশম্ ॥ ৭

সুহৃদস্তুষ্টচিত্তে যুক্তান্ ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ পরৈঃ।
নিহতান্ শ্রুণি সংশ্রুত্য কচ্চিন্ন কুরুষে বশম্ ॥ ৮

তমেবংবাদিনং রাজা সূতপুত্রং কৃতাঞ্জলিম্।
মুহূর্তমথ নিঃশ্বস্য দুঃখার্ত ইদমব্রবীৎ ॥ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে পর রথবরপুত্র সঞ্জয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বায়ুতুল্য বেগবান্ অশ্বগণের দ্বারা সেই রাত্রিতেই হস্তিনাপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

সেই সময় তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই ভবনে গমন করিলেন, যে ভবনে বলবানকারী বন্ধু-বান্ধবগণ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের মৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২

মোহবশতঃ যাঁহার বল ও উৎসাহ নষ্ট হইয়াছে, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিয়া সঞ্জয় তাঁহার চরণে মস্তক নত করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৩

কৃপতি ধৃতরাষ্ট্রকে যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক সঞ্জয় 'হায়, অতিশয় কষ্টের কথা' এই কথা বলিয়া পুনরায় বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

পৃথ্বীনাথ! আমি সঞ্জয়। আপনি সুখে আছেন ত'? নিজেরই অপরাধসমূহের দ্বারা বিপদে পতিত হইয়া আজ আপনি মোহিত হন্ নাই ত'? ৫

বিদুর, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কথিত হিতকারক বাক্য আপনি গ্রহণ করেন নাই। এখন তাঁহাদের সেই সব কথা স্মরণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইয়া পড়েন নাই ত'? ৬

রাজসভায় পরশুরাম, নারদ ও কণ্বাদি মহাত্মাগণের হিতকর বাক্য আপনি মানেন নাই। তাঁহাদের কথাসকল স্মরণ করিয়া বর্তমানে আপনি মনে মনে কষ্ট অনুভব করিতেছেন না ত'? ৭

আপনার হিতে নিযুক্ত ভীষ্ম, দ্রোণাদি যে সব সুহৃদ্‌গণ যুদ্ধে শত্রুবর্গের দ্বারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া আপনি কি ব্যথা অনুভব করিতেছেন না? ৮

কৃতাঞ্জলি হইয়া এরূপ আলাপকারী সূতপুত্র সঞ্জয়কে দুঃখাতুর রাজা ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

আপগেয়ে হতে শূরে দিব্যাস্ত্রবিতি সঞ্জয়।
দ্রোণে চ পরমেষ্বাসে তৃণং মে বাধিতং মনঃ ॥ ১০
যো রথানাং সহস্রাণি দশিতানাং দশৈব তু।
অহন্যহনি তেজস্বী নিজঘ্নে যমুসন্নিভঃ ॥ ১১
তং হতং ধৃষ্টসেনস্য পুত্রেণেহ শিখণ্ডিনা।
পাণ্ডবেয়াভিগুপ্তেন শ্রুত্বা মে বাধিতং মনঃ ॥ ১২
ভার্গবঃ প্রদদৌ যস্মৈ পরমাস্ত্রং মহাবনে।
সাক্ষাদ্ রামেণ যো বাল্যে ধনুর্বেদ উপাকৃতঃ ॥ ১৩
যস্য প্রসাদাৎ কৌন্তেয়া রাজপুত্রা মহারথাঃ।
মহারথত্বং সম্প্রাপ্তাস্তথান্যে বসুধাধিপাঃ ॥ ১৪
তং দ্রোণং নিহতং শ্রুত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নেন সংযুগে।
সত্যসন্ধং মহেষ্বাসং তৃণং মে বাধিতং মনঃ ॥ ১৫

যস্যোলোকে পুমান্যুদ্ধে ন সমোঽস্তি চতুর্বিধে।
তৌ দ্রোণ-ভীষ্মৌ শ্রুত্বা তু হতৌ মে বাধিতং মনঃ ॥১৬
ত্রৈলোক্যো যস্য চাস্ত্রেষু ন পুমান্ বিদ্যতে সমঃ।
তং দ্রোণং নিহতং শ্রুত্বা কিমকুর্বত মামকাঃ ॥ ১৭
সংশপ্তকানাঞ্চ বলে পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
ধনঞ্জয়েন বিক্রম্য শমিতে যমসাধনম্ ॥ ১৮
নারায়ণাস্ত্রে চ হতে দ্রোণপুত্রস্য ধীমতঃ।
বিপ্রদ্রুতেষ্বনীকেষু কিমকুর্বত মামকাঃ ॥ ১৯
বিপ্রদ্রুতানহং মন্যে নিমগ্নান্ শোকসাগরে।
প্লবমানান্ হতে দ্রোণে সঞ্জনৌকানিবার্ণবে ॥ ২০
দুর্যোধনস্য কর্ণস্য ভোজস্য কৃতবর্মণঃ।
মদ্ররাজস্য শল্যস্য দ্রৌণেশ্চৈব কৃপস্য চ ॥ ২১
মৎপুত্রস্য চ শেষস্য তথান্যেষাঞ্চ সঞ্জয়।
বিপ্রদ্রুতেষ্বনীকেষু মুহ্যমানেষ্বতং কথম্ ॥ ২২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন অতিরথ বীরবর পরাক্রান্ত ভীষ্ম এবং মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়ায় আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িল। ১০

যে তেজস্বী বীর ভীষ্ম সাক্ষাৎ যমের অবতার ছিলেন এবং যিনি প্রতিদিন দশ হাজার ধনুর্দ্ধারী রথী যোদ্ধাগণকে সংহার করিতেন, এই যুদ্ধে সেই ভীষ্মদেব শিখণ্ডিপুত্র অর্জ্জুনরক্ষিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকুমার কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমার মন ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। ১১-১২

যে মহাত্মাকে ভৃগুনন্দন পরশুরাম উত্তম অস্ত্রসকল প্রদান করিয়াছিলেন, বাল্যাবস্থায় যাঁহাকে ধনুর্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য পরশুরাম নিজের শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় রাজপুত্র পাণ্ডবগণ মহারথী হইয়াছে এবং অন্যান্য ভূপতিগণও মহারথী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক নিহত হইতে শুনিয়া আমার মন ব্যথাক্রান্ত হইল। ১৩-১৫

এ সংসারে চারিপ্রকার* অস্ত্রবিদ্যায় যাঁহাদের সমান আর কোন ব্যক্তি নাই, সেই দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে নিহত হইতে শুনিয়া আমার মন অতিশয় দুঃখিত হইল। ১৬

ত্রিভুবনে অপর কোন ব্যক্তিই যাঁহার সমান অস্ত্রজ্ঞ নহে, সেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে শুনিয়া আমার পুত্রগণ কি করিল? ১৭

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন পরাক্রম করিয়া সংশপ্তকগণের সমস্ত সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করেন এবং বুদ্ধিমান্ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার নারায়ণ অস্ত্র শান্ত হইয়া যাইলে, সেই সময় নিজ সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমার পুত্রগণ কি করিল? ১৮-১৯

আমি ত' মনে করি যে, দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়ায় পর আমার সকল সৈন্যই পলায়ন করিয়াছে, শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে এবং ইহাদের অবস্থা সমুদ্রে নৌকা নষ্ট হইবার পরও সেখানে হাত দিয়া সন্তরণরত মনুষ্যগণের ন্যায় সঙ্কটপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ২০

সঞ্জয়! যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী পলাইয়া যাইল, তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভোজবংশজাত কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, দ্রোণ-

---

* অস্ত্রসকলের ভেদ চারি প্রকার। মুক্ত, অমুক্ত, মন্ত্রমুক্ত ও মুক্তামুক্ত। যে সকল অস্ত্র যন্ত্র কিংবা হস্তের দ্বারা নিক্ষেপ করা হয়, উহারা 'মুক্ত', যেমন বাণ প্রভৃতি। যাহাদিগকে কেবল হস্তে ধারণ করিয়াই প্রহার করিতে হয়, তাহারা হইল 'অমুক্ত', যথা তরবারি প্রভৃতি। যে সকল অস্ত্রকে মন্ত্রের দ্বারা নিক্ষেপ করা হয়, উহারা 'মন্ত্রমুক্ত', যথা গোলা প্রভৃতি। যে সকল অস্ত্রকে নিক্ষেপ করিবার পর উহাদিগকে পুনরায় উপসংহারও করা হইয়া থাকে অর্থাৎ যে সকল অস্ত্র শত্রুপক্ষের উপর আঘাত করিয়া পুনরায় প্রয়োগকারীর নিকটেই ফিরিয়া আসে, তাহাদিগকে 'মুক্তামুক্ত' অস্ত্র বলা হয়; যেমন শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র ও ইন্দ্রের বজ্রাদি অস্ত্র।

এতৎ সর্বং যথাবৃত্তং তত্ত্বা গাবল্গণে মম।
আচক্ষ্ব পাণ্ডবেয়ানাং মামকানাঞ্চ বিক্রমম্ ॥ ১৩

সঞ্জয় উবাচ।

তবাপরাধাদ্ বদ্ বৃত্তং কৌরবেয়েষু মারিষ।
তচ্ছ্রুত্বা মা বাধাং কার্ষীর্দিষ্টে ন বাধতে বুধঃ ॥১৪
যস্মাদভাবী ভাবী বা ভবেদর্থো নরং প্রতি।
অপ্রাপ্তৌ তস্য বা প্রাপ্তৌ ন কশ্চিদ্ বাধতে বুধঃ ॥১৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ন বাধাতোঽধিকা কাচিদ্ বিদ্যতে মম সঞ্জয়।
বিদিমেতৎ পুরা সর্বং কথয়স্ব যথেচ্ছকম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

কৃপের অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, হতাবশিষ্ট আমার পুত্রগণ এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তির মুখকান্তি কিরূপ হইয়াছিল ? ১১-১২

গবল্গণনন্দন ! আমার ও পাণ্ডুর পুত্রগণের পরাক্রম সম্বন্ধীয় এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে আমাকে বল ॥ ১৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় কৃপাল ! আপনার অপরাধে কৌরবদের উপর যাহা ঘটিতেছে, উহা শ্রবণ করিয়া আপনি বাধা অনুভব করিবেন না ; কারণ, দৈববশে যে সব দুঃখলাভ হইয়া থাকে, উহাতে বিদ্বান্ পুরুষ ব্যথিত হন্ না ॥ ১৪

প্রারব্ধবশতঃ মানুষের অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিও হয়, আবার অপ্রাপ্তিও হইয়া থাকে। অতএব উহার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিবিষয়ে যে কোন জ্ঞানী পুরুষ (হর্ষ বা) কষ্ট অনুভব করেন না ॥ ১৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! ইহা হইতে অধিক কোন বাধা আমার হইবে না। আমি প্রথম হইতেই ইহা মনে করিয়া আসিতেছি যে, এ সব অবশ্যম্ভাবী দৈবেরই বিধান ; অতএব তুমি ইচ্ছানুসারে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বল ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের আলাপবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যেভ্যো দুর্যোধনস্যাশ্বাসদানম্, সেনাপতি-কর্ণস্য বৃত্তম্, তস্য বিনাশস্য সংক্ষিপ্তবৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে দ্রোণে মহেষ্বাসে তব পুত্রা মহারথাঃ।
বভূবুরুদ্বিগ্নমুখা বিষণ্ণা গতচেতসঃ ॥ ১
অবাঙ্মুখাঃ শস্ত্রভৃতঃ সর্ব এব নিরাশ্বসন্তে।
অপ্রেক্ষমাণাঃ শোকার্তা নাভ্যভাষন্ পরস্পরম্ ॥ ২
তান্ দৃষ্ট্বা ব্যথিতাকারান্ সৈন্যানি তব ভারত।
ঊর্ধ্বমেব নিরৈক্ষন্ত দুঃখত্রস্তান্যনেকশঃ ॥ ৩
শস্ত্রাণ্যেষাং তু হস্তেভ্যঃ শোণিতাক্তানি সর্বশঃ।
প্রাভ্রশ্যন্ত করাগ্রেভ্যো দৃষ্ট্বা দ্রোণং হতং যুধি ॥ ৪
তানি বজ্রাস্তরিষ্টানি পতমানানি ভারত।
অদৃশ্যন্ত মহারাজ নক্ষত্রাণি যথা দিবি ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[দুর্যোধন কর্তৃক সৈন্যদিগকে আশ্বাসদান, সেনাপতি কর্ণের বৃত্ত ও বিনাশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য নিহত হইলে পর আপনার মহারথী পুত্রগণ বিষণ্ণচিত্ত এবং অচৈতন্যপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সকলেরই মুখ তখন অধোমুখভাব ধারণ করিল দেখা যাইল ॥ ১

প্রভানাথ ! সমস্ত অস্ত্রধারী সৈন্যগণ মুখ নীচে করিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাহারা সেই সময় পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেছিল না এবং কোন কথাও বলিতেছিল না ॥ ২

হে ভারত ! ইহাদের সকলকে এরূপ ব্যথাকান্ত দেখিয়া আপনার বহু সৈন্যই তখন দুঃখে ত্রস্ত হইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ॥ ৩

রাজেন্দ্র ! যুদ্ধে দ্রোণাচার্যকে নিহত হইতে দেখিয়া সেই সকল সৈন্যদের রক্তলিপ্ত অস্ত্রসমূহ হস্তাগ্র হইতে চ্যুত হইয়া পড়িল ॥ ৪

ভরতবংশধারক মহারাজ ! বজ্রাঘাত প্রভৃতিতে ধ্বস্ত হইয়া দ্যুলোকের সেই সকল অস্ত্র আকাশ হইতে পতিত নক্ষত্রসমূহের ন্যায় ভূমি হইতে লাগিল ॥ ৫

তথা তু স্তিমিতং দৃষ্ট্বা গতসত্ত্বমবস্থিতম্।
বলং তব মহারাজ রাজা দুর্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ৬
তবতাং বাহুবীর্য্যং হি সমাশ্রিত্য বয়ং যুধি।
পাণ্ডবেয়ৈঃ সমাসক্তা যুদ্ধং চেদঃ প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ৭
তদিদং নিহতে দ্রোণে বিষন্নমিব লক্ষ্যতে।
যুধ্যমানান্ত সমরে বোধা যদ্বান্তি সর্ব্বশঃ ॥ ৮
জয়ো বাপি বধো বাপি যুধ্যমানস্য সংযুগে।
তদেবং কিমত্র চিত্রং বৈ যুদ্ধ্যন্তে সর্ব্বতো যুধাঃ ॥ ৯
পশ্যন্তঞ্চ মহাত্মানং কর্ণং বৈকর্ত্তনং যুধি।
প্রচরন্তং মহেষ্বাসং দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলম্ ॥ ১০
যস্য বৈ যুধি সম্ত্রাসাৎ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
নিবর্ত্ততে সদা মন্দঃ সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগো যথা ॥ ১১
যেন নাসাদ্যতপ্রাণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
মানুষেণৈব যুদ্ধেন তাদৃশস্থাঃ প্রবেশিতঃ ॥ ১২
যেন দিব্যাস্ত্রবিচ্ছ্রেষ্ঠো মায়াবী চ ঘটোৎকচঃ।
অমোঘয়া রণে শক্ত্যা নিহতো ভৈরবং নদন্ ॥ ১৩
তস্য দুর্ধারবীর্য্যস্য সত্যসন্ধস্য ধীমতঃ।
বাহ্বোর্ব্বিপুলয়োর্ব্বীর্য্যমদ্য দ্রক্ষ্যথ সংযুগে ॥ ১৪
দ্রোণপুত্রস্য বিক্রান্তং রাঘবেরস্তবৈব চোভয়োঃ।
পশ্যন্তু পাণ্ডুপুত্রাস্তে বিষ্ণু-বাসবয়োরিব ॥ ১৫
সর্ব্ব এব ভবন্তশ্চ শক্তাঃ প্রত্যেকশোঽপি বা।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হন্তুং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ ॥ ১৬
বীর্য্যবন্তঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ দ্রক্ষ্যধ্বঞ্চ পরস্পরম্।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ কর্ণং চক্রে সেনাপতিং তদা।
তব পুত্রো মহাবীর্য্যো ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ ॥ ১৭
সৈনাপত্যমথাসাদ্য কর্ণো রাজন্ মহারথঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ প্রাবৃণ্যত রণোৎকটঃ ॥ ১৮
স সৃঞ্জয়ানাং সর্ব্বেষাং পাঞ্চালানাঞ্চ মারিষ।
কেকয়ানাং বিশেষেণ চকার কদনং মহৎ ॥ ১৯

মহারাজ! এইভাবে আপনার সৈন্যদিগকে প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন বলিলেন ॥ ৬

বীরগণ! আপনাদেরই বাহুবলের আশ্রয় লইয়া আমি যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়াছি এবং সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ॥ ৭

কিন্তু দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়ায় এই সকল সৈন্য যেন বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি। রণাঙ্গনে যুদ্ধরত প্রায় সকল যোদ্ধাই শত্রুপক্ষের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত বীরের কখনও অমঙ্গল হয়, আবার কখনও তাহার বিনাশও হইয়া থাকে। অতএব আপনারা সকলে সর্ব্বদিকে মুখ রাখিয়া উৎসাহ ভরে যুদ্ধ করিতে থাকুন ॥ ৮-৯

দেখুন, মহাত্মা, মহাধনুর্দ্ধর ও মহাবল সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা কিরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে ॥ ১০

যুদ্ধে যাঁহার ভয়ে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সদা সেইভাবে নিবৃত্ত হয়, যেরূপ সিংহের সম্মুখ হইতে ক্ষুদ্র মৃগ পলাইয়া যায় ॥ ১১

যিনি বল রাজার ভাইপোর ন্যায় বলশালী মহাবল ভীমসেনকে মানব যুদ্ধের দ্বারাই সেইরূপ দুরবস্থায় পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১২

যিনি রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী, দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, বীরবর ও মায়াবী ঘটোৎকচকে নিজের অমোঘ শক্তি দ্বারা বধ করিয়াছেন ॥১৩

যাঁহার পরাক্রম নিবারণ করা দুঃসাধ্য, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ কর্ণের অদ্ভুত বাহুবল আজ আপনারা সকলে দর্শন করিবেন ॥ ১৪

আজ পাণ্ডুপুত্রগণ ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ও রাঘবনন্দন কর্ণ এই উভয়ের পরাক্রম দেখিতে পাইবে ॥১৫

আপনারা সকলে কিম্বা প্রত্যেক যোদ্ধাই পাণ্ডুপুত্রদিগকে রণে বধ করিতে সমর্থ। তাহাতে আবার যখন আপনারা সংঘটিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তখন আর কি করিতে না সমর্থ হইবেন? আপনারা সকলে পরাক্রমশালী ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, অতএব আজ আপনারা পরস্পর নিজ নিজ পুরুষার্থ প্রদর্শন করুন ॥ ১৬

সঞ্জয় বলিলেন,—নিষ্পাপ রাজন্! এই কথা বলিয়া আপনার মহাপরাক্রমশালী পুত্র দুর্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে সেনাপতি করিলেন ॥ ১৭

রাজন্! সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া মহারথী কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করত রণোন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

মান্যবর! তিনি সমস্ত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কেকয় ও বিশেষ-সৈন্যগণের বিপুল ক্ষতি করিলেন ॥ ১৯

তস্যোদুধারাঃ শতশঃ প্রাদুরাসন শরাসনাৎ।
অগ্রে পুঙ্খে চ সংসক্তা যথা ভ্রমরপঙ্‌ক্তয়ঃ। ২০
স পীড়য়িত্বা পাঞ্চালান্ পাণ্ডবাংশ্চ তরস্বিনঃ।
হত্বা সপ্তশতো যোধানর্জুনেন নিপাতিতঃ। ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ৩

তাঁহার ধনু হইতে শত শত বাণধারা, যাহাদের অগ্রভাগ ও পুঙ্খভাগ পরস্পর সংলগ্ন ছিল, ইহারা ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় প্রকটিত হইতে লাগিল। ২০

তিনি পাঞ্চাল ও বেগশালী পাণ্ডবদিগকে পীড়িত করিয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণকে হত্যা করত শেষে অর্জুনের দ্বারা নিহত হইয়া ভূপাতিত হন। ২১

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকঃ, স্ত্রীণাং ব্যাকুলতা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
শোকস্যান্তমপশ্যন্ বৈ হতং নেমে সুযোধনম্। ১
বিহ্বলঃ পতিতে ভূমৌ নষ্টচেষ্টা ইব দ্বিপঃ।
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ বিহ্বলে রাজসত্তমে। ২
আর্তনাদো মহানাসীৎ স্ত্রীণাং ভরতসত্তম।
স শব্দঃ পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়ামাস সর্বশঃ। ৩
শোকার্ণবে মহাঘোরে নিমগ্না ভরতস্ত্রিয়ঃ।
করন্ত্যুঃখশোকার্তা দুঃখমুদ্বিগ্নচেতসঃ। ৪
রাজানঞ্চ সমাসাদ্য সান্ত্বয়ন্ত্যো ভরতর্ষভ।
নিঃসংজ্ঞা পতিতা ভূমৌ সর্বাণ্যন্তঃপুরাণি চ। ৫
ততস্তাঃ সঞ্জয়ো রাজন্ সমাশ্বাসয়দাতুরাঃ।
মুহ্যমানাঃ সুবহুশো মুক্তকণ্ঠ্যো বারি নেত্রজম্। ৬
সমাশ্বস্তাঃ স্ত্রিয়স্তাস্তু বেপমানা মুহুর্মুহুঃ।
কদল্য ইব বাতেন ধূয়মানাঃ সমন্ততঃ। ৭
রাজানং বিহ্বলঞ্চাপি প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
আশ্বাসয়ামাস তদা সিক্তঃস্নায়েন কৌরবম্। ৮
স লব্ধ্বা শনকৈঃ সংজ্ঞাং তাংশ্চ দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপঃ।
উষ্ণঞ্চ ঘন ঘন রাজেন্দ্র নিঃশ্বসন্তং বিশাম্পতে। ৯
ততো ধ্যাত্বা চিরং কালং নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ।
স্বান পুত্রান গর্হয়ামাস বচো মেনে চ পাণ্ডবান্। ১০

চতুর্থ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের শোক এবং সমস্ত স্ত্রীগণের ব্যাকুলতা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! ইহা শুনিয়া অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র ইহা মনে করিলেন যে, অতঃপর দুর্যোধনও নিহত হইবে। তিনি নিজের শোকের আর শেষ দেখিতে পাইলেন না। তিনি অচৈতন্য হইয়া হস্তীর ন্যায় ব্যাকুলচিত্তে ভূতলে পতিত হইলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! রাজাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইলে পর অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীগণের নিনাদ আর্তনাদ উত্থিত হইল।

সেই শব্দধ্বনি সেখানে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভরতবংশের স্ত্রীগণ অত্যন্ত ঘোর শোকসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তখন ইহাদের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহারা দুঃখ ও শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১-৪

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! সান্ত্বনাকারী সেবী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া সংজ্ঞাহীনা অবস্থায় ভূপতিতা হইলেন। এই সময় অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীগণেরও এইরূপ অবস্থা হইল। ৫

রাজন্! তখন সকল দেহ হইতে অজস্রধারা অশ্রু বিগলিত করিতে করিতে আতুর ও মোহগ্রস্ত হইয়া ভূপতিতা সেই বহুসংখ্যক রমণীগণকে নানাভাবে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন। ৬

আশ্বাস লাভ করিয়াও সেই স্ত্রীগণ চারিদিক্ হইতে বায়ু দ্বারা ঘোরমানা কদলী বৃক্ষসমূহের ন্যায় কাঁপিতে থাকিলেন। ৭

তাহার পর বিদুর এই সময় ঐশ্বর্যশালী কুরুবংশধর প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপর জলসিঞ্চন পূর্বক চেতনালাভ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৮

রাজেন্দ্র! প্রজানাথ! ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরের সকল স্ত্রীগণকে সেখানে দেখিয়া উহাদের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিলেন। ৯

তদনন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিবার পর তিনি বারংবার

পর্জ্জন্যস্যাত্মনো বুদ্ধিঃ শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং বেপমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১
সংজ্ঞাং চ লব্ধ্বা ভূয়ো রাজা ধৈর্য্যসমন্বিতঃ।
পুনর্সারথিমিং সূতং পর্য্যপৃচ্ছত সঞ্জয়ম্ ॥ ১২
যৎ ত্বয়া কথিতং বাক্যং শ্রুতং সঞ্জয় তন্ময়া।
কচ্চিন্ দুর্য্যোধনঃ সূত ন গতো বৈ যমক্ষয়ম্ ॥১৩
অয়ে নিরাশঃ পুত্রো মে সততং জয়কাঙ্ক্ষিঃ।
ব্রূহি সঞ্জয় তত্ত্বেন পুনরুক্তাং কথামিমাম্ ॥১৪

এবমুক্তোঽব্রবীৎ সূতো রাজানং জনমেজয়।
হতো বৈকর্ত্তনো রাজন্ সহ পুত্রৈর্মহারথঃ ॥ ১৫
ভ্রাতৃভিশ্চ মহেষ্বাসৈঃ সূতপুত্রৈরনুব্রতৈঃ।
দুঃশাসনশ্চ নিহতঃ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
পীতশ্চ রুধিরং কোপাদ্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রশোকো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিজের পুত্রগণের নিন্দা এবং পাণ্ডবদের বহুভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তিনি নিজের এবং সূতপুত্র শকুনির বুদ্ধিকেও নিন্দা করিলেন। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া নানা চিন্তা করিবার পর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন ॥ ১১

পুনরায় মনকে কোনভাবে স্থির করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং সঞ্জয়ের পুত্র সারথি সঞ্জয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১২

সঞ্জয়! তুমি যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা ত' আমি শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এখন একটি কথা বল। নিশ্চয় কথাভিলাষী আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের জন্যলাভে নিরাশ হইয়া যমালয়ে গমন করে নাই ত'? সঞ্জয়! তুমি এই পূর্ব্বে কথিত বৃত্তান্তকে পুনরায় যথাযথরূপে বলিয়া শুনাও ॥ ১৩-১৪

জনমেজয়! তাঁহার এই কথা শুনিয়া সারথি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—রাজন্! মহারথী সূতপুত্র কর্ণ নিজের পুত্রগণের স্নেহের মায়া পরিহার করত বৃষ্ণিবংশীয় মহাধনুর্দ্ধর সূত-জাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত নিহত হইয়াছেন ॥ ১৫

এই সঙ্গে ধনুর্দ্ধর পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন রণাঙ্গনে দুঃশাসনকে বধ করিয়াছেন এবং ক্রোধবশতঃ তাঁহার রক্তও পান করিয়াছেন ॥১৬

শ্রীবেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়েন কৌরবপক্ষস্য নিহত-মুখ্য-মুখ্য বীরাণাং পরিচয়দানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি শ্রুত্বা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
অব্রবীৎ সঞ্জয়ং সূতং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ১
হতপ্রবীতেন যে তাত পুত্রস্তাদীর্ঘজীবিনঃ।
হতং বৈকর্ত্তনং শ্রুত্বা শোকো মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥ ২
তন্ত মে সংশয়ং ছিন্ধি দুঃখপারং তিতীর্ষতঃ।
কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ কে চ জীবন্তি কে মৃতাঃ ॥৩

সঞ্জয় উবাচ।

হতঃ শান্তনবো রাজন্ দুরাধর্ষঃ প্রতাপবান্।
হত্বা পাণ্ডবযোধানামর্ব্বুদং দশভির্দিনৈঃ ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের কৌরবপক্ষের নিহত প্রধান প্রধান বীরগণের পরিচয় দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! উপরোক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি নিজের সারথি সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাত! নিজের অন্যান্য পুত্র দুর্য্যোধনের অন্যায়ে সূর্য্যনন্দন কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমার মর্ম্মস্থানসমূহ ছেদন করিতেছে ॥ ২

আমি এই অপার দুঃখ হইতে নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি আমার এই সন্দেহকে নিবারণ কর যে, কৌরব ও সৃঞ্জয় সৈন্যগণের মধ্যে কাহারা জীবিত আছে এবং কাহারা নিহত হইয়াছে? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্জ্জয় ও প্রতাপশালী বীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দশ দিনে পাণ্ডব পক্ষের দশ কোটি যোদ্ধাকে সংহার করিয়া নিহত হইয়াছেন ॥ ৪

তথা দ্রোণো মহেষ্বাসঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজান্
নিহত্য যুধি দুর্ধর্ষঃ পশ্চাৎ কৃত্তরথো হতঃ ॥ ৫
হতশেষস্তু ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা।
অর্জুনং নিহত্য সৈন্ধবস্তু কর্ণো বৈকর্তনো হতঃ ॥ ৬
বিবিংশতির্মহারাজ রাজপুত্রো মহাবলঃ।
আনর্তযোধান্ শতশো নিহত্য নিহতো রণে ॥ ৭
তথা পুত্রো বিকর্ণস্তে ক্ষত্রব্রতমনুস্মরন্।
ক্ষীণবাহাযুধঃ শূরঃ স্থিতোঽভিমুখতঃ পরান্ ॥ ৮
ঘোররূপান্ পরিক্লেশান্ দুর্যোধনকৃতান্ বহূন্।
প্রতিজ্ঞাং স্মরতা চৈব ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ৯
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ রাজপুত্রৌ মহারথৌ।
কৃত্বা স্বনুকরং কর্ণং গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১০
সিন্ধুরাষ্ট্রমুখানীহ দশ রাষ্ট্রাণি যানি চ।
বশে তিষ্ঠন্তি বীরস্য যঃ স্থিতস্তব শাসনে ॥ ১১
অক্ষৌহিণীর্দশৈকাঞ্চ বিনির্জিত্য শিতৈঃ শরৈঃ।
অর্জুনেন হতো রাজন্ মহাবীর্যো জয়দ্রথঃ ॥ ১২
তথা দুর্যোধনসুতস্তরস্বী যুদ্ধদুর্মদঃ।
বর্তমানঃ পিতুঃ শাস্ত্রে সৌভদ্রেণ নিপাতিতঃ ॥ ১৩
তথা সৌঃশাসনিঃ শূরো বাহুশালী রণোৎকটঃ।
দ্রৌপদেয়েন সঙ্গম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ১৪
কিরাতানামধিপতিঃ সাগরানূপবাসিনাম্।
দেবরাজস্য সখ্যুশ্চ প্রিয়ো বহুমতঃ সখা ॥ ১৫
ভগদত্তো মহীপালঃ ক্ষত্রধর্মরতঃ সদা।
ধনঞ্জয়েন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ১৬
তথা কৌরবদায়াদো ভক্তশস্ত্রো মহাযশাঃ।
হতো ভূরিশ্রবা রাজন্ শূরঃ সাত্যকিনা যুধি ॥ ১৭
শ্রুতায়ুরপি চাযুষ্মান্ ক্ষত্রিয়াণাং ধুরন্ধরঃ।
চরন্তীভবং সংখ্যে নিহতঃ সব্যসাচিনা ॥ ১৮
তব পুত্রঃ সদামর্ষী কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ।
দুঃশাসনো মহারাজ ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১৯

এইরূপ দুর্ধর্ষ রথযূথ বীর মহারথগণের দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল-রথী-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া নিহত হইয়াছেন ॥৪

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক নিহত হইবার পর যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য জীবিত ছিল, তাহার অধিকাংশ নিহত করিয়া সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬

মহারাজ! মহাবল রাজকুমার বিবিংশতি রণাঙ্গনে শত শত আনর্ত্তদেশীয় যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া নিজে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ॥ ৭

এইরূপ আপনার সৌম্যশালী বীর পুত্র বিকর্ণ ক্ষত্রিয়োচিত ব্রত স্মরণ করত বাহন ও আয়ুধসকল নষ্ট হইয়া যাইলেও শত্রুদিগের সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কর্তৃক বহুপ্রকার বহুসংখ্যক ভয়ঙ্কর ক্লেশসকল এবং নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া ভীমসেন তাঁহাকে বধ করিয়াছেন ॥ ৮-৯

অবন্তীদেশের মহারথী রাজকুমারদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দ যুদ্ধে স্বর্গ সম্পন্ন করিয়া যমলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১০

রাজন্! যে বীরের শাসনে সিন্ধু সৌবীরাদি দশটি রাষ্ট্র ছিল, যিনি সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞার অধীনে থাকিতেন, সেই পরাক্রমশালী জয়দ্রথকে অর্জুন আপনার একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করিয়া তীক্ষ্ণ শায়কসমূহের দ্বারা বধ করিয়াছেন ॥১১-১২

দুর্য্যোধনের বলবান্ বেগশালী পুত্র লক্ষ্মণ, যিনি সর্ব্বদা পিতার আজ্ঞার অধীনে থাকিতেন, তাঁহাকে বৃত্তান্তজ্ঞ অভিমন্যু বধ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন ॥ ১৩

নিজ বাহুবলে গর্ব্বোদ্ধত, রণোদ্যত, সৌম্যশালী বীর দুঃশাসনকুমার দ্রৌপদীর পুত্রের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া তাঁহার দ্বারা যমলোকে নীত হইয়াছেন ॥ ১৪

যিনি সাগরতীরবর্ত্তী কিরাতগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যন্ত আদরণীয় প্রিয় সখা ছিলেন, সখা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত সেই ধর্ম্মাত্মা রাজা ভগদত্তও অর্জুনের সহিত পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করত যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ১৫-১৬

রাজন্! কৌরব-বংশীয় মহাযশস্বী বীরবর ভূরিশ্রবা, যিনি নিজের অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও যুদ্ধস্থলে সাত্যকির দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ১৭

অবন্তীদেশের রাজা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বহুদিন প্রকাশ্য সমরাঙ্গণে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে থাকিয়া সব্যসাচী অর্জুন-কর্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৮

মহারাজ! যিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, রণদুর্মদ ও সদা অমর্ষপরায়ণ ছিলেন, আপনার সেই পুত্র দুঃশাসনকে ভীমসেন বধ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন ॥ ১৯

যস্ত রাজন্ গজানীকঃ দেবসৈন্যপ্রমর্দনম্।
সুদক্ষিণঃ স সংগ্রামে নিহতঃ সব্যসাচিনা ॥ ২০
কৌশলানামধিপতির্হত্বা বহুমতান্ পরান্।
সৌভদ্রেণ হি বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ২১
বহবো যোধয়িত্বা তু ভীমসেনং মহারথম্।
মদ্ররাজাত্মজঃ শূরঃ পরেষাং ভয়বর্ধনঃ।
অসিচর্মধরঃ শ্রীমান্ সৌভদ্রেণ নিপাতিতঃ ॥ ২২
সমঃ কর্ণস্য সমরে যঃ স কর্ণস্য পশ্যতঃ।
বৃষসেনো মহাতেজাঃ শীঘ্রাস্ত্রো দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ২৩
অভিমন্যোর্বধং স্মৃত্বা প্রতিজ্ঞামপি চাত্মনঃ।
ধনঞ্জয়েন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ২৪
নিত্যং প্রসক্তবৈরো যঃ পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিজ্ঞায় বৈরং পার্থেন হৃতাত্মা স নিপাতিতঃ ॥ ২৫
শল্যপুত্রস্তু বিক্রান্তঃ সহদেবেন মারিষ।
হতো রুক্মরথো রাজন্ ভ্রাতা মাতুলজো যুধি ॥ ২৬
রাজা ভগীরথো বৃদ্ধো বৃহৎক্ষত্রশ্চ কেকয়ঃ।
পরাক্রমন্তৌ বিক্রান্তৌ নিহতৌ বীর্যবত্তরৌ ॥ ২৭
ভগদত্তসুতো রাজন্ কৃতপ্রজ্ঞো মহাবলঃ।
স্বেনবচ্চরতা সংখ্যে নকুলেন নিপাতিতঃ ॥ ২৮
পিতামহস্তব তথা বাহ্লীকঃ সহ বাহ্লিকৈঃ।
নিহতো ভীমসেনেন মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৯
জরৎসেনস্তথা রাজন্ জারাসন্ধির্মহাবলঃ।
মাগধো নিহতঃ সংখ্যে সৌভদ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৩০
পুত্রস্তে দুর্মুখো রাজন্ দুঃসহশ্চ মহারথঃ।
গদয়া ভীমসেনেন নিহতৌ শূরমানিনৌ ॥ ৩১
দুর্মর্ষণো দুর্বিষহো দুর্জয়শ্চ মহারথঃ।
কৃত্বা সুতুমুলং কর্ম গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩২
উভৌ কলিঙ্গ-বৃষকৌ ভ্রাতরৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
কৃত্বা চাতুমুলং কর্ম গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৩

রাজন্! যাঁহার অধিকারে বহু হাজার অদ্ভুত দন্তী সৈন্য ছিল, সেই সুদক্ষিণকেও সংগ্রামে সব্যসাচী অর্জুন বিনাশ করিয়াছেন।

কৌশলরাজ বৃহদ্বল শত্রুসৈন্যের বহু সম্মানিত বীরগণকে বধ করিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন করিতে করিতে যমলোকে নীত হইয়াছেন ২০-২১

যিনি মহারথী ভীমসেনের সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসি ও চর্ম (ঢাল) ধারী এবং শত্রুসৈন্যের ভয়বর্ধনকারী মদ্ররাজ শল্যের তেজস্বী বীর পুত্র সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর দ্বারা নিপাতিত হইয়াছেন ॥ ২২

যিনি রণাঙ্গনে কর্ণতুল্যই পরাক্রমশালী ছিলেন, শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্রচালনা করিতে সমর্থ, সুদৃঢ় বল-বিক্রমসম্পন্ন এবং মহাতেজস্বী ছিলেন, সেই কর্ণপুত্র বৃষসেন অভিমন্যুর বধের কথা স্মরণ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্বক ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া কর্ণের সাক্ষাতেই তাঁহার দ্বারা যমলোকে প্রেরিত হন্ ॥ ২৩-২৪

যিনি পাণ্ডবগণের সহিত সর্বদা শত্রুতা করিতেন, সেই দুর্মতি হৃতাত্মা অর্জুন শত্রুতার কথা শুনাইতে থাকিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২৫

মাননীয় মহারাজ! মদ্ররাজ শল্যের পরাক্রমশালী পুত্র রুক্মরথ, যিনি সহদেবের মাতুলপুত্র (মামাত ভাই) ছিলেন, তিনি যুদ্ধে সহদেবের দ্বারাই নিহত হন্ ॥ ২৬

বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ এবং কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ইঁহারা উভয়েই অত্যন্ত বলবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন ইঁহারা দুইজনে যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে নিহত হইয়াছেন ॥ ২৭

রাজন্! ভগদত্তের বিদ্বান্ ও মহাবল পুত্রকে যুদ্ধে বাহ্লীকের ন্যায় সহসা আক্রমণ করিয়া নকুল ধরাতলে পাতিত করিয়াছেন ॥ ২৮

আপনার পিতামহ বাহ্লীকও মহাবলশালী এবং মহাপরাক্রমী ছিলেন। তিনিও ভীমসেনের দ্বারা বাহ্লীক-যোদ্ধাগণের সহিত নিহত হইয়াছেন ॥ ২৯

রাজন্! জরাসন্ধের মহাবলবান্ পুত্র মগধবাসী জরৎসেনকে মহাত্মা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু যুদ্ধে বধ করিয়াছেন ॥ ৩০

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্মুখ ও মহারথী দুঃসহ ইঁহারা উভয়েই নিজেদেরকে অতিশয় বীর বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহারা উভয়ে ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩১

এইভাবে দুর্ধর্ষণ, দুর্বিষহ এবং মহারথী দুর্জয় তুমুল কর্ম করিতে করিতে যমালয়ে গমন করিয়াছেন ॥ ৩২

কলিঙ্গ ও বৃষক এই দুই ভ্রাতাই যুদ্ধমদে মত্ত ছিলেন। ইঁহারাও তুমুল কর্ম করিয়া যমলোকে উপনীত হইয়াছেন ॥ ৩৩

সচিবো বৃষবর্মা তে শূরঃ পরমবীর্যবান্।
ভীমসেনেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ৩৪
তথৈব পৌরবো রাজা নাগায়ুতবলো মহান্।
সমরে পাণ্ডুপুত্রেণ নিহতঃ সব্যসাচিনা ॥ ৩৫
বসাতয়ো মহারাজ দ্বিসাহস্রাঃ প্রহারিণঃ।
শূরসেনাশ্চ বিক্রান্তাঃ সর্বে ভূমি নিপাতিতাঃ ॥ ৩৬
অভীষাহাঃ কবচিনঃ প্রহরন্তো রণোৎকটাঃ।
শিবয়শ্চ রথোদারাঃ কালিঙ্গসহিতা হতাঃ ॥ ৩৭
গোকুলে নিত্যসংবৃদ্ধা যুদ্ধে পরমকোপনাঃ।
তেঽপারয়ন্তকবীরাশ্চ নিহতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৩৮
শ্রেণয়ো বহুসাহস্রাঃ সংশপ্তকগণাশ্চ যে।
তে সর্বে পার্থমাসাদ্য গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৯
তালৌ তব মহারাজ রাজানৌ বৃষকাচলৌ।
ঘনর্ষভবিবিক্রান্তৌ নিহতৌ সব্যসাচিনা ॥ ৪০
উগ্রকর্মা মহেষ্বাসো নামতঃ কর্মতস্তথা
শাম্বরাজো মহাবাহুর্ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ৪১

আপনার পরম পরাক্রমশালী বীর্যবান্ বৃষবর্মা ভীমসেনকর্তৃক পরাক্রমসহকারে যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন। ৩৪

এইরূপ দশ হাজার তত্ত্বীতুল্য বলশালী ও মহান্ রাজা পৌরবকে পাণ্ডুনন্দন সব্যসাচী অর্জুন বধ করিয়াছেন ॥ ৩৫

মহারাজ! প্রহারকুশল দুই হাজার বসাতিসৈন্য এবং পরাক্রমশালী শূরসেন—ইহারা সকলেই যুদ্ধে ধরাশায়ী হইয়াছেন ॥ ৩৬

রণাঙ্গনে উদ্যত হইয়া অস্ত্র-প্রহার করিতে অভ্যস্ত কবচধারী অভীষাহ ও উহার রথী শিবি—ইহারা সকলে কলিঙ্গরাজের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩৭

যাহারা সর্বদা গোকুলে পালিত হইয়াছেন, যুদ্ধে অত্যন্ত রুষিত হইয়া সংগ্রামকারী এবং যাহারা কখনও যুদ্ধ হইতে বিমুখ হন্ না, সেই গোপাল-সৈন্যগণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৮

সংশপ্তকগণের কয়েক হাজার শ্রেণী ছিল। ইহারা সকলেও যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া যমসদনে গমন করিয়াছেন ॥ ৩৯

মহারাজ! আপনার দুই তালধ্বজ রাজা বৃষক ও অচল, যাহারা আপনার জন্য অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, ইহারা অর্জুনের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ৪০

যিনি মহাবাহু ছিলেন এবং যিনি নামে ও কর্মেও অতিশয় উগ্রকর্মা ছিলেন, সেই মহাবাহু শাম্বরাজকে ভীমসেন কৃতকার্য

ওষবাংশ্চ মহারাজ দৃঢ়ঃ সচিবৌ রণে।
পরাক্রমন্তৌ মিত্রার্থে গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৪২
তথৈব রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষেমধূর্তিবিশাম্পতে।
নিহতো গদয়া রাজন্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ৪৩
তথা রাজন্ মহেষ্বাসো জলসন্ধো মহাবলঃ।
সুমহৎ কদনং কৃত্বা হতঃ সাত্যকিনা রণে ॥ ৪৪
অলম্বুষো রাক্ষসেন্দ্রঃ খরবন্ধুরথানবান্।
ঘটোৎকচেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ৪৫
রাধেয়ঃ সুতপুত্রশ্চ ভ্রাতরশ্চ মহারথাঃ।
কৈকয়াঃ সবলাশ্চাপি নিহতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৪৬
মালবা মত্রকাশ্চৈব দ্রাবিড়াশ্চোগ্রকর্মিণঃ।
যৌধেয়াশ্চ ললিথাশ্চ ক্ষুদ্রকাশ্চাপ্যশীনরাঃ ॥ ৪৭
মাবেল্লকাস্তুণ্ডিকেরাঃ সাবিত্রীপুত্রকাশ্চ যে
প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ মারিষ ॥ ৪৮
পত্তীনাং নিহতাঃ সঙ্খ্যা হয়ানাং প্রযুতানি চ।
রথব্রজাশ্চ নিহতা দন্তাশ্চ দ্বিপযোধিনঃ ॥ ৪৯

করিয়াছেন ॥ ৪১

মহারাজ! মিত্রের জন্য রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রদর্শনকারী ওষবান্ ও দৃঢ়—ইহারা উভয়ে একসঙ্গে যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ৪২

প্রজানাথ! মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষেমধূর্তিকেও যুদ্ধস্থলে ভীমসেন নিজের গদার আঘাতে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৪৩

রাজন্! মহাধনুর্ধর ও মহাবল জলসন্ধ রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যের বিপুলভাবে সংহার করিতে থাকিয়া শেষে সাত্যকির দ্বারা নিহত হন্ ॥ ৪৪

ঘটোৎকচ পরাক্রম করিয়া গদাযুদ্ধে সুন্দর রথবিশিষ্ট রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৪৫

সূতপুত্র রাধানন্দন কর্ণ এবং তাঁহার মহারথী বীর ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত কেকয়-সৈন্যরা সব্যসাচী অর্জুনের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৬

মালব, মদ্রক, ভয়ঙ্কর কর্মকারী দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিথ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য, পদাতিসমূহ, দশ লক্ষ অশ্ব, রথসকল এবং প্রধান গজরাজগণ অর্জুনের হাতে নিহত হইয়াছে ॥ ৪৭-৪৯

সম্বন্ধাঃ সাধুবঃ শূরাঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
কালেন মহতা যুক্তাঃ কুলশৈলেয়ে চ বর্ধিতাঃ ॥ ৫০
তে হতাঃ সমরে রাজন্ পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা।
অন্যে তথাবিধবলাঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ৫১
এতে চান্যে চ বহবো রাজানঃ সমগা রণে।
হতাঃ সহস্রশো রাজন্ যস্যাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৫২
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কর্ণার্জুনসমাগমে।
মহেন্দ্রেণ যথা বৃত্রো যথা রামেণ রাবণঃ ॥ ৫৩
যথা কৃষ্ণেন নরকো মুরুশ্চ নরকারিণা।
কার্তবীর্যশ্চ রামেণ ভার্গবেণ যথা হৃতঃ ॥ ৫৪
সজ্ঞাতি-বান্ধবঃ শূরঃ সমরে যুদ্ধদুর্মদঃ।
রণে কৃত্বা মহদ্ যুদ্ধং ঘোরং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ৫৫

রাজন্! পালন-পালন করিতে নিপুণ বান্ধবগণ যাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পালন করিয়াছেন, যাঁহারা যুদ্ধে সাবধান থাকিয়া যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত বীর, যাঁহারা সকলেই অনায়াসে মহৎ কর্ম করিতে সমর্থ অর্জুনকর্তৃক অশ্ব, অশ্ব, অস্ত্র, কবচ, দেহ ও আভরণসমূহের সহিত সমরাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন।

মহারাজ! পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী, অসীম বলশালী অন্যান্য যোদ্ধারাও দুর্যোধনে পতিত হইয়াছেন। রাজন্! উঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক নরপতি দেশসমূহে নিজ নিজ বাহিনীর সহিত সহস্র সহস্র সংখ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই সমস্তই আপনাকে বলিয়া দিলাম ॥ ৫০-৫২

রাজন্! এইরূপ কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধে প্রকৃত লোকক্ষয় হইয়াছে। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে, নরক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নরক ও মুরকে এবং কৃতবংশজাত পরশুরাম ত্রিলোকমোহিতকারী অত্যন্ত ঘোর যুদ্ধ করিয়া রণাঙ্গনে রণদুর্মদ

যথা স্কন্দেন মহিষো যথা রুদ্রেণ চান্ধকঃ।
তথার্জুনেন স হতো দ্বৈরথে যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৫৬
সামাত্য-বান্ধবো রাজন্ কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
জগ্মাশা ধার্তরাষ্ট্রাণাং বৈরস্য চ মুখং যতঃ ॥ ৫৭
তীর্ণস্ত্বং পাণ্ডবো রাজন্ যং পৃচ্ছা নাববুধ্যসে।
উচ্যমানো মহারাজ বন্ধুভির্হিতকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৫৮
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ব্যসনং সুমহাত্যয়ম্।
পুত্রাণাং রাজকামানাং যদা রাজন্ হিতৈষিণা ॥ ৫৯
আদিষ্টাস্তেন তীর্থানি তেষাং ত্বং ফলমাগতম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

বীরবর কৃতবীর্যপুত্র অর্জুনকে তাঁহার জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বধ করিয়াছিলেন, যেরূপ স্কন্দ মহিষাসুরকে ও রুদ্র অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুদ্ধদুর্মদ কর্ণকে দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার মন্ত্রী ও বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়াছেন।

যাঁহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়ের আশা ছিল এবং যিনি এই শত্রুতার মূল (প্রধান) ছিলেন, সেই অর্জুন তাঁহাকে পার দিয়াছেন। মহারাজ! পূর্বে আপনার হিতৈষী বন্ধুগণ বলিলেও যাহার দিকে আপনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, আজ সেই প্রকৃত বিনাশকর সঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজন্! আপনি রাজ্যাভিলাষী আপনার পুত্রগণের হিত কামনা করিয়া সর্বজ্ঞ সেই পাণ্ডবদিগের নামোল্লেখে আদিষ্টই করিয়াছেন, আপনার সেই সকল কথারই এখন ফললাভ করিতেছেন ॥ ৫৩-৬০

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণ-পর্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-সৈন্যৈঃ পাণ্ডবানাং নিহত-প্রধান-প্রধানবীরাণাং পরিচয়ঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

আখ্যাতা মামকাস্তাত নিহতা যুধি পাণ্ডবৈঃ।
হতাংশ্চ পাণ্ডবেয়ানাং মামকৈস্ত্বং হি সঞ্জয়। ১

সঞ্জয় উবাচ।

কুন্তয়ো যুধি বিক্রান্তা মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
সানুযন্ত্রাঃ সহামাত্যা দ্রোণেনৈব নিপাতিতাঃ। ২
নারায়ণা বলভ্রাঃ শূরাশ্চ শতশোঽপরে।
অনুরক্তাশ্চ বীরেণ ভীষ্মেণ যুধি পাতিতাঃ। ৩
সমঃ কিরীটিনা সংখ্যে যোধ্যৈশ্চ বহুলৈশ্চ যঃ।
সত্যজিৎ সত্যসন্ধেন দ্রোণেন নিহতো যুধি। ৪
পাঞ্চালানাং মহেষ্বাসাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ
দ্রোণেন সহ সঙ্গম্য গতা বৈবস্বতক্ষয়ম। ৫
তথা বিরাট-দ্রুপদৌ যুদ্ধ্যৌ সত্যব্রতৌ নৃপৌ।
পরাক্রমন্তৌ মিত্রার্থে দ্রোণেন নিহতৌ রণে। ৬
যো বাল এব সমরে সম্মিতঃ সব্যসাচিনা।
কেশবেন চ দুর্ধর্ষো বলদেবেন বা বিভো। ৭
পরেষাং কদনং কৃত্বা মহারথবিমর্দনঃ।
পরিবার্য মহামাত্রৈঃ ষড়্ভিঃ পরমকৈ রথৈঃ। ৮
অশক্নুবদ্ভির্নীতং তমভিমন্যুং নিপাতিতঃ।
কৃতঃ তৈ বিরথং বীরং ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতম্। ৯
দৌঃশাসনির্মহারাজ সৌভদ্রং হতবান রণে।
সপত্নানাং নিহন্তা চ সহস্রং লেখয়া বৃতঃ। ১০
অস্পষ্টশ্মশ্রুঃ শ্রীমান মিত্রহেতোঃ পরাক্রমন।
আসাদ্য লক্ষণং বীরং ত্বয়োধনসুতং রণে। ১১
সুমহৎ কদনং কৃত্বা যমো বৈবস্বতক্ষয়ম।
বৃতঃ সুমহতেষ্বাসঃ কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ। ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[কৌরব সৈন্যগণকর্তৃক পাণ্ডবদের নিহত প্রধান প্রধান বীরবৃন্দের পরিচয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত সঞ্জয়! তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবগণকর্তৃক নিহত আমাদের পক্ষের বীরবর্গের নাম বলিলে। এখন আমার যোদ্ধাদের নিহত পাণ্ডব-সৈন্যগণের পরিচয় প্রদান কর॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অত্যন্ত বীর, মহাবলবান্ ও পরাক্রমশালী কুন্তিভোজ দেশের যে সমস্ত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগকে গজানন্দন ভীষ্ম স্বয়ং ও অনুচরবর্গের সহিত বধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন॥ ২

পাণ্ডবগণের উপর অনুরাগযুক্ত যে সমস্ত নারায়ণ ও বলভদ্র নামক শত শত বীর যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগকেও বীরবর ভীষ্ম যুদ্ধে ধরাতলে পাতিত করিয়াছেন॥ ৩

সত্যজিৎ রাজনে কিরীটধারী অর্জুনের ন্যায় বল ও পরাক্রমসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাকে যুদ্ধস্থলে সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য বধ করিয়াছেন॥ ৪

যুদ্ধবিশারদ নিপুণ পাঞ্চালদেশের সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন॥ ৫

মিত্রদের জন্য পরাক্রমকারী যুদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদ নিহত হইয়াছেন॥ ৬

যিনি বাল্যাবস্থাতেই সমর বীর ছিলেন এবং সব্যসাচী অর্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিংবা বলরাম বর্তমানে তাঁহাকে মনে করিত, যিনি মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, সেই অভিমন্যু শত্রুদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া ছয় জন প্রধান প্রধান মহারথী যোদ্ধাগণের দ্বারা তাঁহাদের অর্জুনের উপর কোনরূপ প্রভাব ছিল না চারিদিকে পরিবৃত হইয়া নিহত হইয়াছেন।

মহারাজ! ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর বীর পুত্রস্নানন্দন অভিমন্যুকে রথহীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এরূপ অবস্থায় দুঃশাসনের পুত্র তাঁহাকে বধ করেন।

সত্যব্রত শ্রীমান্ অম্বষ্ঠপুত্র নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া মিত্রদের জন্য পরাক্রম করিতেছিলেন। ইনি শত্রুসৈন্যদিগকে বিপুলভাবে সংহার করিতে করিতে দুর্যোধনের বীর পুত্র লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়া যমলোকে গমন করিয়াছেন।

অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বলবৃদ্ধ মহাধনুর্দ্ধর বৃহদ্বলকে দুঃশাসন বিক্রমসহকারে যমলোকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দুঃশাসনেন বিক্রম্য প্রমিতো যমসাদনম্।
মণিমান্ দণ্ডধারশ্চ রাজানৌ যুদ্ধদুর্মদৌ। ১৩
পরাক্রমন্তৌ মিত্রার্থে দ্রোণেন যুধি পাতিতৌ।
অংশুমান্ ভোজরাজশ্চ সহসৈন্যো মহারথঃ। ১৪
ভারদ্বাজেন বিক্রম্য প্রমিতো যমসাদনম্।
সাম্বষ্ঠ্যশ্চিত্রসেনশ্চ সহ পুত্রেণ ভারত। ১৫
সমুদ্রসেনেন বলাৎ প্রমিতো যমসাদনম্।
অনূপবাসী নীলশ্চ ব্যাঘ্রদত্তশ্চ বীর্যবান্। ১৬
অশ্বত্থাম্না বিকর্ণেন প্রমিতো যমসাদনম্।
চিত্রায়ুধশ্চিত্রযোধী কৃত্বা চ কদনং মহৎ। ১৭
চিত্রমার্গেণ বিক্রম্য বিকর্ণেন চ তে যুধে।
বৃকোদরসমো যুদ্ধে বৃতঃ কৈকেয়যোধিভিঃ। ১৮
কৈকেয়েন চ বিক্রম্য ভ্রাত্রা ভ্রাতা নিপাতিতঃ।
জনমেজয়ো গদাযোধী পর্বতীয়ঃ প্রতাপবান্। ১৯
যুধ্যমানো নরব্যাঘ্রো রোচমানো প্রহারিষু। ২০
দ্রোণেন যুগপদ্ রাজন্ দিবং সম্প্রাপিতৌ শরৈঃ।
নৃপাশ্চ প্রতিযুধ্যন্তঃ পরাক্রান্তা বিশাম্পতে। ২১
কৃত্বা ন সুকরং কর্ম গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ মাতুলৌ সব্যসাচিনঃ। ২২
সংগ্রামনির্জিতাঁল্লোকান্ প্রমিতৌ দ্রোণসায়কৈঃ।
অভিভূঃ কাশিরাজশ্চ কাশিকৈর্বহুভির্বৃতঃ। ২৩
বসুদানশ্চ পুত্রেণ ন্যাসিতো দেহমাহবে।
অমিতৌজা যুধামন্যুশ্চোত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্। ২৪
নিহত্য শতশঃ শূরানস্মদীয়ৈর্নিপাতিতাঃ।
মিত্রবর্মা চ পাঞ্চাল্যঃ ক্ষত্রধর্মা চ ভারত। ২৫
দ্রোণেন পরমেষ্বাসৌ প্রমিতৌ যমসাদনম্।
শিখণ্ডিতনয়ৌ যুদ্ধে ক্ষত্রদেবো যুধাং পতিঃ। ২৬

যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রামকারী রাজা মণিমান্ ও দণ্ডধার মিত্রগণের জন্য পরাক্রম দেখাইতেছিলেন। এই উভয়কেই দ্রোণাচার্য্য সংহার করত ভূতলশায়ী করিয়াছেন।

সৈন্যবাহিনীসহ ভোজরাজ মহারথী অংশুমান্‌কে ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য বিক্রমপ্রকাশ করত যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারত! সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজ্যের অধিপতি চিত্রসেন নিজের পুত্রের সহিত যুদ্ধে আসিয়া সমুদ্রসেনকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন।

সমুদ্রতটবাসী নীল ও পরাক্রমশালী ব্যাঘ্রদত্ত এই দুইজনকে ক্রমশঃ অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণ যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন।

বিচিত্র যুদ্ধকারী চিত্রায়ুধ সমরে বিচিত্ররীতিতে পরাক্রম করিয়া কৌরব-সৈন্যের প্রভূত সংহার করত শেষে বিকর্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন।

কেকয়দেশীয় যোদ্ধাগণে পরিবৃত ও ভীমতুল্য পরাক্রমশালী কেকয়রাজকুমারকে তাঁহার অপর ভ্রাতা কেকয়রাজপুত্র বলপূর্ব্বক বিনাশ করত ধরাশায়ী করিয়াছেন।

মহারাজ! প্রতাপশালী পর্ব্বতীয় রাজা জনমেজয় গদাযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। তাঁহাকে আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ ভূতলে পাতিত করিয়াছেন।

রাজন্! দেবীপ্রমাণ দুই গ্রহের ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রোচমান, ইঁহারা একই নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে একত্রে দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক বাণসমূহের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রজানাথ! আহত বলসংযুক্ত পরাক্রমশালী নরপতি আপনার সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া দুষ্কর পরাক্রম করিতে করিতে যমলোকে গমন করিয়াছেন।

পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ ইঁহারা উভয়ে সব্যসাচী অর্জুনের মামা ছিলেন। দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা এই দুই জনে সংগ্রামে নিহত বীরগণের প্রাপ্য লোকসমূহে গমন করিয়াছেন।

কাশীরাজ অভিভূ বহুসংখ্যক কাশীবাসী যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। বসুদানের পুত্র যুদ্ধস্থলে ইঁহার দেহত্যাগ করাইয়াছেন।

অমিতৌজা, যুধামন্যু ও পরাক্রমশালী উত্তমৌজা ইঁহারা শত শত বীরগণকে সংহার করিয়া আমাদের সৈন্যের দ্বারা নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন।

ভারত! পাঞ্চালযোদ্ধা মিত্রবর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দুইজনেই মহাবলবান্ ছিলেন। ইঁহারাও দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

ভরতসত্তম রাজন্! আপনার পৌত্র মহান্ সেনাপতি ও শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বিনাশ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণেন ততো রাজংস্তব পৌত্রেণ ভারত।
সুচিত্রশ্চিত্রবর্মা চ পিতাপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ২৭
প্রচরন্তৌ মহাবীর্যৌ দ্রোণেন নিহতৌ রণে।
বার্দ্ধক্ষেমির্মহারাজ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥ ২৮
আয়ুষ্করমাসাদ্য প্রশান্তিং পরমাং গতঃ।
সেনাবিন্দুসুতঃ শ্রেষ্ঠঃ শাত্রবান্ প্রহরন্ যুধি ॥ ২৯
বাহ্লিকেন মহারাজ কৌরবেন্দ্রেণ পাতিতঃ।
সুকেতুর্মহারাজ চেদীনাং প্রবরো রথঃ ॥ ৩০
কৃত্বা নসুকরং কর্ম গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্।
তথা সত্যধৃতির্বীরঃ কৃত্বা কদনমাহবে ॥ ৩১
পাণ্ডবার্থে পরাক্রান্তো গমিতো যমসাদনম্।
সেনাবিন্দুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃত্বা কদনমাহবে ॥ ৩২
পুত্রস্তু শিশুপালস্য সুকেতুঃ পৃথিবীপতিঃ।
নিহত্য শাত্রবান্ সংখ্যে দ্রোণেন নিহতো যুধি ॥ ৩৩
তথা সত্যধৃতির্বীরো মদিরাশ্চস্য বীর্যবান্।
সূর্য্যদত্তশ্চ বিক্রান্তো নিহতৌ দ্রোণসাদ্বৈঃ ॥ ৩৪

শ্রেণিমাংশ্চ মহারাজ বৃষানঃ পরাক্রমী।
কৃত্বা নসুকরং কর্ম গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৫
তথৈব যুধি বিক্রান্তো রাজন্ পরমবান্ধবিৎ।
ভীমেন নিহতো রাজন্ শ্রেতেঽশ্চ পরবীরহা ॥ ৩৬
বিরাটপুত্রঃ শঙ্খশ্চ উত্তরশ্চ মহারথঃ।
কুর্বন্তৌ সুমহৎ কর্ম গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৭
বসুদানশ্চ কদনং কুর্বাণোঽতীব সংযুগে।
ভারদ্বাজেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ৩৮
(পাণ্ডরাজশ্চ বিক্রান্তো বলবান্ বাহুশালিনা।
অশ্বত্থাম্না হতস্তত্র গমিতো বৈ যমক্ষয়ম্ ॥)
এতে চান্যে চ বহবঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
হতা দ্রোণেন বিক্রম্য যস্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

সুচিত্র ও চিত্রবর্মা এই দুই মহারথী ও মহাবীর পরস্পর পিতা-পুত্র ছিলেন। এখানে 'হতেনৈকাদশ' এই দুইজনকে দ্রোণাচার্য্য বধ করিয়াছেন।

মহারাজ! যেরূপ পূর্ণিমাদি পক্ষ দিনে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বৃষ্ণিক্ষেমের পুত্রও যুদ্ধে অতিশয় উদ্যত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু যুদ্ধস্থলে ইঁহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইলে ইনি স্বতই প্রাণশূন্য হইয়া চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া গিয়াছেন।

মহারাজ! সেনাবিন্দুর শ্রেষ্ঠ পুত্র রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে অস্ত্রপ্রহার করিতে করিতে কৌরবশ্রেষ্ঠ বাহ্লীককর্ত্তৃক নিহত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মহারাজ! চেদিদেশের শ্রেষ্ঠ রথী বীর সুকেতু ও যুদ্ধে দুষ্কর কর্ম করিতে করিতে যমভবনে গমন করিয়াছেন।

পাণ্ডবগণের জন্য পরাক্রম করিতে করিতে বীর সত্যধৃতিও রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে সংহার করত যমলোকে উপনীত হইয়াছেন।

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেনাবিন্দুও যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে কালকবলিত হইয়াছেন। শিশুপালের পুত্র রাজা সুকেতু যুদ্ধে শত্রুসৈন্যদিগকে বধ করিয়া স্বয়ংই দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭-৩৩

শ্রেণিমান্ মহারাজ বৃষানও পরাক্রমী হইয়া দুষ্কর কার্য্য করিতে করিতে যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ৩৫

তদ্রূপ বীর সত্যধৃতি, পরাক্রমশালী মাদ্রবান্ ও শ্রুতর্বা পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্তও দ্রোণাচার্য্যের শাণিতফলকের দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত করিয়াছেন ॥ ৩৪

মহারাজ! পরাক্রমপ্রকাশে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রেণিমান্ রণাঙ্গনে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক যমপুরে গমন করিয়াছেন ॥৩৫

রাজন্! এইরূপ শত্রুবীরঘাতী ও উত্তম অস্ত্রযুদ্ধে অতিশয় মানবশীরও ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া এখন রণভূমিতে শায়িত আছেন ॥ ৩৬

রাজা বিরাটের পুত্র শঙ্খ ও মহারথী উত্তর ইঁহারা উভয়ে যুদ্ধে অতিশয় মহৎ কর্ম্ম করিতে করিতে যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ৩৭

বসুদানও যুদ্ধস্থলে অতি ভয়ঙ্কর সংহার কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রমের সহিত ইঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৮

(নিজ বাহুবলে সুশোভিত অশ্বত্থামা বলবান্ ও পরাক্রমশালী পাণ্ডরাজকে বধ করিয়া যমলোকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।)

ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক পাণ্ডব-মহারথীরা, যাঁহাদের কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য্য বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছেন ॥ ৩৯

কর্ণপর্ব্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষস্য জীবিত-সৈন্যানাং বর্ণনম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য মূর্চ্ছা চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

মামকস্যাস্য সৈন্যস্য হতোৎসেকস্য সঞ্জয়।
অবশেষং ন পশ্যামি কুরুদে মথিতে সতি ॥ ১
তৌ হি বীরৌ মহেষ্বাসৌ মদর্থে কুরুসত্তমৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা নার্যো বৈ জীবিতেঽসতি ॥২
ন চ মৃষ্যামি রাধেয়ং হতমাহবশোভিনম্।
যস্য বাহ্বোর্বলং তুল্যং কুঞ্জরাণাং শতং শতম্ ॥ ৩
হতপ্রবরসৈন্যং মে যথা সংসসি সঞ্জয়।
অহতানপি মে শংস যেঽত্র জীবন্তি কেচন ॥ ৪
এতেষু হি মৃতেষ্বদ্য যে বয়ং পরিকীর্তিতাঃ।
যেঽপি জীবন্তি তে সর্বে মৃতা ইতি মতির্মম ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

যস্মিন্ মহাস্ত্রাণি সমর্পিতানি
চিত্রাণি শুভ্রাণি চতুর্বিধানি।
দিব্যানি রাজন্ বিধিতানি চৈব
দ্রোণেন বীরে দ্বিজসত্তমেন ॥ ৬
মহারথঃ কৃতিমান্ দৃঢ়প্রহস্তো
দৃঢ়ানুগো দৃঢ়মুষ্টির্দৃঢ়েষুঃ।
স বীর্যবান্ দ্রোণপুত্রস্তরস্বী
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্তদর্থে ॥ ৭
আনর্তবাসী সুদৃঢ়ায়ুধোঽসৌ
মহারথঃ সাত্বতানাং বরিষ্ঠঃ।
স্বয়ং ভোজঃ কৃতবর্মা কৃতাস্ত্রো
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্তদর্থে ॥ ৮
আর্তায়নিঃ সমরে দুষ্প্রকম্প্যঃ
সেনাগ্রণীঃ প্রথমস্তাবকানাম্।
যঃ অস্ত্রীয়ান্ পাণ্ডবেয়ান্ বিসৃজ্য
সত্যাং বাচং বাঃ চিকীর্ষুস্তরস্বী ॥ ৯

সপ্তম অধ্যায়।

[কৌরবপক্ষের জীবিত যোদ্ধাগণের বর্ণন এবং ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! প্রধান-পুরুষ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণাদি সকলে নিহত হইলে পর আমার সৈন্যদের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি দেখিতেছি, এখন আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। ১

সেই দুই কুরুশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর বীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমার জন্য নিহত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার এই অধম জীবনকে ধরিয়া রাখিবার আর কোন প্রয়োজন নাই ॥ ২

যাহার দুই বাহুতে সমান ভাবে শত শত হাতীর বল ছিল, যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত রাধাপুত্র কর্ণকে নিহত হইতে শুনিয়া আমি এই শোককে সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৩

সঞ্জয়! যেরূপ তুমি বলিলে আমার সৈন্যের প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, সেইরূপ ইহাও বল যে, আমার সৈন্যের মধ্যে কোন কোন বীর নিহত হয় নাই। এই সৈন্যের মধ্যে যে সব শ্রেষ্ঠ বীর জীবিত আছে, তুমি তাঁহাদের পরিচয় দাও ॥ ৪

আর তুমি মৃত যোদ্ধাদের মধ্যে যে সকলের নাম বলিলে, ইহাদের মৃত্যু হওয়ায় যাহারা এখনও জীবিত আছে, তাহাদিগেরও আমি মৃত বলিয়াই মনে করি ॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যে বীরকে চিত্র (অদ্ভুত), শুভ্র (প্রকাশমান), দিব্য এবং বহুপ্রকারের চারিপ্রকারের মহাস্ত্র সকল সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সকল প্রহরণকারী মহারথী বীর, যাঁহার হস্ত অতিদ্রুত চালিত হইয়া থাকে, যাঁহার মুষ্টি, যাঁহার তূণীরদেশ ও যাঁহার বাণসকল সবই সুদৃঢ়, সেই সেনাপতি ও পরাক্রমশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার জন্য যুদ্ধ কামনা করিয়া রণাঙ্গনে যথাবিধানে অবস্থিত আছেন ॥ ৬-৭

সাত্বতকুলের শ্রেষ্ঠ মহারথী, আনর্তবাসী, ভোজবংশী, অজেয়, সুদৃঢ়ধনুক কৃতবর্মাও আপনার জন্য যুদ্ধ করিবার বাসনায় তূণনিষঙ্গের সহিত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৮

যাঁহাকে যুদ্ধে বিচলিত করা অতিশয় কঠিন, যিনি আপনার সৈন্যের প্রধান সেনাপতি এবং সেনাপালী বীর, যিনি নিজের বাক্যকে সত্য করিয়া দেখাইবার জন্য বীর ভগিনীপুত্র পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে যুদ্ধস্থলে মৃত্যুর ভেদ ও উৎসাহ দূর করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করত আপনার পক্ষে আসিয়াছেন, সেই বলবান্, দৃঢ় এবং ইন্দ্রতুল্য

তেজোধরং সূতপুত্রস্য সংখ্যে
প্রতিশ্রুত্যাজাতশত্রোঃ পুরস্তাৎ।
দুরাধর্ষঃ শক্রসমানবীর্য্যঃ
শল্যঃ স্থিতো যোদ্ধুকামস্তদর্থে ॥ ১০
আজানেয়ৈঃ সৈন্ধবৈঃ পর্ব্বতীয়ৈ-
র্নদীজ-কাম্বোজ-বনায়ুজৈশ্চ।
গান্ধাররাজঃ শবলেন যুক্তো
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্তদর্থে ॥ ১১
শারদ্বতো গৌতমশ্চাপি রাজন্
মহাবাহুর্বহুচিত্রায়ুধোধী।
বপুষ্মন্তং সুমহদ্ ভারসাহং
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামঃ প্রসহ্য ॥ ১২
মহারথঃ কেকয়রাজপুত্রঃ
সদশ্বযুক্তং পতাকিনঞ্চ
রথং সমাস্থায় কুরুপ্রবীর
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্তদর্থে ॥ ১৩
তথা সুতপ্তে অসনার্কবর্ণে
রথং সমাস্থায় কুরুপ্রবীরঃ।
ব্যবস্থিতঃ পুরুমিত্রো নরেন্দ্র
বাঘ্রে যুগে। ভ্রাজমানো যথা বৈ ॥ ১৪
দুর্য্যোধনো নাগকুলস্য মধ্যে
ব্যবস্থিতঃ সিংহ ইবাবভাসে।
রথেন জাম্বূনদচিত্রবর্ম্মণা
ব্যবস্থিতঃ সমরে যোৎস্যমানঃ ॥ ১৫
স রাজমধ্যে পুরুষপ্রবীরো
বরাজ জাম্বূনদচিত্রবর্ম্মা।
পদ্মপ্রভো বহ্নিরিবাল্পধূমো
মেঘান্তরে সূর্য্য ইব প্রকাশঃ ॥ ১৬
তথা সুষেণোঽসি-চর্ম্মপাণি-
স্তবাবজ্ঞঃ সত্যসেনশ্চ বীরঃ।
ব্যবস্থিতৌ চিত্রসেনেন সার্দ্ধং
তুষ্টাত্মানৌ সমরে যোদ্ধুকামৌ ॥ ১৭
তৌনিষেধৌ ভারত রাজপুত্র
উগ্রায়ুধঃ ক্ষপণেতাঃ সুদর্শঃ।
জারাসিন্ধঃ প্রথমশ্চারুচন্দ্র
চিত্রায়ুধঃ শ্রুতবর্ম্মা জয়শ্চ ॥ ১৮

পরাক্রমশালী শুভাঙ্গদপুত্র শল্য আপনার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন ॥৯-১০

আজানেয়, সৈন্ধব, পর্ব্বতীয় নদীজাত, কাম্বোজ (কাবুল-দেশজাত) ও বনায়ুদেশের বহু সংখ্যক অশ্ব এবং নিজের সৈন্য-বাহিনীর সহিত গান্ধাররাজ শকুনি আপনার জন্য যুদ্ধকামনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১

রাজন্! অনেক প্রকারের বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ, গৌতমবংশজাত শরদ্বানের পুত্র মহাবাহু কৃপাচার্য্যও সর্ব্বপ্রকার ভার বহন করিতে সমর্থ বিচিত্র বহু ধনু লইয়া আপনার জন্য যুদ্ধ কামনা করত যথাযথভাবে অবস্থিত আছেন ॥ ১২

কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর! মহারথী কেকয়রাজকুমার সুন্দর অশ্বসমূহযুক্ত ও স্বর্ণ-পতাকাসমূহে সুশোভিত রথের উপর আরোহণ করিয়া আপনার জন্য যুদ্ধের ইচ্ছায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩

নরেন্দ্র! কুরুকুলের প্রধান বীর আপনার পুত্র পুরুমিত্র অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ রথে আরোহণ করত বিনা মেঘে আকাশকে সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থিত আছেন ॥ ১৪

হস্তী-সৈন্যের মধ্যে সিংহ যেমন স্বীয় স্বর্ণভূষিত রথের দ্বারা উপস্থিত হইয়া সিংহসদৃশ সুশোভিত হইয়া থাকেন, সেই রাজা দুর্য্যোধনও সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিবার জন্য বিধানানুসারে বিরাজিত আছেন ॥ ১৫

পুরুষগণের মধ্যে প্রধান বীর ও কমলদলতুল্য কান্তিমান্ সুযোধন স্বর্ণনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ ধারণ করত রাজগণের সমূহের মধ্যে অগ্নিসমযুক্ত অগ্নি এবং মেঘমধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ১৬

হস্তে চাল-তরবারি ধারণ করত আপনার বীর পুত্র সুষেণ ও সত্যসেন হর্ষ এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া চিত্রসেনের সহিত বিদ্যমান আছেন ॥ ১৭

ভারত! সজ্জাধীন, তাহার অশ্বযুক্ত, শীঘ্রগামী এবং দেখিতে সুন্দর জরাসন্ধের প্রথম পুত্র রাজকুমার অযুত, চিত্রায়ুধ, শ্রুতবর্ম্মা, জয়, শল, সত্যব্রত এবং সুশর্ম—এই সব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যুদ্ধের জন্য আপনার সৈন্যদের সহিত অবস্থিত হইয়াছেন।

শলশ্চ সত্যব্রত-চুঃশলৌ চ
ব্যবস্থিতাঃ সপ্তচমূপা নরাগ্র্যাঃ।
কৈতব্যনামধিপঃ সূতমানী
রথে রথে শত্রুহা রাজপুত্রঃ ॥ ১৯
ষষ্ঠী হয়ী নাগপতিপ্রয়াণী
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্তদর্থে।
বীরঃ শ্রুতায়ুশ্চ দৃঢ়ায়ুধশ্চ
চিত্রাঙ্গদশ্চিত্রসেনশ্চ বীরঃ ॥ ২০
ব্যবস্থিতা যোদ্ধুকামা নরাগ্র্যাঃ
প্রহারিণো মানিনঃ সত্যসন্ধাঃ।
কর্ণাত্মজঃ সত্যসন্ধো মহাত্মা
ব্যবস্থিতঃ সমরে যোদ্ধুকামঃ ॥ ২১
অথাপরৌ কর্ণসুতৌ বরার্হৌ
ব্যবস্থিতৌ লঘুহস্তৌ নরেন্দ্র।
বলং মহদ্ দ্রুতিদমরূপবৈশ্চ
সমাশ্রিতৌ যোৎস্যমানৌ রথে ॥ ২২
এতৈশ্চ মুখ্যৈরপরৈশ্চ রাজন্
যোধপ্রবীরৈরমিতপ্রভাবৈঃ

ব্যবস্থিতো নাগকুলশ্চ মধ্যে
যথা মহেন্দ্রঃ কুকরাজ জয়ায় ॥ ২৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

আখ্যাতা জীবমানা মেঽপরে সৈন্যা যথাযথম্।
ইতীদমবগচ্ছামি ব্যক্তমর্থাভিপত্তিতঃ ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবন্নেব তদা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
হতপ্রবীরং বিধ্বস্তং কিঞ্চিচ্ছেষং স্বকং বলম্ ॥ ২৫
শ্রুত্বা ব্যামোহমাপন্নশ্চোব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
মুহূর্তমনোঽব্রবীচ্চাপি মুহূর্তং তিষ্ঠ সঞ্জয় ॥ ২৬
ব্যাকুলং মে মনশ্চাত্ত শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
মনো মুহ্যতি চাঙ্গানি ন চ শক্নোমি সংবিতুম্ ॥ ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
প্রান্তচিত্তশ্চতুঃ সোঽথ বহুল জগতীপতিঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

প্রত্যেক যুদ্ধে শত্রুগণের বিনাশকারী ও নিজেকে বীর বলিয়া মাননকারী এক রাজকুমার, যিনি যুদ্ধকারীদিগের মধ্যে প্রধান এবং রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া গমন করেন, তিনি আপনার জন্য যুদ্ধ কামনা করিয়া বিদ্যমান আছেন।

বীর শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও বীর চিত্রসেন—এই সব প্রহারকুশল মানিমানী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ আপনার জন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সঙ্গলা প্রস্তুত আছেন।

নরেন্দ্র! কর্ণের মহাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ পুত্র সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কামনা করত অবস্থান করিতেছেন। ইনি ব্যতীত কর্ণের আরও দুইজন পুত্র আছেন, ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে অতিজ্ঞ ও অতিশয় হস্তলাঘব করিতে নিপুণ; এই দুই জনেও আপনার জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহারা উভয়ে এরূপ বিশাল সৈন্য নিজেদের সঙ্গে রাখিয়াছেন, অল্প বৈশিষ্ট্যযুক্ত বীরগণের পক্ষে যাহাদিগকে ভেদ করা কঠিন ॥ ১৮-২২

রাজন্! ইহাদের দ্বারা এবং অন্য অনেক প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ ও প্রধান যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কুরুরাজ দুর্যোধন হস্তীদিগের সমূহমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধে অবস্থানের জন্য অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমাদের পক্ষের যে সব জীবিত যোদ্ধা আছে এবং যাহারা চতুরঙ্গবল করিয়াছে, তাহাদের সকলের তুমি যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছ। ইহার দ্বারা যাহা পরিণাম ঘটিবে, তাহা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা যুদ্ধের ফলাফল জ্ঞানের দ্বারা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি (যে, আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত) ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিতে বলিতে অধিরাজপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সেই সময় নিজেদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, অধিকাংশ সৈন্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে—ইহা শ্রবণ করত মূর্ছিত হইলেন। তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তিনি অচেতন অবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন,—সঞ্জয়! মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, তাত! এই গুরুতর অপ্রিয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমি শরীরদেহের অবসন্নতা ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৫-২৭

এইরূপ কথা বলিয়া অধিরাজপুত্র ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র ব্রান্তচিত্ত (মূর্ছিত) হইয়া পড়িলেন ॥ ২৮

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণ-পর্বে সঞ্জয়ের বাক্যাবসরক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ।]

জনমেজয় উবাচ

শ্রুত্বা কর্ণং হতং যুদ্ধে পুত্রাংশ্চৈব নিপাতিতান্।
নরেন্দ্রঃ কিমিবাপন্নো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিমব্রবীৎ ॥ ১
প্রাপ্তবান্ পরমং দুঃখং পুত্রব্যসনজং মহৎ।
তস্মিন্ যদ্ধৃতবান্ কালে তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা কর্ণং নিধনমস্ত্রজ্ঞেরমিবাদ্ভুতম্।
ভূতসম্মোহনং ভীমং মেরোঃ সংসর্পণং যথা ॥ ৩
চিন্তামোহমিবাযুক্তং ভার্গবস্য মহাত্মতেঃ।
পরাজয়মিবেন্দ্রস্য দ্বিষদ্ভো ভীমকর্মণঃ ॥ ৪
দিবঃ প্রপতনং ভানোরুর্ব্যামিব মহাদ্যুতেঃ।
সংশোষণমিবাচিন্ত্যং সমুদ্রস্যাক্ষয়াম্ভসঃ ॥ ৫
মহীবিয়দ্দিগম্বূনাং সর্বনাশমিবাদ্ভুতম্।
কর্মণোরিব বৈফল্যমুভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥ ৬
সঞ্চিন্ত্য বিপুলং বুদ্ধ্যা ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
নেষ্যমস্তীতি সঞ্চিন্ত্য কর্ণঞ্চ সমরে বধম্ ॥ ৭
প্রাণিনামিবমন্তেষাং স্যাদপীতি বিনাশনম্।
শোকাগ্নিনা দহ্যমানো দহ্যমান ইবাদ্রয়ে ॥ ৮
বিস্রস্তাঙ্গঃ শ্বসন্ দীনো হাহেত্যুক্ত্বা মুহুঃ মুহুঃ।
বিললাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সঞ্জয়াধিরথির্বীরঃ সিংহ-দ্বিরদবিক্রমঃ।
বৃষভপ্রতিমস্কন্ধো বৃষভাক্ষগতিস্চরন্ ॥ ১০
বৃষভো বৃষভস্যেব যো যুদ্ধে ন নিবর্ততে।
শত্রোরপি মহেন্দ্রস্য বজ্রসংহননো যুবা ॥ ১১
যস্য জ্যাতলশব্দেন শরবৃষ্টিরবেণ চ।
বধ্যন্তেনরমাতঙ্গা নাবতিষ্ঠন্তি সংযুগে ॥ ১২

অষ্টম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে কর্ণ নিহত হইয়াছে এবং পুত্রগণও বধপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া অচৈতন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় যখন কিছু চেতনা লাভ করিলেন, তখন তিনি কি বলিলেন? ১

নিজ পুত্রগণ নিহত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় তীব্র দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের মৃত্যু অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছিল। যেরূপ মেরু পর্বত নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে সকল প্রাণীই মোহিত হইয়া পড়ে, পরম বুদ্ধিমান্ ভৃগুবংশজ পরশুরামের চিত্তে মোহ উৎপন্ন হওয়া যেরূপ অসম্ভব, যেরূপ ভয়ঙ্কর কর্মকারী দেবরাজ ইন্দ্রের নিজের শত্রুগণের দ্বারা পরাজিত হওয়া, যেরূপ মহাতেজস্বী সূর্য-দেবের আকাশ হইতে ভূতলে পতন এবং অক্ষয় জলরাশিপূর্ণ সমুদ্রের শুষ্ক হইয়া যাওয়া মনে চিন্তা করাও যায় না, পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌সমূহ ও জলের সর্বনাশ হওয়া এবং পাপ পুণ্য এই বিবিধ কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাওয়া আশ্চর্যজনক ঘটনা, সেইরূপ সমরাঙ্গণে কর্ণ-বধরূপ অসম্ভব কথাকে সত্য হইতে শুনিয়া এবং ইহার উপর বুদ্ধির দ্বারা বারংবার বিচার করিতে করিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন এই কৌরবগণ আর জীবিত থাকিবে না। কর্ণের ন্যায় অন্য প্রাণিগণেরও বিনাশ হইতে পারে। এই সব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ইহাতে তিনি যেন জ্বলিতে ও দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যাইল। মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র দীনভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া 'হায়, হায়' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অধিরথের বীর পুত্র কর্ণ সিংহ ও হাতীর ন্যায় পরাক্রমশালী ছিল। তাহার স্কন্ধ বৃষভস্কন্ধসদৃশ দৃঢ়-পুষ্ট এবং তাহার চক্ষু ও গতি বৃষতুল্য ছিল। সে প্রার্থীদিগকে অভীষ্ট বস্তু দান করিত বলিয়া বৃষভস্কন্ধ ছিল। রণাঙ্গনে বিচরণকারী কর্ণ ইন্দ্রসদৃশ শত্রুর সম্মুখীন হইলেও বৃষের ন্যায় কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইত না। সে যুবক এবং তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে গঠিত ছিল ॥ ১০-১১

যাহার ধনুর গুণের টঙ্কার এবং বাণবর্ষণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে ভীত হইয়া রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ যুদ্ধের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১২

যমাশ্রিত্য মহাবাহুঃ বিধিবাং জয়কাঙ্ক্ষয়া।
দুর্যোধনোঽকরোদ্ বৈরং পাণ্ডুপুত্রৈরহারথৈঃ ॥ ১৩
স কথং রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ পার্থেন সংযুগে।
নিহতঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রসহ্যাসহ্যবিক্রমঃ ॥ ১৪
যো নামন্যত বৈ নিত্যমচ্যুতঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
ন বৃষ্ণীন্ সহিতানন্যান্ যদাহবলদর্পিতঃ ॥ ১৫
শার্ঙ্গ-গাণ্ডীবধন্বানৌ সহিতাবপরাজিতৌ।
অহং দিব্যান্ রথাদেকঃ পাতয়িষ্যামি সংযুগে ॥ ১৬
ইতি যঃ সততং মন্দমবোচন্নোভমোহিতম্।
দুর্যোধনমবাচীনং রাজ্যকামুকমাতুরম্ ॥ ১৭
যোঽজয়ৎ সমরে কাম্বোজানাবন্ত্যান্ কেকয়ৈঃ সহ।
গান্ধারান্ মদ্রকান্ মৎস্যাংস্ত্রিগর্তাংস্তঙ্গণান্ শকান্ ॥১৮
পাঞ্চালাংশ্চ বিদেহাংশ্চ কুলিন্দান্ কাশি-কোসলান্।
সুহ্মানঙ্গাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ নিষাদান্ পুণ্ড্র-চৌরকান্ ॥ ১৯
বৎসান্ কলিঙ্গাংস্তরলানশ্মকানৃষিকানপি।

(শবরান্ পরহূণাংশ্চ প্রহ্লাদানপি সরলানপি।
ম্লেচ্ছরাষ্ট্রাধিপাংশ্চৈব দুর্গানাটবিকাংস্তথা ॥)
জিগ্যেতান্ সমরে বীরশ্চক্রে বলিভৃতঃ পুরা ॥ ২০
শরজালৈঃ সুনির্মিতৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
(করমাহারয়ামাস জিত্বা সর্বানরীংস্তথা।)
দুর্যোধনস্য বৃদ্ধ্যর্থং রাধেয়ো রথিনাং বরঃ ॥ ২১
দিব্যাস্ত্রবিন্মহাতেজাঃ কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ।
সেনাগোপশ্চ স কথং শত্রুভিঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥২২
যাজিতঃ পাণ্ডবৈঃ শূরৈঃ সমরে বীর্যশালিভিঃ।
বৃষো মহেন্দ্রো দেবেষু বৃষঃ কর্ণো নরেষপি ॥ ২৩
তৃতীয়মন্যং লোকেষু বৃষং নৈবাহুস্তজ্ঞম।
উচ্চৈঃশ্রবা বরোঽশ্বানাং রাজ্ঞাং বৈশ্রবণো বরঃ ॥ ২৪
বরো মহেন্দ্রো দেবানাং কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
যোঽজিতঃ পার্থিবৈঃ শূরৈঃ সমরেষ্বীর্যশালিভিঃ ॥২৫

মহাবাহু কর্ণের উপর বিশ্বাস রাখিয়া পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করিবার আশা পোষণকারী দুর্যোধন মহারথী বীর পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে ॥ ১৩

যাহার পরাক্রম শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য ছিল, সেই রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র অর্জুনকর্তৃক কিরূপে নিহত হইল ? ১৪

যে বীর বাহুবলের গর্বে স্ফীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে, অর্জুনকে এবং একত্রে সমবেত অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণকে কোনরূপ গণ্যই করিত না ॥ ১৫

যে রাজালোভী, চিন্তাক্রান্ত, অধোমুখে উপবিষ্ট এবং লোভ-মোহিত আমার পুত্র দুর্যোধনকে সর্বদা এই কথা বলিত যে, আমি একাকীই যুদ্ধস্থলে পার্শ্বরক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণ ও গাণ্ডীব-ধারী অর্জুনকে তাহাদের দিব্য রথ হইতে একলাফেই ভূতলে বিনাশ করিয়া ভূপাতিত করিব ॥ ১৬-১৭

যে প্রথমে সমস্ত কাম্বোজ, আবন্ত্য, কেকয়, গান্ধার, মদ্র, মৎস্য, ত্রিগর্ত, তঙ্গণ, শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কাশি, কোসল, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চৌরক, বৎস, কলিঙ্গ, তরল, অশ্মক ও ঋষিক—এই সকল দেশ এবং পরম পরহূণ, প্রহ্লাদ ও সরল জাতির লোকসমূহ, ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি, দুর্গ ও বনবাসী যোদ্ধাগণকে সমরাঙ্গণে জয় করিয়া করদাতারূপে পরিণত করিয়াছিল ॥ ১৮-২০

যে বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে রাধাপুত্র কর্ণ দুর্যোধনের অভ্যুদয়ের জন্য কঙ্কপক্ষযুক্ত ও তীক্ষ্ণ ধার বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছে, যে দিব্যাস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ, উত্তম অস্ত্রসকলের জ্ঞাতা এবং আমার সৈন্যদের রক্ষক ছিল, সেই মহাতেজস্বী বর্ণাত্মা সূতনন্দন কর্ণ নিজের বীর ও বলশালী শত্রু পাণ্ডবগণের দ্বারা কিরূপে নিহত হইল ? ২১-২২

দেবতাগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে যেরূপ বৃষ বলা হয় (কারণ, তিনি অভীষ্টবর্ষণ করেন), সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে কর্ণকে বৃষ বলা হয় (কারণ, সে শত্রুদিগের উপর শর বর্ষণ করিয়া থাকে); এই দুইজন ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ত্রিভুবনমধ্যে 'বৃষ' বলা হয়, ইহা আমি শ্রবণ করি না ॥ ২৩

যেরূপ অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা শ্রেষ্ঠ রাজাদিগের মধ্যে কুবের শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ কর্ণকে যোদ্ধাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে ॥ ২৪

যে পরাক্রমশালী, সমর্থ এবং সৌষ্ঠবশালী নরপতিগণের দ্বারা কখনও পরাজিত হয় না, যে দুর্যোধনের সমৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল জয় করিয়াছে, যাহাকে নিজের সহায়করূপে পাইয়া ধনঞ্জয় অরাতিকুল সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া যাদব ও কৌরব-

দুর্যোধনস্য বৃদ্ধার্থং কৃৎস্নামুদ্যমভারতং।
যং লব্ধ্বা মাগধো রাজা সাম্বমানোঽথ সৌহৃদৈঃ ॥ ২৬
অরৌৎসীৎ পার্থিবং ক্ষত্রমৃতে যাদব-কৌরবান্।
তং শ্রুত্বা নিহতং কর্ণং দ্বৈরথে সব্যসাচিনা ॥ ২৭
শোকার্ণবে নিমগ্নোঽহং ছিন্না নৌরিব সাগরে।
তং বৃষং নিহতং শ্রুত্বা দ্বৈরথে রথিনাং বরম্ ॥ ২৮
শোকার্ণবে নিমগ্নোঽহমপ্লবঃ সাগরে যথা।
ঈদৃশৈর্বহুভির্দুঃখৈর্ বিনঙ্ক্ষ্যামি সঞ্জয় ॥ ২৯

সঞ্জান্ দৃঢ়তরং মন্যে হৃদয়ং মম দুর্ভিদম্।
আপ্তি-সম্বন্ধি-মিত্রাণামিমং শ্রুত্বা পরাভবম্ ॥ ৩০
কো মদন্যঃ পুমাঁল্লোকে ন জহ্যাৎ মৃত জীবিতম্।
নিষমন্নি প্রপাতঞ্চ পর্বতাগ্রোদ্যতঃ ব্রুবে ॥
নহি শক্ষ্যামি দুঃখানি সোঢ়ুং কষ্টানি সঞ্জয় ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

গণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞের অন্ত নরপতিগণকেই কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কর্ণকে সব্যসাচী অর্জুন দ্বৈরথ-যুদ্ধে সংহার করিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করত আমি রত্ন বোঝাই সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার ন্যায় শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি ॥ ২৫-২৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বর্ষীয়ান্ কর্ণকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিহত হইতে শুনিয়া আমি সমুদ্রে নৌকাহীন পুরুষের ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ২৮

সঞ্জয়! যদি এরূপ দুঃখ হইতেও আমার মৃত্যু না হয়, তবে আমি ইহাই বুঝিব যে, আমার এই হৃদয় বজ্র হইতেও অধিক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ॥ ২৯

সূত! জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের পরাভবের এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সংসারে আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি আছে, যে নিজের জীবন পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৩০

সঞ্জয়! আমি গিরি গাইয়া, অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া এবং পর্ব্বতের শিখর হইতে নিম্নে পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিব। তথাপি আমি এই কষ্টদায়ক দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যবিষয়ক আট অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক সঞ্জয়ের নিকটে কর্ণবধের বিস্তৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

সঞ্জয় উবাচ।

ক্ষিপ্রা কুলেন যশসা তপসা চ শ্রুতেন চ।
ধামভ সন্তো মন্যন্তে যযাতিমিব নাহুষম্ ॥ ১
শ্রুতে মহর্ষিপ্রতিম কৃতকৃত্যোঽসি পার্থিব।
পর্য্যবস্থাপয়াত্মানং মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
যত্র শালপ্রতীকাশঃ কর্ণোঽশস্ত সংযুগে ॥ ৩
হত্বা যুধিষ্ঠিরানীকং পাঞ্চালানাং রথব্রজান্।
প্রতাপ্য শরবর্ষেণ মিত্রঃ সর্বা মহারথঃ ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক সঞ্জয়ের নিকটে কর্ণবধের বিস্তৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সজ্জনগণ এই সময়ে আপনাকে ধন-সম্পত্তি, কুলমর্য্যাদা, তপস্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞানে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় মনে করেন ॥ ১

রাজন্! বেদ ও শাস্ত্রসকলের জ্ঞানে আপনি মহর্ষিগণতুল্য। আপনি আপনার জীবনের সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যসমূহের পালন করিয়াছেন, অতএব আপনি নিজের মনকে স্থির করুন, তাহাকে বিষাদগ্রস্ত করিবেন না ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—আমি ত' দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করি। পুরুষার্থ অনর্থক, উহাকে ধিক্। যে পুরুষার্থের আশ্রয় লইয়া শালবৃক্ষতুল্য দীর্ঘদেহ কর্ণও যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ৩

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে এবং পাঞ্চাল বধী বীরবর্গকে সংহার করিয়া যে মহারথী বীর নিজের বাণসমূহের বর্ষণে চারিদিক্ সন্তপ্ত করিয়া দিয়াছিল এবং বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ অসুরদিগকে অচেতন করিয়াছেন, সেইরূপ যে বীর রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্রদিগকে মোহগ্রস্ত

মোহয়িত্বা রণে পার্থান্ বজ্রহস্ত ইবাসুরান্।
স কথং নিহতঃ শেতে বায়ুরুগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ৫
শোকস্যান্তং ন পশ্যামি পারং জলনিধেরিব।
চিন্তা মে বর্ধতেঽত্যর্থং মুমূর্ষা চাপি জায়তে ॥ ৬
কর্ণস্য নিধনং শ্রুত্বা বিজয়ং ফাল্গুনস্য চ।
অশ্রদ্ধেয়মহং মন্যে বধং কর্ণস্য সঞ্জয় ॥ ৭
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং হৃত্তিমং মম।
যচ্ছ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্র হতং কর্ণং ন দীর্যতে ॥ ৮
আয়ুর্নূনং সুদীর্ঘং মে বিহিতং দৈবতৈঃ পুরা।
যত্র কর্ণং হতং শ্রুত্বা জীবামীহ সুদুঃখিতঃ ॥ ৯
ধিগ্ জীবিতমিদং চৈব সুহৃদ্ধীনস্য সঞ্জয়।
অদ্য চাহং দদামেতাং গতঃ সঞ্জয় পরিত্রাম্ ॥ ১০
কৃপণং বর্তয়িষ্যামি শোচ্যঃ সর্বস্য নন্দনীঃ।
অহমেব পুরা ভূত্বা সর্বলোকস্য সংকৃতঃ ॥ ১১
পরিভূতঃ কথং সূত পটৈঃ শক্ষ্যামি জীবিতুম্।
দুঃখাৎ সুদুঃখমাসাদ্য প্রাপ্তবানস্মি সঞ্জয় ॥ ১২
ভীষ্ম-দ্রোণবধেনৈব কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
নাবশেষং প্রপশ্যামি সূতপুত্রে হতে যুধি ॥ ১৩
স হি পারো মহানাসীৎ পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
যুদ্ধে হি নিহতঃ শূরো বিসৃজন্ সায়কান্ বহূন্ ॥ ১৪
কো হি মে জীবিতেনার্থস্তমৃতে পুরুষর্ষভম্।
রথাদ্রথিরথির্নূনং ন্যপতৎ সায়কার্দিতঃ ॥ ১৫
পর্বতস্যেব শিখরং বজ্রপাতাদ্ বিদারিতম্।
স শেতে পৃথিবীং নূনং শোভয়ন্ রুধিরোক্ষিতঃ ॥ ১৬
মাতঙ্গ ইব মত্তেন দ্বিপেন্দ্রেণ নিপাতিতঃ।
যো বলং ধার্তরাষ্ট্রাণাং পাণ্ডবানাং ততো মহৎ ॥ ১৭
সোঽর্জুনেন হতঃ কর্ণঃ প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্।
ন হি বীরো মহেষ্বাসো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ ॥ ১৮

করিয়াছিল, সেই কর্ণ কি ভাবে নিহত হইয়া প্রবল বায়ুকর্তৃক উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে ? ৪-৫

যেরূপ সমুদ্রের পার দেখা যায় না, সেইরূপ আমি এই শোকের অন্ত দেখিতে পাইতেছি না। আমার চিন্তা দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছে এবং মৃত্যুবরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছে ॥ ৬

সঞ্জয়! আমি কর্ণের মৃত্যু ও অর্জুনের জয়লাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়াও কর্ণের নিধনকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়াই মনে করিতেছি ॥ ৭

নিশ্চয়ই আমার হৃদয় বজ্রের সারাংশের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা দুর্ভেদ্য; কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের বিনাশের সংবাদ শ্রবণ করত সে বিদীর্ণ হইতেছে না ॥ ৮

পুরাকালে দেবগণ আমার আয়ুকে অতিশয় দীর্ঘ করিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই হেতু আমি কর্ণ-বধের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও এখনও জীবিত আছি ॥ ৯

সঞ্জয়! আমার এই জীবনকে ধিক্। আজ আমি সুহৃদ্‌গণ-শূন্য হইয়া এই দুর্দিতদশায় উপনীত হইয়াছি ॥ ১০

এখন দুর্বুদ্ধি মানুষ আমি সকলের শোচনীয় হইয়া দীন-দুঃখী মানুষগণের সমান জীবনযাপন করিতে থাকিব। সূত! আমিই পূর্বে সকল লোকের সম্মানের পাত্র ছিলাম, কিন্তু আজ শত্রুগণের দ্বারা অপমানিত হইতে হইতে কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিব ? ১১½

সঞ্জয়! ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহাত্মা কর্ণের মৃত্যুতে আমার উপর ক্রমান্বয়ে মহা হইতে তীব্র দুঃখ এবং সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে ॥ ১২½

যুদ্ধে সূতপুত্র কর্ণের হত হইলে পর আমি নিজ পক্ষের এরূপ কোন যোদ্ধাকেই দেখিতে পাইতেছি না, যে অতঃপর জীবিত থাকিবে। সঞ্জয়! কর্ণই আমার পুত্রগণের যুদ্ধের পরপারে লইয়া যাইবার একমাত্র অবলম্বন ছিল ॥ ১৩½

শত্রুগণের উপর অনায়াস বাণবর্ষণ করিতে করিতে সেই বীরবর কর্ণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ব্যতীত আমার আর এ জীবনের কি প্রয়োজন আছে ? ১৪½

যেরূপ বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ পর্বতশিখর ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অধিরথ-পুত্র কর্ণ নিশ্চয়ই রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইয়াছে ॥ ১৫½

যেরূপ মদমত্ত কোন গজরাজকর্তৃক অন্য এক হস্তী ভূপাতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও রক্তে আপ্লুত হইয়া অবশ্যই পৃথিবীর শোভাবর্ধন করিতে করিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৬½

যে আমার পুত্রগণের বল ছিল, যাহা হইতে পাণ্ডবদের সর্বদা ভয় হইত এবং যে সুহৃদ্গণের বীরগণের আশ্রয়স্বরূপ ছিল, সেই কর্ণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়াছে ॥ ১৭½

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পর্বত ভূতলে পাতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বীরগণের অভয়দাতা সেই

শেতে বিনিহতো বীরো ধেনুরেণ্ড্রেণ ইবাচলঃ।
পঙ্গোরিবাধ্বগমনং দরিদ্রস্যেব কামিতম্ ॥ ১৯
দুর্যোধনঃ চাকৃতং তৃষিতস্যেব বিপ্রুষঃ।
অন্যথা চিন্তিতং কার্যমন্যথা তৎ তু জায়তে ॥২০
অহো দু বলবদ্ দৈবং কালশ্চ দুরতিক্রমঃ।
পলায়মানঃ কৃপণো দীনাত্মা দীনপৌরুষঃ ॥ ২১
কচ্চিদ্ বিনিহতঃ সূত পুত্রো দুঃশাসনো মম।
কচ্চিন্ন দীনাচরিতং কৃতবাংস্তাত সংযুগে ॥ ২২
কচ্চিন্ন নিহতঃ শূরো যথাস্তে ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য বচনং মা যুধ্যেতি সর্বদা ॥ ২৩
দুর্যোধনো মাতাসুতাসুচ্ছঃ পথ্যমিবৌষধম্।
শরতল্পে শয়ানেন ভীষ্মেণ সুমহাত্মনা ॥ ২৪
পানীয়ং যাচিতঃ পার্থঃ সোঽবিধ্যদ্রিনীতলম্।
জলস্য ধারাং জনিতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতেন চ ॥ ২৫
অব্রবীৎ স মহাবাহুস্তাত সাম্প্রমা পাণ্ডবৈঃ

প্রশমার্থি তবেচ্ছান্তির্নমস্তঃ যুদ্ধমস্তু বঃ ॥ ২৬
ভ্রাতৃভাবেন পৃথিবীং ভুঙ্ক্ষ্ব পাণ্ডুসুতৈঃ সহ।
অকুর্বন্ বচনং তস্য নূনং শোচতি দুর্মতিঃ ॥ ২৭
তস্যৈবং সমনুপ্রাপ্তং বচনং দীর্ঘদর্শিনঃ।
অহং তু নিহতামাত্যো হতপুত্রশ্চ সঞ্জয় ॥ ২৮
দ্যূতজঃ কৃষ্ণমাপন্নো দূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ।
যথা হি শকুনিঃ গৃধ্র ছিন্না পক্ষৌ চ সঞ্জয় ॥ ২৯
বিসর্জয়ন্তি সংহৃষ্টাঃ ক্রীড়মানাঃ কুমারকাঃ।
দূনপক্ষতয়া তস্য গমনং নোপপদ্যতে ॥
তথাহমপি সম্প্রাপ্তো দূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥৩০
ক্ষীণঃ সর্বার্থহীনশ্চ নিজ্ঞাতিরকুবন্ধিতঃ।
কাং দিশং প্রতিপৎস্যামি হীনঃ শত্রুবলৈঃ গতঃ ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবং দ্যুতরাষ্ট্রোঽথ বিলপ্য বহুদুঃখিতঃ।
প্রোবাচ সঞ্জয়ং ভূয়ঃ শোকব্যাকুলমানসঃ ॥ ৩২

মহাবলশালী বীর কর্ণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়া রণাঙ্গনে শায়িত আছে ॥ ১৮½

যেরূপ পঙ্গু (গমনশক্তিহীন) মানুষের পক্ষে পদে চলা কঠিন, যেরূপ দরিদ্র ব্যক্তির মনোরথ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব এবং যেরূপ তৃষ্ণার্তের কিছু বিন্দু (বুদ্বুদ) তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহার পর দুর্যোধনের মনোরথ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ॥ ১৯½

কোন কার্যকে একভাবে চিন্তা করা হয়, কিন্তু দৈববশতঃ সেই কার্য অন্যভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহো! নিশ্চয় দৈবই সর্বাপেক্ষা প্রবল এবং কালকেও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ॥২০-২১½

সূত! আমার দুঃশাসন কি দীনচিত্ত এবং পুরুষার্থহীন হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে করিতে নিহত হইয়াছে? তাত! সে যুদ্ধস্থলে কোনরূপ দীনতাপূর্ণ আচরণ করে নাই ত? যেরূপ অন্য ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ নিহত হইয়াছে, সেইভাবেই কি বীর দুঃশাসন নিহত হয় নাই? ২১-২২½

যুধিষ্ঠির সর্বদা এই কথাই বলিত যে, যুদ্ধ করিও না; কিন্তু দুর্মতি দুর্যোধন তাহার এই ঔষধের ন্যায় হিতকর বাক্যকে গ্রহণ করে নাই ॥ ২৩

বাণ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া মহাত্মা ভীষ্ম যখন অর্জুনের নিকট জল যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন সেই অর্জুনও তাঁহাকে জলপান করিবার জন্য ভূতল বিদীর্ণ করিয়াছিল। এইভাবে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকর্তৃক উৎপন্ন সেই জলধারাকে দেখিয়া মহাবাহু ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন, তাত দুর্যোধন! তুমি পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিস্থাপন কর, শান্তিবার্তা শত্রুদের উপশম হইবে, তোমাদের এই যুদ্ধ আমার ভীষ্মের সহিতই সমাপ্ত হউক। তুমি পাণ্ডবদের সহিত ভ্রাতৃভাবে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া এই পৃথিবীকে উপভোগ কর ॥ ২৪-২৬½

তাঁহার সেই কথা না মানারই ফলে আজ আমার পুত্র দুর্যোধন নিশ্চয়ই শোক করিতেছে। দুরতিক্রম ভীষ্মের এই কথা এখন সফল হইয়া সম্মুখে আসিয়াছে ॥ ২৭½

সঞ্জয়! আমার পত্নী ও পুত্র নিহত হইয়াছে। আমি ডানা ছিন্ন পক্ষ পক্ষীর ন্যায় পাশাখেলা হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছি ॥ ২৮½

সূত! যেরূপ খেলা করিতে করিতে বালকেরা কোন একটি পক্ষীকে ধরিয়া তাহার দুইটি পক্ষকে ছেদন করিয়া থাকে এবং পরে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আবার তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু পক্ষ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সে যেরূপ আর কোথাও উড়িয়া যাইতে পারে না; সেইরূপ আমিও আজ এই ছিন্নপক্ষ পক্ষীরই ন্যায় নিতান্ত বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়াছি ॥ ২৯-৩০

আমি শারীরিক দুর্বল, সমস্ত ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত এবং দুষ্টুর ও বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় শত্রুর বশীভূত হইয়া কোন্ দিকে গমন করিব? ৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সোঽজয়ৎ সর্বকাম্বোজানম্বষ্ঠান্ কেকয়ৈঃ সহ।
গান্ধারাংশ্চ বিদেহাংশ্চ জিত্বা কার্যার্থমাহবে॥ ৩৩
দুর্যোধনস্য বৃদ্ধার্থং যোঽজয়ৎ পৃথিবীং প্রভুঃ।
স জিতঃ পাণ্ডবৈঃ শূরৈঃ সমরে বাহুশালিভিঃ॥ ৩৪
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে কর্ণে যুধি কিরীটিনা।
কে বীরাঃ পর্যতিষ্ঠন্ত তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ৩৫
কচ্চিদ্বৈকঃ পরিত্যক্তঃ পাণ্ডবৈর্নিহতো রণে।
উক্তং ময়া পুরা তাত যথা বীরো নিপাতিতঃ॥ ৩৬
ভীষ্মপ্রতিজ্ঞামাস্থায় শিখণ্ডী সায়কোত্তমৈঃ।
পাতয়ামাস সমরে সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্॥ ৩৭
তথা দ্রৌপদিনা দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নো যুধি।
যুক্তযোগো মহেষ্বাসঃ শরৈর্বহুভিরাচিতঃ॥ ৩৮
নিহতঃ খড়্গমুদ্যম্য দুষ্টদ্যুম্নেন সঞ্জয়।
অন্তরেণ হতাবেতৌ চলেন চ বিশেষতঃ॥ ৩৯

অন্যোন্যবধমেতয়ৈ বৈ ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ হি সমরে ন ত্বত্তাদ্ বজ্রভৃৎ স্বয়ম্॥ ৪০
স্থায়েন যুধ্যমানৌ হি তদ্ বৈ সত্যং ব্রবীমি তে।
কর্ণঃ ত্বস্ত্রস্তমস্ত্রাণি দিব্যানি চ বহূনি চ॥ ৪১
কথমিন্দ্রোপমং বীরং মৃত্যুর্মূঢ়ে সমস্পৃশৎ।
যস্য বিদ্যুৎপ্রভাং শক্তিং দিব্যাং কনকভূষণাম্॥ ৪২
প্রাযচ্ছদ্ দ্বিষতাং হন্ত্রীং কুণ্ডলাভ্যাং পুরন্দরঃ।
যস্য সর্পমুখো দিব্যঃ শরঃ কাঞ্চনভূষণঃ॥ ৪৩
অমোঘো নিহিতঃ পত্রী সমরেষ্বরিসূদনঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ বীরান্ যোঽবমন্যে মহারথান্॥ ৪৪
জামদগ্ন্যাস্ত্রঘোরং ব্রাহ্মমস্ত্রমশিক্ষত।
যশ্চ দ্রোণমুখান্ দৃষ্ট্বা বিমুখানদ্বিতান্ শরৈঃ॥ ৪৫
সৌভদ্রস্য মহাবাহুর্ধ্বজমর্কং বিভেত্তি।
যস্য নাগাযুতপ্রাণঃ বজ্রসংহননো ভুজঃ॥ ৪৬

অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় সঞ্জয়কে বলিলেন॥ ৩১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত! যে বাকি আমার কার্যসাধনের জন্য যুদ্ধে সমস্ত কাম্বোজবাসী, অম্বষ্ঠ, কেকয়, গান্ধার এবং বিদেহগণকে জয় করিয়াছিল, ইহাদের সকলকে জয় করিয়া যে বীর দুর্যোধনের অভ্যুদয়ের জন্য সমর কুরুগণকে জয় করিয়াছিল, সেই শক্তিশালী কর্ণ ভীম বাহুবলে সুশোভিত বীরবর পাণ্ডবগণের দ্বারা সমরাঙ্গনে পরাজিত হইয়াছে। ৩২-৩৪

সঞ্জয়! যুদ্ধস্থলে কিরীটধারী অর্জুনকর্তৃক সেই মহাধনুর্ধর কর্ণ নিহত হইলে পর কোন্ বীরগণ রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেছিল, তাহা আমাকে বল॥ ৩৫

তাত! এরূপ কোন অবস্থা আসে নাই ত' যে, একাকী কর্ণকে পরিত্যাগ করিলে পর সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছে; কারণ, তুমি পূর্বেই বলিয়াছ যে, কর্ণ নিহত হইয়াছে॥ ৩৬

সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন না, সেই অবস্থায় শিখণ্ডী নিজ উত্তম বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে রণাঙ্গনে কৃপাতিত করিয়াছিল॥ ৩৭

এইরূপ যখন মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য যুদ্ধস্থলে নিজের সমস্ত অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, সেই অবস্থায় দ্রুপদপুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়া ফেলে এবং তরবারি উত্তোলন করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করে। সঞ্জয়! এইভাবে এই দুই বীরের সুযোগ পাইয়া বিশেষরূপে ছলনা করিয়া তাঁহাদের বিনাশ করা হয়॥ ৩৮-৩৯

আমি এরূপও শুনিয়াছি যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য নিহত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিতেছি যে, এই ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য যদি সমরাঙ্গনে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন, তবে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও যুদ্ধে ইহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না॥৪০॥

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যুদ্ধে বহুসংখ্যক দিব্যাস্ত্র বর্ষণকারী ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বীর কর্ণের মৃত্যু কিভাবে হইল?

যাহাকে দেবরাজ ইন্দ্র দুইটি কুণ্ডলের পরিবর্তে বিদ্যুৎসদৃশ দেদীপ্যমান এবং শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ সুবর্ণভূষিত একটি শক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন, যাহার তূণীরে সর্পসমান মুখবিশিষ্ট দিব্য, সুবর্ণভূষিত, কঙ্কপত্রযুক্ত এবং যুদ্ধে শত্রুসংহারক তীক্ষ্ণ বাণসমূহ রক্ষিত থাকিত, যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহারথী বীরগণকেও অবহেলা করিত, যে জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের নিকট হইতে অত্যন্ত ঘোর ব্রহ্মাস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিল এবং যে মহাবাহু বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর বাণসমূহে পীড়িত দ্রোণাচার্যাদি বীরগণকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার বধ চেষ্টা করিয়াছিল; যে দশ হাজার

বিরথং সহসা কৃত্বা ভীমসেনমথাহসৎ।
সহদেবঞ্চ নির্জিত্য শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। ৬৭
কৃপয়া বিরথং কৃত্বা নাহনদ্ ধর্মচিন্তয়া।
যস্ত মায়াসহস্রাণি বিকুর্বাণং জয়ৈষিণম্॥ ৬৮
ঘটোৎকচং রাক্ষসেন্দ্রং শক্রশক্ত্যা নিজঘ্নিবান্।
এতাংশ্চ দিবসান্ যস্ত যুদ্ধে ভীতো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৬৯
নাগমদ্ দ্বৈরথং বীরঃ স কথং নিহতো রণে।
সংশপ্তকানাং যোধা যে আহ্বয়ন্ত সদাজ্ঞতঃ॥ ৭০
এতান্ হত্বা হনিষ্যামি পশ্চাদ্ বৈকর্তনং রণে।
ইতি ব্যপাদয়ন্ পার্থো বঞ্চয়ন্ সূতজং রণে॥ ৭১
স কথং নিহতো বীরঃ পার্থেন পরবীরহা।
রথভঙ্গো ন চেৎ তস্ত ধনুষো ন ব্যশীর্যত॥ ৭২
ন চেষবোঽপি নির্মুক্তঃ স কথং নিহতঃ পরৈঃ।
কো হি শক্তো রণে কর্ণং বিধুন্বানঃ সহস্রশঃ॥ ৭৩
বিমুঞ্চন্তং শরান্ ঘোরান্ দিব্যাস্ত্রাণি চ সাহবে।

হাতীর ন্যায় বলশালী, বজ্রের তুল্য তীব্র বেগসম্পন্ন অপরাজিত বীর ভীমসেনকে সহসা রথহীন করিয়া তিনি হাস্য করিয়াছিল, যে সহদেবকে অস্ত্র দ্বারা আহতশরীরযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে রথহীন করত বধের বিচারপূর্বক দয়াবশতঃ তাহার প্রাণহরণ করে নাই, যে সহস্র সহস্র মায়া সৃষ্টিকারী বিজয়াভিলাষী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে ইন্দ্রের প্রদত্ত শক্তিদ্বারা বধ করিয়াছে এবং সেইদিন পর্যন্ত অর্জুন যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে সম্মিলিত হয় নাই, সেই বীর কর্ণ কিভাবে রণাঙ্গনে নিহত হইল? ৬২-৬৪½

সংশপ্তকগণের মধ্যে যে সব বীর সর্বদা আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, ইহাদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়া পরে রণাঙ্গনে সূর্যপুত্র কর্ণকে বিনাশ করিব,—এই কথা বলিয়া অর্জুন যে শত্রুসকল কর্ণকে যুদ্ধে পরিহার করিয়া চলিল, শত্রুবীরগণের সংহারক সেই বীর কর্ণকে অর্জুন কিভাবে বধ করিল? ৬৫-৬৬½

যদি তাহার রথ ভাঙিয়া না পড়ে, ধনু খণ্ডিত না হয় এবং অস্ত্রসকল নষ্ট না হইয়া যায়, তবে শত্রুরা কিভাবে তাহাকে নিহত করিল? ৬৭½

সিংহসদৃশ বেগশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ যখন নিজের বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে দিব্যাস্ত্রসকল এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময় তাহাকে যুদ্ধে কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? ৬৮-৬৯

জ্যেষ্ঠং পুরুষশার্দূলং শার্দূলমিব বেগিনম্॥ ৭৪
ধ্রুবং তস্ত ধনুশ্ছিন্নং রথো বাপি মহীং গতঃ।
অস্ত্রাণি বা প্রণষ্টানি যথা শংসসি মে হতম্॥ ৭৫
ন হ্যন্যদপি পশ্যামি কারণং তস্ত নাশনে।
ন হন্মি ফাল্গুনং যাবৎ তাবৎ পাদৌ ন ধাবয়ে॥ ৭৬
ইতি যস্ত মহাঘোরং ব্রতমাসীন্মহাত্মনঃ।
যস্ত ভীতো রণে নিত্যং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৭৭
ত্রয়োদশ সমা নিত্যং নাভজৎ পুরুষর্ষভঃ।
যস্ত বীর্যবতো বীর্যমুপাশ্রিত্য মহাত্মনঃ॥ ৭৮
মম পুত্রঃ সভাং ভার্যাং পাণ্ডূনাং নীতবান্ বলাৎ।
তত্রাপি চ সভামধ্যে পাণ্ডবানাঞ্চ পশ্যতাম্॥ ৭৯
দাসভার্যেতি পাঞ্চালীমব্রবীৎ কুরুসন্নিধৌ।
ন সন্তি পতয়ঃ কৃষ্ণে সন্তি বন্ধুতিলৈঃ সমাঃ॥ ৮০
উপতিষ্ঠস্ব ভর্তারমন্যং বা বরবর্ণিনি।
যতোবং যঃ পুরা বাক্যো ক্রুদ্ধাস্যাস্রাবয়ং কথা॥ ৮১

নিশ্চয়ই তাহার ধনু খণ্ডিত হইয়াছিল এবং রথ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল কিংবা তাহার অস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ, ইহাতে সে নিহত হইতে পারে॥ ৭৪

ইহার বিনাশের আমি আর অন্য কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, যে মহাত্মা কর্ণের এই ব্রত ছিল যে, আমি যতক্ষণ না অর্জুনকে বধ করিতে পারিব, ততক্ষণ আমি অন্য কাহাকেও পাদধৌত করিতে দিব না। ৭৫½

রণাঙ্গনে যাহার ভয়ে ভীত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তের বৎসর কাল কখনও ভালভাবে নিদ্রা যাইতে পারে নাই, যে মহাত্মা সূতপুত্র বলবান্ কর্ণের বলের উপর আস্থা রাখিয়া আমার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবগণের পত্নী দ্রৌপদীকে বলপূর্বক সভার মধ্যে আনাইয়াছিল এবং সেখানে জনপূর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণের সাক্ষাতেই সমস্ত কুরুবংশীয়দিগের নিকটে পাঞ্চাল-রাজদুলালী দ্রৌপদীকে দাসপত্নী বলিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে যে তাহাকে সম্বোধিত করিয়া বলিয়াছিল যে, কৃষ্ণে! তোমার পতিরা এখন আর পূর্বমত নাই, তাহাদিগকে এখন অন্য অন্যান্যে অনন্য তিলের ন্যায় বন্ধুসদৃশ বলিয়া জানিবে। সুন্দরি! এখন তুমি অন্য কোন পতিকে আশ্রয় কর। পূর্বে সূর্যপুত্র কর্ণ সভামধ্যে রোষসহকারে দ্রৌপদীকে এই কঠোর বাক্য শুনাইয়াছিল, সেই কর্ণ কিভাবে শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইল? ৭৭-৮১½

সভায়াং দ্যূতজং কৃষ্ণাং স কথং নিহতঃ পরৈঃ।
যদি ভীষ্মো রণশ্লাঘী দ্রোণো বা যুধি দুর্মদঃ ॥ ৬২
ন ঘনিষ্যতি কৌন্তেয়ান্ পক্ষপাতাৎ সুযোধন।
সর্বানেব ঘনিষ্যামি যোদ্ধুং তে মানসো জ্বরঃ ॥ ৬৩
কিং করিষ্যতি গাণ্ডীবমক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।
স্নিগ্ধচন্দ্রনদিগ্ধস্য মজ্জরস্যাভিধাবতঃ ॥ ৬৪
স নূনমৃষভস্কন্ধো দুর্মুখেন কথং হতঃ।
যস্য গাণ্ডীবমুক্তানাং স্পর্শমুদ্রমচিন্তয়ন্ ॥ ৬৫
অপক্ষিষ্যসি কৃষ্ণেতি ব্রুবন্ পার্থানবৈক্ষত।
যস্য নাসীদ্ ভয়ং পার্থৈঃ সপুত্রৈঃ সজনাদনৈঃ ॥ ৬৬
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য মুহূর্তমপি সঞ্জয়।
তস্য নাহং বধং মন্যে দেবৈরপি স বাসবৈঃ ॥ ৬৭
প্রতীপমভিধাবদ্ভিঃ কিং পুনস্তাত পাণ্ডবৈঃ।
ন হি জ্যাং সংস্পৃশানস্য তলত্রে বাপি মুষ্টিতঃ ॥ ৬৮
পুমানাধিরথেঃ স্থাতুং কশ্চিৎ প্রমুখতোঽর্হতি।

যে আমার পুত্রকে বলিয়াছিল—দুর্যোধন! যদি রণশ্লাঘী ভীষ্ম কিংবা যুদ্ধদুর্মদ দ্রোণাচার্য পক্ষপাতবশতঃ কৃষ্ণীপুত্রদিগকে বিনাশ না করেন, তবে আমিই তাহাদের সকলকে সংহার করিব। অতএব তোমার মানসিক 'জ্বর' দূর হউক। ৫৯-৬০

গাণ্ডীব ধনু অথবা দুইটি অক্ষয় তূণীর আমার রণের কি করিবে, যে বাণ স্নিগ্ধ চন্দনে চর্চিত হইয়া শত্রুগণের উপর সবেগে ধাবিত হইতে থাকিবে? যে এরূপ কথা বলিয়াছিল এবং যাহার বাহু বৃষের স্কন্ধের ন্যায় দৃঢ়পুষ্ট ছিল, সেই কর্ণকে অর্জুন কিভাবে নিশ্চয়তার সহিত বিনাশ করিল? ৬১-৬৪½

সঞ্জয়! যে গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের আঘাতকে অন্যত্র গ্রাহ্য না করিয়া 'কৃষ্ণে! এখন তুমি পাণ্ডবীন হইয়াছ' এই কথা বলিতে বলিতে কুন্তীপুত্রদিগের দিকে মুহূর্তকালের জন্যও পুনঃপুনঃ পাণ্ডবদিগকে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করিত না। তাত! যদি শত্রুপক্ষের দিক্ হইতে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও ধাবিত হইয়া আসেন, তবে তাঁহাদের দ্বারাও আমি কর্ণের বিনাশ হওয়াকে বিশ্বাস করিতে পারি না, সুতরাং পাণ্ডবগণের কথা আর কি বলিবার আছে? ৬৫-৬৭½

যখন অধিরথপুত্র কর্ণ নিজের ধনুর গুণকে স্পর্শ করিবে অথবা তলত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করিবে, সেই সময় কোন যোদ্ধাই তাহার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে না। এই পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের কিরণের প্রকাশ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ হইতে যে কখনও পলায়ন করে না, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের বিনাশ

অপি স্যাদ্মেদিনী হীনা সোমসূর্যাগ্রভাগুভিঃ ॥ ৬৯
ন ত্বহং পুরুষেন্দ্রস্য সংযুগেষ্বপলায়িনঃ।
যেন মন্দঃ সহায়েন ভ্রাত্রা দুঃশাসনেন চ ॥ ৭০
বাসুদেবস্য দুর্বুদ্ধিঃ প্রত্যাখ্যানমরোচয়ৎ।
স নূনং বৃষভস্কন্ধং কর্ণং দৃষ্ট্বা নিপাতিতম্ ॥ ৭১
দুঃশাসনঞ্চ নিহতং মন্যে শোচতি পুত্রকঃ।
হতং বৈকর্তনং শ্রুত্বা বৈরথে সব্যসাচিনা ॥ ৭২
জয়তঃ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা কিংবিদ্ দুর্যোধনোঽব্রবীৎ।
দুর্মুখং হতং দৃষ্ট্বা বৃষসেনঞ্চ সংযুগে ॥ ৭৩
প্রভগ্নঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা ব্রবীমানং মহারথৈঃ।
পরাঙ্মুখাংশ্চ রাজ্ঞস্ত পলায়নপরায়ণান্ ॥ ৭৪
বিভ্রান্তান্ রথিনো দৃষ্ট্বা মন্যে শোচতি পুত্রকঃ।
অনেকশ্চাত্তমানী চ দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭৫
হতোৎসাহং বলং দৃষ্ট্বা কিংবিদ্ দুর্যোধনোঽব্রবীৎ।
স্বয়ং বৈরং মহৎ কৃত্বা বাধ্যমানঃ সুহৃদ্গণৈঃ ॥ ৭৬

কখনও সম্ভব হইতে পারে না ॥৬৮-৬৯½

যে কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে নিজের সহায়করূপে পাইয়া মূর্খ ও দুর্মতি দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করাই উচিত বলিয়া মনে করিয়াছিল, আমি মনে করি, আজ বৃষস্কন্ধতুল্য শুভ্র-পুষ্ট স্কন্ধবিশিষ্ট কর্ণকে ভূপাতিত ও দুঃশাসনকে নিহত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্যোধন নিশ্চয়ই শোকময় হইয়া পড়িয়াছে। ৭০-৭১½

বৈরথ-যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুনকর্তৃক কর্ণকে নিহত হইতে শুনিয়া এবং পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইতে দেখিয়া দুর্যোধন কি বলিয়াছিল? ৭২½

যুদ্ধে দুর্মুখ ও বৃষসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া, মহারথী পাণ্ডবগণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া নিজের সৈন্যদের পলায়ন করিতে দেখিয়া, সহায়ক নরপতিগণকে যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে এবং রথী সৈন্যদিগকে ধাবিত হইয়া পলাইয়া যাইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্যোধন নিশ্চয়ই শোক করিতে লাগিল—ইহাই আমি মনে করি ॥ ৭৩-৭৪½

যে কাহারও শিক্ষা মানে না, যে নিজের বিদ্বত্তার ও বুদ্ধিমত্তার অভিমানে অভিমানী, সেই দুর্মতি অজিতেন্দ্রিয় দুর্যোধন নিজের সৈন্যদিগকে হতোৎসাহ হইতে দেখিয়া কি বলিল? ৭৫½

হিতৈষী সুহৃদ্গণ নিষেধ করিলেও যে নিজে পাণ্ডবদের

প্রথমে হতভূয়িষ্ঠৈঃ কিংস্বিদ্ দুর্যোধনোঽব্রবীৎ
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ৭৭
রুধিরে পীয়মানে চ কিংস্বিদ্ দুর্যোধনোঽব্রবীৎ।
সহ গান্ধাররাজেন সভায়াং যদভাষত ॥ ৭৮
কর্ণোঽর্জুনং রণে হত্বা হতে তস্মিন্ কিমব্রবীৎ।
দ্যূতং কৃত্বা পুরা হৃষ্টো বঞ্চয়িত্বা চ পাণ্ডবান্ ॥ ৭৯
শকুনিঃ সৌবলস্তাত হতে কর্ণে কিমব্রবীৎ।
কৃতবর্মা মহেষ্বাসঃ সাত্বতানাং মহারথঃ ॥ ৮০
হতং বৈকর্তনং দৃষ্ট্বা হার্দিক্যঃ কিমভাষত।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা যস্য ভিক্ষামুপাসতে ॥ ৮১
ধনুর্বেদং চিকীর্ষন্তো দ্রোণপুত্রস্য ধীমতঃ।
যুবা রূপেণ সম্পন্নো দর্শনীয়ো মহাযশাঃ ॥ ৮২
অশ্বত্থামা হতে কর্ণে কিমভাষত সঞ্জয়।
আচার্য্যো যো ধনুর্বেদে গৌতমো রথসত্তমঃ ॥ ৮৩
কৃপঃ শারদ্বতস্তাত ইতি কর্ণে কিমব্রবীৎ

মন্ত্ররাজো মহেষ্বাসঃ শল্যঃ সর্বহিতে রতঃ ॥ ৮৪
দৃষ্ট্বা বিনিহতং কর্ণং সারথ্যে রথিনাং বরঃ।
কিমভাষত বীরোঽসৌ মন্ত্রাণামবিশো বলী ॥ ৮৫
দৃষ্ট্বা বিনিহতং সর্বে যোধা যা রথভঞ্জয়াঃ।
যে চ কেচন রাজানঃ পৃথিব্যাং যোদ্ধুমাগতাঃ ॥
বৈকর্তনং হতং দৃষ্ট্বা কান্তভাষস্ত সঞ্জয় ॥ ৮৬
দ্রোণে তু নিহতে বীরে রথযাত্রে নরর্ষভে।
কে বা মুখমনীকানামাসন্ সঞ্জয় ভারতাঃ ॥ ৮৭
মন্ত্ররাজঃ কথা শল্যো নিসূদ্যো রথিনাং বরঃ।
বৈকর্তনস্য সারথ্যে তত্রমাচক্ষ সঞ্জয় ॥ ৮৮
কেঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রং পৃষ্ঠগোপাস্তথাপরে
বামং চক্রং রক্ষমাণা কে বা বীরস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৮৯
কে কর্ণং ন জহুঃ পূর্বা কে ক্ষুদ্রাঃ ক্ষত্রিয়াংস্ততঃ
কথঞ্চ বঃ সমেতানাং হতঃ কর্ণো মহারথঃ ॥ ৯০
পাণ্ডবাস্তে মহাঃ পূর্বাঃ প্রভূতাস্ত্রমহারথাঃ
সৃঞ্জয়াঃ শরবর্ষাণি বারিধারা ইবাসৃজন্ ॥ ৯১

সাহস দেখাইবার পরিচয় দিয়াছে, সেই দুর্যোধন যখন যুদ্ধে নিজের সৈন্যদের আধকাংশকেই নিহত হইতে দেখিল, তখন সে কি বলিল ? ৭৬½

যুদ্ধস্থলে নিজের ভ্রাতা দুঃশাসনকে ভীমসেনকর্তৃক নিহত হইতে এবং তাহার দ্বারা দুঃশাসনের রক্ত পীত হইতে দেখিয়া দুর্যোধন কি বলিল ? ৭৭½

গান্ধাররাজ শকুনির সহিত সভায় দুর্যোধন যে এই কথা বলিয়াছিল 'কর্ণ অর্জুনকে বধ করিবে,' তাহার বিপরীত যখন কর্ণই অর্জুনের দ্বারা নিহত হইল, তখন দুর্যোধন কি বলিল ?৭৮½

তাত ! পূর্বে পাশাখেলার আয়োজন করিয়া পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিবার পর যাহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল, সেই সুবল-পুত্র শকুনি কর্ণ নিহত হইলে কি বলিল ? ৭৯½

সূর্যোদয়ন কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া সাত্বতবংশের মহারথদের মধ্যে মহারথী বীর কৃতবর্মা কি বলিল ? ৮০½

সঞ্জয় ! যাহাদের প্রাণ করিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যে বুদ্ধিমান্ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে, সেই রূপবান্, যুবক, দর্শনীয় ও মহাযশস্বী অশ্বত্থামা কর্ণ নিহত হইবার পর কি বলিলেন ? ৮১-৮২½

তাত ! ধনুর্বেদের আচার্য্য এবং রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৌতমবংশীয় শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য কর্ণ নিহত হইলে কি বলিলেন ? ৮৩½

মন্ত্ররাজ মহেষ্বাস শল্য, যিনি সর্বদা তোমাদের হিতসাধনে রত, রথীদিগের শ্রেষ্ঠ, বলবান্ বীর, মহাধনুর্দ্ধর মন্ত্ররাজ শল্য নিজের সারথিকার্য্যকালে কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া কি বলিল ? ৮৪-৮৫

সঞ্জয় ! যুদ্ধস্থলের যে সময় রাজা যুদ্ধের জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সব দুর্জয় যোদ্ধারা সূতপুত্র কর্ণকে নিহত করিতে দেখিয়া কি কি আলোচনা করিতেছিলেন ? ৮৬

সঞ্জয় ! রথী বীরগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ বীরবর দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর পর কোন্ কোন্ বীর যোদ্ধারা সৈন্যদের অগ্রভাগ রক্ষা করিতেছিল ? ৮৭

সঞ্জয় ! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররাজ শল্য কর্ণের সারথিকার্য্য করিবার জন্য কি ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল ? তাহা আমাকে বল ॥ ৮৮

যুদ্ধ করিবার সময়ে বীর সূতপুত্র কর্ণের দক্ষিণচক্র রক্ষা কোন্ কোন্ যোদ্ধারা করিতেছিল এবং কাহারাই বা তাহার বাম চক্র রক্ষা ও কাহারা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছিল ? ৮৯

কোন্ বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে কর্ণকে ত্যাগ করে নাই এবং কোন্ কোন্ নীচ সৈন্যগণ সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিল ? তোমরা সকলে যখন একত্রে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন মহারথী কর্ণ কিভাবে নিহত হইল ? ৯০

সঞ্জয় ! যে সময় বীরবর মহারথী পাণ্ডবেরা দৃষ্টিদ্বারা বর্ষণ-

স চ সর্পমুখো দিব্যো মহেষুপ্রবরক্ষমঃ।
ব্যর্থঃ কথং সমভবৎ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ১১
মামকস্যাশু সৈন্যস্য হতোৎসেধস্য সঞ্জয়।
অবসেধা ন পশ্যামি কক্ষুদে মৃদিতে সতি॥ ১২
তৌ হি বীরৌ মহেষ্বাসৌ যমর্ধে ত্যক্তজীবিতৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা কো ন্বর্থো জীবিতেন মে॥ ১৩
পুনঃ পুনর্ন তৃপ্যামি হতং কর্ণঞ্চ পাণ্ডবৈঃ।
যস্য বাহ্বোর্বলং তুল্যং কুঞ্জরাণাং শতং শতৈঃ॥ ১৪

দ্রোণে হতে চ যদ্ বৃত্তং কৌরবাণাং পরৈঃ সহ।
সংগ্রামে নরবীরাণাং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ১৫
যথা কর্ণশ্চ কৌন্তেয়ৈঃ সহ যুদ্ধমযোজয়ৎ।
যথা চ বিরথাং হত্বা রণে শান্তন্তনূচ্চাত্মা॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নে
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

কারী মেঘের ন্যায় নিজেরাই বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় মহাবাণসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্য সর্পমুখ বাণ ব্যর্থ কিরূপে হইল? তাহা আমাকে বল॥১১-১৪

সঞ্জয়! সঞ্জয়! এখন আমার সৈন্যদের উৎকর্ষ বা উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রধান বীর কর্ণ নিহত হওয়ায় ইহারা আর জীবিত থাকিবে না,—ইহাই আমার বোধ হইতেছে॥ ১৩

আমার জন্য প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মহাযুদ্ধের বীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য হত্যাবরণ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আর জীবিত থাকিবার কি প্রয়োজন আছে?॥ ১৪

যাহার বাহুতে দশ হাজার হাতীর বল ছিল, সেই কর্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ আমি বারংবার শ্রবণ করিয়া সহ্য করিতে পারিতেছি না॥ ১৫

সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য নিধনপ্রাপ্ত হইবার পর সংগ্রামে নরবীর কৌরবগণের শত্রুদের সহিত কিরূপ আচরণ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট বল॥ ১৬

শত্রুহন্তা কর্ণ কুন্তীপুত্রগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল এবং যেভাবে সে রণাঙ্গনে শান্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি আমাকে বল॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণঃ সেনাপতিঃ কর্তুং মন্ত্রণায়াঃ প্রস্তাবঃ, সেনাপতিপদে কর্ণস্যাভিষেকশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে দ্রোণে মহেষ্বাসে তস্মিন্নহনি ভারত।
কৃতে চ মোঘসঙ্কল্পে দ্রোণপুত্রে মহারথে॥ ১
ক্ষয়মাণে মহারাজ কৌরবাণাং বলার্ণবে।
ব্যূঢ়ে পার্থৈঃ স্বকং সৈন্যমতিষ্ঠদ্ ভ্রাতৃভির্বৃতঃ॥ ২

তমবস্থিতমাজ্ঞায় পুত্রস্তে ভরতর্ষভ।
বিদ্রুতং স্ববলং দৃষ্ট্বা পৌরুষেণ ন্যবারয়ৎ॥ ৩
স্বমনীকমবস্থাপ্য বাহুবীর্যমুপাশ্রিতঃ।
যুদ্ধ্বা চ সুচিরং কালং পাণ্ডবৈঃ সহ ভারত॥ ৪

দশম অধ্যায়।

[কর্ণকে সেনাপতি করিবার জন্য মন্ত্রণাসভার প্রস্তাব এবং সেনাপতিপদে কর্ণের অভিষেক।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতবংশীয় মহারাজ! সেই দিন যখন মহাযুদ্ধের দ্রোণাচার্য নিহত হইলেন, মহাধনুর্ধর দ্রোণপুত্রের অমোঘসঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং সমুদ্রতুল্য বিশাল কৌরব-সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় কুন্তীকুমার অর্জুন নিজের সৈন্যদের ব্যূহরচনা করিয়া বীর ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১-২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহাকে রণাঙ্গনে অবস্থিত জানিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে পরাক্রমসহকারে নিবারণ করিলেন॥ ৩

ভারত! এইভাবে নিজের সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিয়া তাঁহারা নিজেদের শক্তানুযায়ী যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহারা

সঙ্কুলৈক্যঃ পরৈর্ভীষ্মো যচ্ছদ্ভিশ্চিরং তদা
সন্ধ্যাকালং সমাসাদ্য প্রত্যাহারমকারয়ৎ ॥ ৫
কৃত্বাবহারং সৈন্যানাং প্রবিষ্ট শিবিরং স্বকম্।
কুরবঃ সুহৃতং মন্যা মন্ত্রয়াঞ্চক্রিরে মিথঃ ॥ ৬
পর্য্যাপ্তেষু পরার্ধ্যেষু স্পর্দ্ধাস্তরণবৎসু চ।
বরাসনেষু পবিষ্টাঃ সুখশয্যাধিবাসরাঃ ॥ ৭
ততো দুর্যোধনো রাজা মায়া পরমবন্ধনা।
তানাভাষ্য মহেষ্বাসান্ প্রাপ্তকালমতাষত ॥ ৮
যত্তং মতিমতাং শ্রেষ্ঠাঃ সর্বে প্রকৃত মা চিরম্।
এবং গতে তু কিং কার্য্যং কিঞ্চ কার্য্যতরং নৃপাঃ ॥ ৯

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তে নরেন্দ্রেণ নরসিংহা যুযুৎসবঃ।
চক্রুর্নানাবিধাশ্চেষ্টাঃ সিংহাসনগতাস্তদা ॥ ১০
তেষাং নিশাম্যোঙ্গিতানি যুদ্ধে প্রাণান্ জুহুষতাম্
সমুদ্বীক্ষ্য মুখং রাজ্ঞো বাল্যাৎসমচিন্তয়ন্ ॥ ১১
আচার্য্যপুত্রো মেধাবী বাক্যজ্ঞো বাক্যমাদদে।
রাগো যোগস্তথা ধাক্যঃ নয়স্তেত্যর্থসাধকাঃ ॥ ১২
উপায়াঃ পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তাস্তে তু দৈবমুপাশ্রিতাঃ।
লোকপ্রবীরা যেঽস্মাকং দেবকল্পা মহারথাঃ ॥ ১৩
নীতিমন্তস্তথা যুক্তা দক্ষা রক্তাস্ত তে দৃঢ়াঃ।
ন যেষাং কার্য্যং নৈরাশ্যমস্মাভির্বিজয়ং প্রতি ॥ ১৪
সুনীতৈরিহ সর্বার্থৈর্দৈবমপ্যনুলোম্যতে।
যে বয়ং প্রবরং নৃণাং সর্বৈশ্চ গুণগৈর্যুতম্ ॥ ১৫
কর্ণমেবাভিষেক্ষ্যামঃ সৈনাপত্যেন ভারত।
কর্ণং সেনাপতিং কৃত্বা প্রমথিষ্যামহে রিপূন্ ॥ ১৬
এষ হ্যতিবলঃ শূরঃ কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ।
দৈবস্বত ইবাসহ্যঃ শক্রো জেতুং রণে রিপূন্ ॥ ১৭
এতদাচার্য্যতনয়াচ্ছ্রুত্বা রাজংস্তবাত্মজঃ।
আশাং বহুমতীং চক্রে কর্ণং প্রতি স বৈ তদা ॥ ১৮

অতিশয় হর্ষের সহিত পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই বিপক্ষী পাণ্ডবগণের সহিত দুর্যোধন নিজ বাহুবল আশ্রয় করত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার পর সন্ধ্যাকাল আসিলে সৈন্যগণকে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। ৪-৫

সৈন্যদিগকে প্রত্যাহার করিয়া লইবার পর নিজ নিজ শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের জিতের বিষয় সকলের তত্ত্ব মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ৬

এই সময় তাঁহারা সকলে রত্নখচিত আস্তরণযুক্ত মূল্যবান্ পালঙ্ক ও শ্রেষ্ঠ সিংহাসনের উপর বসিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন দেবতারা সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ৭

সেই সময় রাজা দুর্যোধন মায়াপূর্ণ অতিশয় মধুর বাক্যে সেই মহার্হ নরপতিদিগকে সম্বোধিত করিয়া এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন,—বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! তোমরা সকলে শীঘ্র বল, বিলম্ব করিও না, এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক কর্ত্তব্য কি? ৮-৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর সিংহাসনে উপবিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই সব নরপতিগণ যুদ্ধের ইচ্ছায় নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গাদি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১০

যুদ্ধে প্রাণকে আহুতি দিতে ইচ্ছুক সেই সব নরপতিগণের চেষ্টা দেখিয়া রাজা দুর্যোধনের প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত রাজাবিশারদ, মেধাবী, আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা এই কথা বলিলেন। ১১½

বিদ্বান্ পুরুষগণ অভীষ্ট সিদ্ধির চারিটি উপায় বলিয়াছেন—১। রাগ (রাজার প্রতি সৈন্যগণের ভক্তি), ২। যোগ (সাধন-সম্পত্তি), ৩। দক্ষতা (উৎসাহ, বল ও কৌশল) এবং ৪। নীতি; কিন্তু এ সমস্তই দৈবের অধীন॥ ১২½

আমাদের পক্ষে যে সমস্ত দেবতাতুল্য পরাক্রমশালী, বিশ্ববিখ্যাত মহারথী বীর, নীতিমান্, সাধনসম্পন্ন, দক্ষ ও অনুরক্ত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যদিও নিহত হইয়াছেন, তথাপি আমাদের নিজেদের বিজয়ের প্রতি কোনরূপ নিরাশ হওয়া উচিত নহে। ১৩-১৪

যদি সমস্ত কার্য্য উত্তম নীতি অনুসারে সম্পন্ন করা হয়, তবে তাহার দ্বারা দৈবেরও আনুকূল্যলাভ করা যায়; ভারত! অতএব আমরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকেই সেনাপতিপদে অভিষেক করিব এবং ইঁহাকে সেনাপতি করিয়া আমরা শত্রুদিগকে মথিত করিয়া ফেলিব। ১৫-১৬

অত্যন্ত বলবান্, শৌর্য্যশালী বীর, অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, রণদুর্মদ ও সূর্য্যপুত্র এই কর্ণ যমরাজের ন্যায় শত্রুপক্ষের অসহ্য। সুতরাং ইনি রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে ভয় করিতে সমর্থ। ১৭

রাজন্! সেই সময় আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্ণের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিলেন। ১৮

হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণো জেষ্যতি পাণ্ডবান।
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা সমাশ্বস্ত চ ভারত ॥ ১৯
ততো দুর্যোধনঃ প্রীতঃ প্রিয়ং শ্রুত্বাস্য তদ্বচঃ।
প্রীতিসংকারসংযুক্তঃ তথ্যমাত্মহিতং শুভম্ ॥ ২০
যং মনঃ সমবস্থাপ্য বাহুবীর্যমুপাশ্রিতঃ।
দুর্যোধনো মহারাজ রাধেয়মিদমব্রবীৎ ॥ ২১
কর্ণ জানামি তে বীর্যং সৌহৃদং পরমং ময়ি।
তথাপি ত্বাং মহাবাহো প্রবক্ষ্যামি হিতং বচঃ ॥ ২২
শ্রুত্বা যদেতৎ কুরু বীর যৎ তব রোচতে।
ভবান্ প্রাজ্ঞতমো নিত্যং মম চৈব পরা গতিঃ ॥ ২৩
ভীষ্ম-দ্রোণাবতিরথৌ হতৌ সেনাপতী মম
সেনাপতির্ভবানস্তু তাভ্যাং দ্রবিণবত্তরঃ ॥ ২৪
বৃদ্ধৌ চ তৌ মহেষ্বাসৌ সাপেক্ষৌ চ ধনঞ্জয়ে
মানিতৌ চ সদা বীরৌ রামেণ ভবতো তব ॥ ২৫

হে ভারত! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য নিহত হইলে পর কর্ণ পাণ্ডবগণকে বধ করিবে—এই আশা হৃদয়ে রাখিয়া দুর্যোধন অতিশয় সান্ত্বনালাভ করিলেন। মহারাজ! তিনি অপ্রমেয় তাদৃশ প্রিয় বচন শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তারপর নিজ বাহুবলের আশ্রয় লইয়া মনকে সুস্থির করতঃ দুর্যোধন রাধাপুত্র কর্ণকে প্রীতি ও সম্মানের সহিত নিজের পক্ষে হিতকর যথার্থ ও মঙ্গলজনক এই কথা বলিলেন ॥ ১৯-২১

কর্ণ! আমি তোমার পরাক্রম জানি এবং ইহাও অনুভব করি যে, আমার প্রতি তোমার স্নেহও অধিক বিদ্যমান আছে; মহাবাহো! তথাপি আমি তোমাকে আমার হিতের কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ২২

বীর! আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে তোমার যাহা ভাল লাগিবে, তাহাই করিবে। তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং সর্বদা আমার পক্ষে পরম আশ্রয় ॥ ২৩

আমার দুই সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ ইঁহারা উভয়ে অতিরথী বীর হইয়া যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এখন তুমি আমার সেনাপতি হও; কারণ, তুমি ইঁহাদের দুইজন অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী ॥ ২৪

সেই দুইজন মহাধনুর্ধর হইলেও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অর্জুনের প্রতি তাঁহাদের মনে পক্ষপাত ছিল। রাধানন্দন! আমি তোমার কথাতেই সেই দুই বীরকে সেনাপতি করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলাম ॥ ২৫

পিতামহং সম্প্রেক্ষ্য পাণ্ডুপুত্রা মহারণে।
রক্ষিতাস্তাত ভীষ্মেণ দিবসানি দশৈব তু ॥ ২৬
ততশস্ত্রে চ ভবতি হতো ভীষ্মঃ পিতামহঃ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ফাল্গুনেন মহাহবে ॥ ২৭
হতে তস্মিন্ মহেষ্বাসে শরতল্পগতে তথা।
ত্বয়োক্তে পুরুষব্যাঘ্র দ্রোণো দ্বাসীৎ পুরঃসরঃ ॥ ২৮
তেনাপি রক্ষিতাঃ পার্থাঃ শিষ্যত্বাদিতি মে মতিঃ।
স চাপি নিহতো বৃদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নেন সত্বরম্ ॥ ২৯
নিহতাভ্যাং প্রধানাভ্যাং তাভ্যামমিতবিক্রম।
বৎসমং সমরে যোধা নান্যং পশ্যামি চিন্তয়ন্ ॥ ৩০
ভবানেব তু নঃ শক্তো বিজয়ায় ন সংশয়ঃ।
পূর্বং মধ্যে চ পশ্চাচ্চ তথৈব বিহিতং হিতম্ ॥ ৩১
স ভবান্ দুর্যবং সাধো ধুরমুদ্বোঢ়ুমর্হসি।
অভিষেচয় সৈন্যানো স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ৩২

তাত! ভীষ্ম পিতামহ ও গৌতম (দ্রোণ) এইজন সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই মহাসমরে দশ দিন পর্যন্ত পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ২৬

সেই দশ দিনে তুমি নিজ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলে; সেই অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া পিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করিয়াছে ॥ ২৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই মহাধনুর্ধর ভীষ্ম আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিবার পর তোমার কথাতেই দ্রোণাচার্য আমার সৈন্যদের অগ্রগামী নেতা হইয়াছিলেন ॥ ২৮

আমার মনে হয়—ইনিও শিষ্য বুঝিয়া কুন্তীপুত্রদিগকে রক্ষাই করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ আচার্যও সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ২৯

অমিতপরাক্রমশালী বীর! সেই প্রধান দুই সেনাপতির মৃত্যুর পর আমি বহু চিন্তা করিয়াও সমরাঙ্গণে তোমার সমান অন্য কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩০

আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তুমি পূর্বে, মধ্যে ও পশ্চাতে আমাদের হিতই করিয়াছ ॥ ৩১

তুমি বৃষভের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় বৃহদাকার সৈন্যসকলনের ভার বহন করিবার যোগ্য, সেই জন্য তুমি নিজেই নিজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করাও ॥ ৩২

দেবতানাং যথা স্কন্দঃ সেনানীঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
তথা ত্বমসিমাং সেনাং ধার্তরাষ্ট্রীং বিতর্ক্ষৈ ॥ ৩১
জহি শত্রুগণান্ সর্বান্ মহেন্দ্রো দানবানিব।
অসম্ভ্রান্তো রণে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাস্ত্রাং মহারথাঃ ॥ ৩৪
দ্রবিষ্যন্তি চ পাঞ্চালা বিষ্ণুং দৃষ্ট্বেব দানবাঃ।
তস্মাৎ ত্বং পুরুষব্যাঘ্র প্রকর্ষৈতাং মহাচমূম্ ॥ ৩৫
তবত্যবস্থিতে যত্তে পাণ্ডবা মন্দচেতসঃ।
দ্রবিষ্যন্তি সহামাত্যাঃ পাঞ্চালাঃ সঞ্জয়াশ্চ ॥ ৩৬
যথা সূর্য্যাত্মিতঃ সূর্য্যঃ প্রতপন্ যেন তেজসা।
ব্যপোহতি তমস্তীব্রং তথা শত্রূন্ প্রতাপয় ॥ ৩৭

সঞ্জয় উবাচ।

আশা বলবতী রাজন্ পুত্রস্তব যতঃ।
হৃতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণো যোৎস্যতি পাণ্ডবান্ ॥ ৩৮
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা কর্ণমেবং তদাব্রবীৎ।
সুতপুত্র ন তে পার্থঃ স্থিরাত্মা সাধুধৎসতি ॥ ৩৯

দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ অবিনাশী ভগবান্ স্কন্দ দেবগণের সৈন্যসঞ্চালনকারী সেনাপতি ছিলেন, সেইরূপ তুমিও কৌরবপক্ষের এই সৈন্যদিগকে পালন কর অর্থাৎ সেনাপতি হও ॥ ৩৩

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও সমস্ত শত্রুদিগকে ধ্বংস কর। যেরূপ দানবেরা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দেখিয়াই পলায়ন করে, সেইরূপ পাণ্ডব ও পাঞ্চাল মহারথী যোদ্ধারা তোমাকে রণাঙ্গনে সেনাপতিরূপে উপস্থিত দেখিয়া পলায়ন করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি এই বিশাল কৌরব-সৈন্যদিগকে সঞ্চালন কর ॥ ৩৪-৩৫

(সাধ্বসানন্তার সহিত) মহাসমরে তোমাকে রণাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া মূর্খ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সঞ্জয়গণ নিজ নিজ মন্ত্রিবর্গগণের সহিত পলায়ন করিবে ॥ ৩৬

যেরূপ উদিত সূর্য্য নিজের তেজে সন্তাপিত করিয়া অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও শত্রুদিগকে সন্তপ্ত ও ধ্বস্ত কর ॥ ৩৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মনে এই প্রবল আশায় সঞ্চার হইয়াছিল যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর কর্ণ পাণ্ডবগণকে ধ্বংস করিবে। সেই আশাই মনে লইয়া সেই সময় তিনি কর্ণকে এই কথা বলিলেন,—সূতপুত্র কর্ণ! অর্জুন তোমার সম্মুখে থাকিয়া কখনও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হয় না ॥ ৩৮-৩৯

কর্ণ উবাচ।

উক্তমেতন্ময়া পূর্বং পাঞ্চাল্যে তব সন্নিধৌ।
ঘাতয়ামি পাণ্ডবান্ সর্বান্ সপুত্রান্ সজনার্দনান্ ॥ ৪০
সেনাপতির্ভবিষ্যামি তবাহং নাত্র সংশয়ঃ।
স্থিরো ভব মহারাজ জিতান্ বিদ্ধি চ পাণ্ডবান্ ॥ ৪১

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ ততো দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
উত্তস্থৌ রাজভিঃ সার্দ্ধং দেবৈরিব শতক্রতুঃ ॥ ৪২
সৈনাপত্যেন সংকর্তুং কর্ণং স্বন্দমিবামরাঃ।
ততোঽভিষিষিচুঃ কর্ণং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৪৩
দুর্য্যোধনমুখা রাজন্ রাজানো বিজয়ৈষিণঃ।
শান্তকুম্ভময়ৈঃ কুম্ভৈর্মাহেন্দ্রৈস্তীর্থসম্ভৃতৈঃ ॥ ৪৪
তোয়পূর্ণৈর্বিধানৈশ্চ দ্বিপ-ষণ্ডর্ষভর্ষভৈঃ।
মণিমুক্তাসুবৈদূর্যৈঃ পুণ্যগন্ধৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৪৫

কর্ণ বলিলেন,—পাঞ্চালীনন্দন! আমি তোমার নিকটে পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছি যে, আমি পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও শিষ্যগণের সহিত সংহার করিব ॥ ৪০

মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমি তোমার সেনাপতি হইব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এখন পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়াই মনে কর ॥ ৪১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! কর্ণ এই কথা বলিলে পর রাজা দুর্য্যোধন অন্য সমস্ত নরপতিগণের সহিত সেই স্থানে উত্থিত হইলেন, যেরূপ দেবতাগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র উত্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৪২

যেরূপ দেবতারা স্বয়ং সেনাপতি করিয়া তাঁহার সহায় করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত কৌরবগণ কর্ণকে সেনাপতি করিয়া তাঁহার সংকার করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাজন্! জয়াকাঙ্ক্ষী দুর্য্যোধনাদি রাজারা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কর্ণের অভিষেক করিলেন।

অভিষেকের জন্য কর্ণ ও তাহার নিমিত্ত অনেকগুলি অভিমন্ত্রিত জল রাখা হইয়াছিল। হাতীর দাঁত এবং গণ্ডার ও বৃষের শৃঙ্গ নির্ম্মিত পাত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ জল রাখা হইয়াছিল। এই সকল পাত্রে মণি ও মুক্তাদিও ছিল। অন্যান্য পবিত্র সুগন্ধিত পদার্থ ও ঔষধসকলও রক্ষিত ছিল। কর্ণ রত্নভূষিতকায় নির্ম্মিত চৌকীতে, যাহার উপর কৌশেয় পাতিত ছিল, উপবেশন

ঔদুম্বরে সুখাসীনমাসনে ক্ষৌমসংবৃতে।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সম্ভারৈশ্চ সুসম্ভৃতৈঃ। ৪৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাশ্চ সম্মতাঃ।
তুষ্টুবুস্তং মহাত্মানমভিষিক্তং বরাসনে॥ ৪৭
ততোঽভিষিক্তে রাজেন্দ্র নিত্যৈর্গোভির্ধনেন চ।
বাচয়ামাস বিপ্রাগ্র্যান্ রাধেয়ঃ পরবীরহা॥ ৪৮
(স বারোচত রাধেয়ঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ।
তূর্যমানো যথা ভানুরুদয়ে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ বাদিত্রনিনদেন চ।
জয়শব্দেন শূরাণাং তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ।
জয়েত্যূচুর্নৃপাঃ সর্বে রাধেয়ং তত্র সঙ্গতাঃ।)
জয় পার্থান্ সগোবিন্দান্ সাত্যকীংস্তান্ রণাজিরে।
ইতি তং বন্দিনঃ প্রাহুর্দ্বিজাশ্চ পুরুষর্ষভম্॥ ৪৯
জহি পার্থান্ সপাঞ্চালান্ রাধেয় বিজয়ায় নঃ।
উদ্যন্নিব দৃশা ভানুস্তমাংস্যাশ্রৈর্গভস্তিভিঃ॥ ৫০
ন হ্যলং ঋষিসৃষ্টানাং শরাণাং বৈ সকেশবাঃ।
উলূকাঃ সূর্যরশ্মীনাং জলতামিব দর্শনে॥ ৫১
ন হি পার্থাঃ সপাঞ্চালাঃ স্থাতুং শক্তাস্তবাগ্রতঃ।
আত্তশস্ত্রস্য সমরে মহেন্দ্রস্যেব দানবাঃ॥ ৫২
অভিষিক্তস্তু রাধেয়ঃ প্রভয়া সোঽমিতপ্রভঃ।
অত্যরিচ্যত রূপেণ দিবাকর ইবাপরঃ॥ ৫৩
সৈনাপত্যে তু রাধেয়মভিষিচ্য সুতস্তব।
অমন্যত তদাত্মানং কৃতার্থং কালচোদিতঃ॥ ৫৪
কর্ণোঽপি রাজন্ সম্প্রাপ্য সৈনাপত্যমরিন্দমঃ।
যোগমাজ্ঞাপয়ামাস সূর্যাস্যোদয়নং প্রতি॥ ৫৫
তব পুত্রৈর্বৃতঃ কর্ণঃ শুশুভে তত্র ভারত।
দেবৈরিব বৃতঃ স্কন্দঃ সংগ্রামে তারকাময়ে॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণাভিষেকে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

করিলেন। এই অবস্থায় শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পূর্বোক্ত সুসজ্জিত সামগ্রীসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সম্মানিত শূদ্রগণ তাঁহার অভিষেক করিলেন এবং অভিষেক কার্য সম্পন্ন হইবার পর শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট মহাত্মা কর্ণকে তাঁহারা সকলে স্তুতি করিতে লাগিলেন॥ ৪৩-৪৭

রাজেন্দ্র! এইভাবে অভিষেককার্য সমাপ্ত হইলে পর শত্রুবীর রাধানন্দন কর্ণ স্বর্ণমুদ্রা, গো ও ধনদান করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন॥ ৪৮

সেই সময় সূত, মাগধ ও বন্দীগণের দ্বারা কৃত নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে রাধাপুত্র কর্ণ বেদবাদী ব্রাহ্মণসমূহকর্তৃক অভিমন্ত্রিত উদয়কালীন সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তাহার পর পুণ্যাহবাচনের শব্দে, বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনিতে এবং বীর যোদ্ধাগণের জয়-জয়কার শব্দের দ্বারা সেখানে চারিদিক্ তুমুল হইয়া উঠিল। সেস্থলে সমবেত সমস্ত রাজারা 'রাধাপুত্র কর্ণের জয়' এইভাবে জয় দিতে লাগিলেন।

বন্দীরা ও ব্রাহ্মণগণ সেই সময় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কর্ণকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন,—রাধাপুত্র! তুমি কুন্তীপুত্রদিগকে তাহাদের সেবকগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত জয় কর এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য কুন্তীকুমারগণকে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সহিত সেইভাবে সংহার কর, যেরূপ সূর্যদেব নিজের উগ্র কিরণাবলির দ্বারা উদিত হইয়াই সন্ধ্যা অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন॥ ৪৯-৫০

যেরূপ উলূকেরা সূর্যের প্রজ্বলিত কিরণাবলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, সেইরূপ তোমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণশ্রেণীর দিকে শ্রীকৃষ্ণ সহ সমস্ত পাণ্ডবগণ দেখিতেও সমর্থ হইবে না॥ ৫১

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্রের সম্মুখে দানবগণ অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ সমরাঙ্গণে তোমার সম্মুখে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ অবস্থান করিতে পারে না॥ ৫২

রাজন্! এই ভাবে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া অমিত-তেজস্বী রাধাপুত্র কর্ণ নিজের প্রভা ও রূপে দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় অধিক প্রকাশিত হইতে লাগিলেন॥ ৫৩

কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন রাধানন্দন কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিলেন॥ ৫৪

রাজন্! সজ্জনগণ কর্তৃক সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়া সূর্যোদয়ের সময় সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিলেন॥ ৫৫

ভারত! সেখানে আপনার পুত্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কর্ণ তারকাময় সংগ্রামে দেবতাগণপরিবৃত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৫৬

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণের অভিষেকবিষয়ক ১০ম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য সৈনাপত্যেন কৌরব-সৈন্যানাং যুদ্ধায় প্রস্থানম্, মকর-ব্যূহনির্ম্মাণম্, পাণ্ডব-সৈন্যানামর্দ্ধচন্দ্রাকারা ব্যূহরচনা, যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সৈনাপত্যং তু সম্প্রাপ্য কর্ণো বৈকর্ত্তনস্তদা।
তথোক্তশ্চ বরং রাজ্ঞা স্নিগ্ধং ভ্রাতৃসমং বচঃ॥ ১
যোগমাজ্ঞাপ্য সেনানাময়াদিত্যোঽস্ত্যাদিতে তদা।
অকরোৎ কিং মহাপ্রাজ্ঞস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণস্য মতমাজ্ঞায় পুত্রাস্তে ভরতর্ষভ।
যোগমাজ্ঞাপয়ামাসুর্নন্দিভূর্য্যনুরঃসরম্॥ ৩
মহত্যপররাত্রে চ তব সৈন্যস্য মারিষ।
যোগো যোগেতি সহসা প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ॥ ৪
কল্পান্তাং নাগমুখ্যানাং রথানাঞ্চ বরূথিনাম্।
সনেহুষাং নরাণাঞ্চ বাজিনাঞ্চ বিশাম্পতে॥ ৫
ক্রোশতাং চৈব যোধানাং ত্বরিতানাং পরস্পরম্।

একাদশ অধ্যায়।

[কর্ণের সেনাপতিত্বে কৌরবসৈন্যের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান, মকর-ব্যূহনির্ম্মাণ এবং পাণ্ডবসৈন্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহরচনা ও যুদ্ধ আরম্ভ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেনাপতির পদ লাভ করিয়া যখন অতিশয় বুদ্ধিমান্ সূতনন্দন কর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল এবং যখন স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহপূর্ণ বাক্যে সম্ভাষণ করিল, সেই সময় সূর্য্যোদয়কালে সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিয়া কর্ণ কি করিল? ইহা তুমি আমাকে বল॥ ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণের মত জানিয়া আপনার পুত্রগণ আনন্দধ্বনি বাদ্যদুন্দুভির সহিত সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন॥ ৩

মাননীয় নরেশ! অত্যন্ত প্রাতঃকাল হইতেই আপনার সৈন্যদের মধ্যে 'প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও' এরূপ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল॥ ৪

প্রধানগণ! সজ্জিত শ্রেষ্ঠ হস্তিগণ, আবরণযুক্ত রথসকল, বর্ম্মধর মনুষ্যগণ ও যোজিত অশ্বসমূহের এবং ত্বরান্বিত যোদ্ধাদিগের পরস্পর আহ্বানসূচক অতিশয় তীব্র তুমুল কোলাহল

বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবস্পৃক্ সুমহাংস্তদা॥ ৬
ততঃ শ্বেতপতাকেন বলাকাবর্ণবাজিনা।
হেমপৃষ্ঠেন ধনুষা নাগকক্ষ্যেণ কেতুনা॥ ৭
তূণীরশতপূর্ণেন রথেন বরূথিনা
শতঘ্নীকিঙ্কিণীশক্তিশূলতোমরধারিণা॥ ৮
কার্ম্মুকৈরুপপন্নেন বিমলাদিত্যবর্চসা।
রথেনাতিপতাকেন সূতপুত্রোঽভ্যদৃশ্যত॥ ৯
আপতন্ বারিজং রাজন্ হেমজালবিভূষিতম্।
বিধূয়ানো মহচ্ছাপং কার্ত্তস্বরবিভূষিতম্॥ ১০
দৃষ্ট্বা কর্ণং মহেষ্বাসং রথস্থং রথিনাং বরম্।
তাদৃগন্যন্ন বিবোদ্ধব্যং তমো ঘোরং ভয়াবহম্॥ ১১
ন ভীষ্মবাসনং কেচিদ্রাপি দ্রোণস্য মারিষ।
মাদ্রেয়াঃ পুরুষব্যাঘ্র মেনিরে তত্র কৌরবাঃ॥ ১২

পর আকাশকেও পূর্ণ করিয়াছিল॥ ৫-৬

তদনন্তর সূতপুত্র কর্ণ নিজের সুবর্ণমালাভূষিত তেজস্বী ও সমুন্নত পতাকাশোভিত সুবর্ণোজ্জ্বল রথের দ্বারা যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন—ইহা দেখা গেল। তাঁহার সেই রথে শ্বেতবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল। বকের ন্যায় শুভ্রবর্ণের চারিটি অশ্ব এই রথে যোজিত ছিল। তাহার উপর একটি ধনু রাখা হইয়াছিল, যাহার পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। এই রথের পতাকার উপরে হস্তির বন্ধন-রজ্জু (চিহ্ন) অঙ্কিত ছিল। ইহাতে গদার সহিত শত শত তূণ রক্ষিত ছিল। রথের রক্ষার জন্য উপর দিয়া চর্ম্মের আবরণ সংযুক্ত ছিল। এই রথে শতঘ্নী, কিঙ্কিণী, শক্তি, শূল ও তোমর সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং এই রথ বহু ধনুতে পূর্ণ ছিল॥ ৭-৯

রাজন্! কর্ণ স্বর্গলাভে বিকৃষিত শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে নিজের সুবর্ণমণ্ডিত বিশাল ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতেছিলেন॥১০

পুরুষশ্রেষ্ঠ মাননীয় নরেশ! রথিগণের মধ্যে মুখ্য মহাধনুর্দ্ধর বীর কর্ণ রথের উপর বসিয়া উদয়কালীন সূর্য্যসদৃশ তম (দুঃখ বা অন্ধকার) নিবারণ করিতেছিলেন। ইঁহাকে দেখিয়া কোনও কৌরব ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য মহারথী বীরগণের মৃত্যুর দুঃখ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না॥ ১১-১২

ততস্তু বরয়ন্ যোধান্ শঙ্খশব্দেন মারিষ।
কর্ণো নিষ্কর্ষয়ামাস কৌরবাণাং মহদ্ বলম্ ॥ ১৩
ব্যূহং ব্যূহ্য মহেষ্বাসো মকরং শত্রুতাপনঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ তথা কর্ণঃ পাণ্ডবান্ বিজিগীষয়া ॥ ১৪
মকরস্য তু তুণ্ডে বৈ কর্ণো রাজন্ ব্যবস্থিতঃ।
নেত্রাভ্যাং শকুনিঃ শূরঃ উলূকশ্চ মহারথঃ ॥ ১৫
শ্রোণপুত্রস্তু শিরসি গ্রীবায়াং সহসোদরাঃ।
মধ্যে দুর্যোধনো রাজা বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ১৬
বামপার্শ্বে তু রাজেন্দ্র কৃতবর্মা ব্যবস্থিতঃ।
নারায়ণবলৈর্যুক্তো গোপালৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ ॥ ১৭
পাদে তু দক্ষিণে রাজন্ গৌতমঃ সত্যবিক্রমঃ।
ত্রিগর্তৈঃ সুমহেষ্বাসৈর্দাক্ষিণাত্যৈশ্চ সংবৃতঃ ॥ ১৮
অনুপাদে তু যো রাজন্ শল্যো ব্যবস্থিতঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্ধং মদ্রদেশসমুত্থয়া ॥ ১৯

দক্ষিণে তু মহারাজ সুযোধঃ সত্যসঙ্গরঃ।
বৃতো রথসহস্রেণ দন্তিনাঞ্চ ত্রিভিঃ শতৈঃ ॥ ২০
পুচ্ছে ভ্রাতরৌ মহাবীর্যৌ ভ্রাতরৌ পার্থিবৌ তথা।
চিত্রশ্চ চিত্রসেনশ্চ মহত্যা সেনয়া বৃতৌ ॥ ২১
তথা প্রয়াতে রাজেন্দ্র কর্ণে নরবরোত্তমে।
ধনঞ্জয়মভিপ্রেক্ষ্য ধর্মরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥ ২২
পশ্য পার্থ যথা সেনা ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সংবৃতে।
কর্ণেন বিহিতা বীর গুপ্তা বীরৈর্মহারথৈঃ ॥ ২৩
হতবীরতমা হ্যেষাং ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ।
কঙ্কসেষা মহাবাহো তূণৈস্তুল্যা মতা মম ॥ ২৪
একো হ্যত্র মহেষ্বাসঃ সূতপুত্রো বিরাজতে।
সদেবাসুর-গন্ধর্বৈঃ সকিন্নর-মহোরগৈঃ ॥ ২৫
চরাচরৈস্ত্রিভির্লোকৈর্যোঽজয্যো রথিনাং বরঃ।
তং হত্বাদ্য মহাবাহো বিজয়স্তব ফাল্গুন ॥ ২৬

মাতঃ! তৎপরে শঙ্খধ্বনির দ্বারা যোদ্ধাগণকে উত্তেজিত হইবার আদেশদান করত কর্ণ কৌরবদের বিশাল বাহিনীকে শিবির হইতে নিষ্কান্ত করাইলেন। ১৩

তাহার পর শত্রুসন্তাপক মহামহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণকে জয় করিবার ইচ্ছায় নিজ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা মকর-ব্যূহ নির্মাণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। ১৪

রাজন্! সেই মকর-ব্যূহের মুখভাগে স্বয়ং কর্ণ রহিলেন, নেত্রদ্বয়ের স্থানে বীরবর শকুনি ও মহারথী উলূক নিযুক্ত থাকিলেন। ১৫

শিরস্থানে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ও গ্রীবাস্থানে দুর্যোধনের সমস্ত ভ্রাতৃবৃন্দ অবস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যস্থানে (ধড়দেশে) বিশালসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্যোধন অবস্থিত রহিলেন। ১৬

রাজেন্দ্র! এই মকর-ব্যূহের বাম-পক্ষের স্থানে নারায়ণীসৈন্যের প্রভূতসংখ্যক গোপালগণের সহিত কৃতবর্মা যথাযথভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৭

রাজন্! ব্যূহের দক্ষিণ-পক্ষের স্থানে মহামহারথীর ত্রিগর্ত ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সত্যপরাক্রমী কৃপাচার্য রহিলেন। ১৮

বামপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে মদ্রদেশের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত স্বয়ং রাজা শল্য উপস্থিত ছিলেন। ১৯

মহারাজ! দক্ষিণপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে একসহস্র রথী ও তিন শত হস্তীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ সুযোধন অবস্থিত রহিলেন। ২০

ব্যূহের পুচ্ছভাগে মহাপরাক্রমশালী দুই ভ্রাতা রাজা চিত্র ও চিত্রসেন স্বীয় বিশাল সৈন্যের সহিত উপস্থিত ছিলেন॥ ২১

রাজেন্দ্র! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ এইভাবে যাত্রা করিলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন। ২২

বীর পার্থ! দেখ, এই সময় যুদ্ধস্থলে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সৈন্যরা কিরূপ অবস্থান রহিয়াছে! কর্ণ বীর মহারথীদিগের দ্বারা এই সৈন্যবাহিনীকে কিভাবে সুরক্ষিত করিয়াছে! ২৩

মহাবাহো! কৌরবগণের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীরগণ ত' নিহত হইয়াছেন। এখন ইহার কিছু সৈন্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই সময় ত' ইহাদিগকে আমার তৃণের ন্যায় মনে হইতেছে। ২৪

এই সৈন্যমধ্যে একমাত্র মহামহারথীর সূতপুত্র কর্ণ বিরাজমান আছে, যে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহাসর্প ও চরাচর প্রাণিগণের সহিত ত্রিলোকের সকল যোদ্ধা মিলিত হইয়াও যাহাকে জয় করিতে সমর্থ হবে না। মহাবাহু ফাল্গুন! আজ সেই কর্ণকে বধ করিয়া তোমার জয়লাভ হইবে এবং আমার হৃদয়ে বার বৎসর ধরিয়া যে শল্য বিদ্ধ

উদ্ভবন্ত ভবেচ্ছব্দো মম দ্বাদশবার্ষিকঃ।
এবং জ্ঞাত্বা মহাবাহো ব্যূহ ব্যূহ যথেচ্ছসি ॥ ২৭
ভ্রাতুরেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ ব্যূহেন প্রত্যব্যূহত তাং চমূম্ ॥ ২৮
বামপার্শ্বে তু তস্যাথ ভীমসেনো ব্যবস্থিতঃ।
দক্ষিণে চ মহেষ্বাসো ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৯
মধ্যে ব্যূহস্য রাজা তু পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্মরাজস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৩০
চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যুস্তথৌজসৌ।
পার্থেন সহতুর্যুদ্ধে পাল্যমানৌ কিরীটিনা ॥ ৩১
শেষা নৃপতয়ো বীরাঃ স্থিতা ব্যূহস্য সংশ্রিতাঃ।
যথাভাগং যথোৎসাহং যথাযত্নঞ্চ ভারত ॥ ৩২
এবমেতন্মহাব্যূহং ব্যূহ্য ভারত পাণ্ডবাঃ।
তাবকাশ্চ মহেষ্বাসা যুদ্ধায়ৈব মনো দধুঃ ॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা ব্যূঢ়াং তব চমূং সূতপুত্রেণ সংযুগে।

রহিয়াছে, তাহা উদ্ভত হইবে। মহাবাহো! তুমি ইহা অবগত হইয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপ ব্যূহ রচনা কর ॥ ২৬-২৭

ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্বেতবাহন পার্থনন্দন অর্জুন সেই কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিজের সৈন্যদের অর্ধচন্দ্রাকার-ব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ২৮

সেই ব্যূহের বামপার্শ্বে ভীমসেন ও দক্ষিণপার্শ্বে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিলেন। ইহার মধ্যভাগে রাজা যুধিষ্ঠির এবং পার্থনন্দন অর্জুন বিদ্যমান থাকিলেন। ধর্মরাজের পশ্চাতে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯-৩০

পাঞ্চাল মহারথী যুধামন্যু ও উত্তমৌজা অর্জুনের চক্ররক্ষক ছিলেন। কিরীটধারী অর্জুনকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ইহারা উভয়ে কখনও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ৩১

ভারত! অবশিষ্ট বীর নরপতিগণ কবচধারণ করত ব্যূহের বিভিন্ন ভাগে নিজেদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত রহিলেন ॥ ৩২

ভরতনন্দন! এইভাবে মহাব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডব ও আপনার মহাধনুর্ধর যোদ্ধারা যুদ্ধে মনঃসংযোগ করিলেন ॥ ৩৩

যুদ্ধস্থলে সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক ব্যূহরচনাপূর্বক অবস্থিত আপনার সৈন্যদিগকে দেখিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত দুর্যোধন তখন মনে করিতে লাগিলেন যে, অতঃপর পাণ্ডবেরা নিহত হইবে ॥ ৩৪

নিহতান্ পাণ্ডবান্ মেনে ধার্তরাষ্ট্রঃ সবান্ধবঃ ॥ ৩৪
তথৈব পাণ্ডবীং সেনাং ব্যূঢ়াং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ।
ধার্তরাষ্ট্রান্ হতান্ মেনে সকর্ণান্ বৈ জনাধিপঃ ॥ ৩৫
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানক-দুন্দুভিঃ।
ভিণ্ডিমাশ্চাপ্যহন্যন্ত বর্মরাশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৬
সেনয়োরুভয়ো রাজন্ প্রাবাদ্যন্ত মহাস্বনাঃ।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে শূরাণাং গুরুসৃঞ্জিনাম্ ॥ ৩৭
হয়হ্রেষিতশব্দাশ্চ বারণানাঞ্চ বৃংহিতাম্।
রথনেমিস্বনাশ্চোগ্রাঃ সমভূদ্ভুজনাদিপ ॥ ৩৮
ন শ্রোণবাসনং কিঞ্চিজ্জানীতে তত্র ভারত।
দৃষ্ট্বা কর্ণং মহেষ্বাসং মুখে ব্যূহস্য সংস্থিতম্ ॥ ৩৯
উভে সৈন্যে মহারাজ প্রহৃষ্টনরসঙ্কুলে।
যোদ্ধুকামে স্থিতে রাজন্ হর্ষমস্যোজমোজসা ॥ ৪০
তত্র যত্তৌ যুদাংবরৌ দৃষ্ট্বাঽন্যোন্যং ব্যবস্থিতৌ।
অনীকমথো রাজেন্দ্র চেরতুঃ কর্ণ-পাণ্ডবৌ ॥ ৪১

সেইভাবে পাণ্ডবসৈন্যের ব্যূহ দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও কর্ণসহ আপনার সকল পুত্রকে নিহত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

রাজন্! তদনন্তর উভয় সৈন্যের মধ্যে চারিদিক্ হইতে মহাশব্দকারী শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, দুন্দুভি এবং ঝাঁঝর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে থাকিল। নানা চামরকুল গর্জিত হইতে ছিল। এইরূপে ঘমাংসলোভী বীরদের ঘোষাগণের সিংহনাদও হইতে লাগিল ॥ ৩৬-৩৭

অনেশ্বর! অশ্বগণের হ্রেষারব, হস্তীদিগের চীৎকার এবং রথচক্রসকলের ঘর্ঘর ভয়ঙ্কর শব্দ উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ৩৮

ভারত! ব্যূহের প্রধানদ্বারে কবচধারণপূর্বক মহাধনুর্ধর কর্ণকে অবস্থিত দেখিয়া কোনও সৈন্যই শ্রোণাচার্যের নিধনজনিত দুঃখ অনুভব করিল না ॥ ৩৯

মহারাজ! এই উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী হর্ষোৎফুল্ল মনুষ্যগণে পূর্ণ ছিল। রাজন্! ইহারা বলপূর্বক পরস্পরকে ধ্বংস করিতে ও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধস্থলে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪০

রাজেন্দ্র! সেখানে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সাবধানতার সহিত পরস্পরকে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিজ নিজ সৈন্যমধ্যে কর্ণ ও পার্থনন্দন অর্জুন বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

নৃত্যমানে চ তে সেনে সমেয়াতাং পরস্পরম্।
ততঃ প্রবর্ততে যুদ্ধং নর-বারণ-বাজিনাম্।

যখনোক্ত মহারাজ অন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্। ৯৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি ব্যূহনির্মাণে একাদশোঽধ্যায়ঃ। ১১

সেই উভয় পক্ষের সৈন্যরাই যেন পরস্পর নৃত্য করিতে করিতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল। যুদ্ধ করিতে অভিলাষী বীর যোদ্ধারা উভয় ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষসমূহ হইতে বাহির হইতে লাগিল ॥ ৯২

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যূহনির্মাণবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

মহারাজ! তদনন্তর পরস্পরকে আঘাতকারী অশ্ব, হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের মধ্যে তখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৯৩

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, ভীমসেনেন ক্ষেমধূর্তেবধশ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।

তে সেনেহন্যোন্যমাসাদ্য প্রহৃষ্টাশ্ব-নর-দ্বিপে।
বহব্যো সম্প্রজগ্মাতে দেবাসুরসমপ্রভে। ১

ততো নর-রথাশ্বেভ্যঃ পত্ত্যুষ্ট্রোগ্রিক্রমাঃ
সম্প্রহারান্ ভৃশং চক্রুর্দেহপাপ্মানুনাশনান্। ২

পূর্ণচন্দ্রার্কপদ্মানাং কান্তিভির্গন্ধতঃ সমৈঃ।
উত্তমাঙ্গৈর্নিহানাং দ্যাং তাম্রতাম্রৈরলঙ্কৃতাম্। ৩

অর্ধচন্দ্রৈস্তথা ভল্লৈঃ ক্ষুরৈশ্চৈবাসিপট্টিশৈঃ
পরশ্বধৈশ্চাপাকৃত্তৈর্ভুজাগ্রাণি যুধাং তাম্। ৪

ব্যায়তায়তবাহূনাং ব্যায়তায়তবাহুভিঃ।
বাহবঃ পাতিতা রেজুর্বধ্যাঃ সানুবাঙ্গদাঃ। ৫

তৈঃ স্ফুরদ্ভির্মহী ভাতি রক্তাঙ্গুলিতলৈস্তথা।
পঙ্কজপ্রহিতৈরুগ্রৈঃ পদ্মাদ্যৈরুরগৈরিব। ৬

দ্বিরদ-স্যন্দনাশ্বেভ্যঃ পেতুর্বীরা দ্বিষদ্ধতাঃ।
বিমানেভ্যো যথা ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গসদস্তথা। ৭

সদাভিরক্তে গুর্বীভিঃ পরিঘৈর্মুসলৈরপি।
পোথিতাঃ শতশঃ পেতুর্বীরা বীরতরে রণে। ৮

রথা রথৈর্বিমথিতা মত্তা মত্তৈর্দ্বিপা দ্বিপৈঃ।
সাদিনঃ সাদিভিশ্চৈব তস্মিন্ পরমসঙ্কুলে। ৯

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! সেই উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ অতিশয় হৃষ্ট ছিল। দেবতা ও অসুরগণের ন্যায় প্রকাশমান সেই দুই বিশাল সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইয়া অস্ত্রসকলের প্রহার আরম্ভ করিল। ১

তাহার পর তদনন্তর পরাক্রমশালী রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যরা শরীর, প্রাণ ও পাপসকলের বিনাশকর প্রচণ্ড প্রহার করিতে লাগিল ॥ ২

অস্ত্রগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরগণ বিপক্ষীয় পুরুষসিংহ বীরগণের মস্তক ছেদন করত ভূপাতিত করিলে তাহাদের দ্বারা ধরাতল আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। উহাদের সেই সব মস্তক পূর্ণচন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় কান্তিমান্ এবং কমলদলের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ছিল ॥ ৩

অর্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরাস্ত্র, বল্লা, পট্টিশ এবং পরশুসকলের দ্বারা যোদ্ধারা যুদ্ধরত অপর পক্ষের সৈন্যগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ৪

হৃষ্ট-পুষ্ট ও দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট বীরগণ হৃষ্ট-পুষ্ট এবং দীর্ঘ বাহুধারী যোদ্ধাদের বাহুসকল ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন। তখনও এই সকল বাহু অস্ত্র ও অঙ্গদসমূহে শোভা পাইতেছিল। ৫

যাহাদের হস্ততল ও অঙ্গুলিসমূহ রক্তবর্ণ ছিল, প্রস্ফুরিত হইতে হইতে (ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) এই সব বাহু দ্বারা রণভূমির সেইরূপ শোভা হইতেছিল, যেরূপ গরুড়কর্তৃক নিপাতিত ভয়ঙ্কর পঞ্চমুখ সর্পগণ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। ৬

অস্ত্রদের দ্বারা নিহত বীর যোদ্ধারা হাতী, রথ ও অশ্বসকল হইতে সেইভাবে পতিত হইতেছিল, যেরূপ স্বর্গবাসী জীবগণ পুণ্য ক্ষীণ হইবার পর সেখানকার বিমানসমূহ হইতে পতিত হইয়া থাকে। ৭

অন্য বহু বীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের দ্বারা ভারী গদা, পরিঘ ও মুষলসমূহে বিদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল। ৮

সেই তুমুল ব্যাপক যুদ্ধে রথসমূহ রথসকলকে মথিত করিল;

রথৈর্নরা রথা নাগৈরশ্বারোহাশ্চ পত্তিভিঃ।
অশ্বারোহৈঃ পদাতাশ্চ নিহতা যুধি শেরতে ॥ ১০
রথাশ্ব-পত্তয়ো নাগৈ রথাশ্বেভাশ্চ পত্তিভিঃ।
রথপত্তিদ্বিপাশ্চাশ্বৈ রথৈশ্চাপি নর-দ্বিপাঃ ॥ ১১
রথাশ্বেভ-নরাণাং তু নরাশ্বেভ-রথৈঃ কৃতম্।
পাণি-পাদৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ রথৈশ্চ কদনং মহৎ ॥ ১২
তথা তস্মিন্ বলে শূরৈর্ধ্বাময়ে হন্যমানেঽপি চ।
অস্মানভ্যাযযুঃ পার্থা বৃকোদরপুরোগমাঃ ॥ ১৩
বৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রাবিড়ৈঃ সৈনিকৈঃ সহ ॥ ১৪
বৃতা ব্যূহেন মহতা পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ।
ব্যূঢ়োরস্কা দীর্ঘভুজাঃ প্রাংশবঃ পৃথুলোচনাঃ ॥ ১৫
আপীড়িনো রক্তদন্তা মত্তমাতঙ্গবিক্রমাঃ।
নানাবিরাগবসনা গন্ধচূর্ণাবচূর্ণিতাঃ ॥ ১৬
বদ্ধাসঙ্গাঃ পাশহস্তা বারণ-প্রতিবারণাঃ।
সমানমৃত্যবো রাজন্ নাত্যজন্ত পরস্পরম্ ॥ ১৭
কলাপিনশ্চাপহস্তা দীর্ঘকেশাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পত্তয়ঃ সাদিনশ্চান্যে ঘোররূপপরাক্রমাঃ ॥ ১৮
অথাপরে পুনঃ শূরাশ্চোদ-পাকাল-কেকয়াঃ।
কারূষাঃ কোসলাঃ কাশ্যা মাগধাশ্চাপি দুদ্রুবুঃ ॥ ১৯
তেষাং রথাশ্ব-নাগাশ্চ প্রবরাশ্চোগ্রপত্তয়ঃ।
নানাবাদ্যধরৈর্ষ্টা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ ॥ ২০
তস্য সৈন্যস্য মহতো মহামাত্রৈরধৃষ্টিঃ।
মধ্যে বৃকোদরোঽত্যাহাং বলীয়ান নাগধূর্গতঃ ॥ ২১
সনাগপ্রবরোঽত্যুগ্রো বিদিরং কম্পিতো নদন্।
উন্মাত্তাগ্র্যাভবদ্ যথা দৃষ্টিঃ ভাস্করম্ ॥ ২২

বলবন্ত হস্তীরা যখন হস্তীদিগকে ধরাশায়ী করিল এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে মার্দন করিয়া ফেলিল ॥

রথী যোদ্ধাগণের দ্বারা নিহত পদাতি মনুষ্যরা, হস্তীদিগের দ্বারা বিনষ্ট রথ ও রথীরা, পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা নিহত অশ্বারোহী ও অশ্বারোহীদের দ্বারা নিহত পদাতি সৈন্যরা সেই যুদ্ধভূমিতে শয়ন করিয়া রহিল ॥ ১০

গজ ও গজারোহীরা রথারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধাদিগকে নিহত করিল, পদাতি সৈন্যগণ রথারোহী, অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈন্যগণকে বধ করিল এবং রথারোহী যোদ্ধারা পদাতি ও গজারোহী সৈন্যদিগকে বিনাশ করিল ॥ ১১

পদাতি, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথারোহী যোদ্ধারা রথারোহী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিসৈন্যদের হস্ত, পদ, অস্ত্র এবং রথসকলের দ্বারা অতিশয় সংহার করিতে লাগিল ॥ ১২

এইভাবে যখন বীর সৈন্যদের দ্বারা সেই সৈন্যরা নিহতপ্রায় ও নিহত হইতে থাকিল, তখন কুন্তীর পুত্রগণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রাবিড় সৈন্যদের সহিত মহাব্যূহে পরিবেষ্টিত পাণ্ড্য, চোল ও কেরল সৈন্যরা বাহিত হইলেন।

এই সকল সৈন্যের বক্ষ বিশাল, বাহু ও নয়ন দীর্ঘ ছিল। ইঁহারা সকলেই উচ্চ ছিলেন। ইঁহারা নানাপ্রকার শিরোভূষণ ও হার ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বস্ত্র রক্তবর্ণের ছিল এবং ইঁহারা মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন।

ইঁহারা রণক্ষেত্রে বাহুত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং বিশ্ব বিশ্ব অঙ্গে সুগন্ধিত চূর্ণ মাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের কটিদেশে তরবারি ঝুলিতেছিল, ইঁহাদের হাতে পাশ ছিল এবং ইঁহারা হস্তীদিগকেও বধ করিতে পারিতেন।

রাজন্! এইসকল সৈন্য সমানভাবে মৃত্যুবরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। ইঁহারা যুদ্ধে মরণপণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের হস্তে বহু শোভা পাইতেছিল। ইঁহাদের কেশরাশি লম্বা ছিল এবং ইঁহারা প্রিয়ভাষী ছিলেন। অন্যান্য পদাতি এবং অশ্বারোহী সৈন্যরাও অতিশয় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ছিলেন ॥ ১৪-১৮

তদনন্তর পুনরায় অপর বীর চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, কারূষ, কোশল, কাশীনিবাসী ও মগধদেশের সৈন্যরাও আমাদের উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৯

ইঁহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তী সর্বোত্তম ছিল। পদাতি সৈন্যরাও অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ইঁহারা নানাপ্রকার বাদ্যকারী ব্যক্তিদিগের সহিত হৃষ্টচিত্তে নৃত্য ও হাস্য করিতেছিলেন ॥ ২০

সেই বিশাল সৈন্যের মধ্যভাগে হাতীর পৃষ্ঠে উপবেশন করত শ্রেষ্ঠ মাহুতগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন আপনার সৈন্যদের দিকে আসিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গজযুদ্ধকে বিধি অনুসারে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহাতে এই হস্তী যুদ্ধোপযোগী মুক্ত উদয়াচলের উত্তুঙ্গ শিখরসদৃশ সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২২

তস্যায়সং বর্ম বরং বরত্রবিভূষিতম্।
তারাব্যাপ্তস্য নভসঃ শারদস্য সমদ্যুতিম্ ॥ ২৩
স তোমরব্যগ্রকরশ্চারুমৌলিঃ স্বলঙ্কৃতঃ।
শরদ্বন্মিনার্কাভস্তেজসা ব্যদহদ্ রিপূন্ ॥ ২৪
তং দৃষ্ট্বা দ্বিরদং দূরাৎ ক্ষেমধূর্তিদ্বিপস্থিতঃ।
আহ্বয়ন্নভিদুদ্রাব প্রমনাঃ প্রমনস্তরম্ ॥ ২৫
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং দ্বিপয়োরুপ্রকম্পয়োঃ।
যদৃচ্ছয়া দ্রুমবতোর্মলাপর্বতয়োরিব ॥ ২৬
সংসক্তনাগৌ তৌ বীরৌ তোমরৈরিতরেতরম্।
বলবৎ সুধারম্যাভৈস্ত্বিষ্যান্যোন্যং বিনেদতুঃ ॥ ২৭
ব্যপসৃত্য তু নাগাভ্যাং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ
প্রযুদ্ধ চোভৌ যমুনী তত্রতুর্যে পরস্পরম্। ২৮
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতরবৈর্বাণশব্দৈস্তু সর্বতঃ।
তৌ জনং হর্ষয়ন্তৌ চ সিংহনাদং প্রচক্রতুঃ ॥ ২৯

সমুদ্যতবরাভ্যাং তৌ দ্বিপাভ্যাং কৃতিনাবুভৌ।
বাতোদ্ধূতপতাকাভ্যাং যুযুধাতে মহাবলৌ ॥ ৩০
তাবন্যোন্যস্য যমুনী ছিত্বান্যোন্যং বিনেদতুঃ।
শক্তি-তোমরবর্ষেণ প্রাবৃণ্মেঘাবিবাম্বুভিঃ ॥ ৩১
ক্ষেমধূর্তিস্তদা ভীমং তোমরেণ জনাধিপ।
নিবিভেদাতিবেগেন বজ্রভিন্নাগ্রপর্বণা ॥ ৩২
স ভীমসেনঃ ক্রুদ্ধস্তু তোমরৈরঙ্গবাহিভিঃ।
ক্রোধদীপ্তবপুর্মেঘৈঃ সপ্তসপ্তিরিবাংশুমান্ ॥ ৩৩
ততো ভাস্করবর্ণেন রুক্মযোগেন রংহসা।
সসর্জ তোমরং ভীমঃ প্রত্যমিত্রায় বলবান্ ॥ ৩৪
তত্তঃ কুলূতাধিপতিস্তাপয়ানস্য সায়কৈঃ।
দশভিস্তোমরং ভিত্ত্বা ষষ্ঠ্যা বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩৫
অথ কার্মুকমাদায় ভীমো জলদনিঃস্বনম্।
বিপোরভ্যহরদ্ বাণমুদ্যন্ পাণ্ডবঃ শরৈঃ ॥ ৩৬

ঊহার সৌষ্ঠবনির্মিত উত্তম বর্ম শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া নক্ষত্রপথে পরিবৃত শরৎকালীন আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ২৩

সুন্দর মুকুট ও আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া তিনি তোমর ধারণ করত শরৎকালে উদয়াচল সূর্যসদৃশ প্রকাশিত সেই ভীমসেন বীর হইতে শত্রুসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তাঁহার সেই চাতীকে দূর হইতে দেখিয়া হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাবল ক্ষেমমূর্তি মহামনস্বী ভীমসেনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৫

যেরূপ বৃক্ষসমূহে পূর্ণ দুইটি বিশাল পর্বত স্বৈরেচ্ছায় পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাদৃশ তমালের তুল্যকারী দুই গজরাজের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৬

যাঁহাদের হস্তিদ্বয় পরস্পর যুদ্ধে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে, সেই দুই বীর ক্ষেমমূর্তি ও ভীমসেন সূর্যতুল্য তেজীয়ান তোমর সমূহের দ্বারা পরস্পরকে সবলে বিদীর্ণ করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তাঁহাদের হস্তিদ্বয়ের দ্বারা পশ্চাদপসরণ করিয়া ইঁহারা উভয়ে মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের উপর বাণপ্রহার করিতে থাকিলেন ॥ ২৮

গর্জন, বাহুর আস্ফোটন ও বাণসমূহের শব্দে চতুর্দিকের লোকদিগকে হর্ষপ্রদান করিতে থাকিয়া তাঁহারা সিংহনাদ করিতেছিলেন ॥ ২৯

এই দুই মহাবল ও বিশাল যোদ্ধা শত্রু উত্তোলনকারী উত্তম হস্তিদ্বারা যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই সময় ঐ হস্তিদ্বয়ের উপরে স্থাপিত পতাকা বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইতেছিল ॥ ৩০

যেরূপ বর্ষাকালে দুই খণ্ড মেঘ জলবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি ও তোমরসমূহের দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ ছেদন করত তাঁহারা উভয়েই তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

এই সময় ক্ষেমমূর্তি ভীমসেনের বক্ষে তীব্রবেগে একটি তোমরের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তারপর গর্জন করিতে করিতে তাঁহার উপর আরও চারটি তোমর প্রহার করিলেন ॥ ৩২

ক্রোধে উদ্দীপ্তদেহ ভীমসেন সূর্যতুল্য তেজীয়ান এবং গরুত্মান্ একটি সৌবর্ণ তোমর নিজ শত্রু ক্ষেমমূর্তির উপর বলসহকারে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৩

ইহা দেখিয়া মূলতঃ সূর্যের ন্যায় ক্ষেমমূর্তি নিজ বহু বল প্রকাশ করত দশটি বাণের দ্বারা সেই তোমরকে ছেদন করিলেন এবং ষাটটি বাণ প্রহার করিয়া ভীমসেনকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

তারপর গর্জন করিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন মেঘগর্জনতুল্য গম্ভীর শব্দকারী নিজের বহু লইয়া বাণসমূহের দ্বারা শত্রু ক্ষেমমূর্তির চাতীটিকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

স শরৌঘার্দিতো নাগো ভীমসেনেন সংযুগে।
বৃদ্ধমাগোঽপি নাতিষ্ঠদ্ বাতোদ্ধূত ইবাম্বুদঃ ॥ ৩৭
তমন্ত্যধাবদ্ ত্বিরদং ভীমো ভীমস্য নাগরাট্।
মহাবাতেরিতং মেঘং বাতোদ্ধূত ইবাম্বুদঃ ॥ ৩৮
সন্নিবার্য্যাত্মনো নাগং ক্ষেমধূর্তিঃ প্রতাপবান্।
বিব্যাধাভিক্রমন্তং বাণৈর্ভীমসেনস্য কুঞ্জরম্ ॥ ৩৯
ততঃ সাধুবিসৃষ্টেন ক্ষুরেণানতপর্বণা।
ছিত্ত্বা শরাসনং শত্রোর্নাগমামিত্রমার্দয়ৎ ॥ ৪০
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ ক্ষেমধূর্তিঃ পরাস্তিনং।
জঘান চাস্য ত্বিরদং নারাচৈঃ সর্বমর্মসু ॥ ৪১
স পপাত মহানাগো ভীমসেনস্য ভারত।
পুরা নাগস্য পতনাদবপ্লুত্য স্থিতো মহীম্ ॥ ৪২
তস্য ভীমোঽপি ত্বিরদং গদয়া সমপোথয়ৎ।
তস্মাৎ প্রমথিতান্নাগাৎ ক্ষেমধূর্তিরমন্যত ॥ ৪৩
উদ্যতায়ুধমায়ান্তং গদয়াহন্ বৃকোদরঃ।
স পপাত হতঃ সার্দিব্যাদুত্তমভিতো দ্বিপম্ ॥ ৪৪
বজ্রপ্রহারমথনাৎ লিংহো বজ্রহতো যথা।
তং হতং নৃপতিং দৃষ্ট্বা কুলূতানাং বলঙ্করম্।
প্রাদ্রবদ্ বাধিতা সেনা ত্বদীয়া ভরতর্ষভ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ক্ষেমধূর্তিবধে
দ্বাদশোঽধ্যায় ॥ ১২

যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই গজরাজ বায়ুদ্বারা উজ্জীয়মান মেঘের ন্যায় বারংবার ইতস্ততঃ হইতে থাকিলেও রণাঙ্গনে থাকিতে পারিল না ॥ ৩৭

যেরূপ প্রবল বায়ু উজ্জীয়মান মেঘের পশ্চাতে পশ্চাতে বায়ু-প্রেরিত অন্য মেঘসকল গমন করিতে থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর গজরাজ ক্ষেমধূর্তির সেই হাতীর পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮

সেই সময় প্রতাপশালী ক্ষেমধূর্তি নিজ হাতীকে কোনরূপে রক্ষা করিয়া সম্মুখে আগত ভীমসেনের হাতীকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৯

তাহার পর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত আনতপর্বযুক্ত একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা ভীমসেন শত্রু ক্ষেমধূর্তির ধনু ছেদন করত তাঁহার হাতীকে তীব্রভাবে পীড়িত করিলেন ॥ ৪০

তখন ক্ষেমধূর্তি ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে ভীমসেনকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং বহু নারাচের দ্বারা তাঁহার হাতীরও সকল মর্মস্থানে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহাতে ভীমসেনের বিশাল গজরাজ ধরাতলে পতিত হইল। ইহার পতনের পূর্বেই ভীমসেন লম্ফপ্রদান করত ভূমিতে অবস্থিত হইলেন ॥ ৪২

তদনন্তর ভীমসেনও স্বীয় গদার দ্বারা ক্ষেমধূর্তির হাতীকে বিনাশ করিলেন। তারপর যখন সেই নিহত হাতী হইতে লম্ফপ্রদান পূর্বক তরবারি উত্তোলিত করিয়া ক্ষেমধূর্তি সম্মুখভাগে আসিতে লাগিলেন, তখন ভীমসেন তাঁহার উপরেও গদার প্রহার করিলেন। গদার আঘাতে তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল এবং তিনি তরবারিসহ নিজের হাতীর পার্শ্বেই পতিত হইলেন ॥ ৪৩-৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বজ্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পতিত পর্বতের নিকটে বজ্রাহত সিংহ পতিত হয়, সেইরূপ সেই হাতীর নিকটে ক্ষেমধূর্তি ধরাশায়ী হইলেন। কুলূতদেশের যশোবর্ধক রাজা ক্ষেমধূর্তি নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যগণ বাধিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ক্ষেমধূর্তির বধবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলঃ সংগ্রামঃ, সাত্যকিনা বিন্দানুবিন্দয়োর্বধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ কর্ণো মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
জঘান সমরে শূরঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১

তথৈব পাণ্ডবা রাজংস্তবপুত্রস্য বাহিনীম্।
কর্ণস্য প্রমুখে ক্রুদ্ধা নিজঘ্নুস্তে মহারথাঃ ॥ ২

কর্ণোঽপি রাজন্ সমরে ব্যধমৎ পাণ্ডবীং চমূম্।
নারাচৈরর্করশ্ম্যাভৈঃ স্বর্ণপুঙ্খপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ৩

তত্র ভারত কর্ণেন নারাচৈস্তাড়িতা গজাঃ।
নেদুঃ সেদুশ্চ মমুশ্চ বভ্রমুশ্চ দিশো দশ ॥৪

বধ্যমানে বলে তস্মিন্ সূতপুত্রেণ মারিষ।
নকুলোঽভ্যদ্রবৎ তূর্ণং সূতপুত্রং মহারণে ॥ ৫

ভীমসেনস্তথা ক্রৌধিং কুর্বাণঃ কর্ম দুষ্করম্

বিন্দানুবিন্দৌ কৈকেয়ৌ সাত্যকিং সমবারয়ৎ ॥৬

ক্রুদ্ধকর্মাণমায়ান্তং চিত্রসেনো মহীপতিঃ।
প্রতিবিন্ধ্যস্তথা চিত্রং চিত্রকেতন-কার্মুকম্ ॥ ৭

দুর্যোধনস্তু রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
সংশপ্তকগণান্ ক্রুদ্ধো দ্রুত্যাবদ্ বলবত্তরঃ ॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃপেণাথ তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে।
শিখণ্ডী কৃতবর্মাণং সমাসাদয়দচ্যুতম্ ॥ ৯

শ্রুতকীর্তিস্তথা শল্যং মাদ্রীপুত্রঃ সুতং তব।
দুঃশাসনং মহারাজ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০

কৈকেয়ৌ সাত্যকিং যুদ্ধে শরবর্ষেণ ভারত।
সাত্যকিঃ কেকয়ৌ চাপি ছাদয়ামাস ভারত ॥ ১১

তাবেনং ভ্রাতরৌ বীরৌ ভস্মকুর্দ্ধরয়ে ভৃশম্।
বিন্দাপাভ্যাং তথা নাগৌ প্রতিনাগং মহাবনে ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল সংগ্রাম এবং সাত্যকিকর্তৃক বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর বীরবর কর্ণ স্বর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে পাণ্ডবসৈন্যগণের সংহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১

রাজন্! এইরূপ ক্রুদ্ধ মহারথী পাণ্ডবগণও কর্ণের সম্মুখেই আপনার পুত্রের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে থাকিলেন ॥ ২

মহারাজ! কর্ণের নারাচসমূহ কর্ণকারগণের দ্বারা মার্জিত করা হইয়াছিল, সেইজন্য সূর্য্যের কিরণাবলির ন্যায় চকচক্ করিতেছিল। এই সকল নারাচের দ্বারা তিনিও পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

ভরতসত্তম! সেখানে কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত নারাচসকলের প্রহারে দলে দলে হস্তীরা চীৎকার করিতে, অবসন্ন হইয়া যাইতে, মলিনতাপ্রাপ্ত হইতে এবং দশদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ॥৪

মানবীয় নরেন্দ্র! সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক সেই মহাসমরে যখন নিজ সৈন্যরা নিহত হইতে থাকিল, তখন নকুল অভিসত্বর কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫

ভীমসেন দুষ্কর কর্ম করিতে থাকিয়া অশ্বত্থামাকে প্রতিরোধ করিলেন এবং সাত্যকি কেকয়দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন ॥ ৬

সম্মুখে আগত শ্রুতকর্মাকে রাজা চিত্রসেন প্রতিষেধ করিলেন এবং প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্র ধনুর্বিদ্যা ও বিচিত্র ধনুযুক্ত চিত্রকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭

দুর্যোধন ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের উপর এবং ক্রুদ্ধ বলবত্তর সংশপ্তকগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮

মুখ্য মুখ্য বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধ হইতে অবিচ্যুত কৃতবর্মাকে শিখণ্ডী সম্মুখসমরে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯

মহারাজ! শ্রুতকীর্তি শল্যের উপর এবং প্রতাপশালী মাদ্রীনন্দন সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১০

হে ভারত! দুই কেকয়রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ যুদ্ধে সমুজ্জ্বল বাণসমূহ বর্ষণ করত সাত্যকিকে ও সাত্যকি উভয় কেকয়রাজকুমারকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ১১

যেরূপ বিশাল বনে দুই হাতী নিজ বিরোধী হাতীর উপরে দন্তদ্বয়ের দ্বারা আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকির বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১২

শরসন্ধিরবমাণৌ তাবুভৌ ভ্রাতরৌ রণে
সাত্যকিং সত্যকর্মাণং রাজন্ বিব্যধতুঃ শরৈঃ ॥ ১৩
তৌ সাত্যকির্মহারাজ প্রহসন্ সর্বতো দিশঃ।
ছাদয়ন্ শরবর্ষেণ বারয়ামাস ভারত ॥ ১৪
বার্য্যমাণৌ ততস্তৌ হি শৈনেয়শরবৃষ্টিভিঃ।
শৈনেয়স্য রথং তূর্ণং ছাদয়ামাসতুঃ শরৈঃ ॥ ১৫
তয়োস্তু ধনুষী চিত্রে ছিত্ত্বা শৌরির্মহাযশাঃ।
অথ তৌ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্বারয়ামাস সংযুগে ॥ ১৬
অথান্যে ধনুষী চিত্রে প্রগৃহ্য চ মহাশরান্।
সাত্যকিং ছাদয়ন্তৌ তৌ চেরতুর্ণঘু ষ্ঠু চ ॥ ১৭
তাভ্যাং মুক্তা মহাবাণাঃ কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
দ্যোতয়ন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্পেতুঃ স্বর্ণভূষণাঃ ॥ ১৮
বাণান্ধকারমভবৎ তদ্ঘো রাজন্ মহাসুধে।
অন্যোন্যস্য ধনুশ্চৈব চিচ্ছিদুস্তে মহারথাঃ ॥ ১৯
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ সাবতো বৃষ্ণ্যন্ধকঃ।
ধনুরন্যৎ সমাদায় সজ্যং কৃত্বা চ সংযুগে ॥ ২০
কুরুবৃদ্ধেন সুতাক্ষেন মন্ত্রবিদ্দশিরোঽহরৎ।
অপতৎ তচ্ছিরো রাজন্ কুণ্ডলোপচিতং মহৎ ॥ ২১
শঙ্খরস্য শিরো যদ্বন্নিহতস্য মহারণে।
শোচয়ন্ কেকয়ান্ সর্বান্ জগামাস্তং বসুন্ধরাম্ ॥ ২২
তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূরং ভ্রাতা তস্য মহারথঃ।
সজ্যমন্যদ্ ধনুঃ কৃত্বা শৈনেয়ঃ পর্যবারয়ৎ ॥ ২৩
স তদ্বা সাত্যকিং বিদ্ধ্বা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ননাদ বলবন্নাদং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ২৪
সাত্যকিস্তু ততস্তূর্ণং কেকয়ানাং মহারথঃ।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বিব্যাধোরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৫
স শরৈঃ ক্ষতসর্বাঙ্গঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
ররাজ সমরে রাজন্ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ ॥ ২৬
সাত্যকিঃ সমরে বিদ্ধঃ কৈকেয়েন মহাত্মনা।
কৈকেয়ং পঞ্চবিংশত্যা বিব্যাধ প্রহসন্নিব ॥ ২৭

রাজন্! এই দুই বীরের কার্য্য বাস্তবিক ইতরের হইয়া গিয়াছিল, তথাপি দুই ভ্রাতা রণস্থলে সত্যকর্ম্মা সাত্যকিকে বাণসকলের দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! ভরতনন্দন! সাত্যকি হাস্য করিতে করিতেই সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে স্বীয় বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করত এই দুই ভ্রাতাকে প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

সাত্যকির বাণবর্ষণে অবরুদ্ধ ইঁহারা উভয়ে দ্রুত বাণবর্ষণ করিয়া শিনিপৌত্র সাত্যকির রথকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ১৫

তখন মহাযশস্বী সাত্যকি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা সেই দুই ভ্রাতার বিচিত্র ধনু ছেদন করত বলপূর্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৬

তাহার পর এই দুই ভ্রাতা বিন্দ ও অনুবিন্দ অন্য বিচিত্র ধনু ও উত্তম বাণগ্রহণ পূর্বক সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে সুখর এবং দ্রুত গতিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

ইঁহাদের উভয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত, স্বর্ণভূষিত এবং কঙ্ক ও ময়ূরের পক্ষে সুশোভিত মহাবাণসকল চারিদিককে উদ্ভাসিত করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৮

রাজন্! সেই মহাসমরে এই দুই বীরের বাণসমূহের দ্বারা সব কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিন মহারথী বীরই পরস্পর ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১৯

মহারাজ! তাহার পর বৃষ্ণ্যন্ধক সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য একটি ধনু লইয়া তাহাতে গুণ আরোপণ করত একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা অনুবিন্দের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

রাজন্! সেই মহাসমরে নিহত অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত বিশাল মস্তক শঙ্খরাজের মস্তকের ন্যায় ছিন্ন হইয়া পতিত হইল এবং সমস্ত কেকয়-যোদ্ধাদিগকে শোকগ্রস্ত করত ধরাতল প্রাপ্ত হইল ॥ ২০-২২

বীরবর অনুবিন্দকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহার মহারথী বীর ভ্রাতা বিন্দ নিজের রথে শত্রুযোজনপূর্বক সাত্যকিকে চারিদিকে আবৃত করিলেন ॥ ২৩

তিনি শিলাশাণিত ও সুবর্ণপঙ্খযুক্ত বাইটি বাণের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করত সবলে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২৪

তদনন্তর কেকয়-মহারথী বিন্দ অভিক্রুদ্ধ সাত্যকির দুই বাহু ও বক্ষে কয়েক হাজার বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সমরাঙ্গণে এই সকল বাণে সত্যপরাক্রমী সাত্যকির সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তাপ্লুত হইল এবং তিনি তখন বিকশিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৬

মহাত্মা কেকয়রাজকুমার বিন্দকর্তৃক রণাঙ্গনে আহত হইয়া সাত্যকি হাস্য করিতে করিতে পাঁচটি বাণের দ্বারা কেকয়-রাজপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৭

তাবন্যোন্যস্য সমরে সংছিন্ধা ধনুষী তদা ।
হত্বা চ সারথী তূর্ণং হয়াংশ্চ রথিনাং বরৌ ॥ ২৮
বিরথাবসিযুদ্ধায় সমাজগ্মতুরাহবে ।
শতচন্দ্রচিত্রে গৃহ্য চর্মণী সুভূশৌ তথা ॥ ২৯
ব্যরোচেতাং মহারঙ্গে নিস্ত্রিংশবরধারিণৌ ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে জম্ভ-শক্রৌ মহাবলৌ ॥ ৩০
মণ্ডলানি তদন্যোন্যে তু বিচরন্তৌ মহারণে ।
অন্যোন্যমভিতস্তূর্ণং সমাজগ্মতুরাহবে ॥ ৩১
অন্যোন্যস্য বধে চৈব চক্রতুর্যত্নমুত্তমম্ ।
কৈকেয়স্য দ্বিধা চর্ম তদাচ্ছিনৎ সাত্বতঃ ॥ ৩২
সাত্যকেস্তু তথৈবাসৌ চর্ম চিচ্ছেদ পার্থিবঃ ।
চর্ম ছিত্ত্বা তু কৈকেয়স্তারাগণশতৈর্বৃতম্ ॥ ৩৩
চচার মণ্ডলান্যেব গতপ্রত্যাগতানি চ ।
তং চরন্তং মহারঙ্গে নিস্ত্রিংশবরধারিণম্ ॥ ৩৪
অপহস্তেন চিচ্ছেদ সৈনেয়স্তরয়াধিকঃ ।
সবর্মা কেকয়ো রাজন্ দ্বিধা ছিন্নো মহারণে ॥ ৩৫
নিপপাত মহেষ্বাসো বজ্রাহত ইবাচলঃ ।
তং নিহত্য রণে শূরঃ শৈনেয়ো রথসত্তমঃ ॥
যুধামন্যুরথং তূর্ণমারুরোহ পরন্তপঃ ॥ ৩৬
ততোঽন্যং রথমাস্থায় বিধিবৎ কল্পিতং পুনঃ ।
কেকয়ানাং মহৎ সৈন্যং ব্যধমৎ সাত্যকিঃ শরৈঃ ॥ ৩৭
সা বধ্যমানা সমরে কেকয়ানাং মহাচমূঃ ।
তমুৎসৃজ্য রণে শত্রুং প্রদুদ্রাব দিশো দশ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি বিন্দ্যানুবিন্দবধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

সেই দুই মহারথী বীর যুদ্ধস্থলে পরস্পরের সুদৃঢ় ধনু ছেদন করত অভিজত সারথি ও অশ্বগণকেও সংহার করিলেন ॥ ২৮

তারপর সুদক্ষ বাহবিদিষ্ট দুই বীর বিন্দ ও সাত্যকি রথহীন হইয়া শত চন্দ্রাকারচিহ্নে সুশোভিত ঢাল ও তরবারি গ্রহণপূর্বক অসিযুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে আসিলেন ॥ ২৯

যেরূপ দেবাসুর সংগ্রামে মহাবল ইন্দ্র ও জম্ভাসুর শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ যুদ্ধে মহারঙ্গস্থলে শ্রেষ্ঠ খড়্গ ধারণপূর্বক এই দুই বীরও বিন্দ ও সাত্যকি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩০

সেই মহাসমরে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে করিতে এবং খড়্গযুদ্ধের পদ্ধতি দেখাইতে দেখাইতে এই দুই বীর অভিজত পরস্পরের নিকটে আসিয়া পড়িলেন ॥ ৩১

তারপর পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাত্যকি বিন্দের ঢালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩২

তখন বিন্দও তখন সাত্যকির ঢালকে ছেদন করিয়া দিলেন। সেই ঢালে শত তারকাচিহ্নে পূর্ণ সাত্যকির ঢাল ছেদন করত বিন্দ গত ও প্রত্যাগত প্রভৃতি খড়্গযুদ্ধের মণ্ডলাকার রীতিসমূহ অবলম্বন পূর্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

যুদ্ধের সেই বিশাল রঙ্গস্থলে শ্রেষ্ঠ খড়্গধারণ করত বিচরণকারী বিন্দকে সাত্যকি দ্বিখণ্ডকৃতে অভিজত ছেদন করিলেন ॥

রাজন্! এইরূপে মহাযুদ্ধে দুই খণ্ডে ছিন্ন কবচসহ মহাবলবান্ বীর কেকয়রাজপুত্র বিন্দ বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন ॥

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শত্রুদমন সৌর্যশালী সাত্যকি বিন্দকে বধ করিয়া অতি সত্বর যুধামন্যুর রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৩-৩৬

তারপর বিধি অনুসারে সজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করত পুনরায় সাত্যকি নিজ বাণসমূহের দ্বারা কেকয়গণের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

সমরাঙ্গণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কেকয়গণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধস্থলে শত্রু সাত্যকিকে পরিত্যাগ করত দশদিকে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৮

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে বিন্দ ও অনুবিন্দের বধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদী-পুত্রাভ্যাং শ্রুতকর্ম্ম-প্রতিবিন্ধ্যাভ্যাং ক্রমেণ চিত্রসেন-চিত্রয়োঃ সংহারঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, অশ্বত্থামরো ভীমসেনোপরি আক্রমণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুতকর্ম্মা ততো রাজংশ্চিত্রসেনং মহীপতিম্।
আজঘ্নে সমরে ক্রুদ্ধঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ শিলীমুখৈঃ॥ ১

অতিসারন্ত তং রাজন্ নবভির্নতপর্ব্বভিঃ।
শ্রুতকর্ম্মাণমাহত্য সূতং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২

শ্রুতকর্ম্মা ততঃ ক্রুদ্ধশ্চিত্রসেনং চমূমুখে।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন মর্ম্মদেশে সমার্পয়ৎ॥ ৩

সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ নারাচেন মহাত্মনা।
মূর্চ্ছামভিযযৌ বীরঃ কম্পনং চাবিবেশ হ॥ ৪

এতস্মিন্নন্তরে চৈনং শ্রুতকীর্ত্তিরযাযযাঃ।
নবত্যা জগতীপালং ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ॥ ৫

প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং চিত্রসেনো মহারথঃ
ধনুশ্চিচ্ছেদ তস্যোগ্রং তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ৬

সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় বেগবন্তং দৃঢ়ন্তথা।
চিত্রপুঙ্খৈঃ শরৈশ্চক্রে চিত্রসেনং শরোর্ম্মিভিঃ॥ ৭

স শরৈশ্চিত্রিতো রাজা চিত্রমাল্যধরো যুবা।
অশোভত মহারঙ্গে স্বাবিচ্ছললতো যথা॥ ৮

শ্রুতকর্ম্মাণমথ বৈ নারাচেন স্তনান্তরে।
বিভেদতরসা শূরশ্চিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ৯

শ্রুতকর্ম্মাপি সমরে নারাচেন সমর্পিতঃ।
সুস্রাব রুধিরং তত্র গৈরিকাদ্রে ইবাচলঃ॥ ১০

ততঃ স রুধিরাক্তাঙ্গো রুধিরেণ কৃতচ্ছবিঃ।
বভ্রাজ সমরে বীরঃ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ॥ ১১

শ্রুতকর্ম্মা ততো রাজন্ শক্রুণা সমভিক্রুতঃ।
শক্রসংবারণং ক্রুদ্ধো দ্বিধা চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্॥ ১২

অথৈনং চিত্রবর্ম্মাণং নারাচানাং শতৈস্ত্রিভিঃ।
ছাদয়ন্ সমরে রাজন্ বিব্যাধ চ সুপত্রিভিঃ॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[দ্রৌপদীপুত্র শ্রুতকর্ম্মা ও প্রতিবিন্ধ্যকর্ত্তৃক ক্রমশঃ চিত্রসেন এবং চিত্রের সংহার, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন ও অশ্বত্থামার ভীমসেনের উপর আক্রমণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর শ্রুতকর্ম্মা সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা চিত্রসেনকে পঞ্চাশটি বাণে আঘাত করিলেন॥ ১

হে রাজন্! অতিসার-দেশের রাজা চিত্রসেন আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি বাণের দ্বারা শ্রুতকর্ম্মাকে আহত করিয়া অন্য পাঁচটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন॥ ২

তখন শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদের সম্মুখেই অতিশয় তীক্ষ্ণ একটি নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন॥ ৩

মহাত্মা শ্রুতকর্ম্মার নারাচের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া বীর চিত্রসেন মূর্চ্ছিত হইলেন এবং চেতনা হারাইলেন॥ ৪

ইহার মধ্যে যশস্বিনী শ্রুতকীর্ত্তি নব্বইটি বাণের দ্বারা ভূপাল চিত্রসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৫

তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া মহারথী চিত্রসেন একটি ভল্লে শ্রুতকর্ম্মার ধনু ছিন্ন করিলেন এবং তাঁহাকেও সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৬

তখন শ্রুতকর্ম্মা শত্রুনাশের বেগসম্পন্ন অপর দৃঢ়ধনু গ্রহণ করত চিত্রসেনকে বীর বাণসমূহের তরঙ্গাবলির দ্বারা বিচিত্রকলেবর করিয়া তুলিলেন॥ ৭

বিচিত্রমাল্যধারী যুবক রাজা চিত্রসেন সেই বাণসমূহে চিত্রিত হইয়া যুদ্ধের মহারঙ্গস্থলে কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮

তখন সেই বীরবর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মার বক্ষে তীব্রবেগে নারাচের প্রহার করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও॥ ৯

সেই সময় নারাচে আহত শ্রুতকর্ম্মা সমরাঙ্গণে সেইভাবে রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ গৈরিকবর্ণে আর্দ্র পর্ব্বত রক্তবর্ণের জলধারা প্রবাহিত করিয়া থাকে॥ ১০

তাহার পর রক্তে আপ্লুতদেহ বীর শ্রুতকর্ম্মা সমরাঙ্গণে সেই রুধিরে অভিনব শোভাধারণ করত বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন॥ ১১

রাজন্! শত্রুকর্ত্তৃক এইভাবে আক্রান্ত হইলে পর শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি রাজা চিত্রসেনের শত্রুনিবারক ধনু ছেদন করিলেন॥ ১২

মহারাজ! ধনু ছিন্ন হইলে পর চিত্রসেনকে আচ্ছাদিত

ততোঽপরেণ ভল্লেন তীক্ষ্ণেন নিশিতেন চ
জহার সশিরস্ত্রাণং শিরস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪
তচ্ছিরো রুধিরোদ্গারি ভূমৌ চিত্রসেনস্য দীপ্তিমৎ।
যদৃচ্ছয়া যথা চন্দ্রশ্চ্যুতঃ স্বর্গাদ্গ্রহীতলম্ ॥ ১৫
রাজানং নিহতং দৃষ্ট্বা তেঽভিসারাস্তু মারিষ।
অভ্যদ্রবন্ত বেগেন চিত্রসেনস্য সৈনিকাঃ ॥ ১৬
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসস্তৎসৈন্যং প্রাদ্রবদ্ভয়ৈঃ।
অন্তকালে যথা ক্রুদ্ধঃ সর্বভূতানি প্রেতরাট্ ॥ ১৭
তে বধ্যমানাঃ সমরে তব পৌত্রেণ ধন্বিনা।
ব্যদ্রবন্ত দিশস্তূর্ণং দাবদগ্ধা ইব দ্বিপাঃ ॥ ১৮
তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বা নিকৃৎসাহান্ বিষজ্জ্বরে।
ত্রাবয়িষ্যন্নভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শ্রুতকর্মা ব্যরোচত ॥ ১৯
প্রতিবিন্ধ্যস্ততশ্চিত্রং ভিত্ত্বা পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
সারথিং ত্রিভিরিষুভির্ধ্বজমেকেন চাপি চ ॥ ২০

তং চিত্রো নবভির্ভল্লৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ প্রসন্নাগ্রৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ ॥ ২১
প্রতিবিন্ধ্যো ধনুশ্ছিত্ত্বা তস্য ভারত সায়কৈঃ।
পঞ্চভির্নিশিতৈর্বাণৈরবৈনং স হি জঘ্নিবান্ ॥ ২২
ততঃ শক্তিং মহারাজ স্বর্ণঘণ্টাং দুরাসদাম্।
প্রাহিণোৎ তব পৌত্রায় ঘোরামগ্নিশিখামিব ॥ ২৩
তামাপতন্তীং সহসা মহোল্কাপ্রতিমাং তদা।
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে প্রতিবিন্ধ্যো হসন্নিব ॥ ২৪
সা পপাত দ্বিধা ছিন্না প্রতিবিন্ধ্যশরৈঃ শিতৈঃ।
যুগান্তে সর্বভূতানি ত্রাসয়ন্তী যথাশনিঃ ॥ ২৫
শক্তিং তাং প্রহতাং দৃষ্ট্বা চিত্রো যুদ্ধ মহাগদাম্।
প্রতিবিন্ধ্যায় চিক্ষেপ রুক্মজালবিভূষিতাম্ ॥ ২৬
সা জঘান হয়াংস্তস্য সারথিঞ্চ মহারথে।
রথং প্রমথ্য বেগেন ধরণীমবপদ্যত ॥ ২৭

করিতে করিতে শ্রুতকর্মা সুতীক্ষ্ণ পঞ্চবিংশতি তীক্ষ্ণ শস্ত্র নারাচের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

তদনন্তর একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা শ্রুতকর্ম্ম, মহাত্মা চিত্রসেনের শিরস্ত্রাণসহ মস্তক উড়াইয়া দিলেন ॥ ১৪

তখন চিত্রসেনের এই শিরস্ত্রাণ মস্তক ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল—যেন দৈবেচ্ছাবশতঃ স্বর্গ হইতে ভূতলে চ্যুত হইলেন ॥ ১৫

মাননীয় মহারাজ! অভিসার-দেশের রাজা চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহার সৈন্যরা তীব্রবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৬

তদনন্তর ক্রুদ্ধ মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা নিজ বাণসমূহের দ্বারা সেই সৈন্যদের উপর সেইভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ প্রলয়কালে যমরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের উপর ধাবিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭

যুদ্ধে আপনার পৌত্রের শ্রুতকর্ম্মার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতে থাকিয়া সেই সৈন্যগণ দাবানলে দগ্ধ হস্তীদিগের ন্যায় পরিত্রস্ত চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১৮

সমরের উপর জয়লাভের আশা ত্যাগ করত পলায়নরত সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিতাড়িত করিতে করিতে শ্রুতকর্ম্মা অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৯

অপর দিকে প্রতিবিন্ধ্য পাঁচটি বাণের দ্বারা চিত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করত একটি বাণে তাঁহার ধ্বজকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

তখন চিত্র কঙ্ক ও ময়ূর পক্ষযুক্ত, নিশিত অগ্রভাগবিশিষ্ট এবং স্বর্ণময় পঙ্খযুক্ত নয়টি ভল্লের দ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের দুই বাহু ও বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ২১

ভারত! প্রতিবিন্ধ্য তীব্র বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করত পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণে চিত্রকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

মহারাজ! তদনন্তর চিত্র আপনার পৌত্রের উপর তীব্রতর অগ্নিশিখাতুল্য, সুবর্ণময় ঘণ্টাসমূহে সুশোভিত একটি দুর্জয় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩

সমরাঙ্গনে মহোল্কাসদৃশ সেই শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া প্রতিবিন্ধ্য যেন হাস্য করিতেই করিতেই উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

প্রতিবিন্ধ্যের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে দ্বিখণ্ডিত হইয়া এই শক্তি প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণের ভীতিজনক বজ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৫

সেই শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া চিত্র স্বর্ণমালে বিভূষিত একটি বিশাল গদা গ্রহণ করত উহা প্রতিবিন্ধ্যের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬

সেই গদা মহাসমরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে ও সারথিকে বিনাশ করিল এবং রথকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তীব্রবেগে ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৭

এতস্মিন্নেব কালে তু রথাদাপ্লুত্য ভারত।
শক্তিং চিক্ষেপ চিত্রায় স্বর্ণদণ্ডামলঙ্কৃতাম্ ॥ ২৮
তামাপতন্তীং জগ্রাহ চিত্রো রাজন্ মহামনাঃ।
ততস্তামেব চিক্ষেপ প্রতিবিন্ধ্যায় পার্থিবঃ ॥ ২৯
সমাসাদ্য রণে শূরঃ প্রতিবিন্ধ্যং মহাপ্রভা।
নির্ভিদ্য দক্ষিণং বাহুং নিপপাত মহীতলে ॥ ৩০
প্রতিবিন্ধ্যস্ততো রাজংস্তোমরং হেমভূষিতম্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধশ্চিত্রস্য বধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩১
স তস্য গাত্রাবরণং ভিত্ত্বা হৃদয়মেব চ।
জগাম ধরণীং তূর্ণং মহোরগ ইবাশনম্ ॥ ৩২
স পপাত তদা রাজা তোমরেণ সমাহতঃ।
প্রসার্য্য বিপুলৌ বাহু পীনৌ পরিঘসন্নিভৌ ॥ ৩৩
চিত্রং সম্প্রেক্ষ্য নিহতং ভাবকা রণশোভিনঃ।
অভ্যদ্রবন্ত বেগেন প্রতিবিন্ধ্যং সমন্ততঃ ॥ ৩৪
সৃজন্তো বিবিধান্ বাণান্ শতঘ্নীশ্চ সকিঙ্কিণীঃ।
তমবচ্ছাদয়ামাসুঃ সূর্য্যমভ্রগণা ইব ॥ ৩৫
তান্ বিধম্য মহাবাহুঃ শরজালেন সংযুগে।
ব্যূঢ়ানীকং তব চমূং বজ্রহস্ত ইবাসুরীম্ ॥ ৩৬
তে বধ্যমানাঃ সমরে ভাবকাঃ পাণ্ডবৈর্নৃপ।
বিপ্রাকীর্য্যন্ত সহসা বাতধুন্না ঘনা ইব ॥ ৩৭
বিপ্রদ্রুতে বলে তস্মিন্ বধ্যমানে সমন্ততঃ।
জৌণিরেকোঽভ্যয়াৎ তূর্ণং ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৩৮
ততঃ সমাগমো ঘোরো বভূব সহসা তয়োঃ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি চিত্রবধে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

ভারত! ইহার মধ্যে রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত প্রতিবিন্ধ্য চিত্রের উপর একটি সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত ও সুসজ্জিতা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৮

রাজন্! মহামনা চিত্র নিজের দিকে আপতিত সেই শক্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে পুনরায় প্রতিবিন্ধ্যের দিকে ক্ষেপণ করিলেন ॥ ২৯

এই অত্যন্ত কান্তিমতী শক্তি রণাঙ্গনে বীরবর প্রতিবিন্ধ্যকে যাইয়া আঘাত করিল এবং তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদীর্ণ করত ধরাতলে পতিত হইল। এই শক্তি যেখানে পতিত হইল, সেই স্থান বিদ্যুতের ন্যায় আলোকিত হইয়া উঠিল ॥ ৩০

রাজন্! তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর একটি সুবর্ণভূষিত তোমর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩১

এই তোমর তাঁহার কবচ ও বক্ষ বিদীর্ণ করত অতিক্রান্ত ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে মনে হইল—কোন এক বিশাল সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩২

এই তোমরের আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া রাজা চিত্র পরিঘতুল্য স্থূল (মোটা) ও বিশাল বাহুদ্বয় বিস্তারপূর্বক তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন ॥ ৩৩

চিত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার রণশোভী যোদ্ধারা প্রতিবিন্ধ্যের উপর চারিদিক্ হইতে বেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৪

যেরূপ মেঘ সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব যোদ্ধারা নানাপ্রকার বাণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাসমূহের দ্বারা সুশোভিত শতঘ্নীসকল প্রহার করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র অসুর সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য বীর বাণসমূহের দ্বারা সেই সকল অস্ত্রকে নষ্ট করত আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

হে নৃপ! সমরাঙ্গনে পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে আপনার সৈন্যগণ বায়ু কর্তৃক উচ্চীয়মান মেঘের ন্যায় সহসা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

পাণ্ডব-সৈন্যদের দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে আপনার সৈন্যগণ যখন চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন একাকী অশ্বত্থামা অতিক্রান্ত মহাবল ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

তাহার পর দেবাসুর-সংগ্রামে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় এই দুই বীর অশ্বত্থামা এবং ভীমসেনের মধ্যে সহসা প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে চিত্রবধবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম-ভীমসেনয়োরদ্ভুতং যুদ্ধম্, উভয়োর্মোহপ্রাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীমসেনং ততো দ্রৌণী রাজন্ বিব্যাধ পত্রিণা।
পরয়া ত্বরয়া যুক্তো দর্শয়ন্নস্ত্রলাঘবম্ ॥ ১

অথৈনং পুনরাজঘ্নে নবভ্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সর্বমর্মাণি সন্ধ্রেক্ষ্য মর্মজ্ঞো লঘুহস্তবৎ ॥ ২

ভীমসেনঃ সমাকীর্ণো দ্রৌণিনা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ররাজ সমরে রাজন্ রশ্মিবানিব ভাস্করঃ ॥ ৩

ততঃ শরসহস্রেণ সুপ্রযুক্তেন পাণ্ডবঃ।
দ্রোণপুত্রমবচ্ছাদ্য সিংহনাদমমুঞ্চত ॥ ৪

শরৈঃ শরাংস্ততো দ্রৌণিঃ সংবার্য্য যুধি পাণ্ডবম্।
ললাটেঽতাড়য়দ্ রাজন নারাচেন স্ময়ন্নিব ॥ ৫

ললাটস্থং ততো বাণং ধারয়ামাস পাণ্ডবঃ।
যথা শৃঙ্গং বনে নদ্যঃ বভ্রুগো ধারয়তে নৃপ ॥ ৬

ততো দ্রৌণিং রণে ভীমো বজ্রমানং পরাক্রমী।
ত্রিভির্বিব্যাধ নারাচৈর্ললাটে বিস্ময়ন্নিব ॥ ৭

ললাটস্থৈস্ততো বাণৈস্ত্রিশিখোঽসৌ ব্যরোচত।
প্রাবৃষীব যথা সিক্তস্ত্রিশৃঙ্গঃ পর্বতোত্তমঃ ॥ ৮

ততঃ শরশতৈর্দ্রৌণির্ভীমমাদ পাণ্ডবম্।
ন চৈনং কম্পয়ামাস মাতরিশ্বেব পর্বতম্ ॥ ৯

তথৈব পাণ্ডবো যুদ্ধে দ্রৌণিং শরশতৈঃ শিতৈঃ।
নাকম্পয়ত সংক্রুদ্ধো বার্ষে ঘ ইব পর্বতম্ ॥ ১০

তাবন্যোন্যং শরৈর্ঘোরৈশ্ছাদয়ানৌ মহারথৌ।
রথর্ষভগতৌ বীরৌ তুমুলাতে বলোৎকটৌ ॥ ১১

আদিত্যাবিব সন্দীপ্তৌ লোকক্ষয়করাবুভৌ।
স্বরশ্মিভির্বিনাদ্যোন্যং তাপয়ন্তৌ শরোত্তমৈঃ ॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের অদ্ভুত যুদ্ধ এবং উভয়েরই মোহপ্রাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্র-চালনা বিষয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে একটি বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১

তারপর দ্রুত হস্তচালনায় কুশল যোদ্ধার ন্যায় মর্মজ্ঞ অশ্বত্থামা ভীমসেনের মর্মস্থানসমূহ লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২

রাজন্! অশ্বত্থামার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সমরাঙ্গণে আচ্ছাদিত হইয়া ভীমসেন কিরণাবলি সুশোভিত সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত এক হাজার বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥ ৪

রাজন্! অশ্বত্থামা তাঁহার বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনের বাণসকলকে নিবারণ করিয়া বাহুবলে সেই পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের ললাটে হাস্য করিয়াই যেন একটি নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ৫

হে নৃপ! যেরূপ বনমধ্যে বলোন্মত্ত গণ্ডার শৃঙ্গ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন নিজ ললাটে প্রবিষ্ট সেই বাণকে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥ ৬

তাহার পর পরাক্রমশালী ভীমসেন হাসিতে হাসিতেই যেন যুদ্ধপরায়ণ অশ্বত্থামার ললাটেও হাস্য করিতে করিতেই তিনটি নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ৭

ললাটে প্রবিষ্ট এই তিনটি বাণের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা বর্ষাকালে জলসিক্ত তিনটি শিখরবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পর্বতের ন্যায় অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮

তখন অশ্বত্থামা শত শত বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে পীড়িত করিলেন ; কিন্তু যেরূপ বায়ু পর্বতকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তিনিও ভীমসেনকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৯

এইরূপ অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও যুদ্ধে শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ প্রহার করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেইভাবে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না, যেরূপ জলপ্রবাহ পর্বতকে বিচলিত করিতে পারে না ॥ ১০

এই দুই বলোন্মত্ত মহারথী বীর শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে উভয়ের বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১১

যেরূপ সম্পূর্ণ লোকক্ষয়কারী উদিত দুইটি তেজস্বী সূর্য নিজ নিজ কিরণাবলির দ্বারা পরস্পরকে তাপদান করিয়া থাকেন,

ততঃ প্রতিকৃতে যত্নং কুর্বাণৌ তৌ মহারণে।
কৃত-প্রতিকৃতে যত্নৌ শরসঙ্ঘৈরভীতবৎ ॥ ১৩
ব্যাঘ্রাবিব চ সংগ্রামে চেরতুস্তৌ নরোত্তমৌ।
শরদংষ্ট্রৌ ছুরাবর্ষৌ চাপবক্ত্রৌ ভয়ঙ্করৌ ॥ ১৪
অদৃশ্যতাং তাবুভৌ চ শরজালৈঃ সমন্ততঃ।
মেঘজালৈরিব চ্ছন্নৌ গগনে চন্দ্র-ভাস্করৌ ॥ ১৫
চকাশেতে মুহূর্তেন ততস্তাবপরাজিতৌ।
বিমুক্তাবভ্রজালেন অঙ্গারক-বুধাবিব ॥ ১৬
অথ তস্মিন্ সংগ্রামে বর্তমানে সুদারুণে।
অপসব্যং ততশ্চক্রে দ্রৌণিস্তত্র বৃকোদরম্ ॥ ১৭
কিরন্ শরসহস্রৈস্তৈর্বারাভিরিব পর্বতম্।
ন তু তস্মমুষে ভীমঃ শত্রোর্বিজয়লক্ষণম্ ॥ ১৮
প্রতিচক্রে ততো রাজন্ পাণ্ডবোঽপ্যপসব্যতঃ।
মণ্ডলানাং বিভাগেষু গত-প্রত্যাগতেষু চ ॥ ১৯

সেইরূপ এই দুই বীর নিজ নিজ উত্তম বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন ॥ ১২

সেই মহাসমরে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে যত্নপরায়ণ এই দুই যোদ্ধা অশ্বত্থামা ও ভীমসেন যেন নির্ভয় হইয়াই নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরের অঙ্গসকলের আঘাত-প্রত্যাঘাতের জন্য সচেষ্ট ছিলেন ॥ ১৩

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর রণাঙ্গনে দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন, যেন এই দুই ব্যাঘ্রের মুখ ছিল এবং বাণসমূহই ইঁহাদের দন্ত ছিল। তখন ইঁহারা উভয়েই দুর্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ১৪

আকাশে মেঘমালায় আচ্ছাদিত চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় এই দুই বীর সর্বদিকেই বাণসমূহের দ্বারা আবৃত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৫

তারপর মুহূর্তকালের মধ্যেই মেঘের আবরণে মুক্ত হইয়া যেমন ঔ মুখ নামক গ্রহদ্বয়ের ন্যায় এই দুই শত্রুদমন বীর পরস্পর পরস্পরের বাণসমূহ নষ্ট করিতে করিতে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৬

এইভাবে প্রবর্তমান সেই যুদ্ধে সেই স্থানেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ভীমসেনকে নিজের দক্ষিণ ভাগে করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ভয়ঙ্কর ও শত শত বাণসমূহের দ্বারা সেখানে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমসেন শত্রুর এই বিজয়-লক্ষণকে কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১৮

রাজন্! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও গত, প্রত্যাগত প্রভৃতি মণ্ডল-সমূহের বিভাগের দ্বারা অশ্বত্থামাকে দক্ষিণ ভাগ করিয়া তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ পরস্পর মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে মনোবিধ মার্গ দেখাইতে থাকিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

ইঁহারা উভয়েই ধনুর্টঙ্কার আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ২১

উভয়েই যুদ্ধমদে পরস্পরকে রথহীন করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। তদনন্তর মহারথী অশ্বত্থামা মহাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেই সব অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২২½

মহারাজ! তারপর যেরূপ প্রজাগণের (প্রাণিগণের) সংহারের সময় গ্রহসকলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীরের মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩½

ভারত! এই দুই বীরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণসমূহ সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতে করিতে আপনার সৈন্যদের চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪½

হে নৃপ! সেই সময় বাণসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত আকাশ সেইরূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যেরূপ প্রজাগণের সংহার

সবিস্ফুলিঙ্গো ঘোরাচিরোহভবদ্ বাহিনীদ্বয়ম্
তত্র সিদ্ধা মহারাজ সম্পরেতুশ্চাব্রুবন্ বচঃ ॥ ২৭
যুদ্ধানামতি সর্বেষাং যুদ্ধমেতদিতি প্রভো।
সর্বযুদ্ধানি চৈতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৮
নেদৃশঞ্চ পুনর্যুদ্ধং ভবিষ্যতি কদাচন।
অহো জ্ঞানেন সম্পন্নাবুভৌ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ৌ ॥ ২৯
অহো শৌর্যেণ সম্পন্নাবুভৌ চোগ্রপরাক্রমৌ।
অহো ভীমবলো ভীম এতস্য চ কৃতাস্ত্রতা ॥ ৩০
অহো বীর্যস্য সারত্বমহো সৌষ্ঠবমেতয়োঃ।
স্থিতাবেতৌ হি সমরে কালান্তকযমোপমৌ ॥ ৩১
ক্রুদ্ধৌ ধাবিব সম্ভূতৌ যথা ধাবিব ভাস্করৌ।
যমৌ বা পুরুষব্যাঘ্রৌ লোকক্ষয়কৃতৌ রণে ॥ ৩২
ইতি বাচঃ স্ম শ্রূয়ন্তে সিদ্ধানাং তৌ মুহুর্মুহুঃ।
সিংহনাদশ্চ সম্ভজ্ঞে সমেতানাং দিবৌকসাম্ ॥ ৩৩

অদ্ভুতং চাপি তচ্চিত্রং দৃষ্ট্বা কর্ণ তয়ো রণে।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ॥ ৩৪
প্রশংসন্তি তদা দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সাধু দ্রৌণে মহাবাহো সাধু ভীমেতি চাব্রুবন্ ॥ ৩৫
তৌ শূরৌ সমরে রাজন্ পরস্পরকৃতাগসৌ।
পরস্পরমুদীক্ষেতাং ক্রোধাদুদ্বৃত্য চক্ষুষী ॥ ৩৬
ক্রোধরক্তেক্ষণৌ তৌ তু ক্রোধাৎ প্রস্ফুরিতাধরৌ।
ক্রোধাৎ সন্দষ্টদশনৌ তথৈব দশনচ্ছদৌ ॥ ৩৭
অন্যোন্যং ছাদয়ন্তৌ স্ম শরবৃষ্ট্যা মহারথৌ।
শরাসূধারৌ সমরে বজ্র-বিদ্যুৎপ্রকাশিনৌ ॥ ৩৮
তাবন্যোন্যং রথৈঃ হিত্বা সারথিঞ্চ মহারণে।
অন্যোন্যস্য ক্ষয়ং হিত্বা বিচিক্ষিপতে পরস্পরম্ ॥ ৩৯
ততঃ ক্রুদ্ধৌ মহারাজ রাণৌ পুত্র মহাবলৌ।
উভৌ চিক্ষিপতুস্তূর্ণমন্যোন্যস্য রথৈষিণৌ ॥ ৪০

কালে উল্কাপাতসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

হে ভারত! সেখানে যোদ্ধৃদ্বয়ের সংঘর্ষে আঘাতে স্ফুলিঙ্গ ও প্রজ্বলিত শিখাসমূহের সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল। এই অগ্নি তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

প্রভো! মহারাজ! সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া উপস্থিত সিদ্ধগণ পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন,—এই যুদ্ধ সমস্ত যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক, অন্য সব যুদ্ধ তো এই যুদ্ধের ষোল ভাগের এক ভাগ হইবার যোগ্য নহে ॥ ২৮-২৯

এরূপ যুদ্ধ আর কখনও হইবে না। এই যুদ্ধ অশ্বত্থামা ও ক্ষত্রিয় ভীমসেন উভয়েই অদ্ভুত অস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ॥ ২৯

অথবা পরাক্রমশালী এই দুই যোদ্ধা অদ্ভুত যোদ্ধৃশালী। অহো! ভীমসেনের বল অতুল এবং ইঁহার অস্ত্রজ্ঞানও অদ্ভুত ॥ ৩০

অহো! ইঁহাদের বীর্যের সারত্ব অনন্যসাধারণ। ইঁহাদের উভয়ের যুদ্ধ নৈপুণ্যও আশ্চর্যজনক। ইঁহারা উভয়ে রণাঙ্গনে কালান্তক যমের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ৩১

এই দুই অস্ত্রবলশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে দুই রুদ্র, দুই সূর্য ও দুই যমরাজের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩২

এইরূপ সিদ্ধগণের বাক্য সেখানে যাহাযাহা শুনা যাইল এবং আকাশে একত্রে সমবেত দেবতাগণের সিংহনাদও উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৩

রণাঙ্গনে এই দুই বীরের অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় কর্ম অবলোকন করিয়া সিদ্ধ এবং চারণগণের সঙ্ঘের মধ্যে অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হইল ॥ ৩৪

সেই সময় দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এই উভয়েরই প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—মহাবাহু দ্রোণকুমার! তোমার সাধুবাদ! ভীমসেন! তোমার সাধুবাদ! ৩৫

রাজন্! পরস্পর অপরাধকারী এই দুই বীরবর সমরাঙ্গণে ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

ক্রোধে তখন ইঁহাদের উভয়েরই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ক্রোধে উভয়ের ওষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছিল এবং ক্রোধবশতঃ উভয়েই দন্তের দ্বারা দন্ত ও ওষ্ঠ পেষণ করিতেছিল ॥ ৩৭

এই দুই মহারথী বস্তুতঃ বিদ্যুতের দ্বারা প্রকাশমান মেঘদ্বয়ের ন্যায় বাণরূপ জলধারা বর্ষণ করিতে ছিলেন এবং সমরাঙ্গণে বাণবর্ষণ করত পরস্পর পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

তাঁহারা সেই মহারণাঙ্গনে পরস্পরের অশ্ব, সারথি ও অস্ত্রগণকে বিদ্ধ করিয়া পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

মহারাজ! তদনন্তর এই মহাসমরে ক্রুদ্ধ হইয়া এই দুই যোদ্ধা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় অতিদ্রুত দুইটি বাণ গ্রহণ পূর্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪০

তৌ সায়কৌ মহারাজ স্রোতমানৌ চমূমুখে।
আজঘ্নতুঃ সমাসাদ্য বজ্রবেগৌ দুরাসদৌ ॥ ৪১
তৌ পরস্পরবেগাচ্চ শরাভ্যাঞ্চ ভৃশাহতৌ।
নিপেতুর্মুমুহাবীর্য্যৌ রথোপস্থে তরোত্তমৌ ॥ ৪২
ততস্তু সারথির্জ্ঞাত্বা দ্রোণপুত্রমচেতনম্।
অপোবাহ রণাদ্ রাজন্ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ৪৩

তথৈব পাণ্ডবঃ রাজন্ বিহ্বলন্তং মুহুর্মুহুঃ।
অপোবাহ রথেনাশৌ সারথিঃ শত্রুতাপনম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্ব্বণি অশ্বত্থাম-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যে মহারাজ! এই দুই বাণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে উত্তোলিত হইয়া উঠিল। এই দুইটি বাণই বজ্রতুল্য বেগগামী ছিল। এই দুর্দ্ধর্ষ বাণদ্বয় দুই যোদ্ধা অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া উভয়কেই আহত করিয়া ফেলিল ॥ ৪১

পরস্পরের বেগ হইতে নিক্ষিপ্ত সেই বাণদ্বয়ের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া মহাপরাক্রমশালী দুই বীর নিজ নিজ রথের বসিবার আসনে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন ॥ ৪২

রাজন্! তাহার পর সারথি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অচৈতন্য জানিয়া সমস্ত সৈন্যদের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে বাহিরে লইয়া যাইল ॥ ৪৩

মহারাজ! এইরূপ পাণ্ডুপুত্র শত্রুতাপন ভীমসেনকে বারংবার বিহ্বল হইয়া পড়িতে দেখিয়া তাঁহার সারথি বিশোক রথের দ্বারা ভীমসেনকে যুদ্ধস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া যাইল ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকৈরর্জুনস্য অশ্বত্থাম্না চ সহ অর্জুনস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যথা সংশপ্তকৈঃ সার্দ্ধমর্জুনস্যাভবদ্ রণঃ।
অন্যেষাঞ্চ মহীপানাং পাণ্ডবৈস্তন্ ব্রবীহি মে ॥ ১
অশ্বত্থামন্চ যদ্ যুদ্ধমর্জুনস্য চ সঞ্জয়।
অন্যেষাঞ্চ মহীপানাং পাণ্ডবৈস্তন্ ব্রবীহি মে ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং সংগ্রামং ক্রবতো মম।
বীরাণাং শত্রুভিঃ সার্দ্ধং দেহপাপ্মানুনাশনম্ ॥ ৩
পার্থঃ সংশপ্তকবলং প্রবিশ্যার্ণবসন্নিভম্।
ব্যক্ষোভয়দমিত্রঘ্নো মহাবাত ইবার্ণবম্ ॥ ৪
শিরাংস্যথ বীরাণাং শিতৈর্ভল্লৈর্নতপ্রবৈঃ।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রাণি শ্বভ্রি-ভ্রূদশনানি চ ॥ ৫
সংচক্তার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং বিনাভৈর্মলিনৈরিব।
সুস্রুতানায়তান্ পুষ্টাংশ্চন্দনাগুরুচর্চিতান্ ॥ ৬

ষোড়শ অধ্যায়।

[অর্জুনের সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সংশপ্তকগণের সহিত অর্জুনের এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের সহিত অন্যান্য রাজাদের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমাকে বল ॥ ১

সুত! অশ্বত্থামা ও অর্জুনের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং অন্য পাণ্ডবগণের সহিত অন্যান্য নরপতিগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, উহা আমার নিকট বর্ণনা কর ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব-বীরগণের শত্রুদের সহিত যেরূপে ঘোর, পাপ ও প্রাণের নাশকারী সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। আপনি আমার নিকট হইতে সেই সমস্ত শ্রবণ করুন ॥ ৩

শত্রুনাশক অর্জুন সমুদ্রসদৃশ অপার সংশপ্তক সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেইস্থানে তাহাদের যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু সাগরকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ॥৪

অনন্তর নিজ তীক্ষ্ণ ভল্লনামক বাণের দ্বারা বীরগণের সুন্দর নেত্র, ভ্রূ এবং দন্তসকলে সুশোভিত, পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখবিশিষ্ট মস্তকসমূহ ছেদন করত অতিরিক্ত দেখানকার রণভূমি

সাম্বুধান্ সতলত্রাংশ্চ পতাকাস্তোরণসন্নিভান্।
বাহূন্ ক্ষুরৈরমিত্রাণাং চিচ্ছেদ সমরেঽর্জুনঃ॥ ৭
ধূর্য্যান্ ধূর্যাপতান্ যুক্তান্ রথাংশ্চাপানি সারথীন্।
পাণীন্ সরশ্মিনসকৃদ্ ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ॥ ৮
রথান্ দ্বিপান্ হয়াংশ্চৈব সারোহানজুনো যুধি।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্নিনিক্ষে রাজন্ যমক্ষয়ম্॥ ৯
অ প্রবীরাঃ সুসংরব্ধা নর্দমানা ইবর্ষভাঃ।
বাসিতার্থমিব ক্রুদ্ধমভিজগ্মুর্জয়োৎকটাঃ॥ ১০
নিঘ্নন্তমভিজঘ্নুস্তে শরৈঃ শূরৈরিবর্ষভাঃ।
তত্র তেষাঞ্চ তদ্ যুদ্ধমতবরোমহর্ষণম্। ১১
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যদ্বদ্ দৈত্যানাং সহ বজ্রিণা।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য দ্বিষতাং সর্বতোঽর্জুনঃ। ১২
ইষুভির্বহুভিস্তূর্ণং বিদ্ধ্বা প্রাণান্ ততার সঃ।
ছিন্নত্রিবেণুচক্রাক্ষান্ হতযোধাশ্বসারথীন্॥ ১৩
বিধ্বস্তায়ুধভূণীরান্ সমুদ্রমথিতকেতনান্।
সংছিন্নযোক্ত্রবল্গীকান্ বিবরূথান্ বিকূবরান্॥ ১৪
বিস্রস্তবন্ধুরযুগান্ বিস্রস্তাক্ষপ্রমণ্ডলান্।
রথান্ বিশকলীকুর্বন্ মহাব্রাহ্মীব মারুতঃ॥ ১৫
বিস্মাপয়ন্ প্রেক্ষণীয়ং দ্বিষতাং ভয়বর্ধনম্।
মহারথসহস্রস্য সঙ্ঘং কর্মাকরোজ্জয়ঃ॥ ১৬
সিদ্ধদেবর্ষিসঙ্ঘাশ্চ চারণাশ্চাপি তুষ্টুবুঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবর্ষাণি চাপতন্॥ ১৭
কেশবার্জুনয়োর্মূর্ধ্নি প্রাহ বাচোশরীরিণী।
চন্দ্রাগ্ন্যনিলসূর্য্যাণাং কান্তিদীপ্তিবলদ্যুতীঃ॥ ১৮
যৌ সদা বিভ্রতুর্বীরাবিমৌ তৌ কেশবার্জুনৌ।
ব্রহ্মেশানাবিবাজয্যৌ বীরাবেকরথে স্থিতৌ॥ ১৯

আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল, নানাবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা ভূতলভূমি শোভিত আছে।

অর্জুন সমরাঙ্গণে নিজ ক্ষুর-বাণসকলের দ্বারা শত্রুদের সেই সব বাহুও ছেদন করিয়াছিলেন, যে সমস্ত বাহু পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, যাহারা গোলাকার, লম্বা, পুষ্ট, অঙ্গদ ও চন্দনাদিতে সুলেপিত ছিল এবং যে সকল বাহুতে অস্ত্র ও দস্তানা যুক্ত ছিল॥ ৬-৭

পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় শত্রুগণের রথসমূহে যোজিত ভারবাহী অশ্ব, সারথি, অক্ষ, ধ্বজ, বাণ এবং বরত্রযুক্ত বাহুসকল বারংবার ছেদন করিতে লাগিলেন॥ ৮

রাজন্! অর্জুন যুদ্ধস্থলে অনেক হাজার বাণ প্রয়োগ করত বহু রথ, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদের আরোহীদিগকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ৯

সেই সময় সংশপ্তক বীরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট বৈপুনেক্ত পাক্ষীর জন্য সংগ্রামরত বলবান বৃষের ন্যায় গর্জন ও হুঙ্কার করিতে করিতে ক্রুদ্ধ অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল এবং যেরূপ বৃষগণ পরস্পর পরস্পরকে শৃঙ্গের দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও পরস্পর অস্ত্রপ্রহার করিতে করিতে অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

অর্জুন ও সংশপ্তকগণের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ত্রিলোক জয় করিতে উদ্যত বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের আয়ত সংগ্রামের ন্যায় রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিল।

অর্জুন সন্ধানজ্ঞ দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রসকলকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করত তাহাদিগকে অতিক্রুদ্ধ বহু বাণে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণহরণ করিলেন।

অর্জুন সংশপ্তকগণের রথসকলের ত্রিবেণু, চক্র ও যুগসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। যোদ্ধা, অশ্ব ও সারথিদিগকে ভিন্ন ভিন্ন করিলেন। অর্জুন সংশপ্তকগণের অশ্ব ও তূণীরসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিলেন, যোক্ত্র ও অশ্বরশ্মিসমূহ ছেদন করিলেন, রথের ধ্বজ স্থাপিত চন্দ্রযুক্ত আতরণ ও সূত্রসকল নষ্ট করিয়া দিলেন, রথতল ও যুগসমূহ ভগ্ন করিলেন এবং রথের সর্বপ্রকার আসন ও যুগসকলকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। যেরূপ মহাবেগবান বায়ু ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বিজয়শীল অর্জুন রথসমূহকে খণ্ড খণ্ড করত সমস্ত যোদ্ধাদিগকে বিস্মিত করিতে করিতে একাকীই সহস্র সহস্র মহারথী বীরের সমূহ পরাজয় করিলেন, যাহা শত্রুগণের ভয়বর্ধন করিতেছিল॥ ১০-১৬

সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সমূহ এবং চারণগণও অর্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের দুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল, আকাশ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং এইরূপ আকাশবাণী হইল—।

যে দুইজন বীর সর্বদা চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, বায়ুর বল এবং সূর্যের তেজ ধারণ করেন, তাঁহারা হইলেন এই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন। একই রথে উপবিষ্ট এই দুই বীর ব্রহ্মা ও ভগবান্ শঙ্করসদৃশ সর্বথা অজেয়॥ ১৭-১৯

সর্বভূতবরৌ বীরৌ নর-নারায়ণাবিমৌ
ইত্যেতন্মহদাশ্চর্যং দৃষ্ট্বা হুত্বা চ ভারত ।১০
অশ্বত্থামা সুসংবৃত্তঃ কৃষ্ণাবভ্যদ্রবদ্ রণে ।
অথ পাণ্ডবমস্ত্রজ্ঞমমিত্রঘ্নকরান্ শরান্ ॥ ১১
সেষুণা পাণিনাহূয় প্রহসন্ দ্রৌণিরব্রবীৎ ।
যদি মাং মন্যসে বীর প্রাপ্তমর্হমিহাতিথিম্ ॥ ১২
ততঃ সর্বাত্মনা স্বস্তি যুধ্যাতিথ্যং প্রযচ্ছ মে ।
এবমাচার্যপুত্রেণ সমাহূতো মুমুৎসয়া ॥১৩
বহু মেনেঽর্জুনোঽমানমিতি চাহ জনার্দনম্ ।
সংশপ্তকাশ্চ মে বধ্যা দ্রৌণিরাহ্বয়তে চ মাম্ ॥ ১৪
যদত্রানন্তরং প্রাপ্তং শংস মে তদ্ধি মাধব ।
আতিথ্যকর্মাভ্যুপায় দীয়তাং যদি মন্যসে ॥ ১৫
এবমুক্তোঽব্রবীৎ পার্থং কৃষ্ণো দ্রৌণায়নাগ্রতঃ ।

এই দুই বীরই হইলেন কুরুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ। ভারত! এই মহাবিস্ময়ের বিষয় দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রোধসহকারে রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন।

তদনন্তর শত্রুনাশক বাণপূর্ণ নিষেধকারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বাণযুক্ত হস্তের দ্বারা আহ্বান করিয়া হাস্যসহকারে অশ্বত্থামা এই কথা বলিলেন।

বীর! যদি তুমি আমাকে এখানে উপস্থিত পূজনীয় অতিথি বলিয়া মনে কর, তবে আজ সর্বপ্রকারে যুদ্ধের দ্বারা তুমি আমার আতিথ্য সৎকার কর।

আচার্যপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক এইরূপ যুদ্ধ-যাচনায় আহূত হইলে পর অর্জুন নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।

মাধব! একদিকে সংশপ্তকগণকে বধ করা আমার একান্ত আবশ্যক, অপরদিকে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছেন। অতএব এরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে যাহা প্রথমে করণীয় হইবে, উহা বলুন। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে আপনি উদ্যোগ করিয়া অশ্বত্থামাকে যুদ্ধরূপ আতিথ্য গ্রহণ করিবার সুযোগ দান করুন ॥ ১০-১৫

অর্জুন এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিজয়শীল-রথের দ্বারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার নিকটে সেইরূপে লইয়া যাইলেন, যেরূপ বেদোক্ত বিধি অনুসারে আহবনীয় ইন্দ্রকে বায়ু যজ্ঞমধ্যে লইয়া যান ॥ ১৬

তৈত্রেণ বিধিনাদৃত্য বায়ুরিন্দ্রমিবাধ্বরে ॥ ১৬
তমাময়ন্তমনসঃ কেশবো দ্রৌণিমব্রবীৎ ।
অশ্বত্থামন্ স্থিরো ভূত্বা প্রহরাত্ত সহস্ব চ ॥ ১৭
নিষেদ্ধুং ভর্তৃপিণ্ডং হি কালোঽয়ম্ সজীবিনাম্ ।
সুখো বিবাদো বিপ্রাণাং স্থূলৌ ক্ষাত্রৌ জয়াজয়ৌ ।
যাময়ার্থরসে মোহাদ্ দিব্যাং পার্থস্য সংক্রিয়াম্ ।
তামাপ্তুমিচ্ছন্ যুধ্যস্ব স্থিরো ভূত্বাদ্য পাণ্ডবম্ ॥১৯
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন তথেত্যুক্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
বিব্যাধ কেশবং ষষ্ট্যা নারাচৈরর্জুনং ত্রিভিঃ ॥২০
তস্যার্জুনঃ সুসংক্রুদ্ধস্ত্রিভিস্ত্রিভিরথৈঃ শরাসনম্ ।
চিচ্ছেদ চাস্যদাদত্ত দ্রৌণির্ঘোরতরং ধনুঃ ॥ ২১
সজ্যং কৃত্বা নিমেষাচ্চ বিব্যাধার্জুন-কেশবৌ ।
ত্রিভিঃ শতৈর্বাসুদেবং সহস্রেণ চ পাণ্ডবম্ ॥ ২২

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাগ্রচিত্ত অশ্বত্থামাকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন,—অশ্বত্থামন্! তুমি স্থির হইয়া আততায়ী অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ কর এবং নিজের উপর পতিত অস্ত্রপ্রহারকে তুমি সহ্য কর ॥ ১৭

কারণ, প্রভুর আশ্রিত হইয়া অবস্থান করত জীবন নির্বাহকারী ব্যক্তিগণের নিজেদের প্রভুকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বিবাদ সূক্ষ্ম (বুদ্ধির দ্বারা সাধ্য); কিন্তু ক্ষত্রিয়গণের জয় পরাজয় স্থূল অস্ত্রসমূহের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮

তুমি মোহবশতঃ অর্জুনের নিকট হইতে যে দিব্য সংকারের প্রার্থনা করিতেছ, উহা লাভ করিবার জন্য তুমি স্থির হইয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া কেশবকে ষাট ও অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

তখন অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করিলেন; কিন্তু দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর অপর একটি ধনু হাতে লইলেন ॥ ২১

নিমেষের মধ্যেই এই ধনুতে গুণ আরোপণ করিয়া তিনি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনশত এবং অর্জুনকে একহাজার বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈরাচার্যঃ পরবীরহা।
সসৃজে দ্রৌণিরায়ন্তঃ সংস্তভ্য চ রণেঽর্জুনম্ ॥ ৩৩
ইষুবেগৈর্ভুবস্তৈশ্চ জ্যাঘাতৈশ্চৈব মারিষ।
বাহ্বোঃ করাভ্যামুরসো বদনস্যাপনেত্রতঃ ॥ ৩৪
কর্ণাভ্যাং শিরসোঽঙ্গেভ্যো লোমবর্মণ এব চ।
রথ-ধ্বজেভ্যশ্চ শরা নিষ্পেতুর্ভরবাদিনঃ ॥ ৩৫
শরজালেন মহতা বিদ্ধ্বা মাধব-পাণ্ডবৌ।
ননাদ মুদিতো দ্রৌণির্মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্ ॥ ৩৬
(তৈঃ পতদ্ভির্মহারাজ দ্রৌণিমুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
সহাদিত্যৌ রথস্থৌ তাবৃতৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈস্তারহ্বাজঃ প্রতাপবান্।
নিশ্চেষ্টৌ তাবুভৌ চক্রে রণে মাধব-পাণ্ডবৌ ॥
হাহাকৃতমভূৎ সর্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
চরাচরস্য গোপ্তারৌ দৃষ্ট্বা সন্নাদিতৌ শরৈঃ ॥

সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ সম্পেতুস্তৌ সমন্ততঃ।
অপি স্বস্তি ভবেদদ্য লোকানামিতি চাব্রুবন্ ॥
ন ময়া তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্বঃ পরাক্রমঃ।
সমরে যাদৃশো দ্রৌণেঃ কৃষ্ণৌ হাদয়তো রণে ॥
দ্রৌণেস্তু ধনুষঃ শব্দো রথানাং ত্রাসনো মৃধে।
অশ্রৌষং বহুশো রাজন্ সিংহস্য নদতো যথা ॥
জ্যা চাস্য চরতো যুদ্ধে সব্যং দক্ষিণমন্তিকাৎ।
বিদ্যুদ্দাম্নোঽম্বরস্থেব ভ্রাজমানা ব্যদৃশ্যত ॥
স তদা ক্ষিপ্রকারী চ দৃঢ়হস্তশ্চ পাণ্ডবঃ।
প্রমোহং পরমং গত্বা প্রেক্ষকাস্তে বনঞ্জয়ঃ ॥
বিক্রমশ্চ হ্রুতং মেনে আত্মনস্তেন সংযুগে।
তদাশ্চ সমরে রাজন্ বপুরাসীৎ সুদুর্দৃশম্ ॥
দ্রৌণেস্তৎ কৃষ্ণয়োঃ কর্ম যাদৃগ্রূপং পিনাকিনঃ।
বর্তমানে ততস্তস্মিন্ দ্রোণপুত্রে বিশাম্পতে ॥

তাহার পর দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা ঘোরতর আকারে অর্জুনকে যুদ্ধস্থলে স্তম্ভিত করিয়া তাহার উপর হাজার, লক্ষ ও অযুত-সংখ্যক বাণবর্ষণ করিলেন। ৩৩

মাতুলবর! সেই সময় যোদ্ধাদের তূণীর, ধনু, গুণ, বাহুদ্বয়, হস্ত, বক্ষ, মুখ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, বিভিন্ন অঙ্গ, রোম, কবচ, রথ ও ধ্বজসমূহ হইতেও বাণ বহির্গত হইতেছিল ॥ ৩৪-৩৫

এইভাবে প্রকৃত বাণসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করত আনন্দিত অশ্বত্থামা মহামেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ৩৬

(মহারাজ! অশ্বত্থামার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বদিকে পতিত সেই বাণসমূহের দ্বারা রথের উপরে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আবৃত হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর প্রতাপশালী ভরদ্বাজকুলনন্দন অশ্বত্থামা শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই নিশ্চেষ্ট করিয়াদিলেন।

চরাচর জগতের রক্ষাকর্তা এই দুই মহাপুরুষকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

সিদ্ধ ও চারণগণ সকলের কল্যাণের প্রার্থনা করিয়া সেখানে আগমন করিলেন ও বলিলেন—আজ ত্রিভুবনের মঙ্গল হউক।

রাজন্! আমি ইহার পূর্বে অশ্বত্থামার এরূপ পরাক্রম দেখি নাই, যেরূপ পরাক্রম আমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিবার সময় দেখিয়াছি।

হে রাজন্! রণাঙ্গনে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার বহুল উচ্চ মহারথী বীরগণেরও ভীতিপ্রদ ছিল। গর্জনকারী সিংহের ন্যায় তাঁহার সিংহনাদ আমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছি।

যুদ্ধে বিচরণকারী অশ্বত্থামার বহুল ধনু বামে দক্ষিণে বাণ-নিক্ষেপ করিবার সময় মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের স্ফুরণের ন্যায় স্ফুরিত হইতে দেখা যাইতেছিল।

ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়হস্তসহকারে বাণক্ষেপকারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সেই সময় অতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া কেবল দেখিতে থাকিলেন (কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না)।

যুদ্ধে তাঁহার এরূপ মনে হইতেছিল যে, অশ্বত্থামা আমার পরাক্রম হরণ করিয়া লইয়াছে।

রাজন্! সেই সময় সমরাঙ্গণে তাঁহার এরূপ বোধ হইতেছিল যে, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার শরীর অতিশয় ভীতিকারক হওয়ায় উহার দিকে নিরীক্ষণ করাই কঠিন ছিল। পিনাকপাণি ভগবান্ রুদ্রদেবের যেরূপ রূপ দেখা যায়, ইহারও রূপ এই সময় সেইরূপই হইয়াছে।

হীয়মানে চ সৌভেয়ে কৃষ্ণ রোষঃ সমাবিশৎ।
ন রোষাদ্ধিঃ খলন্ রাজন নির্ঈক্ষদ্বিদ চক্ষুষা
দ্রৌণিং প্রমর্দ্য সংগ্রামে ফাল্গুনশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীৎ কৃষ্ণঃ পার্থং সম্প্রেক্ষ্য বচঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অত্যদ্ভুতমহং পার্থ ত্বয়ি পশ্যামি সংযুগে।
যৎ ত্বাং বিশেষয়ত্যাজৌ দ্রোণপুত্রোঽস্ত্র তারত॥
কচ্চিত্তে গাণ্ডিবং হস্তে মুষ্টির্বা ন বাশীর্য্যত।
কচ্চিদ বীর্য্যং যথাপূর্বং ভুজয়োর্বা বলং তব॥
ঊনীর্য্যমাণং হি রণে পশ্যামি দ্রৌণিমাহবে।
গুরুপুত্র ইতি স্নেহং মানয়ন্ ভরতর্ষভ।
উপেক্ষাং মা কৃথাঃ পার্থ ত্বয়ঃ কালো হ্যপেক্ষিতুম্॥)
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা পাণ্ডবোঽচ্যুতমব্রবীৎ।
পশ্য মাধব দৌরাত্ম্যং গুরুপুত্রস্য মাং প্রতি॥ ৩৭

বরং প্রাপ্তো মত্তঃ সো প্রাবেক্ষ শরবেশ্মনি।
এবোঽস্মি তস্মি সম্মূঢ়ঃ শিক্ষয়া চ বলেন চ॥ ৩৮
অথবাস্ত্রঃ শরানস্তান্ ছিত্বৈকৈকং ত্রিধা ত্রিধা।
বাণমদ্ ভরতশ্রেষ্ঠো নীহারমিব মারুতঃ॥ ৩৯
ততঃ সংশপ্তকান্ ভূয়ঃ সাশ্ব-সূত-রথ-দ্বিপান্।
অজ-পত্তিগণানুগ্রৈর্বাণৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবঃ॥ ৪০
যে যে দদৃশিরে তত্র যদ্যদ্রূপাস্তদা জনাঃ।
তে তে তত্র শরৈর্ব্যাপ্তাঃ সেনিরেঽস্ত্রানমাত্মনা॥ ৪১
তে গাণ্ডীবপ্রমুক্তাস্তু নানারূপাঃ পতত্রিণঃ।
ক্রোশে সাগ্রে স্থিতান্ সর্বান্ দ্বিপাংশ্চ পুরুষান্ রণে॥
ভল্লচ্ছিন্নাঃ করাঃ পেতুঃ করিণাং মদবর্ষিণাম্।
যথা বনে পরশুভিশ্ছিন্নাঃ সুমহতাং দ্রুমাঃ॥ ৪৩
পপাতাশু শৈলাভং পেতুস্তে গজাঃ সহ সাদিভিঃ।
বজ্র-বজ্রপ্রতিহতা হৈমবাদ্রিচয়াস্তথা॥ ৪৪

প্রভানাথ! যখন যে স্থানে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং বৃষ্ণীবংশ অর্জুনের পরাক্রম ব্যাহত হইতে লাগিল' তখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন।

রাজন্! তিনি ক্রোধসংকারে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রথাসনে অশ্বত্থামার দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি নিজের দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। তাহার পর ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পার্থ! ভরতসত্তম! আমি এই যুদ্ধে তোমার মধ্যে এই অত্যন্ত অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিতেছি যে, আজ দ্রোণনন্দন রণাঙ্গনে তোমা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী হইতেছে। তোমার হাতে কি গাণ্ডীবধনু নাই? তোমার দুই কি শিথিল হইয়া গিয়াছে? তোমার দুই বাহুতে পূর্বের ন্যায় বল ও পরাক্রম আছে ত'? কারণ, এখন আমি দ্রোণপুত্রকে তোমা অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ হইতে দেখিতেছি।

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইনি আমার গুরুপুত্র, এই কথা মনে করিয়া তুমি তাঁহাকে সম্মানসহকারে উপেক্ষা করিও না। পার্থ! এখন উপেক্ষা করিবার সময় নহে)।

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা ও) অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—মাধব! দেখুন, এই গুরুপুত্র অশ্বত্থামা আমার উপর কিরূপ হইয়া করিতেছেন॥ ৩৭

ইনি নিজ বাণসমূহের দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আমাদিগকে নিহত মনে করিতেছেন। আমি এখনই নিজের শিক্ষা ও বলের দ্বারা উহার ভ্রান্তিদূর করিয়া দিব॥ ৩৮

এই কথা বলিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন অশ্বত্থামাকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণসমূহের প্রত্যেকটিকেই তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেরূপ বায়ু কুজ্ঝটিকাকে উড়াইয়া দিয়া থাকে॥ ৩৯

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, হস্তী, পদাতিসমূহ এবং সংশপ্তকদলের অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৪০

সেই সময় সেখানে যে যে মনুষ্যগণ যে যে রূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেখানে সেই সেই মনুষ্যগণ নিজেকে নিজেই বাণসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিল॥ ৪১

গাণ্ডীব-মুক্ত হইতে নিক্ষিপ্ত নানা প্রকারের বাণসকল রণাঙ্গনে একক্রোশ দূরে অবস্থিত হাতী ও মনুষ্যগণকে বিনাশ করিতেছিল॥ ৪২

যেরূপ বনমধ্যে পরশু (কুঠার)-দ্বারা ছিন্ন হইয়া অতি বড় বড় বৃক্ষগুলিও ভূপতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেখানে মর্মভেদী-বর্ষণকারী পুরুষাভিমুখের শুভ্রপুঙ্খযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা ছিন্ন হইয়া করাগ্রভাগে পতিত হইতে লাগিল॥ ৪৩

ওই ছিন্ন হইয়া যাইলে সেই পর্বতাকার হাতীরা নিজ নিজ

গন্ধর্ব-নগরাকারান্ রথাংস্তৈব সুকল্পিতান্।
বিনীতৈর্জবনৈর্যুক্তানাস্থিতান্ যুদ্ধদুর্মদৈঃ ॥ ৪।
শরৈর্বিশকলীকুর্বন্নমিত্রানভ্যবীবৃষৎ।
খলংকৃতানথসাদীন্ পত্তীংশ্চাহন্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬
ধনঞ্জয়ধনুর্মুক্তাৰ্কঃ সংশপ্তকমহার্ণবম্।
ব্যশোষয়ত দুঃশোষং ভীমৈঃ শরপতদ্ভিভিঃ ॥ ৪৭
পুনর্দ্রৌণিং মহাশৈলং নারাচৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ।
নির্বিভেদ মহাবেগৈস্তরন্ বজ্রীব পর্বতম্ ॥ ৪৮

গুরাচার্য্যসুতঃ ক্রুদ্ধঃ সাশ্ব-যন্তারমাত্তগৈঃ।
বৃহৎসুরগমদ্ যোদ্ধুং পার্থস্তানচ্ছিনদ্ধরান্ ॥ ৪৯
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবেয়স্ত্রমাত্মবাসজৎ।
অশ্বত্থামাভিরূপায় গৃহানভিমুখে যথা ॥ ৫০
অথ সংশপ্তকাংস্ত্যক্ত্বা পাণ্ডবো দ্রৌণিমভ্যয়াৎ।
অপাঙ্‌ক্তেয়ানিব ত্যক্ত্বা যাতা পাঙ্‌ক্তেয়মর্থিনম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামার্জুনসংবাদে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

আরোহীদিগের সহিত সেইরূপে রথাশ্বারী হইতে থাকিল, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পর্ব্বতসমূহ পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪

অর্জ্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা সুশিক্ষিত অশ্বগণযোজিত, হেমভূষিত রথিযুক্তের দ্বারা সমাস্থিত (বিধি অনুসারে অবস্থিত), গন্ধর্ব্বনগরের তুল্য আকৃতিযুক্ত ও সুসজ্জিত রথসকলকে খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে শত্রুদিগের উপর পুনঃ পুনঃ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬

অর্জ্জুনশরে প্রলয়কালীন সূর্য্য সংশপ্তক-সৈন্যরূপ শোষণের অযোগ্য মহাসাগরকেও তীব্র বাণময়ী প্রচণ্ড কিরণাবলিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রচণ্ড বেগশালী বজ্রতুল্য নারাচসকলের দ্বারা অশ্বত্থামারূপ বিশাল পর্ব্বতকে পুনরায় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৮

তখন ক্রুদ্ধ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা সারথি শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন তাঁহার সমস্ত বাণকেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৯

তদনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে সেইভাবে বাণসকল সমর্পণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি যোগ্য অতিথি আসিলে তাঁহাকে গৃহাদি সমর্পণ করিয়া থাকে ॥ ৫০

তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সম্মুখে সেইরূপে আসিলেন, যেরূপ ঘাতা ব্যক্তি পঙ্‌ক্তি ভোজনের অযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণের দিকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের সংবাদবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেনাশ্বত্থামঃ পরাজয়ঃ।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং শুক্রাঙ্গিরসবর্চসোঃ।
নক্ষত্রমভিতো ব্যোম্নি শুক্রাঙ্গিরসয়োরিব ॥ ১
সন্তাপয়ন্তাবন্যোন্যং বীরৌ শরদশত্তিভিঃ।
লোকত্রাসকরাবাস্তাং বিমার্গস্থৌ গ্রহাবিব ॥ ২
ততোঽবিধ্যদ্ ভ্রুবোর্মধ্যে নারাচেনার্জুনো ভৃশম্।
স তেন বিবভৌ ভ্রৌণিরুল্কয়ার্চির্যথা রবিঃ ॥ ৩
অথ কৃষ্ণৌ শরশতৈরস্বত্থাম্নাভিতো ভৃশম্।
স্বরশ্মিজালবিকচৌ যুগান্তার্কাবিবাসতুঃ ॥ ৪
ততোঽর্জুনঃ সর্বতোধারমস্ত্র-
মস্যন্মহদ্ বাসুদেবেরিতস্তে।
দ্রৌণায়নিঃ চাদ্রিবরং পৃষৎকৈ-
র্বিছাগ্নিবৈদ্যুতপত্রবাহৈঃ ॥ ৫
স কেশবং চার্জুনং চাভিতেজা
বিব্যাধ মর্মস্থিতিরৌরকর্মা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের নিকট পরস্পর যুদ্ধরত শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতির ন্যায় সেখানে রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গুরু এবং বৃহস্পতিতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামা ও অর্জুনের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১

যেরূপ বক্র বা অতিচার গতিতে গমনকারী দুইটি গ্রহ সমস্ত জগতের পক্ষেই অশুভজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর নিজ নিজ বাণসমূহ প্রজ্বলিত কিরণাবলির দ্বারা পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। ২

তাহার পর অর্জুন একটি নারাচের দ্বারা অশ্বত্থামার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ললাটে প্রবিষ্ট এই নারাচের দ্বারা অশ্বত্থামা উপরের দিকে উত্থিত কিরণাবলি-বিশিষ্ট সূর্যসদৃশ সুশোভিত হইলেন। ৩

ইহার পর অশ্বত্থামাও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে নিজ শত শত বাণসমূহের দ্বারা নিরন্তর পীড়িত করিলেন। সেই সময় ইহারা উভয়ে স্ব স্ব-কিরণাবলি প্রকাশকারী প্রলয়কালের দুইটি সূর্যের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৪

বাণৈঃ সুখুঙ্কৈরতিতীব্রবেগৈ-
র্দৈবৈরিবাহতো মৃত্যুরপি ব্যথেত ॥ ৬
দ্রৌণেরিষূন্ নির্জুনঃ সংনিবার্য
ব্যাধচ্ছতস্থানদ্বিগুণৈঃ সুপুঙ্খৈঃ।
তং সাশ্ব-সূত-ধ্বজমেকবীর-
মাবৃত্য সংশপ্তকসৈন্যমার্চ্ছৎ ॥ ৭
ধনূংষি বাণানিষুধীর্গুণাংশ্চ
পাণীন্ তূণান্ পাণিগতঞ্চ শস্ত্রম্।
ছত্রাণি কেতূংস্তুরগান্ রথেষাং
রথানি মাল্যাম্বরভূষণানি ॥ ৮
চর্মাণি বর্মাণি মনোরমাণি
প্রিয়াণি সর্বাণি শিরাংসি চৈব।
চিচ্ছেদ পার্থো দ্বিষতাং সুখুঙ্কৈ-
র্বাণৈঃ স্ম সংশপ্তকসৈন্যমুখ্যান্ ॥ ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আহত হইয়া পড়িলে অর্জুন একটি এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহার চারিদিকেই মুখ ছিল। তিনি বজ্র, অগ্নি ও যমদণ্ডতুল্য অমোঘ, তীক্ষ্ণ এবং প্রাণহারী সেই বাণের দ্বারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামাকে আঘাত করিলেন। ৫

তখন অতিশয় ভয়ঙ্কর কর্মকারী মহাতেজস্বী অশ্বত্থামাও ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত তীব্র বেগযুক্ত শত বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মর্মস্থান-সমূহে আঘাত করিলেন। এই সকল বাণ এরূপ ছিল যে, উহাদের আঘাতে মৃত্যুও ব্যথিত হইয়া থাকে। ৬

পরিশ্রম সহকারে বাণ নিক্ষেপকারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার এই সকল বাণকে অর্জুন সুন্দর পক্ষযুক্ত দ্বিগুণ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিয়া অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সহ একাকী বীর অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া সংশপ্তক সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৭

তূণীরসমূহ অর্জুন ঊর্ধ্ব দীপ্তিতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ এবং সম্মুখে অবস্থিত শত্রুদিগের ধনু, বাণ, তূণীর, গুণ, হস্ত, বাহু; চক্ষে দৃষ্ট অস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, ঈষাদণ্ড, বস্ত্র, মালা, অলঙ্কার, ঢাল, সুন্দর কবচ, সমস্ত প্রিয় বস্তু এবং মস্তক—এই সকল ছেদন করিতে থাকিলেন। ৮-৯

সুকল্পিতাঃ স্বজন-বাজি-নাগাঃ
সমাস্থিতাঃ কৃতযত্নৈর্বীরৈঃ।
পার্শ্বৈরিতৈর্বাণশতৈর্নিরস্তা-
স্তৈরেব সার্ধং নৃবরৈর্নিপেতুঃ॥ ১০

পদ্মার্কপূর্ণেন্দুনিভাননানি
কিরীটমাল্যাম্বরণোজ্জ্বলানি।
তন্নার্চন্দ্রক্ষুরকর্তিতানি
প্রপেতুরর্ষ্যাং নৃশিরাংস্তদগ্র্যম্॥ ১১

অথ দ্বিপৈর্দেবপতিদ্বিপাভৈ-
র্দেষারিদর্পাপহমস্ত্রাদগ্র্যম্।
কলিঙ্গবঙ্গাঙ্গনিষাদবীরা
জিঘাংসবঃ পাণ্ডবমভ্যধাবন্॥ ১২

তেষাং দ্বিপানাং নিচকর্ত পার্থো
বর্মাণি চর্মাণি করান্ নিরস্যন্।
ধ্বজান্ পতাকাংশ্চ ততঃ প্রপেতু-
র্বজ্রাহতানীব গিরেঃ শিরাংসি॥ ১৩

তেষু প্রচণ্ডেষু গুরোঃসুতস্তঃ
বাণৈঃ কিরীটী নবসূর্যবর্ণৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস মহাভ্রজালৈ-
র্বায়ুঃ সমুদ্ভূতমিবাংশুমন্তম্॥ ১৪

ততোঽর্জুনেষূন্ বিসৃজিনিরস্য
দ্রৌণিঃ শিতৈরর্জুন-বাসুদেবৌ।
প্রচ্ছাদয়িত্বা দিবি চন্দ্র-সূর্যৌ
ননাদ সোঽম্ভোদ ইবাতপান্তে॥ ১৫

তমর্জুনস্তাংশ্চ পুনস্তদীয়া-
নভ্যর্দিতস্তৈরভিসৃতা শরৈঃ।
বাণান্ধকারং সহসৈব কৃত্বা
বিব্যাধ সর্বানিষুভিঃ সুপূজ্যৈঃ॥ ১৬

নাপ্যাদদৎ সন্দধদ্বৈ মুঞ্চন্
বাণান্ বলেঽনুস্তত সব্যসাচী।
যথাংশ্চ বাসাংস্যুরসান পদাতীন্
সংস্যূতহেতান মনুষ্যহাংশ্চ॥ ১৭

সুবর্ণভাবে সুসজ্জিত যে সকল রথ, অশ্ব ও হস্তী ছিল এবং তাহাদের উপর অবস্থিত থাকিয়া যে সকল যুদ্ধে নিরত বহু নরবীর উপবিষ্ট ছিল, কিন্তু অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত বাণে আহত হইয়া সেই সব বাহন ও এই সকল নরবীরগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল॥ ১০

যাহাদের মুখকমল সূর্য ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুন্দর, তেজস্বী এবং মনোরম ছিল, যে সকল মুখকমল মুকুট, মালা ও অলঙ্কারসমূহে প্রকাশিত ছিল, এরূপ অনেক নরমুণ্ড ভল্ল, অর্ধচন্দ্র এবং ক্ষুর নামক বাণসমূহে ছিন্ন হইয়া নিরন্তর অজস্রধারায় ভূতলে পতিত হইতেছিল॥ ১১

তাহার পর কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ ও নিষাদ-দেশের বীর যোদ্ধারা দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবততুল্য বিশাল বহু হস্তীতে আরোহণ করিয়া দেবসৈন্যগণের ন্যায়ধারী, প্রচণ্ড বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১২

কুন্তীকুমার অর্জুন তখন তাঁহাদের হস্তিগণের কবচ, চর্ম, শুণ্ড, মস্তক, স্কন্ধ ও পতাকা—এ সমস্তই ছেদন করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলে বজ্রাঘাতে বিশীর্ণ পর্বতশিখর সমূহের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিলেন॥ ১৩

এইভাবে ইহারা নষ্ট হইয়া যাইলে পর কিরীটধারী অর্জুন দ্রোণাচার্যের পুত্রকে বিস্তৃত তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বায়ু উত্থিত ও কিরণযুক্ত সূর্যকে মেঘসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে॥ ১৪

তখন দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের বাণসকল নিবারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন এবং আকাশে চন্দ্র ও সূর্যকে আবৃত করিয়া বর্ষাকালের মেঘ যেরূপ গর্জন করিতে থাকে, সেইরূপ গম্ভীর গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ১৫

তাঁহার বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অর্জুন সহসা অগ্রসর হইয়া অস্ত্র দ্বারা সত্বর বাণবর্ষিত অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া দিয়া উত্তম পক্ষবিশিষ্ট স্বীয় বাণসমূহে অশ্বত্থামা ও আপনার অন্য সমস্ত সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১৬

রথের উপর উপবিষ্ট সব্যসাচী অর্জুন যখন তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করিতেছেন, যখন উহা ধনুকে যোজিতেছেন এবং যখন তাহা নিক্ষেপ করিতেছেন, ইহা দেখা যাইতেছিল না। সকল লোকে ইহাই দেখিতেছিল যে, রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণের শরীর তাঁহার বাণসকলের দ্বারা প্রথিত হইয়াছে ও প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে॥ ১৭

সঙ্ধায় নারাচবরান্ দশাস্ত
ত্রৌণিস্তরস্ত্রেকমিবোৎসসর্জ।
তেষাঞ্চ পঞ্চার্জুনমভ্যবিধ্যান্
পঞ্চাচ্যুতং নিবিবিদ্ধুঃ সুপুঙ্খাঃ ॥ ১৮
তৈরাহতৌ সর্বমনুষ্যমুখ্যা-
বসৃক্ স্রবন্তৌ বনগেন্দ্রকল্পৌ।
সমাপ্তবিদ্যেন তথাভিভূতৌ
হতৌ রণে ভাবিতি মেনিরেঽন্যে ॥ ১৯
অথার্জুনং প্রাহ দশার্হনাথঃ
প্রমাদ্যসে কিং জহি যোধমেতম্।
মুহ্যাদ্ধ দোষঃ সমুপেক্ষিতোঽয়ং
কষ্টো ভবেদ্ ব্যাধিরিবাক্রিয়াবান্ ॥ ২০
তথেতি চোক্ত্বাচ্যুতমপ্রমাদী
ত্রৌণিং প্রযত্নাদধিতিষ্ঠতঙ্ক।
ভুজৌ বরৌ চন্দনসারদিগ্ধৌ
বক্ষঃ শিরোঽথাপ্রতিমৌ তথোরু ॥ ২১
গাণ্ডীবমুক্তৈঃ কুপিতোঽধিকর্ণৈ-
ত্রৌণিং শরৈঃ সংবতি নিবিবেধ।
ছিত্ত্বা তু রশ্মীংস্তুরগানবিধ্যৎ
তে তং রণাদূহুরতীব দূরম্ ॥ ২২
স তৈর্হৃতো বাতজবৈস্তুরঙ্গৈ
ত্রৌণির্দৃঢ়ং পার্থশরাভিভূতঃ।
ইত্যেব মানুত্য পুনস্ত যোদ্ধুং
পার্থেন সার্ধং মতিমান্ বিমৃশ্য।
জানন্ জয়ং নিয়তং বৃষ্ণিবীরে
বনঞ্জয়ে চাস্ত্রিরসাং বরিষ্ঠঃ ॥ ২৩
নিরম্য স হয়ান্ ত্রৌণিঃ সমাশ্বাস্য চ মারিষ।
রথাশ্ব-নরসম্বাধং কর্ণস্য প্রাবিশদ্ বলম্ ॥ ২৪
প্রত্যুপকারিণি রণাদপযান্তি হৃতে হয়ৈঃ।
মন্ত্রৌষধিক্রিয়াযোগৈর্গোধাগ্রো ভেষাদিবাহৃতে ॥ ২৫

তখন অশ্বত্থামা আত্ত সন্ধান দ্বারা দশটি উত্তম নারাচ স্থাপন করিলেন এবং তাহাদের সকলকেই একটি বাণের ন্যায় এক সঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল নারাচের মধ্যে পাঁচটি সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট নারাচ অর্জুনকে বিদ্ধ করিল এবং অপর পাঁচটি নারাচ শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল ॥ ১৮

এই সকল নারাচে আহত হইয়া সমস্ত মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্র ও কুবেরতুল্য পরাক্রমশালী দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন নিজ নিজ অঙ্গ হইতে রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। যাঁহার বিদ্যা শিক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, সেই অশ্বত্থামা কর্তৃক এইরূপে পরাভূত হইয়া সেই দুই বীরকে অন্য সকল যোদ্ধারা মনে করিতে লাগিলেন যে, ইঁহারা রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন ॥ ১৯

অনন্তর দশার্হবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! তুমি কি অনবধান হইয়া পড়িয়াছ? এই যোদ্ধাকে সংহার কর। তুমি ইহাকে যদি উপেক্ষা কর, তবে সে আরও মোহ করিতে থাকিবে; তখন সে যে রোগের কোন চিকিৎসা করা হয় নাই, সেইরূপ রোগের ন্যায় অধিক কষ্টদায়ক হইবে ॥ ২০

'আচ্ছা, তাহাই করিব' শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া সতত সাবধানে স্থিত অর্জুন ঘোরতর হুঙ্কার দিয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামাকে এবং তাঁহার চন্দনসারচর্চিত শ্রেষ্ঠ বাহুদ্বয়, বক্ষ, মস্তক ও অনুপম উরুদ্বয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

কুপিত অর্জুন গাণ্ডীব হস্ত হইতে নির্মোক মোচনের ন্যায় অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা দুর্ধর্ষ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। অশ্বগণের রশ্মি ছেদন করত তাহাদিগকেও বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে তাহারা অশ্বত্থামাকে রণভূমি হইতে বহু দূরে লইয়া যাইল ॥ ২২

অশ্বত্থামা অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। যখন বায়ুতুল্য বেগশালী অশ্বগণ তাঁহাকে রণভূমি হইতে বহু দূরে বহন করিয়া লইয়া যাইল, তখন সেই বুদ্ধিমান্ বীর মনে মনেই পরামর্শ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করত অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। অধিকন্তু গোত্রজাত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ইহাও জানিতে পারিলেন যে, বৃষ্ণিবীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অপরাজিত সুনিশ্চিত ॥ ২৩

মাননীয়! নিজের অশ্বগণকে সংযত করিয়া কিছুকাল পরাস্ত তাহাদিগকে বিশ্রাম দান করত দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ কর্ণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৪

যেরূপ মন্ত্র, ঔষধ, চিকিৎসা এবং যোগের দ্বারা শরীর হইতে রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ যখন প্রতিকূল ব্যাপারকারী

সংশপ্তকানভিমুখৌ প্রয়াতৌ কেশবার্জুনৌ।
বাতোদ্ধূতপতাকেন স্যন্দনেনৌঘনাদিনা ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামপরাজয়ে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

অশ্বত্থামা চারিটি অশ্বের দ্বারা দূরে নীত হইলেন, তখন বায়ু কর্তৃক আন্দোলিত পতাকাযুক্ত এবং জল-প্রবাহ-তুল্য গম্ভীর শব্দকারী রথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পুনরায় সংশপ্তকগণের দিকে গমন করিলেন ॥ ১৪-১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অশ্বত্থামার পরাজয়বিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন হস্তিভিঃ সহ দণ্ডধার-দণ্ড-প্রভৃতীনাং বিনাশঃ, তেষাং সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথোত্তরেণ পাণ্ডূনাং সেনায়াং ধ্বনিরুত্থিতঃ।
রথ-নাগাশ্ব-পত্তীনাং দণ্ডধারেণ ঘাতয়ন্ ॥ ১
নিবর্তয়িত্বা তু রথং কেশবোঽভূদ্ বলদ্রবীৎ।
বাহয়ন্নেব তুরগান্ গরুড়ানিলরংহসঃ ॥ ২
মাগধোঽপ্যতিবিক্রান্তো দ্বিরদেন প্রমাথিনা।
তপদন্তাদনবরঃ শিক্ষয়া চ বলেন চ ॥ ৩
এবং হত্বা নিহন্ত্যাশু পুনঃ সংশপ্তকানিতি।
বাক্যান্তে প্রাপয়ং পার্থঃ দণ্ডধারান্তিকং প্রতি ॥ ৪
স মাগধানাং প্রবরোঽমুশস্ত্রতে
গ্রহেঃপ্রসহ্যো নিকৃতো যথা গ্রহঃ।
সপ্তস্রসেনাং প্রমমাথ দারুণো
মহীং সমগ্রাং বিকচো যথা গ্রহঃ ॥ ৫
সুকল্পিতং দানবনাগসন্নিভং
মহাভ্রনির্হ্রাদমমিত্রমর্দনম্।
রথাশ্ব-মাতঙ্গগণান্ সহস্রশঃ
সমাস্থিতো হন্তি শরৈর্নরানপি ॥ ৬
রথানধিষ্ঠায় সবাজি-সারথীন্
নরাংশ্চ পাদৈর্দ্বিরদো ব্যপোথয়ৎ।
দ্বিপাংশ্চ পত্ত্যাঃ মমৃদে করেণ
দ্বিপোত্তমো হন্তি চ কালচক্রবৎ ॥ ৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক হাতীসহ দণ্ডধার ও তদীয় প্রভৃতির বিনাশ এবং তাঁহাদের সৈন্যগণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডব-সৈন্যের উত্তর ভাগে দণ্ডধার কর্তৃক প্রহৃত হইতে থাকিয়া রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণের মধ্যে আর্তনাদ হইতে লাগিল ॥ ১

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথকে প্রত্যাবর্তন করাইয়া গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা বাহিত হইতে হইতে অর্জুনকে বলিলেন ॥ ২

পার্থ! এই মগধবাসী দণ্ডধার অতিশয় পরাক্রমশালী। ইহার নিকটে শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ একটি গজরাজ আছে। সে যুদ্ধবিষয়ে উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং বলশালী। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য দণ্ডধার পরাক্রমে তপনস্থ হইতে অল্পও ন্যূন নহে ॥ ৩

অতএব প্রথমে তুমি ইহাকে বধ করিয়া পরে পুনরায় সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দণ্ডধারের নিকট উপস্থিত করিয়া দিলেন ॥ ৪

মাগধ বীরগণের মধ্যে দণ্ডধার অমূল ধারণ করত হাতীর দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের প্রতিযোদ্ধা কাহাকেও রাখেন নাই। যেরূপ গ্রহ সকলের মধ্যে কোনও কেতু গ্রহের বেগ অসহ্য, সেইরূপ ইহার আক্রমণও শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য। যেরূপ ধূমকেতুনামক উৎপাত গ্রহ সমস্ত ভূমণ্ডলের পক্ষেই অনিষ্টকারক, সেইরূপ এই ভয়ঙ্কর বীর সেখানে শত্রুসৈন্যদিগকে সর্বতোভাবে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

ইহার হস্তীকে উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সে গজারোহতুল্য বলশালী, মহামেঘসদৃশ গর্জনকারী এবং শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ ছিল। এই হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দণ্ডধার নিজ বাণসমূহের দ্বারা সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, মহামত্ত হস্তী এবং পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬

তাঁহার এই হাতী রথসকলের উপর পা রাখিয়া সারথি ও অশ্বগণ সহ সেই সব রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। পদাতি

নরাংস্তু কাংশ্চিদ্রথসত্তমূষণানে
নিপাত্য সাশ্বানপি পত্তিভিঃ সহ।
ব্যশোষয়দ্ দন্তিবরেণ ভূমিপা
স শঙ্খবৎ সুস্বনবৎ যথা তথা ॥ ৮
অথার্জুনো জ্যাতলনেমিনিঃস্বনে
মৃদঙ্গভেরীবহুশঙ্খনাদিতে।
রথাশ্ব-মাতঙ্গ-সহস্রসঙ্কুলে
রথোত্তমেনাভ্যপতদ্ দ্বিপোত্তমম্ ॥ ৯
ততোঽস্য বাহূরু শিরোধরোরসি-
র্জনার্দনঃ ষোড়শভিঃ সমার্পয়ৎ।
স দত্তবারস্তরসাংস্ত্রিভিস্ত্রিভি-
স্ততো ননাদ প্রহসন্ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০
ততোঽস্য পার্থঃ সশরেষুকার্মুকং
চকর্ত তূণীংশ্চ জমপালদক্ষিণম্।
পুনর্নিয়ন্তুং সহ পাদরোধিনং-
স্ততঃ স চুক্রোশ গিরিপ্রভেশ্বরঃ ॥ ১১
ততোঽর্জুনঃ সিতকরটেন বর্ষ্মিণা
ঘনাঘনেনাবিলতুল্যবর্চসা।
অভীব চুক্রোশতিমুঞ্জনার্দনং
ধনঞ্জয়ং চাভিজঘান তোমরৈঃ ॥ ১২
অথাস্য বাহূ দ্বিপহস্তসন্নিভৌ
শিরশ্চ পূর্ণেন্দুনিভাননং ত্রিভিঃ।
ক্ষুরৈঃ প্রচিচ্ছেদ সহৈব পাণ্ডব-
স্ততো দ্বিপঃ বাণশতৈঃ সমার্পিতঃ ॥ ১৩
স পার্থবাণৈস্তপনীয়ভূষণৈঃ
সমাচিতঃ কাঞ্চনবর্মভূদ্ দ্বিপঃ।
তথা চকাশে নিশি পর্বতো যথা
দাবাগ্নিনা প্রজ্বলিতৌষধিদ্রুমঃ ॥ ১৪
স বেদনার্তোঽথ নিনদ্য ভীষণং
স্মরন্ ভ্রমন প্রস্খলিতাস্যরোঽরবৎ।
পপাত কৃচ্ছ্রাৎ সনিমিত্তমুত্থিতং
যথা গিরেরগ্রশিলাবিদারিতস্তথা ॥ ১৫

সৈন্যদিগকেও পায়ের চাপে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। হাতী দিগকেও দুই পদের দ্বারা ও শুণ্ডের দ্বারা মর্দিত করিতে থাকেন। এইরূপে সেই গজরাজ কালচক্রের ন্যায় পক্ষসৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৭

তখন নিজের এই বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ গজরাজের দ্বারা লৌহ কবচ ও উত্তম আভরণধারণকারী অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অশ্ব এবং পদাতি সৈন্যদিগকে ভূতলে পাতিত করিয়া প্রোথিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিপক্ষদের মনুষ্যদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিতে থাকিলে যেরূপ 'চড় চড়' শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সব পদাতি সৈন্যদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিবার সময় শব্দ হইতে লাগিল ॥৮

তখনন্তর যেখানে বহু ঢক্কাধ্বনি ও রথচক্রসকলের ঘর্ঘর ধ্বনি হইতেছিল, মৃদঙ্গ, ভেরী ও বহুসংখ্যক শঙ্খধ্বনি হইতেছিল এবং যেখানে রথ, অশ্ব ও হাতী সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ ছিল, সেই সমরাঙ্গণে পূর্বোক্ত গজরাজের নিকটে অর্জুন উত্তম রথের দ্বারা যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

তখন গজরাজ অর্জুনকে মারে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ষোলটি উত্তম বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনটি তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা তাঁহার অবয়বগুলিকেও আহত করত তিনি বারংবার গর্জন ও অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তারপর অর্জুন নিজ তরফুতের দ্বারা তাঁর ও বাণের গতিরোধের ইচ্ছা এবং সুসজ্জিত ধনুক ছেদন করিলেন। তারপর হাতীর মাহুত ও পার্শ্বরক্ষকগণকেও বধ করিলেন। ইহাতে গিরিশ্রেষ্ঠ বেগের অধিপতি গজরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১১

তিনি গজযুদ্ধ হইতে মল্লযুদ্ধকারী, বায়ুতুল্য বেগশালী ও মদোদ্রিক্ত গজরাজের দ্বারা অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তোমর-সকলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুন হাতিশুণ্ডতুল্য স্থূল (মোটা) গজরাজের দুই বাহু এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য মনোহর বদনযুক্ত মস্তককে তিনটি ক্ষুরনামক বাণের দ্বারা এক সঙ্গে ছেদন করিলেন। তারপর তাঁহার হাতীকে এক শত বাণ প্রহার করিলেন ॥১৩

তখন তাহার সর্বাঙ্গে অর্জুনের স্বর্ণভূষিত বাণসকল বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে স্বর্ণময় কবচধারণকারী এই হাতী সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ রাত্রিকালে দাবানলে প্রজ্বলিত ওষধিসমূহ ও বৃক্ষসমূহে পূর্ণ পর্বত প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৪

এই হাতী তখন বেদনায় পীড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে, চারিদিকে বিচরণ করিতে, ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং মুখ মুখ হইতে ঘাম ফেলিতে থাকিয়া পলাইতে লাগিল।

হিমাবদাতেন সুবর্ণমালিনা
হিমাদ্রিকূটপ্রতিমেন দন্তিনা।
হতে রণে ভীতরি দত্ত আত্মজ-
ক্ষিপাংশুরিন্দ্রাবরজঃ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৬
স তোমরৈরর্ককরপ্রতৈস্ত্রিভি-
র্জনার্দনং পঞ্চভিরর্জুনং শিতৈঃ।
সমর্পয়িত্বা বিননাদ নর্দয়ন্-
স্ততোঽস্য বাহু নিচকর্ত পাণ্ডবঃ ॥ ১৭
সুবর্ণযষ্টৌ সুভৃশং সতোমরৌ
শুভাঙ্গদৌ চন্দনরুষিতৌ ভুজৌ।
গজাৎ পতন্তৌ যুগপদ্ বিরেজতু-
র্যথাদ্রিশৃঙ্গাদ্ রুচিরৌ মহোরগৌ ॥ ১৮
তথার্ধচন্দ্রেণ হতং কিরীটিনা
পপাত দন্তস্থ শিরঃ ক্ষিতিং দ্বিপাৎ।
তদ্ধোপিতাস্রং নিপতদ্ বিরেজে
দিবাকরোঽস্তাদিব পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ১৯

অথ দ্বিপঃ শ্বেতবরাভ্রসন্নিভঃ
দিবাকরাংশুপ্রতিমৈঃ শরোত্তমৈঃ।
বিভেদ পার্থঃ স পপাত নাদয়ন্
হিমাদ্রিকূটঃ কুলিশাহতো যথা ॥ ২০
ততোঽপরে তৎপ্রতিমা গজোত্তমা
জিষ্ণবঃ সংযতি সব্যসাচিনা।
তথা কৃতান্তে চ যবৈব তৌ দ্বিপৌ
ততঃ প্রতস্থুঃ সুমহদ্দ্বিপোর্বলম্ ॥ ২১
গজা রথাশ্বাঃ পুরুষাশ্চ সজ্ঞশঃ
পরস্পরস্য পরিপেতুরাহবে।
পরস্পরং প্রস্খলিতাঃ সমাহতা
ভৃশং নিপেতুর্বসুধাবিপো হতাঃ ॥ ২২
অথার্জুনং যে পরিবার্য সৈনিকাঃ
পুরন্দরং দেবগণা ইবাক্রবন্
অহৈষ যস্মাশ্মরণাদিব প্রজাঃ
স বীর দিষ্ট্যা নিহতস্ত্বয়া রিপুঃ ॥ ২৩

অত্যন্ত আহত হইয়া পড়ায় সে মাহুতের সহিত ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে মনে হইল বজ্রাঘাতে বিশীর্ণ পর্বত ধরাতলে পতিত হইয়াছে ॥ ১৮

ইন্দ্রানুজ নিজ ভ্রাতা নিহত হইলে পর তাঁহার শত্রুকে বধ করিবার ইচ্ছায় হিমতুল্য শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণমালাধারী এবং হিমালয় শিখরসদৃশ বিশালকায় গজরাজকর্তৃক সেখানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

তিনি সূর্যকিরণ তুল্য প্রভাবিশিষ্ট তিনটি তীক্ষ্ণধার তোমরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে এবং পাঁচটি তোমরের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া ভীষণরবে গর্জন করিতে লাগিলেন। তারপর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন এই সময়ে তাঁহার দুইটি বাহুকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৭

সুবর্ণ-বাণের দ্বারা ছিন্ন, সুন্দর অঙ্গদে বিভূষিত, চন্দনলিপ্ত এবং তোমরসহ সেই বিশাল বাহু দুইটি হাতীর সহিত একত্রে পতিত হইবার সময় পর্বতের শিখর হইতে পতিত দুইটি সুন্দর ও বৃহৎ সর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৮

তারপর কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অর্ধচন্দ্র-বাণের দ্বারা ক্ষতিত মস্তক হস্তী হইতে ভূতলে পতিত হইল। সেই সময় রক্তাপ্লুত হইয়া পতিত সেই মস্তক অস্তাচল হইতে পশ্চিমদিকে নিমজ্জমান রক্তবর্ণ সূর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ১৯

তাহার পর অর্জুন শ্বেতবর্ণের মহামেঘসদৃশ শুভ্রবর্ণ সেই হাতীকে সূর্য কিরণতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সে বজ্রাহত হিমালয়ের শিখরের ন্যায় শব্দে ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২০

তদনন্তর এই হাতীসদৃশ অন্যান্য যে সকল গজরাজগণ অস্ত্রাভিলাষী হইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সব্যসাচী অর্জুন সেইরূপ অবস্থায় উপনীত করিয়া দিলেন, পূর্বোক্ত দুইটি হাতীকে তিনি যেরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে শত্রুগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল ॥ ২১

দলে দলে হস্তী, অশ্ব, পদাতি যোদ্ধারা এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে রথসমূহ পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল। ইহারা পরস্পরের আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া স্খলিত হইতে হইতে এবং বজ্রভাবে বিলাপ করিতে করিতে বা বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল ॥ ২২

অনন্তর ইন্দ্রকে পরিবৃত করিয়া দেবতাগণের ন্যায় বীর সৈন্যগণ অর্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিল,—বীর! যেরূপ প্রজাগণ মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরা যাহার নিকট হইতে ভীত হইতেছিলাম, সেই শত্রুকে আপনি বধ করিয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় ! ২৩

ন চেদরক্ষিষ্য ইমং জনং ভবান্
দ্বিষদ্ভিরেবং বলিভিঃ প্রপীড়িতম্
তথাতবিদ্ধং দ্বিষতাং প্রমোদনং
যথা ভবেদ্বেহিত নোঽরিসূদন ॥ ২৯

ইতীব কৃষ্ণস্য সুহৃদ্ধিরীরিতা
নিশম্য বাচঃ সুমনাস্ততোঽর্জুনঃ।

শত্রুনাশন! যদি আপনি বলবান্ শত্রুগণকে এইভাবে পীড়িত করিয়া এই সব স্বজনবন্ধুকে ভয় হইতে রক্ষা না করিতেন, তবে শত্রুরা সেইরূপ প্রীতিলাভ করিত, যেরূপ বর্তমানে ইহাদের মৃত্যুতে আপনারা প্রীতিলাভ করিতেছি ॥ ২৯

এইরূপে নিজের সুহৃদ্গণকর্তৃক বারংবার কথিত এই বাক্য

যথানুরূপং প্রতিপূজ্য তং জনং
জগাম সংশপ্তকসঙ্ঘতা পুনঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি দণ্ডব্যূহে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

শ্রবণ করিয়া অর্জুন মনে মনে অতিশয় প্রসন্নতালাভ করিলেন। তিনি সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে বধ করিবার জন্য সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে দণ্ডের বধবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন সংশপ্তকসৈন্যানাং সংহারঃ, অর্জুনং যুদ্ধস্থলস্য দৃশ্যং দর্শয়তা শ্রীকৃষ্ণেন তস্য পরাক্রমস্য প্রশংসা, কৌরব-সৈন্যৈঃ সহ নরপতি-পাণ্ড্যস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রত্যাগতা পুনর্জিষ্ণুস্তে সংশপ্তকান্ বহূন্।
বজ্রাভিবজ্রগমনাদঙ্গারক ইব গ্রহঃ ॥ ১

পার্থবাণহতা রাজন্ নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জরাঃ।
বিচেলুর্ভ্রমুর্নেদুঃ পেতুর্মুমুহুশ্চ ভারত ॥ ২

ধূর্যান্ ধূর্যগতান্ সূতান্ ধ্বজাংশ্চাপাসি-সায়কান্।
পাণীন্ পাণিগতং শস্ত্রং বাহূনপি শিরাংসি চ ॥ ৩

ভল্লৈঃ ক্ষুরৈরর্ধচন্দ্রৈর্বৎসদন্তৈশ্চ পাণ্ডবঃ।
চিচ্ছেদামিত্রবীরাণাং সমরে প্রতিযোধিনাম্ ॥ ৪

বারিতার্থে যুযুৎসৌ বৃষভা বৃষভৈঃ যথা
নিপতন্ত্যর্জুনং শূরাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫

তেষাং তস্য চ তদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যাদৃগ্ দৈত্যানাং সহ বজ্রিণা ॥ ৬

তমবিধ্যৎ ত্রিভির্বাণৈঃ কৃষ্ণশূরৈরবাহিতিঃ।
উগ্রায়ুধসুতস্যাজৌ শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ৭

একোনবিংশ অধ্যায়

[অর্জুনকর্তৃক সংশপ্তকসৈন্যগণের সংহার, অর্জুনকে যুদ্ধস্থলের দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহার পরাক্রমের প্রশংসা এবং পাণ্ড্য-নরপতির কৌরব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ অমঙ্গলগ্রহ বক্র ও অতিচার গতিতে গমন করিয়া জগতের পক্ষে অনিষ্টকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ বিজয়শীল অর্জুন সত্যব্রতের সৈন্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১

তরস্বিসংঘের রাজন্! অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণ বিচলিত, ত্রাস্ত, পতিত, মলিনতাপ্রাপ্ত ও নষ্ট হইতে লাগিল ॥ ২

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভল্ল, ক্ষুর, অর্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত নামক বাণসকলের দ্বারা সমরাঙ্গণে প্রতিযোদ্ধা হইয়া যুদ্ধরত বিপক্ষীয় বীরগণের রথসমূহে যোজিত ধূরন্ধর অশ্বসমূহ এবং সারথি, ধ্বজ, ধনু, বাণ, তূণীরাদি, হস্ত, হস্তে ধৃত অস্ত্র, বাহু ও মস্তকসকলকে ছেদন করিতে থাকিলেন ॥ ৩-৪

যেরূপ মৈথুনাভিলাষিণী গাভীর জন্য সংগ্রামের ইচ্ছায় বৃষ কোন একটি বৃষের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত শত, সহস্র সহস্র বীরবর যোদ্ধা অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫

যেরূপ ত্রিলোক জয় করিবার কালে বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের রোমহর্ষণকর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ এই সব যোদ্ধা এবং অর্জুনের এই যুদ্ধ রোমাঞ্চকর ছিল ॥ ৬

সেই উগ্রায়ুধের পুত্র নিধন করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট এতাদৃশ কর্ণগণের ভ্রাতা উহা তিনটি বাণের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জুন তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৭

তে অর্জুনং সর্বতঃ ক্রুদ্ধা নানাশস্ত্রবরীবৃষন্।
মরুদ্ভিঃ প্রেরিতা মেঘা হিমবন্তমিবোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৮
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য দ্বিষতাং সর্বতোঽর্জুনঃ।
সমাদদৈঃ শরৈঃ সর্বানহিতানহনদ্ বহূন্ ॥ ৯
দ্বিরত্নিবেণুসঙ্ঘাতান্ হতাশ্বান্ পাত্তিসারথীন্।
বিপ্রস্তচক্রতূণীরান্ বিচক্রুরথকেতনান্ ॥ ১০
সংছিন্নরশ্মিযোক্ত্রাক্ষান্ ব্যস্তকূবরযুগান্ রথান্।
বিধ্বস্তসর্বসন্নাহান্ বাণৈশ্চক্রেঽর্জুনস্তদা ॥ ১১
তে রথাস্তত্র বিধ্বস্তাঃ পরার্ধ্যা ভাস্বরেক্ষণাঃ
ধনিনামিব বেশ্মানি হতাস্তদ্ধনিলাধুভিঃ ॥ ১২
দ্বিপাঃ সন্নদ্ধকবচাঃ পতদ্ভিঃ শস্ত্রশিলীমুখৈঃ।
পেতুর্গিরাগ্রেষ্বেষ্মানি বজ্রবাতাগ্নিভির্যথা ॥ ১৩
সারোহাস্তুরগাঃ পেতুর্হতারোহৈরুদ্ধতাড়িতাঃ।
নিজিহ্বাস্ত্রাঃ ক্ষিতৌ ক্ষীণা রুধিরার্দ্রাঃ সুদুর্দৃশঃ ॥ ১৪
নরাশ্বনাগা নারাচৈঃ সংস্যূতাঃ সব্যসাচিনা।
বজ্রমুক্তাঃ পেতুর্নেদুর্মন্দ্রং মারিষ ॥ ১৫
অনেকৈশ্চ শিলাধৌতৈর্বজ্রাশনি-বিষোপমৈঃ।
শরৈর্নিজঘ্নিবান্ পার্থো মহেন্দ্র ইব দানবান্ ॥ ১৬
মহার্হবর্মাভরণা নানাস্ত্রপ্রাণরাধুষাঃ।
সরথাঃ সধ্বজা বীরা হতাঃ পার্থেন শেরতে ॥ ১৭
বিজিতাঃ পুণ্যকর্মাণো বিশিষ্টাভিজনশ্রুতাঃ।
গতাঃ শরীরৈর্বসুধামুজ্ঝিতৈঃ কর্মভির্দিবম্ ॥ ১৮
অথার্জুনং রথবরং ষণ্ডীয়াঃ সমভিদ্রবন্।
নানাজনপদাধ্যক্ষাঃ সগণা জাতমন্যবঃ ॥ ১৯
উদ্যমানা রথাগ্রেভ্যঃ পতদ্ভশ্চ ত্বিষাংপতেঃ।
সমভাবয়ন্নস্ত্রবেগা বিবিধাঃ ক্ষিপ্রমার্জুনম্ ॥ ২০

তখন সেই সংশপ্তক যোদ্ধাগণ কুপিত হইয়া চারিদিক্ দিয়া অর্জুনের উপর নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সেইভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে বায়ুপ্রেরিত মেঘ হিমালয় পর্বতের উপর জলবৃষ্টি করিয়া থাকে ॥ ৮

অর্জুন স্বীয় অস্ত্রসকলের দ্বারা শত্রুগণের সেই সব অস্ত্র নিবারণ করত উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের সাহায্যে সমস্ত শত্রুসৈন্যগণের মধ্যে বহু সৈন্যকেই বিনাশ করিলেন ॥ ৯

অর্জুন এই সমস্ত নিজ বাণসকলের দ্বারা শত্রুদিগের ধনুসমূহকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল ধনুর জিবেণুসমূহকে ছেদন করিয়াছিলেন এবং অশ্ব ও পার্শ্বরক্ষকগণকে সংহার করিয়া দিলেন। তখন যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে তূণ স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের রথধ্বজের চক্র ও অক্ষসমূহ নষ্ট হইয়াছিল। অশ্বগণের রশ্মি, যোক্ত্র ও রথের যুগসকল ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং রথের অনুচর্ম ও যুগসকলও ভগ্ন হইয়াছিল ॥১০-১১

এই সকল বহুমূল্য ও বহুসংখ্যক রথ বিধ্বস্ত হইয়া ভূপাতিত অবস্থায় সেইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ অগ্নি, বায়ু ও জলের দ্বারা নষ্ট ধনবান্‌গণের গৃহসকলের শোভা হইয়া থাকে ॥ ১২

বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে কবচ বিদীর্ণ হইয়া হস্তিগণ বজ্র, বায়ু ও অগ্নিতে নষ্ট পর্বতশিখরসমূহে নিহিত গৃহসকলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৩

অর্জুনকর্তৃক নিহত বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূতলে রক্ত-বিকৃত হইয়া পতিত হইল। তখন তাহাদের জিহ্বা ও অন্ত্রসকল বাহির হইয়া আসিয়াছিল, ইহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া বিষাদিল এবং ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন ছিল ॥ ১৪

মান্যবর! সব্যসাচী অর্জুনের নারাচসমূহে ব্যথিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ স্মরণ করিতে, স্খলিত ও পতিত হইতে, চীৎকার করিতে এবং চলিয়া যাইতে লাগিল ॥ ১৫

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কৃতীকুমার অর্জুন শিলাশাণিত এবং বজ্র, বিদ্যুৎ ও বিষতুল্য অনেক তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা সেই সংশপ্তক বীরগণকে বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬

অর্জুন কর্তৃক নিহত সংশপ্তক বীরগণ বহুমূল্য কবচ, আভরণ, নানাবিধ বস্ত্র, অস্ত্র, রথ ও ধ্বজসমূহের সহিত রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ১৭

এই সব পুণ্যাত্মা বীরগণ উত্তম কুলে উৎপন্ন ও বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ইহারা অর্জুনের নিকটে পরাজিত হইয়া নিজ নিজ দেহের দ্বারা ধরাতলে পতিত হইলেন, কিন্তু প্রবল উত্তম কর্মসমূহের দ্বারা ইহারা ঊর্ধ্বলোকে গমন করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর আপনার সৈন্যগণ রথিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। এই সব সৈন্য বিভিন্ন জনপদের অধিপতি এবং নিজ নিজ পরিকরগণে পরিবৃত ও কুপিত ছিলেন ॥ ১৯

রথ, অশ্ব ও হস্তী দিগের উপর আরূঢ় হইয়া এবং পদাতি সৈন্যগণ অর্জুনকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় নানা প্রকার অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে অতিদ্রুত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২০

তদায়ুধমহাবর্ষং মুক্তং যোধমহাঘনৈঃ।
ব্যবর্ষন্নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্ষিপ্রমর্জুনবারিতঃ ॥ ২১
সাশ্ব-পত্তি-দ্বিপ-রথং মহাশস্ত্রৌঘসংপ্লবম্।
সহসা সংক্ষিতীর্ষন্তং পার্থঃ শস্ত্রাস্ত্রসেতুনা ॥ ২২
অথাব্রবীদ্ বাসুদেবঃ পার্থ কিং ক্রীড়সেঽনঘ।
সংশপ্তকান্ প্রমথ্যৈনানন্তরং কর্ণবধে ধর ॥ ২৩
তথেত্যুক্ত্বার্জুনঃ কৃষ্ণং দ্বিষ্টান্ সংশপ্তকাংস্তদা।
আক্ষিপ্য শস্ত্রেণ বলাদ্ দৈত্যানিন্দ্র ইবাববীৎ ॥ ২৪
আদদৎ সন্দধদ্বেষূন্ দৃষ্টঃ কৈশ্চিদ্ রথেঽর্জুনঃ।
বিমুঞ্চন্ বা শরান্ শীঘ্রং দৃশ্যন্তে বৈ নরা ভৃশম্ ॥ ২৫
আশ্চর্যমিতি গোবিন্দো ব্রুবন্নশ্বানচোদয়ৎ।
হংসাস্তগৌরাস্তে সেনাঃ চরন্তঃ সর ইবাবিশন্ ॥ ২৬
ততঃ সাগ্রামভূমিঞ্চ বর্তমানে জনক্ষয়ে।
অবেক্ষমাণো গোবিন্দঃ সব্যসাচিনমব্রবীৎ। ২৭

কিন্তু অর্জুনরক্ষী বাহু সংশপ্তক সৈন্যরূপ মহামেঘমণ্ডলের দ্বারা কৃত জলরূপ অস্ত্রবর্ষণে মহাবেগকে ক্ষীণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। ২১

অর্জুন রথী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসমূহে যুক্ত এবং মহাস্ত্রসকলের প্রবাহে পরিপূর্ণ সেই সৈন্য-সাগর স্বীয় অস্ত্রময় সেতুদ্বারা সহসা পার হইতে ইচ্ছুক হইলেন। সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে নিষ্পাপ পার্থ! তুমি কি এখন ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছ? এই সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া কর্ণকে বিনাশ করিবার জন্য তুমি ত্বরান্বিত হও। ২২-২৩

তখন শ্রীকৃষ্ণকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া অর্জুন দৈত্যগণের সংহারক দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই সময় অবশিষ্ট সংশপ্তক সৈন্যগণকে অস্ত্রসকলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সবলে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ২৪

সেই সময় রণাঙ্গনে কেহই ইহা দেখিতে পাইতেছিল না যে, অর্জুন কখন বাণগ্রহণ করিতেছেন, কখন উহা সন্ধান করিতেছেন এবং কখন নিক্ষেপ করিতেছেন। কেবল তাঁহার দ্বারা অভিহত নিহত যোদ্ধগণই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ২৫

'আশ্চর্য' এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। হংস ও চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট সেই অশ্বরা শত্রুসৈন্যদের মধ্যে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ হংসগণ সরোবরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ২৬

এষ পার্থ মহারৌদ্রো বর্ততে ভরতক্ষয়ঃ।
পৃথিব্যাং পার্থিবানাং বৈ দুর্যোধনকৃতে মহান্ ॥ ২৮
পশ্য ভারত চাপানি কনকপৃষ্ঠানি ধন্বিনাম্।
মহদ্ভাং চাপবিদ্ধানি কলাপানিবুরোস্তথা ॥ ২৯
জাতরূপময়ৈঃ পুঙ্খৈঃ শরাংশ্চ নতপর্বণঃ।
হৈমধৌতাংশ্চ নারাচান্ বিমুক্তানিব পন্নগান্ ॥ ৩০
আকীর্ণাংস্তোমরাংশ্চাপি বিচিত্রান্ হেমভূষিতান্।
চর্মাণি চাপবিদ্ধানি কনকপৃষ্ঠানি ভারত ॥ ৩১
সুবর্ণবিকৃতান্ প্রাসান্ শক্তীঃ কনকভূষিতাঃ।
জাম্বূনদময়ৈঃ পট্টৈর্বদ্ধাশ্চ বিপুলা গদাঃ ॥ ৩২
জাতরূপময়ীশ্চষ্টীঃ পট্টিশান্ হেমভূষিতান্।
ধ্বজৈঃ কনকচিত্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধান্ পরশ্বধান্ ॥ ৩৩
পরিঘান ভিন্দিপালাংশ্চ ভুশুণ্ডীঃ কুণপানপি।
অহেমধাংশ্চ পতিতান্ মুসলানি শুভানি চ ॥ ৩৪

যখন এইভাবে জনসংহার হইতে লাগিল, তখন রণভূমিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

পার্থ! দুর্যোধনের জন্য ভূমণ্ডলের এই সব রাজাদের এবং ভরতবংশীয় সৈন্যদের মহাভয়ের ও ক্ষয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৮

ভরতনন্দন! দেখ, মহারথীর বীরগণের এই সব সুবর্ণ-মণ্ডিত পৃষ্ঠভাগযুক্ত ধনু, আভরণ এবং তূণসকল পতিত আছে ॥ ২৯

স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত আনতপর্বযুক্ত এই সকল বাণ এবং হৈমধৌত এই সব নারাচ বহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্পগণের ন্যায় মনে হইতেছে। তুমি ইহা লক্ষ্য কর ॥ ৩০

ভারত! দেখ, এই সব সুবর্ণভূষিত বিচিত্র তোমরসকল চারিদিকে বিকীর্ণ আছে এবং এই সকল নিক্ষিপ্ত চালও রহিয়াছে, যাহাদের পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণমণ্ডিত ॥ ৩১

স্বর্ণনির্মিত প্রাস, সুবর্ণভূষিত শক্তি, স্বর্ণমণ্ডিত বিশাল গদা, সুবর্ণনির্মিত যষ্টি, স্বর্ণভূষিত পট্টিশ এবং স্বর্ণচিহ্নিত ধ্বজের সহিত পরশুসকলও নিক্ষিপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত আছে, তুমি এই সকলও নিরীক্ষণ কর ॥ ৩২-৩৩

দেখ, এই সকল পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুশুণ্ডী, তূণ, লৌহনির্মিত মুষল (অস্ত্র) এবং ভারী মুদ্গরও পতিত রহিয়াছে ॥ ৩৪

নানাবিধানি শস্ত্রাণি প্রগৃহ্য জয়গৃদ্ধিনঃ।
জীবন্ত ইব দৃশ্যন্তে গতসত্ত্বাস্তরস্বিনঃ॥ ৫৫
গদাবিমথিতৈর্গাত্রৈর্মুসলৈর্ভিন্নমস্তকান্।
গজবাজিরথৈঃ ক্ষুণ্ণান্ পশ্য যোধান্ সহস্রশঃ॥ ৫৬
মদ্গুগজবাজীনাং শর-শক্ত্যৃষ্টি-তোমরৈঃ।
নিশ্ছিদ্রৈঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈর্নখরৈর্ণখড়্গৈরপি॥ ৫৭
শরীরৈর্বহুধা ছিন্নৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ।
গতাসুভিরমিত্রঘ্ন সংবৃতা রণভূময়ঃ॥ ৫৮
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সাঙ্গদৈঃ শুভকুণ্ডলৈঃ।
সতলত্রৈঃ সকেয়ূরৈর্ভাতি ভারত মেদিনী॥ ৫৯
সাঙ্গুলিত্রৈর্ভুজাগ্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধৈরলঙ্কৃতৈঃ।
হস্তিহস্তোপমৈশ্ছিন্নৈরুরুভিশ্চ তরস্বিনাম্॥ ৬০
বদ্ধচূড়ামণিবরৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
রথাংশ্চ বহুধা ভগ্নান্ হেমকিঙ্কিণিনঃ শুভান্॥ ৬১

অস্ত্রাংশ্চ বহুধা পশ্য শোণিতেন পরিপ্লুতান্।
অনুকর্ষোপাসঙ্গান্ পতাকা বিবিধান্ ধ্বজান্॥ ৬২
যোধানাঞ্চ মহাশঙ্খান্ পাণ্ডুরাংশ্চ প্রকীর্ণকান্।
বিবৃতজিহ্বান্ মাতঙ্গান্ শয়ানান্ পর্বতোপমান্॥ ৬৩
বৈজয়ন্তীবিচিত্রাংশ্চ হতাংশ্চ গজযোধিনঃ।
বারণানাং পরিস্তোমান্ সংযুক্তানেকশ্বলান্॥ ৬৪
বিপাটিতবিচিত্রাংশ্চ রূপচিত্রাঃ কুথাস্তথা।
ভিন্নাংশ্চ বহুধা ঘণ্টাঃ পতন্তিশ্চ বিভা গজৈঃ॥ ৬৫
বৈদূর্য্যমণিদণ্ডাংশ্চ পতিতাংশ্চামরান্ ভুবি।
অশ্বানাঞ্চ মুখাপীড়ান্ রত্নচিত্রাস্তরচ্ছদান্॥ ৬৬
বিদ্ধাঃ সাদিধ্বজাগ্রেষু সুবর্ণবিকৃতাঃ কুথাঃ।
বিচিত্রান্ মণিচিত্রাংশ্চ ভাস্তরূপপরিষ্কৃতান্॥ ৬৭
অশ্বাস্তরপরিস্তোমান্ রাজতান্ পতিতান্ ভুবি।
চূড়ামণীন্ নরেন্দ্রাণাং বিচিত্রাঃ কাঞ্চনস্রজঃ॥ ৬৮

জয়াভিলাষী বেগবান্ বীর সৈন্যগণ হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করত প্রাণশূন্য হইলেও যেন জীবিত বলিয়াই দৃষ্ট হইতেছিল॥ ৫৪

দেখ, এই সহস্র সহস্র যোদ্ধা হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের দ্বারা মথিত হইয়াছে। গদাঘাতে ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং মুষলসমূহের প্রহারে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে॥ ৫৬

শত্রুসূদন অর্জুন! বাণ, শক্তি, যষ্টি, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, নখর ও লগুড় সকলের আঘাতে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরসমূহ বহুধাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারা সকলে রক্তাপ্লুত অবস্থায় প্রাণশূন্য হইয়া পতিত আছে এবং ইহাদের দ্বারা সমস্ত রণভূমি সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে॥ ৫৭-৫৮

ভারত! অঙ্গদ (বলয়াদি বাহুভূষণ) ও সুন্দর আভরণে বিভূষিত, চন্দনলিপ্ত তলত্রাণ (দস্তানা) ও কেয়ূরসমূহে সুশোভিত ছিন্ন বাহুসকলের দ্বারা রণভূমির অদ্ভুত শোভা হইতেছে॥ ৫৯

অঙ্গুলিত্রাণ ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বহু হস্ত পতিত আছে। বেগবান্ বীরগণের হস্তিশুণ্ডতুল্য স্থূল (মোটা) বহু জঙ্ঘা ছিন্ন হইয়া পতিত আছে এবং সুন্দর চূড়ামণি যুক্ত কুণ্ডলমণ্ডিত যোদ্ধাগণের বহু মস্তকও পতিত হইয়া এদিকে ওদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে। এই সকলের দ্বারা রণভূমির অদ্ভুত শোভা উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৬০-৬১

দেখ, স্বর্ণখচিত সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টার দ্বারা সুশোভিত রথসকল বহু খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে এবং নানাপ্রকার অশ্ব রক্তে আপ্লুত হইয়া পতিত আছে। অক্ষদণ্ড, উপাসঙ্গ, পতাকা, নানাপ্রকার ধ্বজ, চারিদিকে বিকীর্ণ পতিত যোদ্ধাগণের বড় বড় শ্বেতবর্ণ শঙ্খসমূহ এবং কত পর্ব্বতাকার চাড়ী জিহ্বা বাহির করিয়া পতিত রহিয়াছে। ৬১-৬৩

কোথাও বিচিত্র বহু বৈজয়ন্তী পতাকা পতিত আছে, কোথাও গজারোহী যোদ্ধাগণ নিহত অবস্থায় পতিত আছে এবং কোথাও বহু কম্বলসমূহে যুক্ত হস্তিগণের বহু ঝালর বিকীর্ণ আছে—ইহা লক্ষ্য কর। হস্তীর পৃষ্ঠে পাতনযোগ্য কত বিচিত্র কম্বল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়াছে। ছিন্ন হইয়া পতিত নানাপ্রকার ঘণ্টাসকল পতিত হস্তিগণের তারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে॥ ৬৪-৬৫

দেখ, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত বহু দণ্ড ও অদ্ভুত কুণ্ডলে পতিত রহিয়াছে এবং অশ্বগণের মুখাপীড় ও রত্নচিত্রিত কবচ এদিক্ ওদিকে পতিত আছে॥ ৬৬

অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের ধ্বজসমূহের অগ্রভাগে হস্তীর সুবর্ণ-নির্ম্মিত আভরণসকল বিদ্ধ রহিয়াছে। অশ্বগণের পৃষ্ঠে পাতন-যোগ্য বিচিত্র, মণিযুক্ত ও সুবর্ণখচিত রত্নগণের চর্ম্মনির্ম্মিত ঝালর ও ঝীন ধরাতলে পতিত আছে—নিরীক্ষণ কর॥ ৬৭½

নরপতিগণের চূড়ামণি, বিচিত্র স্বর্ণমালা, ছত্র, চামর ও ব্যজন-সমূহ সকলের যেন হাসিতে হইয়া পতিত আছে॥ ৬৮½

ছত্রাণি চাপশিক্ষাশ্চ চামর-ব্যজনানি চ।
চন্দ্র-নক্ষত্রতারাভৈশ্চ বদনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ। ৪৯
কুপ্তমক্রুভিরাকীর্ণাং পূর্ণচন্দ্রনিভৈর্মহীম্।
কুমুদোৎপলপদ্মানাং ষণ্ডৈঃ কুন্নং যথা সরঃ। ৫০
তথা মহীকৃতাং বক্ত্রৈঃ কুমুদোৎপলসন্নিভৈঃ।
তারাগণবিচিত্রশ্চ নির্মলেন্দুহাতিস্থিতঃ। ৫১
পশ্যেমাং নভসস্তুল্যাং শরচ্চন্দ্রমালিনীম্।
এতৎ তবৈবানুরূপং কর্মার্জুন মহাহবে। ৫২
দিবি বা দেবরাজস্য যদ্বা যৎ কৃতমাহবে।
এবং তাং দর্শয়ন্ কৃষ্ণো যুদ্ধভূমিং কিরীটিনে। ৫৩
পঞ্চজন্যমুপোধ্মৌ হৃষীকেশো ধনঞ্জয়ঃ।
দেবদত্তং দুর্যোধনবলে মহৎ। ৫৪
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষং ভেরী-পণবনিঃস্বনম্। ৫৫

রথাশ্ব-গজনাদাংশ্চ শস্ত্রশব্দাংশ্চ দারুণান্।
প্রবিশ্য তদ্ বলং কৃষ্ণস্তুরগৈর্বাতরেগিভিঃ। ৫৫
পাণ্ডোনাত্মাদিতং সৈন্যং ধনীয়ং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ।
স হি নানাবিধৈর্বাণৈরিষুপ্রবরো যুধি। ৫৬
জঘ্নবদ্ দ্বিষতাং পুগান্ গতাসূনকরো যথা।
গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং শরীরাণি নিতৈঃ শরৈঃ। ৫৭
ভিত্ত্বা প্রহরতাং শ্রেষ্ঠো বিদেহাসূনপাতয়ৎ।
শক্রপ্রবীরৈরস্ত্রাণি নানাশস্ত্রাণি সায়কৈঃ॥
ছিত্ত্বা তানবধীচ্ছত্রন্ পাণ্ডঃ শক্র ইবাসুরান্। ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ। ১৯

এখানকার রণভূমি ইন্দ্রলোকের মনোহর কুওলযুক্ত, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় কান্তিমান্ এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডলে আচ্ছাদিত আছে। ৪৯½

যেরূপ সরোবরকে কুমুদ (শালুক), উৎপল ও পদ্মসমূহে বিকসিত দেখা যায়, সেইরূপ রাজাদের কুমুদ ও উৎপলসদৃশ মুখমণ্ডলে এই রণভূমিকে সুশোভিত দেখা যাইতেছে॥ ৫০½

তারাগণের দ্বারা যেমন বিচিত্র শোভা হইয়া থাকে এবং যেখানে নির্মল চন্দ্রের প্রভা উদ্ভাসিত হইতেছে, সেই আকাশের ন্যায় এই রণভূমির শোভা দর্শন কর। মনে হইতেছে—এই রণভূমি শরৎকালের নক্ষত্রমালা অলঙ্কৃত আছে। ৫১½

অর্জুন! এই মহাসমরে তুমি যে পরাক্রম করিয়াছ, তাহা তোমারই যোগ্য কিংবা স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের যোগ্য॥ ৫২½

এইরূপে কিরীটধারী অর্জুনকে সেই রণাঙ্গনের দৃশ্য দেখাইতে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাইতে যাইতেই দুর্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে তীব্র ঘোষাদল শুনিতে পাইলেন। সেখানে বহু শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভেরী এবং পণবাদি বাদ্যধ্বনিও ধ্বনিত হইতেছে। রথসমূহের অশ্বগণের হ্রেষারবে ও হস্তিগণের চীৎকারে এবং অস্ত্রসমূহের পরস্পর আঘাতে উত্থিত ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছে॥ ৫৩-৫৪½

তখন শ্রীকৃষ্ণ বায়ুতুল্য বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা সেই সৈন্য প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, রাজা পাণ্ডু আপনার সৈন্যদিগকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ৫৫½

যেরূপ বরদাতা আদুকীন প্রাণিগণের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা পাণ্ডু যুদ্ধস্থলে নানাপ্রকার বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন॥ ৫৬½

প্রহারকারী যোদ্ধাগণের মধ্যে মুখ্য রাজা পাণ্ডু তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের বহু দেহকে বিদীর্ণ করত তাহাদিগকে দেহ এবং প্রাণশূন্য করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ৫৭½

যেরূপ ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা পাণ্ডু শত্রুবীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নানাবিধ অস্ত্রাদিকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা নষ্ট করত সেই সব শত্রুদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অশ্বত্থামা রাজ্ঞঃ পাণ্ড্যস্য সংহারঃ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

শ্রোক্তস্ত্বয়া পূর্ব্বমেব প্রবীরো লোকবিশ্রুতঃ।
ন ত্বস্য কর্ম্ম সংগ্রামে ত্বয়া সঞ্জয় কীর্ত্তিতম্॥ ১
তস্য বিস্তরশো ব্রূহি প্রবীরস্যাস্ত বিক্রমম্।
শিক্ষাং প্রভাবং বীর্য্যঞ্চ প্রমাণং বর্ম্মমেব চ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-দ্রৌণি-কর্ণার্জ্জুন-শনার্দ্দনান্।
সমাপ্তবিদ্যান্ মন্যসে যান্ ত্বমস্ত্রে রথান্॥ ৩
যো ছাক্ষিপতি বীর্য্যেণ সর্ব্বানেতান্ মহারথান্।
ন মেনে চাপ্যনা তুল্যং কঞ্চিদেব নরেশ্বরম্॥ ৪
তুল্যতাং দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যামাত্মনো যো ন মৃষ্যতে।
বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাঞ্চ ন্যূনতাং নৈচ্ছতাত্মনি॥ ৫
স পাণ্ড্যো নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
কর্ণসৈন্যমহনৎ পরাক্রান্ত ইবান্তকঃ॥ ৬
তদ্ধস্তীর্ণরথাশ্বেভং পত্তিপ্রবরসঙ্কুলম্।
কুলালচক্রবদ্ ভ্রান্তং পাণ্ড্যেনাস্যাহতং বলম্॥ ৭
ব্যশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথান্ বিপ্রবিদ্ধায়ুধ-ত্বিষান্।
সম্যগস্যৈঃ শরৈঃ পাণ্ড্যো বায়ুর্মেঘানিবাক্ষিপৎ॥ ৮
ছিন্নদান্ ছিন্নধারোহান্ বিপতাকায়ুধ-ধ্বজান্।
সপাদরক্ষানহনদ্ বজ্রেণাদ্রীনিবাদ্রিহা॥ ৯
সশক্তি-প্রাসতূণীরানশ্বারোহান্ হয়ানপি।
পুলিন্দ-খস-বাহ্লীক-নিষাদাশ্রুক-কুন্তলান্॥ ১০
দাক্ষিণাত্যাংশ্চ ভোজাংশ্চ শূরান্ সংগ্রামকর্কশান্।
বিশস্ত্রকবচান্ বাণৈঃ কৃত্বা চৈবাকরোদ্ বশম্॥ ১১
চতুরঙ্গং বলং বাণৈর্নিঘ্নন্ পাণ্ড্যমাহবে।
দৃষ্ট্বা দ্রৌণিরসম্ভ্রান্তমসম্ভ্রান্তস্তমাদ্রবৎ॥ ১২

বিংশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক রাজা পাণ্ড্যের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি পাণ্ড্যকে পূর্ব্বেই লোক-বিখ্যাত প্রধান বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ কিন্তু যুদ্ধে তাহার দ্বারা কৃত বীরোচিত কর্ম্ম বর্ণনা কর নাই। ১

আজ সেই প্রধান বীর পাণ্ড্যের পরাক্রম, শিক্ষা, প্রভাব, বল, প্রমাণ এবং বর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর। ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরকে আপনি পূর্ণ বিদ্বান্, ধনুর্ব্বেদে শ্রেষ্ঠ এবং মহারথী বলিয়া মনে করেন, এই সব মহারথী বীরগণকে যিনি নিজের পরাক্রমের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান করেন, যিনি কোনও নরপতিকে নিজের সমান বলিয়া মনে করেন না, যিনি দ্রোণ ও ভীষ্মকেও নিজের সহিত তুলনা করাকে সহ্য করিতে পারেন না এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে নিজের অল্পও ন্যূনতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, সেই সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপশিরোমণি পাণ্ড্য অগ্নিষ্টোমযাজি যজমানের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ৩-৬

যদিও কৌরব-সৈন্যমধ্যে রথ, অশ্ব ও হস্তী অধিক সংখ্যায় ছিল এবং শ্রেষ্ঠ পদাতি সৈন্যগণেও এই বাহিনী পূর্ণ ছিল, তথাপি রাজা পাণ্ড্য কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক আহত হইয়া এই বিশাল বাহিনী কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। ৭

যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা পাণ্ড্যও উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথহীন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অস্ত্র-সকল ও হস্তীদিগকেও তিনি নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ৮

যেরূপ পর্ব্বতহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতসকলের উপর আঘাত করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাণ্ড্যরাজাও পাদরক্ষক-গণের সহিত হস্তী এবং হস্ত্যারোহীদিগকেও ধ্বজ, পতাকা এবং অস্ত্রসকল হইতে বঞ্চিত করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। ৯

শক্তি, প্রাস এবং তূণ সহ অশ্বারোহী যোদ্ধা ও অশ্বগণকে তিনি সংহার করিলেন। পুলিন্দ, খস, বাহ্লীক, নিষাদ, আন্ধ্র, কুন্তল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজদেশীয় যুদ্ধকর্কশ বীর যোদ্ধাগণকে বীর বাণসমূহের দ্বারা অস্ত্র ও কবচহীন করিয়া দিয়া তাহাদের প্রাণহরণ করিতে লাগিলেন ১০-১১

রাজা পাণ্ড্যকে সমরাঙ্গণে অবিচলিতভাবে নিজ বাণসমূহের দ্বারা কৌরবের চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা নির্ভয়চিত্তে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ১২

আঘ্রায় চৈনং মধুরমভীতঃ তমভীতবৎ।
প্রাহ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স্মিতপূর্বং সমাহ্বয়ন্ ॥ ১৩
রাজন্ কমলপত্রাক্ষ বিশিষ্টাভিজনশ্রুত।
বজ্রসংহননপ্রখ্য প্রখ্যাতবলপৌরুষ ॥ ১৪
মুষ্টিরিষ্টায়তজ্যশ্চ ব্যায়তাভ্যাং মহদ্ধনুঃ।
দোর্ভ্যাং বিস্ফারয়ন্ ভাসি মহাজলদবদ্ ভৃশম্ ॥ ১৫
শরবর্ষৈর্মহাবেগৈরমিত্রানভিবর্ষতঃ।
মদন্যং নানুপশ্যামি প্রতিবীরং তবাহবে ॥ ১৬
রথ-দ্বিরদ-পত্ত্যশ্বানেকঃ প্রমথসে বহূন্।
যূথসত্ত্বানিবারণ্যে বিতীর্ণৌঘবলো হরিঃ ॥ ১৭

তারপর সেই বিজয় লাভেচ্ছু পাণ্ডুকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ঈষৎহাস্য সহকারে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে নির্ভীকের ন্যায় বলিলেন ॥ ১৩

রাজন্ কমলনয়ন! তোমার কুল ও পাণ্ডিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়ভাবে সুগঠিত, তোমার বল ও পুরুষার্থও প্রসিদ্ধ ॥ ১৪

তোমার মহৎ ধনু একই সময়ে তোমার মুষ্টিতে সংলগ্ন এবং এবং গোলাকার হইয়া বিস্তৃতরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন তুমি নিজ দীর্ঘ বাহুদ্বয়ের দ্বারা বিপক্ষ দলকে আকর্ষণ করিতে এবং উহার টঙ্কার দান করিতে থাক, সেই সময় মেঘ-গর্জনের ন্যায় তোমার অতিশয় হইয়া থাকে। ১৫

যখন তুমি নিজ শত্রুদের উপর তীব্রবেগে বাণবর্ষণ কর, সেই সময় আমি ত্রিভুবনে অপর আর এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যে ব্যক্তি তোমার সম্মুখীন হইতে পারে ॥ ১৬

তুমি একাকীই বহুসংখ্যক রথ, হস্তী, পদাতিক এবং অশ্বগণকে সেইভাবে মথিত করিয়া থাক, যেরূপ বনমধ্যে ভয়ঙ্কর বলশালী সিংহ নির্ভয়ে যূথসমূহকে সংহার করিয়া থাকে ॥ ১৭

রাজন্! তুমি নিজ ধনুর গম্ভীর শব্দে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে শরৎকালে গর্জনকারী পর্জন্যনামক মেঘের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাক ॥ ১৮

এখন তুমি নিজ তূণ হইতে বিষধর সর্পসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণসকল গ্রহণ করত যেরূপ অন্ধকাসুর মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়া ছিল, সেইরূপ কেবল আমারই সহিত সংগ্রাম কর ॥ ১৯

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর রাজা পাণ্ডু বলিলেন,—

মহতা রথঘোষেণ দিশঃ ভূমিঞ্চ নাদয়ন্।
বর্ষান্তে নদতাং মেঘো ভাসি হ্রাদীব পার্থিব ॥ ১৮
সংস্পৃশানঃ শরাংস্তীক্ষ্ণানক্ষুরাদাশীবিষোপমান্।
মহৈবৈকেন যুধ্যস্ব ত্র্যম্বকেনান্ধকো যথা ॥ ১৯
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা প্রহরেতি চ তাড়িতঃ।
কর্ণিনা দ্রোণতনয়ঃ বিব্যাধ মর্মভেদিনা ॥ ২০
মর্মভেদিভিরত্যুগ্রৈর্বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
শরব্রজাহনদ্ ভৌমিঃ পাণ্ড্যমাচার্যসত্তমঃ ॥ ২১
ততোঽপরান্ সুতীক্ষ্ণাগ্রান্ নারাচান্ মর্মভেদিনঃ।
গঙ্গা যমস্যা সংযুক্তানশ্বত্থামাপ্যবাসৃজৎ ॥ ২২

আচ্ছা, তাহাই হউক। প্রথমে তুমি প্রহার কর। এইরূপ কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা প্রথমে তাঁহার উপর বাণ প্রহার করিলেন। তখন মর্মস্থলে রাজা পাণ্ড্য কর্ণীনামক বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

ইহাতে আচার্যপ্রবর অশ্বত্থামা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অগ্নি-শিখাসদৃশ তেজস্বী মর্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা রাজা পাণ্ড্যকে হত করিতে করিতেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ২১

তাহার পর অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণাগ্রভাগ বিশিষ্ট অপর বহুসংখ্যক মর্মভেদী নারাচ নিক্ষেপ করিলেন, যে সকল নারাচ দশ প্রকার গতির দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ॥ ২২

* মহাভারতের প্রখ্যাত টীকাকার আচার্যপ্রবর নীলকণ্ঠ-মহোদয় বাণের নিম্নলিখিত দশ প্রকার গতির কথা বলিয়াছেন—১। উর্ধ্বগা, ২। অধোমুখী, ৩। তির্যক্, ৪। সমা, ৫। গোমূত্রিকা, ৬। ভ্রমা, ৭। খগতা, ৮। মকরাকারা, ৯। ক্রুদ্ধা এবং ১০। অতিক্রুদ্ধা। উর্ধ্বগা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ মস্তক, অধোমুখী গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ বক্ষ, তির্যগ্ গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ পার্শ্বভাগ, সমাগতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ গাত্রচর্ম এবং গোমূত্রিকা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ ও দক্ষিণ দিকে গমন করত কবচ ছেদন করিয়া থাকে। ভ্রমা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ নিশ্চিত রূপে লক্ষ্য ভেদ করিয়া থাকে। খগতি গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। মকরাকারা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ক্রুদ্ধা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্য বস্তুর যে কোন হস্ত-পদাদি একটি অঙ্গকে ছেদন করিয়া থাকে। অতিক্রুদ্ধা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্যের মস্তক ছেদন করত তাহার সহিত দূরে যাইয়া পতিত হয়।

তান্ শরানচ্ছিনৎ পাণ্ড্যো নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চতুর্ভিরর্দয়চ্ছাখানাত্ত তে বাসবোঽভবন্ ॥ ২৩
অথ দ্রোণসুতস্যেষূংস্তাংশ্ছিত্ত্বা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বহুর্জ্যাং বিততাং পাণ্ড্যশ্চিচ্ছেদাদিত্যতেজসঃ ॥ ২৪
দিব্যং ধনুরথাদায় কৃত্বা দ্রৌণিরমিত্রহা
প্রেক্ষ্য চাত্ত রথে যুক্তান্ নরৈরন্যান্ হয়োত্তমান্ ॥২৫
ততঃ শরসহস্রাণি প্রেষয়ামাস বৈ দ্বিজঃ।
ইষুসম্বাধমাকাশমকরোদ্ দিশ এব চ ॥ ২৬
ততস্তানন্তরঃ সর্বান্ দ্রৌণেরাত্মান্ মহাত্মনঃ।
জানানোঽপ্যক্ষয়ান্ পাণ্ড্যোঽশাতয়ৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৭
প্রযুক্তাংস্তান্ প্রযত্নেন ছিত্ত্বা দ্রৌণেরিষূন্ নরিঃ।
চক্ররক্ষৌ রথে তস্য প্রাণুদন্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৮
অথারের্লাঘবং দৃষ্ট্বা মণ্ডলীকৃতকার্মুকঃ।
প্রাক্ষদ্ দ্রোণসুতো বাণান্ বৃষ্টিং পূষাম্বুদো যথা ॥ ২৯

অষ্টাবষ্টৌগবান্মুক্তঃ শকটানি ঘনাম্বুদম্।
অদৃশ্যন্তাষ্টভাগেন দ্রৌণিশ্চিক্ষেপ মার্গিষ ॥ ৩০
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধমন্তকান্তকোপমম্
যে যে দদৃশিরে তত্র বিসংজ্ঞাঃ প্রায়শোঽভবন্ ॥ ৩১
পর্জন্য ইব ঘর্মান্তে বৃষ্ট্বা সাম্রিক্তমাং মহীম্।
আচার্যপুত্রস্তাং সেনাং বাণবৃষ্ট্যা ব্যবীবৃষৎ ॥৩২
দ্রৌণিপর্জন্যমুক্তাং তাং বাণবৃষ্টিং দুরুৎসহাম্।
বায়ব্যাস্ত্রেণ সাক্ষিপ্য মুদা পাণ্ড্যানিলোঽক্ষুভৎ ॥ ৩৩
তস্য নানদতঃ কেতুঃ চন্দনাগুরুরঞ্জিতম্।
মলয়প্রতিমং দ্রৌণিশ্ছিত্ত্বাশ্বাংশ্চতুরোঽহনৎ ॥ ৩৪
সূতমেকেষুণা হত্বা মহাজলদনিঃস্বনম্।
ধনুশ্চিত্ত্বার্ধচন্দ্রেণ ত্রিভাগৌ বাহনদ্ রথম্ ॥ ৩৫
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য ছিত্ত্বা সর্বায়ুধানি চ।
প্রাপ্তমপ্যন্তিতঃ দ্রৌণিং ভগবান্ রণেপ্সয়া ॥ ৩৬

[৩৪ গাণ্ড্য পাণ্ড্য নরি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সেই সব বাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর চারিটি বাণের তাঁহার অশ্বগণকে অত্যন্ত পীড়িত করিলেন, যাহাতে তাহারা অতি সত্বর প্রাণমুক্ত হইল ॥ ২৩

তাহার পর রাজা পাণ্ড্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সূর্যতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামার বাণসকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার ধনুর গুণকে ছেদন করিলেন ॥ ২৪

তখন শত্রুসূদন দ্রোণপুত্র দিব্য ধনুর অশ্বত্থামা নিজ দিব্য ধনুতে গুণ যোজনা করিয়া ও রথেতে সেবকগণ কর্তৃক অতিরিক্ত অন্য রথে অশ্ব যোজিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং আকাশ ও দিক্‌সমূহ স্বীয় বাণসকলে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন ॥ ২৫-২৬

পুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য বাণনিক্ষেপকারী মহাত্মা অশ্বত্থামার সেই সব বাণকে অক্ষয় জানিয়াও ছেদন করিলেন ॥ ২৭

অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণকে এই ভাবে প্রযত্ন সহকারে ছেদন করত শত্রু হন্তা পাণ্ড্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে অশ্বত্থামার দুইজন চক্ররক্ষককে বিনাশ করিলেন ॥ ২৮

শত্রু পাণ্ড্যের এই নৈপুণ্য দেখিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা নিজ ধনু আকর্ণ করত মণ্ডলাকার করিলেন এবং যেরূপ পূষার রাজা কল্পান্তে পর্জন্য জল বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৯

মাতঃ! আটটি বলশালী আটটি গাড়ী ভর্তি অস্ত্র বহন করিতে পারে, সেই সব অস্ত্র অশ্বত্থামা সেই দিনের আট ভাগেই নিক্ষেপ করত শেষ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

যমরাজের ন্যায় ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা সেই সময় কালেরও কালতুল্য প্রতীত হইতেছিলেন। যে যে মনুষ্যগণ তাঁহাকে সেখানে দর্শন করিল, তাহারা সকলেই তখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল ॥ ৩১

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্বত ও বৃক্ষসকলের সহিত পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা সেই সৈন্যদের উপর বাণবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

অশ্বত্থামারূপী মেঘের দ্বারা মুক্ত সেই দুঃসহ বাণবর্ষণকে পাণ্ড্যরাজরূপী বায়ু বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করত আনন্দের সহিত উহা উড়াইয়া দিলেন ॥ ৩৩

সেই সময় দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা বায়ুবেগে গর্জন করিতে করিতে পাণ্ড্যরাজের মলয়াচলসদৃশ উচ্চ ও চন্দন এবং অগুরুলিপ্ত ধ্বজকে ছেদন করত তাঁহার চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন ॥ ৩৪

তারপর একটি বাণে সারথিকে বধ করিয়া মেঘসদৃশ গম্ভীর শব্দকারী তাঁহার ধনুটিকেও অর্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং তাঁহার রথকে তিন তিন করিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

এইরূপে অস্ত্রসকলের দ্বারা পাণ্ড্যরাজার সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করত অশ্বত্থামা তাঁহার সমস্ত অস্ত্রই ছেদন করিয়া দিলেও যুদ্ধকামনাবশতঃ নিকটস্থ শত্রু পাণ্ড্যকে বধ করিলেন না ॥ ৩৬

এতস্মিন্নন্তরে কর্ণো গজানীকমুপাদ্রবৎ।
আবয়ামাস স তদা পাণ্ডবানাং মহদ্বলম্ ॥ ৩৭
বিরথান্ রথিনশ্চক্রে গজানশ্বাংশ্চ ভারত।
গজান্ বহুভিরানর্চ্ছচ্ছরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৮
অথ দ্রৌণির্মহেষ্বাসঃ পাণ্ডাং শত্রুনিবর্হণম্।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং নাহনদ্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩৯
হতেশ্বরো গজবরঃ সুকল্পিত—
স্তরাভিদৃষ্টঃ প্রতিপক্ষনাশনো বলী।
তমাদ্রবদ্ দ্রৌণিরথস্তরন্ রণে
রবেন কৃত্বা প্রতিচক্ষিপে চ তম্ ॥ ৪০
তং বারণং বারণযুদ্ধকোবিদো
দ্বিপোত্তমং পর্বতসানুসন্নিভম্।
সমস্তাত্তিষ্ঠন্নলঘুধ্বজস্তরন্
যথাদ্রিশৃঙ্গং ধরণীতলে তথা ॥ ৪১
তং তোমরং তাম্ররশ্মিবর্চসং
বলাদ্রণগ্লৌত্তমযত্নমুদ্যতম্।
সসর্জ শীঘ্রং পরিগৃহ্য গর্জতঃ
গুরোঃ সুতায়াদ্রিপতীশ্বরো নদন্ ॥ ৪২
মণিপ্রবেকোত্তমবজ্রহাটকৈ—
রলঙ্কৃতং চান্তকমালমৌক্তিকৈঃ।
ততো হতোঽসীত্যসকৃদ্রুষা নদন্
পরাহনদ্ দ্রৌণিবরাজকুঞ্জরম্ ॥ ৪৩
তদর্ক-চন্দ্র-গ্রহ-পাবকদ্যুতিং
ভূষাভিপাতাৎ পতিতং বিচূর্ণিতম্।
মহেন্দ্রবজ্রাভিহতং মহাবনং
যথাদ্রিশৃঙ্গং ধরণীতলে তথা ॥ ৪৪
ততঃ প্রজজ্বাল পরেণ মন্যুনা
পাদাহতো নাগপতির্যথা তথা।
সমাদদে চান্তকদণ্ডসন্নিভা
মমোঘমাশীবিষতোমরোত্তমম্ ॥ ৪৫

স তোমরঃ তাম্ররশ্মিবর্চঃ
বলাদ্রণগ্লৌত্তমযত্নমুদ্যতঃ।
সসর্জ শীঘ্রং পরিগৃহ্য গর্জতঃ
গুরোঃ সুতায়াদ্রিপতীশ্বরো নদন্ ॥ ৪২
মণিপ্রবেকোত্তমবজ্রহাটকৈ—
রলঙ্কৃতঃ চান্তকমালমৌক্তিকৈঃ।
ততো হতোঽসীত্যসকৃদ্রুষা নদন্
পরাহনদ্ দ্রৌণিবরাজকুঞ্জরম্ ॥ ৪৩
তদর্ক-চন্দ্র-গ্রহ-পাবকদ্যুতিং
ভূষাভিপাতাৎ পতিতং বিচূর্ণিতম্।
মহেন্দ্রবজ্রাভিহতং মহাবনং
যথাদ্রিশৃঙ্গং ধরণীতলে তথা ॥ ৪৪
ততঃ প্রজজ্বাল পরেণ মন্যুনা
পাদাহতো নাগপতির্যথা তথা।
সমাদদে চান্তকদণ্ডসন্নিভা
মমোঘমাশীবিষতোমরোত্তমম্ ॥ ৪৫

কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা এই দুই জন সেই দ্রৌণিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৬

ইহার মধ্যে কর্ণ পাণ্ডবগণের গজসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। সেই সময় তিনি পাণ্ডবগণের বিশাল গজসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ৩৭

ভারত! তিনি বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধাকে রথহীন করিয়াছিলেন, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যদের গজ এবং অশ্বসকল নিহত করিলেন। তারপর আনত পর্ব্বযুক্ত বহু বাণের দ্বারা বহু হাতীকেও পীড়িত করিলেন। ৩৮

অন্যদিকে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা শত্রুসংহারক, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডাকে রথহীন করিয়াও তাঁহাকে বধ করিলেন না যে, তিনি তখনও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী ছিলেন। ৩৯

এই সময় বিধি অনুসারে রণসজ্জায় সজ্জিত শ্রেষ্ঠ ও বলবান্ একটি গজরাজ অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত ধাবিত হইয়া প্রতিপক্ষের অনুসরণ করিতে থাকিয়া সেই দিকে আসিল, তখন তাহার যোদ্ধা ও সারথি নিহত হইয়াছিল। অশ্বত্থামার বাণসমূহে আহত হইয়া সেই গজরাজ অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডারাজের দিকে ধাবিত হইল। এই গজরাজ তখন প্রতিপক্ষের হাতীর গর্জন শুনিয়া তীব্রবেগে সেই দিকে ছুটিয়া যাইল। ৪০

কিন্তু গজ-যুদ্ধবিশারদ মহাবল রাজা পাণ্ডা পর্ব্বতশিখরতুল্য উচ্চ সেই গজরাজের উপর তাদৃশ ক্ষিপ্রতার সহিত আরোহণ করিলেন, যেরূপ পৌরুষে [illegible] কোন সিংহ কোন পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে। ৪১

গিরিরাজ মলয়ের অধিত্যকায় পাণ্ডা ক্ষত অঙ্গসকল হইবার জন্য সেই হাতীকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রসঞ্চালনের জন্য উত্তম বল, প্রচেষ্টা ও ক্রোধে প্রেরিত হইয়া সূর্য্যকিরণসদৃশ তেজস্বী একটি তোমর ধারণ করত গর্জন করিতে করিতে উহা অতিশয়ত্ব আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৪২

সেই তোমরের দ্বারা তিনি উত্তম মণি, শ্রেষ্ঠ হীরক, স্বর্ণ, বজ্র, মালা এবং মুক্তাবিভূষিত অশ্বত্থামার মুকুটের উপর বারংবার হর্ষসহকারে 'তুমি নিহত হইলে, তুমি নিহত হইলে' এই কথা বলিয়া আঘাত করিলেন। ৪৩

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও অগ্নিসদৃশ প্রভাশালী এই মুকুট সেই তোমরের প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তীব্র শব্দ সহকারে সেইরূপে ভূতলে পতিত হইল, যেরূপ ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে আহত হইয়া কোন এক পর্ব্বতশিখর ভূমুল শব্দের সহিত ধরাতলে পতিত হইয়া থাকে। ৪৪

তখন অশ্বত্থামা পদাহত নাগরাজের ন্যায় অত্যন্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ইহাতে তিনি যমদণ্ডের ন্যায় শত্রুগণের সংহারক চৌকটি বাণ গ্রহণ করিলেন। ৪৫

দ্বিপস্য পাদাগ্রকরান্ স পঞ্চভি—
নৃপস্য বাহূ চ শিরোঽথ চ ত্রিভিঃ।
জঘান ষড়্ভিঃ ষড়নুত্তমদ্বিষঃ
স পাণ্ডুরাজানুচরান্ মহারথান্॥ ৪৬
সুদীর্ঘকৃষ্ণৌ বরচন্দনোক্ষিতৌ
সুবর্ণমুক্তামণিবজ্রভূষণৌ।
ভুজৌ ধরায়াং পতিতৌ নৃপস্য তৌ
বিচেষ্টমুত্তার্হিতাবিবোরগৌ॥ ৭৭
বিরশ্মি তৎ পূর্ণশশিপ্রভাননং
সরোষতাম্রায়তনেত্রমুন্নসম্।
ক্ষিতাবপি ভ্রাজতি তৎ সকুণ্ডলং
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশী যথা॥ ৭৮
স তু দ্বিপঃ পঞ্চভিরুত্তমেষুভিঃ
কৃতঃ ষড়ঙ্গস্তুরো নৃপস্ত্রিভিঃ।
কৃতো দশাংশঃ কুশলেন যুযুধা
যথা হবির্যজ্ঞদশৈবতং তথা॥ ৭৯
স পাদশো রাক্ষসভোজনান্ বহূন্
প্রদায় পাণ্ড্যোঽথমনুব্রজান্ দ্বিপান্।
স্বধামিবাপ্তা জলনঃ পিতৃপ্রিয়—
স্ততঃ প্রশান্তঃ সলিলপ্রবাহতঃ॥ ৪০
সমাপ্তবিদ্যাং তু গুরোঃ সুতঃ নৃপঃ
সমাপ্তকর্মাণমুপেত্য তে সুতঃ।
সুহৃদ্বৃতোঽভ্যর্চ্য যথার্থমুত্তরমুষা
জিতে বলৌ বিষ্ণুমিবামরেশ্বরঃ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি পাণ্ডববধে
দ্বিশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০

তারপর পাঁচটি বাণে সেই হাতীর চারিটি পা ও শুঁড় ছেদন করিলেন। তারপর তিনটি বাণে রাজা পাণ্ড্যের দুইটি বাহু ও মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহার পর অন্য ছয়টি বাণে পাণ্ড্যরাজার পশ্চাদ্গামী উত্তম কাম্বিযুক্ত ছয় জন মহারথী যোদ্ধাকে বিনাশ করিলেন॥ ৪৬

উত্তম, বিশাল, গোলাকার, শ্রেষ্ঠ চন্দনে চর্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকখচিত বিভূষিত পাণ্ড্যরাজের দুই বাহু ভূতলে পতিত হইয়া গরুড়কর্তৃক নিহত দুইটি সর্পের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল॥ ৭৭

যাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রতুল্য প্রকাশমান, নেত্র ক্রোধবশতঃ অরুণবর্ণ এবং যাঁহার নাসিকা উচ্চ ছিল, সেই পাণ্ড্যরাজার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াও দুই বিশাল নক্ষত্রের মধ্যভাগে বিরাজমান চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল॥ ৭৮

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা পাঁচটি উত্তম বাণ প্রহার করিয়া সে হাতীকে ছয় খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন এবং অপর তিনটি বাণে রাজা পাণ্ড্যকেও চারিখণ্ড করিয়াছিলেন। এইভাবে উহাকে বিনিহত করিয়া সেইরূপে হবিষ্যকে যাগ করিয়া দিলেন, যেরূপ কল্পনিপুণ পুরোহিত দশ হবির্ধান-যজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দশ দেবতার উদ্দেশে হবিষ্যকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন॥ ৭৯

যেরূপ পিতৃগণের প্রিয় চিতাগ্নি মৃতদেহকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে এবং প্রজ্বলিত করিয়া শেষে জলের সেচনে উহা শান্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ রাজা পাণ্ড্য অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর মাত্রায় রাক্ষসগণকে ভোজনরূপে প্রদান করত শেষে অশ্বত্থামার বাণের দ্বারা চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইলেন॥ ৪০

যিনি বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত কর্তব্যকর্ম নিষ্পাদন করিয়াছিলেন, সেই গুরুপুত্র অশ্বত্থামার নিকট সুহৃদ্‌গণের সহিত আসিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার বিশেষভাবে সেইরূপ পূজা করিলেন, যেরূপ দৈত্যরাজ বলি পরাজিত হইলে পর দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন॥ ৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে পাণ্ড্যের বধবিষয়ক দ্বিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(কৌরব-পাণ্ডবোভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তদন্তরং যুদ্ধম্)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

পাণ্ডো হতে কিমকরোদর্জুনো যুধি সঞ্জয়।
একবীরেণ কর্ণেন ত্রাসিতেষু পরেষু চ ॥ ১
সমাপ্তবিদ্যো বলবান্ যুক্তো বীরঃ স পাণ্ডবঃ।
সর্বভূতেষমুজ্ঞাতঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ২
তস্মান্নহন্ তবঃ তীব্রমমিত্রঘ্নাদ্ ধনঞ্জয়াৎ।
স বং তন্মাকরোৎ পার্থস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

হতে পাণ্ডোরর্জুনঃ কৃষ্ণস্বরন্নাহ বচো হিতম্।
পশ্যামি নাহং রাজানমপযাতাংশ্চ পাণ্ডবান্ ॥ ৪
নিবৃত্তাংশ্চ পুনঃ পার্থৈর্বরং শত্রুবলং মহৎ।
অশ্বত্থামানং সঙ্করাদ্ধরা কর্ণেন সঞ্জয়াঃ ॥ ৫
তথাবরণনাগানাং কৃতঞ্চ কদনং মহৎ।
সর্বমাখ্যাহি বীরো বাসুদেবঃ কিরীটিনে ॥ ৬
এবঞ্চ্রুত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভ্রাতুর্বোরং মহদ্ ভয়ম্।
বাহরাশ্বান্ হৃষীকেশ কিমব্রবীত্তাহ পাণ্ডবঃ ॥ ৭
ততঃ প্রায়াদ্ধৃষীকেশো রথেনাপ্রতিযোধিনা।
যাত্রপক্ষ পুনস্তত্র প্রাদুরাসীৎ সমাগমঃ ॥ ৮
ততঃ পুনঃ সমাজগ্মুস্তত্রীয়াঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
ভীমসেনমুখাঃ পার্থা মৃতপুত্রমুখা বয়ম্ ॥ ৯
ততঃ প্রবব্রতে ভূয়ঃ সংগ্রামো রোমহর্ষণঃ।
কর্ণস্য পাণ্ডবানাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ১০
ধনূংষি বাণান পরিঘানসিশক্তিগদোমরান্।
মুসলানি ভুশুণ্ডাংশ্চ সমগৃহ্ণন্ত সর্বশঃ ॥ ১১

একবিংশ অধ্যায়।

(কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামাপ্রভৃতি তাঁহারা নিহত হইল এবং আমার পক্ষের অদ্বিতীয় বীর কর্ণ যখন শত্রুসৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল, সেই সময় অর্জুন কি করিল? ১

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। সে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য উদ্যুক্ত আছে এবং বলবান্ বীর। ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে কৃপাপূর্ব্বক অনুগৃহীত করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রধান ও অজেয় হইবে। ২

সেইজন্য এই শত্রুনাশক ধনঞ্জয়কে আমার অত্যন্ত তীব্র ও মহাভয় হয়। সঞ্জয়! অতএব সেখানে কুন্তীকুমার অর্জুন যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহা আমাকে বল। ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবরাজ নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ অভিনয় দ্বারা করিয়া অর্জুনকে এই হিতকর বাক্য বলিলেন,—পার্থ! আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইতেছি না। যুদ্ধস্থলে পলায়নপরায়ণ অন্য পাণ্ডব সৈন্যদিগকেও আমি দেখিতে পাইতেছি না। ৪

পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পাণ্ডব যোদ্ধারা বিশাল শত্রুসৈন্যের মধ্যে তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু অশ্বত্থামার শস্ত্রাঘাতে কর্ণ সৈন্যদিগকে সংহার করিয়াছে এবং সৈন্যবাহিনীর হস্তী, অশ্ব, ও রথসকলের ভয়ের বিলাপ সাধন করিয়াছে। ৫

বীর বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কিরীটধারী অর্জুনকে এ সমস্ত বিষয়ই বলিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া এবং নিজ ভ্রাতার উপর পতিত এই ঘোরতর ভয়াভয়কে দেখিয়া পাণ্ডুকুমার অর্জুন বলিলেন,—হৃষীকেশ! আপনি বীর এই অশ্বগণকে চালনা করুন। ৬-৭

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ যে রথের কোন প্রতিযোদ্ধা নাই সেই রথের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। সেই সময় সেখানে পুনরায় অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ৮

কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধারা পুনরায় নির্ভয় হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। পাণ্ডব-সৈন্যের প্রধান ছিলেন ভীমসেন, আর আমাদের সৈন্যের প্রধান ছিলেন পুত্রপুত্র কর্ণ। ৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সময় কর্ণের পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত পুনরায় যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, উহা যমরাজ্যেরই শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। ১০

উভয় পক্ষের সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় ধনু, বাণ পরিঘ, খড়্গ, শক্তি, গদা, তোমর, মুষল, ভুশুণ্ডী, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু,

গদাঃ প্রাসাদ্বিতান্ কুন্তান্ ভিন্দিপালান্ মহাস্বনান্।
প্রগৃহ্য ক্ষিপ্রমাপেতুঃ পরস্পরজিঘাংসয়া ॥ ১২
বাণজ্যাতলশব্দেন দ্যাং দিশঃ প্রদিশো বিরুং।
পৃথিবীং নেমিঘোষেণ নাদয়ন্তোঽভ্যয়ুঃ পরান্ ॥ ১৩
তেন শব্দেন মহতা সংক্রুষ্টাশ্চক্রুরাহবম্।
বীরা বীরৈর্মহাঘোরং কলহান্তং ভিতীর্ষবঃ ॥ ১৪
জ্যাতলত্রবন্ধুশব্দঃ কুঞ্জরাণাঞ্চ বৃংহিতান্।
পাদাতানাঞ্চ পততাং নৃণাং নাদো মহানভূৎ ॥ ১৫
তালশব্দাংশ্চ বিবিধান্ শূরাণাং চাভিগর্জতাম্।
শ্রুত্বা তত্র ভৃশং ত্রেসুঃ পেতুশ্চাপি সৈনিকাঃ ॥ ১৬
ছেত্তারং নিনদতাং চৈব শস্ত্রবন্তঞ্চ মুঞ্চতাম্।
বহুনাবিরথিবীরঃ প্রমমাথেষুভিঃ পরান্ ॥ ১৭
পঞ্চ পাঞ্চালবীরাণাং প্রথমে পঞ্চ চ পঞ্চ চ।
সাশ্বসূতস্ত্রয়ান্ কর্ণঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৮

গদা, প্রাস, তীক্ষ্ণ কুন্ত, ভিন্দিপাল এবং বড় বড় অস্ত্র গ্রহণ করত অতিসত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন ॥ ১১-১২

রথী বীর নিজ বাণসহ বড় ধনুর টঙ্কারধ্বনি এবং রথের চক্রনকলের ঘর্ঘর ধ্বনিতে আকাশ, অন্তরিক্ষ, দিক্, বিদিক্ ও ভূতলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে শত্রুদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

কলহের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সব বীরগণ এই সময় তীব্র শব্দের দ্বারা হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণ ভাবে বিপক্ষ বীরগণের সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪

গুরু, হস্তত্রাণ ও ধনুর শব্দ, চীৎকারকারী হস্তীদিগের গর্জন এবং রণাঙ্গনে পতিত পদাতি সৈন্যগণের তীব্র আর্তনাদের তুমুল ধ্বনিতে সে স্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৫

সম্মুখে গর্জনকারী বীর যোদ্ধাগণের তালোয়ানের বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া বহু সৈন্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, বহু সৈন্য ধরাতলে পতিত হইল এবং বহু সৈন্য ম্লান হইয়া যাইল ॥ ১৬

সিংহনাদকারী এবং অস্ত্রসকল বর্ষণকারী শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বহু সৈন্যকে বীর কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা মথিত করিলেন ॥ ১৭

যিনি নিজ বাণসমূহের দ্বারা পাঞ্চাল বীরগণের প্রথমে পাঁচ, তারপর দশ এবং পুনরায় পাঁচ জন রথী যোদ্ধাকে অশ্ব, সারথি ও অস্ত্রসকলের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮

তখন সমরাঙ্গণে পাণ্ডব-পক্ষের নীতিজ্ঞানহীন অস্ত্রচালনা

যোধমুখ্যা মহাবীর্য্যাঃ পাণ্ডুনাং কর্ণমাহবে।
শীঘ্রাস্ত্রো তূর্ণমাসাদ্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯
ততঃ কর্ণো দ্বিষৎসেনাং শরবর্ষৈর্বিলোড়য়ন্।
বিজগাহাওজাকীর্ণাং পদ্মিনীমিব যূথপঃ ॥ ২০
দ্বিষন্নথমবষ্টভ্য রাধেয়ো ধনুরুত্তমম্।
বিধূনয়ন্ শিতৈর্বাণৈঃ শিরাংস্যুপথ্য পাতয়ৎ ॥ ২১
চর্মবর্মাণি সাহিত্রাণ্যপতন্ ভুবি দেহিনাম্।
বিষেষ্বর্নাস্ত সংস্পর্শং দ্বিতীয়ঞ্চ পতত্রিণঃ ॥ ২২
বর্মদেহাসুমর্মজ্ঞৈর্দ্রুতঃ প্রচ্ছাদৈঃ শরৈঃ।
যৌর্য্যা তলত্রে সুহৃদং কর্ণয়া বাজিনো যথা ॥ ২৩
পাণ্ডু-সৃঞ্জয়-পাঞ্চালান্ শরগোচরমাগতান্।
মমর্দ ত্বরসা কর্ণঃ সিংহো দৃপগণানিব ॥ ২৪
ততঃ পাঞ্চালয়োশ্চ দ্রৌপদেয়াংশ্চ মারিষ।
যত্নো চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সহিতাঃ কর্ণমভ্যয়ুঃ ॥ ২৫

করিতে সমর্থ মহাপরাক্রমশালী প্রধান প্রধান যোদ্ধারা অতিদ্রুত সেখানে আসিয়া কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯

তদনন্তর কর্ণ নিজ বাণবর্ষণের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে মথিত করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেরূপ যূথপতি গজরাজ পক্ষিসমূহে পূর্ণ পদ্মশোভিত সরোবরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে মথিত করিয়া থাকে ॥ ২০

রাধাপুত্র কর্ণ ক্রমশঃ শত্রুসৈন্যের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া নিজ উত্তম ধনু কম্পিত করিতে করিতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণের মস্তকসকল ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেই সময় দেহধারী যোদ্ধাদের হর্ষ এবং কবচসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। শত্রুসৈন্যরা কর্ণের দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতে ছিল না ॥ ২২

যেরূপ অশ্বারোহী কশার দ্বারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও বহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কবচ, শরীর ও প্রাণকে মথিত করিতে সমর্থ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগের হস্তত্রাণের উপরেও প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

যেরূপ সিংহ নিজের দৃঢ়ীর মধ্যে পতিত বৃষগণকে সবলে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও নিজ বাণসমূহের সীমা মধ্যে পতিত পাণ্ডব, সৃঞ্জয় এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধাগণকে তীব্রবেগে মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

মান্যবর! পাঞ্চালদের সহিত দ্রৌপদীর পুত্রগণ

তেষু ব্যাযচ্ছমানেষু কুরু-পাঞ্চাল-পাণ্ডুষু
প্রিয়ানসূন্ রণে ত্যক্ত্বা যোধা ভয়ুঃ পরস্পরম্ ॥ ২৬
সুসংনদ্ধাঃ কবচিনঃ সশিরস্ত্রাণবর্মণঃ।
গদাভিঃ মুসলৈশ্চান্যে পরিঘৈশ্চ মহাবলাঃ ॥ ২৭
সমত্যধাবন্ত ভৃশং কালযন্তৈরিবোদ্যতৈঃ।
নর্দন্তশ্চাস্ফরন্তশ্চ প্রবল্গন্তশ্চ মারিষ ॥ ২৮
ততো নিজঘ্নুরন্যোন্যং পেতুশ্চান্যোন্যতাড়িতাঃ।
বমন্তো রুধিরং গাত্রৈর্বিমন্থিক্ষেপবাহবঃ ॥ ২৯
দন্তপূর্ণৈঃ সরুধিরৈর্বক্ত্রৈর্দাড়িমসন্নিভৈঃ।
জীবন্ত ইব চাপোকে তস্থুঃ শস্ত্রোপবৃংহিতাঃ ॥ ৩০
পরস্বধৈশ্চাপ্যবরে পট্টিশৈরসিভিস্তথা।
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ নখরপ্রাসতোমরৈঃ ॥ ৩১

এবং নকুল, সহদেব, সাত্যকি—ইঁহারা সকলে একত্রে আসিয়া কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৪

সেই সময় যখন কৌরব, পাঞ্চাল এবং পাণ্ডব যোদ্ধারা পরিশ্রম সহকারে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন, তখন সকল সৈন্যরা নিজ নিজ প্রিয় প্রাণের মমতা পরিহার করত পরস্পরকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬

মাননীয় রাজন্! কটিদেশ (কোমর) ভালভাবে বাঁধিয়া, কবচ বদ্ধ করিয়া, শিরস্ত্রাণ ও আভরণ ধারণ করিয়া মহাবল যোদ্ধারা গর্জন করিতে করিতে, হুঙ্কার করিতে করিতে এবং পরস্পরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে কালদণ্ড-তুল্য গদা, মুষল ও পরিঘ উদ্যোলিত করিয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৭-২৮

তদনন্তর ইঁহারা পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন, পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং নিজ নিজ দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে ইঁহাদের অস্ত্র, নেত্র ও আভরণ নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ২৯

বহু বীরের শরীর অস্ত্রাঘাতে ব্যাপ্ত ও প্রাণশূন্য হইয়া পতিত ছিল; কিন্তু ইঁহাদের বিস্ফারিত মুখমধ্যে রক্তরঞ্জিত যে সমস্ত দন্ত ছিল, এই সকল দন্তের দ্বারা ইঁহারা রক্তিম দাড়িম-ফলের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন এবং এতাদৃশ মুখের দ্বারা তাঁহারা জীবিত বলিয়াই প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ৩০

মহানদতুল্য সেই বিশাল রণস্থলে পরস্পর কুপিত হইয়া অন্যান্য যোদ্ধারা পরশু, পট্টিশ, খড়্গ, শক্তি, ভিন্দিপাল, নখর, প্রাস এবং তোমরসকলের দ্বারা যথাযোগ্য পরস্পরকে ছেদন, বিদারণ, ক্ষেপণ, কর্তন ও হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

যেরূপ বৃক্ষ হনন বৃক্ষ ছেদন করিলে উহা হইতে রক্ত নির্গত হয়, সেইরূপ পরস্পরের আঘাতে নিহত যোদ্ধারা স্ব-স্ব-দেহ হইতে নির্গত রক্তে আপ্লুত হইয়া প্রশস্তান অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত হইলেন ॥ ৩৩

রথসমূহের দ্বারা রথসমূহ, হস্তিগণের দ্বারা হস্তিগণ, পদাতি মনুষ্যদিগের দ্বারা পদাতি মনুষ্যগণ এবং অশ্বসকলের দ্বারা অশ্বসকল নিহত হইয়া রণভূমিতে শত শত সহস্র সংখ্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪

অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, হস্তিগণের শুণ্ড এবং মনুষ্যদিগের বাহু-সকল—এ সমস্তই ক্ষুর, ভল্ল ও অর্ধচন্দ্র বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল ॥ ৩৫

অশ্বারোহী যোদ্ধারা বহু বীর যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়া ছিলেন এবং বড় বড় হস্তীদিগের শুণ্ড সকলও ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। শুণ্ড ছিন্ন হইলে পর সেই সব হাতীরা যুদ্ধস্থলে যথাসংখ্যক মনুষ্য, হস্তী, রথ ও অশ্বগণকে মর্দিত করিয়া ফেলিল। তাহার পর ইঁহারা অশ্ব ও পতাকা সহ চূর্ণ বিচূর্ণ পর্বতসমূহের ন্যায় ধরাশায়ী হইল ॥ ৩৬½

পদাতি বীরগণের হস্ত-বস্ত দ্বারা নিহত ও নিহ্যমান বহু হাতী ও রথ আরোহী যোদ্ধাদের সহিত চারিদিকে পতিত ছিল ॥ ৩৭½

হতাশ্চ হন্যমানাশ্চ পত্তিভাশ্চৈব সর্বশঃ।
অশ্বারোহাঃ সমাসাদ্য ত্বরিতাঃ পত্তিভির্হতাঃ॥ ৫৮
সাদিভিঃ পত্তিসঙ্ঘাশ্চ নিহতা ভূবি শেরতে।
বৃষ্টিভানীব পদ্মানি প্রম্লানা ইব চ দ্রুমাঃ॥
হতানাং বদনাচ্ছাদ্য পাত্রাণি চ মহাহবে॥ ৬০

রূপাণ্যাভার্থকাস্তানি স্থিরদাশনয়োর্ নৃপ।
সমুদ্গানীব বস্ত্রাণি বধূর্হর্ষভয়াৎ পরাম্॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

যহ অশ্বারোহী যোদ্ধা অতিশয় ত্বরা করিয়া পদাতি সৈন্যের নিকট গমন করত তাহাদের দ্বারা নিহত হইল এবং দলে দলে পদাতি সৈন্যগণও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া যুদ্ধস্থলে চিরকালের জন্য শয়ন করিল॥ ৫৮

সেই মহাসমরে নিহত যোদ্ধাগণের মুখ ও কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত পদ্ম এবং অতিশয় ম্লান মালাসকলের ন্যায় শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল॥ ৬০

নরেশ্বর! হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অত্যন্ত সুন্দর রমণীয় সেখানে পতিত বস্ত্রসকলের ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাই অত্যন্ত কঠিন ছিল॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে সঙ্কুল যুদ্ধবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(পাণ্ডবসৈন্যোপরি ভগদত্তগজসৈন্যানামাক্রমণম্, পাণ্ডবৈঃ পুত্রস্য পরাজয়ঃ, বজ্রদাজ্ঞদ্যুময়োঃ সংহারঃ, গজসৈন্যানাং বিনাশঃ পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
বৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডবমভ্যযুঃ॥ ১
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥ ২
মেকলাঃ কোশলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত॥ ৩
শর-তোমর-নারাচৈর্বৃষ্টিমন্ত উদায়ুধাঃ।
সিন্ধিচুল্লে ততঃ সর্বে পাঞ্চালবলমাহবে॥ ৪
তান্ সন্নিপতিতান্ নাগান্ পাঞ্চাল্যঃ শূরসৌনকৈঃ।
চোদিতান্ পাণ্ডবেয়াঃ বাণৈর্নারাচৈরভ্যবীবৃষন্॥ ৫
একৈকং দশভিঃ ষড়্ভিরষ্টাভিরপি ভারত।
ছিন্নদানভিবিব্যাধ ছিন্নৈর্গিরিনিভান্ শরৈঃ॥ ৬
প্রচ্ছাদয়ন্তঃ ছিন্নৈস্তৈরিব দিবাকরম্।
প্রযযুঃ পাণ্ডুপাঞ্চালা নদন্তো নিশিতায়ুধাঃ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবসৈন্যের উপর ভগদত্তের গজসৈন্যগণের আক্রমণ, পাণ্ডবদের দ্বারা পুত্রের পরাজয়, বজ্রদত্ত ও অঞ্জয়ের বধ এবং গজসৈন্যের বিনাশ ও পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞা লাভ করত বহুসংখ্যক মাহুত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় সত্বরে হস্তীদিগের সহিত তাঁহার উপর আক্রমণ করিল॥ ১

ভারত! পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের সেই গজ-যোদ্ধারা এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, মেকল, কোশল, মদ্র, দশার্ণ ও নিষধদেশের সমস্ত গজযুদ্ধনিপুণ বীরগণ, কলিঙ্গ যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইয়া জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে পাঞ্চাল-সৈন্যের উপর বাণ, তোমর ও নারাচসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২-৪

এই সকল গজসৈন্য সকলের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে দলিত করিতে উদ্যুক্ত ছিল। ইহাদিগকে সেই সময় মাহুতগণ পদ, অঙ্গুলি ও অঙ্কুশসকলের প্রহারে বারংবার অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরিত করিতেছিল। ইহা দেখিয়া ভগদত্তনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের উপর নারাচনামক বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ৫

ভরতনন্দন! ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পর্বতাকার হস্তীদিগের প্রত্যেককেই তিনি-তিন, ছয়-ছয় এবং আট-আটটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥ ৬

সেই সময় মেঘমণ্ডলের দ্বারা আবৃত সূর্যের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে গজসৈন্যদের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত গর্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ৭

তান্ নাগানভিবর্ষন্তো জাতহ্রাদবলাদিতৈঃ।
বীরবৃত্তাঃ প্রনৃত্যন্তঃ শূরতালপ্রচোদিতৈঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৮
সাত্যকিশ্চ শিখণ্ডী চ চেকিতানশ্চ বীর্য্যবান্।
সমন্তাৎ সিষিচুর্বীরা মেঘাস্তোয়েরিবাচলান্ ॥ ৯
তে ম্লেচ্ছৈঃ প্রেষিতা নাগা নরানশ্বান্ রথানপি।
হস্তৈরাক্ষিপ্য সমৃহুঃ পঙ্ক্তিস্থাপ্যাভিমন্যবঃ ॥ ১০
বিভিদুশ্চ বিষাণাগ্রৈঃ সমাক্ষিপ্য চ চিক্ষিপুঃ।
বিষাণলগ্নাংস্তাংস্যান্যে পরিপেতুর্বিভীষণাঃ ॥ ১১
প্রমুখে বর্ত্তমানং তু দ্বিপং বঙ্গস্য সাত্যকিঃ।
নারাচেনোগ্রবেগেন ভিত্ত্বা মর্ম্মাণ্যপাতয়ৎ ॥ ১২
তস্যাবজিতকায়স্য দ্বিরদাদুৎপতিষ্যতঃ।

ইহারা ভয়ঙ্করী বীরার ভার বহন করিতেছিলেন, বীর যোদ্ধাগণের প্রভু তাদের দ্বারা যুদ্ধের প্রেরণা পাইতেছিলেন এবং বীরোচিত নৃত্য করিতে করিতে সেই হস্তীদলের উপর বাণবর্ষণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি, শিখণ্ডী এবং পরাক্রমশালী চেকিতান—এইসব বীরগণ চারিদিক হইতে সেই গজসৈন্যদের উপর সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮-৯

ম্লেচ্ছগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধী সেই গজ-সৈন্যরা মনুষ্য, অশ্ব ও রথসকলকে নিজ নিজ শুণ্ডের সাহায্যে উত্তোলিত করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল এবং পায়ের চাপে পেষণ করিতেছিল ॥ ১০

বহু সৈন্যকে নিজেদের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং বহু সৈন্যকে আবার শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। বহু সৈন্য আবার তাহাদের দন্তের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ভয়ানক অবস্থায় নীচেতে পতিত হইল ॥ ১১

এই সময় সাত্যকি নিজের সম্মুখে উপস্থিত বঙ্গরাজের হাতীর মর্ম্মস্থানসমূহ ভয়ঙ্কর বেগশালী নারাচসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করত উহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১২

তখন বঙ্গরাজ নিজের শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া সেই হাতী হইতে লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু সাত্যকি একটি

নারাচ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বক্ষে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৩

অঙ্গরাজকে পুত্রবৎ পালন করিতেছিলেন। তাঁহারও হস্তী যখন চলিতেছিল, তখন তাঁর এক পার্শ্বে রক্ষক ছিল। সহদেব ভল্লাস্ত্রসমূহের নিক্ষেপ তিনটি নারাচের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৪

এইরূপে সেই হাতীকে পতাকা, মাহুত, ধ্বজ ও প্রাণহীন করিয়া দিয়া সহদেব পুনরায় অঙ্গরাজের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৫

কিন্তু নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া নিজেই ধনুষ্টঙ্কার-সহিত ভয়ানক তিনটি নারাচের দ্বারা তাঁহার ভ্রাতাকে এবং এক শত নারাচের দ্বারা অঙ্গরাজকে পীড়িত করিলেন ॥ ১৬

এই সময় অঙ্গরাজ নকুলের উপর সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী অষ্ট শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু নকুল ইহাদের প্রত্যেকটিকে তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন নকুল একটি অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা অঙ্গরাজের শিরশ্ছেদ করিলেন। এইভাবে নিহত হইয়া ম্লেচ্ছজাতীয় অঙ্গরাজ নিজ হাতীর সহিতই ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১৮

গজ-যুথপিকায় নিপুণ অঙ্গরাজের পুত্র নিহত হইলে পর কুপিত অঙ্গসেনীয় মানবগণ চক্রিগণের দ্বারা নকুলের উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৯

চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষ্যানযুচ্ছ্রিতৈঃ।
মিমর্দিষন্তস্তরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্বতৈঃ ॥ ১০
মেরুলোৎকলকালিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোয়দবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ ॥ ১১
তৈশ্ছাদ্যমানং নকুলং দিবাকরমিবাম্বুদৈঃ।
পরিপেতুঃ সুসংরব্ধাঃ পাণ্ডুপাঞ্চালসোমকাঃ ॥ ১২
তত্তদ্বলবদ্ যুদ্ধং রথিনাং হস্তিভিঃ সহ।
সৃজতাং শরবর্ষাণি তোমরাংশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৩
নাগানাং প্রাক্ষুটন্ কুম্ভা মর্মাণি বিবিধানি চ।
শস্ত্রাণ্যৈবাভিবিদ্ধানাং নারাচৈর্দুর্বলানি চ ॥ ১৪
তেষামষ্টৌ মহানাগাংশ্চতুরষ্টা সুতেজনৈঃ
সহদেবো জঘানাশু হেরম্বতনয়ং সহ সাদিভিঃ ॥ ১৫
অক্ষোপক্ষিভিরায়ম্য প্রহসন্ ধনুরুত্তমম্।
নারাচৈরহনন্নাগান্ নকুলঃ কুলনন্দনঃ ॥ ১৬
ততঃ পাঞ্চাল-সৈন্যেরৌ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ।
শিখণ্ডী চ মহানাগান্ সিষিচুঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ১৭
তে পাণ্ডুরোধাম্বুধরৈঃ শক্রচিরমপর্বতাঃ।
বাণবর্ষৈর্হতাঃ পেতুর্বজ্রবর্ষৈরিবাচলাঃ ॥ ১৮
এবং হত্বা তব গজাংস্তে পাণ্ডুরথকুঞ্জরাঃ।
দ্রুতাং সেনামবৈক্ষন্ত ভিন্নকূলামিবাপগাম্ ॥ ১৯
তাং তে সেনাং সমালোড্য পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ।
বিক্ষোভয়িত্বা চ পুনঃ কর্ণং সমভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি নকুলযুদ্ধে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

তখন এই সব হাতীর উপর পতাকা ডাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের দুপ্ত অতিশয় সুন্দর ছিল। ইহাদিগকে যুদ্ধের জন্য নির্মিত বর্ম ও কবচ সুশোভিত ছিল। ইহারা প্রজ্বলিত পর্বতসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এই সব হাতীর দ্বারা নকুলকে মর্দিত করিবার ইচ্ছা করিয়া মেরুক, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ এবং তাম্রলিপ্তদেশীয় যোদ্ধারা শরৎ কালের তোয়দসকল সদৃশ বাণ ও তোমরসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১

মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত সূর্যের ন্যায় নকুলকে ইহাদের দ্বারা আবৃত হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা সত্বর এই সব হেয় সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

তখন এই সব রথী যোদ্ধাদের সহিত রথিগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই রথিগণ ইহাদের উপর সহস্র সহস্র তোমর ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

নারাচসকলের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া এই হস্তিগণের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বিবিধ মর্মস্থানসকল ছিন্ন হইয়াছিল এবং ইহাদের দন্তগুলি উৎপাটিত হইয়াছিল ও শস্ত্রসমূহ বিচ্যুত হইয়াছিল ॥ ১৪

সহদেব ইহাদের মধ্যে আটটি মহাগজকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শীঘ্র বধ করিলেন। ইহারা সকলেই আরোহীদিগের সহিত ধরাশায়ী হইয়াছিল ॥ ১৫

নিজ কুলের আনন্দদাতা নকুলও বিশেষ যত্ন সহকারে উত্তম ধনু আকর্ষণ করত অনায়াসেই সব দূরগামী নারাচসমূহের দ্বারা বহুসংখ্যক হাতীকে বধ করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ এবং শিখণ্ডী সেই গজারোহগণের উপর নিজ নিজ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

যেরূপ বজ্রসকলের বর্ষণে পর্বতসমূহ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ পাণ্ডব-সৈন্যগণ মেঘের দ্বারা কৃত বাণসমূহের বর্ষণে আহত হইয়া শত্রুদিগের হস্তিরূপ পর্বতসকল ধরাশায়ী করিল ॥ ১৮

সেইরূপ এই শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-মহারথীরা আপনার গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, আপনার সৈন্যবাহিনী তীব্র ভাবিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিতা নদীর ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ১৯

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই সৈন্যগণ আপনার সেই সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া তাহাদের মধ্যে তাপনের পুত্রী ধনুষ্ণ পুনরায় কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

শ্রীবন্যহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে নকুল যুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সহদেবেন দুঃশাসনস্য পরাজয়ঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

সহদেবং তথা ক্রুদ্ধং বহন্তং তব বাহিনীম্।
দুঃশাসনো মহারাজ ভ্রাতা ভ্রাতরমভ্যযাৎ॥ ১

তৌ সমেতৌ মহাযুদ্ধে দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
সিংহনাদরবাংশ্চক্রুর্বাসাংস্যাদুধুবুশ্চ হ॥ ২

ততো ভারত ক্রুদ্ধেন তব পুত্রেণ ধীমতা।
পাণ্ডুপুত্রস্ত্রিভির্বাণৈরর্দিতস্তাড়িতো বলী॥ ৩

সহদেবস্ততো রাজন্ নারাচেন তবাত্মজম্।
বিব্যাধ বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ॥ ৪

দুঃশাসনস্ততশ্চাপং ছিত্ত্বা রাজন্ মহাহবে।
সহদেবং ত্রিসপ্তত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ॥ ৫

সহদেবস্তু সংক্রুদ্ধঃ খড়্গাং গৃহ্য মহাহবে
আবিধ্য প্রাসৃজৎ তূর্ণং তব পুত্রস্য বৈ প্রতি॥ ৬

সমার্গণগুণং চাপং ছিত্ত্বা তস্য মহাত্মনঃ।
নিপপাত ততো ভূমৌ চ্যুতঃ সর্প ইবাম্বরাৎ॥ ৭

অথাদত্ত ধনুরাদায় সহদেবঃ প্রতাপবান্।
দুঃশাসনায় চিক্ষেপ বাণমন্তকরং ততঃ॥ ৮

তমাপতন্তং নিশিতং যমদণ্ডোপমদ্যুতিম্।
খড়্গেন শিতধারেণ দ্বিধা চিচ্ছেদ কৌরবঃ॥ ৯

ততস্তং নিশিতং খড়্গমাদায় ঋষভেক্ষণঃ।
বহুস্থানান্তরং সমাগো ত্বরা তত্রাহ বীর্যবান্॥ ১০

তমাপতন্তং সহসা নিশিতৈঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পাতয়ামাস সমরে সহদেবো হসন্নিব॥ ১১

ততো বাণাংস্তুতীক্ষ্ণাগ্রাংস্তব পুত্রো মহারথে।
সহদেবায় তূর্ণং [illegible]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

(সহদেব কর্তৃক দুঃশাসনের পরাজয়।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যখন আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে হত্যা করিতে ছিলেন, তখন ভ্রাতা দুঃশাসন নিজ সেই ভ্রাতা সহদেবের সম্মুখীন হইলেন॥ ১

সেই মহাযুদ্ধে দুই ভ্রাতাকে একত্রে মিলিত হইতে দেখিয়া সেখানে বলবান্ মহারথী যে যাহা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং বস্ত্র ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন॥ ২

ভারত! সেই সময় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার বহুবীর পুত্র দুঃশাসন তীক্ষ্ণ তিনটি বাণের দ্বারা বলবান্ পাণ্ডুপুত্র সহদেবের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ৩

রাজন্! তখন সহদেব আপনার পুত্রকে একটি নারাচে আহত করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর তাঁহার সারথিকেও তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪

রাজন্! সেই মহাসমরে দুঃশাসন সহদেবের বহু ছেদন করত তাঁহার দুই বাহুতে ও বক্ষে তিয়াত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৫

তখন সহদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহাসমরে তরবারি উত্তোলন করিলেন ও উহা ঘুরাইয়া অতিক্রুত আপনার পুত্র দুঃশাসনের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬

উহার এই ধনুক জ্যাযুক্ত দুঃশাসনের হস্ত, বাণ ও তূণ ছেদন করত আকাশ হইতে চ্যুত সর্পের ন্যায় সেখানে ভূতলে পতিত হইল॥ ৭

অনন্তর প্রতাপশালী সহদেব অপর ধনু গ্রহণ করত দুঃশাসনের উপর একটি প্রাণান্তকর বাণ নিক্ষেপ করিলেন॥ ৮

যমদণ্ডতুল্য কান্তিযুক্ত সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া কুরুবংশধর দুঃশাসন তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা উহাকে দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন॥ ৯

তাহার পর পরাক্রমশালী দুঃশাসন যুদ্ধস্থলে সত্বর তীক্ষ্ণধার সেই খড়্গটিকে ঘুরাইয়া সহদেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্য ধনু গ্রহণ করত পুনরায় তাহার উপর বাণ যোজনা করিলেন॥ ১০

সহদেব হাস্য করিতে করিতেই নিজের দিকে সহসা আপতিত সেই খড়্গটিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে পাতিত করিলেন॥ ১১

ভারত! ইহার মধ্যেই আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই মহাসমরে সহদেবের উপর আততায়ী ষাটটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন॥ ১২

তান্ শরান্ সমরে রাজন্ বেগেনাপততো বহূন্।
একৈকং পঞ্চভির্বাণৈঃ সহদেবো ন্যকৃন্তত ॥ ১৩
সন্নিবার্য্য মহাবাণাংস্তব পুত্রেণ প্রেষিতান্।
অথাস্মৈ সুবহূন্ বাণান্ প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ১৪
তান্ বাণাংস্তব পুত্রোঽপি ছিত্ত্বৈকৈকং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ননাদ সুমহানাদং ধারয়ন্নো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৫
ততো দুঃশাসনো রাজন্ বিদ্ধ্বা পাণ্ডুসুতং রণে।
সারথিং নবভির্বাণৈর্মাদ্রেয়স্য সমার্পয়ৎ ॥ ১৬
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
সমাদত্ত শরং ঘোরং মৃত্যুকালান্তকোপমম্ ॥ ১৭
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং তব পুত্রায় সোঽসৃজৎ।
স তং নির্ভিদ্য বেগেন ত্বিষা চ কবচং মহৎ ॥ ১৮
প্রাবিশদ্ ধরণীং রাজন্ বল্মীকমিব পন্নগঃ।
ততঃ সম্মুমুহে রাজংস্তব পুত্রো মহারথঃ ॥ ১৯
মুহূর্তং চৈনং সমালোক্য সারথিস্তরিতো রথম্।
অপোবাহ ভৃশং ত্রস্তো বধ্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২০
পরাজিত্য রণে তং তু কৌরব্যং পাণ্ডুনন্দনঃ।
দুর্য্যোধনবলং দৃষ্ট্বা প্রমমাথ সমন্ততঃ ॥ ২১
পিপীলিকপুটং রাজন্ যথা মৃদ্গরবো রুষা।
তথা সা কৌরবী সেনা মৃদিতা তেন ভারত ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ণি সহদেব-দুঃশাসনযুদ্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

রাজন্! সহদেব রণাঙ্গনে শত্রুকে আপতিত সেই বহুসংখ্যক বাণের প্রত্যেকটিকেই পাঁচটি করিয়া বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ১৩

এইরূপে আপনার পুত্র দুঃশাসন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই মহাবাণগুলিকে নিবারণ করিয়া যুদ্ধস্থলে সহদেব তাঁহার উপর বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ১৪

আপনার পুত্রও সহদেবের সেই সব বাণের প্রত্যেকটিকেই তিন তিনটি বাণের দ্বারা ছেদন করত পৃথিবীকে যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে তীব্র স্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

রাজন্! ইহার পর দুঃশাসন রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন সহদেবকে বাণবিদ্ধ করিয়া সেই মাদ্রীসুতের সারথির উপরেও নয়টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৬

মহারাজ! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী সহদেব নিজ বদনে মৃত্যু, কাল ও যমরাজসদৃশ ভয়ঙ্কর একটি বাণ যোজনা করিলেন ॥ ১৭

তারপর বহুটিকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া তিনি আপনার পুত্র দুঃশাসনের উপর উহা নিক্ষেপ করিলেন। রাজন্! সেই বাণ দুঃশাসনকে এবং তাঁহার বিশাল কবচকে সবেগে বিদীর্ণ করত বল্মীকের মধ্যে প্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! ইহাতে আপনার মহারথী পুত্র দুঃশাসন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১৮-১৯

তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া সারথি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভীতচিত্তে অতিদ্রুত রথকে রণাঙ্গন হইতে বহু দূরে লইয়া গেল। ২০

কুরুসৈন্যের দুঃশাসনকে রণাঙ্গনে পরাজিত করিয়া পাণ্ডুনন্দন সহদেব দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তাহাদিগকে সকলদিকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ভরতবংশজাত নরেন্দ্র! যেরূপ মানুষ ক্রুদ্ধ হইয়া পিপীলিকাসমূহকে মর্দ্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সহদেব সেই কৌরবসৈন্যদিগকে পৃথিবীতে মিশাইয়া দিতে লাগিলেন ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে সহদেব ও দুঃশাসনের যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-নকুলয়োর্যুদ্ধম, কর্ণেন নকুলস্য পরাজয়ঃ, পাঞ্চালসৈন্যানাং সংহারশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

নকুলং রভসং যুদ্ধে ভ্রাবয়ন্তং বরূথিনীম্।
কর্ণো বৈকর্তনো রাজন্ বারয়ামাস বৈ কৃধা ॥ ১

নকুলস্তু ততঃ কর্ণং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
চিরস্য বত দৃষ্টোঽহং দৈবতৈঃ সৌম্যচক্ষুষা ॥ ২

পশ্য মাং ত্বং রণে পাপ চক্ষুর্বিষয়মাগতম্।
ত্বং হি মূলমনর্থানাং বৈরস্য কলহস্য চ ॥ ৩

ত্বদ্দোষাৎ কুরবঃ ক্ষীণাঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ত্বামদ্য সমরে হত্বা কৃত কৃত্যোঽস্মি বিজ্বরঃ ॥ ৪

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ নকুলঃ সূতনন্দনঃ।
সদৃশং রাজপুত্রস্য ধন্বিনশ্চ বিশেষতঃ। ৫

প্রহরস্ব চ মে বীর পশ্য মন্তব পৌরুষম্।
কর্ম কৃত্বা রণে শূর ততঃ কত্থিতুমর্হসি। ৬

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[নকুল ও কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং কর্ণকর্তৃক নকুলের পরাজয় ও পাঞ্চালসৈন্যদের সংহার]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধস্থলে কৌরবসৈন্যদিগকে বিত্রাসনকারী বেগবান্ বীর নকুলকে সূর্যপুত্র কর্ণ বেগসহকারে নিবারণ করিলেন। ১

তখন নকুল হাস্য করিতে করিতে কর্ণকে এই কথা বলিলেন —অতি দীর্ঘকাল পরে দেবতাগণ আমাকে সৌম্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; ইহা আনন্দের কথা। পাপী কর্ণ! আমি তোমার নয়নসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুসারে আমাকে দর্শন কর। তুমিই এই সমস্ত অনর্থের, শত্রুতার এবং কলহের মূল। তোমারই দোষে আজ কৌরবগণ পরস্পর সংগ্রামে নিরত হইয়া ক্ষীণ (ধ্বংস) হইয়া যাইতেছে। আজ আমি তোমাকে রণাঙ্গনে বধ করিয়া কৃতকৃত্য ও নিশ্চিন্ত হইব। ২-৪

নকুল এই কথা বলিলে পর সূতনন্দন কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন, —বীর! তুমি এক রাজপুত্রের বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধর যোদ্ধার যোগ্য কার্য করিতে করিতে আমার উপর প্রহার কর। আমি তোমার পুরুষার্থ দেখিব। শূর! প্রথমে রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পরে সেই বিষয়ে প্রশংসাপূর্ণ বাক্য বলিবে। ৫-৬

অনুক্তা সময়ে তাত শূরা যুধ্যন্তি শক্তিতঃ।
প্রযুধ্যস্ব ময়া শক্ত্যা ততো মে দর্শয়েষ বৈ ॥ ৭

ইত্যুক্তা প্রাহরৎ তূর্ণং পাণ্ডুপুত্রায় সূতজঃ।
বিব্যাধ চৈনং সমরে ত্রিসপ্তত্যা শিলীমুখৈঃ ॥ ৮

নকুলস্তু ততো বিদ্ধঃ সূতপুত্রেণ ভারত।
অশীত্যাশীবিষপ্রখ্যৈঃ সূতপুত্রমবিধ্যত ॥ ৯

তস্য কর্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ত্রিংশতা পরমেষ্বাসঃ শরৈঃ পাণ্ডবমার্দয়ৎ ॥ ১০

তে তস্য কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে।
আশীবিষা যথা নাগা ভিত্ত্বা গাং সলিলং পপুঃ ॥ ১১

অথাস্যন্ ধনুরাদায় হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্।
কর্ণং বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিং ত্রিভিঃ শরৈঃ। ১২

ভরত! সৌম্যদর্শী বীরের সময়ে কোন কথা না বলিয়া নিজের শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন তুমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর আমি তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। ৭

এই বলিয়া সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন নকুলের উপর অতিক্রুদ্ধ অস্ত্রপ্রহার করিলেন। যুদ্ধস্থলে কর্ণ তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৮

ভারত! সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া নকুলও তাঁহাকে বিষধর সর্পসদৃশ আশীটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৯

তখন মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ শিলাশাণিত ও স্বর্ণময় পঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলের ধনু ছেদন করত তাঁহাকে ত্রিশটি বাণে পীড়িত করিলেন। ১০

যেরূপ বিষধর সর্পগণ ভূমিকে ভেদ করিয়া জলপান করে, সেইরূপ এই সকল বাণ নকুলের কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যুদ্ধস্থলে তাঁহার রক্তপান করিতে লাগিল। ১১

তাহার পর নকুল স্বর্ণময় পৃষ্ঠভাগযুক্ত অপর একটি দুর্জয় ধনু গ্রহণ করত কর্ণকে সত্বর এবং তাঁহার সারথিকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১২

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ নকুলঃ পরবীরহা।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন কর্ণস্য ধনুরাচ্ছিনৎ ॥ ১৩
অথৈনং ছিন্নধন্বানং সায়কানাং শতৈস্ত্রিভিঃ।
আজঘ্নে প্রহসন্ বীরঃ সর্বলোকমহারথম্ ॥ ১৪
কর্ণমত্যন্তিকং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রেণ মারিষ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মু রথিনঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ১৫
অথাদত্ত ধনুরন্যায় কর্ণো বৈকর্তনস্তদা।
নকুলং পঞ্চভির্বাণৈর্জত্রুদেশে সমার্পয়ৎ ॥ ১৬
তত্রাস্যৈরথ তৈর্বাণৈর্মাদ্রীপুত্রো ব্যরোচত।
স্বরশ্মিভিরিবাদিত্যো ভুবনে বিসৃজন্ প্রভাম্ ॥ ১৭
নকুলস্তু ততঃ কর্ণং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
অথাস্য ধনুষঃ কোটিং পুনশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ১৮
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় সমরে বেগবত্তরম্।
নকুলস্য ততো বাণৈঃ সর্বতোঽবারয়ৎ দিশঃ ॥ ১৯
সংছাদ্যমানঃ সহসা কর্ণচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ স শরাংস্তূর্ণং শরৈরেব মহারথঃ ॥ ২০
ততো বাণময়ঃ জালং বিততং ব্যোম্নি দৃশ্যতে।
খদ্যোতানামিব ব্রাতৈঃ সম্পতদ্ভির্যথা নভঃ ॥ ২১
তৈর্বিমুক্তৈঃ শরশতৈশ্ছাদিতং গগনং তদা।
শলভানাং যথা ব্রাতৈস্তদাসীদ্ বিসাম্পতে ॥ ২২
তে শরা হেমবিকৃতাঃ সম্পতন্তো মুহুর্মুহুঃ।
শ্রেণীকৃতা বাকাশস্য ক্রৌঞ্চাঃ শ্রেণীকৃতা ইব ॥ ২৩
বাণজালাবৃতে ব্যোম্নি চ্ছাদিতে চ দিবাকরে।
ন স্ম সম্পদ্যতে ভূম্যাঃ কিঞ্চিদপ্যন্তরিক্ষগম্ ॥ ২৪
নিরুদ্ধে তত্র মার্গে চ শরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
ব্যরোচেতাং মহারাজ কাল-সূর্যাবিবোদিতৌ ॥ ২৫
কর্ণচাপচ্যুতৈর্বাণৈর্ধ্যানানাস্তু সোমকাঃ।
অবাঙ্মীমন্ত রাজেন্দ্র বেদনার্তাঃ ভৃশার্দিতাঃ ॥ ২৬

মহারাজ! ইহার পর শত্রুবীর-সংহারকারী নকুল ক্রুদ্ধ হইয়া একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা কর্ণের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১৩

ধনু ছিন্ন হইলে পর সমস্ত জগতে বিখ্যাত মহারথী বীর কর্ণকে বীর নকুল হাস্য করিতে করিতে তিন শত বাণের দ্বারা আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

মান্যবর! পাণ্ডুপুত্র নকুল কর্তৃক কর্ণকে এইভাবে পীড়িত হইতে দেখিয়া দেবগণসহ সমস্ত রথী বীরগণ আশ্চর্য হইলেন ॥ ১৫

তখন সূর্যপুত্র কর্ণ অপর একটি ধনু গ্রহণ করত নকুলের কণ্ঠদেশের মর্মস্থানে পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১৬

সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া স্থির সেই সকল বাণের দ্বারা মাদ্রীনন্দন নকুল সেইভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ জগতে প্রভা বিকীরণকারী ভগবান্ সূর্য নিজ কিরণসমূহে সুশোভিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭

মাননীয় নরেন্দ্র! তদনন্তর নকুল কর্ণকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনুর একটি কোণ পুনরায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮

তখন কর্ণ সমরাঙ্গণে অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ধনু গ্রহণ পূর্বক নকুলের সর্ব দিক্ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ১৯

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সহসা আচ্ছাদিত হইয়া মহারথী নকুল অতি দ্রুত স্বীয় বাণে তাঁহার এই সকল বাণ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২০

তাহার পর আকাশে বাণময় জাল বিস্তৃত হইয়াছে—ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন মনে হইতেছিল—আকাশে যেন বহু জোনাকী পোকা উড়িতেছে ॥ ২১

প্রজানাথ! সেই সময় ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শত শত বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত আকাশ পতঙ্গসমূহে পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ২২

বারংবার নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই সুবর্ণভূষিত বাণসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশে এরূপ শোভা পাইতেছিল যে, যেন বহুসংখ্যক ক্রৌঞ্চ পক্ষী এক সঙ্গে আকাশে উড়িতেছে ॥ ২৩

বাণসমূহের জালে আকাশ ও সূর্য আচ্ছাদিত হইয়া যাইলে পর অন্তরিক্ষগামী কোন বস্তুই সেই সময় ভূতলে পড়িতেছিল না ॥ ২৪

বাণসমূহের দ্বারা সেখানে সর্বদিকেরই পথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে, সেই দুই মহাত্মা বীর নকুল ও কর্ণ প্রলয়কালে উদিত দুইটি সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া সোমক-যোদ্ধারা বেদনায় কাতর হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিক্ সুঝাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬

নকুলস্য তথা বাহৈশ্চক্রমানা মমুক্তব
ব্যশীর্যত দিশো রাজন্ পাণ্ডুপুত্রা ইবাপ্লবাঃ ॥ ২৭
তে সেনে হতমানে তু তাভ্যাং দিব্যৈর্মহাশরৈঃ
শরপাতমপাক্রম্য তস্থতুঃ প্রেক্ষিকে তদা ॥ ২৮
প্রোৎসারিতজনে তস্মিন্ কর্ণ-পাণ্ডবয়োঃ শরৈঃ ।
অবিষ্যেতাং মহাত্মানাবন্যোন্যং শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৯
বিধর্ষয়ন্তৌ দিব্যানি শস্ত্রাণি রথমূর্ধনি ।
ঘাতয়ন্তৌ চ সহসা পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ৩০
নকুলেন শরা মুক্তাঃ কঙ্কবর্হিণবাসসঃ ।
সূতপুত্রমবচ্ছাদ্য ব্যতিষ্ঠন্ত যথাম্বরে ॥ ৩১
তথৈব সূতপুত্রেণ প্রেষিতাঃ পরমাহবে ।
পাণ্ডুপুত্রমবচ্ছাদ্য ব্যতিষ্ঠন্তাম্বরে শরাঃ ॥ ৩২
শরবেশ্মপ্রবিষ্টৌ তৌ ন দদৃশাতে ন কৈশ্চন ।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ রাজন্ ছাদ্যমানৌ ঘনৈরিব ॥ ৩৩

রাজন্! নকুলের বাণসমূহের আঘাত পাইয়া আপনার সৈন্যগণও বায়ুর দ্বারা উচ্চীয়মান মেঘের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

এই দুই বীরের নিক্ষিপ্ত মহাবাণসকলের দ্বারা আহত উভয় পক্ষেরই সৈন্যবাহিনী সেই সময় ইহাদের বাণপতনের স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন এবং দর্শক হইয়া উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

কর্ণ ও নকুলের বাণ দ্বারা যখন সমস্ত সৈন্যই সেখান হইতে দূরে অপসারিত হইলেন, তখন এই দুই মহাত্মা বীর নিজ নিজ বাণবর্ষণের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলেন ॥ ২৯

যুদ্ধের সম্মুখে এই দুই বীর নিজ অস্ত্রসকল প্রদর্শন করাইতে করাইতে পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় সহসা বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

নকুলের বাণসমূহ কঙ্ক ও ময়ূরের পক্ষ সংযুক্ত ছিল। ইহারা তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সূতপুত্র কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া যেভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছিল, সেইরূপ এই মহাসমরে সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকল পাণ্ডুনন্দন নকুলকে আচ্ছাদিত করত আকাশে অবস্থিত রহিল ॥ ৩১-৩২

রাজন্! যেরূপ মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়া সূর্য ও চন্দ্র দৃষ্টিপথে পতিত হন্ না, সেইরূপ বাণনির্মিত ভবনে প্রবিষ্ট এই দুই বীর কর্ণ ও নকুলের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়িল না ॥ ৩৩

ততঃ ক্রুদ্ধো রণে কর্ণঃ কৃত্বা ঘোরতরং বপুঃ ।
পাণ্ডবং ছাদয়ামাস শরবর্ষাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৪
সোঽতিচ্ছন্নো মহারাজ সূতপুত্রেণ পাণ্ডবঃ ।
ন চকার ব্যথাং রাজন্ ভাস্করো জলদৈর্যথা ॥ ৩৫
ততঃ প্রহস্যাধিরথিঃ শরজালানি মারিষ ।
প্রেষয়ামাস সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৬
একচ্ছায়মভূৎ সর্বং তস্য বাহৈর্মহাত্মনঃ ।
অন্তশ্ছায়েব সঙ্ঘস্য সম্পতদ্ভিঃ শরোত্তমৈঃ ॥ ৩৭
ততঃ কর্ণো মহারাজ ধনুশ্ছিত্ত্বা মহাত্মনঃ ।
সারথিং পাতয়ামাস রথনীড়াদ্ধসন্নিব ॥ ৩৮
ততোঽস্যাংশ্চতুরস্তাস্য চতুর্ভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
যমস্য ভবনং তূর্ণং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৩৯
অথাস্য তং রথং দিব্যং ত্রিভির্ভল্লৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
পতাকাং চক্ররক্ষাংশ্চ ধ্বজং খড়্গঞ্চ মারিষ ॥ ৪০

তদনন্তর ক্রোধে পূর্ণ কর্ণ রণাঙ্গনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বপু প্রকাশ করিয়া চারিদিকে বাণসমূহ দ্বারা ভরত পাণ্ডুপুত্র নকুলকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৩৪

মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক অত্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে পর মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় নকুল নিজ মনে কিছুও ব্যথা অনুভব করিলেন না ॥ ৩৫

মান্যবর! তাহার পর সূতপুত্র কর্ণ তীব্রবেগে হাস্য করত পুনরায় সমরাঙ্গনে বাণ-জাল বিস্তার করিলেন। এই সময় তিনি শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

এই মহাত্মা বীর কর্ণের উত্তম বাণসমূহের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পড়িলে পর সেখানকার সব কিছুই সেইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল, যেরূপ ঘন মেঘের দ্বারা সূর্য আবৃত হইয়া পড়িলে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় ॥ ৩৭

মহারাজ! অনন্তর হাস্য করিতে করিতে কর্ণ মহাত্মা নকুলের ধনু ছেদন করত তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৩৮

ভারত! তাহার পর অস্ত্র চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে অতিক্রত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৯

মান্যবর! ইহার পর তিনি নিজের বাণসমূহের দ্বারা নকুলের সেই দিব্য রথকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং পতাকা, পার্শ্বরক্ষকগণ, গদা ও খড়্গকেও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। সেই

শতচন্দ্রঞ্চ তচ্চর্ম সর্বোপকরণানি চ
হতাশ্বো বিরথশ্চৈব বিমনা চ বিশাম্পতে ॥ ৩১
অবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং পরিঘং গুরু বিষ্ঠিতঃ।
তমুদ্যম্য মহাঘোরং পরিঘং তস্য সূতজঃ ॥ ৩২
ব্যাহনৎ সাদিনৈ রাজন্ সুকীর্ণৈর্ভারসাধনৈঃ।
ব্যায়ুধং চৈনমালক্ষ্য শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৩
আর্পয়দ্ বহুভিঃ কর্ণো ন চৈনং সমপীড়য়ৎ।
স হতধ্বজঃ সমরে কৃতাস্ত্রেণ বলীয়সা ॥ ৩৪
প্রাদ্রবৎ সহসা রাজন্ নকুলো বাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
তমভিক্রম্য রাধেয়ঃ প্রহসন্ বৈ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
সজ্যমস্য ধনুঃ কণ্ঠে ব্যবাসৃজত ভারত।
ততঃ স তুততে রাজন্ কণ্ঠাসক্তমহাধনুঃ ॥ ৩৬
পরিবেষমনুপ্রাপ্তো যথা স্যাদ্ রোহিণীং চন্দ্রমাঃ।
যথৈব চাসিতো মেঘঃ শক্রচাপেন শোভিতঃ ॥ ৩৭

তমব্রবীত্ততঃ কর্ণো ব্যর্থং ব্যাহৃতবানসি।
বধেপ্সোঃ পুনরুক্তো মে যমস্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৮
মা যোৎসীঃ কুরুভিঃ সার্ধং বলবদ্ভিশ্চ পাণ্ডব।
সদৃশৈস্তাত যুধ্যস্ব ক্রীড়াং মা কুরু পাণ্ডব ॥ ৩৯
গৃহং বা গচ্ছ মাদ্রেয় যত্র বা কৃষ্ণ-ফাল্গুনৌ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ বাসর্জয়ত তং তদা ॥ ৪০
বধপ্রাপ্তং তু তং শূরো নাহনদ্ ধর্মবিত্তমঃ।
স্মৃত্বা কৃষ্ণ্যা বচো রাজংস্তত এনং ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৪১
বিসৃষ্টঃ পাণ্ডবো রাজন্ সূতপুত্রেণ ধন্বিনা।
ক্রীড়ন্নিব জগামাথ যুধিষ্ঠিররথং প্রতি ॥ ৪২
আরুরোহ রথং চাপি সূতপুত্রপ্রতাপিতঃ।
নিঃশ্বসন্ দুঃখসন্তপ্তঃ কুঞ্জর ইব পদ্মসঃ ॥ ৪৩
তং বিজিত্যাথ কর্ণোঽপি পাঞ্চালান্ত্বরিতো যযৌ।
রথেনাতিপতাকেন চন্দ্রবর্ণহয়েন চ ॥ ৪৪

সঙ্গে শতচন্দ্রাকার চিহ্নযুক্ত তাঁহার ঢাল ও অন্য সব যুদ্ধসামগ্রীকেও নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৩০-৩১

প্রজাপালক রাজন্! অশ্ব, রথ ও কবচ নষ্ট হইয়া গেলে পর নকুল অতিসত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া পরিঘহাতে করত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩১½

রাজন্! তাঁহার হস্তে উত্তোলিত সেই মহাভয়ের পরিঘকে সূতপুত্র কর্ণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় কালান্তিকতুল্য বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৩২½

তাঁহাকে অস্ত্রহীন দেখিয়া কর্ণ আনত-পর্বযুক্ত বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা আরও আঘাত করিলেন, কিন্তু প্রাণান্তকর বাণ প্রহার করিলেন না ॥ ৩৩½

অত্যন্ত বলবান্ এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী কর্ণকর্তৃক সমরাঙ্গণে আহত হইয়া নকুল সহসা পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৩৪½

ভারত! রাধাপুত্র কর্ণ বারংবার হাস্য করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাঁহার গলদেশে গুণসহ নিজের ধনু নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! কণ্ঠে পতিত সেই মহাধনুর দ্বারা যুক্ত হইয়া নকুল সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে চন্দ্রের উপর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইয়া শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে অথবা কোন ঘনশ্যামবর্ণ মেঘ ইন্দ্রধনুর দ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৭

সেই সময় কর্ণ নকুলকে বলিলেন,—পাণ্ডুকুমার! তুমি বৃথা আত্মপ্রশংসাসূচক বাক্য বলিয়াছিলে। এখন বারংবার আমার বাণসকলের প্রহার খাইয়া পুনরায় তাদৃশ দর্পের সহিত সেই কথা বল ত' দেখি! বলবান্ যৌবনদর্পের সহিত আজ হইতে আর যুদ্ধ করিও না। তাত! যে তোমার সমান, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিও। মাদ্রীকুমার! লজ্জিত হইও না। ইচ্ছা হয় ত' গৃহে গমন কর অথবা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রহিয়াছে, সেখানে চলিয়া যাও। মহারাজ! এই কথা বলিয়া সেই সময় কর্ণ নকুলকে ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৩৮-৪০

রাজন্! যদিও নকুল বধযোগ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তথাপি ধর্মজ্ঞ বীর কর্ণ সেই সময় কৃষ্ণাদেবীকে প্রদত্ত নিজ বাক্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন না এবং জীবিত অবস্থাতেই ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৪১

হে রাজন্! বহুক্ষণ সূতপুত্র ছাড়িয়া দিলে পর পাণ্ডুনন্দন নকুল লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে গমন করিলেন ॥ ৪২

সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক অত্যন্ত অপমানপ্রাপ্ত নকুল লজ্জিত হইয়া কণ্ঠে মধ্যে আবদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৪৩

এইরূপে নকুলকে পরাজিত করিয়া কর্ণও চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং উচ্চ পতাকাযুক্ত রথের দ্বারা অভিরক্ষিত পাঞ্চালসৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৪

তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা সেনাপতিং যান্তং পাঞ্চালানাং রথব্রজান্ ॥ ৫৫
তত্রাকরোন্মহারাজ কদনং সূতনন্দনঃ।
মধ্যং প্রাপ্তে দিনকরে চক্রবদ্ বিচরন্ প্রভুঃ ॥ ৫৬
তত্রচক্রে রথৈঃ কাংশ্চিচ্ছিন্নধ্বজপতাকিভিঃ।
হতাশ্বৈর্হতসূতৈশ্চ তথাক্ষৈশ্চৈব মারিষ ॥ ৫৭
ছিন্নমাপানপক্ষাম পাঞ্চালানাং রথব্রজান্।
তত্র তত্র চ সম্ভ্রান্তা বিচেরুর্মত্তকুঞ্জরাঃ ॥ ৫৮
দাবাগ্নিপরিদগ্ধাঙ্গা যথৈব স্যুর্মহাবনে।
ছিন্নকূবর্মার্দ্রকধিরাশ্ছিন্নহস্তাশ্চ বারণাঃ ॥ ৫৯
ছিন্নগাত্রাবরাশ্চৈব ছিন্নবালধরোঽপরে।
ছিন্নস্রোণীব সম্পেতুর্হন্যমানা মহাত্মনা ॥ ৬০
অপরে ত্রাসিতা নাগা নারাচশরতোমরৈঃ।
তমেবাভিমুখং জগ্মুঃ পলভা ইব পাবকম ॥ ৬১

প্রধানাথ! কৌরব সেনাপতি কর্ণকে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দের দিকে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে তীব্র কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৫৫

মহারাজ! দিবাকর মধ্যাহ্নসময়ে উপনীত হইলে অর্থাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে শক্তিশালী সূতনন্দন কর্ণ চক্রের ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে সেখানে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

মাননীয় নরেন্দ্র! আমরা সেই সময় বহু বহু যোদ্ধাদিগকে এরূপ অবস্থায় দেখিলাম যে, তাহাদের রথের চক্ররক্ষক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পতাকাসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, অশ্ব ও সারথিগণ নিহত হইয়াছে এবং রথের যুগলকও খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সেই অবস্থায় দলে দলে পাঞ্চাল মহারথী যোদ্ধাগণকে আমরা পলায়ন করিতে দেখিলাম ॥ ৫৭½

বহু ক্ষরিত হস্তী সেখানে অভিনব বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইয়া এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল গভীর বনমধ্যে দাবানল তাহাদের সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে ॥ ৫৮½

বহু হাতীরই কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু হাতীর শুণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বহু হাতীর পুচ্ছ খণ্ডিত হইয়াছিল এবং বহু হাতী আবার কর্ণের প্রহার খাইয়া খণ্ডিত মেঘের ন্যায় পৃথিবীর উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯-৬০

অপরে নিষ্টনন্তশ্চ বারণস্থা মহাবিপাঃ।
ক্ষরন্তঃ শোণিতং গাত্রৈর্নগা ইব জলস্রবাঃ ॥ ৬২
উরস্ত্রৈর্বিযুক্তাংশ্চ বালধৈশ্চ বাজিনঃ।
রাজতৈশ্চ তথা কাংস্যৈঃ সৌবর্ণৈশ্চৈব ভূষণৈঃ ॥ ৬৩
হীনাংশ্চাস্তরণৈশ্চৈব ধ্বজীনৈশ্চ বিবর্জিতান্।
চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ তূণীরৈঃ পতিতৈরপি ॥ ৬৪
নিহতৈঃ সাদিভিশ্চৈব শূরৈরাচযশোভিতৈঃ।
অপশ্যাম রণে তত্র ভ্রাম্যমাণান্ চরোত্তমান্ ॥ ৬৫
প্রাসৈঃ খড়্গৈশ্চ রহিতান্নষ্টিভিশ্চাপি ভারত।
হয়সাদীনপশ্যাম কবন্ধকোষ্ণীষধারিণঃ ॥ ৬৬
নিহতান্ বধ্যমানাংশ্চ বেপমানাংশ্চ ভারত।
নানাঙ্গাবয়বৈর্হীনাংস্তত্র তত্রৈব ভারত ॥ ৬৭
রথান্ হেমপরিষ্কারান্ সংযুক্তান্ জবনৈর্হয়ৈঃ।
ভ্রাম্যমাণানপশ্যাম হতেষু রথিষু দ্রুতম ॥ ৬৮

অপর বহু গজরাজ কর্ণের বাণে আহত, ঘাম ও ভেষজসকলের দ্বারা অত্যন্ত সজল হইয়া পর্বতসমূহের অগ্নি অংশুযুক্ত আগমনের ন্যায় কর্ণের দিকেই চলিয়া আসিতে লাগিল

অন্য বহু সাহসিক হস্তী রক্তপ্রবাহকারী পর্বত-সমূহের ন্যায় নিজেদের দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতেছে দেখা যাইল ॥ ৬১

বহু অশ্বের বক্ষ-আবরণকারী কবচ ছিন্ন হইয়াছিল। সোনার বন্ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নখচিত আভরণসমূহ পতিত হইয়াছিল। অন্য আভরণসকলও বিচ্যুত হইয়াছিল, মুখ হইতে লাগামও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, চামর, আস্তরণ ও তূণ সকল ভূপাতিত হইয়াছিল এবং সংগ্রামে সোত্তাপ্রাপ্ত তাহাদের সৌধ্যশালী বীর আরোহী যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় রণাঙ্গনে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বহু শ্রেষ্ঠ অশ্বকে আমরা চারিদিকে ঘুরিতে দেখিলাম ॥ ৬৩-৬৫

ভারত! কবচ ও উষ্ণীষ (পাগড়ী)-ধারী অশ্বারোহী বহু যোদ্ধাকে আমরা প্রাস, খড়্গ ও যষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রহীন হইয়া নিহত হইতে দেখিলাম। বহু যোদ্ধা কর্ণের বাণসমূহের প্রহার খাইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং বহু যোদ্ধা নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গরহিত অবস্থায় যেখানে সেখানে নিহত হইয়া পতিত ছিল ॥ ৬৬-৬৭

বেগশালী অশ্বগণে যোজিত এবং স্বর্ণভূষিত বহু রথ সারথি

ভগ্নাক্ষকূবরান্ কাংশ্চিদ্ ভগ্নচক্রাংশ্চ ভারত।
বিপতাক-ধ্বজাংশ্চান্যান্ ছিন্নযন্ত্রপ্রহারুধান্ ॥ ৬৯
বিহতান্ রথিনস্তত্র ধাবমানাংস্ততস্ততঃ।
সূতপুত্রস্য বৈজয়ীর্হৈহয়ানান্ বিশাম্পতে ॥ ৭০
বিশস্ত্রাংশ্চ তথৈবান্যান্ সশস্ত্রাংশ্চ হতান্ বহূন্।
তারকাজালসংছন্নান্ বরবর্ণবিশোভিতান্ ॥ ৭১
নানাবর্ণবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতান্।
বারণানস্যপক্রাম ধাবমানান্ সমন্ততঃ ॥ ৭২
শিরাংসি বাহূনূরূংশ্চ ছিন্নানন্যাংস্তথৈব চ
কর্ণচাপচ্যুতৈর্বাণৈরপক্রাম সমন্ততঃ ॥ ৭৩
মহান্ ব্যতিকরো রৌদ্রো যোধানামবর্তত।
কর্ণসায়কনুন্নানাং বৃষসেনস্য পশ্যতঃ ॥ ৭৪

ও রথী যোদ্ধারা নিহত হইলে পর সবেগে ধাবিত হইতে দেখা যাইতেছিল ॥ ৬৮

হে ভারত! বহু রথের ধুরা ও যুগর (কাষ্ঠবিশেষ) ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, চক্রসকল ভগ্ন হইয়াছিল, পতাকা ও ধ্বজ ছিন্ন হইয়াছিল এবং ঈষাদণ্ড ও বন্ধুর (কাষ্ঠবিশেষ) সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬৯

প্রজানাথ! সূতপুত্র কর্ণের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ভগ্নাঙ্গ হইয়া বহু রথীকে সেখানে এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে দেখা যাইল। বহু রথী অস্ত্রহীন হইয়া এবং বহু রথী সশস্ত্র থাকিয়াই নিহত হইল ॥ ৭০-৭১

নক্ষত্র চিহ্নযুক্ত বরবর্ণসমূহে শোভিত, উত্তম বর্ণসকলে সুশোভিত এবং অনেক বর্ণের বিচিত্র ধ্বজ পতাকাশ্রেণীতে অলঙ্কৃত হাতীদিগকে আমরা চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিলাম ॥ ৭১-৭২

আমরা আরও দেখিলাম যে, কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা যোদ্ধাগণের মস্তক, বাহু ও জঙ্ঘাসকল ছিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত হইতেছে ॥ ৭৩

কর্ণের বাণসকলের দ্বারা আহত হইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে যোদ্ধাগণের মধ্যে সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৭৪

তে ব্যধমানাঃ সমরে সূতপুত্রেণ সৃঞ্জয়াঃ।
তমেবাভিমুখাঃ যান্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ৭৫
তং বহন্তমনীকানি তত্র তত্র মহারথম্।
ক্ষত্রিয়া বর্জয়ামাসুর্মান্তারিমিবোল্বণম্ ॥ ৭৬
হতশেষাস্তু যে বীরাঃ পাঞ্চালানাং মহারথাঃ।
তান্ প্রভগ্নান্ দ্রুতান্ বীরঃ পৃষ্ঠতো বিকিরন্ শরৈঃ ॥ ৭৭
অভ্যধাবত তেজস্বী বিশার্ণকবচ-ধ্বজান্।
তাপয়ামাস তান্ বাণৈঃ সূতপুত্রো মহাবলঃ।
মধ্যন্দিনমনুপ্রাপ্তো ভূতানীব তমোনুদঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণযুদ্ধে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

সমরাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক অত্যন্ত প্রহৃত হইতে থাকিয়া সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ পতঙ্গসকলের অগ্নিতে পতনের ন্যায় কর্ণেরই সম্মুখে গমন করিতে লাগিল ॥ ৭৫

মহারথী কর্ণ প্রলয়কালের প্রচণ্ড অগ্নির ন্যায় যেখানে সেখানে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ক্ষত্রিয়-যোদ্ধারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইলেন ॥ ৭৬

পাঞ্চাল-যোদ্ধাগণের যে সব মহারথী বীর নিহত না হইয়া অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তেজস্বী বীর কর্ণ তাহাদের পশ্চাতে বাণবর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। তখন এই সব যোদ্ধাদের ধ্বজ ও কবচ সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যেরূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্য প্রাণিগণকে নিজ কিরণাবলির দ্বারা সন্তাপিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাবল সূতপুত্র কর্ণ নিজ বাণসকলের দ্বারা সেই শত্রুসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭-৭৮

কর্ণপর্বে কর্ণের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরসৈন্যকর্তৃক দুর্যোধনসৈন্যের পলায়ন, শকুনীকের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র শ্রুতকর্মার তথা সুতসোমের সহিত শকুনির তুমুল সংগ্রাম, শকুনি কর্তৃক পাণ্ডবসৈন্যের বিনাশ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরং তব পুত্রস্তু ত্রাবয়ন্তং বলং মহৎ।
উলূকো ভগবন্তং বৈ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১

যুধিষ্ঠিরস্তু ততো রাজন্ শিতধারেণ পত্রিণা।
উলূকং তাড়য়ামাস বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলম্ ॥ ২

উলূকস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্তব পুত্রস্য সংযুগে।
ক্ষুরপ্রেণ ধনুশ্ছিত্ত্বা তাড়য়ামাস কর্ণিনা ॥ ৩

তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং যুধিষ্ঠিরবরং বলম্।
অন্যদাদত্ত সুমহচ্চাপং সংরক্তলোচনঃ ॥ ৪

শকুনিং তু ততঃ ষষ্ট্যা বিব্যাধ ভরতর্ষভ।
সারথিং ত্রিভিরানর্চ্ছৎ তস্য ভূয়ো ব্যসিষ্যত ॥ ৫

উলূকস্তু বিংশত্যা বিব্যধ্যে সর্বসৈন্যপতিঃ
অথাস্য সমরে ক্রুদ্ধো ধ্বজং চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্ ॥ ৬

সঞ্জিঘৃক্ষুঃ সুমহান্ শীর্য্যমাণো মহাধ্বজঃ।
পপাত প্রমুখে রাজন্ যুধিষ্ঠিরস্য কাঞ্চনঃ ॥ ৭

ধ্বজমুন্মথিতং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উলূকং পঞ্চভির্বাণৈরাজঘান ধনাধিপম্ ॥ ৮

উলূকস্তস্য সমরে তৈলধৌতেন মারিষ।
শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন ক্ষুরান্তরতলপ্রভম্ ॥ ৯

তচ্ছিরশ্চপতদ্ ভূমৌ যুধিষ্ঠিরস্য সারথেস্তদা।
তারারূপং যথা চিত্রং নিপপাত মহীতলে ॥ ১০

জঘান চতুরোঽশ্বাংশ্চ তস্য নিশাদ পত্রিভিঃ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা প্রতাপাদ্রথমাস্থিতম্ ॥ ১১

তং নির্জিত্য রণে রাজন্ যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
পাঞ্চালাশ্চ সৃঞ্জয়াশ্চৈব নিজঘ্নুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির ও উলূকের যুদ্ধ, যুধিষ্ঠিরের পলায়ন, শকুনীকের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র শ্রুতকর্মার তথা সুতসোমের সহিত শকুনির তুমুল সংগ্রাম এবং শকুনি কর্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অন্যদিকে যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিশাল সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উলূক অভিদ্রুত সেখানে আসিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ১

রাজন্! তখন যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহের দ্বারা মহাবল উলূককে সেইভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্র পর্ব্বতের উপর বজ্র প্রহার করিয়া থাকেন ॥ ২

ইহাতে উলূকের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি যুদ্ধস্থলে একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা আপনার পুত্র যুধিষ্ঠিরের ধনু যেমন করত তাঁহাকে কর্ণী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

যুধিষ্ঠির তখন ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত অন্য একটি অত্যন্ত বেগশালী ও বিশাল ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি শকুনিপুত্র উলূককে ষাটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে পীড়িত করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে আরও বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫

তখন উলূক সৈন্যদের কর্ণধার হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বিশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করত তাঁহার অশ্বসহ সারথিকে ছিন্ন করিলেন ॥ ৬

রাজন্! অনন্তর ছিন্ন হইয়া সেই যুধিষ্ঠিরের সেই বিশাল কাঞ্চন-ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল ॥ ৭

নিজের ধ্বজকে এইভাবে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির ক্রোধে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তিনি পাঁচটি বাণে উলূকের বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ৮

মাননীয় ভরতশ্রেষ্ঠ! উলূক তৈলধৌত একটি ভল্লের প্রহারে যুধিষ্ঠিরের সারথির মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৯

সেই সময় যুধিষ্ঠিরের সেই সারথির ছিন্ন মস্তক সেইভাবে ভূতলে পতিত হইল, যেরূপ আকাশ হইতে কোন বিচিত্র নক্ষত্র ভূতলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১০

তারপর উলূক যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকেও বিনাশ করিলেন এবং পাঁচটি বাণে তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন। এই বলবান্ বীর উলূককর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া যুধিষ্ঠির অপর রথের উপর আরোহণ করত সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১১

রাজন্! রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া উলূক অভিদ্রুত পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় সৈন্যগণের দিকে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

শতানীকঃ মহারাজ শ্রুতকর্মা সুতস্তব।
ব্যস্ত-সূত-রথং চক্রে নিমেষার্ধমিবসম্ভ্রমঃ ॥ ১৩
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ শতানীকো মহারথঃ।
গদাং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধস্তব পুত্রস্য মারিষ ॥ ১৪
সা কৃত্বা স্যন্দনং তস্য চক্রাংশ্চৈব সসারথীন্।
পপাত ধরণীং তূর্ণং দারয়ন্তীব ভারত ॥ ১৫
তাবুভৌ বিরথৌ বীরৌ কুরূণাং কীর্তিবর্ধনৌ।
ব্যপাক্রমেতাং যুদ্ধাত্তু প্রেক্ষমাণৌ পরস্পরম্ ॥ ১৬
পুত্রস্তু তব সম্ভ্রান্তো বিবিৎসোঃ রথমাস্থিতঃ।
শতানীকোঽপি ত্বরিতঃ প্রতিবিন্ধ্যরথং গতঃ ॥ ১৭
সুতসোমং তু শকুনির্বিদ্ধ্বা তু নিশিতৈঃ শরৈঃ।
নাকম্পয়ত সংক্রুদ্ধো বার্যোঘ ইব পর্বতম্ ॥ ১৮
সুতসোমস্তু তং দৃষ্ট্বা পিতুরত্যন্তবৈরিণম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈশ্ছাদয়ামাস ভারত ॥ ১৯
তান্ শরান্ শকুনির্ভূর্ণং চিচ্ছেদাশুগৈঃ পতত্রিভিঃ।
লঘুস্ত্রিচিত্রযোধী চ জিতকাশী চ সাত্বতে ॥ ২০
নিবার্য্য সমরে চাপি শরাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আজঘান সুসংক্রুদ্ধঃ সুতসোমং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২১
তস্যাশ্বান্ কেতনং সূতং ত্রিভিশ্চো ব্যধমচ্ছরৈঃ।
ভ্রাতরস্তব মহারাজ তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ২২
হতাশ্বো বিরথশ্চৈব ছিন্নকেতুশ্চ মারিষ।
ধনুর্বরং গৃহ্য রথাদ্ ভূমাবতিষ্ঠত ॥ ১৩
ব্যসৃজৎ সায়কাংশ্চৈব স্বর্ণপুঙ্খান্ শিলাশিতান্।
ছাদয়ামাস সমরে তব ভ্রাতরং তং রথম্ ॥ ২৪
শলভানামিব ব্রাতান্ শরব্রাতান্ মহারথঃ।
রথোপস্থান সমীক্ষ্যৈনং বিরাথে নৈব সৌবলঃ ॥ ২৫

মহারাজ! অনন্তরকিছে আপনার পুত্র শ্রুতকর্মা কোনরূপ বিশ্রাম না হইয়া অর্দ্ধনিমেষের মধ্যেই নকুলপুত্র শতানীকের রথকে অশ্ব ও সারথিশূন্য করিয়া দিলেন ॥ ১৩

ভারত! মহারথী শতানীক কুপিত হইয়া নিজ অশ্বহীন রথের উপরেই অবস্থান করত আপনার পুত্র শ্রুতকর্মার উপরে গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

ভারত! সেই গদা অতিসত্বর শ্রুতকর্মার রথ, অশ্ব ও সারথিকে ভস্ম করত পৃথিবীকে যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে পতিত হইল ॥ ১৫

কুরুকুলের কীর্তিবর্দ্ধন এই দুই বীর রথহীন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতে করিতে যুদ্ধস্থল হইতে সরিয়া যাইলেন ॥ ১৬

আপনার পুত্র শ্রুতকর্মা বিব্রান্ত হইয়া বিবিৎসুর রথে আরোহণ করিলেন এবং শতানীকও অতিসত্বর যুধিষ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্ধ্যের রথের দিকে গমন করিলেন ॥ ১৭

অন্যদিকে শকুনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনপুত্র সুতসোমকে বিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে সেইভাবে বিচলিত করিতে পারিলেন না, যেরূপ জলের প্রবাহ পর্বতকে কম্পিত করিতে পারে না ॥ ১৮

ভরতনন্দন! সুতসোম নিজ পিতার অত্যন্ত শত্রু শকুনিকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে কয়েক হাজার বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ১৯

কিন্তু শকুনি অতিরিক্ত অন্য বাণসমূহের দ্বারা সুতসোমের সকল বাণকেই ছেদন করিলেন। তিনি শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন, বিচিত্র যুদ্ধে কুশল ছিলেন এবং যুদ্ধস্থলে বিচলিতে থাকিয়া শোভিত ছিলেন। ইনি রণাঙ্গনে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সুতসোমের সকল বাণকে নিবারণ করত অত্যন্ত কুপিত হইয়া তিনটি বাণে সুতসোমকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০-২১

মহারাজ! আপনার শ্যালক শকুনি সুতসোমের অশ্বগণকে এবং অশ্ব ও সারথিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ছেদন করিলেন; ইহাতে সকল লোকে হাহাকার কোলাহল করিতে লাগিল ॥ ২২

ভারত! অশ্ব, রথ, ও অশ্ব নষ্ট হইয়া যাইলে পর মুহূর্তের সুতসোম নিজ হাতে শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করত রথ হইতে নামিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

তারপর তিনি শিলাশাণিত ও সুবর্ণমিত পঙ্খযুক্ত বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি এই সকল বাণের দ্বারা রণাঙ্গনে আপনার জামাতার রথকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

তাঁহার এই সব বাণকে তখন পতঙ্গসমূহের ন্যায় মনে হইতেছিল। তাঁহাকে নিজ রথের নিকটে দেখিয়াও মহাবল সুবলপুত্র শকুনি কোনরূপ ব্যথিত হইলেন না। এই মহাযশস্বী বীর নিজ বাণসমূহের দ্বারা সুতসোমের সকল বাণকে পূর্ণরূপে ব্যর্থিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫

প্রমমাথ শরাংস্তস্য শরব্রাতৈর্মহাযশাঃ।
তত্রাদ্ভুতমভূদ্ যোধাস্তে সিদ্ধাশ্চাপি বিস্মিতাঃ ॥ ২৬
সুতসোমস্য তৎ কর্ম দৃষ্ট্বা ভ্রাজিষ্ণুমদ্ভুতম্।
রথস্থং শকুনিং যত্তঃ পদাতিঃ সমযোধয়ন্ ॥ ২৭
তস্য তীক্ষ্ণৈর্মহাবেগৈর্ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
বাহনং কার্মুকং রাজ্ঞস্তূণীরাংশ্চৈব সর্বশঃ ॥২৮
স ছিন্নধন্বা বিরথঃ খড়্গমুদ্যম্য চানদৎ।
বৈদূর্য্যোৎপলবর্ণাভং বর্ম্মিণস্তমরংসরম্ ॥ ২৯
ভ্রাম্যমাণং ততস্তং তু নির্মলাম্বরবর্চসম্।
কালদণ্ডোপমং মেনে সুতসোমস্তু ভীমতঃ ॥ ৩০
সোঽচরৎ সহসা খড়্গী মণ্ডলানি সমন্ততঃ।
চতুর্দশ মহারাজ শিক্ষাবলসমন্বিতঃ ॥ ৩১
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং সৃতম্।
সম্পাত-সমুদীর্ণে চ দর্শয়ামাস স ত্বগে ॥ ৩২
সৌবলস্তু ততস্তস্য খড়্গাচ্ছিন্নেষু সায়কান্।
তানাপতত এবাশু চিচ্ছেদ পরমাসিনা ॥ ৩৩
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ সৌবলঃ পরবীরহা।
প্রাহিণোৎ সুতসোমায় শরানাশীবিষোপমান্ ॥ ৩৪
চিচ্ছেদ তানপি খড়্গেন শিক্ষয়া চ বলেন চ।
বর্ম্মণ্যাঘাতিনং ঘোরং তার্ক্ষ্যচূড়াপরাক্রমঃ ॥ ৩৫
তস্য সঙ্করতো রাজন্ মণ্ডলাবর্তনে তদা।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন খড়্গং চিচ্ছেদ সুব্রতম্ ॥ ৩৬
স ছিন্নঃ সহসা ভূমৌ নিপপাত মহানসিঃ।
অর্দ্ধমস্য স্থিতং হস্তে সুসংবাক্তত্র ভারত ॥ ৩৭
ছিন্নমাজ্ঞায় নিস্ত্রিংশমপ্লুতা পদানি ষট্।
প্রাবিধ্যদ্ যত্র শেষা সুতসোমো মহারথঃ ॥ ৩৮
তচ্ছিত্ত্বা সপ্তধা ভল্লৈঃ শিক্ষয়া চ বলেন চ মহাত্মনঃ।
পপাত সহসা তূর্ণং খড়্গস্তূর্ণমিতৌজসম্ ॥ ৩৯

সুতসোম যে তখন সেখানে ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া রথে উপবিষ্ট শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহার এই অবিশ্বাসনীয় ও অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া সেখানে অবস্থিত সমস্ত যোদ্ধারা ও আকাশে স্থিত সিদ্ধগণও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ২৬-২৭

রাজন্! সেই সময় শকুনি অত্যন্ত বেগশালী ও আনতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ ভল্লসমূহের দ্বারা সুতসোমের ধনু, তূণীর ও খড়্গসহ যুদ্ধ-সামগ্রীকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৮

রথহীন সুতসোম যখন ছিন্ন হইলেন, তখন বৈদূর্য্যমণি ও নীলপদ্মতুল্য শ্যামবর্ণ এবং হস্তিদন্তনির্মিত মুষ্টিযুক্ত খড়্গ উত্তোলিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

বুদ্ধিমান্ সুতসোমের নির্মল আকাশের ন্যায় কান্তিমান্ সেই খড়্গকে ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া শকুনি উহাকে নিজের পক্ষে কালদণ্ডের ন্যায় মনে করিলেন ॥ ৩০

মহারাজ! সুতসোম শিক্ষিত ও বলশালী ছিলেন। তিনি সেই খড়্গ হাতে করত তাহার চতুর্দশ প্রকার (৩) মণ্ডল (যুদ্ধকৌশল) দেখাইতে দেখাইতে রণাঙ্গনের চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

তিনি যুদ্ধস্থলে ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্লুত, সৃত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি খড়্গযুদ্ধের গতি দেখাইতে

---

* ভ্রান্ত প্রভৃতি সপ্তবিধ তরবারি চালাইবার পদ্ধতিকে অনুলোম ও বিলোম এই দুইভাবে প্রদর্শন করাইলে চতুর্দশ প্রকার মণ্ডল হইয়া থাকে। ভ্রান্ত প্রভৃতির ব্যাখ্যা দ্রোণপর্বের ১৯২ অধ্যায়ে ৩৮-৩৯ শ্লোকের নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

লাগিলেন ॥ ৩২

তখন শত্রুকর্তনকারী সুতসোম সুতসোমের উপর তরবারি বেগে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শিক্ষা ও বলের উত্তম প্রয়োগ দ্বারা নিকটে সেই সকল বাণকে আসিতে দেখিয়া তিনি উহাদিগকে ছেদন করিলেন ॥ ৩৩

মহারাজ! ইহাতে শত্রুকর্শনকারী সুতসোমের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি তখন সুতসোমের উপর বিষধর সর্পতুল্য বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

কিন্তু গরুড়তুল্য পরাক্রমশালী সুতসোম নিজের শিক্ষা ও বলের অনুসারে যুদ্ধের কৌশল দেখাইতে দেখাইতে খড়্গের দ্বারা তাঁহার সেই সব বাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫

রাজন্! সুতসোম যখন নিজের অতিশয় কান্তিমান্ খড়্গকে মণ্ডলাকারে ঘুরাইতেছিলেন, সেই সময় শকুনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রের দ্বারা উহাকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ৩৬

সেই শ্রেষ্ঠ খড়্গ ছিন্ন হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। ভারত! মুষ্টিযুক্ত সেই খড়্গের অর্দ্ধভাগ সুতসোমের হাতে ধৃত ছিল ॥ ৩৭

নিজের সেই খড়্গ ছিন্ন হইয়াছে জানিয়া মহারথী সুতসোম দ্রুত পদ সঞ্চালনা করিয়া সেই অর্দ্ধভাগ খড়্গই শকুনির উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৮

বর্ম ও শরীরকে বিদারিত সেই ছিন্ন খড়্গ রণাঙ্গনে মহাত্মা শকুনির ধনুটিকে গুণ সহ ছেদন করত অতিদ্রুত ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯

সুতসোমস্তবোঽগচ্ছচ্ছত্রুকীর্ত্তের্মহারথম্
সৌবলোঽপি ধনুর্গৃহ্য ঘোরমস্ত্রং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥ ৪০
অভ্যরাৎ পাণ্ডবানীকং নিঘ্নন্ শত্রূণাং বহূন্।
তত্র নাদো মহানাসীৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে ॥ ৪১
সৌবলং সমরে দৃষ্ট্বা বিচরন্তমভীতবৎ।
তাড়নীকানি দৃপ্তানি শস্ত্রবন্তি মহান্তি চ ॥ ৪২

ভ্রাবয়াণাস্তদৃক্ষস্য সৌবলেন মহাত্মনা।
যথা দৈত্যচমূং রাজন্ দেবরাজো মমর্দ্দ হ ॥
তথৈব পাণ্ডবীং সেনাং সৌবলেয়ো বানাশয়ৎ ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সুতসোম-সৌবলযুদ্ধে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

তাহার পর সুতসোম শত্রুকীর্ত্তির বিশাল রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। অন্য দিকে শকুনিও অপর একটি অত্যন্ত দুর্জ্জয় এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ধারণ করত বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্যের সংহার করিতে করিতে পাণ্ডব-সৈন্যদের দিকে গমন করিলেন ॥ ৪০½

প্রজানাথ! সুবলপুত্র শকুনিকে রণাঙ্গনে সিংহের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে তীব্র সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৪১½

মহাবা শকুনি গর্জ্জিত ও অস্ত্রধারী সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিত্তাড়িত করিলেন। এই সমস্ত কিছুই তখন আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৪২½

রাজন্! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যসেনাবাহিনীকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সুবলপুত্র শকুনি পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে সুতসোম এবং সুবলপুত্র শকুনির যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(কৃপাচার্য্যতো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভীতিঃ, কৃতবর্ম্মণা শিখণ্ডিনঃ পরাজয়শ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃপো রাজন্ বারয়ামাস সংযুগে।
যথা দৃষ্ট্বা বনে সিংহং শরভো বারয়েদ্ ভৃশম্ ॥ ১
নিরুদ্ধঃ পার্ষতস্তেন গৌতমেন বলীয়সা।
পদাৎ পদং বিচলিতুং নাশকত্তত্র ভারত ॥ ২
গৌতমস্তু রথং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নরথং প্রতি।
বিত্রেসুঃ সর্ব্বভূতানি ক্ষয়ং প্রাপ্তঞ্চ মেনিরে ॥ ৩
তত্রাবোচন্ বিমনসো রথিনঃ সাদিনস্তথা।
দ্রোণস্য নিধনাদ্যং সংক্রুদ্ধো দ্বিপদাং বরঃ ॥ ৪
শারদ্বতো মহাতেজা দিব্যাস্ত্রবিদুদারধীঃ।
অপি স্বস্তি ভবেদস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য গৌতমাৎ ॥ ৫
অস্মীয়ং বাহিনীং কৃৎস্নাং মুচোক্ত মহতো ভয়াৎ।
অপ্যয়ং ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বান্ ন নো হন্যাৎ সমাগতান্ ॥ ৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয় এবং কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন। রাজন্! কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া রণাঙ্গনে সেইরূপ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, যেরূপ বনে শরভ সিংহকে নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ১

ভারত! অত্যন্ত বলবান্ গৌতমগোত্রীয় কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না ॥ ২

কৃপাচার্য্যের রথকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে নাশপ্রাপ্ত বলিয়াই মনে করিতে লাগিল ॥ ৩

সেখানে সকল রথী ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা উদাস হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যে, নিশ্চয় দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু হইলে পর দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ উদারবুদ্ধি মহাতেজস্বী, নরশ্রেষ্ঠ, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ কি ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্য হইতে নিজের কুশল লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৪-৫

এই সমস্ত সৈন্যবাহিনী কি মহাভয় (মৃত্যু) হইতে মুক্তিলাভ

এশ্লোক অষ্টপদযুক্ত একটি পদ্য। ইহার অর্দ্ধভাগ পশু ও অর্দ্ধভাগ পক্ষী। ভগবান্ নরসিংহের ন্যায় ইহার শরীরও দুই প্রকার আকৃতির সংমিশ্রণে নির্ম্মিত। এই পদ্য এরূপ প্রবল যে, সে অবলীলাক্রমে সিংহকেও বিনাশ করিয়া থাকে।

যাদৃশং দৃশ্যতে রূপমস্মকপ্রতিমং তৃণম
গমিষ্যত্যদ্য পদবীং ভারদ্বাজস্য গৌতমঃ ॥ ৭
আচার্যঃ ক্ষিপ্রহস্তশ্চ বিজয়ী চ সদা যুধি।
অস্ত্রবান্ বীর্যসম্পন্নঃ ক্রোধেন চ সমন্বিতঃ ॥৮
পার্ষতশ্চ মহাযুদ্ধে বিমুখোঽদ্যাভিলক্ষ্যতে।
ইত্যেবং বিবিধা বাচস্তাবকানাং পরৈঃ সহ ॥ ৯
ব্যশ্রূয়ন্ত মহারাজ তবোত্তম সমাগমে।
বিনিঃশ্বস্য ততঃ ক্রোধাৎ কৃপঃ শারদ্বতো নৃপ ॥ ১০
পার্ষতং চার্দয়ামাস নিশ্চেষ্টং সর্বমর্মসু।
স হন্যমানঃ সমরে গৌতমেন মহাত্মনা। ১১
কর্তব্যং ন স্ম জানাতি মোহেন মহতাবৃতঃ।
তমব্রবীত্ততো যজ্ঞা কিঞ্চিৎ ক্ষেমং তু পাণ্ডব ॥ ১২
ঈদৃশং ব্যসনং যুদ্ধে ন তে দৃষ্টং ময়া ক্বচিৎ

দৈবযোগাত্তু তে বাণা ন্যপতন্ মর্মভেদিনঃ ॥ ১৩
প্রেষিতা দ্বিজমুখ্যেন মহাযুদ্ধিষ্ঠিরস্য তে।
ব্যাবর্তন্ত রথং তূর্ণং নদীবেগমিবার্ণবাৎ ॥ ১৪
অবধ্যং ব্রাহ্মণং মত্বা যেন তে বিক্রমো হৃতঃ।
দৃষ্টদ্যুম্নস্ততো রাজন্ মনকৈরব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৫
মুহ্যতে মে মনস্তাত গাত্রস্বেদশ্চ জায়তে।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ সারথে ॥ ১৬
বর্জয়ন্ ব্রাহ্মণং যুদ্ধে শনৈর্যাহি যতোঽর্জুনঃ।
অর্জুনং ভীমসেনং বা সমরে প্রাপ্য সারথে ॥ ১৭
ক্ষেমমস্ত তবেত্যেবমেষা মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।
ততঃ প্রায়াদ্রথানীকং সারথিস্তরয়ন্ হয়ান্ ॥ ১৮
যতো ভীমো মহেষ্বাসো যুধ্যতে তব সৈনিকৈঃ।
প্রক্রুধ্যন্ বধং দৃষ্ট্বা দৃষ্টদ্যুম্নস্য মারিষ ॥ ১৯

করিতে সমর্থ হইবে? এরূপ যেন না হয় যে, এই ব্রাহ্মণ এখানে সমবেত আমাদের সকলকে বিনাশ করিতে পারেন? ৬

হে রাজন্! আপনার ন্যায় ইঁহার যেরূপ অত্যন্ত তেজের রূপ দেখিতেছি, ইহাতে মনে হইতেছে, আজ কৃপাচার্যও দ্রোণাচার্যের পথে গমন করিবেন ॥ ৭

কৃপাচার্য শীঘ্রতাসহকারে হস্ত চালাইতে পারেন এবং যুদ্ধে সর্বপ্রকারে জয়লাভ করিয়া থাকেন। ইনি অস্ত্রধারী বা অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, পরাক্রমশালী এবং ক্রোধান্বিত ॥ ৮

আজ এই মহাযুদ্ধে দৃষ্টদ্যুম্ন বিমুখ হইবেন—ইহা দেখা যাইতেছে। মহারাজ! এইভাবে সেখানে দৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃপাচার্যের যুদ্ধে সম্মিলনবিষয়ে সকলের সহিত আপনার সৈন্যদের মধ্যে এতাদৃশ বিভিন্ন বাক্যালাপ শুনা যাইতে লাগিল ॥৯॥

হে নৃপ! তদনন্তর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত দৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত মর্মস্থানসমূহে শরাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১০॥

সমরাঙ্গণে মহাত্মা কৃপাচার্যকর্তৃক আহত হইয়াও দৃষ্টদ্যুম্নের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রহিল না। তিনি অতিশয় মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ১১॥

তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক! যুদ্ধে আপনার উপর এরূপ সঙ্কটের সময় আসিয়াছে, ইহা আমি কখনও দেখি নাই ॥ ১২॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য সর্বদিকে আপনার মর্মস্থানসমূহকে লক্ষ্য করিয়া বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু দৈবযোগেই সেই সব বাণ আপনার মর্মস্থানসমূহে পতিত হয় নাই ॥ ১৩॥

যেরূপ কোন শক্তিশালী পুরুষ সমুদ্র হইতে নদীর বেগকে ফিরাইয়া দিয়া থাকেন, সেইরূপ আমি আপনার এই রথকে অতিদ্রুত ফিরাইয়া লইয়া যাইব। আমার মনে হইতেছে, এই ব্রাহ্মণ অবধ্য, সেইজন্য আপনার পরাক্রম প্রতিহত হইয়া গিয়াছে ॥ ১৪॥

রাজন্! এই কথা শ্রবণ করিয়া দৃষ্টদ্যুম্ন ধীরে ধীরে বলিলেন,—সারথে! আমার মন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং দেহ হইতে ঘর্ম বাহির হইতেছে। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে ও রোমাঞ্চ হইতেছে ॥ ১৫-১৬

তুমি যুদ্ধস্থলে ব্রাহ্মণ কৃপাচার্যকে পরিহার করিয়া ধীরে ধীরে যেখানে অর্জুন আছে, সেই দিকে চল। সমরাঙ্গণে অর্জুন অথবা ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া আজ আমি কুশলে থাকিতে পারিব—আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে ॥ ১৭॥

মহারাজ তখন সারথি অবন্তিদেশকে অতি দ্রুত চালনা করিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিল, যেখানে মহাবলী ভীমসেন আপনার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৮॥

মাতৃবর! দৃষ্টদ্যুম্নের রথকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কৃপাচার্য শত শত বাণবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ১৯॥

ক্ষিপন্ শতসহস্রেণ গৌতমোঽনুধনুর্ধরৌ তদা
সম্বর্ত্তক পুরস্কৃত্য মুহুর্মুহুরবিন্দমঃ ॥ ১৩
পার্ষতং ত্রাসয়ামাস মহেন্দ্রো নমুচিং যথা।
শিখণ্ডিনং তু সমরে ভীষ্মমৃত্যুং দুরাসদম্ ॥ ২১
হার্দিক্যো বারয়ামাস শরবৃষ্ট্যেব মুহুর্মুহুঃ।
শিখণ্ডী তু সমাসাদ্য কৃতবর্মাণমাহবে ॥ ২২
পঞ্চভির্নিশিতৈর্ভল্লৈরুরসেঽভ্যহনৎ ক্রুধা।
কৃতবর্মা তু সংক্রুদ্ধো ভিত্ত্বা ষষ্ট্যা শতৎক্রিভিঃ ॥ ২৩
ধনুরেকেন চিচ্ছেদ হসন্ রাজন্ মহারথঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় ক্রুদ্ধমর্দ্দয়দাহবে বলী ॥ ২৪
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি সংক্রুদ্ধো ভার্গবোঽস্ত্রমুদাবহৎ
ততোঽস্য নবতিং বাণান্ কঙ্কপুচ্ছান্ সুতেজনান্ ॥ ২৫
প্রেষয়ামাস রাজেন্দ্র সংরম্ভাদস্য বৈ বধায়
বিতথাংস্তান্ সমালক্ষ্য পাতয়ামাস মহীতলে ॥ ২৬

ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন কার্ম্মুকং চিচ্ছিদে ভৃশম্।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং ভরদ্বাজমিবর্ষভম্ ॥ ২৭
অশীত্যা মার্গণৈঃ ক্রুদ্ধো বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
কৃতবর্ম্মা তু সংক্রুদ্ধো মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতঃ ॥ ২৮
বব্রাম রুধিরং গাত্রৈঃ কুসুমক্তাদিবোদকম্।
রুধিরেণ পরিক্লিন্নঃ কৃতবর্ম্মা ব্যরাজত ॥ ২৯
বর্ষেণ ক্লেদিতো রাজন্ যথা গৈরিকপর্ব্বতঃ।
অথাদত্ত ধনুরাদায় সমার্গণগুণং প্রভুঃ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং বাণগণৈঃ স্কন্ধদেশে ব্যতাড়য়ৎ।
স্কন্ধদেশস্থিতৈর্বাণৈঃ শিখণ্ডী তু ব্যরাজত ॥ ৩১
শাখা-প্রশাখাবিপুলঃ পুষ্পহান্ পাদপো যথা।
তাবন্যোন্যং ভৃশং বিদ্ধ্বা রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ ॥ ৩২
(পোষ্যমাণৌ চ যথা মহাদ্রী শোণিতহ্রদে।)
অন্যোন্যমৃষ্যাভিহতৌ রেজতুর্ঘৃষভাবিব।
অন্যোন্যস্য বধে যত্নং কুর্বাণৌ তৌ মহারথৌ ॥ ৩৩

পঞ্চনখনকারী কুপাচার্য্য বাহনের সন্ধানে করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্র যেরূপ নমুচিকে ভীত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিয়া তুলিলেন ॥ ২০॥

অপর দিকে ভীষ্ম বীর ও তাঁহার দুর্জ্জয়তা শিখণ্ডীকে কৃতবর্ম্মা পুনঃ পুনঃ যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতেই নিবারণ করিলেন ॥ ২১॥

হৃদিকবংশীয়গণের মহারথী বীর কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে পাইয়া শিখণ্ডী তাঁহার কণ্ঠদেশে পাঁচটি তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ২২॥

তখন মহারথী কৃতবর্ম্মা অতিশয় কুপিত হইলেন এবং ষাইটি বাণের দ্বারা শিখণ্ডীকে আঘাত করত হাস্য করিতে করিতেই একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৩॥

তাহার পর ক্রপদের বলবান্ পুত্র শিখণ্ডী অপর একটি ধনু গ্রহণ করত কৃতবর্ম্মাকে সক্রোধে বলিলেন—অরে! দাঁড়াও দাঁড়াও ॥ ২৪॥

রাজেন্দ্র! পুনরায় বর্ণনক্ষবিকৃষিত নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণ তিনি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু এই সব বাণ কৃতবর্ম্মার বর্ম্মতে লাগিয়া তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইল ॥ ২৫॥

এই সব বাণকে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া শিখণ্ডী একটি অতিশয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা কৃতবর্ম্মার ধনুটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬॥

ধনু ছিন্ন হইলে পর কৃতবর্ম্মার অবস্থা ভরদ্বাজ ঋষের ন্যায় হইয়া যাইল। এই সময় শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দুই বাহুতে ও বক্ষে আশিটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২৭॥

কৃতবর্ম্মা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যেরূপ জলের কলস হইতে জল নিঃসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮॥

রাজন্! রক্তে আপ্লুত কৃতবর্ম্মা সেই সময় জল-বর্ষণে আর্দ্র গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৯॥

তদনন্তর শক্তিশালী কৃতবর্ম্মা বাণ ও গুণ সহ অপর একটি ধনু হাতে লইয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৩০॥

স্কন্ধদেশে বিদ্ধ সেই সব বাণের দ্বারা শিখণ্ডী সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ কোন এক বৃহৎ বৃক্ষ নিজ শাখা প্রশাখার বিস্তারে বিশালাকার ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩১॥

এই দুই মহাবীর পরস্পরকে অত্যন্ত আহত করিয়া রক্তে সেইভাবে স্নাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যেন তাঁহারা উভয়ে রক্তের সরোবরে পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিয়া আসিতেছেন ॥ ৩২

সেই সময় ইহারা উভয়ে পরস্পরের বৃষের ন্যায় আঘাতপ্রাপ্ত দুইটি বৃষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই দুই মহারথী বীর যোদ্ধা তখন পরস্পরকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা

রথাভ্যাং চেরতুস্তত্র মণ্ডলানি সহস্রশঃ।
কৃতবর্মা মহারাজ পাবতং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৪
রণে বিব্যাধ সপ্তত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ততোঽন্য সমরে বাণং ভোজঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৩৫
জীবিতান্তকরং ঘোরং বাসুদেবরবাধিতঃ।
স তেনাভিহতো রাজন্ মূর্চ্ছামাশু সমাবিশৎ ॥ ৩৬
ধ্বজযষ্টিঞ্চ সহসা শিশিরে কশ্মলাবৃতঃ।
অপোবাহ রথাত্তূর্ণং সারথী রথিনাং বরম্ ॥ ৩৭
তাদিক্যাশরসন্তপ্তং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ।
পরাজিতে ততঃ পূরে ক্রুদ্ধপঞ্চাস্যবদ্ধে প্রভো।
ব্যদ্রবৎ পাণ্ডবী সেনা বধ্যমানা সমন্ততঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

করিতে থাকিয়া নিজ নিজ রথের দ্বারা সেখানে সহস্র সহস্র বার মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৩½

মহারাজ! কৃতবর্মা শিলাশাণিত, তীক্ষ্ণধার ও স্বর্ণপঙ্খবিশিষ্ট সত্তরটি বাণে রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধপুত্র শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪½

তাহার পর প্রহারকারী যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতবর্মা তাঁহার উপর রণাঙ্গনে ত্বরা সহকারে একটি প্রাণান্তকর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! সেই বাণে আহত হইয়া শিখণ্ডী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সহসা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ধ্বজযষ্টিতে আশ্রয় করিলেন ॥ ৩৬½

কৃতবর্মার বাণে সহসা আহত হইয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডীকে তাঁহার সারথি অতিদ্রুত রণাঙ্গন হইতে বাহিরে লইয়া গেল ॥ ৩৭½

প্রভো! সৌবলী বীর ক্রুদ্ধপুত্র শিখণ্ডী পরাজিত হইলে পর সমরক্ষেত্রে উৎপন্ন ভয়ে পাণ্ডবসৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৮

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত লক্ষশ্লোকাত্মক সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুল যুদ্ধবর্ণনে ছাব্বিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন রাজ্ঞঃ ক্রতুঞ্জয়স্য সৌশ্রুতি-চন্দ্রদেব-সত্যসেনাদি-মহারথি-বীরাণাঞ্চ বিনাশঃ, সংশপ্তক-সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

শ্বেতাশ্বোঽথ মহারাজ ব্যধমত্তাবকং বলম্।
যথা বায়ুঃ সমাসাদ্য তূলরাশিং সমন্ততঃ ॥ ১
প্রত্যুদ্যযুস্ত্রিগর্তাস্তং শিবয়ঃ কৌরবৈঃ সহ।
শাল্বাঃ সংশপ্তকাশ্চৈব নারায়ণবলঞ্চ তৎ ॥ ২
সত্যসেনশ্চন্দ্রদেবো মিত্রদেবঃ ক্রতুঞ্জয়ঃ।
সৌশ্রুতিশ্চিত্রসেনশ্চ মিত্রবর্মা চ ভারত ॥ ৩
ত্রিগর্তরাজঃ সমরে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
পুত্রৈশ্চৈব মহেষ্বাসৈর্নানাশস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৪
তে সৃঞ্জয়ঃ শরব্রাতান্ কিরন্তোঽর্জুনমাহবে।
অভ্যবর্তন্ত সহসা বাগ্বেগা ইব সাগরম্ ॥ ৫
তে ধনঞ্জয়ং সমাসাদ্য যোধাঃ শতসহস্রশঃ।
অগচ্ছন্ বিলয়ং সর্বে তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বেব পন্নগাঃ ॥ ৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক রাজা ক্রতুঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চন্দ্রদেব ও সত্যসেনাদি মহারথী বীরগণের বিনাশ এবং সংশপ্তক-সৈন্যসংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অন্যদিকে শ্বেতবাহন অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সেইভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন, যেরূপ বায়ু তূলরাশিকে পাইয়া উহাকে চারিদিকে উড়াইতে থাকে ॥ ১

সেই সময় ইঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ত্রিগর্ত, শিবি, কৌরবদিগের সহিত শাল্ব, সংশপ্তকগণ এবং নারায়ণী সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হইলেন ॥ ২

ভরতবংশজ! সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, ক্রতুঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন ও মিত্রবর্মা—এই সব ভ্রাতা এবং নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহের প্রহারে নিপুণ মহাধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া ত্রিগর্তরাজ যুদ্ধার্থ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩-৪

এই সব বীর যুদ্ধস্থলে অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে যেরূপ জলপ্রবাহ সমুদ্রের দিকে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

কিন্তু যেরূপ গরুড়কে দেখিয়াই সর্পগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সব লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬

তে চুক্রুশুঃ সমরে নাগেন্দ্রঃ পাণ্ডবং রণে।
চুক্রুশুঃ মহারাজ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ৭
সত্যসেনস্ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ যুধি পাণ্ডবম্।
মিত্রদেবস্ত্রিষষ্ট্যা তু চন্দ্রদেবস্ত সপ্ততিঃ ॥ ৮
মিত্রবর্মাস্ত্রিসপ্তত্যা সৌশ্রুতিশ্চাপি সপ্ততিঃ।
ক্রতঞ্জয়স্ত বিংশত্যা সুশর্মা নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৯
স বিদ্ধো বহুভিঃ সাধ্যো প্রতিবিব্যাধ তান্ নৃপান্।
সৌশ্রুতিঃ সপ্ততিবিদ্ধ্বা সত্যসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥১০
ক্রতঞ্জয়ঞ্চ বিংশত্যা চন্দ্রদেবং তথাষ্টভিঃ।
মিত্রদেবং শতেনৈব ক্রতসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ১১
নবভির্মিত্রবর্মাণং সুশর্মাণং তথাষ্টভিঃ।
ক্রতঞ্জয়ঞ্চ রাজানং দৃষ্ট্বা তত্র শিলাশিতৈঃ ॥ ১২
সৌশ্রুতেঃ সশিরস্ত্রাণং শিরঃ কায়াদপাহরৎ।
ধরিতশ্চন্দ্রদেবঞ্চ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৩
তথেতরান্ মহারাজ যতমানান্ মহারথান্।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্বাণৈরেকৈকং প্রত্যবারয়ৎ ॥ ১৪
সত্যসেনস্ত সংক্রুদ্ধস্তোমরং ব্যসৃজদ্রহৎ।
সমুদ্দিশ্য রণে কৃষ্ণং সিংহনাদং ননাদ চ ॥ ১৫
স নির্ভিন্ন্য ভুজং সব্যং মাধবস্ত মহাত্মনঃ।
অন্তরিক্ষং হেমদণ্ডো জগাম বরতীং তদা ॥ ১৬
মাধবস্ত তু বিদ্ধস্ত তোমরেণ মহারণে।
প্রতোদঃ প্রাপতদ্ধস্তাদ্ রশ্ময়শ্চ বিশাম্পতে ॥ ১৭
বাসুদেবং বিভিন্নাঙ্গং দৃষ্ট্বা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ক্রোধমাহারয়ত্তীব্রং কৃষ্ণং চেদমুবাচ হ ॥ ১৮
প্রাপয়াস্মান্ মহাবাহো সত্যসেনং প্রতি প্রভো।
যাবদেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৯
প্রতোদং গৃহ্ণ সোঽহন্তু রশ্মীনপি যথা পুরা।
বাহয়ামাস তানশ্বান্ সত্যসেনরথং প্রতি ॥ ২০
বিষক্সেনং তু নির্ভিন্নং দৃষ্ট্বা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
সত্যসেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈরর্দয়িত্বা মহারথঃ ॥ ২১

যেরূপ পটুদল প্রশিক্ষিত আমিষলোভী পাখিরা হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইতে থাকিলেও এই সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না ॥ ৭

সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ছেষট্টি, চন্দ্রদেব সাত, মিত্রবর্মা তিয়াত্তর, সৌশ্রুতি সাত, ক্রতঞ্জয় বিশ এবং সুশর্মা নব্বইটি বাণে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮-৯

এইরূপ রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক যোদ্ধারা আহত হইতে থাকিলেও অর্জুন তাহার প্রতিশোধের জন্য সেই সব নরপতিগণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তিনি সৌশ্রুতিকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সত্যসেনকে তিনটি বাণে প্রহার করিলেন ॥ ১০

ক্রতঞ্জয়কে বিশ, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে এক শত, ক্রতসেন-(চিত্রসেন) কে তিন, মিত্রবর্মাকে নয় এবং সুশর্মাকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১½

তারপর শিলাশাণিত বহু বাণের দ্বারা রাজা ক্রতঞ্জয়কে বহু করিয়া সৌশ্রুতির শিরস্ত্রাণসহ মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এই সময় অতিসত্বর চন্দ্রদেবকেও নিশিতবাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১২-১৩

মহারাজ! এই ভাবে তাহাদের জন্য যত্নপরায়ণ অন্য সব মহারথী বীরগণের মধ্যে প্রত্যেককেই পাঁচটি পাঁচটি করিয়া বাণবিদ্ধ করত নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

তখন সত্যসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করত একটি বিশাল তোমর নিক্ষেপ করিলেন এবং সিংহনাদ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এই লৌহনির্মিত তোমর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুকে বিদীর্ণ করত তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৬

প্রজানাথ! সেই মহাসমরে তোমরের আঘাতে আহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কর হইতে প্রতোদ (অশ্বতাড়ন দণ্ড—চাবুক) ও রশ্মি (অশ্বরজ্জু—লাগাম) পতিত হইল ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণের শরীরে ক্ষত হইতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১৮

প্রভো! মহাবাহো! আপনি অশ্বগণকে সত্যসেনের নিকট উপস্থিত করুন। আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা প্রথমে ইহাকে যমলোকে প্রেরণ করিব ॥ ১৯

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপর একটি কশা গ্রহণ করত পূর্ববৎ অশ্বের রজ্জু ধারণ করিলেন এবং সেই রথকে সত্যসেনের রথের নিকটে উপস্থিত করিলেন ॥ ২০

কুন্তীপুত্র মহারথী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আহত হইতে দেখিয়া সত্যসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করত তীক্ষ্ণ বাণ

ততঃ সুনিশিতৈর্ভল্লৈ রাজ্ঞস্তস্য মহচ্ছিরঃ।
কুণ্ডলোপচিতং কায়াচ্চকর্ত্ত পৃতনান্তরে ॥ ২২

তদ্বিকৃত্য শিতৈর্বাণৈর্মিত্রবর্মাণমাক্ষিপৎ।
বৎসদন্তেন তীক্ষ্ণেন সারথিং চাস্য মারিষ ॥ ২৩

ততঃ শরশতৈর্ভূয়ঃ সংশপ্তকগণান্ বলী।
পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৪

ততো রজতপুঙ্খেন রাজন্ শীর্ষং মহাত্মনঃ।
মিত্রদেবস্য চিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ ॥ ২৫

সুশর্মাণং সুসংক্রুদ্ধো বক্ষসদেশে সমাহনৎ।
ততঃ সংশপ্তকাঃ সর্বে পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৬

শঙ্খৌঘৈর্মমৃদুঃ ক্রুদ্ধা নাদয়ন্তো দিশো দশ।
অভ্যাদিতস্তু বৈজিষ্ণুঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ। ২৭

ঐন্দ্রমস্ত্রমমেয়াত্মা প্রাদুশ্চক্রে মহারথঃ।
ততঃ শরসহস্রাণি প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে ॥ ২৮

ধ্বজানাং ছিদ্যমানানাং কার্ম্মুকাণাঞ্চ মারিষ
রথানাং সপতাকানাং তূণীরাণাং যুগৈঃ সহ ॥ ২৯

অক্ষাণামথ চক্রাণাং যোক্ত্রাণাং রশ্মিভিঃ সহ।
কূবরাণাং বরূথানাং পৃষৎকানাঞ্চ সংযুগে ॥ ৩০

অশ্বানাং পততাং চাপি প্রাসানামৃষ্টিভিঃ সহ।
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ শক্তি-তোমর-পট্টিশৈঃ ॥ ৩১

শতঘ্নীনাঞ্চ চক্রাণাং ভুজানাং চোরুভিঃ সহ।
কণ্ঠসূত্রাঙ্গদানাঞ্চ কেয়ূরাণাঞ্চ মারিষ ॥ ৩২

স্থারাণামথ নিষ্কাণাং তনুত্রাণাঞ্চ ভারত।
ছত্রাণাং ব্যজনানাঞ্চ শিরসাং মুকুটৈঃ সহ ॥ ৩৩

অস্ত্রয়ত মহান্ শব্দস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
সকুণ্ডলানি স্বর্ণীণি পূর্ণচন্দ্রনিভানি চ ॥ ৩৪

শিরাংস্যুর্ব্যামবদ্ভস্য তারাণামিবাম্বরে।
সুস্রগ্বীণি সুবাসাংসি চন্দনেনোক্ষিতানি চ ॥ ৩৫

শরীরাণি বিচেষ্টন্ত নিহতানাং মহীতলে।
পঙ্কজৈর্নগরাকারৈঃ শোভমানৈর্যথা তথা ॥ ৩৬

তদনন্তর সৈন্যগণের মধ্যে সেই রাজকুমার সত্যসেনের কুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১-২২

মাননীয়! সত্যসেনকে বিনাশ করত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা মিত্রবর্ম্মাকে এবং তীক্ষ্ণধার বৎসদন্তের দ্বারা তাঁহার সারথিকে সংহার করত কৃপান্বিত করিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ বলবান্ অর্জুন পুনরায় শত সহস্র ও শত শত সংশপ্তগণকে বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করত ধরাতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৪

তারপর মহারথী বীর ধনঞ্জয় রজতনির্ম্মিত পঙ্খযুক্ত একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা মহাত্মা মিত্ররথের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৫

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অর্জুন এই সময় সুশর্ম্মার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তাহার পর সমস্ত সংশপ্তক সৈন্যগণ অতিশয় রুষিত হইয়া রণস্থলকে নিজ নিজ গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে অস্ত্র-সমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬½

ইহাদের দ্বারা পীড়িত হইয়া ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী এবং অপরিমেয় আত্মবলসম্পন্ন মহারথী অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন ॥ ২৭

প্রকাশ পাইল। তখন সেখানে সহস্র সহস্র বাণ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজনীতি ভারতবংশীয় প্রকাশানন্দ নরেশ! সেই সময় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধ্বজ, যন্ত্র, রথ, পতাকা, তূণীর, যুগ, ধুর, চক্র, যোক্ত্র, অশ্বরশ্মি, কূবর, বরূথ (রথের চতুর্দ্দিক আবরণ), বাণ, অশ্ব, প্রাস, যষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, বাহু সহ জঙ্ঘা, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক (গলক), কবচ, ছত্র, ব্যজন এবং মুকুটসহ মস্তকসমূহের পতনের সুতীব্র শব্দ স্থানে স্থানে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২৮-৩৩½

ভূতলে পতিত কুণ্ডল ও সুন্দর নয়নে যুক্ত পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর বহু মস্তক আকাশে তারাসকলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ৩৪½

সেখানে নিহত রাজাদিগের সুন্দর হারে সুশোভিত, উত্তম বস্ত্র পরিবৃত এবং চন্দনচর্চ্চিত শরীরসমূহ ভূতলে পতিত থাকিতে দেখা যাইল ॥ ৩৫½

সেই সময় সেখানে মৃত রাজকুমারগণ এবং মহাবল ক্ষত্রিয়-গণের দেহের দ্বারা সেই ভূতল নগরের ন্যায় ভয়ানক মনে হইতেছিল ॥ ৩৬½

নিহতৈ রাজপুত্রৈশ্চ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ মহারথৈঃ
হস্তিভিঃ পতিতৈশ্চৈব তুরগৈশ্চাতবস্তৃতী । ৫৭
অগম্যরূপা সমরে নিম্নীর্ণৈরিব পর্বতৈঃ ।
নাসীচ্চক্রপথস্তত্র পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ । ৫৮
নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ ভল্লৈর্হতাশ্বং চাস্ততো মহৎ ।
আতস্থাবিব সীদন্তি রথচক্রাণি মারিষ । ৫৯
চরতস্তস্য সংগ্রামে তস্মিংস্তোয়িতকর্দমে ।
সীদমানানি চক্রাণি সমুত্তস্তুরগা ভৃশম্ । ৬০

প্রয়েণ মহতা যুক্তা মনোমারুতরংহসঃ ।
বহ্যমানং তু তৎ সৈন্যং পাণ্ডুপুত্রেণ ধন্বিনা । ৬১
প্রায়শো বিমুখং সর্বং নাবতিষ্ঠত সংযুগে ।
তান্ বিত্রস্তান্ সমরে জিষ্ণুঃ সংশপ্তকগণান্ বহূন্ । ৬২
বিররাজ তদা পার্থো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ । ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সংশপ্তকবধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ । ২৭

সংগ্রামে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত পর্বতসমূহের ন্যায় বিশালকায় হস্তী ও অশ্বগণ দ্বারাপথী হইলে পর সেখানকার রণভূমিতে রোভারোহ অসম্ভব হইয়া উঠিল । ৫৭½

নিজের ভল্লসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে এবং তাহাদের হস্তী অশ্বগণের অতিবৃহৎ দলকে নিহত করিয়া কপিধ্বজধারী মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের রথের চক্রবলের যাইবার আর পথ পাওয়া যাইল না । ৫৮½

মাননীয় রাজন্! সেই সংগ্রামে রক্তের কর্দম উৎপন্ন হইল। উহার উপর বিচরণকারী অর্জুনের রথচক্রসমূহ যেন ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল । ৫৯½

মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণও সেখানে অবসাদগ্রস্ত চক্রসকলকে অতিশয় পরিশ্রম সহকারে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল । ৬০½

মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের অস্ত্রতেজে প্রাণে হইয়া আপনার প্রায় সকল সৈন্যরাই রণবিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। তখন কেহই আর সেখানে রহিল না । ৬১½

সেই সময় সম্মুখভাগে সেই বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী মুকুটধারী অর্জুন ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ৬২-৬৩

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে সংশপ্তকগণের পরাজয়বিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনয়োর্যুদ্ধম্, দুর্যোধনস্য পরাজয়ঃ, উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মর্য্যাদারহিতো ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরং মহারাজ বিসৃজন্তং শরান্ বহূন্।
স্বয়ং দুর্যোধনো রাজা প্রত্যগৃহ্ণাদভীতবৎ॥ ১

তমাপতন্তং সহসা তব পুত্রঃ মহারথম্।
ধর্মরাজো ক্রুধং বিদ্ধ্বা তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ২

স তু তং প্রতিবিব্যাধ নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সারথিং চাস্য ভল্লেন ভৃশং ক্রুদ্ধোঽস্যতাড়য়ৎ॥ ৩

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজন্ স্বর্ণপুঙ্খান্ শিলীমুখান্।
দুর্যোধনায় চিক্ষেপ ত্রয়োদশ শিলাশিতান্॥ ৪

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহাংস্তস্য হত্বা মহারথঃ।
পঞ্চমেন শিরঃ কায়াৎ সারথেশ্চ সমাক্ষিপৎ॥ ৫

ষষ্ঠেন তু ধ্বজং রাজ্ঞঃ সপ্তমেন তু কার্মুকম্
অষ্টমেন তথা খড়্গং পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৬

পঞ্চভির্নৃপতিং চাপি ধর্মরাজোঽর্দয়দ্ ভৃশম্।
হতাশ্বাত্তু রথাত্তস্মাদবপ্লুত্য সুতস্তব॥ ৭

উত্তমং ব্যসনং প্রাপ্তো ভূমাবেবাবতিষ্ঠত।
তং তু কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা কর্ণ-ত্রৌণি-কৃপাদয়ঃ॥ ৮

অভ্যবর্তন্ত সহসা পরীপ্সন্তো নরাধিপম্।
অথ পাণ্ডুসুতাঃ সর্বে পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্॥ ৯

অযুধ্যন্ সমরে রাজংস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত।
তত্তস্যুধ্যসহস্রাণি প্রাবাদ্যন্ত মহামৃধে॥ ১০

ততঃ কিল-কিলাশব্দঃ প্রাদুরাসন্ মহীপতে।
যত্রাভ্যগচ্ছন্ সমরে পাঞ্চালাঃ কৌরবৈঃ সহ॥ ১১

নরা নরৈঃ সমাজগ্মুর্বালো বরবারণৈঃ।
রথাশ্চ রথিভিঃ সার্দ্ধং হয়াশ্চ হয়সাদিভিঃ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের যুদ্ধ, দুর্যোধনের পরাজয় এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরকে স্বয়ং রাজা দুর্যোধন এক নির্ভীক যোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধের জন্য গ্রহণ করিলেন। ১

সহসা সম্মুখে উপস্থিত আপনার মহারথী বীর পুত্র দুর্যোধনকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিক্রুদ্ধ বাণবিদ্ধ করিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ২

ইহাতে দুর্যোধনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে একটি ভল্ল প্রহার করিলেন॥ ৩

রাজন্! তখন যুধিষ্ঠির শিলাশাণিত তীক্ষ্ণধার ও সুবর্ণখচিত পঙ্খযুক্ত তেরটি বাণ দুর্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪

মহারথী যুধিষ্ঠির এই সকল বাণের মধ্যে চারিটি বাণে দুর্যোধনের চারিটি অশ্বকে সংহার করত অপর পাঁচটি বাণে তাঁহার সারথিরও মস্তক দেহ হইতে উড়াইয়া দিলেন॥ ৫

তারপর যুধিষ্ঠির ছয়টি বাণের দ্বারা রাজা দুর্যোধনের ধ্বজ, সাতটি বাণে তাঁহার ধনু এবং আটটি বাণে তাঁহার খড়্গটি ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন॥ ৬

পরে পাঁচটি বাণে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজা দুর্যোধনকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক ভূতলে দাঁড়াইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন গুরুতর বিপদে সম্মুখীন হইয়াও সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন (যুদ্ধত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইলেন না)। ৭

তাঁহাকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সহসা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৮

তাহার পর সমস্ত পাণ্ডবগণও যুধিষ্ঠিরকে সর্বদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল॥ ৯

কৃপাল! তদনন্তর সেই মহাসমরে সহস্র সহস্র বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল এবং সেখানে বীর সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইতে থাকিল। ১০

এই যুদ্ধে সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্যগণ কৌরবদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। নরাতি সৈন্যরা নরাতি সৈন্যদের সহিত, হস্তিগণ হস্তিগণের সহিত, রথী রথীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১-১২

অশ্বাস্তাসন্ মহারাজ প্রেক্ষণীয়ানি সংযুগে।
বিবিধাস্তপ্যচিত্র্যাণি শস্ত্রবস্ত্রাভরাণি চ ॥ ১৩
তে শূরাঃ সমরে সর্বে চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ।
অযুধ্যন্ত মহাবেগাঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ১৪
অন্যোন্যং সমরে জয়ুর্যোধব্রতমনুষ্ঠিতাঃ।
ন হি তে সমরং চক্রুঃ পৃষ্ঠতো বৈ কথঞ্চন ॥ ১৫
মুহূর্তমেব তদ্ যুদ্ধমাসীন্মধুরদর্শনম্।
ততঃ উন্নদতাং রাজন্ নির্মর্য্যাদমবর্ত্তত ॥ ১৬
রথী নাগং সমাসাদ্য ধারয়ন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রেষয়ামাস কালায় শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ১৭
নাগা হয়ান্ সমাসাদ্য বিক্ষিপন্তো বহূন্ রণে।
দারয়ামাসুরত্যুগ্রং তত্র তত্র তদা তদা ॥ ১৮
হয়ারোহাংশ্চ বহবঃ পরিবার্য্য গজোত্তমান্।
তলশব্দরবাংশ্চক্রুঃ সম্পতন্তস্ততস্ততঃ ॥ ১৯
ধাবমানাংস্ততস্তাংস্তু ত্রবমাণান্ মহাগজান্।
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব নিজঘ্নুর্হয়সাদিনঃ ॥ ২০
বিদ্রাব্য চ বহূনশ্বান্ নাগা রাজন্ মহোৎকটাঃ।
বিষাণৈশ্চাপরে জঘ্নুর্মমৃদুশ্চাপরে ভৃশম্ ॥ ২১
সাশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ বিষাণৈর্বিব্যধুঃ ক্ষণাৎ।
অপরে চিক্ষিপুর্বেগাৎ প্রগৃহ্যাতিবলাস্তদা ॥ ২২
পাদাতৈরাহতা নাগা বিরবেষু সমন্ততঃ।
চক্রুরার্ত্তস্বরং ঘোরং দ্রুতবুশ্চ দিশো দশ ॥ ২৩
পদাতীনাং তু সহসা প্রদ্রুতানাং মহাহবে।
উৎসৃজ্যাভরণং তূর্ণমবপ্লুত্য রথাদিরে ॥ ২৪
নিমিত্তং মন্যমানাস্তু পরিণাম্য মহাগজাঃ।
জঘ্নুর্বিবিধৈঃ শস্ত্রৈশ্চ চিত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ২৫
তাংস্তু তত্র প্রসক্তান্ বৈ পরিবার্য্য পদাতয়ঃ।
হস্ত্যারোহান্ নিজঘ্নুস্তে মহাবেগা বলোৎকটাঃ ॥

মহারাজ! সেই রণাঙ্গনে অঙ্কিত নানা প্রকারের অচিন্তনীয় অস্ত্রযুক্ত ও উত্তম বস্ত্রযুক্ত দেখিবার যোগ্য ছিল। ১৩

এই মহাবেগবান্ সমস্ত সৌন্যপালী বীরগণ রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় বিচিত্র, শীঘ্রতাপূর্ণ ও সুন্দর রীতিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪

ইঁহারা বীর যোদ্ধাদিগের ব্রত পালন করিতে থাকিয়া রণস্থলে পরস্পরকে সংহার করিতেছিলেন। ইঁহারা কোনরূপেই যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন না ॥ ১৫

রাজন্! মুহূর্ত কাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে মধুর ছিল। তারপর সেখানে উন্মত্তের ন্যায় মর্য্যাদাহীন (নিয়ম-শৃঙ্খলহীন) আচরণ আরম্ভ হইল ॥ ১৬

রথারোহী যোদ্ধা হস্তীর সম্মুখীন হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিতে করিতে কালের কবলে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭

হাতীরা বহুসংখ্যক অশ্বকে ধরিয়া রণাঙ্গনে এদিক্ ওদিকে নিক্ষেপ করিতে ও বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ইহাতে সেই সময় সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥ ১৮

বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ গজরাজগণকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া এদিক্ ওদিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে করতলের শব্দ করিতে লাগিলেন। ইহাতে যখন সেই বিশালকায় হাতীরা দৌড়াইতে ও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, তখন এই অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ দিয়া তাহাদের উপর বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০

রাজন্! বহু মহোদ্ভট হাতীও বহুসংখ্যক অশ্বগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে তাহাদিগকে দন্তের আঘাতে বিনাশ করিল অথবা সবেগে পায়ের চাপে শেষও করিয়া দিল ॥ ২১

বহু হাতী বেগ সহকারে আরোহীর সহিত অশ্বগণকে নিজেদের দন্তের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং অন্য বহু বলবান্ হাতী অশ্বগণকে ধরিয়া সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২২

প্রহারের সুযোগ আসিলে পর পদাতি যোদ্ধারাও চারিদিকে হাতীদিগকে শুণ্ডের আঘাত দান করিতে থাকিল। ইহাতে তাহারা ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৩

পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধস্থলে নিজেদের আভরণসমূহ ত্যাগ করত অতিক্রত লম্ফ প্রদান করিতে করিতে সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময় সহসা পলায়মান পদাতি সৈন্যগণের নিক্ষিপ্ত সেই বিচিত্র আভরণসকলকে নিজেদের উপর প্রহারের নিমিত্ত মনে করিয়া গজরাজগণ তাহাদিগকে শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া লইল এবং দন্তের আঘাতে বিদীর্ণ করিতে করিতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

অপরে হস্তিভির্হৈস্তৈঃ খং বিক্ষিপ্তা মহাহবে।
নিপতন্তো বিষাণাগ্রৈর্ভূশং বিদ্ধাঃ ঘুণিক্ষিতৈঃ ॥ ২৭

অপরে সহসা গৃহ্য বিষাণৈরেব সূদিতাঃ।
সেনাস্তরা সমাসাদ্য কেচিৎ তত্র মহাগজৈঃ ॥ ২৮

ক্ষুণ্ণগাত্রা মহারাজ বিক্ষিপ্য চ পুনঃ পুনঃ।
অপরে ব্যজনানীব বিশ্রাম্য নিহতা মৃধে ॥ ২৯

পুরঃসরাশ্চ নাগানামপরেষাং বিশাম্পতে।
শরীরাণ্যভিবিদ্ধানি তত্র তত্র রণাজিরে ॥ ৩০

প্রতিমানেষু কুম্ভেষু দন্তবেষ্টেষু চাপরে।
নিগৃহীতা ভৃশং নাগাঃ প্রাস-তোমর-শক্তিভিঃ ॥ ৩১

নিগৃহ্য চ গজাঃ কেচিৎ পার্শ্বস্থৈর্ভূশদারুণৈঃ।
প্রধাবমানাভিহতা সন্নিপত্য ভুবি ॥ ৩২

সহসা সাদিনস্তত্র তোমরেণ মহাভুজে।
ভুজাবভ্রংসয়ন্ বেগেন সচর্মাণং পদাতিনম্ ॥ ৩৩

তথা সাবরণান্ কাংশ্চিত্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
রথান্ নাগাঃ সমাসাদ্য পরিগৃহ্য চ মারিষ ॥ ৩৪

ব্যাক্ষিপন্ সহসা তত্র ঘোররূপে ভয়ানকে।
নারাচৈর্নিহতাশ্চাপি গজাঃ পেতুর্মহাবলাঃ ॥ ৩৫

পর্বতস্যেব শিখরং বজ্রভগ্নং মহীতলে।
যোধা যোধান্ সমাসাদ্য মুষ্টিভির্ঘ্নন্ ভূবি ॥ ৩৬

কেশেষ্বন্যোন্যমাক্ষিপ্য চিক্ষিপুর্বিভুঞ্জ চ।
উদ্যম্য চ ভুজাবন্যো নিক্ষিপ্য চ মহীতলে ॥ ৩৭

এইভাবে যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত সেই হাতীদলকে এবং তাহাদের আরোহিগণকে চারদিকে পরিবৃত করিয়া মহাবেগশালী ও বলোদ্ধত পদাতি যোদ্ধারাও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ২৬

বহু পদাতি সৈন্য সেই মহাসমরে ঘূর্ণায়মান হস্তিগণের শুণ্ডের দ্বারা আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং সেই আকাশ হইতে পতিত হইবার সময় এই হাতীদিগের দন্তাগ্রভাগের দ্বারা অতিশয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ২৭

বহু যোদ্ধা হস্তীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া তাহাদের দন্তের আঘাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ! বহু বিশালকায় গজরাজ সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক পদাতি সৈন্যদিগকে সহসা ধারণ করত তাহাদের শরীরসকলকে বারংবার নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল এবং অনেক যোদ্ধাকে পাখাসকলের ন্যায় ঘুরাইয়া বিনাশ করিল। ২৮-২৯

প্রজানাথ! যে সব যোদ্ধা হস্তীদিগের অগ্রে অগ্রে যাইত, তাহারা অপর পক্ষের হস্তীদিগের দেহকে রণাঙ্গনে যেখানে সেখানে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিল। ৩০

কোন কোন স্থলে পদাতিসৈন্যরা প্রাস, তোমর ও শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুপক্ষের হাতীদিগের উচ্চ দন্তের মধ্যস্থানে, কুম্ভস্থলে এবং শুণ্ডের উপর ভাগে আঘাত করত তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলিল। ৩১

বহু হাতীকে আবার অবরুদ্ধ করিয়া পার্শ্বভাগে অবস্থিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রধাবমান ও অপ্রধাবমান যোদ্ধারা তাহাদিগকে বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিল, ইহাতে সেই সব হাতীরা ধরাশায়ী হইল। ৩২

সেই মহাসমরে অনেক পদাতিযোদ্ধা সহসা তোমরের প্রহার করত ভীম সব পদাতি যোদ্ধাকে ভূপাতিত করিয়া তাহাকে সবেগে ধরাতলে মর্দিত করিয়া ফেলিল। ৩৩

মাননীয় ভূপাল! সেই ঘোর ও ভয়ানক যুদ্ধে কত হাতী নিকটে আসিয়া নিজেদের শুণ্ডের দ্বারা আবরণযুক্ত বহু রথকে ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করত সহসা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তারপর এই মহাবল হাতীরাও নারাচসমূহের আঘাতে ক্ষুণ্ণ বরণ করত বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতশিখরসকলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। ৩৪-৩৪½

বহু পদাতি যোদ্ধা অপর যোদ্ধাদের নিকটে পাইয়া তাহাদের উপর মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। কত যোদ্ধা পরস্পরের কেশ ধারণ করত আকর্ষণ করিতে থাকিয়া ভূতলে পাতিত করিল এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। ৩৫½

অপর যোদ্ধা নিজ দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া তাহার দ্বারা শত্রুকে ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং এক পদে তাহার বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া 'সে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিলেও বা চাপে ছটফট করিতে থাকিলেও' তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিল। ৩৭½

পদা চোরঃ সমাক্রম্য ক্ষুরতোঽপাহরচ্ছিরঃ।
পতত্তস্যাপরো রাজন্ বিজহারাসিনা শিরঃ। ৩৮
জীবতশ্চ তথৈবান্যঃ শস্ত্রং কায়ে স্বমজ্জয়ৎ।
মুষ্টিযুদ্ধং মহচ্চাসীদ্ যোধানাং তত্র ভারত। ৩৯
তথা কেশগ্রহশ্চোগ্রো বাহুযুদ্ধঞ্চ ভৈরবম্।
সমাসক্তস্য চান্যেন অবিজ্ঞাতস্তথাপরঃ। ৪০
জঘান সমরে প্রাণান্ নানাশস্ত্রৈরনেকধা।
সংসক্তেষু চ যোধেষু সর্বতোঽনে চ সঙ্কুলে। ৪১
কবন্ধান্যুত্থিতানি স্যুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
খোশিতৈঃ সিচ্যমানানি শস্ত্রাণি কবচানি চ। ৪২
মহারাগাম্বরকানি বস্ত্রাণীব চকাশিরে।
এবমেতন্মহদ্ যুদ্ধং দারুণে লোমহর্ষণম্। ৪৩
উদ্যতগদাপ্রতিমঃ শব্দেনাপূরয়জ্জগৎ।
নৈব যে ন পরে রাজন্ বিজায়ন্তে পরাভুবঃ। ৪৪

যোদ্ধব্যমিতি যুদ্ধায় রাজানো জয়গৃদ্ধিনঃ।
যান্ যে জয়ুর্মহারাজ পরাংস্তৈব সমাগতান্। ৪৫
উভয়োঃ সেনয়োর্বীরৈর্ব্যাকুলং সমপদ্যত।
রথৈর্ভগ্নৈর্হতৈরাজন্ বারণৈশ্চ নিপাতিতৈঃ। ৪৬
হয়ৈশ্চ পতিতৈস্তত্র নরৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ।
অগম্যরূপা পৃথিবী ক্ষণেন সমপদ্যত। ৪৭
ক্ষণেনাদীপ্তচীপাল ক্ষতজৌঘপ্রবর্তিনী।
পাঞ্চালানহনৎ কর্ণস্ত্রিগর্তাংশ্চ ধনঞ্জয়ঃ। ৪৮
ভীমসেনঃ কুরূন্ রাজন্ হস্ত্যনীকঞ্চ সর্বশঃ।
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
অপরাহ্ণে গতে সূর্যে কাঙ্ক্ষতাং বিপুলং যশঃ। ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৮

রাজন্! অপর সৈন্য কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার মস্তক নিজ তরবারির দ্বারা কাটিয়া ফেলিল এবং জীবিত শত্রুর দেহেই নিজের অস্ত্র প্রবেশ করিয়া দিল। ৩৮½

ভারত! সেখানে যোদ্ধাগণের মধ্যে প্রচণ্ড মুষ্টিযুদ্ধ হইতেছিল এবং তাহার কেশ গ্রহণ ও ভয়ানক বাহুযুদ্ধও চলিতেছিল। ৩৯½

কোন কোন যোদ্ধা অপরের সহিত যুদ্ধে আসক্ত থাকিবার সময়ে অন্যের অপরিচিত অবস্থাতেই বারা অন্যের দ্বারা অনেক প্রকারের যুদ্ধে তাহার প্রাণ হরণ করিতে লাগিল। ৪০½

এইরূপে যখন সকল যোদ্ধারা যুদ্ধে অতিশয় আসক্ত ছিল এবং তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় শত শত ও সহস্র সহস্র কবন্ধ (মুণ্ডহীন দেহ) উত্থিত হইতে লাগিল। ৪১½

শোণিতের দ্বারা সিক্ত অস্ত্র ও কবচসমূহ গাঢ় রঙের রঞ্জিত বস্ত্রসকলের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ৪২½

এই ভাবে অস্ত্রসকলে পরিপূর্ণ সেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ধিত সমরে ন্যায় জগৎকে ভোগাহলে পূর্ণ করিতে লাগিল। ৪৩½

রাজন্! বাণসমূহের আঘাতে ব্যাকুল নিজের ও শত্রু যোদ্ধাদিগকে এই সময় চেনা যাইতেছিল না। জয়াভিলাষী রাজারা 'যুদ্ধ করাই কর্তব্য' এই বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ৪৪½

মহারাজ! সম্মুখে আগত নিজের ও পর পক্ষের যোদ্ধাদিগকে নিজ পক্ষের যোদ্ধারাই বিনাশ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই বীর যোদ্ধারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ৪৫½

রাজেন্দ্র! ভগ্ন রথ, কৃপাতিত হাতী, মহাপাতী অশ্ব এবং ভূতলে নিপাতিত পদাতি সৈন্যসকলের দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই সেই রণভূমি দুর্গম হইয়া উঠিল। ৪৬-৪৭

কৃপাল! অল্পকালের মধ্যেই সেখানে ভূতলের উপর দিয়া রক্তের নদী প্রবাহিত হইল; কারণ, এই সময় কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্যদিগকে এবং অর্জুন ত্রিগর্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিতে ছিলেন। ৪৮

রাজন্! ভীমসেন কৌরব-যোদ্ধাদিগকে ও আপনার গজসৈন্যদিগকে সর্বতোভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবে সূর্যদেবের অপরাহ্ণ কালে উপনীত হইবার সময়েই কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণের মধ্যে বিপুল যশের অভিলাষী বীরবৃন্দের এই বিনাশ-কার্য সম্পন্ন হইল। ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ দুর্যোধনস্য পরাজয়ঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অতিতীব্রাণি দুঃখানি দুঃসহানি বহূনি চ।
শ্রুতোঽহং সঞ্জয়াস্মৌখং পুত্রাণাং চৈব সংক্ষয়ম্ ॥ ১
যথা চ মে কথয়সে তথা যুদ্ধমবর্ত্তত।
ন সন্তি সূত কৌরব্যা ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ২
দুর্যোধনস্য বিরথঃ কৃতস্তত্র মহারথঃ।
ধর্মপুত্রঃ কথং চক্রে তন্ম বা নৃপতিঃ কথম্ ॥ ৩
অপরাহ্ণে কথং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন কুশলো হ্যসি সঞ্জয় ॥৪

সঞ্জয় উবাচ।

সংসক্তেষু তু সৈন্যেষু বর্ত্তমানেষু ভাগশঃ।
রথমন্যং সমাস্থায় পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ৫
ক্রোধেন মহতা যুক্তঃ সবিষো ভুজগো যথা।
(সর্বসৈন্যমুদীক্ষ্যৈব ক্রোধাদুদ্বৃত্তলোচনঃ।
দৃষ্ট্বা ধর্মসুতং চাপি সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥
শিখা জ্বলন্তং কৌন্তেয়ং যথা বজ্রধরং বুধি।)
দুর্যোধনঃ সমালক্ষ্য ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৬
প্রোবাচ সূতং ত্বরিতো বাহি যাহীতি ভারত।
তত্র মাং প্রাপয় ক্ষিপ্রং যত্র পাণ্ডবঃ ॥ ৭
ধ্রিয়মাণাতপত্রেণ রাজা রাজতি সংযুগে।
স সূতস্তোদিতো রাজ্ঞা রাজ্ঞঃ স্যন্দনমুত্তমম্ ॥ ৮
যুধিষ্ঠিরস্যাভিমুখং প্রেষয়ামাস সংযুগে।
ততো যুধিষ্ঠিরঃ ক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৯
সারথিং চোদয়ামাস যাহি যত্র সুযোধনঃ।
তৌ সমাসাদ্য তুরগৌ ভ্রাতরৌ রথসত্তমৌ ॥ ১০
সমেতা চ মহাবীর্যৌ সাংরব্ধৌ যুদ্ধদুর্মদৌ
ববর্ষতুর্মহেষ্বাসৌ শরৈরন্যোন্যমাহবে ॥ ১১

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক দুর্যোধনের পরাজয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি তোমার নিকট হইতে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত তীব্র ও দুঃসহ দুঃখপ্রদ বহু ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি। নিজের পুত্রগণের বিনাশের কথাও আমাকে শুনিতে হইয়াছে। সূত! যেরূপ তুমি আমাকে বলিতেছ এবং যে ভাবে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, এখন কুরুবংশীয়গণ আর জীবিত থাকিবে না। ১-২

শুনিলাম সেই যুদ্ধে মহারথী দুর্যোধনকেও যুধিষ্ঠির রথহীন করিয়া দিয়াছিল। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাহার সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল অথবা রাজা দুর্যোধনই বা তাহার সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল? ৩

সঞ্জয়! অপরাহ্ণকালে কিরূপে সেই রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হইয়াছিল? তুমি ইহা আমাকে যথাযথভাবে বল; কারণ, তুমি এই সব বর্ণনা করিতে নিপুণ। ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে ও আহত হইতে থাকিল, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন অপর রথে উপবিষ্ট হইয়া বিষম রোষের ভরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৫

(সমস্ত সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধে তাঁহার চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। সেই সময় রোষভরে মস্তকস্থ কুঞ্চিতকেশ যুধিষ্ঠির বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় নিজের দিব্য কান্তিতে প্রকাশিত হইতে থাকিয়া সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।)

ভারত! সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া দুর্যোধন অতি সত্বর নিজ সারথিকে বলিলেন—সারথি! চল, চল, যেখানে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধবল ছত্র ধারণ করত সুশোভিত হইতেছেন, তুমি শীঘ্র আমাকে সেখানে লইয়া চল। ৬-৭½

রাজা দুর্যোধন কর্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া সারথি সেই উত্তম রথকে রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে লইয়া চলিল। ৮½

তখন মহাবীর্য ষাঁড়ের ন্যায় কুপিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও নিজ সারথিকে আজ্ঞা দিলেন—যেখানে দুর্যোধন আছে, সেখানে চল। ৯½

এইরূপ সেই মহাধনুর্দ্ধর, মহাবীর ও মহারথী রণদুর্মদ বীর ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া সক্রোধে রণাঙ্গনে পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১০-১১

ততো দুর্যোধনো রাজা ধনুশ্চিহ্নঞ্চ মারিষ।
শিলাশিতেন ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে ॥ ১২
তং নামৃষ্যত সংক্রুদ্ধো হ্রিয়মাণং যুধিষ্ঠিরঃ।
অপবিধ্য ধনুশ্ছিন্নং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩
অন্যৎ কার্মুকমাদায় ধর্মপুত্রস্তমূমুখে।
দুর্যোধনস্য চিচ্ছেদ ধ্বজং কার্মুকমেব চ ॥ ১৪
অথাস্যন্ ধনুরাদায় প্রাবিধ্যত যুধিষ্ঠিরম্।
তাবন্যোন্যং সুসংক্রুদ্ধৌ শস্ত্রবর্ষাণ্যমুঞ্চতাম্ ॥ ১৫
সিংহাবিব সুসংরব্ধৌ পরস্পরজিগীষয়া।
অন্যোন্যং মার্গমাণৌ চ চেরতুস্তৌ মহারথৌ।
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈস্তৌ তু কৃতব্রণৌ ॥ ১৭
বিরেজতুর্মহারাজ কিংশুকাবিব পুষ্পিতৌ।
ততো রাজন্ বিমুক্তৌ তৌ সিংহনাদান্ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৮
তলযোশ্চ তথা শব্দান্ ধনুষশ্চ মহাহবে।
শঙ্খশব্দবরাংশ্চৈব চক্রতুস্তৌ নরেশ্বরৌ ॥ ১৯
অন্যোন্যং তৌ মহারাজ পীড়য়াঞ্চক্রতুর্যুধি।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সূত্রং তব মহৈষুভিঃ ॥ ২০
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রবেগৈর্দৃঢ়াসনৈঃ।
প্রতিবিব্যাধ তং তূর্ণং তব পুত্রো মহীপতিঃ ॥ ২১
পঞ্চভিনিশিতৈর্বাণৈঃ স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ততো দুর্যোধনো রাজা শক্তিং চিক্ষেপ ভারত ॥ ২২
সর্বপারশবীং তীক্ষ্ণাং মহোল্কাপ্রতিমাং তদা।
তামাপতন্তীং সহসা ধর্মরাজঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৩
ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ সহসা তস্য বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
নিপপাত ততঃ সাধ স্বর্ণদণ্ডা মহাস্বনা ॥ ২৪
নিপতন্তী মহোল্কেব ব্যরাজচ্ছিখিসন্নিভা।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ২৫

মাতঃ! তদনন্তর বলবান রাজা দুর্যোধন শিলাশাণিত একটি ভল্লের দ্বারা ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১২

রাজা যুধিষ্ঠির এই অপমানকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার ক্রোধ অতিশয় বর্ধিত হইল এবং তাঁহার নয়নদ্বয় রোষভরে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত অন্য একটি ধনু গ্রহণ করিয়া সৈন্যদের সম্মুখেই দুর্যোধনের ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ১৩-১৪

তাহার পর দুর্যোধন অন্য ধনু গ্রহণ করত যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের উপর অস্ত্রবর্ষণের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫

পরস্পরকে জয় করিবার বাসনায় রোষান্বিত সিংহদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে রণাঙ্গনে পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলেন ॥ ১৬

এই দুই মহারথী বীর পরস্পরের উপর প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন। মহারাজ! ধনুকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা এই দুই বীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বিকসিত দুইটি পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৭½

রাজন্! তখন এই দুই নরপতি বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে সেই মহাসমরে তলশব্দ, ধনুষ্টঙ্কার ও উত্তম শঙ্খনাদ করিতে থাকিলেন ॥ ১৮-১৯

মহারাজ! ইঁহারা উভয়ে উভয়কেই অত্যন্ত পীড়াদান করিতেছিলেন। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রসদৃশ বেগশালী এবং দৃঢ়বদ্ধ তিনটি বাণের দ্বারা আপনার পুত্র দুর্যোধনের বক্ষে ক্রোধের সহিত প্রহার করিলেন ॥ ২০½

আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনও শিলাশাণিত ও সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত পাঁচটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন ॥ ২১½

ভারত! ইহার পর রাজা দুর্যোধন সম্পূর্ণ লৌহদ্বারা নির্মিত একটি ভীষণাকার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, যাহা সেই সময় অতিশয় ভারী উল্কার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২২½

সহসা নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তিনটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুর্যোধনকেও পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৩½

সুবর্ণময় দণ্ডযুক্তা সেই শক্তি আকাশ হইতে পতিত হইবার সময় ভারী উল্কার ন্যায় অতিশয় প্রচণ্ড শব্দের সহিত পতিত হইতেছিল। সেই সময় উহা অগ্নিসদৃশ প্রকাশিত ছিল ॥ ২৪½

প্রজানাথ! সেই শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন নয়টি তীক্ষ্ণ তীরের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ২৫½

নবভির্নিশিতৈর্ভল্লৈর্নিজঘান যুধিষ্ঠিরম্।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুতাপনঃ ॥ ২৬
দুর্যোধনং সমুদ্দিশ্য বাণং জগ্রাহ সত্বরঃ।
সমাধত্ত চ তং বাণং ধনুর্যমো মহাবলঃ ॥ ২৭
চিক্ষেপ চ মহারাজ ততঃ ক্রুদ্ধঃ পরাক্রমী।
স তু বাণঃ সমাসাদ্য তব পুত্রং মহারথম্ ॥ ২৮
ব্যামোহয়ত রাজানং বরূথীব দদার হ।
ততো দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বেগিতঃ ॥ ২৯
বিবিৎসুঃ কলহস্যান্তং ধর্মরাজমুপাদ্রবৎ।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা দণ্ডহস্তমিবান্তকম্ ॥ ৩০
ধর্মরাজো মহাশক্তিং প্রাহিণোৎ তব সূনবে।
দীপ্যমানাং মহাবেগাং মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ৩১
রথস্থঃ স তয়া বিদ্ধো বর্ম ভিত্ত্বা সুনাভবৎ।
ভূশং সংবিগ্নহৃদয়ঃ পপাত চ মুমোহ চ ॥ ৩২
ভীমস্তমাহ চ ততঃ প্রতিজ্ঞামনুচিন্তয়ন্।
নায়ং বধ্যস্তব নৃপ ইত্যুক্তঃ স ন্যবর্তত ॥ ৩৩
ততস্ত্বরিতমাগম্য কৃতবর্মা তবানঘম্।
প্রত্যপদ্যত রাজানং নিমগ্নং ব্যসনার্ণবে ॥ ৩৪
গদামাদায় ভীমোঽপি হেমপট্টপরিষ্কৃতাম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন কৃতবর্মাণমাহবে ॥ ৩৫
এবং তদ্ভবদ্ যুদ্ধং ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ।
অপরাহ্ণে মহারাজ কাঙ্ক্ষতাং বিজয়ং যুধি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

বলবান্ শত্রু দুর্যোধন কর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া শত্রুতাপন মহাবল যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া একটি বাণ গ্রহণ করিলেন এবং উহা ধনুর মধ্যভাগে স্থাপিত করিলেন ॥ ২৬-২৭

মহারাজ! তাহার পর পরাক্রমশালী যুধিষ্ঠির সেই বাণকে ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণ আপনার মহারথী পুত্র দুর্যোধনকে মুর্চ্ছিত করিয়া দিল এবং পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিল ॥ ২৮॥

তদনন্তর ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সবেগে গদা উত্তোলিত করিয়া কলহের অন্ত করিবার ইচ্ছায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯॥

দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় দুর্যোধনকে গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া ধর্মরাজ আপনার এই পুত্রের উপর অত্যন্ত বেগশালিনী একটি মহাশক্তি প্রহার করিলেন, যাহা প্রজ্বলিতা মহোল্কার ন্যায় দেদীপ্যমানা ছিল ॥ ৩০-৩১

রথে উপবিষ্ট থাকিয়াই দুর্যোধন এই মহাশক্তির দ্বারা বক্ষে বিদ্ধ হইল এবং তাঁহার বর্ম বিদীর্ণ হইল। তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে ভূতলে পতিত হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩২

সেই সময় ভীমসেন নিজ প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, মহারাজ! এই রাজা দুর্যোধন আপনার বধ্য নহে। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বধ না করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৩

তখন কৃতবর্মা বিপৎসাগরে নিমগ্ন আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনের নিকটে অতিদ্রুত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইলেন ॥ ৩৪

ইহা দেখিয়া ভীমসেনও স্বর্ণ পরিষ্কৃত গদা হাতে লইয়া যুদ্ধস্থলে তীব্রবেগে কৃতবর্মার উপরে আক্রমণ করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ! এইরূপে অপরাহ্ণ সময়ে রণাঙ্গনে জয়াকাঙ্ক্ষী আপনার যোদ্ধাগণের শত্রুদিগের সহিত তীব্র যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৩৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা সহ কর্ণস্য যুদ্ধম্, অর্জুনেন কৌরব-সৈন্যানাং সংহারঃ, পাণ্ডবানাং জয়লাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ কর্ণং পুরস্কৃত্য দ্বন্দ্বীয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ।
পুনরাবৃত্য সংগ্রামং চক্রুর্দেবাসুরোপমম্ ॥ ১

দ্বিরদ-নর-রথাশ্ব-শঙ্খশব্দৈঃ
পরিজ্বলিতা বিবিধৈশ্চ শস্ত্রপাতৈঃ।
দ্বিরদ-রথ-পদাতি-সাদিসঙ্ঘাঃ
পরিকুপিতাভিমুখাঃ প্রজঘ্নিরে তে ॥ ২

শিতপরশ্বধসাসিপট্টিশৈ-
রিষুভিরনেকবিধৈশ্চ সূদিতাঃ।
দ্বিরদ-রথ-চয়া মহাহবে
বহুপুরুষৈঃ পুরুষাশ্চ বাহনৈঃ ॥ ৩

কমলদিনকরেন্দুসন্নিভৈঃ
সিতদশনৈঃ সুমুখাক্ষিনাসিকৈঃ।
রুচিরমুকুটকুণ্ডলৈর্মহী
পুরুষশিরোভিরকৃপস্তৃতা বভৌ ॥ ৪

পরিঘ-মুসল-শক্তি-তোমরৈ-
র্নখর-ভুশুণ্ডি-গদাশতৈর্হতাঃ।
দ্বিরদ-নর-হয়াঃ সহস্রশো
রুধিরনদীপ্রবহাস্তদাভবন্ ॥ ৫

প্রহতরথনরাশ্বকুঞ্জরং
প্রতিভয়দর্শনমুদ্ধতব্রণম্।
তদহিতহতমাবভৌ বলং
পিতৃপতিরাষ্ট্রমিব প্রজাক্ষয়ে ॥ ৬

অথ তব নরদেব সৈনিকা-
স্তব চ সুতাঃ পুরুষর্ষভপ্রিয়াঃ।
অমিতবলপুরঃসরা রণে
কুরুবৃষভাঃ শিনিপৌত্রমভ্যয়ুঃ ॥ ৭

তদতিরুধিরভীষমাবভৌ
পুরুষবরাশ্বরথদ্বিপাকুলম্।
নর-বলসমুদ্ধতস্বনং
হরিমিব পুরামরসৈন্যসম্প্লবম্ ॥ ৮

ত্রিংশ অধ্যায়।

[সাত্যকির সহিত কর্ণের যুদ্ধ, অর্জুন কর্তৃক কৌরব-সৈন্যদিগকে সংহার এবং পাণ্ডবগণের জয়লাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আপনার রথযুদ্ধ যোদ্ধারা কর্ণকে অগ্রে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং দেবতা ও অসুরদলের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১

হস্তী, মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও শঙ্খের শব্দে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া গজারোহী, রথারোহী, পদাতি এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সমুদায় ক্রোধের সহিত পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রহার করিতে করিতে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ২

সেই মহাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষগণ বাহনসকল ও তীক্ষ্ণ পরশু, খড়্গ, পট্টিশ এবং অনেক প্রকার বাণসমূহের দ্বারা আরোহী সহ হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে থাকিলেন ॥ ৩

সেই নরমুণ্ডসকলে আচ্ছাদিত রণভূমির অদ্ভুত শোভা হইতেছিল। বীরগণের ছিন্ন এই সব মস্তক কমল, সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। উহাদের শুভ্র দন্ত সমস্তগুলি চক্‌চক্ করিতেছিল। উহাদের মুখ, নেত্র ও নাসিকাসকলও অতিশয় সুন্দর ছিল এবং উহারা মনোহর মুকুট ও কুণ্ডলসমূহে সুশোভিত ছিল ॥ ৪

সেই সমর পরিঘ, মুসল, শক্তি, তোমর, নখর ভুশুণ্ডী ও গদাসকলের শত শত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র হস্তী, মনুষ্য এবং অশ্বগণ রক্তের নদী প্রবাহিত করিল ॥ ৫

নষ্ট রথ, মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণে পরিপূর্ণ ও ভয়ঙ্কিগের দ্বারা নিহত সেই সৈন্যরা অস্ত্রসকলের আঘাতে অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রলয়কালে যমরাজের রাজ্যের ন্যায় অতীব ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল ॥ ৬

হে নরদেব! তদনন্তর আপনার সৈন্যগণ এবং দেবকুমার-সদৃশ তেজস্বী কুরুকুলশ্রেষ্ঠগণ আপনার পুত্রবৃন্দ অপরাপর সৈন্যের সহিত রণাঙ্গনে শিনিপৌত্র সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

পদাতি মনুষ্য, শ্রেষ্ঠ অশ্ব, রথ ও হস্তিগণে পূর্ণ এবং নখর-জল পূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জনকারী এই সৈন্যবাহিনী

সুরপতিসমবিক্রমস্তত-
স্ত্রিদশবরাবরজোপমং যুধি ।
দিনকরকিরণপ্রভৈঃ পৃষৎকৈ
রবিতনয়োঽভ্যহনচ্ছিনিপ্রবীরম্ ॥ ৯
তমপি সরথ-বাজি-সারথিং
শিনিবৃষভো বিবিধৈঃ শরৈরধরম্ ।
ভুজগবিষসমপ্রভৈ রণে
পুরুষপ্রবরং সমবাকিরৎ তদা ॥ ১০
শিনিবৃষভশরৈর্নিপীড়িতঃ
তব তনয়ো বসুষেণমভ্যয়াৎ ।
ধরিতমতিরথা রথর্ষভং
স্থিরদরথাশ্বপদাতিভিঃ সহ ॥ ১১
তনুরুহবিনিভমাদ্রবদ্ বলঃ
স্বরিততরৈঃ সমভিক্রতং পরৈঃ ।
দ্রুপদসুতমুখৈস্তদাভবৎ
পুরুষরথাশ্বগজক্ষয়ো মহান্ ॥ ১২

অথ পুরুষবরৌ কৃতাহ্নিকৌ
তমমভিপূজ্য যথাবিধি প্রভুম্ ।
অরিবধকৃতনিশ্চয়ৌ দ্রুতং
তব বলমর্জুন-কেশবৌ যযুতুঃ ॥ ১৩
জলদনিনদনিঃস্বনং রথং
পবনবিধূতপতাককেতনম্ ।
সিতহয়মুপযান্তমন্তিকং
দদৃশুরুদারধিয়ো মহারথাঃ ॥ ১৪
অথ বিকৃষ্য স গাণ্ডিবং রবে নদতীবার্জুনঃ ।
শরসম্বাহমকরোৎ খং দিশঃ প্রদিশস্তথা ॥ ১৫
রথান্ বিমানপ্রতিমান্ দ্রুময়ন্ সায়ুধ-ধ্বজান্ ।
সসারথীংস্তদা বাণৈরবাকীর্যানিলোঽবধীৎ ॥ ১৬
গজান্ গজপ্রবরস্থাংশ্চ বৈরথ্যাবুধ-ধ্বজান্ ।
সাদিনোঽশ্বাংশ্চ পত্তীংশ্চ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৭
তমমরকৃতির্দ্রুমনিবাসা মহাবলম্ ।
দৃষ্ট্বা বিমোহভয়াৎ সহসা বিমুক্ত বাণৈরভিসৃষ্টগৈঃ ॥ ১৮

আততায়ী রক্ষকগণ হইতে দেবতা ও অসুরকুলের সৈন্যবাহিনীর ন্যায় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। ৮

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী সূর্যপুত্র কর্ণ বৃষ্ণিবংশে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুর সদৃশ শক্তিশালী শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকিকে সূর্যকিরণতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তখন শিনিবংশকুলর সাত্যকি অতিশয় ত্বরা করিয়া বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত নানাবিধ বাণসমূহের দ্বারা রথ, অশ্ব ও সারথিসহ নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকেও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

সেই সময় আপনার হিতৈষী বৃহৎ অতিরথী বীরগণ সেখানে শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকির বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত মহারথী কর্ণের নিকটে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যের সহিত অতিক্রত উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

তাহার পর দ্রুপদ প্রভৃতি সকলে অবস্থিত হইয়া আপনার সমুদ্রসদৃশ বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন এবং আপনার সৈন্যরাও শত্রুদের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন পুনরায় সেখানে মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তিসকলের ভয়ানক সংহার হইতে লাগিল ॥ ১২

তদনন্তর অপরাহ্ণকালের কৃত্য সমাপন করিয়া বিধি অনুসারে ভগবান্ শঙ্করের পূজা করিবার পর নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ শত্রুদিগকে বধ করিবার নিশ্চয় করিয়া আর একবার আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

অর্জুনের রথ হইতে মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল, বায়ুর দ্বারা এই রথের পতাকা উড়িতে ছিল এবং ইহাতে উত্তম শ্বেতবর্ণের চারিটি অশ্ব যোজিত ছিল। সেই সময় শত্রুগণ উৎসাহশূন্য হৃদয়ে এই রথকে নিকটে আসিতে দেখিল ॥ ১৪

ইহার পর রথের উপরে বসিয়া স্তুতি করিতে করিতেই অর্জুন গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া আকাশ, দিক্ ও বিদিক্সমূহকে বাণসকলে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৫

যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ এই সময় অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিমানসদৃশ রথসকলকে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথি সহ নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৬

তিনি নিজ তীক্ষ্ণ বহু বাণের দ্বারা পতাকা, ধ্বজ ও অস্ত্রসকল সহ গজ ও গজারোহী যোদ্ধা, অশ্ব এবং অশ্বারোহী সৈন্য ও পদাতি সৈন্যদিগকে যমপুরে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭

এতাদৃশ ক্রুদ্ধ যমরাজসদৃশ অবস্থাসম্পন্নবিশিষ্ট মহারথী অর্জুনের উপর সহসাগামী বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে একাকী দুর্যোধন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৮

তস্যাজুর্নো ধনুঃ সুতমবান্ কেতুঞ্চ সায়কৈঃ।
হত্বা সপ্তভিরেকেন ছত্রং চিচ্ছেদ পত্রিণা ॥ ১৯
নবমঞ্চ সমাধায় বাণমুজ্জং প্রাণঘাতিনম্।
দুর্য্যোধনায়েষুবরং তং দ্রৌণিঃ সপ্তধাচ্ছিনৎ ॥ ২০
ততো দ্রৌণের্ধনুশ্ছিত্বা হত্বা চাশ্ব-রথান্ শরৈঃ।
কৃপস্যাপি তদগ্র্যাগ্রং ধনুশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ২১
হার্দিক্যস্য ধনুশ্ছিত্বা
ধ্বজং চাশ্বাংস্তথাববীৎ।
দুঃশাসনস্যেষুসনং
ছিত্বা রাধেয়মভ্যয়াৎ ॥ ২২
অথ সাত্যকিমুৎসৃজ্য
ধ্বরন্ কর্ণোজুর্নৌ ত্রিভিঃ।
বিধ্যুধা বিব্যাধ বিংশত্যা
কৃষ্ণং পার্থং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩
ন গ্লানিরাসীৎ কর্ণস্য
ক্ষিপতঃ সায়কান বহুন

তখন অর্জুন সাত বাণে দুর্যোধনের ধনু, সারথি, অশ্বগণ ও ধ্বজকে নষ্ট করিয়া অপর একটি বাণে তাঁহার ছত্রকেও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৯

পুনরায় নবম প্রাণঘাতী বাণ ধনুতে যোজনা করিয়া উহা দুর্য্যোধনের দিকে ক্ষেপণ করিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা সেই বাণকে সপ্ত খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ২০

তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করত তাঁহার রথ ও অশ্বগণকেও নষ্ট করিয়া দিয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা কৃপাচার্য্যের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধনুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

ইহার পর তিনি কৃতবর্ম্মার ধনু ছেদন করত তাঁহার ধ্বজ ও অশ্বগণকেও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর দুঃশাসনের ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া রাধাপুত্র কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

অনন্তর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং তাহা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও বিংশটি বাণে আঘাত করিলেন। তাহারপর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ বাণ-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সেই সময় কর্ণ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের ন্যায় রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক বাণ বর্ষণ করিয়া শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই

রণে বিনিঘ্নতঃ শত্রূন্
ক্রুদ্ধস্যেব শতক্রতোঃ ॥ ২৪
অথ সাত্যকিরাগত্য কর্ণং বিদ্ধ্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
নবত্যা নবভিশ্চোগ্রৈঃ শতেন পুনরার্পয়ৎ ॥ ২৫
ততঃ প্রধীরাঃ পার্থানাং সর্বে কর্ণমবীভরন্।
যুধামন্যুঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ২৬
উত্তমৌজা যুযুৎসুশ্চ যমৌ পাঞ্চাল্য এব চ।
চেদি-কারূষ-মৎস্যানাং কেকয়ানাঞ্চ যদ্বলম্ ॥২৭
চেকিতানশ্চ বলবান্ ধর্মরাজশ্চ সুব্রতঃ।
এতে রথাশ্ব-দ্বিরদৈঃ পত্তিভিশ্চোগ্রবিক্রমৈঃ ॥২৮
পরিবার্য্য রণে কর্ণং নানাশস্ত্রৈরবাকিরন্।
তাবন্তো বাগ্ভিরাক্রান্তাঃ সর্বে কর্ণবধে ধৃতাঃ ॥ ২৯
তাং শস্ত্রবৃষ্টিং বহুধা কর্ণশ্ছিত্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
অপোবাহাস্ত্রবীর্য্যেণ দ্রুমং ঘর্ম্মেব মারুতঃ ॥ ৩০
রথিনঃ সমহামাত্রান্ গজানশ্বান্ সসাদিনঃ।
পত্তিব্রাতাংশ্চ সংক্রুদ্ধো নিঘ্নন্ কর্ণো ব্যদৃশ্যত ॥ ৩১

কার্য্যে তাঁহার তখন অল্পও ক্লেশ বা গ্লানি অনুভব হয় নাই ॥২৪

অনন্তর সাত্যকি আসিয়া কর্ণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করত পুনরায় তাঁহাকে এক শত নিরানব্বইটি বাণে পীড়িত করিলেন ॥ ২৫

তারপর কুন্তীপুত্রগণের প্রধান বীরগণ কর্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ, উত্তমৌজা, যুযুৎসু, নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কেকয়দেশের সৈন্যগণ এবং বলবান্ চেকিতান ও উত্তম ব্রতপালনকারী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—ইহারা সকলে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশকারী রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং পদাতি সৈন্যবাহিনীর দ্বারা রণাঙ্গনে কর্ণকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর বাক্য বলিতে বলিতে সেখানে কর্ণকে বধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৬-২৯

যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদের সেই সব অস্ত্রবর্ষণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া নিজের অস্ত্রবলে তাহা-দিগকে দূরে অপসারিত করিয়াছিলেন ॥ ৩০

অনন্তর ক্রুদ্ধ কর্ণ রথারোহী যোদ্ধা, মত্তসদৃশ হস্তী, অশ্বারোহী

তম্ ব্যায়ামানং পাণ্ডূনাং বলং কর্ণাবরোপিতম্।
বিশস্ত্র-পত্র-দেহাসু প্রায় আসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥ ৩১
অথ কর্ণস্ত্রিমন্ত্রেণ প্রতিহত্যার্জুনঃ শরান্।
দিশং খং চৈব ভূমিঞ্চ প্রাবৃণোচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩২
মূদলানীব সম্পেতুঃ পরিঘা ইব চেষবঃ।
শক্ত্যা ইব চাপাস্তে বজ্রাণ্যুগ্রাণি চাপরে ॥ ৩৩
ঐর্ষ্যমাণং তৎ সৈন্যং সপত্ত্যশ্বরথদ্বিপম্।
নিমীলিতাক্ষমত্যর্থং বভ্রাম চ ননাদ চ ॥ ৩৪
নিষ্কৈবল্যং তদা যুদ্ধং সংসক্তানাং ত্বরৈষিণাম্।
ত্রস্যমানাঃ শরৈরার্তাস্তদা ভীতাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩৫
তবীয়ানাং তদা যুদ্ধে সংসক্তানাং ত্বরৈষিণাম্।
শিবিরমভং সমাদাস্ত প্রত্যপদ্যত ভারত ॥ ৩৬
তমসা চ মহারাজ রজসা চ বিশেষতঃ।
ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপশ্যাম তত্র বা যদি বাঽতত্র ॥ ৩৭
তে ত্রস্তাস্তো মহেষ্বাসা রাত্রিমুখঞ্চ ভারত

অপলায়ন তত্তস্তত্রু: সহিতা: সর্বযোধিভি: ॥ ৩৯
কৌরবেষ্বপয়াতেষু তদা রাজন্ বিজয়ে।
তত্রা সুমনস: প্রাপ্য পার্থা: স্বশিবিরং যযু: ॥ ৪০
বাদিত্রশব্দৈর্বিবিধৈ: সিংহনাদৈ: সগর্জিতৈ:।
পরানুপহসন্তশ্চ স্তবন্তশ্চাচ্যুতার্জুনৌ ॥ ৪১
কৃতেঽবহারে তৈর্বীরৈ: সৈনিকা: সর্ব এব তে।
আশীর্ভাচ: পাণ্ডবেভ্য: প্রাযুঞ্জন্ত নরেশ্বরা: ॥ ৪২
ততঃ কৃতেঽবহারে চ প্রস্থিতাস্তত্র পাণ্ডবা:।
নিশায়াং শিবিরং গত্বা স্বসস্থ নরেশ্বরা: ॥ ৪৩
ততো রক্ষ:পিশাচাশ্চ শ্বাপদ শ্চৈব সঙ্ঘশ:।
ভক্ষ্যরায়োধনং ঘোরং কুরুস্তাক্রীড়সন্নিভম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি প্রথমে যুদ্ধদিবসে
ত্রিংশোঽধ্যায়: ॥ ৩০

সহ অশ্ব এবং পদাতিসৈন্যগণকে বধ করিতে করিতে সকলের দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। ৩১

কর্ণের অস্ত্রসকলের তেজে পীড়িত পাণ্ডবগণের সৈন্যরা অস্ত্র, বাহন, দেহ ও প্রাণশূন্য হইয়া প্রায় রণস্থল হইতে বিমুখ হইল।৩২

তখন অর্জুন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে নিজ অস্ত্রের দ্বারা কর্ণের অস্ত্র নষ্ট করিয়া দিয়া বাণসমূহের দলে আকাশ, দিক্‌সমূহ ও পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩

ইহার মধ্য বাণ তখন মুদ্গরের ন্যায় পতিত হইতেছিল, কিছু বাণ পরিঘসদৃশ, কিছু বাণ শক্তীতুল্য এবং কিছু বাণ ভয়ঙ্কর বজ্রের সমান শত্রুদের উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪

এই সব বাণে হতাহত পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তিসকলে যুক্ত কৌরবসৈন্যরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে ও চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥ ৩৫

সেই সময় অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল যে, যেখানে কেবল মৃত্যুই নিশ্চিত ছিল। এই সব সৈন্যদের উপর যখন বাণসমূহের প্রহার চলিতেছিল, তখন তাহারা সকলেই আর্ত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩৬

এইরূপে যখন আপনার অনুযায়ী সৈন্যরা যুদ্ধে অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িল, তখন সূর্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হইয়া

মহারাজ! সেই সময় অন্ধকার বিশেষতঃ ধূলিতে সব কিছু আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় আমরা কেহই ভাল কিংবা অন্যায় কোন কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩৮

ভারত! এই সব মহাধনুর্ধর যোদ্ধারা রাত্রিমুখে ভীত হইতেন, সেইজন্য সমস্ত সৈন্যগণের সহিত তাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতে শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯

রাজন্! বিজয় পেয়ে কৌরবেরা পলায়ন করায় পাণ্ডবগণও অনুমতি করিয়া প্রসন্নচিত্তে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, সিংহনাদ ও গর্জনের দ্বারা শত্রুদিগকে উপহাস এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের স্তুতি করিতে করিতে নিজ শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪০-৪১

সেই বীরগণের দ্বারা যুদ্ধের উপসংহার হইলে পর সমস্ত সৈন্যগণ এবং নরপতিগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

এইভাবে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহৃত হইলে পর অতিশয় হৃষ্ট পাণ্ডবপক্ষীয় নরপতিগণ রাত্রিতে শিবিরে যাইয়া শয়ন করিলেন ॥

তদনন্তর কুরুর ক্রীড়াস্থল (শ্মশান)-সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধভূমিতে রাক্ষস, পিশাচ ও দলে দলে হিংস্র জীবজন্তুগণ আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে প্রথমদিনের যুদ্ধদিবসে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নিশায়াং কৌরবাণাং পরামর্শঃ, ধৃতরাষ্ট্রেণ দৈবস্য প্রবলতাপ্রতিপাদনম্, ধৃতরাষ্ট্রোপরি সঞ্জয়স্য দোষারোপঃ, কর্ণ-দুর্যোধনয়োরালাপশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

স্বেনাচ্ছন্দেন নঃ সর্বানবধীৎ ব্যক্তমর্জুনঃ।
ন হ্যস্য সমরে মৃত্যোরন্তকোঽপ্যাততায়িনঃ ॥ ১
পার্শ্বস্থৈকোঽহরদ্ ভ্রাম্যমেকশ্চারিমতর্পয়ৎ।
একস্তেষাং মহীং জিত্বা চক্রে বলিভৃতো নৃপান্ ॥ ২
একো নিবাতকবচানহনদ্ দিব্যকার্মুকঃ।
একঃ কিরাতরূপেণ স্থিত্বা শঙ্করমোষয়ৎ ॥ ৩
একো হ্যরক্ষদ্ ভরতানেকো ভরতভোষয়ৎ
তেনৈকেন জিতাঃ সর্বে মহীপা ভ্রাম্যতেজসা ॥ ৪
ন তে নিন্দ্যাঃ প্রশস্যন্তে যতো চক্রুস্ত্রয়োদশ।
ততো দুর্যোধনঃ স্বং পক্ষং বিমন্যতেতরাং তদা ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

হত-প্রহৃত-বিক্ষতা বিবর্মায়ুধ-বাহনাঃ।
হীনদ্বিষো দূয়মানা মানিনঃ শত্রুনির্জিতাঃ ॥ ৬
শিবিরস্থাঃ পুনর্মন্ত্রং মন্ত্রয়ন্তি স্ম কৌরবাঃ।
ভগ্নদংষ্ট্রা হতবিষাঃ পাদাক্রান্তা ইবোরগাঃ ॥ ৭
তানব্রবীৎ ততঃ কর্ণঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
করং করেণ নিষ্পীড্য প্রেক্ষমাণস্তবাত্মজম্ ॥ ৮
যতো দৃঢ়ঞ্চ ধন্বী চ ধৃতিমানজুগুপ্সিতা।
সংযোধয়তি চাস্মানঃ যথাকালমধোক্ষজঃ ॥ ৯
সহসাস্ত্রবিসর্গেণ বয়ং তেনাদ্য বঞ্চিতাঃ।
স্বস্থতং তস্য সমরে সর্বঃ শ্রুত্বা মহীপতে ॥ ১০

একত্রিংশ অধ্যায়।

[রাত্রিতে কৌরবদের মন্ত্রণা, ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক দৈবের প্রবলতা প্রতিপাদন, ধৃতরাষ্ট্রের উপর সঞ্জয়ের দোষারোপ এবং কর্ণ ও দুর্যোধনের আলোচনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! নিশ্চয় অর্জুন নিজের ইচ্ছায় আমাদের সমস্ত সৈন্যদিগকে বধ করিয়াছে। সমরাঙ্গনে সে যদি অস্ত্র উত্তোলন করে, তবে স্বয়ং যমরাজও তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না ॥ ১

অর্জুন একাকীই সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছে, একাকীই খাণ্ডববনে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছে এবং একাকীই এই ভূমণ্ডলকে জয় করিয়া সমস্ত নরপতিগণকে করদাতায় পরিণত করিয়াছে ॥ ২

সে দিব্য ধনু ধারণ করত একাকীই নিবাত-কবচদিগকে সংহার করিয়াছে এবং কিরাতরূপ ধারণ করত ভগবান মহাদেবের সহিত অর্জুন একাই যুদ্ধ করিয়াছে ॥ ৩

ঘোষযাত্রার সময়ে একত অর্জুন দুর্যোধনাদি ভরতবংশীয়দিগকে রক্ষা করিয়াছিল, একাকী অর্জুন নিজ পরাক্রমে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং এই উগ্রতেজস্বী বীর একাই (বিরাটনগরে) কৌরবদলের সমস্ত মহীপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিল ॥ ৪

এই কারণে আমাদের পক্ষের সৈন্যগণ ও নরপতিগণ নিন্দনীয় নহে, পরন্তু প্রশংসার যোগ্য। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল, তৎ সমস্ত আমাকে বল। সূত! সৈন্যরা শিবিরে ফিরিয়া আসিবার পর সেই সময় দুর্যোধন কি করিল? ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরবসৈন্যরা বাণসমূহে নিহত, আহত ও বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের কবচ, অস্ত্র ও বাহন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহারা দীনমনা হইলেন। এই সব অভিমানী কৌরবযোদ্ধারা শত্রুগণের দ্বারা পরাজিত হওয়ায় মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ৬

শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই কৌরবগণ পুনরায় গুপ্তমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই সময় ইহাদের অবস্থা পদাহত সেইরূপ সর্পগণের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, যে সব সর্পের দন্ত উৎপাটিত হইয়াছে এবং বিষ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে ॥ ৭

তারপর সেই সময় ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী কর্ণ হস্তের দ্বারা হস্ত পেষণ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক কৌরব-বীরগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮

অর্জুন সাবধান, দৃঢ়, চতুর ও ধৈর্যশালী। তাহার উপর যথাসময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে কর্তব্যজ্ঞান দান করেন ॥ ৯

সেই কারণে সে সহসা অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া আমাদের বঞ্চিত করিয়াছে; কিন্তু ভূপাল! আগামী কাল আমি তাহার সমস্ত সমর নষ্ট করিয়া দিব ॥ ১০

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সোঽনুজজ্ঞে নৃপোত্তমান্।
তেঽনুজ্ঞাতা নৃপাঃ সর্বে স্বানি সৈন্যানি ভেজিরে। ১১
সুখোষিতাস্তাং রজনীং হৃষ্টা যুদ্ধায় নির্যযুঃ।
তেঽপশ্যন্ বিহিতং ব্যূহং ধর্মরাজেন দুর্জয়ম্। ১২
প্রযয়াৎ কুরুমুখ্যেন বৃহস্পত্যুশনোমতে।
অথ প্রতীপকর্তারং প্রবীরং পরবীরহা। ১৩
সস্মার বৃষভস্কন্ধং কর্ণং দুর্যোধনস্তদা।
পুরন্দরসমং যুদ্ধে মরুদ্গণসমং বলে। ১৪
কার্তবীর্যসমং বীর্যে কর্ণং রাজোঽভ্যমন্যত।
সর্বেষাং চৈব সৈন্যানাং কর্ণমেবাগমন্মনঃ।
সুরপুত্রং মহেষ্বাসং বন্ধুমাত্মনিকেষিব। ১৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ততো দুর্যোধনঃ সূত পশ্চাৎ কিমকরোত্তদা।
যদ্ বোঽভ্যমন্যত মন্দাঃ কর্ণং বৈকর্তনং প্রতি। ১৬

অপাপশঙ্কত রাধেয়ঃ শৌরের্ভীতো ইব ভাস্করম।
কৃতেঽবহারে সৈন্যানাং প্রযুক্তে চ রণে পুনঃ। ১৭
কথং বৈকর্তনঃ কর্ণস্তত্রায়ুধ্যত সঞ্জয়।
কথঞ্চ পাণ্ডবাঃ সর্বে যুযুধুস্তত্র সুব্রজম্। ১৮
কর্ণো হ্যেকো মহাবাহুর্হন্যাৎ পার্থান্ সসৃঞ্জয়ান্।
কর্ণস্য ভুজয়োর্বীর্যং শক্র-বিষ্ণুসমং যুধি। ১৯
তস্য শস্ত্রাণি ঘোরাণি বিক্রমশ্চ মহাত্মনঃ।
কর্ণমাশ্রিত্য সংগ্রামে মত্তো দুর্যোধনো নৃপঃ। ২০
দুর্যোধনং ততো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেন ভূশার্দিতম্।
পরাক্রান্তান্ পাণ্ডুসুতান্ দৃষ্ট্বা চাপি মহারথঃ। ২১
কর্ণমাশ্রিত্য সংগ্রামে মন্দো দুর্যোধনঃ পুনঃ।
জেতুমুৎসহতে পার্থান্ সপুত্রান্ সহকেশবান্। ২২
অহো বত মহদ্ দুঃখং যত্র পাণ্ডুসুতান্ রণে।
নাতরদ্ রভসঃ কর্ণো দৈবঃ নূনং পরাক্রমঃ। ২৩

কর্ণ এই কথা বলিলে পর দুর্যোধন 'তথাস্তু' তাহাই হউক এই কথা বলিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজগণিকে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুমতিপ্রদান করিলেন। অনুমতি পাইয়া সেই সব নরপতিগণ নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন। ১১

সেখানে সকলে সুখে রাত্রি যাপন করিলেন। তারপর হৃষ্টচিত্তে তাঁহারা যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন। নির্গত হইয়া সকলে দেখিলেন যে, কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের মতানুসারে বলের সহিত নিজ সৈন্যদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছেন। ১২½

তদনন্তর শত্রুবীরহন্তা দুর্যোধন শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিতে সমর্থ ও যুদ্ধের ভারে স্কন্ধের ন্যায় মাংসল স্কন্ধবিশিষ্ট প্রধান বীর কর্ণকে স্মরণ করিলেন। ১৩½

কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী, মরুদ্গণের ন্যায় বলবান্ এবং কার্তবীর্য অর্জুনের তুল্য শক্তিশালী ছিলেন। রাজা দুর্যোধনের মন তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ১৪½

যেরূপ প্রাণ-সঙ্কটকালে মনুষ্যগণ নিজের বন্ধুদের স্মরণ করে, সেইরূপ সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে মহাধনুর্ধর বীর কর্ণের কথাই তখন দুর্যোধনের মনে হইল। ১৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! তাহার পর দুর্যোধন কি করিল? হায় মূর্খ পুরুষগণ! তোমাদের মন যে সূর্যপুত্র কর্ণের দিকে যাইল, ইহার কারণ কি? ১৬

সূর্য হইতে শীতে ভীত প্রাণিগণ সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, সেইরূপ ভীমসেন কি এক বার সূর্যপুত্র কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে? সঞ্জয়! বৈকর্তন-কর্ণকে শিবিরের দিকে ফিরাইয়া আনিবার পর রাত্রি শেষে যখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই সময় যুধিষ্ঠির কর্ণ কোথায় কিরূপ করিয়াছিল এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ সূতপুত্র কর্ণের সহিতই বা কোথায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল? ১৭-১৮

একাকী মহাবাহু কর্ণ সৃঞ্জয়গণের সহিত কুন্তীপুত্রদিগকে বধ করিতে পারে। যুদ্ধে কর্ণের বাহুবল ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য। ইহার অস্ত্রকৌশল ভয়ঙ্কর এবং এই মহাত্মা বীরের পরাক্রমও অদ্ভুত। এই সব চিন্তা করিয়া রাজা দুর্যোধন যুদ্ধে কর্ণেরই আশ্রয় লইয়া মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯-২০

কিন্তু সেই সময় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক দুর্যোধনকে অত্যন্ত পীড়িত হইতে এবং পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহাবলী বীর কর্ণ কি করিল? ২১

মূর্খ দুর্যোধন সংগ্রামে কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত পুনরায় পুত্রগণের সহিত কুন্তীপুত্রদিগকে ও শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছিল। ২২

অহো! ইহা অতিশয় দুঃখের কথা যে, এতাদৃশ বেগশালী বীর কর্ণও রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণকে পার হইতে পারিল না। নিশ্চয় দৈবই সর্বাপেক্ষা প্রবল আশ্রয়। ২৩

অহো দ্যূতস্য নিষ্ঠেয়ং ঘোরা সম্প্রতি বর্ততে।
অহো তীব্রাণি দুঃখানি দুর্যোধনকৃতানৃতম্ ॥ ২৪
সোঢ়া ঘোরাণি বহুশঃ শল্যকৃতানি সঞ্জয়।
সৌবলস্য তথা তাত নীতিমানিতি মন্যতে ॥ ২৫
কর্ণস্য রভসো নিত্যং রাজা তং চানুব্রতঃ।
যদেবং বর্তমানেষু মহাযুদ্ধেষু সঞ্জয় ॥ ২৬
অশ্রৌষং নিহতান্ পুত্রান্ নিত্যমেব বিনির্জিতান্।
ন পাণ্ডবানাং সমরে কশ্চিদস্তি নিবারকঃ ॥ ২৭
শ্রীমদ্ধ্যমিব গাহন্তে দৈবং তু বলবত্তরম্।

সঞ্জয় উবাচ।

রাজন্ পূর্বনিমিত্তানি ধ্রুবাণি বিচিন্তয় ॥ ২৮
অতিক্রান্তং হি তং কার্যং পশ্চাচ্চিন্তয়তে নরঃ।
তচ্চাস্য ন ভবেৎ কার্যং চিন্তয়া চ বিনশ্যতি ॥ ২৯
তদিদং তব কার্যং তু দুঃপ্রাপ্তং বিজানতা।
ন কৃতং যৎ ত্বয়া পূর্বং প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিচারণম্ ॥ ৩০
উক্তোঽসি বহুধা রাজন্ ন যুধ্যস্বেতি পাণ্ডবৈঃ।
দৃষ্টবৈরে ন চ তস্মোহাদ্ বচনং বিশাম্পতে ॥ ৩১
ত্বয়া পাপানি ঘোরাণি সমাচীর্ণানি পাণ্ডুষু।
যৎকৃতে বর্ততে ঘোরঃ পৃথিব্যাং জনসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ৩২
তদ্বিদ্ধানীমভিক্রান্তং মা শুচো ভরতর্ষভ।
শৃণু সর্বং যথাবৃত্তং ঘোরং বৈশসমুচ্ছ্রিতে ॥ ৩৩
প্রভাতায়াং রজন্যাং তু কর্ণো রাজনমন্ত্রয়াৎ।
সমেত্য চ মহাবাহুর্দুর্যোধনমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪

কর্ণ উবাচ।

অদ্য রাজন্ সমেষ্যামি পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
নিহনিষ্যামি তং বীরং স বা মাং নিহনিষ্যতি ॥ ৩৫
বহ্বস্মাকং কার্যভারাং তথা পার্থস্য ভারত।
নাস্মৎ সমাগমো রাজন্ মম চৈবার্জুনস্য চ ॥ ৩৬

অহো! দ্যূতক্রীড়ার এই ঘোর পরিণাম বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। সঞ্জয়! সঞ্জয়! আমাদের কথা এই যে, আমি দুর্যোধনের জন্য বহু তীব্র ও ভয়ের সেইরূপ দুঃখসমূহ সহ্য করিতেছি, যাহা কণ্টকসকলের ন্যায় দুঃসহ ॥ ২৪½

তাত! দুর্যোধন সেই সকল শকুনিকে অতিশয় নীতিজ্ঞ বলিয়া মনে করিত এবং বেগশালী বীর কর্ণও নীতিজ্ঞ ছিল, ইহা মনে করিয়া রাজা দুর্যোধন তাহাদের অনুরাগী হইয়াছিল ॥ ২৫½

সঞ্জয়! এইরূপ বর্তমান মহাসমরে আমি যে প্রতিদিন আমার কিছু পুত্রের মৃত্যু সংবাদ এবং কিছু পুত্রের পরাজয় বার্তা শ্রবণ করিতেছি, ইহাতে আমার এই বিশ্বাসই হইয়া গিয়াছে যে, রণাঙ্গনে আমার পক্ষের এরূপ কোন বীর নাই, যে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে পারে। যেরূপ কোন ব্যক্তি শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবেরা বিনা প্রতিরোধেই যেন আমার সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। অবশ্য এ বিষয়ে দৈবই সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ ॥ ২৬-২৭½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পূর্বে আপনি যে দ্যূতক্রীড়াদি বর্তমানের কারণসমূহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, এখন সেই সব আপনি স্মরণ করুন। যে ব্যক্তি অতিক্রান্ত (পূর্বে অনুষ্ঠিত) কার্যকে পরে স্মরণ করে, তাহার সেই কার্য সিদ্ধ হয় না; পরন্তু সেই সব চিন্তায় দুঃখিত বা উদ্বিগ্ন হইয়া স্বয়ংই নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৮-২৯

পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ রূপ কার্যে সফলতা লাভ আপনার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ইহা জানিয়াও আপনি পূর্বে কোন বিচারই করে নাই যে, ইহা উচিত কি অনুচিত ॥ ৩০

রাজন্! পাণ্ডবগণ তো বারংবার আপনাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, আপনি যুদ্ধ করিবেন না। প্রজানাথ! কিন্তু আপনি মোহবশতঃ তাঁহাদের কোন কথা মানেন নাই ॥ ৩১

আপনি পাণ্ডবগণের উপর ভয়ের অত্যাচার করিয়াছেন। আপনারই কারণে আজ এই ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা বিপুল লোকক্ষয় হইতেছে ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সব বৃত্তান্ত ত' ঘটিয়া গিয়াছে, আপনি ইহার জন্য আর কোন শোক করিবেন না। যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি যথাযথরূপে শ্রবণ করুন। আমি সেই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩৩

যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রাতঃকাল আসিল, তখন মহাবাহু কর্ণ রাজা দুর্যোধনের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৪

কর্ণ বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি যশস্বী পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। এই যুদ্ধে হয় আমি তাঁহাকে বধ করিব কিংবা সে আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ৩৫

ভারত! রাজন্! আমার এবং অর্জুনের সম্মুখে নানারূপ বহু কার্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাহার সহিত আমার তাদৃশ বৈরপূর্ণ যুদ্ধ এখনও হয় নাই ॥ ৩৬

ইদং তু মে যথা প্রাজ্ঞং শৃণু বাক্যং বিশাম্পতে।
অনিহত্য রণে পার্থং নাহমেষ্যামি ভারত ॥ ৩৭
হতপ্রবীরে সৈন্যেঽস্মিন্ ময়ি চাবস্থিতে যুধি।
অভিযাস্যতি মাং পার্থঃ শক্রশক্তিবিনাকৃতম্ ॥ ৩৮
ততঃ শ্রেয়স্করং যচ্চ তদ্বিদ্ধি ত্বমনেশ্বর।
আয়ুধানাঞ্চ যে বীর্যাং দিব্যানামর্জুনস্য চ ॥ ৩৯
কারণঞ্চ মহত্তো ভেদে লাঘবে দূরপাতনে।
সৌষ্ঠবে চাস্ত্রপাতে চ সব্যসাচী ন মৎসমঃ ॥ ৪০
প্রাণে স্থৈর্যেঽথ বিজ্ঞানে বিক্রমে চাপি ভারত।
নিমিত্তজ্ঞানযোগে চ সব্যসাচী ন মৎসমঃ ॥ ৪১
সর্বায়ুধমহামাত্রো বিজয়ো নাম মে ধনুঃ।
ইন্দ্রার্থং শ্রিয়কামেন নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ৪২
যেন দৈত্যগণান্ রাজন্ জিতবান্ বৈ শতক্রতুঃ।
যস্য ঘোষেণ দৈত্যানাং ব্যামুহ্যন্ত দিশো দশ ॥ ৪৩

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! আমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় করিয়া এই কথা বলিতেছি, উহা তুমি শ্রবণ কর। আজ আমি রণাঙ্গনে অর্জুনকে বধ না করিয়া ফিরিয়া আসিব না। ৩৭

আমাদের এই সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন। অতএব আমি যখন যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করিব, তখন অর্জুন আমাকে ইন্দ্রদত্ত শক্তি হইতে বঞ্চিত জানিয়া অবশ্যই আমার উপর আক্রমণ করিবে। ৩৮

অনেশ্বর! এখন যাহা হিতকর হইবে, সেইরূপ উপায় তুমি শ্রবণ কর। আমার ও অর্জুনের নিকট দিব্যাস্ত্রসমূহের বল সমানই আছে। ৩৯

হাতী প্রভৃতির বিশাল দেহ ভেদ করিতে, দীর্ঘতাসহকারে অস্ত্র চালাইতে, দূর পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ করিতে, সুন্দর রীতিতে যুদ্ধ করিতে এবং দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ করিতে সব্যসাচী অর্জুন আমার সমান নহে। ৪০

ভারত! শারীরিক বল, স্থৈর্য, অস্ত্রবিজ্ঞান, পরাক্রম এবং লক্ষ্যের উপর অস্ত্রপাত করিবার উপায় অন্বেষণেও সব্যসাচী আমার সমান নহে। ৪১

আমার ধনুর নাম বিজয়। এই ধনু সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রের প্রিয় করিতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং বিশ্বকর্মা ইহাকে ইন্দ্রের জন্যই প্রস্তুত করিয়াছেন। ৪২

রাজন্! ইন্দ্র যে ধনু দ্বারা দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন, যাহার টঙ্কার শুনিয়া দৈত্যদের দশদিকের বিবেক লুপ্ত হইয়াছিল, সেই আপনার পরম প্রিয় বিজয় ধনুটিকে ইন্দ্র পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং পরশুরাম সেই দিব্য উত্তম ধনু আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ৪৩-৪৪

তদ্ ভার্গবায় প্রাবচ্ছক্রঃ পরমসম্মতম্।
তদ্ দিব্যং ভার্গবো মহ্যমদদাদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥ ৪৪
যেন যোৎস্যে মহাবাহুমর্জুনং জয়তাং বরম্।
যমেন্দ্রঃ সমরে সর্বান্ দৈতেয়ান্ বৈ সমাগতান্ ॥ ৪৫
ধনুর্ঘোরং রামদত্তং গাণ্ডীবাৎ তদ্ বিশিষ্যতে।
ত্রিসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী ধনুষা যেন নির্জিতা ॥ ৪৬
ধনুষো যস্য কর্মাণি দিব্যানি প্রাহ ভার্গবঃ।
তদ্ রামো গুরুদায়ঞ্চ তেন যোৎস্যামি পাণ্ডবম্ ॥ ৪৭
অদ্য দুর্যোধনাহং বাং নন্দয়িষ্যে সবান্ধবম্।
নিহত্য সমরে বীরমর্জুনং জয়তাং বরম্ ॥ ৪৮
সপর্বত-বন-দ্বীপা হতবীরা সসাগরা।
পুত্র-পৌত্রপ্রতিষ্ঠা তে ভবিষ্যত্যদ্য পার্থিব ॥ ৪৯
নাশঙ্ক্যা বিদ্যতে মেঽস্ত্র যৎপ্রিয়ার্থং বিশেষতঃ।
সমাহিতমতেরুক্তা সিদ্ধিরাত্মবতো যথা ॥ ৫০

তদ্ ভার্গবায় প্রাবচ্ছক্রঃ পরমসম্মতম্।
তদ্ দিব্যং ভার্গবো মহ্যমদদাদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥ ৪৪
যেন যোৎস্যে মহাবাহুমর্জুনং জয়তাং বরম্।
যমেন্দ্রঃ সমরে সর্বান্ দৈতেয়ান্ বৈ সমাগতান্ ॥ ৪৫
ধনুর্ঘোরং রামদত্তং গাণ্ডীবাৎ তদ্ বিশিষ্যতে।
ত্রিসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী ধনুষা যেন নির্জিতা ॥ ৪৬
ধনুষো যস্য কর্মাণি দিব্যানি প্রাহ ভার্গবঃ।
তদ্ রামো গুরুদায়ঞ্চ তেন যোৎস্যামি পাণ্ডবম্ ॥ ৪৭
অদ্য দুর্যোধনাহং বাং নন্দয়িষ্যে সবান্ধবম্।
নিহত্য সমরে বীরমর্জুনং জয়তাং বরম্ ॥ ৪৮
সপর্বত-বন-দ্বীপা হতবীরা সসাগরা।
পুত্র-পৌত্রপ্রতিষ্ঠা তে ভবিষ্যত্যদ্য পার্থিব ॥ ৪৯
নাশঙ্ক্যা বিদ্যতে মেঽস্ত্র যৎপ্রিয়ার্থং বিশেষতঃ।
সমাহিতমতেরুক্তা সিদ্ধিরাত্মবতো যথা ॥ ৫০

ভার্গবের নিকট হইতে দিব্য ধনুটিকে ইন্দ্র পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং পরশুরাম সেই দিব্য উত্তম ধনু আমাকে প্রদান করিয়াছেন ॥৪৩-৪৪

সেই দিব্য ধনুর দ্বারাই আজ আমি দেবতা বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুনের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ সমরাঙ্গনে সমবেত সমস্ত দৈত্যদিগের সহিত ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫

পরশুরামকর্তৃক প্রদত্ত এই ভয়ঙ্কর ধনু গাণ্ডীব ধনু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই সেই ধনু, যে ধনুর দ্বারা পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীন করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

স্বয়ং ভৃগুবংশধর পরশুরামই আমাকে এই দিব্য কার্যসকল বলিয়াছেন এবং তিনিই এই ধনু আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। আজ আমি সেই ধনুর দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৪৭

দুর্যোধন! আজ আমি সমরে বিজয়ী পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুনকে বধ করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমাকে আনন্দিত করিব ॥ ৪৮

কৃপাচার্য! আজ সেই বীর অর্জুন নিহত হইলে পর্বত, বন, দ্বীপ ও সমুদ্রসকল সহ এই সমস্ত ভূমণ্ডল তোমার পুত্র-পৌত্র পরম্পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে ॥ ৪৯

যেরূপ উত্তম মন্ত্রে অভিজ্ঞ মনস্বী পুরুষের পক্ষে সিদ্ধিলাভ

ন হি মাং সমরে সোঢুং সংশক্তোঽপি সুরাসুরাঃ
অবশ্যং তু ময়া বাচ্যং যেন হীনোঽস্মি কৃষ্ণতঃ ॥ ৫১
অস্য তস্য ধনুষো দিব্যা তথাক্ষয্যে মহেষুধী।
সারথিস্তস্য গোবিন্দো যস্য ত্রাতৃত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৫২
তস্য দিব্যং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং গাণ্ডীবমরিজিৎ যুধি।
বিজয়শ্চ মহদ্দিব্যং যস্যাপি ধনুরুত্তমম্ ॥ ৫৩
তস্যাহমধিকঃ পার্থাদ্ ধনুষা তেন পার্থিব।
যেন চাপ্যধিকো বীরঃ পাণ্ডবস্তন্নিবোধ মে ॥ ৫৪
রশ্মিগ্রাহশ্চ দাশার্হঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
অগ্নিদত্তশ্চ বৈ দিব্যো রথঃ কাঞ্চনভূষণঃ ॥ ৫৫
অচ্ছেদ্যাঃ সর্বতো বীর বাজিনশ্চ মনোজবাঃ।
ধ্বজশ্চ দিব্যো ভ্রাজিষ্ণুর্যস্মিন্নো বিপ্রতিষ্ঠতে ॥ ৫৬
কৃষ্ণশ্চ শ্রেষ্ঠো জগতো রথং তমধিরুক্ষতি।
এতৈর্হ্যবৈরহং হীনো যোদ্ধুমিচ্ছামি পাণ্ডবম্ ॥ ৫৭
অয়ং তু সদৃশঃ শৌরেঃ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
সারথ্যং যদি মে কুর্যাদ্ ধ্রুবস্তে বিজয়ো ভবেৎ ॥ ৫৮
তস্য মে সারথিঃ শল্যো ভবত্বনুকরঃ পরৈঃ।
নারাচান্ গার্ধ্রপত্রাংশ্চ শকটানি বহন্তু মে ॥ ৫৯
রথাংশ্চ মুখ্যা রাজেন্দ্র যুক্তা বাজিভিরুত্তমৈঃ।
আয়ান্তু পশ্চাৎ সততং মামেব ত্বরতো যুধি ॥ ৬০
এবমভ্যধিকঃ পার্থাদ্ ভবিষ্যামি গুণৈরহম্।
শল্যোঽপ্যধিকঃ কৃষ্ণাদর্জুনাদপি চাপ্যহম্ ॥ ৬১
যথাবদ্ধ্বয়ং বেদ দাশার্হঃ পরবীরহা।
তথা শল্যো বিজানীতে হয়জ্ঞানং মহারথঃ ॥ ৬২
বাহুবীর্যে সমো নাস্তি মদ্ররাজস্য কশ্চন।
তথাস্ত্রে মৎসমো নাস্তি কশ্চিদেব ধনুর্ধরঃ ॥ ৬৩

হইব না, সেইরূপ আজ বিশেষভাবে তোমার প্রিয় করিবার জন্য আমার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে ॥ ৫০

যেরূপ কৃষ্ণ আমার আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ অর্জুনের মধ্যে তেমন কোন শক্তি নাই যে, সে আমার বেগকে সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যে কারণে আমি অর্জুন হইতে হীন, তাহা আমার পক্ষে তোমাকে অবশ্যই বলা উচিত বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৫১

তাহার ধনুর গুণ দিব্য, তাহার নিকট দুইটি বড় বড় অক্ষয় তূণ আছে এবং তাহার সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এমনজন আমার নিকটে নাই ॥ ৫২

যদিও তাহার নিকট যুদ্ধে অজেয়, শ্রেষ্ঠ, দিব্য গাণ্ডীবধনু রহিয়াছে, তথাপি আমার নিকটেও বিজয় নামে বিশাল, দিব্য ও শ্রেষ্ঠ ধনু বিদ্যমান আছে ॥ ৫৩

রাজন্! ধনুর গুণিতে ত' আমি অর্জুন অপেক্ষা অধিক; কিন্তু বীর পাণ্ডুনন্দন যেরূপে আমার অপেক্ষা অধিক, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৫৪

সর্বলোকবন্দিত, দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহার রথের অশ্বগণের লাগাম ধারণ করিয়া আছেন। বীর! তাহার নিকটে অগ্নির প্রদত্ত সুবর্ণভূষিত দিব্য রথ আছে, যাহাকে কোন রূপেই ছিন্ন করা যায় না। তাহার অশ্বগণ মনের ন্যায় বেগগামী। তাহার উপরে শ্রেষ্ঠ দিব্য, যাহার উপরে সকলকে বিস্মিতকারী স্বয়ং ভগবান্ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৫৫-৫৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের শ্রেষ্ঠ। তিনি অর্জুনের সেই রথকে রক্ষা করিতেছেন। এই সব বস্তুসমূহরক্ষিত হইয়া আমি পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৫৭

যুদ্ধে শোভাশালী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য সারথি কার্যে নিপুণ এই শল্য যদি আমার সারথির কার্য করেন, তবে তোমার অবশ্যই জয়লাভ হইবে ॥ ৫৮

শত্রুগণ যাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাজা শল্য আমার সারথি হউন এবং বেছাখোর ব্যক্তি আমার নিকটে যুদ্ধের পক্ষপুক নারাচসমূহ বহন করিয়া লইয়া চলুক ॥ ৫৯

রাজেন্দ্র! তারতশ্রেষ্ঠ! উত্তম অশ্বগণে যোজিত শ্রেষ্ঠ রথ সমূহ আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আগমন করুক ॥ ৬০

এরূপ ব্যবস্থা হইলে পর আমি গুণসমূহে অর্জুন হইতে অধিক হইব। শল্যও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক এবং আমিও অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১

শত্রুবীরহন্তা দশার্হবংশকুলজ শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব বিদ্যার যেরূপ অবগত আছেন, সেইরূপ মহারাজ শল্যও অশ্বজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ॥ ৬২

যেরূপ বাহুবলে মদ্ররাজ শল্যের তুল্য অপর কোন ব্যক্তি নাই, সেরূপ অস্ত্রবিদ্যায় আমার সমান আর কোন ধনুর্ধর নাই ॥ ৬৩

রসায়ন কথা হয়, তাহা শ্রবণে সহজ মোক্ষমার্গে ক্রমে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি হ'য়ে থাকে, মানব ইহলোক পরলোকে ধন্য হয়। পশু গৃহ আত্মীয়স্বজন অন্যান্য সমস্ত একেবারে ত্যাগ ক'রে, বিশ্বতোমুখ আমাকে অনন্য ভক্তির দ্বারা যারা আমার ভজনা করে, আমি তাদের মৃত্যুর পরপারে নিয়ে যাই। প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর ভগবান্ পুরুষোত্তম আমার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত সর্ব্বভূতের তীব্র সংসার ভয় নিবর্ত্তিত হয় না। আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়ে সূর্য্য তাপ দেয়, ইন্দ্র আমার ভয়ে বারিবর্ষণ করে, অগ্নিদগ্ধ ও মৃত্যু আমার ভয়ে বিচরণ করে, যোগিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা মোক্ষের জন্য অমৃতোদয় আমার পাদমূলে প্রবেশ করে, এই ইহলোকে তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে স্থিরভাবে মন অর্পিত করাই মোক্ষের কারণ। মাতাকে তামস রাজস ও সাত্ত্বিক তিন প্রকার সগুণ ভক্তির কথা ব'লে তারপর আমার নির্গুণ ভক্তির কথা বলি। যেমন গঙ্গাজল অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগর অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সকল জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত পুরুষোত্তম আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্নভাবে মনোগতি ধাবিত হয়, তাহাই অহৈতুকী নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এরূপ ভক্ত আমি দিলেও আমার সেবা ভিন্ন সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য কিম্বা একত্ব অভেদ মুক্তিও চান না। এর নাম আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। যার দ্বারা ভক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম ক'রে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। নিত্য হিংসাহীন ক্রিয়াযোগ—আমার বিগ্রহ দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি, অভিনন্দন, সকল ভূতে আমার ভাবনা। ধৈর্য্য সহকারে লোকসঙ্গ ত্যাগ, মহদ্ব্যক্তিগণকে সম্মান, দীনব্যক্তিগণকে অনুকম্পা এবং আত্মতুল্যগণের সহিত মিত্রতা যম-নিয়ম আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সকল পুনঃ

Regd. No. C-67

VADRA
1379 B.S.

Aryashastra

Mahabharata—51
Aug.—Sept. 1972

পুনঃ শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন সরলতা, সাধুগণের সঙ্গ, অহঙ্কার শূন্যতা, আমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত আমার গুণ শ্রবণ করবামাত্রই সত্বর যেমন বায়ু পুষ্পাদি হ'তে গন্ধকে নাসার কাছে নিয়ে যায়, তদ্রূপ যোগরত চিত্ত আমাতে সন্নিবিষ্ট হয়, সর্ব্বভূতে আমি অবস্থিত আপনার ও পরের অল্পমাত্র ভেদ করা কর্ত্তব্য নয়। যে আপনার এবং অপরের ইষদ্‌ভেদ করে, সেই ভিন্নদর্শীর মৃত্যুরূপী আমি ভীতি প্রদান করি। এইজন্য সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান, মান, মিত্রতা, সপ্রেম দৃষ্টির দ্বারা পূজা ক'রবে। মনের দ্বারা এই ভূতসমূহকে সম্মান করত অংশরূপে জীবরূপে ভগবান্ ইহাতে প্রবিষ্ট—এইভাবে মনের দ্বারা প্রণাম ক'রবে। আমি তোমায় ভক্তিযোগ এবং যোগ ব'ললাম। পুরুষ এ-দুটির যে কোনটীর দ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করে। আমি এইভাবে মাতা দেবহূতিকে আমার তত্ত্ব উপদেশ ক'রেছিলাম। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি দেহ ধারণ করি।

—:০:—

৪৪৭২

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাশ্বতপ্রকাশ প্রেস, মহানিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

৩০।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। মনু আমার ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম বেত্তা মনুসংহিতা নামক গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে সকল ধর্ম্মের কথা ব'লেছেন। চতুর্বর্ণ চতুরাশ্রম প্রভৃতির ও নারীধর্ম্মের কথা তাতে কথিত হ'য়েছে। আচার্য্য ব্রহ্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি এবং মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি—তাঁদের নিত্য প্রিয় অনুষ্ঠান ক'রবে, তাঁরা তিনজন সন্তুষ্ট হ'লে সমস্ত তপস্যা করা হয়, তাঁদের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা।

১১শ বর্ষ, আশ্বিনমাস, ১৩৭৯] [চতুর্থসংখ্যা বাষণ্মাসিকী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সংস্করণে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে প্রথম প্রকাশ হইতেছে

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি ফিল্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(সরকার নথিভুক্ত)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্., এল্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৭০৮)

বার্ষিক মূল্য ডাক ১৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি-সংখ্যা ১·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও বেদী-শাণ্ডবস্তাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ২৭-৬৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৭। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন বোধ না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পূর্বতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ১ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব-গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ১·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

তথা বলাসমো নাস্তি হয়জ্ঞানে হি কশ্চন।
সোঽয়মত্যধিকঃ কৃষ্ণাদ্ ভবিষ্যতি রথো মম ॥ ৬৪
এবং কৃতে রথশ্রেষ্ঠোঽহং গুণৈরত্যধিকোঽর্জুনাৎ।
তবে যুধি জয়েয়ুস্তে কামমেবং কুরূত্তম ॥ ৬৫
সমুদ্যান্তং ন শক্ষ্যন্তি দেবা অপি সবাসবাঃ।
এতৎ কৃতং মহারাজ বরয়েচ্ছামি পরন্তপ ॥ ৬৬
ক্রিয়তামেব কামো মে বঃ কালোঽত্যগাদয়ম্।
এবং কৃতে কৃতং সাধ্বং সর্বকামৈর্ভবিষ্যতি ॥ ৬৭
ততো দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে যৎ করিষ্যামি ভারত।
সর্বথা পাণ্ডবান্ সংখ্যে বিজেষ্যে বৈ সমাগতান্ ॥ ৬৮
ন হি মে সমরে শক্তাঃ সমুদ্যান্তুং সুরাসুরাঃ।
কিমু পাণ্ডুসুতা রাজন্ রণে মানুষযোনয়ঃ ॥ ৬৯

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তস্তব সুতঃ কর্ণেনাহবশোভিনা।
সম্পূজ্য সম্প্রহৃষ্টাত্মা ততো রাধেয়মব্রবীৎ ॥ ৭০

দুর্যোধন উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা বৎ কর্ণ মন্যসে।
সোপাসঙ্গা রথাঃ সাধ্বাঃ স্বনুযাস্যন্তি সংযুগে ॥ ৭১
নারাচান্ সাগ্রপত্রাংশ্চ শকটানি বহন্তু তে।
অনুযাস্যাম কর্ণ ত্বাং বয়ং সর্বে চ পার্থিবাঃ ॥ ৭২

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহারাজ তব পুত্রঃ প্রতাপবান্।
অভিগম্যাব্রবীদ্ রাজা মদ্ররাজমিদং বচঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণদুর্যোধন-সংবাদে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

অবলম্বনীয় জ্ঞানেও সন্দেহ করিবার কোন বাকি এ জগতে নাই। শল্য আমার সারথি হইলে পর আমার এই রথ অর্জুনের রথ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইবে। ৬৪

এইরূপ ব্যবস্থার পর যখন আমি রথে উপবিষ্ট হইব, সেই সময় আমি সর্ববিধ গুণে অর্জুন অপেক্ষা অধিক হইয়া যাইব। কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন এই যুদ্ধে অবশ্যই আমি অর্জুনকে জয় করিতে পারিব ॥ ৬৫

সেই সময় ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণও আমার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবেন না। শত্রুতাপন! আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, তোমাদ্বারা আমার মনোগত এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে ॥ ৬৬

তুমি আমার এই মনোরথ পূর্ণ কর। এমন তোমাদের এই সময় যেন বৃথায় অতিবাহিত না হয়। তুমি এরূপ করিলে পরই আমার ইচ্ছানুসারে তোমার সমস্ত সহায়তা সম্পন্ন করা হইবে ॥ ৬৭

ভারত! সেই সময় আমি সংগ্রামে যাহা কিছু করিব, তাহা তুমি স্বয়ং দেখিতে পাইবে। যুদ্ধস্থলে সমবেত সমস্ত পাণ্ডবদিগকে আমি অবশ্যই সর্ব প্রকারে জয় করিব ॥ ৬৮

রাজন্! সমরাঙ্গনে দেবতা ও অসুরগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না, সুতরাং মানুষযোনিতে উৎপন্ন পাণ্ডবেরা আর আমাকে কি করিতে সমর্থ হইবে? ৬৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধে সেনাপতিত্বে কর্ণ এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুর্যোধন আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তারপর তিনি রাধাপুত্র কর্ণকে সম্যক্‌ভাবে সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭০

দুর্যোধন বলিলেন,—কর্ণ! তুমি যাহা করণীয় বলিয়া মনে করিবে, আমি তদনুসারে অবশ্যই সেই কার্য সম্পন্ন করিব। যুদ্ধস্থলে রথ তূণীরে পরিপূর্ণ ও অশ্বযুক্ত রথসমূহ তোমার পশ্চাতে গমন করিবে ॥ ৭১

বহু শকট (গাড়ী) সূত্রসংযুক্ত নারাচসকলকে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে বহন করিয়া যাইবে। কর্ণ! আমরা এবং সমস্ত ভূপতিরাও তোমার অনুগমন করিব ॥ ৭২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই কথা বলিয়া আপনার প্রতাপশালী পুত্র রাজা দুর্যোধন মদ্ররাজ শল্যের নিকটে গমন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও দুর্যোধনের পরস্পর আলাপবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণের সারথ্যে কার্যের জন্য শল্যের নিকট দুর্যোধনের প্রার্থনা, শল্যকর্তৃক উহার বিরোধ এবং শ্রীকৃষ্ণতুল্য নিজের প্রশংসা শুনিয়া পরে উহাতে স্বীকৃতি দান।]

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রস্তব মহারাজ মদ্ররাজং মহারথম্।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য প্রণয়াদ্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

সত্যব্রত মহাভাগ দ্বিষতাং তাপবর্ধন।
মদ্রেশ্বর রণে শূর পরসৈন্যভয়ঙ্কর ॥ ২

শ্রুতবানসি কর্ণস্য ক্রবতো বদতাং বর।
যথা নৃপতিসিংহানাং মধ্যে ত্বাং বরয়ে বরম্ ॥ ৩

তত্রাপ্রতিবীর্য্যাস্ত শত্রুপক্ষক্ষয়াবহ।
মদ্রেশ্বর প্রযাচেঽহং শিরসা বিনয়েন চ ॥ ৪

তস্মাৎ পার্থবিনাশার্থং হিতার্থং মম চৈব হি।
সারথ্যং রথিনাং শ্রেষ্ঠ প্রণয়াৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৫

ত্বয়ি যন্তরি রাধেয়ো বিধিষ্যে মে বিশেষতঃ।
অতীব্যুগ্যং হি কর্ণস্য গ্রহীতাস্ত্রো ন বিদ্যতে ॥ ৬

ত্বত্তে হি ত্বাং মহাভাগ বাসুদেবসমং যুধি।
স পাহি সর্বথা কর্ণং যথা ব্রহ্মা মহেশ্বরম্ ॥ ৭

যথা চ সর্বযুদ্ধেষু বাসবেঃ পাতি পাণ্ডবম্।
তথা মদ্রেশ্বরাদ্য ত্বং রাধেয়ং প্রতিপালয় ॥ ৮

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ভবান্ ভোজশ্চ বীর্যবান্।
শকুনিঃ সৌবলো দ্রৌণিরহমেব চ নো বলম্ ॥ ৯

এবমেষ কৃতো ভাগো নবধা পৃথিবীপতে।
ন চ ভাগোঽত্র ভীষ্মস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১০

তাভ্যামতীতা তৌ ভাগৌ নিহতা মম শত্রবঃ।
বৃদ্ধৌ হি তৌ মহেষ্বাসৌ ছলেন নিহতৌ যুধি ॥ ১১

কৃত্বা নস্যুকরং কর্ম গতৌ স্বর্গমিতোঽনঘ।
তথান্যে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পরৈর্বিনিহতা যুধি ॥ ১২

অক্ষৌহিণ্যশ্চ বহবঃ স্বর্গায়োপগতা রণে।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথাশক্তি চেষ্টাং কৃত্বা চ পুষ্কলাম্ ॥ ১৩

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[কর্ণের সারথিকার্যে কার্যের জন্য শল্যের নিকট দুর্যোধনের প্রার্থনা, শল্যকর্তৃক উহার বিরোধ এবং শ্রীকৃষ্ণতুল্য নিজের প্রশংসা শুনিয়া পরে উহাতে স্বীকৃতি দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আপনার পুত্র দুর্যোধন বিনীতভাবে মদ্ররাজ মহারথী শল্যের নিকট যাইয়া প্রণয়সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ১

মহাভাগ! সত্যব্রত! শত্রুগণের সন্তাপবর্ধন! মদ্ররাজ! রণবীর! যুদ্ধাগণশ্রেষ্ঠ! আপনি কর্ণের কথা ত' শ্রবণ করিলেন। তদনুসারে এই সব রাজগণের মধ্যে আমি বরই আপনাকে বরণ করিতেছি ॥ ২-৩

শত্রুপক্ষের অবধ্য, অতুল শক্তিশালী ও রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ! আমি মস্তক নত করিয়া বিনয়সহকারে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অর্জুনের বিনাশ ও আমার হিতের জন্য প্রেমের সহিত কর্ণের সারথি-কার্য সম্পাদন করুন ॥ ৪-৫

আপনি সারথি হইলে পর রাধাপুত্র কর্ণ আমার শত্রুগণকে জয় করিবে। কর্ণের রথের রশ্মিগ্রহণ করিতে আপনি ব্যতীত অপর কেহ সমর্থ নহে। মহাভাগ! আপনি যুদ্ধে বাসুদেবসদৃশ ॥ ৬

হে মহাভাগ! আপনি যুদ্ধে বাসুদেবসদৃশ। অতএব যেরূপ ব্রহ্মা সর্বথা মহাদেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সমস্তপ্রকার যুদ্ধকালে ইন্দ্রকে অর্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন ॥ ৭-৮

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, আপনি, পরাক্রমশালী কৃতবর্মা, বলবান্‌পুত্র শকুনি, দ্রৌণিপুত্র অশ্বত্থামা এবং আমি—ইহাই আমাদের বল ॥ ৯

ভূপতে! এইরূপে আমার সৈন্যদিগকে নয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এখন এখানে ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণাচার্যের ভাগ আর অবশিষ্ট নাই। ইহারা উভয়ে তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত ভাগসমূহের দ্বারা অগ্রসর হইয়া আমার শত্রুগণকে সংহার করিয়াছেন ॥ ১০-১

সেই দুই মহাবলবান্ যোদ্ধা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য যুদ্ধে শত্রুগণের দ্বারা ছলনা পূর্বক নিহত হইয়াছেন। অনঘ! তাঁহারা দুষ্কর কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপে অপর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণও যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ১১-১২

আমার পক্ষের বহুসংখ্যক যোদ্ধা অক্ষৌহিণীর জন্য শক্তি অনুসারে পূর্ণ চেষ্টা করিয়া রণাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৩

তদিদং হতভূয়িষ্ঠং বলং মম নরাধিপ।
পুংমপ্যাত্মকৈঃ পার্থৈস্তং কিমুত সাম্প্রতম্ ॥ ১৪
বলবন্তো মহাত্মানঃ কৌন্তেয়াঃ সত্যবিক্রমাঃ।
বলং শেষং ন হন্যুর্মে যথা তৎ কুরু পার্থিব ॥ ১৫
হতবীরমিদং সৈন্যং পাণ্ডবৈঃ সমরে বিভো।
কর্ণো হ্যেকো মহাবাহুরস্মৎপ্রিয়হিতে রতঃ ॥ ১৬
তবাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র সর্বলোকমহারথঃ।
শল্য কর্ণোঽজুনেনাদ্য যোদ্ধুমিচ্ছতি সংযুগে ॥ ১৭
তস্মিন্ জয়াশা বিপুলা মদ্ররাজ নরাধিপ।
তস্যাভীশুগ্রহবরো নান্যোঽস্তি ভুবি কশ্চন ॥ ১৮
পার্থস্য সমরে কৃষ্ণো যথাভীশুগ্রহো বরঃ।
তথা ত্বমপি কর্ণস্য রথেঽভীশুগ্রহো ভব ॥ ১৯
তেন যুক্তো রণে পার্থো রক্ষ্যমাণশ্চ পার্থিব।
যানি কর্মাণি কুরুতে প্রত্যক্ষাণি তবৈব তৎ ॥ ২০

নরেশ্বর! এইরূপে আমার এই সৈন্যদের অধিকাংশ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্বে যখন আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী উপস্থিত ছিল, তখন অল্পসংখ্যক কুন্তীকুমারগণ এই কৌরববাহিনীকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ॥ ১৪

কৃপাল! বলবান্, মহাত্মা ও সত্য পরাক্রমশালী কুন্তীপুত্রগণ আমার অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে যাহাতে নষ্ট করিতে না পারে, সেইরূপ কোন এক উপায় স্থির করুন ॥ ১৫

প্রভো! পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে আমার প্রধান প্রধান বীর সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক মহাবাহু কর্ণ সেরূপ আছে, যে সর্বদা আমার প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত ॥ ১৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ শল্য! আপনি একজন সম্পূর্ণ বিশ্বে বিখ্যাত মহারথী বীর হইয়াও আমাদের হিতসাধনে তৎপর আছেন। আজ কর্ণ রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে ॥ ১৭

মদ্ররাজ! নরেশ্বর! তাহার মনে অর্জুনের প্রবল আশা রহিয়াছে, কিন্তু তাহার রথের অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে আপনি ব্যতীত ভূতলে আর অপর কেহ নাই ॥ ১৮

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ সমরাঙ্গনে অর্জুনের রথের অশ্বগণের রশ্মি-ধারণকারী শ্রেষ্ঠ সারথি, সেইরূপ আপনিও কর্ণের রথের উপর উপবেশন করত উহার রশ্মিধারণ করুন ॥ ১৯

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হইয়া পার্থ

পূর্বে ন সমরে শ্রেষ্ঠমবধীদ্ যে রিপূন্।
ইদানীং বিক্রমে শুভ্র কৃষ্ণেন সহিতস্য চ ॥ ২১
কৃষ্ণেন সহিতঃ পার্থো ধার্তরাষ্ট্রীং মহাচমূম্।
অহন্যহনি মজ্ঞেন ত্রাবয়ন্ দৃশ্যতে যুধি ॥ ২২
ভাগোঽবশিষ্টঃ কর্ণস্য তব চৈব মহাত্মনঃ।
তং ভাগং সহ কর্ণেন যুগপন্নাশয়ন্তি হি ॥ ২৩
অরুণেন যথা সার্ধং তমঃ সূর্যো ব্যপোহতি।
তথা কর্ণেন সহিতো জহি পার্থং মহাহবে ॥ ২৪
উদয়স্থৌ চ যথা সূর্যৌ বালসূর্যাদমপ্রভৌ।
কর্ণ-শল্যৌ রণে দৃষ্ট্বা বিদ্রবন্তু মহারথাঃ ॥ ২৫
সূর্যাত্মকৌ যথা দৃষ্ট্বা তমো নশ্যতি মারিষ।
তথা নশ্যন্তু কৌন্তেয়াঃ সপাঞ্চালাঃ সসৃঞ্জয়াঃ ॥ ২৬
রশ্মিনাং প্রবরঃ কর্ণো যমুনায়াং প্রবরো ভবান্।
সাম্যযোগো দময়োরেতয়োর্হি ভূত ভবিষ্যতি ॥ ২৭

রণাঙ্গনে যে সকল কথা কহিয়া থাকে, তৎ সমস্তই আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ২০

পূর্বে অর্জুন কখনও কর্ণকে এইভাবে বধ করিতে পারে নাই। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত বিদ্যমান থাকায় তাহার পরাক্রম আরও বর্ধিত হইয়াছে ॥ ২১

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনকে প্রতিদিনই আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সংহারের করিতে দেখা যায় ॥ ২২

মহাতেজস্বী নরেন্দ্র! এখন কর্ণ ও আপনার ভাগই অবশিষ্ট আছে, অতএব আপনি কর্ণের সহিত একত্রে অবস্থান করত শত্রুসৈন্যদের সেই ভাগকে এক সঙ্গে নষ্ট করুন ॥ ২৩

যেরূপ অরুণের সহিত সূর্যদেব অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই মহাসমরে কর্ণের সহিত অবস্থান করত কুন্তীকুমার অর্জুনকে বধ করুন ॥ ২৪

প্রাতঃকালীন সূর্যতুল্য কান্তিমান্ কর্ণ ও শল্যকে উদীয়মান দুইটি সূর্যের ন্যায় রণাঙ্গনে দেখিয়া শত্রুসৈন্যদের মহারথীরা পলায়ন করিবে ॥ ২৫

মহারাজ! যেরূপ সূর্য ও অরুণকে দেখিয়াই অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আপনাদের উভয়কে দেখিয়া কুন্তীপুত্রগণ, পাঞ্চালসকল ও সৃঞ্জয়েরা নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ২৬

কর্ণ রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনি সকল সারথির মধ্যে প্রধান। এ কথাতে আজ আপনাদের দুই জনের এই যে

যথা সর্বাবস্থাসু বাক্ষেয়ঃ পাতি পাণ্ডবম্
তথা ভবান্ পরিত্রাতুং কর্ণং বৈকর্তনং রণে ॥ ২৮
(সারথ্যং ক্রিয়তাং তস্য যুধ্যমানস্য সংযুগে ।)
যত্রা সারথিনা হ্যেষ অশ্রান্তো ভবিষ্যতি ॥
দেবস্যানামপি রণে সশক্রাণাং মহীপতে ।
কিং পুনঃ পাণ্ডবেয়ানাং যা বিশঙ্কাধরো মম ॥ ২৯

সঞ্জয় উবাচ ।

দুর্যোধনবচঃ শ্রুত্বা শল্যঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ।
বিনিধ্যায় ভ্রুকুটিং কৃত্বা যুধ্যন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০
ক্রোধরক্তে মহানেত্রে পরিবৃত্য মহাভুজঃ
কুপৈশ্বার্যাক্রতবৈশ্চৈব তুল্যোঽহমিতি চাব্রবীদিদম্ ॥ ৩১

শল্য উবাচ

অবমন্যসি মাং রাজন্ ব্রূষে সারথ্যকর্মসু
যস্মাৎ ব্রবীষি বিপ্রেন্দ্র সারথ্যং ক্রিয়তামিতি ॥ ৩২

অন্যস্তোঽভ্যধিকঃ কর্ণং মন্যমানঃ প্রশংসসি ।
ন চাহং যুধি রাধেয়ং গণয়ে তুল্যমাহবে ॥ ৩৩
আদিত্যস্যাগমস্যাদিরহং মেরুঃ পৃথিব্যাঃ ।
তমহং সমরে জিত্বা গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ৩৪
অথবাপ্যেক এবাহং যোৎস্যামি কুরুনন্দন ।
পশ্য বীর্যং মমাদ্য ত্বং সংগ্রামে দহতো রিপূন্ ॥ ৩৫
ন চাপি কামান্ কৌরব্য নিধায় হৃদয়ে পুমান্ ।
অশ্নুতে প্রবর্তেত যা মাং তমভিশঙ্কিথাঃ ॥ ৩৬
যুধি বাপ্যবমানো মে ন কর্তব্যঃ কথঞ্চন ।
পশ্য পীনৌ মম ভুজৌ বজ্রসংহননৌ দৃঢ়ৌ ॥ ৩৭
ধনুঃ পশ্য চ মে চিত্রং শরাংশ্চাশীবিষোপমান্ ।
রথং পশ্য চ মে চিত্রং সদশ্বৈর্যুক্তমেগিভিঃ ॥ ৩৮
গদাঞ্চ পশ্য গান্ধারে হেমপট্টবিভূষিতাম্ ।
দারয়েয়ং মহীং কৃৎস্নাং বিকিরেয়ং চ পর্বতান্ ॥ ৩৯

সংযোগ, উহা কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবেও না ॥ ২৭

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকল অবস্থায় পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি রণস্থলে সূতপুত্র কর্ণকে রক্ষা করুন ॥ ২৮

রণস্থলে যুদ্ধ করিবার সময় কর্ণের সারথিত্ব কার্য আপনি সম্পাদন করুন। রাজন্! আপনি সারথি হইলে পর ঐ কর্ণ রণস্থলে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাগণের সহিতও অনেক হইয়া উঠিবে, সুতরাং পাণ্ডবগণের কথা আর কি বলিব? আপনি আমার এই কথার উপরে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিবেন না ॥ ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্যোধনের কথা শ্রবণ করিয়া শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজ ভ্রূযুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বারংবার নিষেধসূচক হাত আন্দোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

মহারাজ শল্যের নিজ কুল, ঐশ্বর্য, শাস্ত্রজ্ঞান এবং বলের অতিশয় অভিমান ছিল। তিনি ক্রোধে বিশাল নেত্রদ্বয়কে ঘুরাইতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩১

শল্য বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! তুমি আমার অপমান করিতেছ, নিশ্চয়ই তোমার মনে আমার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য তুমি নিজে হইয়া আমাকে এই সারথির কার্য করিতে বলিতেছ ॥ ৩২

তুমি কর্ণকে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু আমি রণাঙ্গনে রাধাপুত্র কর্ণকে নিজের সমান বলিয়া গণাই করি না ॥ ৩৩

রাজন্! তুমি পঞ্চপাণ্ডবসহ আমাকে সংগ্রামে আমার ভাগে প্রদান কর, আমি তাহাদিগকে জয় করিয়া যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেই ভাবে চলিয়া যাইব ॥ ৩৪

কুরুনন্দন! অথবা আজ আমি একাকীই যুদ্ধ করিব। তুমি রণাঙ্গনে শত্রুগণকে দগ্ধকারী আমার পরাক্রম দেখিতে থাক ॥ ৩৫

কুরুবংশজাত দুর্যোধন! আমার প্রতি কোন পুরুষ মনের মধ্যে কোন বাসনা রাখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব তুমি আমার উপর সন্দেহ করিও না ॥ ৩৬

যুদ্ধে আমাকে কোনরূপে অপমান করা তোমার উচিত হইবে না। তুমি আমার এই স্থূল (মোটা) ও বজ্রতুল্য প্রহারযুক্ত এই সুদৃঢ় বাহুদ্বয়কে দর্শন কর। আমার এই বিচিত্র ধনু ও বিষধর সর্পসদৃশ বিষাক্ত এই বাণসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত কর! গান্ধারীনন্দন! বাহুসদৃশ বেগশালী উত্তম অশ্বগণে যোজিত ও সুসজ্জিত আমার এই রথ এবং সুবর্ণপট্টবিভূষিত আমার এই গদার উপরেও দৃষ্টি নিবদ্ধ কর ॥ ৩৭-৩৮½

রাজন্! আমি সমস্ত পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে পারি, পর্বতসকলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে পারি এবং ভীম বেগে সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারি ॥ ৩৯½

শোষয়েয়ং সমুদ্রাংশ্চ তেজসা স্বেন পার্থিব।
তং মামেবংবিধং রাজন্ সমর্থমরিনিগ্রহে ৫০
কস্মাদ্ ঘূনক্ষি সারথ্যে নীচস্যাপিরথে রণে।
ন মামর্হসি রাজেন্দ্র নিযোক্তুং বক্তুমর্হসি ॥ ৫১
ন হি পাপীয়সঃ প্রেষ্যান্ কৃত্বা শ্রেয়স্তমুৎসহে।
যো ত্বত্তোঽপগতং প্রীত্যা গরীয়াংসং বশে স্থিতম্ ॥ ৫২
বশে পাপীয়সো ধত্তে তং পাপমতরোত্তমম্।
ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা মুখাৎ ক্ষত্রঞ্চ বাহুতঃ ॥ ৫৩
উরুভ্যামসৃজদ্ বৈশ্যান্ শূদ্রান্ পদ্ভ্যামিতি শ্রুতিঃ।
তেভ্যো বর্ণবিশেষাশ্চ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৫৪
অথান্যোন্যস্য সংযোগাচ্ছাতুর্বর্ণ্যাশ্চ ভারত।
গোপ্তারঃ সংগৃহীতারো দাতারঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৫
যাজনাধ্যাপনৈর্বিপ্রা বিশুদ্ধৈশ্চ প্রতিগ্রহৈঃ।
লোকস্যানুগ্রহার্থায় স্থাপিতা ব্রাহ্মণা ভুবি ॥ ৫৬
কৃষিঞ্চ পাশুপাল্যঞ্চ বিশাং কর্ম স্বয়ম্ভুবা।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং শূদ্রা বিহিতাঃ পরিচারকাঃ ॥ ৫৭
ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য বিহিতাঃ সূতা বৈ পরিচারকাঃ।
ন ক্ষত্রিয়ো বৈ সূতানাং ভূমুহ্যেচ্ছে কথঞ্চন ॥ ৫৮
অহং মূর্ধাভিষিক্তো হি রাজর্ষিকুলজো নৃপঃ।
মহারথঃ সমাখ্যাতঃ সেব্যঃ সূতাংশ্চ বন্দিনাম্ ॥ ৫৯
সোঽহমেতাদৃশো ভূত্বা নেতারিবলসূদনঃ।
সূতপুত্রস্য সংগ্রামে সারথ্যং কর্তুমুৎসহে ॥ ৬০
অবমানমহং প্রাপ্য ন যোৎস্যামি কথঞ্চন।
আপৃচ্ছে ত্বাদ্য গান্ধারে গমিষ্যামি গৃহায় বৈ ॥ ৬১

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহারাজ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
উত্থায় প্রযযৌ তূর্ণং রাজমধ্যাদমর্ষিতঃ ॥ ৬২

নরেশ্বর! এইভাবে শত্রুদমন কার্যে পূর্ণভাবে সমর্থ হইলে পরও তুমি আমাকে এই নীচ সূতপুত্র কর্ণের সারথিকার্যে কেন নিযুক্ত করিতেছ? ৫০½

রাজেন্দ্র! আমাকে নীচকার্যে নিযুক্ত করা তোমার উচিত হইবে না। আমি শ্রেষ্ঠ হইয়া অত্যন্ত নীচ পাপী পুরুষ কর্ণের শাসন করিতে পারিব না। ৫১½

যে ব্যক্তি প্রেমবশতঃ নিকটে সমাগত নিজের আজ্ঞায় কোন শ্রেষ্ঠতম পুরুষকে নীচতম পুরুষের অধীন করিয়া দেয়, তাহার উচ্চকে নীচ এবং নীচকে উচ্চ করিবার মহাপাপ হইয়া থাকে। ৫২½

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে নিজের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়দিগকে বীর বাহু হইতে, বৈশ্যগণকে নিজ উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রগণকে নিজের পদযুগল হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। ৫৩½

ভারত! ইনি অনুলোম ও বিলোম ক্রমে বিভিন্ন বর্ণসমূহেরও উৎপন্ন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পরস্পরের সংযোগে অন্য জাতিসমূহও উৎপন্ন হইয়াছে। ৫৪½

ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়-জাতি অন্য সর্ববিধ মানুষের রক্ষাকারী, সকল মানুষের নিকট হইতে করগ্রহণকারী এবং দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করাইয়া থাকেন, বেদ অধ্যাপন করাইয়া থাকেন এবং বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া জীবন-নির্বাহ করত সম্পূর্ণ জগতের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য এই ভূতলে ব্রহ্মাকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন। ৫৫-৫৬

কৃষি, পশুপালন এবং বৈশ্যগণের দ্বারা করা বৈশ্যগণের কার্য এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সেবার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ৫৭

সূতজাতিরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সূতগণের সেবক হইয়া কোথাও কোনরূপে প্রবণ করা যায় না। ৫৮

আমি রাজর্ষি-কুলে উৎপন্ন হইয়া মূর্ধাভিষিক্ত নরপতি, বিশ্ব বিখ্যাত মহারথী বীর, সূতগণের দ্বারা সেব্য এবং বন্দীজনগণের দ্বারা স্তুতিযোগ্য। ৫৯

এরূপ প্রতিষ্ঠিত ও পক্ষটৈন্যদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়া আমি এখানে দুষ্টবুদ্ধি এক সূতপুত্রের সারথির কার্য কদাপি করিতে পারিব না। ৬০

গান্ধারীনন্দন! আজ আমি এতাদৃশ অপমানভাগী হইয়া কোনরূপে যুদ্ধই করিব না, অতএব তোমার নিকট অনুমতি চাহিতেছি, আমি আজই স্বগৃহের দিকে গমন করিব। ৬১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই কথা বলিয়া রণশোভী শল্য অমর্ষের বশীভূত হইলেন এবং রাজগণের মধ্যেই উত্থিত হইলেন এবং রাজগণের মধ্যেই উত্থিত হইয়া অতিদ্রুত চলিয়া যাইলেন ॥ ৬২

প্রবক্তারং সহমানাস্ত্র বং জিতুং যুধি দুর্জয়ম্
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং শল্যং সর্বার্থসাধকম্ ॥ ৫৩
যথা শল্য বিজানীষে ত্রয়মেতৎসনাতনম্।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিৎ তং নিবোধ জনেশ্বর ॥ ৫৪
ন কর্ণোঽভ্যধিকস্তত্তো ন শঙ্কে ত্বাং কথঞ্চন।
ন হি মদ্রেশ্বরো রাজা কুর্যাদ্ যদনৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫
ঋতমেব হি পূর্বাস্তে বভূবুঃ পুরুষোত্তমাঃ।
তস্মাদার্তায়নিঃ প্রোক্তো ভবানিতি মতির্মম ॥ ৫৬
শল্যস্তুতস্ত শত্রুণাং যস্মাত্ত্বং মানদ।
তস্মাচ্ছল্যো হি তে নাম কথ্যতে পৃথিবী তলে ॥ ৫৭
যদেতদ্ ব্যাহৃতং পূর্বং ভবতা ভূরিদক্ষিণ।
তদেব কুরু ধর্মজ্ঞ মদর্থং যদি মন্যসে ॥ ৫৮
ন চ ত্বত্তো হি রাধেয়ো ন চাহমপি বীর্যবান্
কৃষ্ণেহহং ত্বাং ত্বয়াগ্রাণ্যং যথার্হমিহ সংযুগে ॥ ৫৯
মাদ্রেয়ং চাপ্যহং মন্যে শ্রুতং কর্ণং মনস্বিনম্।
তদস্মং বাসুদেবাচ্চ লোকোঽয়মিতি মন্যতে ॥ ৬০
কর্ণো দ্যুতাধিকঃ পার্থাদ্বৈরেণ নরর্ষভ।
ভবানস্ত্রাধিকঃ কৃষ্ণাদস্মজ্ঞানে বলে তথা ॥ ৬১
যথাবদ্ধয়োর্যদি বাসুদেবো মহামনাঃ।
বিশেষং বং তথা বেত্সি মদ্ররাজেশ্বরাত্মজ ॥ ৬২

শল্য উবাচ।

যস্মাৎ ব্রবীষি পাঞ্চাল্যে মধ্যে সৈন্যস্য কৌরব।
বিশিষ্টং দেবকীপুত্রাৎ প্রীতিমানস্ম্যহং ত্বয়ি ॥ ৬৩
এষ সারথ্যমাতিষ্ঠে রাধেয়স্য মনস্বিনঃ।
যুধ্যতঃ পাণ্ডবাগ্র্যেণ যথা বং বীর মন্যসে ॥ ৬৪
সময়স্তু হি মে বীর কশ্চিদ্ বৈকর্তনং প্রতি।
উৎসৃজেয়ং যথাপ্রাণমহং বাচোঽস্য সন্নিধৌ ॥ ৬৫

তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন প্রত্যেকবারে এবং সমারম্ভের সময়ে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বাক্যে তাঁহাকে এই সর্বার্থসাধক বাক্য বলিলেন। ৫৩

মহারাজ শল্য! আপনি আপনার বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সেইরূপই; ইহাতে কোনও সংশয় নাই এবিষয়ে আমার আরও কিছু অভিপ্রায় আছে, আপনি উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৫৪

কৃপাল! কর্ণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় এবং আমিও আপনাকে কোনরূপ সন্দেহ করি না। মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্য এরূপ কোন কার্য করিবেন না, যাহা তাঁহার সত্য-প্রতিজ্ঞার বিপরীত হইবে ॥ ৫৫

আপনার পূর্বপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং সদা সত্য কথাই বলিতেন; সেইজন্য আপনাকে 'আর্তায়নি' বলা হয়; আমার ইহাই ধারণা ॥ ৫৬

মানদ! আপনি যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের পক্ষে শল্য-(কণ্টক) স্বরূপ; সেই কারণে এ-সংসারে আপনার নাম 'শল্য' হইয়াছে ॥ ৫৭

যজ্ঞসমূহে প্রচুর দক্ষিণাদানকারী বর্তমান মহারাজ! আপনি পূর্বে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন এবং বর্তমানে আপনি যাহা কিছু বলিলেন, উহা আমার জন্য আপনি পূর্ণ করুন ॥ ৫৮

আপনার অপেক্ষা এই রাধাপুত্র কর্ণ বলবান্ নহে এবং আমিও নহি। আপনি উত্তম অস্ত্রজ্ঞানে শস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ (অস্ত্রবিদ্যায় আপনি শস্ত্রাপেক্ষা বিশেষজ্ঞ)। সেইজন্য এই যুদ্ধস্থলে আপনাকে বরণ করিতেছি ॥ ৫৯

শল্য! আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক গুণবান্ মনে করি এবং এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনাকে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ৬০

নরশ্রেষ্ঠ! কর্ণ তো অর্জুন অপেক্ষা কেবল অস্ত্র-জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অস্ত্রবিদ্যা ও বল এই উভয়ে শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১

মদ্ররাজকুমার! মহামনস্বী শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অস্ত্রবিদ্যার রহস্য-সমূহ জানেন, আপনি তাহা হইতেও বিশেষ অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ আছেন ॥ ৬২

শল্য বলিলেন,—কৌরব! গান্ধারীনন্দন! তুমি সমস্ত সৈন্য-গণের মধ্যে আমাকে যে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিলে, ইহাতে আমি তোমার উপর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ৬৩

বীর! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছ, আমি তদনুসারে পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ অর্জুনের সহিত যুদ্ধরত বসুষী কর্ণের সারথিকার্য করিতে প্রস্তুত হইলাম ॥ ৬৪

বীরবর! কিন্তু কর্ণের সহিত আমার একটী সর্ত থাকিবে। আমি উহার নিকট আমার ইচ্ছানুসারে সর্বপ্রকার কথা বলিতে পারিব ॥ ৬৫

সঞ্জয় উবাচ।

তথেতি রাজন্ পুত্রস্তে সহ কর্ণেন ভারত।
অব্রবীন্মদ্ররাজানং মতং ভরতসত্তম ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যসারথ্যে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! রাজন্! ভরতবংশভূষণ! তাহার পর কর্ণের সহিত আপনার পুত্র দুর্যোধন 'আচ্ছা, তাহা হইবে' এই কথা বলিয়া শল্যের বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শল্যের সারথিকর্মবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনেন শল্যসমীপে ত্রিপুরসোৎপত্তিবর্ণনম্, ত্রিপুরস্থৈ তীতৈরিন্দ্রাদিভির্দেবৈঃ সহ ব্রহ্মণা ভগবতঃ শঙ্করস্য সমীপং গত্বা তস্য স্তবনঞ্চ।]

দুর্যোধন উবাচ।

হৃদয় এব তু মন্ত্রেণ যত্তে বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
যথা পুরাবৃত্তমিদং যুদ্ধে দেবাসুরে বিভো। ১
যদুক্তবান্ পিতুর্মম্যঃ মার্কণ্ডেয়ো মহানৃষিঃ।
তদশেষেণ ব্রুবতো মম রাজর্ষিসত্তম ২
নিবোধ মনসা চাত্র ন তে কার্য্যা বিচারণা।
দেবানামসুরাণাঞ্চ পরস্পরজিগীষয়া ৩
বভূব প্রথমো রাজন সংগ্রামস্তারকাময়ঃ।
নির্জিতেষু তদা দৈত্যা দৈবতৈরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥৪
নির্জিতেষু চ দৈত্যেষু তারকস্য সুতাস্ত্রয়ঃ।
তারাক্ষঃ কমলাক্ষশ্চ বিদ্যুন্মালী চ পার্থিব ॥ ৫
তপ উগ্রং সমাস্থায় নিয়মে পরমে স্থিতাঃ।
তপসা কর্শয়ামাসুস্তেজসা স্বান্ শরীরতাপন ॥ ৬
দমেন তপসা চৈব নিয়মেন সমাধিনা।
তেষাং পিতামহঃ প্রীতো বরদঃ প্রভুরো বরম্ ॥ ৭
অবধ্যত্বঞ্চ তে রাজন সর্বভূতেষু সর্বদা
সঞ্চিন্ত্য বরয়ামাসুঃ সর্বলোকপিতামহম্ ॥ ৮
তানব্রবীত্তদা দেবো লোকানাং প্রভুরীশ্বরঃ।
নাস্তি সর্বামরত্বং বৈ নিবর্তধ্বমিতোঽসুরাঃ ॥ ৯

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[দুর্যোধন কর্তৃক শল্যের নিকটে ত্রিপুরের উৎপত্তি বর্ণন এবং ত্রিপুর হইতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করত তাঁহার স্তুতি।]

দুর্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! আমি পুনরায় আপনাকে যাহা বিষয় বলিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করুন। প্রভো! পূর্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতাকে শুনাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি এখন সবিস্তরে বলিতেছি। রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ! আপনি একাগ্র মনে উহা শ্রবণ করুন, এবিষয়ে আপনি অন্য কোনরূপ বিচার করিবেন না। ১-২½

রাজন্! পরস্পরকে জয় করিবার বাসনায় দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে প্রথমে তারকাসুরের উদ্বেগজনক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। ৩½

সেই সময় দেবতাগণ দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। রাজন্! দৈত্যেরা পরাজিত হইলেও তারকাসুরের তিন পুত্র তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী উগ্র তপস্যা অবলম্বন করিয়া উত্তম নিয়ম পালন করিতে আরম্ভ করিল। ৪-৫½

যে শত্রুতাপন! এই তিন জনে তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ দেহকে শুষ্ক করিয়া ফেলিল। তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম, তপস্যা, নিয়ম ও সমাধিতে সর্বদা সংযুক্ত থাকিত। ৬½

রাজন্! ইহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া বরদায়ক ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে বর দান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাহারা তিন জনে একত্রে সমবেত হইয়া সমস্ত লোকপূজ্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে এই বর প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্বদা সকল ভূতেরই অবধ্য থাকিব। ৭-৮

তখন লোকনাথ ভগবান্ তাহাদের বলিলেন,—অসুরগণ! সকলের পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নহে। তোমরা এই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও এবং অন্য কোন বর তোমাদের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। ৯½

অন্যং বরং বৃণীধ্বং বৈ যাদৃশং সম্প্ররোচতে।
ততস্তে সহিতা রাজন্ সম্প্রদাধ্যাসকৃৎ প্রভুম্ ॥১০
সর্বলোকেশ্বরং বাক্যং প্রণম্যেদমথাব্রুবন্।
অস্মত্যং ত্বং বরং দেব সম্প্রযচ্ছ পিতামহ ॥ ১১
(বয়মিচ্ছাম নগরং কৃত্বা কামগমং শুভম্।
সর্বকামসমৃদ্ধার্থমবধ্যং দেব-দানবৈঃ ॥
যক্ষ-রক্ষোরগগণৈর্নিরাত্যাভিষিরেব চ।
ন কৃত্যাভির্ন শস্ত্রৈশ্চ ন শাপৈর্ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥
বধ্যেত ত্রিপুরং দেব প্রণয়ে ত্বয়ি সাদরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বিনয়ঃ সময়স্যান্তে মরণং জীবিতস্য চ।
ইতি বিদ্ধ বধোপায়ং কপিদেব নিশামাত ॥)

দৈত্যা ঊচুঃ।

বয়ং পুরাণি ত্রীণ্যেব সমাস্থায় মহীমিমাম্।
বিচরিষ্যাম লোকেঽস্মিংস্তৎপ্রসাদাদপুরস্কৃতাঃ ॥ ১২

ততো বর্ষসহস্রে তু সমেষ্যামঃ পরস্পরম্।
একীভাবং গমিষ্যন্তি পুরাণ্যেতানি চানঘ ॥ ১৩
সমাগতানি চৈতানি যো হন্যাদ্ ভগবংস্তদা।
একেষুণা দেববরঃ স নো মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৪
এবমস্ত্বিতি তান্ দেবঃ প্রত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্ দিবম্।
তে তু লব্ধবরাঃ প্রীতাঃ সম্প্রহার্ষা পরস্পরম্ ॥ ১৫

পুরত্রয়বিসৃষ্ট্যর্থং ময়ং বক্রমহাসুরম্।
বিশ্বকর্মাণমজরং দৈত্য-দানবপূজিতম্ ॥ ১৬

ততো ময়ঃ স্বতপসা চক্রে বীর্যান্ পুরাণি চ।
ত্রীণি কাঞ্চনমেকং বৈ রৌপ্যং কার্ষ্ণায়সং তথা ॥ ১৭

কাঞ্চনং দিবি তত্রাসীদন্তরিক্ষে চ রাজতম্।
আয়সং চাভবদ্ ভৌমং চক্রন্তং পৃথিবীপতে ॥ ১৮

একৈকং যোজনশতং বিস্তারায়ামতঃ সমম্।
সুমহাট্টালকোপেতং বহুপ্রকার-তোরণম্ ॥ ১৯

রাজন্! তখন তাহারা একমনে বারংবার বিচার করত স্থির করিয়া সকলোকেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্বক তাঁহাকে এই কথা বলিল—পিতামহ! দেব! আমাদের সকলকে আপনি বর প্রদান করুন। ১০-১১

(আমরা ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে সমর্থ, নগরাকার ও সুন্দর বিমান নির্মাণ করত তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের পুর (নগর) সমস্ত অভীষ্ট বস্তুসমূহে পূর্ণ থাকিবে এবং দেবতা ও দানবগণের পক্ষে অবধ্য হইবে। দেব! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলে পর আমাদের এই তিনটি নগর যক্ষ, রাক্ষস, নাগ এবং নানা জাতীয় অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারাও বিনষ্ট হইবে না। ইহাদিগকে কোন কৃত্যাও নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না, অস্ত্রসকল ইহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের অভিশাপের দ্বারা ইহাদের বিনাশ হইবে না।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈত্যগণ! সময় পূর্ণ হইলে পর সব কিছুরই ক্ষয় হয়। আজ যে জীবিত আছে, তাহারও একদিন মৃত্যু হইবে। এই কথা তোমরা উত্তররূপে অবগত হও এবং ত্রিপুরের বিনাশের কোন একটি নিমিত্তের কথা আমাকে শুনাও।)

দৈত্যগণ বলিল,—ভগবন্! আমরা এই ত্রিপুরদ্বয়ে অবস্থান করত পৃথিবীতে ও জগতে আপনার কৃপাপ্রসাদে বিচরণ করিতে থাকিব। ১২

হে অনঘ! তদনন্তর এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে পর আমরা পরস্পর একত্রে মিলিত হইব। ভগবন্! এই তিনটি পুর যখন একত্র হইয়া একীভাবে প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় যিনি একটি বাণের দ্বারা এই তিনটি পুরকে নষ্ট করিতে পারিবেন, সেই দেবেশ্বরই আমাদের মৃত্যুর কারণ হইবেন। ১৩-১৪

'এবমস্তু' (ইহাই হউক) এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ ধামে গমন করিলেন। বর লাভ করত এই অসুরগণ অতিশয় প্রসন্ন হইল এবং পরস্পর পরামর্শ করিয়া নিতান্ত পূর্বক তাহারা দৈত্য-দানবগণ পূজিত, অজর-অমর, বিশ্বকর্মা মহাসুর ময়কে সেই তিনটি পুর নির্মাণ করিবার জন্য বরণ করিলেন। ১৫-১৬

তখন বুদ্ধিমান্ ময়াসুর নিজ তপস্যা দ্বারা তিনটি পুরকে নির্মাণ করিলেন। এই তিনটি পুরের মধ্যে একটি স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের এবং অপরটি লৌহের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। ১৭-১৮

প্রত্যেক নগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে একশত যোজন বিস্তার ছিল। সকলের মধ্যে বড় বড় গৃহ ও অট্টালিকাসমূহ ছিল এবং বহু প্রাকার (প্রাচীর) ও তোরণ (ফটক) সুশোভিত ছিল। ১৯

গৃহপ্রবরসম্বাধমনঃসম্বাধমদ্ভুতম্।
প্রাসাদৈর্বিবিধৈশ্চাপি দ্বারৈশ্চৈবোপশোভিতম্ ॥ ২০
পুরেষু চাস্তবন্ রাজন্ রাজানো বৈ পৃথক্ পৃথক্।
কাঞ্চনং তারকাক্ষস্য চিত্রমাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ২১
রাজতং কমলাক্ষস্য বিদ্যুন্মালিন আয়সম্।
ত্রয়স্তে দৈত্যরাজানস্ত্রীঁল্লোকান্ স্বতেজসা ॥ ২২
আক্রম্য তস্থুরুচ্ছ্রিত্য কশ্চ নাম প্রজাপতিঃ।
তেষাং দানবমুখ্যানাং প্রযুতান্যর্বুদানি চ ॥ ২৩
কোট্যশ্চাপ্রতিবীরাণাং সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ।
মাংসাশিনঃ সুদুষ্প্রজ্ঞাঃ সুরৈর্বিনিকৃতাঃ পুরা ॥ ২৪
মহদৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্তস্ত্রিপুরং দুর্গমাশ্রিতাঃ।
সর্বেষাঞ্চ পুনস্তেষাং সর্বযোগাবহো মযঃ ॥ ২৫
তমাশ্রিত্য হি তে সর্বে বর্তয়ন্তেঽকুতোভয়াঃ।
যো হি যস্যমনা কামং মযো নির্মিতবাংস্তদা ॥ ২৬

ঐশ্বং কামং মযস্তং তং নিশম্য ভাবিতা তদা।
তারকাক্ষসুতো বীরো হরির্নাম মহাবলঃ ॥ ২৭
তপস্তেপে পরমকং যেনাক্লুপ্তং পিতামহঃ।
সন্তুষ্টমবুধোদ্ দেবং সাধ্বী ভবতু নঃ পুরে ॥ ২৮
শস্ত্রৈর্বিনিহতা যত্র ক্ষিপ্তাঃ স্যুর্বলবত্তরাঃ।
স তু লব্ধ্বা বরং বীরস্তারকাক্ষসুতো হরিঃ ॥ ২৯
সসৃজে তত্র বাপীং তাং মৃতানাং জীবনীং প্রভো।
যেন রূপেণ দৈত্যাস্তু যেন বেষেণ চৈব হ ॥ ৩০
মৃতস্তস্যাং পরিক্ষিপ্তস্তাদৃশেনৈব জন্মিরান্।
তাং প্রাপ্য তে পুনস্তাস্তু লোকান্ সর্বান্ ববাধিরে ॥ ৩১
মহতা তপসা সিদ্ধাঃ সুরাণাং ভয়বর্দনাঃ।
ন তেষামভবদ্ রাজন্ ভয়ং যুদ্ধে কদাচন ॥ ৩২
ততস্তে লোভ-মোহাভ্যামভিভূতা বিচেতসঃ।
নিষ্ঠীকাঃ সংস্থিতাঃ সর্বে স্থাপিতাঃ সমলূলুপন্ ॥ ৩৩

বড় বড় বহু গৃহে এই সকল নগর পূর্ণ ছিল। ইহাদের বিশাল রাজপথগুলি সঙ্কীর্ণতাহীন ও বিস্তৃত ছিল। নানাপ্রকারে প্রাসাদ ও দ্বারসকল এই নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ২০

রাজন্! এই তিন নগরের রাজা পৃথক্ পৃথক্ ছিলেন। সুবর্ণময় বিচিত্র নগর মহাত্মা তারকাক্ষের অধিকারে ছিল। ২১

রৌপ্যনির্মিত নগর কমলাক্ষের এবং লৌহনির্মিত নগর বিদ্যুন্মালীর অধিকারে ছিল। এই তিন দৈত্যরাজ নিজ নিজ অস্ত্রবলের তেজে তিন লোককে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল যে, প্রজাপতি কে? ২২½

এই দানবশ্রেষ্ঠগণের নিকট লক্ষ, কোটি এবং অর্ব্বুদ সংখ্যক অজেয় বীর দৈত্য এদিক্ ওদিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩½

ইহারা সকলেই মাংসভক্ষী ও অত্যন্ত অভিমানী ছিল। ছিল। পূর্ব্বকালে দেবতাগণ ইহাদের সহিত বহু প্রতারণা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহারা প্রকৃত ঐশ্বর্য্য কামনা করত ত্রিপুর-দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ২৪½

ময়াসুর ইহাদিগের সকলকেই সর্ব্বপ্রকার অপ্রাপ্ত বস্তুসমূহ প্রাপ্ত করাইতেছিলেন। ইহার আশ্রয় গ্রহণ করত সেই সমস্ত দৈত্যগণ নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৫½

উক্ত তিন পুরে নিবাসকারী যে কোন অসুর নিজ মনে মনে যাহা কিছু অতীষ্ট ভোগ চিন্তা করিতেছিল, তাহার জন্য ময়াসুর নিজ মায়ায় তৎক্ষণাৎ সেই ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ২৬½

তারকাক্ষের মহাবল পুত্র হরি এই নামে প্রসিদ্ধ ছিল, সে অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়াছিল, তাহার ফল তাহার উপর পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ২৭½

প্রসন্ন ব্রহ্মার নিকট সে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমাদের এই নগরত্রয়ের মধ্যে এমন এক একটি পৌরিকা নির্ম্মিত হউক, যাহারা মৃত প্রাণিগণকে জীবন দান করিতে পারিবে। যাহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অস্ত্রের আঘাতে মৃত দৈত্যবীরগণ আরও প্রবল হইয়া জীবিত হইবে। ২৮½

প্রভো! এই বরলাভ করিয়া তারকাক্ষের বীর পুত্র হরি সেই সব নগরমধ্যে এক একটি পৌরিকা নির্ম্মাণ করিল। ২৯½

দৈত্যরা যে রূপ বা যাদৃশ বেশভূষা ধারণ করিয়া থাকিবে, মৃত্যুর পর তাহাকে সেই পৌরিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই দৈত্য পূর্ব্বোক্ত রূপ ও বেশভূষাধারণ করিয়াই পুনরায় জন্মলাভ করিতে পারিবে। ৩০½

এই সরোবরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নব জীবন ধারণ করত সেই সব দৈত্যরা পুনঃ পুনঃ সকল লোকের ধ্বংস সাধন করিত। রাজন্! কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া এই সব অসুরগণ দেবতা-দিগেরও ভয়বর্দ্ধন করিত। যুদ্ধে কখনও তাহাদের বিনাশ হইত না ॥ ৩১-৩২

এই সব নগরমধ্যে বসতিস্থাপন করত দৈত্যরা লোভ ও মোহের দ্বারা অভিভূত হইয়া বিবেকহীন এবং নির্লজ্জ হইল। তখন তাহারা অতিশয় পাপের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল ৩৩

বিজ্ঞায় ভগবান্ দেবাংস্তত্র তদা তদা
বিচেরুঃ যেন কামেন বরদানেন দর্পিতাঃ ॥ ৪৪
দেবোদ্যানানি সর্বাণি শ্রিয়শ্চ ত্রিদিবৌকসাম্।
ঋষীণামাশ্রমান্ পুণ্যান্ রম্যান্ জনপদাংস্তথা ॥ ৪৫
ব্যনাশয়ন্মর্যাদা দানবা দুষ্টচারিণঃ।
(নিঃস্থানান্চ কৃতা দেবা ঋষয়ঃ পিতৃভিঃ সহ।
যৈর্ত্রৈলোক্যত্রিভিস্ত্রস্তো লোকা হ্যাক্রান্তাস্তৈঃ সুরেতরৈঃ ॥)
পীড্যমানেষু লোকেষু ততঃ শক্রো মরুদ্বৃতঃ ॥ ৫৬
পুরাণ্যাতোধরাক্ষক্তে বজ্রপাতৈঃ সমন্ততঃ।
নাশকৎ তাঞ্জয়েত্তোনি যদা তেষু পুরন্দরঃ ॥ ৫৭
পুরাণি বরদত্তানি ধাত্রা তেন নরাধিপ।
তদা ভীতঃ সুরপতির্ত্যক্ত্বা তানি পুরাণ্যথ ॥ ৫৮
ত্রৈরেব বিভুবৈঃ সার্ধং পিতামহমবিন্দত।
জগামাথ তদাখ্যাতুং বিপ্রকারং সুরেতরৈঃ ॥ ৫৯
তে তত্ত্বঃ সর্বমাখ্যায় শিরোভিঃ সম্প্রণম্য চ।
বধোপায়মপৃচ্ছন্ত ভগবন্তং পিতামহম্ ॥ ৬০

বরলাভ করায় ইহাদের দর্প বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহারা বিভিন্ন স্থানে দেবতা ও তাঁহাদের অনুচরগণকে বিতাড়িত করিয়া নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৪৩

স্বর্গবাসীদিগের পরম প্রিয় দেবোদ্যান, ঋষিগণের পবিত্র আশ্রম এবং রমণীয় জনপদসমূহকেও এইসব দুরাচারী ও নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন উদ্ধত দানবেরা নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৪-৪৫

এই দেববিরোধী তিন দৈত্য দেবতা ও পিতৃগণ এবং ঋষিগণকে তাঁহাদের স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিরাশ্রয় করিয়া দিল। কেবল ইহাই নহে, তিন লোকের অধিবাসী সকল প্রাণীই ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উৎপীড়িত হইতেছিল।

যখন লোকসমূহের সকল প্রাণীই পীড়িত হইতে লাগিল, তখন দেবগণের সহিত ইন্দ্র চারিদিক্ দিয়া বজ্রপাত করিতে করিতে এই তিন পুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৭

শত্রুদমন নরাধিপ! যখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার বরলব্ধ সেই অসুরের পুরত্রয়কে ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভীত হইয়া তিনি এই পুরত্রয়কে পরিত্যাগ করত দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকটে গমন করত এই সব দৈত্যদের অত্যাচারের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৮-৪৯

তাঁহারা মস্তক নত করত ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে তাঁহার নিকট বলিয়া এই দৈত্যগণের বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫০

এই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! যে তোমাদের নিকট অপরাধ করে, সে আমার নিকটেও অপরাধ করে ॥ ৫১

এই সব দেবদ্রোহী দুরাত্মা অসুরগণ, যাহারা সকলকে তোমাদের শাসিত করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার নিকটেও অপরাধী ॥ ৫২

এবিষয়ে কোন সংশয় নাই যে, সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার সমানভাব আছে; কিন্তু আমি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি যে, অধার্মিকগণকে আমার বধ করা উচিত ॥ ৫৩

এই তিনটি নগরকে যদি একটি বাণেই বিদ্ধ করা হয়, তবে ইহারা নষ্ট হইবে; অন্য যে কোন উপায়ে ইহাদের ধ্বংস হইবে না। একমাত্র ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ এই তিনটি পুরকে একই বাণে ভেদ করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৫৪

অতএব! অগ্নিতিনজনগণ! অনায়াসেই মহৎ কর্ম করিতে সমর্থ, অমরীশ, ঈশ্বর শঙ্করকেই তোমরা যোদ্ধারূপে বরণ কর। তিনিই এই সব দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৫৫

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া বৃষভধ্বজ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৫৬

তপ ও নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করত ঋষিবর্গের সহিত সমস্ত দেবতাগণ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে সর্বপ্রকারে তাঁহার শরণাগত হইলেন ॥ ৫৭

তুষ্টুবুর্বাগ্ভিরিষ্টাভির্দেবেশভয়ধং নৃপ।
সর্বাত্মানং মহাত্মানং যেনাপ্তং সর্বমাত্মনা ॥ ৪৮
তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্যোগং যো বেদ চাত্মনঃ।
যঃ সাংখ্যমাত্মনো বেত্তি যস্য চাত্মা বশে সদা ॥ ৪৯
তং তে দদৃশুরীশানং তেজোরাশিমুমাপতিম্।
অনন্তসদৃশং লোকে ভগবন্তমকল্মষম্ ॥ ৫০
একঞ্চ ভগবন্তং তে নানারূপমকল্পয়ন্।
আত্মনঃ প্রতিরূপাণি রূপাণ্যথ মহাত্মনি ॥ ৫১
পরস্পরস্য চাপশ্যন্ সর্বে পরমবিস্মিতাঃ।
সর্বভূতময়ং দৃষ্ট্বা ভবন্তং জগতঃ পতিম্ ॥ ৫২
দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব শিরোভির্ধরণীং গতাঃ।
তান্ স্বস্তিবাদেনাভ্যর্চ্য সমুত্থাপ্য চ শঙ্করঃ ॥ ৫৩

প্রত্যুত্থাতেতি ভগবান্ স্বয়মানোঽভ্যভাষত।
ত্র্যম্বকেণাভ্যনুজ্ঞাতাস্ততস্তে বব্রুচেতসঃ ॥ ৫৪
নমো নমো নমস্তেঽস্তু প্রভো ইত্যব্রুবন্ বচঃ।
নমো দেবাধিদেবায় ধন্বিনে বনমালিনে ॥ ৫৫
প্রজাপতিমখঘ্নায় প্রজাপতিভিরীড্যতে।
নমঃ শুক্লায় শুভ্যায় ভূয়মানায় শম্ভবে ॥ ৫৬
বিলোহিতায় কৃষ্ণায় নীলগ্রীবায় শূলিনে।
অমোঘায় মৃগাক্ষায় প্রবরায়ুধযোধিনে ॥ ৫৭
অহ্নায় চৈব শুক্লায় ক্ষপায় ক্রূরনায় চ।
দুর্ধারণায় শুক্রায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মচারিণে ॥ ৫৮
ঈশানায়াপ্রমেয়ায় নিয়তে চীরবাসসে।
তপোরতায় পিঙ্গায় প্রতিনে কৃত্তিবাসসে ॥ ৫৯

হে নৃপ! যিনি আত্মস্বরূপে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি প্রলয়ের সময় সকলকে অন্তর দান করেন, সেই সর্বাত্মা মহাত্মা ভগবান্ শিবের এই দেবতাগণ অতীব বাক্যসমূহের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

যিনি নানাপ্রকারের বিশেষ তপস্যা দ্বারা মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিসমূহের নিরোধের উপায় জানেন, যাঁহার মধ্যে নিজের স্বরূপ জ্ঞান সর্বদা বিরাজমান, যাঁহার অন্তঃকরণ সদা নিজের বশীভূত, জগতে যাঁহার কোনও তুলনা নাই, সেই নিষ্পাপ, তেজোরাশি, মহেশ্বর ভগবান্ উমাপতিকে এই দেবগণ দর্শন করিলেন ॥ ৪৯-৫০

ইহারা এই সময়ে একই ভগবান্ শিবের নিজ নিজ ভাবনার অনুসারে বহু রূপ কল্পনা করিলেন। সেই পরমাত্মা শিবের মধ্যে নিজের ও অন্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করত সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৫১½

সেই সর্বভূতময় অনন্ত জগদীশ্বরকে দর্শন করত সমস্ত দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ মস্তকের দ্বারা ধরাতল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৫২½

তখন ভগবান্ শঙ্কর "তোমাদের কল্যাণ হউক" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের সম্মান করিতে করিতে তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিলেন এবং ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—বল, বল; কি প্রয়োজন? ৫৩½

ভগবান্ ত্রিলোচনের আজ্ঞা পাইয়া শান্তচিত্ত দেবগণ এই ভাবে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, প্রভো! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥ ৫৪½

আপনি দেবতাগণেরও অধিদেবতা, ধনুর্ধর ও বনমালাধারী, আপনাকে নমস্কার আপনি প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন। প্রজাপতিগণও আপনার স্তুতি করিয়া থাকেন। সকলেই আপনার স্তুতি করিয়াছেন, কারণ, আপনি স্তুতির যোগ্য, সেইহেতু বর্তমানেও আপনাকেই সকলে স্তুতি করেন। আপনি কল্যাণময়, অতএব আপনাকে প্রণাম ॥ ৫৫-৫৬

আপনি বিশেষভাবে লোহিত (রক্ত) বর্ণ, দুষ্ট পাপাত্মাগণকে রোধন করান বলিয়া আপনি কৃষ্ণ, সমুদ্র মন্থনকালীন উৎপন্ন বিষ রাশি পান করিলে আপনার কণ্ঠ নীল বর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য আপনি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন এবং আপনি হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন। আপনার দর্শন অমোঘ ফল দান করিয়া থাকে, আপনার নেত্র মৃগের ন্যায় পরম রমণীয় এবং আপনি শস্ত্রশ্রেষ্ঠ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করেন, আপনাকে প্রণাম ॥ ৫৭

আপনি সকলের পূজনীয়, স্বতঃশুদ্ধ ও প্রলয়কালে সকলকে সংহার করিয়া থাকেন। আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা পরাজিত করা সর্বদা কঠিন। আপনি শুক্লবর্ণ, ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মচারী, ঈশান, অপ্রমেয়, নিয়ন্তা ও বাঘ্রচর্মময় বস্ত্রধারী। আপনি সর্বদা তপস্যায় নিরত আছেন, আপনি পিঙ্গল বর্ণ, ব্রতধারী এবং কৃত্তিবাসা (চর্মবসন)। আপনাকে প্রণাম ॥ ৫৮-৫৯

কুমারপিত্রে ত্র্যক্ষায় প্রবরায়ুধধারিণে।
প্রপন্নার্তিবিনাশায় ব্রহ্মদ্বিট্‌সঙ্ঘঘাতিনে ॥ ৫০
বনস্পতীনাং পতয়ে নরাণাং পতয়ে নমঃ।
পশূনাং পতয়ে নিত্যং যজ্ঞানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫১
নমোঽস্তু তে সসৈন্যায় ত্র্যম্বকায়ামিতৌজসে।
মনোবাক্‌কর্মভির্দেব ত্বাং প্রপন্নান্ তত্রয় নঃ ॥ ৫২

তত: প্রসন্নো ভগবান্ স্বাগতেনাভিনন্দ্য চ।
প্রোবাচ যোদ্ধু বস্ত্রাসো ব্রূত কিং করবাণি বঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ত্রিপুরাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

আপনি কুমার কার্তিকেয়ের পিতা ত্রিলোচন, উত্তম অস্ত্রধারী, শরণাগতরক্ষণক্ষম এবং ব্রহ্মদ্রোহীদিগের পক্ষচ্ছেদক বিনাশ করেন। আপনাকে প্রণাম। ৫০

আপনি বনস্পতিগণের পালক এবং মনুষ্যগণের অধিপতি। আপনিই গো-গণের স্বামী এবং যজ্ঞসমূহের অধীশ্বর। ৫১

অমিততেজস্বী ত্রিলোচন আপনি সসৈন্যে সর্বত্র বিরাজমান থাকেন, আপনাকে প্রণাম। দেব! আমরা মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমাদের পালন করুন। ৫২

তখন ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্নচিত্ত হইয়া স্বাগত-সম্ভাষণের দ্বারা দেবতাগণকে আনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন,—দেবগণ! তোমাদের ভয় দূরীভূত হউক। বল, আমি তোমাদের কোন কার্য সম্পাদন করিব? ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ত্রিপুরাখ্যান-বিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্যোধনেন শল্যসমীপে শিবস্য বিচিত্ররথস্য বর্ণনম্, শিবেন ত্রিপুরবধস্য বিস্তরণম্, পরশুরামতঃ কর্ণস্য দিব্যাস্ত্রলাভবিষয়কথনঞ্চ।)

দুর্যোধন উবাচ

পিতৃদেবর্ষিসঙ্ঘেভ্যোঽভয়ে দত্তে মহাত্মনা।
সংকৃত্য শঙ্করং প্রাহ ব্রহ্মা লোকহিতং বচঃ ॥ ১
ত্বয়াভিসর্গাদ্ দেবেশ প্রাজাপত্যমিদং পদম্।
ময়াধিষ্ঠিতমত্যুগ্রং দানবেভ্যো মহান্ বরঃ ॥ ২
তানতিক্রান্তমর্যাদান্ নান্যঃ সংহর্তুমর্হতি।
ঋতে ত্বত্তস্তবাদেশ ত্বং হ্যেষাং প্রভবাপ্যয়বিৎ ॥ ৩
স ত্বং দেব প্রপন্নানাং যাচতাঞ্চ দিবৌকসাম্।
কুরু প্রসাদং দেবেশ দানবান্ প্রতি শঙ্কর ॥ ৪
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎ সর্বং সুখমেষ্যত্যনাময়ম্।
শরণ্যস্ত্বং হি লোকেশ তে বয়ং শরণং গতাঃ ॥ ৫

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[দুর্যোধন কর্তৃক শল্যের নিকটে শিবের বিচিত্র রথের বর্ণন, শিব কর্তৃক ত্রিপুর বধ বিষয়ক এবং পরশুরামের নিকট হইতে কর্ণের দিব্যাস্ত্র লাভের বিষয় কথন।]

দুর্যোধন বলিলেন,—রাজন্! পরমাত্মা শিব যখন দেবতা ও পিতৃগণ এবং ঋষিগণের সেই সঙ্কটকে অভয় দান করিলেন, তখন ব্রহ্মা সেই ভগবান্ শঙ্করের সম্মান করিয়া এই লোক-হিতকর বাক্য বলিলেন। ১

দেবেশ্বর! আপনার আদেশে এই প্রজাপতিপদে অবস্থান করত আমি দানবগণকে এক উত্তম বর প্রদান করিয়াছি। ২

সেই বর লাভ করিয়া তাহারা তাহাদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ভূত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর! আপনি ব্যতীত অপর কেহ আর তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাদিগকে বধ করিতে আপনিই একমাত্র প্রতিপক্ষী শক্ত হইতে পারেন। ৩

দেব! আমরা এই দেবতাগণ সকলেই আপনার শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি। দেবেশ্বর শঙ্কর! আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন এবং এই দানবগণকে সংহার করুন। ৪

মানদ! আপনার কৃপাপ্রসাদে এই সম্পূর্ণ জগৎ সুখের সহিত বর্ধিত হইয়া আসিতেছে। লোকেশ্বর! আপনিই একমাত্র সকলের আশ্রয় দাতা, সেই জন্য আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৫

স্থাণুরুবাচ

হন্তব্যাঃ শত্রবঃ সর্বে যুষ্মাকমিতি মে মতিঃ।
ন ত্বেক উৎসহে হন্তুং বলস্থা হি সুরদ্বিষঃ। ৬

তে যূয়ং সংহতাঃ সর্বে মদীয়েনার্দ্ধতেজসা।
জহ্যধ্বং যুধি তান্ শত্রূন্ সংহতা হি মহাবলাঃ॥ ৭

দেবা ঊচুঃ।

অস্মত্তেজো বলং যাবৎ তাবদ্ দ্বিগুণমাহবে।
ত্বেষামিতি হি মন্যামো দৃষ্টতেজোবলা হি তে॥ ৮

স্থাণুরুবাচ।

বধ্যাস্তে সর্বতঃ পাপা যে যুষ্মাস্বপরাধিনঃ।
মম তেজোবলার্দ্ধেন সর্বান্ নিঘ্নত শাত্রবান্। ৯

দেবা ঊচুঃ।

বিভর্তুং ভবতোঽর্দ্ধং তু ন শক্ষ্যামো মহেশ্বর।
সর্বেষাং নো বলার্দ্ধেন ভবানেব হনিষ্যতি শাত্রবান্॥ ১০

স্থাণুরুবাচ।

যদি শক্তির্ন বঃ কাচিদ্ বিভর্তুং মামকং বলম্।
অহমেতান্ হনিষ্যামি যুষ্মত্তেজোঽর্দ্ধমুদ্বহঃ। ১১

ততস্তথেতি দেবেশস্ত্রৈলোক্যো রাজসত্তম।
অর্দ্ধমাদায় সর্বেষাং তেজসাভ্যধিকোঽভবৎ। ১২

স তু দেবো বলেনাসীৎ সর্বেভ্যো বলবত্তরঃ।
মহাদেব ইতি খ্যাতস্ততঃ প্রভৃতি শঙ্করঃ। ১৩

ততোঽব্রবীন্মহাদেবো ধনুর্বাণধরো ভুবম্।
হনিষ্যামি রথেনাজৌ তান্ রিপূন্ বো দ্বিষৌকসঃ॥ ১৪

তে যূয়ং মে রথং চৈব ধনুর্বাণং তথৈব চ।
পন্থানং যাবদস্তেভ্যঃ পাতয়ামি মহীতলে। ১৫

দেবা ঊচুঃ।

মূর্ত্তীঃ সর্বাঃ সমাদায় ত্রৈলোক্যস্য ততস্ততঃ।
রথং তে কল্পয়িষ্যামো দেবেশ্বর সুবর্চসম্। ১৬

তথৈব বুদ্ধ্যা বিহিতং বিশ্বকর্মকৃতং ভুবম্।
তস্থৌ বিবৃদ্ধনাভ্যক্ষং রথং সমকলম্বরম্। ১৭

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! আমার ইহাই মনে হইতেছে যে, তোমাদের সকল শত্রুকেই বধ করা উচিত; কিন্তু আমি একাকী উহাদিগকে বধ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না; কারণ, এই সব দেবদ্রোহী দানবগণ অতিশয় বলবান্। ৬

অতএব তোমরা সকলে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আমার অর্দ্ধতেজে পুষ্টিলাভ করত এই শত্রুদিগকে বধ কর; কারণ, যাহারা একত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়, তাহারা অতিশয় বলশালী হইয়া থাকে। ৭

দেবতাগণ বলিলেন,—প্রভো! যুদ্ধে আমাদের সকলের যত তেজ ও বল আছে, উহা হইতে দ্বিগুণ তেজ এবং বল এই দৈত্যগণের আছে, আমরা ইহাই মনে করি; যেহেতু ইহাদের তেজ ও বল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৮

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! যে সকল পাপী তোমাদের অপরাধ করিয়াছে, তাহারা সর্বপ্রকারে বধযোগ্য। আমার তেজ ও বলের অর্দ্ধভাগে যুক্ত হইয়া তোমরা সকলে শত্রুদিগকে সংহার কর। ৯

দেবগণ বলিলেন,—মহেশ্বর! আমরা আপনার অর্দ্ধেক বল ধারণ করিতে সমর্থ নহি; অতএব আপনিই আমাদের সকলের অর্দ্ধেক বলে যুক্ত হইয়া এই শত্রুদিগকে বধ করুন। ১০

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! যদি আমার বলকে ধারণ করিতে তোমরা সমর্থ না হও, তবে আমি তোমাদের অর্দ্ধেক তেজে পরিপুষ্ট হইয়া এই সব দৈত্যদিগকে বধ করিব। ১১

নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দেবতাগণ দেবেশ্বর ভগবান্ শিবকে 'তথাস্তু' তাহাই হউক বলিলেন এবং ইঁহাদের সকলের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করত তিনি অধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ১২

তিনি এই সব দেবগণের বলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেন। সেই জন্য এই সময় হইতে ভগবান্ শঙ্কর মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥ ১৩

তাহার পর মহাদেব বলিলেন,—দেবগণ! আমি ধনুর্বাণ ধারণ করত রথে উপবেশন পূর্বক যুদ্ধস্থলে তোমাদের সেই শত্রুদিগকে বধ করিব॥ ১৪

অতএব তোমরা সকলে আমার জন্য রথ ও ধনুর্বাণের সন্ধান কর, যাহাদের দ্বারা আমি আজ দৈত্যগণকে বিনাশ করত ভূতলে পাতিত করিব॥ ১৫

দেবগণ বলিলেন,—দেবেশ্বর! আমরা তিন লোকের তেজের সমূহ মাত্রাকে একত্রিত করিয়া আপনার জন্য অতিশয় তেজস্বী একটি রথ নির্মাণ করিব॥ ১৬

বিশ্বকর্মার বুদ্ধি অনুসারে নির্মিত এই রথ অত্যন্ত সুন্দর হইবে। তারপর সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ উক্ত রথ নির্মাণ করিলেন॥ ১৭

বিষ্ণুঃ সোমঃ হুতাশশ্চ তস্যেষুঃ সমকল্পয়ন্।
শৃঙ্গমগ্নির্বভূবাস্য তল্পঃ সোমো বিশাম্পতে ॥ ১৮
কুড্যালম্বাভবদ্ বিষ্ণুস্তস্মিন্নিষুবরে তথা।
রথং বসুন্ধরাং দেবীং বিশালপুরমালিনীম্ ॥ ১৯
সপর্বত-বন-দ্বীপাং চক্রুস্তে ভরতর্ষভ তথা।
মন্দরঃ পর্বতশ্চাক্ষো জজ্ঞে তস্য মহানদী ॥ ২০
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব পরিবারো রথস্য তু।
ঈষা নক্ষত্রবংশশ্চ যুগঃ কৃতযুগোঽভবৎ ॥ ২১
কূবরশ্চ রথস্যাসীদ্ বাসুকির্ভুজগোত্তমঃ।
অপকরমবিষ্ঠানে গিরী চক্রুঃ সুরোত্তমাঃ ॥ ২২
সমুদ্রমক্ষয়ং সৃজন্ দানবালয়মুত্তমম্।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং চৈব রথস্যাসীৎ পরিষ্করঃ ॥ ২৩
গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধুর্ধুরমাকাশমেব চ।
উপস্করো রথস্যাসন্নাপঃ সর্বাশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৪

অহোরাত্রং কলাশ্চৈব কাষ্ঠাশ্চ ঋতবস্তথা।
অনুকর্ষং গ্রহা দীপ্তা যজ্ঞশ্চাপি তারকাঃ ॥ ২৫
ধর্মার্থকামং সংযুক্তং ত্রিবেণুং দাক্ষ বন্ধুরম্।
ওষধীবীরুধশ্চৈব ঘণ্টাঃ পুষ্পফলোপগাঃ ॥ ২৬
সূর্যাচন্দ্রমসৌ কৃত্বা চক্রে রথবরোত্তমে।
পক্ষৌ পূর্বাপরৌ তত্র কৃতে রাত্র্যহনী শুভে ॥ ২৭
দশ নাগপতীনীষাং ধৃতরাষ্ট্রমুখাংস্তথা।
যোক্ত্রাণি চক্রুর্নাগাংশ্চ নিঃশ্বসন্তো মহোরগান্ ॥ ২৮
দ্যাং যুগং যুগচর্মাণি সংবর্তকবলাহকান্।
কালপৃষ্ঠোঽথ নহুষঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ২৯
ইত্তরে চাভবন্ নাগা স্থানানং বালবন্ধনাঃ।
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব রশ্ময়ো রথবাহিনাম্ ॥ ৩০
সন্ধ্যাং ধৃতিঞ্চ মেঘাংশ্চ স্থিতিং সন্নতিমেব চ।
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভিশ্চর্ম চিত্রং নভস্তলম্ ॥ ৩১

বিষ্ণু, চন্দ্র ও অগ্নি—এই তিন দেবতাকে তাঁহার বাণরূপে কল্পনা করিলেন। প্রভানাথ! এই বাণের পুঙ্খ (গ্রন্থি) অগ্নি এবং তল্প (ফলক) চন্দ্র হইয়াছিলেন ॥ ১৮

এই শ্রেষ্ঠবাণের অধিষ্ঠানে ভগবান্ বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি নগরসমূহে সুশোভিতা, পর্বত, বন ও দ্বীপসকলে যুক্তা, প্রাণীদিগের আধারভূতা, পৃথিবী দেবীকে সেই সময় দেবতারা রথ রূপে কল্পনা করি ॥ ১৯

মন্দরাচল সেই রথের ধুর (কাষ্ঠবিশেষ) ছিল, মহানদী গঙ্গা তাহার (ধুরের আধার) ছিলেন এবং দিক্-বিদিক্ সমূহ সেই রথের আবরণ ছিল ॥ ২০

নক্ষত্রমণ্ডল ঈষাদণ্ড এবং সত্যযুগ যুগের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। নাগরাজ বাসুকি সেই রথের কূবর ছিলেন। হিমালয় পর্বত অপকর (রথের পশ্চাদ্ ভাগস্থ কাষ্ঠ) ও বিন্ধ্যাচল তাহার আধার কাষ্ঠ ছিল। উদয়াচল ও অস্তাচল এই দুই পর্বতকে সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণ রথচক্রসকলের আধার-ভূত কাষ্ঠ করিলেন ॥ ২১-২২

দানবগণের উত্তম আবাসস্থান সমুদ্রকে বন্ধনের রজ্জু করিলেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল রথের চক্ররক্ষক কাষ্ঠাদিরূপে পরিণত হইলেন ॥ ২৩

গঙ্গা, সরস্বতী ও সিন্ধু—এই তিন নদীর সহিত আকাশ ত্রিবেণু কাষ্ঠযুক্ত ধুরভাগ হইয়াছিলেন। এই রথের বন্ধনাদি সামগ্রী জল ও নদীসমূহ ছিল ॥ ২৪

দিন, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা এবং ঋতু এই রথের অনুকাষ্ঠ (নিম্নভাগস্থ কাষ্ঠ) ছিল। উজ্জ্বল গ্রহ ও নক্ষত্রসকল রথের (রথ-রক্ষার জন্য আবরণ) হইয়াছিল ॥ ২৫

ত্রিবেণুযুক্ত রথ, অর্থ ও কামে—এই ত্রিবর্গকে সংযুক্ত করিয়া রথের আসন প্রস্তুত করিলেন। ফল ও পুষ্পসমূহে যুক্ত ওষধি এবং লতাসকলকে ঘণ্টারূপে কল্পনা করিলেন ॥ ২৬

এই শ্রেষ্ঠ রথে সূর্য ও চন্দ্রকে দুই চক্র করিয়া সুন্দর রাত্রি এবং দিনকে সে স্থলে পূর্বপক্ষ ও অপর পক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ২৭

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি দশ নাগরাজকেও ঈষাদণ্ডরূপে স্থাপিত করিলেন। দীর্ঘশ্বাসত্যাগী বড় বড় সর্পদিগকে সেই রথের যোক্ত্র করিলেন ॥ ২৮

দ্যুলোককে যুগ ও প্রলয়কালীন সংবর্তক মেঘমণ্ডলকে সেই যুগচর্ম করিলেন। কালপৃষ্ঠ, নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় এবং অন্যান্য নাগসকল অশ্বগণের বেগের বাঁধিবার রজ্জু হইলেন। দিক্ ও বিদিক্সমূহ রথে যোজিত অশ্বগণের রশ্মিরূপ ধারণ করিল ॥ ২৯-৩০

সন্ধ্যা, ধৃতি, মেঘ, স্থিতি ও সন্নতি সহ আকাশকে, যাহা গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাসমূহে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল, চর্ম (রথের উপরিভাগের আবরণ) নির্মাণ করিলেন ॥ ৩১

সুরাসুরেন্দ্রবিত্তানাং পতীঁল্লোকেশ্বরান্ হয়ান্।
সিনীবালীমনুমতিং কুহূং রাকাঞ্চ সুব্রতাম্ ॥ ৩২
যোক্ত্রাণি চক্রুর্যাচানাং রোহকাংস্তত্র কণ্টকান্।
ধর্মঃ সত্যং তপোঽর্থশ্চ বিহিতাস্তত্র রশ্ময়ঃ ॥ ৩৩
অধিষ্ঠানং মনস্তাসীৎ পরিরথ্যা সরস্বতী।
নানাবর্ণাশ্চ চিত্রাশ্চ পতাকাঃ পবনেরিতাঃ। ৩৪
বিদ্যুদ্বিস্ফূর্জথুর্নদ্ধং রথং ধীরং বাদীপয়ন্।
বষট্কারঃ প্রতোদোঽভূদ্ গায়ত্রী শীর্ষবন্ধনা ॥ ৩৫
যো যজ্ঞে বিহিতঃ পূর্বমীশানস্য মহাত্মনঃ।
সংবৎসরো বহুস্তদ্ বৈ সাবিত্রী তা মহাব্রতা ॥ ৩৬
দিব্যঞ্চ বর্ম বিহিতং মহার্হং রজসাবৃতম্।
অভেদ্যং বিরজস্কং বৈ কালচক্রবহিষ্কৃতম্ ॥ ৩৭
অজস্রষ্টিরমূগ্রেষুঃ শ্রীমান্ কনকপর্বতঃ।
পতাকাশ্চাভবন্ মেঘাস্তড়িদ্ধিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ৩৮

ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের—এই চার লোকপালকে দেবতারা এই রথের অশ্ব করিলেন। সিনীবালী (চতুর্দশীযুক্তা অমাবস্যা), অনুমতি (পূর্ণিমার পূর্বভাগ চতুর্দশীযুক্তা পূর্ণিমা), কুহূ (প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবস্যা) এবং উত্তম ব্রতপালনকারিণী রাকাকে (প্রতিপদ্‌যুক্তা পূর্ণিমা) যোক্ত্র (মুখবন্ধুরজ্জু)-রূপে স্থাপনা করিলেন ও ইহাদের অধিকারী দেবগণকে অশ্বগণের লাগামের কণ্টক করিলেন ॥৩২½

ধর্ম, সত্য, তপ ও অর্থ ইহাদিগকে লাগাম করিলেন। রথের আধারভূমি মন ছিল এবং পরিরথী দেবী রথের অগ্রবর্তী পথ হইলেন। নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকাসমূহ বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া উড়িতেছিল। এই রথ বিদ্যুৎ ও ইন্দ্র ধনুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া সেই দেদীপ্যমান রথের শোভা বর্ধন করিতেছিল। বষট্‌কার অশ্বতাড়ন দণ্ড ছিলেন এবং গায়ত্রী দেবী এই রথের উপরিভাগ-বন্ধনের রজ্জু হইলেন ॥ ৩৩-৩৫

পূর্বকালে মহাত্মা শিবের যজ্ঞে যিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই সংবৎসরই ইহার অন্য বহু হইলেন এবং দেবী সাবিত্রী এই বহুর প্রচণ্ড টঙ্কার অধিকারী হইলেন ॥ ৩৬

মহাদেবের অন্য একটি দিব্য কবচ নির্মিত হইয়াছিল, যাহা বহুমূল্য রত্নভূষিত, রজোগুণ-রহিত (অথবা ধূলিহীন), অভেদ্য এবং কালচক্রেরও নিবারক ছিল ॥ ৩৭

কাঞ্চনময় কনকময় মেরু পর্বত রথের অক্ষদণ্ড হইয়াছিল। রেজুরক্ষযুগমস্থা অলম্ব উত উ পাবকাঃ।
শুম্ভং তু তং রথং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবতাভবন্ ॥ ৩৯
সর্বলোকস্য তেজাংসি দৃষ্ট্বৈকস্থানি মারিষ।
যুক্তং নিবেদয়ামাসুর্দেবাস্তস্মৈ মহাত্মনে ॥ ৪০
এবং তস্মিন্ মহারাজ ক্রিয়তে রথসম্ভবে।
দেবৈর্মরুদ্গণাদূর্ণি বিষক্তামভিমর্দনে ॥ ৪১
স্বাস্তারূষাণি মুখ্যানি স্তনধাঞ্চক্ররো রথে।
অজস্রষ্টিং বিসৃজ্যেষুং স্থাপয়ামাস গোরুষম্ ॥৪২
ব্রহ্মদণ্ডঃ কালদণ্ডো রুদ্রদণ্ডস্তথা খরঃ।
পরিস্কন্দা রথস্যাসন্ সর্বতোদিশমুদ্যতাঃ ॥ ৪৩
অনর্বাক্ত্রিরসাশ্বাস্তাঃ চক্ররক্ষৌ মহাত্মনঃ।
ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ পুরাণঞ্চ পুরঃসরাঃ ॥ ৪৪
ইতিহাস-যজুর্বেদৌ পৃষ্ঠরক্ষৌ বভূবতুঃ।
দিব্যা বাচশ্চ বিদ্যাশ্চ পরিপার্শ্বচরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৫

মানবর! সমস্ত অগতের তেজোরাশিকে একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া নির্মিত সেই রথকে দর্শন করত দেবগণও বিস্মিত হইলেন। তারপর সেই দেবতারা মহাত্মা শিবকে নিবেদন করিলেন যে, রথ প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ৩৯-৪০

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! এইভাবে দেবগণের দ্বারা শত্রুমর্দনকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথ নির্মিত হইলে পর ভগবান্ শঙ্কর তাহার উপর মুখ্য মুখ্য অস্ত্রসকল রাখিয়া দিলেন এবং অজস্রষ্টকে আকাশব্যাপী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর বীর বৃষভকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪১-৪২

তাহার পর ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড এবং খর—ইহারা সেই রথের পার্শ্বরক্ষক হইয়া অস্ত্র ধারণ করত চারিদিকে অবস্থিত হইলেন ॥ ৪৩

অথর্বা ও অঙ্গিরা মহাত্মা শিবের রথের চক্র রক্ষা করিতে আসিলেন। ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও সমস্ত পুরাণসকল রথের অগ্রগামী যোদ্ধা হইলেন ॥ ৪৪

ইতিহাস ও যজুর্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন এবং দিব্য বাণী ও বিদ্যাসমূহ পার্শ্ববর্তী হইয়া বিরাজমান রহিলেন ॥ ৪৫

স্তোত্রাধ্বর্য্যূ চ রাজেন্দ্র বষট্‌কারস্তথৈব চ।
ওঙ্কারশ্চ মুখে রাজন্নভিশোভাকরোঽভবৎ ॥ ৪৬
বিচিত্রমৃতুভিঃ ষড়্‌ভিঃ কৃত্বা সংবৎসরং ধনুঃ।
ছায়ায়েবাশ্বনস্তস্মে ধনুর্জ্যামক্ষয়াং রথে ॥ ৪৭
কালো হি ভগবান্ রুদ্রস্তস্য সংবৎসরো ধনুঃ।
তস্মাদ্ রৌদ্রী কালরাত্রির্জ্যা কৃতা ধনুষোঽভবৎ ॥ ৪৮
ইষুশ্চাপ্যভবদ্ বিষ্ণুর্জ্বলনঃ সোম এব চ।
অগ্নী-সোমৌ জগৎ কৃৎস্নং বৈষ্ণবং চোচ্যতে জগৎ ॥ ৪৯
বিষ্ণুস্তাভ্যাং ভগবতো ভবস্যামিততেজসঃ।
তস্মাদ্ ধনুর্জ্যাসংস্পর্শং ন বিষেহুর্হরসা তে ॥ ৫০
তস্মিন্ শরে দিব্যমন্ত্রাঃ মুমোচাসজ্জমীশ্বরঃ।
ত্রৈবহ্নিরোমন্যুভবং ক্রোধাগ্নিমতিদুঃসহম্ ৫১
স নীললোহিতো ধূম্রঃ কৃত্তিবাসাভয়ঙ্করঃ।
আদিত্যাযুতসঙ্কাশস্ত্রৈলোক্যালাতৃতো জ্বলন্ ॥ ৫২

দুন্দ্যাবচারিণো ঘোরা হন্তা ব্রহ্মদ্বিষাং হরঃ।
নিত্যং ত্রাতা চ হন্তা চ ধর্মাধর্মাশ্রিতান্ নরান্ ॥ ৫৩
প্রমাথিভির্ভীমবলৈর্ভীমরূপৈর্মনোজবৈঃ।
বিভাতি ভগবান্ স্থাণুস্তৈরেবাষ্টগুণৈর্বৃতঃ ॥ ৫৪
তস্যাঙ্গানি সমাশ্রিত্য স্থিতং বিশ্বমিদং জগৎ।
জঙ্গমাজঙ্গমং রাজন্ ততস্তেঽদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫৫
দৃষ্ট্বা তু তং রথং যুক্তং কবচী স শরাসনী।
বাণমাদায় তং দিব্যং সোম-বিষ্ণ্বগ্নিসম্ভবম্ ॥ ৫৬
তস্য রাজংস্তদা দেবাঃ কবয়াকক্রিরে প্রভো।
পুণ্যগন্ধবহং রাজন্ খসনং দেবসত্তমম্ ॥ ৫৭
তমাস্থায় মহাদেবস্ত্রাসয়ন্ দৈবতানপি।
আরুরোহ তদা রথং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৫৮
তমারুরুক্ষুং দেবেশং ভূতভূঃ পরমেশ্বরঃ।
গন্ধর্বা দৈবসঙ্ঘাশ্চ তৈর্বাস্পসসাং গণাঃ ॥ ৫৯

রাজেন্দ্র! স্তোত্র-অধ্বর্যু, বষট্‌কার এবং ওঙ্কার—ইঁহারা যুদ্ধকালে অবস্থান করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬

ছয় ঋতুসমূহে যুক্ত সংবৎসরকে বিচিত্র ধনু করিয়া নিজের ছায়াকে ভগবান্ শঙ্কর এই রথের রশ্মিতে যাহা কখনও নষ্ট হয় না, সেইরূপ গুণ করিলেন ॥ ৪৭

ভগবান্ রুদ্রই কাল, অতএব কালের অবয়ব স্বরূপ সংবৎসরই তাঁহার ধনু হইলেন। কালরাত্রিও রুদ্রেরই অংশ, সেইজন্য তাঁহাকেই ইনি নিজের ধনুর গুণ স্বরূপ করিলেন ॥ ৪৮

ভগবান্ বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র—ইঁহারা বাণ হইয়াছিলেন; কারণ, সম্পূর্ণ জগৎ অগ্নি ও চন্দ্রেরই স্বরূপ এবং সারা জগৎ আবার বিষ্ণুময় বলিয়াও কথিত হয় ॥ ৪৯

অমিততেজস্বী ভগবান্ শঙ্করের আত্মাই হইলেন শ্রীবিষ্ণু, সেইজন্য এই সব দৈত্যগণ ভগবান্ শিবের উক্ত ধনুর গুণ এবং বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে নাই ॥ ৫০

এই ভগবান্ মহেশ্বর নিজের অসহ্য ও প্রচণ্ড কোপকে এবং ক্রুদ্ধ ও অগ্নিবার রোষ হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত দুঃসহ ক্রোধাগ্নিকেও স্থাপিত করিয়া দিলেন ॥ ৫১

তখন ধূম্রবর্ণ, ব্যাঘ্রচর্মধারী, দেবগণের অভয়প্রদ, দৈত্যদিগের ভয়দাতা, সহস্র সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর তেজোময়ী জ্বালমালায় আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫২

যে সকল পাপিষ্ঠ বধ করা কঠিন, তাহাকেও পাপিষ্ঠ করিতে সমর্থ, বিশ্বাসীদের, ব্রহ্মদ্রোহীদিগের বিনাশক, ভগবান্ শঙ্কর ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণকারী মনুষ্যগণের সর্ব্বদা রক্ষক এবং পাপী ব্যক্তিদের বিনাশকারী ॥ ৫৩

তাঁহার অঙ্গীয় উপভোগে স্থিত দেখিয়া যে সকল ভগবান্ উপকরণ ছিল, উহারা সকলকিছুকে মথিত করিতে সমর্থ, ভয়ানক বলশালী, ভয়ঙ্কর রূপধারী এবং মন-সদৃশ বেগবান্ ছিল। ইহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৪

রাজন্! তাঁহার সর্ব্বভূতস্বরূপ অঙ্গসকলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অদ্ভুতদর্শন এই সমগ্র চরাচর জগৎ স্থিত এবং সুশোভিত ॥ ৫৫

সেই রথকে যোজিত দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর কবচ ও ধনু ধারণ করত চন্দ্র, বিষ্ণু এবং অগ্নি হইতে উদ্ভূত সেই দিব্য বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইলেন ॥ ৫৬

রাজন্! প্রভো! সেই সময় দেবগণ পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী দেবশ্রেষ্ঠ বায়ুকে তাঁহার বাহন রথে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৫৭

তখন মহাদেব দানবদিগকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া দেবগণকেও ভীত করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে উক্ত রথকে আবার করত তাহার উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৫৮

দেবেশ্বর শিব রথের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছুক

ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানো বন্দ্যমানশ্চ বন্দিভিঃ
তথৈবাপ্সরসাং বৃন্দৈর্নৃত্যদ্ভির্ভাতি ভাস্করঃ। ৬০
স শোভমানো বরদঃ খড়্গী বাণী শরাসনী।
ইদমিত্যব্রবীদ্ দেবান্ সারথিঃ কো ভবিষ্যতি। ৬১
তমব্রুবন্ দেবগণা যং ভবান্ সংনিযোক্ষ্যতে।
স ভবিষ্যতি দেবেশ সারথিস্তে ন সংশয়ঃ। ৬২
তানব্রবীৎ পুনর্দেবো মন্যুঃ শ্রেষ্ঠতরো হি যঃ।
তং সারথিং কুরুধ্বং মে যন্মাৎ সঙ্কল্প্য বা চিরম্। ৬৩
এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবা বাক্যমুক্তং মহাত্মনা।
গত্বা পিতামহং দেবাঃ প্রসাদ্যেদং বচোঽব্রুবন্। ৬৪
যথা ত্বৎকথিতং দেব ত্রিদশারিবিনিগ্রহে।
তথা চ কৃতমস্মাভিঃ প্রসন্নো নো বৃষধ্বজঃ। ৬৫
রথশ্চ বিহিতোঽস্মাভির্বিচিত্রায়ুধসংবৃতঃ।
সারথিন্তু ন জানীমঃ কঃ স্যাৎ তস্মিন্ রথোত্তমে। ৬৬
তস্মাদ্ বিধীয়তাং কশ্চিৎ সারথির্দেবসত্তম।

সকলাং তাং বিধে দেব কর্তুমর্হসি নো বিভো। ৬৭
এবমস্ত্বিতি হি পুরা ভগবন্ত্বমভাষথাঃ।
ছিন্ধি তর্তাস্মি ভবতামিতি তৎ কর্তুমর্হসি। ৬৮
স দেব যুক্তো রথসত্তমো নো
দুরাসদো ভ্রাময়ঃ শাত্রবাণাম্।
পিনাকপাণিবিহিতোঽত্র যোদ্ধা
বিভীষয়ন্ দানবানুদ্যতোঽসৌ। ৬৯
তথৈব বেদাশ্চতুরো বরাশ্বা
ধরা সশৈলা চ রথো মহাত্মনঃ।
নক্ষত্রবংশানুগতো বরূথী
হরো যোদ্ধা সারথির্নাভিলক্ষ্যঃ। ৭০
তত্র সারথিরেষ্টব্যঃ সর্বৈরেতৈর্বিশেষবান্।
তৎপ্রতিষ্ঠো রথো দেব হয়া যোদ্ধা তথৈব চ। ৭১
কবচানি সশস্ত্রাণি কার্মুকঞ্চ পিতামহ।
যাচতে সারথিং তত্র নান্যং পশ্যামহে বয়ম্। ৭২

হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া মহর্ষি, সঙ্কল্প ও দেবগণ এবং অপ্সরাবৃন্দের সমূহ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৫৯

ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা প্রশংসিত বন্দীজনসমূহের দ্বারা বন্দিত এবং নৃত্য করিতে নিপুণ নৃত্যরত অপ্সরাবৃন্দের দ্বারা সুশোভিত বরদায়ক ভগবান্ শঙ্কর খড়্গ, বাণ ও ধনু ধারণপূর্বক হাস্য করিতে করিতে দেবগণকে বলিলেন,—আমার সারথি কে হইবে? ৬০-৬১

এই কথা শ্রবণ করত দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যাঁহাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিবেন, তিনিই আপনার সারথি হইবেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৬২

তখন মহাদেব পুনরায় বলিলেন,—তোমরা নিজেরাই এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া যিনি আমাপেক্ষাও অতিশয় শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাকেই আমার সারথি কর, আর বিলম্ব করিও না॥ ৬৩

সেই মহাত্মা শঙ্করকর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করত এই কথা বলিলেন॥ ৬৪

দেব! দেবদ্রুহিগণকে বধ করিবার বিষয়ে আপনি যেরূপ বলিয়াছেন, আমরা তাহাই নিষ্পাদন করিয়াছি। ভগবান্ শঙ্কর আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। ৬৫

আমরা তাঁহার জন্য বিচিত্র অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ একটি রথ প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু সে রথের সারথি হইয়া কে উপবিষ্ট হইবে? ইহা আমরা জানি না॥ ৬৬

দেবশ্রেষ্ঠ প্রভো! অতএব আপনি কাহাকেও সারথি করিয়া দিন। দেব! আপনি আমাদের পূর্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, উহা আপনি সফল করুন॥ ৬৭

ভগবন্! আপনি পূর্বে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের সকলের হিত করিব, অতএব উহা পূর্ণ করুন। ৬৮

দেব! আমাদের দ্বারা নির্মিত সেই শ্রেষ্ঠ রথ শত্রুগণকে বিত্রাসিত করিতে সমর্থ এবং সুদৃঢ়। পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্করকে তাহার উপর যোদ্ধারূপে উপবেশন করাইয়াছি। তিনিও দানবগণকে ভীত করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছেন॥ ৬৯

এইরূপে চারিবেদ সেই মহাত্মার উত্তম অশ্ব হইয়াছেন এবং পর্বতসকলসহ পৃথিবীদেবী তাঁহার রথ হইয়াছেন। নক্ষত্রমণ্ডলরূপ ধ্বজযুক্ত ও আবরণে সুশোভিত ভগবান্ শঙ্কর সেই রথের উপর রথী যোদ্ধা হইয়া উপবিষ্ট আছেন; কিন্তু কোন সারথিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না॥ ৭০

দেব! সেই রথের জন্য এরূপ সারথির অনুসন্ধান করিতে হইবে, যিনি এই সব অপেক্ষাও বিশিষ্ট হইবেন; কারণ, রথ, অশ্ব ও যোদ্ধা—এই সমস্তেরই প্রতিষ্ঠা সারথির উপরই নির্ভর॥ ৭১

পিতামহ! কবচ, শস্ত্র ও ধনুর সফলতাও সারথির উপরেই নির্ভর। আমরা সকলে আপনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও সারথি

ত্বং হি সর্বগুণৈর্যুক্তো দৈবতেভ্যোঽধিকঃ প্রভো।
(ত্বং দেব শক্রো লোকেঽস্মিন্ নিহন্তা প্রভুরাত্মবান্।
বেদাস্ত্বান্ সোপনিষদঃ সারথিত্বে বরন্তে।
যোদ্ধুং বলেন সত্ত্বেন বীর্যেণ বিনয়েন চ।
অধিকঃ সারথিঃ কার্ষ্ণ্যে নাস্তি চাস্তোঽধিকো ভবান্।
স ভবাংস্তারয়স্বাস্মান্ কুরু সারথ্যমব্যয়ম্।
ভবানস্ত্রাধিকস্তস্মাৎ নাস্তোঽস্তীহ পিতামহ।
ত্বং হি দেবেশ সর্বেষ্ত বিদিতো বরদাতা বর।)
স রথং ভূর্ণমাস্থায় সংযচ্ছ পরমান্ হয়ান্। ৭০
অস্মায় ত্রিদশেশানাং বধায় ত্রিদশদ্বিষাম্।
(তব প্রসাদাদ্ বধ্যেরন্ দেব দৈবতকণ্টকাঃ।
স নো রক্ষ মহাবাহো দৈত্যেভ্যো মহতো ভয়াৎ।
ত্বং হি নো গতিরব্যগ্র ত্বং নো গোপ্তা মহাব্রত
ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বে যুজ্যন্তে দ্বিষিষে প্রভো।)
ইতি তে শিরসা পত্বা ত্রিলোকেশঃ পিতামহম্। ৭৪

দেবাঃ প্রসাদয়ামাসুঃ সারথ্যায়েতি নঃ শ্রুতম্।

পিতামহ উবাচ।

নাত্র কিঞ্চিদ্বৃথা বাক্যং যদুক্তং ত্রিদিবৌকসঃ। ৭৫
সংযচ্ছামি হয়ানেব যুধ্যতো বৈ কপর্দিনঃ।
ততঃ স ভগবান্ দেবো লোকস্রষ্টা পিতামহঃ। ৭৬
(এবমুক্ত্বা জটাভারং সংযম্য প্রপিতামহঃ।
পরিধায়াজিনং শাটং সংনদ্ধ চ কমণ্ডলুম্।
প্রতোদপাণির্ভগবানারুরোহ রথং তদা।)
সারথ্যে কল্পিতো দেবৈরীশানশ্চ মহাত্মনঃ।
তস্মিন্নারোহতি ক্ষিপ্রং স্যন্দনে লোকপূজিতে। ৭৭
শিরোভিরগমন্ ভূমিং তে হয়া বাতরংহসঃ।
আরুহ্য ভগবান্ দেবো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা। ৭৮
অতীব হি প্রতোদঞ্চ সজগ্রাহ পিতামহঃ।
ততঃ উত্থাপ্য ভগবাংস্তান্ হয়াননিলোপমান্। ৭৯

হইবার যোগ্যরূপে দেখিতে পাইতেছি না। অতএব কারণ, আপনি সমস্ত দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শত্রুসংহারক। ৭২½

(দেব। আপনিই এ জগতে সারথি হইয়া সরহস্য উপনিষৎসহ বেদরূপী অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ, অতএব আপনি স্বয়ংই সারথি হউন।

বল, বৈর্য, পরাক্রম ও বিনয় এই সমস্ত গুণাবলির দ্বারা যিনি ইহাঁ যোদ্ধা হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাকেই এই রথের সারথি করিতে হইবে। সুতরাং আপনি ব্যতীত অন্য আর এমন কেহই নাই, যিনি ভগবান্ শঙ্কর হইতেও অধিক হইবেন।

পিতামহ। আপনি অক্ষয় সারথি-কার্য নিষ্পন্ন করুন এবং আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। আপনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনা হইতে বিশিষ্ট অন্য আর কেহই নাই। বাসী-পুত্রগণশ্রেষ্ঠ! দেবেশ্বর! আপনি সর্বাপেক্ষা সকল গুণেই শ্রেষ্ঠ।)

সেইহেতু দেবদ্রোহী দানবগণের বিনাশ এবং দেবতাদিগের অভ্যুদয়ের জন্য অতি সত্বর রথে আরোহণ করত এই উদ্যম অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করুন। ৭৩½

(দেব। আপনার কৃপাপ্রসাদে দেবতাগণের কণ্টকস্বরূপ এই দৈত্যরা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। হে মহাবাহো! আপনি দৈত্যদের মহাভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ব্যগ্রতাশূন্য মহাব্রতধারী প্রভো! আপনি আমাদের আশ্রয় এবং রক্ষক। আপনার কৃপায় সমস্ত দেবগণ স্বর্গলোকে পূজিত হইতেছেন।)

এইরূপে দেবগণ ত্রিলোকেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার চরণে মস্তক অবনত করত তাঁহাকে সারথি হইবার জন্য প্রসন্ন করিলেন। এই বৃত্তান্ত আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ৭৪½

পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা যাহা কিছু বলিলে, উহা মিথ্যা নহে। আমি যুদ্ধ করিবার সময় ভগবান্ শঙ্করের নিয়ন্ত্রণ করিব। ৭৫½

তাহার পর সেই জগৎস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহ দেব ব্রহ্মা প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া স্বীয় জটাভারকে বন্ধন করিয়া মৃগচর্মের দ্বারা পরিধান করত কমণ্ডলুকে অঙ্গে ঝুলাইয়া পূর্বক হস্তে অশ্বতাড়নদণ্ড (চাবুক) লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই রথে আরোহণ করিলেন। ৭৬

এইভাবে দেবগণ মহাত্মা শঙ্করের সারথিপদে ব্রহ্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। যখন সেই লোকপূজিত রথের উপর ব্রহ্মা আরোহণ করিলেন, তখন বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণ ধরাতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইল। ৭৭½

তাঁহা হইতে দেদীপ্যমান ভগবান্ ব্রহ্মা রথে আরোহণ করত অশ্বগণের রশ্মি এবং তাড়নদণ্ড (চাবুক) গ্রহণ করিলেন। ৭৮½

তাহার পর বায়ুতুল্য তীব্র গতিযুক্ত সেই অশ্বগণকে

বজ্রায়ে চ তদা স্থাণুর্মাহেতি স্তুতোত্তমঃ।
ততস্তমিষুমাধায় বিষ্ণুসোমাগ্নিসম্ভবম্ ॥ ৮০
আরুরোহ তদা স্থাণুর্ধ্বনুষা কম্পয়ন্ পরান্।
তমারূঢ়ং তু দেবেশং তুষ্টুবুঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৮১
গন্ধর্বা দেবসঙ্ঘাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
স শোভমানো বরদঃ খড়্গী বাণী শরাসনী ॥ ৮২
প্রদীপয়ন্ রথে তস্থৌ ত্রীঁল্লোকান্ স্বেন তেজসা।
ততো হৃষ্টোঽব্রবীদ্ দেবো দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৮৩
ন হন্তব্যমিতি কর্ত্তব্যো ন শোকো বঃ কথঞ্চন।
হতানিত্যেব জানীত বাণেনানেন চাসুরান্ ॥ ৮৪
তে দেবাঃ সত্যমিত্যাহুর্নিহতা ইতি চাব্রুবন্।
ন চ তদ্ বচনং মিথ্যা যদাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৮৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য বৈ দেবাঃ পরাং তুষ্টিমবাপ্নুবন্।
ততঃ প্রয়াতো দেবেশঃ সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ৮৬

উত্তোলিত করিয়া হরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিলেন,—এখন আপনি রথে আরোহণ করুন। ৭৯।

তখন বিষ্ণু, চন্দ্র ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন সেই বাণকে গ্রহণ করত মহাদেব নিজ ধনুর দ্বারা শত্রুদিগকে কম্পিত করিতে করিতে সেই রথে আরূঢ় হইলেন। ৮০।

তখন রথারূঢ় এই দেবেশ্বর শিবের ঋষিগণ, গন্ধর্বসকল, দেবতাসঙ্ঘ এবং অপ্সরোগণও স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৮১।

খড়্গ, ধনু ও বাণগ্রহণ করত শোভাপ্রাপ্ত বরদায়ক মহাদেব স্বীয় তেজে তিন লোককে উদ্ভাসিত করিতে করিতে রথের উপর অবস্থিত রহিলেন। ৮২।

তখন মহাদেব পুনরায় ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলিলেন,—এই বাণ দৈত্যগণকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না, এরূপ মনে করিয়া তোমরা কোনরূপ শোক করিও না। তোমরা অসুরদিগকে এই বাণের দ্বারা নিহত বলিয়াই মনে কর। ৮৩-৮৪

ইহা শুনিয়া দেবগণ বলিলেন,—'প্রভো! আপনার এই কথা সত্য। অবশ্যই এই দৈত্যেরা বিনষ্ট হইবে।' শক্তিশালী ভগবান্ যাহা কিছু বলেন, 'সেই সব বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না' এরূপ চিন্তা করিয়া দেবতারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ৮৫।

রাজন্! তদনন্তর যাঁহার কোন উপমা নাই, সেই বিশাল রথের দ্বারা দেবেশ্বর মহাদেব সমস্ত দেবতাগণে পরিবৃত হইয়া

রথেন মহতা রাজন্নুপমা নাস্তি যস্য চ।
বৈষ্ণ পারিষদৈর্দেবৈঃ পূজ্যমানো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৮৭
নৃত্যদ্ভিরপরৈশ্চৈব মাংসশোণিতভোজনৈঃ।
ধাবমানৈঃ সমন্তাচ্চ তর্জ্জমানৈঃ পরস্পরম্ ॥ ৮৮
ঋষয়শ্চ মহাভাগাস্তপোযুক্তা মহাগুণাঃ।
আশংসুর্বৈ জনা দেবা মহাদেবস্য সর্ব্বশঃ ॥ ৮৯
এবং প্রয়াতে দেবেশে লোকানামভয়ঙ্করে।
তুষ্টমাসীজ্জগৎ সর্বং দেবতাশ্চ নরোত্তম ॥ ৯০
স্তূয়মানস্তত্র দেবেশঃ স্তবদ্ভো বহুভিঃ স্তবৈঃ।
তেজশ্চাস্মৈ বর্দ্ধয়ন্তো রাজন্নাসন্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯১
গন্ধর্বাণাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
বাদয়ন্তি প্রয়াণেঽস্য বাদ্যানি বিবিধানি চ ॥ ৯২
ততোঽভিবৃত্তে বরদে প্রয়াতে চাসুরান্ প্রতি।
সাধু সাধ্বিতি বিশ্বেশঃ স্তূয়মানোঽভ্যভাষত ॥ ৯৩

সেখান হইতে গমন করিলেন। ৮৬।

সেই সময় তাঁহার পার্শ্বস্থিত মহাদেবী মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। শিবের এই সব দুষ্ট পার্শ্বগণ নৃত্য করিতে করিতে এবং পরস্পরকে তর্জন করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। এই পার্শ্বগণের মধ্যে বহু পার্শ্বই (ভূত-প্রেতাদি) মাংসভক্ষী ছিলেন। ৮৭-৮৮

মহাভাগ্যশালী ও উগ্রতপঃসম্পন্ন তপস্বী ঋষি, দেবতা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও সর্বপ্রকারে মহাদেবের অভ্যুদয়ের জন্য শুভ-কামনা করিতে লাগিলেন। ৮৯

নরশ্রেষ্ঠ! লোকসকলের অভয়দাতা দেবেশ্বর মহাদেব এইরূপে প্রস্থিত হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎ সন্তুষ্ট হইল এবং দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। ৯০

রাজন্! ঋষিগণ নানাপ্রকার স্তোত্রসমূহ পাঠ করিয়া দেবেশ্বর মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে বারংবার তাঁহার তেজ বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। ৯১

তাঁহার প্রস্থানের সময় সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ও অর্বুদ অর্বুদ গন্ধর্বগণ নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইতে থাকিলেন। ৯২

রথে আরূঢ় হইয়া বরদাতা ভগবান্ শঙ্কর যখন অসুরগণের দিকে গমন করিলেন, তখন সেই বিশ্বনাথ ব্রহ্মাকে সাধুবাদ দান পূর্বক হাস্যসহকারে বলিলেন। ৯৩

যাহি দেব যতো দৈত্যাংস্তোষয়ামানতন্দ্রিতঃ।
পশ্য বাহ্বোর্বলং মেঽদ্য নিয়তঃ শাশ্বতান্ গণে ॥ ২৭
ততোঽশ্বাংস্তোদয়ামাস মনোমারুতরংহসঃ।
যেন তৎ ত্রিপুরং রাজন্ দৈত্য-দানবরক্ষিতম্ ॥ ২৮
পিবদ্ভিরিব চাকাশং তৈর্হয়ৈর্লোকপূজিতৈঃ।
জগাম ভগবান্ ক্ষিপ্রং জহার ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ২৯
প্রয়াতে রথমাস্থায় ত্রিপুরাভিমুখে তবে।
ননাদ সুমহানাদং বৃষভঃ পূরয়ন্ দিশঃ ॥ ৩০
বৃষভস্যাস্য নিনদং শ্রুত্বা ভয়করং মহৎ।
বিনাশমগমংস্তত্র তারকাঃ সুরশত্রবঃ ॥ ৩১
অপরেঽবস্থিতাস্তত্র যুদ্ধায়াভিমুখাস্তদা।
ততঃ স্থাণুর্মহারাজ শূলহস্তঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ৩২
ত্রস্তানি সর্বভূতানি ত্রৈলোক্যং চ প্রকম্পতে।
নিমিত্তানি চ ঘোরাণি তত্র সন্দদৃশুঃ পরম্ ॥ ১০০

তস্মিন্ সোমাগ্নিবিক্ষ্ণ্বোঃ ক্রোধেন ব্রহ্ম-রুদ্রয়োঃ।
স রথো বসুধাং ক্ষোভাদতীব সুষুসীদতি ॥ ১০১
ততো নারায়ণস্তস্মাচ্ছরভাগাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
বৃষরূপং সমাস্থায় উজ্জহার মহারথম্ ॥ ১০২
সীদমানে রথে চৈব মর্দমানেষু শত্রুষু।
স সম্ভ্রমাৎ তু ভগবান্ নাদং চক্রে মহাবলঃ ॥ ১০৩
বৃষভস্য স্থিতো মূর্ধ্নি হরপৃষ্ঠে চ মানদ।
তদা স ভগবান্ রুদ্রো নিরৈক্ষদ্ দানবং পুরম্ ॥ ১০৪
বৃষভস্যাস্থিতো রুদ্রো হরস্য চ নরোত্তম।
স্তনাংস্তদাঽশাতয়ত পুরাস্তৈব বিধাকরোৎ ॥ ১০৫
ততঃ প্রভৃতি শুভ্রং তে পুরাঃ স্থৈর্যকৃতাঃ পুরাঃ।
হরানাক্ষ স্তনা রাজংস্তদাপ্রভৃতি নাভবন্ ॥ ১০৬
পীড়িতানাং বলবতা রুদ্রেণাদ্ভুতকর্মণা।
অথাবিধ্যং ধনুঃ কৃত্বা শরং সন্ধায় তং শরম্ ॥ ১০৭

দেব! যেদিকে দৈত্যরা আছে, সেদিকে চলুন এবং সাবধান হইয়া অশ্বগণকে পরিচালনা করুন। আজ রণাঙ্গনে আমি যখন শত্রুসৈন্যকে সংহার করিতে আরম্ভ করিব, তখন সেই সময় আপনি আমার এই দুই বাহুর বল দর্শন করিবেন ॥ ২৬

রাজন্! তখন ব্রহ্মা মন ও পবনতুল্য বেগগামী অশ্বগণকে সেইদিকে চালনা করিলেন, যেদিকে দৈত্যদানবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত সেই ত্রিপুর অবস্থিত ছিল ॥ ২৮

এই লোকপূজিত অশ্বগণ এমন তীব্র গতিতে ধাবিত হইতে লাগিল, যেন তখন তাহারা আকাশকে পান করিয়া ফেলিবে। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর এই অশ্বগণের দ্বারা দেবতাদিগের অমঙ্গলের জন্য দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিলেন ॥ ২৯

রথে আরূঢ় হইয়া যখন মহাদেব ত্রিপুরের দিকে প্রস্থিত হইলেন, সেই সময় নন্দী বৃষ সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে পরিপূরিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

এই বৃষভের সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া দেবশত্রু তারক নামক দৈত্যগণ সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হইল ॥ ৩১

অপর যে সমস্ত দৈত্যগণ সেখানে অবস্থিত ছিল, তাহারা যুদ্ধের জন্য মহাদেবের সম্মুখে আসিল। মহারাজ! তখন ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্কর ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩২

ইহাতে সমস্ত প্রাণীই ভীত হইয়া উঠিল। সমগ্র ত্রিভুবন ও পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। যখন তিনি সেখানে নিজ ধনুকে বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন তাহাতে চন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের ক্রোধে অতিশয় ভয়ের নিমিত্তসকল আবির্ভূত হইল। ধনুর ক্রোধে সেই রথ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল ॥ ১০০-১০১

তখন ভগবান্ নারায়ণ সেই বাণের এক ভাগ হইতে বহির্গত হইয়া বৃষের রূপধারণ করত ভগবান্ শিবের বিশাল রথকে উপরে উত্তোলিত করিলেন ॥ ১০২

যখন সেই রথ অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং শত্রুরা গর্জন করিতে লাগিল, তখন মহাবল ভগবান্ শঙ্কর তীব্রবেগে ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া উঠিলেন ॥ ১০৩

মানদ! সেই সময় তিনি বৃষের মস্তক ও অশ্বগণের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই দানব-নগর ত্রিপুরকে দেখিলেন। তখন তিনি বৃষের পুরকে দুইভাগে বিভক্ত এবং অশ্বগণের স্তনসকলকে ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১০৪-১০৫

রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। তখন হইতেই গো-সকলের দুইটি করিয়া খুর হইয়াছে এবং অদ্ভুত কর্মকারী বলবান্ রুদ্রের পীড়িত অশ্বগণের আর স্তন সেই সময় হইতেই উদ্ভিত হয় নাই ॥ ১০৬½

তদনন্তর ভগবান্ রুদ্রদেব ধনুর উপর শর আরোপণ করত তাহাতে বাণ স্থাপন করিলেন এবং উহাতে পাশুপাস্ত্রের দ্বারা সংযুক্ত করত সেই তিনটি পুরকে একত্র হইবার ভাবনা করিলেন ॥ ১০৭½

যুক্ত্বা পাশুপতাস্ত্রেণ ত্রিপুরং সমচিন্তয়ৎ।
তস্মিন্ স্থিতে মহারাজ রুদ্রে বিধৃতকার্মুকে ॥ ১০৮
পুরাণি তানি কালেন জগ্মুরেবৈকতাং তদা।
একীভাবং গতে চৈব ত্রিপুরত্বমুপাগতে ॥ ১০৯
বভূব তুমুলো হর্ষো দেবতানাং মহাত্মনাম্।
ততো দেবগণাঃ সর্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ১১০
জয়েতি বাচো মুমুচুঃ সংস্তবন্তো মহেশ্বরম্।
ততোঽব্রুবন্ত্রিপুরং নিঘ্নতোঽসুরান্ ॥১১১
অনির্দেশ্যোঽগ্রপুরুষো দেবস্তাসন্নতেজসঃ।
স তদ্ বিরূপ ভগবান্ দিব্যং লোকেশ্বরো ধনুঃ ॥ ১১২
ত্রৈলোক্যসারং তস্মিংস্তু মুমোচ ত্রিপুরং প্রতি।
উৎসৃষ্টে বৈ মহাভাগ তস্মিংস্ত্রিপুরবধে তদা ॥ ১১৩
মহানার্তস্বরো হ্যাসীৎ পুরাণাং পততাং ভুবি।
তান্ সোঽসুরগণান্ দগ্ধ্বা প্রাক্ষিপৎ পশ্চিমার্ণবে ॥১১৪
এবং তু ত্রিপুরং দগ্ধং দানবাশ্চাপরেষবঃ।
মহেশ্বরেণ ক্রুদ্ধেন ত্রৈলোক্যস্য হিতৈষিণা ॥ ১১৫
স চাস্ত্রক্রোধজো বহ্নির্হাহেত্যুক্ত্বা নিবারিতঃ।
মা কার্ষীর্ভস্মসাল্লোকানিতি ত্র্যক্ষোঽব্রবীচ্চ তম্ ॥১১৬
ততঃ প্রকৃতিমাপন্না দেবা লোকাস্তথর্ষয়ঃ।
তুষ্টুবুর্বাগ্ভিরগ্র্যাভিঃ স্থাণুমপ্রতিমৌজসম্ ॥ ১১৭
তেনানুজ্ঞাতা ভগবতা জগ্মুঃ সর্বে যথাগতম্।
কৃতকামাঃ প্রযত্নেন প্রজাপতিমুখা সুরাঃ ॥ ১১৮
এবং স ভগবান্ দেবো লোকস্রষ্টা মহেশ্বরঃ।
দেবাসুরগণাধ্যক্ষো লোকানাং বিদধে শিবম্ ॥ ১১৯
যথৈব ভগবান্ ব্রহ্মা লোকধাতা পিতামহঃ।
সারথ্যমকরোদ্রুদ্রস্য পরমোদ্যতঃ ॥ ১২০
তথা ভবানপি ক্ষিপ্রং রুদ্রস্যেব পিতামহঃ।
সংযচ্ছতু হয়ানস্য রাধেয়স্য মহারথম্ ॥ ১২১
ত্বং হি কৃষ্ণাচ্চ পার্থাচ্চ তাভ্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
বিশিষ্টো বাসুদেবাদ্যৈর্লোকৈঃ সহ দিবৌকসা ॥ ১২২

মহারাজ! এইরূপে যখন রুদ্রদেব ধনুকে শরযোজনা করিয়া বিরাজমান রহিলেন, সেই সময় কালের প্রেরণায় উক্ত তিনটি পুর (ত্রিপুর) একত্রে মিলিত হইল ॥ ১০৮½

যখন তিনটি পুর এক হইয়া 'ত্রিপুর'-ভাব প্রাপ্ত হইল, তখন মহাত্মা দেবগণের মনে অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইল ॥ ১০৯½

সেই সময় সমস্ত দেবতা, মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ মহেশ্বরের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১১০½

তাহার পর অসুরগণের সংহারকারী, অবর্ণনীয় তেজস্বী ভগবান্, অসহ্য তেজস্বী মহাদেবের সম্মুখে সেই (তিনটি পুরের সম্মিলিত রূপ) ত্রিপুর সহসা প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১১১½

তখন জগদীশ্বর ভগবান্ রুদ্র নিজের সেই দিব্য ধনু আকর্ষণ পূর্বক তাহার উপরে স্থাপিত ত্রিলোকের সারভূত সেই বাণকে ত্রিপুরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১২½

মহাভাগ! সেই সময় উক্ত শ্রেষ্ঠ বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে পর ভূতলে পতনোন্মুখ সেই ত্রিপুরের মধ্যে তীব্র আর্তনাদ হইতে লাগিল। ভগবান্ সেই অসুরগণকে ভস্ম করত পশ্চিমসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন ॥ ১১৩-১১৪

এইভাবে ত্রিলোকের হিতকামী মহেশ্বর কুপিত হইয়া সেই ত্রিপুরকে এবং তাহার মধ্যে বসবাসকারী অসুরগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১৫

তাঁহার নিকের কোপ হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাকে ত্রিলোচন 'হা হা' এই কথা বলিয়া নিবারণ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন—তুমি সম্পূর্ণ জগৎকে ভস্ম করিও না।

তখন সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ এবং তিন লোকের প্রাণীরা স্বস্থ হইলেন। সকলে শ্রেষ্ঠ বাক্যসমূহের দ্বারা অতুলনীয় শক্তিশালী মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১৬-১১৭

তারপর ভগবান্ শঙ্করের আজ্ঞা লইয়া নিজেদের প্রযত্নে পূর্ণকাম প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণ যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে চলিয়া যাইলেন ॥ ১১৮

এইরূপে দেবতা ও অসুরগণের অধ্যক্ষ জগৎস্রষ্টা ভগবান্ মহেশ্বর ত্রিলোকের কল্যাণ করিয়াছিলেন ॥ ১১৯

বিশ্বস্রষ্টা, সর্বোৎকৃষ্ট, অবিনাশী পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ রুদ্রের সারথিকার্য করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সেই পিতামহ রুদ্রদেবের অশ্বগণের যম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অতিশয় মহাত্মা রাধাপুত্র কর্ণের অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করুন ॥ ১২০-১২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে, কর্ণ হইতে এবং অর্জুন হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে আর অন্য কোন বিচার-বিবেচনার আবশ্যকতা নাই ॥ ১২২

যুদ্ধে ভূয়ঃ ক্ষত্রকৃতস্তুল্য ব্রহ্মসমো নরে।
তস্মাজ্জেতা ভবান্ জেতুং মন্যুজ্বংস্তানিবাসুরান্ ॥ ১২৩
যথা শল্যাস্য কর্ণোঽয়ং শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিম্।
প্রমথ্য হরতাৎ কৌন্তেয়ং তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥ ১২৪
যদি মন্যেশ রাজ্যাশা জীবিতাশা তথৈব চ।
বিজয়স্তু তথৈবাস্তু কর্ণশল্যাধিষ্ঠিতঃ ॥ ১২৫
যদি কর্ণস্য রাজ্যস্য বয়ং চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বিজয়শ্চৈব সংগ্রামে সংযচ্ছাস্তু হয়োত্তমান্ ॥ ১২৬
ইমং চাপ্যপরং ভূয় ইতিহাসং নিবোধ মে।
পিতুর্মম সকাশে যদ্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥ ১২৭
শ্রুত্বা চৈতদ্ বচশ্চিত্রং হেতুকার্থার্থসংহিতম্।
কুরু শল্য বিনিশ্চিত্য মাতুলত্ব বিচারণা ॥ ১২৮
ভার্গবাণাং কুলে জাতো জমদগ্নিরিতি শ্রুতঃ।
তস্য রামেতি বিখ্যাতঃ পুত্রশ্চেজোবলান্বিতঃ ॥ ১২৯
স তীব্রং তপ আস্থায় প্রসাদয়িতবান্ হরম্।
অস্ত্রহেতোঃ প্রসন্নাত্মা নিয়তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩০
তস্য তুষ্টো মহাদেবো ভক্ত্যা চ প্রশমেন চ।
দদৌ বরং চাস্য বিজ্ঞায় দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ১৩১
(প্রত্যক্ষেণ মহাদেবঃ স্বাং তনুং সর্বশঙ্করঃ।)

মহেশ্বর উবাচ।

রাম তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে বিদিতং মে তবেপ্সিতম্।
কুরুষ্ব পূতমাত্মানং সর্বমেতদবাপ্স্যসি ॥ ১৩২
দাস্যামি তে তদাস্ত্রাণি যদা পূতো ভবিষ্যসি।
অপাত্রমসমর্থঞ্চ দহন্ত্যস্ত্রাণি ভার্গব ॥ ১৩৩
ইত্যুক্তো জামদগ্ন্যস্তু দেবদেবেন শূলিনা।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং শিরসাবনতঃ প্রভুম্ ॥ ১৩৪
যদা জানাতি দেবেশঃ পাত্রং মামস্ত্রধারণে।
তদা তুষ্টস্ত্বমেবাস্মি ভবান্ মে দাতুমর্হতি ॥ ১৩৫

এই কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে রুদ্রের তুল্য এবং আপনিও নীতিতে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি সেই অন্যায়ের ন্যায় আমার এই পক্ষ-সৈন্যকে জয় করিতে সমর্থ। ১২৩

শল্য! আপনি শীঘ্র এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে এই কর্ণ যাহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্বেতবাহন অর্জুনকে সংহার করিতে পারে। ১২৪

মদ্ররাজ! যেরূপ আপনারই উপরে আমার রাজ্য-প্রাপ্তিবিষয়ক অভিলাষ এবং জীবনের আশা নির্ভর, সেইরূপ আপনি যদি কর্ণের সারথিকার্য সম্পাদন করেন, তবে আজ কর্ণের ও তাহার সকলতা আপনারই উপর নির্ভর। ১২৫

আপনারই উপর কর্ণ, রাজা, আমরা এবং আমাদের অমঙ্গল —এসমস্তই প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য আজ আপনি এই সংগ্রামে উত্তম অশ্বদিগকে নিয়মন করিতে থাকুন। ১২৬

রাজন্! আপনি পুনরায় আমার নিকট প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন, যাহা কোন এক ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন। ১২৭

শল্য! কারণ ও কার্যের দ্বারা সংযুক্ত এই বিচিত্র ঐতিহাসিক বার্তা শ্রবণ করিয়া আপনি উত্তমরূপে বিচার বিবেচনার পর আমার কার্য করুন; এবিষয়ে আপনার মনে অন্যথা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১২৮

ভার্গববংশে মহাযশস্বী মহর্ষি জমদগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার তেজস্বী ও গুণবান্ পুত্র পরশুরাম নামে বিখ্যাত ॥ ১২৯

তিনি অস্ত্রলাভের জন্য মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিয়া প্রসন্নচিত্তে কঠোর তপস্যা করত ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন। ১৩০

তাঁহার ভক্তি ও মনঃসংযমে তুষ্ট, সকলের কল্যাণকারী মহাদেব তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিজের দিব্য বিগ্রহ দর্শন করাইলেন। ১৩১

মহেশ্বর বলিলেন,—রাম! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার উপর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি কি চাও, তাহা আমি জানি। তুমি হৃদয়কে শুদ্ধ কর। তুমি এই সব কিছুই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩২

যখন তুমি পবিত্র হইয়া যাইবে, তখন তোমাকে আমি আমার নিজের অস্ত্রপ্রদান করিব। ভৃগুনন্দন! অপাত্র ও অসমর্থ পুরুষকে ও' এই অস্ত্র প্রজ্বলিত করত ভস্ম করিয়া দিবে ॥ ১৩৩

ত্রিশূলধারী দেবাধিদেব মহাদেব এই কথা বলিলে পর জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম সেই মহাত্মা ভগবান্ শিবকে মস্তক নত করত প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন ॥ ১৩৪

যদি দেবেশ্বর প্রভু আপনি আমাকে অস্ত্রধারণের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তবে এই সেবককে আপনি দিব্যাস্ত্র প্রদান করুন ॥ ১৩৫

দুর্যোধন উবাচ।

ততঃ স তপসা চৈব দমেন নিয়মেন চ।
পূজোপহার-বলিভির্হোমমন্ত্রপুরস্কৃতৈঃ ॥ ১৩৬
আরাধয়িতবান্ শর্বং বহূন্ বর্ষগণাংস্তদা।
প্রসন্নশ্চ মহাদেবো ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩৭
অব্রবীৎ তস্য বহুশো গুণান্ দেব্যাঃ সমীপতঃ।
ভক্তিমানেষ সততং ময়ি রামো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৩৮
এবং তস্য গুণান্ প্রীতো বহুশোঽকথয়ৎ প্রভুঃ।
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ সমক্ষমরিসূদন ॥ ১৩৯
এতস্মিন্নেব কালে তু দৈত্যা দানবসত্তমাঃ।
তৈস্তদা দর্পমোহাভ্যাং বলবদ্ভির্বিবৌকসঃ ॥ ১৪০
ততঃ সম্ভূয় বিবুধাস্তান্ হন্তুং কৃতনিশ্চয়াঃ।
চক্রুঃ শক্রবধে যত্নং ন শেকুস্তেষ্বমেব তান্ ॥ ১৪১
অভিগম্য ততো দেবা মহেশ্বরমুমাপতিম্
প্রসাদয়ন্তস্তা ভক্ত্যা স্তুতি শক্রপরাজিতাঃ ॥ ১৪২
প্রতিজ্ঞায় ততো দেবো দেবানাং রিপুক্ষয়ম্।

রামং ভার্গবমাহূয় সোঽভ্যভাষত শঙ্করঃ ॥ ১৪৩
রিপূন্ ভার্গব দেবানাং জহি সর্বান্ সমাগতান্।
লোকানাং হিতকামার্থং মৎপ্রীত্যর্থং তথৈব চ ॥ ১৪৪
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ত্র্যম্বকং বরদং প্রভুম্।

রাম উবাচ।

কা শক্তির্মম দেবেশ অকৃতাস্ত্রস্য সংযুগে ॥ ১৪৫
নিহন্তুং দানবান্ সর্বান্ কৃতাস্ত্রান্ যুদ্ধদুর্মদান্।

মহেশ্বর উবাচ।

গচ্ছ ত্বং মদনুজ্ঞাতো নিহনিষ্যসি শাত্রবান্ ॥ ১৪৬
বিজিত্য চ রিপূন্ সর্বান্ যশো লপ্স্যসি পুষ্কলম্।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ ॥ ১৪৭
রামঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ প্রযযৌ দানবান্ প্রতি।
অব্রবীচ্চ দেবশত্রূংস্তান্ মহাবীর্যবলান্বিতান্ ॥ ১৪৮
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছধ্বং দৈত্যা যুদ্ধমদোৎকটাঃ।
প্রেষিতো দেবদেবেন যো নিহন্তুং মহাসুরান্ ॥ ১৪৯

দুর্যোধন বলিলেন,—তদনন্তর পরশুরাম এক বর্ষ পর্যন্ত উপবাস, ইন্দ্রিয়সংযম, মনোনিগ্রহ, পূজা, উপহার অর্পণ, হোম ও মন্ত্রজপাদি সাধনসমূহের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিলেন ॥ ১৩৬॥

ইহাতে মহাদেব মহাত্মা পরশুরামের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি পার্শ্বর্তী দেবীর নিকটে তাঁহার গুণগ্রাম বারংবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দৃঢ়ব্রত সহকারে উত্তম ব্রতপালনকারী পরশুরাম আমার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ ॥ ১৩৭-১৩৮

শত্রুসূদন! এইরূপ প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর দেবতা ও পিতৃগণের সমক্ষেই বারংবার প্রসন্নতা সহকারে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৯

এই সময়ে দৈত্যরাও অতিশয় বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দর্প ও মোহাদির বশীভূত হইয়া সেই সময় দেবগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ১৪০

তখন সমস্ত দেবতাগণ একত্রে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করত যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহারা তাহাদিগকে জয় করিতে পারিলেন না ॥ ১৪১

তাহার পর দেবতারা উমাবল্লভ মহেশ্বরের নিকটে যাইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে (প্রণাম করত) প্রসন্ন করিলেন এবং বলিলেন,—প্রভো! আপনি আমাদের শত্রুদিগকে সংহার করুন ॥ ১৪২

তখন কল্যাণকারী দেবগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের শত্রুদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় পরশুরামকে আহ্বান পূর্বক এই কথা বলিলেন ॥ ১৪৩

ভার্গব! তুমি তিন লোকের হিতের ইচ্ছায় এবং আমার প্রসন্নতার জন্য দেবগণের সমস্ত সমাগত শত্রুদিগকে বধ কর ॥ ১৪৪

তিনি এই কথা বলিলে পর পরশুরাম বরদায়ক ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন। পরশুরাম বলিলেন,—দেবেশ্বর! আমি ত' অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী নহি; সুতরাং যুদ্ধস্থলে অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও বলদর্পে সমস্ত দানবগণকে বধ করিবার শক্তি আমার কোথায়? ॥ ১৪৫॥

মহেশ্বর বলিলেন,—রাম! তুমি আমার আজ্ঞায় গমন কর। তুমি নিশ্চয়ই দেবশত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। সেই সমস্ত দেবশত্রু দানবগণকে জয় করিয়া তুমি সর্ব গুণসম্পন্ন হইবে ॥ ১৪৬॥

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্বতোভাবে উহা শিরোধার্য করত পরশুরাম স্বস্তিবাচনাদি মাঙ্গলিক কৃত্যসমূহ করিবার পর দানবগণের দিকে প্রস্থিত হইলেন এবং অতিশয় দর্পযুক্ত মহাবল দানবগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৪৭-১৪৮

যুদ্ধমদে উন্মত্ত দৈত্যগণ! আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর। মহাসুরগণ! দেবাধিদেব মহাদেব তোমাদের পরাজিত করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১৪৯

ইত্যুক্তা ভার্গবেণাথ দৈত্যা যুদ্ধং প্রচক্রমুঃ।
স তান্ নিহত্য সমরে দৈত্যান্ ভার্গবনন্দনঃ ॥ ১৫০
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ প্রহারৈরেব ভার্গবঃ।
স দানবৈঃ ক্ষতত্বুর্জামদগ্ন্যো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৫১
সংস্পৃষ্টঃ স্থাণুনা সদ্যো নির্ব্রণঃ সমজায়ত।
প্রীতশ্চ ভগবান্ দেবঃ কর্মণা তেন তস্য বৈ ॥ ১৫২
বরান্ প্রাদাদ্ বহুবিধান্ ভার্গবায় মহাত্মনে।
উক্তশ্চ দেবদেবেন প্রীতিযুক্তেন শূলিনা ॥ ১৫৩
নিপাতাং তব শস্ত্রাণাং শরীরে যান্তবন্ রুজা।
তয়া যে মানুষং কর্ম ব্যপোঢ়ং তৃণনন্দন ॥ ১৫৪
গৃহাণাস্ত্রাণি দিব্যানি মৎসকাশাদ্ যথেপ্সিতম্।

দুর্যোধন উবাচ।

ততোঽস্ত্রাণি সমস্তানি বরাংশ্চ মনসেপ্সিতান্ ॥ ১৫৫
লব্ধ্বা বহুবিধান্ রামঃ প্রণম্য শিরসা ভবম্।
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য দেবেশাজ্জগাম স মহাতপাঃ ॥ ১৫৬
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং তদা কথিতবানৃষিঃ।
ভার্গবোঽপি যযৌ দিব্যং ধনুর্বেদং মহাত্মনে ॥ ১৫৭
কর্ণায় পুরুষব্যাঘ্র সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
বৃজিনং হি ভবেৎ কিঞ্চিদ্ যদি কর্ণস্য পার্থিব ॥ ১৫৮
নাস্মৈ দদ্যাণি দিব্যানি প্রাদাস্যদ্ তৃণনন্দনঃ।
নাপি সূতকুলে জাতং কর্ণং মন্যে কথঞ্চন ॥ ১৫৯
দেবপুত্রসমং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ভবম্।
বিদ্বেষ্টরসংবোধার্থং কুলস্যেতি মতির্মম ॥ ১৬০
সর্বথা ন ত্বয়া শল্য কর্ণঃ সূতকুলোদ্ভবঃ।
সকুণ্ডলঃ সকবচঃ দীর্ঘবাহুঃ মহারথঃ ॥ ১৬১
কথমাদিত্যসদৃশঃ মৃগী যাস্যতি জন্মিতাম্।
যথা রুরু দুরো পীনো নাগরাজকরোপমৌ ॥ ১৬২

তৃণবিন্দুর পরভাগে এই কথা বলিলে পর দৈত্যেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ভার্গবনন্দন পরশুরাম সমরাঙ্গণে বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য স্পর্শবিশিষ্ট প্রহারসমূহে সেই দৈত্যদিগকে বধ করিলেন। এই সময় দৈত্যেরাও সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল ॥ ১৫০-১৫১

কিন্তু মহাদেবের হস্ত স্পর্শলাভ করত পরশুরামের সমস্ত ক্ষতই তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল। পরশুরামের এই পূর্বকৃতিরূপ কর্মে ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন ১৫২

সেই দেবাধিদেব ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় প্রসন্নতার সহিত মহাত্মা ভার্গবকে নানাপ্রকার বর দান করিলেন ॥ ১৫৩

তিনি বলিলেন,—তৃণনন্দন! দৈত্যগণের অস্ত্রসকলের আঘাতে তোমার দেহে যে সমস্ত ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে, উহাতে তোমার মানবোচিত কর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ তুমি এখন দেবতুল্য হইয়া গিয়াছ), অতএব তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে আমার নিকটে দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ কর ॥১৫৪½

দুর্যোধন বলিলেন,—রাজন্! তখন পরশুরাম ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ এবং নানাবিধ মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করত তাঁহার চরণে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। তারপর এই মহাতপস্বী পরশুরাম দেবেশ্বর শিবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ১৫৫-১৫৬

রাজন্! এইরূপে এই প্রাচীন বৃত্তান্ত সেই সময় ঋষিগণ আমার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তৃণনন্দন পরশুরামও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে মহাত্মা কর্ণকে দিব্য ধনুর্বেদ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৫৭½

কৃপাল! যদি কর্ণে কোনও পাপ বা দোষ থাকিত, তবে তৃণনন্দন পরশুরাম ইহাকে দিব্যাস্ত্র সকল দান করিতেন না ॥ ১৫৮½

রাজন্! আমি কোনও রূপেই এই কথায় বিশ্বাস করি না যে, এই কর্ণ সূতকুলে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি ইহাকে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপুত্র বলিয়াই মনে করি। আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, ইহার মাতা নিজের গুপ্ত রহস্য গোপন করিবার জন্য এবং ইহাকে অস্ত্র কুলের বালক বলিয়া বিখ্যাত করিবার জন্যই সূতকুলে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ॥ ১৫৯-১৬০

শল্য! আমি সর্বতোভাবে এই কথা বিশ্বাস করি যে, এই কর্ণ সূতবংশে জন্মগ্রহণ করে নাই। এই মহাবাহু, মহাধনুর্ধারী ও সূর্যতুল্য তেজস্বী কবচকুণ্ডলভূষিত পুরুষকে সূতজাতির স্ত্রী কি করিয়া লাভ করিবে? কোন হরিণী কি নিজ উদর হইতে ব্যাঘ্রকে জন্ম দিতে পারে? ১৬১½

রাজেন্দ্র! গজরাজের শুণ্ডের ন্যায় ইহার যেরূপ স্থূল (মোটা) বাহুদ্বয় এবং সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ যেরূপ ইহার বিশাল বক্ষঃস্থল, উহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, পরশু-

বক্ষঃ পশ্য বিশালক্ষ সর্বশস্ত্রনিবর্হণম্।
ন ত্বেষ প্রাকৃতঃ কশ্চিৎ কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ।
মহাত্মা ত্বেষ রাজেন্দ্র রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ত্রিপুরবধোপাখ্যানে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

রামের এই প্রতাপশালী মহাত্মা শিষ্য স্বয়ম্বা সূর্যপুত্র কর্ণ কোন সাধারণ পুরুষ নহে। ১৬২-১৬৩

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ত্রিপুর-বধোপাখ্যানবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শল্য-দুর্যোধনয়োঃ কর্ণোপকথনম্, কর্ণস্য সারথ্যং কর্তুং শল্যস্য স্বীকৃতিশ্চ।)

দুর্যোধন উবাচ।

এবং স ভগবান্ দেবঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
সারথ্যমকরোৎ তত্র ব্রহ্মা রুদ্রোঽভবদ্ রথী ॥ ১

রথিনোঽভ্যধিকো বীর কর্তব্যো রথসারথিঃ।
তস্মাত্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র নিযচ্ছ তুরগান্ মৃধি ॥ ২

যথা দেবগণৈস্তত্র কৃতো যত্নাৎ পিতামহঃ
তথাত্মাভির্ভবান্ যত্নাৎ কর্ণাদভ্যধিকো মৃতঃ ॥ ৩

যথা দেবৈর্মহারাজ ঈশ্বরোঽধিকো মৃতঃ।
তথা ভবানপি ক্ষিপ্রং রুদ্রস্যেব পিতামহঃ ॥ ৪

নিযচ্ছ তুরগান্ যুদ্ধে রাধেয়স্য মহাত্মনঃ।

শল্য উবাচ।

মহাপ্রাজ্ঞবরশ্রেষ্ঠ বহুশোঽমরসিংহয়োঃ ॥ ৫

কথ্যমানং শ্রুতং দিব্যমাখ্যানমতিমানুষম্।
যথা চ চক্রে সারথ্যং ভবস্য প্রপিতামহঃ ॥ ৬

যথাসুরাংশ্চ নিহতা ইষুণৈকেন ভারত।
কৃষ্ণস্য চাপি বিদিতং সর্বমেতৎ পুরা কৃতম্ ॥ ৭

যথা পিতামহো ভক্ত্যা ভগবান্ সারথিস্তদা।
অনাগতমতিক্রান্তং বেদ কৃষ্ণোঽপি তত্ত্বতঃ ॥ ৮

এতদর্থং বিদিত্বাপি সারথ্যমুপজগ্মিবান্।
ন্যয়ুঙ্ক্ষদপি কৃষ্ণস্ত কৃষ্ণঃ পার্থস্য ভারত ॥ ৯

যদি হন্যাচ্চ কৌন্তেয়ং সূতপুত্রঃ কথঞ্চন।
দৃষ্ট্বা পার্থং হি নিহতং স্বয়ং যোৎস্যতি কেশবঃ ॥ ১০

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[শল্য ও দুর্যোধনের কথোপকথন এবং কর্ণের সারথি-কার্য করিতে শল্যের স্বীকৃতি দান।]

দুর্যোধন বলিলেন,—এইরূপ সকললোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেখানে সারথির কার্য করিয়াছিলেন এবং রথারোহী যোদ্ধা হইয়াছিলেন রুদ্রদেব ॥ ১

বীর! রথের সারথি ত' তাঁহাকেই করিতে হয়, যিনি রথারোহী যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি যুদ্ধে কর্ণের অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করুন ॥ ২

যেরূপ দেবতারা সেখানে যত্নসহকারে ব্রহ্মাকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও বিশেষ চেষ্টার সহিত কর্ণ হইতেও অধিক বলবান্ আপনাকে সারথি-কার্য করিবার জন্য বরণ করিতেছি ॥ ৩

মহারাজ! যেরূপ দেবগণ মহাদেব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ব্রহ্মাকে তাঁহার সারথি হইবার জন্য বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও আপনাকে বরণ করিতেছি। মহাতেজস্বী নরেন্দ্র! অতএব আপনি যুদ্ধে রাধাপুত্র কর্ণের অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকুন ॥ ৪½

শল্য বলিলেন,—ভারত! নরশ্রেষ্ঠ! আমিও ত' যেসব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের এই অলৌকিক ও দিব্য উপাখ্যান বিদ্বান্‌গণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিরূপে প্রপিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবের সারথি কার্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপে একটি মাত্র বাণে সমস্ত অসুরদিগকে ভগবান্ শঙ্কর বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬½

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সময় যেরূপে মহাদেবের সারথি হইয়াছিলেন, এই সব পুরাতন বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণেরও অবশ্যই জানা আছে ॥ ৭½

কারণ, শ্রীকৃষ্ণও অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ভারত! এই বিষয় ভালভাবে জানিয়াই রুদ্রদেবের সারথি ব্রহ্মার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও কুন্তীনন্দন অর্জুনের সারথি হইয়াছেন ॥ ৮-৯

যদি সূতপুত্র কর্ণ কোনরূপে কুন্তীনন্দন অর্জুনকে বধ করিয়া

শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণির্দৃশ্যতে তব বাহিনীম্।
ন চাপি তস্য ক্রুদ্ধস্য বার্ষ্ণেয়স্য মহাত্মনঃ। ১১
স্থাস্যতে প্রত্যনীকেষু কশ্চিদত্র নৃপস্তব।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা ভাষমাণং তু মন্ত্ররাজমরিন্দমঃ। ১২
প্রত্যুবাচ মহাবাহুরদীনাত্মা সুতস্তব।
যাবদস্ত্রা মহাবাহো কর্ণং বৈকর্তনং রণে। ১৩
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং সর্বাস্ত্রার্থপারগম্।
যস্য জ্যাতলনির্ঘোষং শ্রুত্বা ভয়করং মহৎ। ১৪
পাণ্ডবেয়ানি সৈন্যানি বিদ্রবন্তি দিশো দশ।
প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো যথা রাত্রৌ ঘটোৎকচঃ। ১৫
মায়ানন্যানি কুর্বাণো হতো মায়াপুরস্কৃতঃ।
ন চাতিষ্ঠত বীভৎসুঃ প্রত্যনীকে কথঞ্চন। ১৬
এতাংশ্চ দিবসান্ সর্বান্ ভবতা মতিমা বৃতঃ

ভীমসেনশ্চ বলবান্ ধনুষ্কোট্যাভিচোদিতঃ। ১৭
উৎসৃজ্য সাধ্বসং রাজন্ মূঢ় ঔদরিকো যথা।
মাদ্রীপুত্রৌ তথা শূরৌ যেন জিষ্ণু মহারণে। ১৮
কথমার্যং পুরস্কৃত্য ন হন্যো যুধি মানিব।
যেন বৃষ্ণিপ্রবীরস্য সাত্যকেঃ সাধ্বতাং বরঃ। ১৯
নির্জিত্য সমরে শূরো বিরথশ্চ বলাৎ কৃতঃ।
সুরসৈন্যেশ্বরে সর্বে দৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগমাঃ। ২০
অসকৃদ্বিজিতাঃ সংখ্যে ন্যমানেন সংযুগে।
তং কথং পাণ্ডবা যুদ্ধে বিজেষ্যন্তি মহারথম্। ২১
যো হন্যাৎ সমরে ক্রুদ্ধো বজ্রহস্তং পুরন্দরম্।
স কথং সর্বাস্ত্রবিদ্ বীরঃ সর্ববিদ্যাস্ত্রপারগঃ। ২২
সানুবীর্যোণ তে তুল্যঃ পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
যং শল্যাকৃতঃ শস্ত্রনামবিষহঃ পরাক্রমে। ২৩

ফেলে, তবে ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহার হস্তে তখন শঙ্খ, চক্র ও গদা থাকিবে। তিনি তোমার সৈন্যদিগকে প্রমর্দিত করিয়া ধ্বস্ত করিয়া দিবেন ॥ ১০½

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া যখন অস্ত্র উদ্যোলিত করিবেন, সেই সময় তোমার পক্ষের কোন মহারথই তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। ১১½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজ শল্যকে এরূপ কথা বলিতে দেখিয়া আপনার পক্ষপাতী মহারথগণ পুত্র দুর্যোধন মনের মধ্যে অল্পও ভীরুতা না দেখাইয়া তাঁহাকে এই উত্তর দান করিলেন। ১২½

মহাবাহো! আপনি রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণকে অল্প অপমান করিবেন না; কারণ, সে সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববিধ শাস্ত্রের অর্থের পারগামী বিদ্বান্ ॥ ১৩½

এই বীরের বজ্র তুল্য গুণের অভিঘাত তলের টঙ্কার শুনি শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যরা দশ দিকে পলাইয়া যাইল। ১৪½

মহাবাহো! আপনি ত' ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে, কিরূপে সেই দিন রাত্রিতে শত শত মায়ার সৃষ্টিকারী মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ১৫½

এত দিন পর্যন্ত মহাভয়ে আবৃত হইয়া অর্জুনও কোনরূপেই কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১৬½

রাজন্! বলবান্ ভীমসেনকেও সে নিজ ধনুর অগ্রভাগের দ্বারা নিহত করত যুদ্ধের জন্য তোমার কাছেই পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে মূর্খ পেটুক প্রভৃতি নামে উপহাস পূর্বক আহ্বান করিয়াছিল। ১৭

মান্যবর! এই কর্ণ মহাসমরে বীরবর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকেও পরাজিত করত কোন বিশেষ প্রয়োজনকে সম্মুখে রাখিয়া এই দুই জনকে সংহার করে নাই। ১৮½

এই কর্ণ বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর সাত্যকিকেও সমরাঙ্গণে পরাজিত করিয়া তাহাকে বলপূর্বক রথহীন করিয়া দিয়াছিল। ১৯½

ইহা ব্যতীতও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত সৃঞ্জয়-যোদ্ধাদিগকেও এই কর্ণ যুদ্ধস্থলে ত্রাস করিতে করিতেই বহুবার পরাজিত করিয়াছে। ২০½

যে বীর ক্রুদ্ধ হইলে পর বজ্রধারী ইন্দ্রকেও সমরাঙ্গণে সংহার করিবার শক্তি রাখে, সেই মহারথী বীর কর্ণকে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কি ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? ২১½

আপনিও অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, সমস্ত বিদ্যা ও অস্ত্রবলের পারগামী বিদ্বান্ এবং বীর। এই জগতে বাহুবলে আপনার তুল্য আর কোন ব্যক্তি নাই ॥ ২২½

শত্রুসূদন! আপনি পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠেন। তাহাদের পক্ষে আপনি তখন শল্যকৃত (কণ্টকস্বরূপ) হইয়া যান বলিয়া আপনাকে সকলে 'শল্য' বলিয়া আহ্বান করে ॥ ২৩½

ততস্ত্বমুচ্যতে রাজন্ শল্য ইত্যরিসূদন।
তব বাহুবলং প্রাপ্য ন শেকুঃ সর্বসাত্বতাঃ ॥ ২৪
তব বাহুবলাদ্ রাজন্ কিং নু কৃষ্ণো বলাধিকঃ।
যথা হি কৃষ্ণেন বলং ধার্য্যং বৈ ফাল্গুনে হৃতে ॥ ২৫
তথা কর্ণাত্যয়ীভাবে ত্বয়া ধার্য্যং মহদ্ বলম্।
কিমর্থং সমরে সৈন্যং বাসুদেবো ন্যবারয়ৎ ॥ ২৬
কিমর্থঞ্চ ভবান্ সৈন্যং ন হনিষ্যতি মারিষ।
তৎকৃতে পদবীং পন্থামিচ্ছেয়ুঃ যুধি মারিষ।
সোদরাণাঞ্চ বীরাণাং সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৭

শল্য উবাচ।

কস্মাৎ ব্রবীষি গান্ধারে অগ্রে সৈন্যস্য মানদ।
বিশিষ্টং দেবকীপুত্রাৎ প্রীতিমানস্মাহং যদি ॥ ২৮
এষ সারথ্যমাতিষ্ঠেৎ রাধেয়স্য যশস্বিনঃ।
যুধ্যতঃ পাণ্ডবাগ্র্যেণ যথা স্যাৎ বীর মন্যসে ॥ ২৯
সমযুদ্ধ্যন্ত হি মে বীর কশ্চিদ্ বৈকর্তনং প্রতি।
উৎসৃজেয়ং যথাপ্রাণমহং বাপ্যেতস্য সন্নিধৌ ॥ ৩০

সঞ্জয় উবাচ।

তথেতি রাজন্ পুত্রস্তে সহ কর্ণেন মারিষ।
অব্রবীন্নৃপতিং সর্বক্ষত্রস্য সন্নিধৌ ॥ ৩১
সারথ্যস্যাভ্যুপগমাচ্ছল্যেনাশ্বাসিতস্তদা।
দুর্যোধনস্তদা হৃষ্টঃ কর্ণং তমভিষেচয়ৎ ॥ ৩২
অব্রবীচ্চ পুনঃ কর্ণং ত্বরমাণঃ সুতস্তব।
জহি পার্থান্ রণে সর্বান্ মহেন্দ্রো দানবানিব ॥ ৩৩
স শল্যোঽভ্যুপগতে হয়ানাং সংনিবর্হণে।
কর্ণো হৃষ্টমনা ভূয়ো দুর্যোধনমভাষত ॥ ৩৪
নাতিহৃষ্টমনা ত্বেষ মদ্ররাজোঽভিভাষতে।
রাজন্ মধুরয়া বাচা পুনরেনং ব্রবীহি বৈ ॥ ৩৫
ততো রাজা মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বাস্ত্রকুশলো বলী।
দুর্যোধনোঽব্রবীচ্ছল্যং মদ্ররাজং মহীপতিম্ ॥ ৩৬

রাজন্! আপনার বাহুবল লাভ করিয়া সাত্বতবংশীয় সকল ক্ষত্রিয়গণই কখনও যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারে না। আপনার বাহুবল অপেক্ষা কি শ্রীকৃষ্ণের বল অধিক? ২৪।

যেরূপ অর্জুন নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে রক্ষা করিবেন, সেইরূপ আপনিও যদি কর্ণের মৃত্যু হয়, তবে আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করিবেন॥ ২৫।

মাতুল! বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কি কারণে কৌরব-সৈন্যদিগকে নিবারণ করিবেন এবং আপনি কিজন্য পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বধ না করিবেন? ২৬।

মাননীয় নরেন্দ্র! আমি ত' আপনারই জন্য যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া নিজের বীর ভ্রাতৃবৃন্দ ও সমস্ত রাজাদের (জন্ম হইতে মুক্তি পাইবার আশায় তাঁহাদেরই) পথে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি॥ ২৭

শল্য বলিলেন,—মানদ! গান্ধারীনন্দন! তুমি এই যে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা আমারই বৈশিষ্ট্য কীর্তন করিলে, ইহাতে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি॥ ২৮

বীর! আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় যদিও রাধাপুত্র কর্ণের সারথি-কার্য্য করিব, যাহা তোমার একান্ত ইচ্ছা। ২৯

বীরবর! কিন্তু সূর্যপুত্র কর্ণকেও আমার এক সর্ত পালন করিতে হইবে। আমি তাহার নিকটে আমার ইচ্ছানুসারে যাহা কিছু বলিতে পারিব। ৩০

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় রাজন্! তখন সমস্ত ক্ষত্রিয়-দিগের নিকট কর্ণ সহ আপনার পুত্র দুর্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন—তাহাই হইবে। ৩১

যখন সারথি-কার্য্য করিতে শল্য স্বীকৃত হইলেন, তখন রাজা দুর্যোধন অতিশয় হর্ষের সহিত কর্ণকে অভিষেক করিলেন। ৩২

তাহার পর বন্দীজনগণের দ্বারা নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্ণকে পুনরায় বলিলেন,—বীর! তুমি রণাঙ্গনে যুদ্ধার্থী সকল পুরুষকেই সেইভাবে সংহার কর, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ৩৩

শল্য যখন অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অর্থাৎ সারথির কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন কর্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় দুর্যোধনকে বলিলেন॥ ৩৪

রাজন্! এই মদ্ররাজ শল্য অধিক প্রসন্ন হইয়া কোন কথা বলিতেছেন না, অতএব তুমি মধুর বাক্যে ইঁহাকে পুনরায় কিছু বল॥ ৩৫

তখন সর্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিপুণ, পরম বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ রাজা দুর্যোধন মদ্রদেশের রাজা ভূপতি শল্যকে সম্বোধিত করিতে করিতে এবং নিজের মেঘগম্ভীর স্বরে সেখানকার সকল দিক্ যেন পূর্ণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৩৬।

পূরয়ন্নিব যোধেন মেঘদুন্দুভিরয়া গিরা।
শল্য কর্ণেহিদ্য নেনাদ্য যোদ্ধব্যমিতি মন্যতে ॥ ৩৭
তত্ত্ব যং পুরুষব্যাঘ্র নিযচ্ছ তুরগান্ যুধি।
কর্ণো হ্যেতান্ সর্বান্ ফাল্গুনং হন্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৮
তস্যাভীষুপ্রহে রাজন্ প্রযাচে ত্বাং পুনঃ পুনঃ।
পার্থস্য সচিবঃ কৃষ্ণো যথাভীষুপ্রহো বরঃ ॥
তথা ত্বমপি রাধেয়ং সর্বতঃ পরিপালয় ॥ ৩৯

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ শল্যঃ পরিষ্বজ্য সূতং তে বাক্যমব্রবীৎ।
দুর্যোধনমমিত্রঘ্নং প্রীতো মদ্রাধিপস্তদা ॥ ৪০

শল্য উবাচ।

এষ তে চোদয়ন্ রাজন্ পার্থায়ে স্থিরবর্শন।
তস্মাৎ তে যৎ প্রিয়ং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং করবাণ্যহম্ ॥ ৪১
যদ্যদ্যি ভরতশ্রেষ্ঠ যোগ্যঃ কর্মণি কর্হিচিৎ।
তত্র সর্বাত্মনা যুক্তো বক্ষ্যে কার্যতুরং তব ॥ ৪২
যত্তু কর্ণমহং ক্রূরং ব্রিভকামঃ প্রিয়াপ্রিয়ে
মম তৎ ক্ষমতাং সর্বং ভবান্ কর্ণশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৩

কর্ণ উবাচ।

ঈশানস্য যথা ব্রহ্মা যথা পার্থস্য কেশবঃ।
তথা নিত্যং হিতে যুক্তো মদ্ররাজ ভবস্ব নঃ ॥ ৪৪

শল্য উবাচ।

আত্মনিন্দাত্মপূজা চ পরনিন্দা পরস্তবঃ।
অনাচরিতমার্যাণাং বৃত্তমেতচ্চতুর্বিধম্ ॥ ৪৫
যৎ তু বিদ্বন্ প্রবক্ষ্যামি প্রত্যয়ার্থমহং তব।
আত্মনঃ গুণসংযুক্তং তন্নিবোধ যথাতথম্ ॥ ৪৬
অহং শক্রস্য সারথ্যে যোগ্যো মাতলিবৎ প্রভো।
অশ্বানাং প্রয়োগাচ্চ জ্ঞানবিদ্যাচিকিৎসনৈঃ ॥ ৪৭
ততঃ পার্থেন সংগ্রামে যুধ্যমানস্য তেজসা।
বাহয়িষ্যামি তুরগান্ বিদ্ধ্যেতৎ তব সূতজ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যাসারথ্যস্বীকারে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

শল্য। আজ কর্ণ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি রণস্থলে তাহার অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন ॥ ৩৭

কর্ণ অদ্য সব শত্রুবীরদিগকে বধ করিয়া অর্জুনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! সেইহেতু তাহার অশ্বগণের রক্ষা বিষয়ে অদ্য আমি বারংবার আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩৮

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও সারথি, সেরূপ আপনিও সর্বতোভাবে রাধাপুত্র কর্ণকে রক্ষা করুন ॥ ৩৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তখন মদ্ররাজ শল্য প্রসন্ন হইয়া আপনার পুত্র শত্রুসূদন দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করত বলিলেন ॥৪০

শল্য বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! স্থিরধর্শন নরেন্দ্র! তুমি যদি এরূপ মনে কর, তবে তোমার যাহা কিছুই প্রিয় কার্য আছে, তৎসমস্তই আমি সম্পাদন করিব ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যে কোন স্থানে যে কোন কর্মের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইব, সেখানে আমি তোমার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সর্বতোভাবে সেই কার্যভার বহন করিব ॥ ৪২

কিন্তু আমি হিতকামী হইয়া কর্ণকে যে সব প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্য বলিব, তৎসমস্ত তুমি ও কর্ণ ক্ষমা করিবে ॥ ৪৩

কর্ণ বলিলেন,—মদ্ররাজ! যেরূপ ব্রহ্মা মহাদেবের এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের হিতে সর্বদা সচেষ্ট আছেন, সেরূপ আপনিও নিরন্তর আমাদের হিতে নিরত থাকিবেন ॥ ৪৪

শল্য বলিলেন,—নিজের নিন্দা ও প্রশংসা, পরের নিন্দা ও স্তুতি—এই চারিপ্রকার আচরণ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কখনও করেন না ॥ ৪৫

বিদ্বন্! কিন্তু আমি তোমার বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নিজের প্রশংসাসূচক এই কথা বলিতেছি, উহা তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর ॥ ৪৬

প্রভাবশালী কর্ণ! আমি সাবধানতা, অশ্বজ্ঞান, জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রকৃতি সদ্গুণসমূহের দ্বারা ইন্দ্রের সারথি-কার্যে নিযুক্ত মাতলির ন্যায় সুযোগ্য ॥ ৪৭

নিষ্পাপ সূতপুত্র কর্ণ! যখন তুমি যুদ্ধস্থলে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন আমি অবশ্যই তোমার অশ্বদিগকে সঞ্চালন করিব। তুমি এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শল্যের সারথি-কার্য করিতে স্বীকৃতিবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধার্থ কর্ণস্য প্রস্থানম্, শল্যেন সহ কথোপকথনঞ্চ]

দুর্যোধন উবাচ।

অয়ং তে কর্ণ সারথ্যং মদ্ররাজঃ করিষ্যতি।
কৃষ্ণাদপ্যধিকো যন্তা দেবেন্দ্রস্যেব মাতলিঃ ॥ ১
যথা হরিহয়ৈর্যুক্তং সংগৃহ্ণাতি স মাতলিঃ।
শল্যস্তথা তবাস্যাশ্বান্ সংযন্তা রথ-বাজিনাম্ ॥ ২
যোধে ত্বয়ি রথস্থে চ মদ্ররাজে চ সারথৌ।
রথশ্রেষ্ঠো ধ্রুবং সংখ্যে পার্থানভিভবিষ্যতি ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্যোধনো ভূয়ো মদ্ররাজং তরস্বিনম্।
উবাচ রাজন্ সংগ্রামেঽধ্যুষিতে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৪
কর্ণস্য যন্ত্বং সংগ্রামে মদ্ররাজ ত্রয়োস্তমান।
ত্বয়াভিগুপ্তো রাধেয়ো বিভেষ্যতি ন কঞ্চন ॥ ৫
ইত্যুক্তো রথমাস্থায় তূর্ণমভ্যাদ্রবত্ত তান্।

শল্যোঽভ্যুপগতে কর্ণঃ সারথিং সুমনাব্রবীৎ ॥ ৬
যাহি সূত সুসন্নদ্ধং মদ্রং কমলবেক্ষণম্ বরম্।
ততো জৈত্রং রথবরং গন্ধর্বনগরোপমম্ ॥ ৭
বিধিবৎ কল্পিতং ভদ্রং জয়েত্যুক্ত্বা সুবেদবৎ।
তং রথং রাধনাঃ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণোঽভ্যর্চ্য যথাবিধি ॥ ৮
সম্পাদিতং ব্রহ্মবিদা পূর্বমেব পুরোধসা।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং যত্নাদুপস্থায় চ ভাস্করম্ ॥ ৯
সমীপস্থং মদ্ররাজমারোহেতি সুমনাব্রবীৎ।
ততঃ কর্ণস্য দুর্ধর্ষঃ সুসন্নদ্ধবরং নরম্ ॥ ১০
আরুরোহ মহাতেজাঃ শল্যঃ সিংহ ইবাচলম্।
ততঃ শল্যাভিগুপ্তং তং কর্ণঃ স্বং রথমুত্তমম্ ॥ ১১
অথাতিষ্ঠত্ মহাতেজাঃ বিধূতেষুঃ দিবাকরঃ
তাবেকরথমাস্থায় শুশুভাতে নরর্ষভৌ ॥ ১২

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[যুদ্ধের জন্য কর্ণের প্রস্থান এবং শল্যের সহিত কথোপকথন।]

দুর্যোধন বলিলেন,—কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য তোমার সারথি-কার্য্য করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলির তুল্য এই শ্রীকৃষ্ণও শ্রেষ্ঠ রথসঞ্চালক ॥ ১

যেরূপ মাতলি ইন্দ্রের অশ্বগণের দ্বারা যোজিত রথের রশ্মি ধারণ করেন, সেইরূপ ইনিও তোমার রথের অশ্বগণের রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিবেন ॥ ২

যখন তুমি যোদ্ধা হইয়া রথের উপরে উপবিষ্ট হইবে এবং মদ্ররাজ শল্য সারথিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই শ্রেষ্ঠ রথ নিশ্চয়ই যুদ্ধে কুন্তীপুত্রদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর দুর্যোধন প্রাতঃকালে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর পুনরায় বেগশালী মদ্ররাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪

মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামস্থলে কর্ণের এই শ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে সংযত রাখিবেন। আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রাধাপুত্র কর্ণ নিশ্চয়ই অর্জুনকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৫

ভারত! দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর শল্য রথ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'তথাস্তু' তাহাই হউক। যখন শল্য সারথি-কার্য্য করিতে পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন কর্ণ প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মাদ্রীপুত্র বিশেষ সুন্দর সারথিকে সত্বর বলিলেন—সূত! তুমি আমার রথ সজ্জিত করিয়া শীঘ্র আন ॥ ৬

তখন সারথি সুসজ্জনপটুতা, বিনয়, বিজ্ঞতা, শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলকারক বেশ দ্বারা অশ্বগণের সুসজ্জিত করিয়া নিবেদন করিল যে, প্রভো! আপনার জয় হউক, রথ প্রস্তুত আছে ॥ ৭

বিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ বেদজ্ঞ পুরোহিতের দ্বারা যাহার পূর্ব্বেই মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই রথকে বিধি অনুসারে পূজা এবং প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর যত্নসহকারে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া শীঘ্র প্রস্থানের মদ্ররাজকে বলিলেন—প্রথমে আপনি রথে উপবেশন করুন ॥ ৮-৯½

অনন্তর যেরূপ সিংহ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাতেজস্বী শল্য কর্ণের দৃঢ়, বিশাল এবং শ্রেষ্ঠ রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ১০½

কর্ণ নিজের উত্তম রথকে সারথি শল্যকর্তৃক আরূঢ় দেখিয়া স্বয়ংও তাহার উপর সেইরূপে আরোহণ করত অবস্থান করিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের উপর আরূঢ় হইয়া অবস্থিত থাকেন ॥ ১১½

যেরূপ আকাশে কোন এক বিশাল মেঘমণ্ডলের উপর একত্র উপবেশনপূর্ব্বক সূর্য্য ও অগ্নিদেব প্রকাশিত হইতে থাকেন, সেইরূপ সূর্য্য এবং অগ্নিসদৃশ তেজস্বী কর্ণ ও শল্য একই রথে আরূঢ় হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১২½

অভ্রাজেতাং যথা মেঘং সূর্য্যাস্তৌ সঙ্কিতৌ দিবি।
সংজ্বলমানৌ তৌ বীরৌ তদান্তাং হ্রাদিসত্তমৌ ॥ ১৩
ঋষিকুলদণ্ডৈরিন্দ্রাগ্নী ভূরমানাবিবাম্বরে।
স শল্যসংগৃহীতাগ্রে রথে কর্ণঃ স্থিতো বভৌ ॥ ১৪
বজ্রবিস্ফারবন্ ঘোরং পরিবেষীব ভাস্করঃ।
আস্থিতঃ স রথশ্রেষ্ঠং কর্ণঃ শরশতস্তিমান্ ॥ ১৫
প্রবতৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ মন্দরস্থ ইবাংশুমান্।
তং রথস্থং মহাবাহুং যুদ্ধায়াভিমতেজসম্ ॥ ১৬
দুর্য্যোধনস্তু রাধেয়মিদং বচনমব্রবীৎ।
অকৃতং দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং দুষ্করং কর্ম সংযুগে ॥ ১৭
কুরুষ্বাদিরথে বীর মিষতাং সর্ব্বধন্বিনাম্।
মনোগতং মম হ্যেতদ্ ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ ॥ ১৮
অর্জ্জুনং ভীমসেনঞ্চ নিহন্ত্যাবাহিতি ধ্রুবম্।
তাভ্যাং যদকৃতং বীর বীরকর্ম মহামৃধে ॥ ১৯
তৎ কর্ম কুরু রাধেয় বজ্রপাণিরিবাপরঃ।
গৃহাণ ধর্মরাজং বা জহি বা যং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২০
ভীমসেনঞ্চ রাধেয় মাদ্রীপুত্রৌ যমাবপি।
জয়স্ব দ্বেষ্টৃন্ ভদ্রং তে প্রযাহি পুরুষর্ষভ ॥ ২১
পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্যানি কুরু সর্ব্বাণি ভস্মসাৎ।
ততস্তূর্য্য-সহস্রাণি ভেরীণাময়ুতানি চ ॥ ২২
বাজমানান্যরাজন্ত মেঘনদ্যো যথা দিবি।
প্রতিগৃহ্য তু তদ্ বাক্যং রথস্থো রথসত্তমঃ ॥ ২৩
অভ্যভাষত রাধেয়ঃ শল্যং যুদ্ধবিশারদম্।
চোদয়াশ্বান্ মহাবাহো যাবদস্মি ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৪
ভীমসেনং যমৌ চোভৌ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্।
অদ্য পশ্য তু মে শল্য বাহুবীর্য্যং ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ২৫
অদ্যতঃ কঙ্কপর্ব্বাণং সহস্রাণি শতানি চ।
অদ্য ক্ষেপ্স্যামি তং শল্য শরান পরমতেজনান্ ॥ ২৬
পাণ্ডবানাং বিনাশায় দুর্য্যোধনজয়ায় চ।
শল্য উবাচ।
সূতপুত্র কথং দ্বং পাণ্ডবানেবমস্যসে ॥ ২৭

সেই সময় এই দুই পরম তেজস্বী বীরকে সকলে স্তব করিতে লাগিলেন, যেরূপ যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১৩½

শল্য নিজ হস্তে যে রথের অশ্বগণের রজ্জু ধারণ করিলেন, সেই রথে উপবিষ্ট কর্ণ বীর বজ্র বিস্ফারিত করিয়া সেইভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ নিজ কিরণমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যদেব শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ১৪½

সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করত পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ বীর বাসবের বিজয়াবলির দ্বারা যুক্ত হইয়া মন্দরাচল শিখরে বেদীস্থানে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৫½

যুদ্ধের জন্য রথের উপর উপবিষ্ট অধিতেজস্বী মহাবাহু রাধাপুত্র কর্ণকে দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন,—বীর! অধিরথনন্দন! যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্মও যে কর্ম করিতে পারেন নাই, সেই দুষ্কর কর্ম তুমি সমস্ত বন্ধুজন বীরগণের সম্মুখে সম্পন্ন কর ॥ ১৬-১৭½

আমার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, মহারথী ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য অর্জুন এবং ভীমসেনকে অবশ্যই সংহার করিবেন ॥ ১৮½

বীর! রাধানন্দন! সেই দুইজনে যে কর্ম করিতে পারেন নাই, সেই বীরোচিত কর্ম তুমি আজ মহাসমরে দ্বিতীয় বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চয়ই পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৯½

রাধানন্দন! কর্ণ! তুমি সত্বরই যুধিষ্ঠিরকে বন্দী কর অথবা অর্জুন, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্রদ্বয় নকুল-সহদেবকে বধ কর ॥ ২০½

পুরুষপ্রবর! তোমার জয় হউক এবং কল্যাণ হউক। এখন তুমি গমন কর ও পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ভস্মসাৎ কর ॥ ২১½

তদনন্তর সহস্রসংখ্যক তূর্য্য ও দশ সহস্র রণভেরী বাজিয়া উঠিল। যাহাদের ধ্বনি আকাশে মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২২½

রথে উপবিষ্ট রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধানন্দন কর্ণ দুর্য্যোধনের সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধনিপুণ রাজা শল্যকে বলিলেন,—মহাবাহো! আমার অশ্বগণকে চালনা করুন, যাহাতে আমি অর্জুন, ভীমসেন, দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিতে পারি ॥ ২৩-২৪½

শল্য! আজ শত শত ও সহস্র সহস্র কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণসমূহ দুর্বলকারী কর্ণ আমার বাহুবল অর্জুন প্রত্যক্ষ করিবে ॥ ২৫½

শল্য! আজ আমি পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য এবং দুর্য্যোধনের জয়লাভের জন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসকল নিক্ষেপ করিব ॥ ২৬½

শল্য বলিলেন,—সূতপুত্র! তুমি পাণ্ডবদিগকে অবহেলা করিতেছ কেন? কারণ, তাহারা সকলে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসমূহে

সর্বাস্ত্রজ্ঞান্ মহেষ্বাসান্ সর্বানেব মহাবলান্
অনিবর্তিনো মহাভাগানজয্যান্ সত্যবিক্রমান্ ॥ ২৬
অপি সম্ভনয়েদ্‌যুর্ধে ভয়ং সাক্ষাচ্ছতক্রতোঃ।
যদা শ্রোষ্যসি নির্ঘোষং বিধুন্বিতমিবাম্বনেঃ ॥ ২৯
রাধেয় গাণ্ডিবস্যাজৌ তদা নৈবং বদিষ্যসি।
যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমেন কুঞ্জরানীকমাহবে। ৩০
বিশীর্ণদন্তং নিহতং তদা নৈবং বদিষ্যসি।
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে ধর্মপুত্রং যমৌ তথা ॥ ৩১
বিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ কূর্দমানমভ্রস্থামিবাম্বরে।

অতিরথ, মহাধনুর্দ্ধর, অতিশয় বলশালী, যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করে না, অক্ষয় এবং সত্যপরাক্রমী ॥ ২৭-২৮

তাহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের মনেও ভয় উৎপন্ন করিতে সমর্থ। রাধাপুত্র! যখন তুমি যুদ্ধস্থলে বজ্রের ধ্বনি শব্দের ন্যায় গাণ্ডীব ধনুর গম্ভীর জ্যানিনাদ শ্রবণ করিবে, তখন আর এরূপ কথা বলিবে না ॥ ২৯½

যখন তুমি দেখিবে যে, ভীমসেন গজ-সৈন্যদের শুণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহাদের সংহার করিতেছে, তখন তুমি এরূপ কথা আর বলিতে পারিবে না ৩০½

অন্তরীক্ষে বিচরন্তীর্মেঘানিব সমুদ্যতান্ শরোঘান্।
পার্থিবানপি চাস্যান্তং তদা নৈবং বদিষ্যসি ॥ ৩২

সঞ্জয় উবাচ।

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং মদ্ররাজেন ভাষিতম্।
বাহীকত্রয়ীং কর্ণো মদ্ররাজং তরস্বিনম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যসংবাদে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

যখন তুমি ইহা দেখিবে যে, সংগ্রামে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব এবং অন্যান্য দুর্জয় ভূপতিগণ অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত হস্তলাঘব করিতেছে, নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আকাশে মেঘের ছায়ার ন্যায় ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা নিরন্তর বাণবর্ষণ করিতেছে এবং শত্রুদিগকে সংহার করিতেছে, তখন তুমি আর এরূপ কথা বলিবার সাহস পাইবে না ॥ ৩১-৩২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজকথিত সেই বাক্যকে উপেক্ষা করিয়া কর্ণ বেগশালী মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন,—আচ্ছা, চলুন। ৩৩

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শল্যের সংবাদবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানাং মধ্যে দুর্নিমিত্তানাং প্রকাশঃ, কর্ণসান্ত্বপ্রশংসা, শল্যেন তস্যোপহাসঃ, অর্জুনস্য বল-পরাক্রমবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা কর্ণং মহেষ্বাসং যুদ্ধায়ৈব সমবস্থিতম্।
হৃষ্টরূপাঃ কুরবঃ সর্বে হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ। ১

ততো দুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ভেরীণাং নিনদেন চ।
বাণশব্দৈশ্চ বিবিধৈর্গর্জিতৈশ্চ তরস্বিনাম্। ২

নির্যযুস্তাবকা যুদ্ধে মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
প্রযাতে তু তদা কর্ণে যোধেষু মুদিতেষু চ। ৩

চচাল পৃথিবী রাজন্ সবাশ্চ সুমহস্বনম্।
নিঃসরন্তো ব্যদৃশ্যন্ত সূর্যাৎ সপ্ত মহাগ্রহাঃ। ৪

উল্কাপাতাশ্চ সঙ্কল্পা নিপেতুর্ভয়দাস্তথৈব চ
শুষ্কাশনিশ্চ সম্পেতুর্বিনাদাশ্চ ভৈরবাঃ। ৫

মৃগপক্ষিগণাশ্চৈব পৃথগ্বাচঃ সুদারুণাঃ
অপসব্যাঃ তথা চক্রুরহন্যস্যা মহাভয়ম্। ৬

প্রস্থিতস্য চ কর্ণস্য নিপেতুস্তুরগা ভুবি।
অস্থিবর্ষঞ্চ পতিতমতুরিক্ষাদ্ ভয়ানকম্। ৭

জজ্বলুশ্চৈব শস্ত্রাণি ধ্বজাশ্চৈব চকম্পিরে।
অশ্রূণি চ ব্যমুঞ্চন্ত বাহনানি বিশাম্পতে। ৮

এতে চান্যে চ বহব উৎপাতাস্তত্র দারুণাঃ।
সমুৎপেতুর্বিনাশায় কৌরবাণাং সুদারুণাঃ। ৯

ন চ তান্ গণয়ামাসুঃ সর্বে দৈবেন মোহিতাঃ।
প্রস্থিতং সূতপুত্রঞ্চ জয়েত্যূচুর্নরাধিপাঃ।
নির্জিতান পাণ্ডবাংশ্চৈব মেনিরে তত্র কৌরবাঃ। ১০

ততো রথস্থঃ পরবীরহন্তা
ভীষ্ম-দ্রোণাবশুশ্রূষী সমীক্ষ্য।
সমুজ্জ্বলন্ ভাস্করপাবকাভো
বৈকর্তনোঽসৌ রথকুঞ্জরো নৃপ। ১১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যের মধ্যে দুর্লক্ষণসমূহের প্রকাশ, কর্ণের সান্ত্বপ্রশংসা, শল্যকর্তৃক উহার উপহাস এবং অর্জুনের বল-পরাক্রম বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যখন মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ যুদ্ধের ইচ্ছায় সমরাঙ্গণে সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন তখন সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া চারিদিকে আনন্দে কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। ১

তদনন্তর আপনার পক্ষের সমস্ত বীরগণ দুন্দুভি ও ভেরী-সমূহের ধ্বনি, বাদ্যসমূহের সন্ সন্ শব্দ এবং বেগশালী যোদ্ধাদের গর্জনের সহিত যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল। তাহাদের মনে এইরূপ নিশ্চয় ছিল যে, এখন একমাত্র মৃত্যুই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। ২৫

রাজন্! কর্ণ এবং কৌরব-যোদ্ধারা আনন্দিত মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলে পর পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল এবং ভীষণ স্বরে অবাক্ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ৩৷

সেই সময় সূর্য্যমণ্ডল হইতে সাতটি বড় বড় গ্রহকে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখা যাইল, উল্কাপাত আরম্ভ হইল, বিনা মেঘেই বজ্রপাত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর রক্তবৃষ্টি বর্ষিতে লাগিল। ৪-৫

স্থলে স্থলে বহু সংখ্যক মৃগ ও পক্ষী মহাভয়ের সূচনা করিতে করিতে অনেক স্থানে আপনার সৈন্যের সম্মুখ দিকে গমন করিতে লাগিল। ৬

কর্ণ যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন, সেই সময় তাহার অশ্বগণ ভূতলে পড়িয়া যাইল এবং আকাশ হইতে ভয়ানক অস্থিসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। ৭

প্রজানাথ! সেই সময় কৌরবদের অস্ত্রসকল জ্বলিয়া উঠিল, ধ্বজসমূহ আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং বাহনগণ অশ্রুধারা মোচন করিতে লাগিল। ৮

এই সকল এবং আরও অন্যান্য ভয়সংযুক্ত উৎপাত সেখানে উপস্থিত হইল, যাহা কৌরবগণের বিনাশেরই সূচনা করিতেছিল। ৯

কিন্তু দৈব কর্তৃক মোহিত হইয়া পড়ায় সেই সময় কৌরবেরা এ সমস্ত উৎপাতকে গ্রাহ্যই করিল না। সূতপুত্রকর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলে পর সমস্ত রাজারা জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণের এরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল যে, অতঃপর পাণ্ডবেরা পরাজিত হইবে। ১০

মহেশ্বর! তদনন্তর প্রজ্বলমান সূর্য্য এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী, শত্রুবীরগণের সংহার করিতে সমর্থ এবং রথের উপর উপবিষ্ট কর্ণ যখন দেখিলেন যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম

স শল্যমাভাষ্য জগাদ বাক্যং
পার্থস্য কর্মাতিশয়ং বিচিন্ত্য।
মানেন দর্পেণ বিমূঢ়মানঃ
ক্রোধেন দীপ্তাগ্নিব নিঃশ্বসংশ্চ ॥ ১২
নাহং মহেন্দ্রাদপি বজ্রপাণেঃ
ক্রুদ্ধাদ্ বিভেম্যায়ুধবান্ রথস্থঃ।
দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মপ্রমুখান্ শয়ানা-
নভীব মাং ভূশিরসা জহাতি ॥ ১৩
মহেন্দ্র-বিষ্ণুপ্রতিমাবনিন্দিতৌ
রথাগ্র্যনাগপ্রবর-প্রমাথিনৌ।
অবধ্যকল্পৌ নিহতৌ যদা পরৈ-
স্ততো ন মেঽস্যাস্তি রণেঽদ্য সাধ্বসম্ ॥ ১৪
সমীক্ষ্য সংখ্যেঽতিবলান্ নরাধিপান্
সমুদ্যতমাঙ্গরথান্ পরৈর্হতান্।
কথা ন সর্বানতিতান্ রণেঽবলৌ
মহাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণপুঙ্গবো গুরুঃ ॥ ১৫

স সংস্মরন্ দ্রোণবধং মহাত্মনে
ব্রবীমি সত্যং কুরবো নিবোধত।
ন বা মমস্তঃ প্রসহেদ্ রণেঽর্জুনং
সমাগতং মৃত্যুমিবোগ্ররূপিণম্ ॥ ১৬
শিক্ষাপ্রমাদশ্চ বলং ধৃতিশ্চ
ক্রোধে মহাস্ত্রাণি চ সত্ত্বতশ্চ।
স চেদ্গাঙ্গেয়মৃতাবশং মহাত্মা
সব্যসাচানোত্তরানড্ মজ্জে ॥ ১৭
নেহ ধ্রুবং কিঞ্চিদপি প্রচিন্তয়ন্
বিদ্যাং লোকে কর্মণো নিত্যযোগাৎ।
সূর্যোদয়ে কো হি বিমুক্তসংশয়ো
ভাবং কুরীতাস্য গুরৌ নিপাতিতে ॥ ১৮
ন নূনমস্ত্রাণি বলং পরাক্রমঃ
ক্রিয়াঃ সুনীতাঃ পরমায়ুধানি বা।
অলং মনুষ্যস্য সুখায় বস্তিতু
তথা হি যুদ্ধে নিহতঃ পরৈর্গুরুঃ ॥ ১৯

দোষ পাইয়াছে, তখন তিনি অর্জুনের অলৌকিক কর্মের চিন্তা করিতে করিতে অভিমান এবং দর্পে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি শল্যকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন ॥ ১১-১২

রাজন্! আমি যদি অস্ত্র ধারণ করিয়া রথে উপবিষ্ট থাকি এবং সেই অবস্থায় যদি স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া উপস্থিত হন, তবে ইহাতেও আমি ভীত হই না। ভীষ্মাদি মহারথী বীরগণকে রণাঙ্গনে শায়িত দেখিয়াও অস্থিরতা (বিভ্রান্তি) আমাকে পরিত্যাগ করিয়াই আছে ॥ ১৩

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য দেবরাজ ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর সদৃশ পরাক্রমশালী, সকলের দ্বারা প্রশংসিত, রথ, অশ্ব ও গজরাজ সকলের দ্বারা বধিত হইবার অযোগ্য এবং অবধ্যতুল্য ছিলেন। যখন ইঁহাদিগকেও শত্রুরা বিনাশ করিয়াছে, তখন আমাকে আর তাহারা কেন গণ্য করিবে? এই বিষয় চিন্তা করিয়াও আজ আমার রণাঙ্গনে ভয় হইতেছে না ॥ ১৪

বাহুবলে অত্যন্ত বলবান্ নরপতিদিগকে সারথি, রথ ও হস্তিসকলের সহিত শত্রুগণ কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়াও মহাস্ত্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণ রণাঙ্গনে সমস্ত শত্রুদিগকে কেন বধ করেন নাই? ১৫

অতএব মহাসমরে নিহত দ্রোণাচার্যকে স্মরণ করিয়া আমি এই সত্য কথা বলিতেছি যে, হে কৌরবগণ! তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর, আমি ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই রণাঙ্গনে অর্জুনের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না, কারণ সে ক্রুদ্ধের ন্যায় সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার রূপ সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় অতিশয় উগ্র হইয়া উঠে ॥ ১৬

শিক্ষা, অনবধানতা, বল, ধৈর্য, মহাস্ত্রসকল ও বিনয়—এ সমস্ত গুণই দ্রোণাচার্যে বিদ্যমান ছিল। সেই মহাত্মা দ্রোণাচার্যও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন অন্যান্য সকল যোদ্ধাকেই ত' আমি মরণাপন্ন বলিয়াই মনে করি ॥ ১৭

আমি নানা ভাবে বহু চিন্তা করিয়া কর্মের অনিত্যতার জন্য এ-জগতে কোন বস্তুকেই নিত্য বলিয়া মনে করি না। যখন দ্রোণাচার্য নিহত হইয়াছেন, তখন অপর আর কোন্ ব্যক্তি নিঃসংশয় হইয়া আগামী সূর্যোদয় পর্যন্ত জীবিত থাকিবার দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারে? ১৮

অস্ত্র, বল, পরাক্রম, ক্রিয়া, উত্তম নীতি কিংবা শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল প্রভৃতিও কোন মানুষকে সুখ দান করিতে পর্যাপ্ত নহে; কারণ, এই সব বস্তু থাকিতেও দ্রোণাচার্যকে শত্রুরা বিনাশ করিয়াছেন ॥ ১৯

হুতাশনাদিত্যসমানতেজসঃ
পরাক্রমে বিষ্ণু-পুরন্দরোপমম্।
নয়ে বৃহস্পত্যুশনোঃ সমং সমং
ন চৈনমন্যঃ সহতে দুঃসহম্॥ ২০
সম্প্রাক্রুষ্টে কবিতশ্রীকুমারে
পরাভূতে পৌরুষে বার্তরাষ্ট্রে।
মন্যে কৃত্যমিতি জানামি শল্য
প্রযাহি তস্মাদ্ দ্বিষতামনীকম্॥ ২১
যত্র রাজা পাণ্ডবঃ সত্যসন্ধো
ব্যবস্থিতো ভীমসেনার্জুনৌ চ।
বাসুদেবঃ সাত্যকিঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
যমৌ চ কর্ণান্ বিষহেম্মদস্তঃ॥ ২২
তস্মাৎ ক্ষিপ্রং মদ্রপতে প্রযাহি
রণে পাঞ্চালান্ পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ।
তান্ বা হনিষ্যামি সমেত্য সর্বো
যাস্যামি বা দ্রোণপথং যমায়॥ ২৩

ন ত্বেবাহং ন পমিষ্যামি মধ্যে
তেষাং শূরাণামিতি মাং শল্য বিদ্ধি।
মিত্রদ্রোহো মধ্যমো ন মেঽয়ং
ত্যক্ত্বা প্রাণানুদ্যাস্যামি লোকম্॥ ২৪
প্রাজ্ঞস্য মুচ্যেত চ জীবিতান্তে
নাস্তি প্রমোক্ষোঽশুভকর্মকৃত্যে।
অতো দ্বিষদ্ভির্যাস্যামি পার্শ্বান্
দ্বিষ্টং ন শক্যং ব্যতিবর্তিতুং বৈ॥ ২৫
কল্যাণবৃত্তঃ সততং হি রাজা
বৈচিত্রবীর্যস্য সুতো মমাসীৎ।
তস্যার্থসিদ্ধ্যর্থমহং ত্যজামি
প্রিয়ান্ ভোগান্ দুস্ত্যজং জীবিতঞ্চ॥ ২৬
বৈয়াঘ্রচর্মাবৃতকূবরাক্ষং
হৈমত্রিকোষং রজতত্রিবেণুম্।
রথপ্রবরৈঃ তুরগপ্রবরৈঃ—
যুক্তং প্রাপ্যামুমিহ হি রাজঃ॥ ২৭

অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী, বিষ্ণু এবং বজ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ও বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্যের সমান নীতিমান্ এই দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করিবার জন্য ইঁহার দুঃসহ অস্ত্রাদি তখন উপস্থিত হয় নাই অর্থাৎ ইঁহাকে রক্ষা করে নাই। ২০

শল্য! (দ্রোণাচার্য নিহত হইবার পর) যখন চারিদিকে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিল, ইত্ত বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং দুর্যোধনের পুরুষার্থ পরাভূত হইল, তখন এরূপ এক দুঃসময়ে দুর্যোধনের আমার সহায়তার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিল। আমি আমার এই কর্তব্যকে ভালভাবে জানি, অতএব আপনি শত্রুসৈন্যের দিকে গমন করুন। ২১

যেখানে সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছে, যেখানে ভীমসেন, অর্জুন, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, সৃঞ্জয় বীরগণ এবং নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতেছে, সেস্থানে আমি ব্যতীত অন্য কোন্ যোদ্ধা এই বীরগণের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। ২২

মহারাজ! সেইজন্য আপনি শীঘ্রই রণাঙ্গনে পাঞ্চাল, পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় বীরগণের দিকে রথ লইয়া চলুন। আজ যুদ্ধস্থলে ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া হয় আমি ইঁহাদিগকে সংহার করিব অথবা স্বয়ংই দ্রোণাচার্যের পথে গমন করত যমলোকে গমন করিব। ২৩

শল্য! আমি এই শৌর্যশালী বীরগণের মধ্যে যাইব না, এরূপ হীন আমাকে বুদ্ধিমান্ বলিবেন না, কারণ, সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা মিত্রদ্রোহ এবং মিত্রদ্রোহ আমার পক্ষে অনুচিত হইবে। সেইজন্য আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণাচার্যকেই অনুসরণ করিব। ২৪

বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয় ব্যক্তিরই আয়ু সমাপ্ত হইলে যমরাজ কর্তৃক যথাযোগ্য সৎকার লাভ হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। বিদ্বন্! অতএব আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের উপর অবশ্যই আক্রমণ করিব। দৈবের বিধানকে কেহই পরিবর্তন করিতে সমর্থ হয় না। ২৫

কুরুরাজপুত্র রাজা দুর্যোধন সর্বদাই আমার কল্যাণসাধনে তৎপর আছেন, সেইজন্য আজ আমি তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির জন্য নিজের প্রিয় ভোগ্য সামগ্রী এবং যাহাকে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, সেই প্রাণকেও আমি ত্যাগ করিব। ২৬

গুরুদেব পরশুরাম আমাকে এই উত্তম ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত এবং উত্তম অশ্বগণে যোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তিনটি সুবর্ণময় কোষ এবং রজতময় ত্রিবেণু সুশোভিত আছে। ইহার অশ্ব ও চক্রসকল হইতে কোন শব্দ উত্থিত হয় না। ২৭

বহূংশ্চ চিত্রান্ নিরীক্ষ্য শল্য
স্তূণান্ গদাঃ সায়কাংশ্চোগ্ররূপান্।
অসিঞ্চ দীপ্তং পরমায়ুধঞ্চ
শঙ্খঞ্চ শুভ্রং ধনবদ্ধমুগ্রম্ ॥ ২৮
পতাকিনং বজ্রনিপাতনিঃস্বনং
সিতাশ্বযুক্তং শুভভূষণোজ্জ্বলম্।
ইমং সমাস্থায় রথং রথর্ষভং
রণে হনিষ্যাম্যহমর্জুনং বলাৎ ॥ ২৯
তং চেন্মৃত্যুঃ সর্বহরোঽভিরক্ষেৎ
সদাপ্রমত্তঃ সমরে পাণ্ডুপুত্রম্।
তং বা হনিষ্যামি রণে সমেত্য
যাস্যামি বা ভীমমুখো যমায় ॥ ৩০
যম-বরুণ-কুবের-বাসবা বা
যদি যুগপৎ সগণা মহাহবে।
ভূতপিশাচ ইহেত্য পাণ্ডবং
কিমু বহুনা সহ তৈরুপৈমি তম্ ॥ ৩১

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি রণরভসস্য কত্থত—
স্তদুক্তমাশম্য বচঃ স মদ্ররাট্।
অবহসমবমন্য বীর্যবান্
প্রতিবিবেদে চ জগাদ চোত্তরম্ ॥ ৩২

শল্য উবাচ।

বিরম বিরম কর্ণ কত্থনা—
দতিরভসোঽপাতিপাতযুক্তবান্।
ক চ হি নরবরো ধনঞ্জয়ঃ
ক পুনরহো পুরুষাধমো ভবান্ ॥ ৩৩
যদুসদনমুপেন্দ্রপালিতং
ত্রিদশপতিবিমর্দরক্ষিতম্।
প্রলভমতিবিলোড্য কো হরেৎ
পুরুষবরাবরজামৃতেঽর্জুনাৎ ॥ ৩৪
ত্রিভুবনবিভুমীশ্বরেশ্বরং
ক ইহ পুমান্ ভবমাস্থয়েদ্ বুধি।
মৃগবরকলহে স্থিতেঽর্জুনাং
যুধি পরিবীয়াদমরপ্রভাবতঃ। ৩৫

শল্য! তাহার পর তিনি উত্তমরূপে এই রথকে নিরীক্ষণ করিয়া বহুসংখ্যক বিচিত্র বর্ম, তীক্ষ্ণ বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি, তীক্ষ্ণ উত্তম অস্ত্র এবং গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত উত্তম শ্বেত শঙ্খও দর্শন করিলেন ॥ ২৮

এই রথ সকল রথ হইতে উত্তম। ইহাতে পতাকাসমূহ উড্ডীন আছে, শ্বেতবর্ণের চারিটি অশ্ব যোজিত আছে এবং সুন্দর ভূষণ ইহার শোভাবর্ধন করিতেছে। গমন করিবার সময় এই রথ হইতে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে। আমি এই রথের উপর উপবেশন করিয়া রণাঙ্গনে অর্জুনকে সবলে বিনাশ করিব। ২৯

যদি সকলের প্রাণহরণকারী মৃত্যুও সর্বদা সাবধান থাকিয়া সমরস্থলে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে রক্ষা করিতে থাকে, তবে আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া তাহাকে সংহার করিব অথবা স্বয়ংই ভীষ্মের সম্মুখে যমলোকে গমন করিব ॥ ৩০

অধিক কথা বলিয়া আর কি লাভ হইবে? যদি এই মহাসমরে নিজ সেবকগণের সহিত যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও একত্রে মিলিত হইয়া আগমনপূর্বক এস্থলে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তথাপি তাঁহাদের সকলের সহিত আমি অর্জুনকে যুদ্ধ করিব ॥ ৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে অবহেলা করত উপহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় এরূপ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বাক্যত্যাগী কর্ণকে নিষেধ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ৩২

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! তুমি বিরত হও, নিজের প্রশংসা বন্ধ কর। তুমি অত্যন্ত উৎসাহে আবেগবশতঃ নিজের শক্তি হইতেও অধিক কথা বলিতেছ। অহো! কোথায় নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আর কোথায় মনুষ্যগণের মধ্যে অধম তুমি ॥ ৩৩

তুমি বল ত'; অর্জুন ব্যতীত অপর আর কোন্ বীর সাক্ষাৎ বিষ্ণুকর্তৃক সুরক্ষিত যদুবংশীয় দ্বারকাপুরী, দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক পালিতা দেবনগরী অমরাবতীই বে পুরীর উপর হইতে পারে, সেই নগরী মথিত করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে অপহরণ করিতে পারে? ৩৪-৩৫

অসুর-সুর-মহোরগান্ নরান্
গরুড়-পিশাচসযক্ষ-রাক্ষসান্।
ইষুভিরজয়দধিগৌরবাৎ
যত্তিলবিত্তক হবির্বিধৌ জয়ঃ ॥ ৩৬
স্মরসি ননু যদা পরৈর্হৃতঃ
স চ ধৃতরাষ্ট্রসুতোঽপি মোক্ষিতঃ।
দিনকরসদৃশৈঃ শরোত্তমৈর্মৃধি
কুরুষু বহূন্ বিনিহত্য তাবরীন্ ॥ ৩৭
প্রথমমপি পলায়িতে ত্বয়ি
প্রিয়কলহা ধৃতরাষ্ট্রসূনবঃ।
স্মরসি ননু যদা প্রমোচিতাঃ
ষড়রসবানবজিত্য পাণ্ডবৈঃ ॥ ৩৮
সমুদিতবলবাহনাঃ পুনঃ
পুরুষবরেণ জিতাঃ স্ম গোগ্রহে।
সগুরুগুরুসুতাঃ সভীষ্মকাঃ
কিমু ন জিতঃ স তদা ত্বয়াঽনঘঃ ॥ ৩৯
ইদমপরমুপস্থিতং পুনঃ—
স্তব নিধনায় সুমধ্যমস্য বৈ।
যদি ন রিপুভয়াৎ পলায়সে
সমরগতোঽদ্য হতোঽসি সূতজ ॥ ৪০

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি বহু পরুষং প্রভাষতি
প্রমনসি মদ্ররাজে রিপুজবম্।
ভৃশমভিকুপিতঃ পরন্তপঃ
কুরুপৃতনাপতিরাহ মদ্ররাজম্ ॥ ৪১

কর্ণ উবাচ।

ভবতু ভবতু কিং বিকত্থসে
ননু মম তস্য হি যুদ্ধমুদ্যতম্।
যদি স জয়তি মামিহাহবে
তত ইদমস্তু সুকত্থিতং তব ॥ ৪২

সঞ্জয় উবাচ।

এবমস্ত্বিতি মন্ত্রিণা উক্ত্বা নোত্তরমুক্তবান্।
যাহি শলেতি চাপ্যনং কর্ণঃ প্রাহ যুযুৎসয়া ॥ ৪৩
স রথঃ প্রথমৌ শক্রন্ শ্বেতাশ্বঃ শল্যসারথিঃ।
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সমরে তমো ঘন সবিতা যথা ॥ ৪৪

অর্জুন অগ্নিদেবের তেজঃ দ্বারা ধারণ করিয়া গরুড়, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, মহানাগ এবং মনুষ্যগণকেও স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা পরাজিত করিয়াছেন ও অগ্নিদেবকে অভীষ্ট হবিঃ প্রদান করিয়াছেন। ৩৬

কর্ণ! এ ঘটনা কি তোমার স্মরণ হয় যে, যখন কুরুরাজের প্রদেশে ঘোষযাত্রার সময় গন্ধর্বগণ শত্রু হইয়া দুর্যোধনকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তখন এই অর্জুনই সূর্যকিরণতুল্য তেজস্বী উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সেই বহুসংখ্যক শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধনকে বন্ধনমুক্ত করে? ৩৭

সেই যুদ্ধে তুমি সর্বপ্রথমেই পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে। সেই সময় পাণ্ডবেরাই গন্ধর্বদিগকে পরাজিত করিয়া কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিল। এ সব কথা কি তোমার স্মরণে আছে? ৩৮

বিরাটনগরে গোহরণের সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন বিশাল বলবাহনসম্পন্ন তোমাদের সকলকে দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্মের সহিত পরাজিত করিয়াছিল। সেই সময় তুমি অর্জুনকে পরাজিত কর নাই কেন? ৩৯

সূতপুত্র! এখন তোমার বধের জন্য পুনরায় অপর এক উত্তম যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি শত্রুর ভয়ে পলাইয়া না যাও, তবে রণাঙ্গনে উপস্থিত তুমি অবশ্যই নিহত হইবে। ৪০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন মহাধনা মদ্ররাজ শল্য এইরূপ শত্রুর প্রশংসামূলক বহু কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন কৌরব-সেনাপতি শত্রুতাপন কর্ণ অতিশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং শল্যকে বলিলেন। ৪১

কর্ণ বলিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক, কেন শত্রুর প্রশংসা করিতেছ? এখনও' আমার এবং তাহার যুদ্ধ উপস্থিতই হইয়াছে। যদি রণাঙ্গনে এস্থলে অর্জুন আমাকে পরাজিত করিতে পারে, তবে তোমার এই প্রশংসা করা উচিত বলিয়া গণ্য হইবে। ৪২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন মদ্ররাজ শল্য 'তাহাই হউক' বলিয়া নীরব রহিলেন। তিনি কর্ণের কথার আর কোন উত্তরদান করেন নাই। তখন কর্ণ যুদ্ধের বাসনায় তাঁহাকে বলিলেন—শল্য! রথ লইয়া চল। ৪৩

তাহার পর শল্য যাহার সারথি ছিলেন এবং যাহাতে শ্বেতবর্ণের চারিটি অশ্ব যোজিত ছিল, সেই বিশাল রথ অন্ধকারনাশী

ততঃ প্রায়াৎ শ্বেতিমান্ বৈ রথেন
সৈন্যাগ্রেণ শ্বেতয়ুক্তাগ্র কর্ণঃ।
স চালোক্য ধ্বজিনীং পাণ্ডবানাং
ধনঞ্জয়ং স্বয়া পর্যাপৃচ্ছৎ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণশল্যসংবাদে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

সূর্যদেবের ন্যায় সকলদিগকে সংহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ৪৪

তদনন্তর যুদ্ধমদে আহ্লাদিত ও শ্বেতাশ্বগণে যুক্ত সেই রথের দ্বারা কর্ণ অতিশয় প্রশস্ততার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সম্মুখে পাণ্ডবদের সৈন্যগণকে দেখিয়া স্বয়া সহকারে অর্জুনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৫

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর কথোপকথনবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনসন্দেশপ্রদানকারিণে নানাবিধ-ভোগ্যসামগ্রীদাম ইচ্ছানুসারেণ ধনদানায় কর্ণস্য ঘোষণা চ।]

সঞ্জয় উবাচ

প্রযাণে চ ততঃ কর্ণো হর্ষয়ন্ বাহিনীং তব।
একৈকং সমরে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ পর্যপৃচ্ছত ॥১

যো মামদ্য মহাত্মানং দর্শয়েচ্ছ্বেতবাহনম্।
তস্মৈ দদ্যামভিপ্রেতং ধনং যদ্যপ্যনেজতি ॥২

ন চেৎ তদভিমন্যেত তস্মৈ দদ্যামহং পুনঃ
শকটং রত্নসম্পূর্ণং যো মে ব্রূয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্ ॥৩

ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্।
শতং দদ্যাং পবাং তস্মৈ মৈত্তিকং কাঞ্চনোত্তমম্ ॥৪

শতং গ্রামবরাংশ্চৈব দদ্যামর্জুনদর্শিনে।
তথা তস্মৈ পুনর্দদ্যাং শ্বেতমশ্বতরীরথম্ ॥৫

যুক্তমষ্টবলীভির্যো মে ব্রূয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্ ॥৬

অন্যং বাস্মৈ পুনর্দদ্যাং হৈমং চক্রিযুগন্ধরম্।
তথাপ্যস্মৈ পুনর্দদ্যাং দাসীনাং শতমঙ্গজম্ ॥৭

শ্যামানাং নিষ্ককণ্ঠীনাং গীতবাদ্যবিশারদীম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্ ॥৮

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদদাতাকে নানাপ্রকার ভোগ্য-সামগ্রী এবং ইচ্ছানুসারে ধনদান করিবার জন্য কর্ণের ঘোষণা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! প্রস্থান করিবার সময় আপনার সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে কর্ণ সমরাঙ্গণে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দেখিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১

যে আজ আমাকে মহাত্মা শ্বেতবাহন অর্জুনকে দেখাইতে পারিবে, তাহাকে আমি তাহার অভীষ্ট ধন, যত তাহার মনে চাহিবে, তাহাই প্রদান করিব ॥ ২

যদি সেই ব্যক্তি তাদৃশ ধনে সন্তুষ্ট না হয়, তবে আমি তাহাকে আরও ধনপ্রদান করিব। যে আমাকে অর্জুনের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে আমি রত্নসমূহে পূর্ণ একটি যানপ্রদান করিব অর্থাৎ এক গাড়ী ধন দান করিব ॥ ৩

যে আমাকে অর্জুনকে দেখাইতে পারিবে, তাহাকে আমি প্রতিদিন দুগ্ধদানকারিণী এক শত স্বেহ ও কাঞ্চন দুগ্ধ-পাত্র দান করিব ॥ ৪

কেবল ইহাই নহে, অর্জুনকে যে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে আমি বড় বড় গ্রাম প্রদান করিব এবং যে ব্যক্তি অর্জুনের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে অশ্বতরী (খচ্চরী)-সমূহে যোজিত একটি শ্বেত রথ দান করিব; যে রথে কৃষ্ণকেশী বয় যুবতী বাস করিবে ॥ ৫½

যদি অর্জুনের দ্রষ্টা পুরুষ এই ধনকেও পর্যাপ্ত বলিয়া মনে না করে, তবে আমি আর একটি স্বর্ণময় রথ প্রদান করিব, যাহাতে হাতীর সমান হৃষ্ট-পুষ্ট ছয়টি বলদ যোজিত ছিল। সেই রথে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা এক শত এরূপ স্ত্রী ছিল, যাহারা শ্যামা (ষোল বৎসরবয়স্কা), সুবর্ণময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃতা এবং গানে ও বাদ্যে অভিজ্ঞা হইবে ॥ ৬-৭½

অর্জুনদ্রষ্টা পুরুষ যদি ইহাকেও মনোমত বলিয়া মনে না করে,

তস্মৈ দদ্যাং শতং নাগান্ শতং গ্রামান্ শতং রথান্।
সুবর্ণস্য চ মুখ্যস্য হয়াগ্র্যাণাং শতং শতান্ ॥ ৯
অষ্টা গুণৈঃ সুদান্তাংশ্চ ধুর্যবাহান্ সুশিক্ষিতান্।
তথা সুবর্ণশৃঙ্গীণাং গোধেনূনাং চতুঃশতম্ ॥ ১০
দদ্যাং তস্মৈ সবৎসানাং যো মে ক্রয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্ ॥ ১১
অন্যস্মৈ বরং দদ্যাং শ্বেতান্ পঞ্চশতান্ হয়ান্।
হেমজাতপরিচ্ছন্নান্ সুদন্তমণিভূষণান্ ॥ ১২
সুদান্তানপি চৈবাহং দদ্যামষ্টাদশাপরান্।
রথঞ্চ শুভ্রং সৌবর্ণং দদ্যাং তস্মৈ স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ১৩
যুক্তং পরমকাম্বোজৈর্যো মে ক্রয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্ ॥ ১৪
অন্যস্মৈ বরং দদ্যাং কুঞ্জরাণাং শতানি ষট্।
কাঞ্চনৈর্বিবিধৈর্ভাণ্ডৈরাচ্ছন্নান হেমমালিনঃ ॥ ১৫
উৎপন্নানপরান্তেষু বিনীতান্ হস্তিশিক্ষকৈঃ।

যদি অর্জুনদর্শী ব্যক্তি ইহাও পর্যাপ্ত বলিয়া মনে না করে, তবে তাহাকে আমি আরও শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিব। যাহাদের মধ্যে বৈশ্যগণ বাস করে, এরূপ চৌষট্টি সমৃদ্ধিশালী ও ধনসম্পন্ন গ্রাম দিব, যাহাদের পার্শ্বে চতুর্দিকে বন ও জলের সুবিধা থাকিবে এবং কোনরূপ ভয়ই থাকিবে না। এই সব গ্রামগুলিই নানা গুণে সুসম্পন্ন ও রাজোচিত ভোগসমূহে পরিপূর্ণ থাকিবে ॥ ১৬-১৭

যে আমাকে অর্জুনের সন্ধান প্রদান করিতে পারিবে, তাহাকে আমি স্বর্ণনির্মিত কণ্ঠহারে বিভূষিত মদমত্তদেশের এক শত নবযুবতী প্রদান করিব ॥ ১৮

যদি অর্জুনদর্শী ব্যক্তি এই ধনকেও নিজের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে না করে, তবে তাহাকে আমি অন্য ধনও দান করিব, যাহা তাহার ইচ্ছা হইবে ॥ ১৯

স্ত্রী, পুত্র, বিহারস্থান এবং আপণ যে সকল ধন-বৈভব আমার নিকট আছে, ইহাদের মধ্যে যে যে বস্তুকে সে মনের অনুকূলে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহা সেই ব্যক্তিকে পুনরায় তাহাই প্রদান করিব ॥ ২০

যে ব্যক্তি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সন্ধান বলিতে পারিবে, তাহাকে আমি এই দুইজনকে বধ করিয়া সমস্ত ধনই প্রদান করিব ॥ ২১

এই সব কথা বারংবার বলিতে বলিতে কর্ণ মুখমণ্ডল দমুক হইতে উৎপন্ন নিজের উত্তম শঙ্খ উচ্চৈঃস্বরে বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২২

তা বাচঃ সূতপুত্রস্য তথা মুক্তা নিশম্য তু।
দুর্যোধনো মহারাজ সংহৃষ্টঃ সানুগোঽভবৎ ॥ ২১
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষো মৃদঙ্গানাঞ্চ সর্বশঃ।
সিংহনাদঃ সবাদিত্রঃ কুঞ্জরাণাঞ্চ নিস্বনঃ ॥ ২২
প্রাদুরাসীৎ তদা রাজন্ সৈন্যেষু পুরুষর্ষভ।
যোধানাং সম্প্রহৃষ্টানাং তথা সমভবৎ স্বনঃ ॥ ২৩

তথা প্রহৃষ্টে সৈন্যে তু প্রযযৌ মদ্ররাধিপঃ।
বিকর্ষমানঞ্চ তদা রাধেয়মরিকর্ষণম্।
মদ্ররাজঃ প্রহসন্নাদং বচনং প্রত্যভাষত ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণবিলেপে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক কথিত সেই সমস্ত বীরত্ব-সূচক যোগ্য কথাসমূহ শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন নিজ অনুগামিগণের সহিত অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২১

তাহার পর চারিদিকে দুন্দুভিসমূহের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল, মৃদঙ্গসকল বাদিত হইল, বাদ্যধ্বনির সহিত বীরগণের সিংহনাদ এবং হস্তীদিগের চীৎকারশব্দ সেখানে উত্থিত হইল ॥ ২২

পুরুষপ্রবর রাজন্! সেই সময় সমস্ত সৈন্যের মধ্যে হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ যোদ্ধাগণের গম্ভীর গর্জন হইতে লাগিল ॥ ২৩

এইরূপ হর্ষ ও উৎসাহে সৈন্যের মধ্য দিয়া গমনকারী ও আত্মপ্রশংসাকারী শত্রুতাপন রাধাপুত্র মহারথী কর্ণকে মদ্ররাজ শল্য হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণের অভিমানবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণমুদ্দিশ্য মদ্ররাজ-শল্যস্য তৃণবজ্ঞা-পূর্বোক্তিঃ।]

শল্য উবাচ।

মা সূতপুত্র দানেন সৌবর্ণং হস্তিযন্ত্রকম্।
প্রযচ্ছ পুরুষাদ্যা হ্যক্ষাসি ত্বং ধনক্ষয়ম্ ॥ ১
বাল্যাদিহ ত্বং ত্যজসি বস্তু বৈশ্রবণো যথা।
অযত্নেনৈব রাধেয় ত্রষ্টাসাদ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২
পরান্ সৃজসি যদ্ বিত্তং কিঞ্চিত্ত্বং বহু মূঢ়বৎ।
অপাত্রদানে যে দোষাস্তান্ মোহাদ্বাবুধ্যসে ॥ ৩

যৎ যৎ প্রেরয়সে বিত্তং বহু তেন ধনং ময়া।
শক্যং বহুবিধৈর্যজ্ঞৈরীজিষ্টুং সূত তচ্ছৃণু তৈঃ ॥ ৪
যচ্চ প্রার্থয়সে হন্তুং কৃষ্ণৌ মোহাদ্ বৃথৈব তৎ।
ন হি শুষ্কং সমাসাদ্য ক্রোষ্টা সিংহৌ নিপাতিতৌ ॥ ৫
অপ্রার্থিতং প্রার্থয়সে সূদ্যো ন চ সন্তি তে।
যে ত্বাং ন বারয়ন্ত্যাশু প্রপতন্তং হুতাশনে ॥ ৬

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কর্ণের প্রতি মদ্ররাজ শল্যের অতিশয় অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি।]

শল্য বলিলেন,—সূতপুত্র! তুমি কোন ব্যক্তিকে হস্তিতুল্য দুই-পুষ্ট দুইটি বলদযোজিত স্বর্ণময় রথ দান করিও না; কারণ, তুমি আজ অবশ্যই অর্জুনকে দেখিতে পাইবে ॥ ১

রাধাপুত্র! তুমি মূর্খতাবশতই আজ এখানে যুদ্ধের ছলে ধনদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, আজ অর্জুনকে ত' তুমি বিনা আয়াসেই দেখিতে পাইবে ॥ ২

মূঢ় মানুষের ন্যায় তুমি আজ নিজের বহু ধন দান করিবার যে ঘোষণা করিতেছ, ইহাতে মনে হইতেছে যে, অপাত্রে ধনদানের যে সমস্ত দোষ আছে, সেই বিষয়ে মোহবশতঃ তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ৩

সূত! তুমি যে বহু ধন দান করিবার কথা উল্লেখ করিলে, এই সব ধনের দ্বারা তুমি নিশ্চয়ই নানাবিধ বহু যজ্ঞ করিতে পারিতে; অতএব তুমি এই সব ধন-বৈভবদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান কর ॥ ৪

তুমি যে মোহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, এই মনোবাসনা ত' তোমার ব্যর্থই হইবে; কারণ, এরূপ কথা আমরা কখনও শুনি নাই যে একটি শৃগাল দুইটি সিংহকে নিহত করিয়াছে ॥ ৫

তুমি আজ এমন এক বস্তু কামনা করিতেছ, যাহা আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই কামনা করে নাই। মনে হইতেছে, তোমার সুহৃদ্‌বর্গ বলিতে কেহ নাই, যাহারা এখন অতি সত্বর আসিয়া তোমাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতন হইতে রক্ষা করিবে ॥ ৬

কার্য্যাকার্য্যং ন জানীষে বালপক্কোঽস্ত সংশয়ম।
বহ্বব্রহ্মকর্ণীয়ং কো হি ক্রূয়াজ্জিজীবিষুঃ॥ ৭

সকুন্তরণং দোর্ভ্যাং কণ্ঠে বদ্ধ্বা যথা শিলাম্।
সির্য্যাদ্রাদ্ বা নিপতনং তাদৃক্ তব চিকীর্ষিতম্॥ ৮

সহিতঃ সর্ব্বযোধৈস্ত্বং ব্যূঢ়ানীকৈঃ সুরক্ষিতঃ।
ধনঞ্জয়েন যুধ্যস্ব শ্রেয়স্তেঽং প্রাপ্তুমিচ্ছসি॥ ৯

হিতার্থং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ব্রবীমি ত্বাং ন হিংসয়া।
অন্যথৈবং ময়া প্রোক্তং যদি তেঽস্তি জিজীবিষা॥১০

কর্ণ উবাচ।

যথাস্থবার্য্যমাস্থিতা প্রার্থয়াম্যর্জ্জুনং রণে।
ত্বং তু মিত্রমুখঃ শত্রুর্যাং তীষয়িতুমিচ্ছসি॥১১

ন মামস্মাদভিপ্রায়াৎ কশ্চিদদ্য নিবর্ত্তয়েৎ।
অপীন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য কিমু মর্ত্যঃ কথঞ্চন॥ ১২

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি কর্ণস্য বাক্যান্তে শল্যঃ প্রাহোত্তরং বচঃ।
চুকোপহিমুরত্যর্থং কর্ণং মাতঙ্গরাট্ পুনঃ॥ ১৩

যদা বৈ ত্বাং ফাল্গুনবেগমুক্তা
জ্যাচোদিতা হস্তবতা বিসৃষ্টাঃ।
অমোঘারঃ কঙ্কপত্রাঃ সিতাগ্রা-
স্তদা তপ্স্যন্তর্জুনস্যানুযোগাৎ॥ ১৪

যদা দিব্যং ধনুরাদায় পার্থঃ
প্রতাপয়ন্ পৃতনাং সব্যসাচী।
ত্বাং মর্ম্মভিদ্ভির্নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
স্তদা পশ্চাত্তপ্স্যসে সূতপুত্র॥ ১৫

বালস্তন্যং মাতুরঙ্কে শয়ানো
যথা কশ্চিৎ প্রার্থয়তেঽপহর্ত্তুম্।
তদ্বন্মোহাদ্ দ্যোতমানং রথস্থং
সম্প্রার্থয়স্যর্জ্জুনং জেতুমদ্য॥ ১৬

ত্রিশূলমাস্থিতা সুতীক্ষ্ণধারং
সর্ব্বাণি গাত্রাণি বিঘর্ষসি ত্বম্।
সুতীক্ষ্ণধারোপমকর্ম্মণা ত্বং
সমুৎসসে যোঽর্জ্জুনেনাদ্য কর্ণ॥ ১৭

তোমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তোর জ্ঞান নাই। নিঃসন্দেহে কাল তোমাকে গ্রাস করিয়াছে (অতএব তুমি শস্য ফলের ন্যায় পক্কিত হইতে উদ্যত হইয়াছ)। অন্যথা যে ব্যক্তি জীবিত থাকিতে বাসনা করে, এরূপ কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় এতাদৃশ অসম্বদ্ধ বহু বাক্য বলিতে পারে? ৭

যেরূপ কোন ব্যক্তি গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া দুই হস্তে সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে কিংবা পর্ব্বতের শিখর হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, ঠিক, তোমারও সেইরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা॥ ৮

যদি তুমি নিজের কল্যাণ লাভ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে ব্যূহরচনা করত বলবান সমস্ত সৈন্যগণের সহিত সুরক্ষিত থাকিয়া তুমি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। ৯

দুর্য্যোধনের হিতের জন্যই আমি এই কথা বলিতেছি, হিংসা ভাবে নয়। যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি আমার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর। ১০

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! আমি বীর বাহুবলের আশ্রয় করিয়াই রণাঙ্গনে অর্জ্জুনকে পাইতে চাই; কিন্তু তুমি ত' মুখে মিত্র হইয়া প্রকৃতপক্ষে শত্রুই হইয়াছ, সেইজন্য আমাকে ভয় দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছ। ১১

কিন্তু আজ আমাকে কোন ব্যক্তিই এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। বজ্র উত্তোলন করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এই নিষ্ঠা হইতে আমাকে চ্যুত করিতে পারিবেন না; সুতরাং সে স্থলে অন্য কোন মানুষের কথা আর কি বলিবার আছে॥ ১২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের এই কথা বলা শেষ হইলে পরই মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে অত্যন্ত কুপিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া পুনরায় এই কথা তাঁহাকে বলিলেন॥ ১৩

কর্ণ! অর্জ্জুনের বেগে মুক্ত হইয়া তাহার ধনুষ হইতে প্রেরিত এবং সুশিক্ষিত হস্তে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার কঙ্কপক্ষবিভূষিত বাণসকল যখন তোমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে, তখন তুমি যে অর্জ্জুনের জন্য এই অন্বেষণ করিতেছ, ইহার জন্য অনুতাপ করিতে থাকিবে॥ ১৪

সূতপুত্র! যখন সব্যসাচী সুকীর্তনন্দন অর্জ্জুন নিজ হস্তে দিব্য ধনু ধারণ করত শত্রু-সৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে করিতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তোমাকে মর্ম্মিত করিতে থাকিবে, তখন তুমি ভীষ্ম কর্ণের জন্য পশ্চাত্তাপ করিবে॥ ১৫

যেরূপ মাতার ক্রোড়ে শয়ান কোন বালক চন্দ্রকে ধারণ করিতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুমিও রথে উপবিষ্ট থাকিয়া মোহবশতঃ আজ পরাজিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ॥ ১৬

কর্ণ! অর্জ্জুনের পরাক্রম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের ন্যায়। সেই অর্জ্জুনের সহিত আজ তুমি যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছ; ইহারই প্রতিফলস্বরূপ হইবে—আজ তুমি তীক্ষ্ণধার

ক্রুদ্ধং সিংহং কেসরিণং বৃহন্তং
বালো মূঢ়ঃ ক্ষুদ্রমৃগস্তরস্বী।
সমাহ্বয়েৎ তদ্বদেতৎ তবাদ্য
সমাহ্বানং সূতপুত্রার্জুনস্য ॥ ১৮
মা সূতপুত্রাহ্বয় রাজপুত্রং
মহাবীর্য্যং কেসরিণং যথৈব।
বনে শৃগালঃ পিশিতেন তৃপ্তো
মা পার্থবাসাদ্য বিনঙ্ক্ষ্যসি ত্বম্ ॥ ১৯
ঈষাদন্তং মহানাগং প্রতিদ্বন্দ্বকরটামুখম্।
শশকো হ্রদরসে যুদ্ধে কর্ণ পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২০
বিনঙ্ক্ষ্যং কৃষ্ণসর্পং ত্বং বালাৎ কাষ্ঠেন বিষাসি।
মহাবিষং পূর্ণকোপং যং পার্থং যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥ ২১
সিংহং কেসরিণং ক্রুদ্ধমতিক্রম্যাতিবলে
শৃগাল ইব মূঢ়ত্বং নৃসিংহং কর্ণ পাতবম্ ॥ ২২
শুপর্ণং পতগশ্রেষ্ঠং বৈনতেয়ং তরস্বিনম্।
ভোগীবাহ্বরসে পাতে কর্ণ পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৩
সর্বাস্ত্রজ্ঞং নিধিং ভীমং মূর্তিমন্তং বরায়ুধম্।
চন্দ্রোদয়ে বিবর্ধন্তমম্বরঃ সংস্থিতৌঘসি ॥ ২৪
ঋষভং দুন্দুভিগ্রীবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং প্রহারিণম্।
বৎস আহ্বরসে যুদ্ধে কর্ণ পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৫
মহামেঘং মহাঘোরং বজ্রিণঃ প্রতিনর্দসি।
বাণতোয়প্রদং লোকে নরপঞ্জন্যমর্জুনম্ ॥ ২৬
যথা চ স্বগৃহস্থঃ শ্বা ব্যাঘ্রং বনগতং ভবেৎ।
তথা ত্বং তবসে কর্ণ নরব্যাঘ্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৭
শৃগালোঽপি বনে কর্ণ শবৈঃ পরিবৃতো বসন্।
মন্যতে সিংহমাত্মানং যাবৎ সিংহং ন পশ্যতি ॥ ২৮

ত্রিশূল লইয়া তাহার দ্বারা নিজের সকাশ হইতে অপসারণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ॥ ১৭

সূতপুত্র! যেরূপ বালক, মূঢ় ও বেগবান্ ক্ষুদ্র মৃগ ক্রুদ্ধ বিশালদেহ কেশরযুক্ত সিংহকে আহ্বান করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও আজ এই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতেছ ॥ ১৮

সূতপুত্র! তুমি মহাপরাক্রমশালী রাজকুমার অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিও না। যেরূপ বনে মাংস-ভক্ষণে তৃপ্ত শৃগাল মহাবল সিংহের নিকটে যাইয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও অর্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ১৯

কর্ণ! যেরূপ কোন শশক (খড়গোশ) ঈষাদন্তযুক্ত মহাবিষাক্ত মহাবলী গজরাজকে নিজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও হ্রদীপুত্র ধনঞ্জয়কে রণাঙ্গনে আহ্বান করিতেছ ॥ ২০

তুমি যদি ক্রোধে পূর্ণ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি মূর্খতাবশতঃ গর্তে অবস্থিত মহাবিষাক্ত কৃষ্ণসর্পকে এক খণ্ড কাষ্ঠের দ্বারা আঘাত করিতেছ বুঝিতে হইবে ॥ ২১

কর্ণ! তুমি মূর্খ; যেরূপ কোন শৃগাল ক্রুদ্ধ সিংহকে অনাদর করিয়া স্বয়ং গর্জন করিতে থাকে, সেইরূপ তুমিও মনুষ্যরূপ মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ও ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছ ॥ ২২

কর্ণ! যেরূপ কোন সর্প নিজের গহ্বরের নিকটই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেগশালী বিনতানন্দন গরুড়কে আহ্বান করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও নিজের বিনাশের জন্যই মুখীনন্দন অর্জুনকে আহ্বান করিতেছ ॥ ২৩

কর্ণ! তুমি চন্দ্রোদয়ে বর্ধিত, জলতরঙ্গে পরিপূর্ণ এবং উত্তাল তরঙ্গমালায় যাহা অপার জলরাশিযুক্ত তাহার সমুদ্রকে বিনা নৌকাতেই কেবল দুই হাতের দ্বারা পার হইতে বাসনা করিতেছ ॥ ২৪

বৎস কর্ণ! দুন্দুভির ন্যায় যাহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, যাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ এবং যে প্রহার করিতে নিপুণ, এরূপ বৃষের ন্যায় পরাক্রমশালী পৃথাপুত্র অর্জুনকে তুমি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছ ॥ ২৫

যেরূপ মহাতরঙ্গযুক্ত মহামেঘের গর্জনের প্রত্যুত্তরে কোন ভেক (ব্যাঙ্) শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ তুমি জগতে বাণরূপ জলবর্ষণকারী মানব-মেঘস্বরূপ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছ ॥ ২৬

কর্ণ! যেরূপ নিজ গৃহে উপবিষ্ট কোন কুকুর বনমধ্যস্থিত ব্যাঘ্রের দিকে মুখ করিয়া তাকিতে থাকে, সেইরূপ তুমিও নরব্যাঘ্র অর্জুনের দিকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছ ॥ ২৭

কর্ণ! বনমধ্যে শবকের সহিত বাসকারী শৃগালও যতক্ষণ না সিংহকে দেখিতে পায়, ততক্ষণ নিজেকে সিংহ বলিয়াই মনে করিতে থাকে ॥ ২৮

তথা ত্বমপি রাধেয় সিংহমাত্মানমিচ্ছসি।
অপশ্যন্ পাণ্ডবমনং নরব্যাঘ্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৯
ব্যাঘ্রং ত্বাং মন্যতেঽস্মানং যাবৎ কৃষ্ণৌ ন পশ্যতি।
সমাস্থিতাবেকরথে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥ ৩০
যাবদ্ গাণ্ডীবঘোষং ত্বং ন শৃণোষি মহাহবে।
তাবদেব ত্বয়া কর্ণ শক্যং বক্তুং যথেচ্ছসি ॥৩১
রথশব্দধনুঃশব্দৈর্নাদয়ন্তং দিশো দশ।
নর্দন্তমিব শার্দূলং দৃষ্ট্বা ক্রোষ্টা ভবিষ্যসি ॥ ৩২
নিত্যমেব শৃগালস্ত্বং নিত্যং সিংহো ধনঞ্জয়ঃ।
বীরপ্রবেষণাদ্মূঢ় তস্মাৎ ক্রোষ্টেব লক্ষ্যসে ॥ ৩৩
যথাখুঃ স্যাদ্ বিড়ালশ্চ বা ব্যাঘ্রশ্চ বলাবলে।
যথা শৃগালঃ সিংহশ্চ যথা চ শশ-কুঞ্জরৌ ॥ ৩৪
যথানৃতঞ্চ সত্যঞ্চ যথা চাপি বিষামৃতে।
তথা ত্বমপি পার্থশ্চ প্রখ্যাতাবাত্মকর্মভিঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণশল্যাধিক্ষেপে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

রাধানন্দন! সেইরূপ তুমিও পক্ষধননকারী পুরুষসিংহ অর্জুনকে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়াই নিজেকে সিংহ বলিয়া মনে করিতেছ। ২৯

একই রথে উপবিষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য বাসুদেবসহ ঐরূপ এবং অর্জুনকে তুমি যতক্ষণ না দেখিতে পাইতেছ, ততক্ষণই তুমি নিজেকে ব্যাঘ্র বলিয়া মনে করিতে থাক। ৩০

কর্ণ! এই মহাসমরে যতক্ষণ না তুমি গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার-ধ্বনি শুনিতে পাও, ততক্ষণ তুমি যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে পার। ৩১

রথের ঘর্ঘর শব্দ ও ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে দ্বারা দশদিক্ নিনাদিত করিতে করিতে সিংহসদৃশ অর্জুনকে রণে বিচরণে দেখিতে পাইলে তুমি তখন শতসহস্র শৃগাল হইয়া যাইবে। ৩২

অরে মূঢ়! তুমি চিরদিনের জন্য শৃগাল, আর অর্জুন চির-কালের জন্যই সিংহ। বীরগণকে বেগ করা বলিয়া তুমি শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। ৩৩

যেরূপ ইঁদুর ও বিড়াল, কুকুর ও ব্যাঘ্র, শৃগাল ও সিংহ এবং খড়্গোশ ও হাতী নিজ নিজ দুরন্ততা এবং প্রবলতার জন্য প্রসিদ্ধ, সেইরূপ তুমি নিজে ও অর্জুন সবল বলিয়া বিখ্যাত। ৩৪

যেরূপ মিথ্যা ও সত্য এবং বিষ ও অমৃত নিজ পৃথক্ পৃথক্ প্রভাব ধারণ করে, সেইরূপ তুমি এবং অর্জুনও নিজ নিজ কর্ণের জন্য সকলের বিখ্যাত আছ। ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণের প্রতি শল্যের নিন্দাসূচক বাক্যকথনবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শল্যমবমন্যমানেন কর্ণেন মদ্রদেশবাসিনাং নিন্দা, তং হন্তু ভয়প্রদর্শনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অভিক্ষিপ্তস্তু রাধেয়ঃ শল্যেনামিততেজসা।
শল্যমাহ সুসংক্রুদ্ধো বাক্‌শল্যমবধারয়ন্ ॥ ১

কর্ণ উবাচ।

গুণান্ গুণবতাং শল্য গুণবান্ বেত্তি নাগুণঃ।
ত্বং তু শল্য গুণৈর্হীনঃ কিং জ্ঞাস্যসি গুণাগুণম্ ॥ ২
অর্জুনস্য মহাস্ত্রাণি ক্রোধং বীর্য্যং ধনুঃ শরান্।
অহং শল্যাভিজানামি বিক্রমঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
তথা কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যমবজ্ঞা চাস্য মহীক্ষিতাম্।
যথাহং শল্য জানামি ন ত্বং জানাসি তৎ তথা ॥ ৪
এবমেবাত্মনো বীর্য্যমহং বীর্য্যঞ্চ পাণ্ডবে।
জানন্নেবাহ্বয়ে যুদ্ধে শল্য গাণ্ডীবধারিণম্
অস্তি বাসুমিতঃ শল্য সুপুঙ্খো নতপর্ব্বণঃ।
একতূণীশয়ঃ পত্রী সুলৌহঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৬
শেতে চন্দনচূর্ণেষু পূজিতো বহুলাঃ সমাঃ।
আহবেষু বিষবাসুগ্রো নরাশ্ব-দ্বিপসজ্জহা ॥ ৭
ঘোররূপো মহাবৌদ্রস্তমস্ত্রাস্ত্রিবিদারণঃ।
নিভিন্দ্যাং যেন কৃষ্ণৌঽহমপি মেরুং মহাগিরিম্ ॥ ৮
তমহং অদ্য বাণেষমস্মিন্ কাল্গুনাদৃতে।
কৃষ্ণাদ্ বা দেবকীপুত্রাৎ সত্যং চাপি শৃণুষ্ব মে ॥ ৯
তেনাহমিষুণা শল্য বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
যোৎস্যে পরমদুর্দ্ধর্ষং তন্ম সদৃশং মম ॥ ১০
সর্ব্বেষাং বৃষ্ণিবীরাণাং কৃষ্ণে লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা।
সর্ব্বেষাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ভয়ঃ পার্থে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১১
উভয়ং তু সমাসাদ্য [illegible]
তাবেতৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ [illegible] স্থিতৌ ॥ ১২

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[শল্যকে অপমান করিতে করিতে মদ্রদেশবাসীদিগকে কর্ণের নিন্দা এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার ভয়প্রদর্শন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অমিততেজস্বী শল্য এইরূপে কর্ণকে নিন্দা করিলে পর রাধানন্দন কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং বাক্যরূপ শল্য (বাণ) নিক্ষেপ করেন বলিয়াই ইহার নাম শল্য এরূপ নিশ্চয় করিয়া শল্যকে এই কথা বলিলেন।১

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! গুণবান্ পুরুষগণের গুণাবলি গুণবান্ পুরুষই জানিতে পারেন, গুণহীন ব্যক্তি জানিতে পারে না। তুমি সতত গুণ হইতে বঞ্চিত, সুতরাং গুণাগুণ-বিষয়ে তোমার আর কি জ্ঞান থাকিতে পারে? ২

শল্য! আমি মহাত্মা অর্জুনের মহাস্ত্রসকল, ক্রোধ, বল, ধনু, বাণ ও পরাক্রমকে উত্তমরূপে জানি। ৩

শল্য! এইরূপ মহীপতিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকে আমি যেরূপ জানি, সেরূপ তুমি জান না। ৪

শল্য! আমি নিজের ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের বল-পরাক্রম জানিয়াই গাণ্ডীবধারী পার্থকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি। ৫

শল্য! আমার সুন্দর পক্ষসমূহে যুক্ত এই বাণ শত্রুগণের রক্ত পান করিয়া থাকে। এই বাণ একটিমাত্র তূণীরেই থাকে, উহা অতিশয় বজ্র, কঙ্কপত্রযুক্ত এবং উত্তমরূপে অলঙ্কৃত। ৬

এই বাণ চন্দনচূর্ণে পূজিত হইয়া বহুবৎসর শয়ন করিয়া থাকে। ইহা বিষ ও অগ্নিতুল্য তেজস্কর, ইহা রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে সংহার করিতে পারে। ৭

এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ঘোররূপ বাণ কবচ এবং অস্থিকেও বিদীর্ণ করিতে পারে। আমি ক্রুদ্ধ হইলে পর এই বাণের দ্বারা পর্ব্বতরাজ মেরুকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। ৮

আমি এই বাণকে অর্জুন অথবা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও উপর কখনও নিক্ষেপ করিব না। আমার এই সত্য কথা তুমি শুনিয়া রাখ। ৯

শল্য! আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া এই বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব এবং সেই কার্য্যই আমার যোগ্য হইবে। ১০

সমস্ত বৃষ্ণিবংশের বীরগণের সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং পাণ্ডুর সকল পুত্রগণের বিজয় অর্জুনের উপরেই অবলম্বিত। ১১

সুতরাং এই দুইজনকে একসঙ্গে যুদ্ধে পাইয়া কোন্ যোদ্ধা পলায়নপরায়ণ করিবে? শল্য! এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ একসঙ্গে মিলিত থাকিয়া রথে উপবেশন করত একাকী আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব আমার জয় কিরূপ উত্তম—উহা বলা হয়॥ ১২॥

মামেকমভিসংযাতৌ সুভ্রাতঃ পশ্য শল্য মে।
পিতৃষসামাতুলজৌ ভ্রাতরাবপরাজিতৌ ॥ ১৩
মণী সূত্র ইব প্রোতৌ ত্রষ্টাসি নিহতৌ ময়া।
অর্জুনে গাণ্ডিবং কৃষ্ণে চক্রং তার্ক্ষ্য-কপিধ্বজৌ ॥১৪
ভীরূণাং ত্রাসজননং শল্য হর্ষকরং মম।
যং তু ভূমিকৃতির্মূঢ়ো মহাযুদ্ধেষ্বকোবিদঃ ॥ ১৫
তয়াবধীর্ণঃ সন্ত্রাসাদবদ্ধং যদ্ধ ভাষসে।
সংস্তোষি তৌ তু কেনাপি হেতুনা যং কুরেশ্বর ॥ ১৬
তৌ হত্বা সমরে হন্তা যামস্ত সহবান্ধবম্।
পাপদেশজ দুর্বুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়পাংসন। ১৭
সুকৃতং কৃত্বা রিপুঃ কিং মাং কৃষ্ণাভ্যাং ভীষয়িষ্যসি।
তৌ বা মামদ্য হন্তারৌ হনিষ্যে বাপি তাবহম্ ॥ ১৮
নাহং বিভেমি কৃষ্ণাভ্যাং বিজানন্ত্রাত্মনো বলম্।
বাসুদেবসহস্রং বা ফাল্গুনানাং শতানি বা ॥ ১৯

সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দুইটি মণির ন্যায় প্রেমসূত্রে বদ্ধ এই দুই পিসতুতো ও মামাতো ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কখনও কাহারও নিকট পরাজিত হয় না; কিন্তু তুমি আজ ইহাদিগকে আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে দেখিতে পাইবে। ১৩-১৫

অর্জুনের হস্তে গাণ্ডীব ধনু এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সুদর্শন চক্র আছে। অর্জুন হইল কপিধ্বজ আর শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ। শল্য! এ সমস্ত বস্তুই যাহারা ভীরু, তাহাদেরই ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু আমার অতিশয় হর্ষবর্দ্ধন করিতেছে। ১৪-১৫

তুমি দুষ্টস্বভাবদোষের মূর্খ মানুষ। মহাসমর মধ্যে কিরূপে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা তুমি জান না। তবে যেন তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; সেইজন্য তবে তুমি নানাবিধ অসম্বদ্ধ কথা বলিয়া ফেলিতেছ। ১৬-১৭

দুষ্ট ও পাপী দেশে উৎপন্ন, নীচ, ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার, দুর্বুদ্ধি শল্য! তুমি ইহাদের উভয়কে কোন্ স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্তুতি করিতেছ? আজ আমি এই সমরাঙ্গণে এই দুই জনকে বধ করিয়া বন্ধু-বান্ধব সহ তোমাকেও বধ করিব। ১৮-১৯

তুমি আমার শত্রু হইয়াও বন্ধুরূপে যেন আজ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভয় দেখাইতেছ? আজ হয় আমি ইহাদের উভয়কে বিনাশ করিব অথবা ইহারা উভয়ে আমাকে সংহার করিবে। ১৯

আমি নিজের বলকে ভালভাবেই জানি; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে কখনও ভয় করি না। নীচদেশে জাত শল্য!

মধ্যেকো ভনিষ্যামি জোষমাস্ব কুরেশ্বর।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ গোপাঃ ক্রীড়াগতা জনাঃ ॥২০
যা গাথাঃ সম্প্রগায়ন্তি কুর্বতোঽধ্বায়নং যথা।
তা গাথাঃ শৃণু মে শল্য মদ্রকেষু দুরাত্মসু ॥ ২১
ব্রাহ্মণৈঃ কথিতাঃ পূর্বং যথাবদ্ রাজসন্নিধৌ।
শ্রুত্বা চৈকমনা মূঢ় ক্ষম বা ব্রূহি চোত্তরম্ ॥ ২২
মিত্রধ্রুগ্ব্রহ্মকো নিত্যং যো নো দ্বেষ্টি স মদ্রকঃ।
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি ক্ষুদ্রবাক্যো নরাধমে ॥ ২৩
দুরাত্মা মদ্রকো নিত্যং নিত্যমানৃতিকোঽনৃজুঃ।
যাবদস্ত্যং হি দৌরাত্ম্যং মদ্রকেষ্বিহ নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৪
পিতা পুত্রশ্চ মাতা চ শ্বশ্রূ-শ্বশুর-মাতুলাঃ।
জামাতা দুহিতা ভ্রাতা সপ্তাপ্তে তে চ বান্ধবাঃ ॥ ২৫
বয়স্যাভাগতোদ্গারে দাসীদাসক সঙ্গতম্।
পুস্ত্রিবিমিশ্রা নার্যশ্চ জ্ঞাত্যজ্ঞাতাঃ স্বয়েচ্ছয়া ॥ ২৬

তুমি নীরবে অবস্থান কর। আমি একাকীই সহস্র সহস্র শ্রীকৃষ্ণ ও শত শত অর্জুনকে নিহত করিব। ১৯½

মূর্খ শল্য! স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ, ক্রীড়াসক্ত মানুষ এবং যাত্রাকারী মানুষেরাও দুরাত্মা মদ্রদেশবাসী ব্যক্তিগণের বিষয়ে যে সব গাথা গান করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণগণ প্রথমে রাজার নিকটে আসিয়া যথাযথরূপে যাহার বর্ণনা করেন, সেই গাথা-সমূহ তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে শ্রবণ করত নীরবে সহ্য কর অথবা উত্তর প্রদান কর। ২০-২২

মদ্রদেশের অধম মানুষ সকলে মিত্রদ্রোহী। যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অকারণ দ্বেষ করে, সে মদ্রদেশেরই অধম মনুষ্য! কুব্রহ্মা (নীচতা)-পূর্ণ বাক্যভাষী মদ্রদেশের অধিবাসীর কাহার প্রতি সৌহার্দ্য ভাবনা নাই। ২৩

মদ্রদেশবাসী সর্বদা দুরাত্মা, সদা মিথ্যাবাদী ও কুটিল। আমরা শুনিয়াছি যে, মদ্রদেশবাসীরা মরণকাল পর্যন্তও দুষ্টতা করিয়া থাকে। ২৪

ছাতু ও মৎস্যভোজী যে অশিষ্ট মদ্রদেশবাসীদের মৃতে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, ভ্রাতা, কন্যা, মাতৃষ্বসা, অন্যান্য বন্ধুগণ, সম্বন্ধযুক্ত মিত্র, অন্য অভ্যাগত অতিথি এবং দাস-দাসী—ইহারা সকলে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। পরিচিত-অপরিচিত সকল স্ত্রী সকল পুরুষের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করে এবং সোল্লাসে সহকারে

যেষাং গৃহেষনিষ্টানাং সকৃৎ-সংস্থায়িনাং তথা।
পীত্বা সীধু সগোমাংসং ক্রন্দন্তি চ হসন্তি চ ॥ ২৭
গায়ন্তি চাপ্যবদ্ধানি প্রবর্তন্তে চ কামতঃ।
কামপ্রলাপিনোঽস্মাকং স্ত্রেষু ধর্মঃ কথং ভবেৎ ॥ ২৮
মদ্রকেষবলিপ্তেষু প্রখ্যাতেষ্বকর্মসু।
নাপি বৈরং ন সৌহার্দং মদ্রকৈঃ সমাচরেৎ ॥ ২৯
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি মদ্রকো হি সদামলঃ।
মদ্রকেষু চ সংসৃষ্টং শৌচং গান্ধারকেষু চ ॥ ৩০
রাজযাজকযাজ্যে চ নষ্টং যদ্বদ্ধবির্ভবেৎ।
সূত্রসংস্কারকো বিপ্রো যথা যাতি পরাভবম্ ॥ ৩১
যথা ব্রহ্মদ্বিষো বিত্তাং গচ্ছন্ত্যাশু পরাভবম্।
তথৈব সঙ্গতং কৃত্বা নরঃ পততি মদ্রকৈঃ ॥ ৩২
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি ভগ্নং বৃশ্চিক তে বিষম্।
আপর্যয়েণ হন্যেন যথা শান্তিঃ কৃতা ময়া। ৩৩
ইতি বৃশ্চিকদষ্টস্য বিষবেগহরং চ।
কুর্বন্তি তেষজং প্রাজ্ঞাঃ সদ্যং হন্ত্যপি দৃশ্যতে। ৩৪
এবং বিদ্বন্ জোষমাস্ব শৃণু চাত্রোত্তরং বচঃ।
যাসাংস্ত্যংস্যন্তি নৃত্যন্তি স্থিরা বা মদমোহিতাঃ ॥ ৩৫
মৈথুনেঽসংযতাস্চাপি যথাকামবরাশ্চ তাঃ।
তাসাং পুত্রঃ কথং ধর্মং মদ্রকো বক্তুমর্হসি ॥ ৩৬
যাস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ প্রমেহন্তি যাশ্চোত্তানশয়েরকাঃ।
তাসাং বিভ্রষ্টমর্যাদাং নির্জ্ঞানাং তত্তস্ততঃ ॥ ৩৭
ত্বং পুত্রস্ত্রাপত্নীনাং হি ধর্মং বক্তুমিহেচ্ছসি।
সুগৌরকং যাচ্যমানা মক্ষিকা কর্ষতি ক্ষিপ্তা ॥ ৩৮
অদ্যাকৃতাত্মা বচনমিদং বদসি দারকম্।
মা মাং সুগৌরকং কশ্চিদ্ যাচতাং মক্ষিকং মম ॥ ৩৯

মদ্য পান করত রোদন, হাস্য ও গান করিতে থাকে এবং অকর্তব্য কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাদের দেশে সকল স্ত্রী পুরুষই পরস্পরের সহিত কামসম্বন্ধী আলাপ করিয়া থাকে ও যাহাদের পাপ কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সেই অকর্ম্মকারী মদ্রবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম কিরূপে থাকিতে পারে? ২৬-২৮½

মদ্রবাসিগণের সহিত কখনও শত্রুতা করিবে না এবং মিত্রতাও স্থাপিত করিবে না; কারণ, ইহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ ভাবনা নাই। মদ্রবাসীরা সর্ব্বদা পাপাচারী। ২৯½

অথবা যেরূপ মদ্রবাসিগণের নিকট সঞ্চিত ধন ও গান্ধার বাসিগণের মধ্যে শৌচাচার নষ্ট হইয়া যায়, যেখানে ক্ষত্রিয় পুরোহিত, সেই যজমানের যজ্ঞে প্রদত্ত হবিঃ যেরূপ নষ্ট হইয়া যায় এবং যেরূপ পুত্রের সংস্কারকারী ব্রাহ্মণ পরাভব প্রাপ্ত হয়, যেরূপ ব্রহ্মদ্বেষী মনুষ্য এই জগতে সদাই ভিন্নমূল হইয়া থাকে, যেরূপ মদ্রদেশবাসীদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া মানুষ পতিত হইয়া যায় এবং যেরূপ তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তোমার বিষও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা তোমার এই বিষ শান্ত করিয়া দিয়াছি। ৩০-৩৩

এই পূর্ব্বোক্ত ধারা বলিয়া অভিজ্ঞ বিষবৈদ্য বৃশ্চিক (বিছা) দংশন করিলে পর বিষের বেগে পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মও তাহার

কথাকে সত্য করিয়া দেখাইবেন—ইহা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ৩৪

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ! এক্ষণ অবগত হইয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর এবং ইহার পর আমি যে কথা বলিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর যে সকল স্ত্রী মত্ত হইয়া নৃত্য করত উন্মত্ত হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করত কুত্সা করিতে থাকে, মৈথুন-বিষয়ে সংযম ও নিয়ম ধর্ম্মপূর্ব্বক উহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোন পুরুষকে বরণ করিয়া থাকে, তাহার পুত্র মদ্রনিবাসী নরাধম পুরুষ অন্য কাহাকে আর ধর্ম্মোপদেশ করিতে সমর্থ হয়? ৩৫-৩৬

যাহারা উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াই প্রস্রাব করিয়া থাকে এবং যাহারা ধর্ম্মহীনা হইয়া লজ্জাহীনা হইয়াছে, এরূপ মদ্রদেশবাসিনী স্ত্রীগণের পুত্র হইয়া তুমি এক্ষণে আমাকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে অভিলাষী হইয়াছ। ৩৭½

যদি কোন পুরুষ মদ্রদেশবাসিনী কোন স্ত্রীর নিকট যাচিক প্রার্থনা করিয়া থাকে, তবে সে উক্ত পুরুষের কোমরের পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া কর্ষণ করিতে থাকে এবং কাচিক না দেওয়ার ইচ্ছায় এই ধরণের বাক্য বলিতে আরম্ভ করে "কেহ আমাকে কাচিক (কাঁচি—বস্ত্রবিশেষ) প্রার্থনা করিবে না; কারণ, উহা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি আমার পুত্রকে দিয়া দিব, পতিকেও দিতে পারিব; কিন্তু কাচিক যাহাকেও দিতে পারিব না॥ ৩৮-৩৯½

পুত্রঃ দদ্যাঃ পতিং দদ্যান্ন তু দদ্যাৎ সুতং কচিৎ।
গৌর্ধো বৃত্তভো নিত্যং মদ্রিকাঃ কথসাবৃতাঃ ॥ ৫০
ধন্যরা নষ্টশৌচাশ্চ প্রায় ইত্যনুশুশ্রুম।
এবমাদি মহান্যৈর্যা শক্যং বক্তুং ভবেদ্ বহু ॥ ৫১
আকেশাগ্রান্নখাগ্রাচ্চ বক্তব্যেষু কুকর্মসু।
ক্ষত্রকাঃ সিন্ধু-সৌবীরাঃ ধর্মঃ বিদ্যাঃ কথং বিদুঃ ॥ ৫২
পাপদেশোদ্ভবা ম্লেচ্ছা ধর্মাগামবিচক্ষণাঃ।
এষ মুখ্যতমো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৫৩
যদাজৌ নিহতঃ শেতে সদ্ভিঃ সমভিপূজিতঃ।
আয়ুষানাং সাম্পরায়ে যমুচ্চৈরমতং ততঃ ॥ ৫৪
মমৈষ প্রথমঃ কল্পো নিধনে স্বর্গনিশ্চিতঃ।
সোঽহমাং প্রিয়ঃ সখা চাস্মি ধার্তরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ ॥ ৫৫
তদর্থে হি মম প্রাণা যচ্চ মে বিদ্যতে বসু।

বাক্যং তমপ্যুপহিতঃ পাণ্ডবৈঃ পাপদেশজঃ ॥ ৫৬
যথা চামিত্রবদং সর্বং তমস্মাসু প্রবর্ততে।
কামং ন খলু শক্যোঽহং ব্যথিতানাং শতৈরপি ॥ ৫৭
সংগ্রামাদ্ বিমুখঃ কর্তুং ধর্মজ্ঞ ইব নাস্তিকৈঃ।
সারঙ্গ ইব ঘর্মার্তঃ কামং বিলপ তত্র ত্বং ॥ ৫৮
নাহং ভীষয়িতুং শক্যঃ ক্ষত্রবৃত্তে ব্যবস্থিতঃ।
তদ্ভবাংস্তু নৃসিংহানামাহবেষ্বনিবর্তিনাম্ ॥ ৫৯
যা গতির্ভরতশ্রেষ্ঠ প্রেক্তা পুরা রামেণ তাং স্মরন্।
হেষাং ত্রাণার্থমুদ্যুক্তঃ বধার্থং দ্বিষতামপি ॥ ৬০
বিদ্ধি মামাস্থিতং বৃত্তং সৌভ্রবংশমৃষভম্।
ন তদ্ ভূতং প্রপশ্যামি ত্রিষু লোকেষু মদ্রপ ॥ ৬১
যো মামস্মাদতিপ্রায়াদ্ ব্যাবর্তেদিতি মে মতিঃ।
এষ বিদ্ধ্যেষমাত্মানং সমগ্রং কিং বহু ভাষসে ॥ ৬২

মদ্রদেশের রমণীরা স্বভাবতঃ দৌরাত্ম্য, লঘুচিত্ততা, লজ্জাহীনতা, কপটের দ্বারা ভোগাসক্তকারিণী, ব্যভিচারিণী ও অত্যন্ত অপবিত্রা হয়, এরূপ আমি শুনিয়াছি। ৪৯।

মদ্রবাসীদিগের কেশাগ্র হইতে নখাগ্রভাগ পর্যন্ত নিন্দার যোগ্য। ইহারা সকলেই প্রায় কুকর্মে আসক্ত থাকে। তাহাদের বিষয়ে আমি এবং অন্যান্যেরাও এরূপ অনেক কথাই বলিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

মদ্র এবং সিন্ধু সৌবীর দেশের মানুষেরা পাপপূর্ণ দেশে উৎপন্ন হইয়া ম্লেচ্ছ হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ধর্ম কর্মের বিষয়ে কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহারা এজগতে ধর্ম সম্বন্ধে আর কি কথা বলিবে? ৫১।

আমরা শুনিয়াছি, ক্ষত্রিয়দের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইহাই যে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়া মৃত্যুবরণ করত শয়ন করিবে এবং সৎ পুরুষগণের আদরের পাত্র হইবে ॥ ৫৩ ॥

আমি অস্ত্রসকলের দ্বারা কৃত যুদ্ধে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহাই আমার পক্ষে প্রথম শ্রেষ্ঠের কথা হইবে; কারণ, আমি মৃত্যুর পর স্বর্গ গমন করিবার অভিলাষী ॥ ৫৪ ॥

আমি ধীমান্ দুর্যোধনের প্রিয় মিত্র; সুতরাং আমার নিকট যাহা কিছু ধন-বৈভব আছে, সেই সমস্ত এবং আমার প্রাণও তাহারই জন্য। পাপ দেশে উৎপন্ন শল্য! ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পাণ্ডবেরা আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছে এবং সেইজন্যই তুমি আমাদের সহিত শত্রুতুল্যই আচরণ করিয়া

যাইতেছ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

যেরূপ শত শত মানুষের মিলিত হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্র পুরুষকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, সেইরূপ তোমার প্রায় শত শত বন্ধুরাও আমাকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইবে না।

লোভের বশে পতিত চরিত্রের ন্যায় হতাশ্বাসে বিলাপ করা তুমি বন্ধ করো; কেন না, কাপুরুষের ন্যায় আমাকে তুমি কোনরূপেই ভীত করিতে পারিবে না। ৫৭। ৫৮

পূর্বে ভরতশ্রেষ্ঠ রামের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত এবং শত্রুর সম্মুখীন হইয়া প্রাণত্যাগকারী সিংহতুল্য পরাক্রমী বীরগণের সম্বন্ধে যে উত্তম গতির কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার সতত স্মরণ আছে। ৫৯।

শল্য! তুমি ইহা অবগত হও যে, আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং রাজা পুরূরবার উত্তম চরিত্রের আদর্শ গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি ॥ ৬০ ॥

মদ্ররাজ! আমি ত্রিভুবনের মধ্যে এরূপ কোন প্রাণীকে দেখি না; যে আমাকে আমার এই সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে—আমি ইহাই মনে করি ॥ ৬১ ॥

বিদ্বান্ শল্য! এরূপ অবগত হইয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর। অযথাই কেন বহু কথা বলিতেছ! মদ্রদেশের নরাধম! যদি তুমি নীরবে বসিয়া না থাক, তবে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মাংসভক্ষী প্রাণীদিগকে প্রদান করিব ॥ ৬২ ॥

মা বাং তথা প্রবাস্যামি যেনাহং মন্যুরন্ধিতঃ
মিত্রপ্রতীক্ষয়া শল্য ধৃতরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ। ১১
অপবাদভিভিন্নাভিস্তিভিরেতৈর্হি জীবসি।
পুনস্ত্বেবংবিধং বাক্যং মদ্ররাজ বদিষ্যসি। ১২
শিরস্তে পাতয়িষ্যামি গদয়া বজ্রকল্পয়া।
শ্রোতারস্ত্বিদমদ্যেহ দ্রষ্টারো বা কুরূদ্বহ। ১৩

সত্য! এক ত' আমি মিত্র দুর্যোধন ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই কার্য্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি, দ্বিতীয় হইল—নিজের নিস্তারে আমি ভয় করি এবং তৃতীয় হইল—আমি 'তথা করিব' বলিয়া বাক্যদান করিয়াছি,—এই তিন কারণের জন্য তুমি এখনও জীবিত আছ। ১১।

মহারাজ! যদি তুমি পুনরায় এরূপ কথা বলিবে, তবে আমি আমার এই বজ্রতুল্য গদার দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করত

কর্ণ বা ভূমৌ কুরুষ্বে বা নিবর্তধ্বং ভবো।
এবমুক্ত্বা তু রাধেয়ঃ পুনরেব বিশাম্পতে।
অব্রবীন্মদ্ররাজানং যাহি যাহীত্যমর্ষণম্। ১৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণমদ্রাধিপসংবাদে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪০

চূর্ণবিচূর্ণিত করিব। ১১।

নীচলোকে উৎপন্ন শল্য! আজ এখানে শ্রোতারা সকলে শ্রবণ করিবে এবং দ্রষ্টা ব্যক্তিরা সকলে দেখিবে যে, "শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণকে বধ করিলে অথবা কর্ণই তাহাদের দুইজনকে বধ করিবে। ১২।

প্রজানাথ! এই কথা বলিয়া রাধাপুত্র কর্ণ কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই পুনরায় মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন—১৩, ১৪। ১৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও মদ্ররাজের পরস্পর আক্ষেপবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা শল্যের কর্ণসমীপে হংস-কাকয়োরুপাখ্যানস্য বর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ প্রশস্য তয়োঃ শরণং গ্রহীতুং শল্যায়োপদেশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

মারিষাবিরতে: শ্রুত্বা বাচো যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
শল্যোঽব্রবীৎ পুনঃ কর্ণং নিদর্শনমিদং বচঃ। ১
জাতোঽহং যজমানাং বংশে সাংগ্রামেষনিবর্তিনাম্।
রাজ্ঞাং মূর্ধাভিষিক্তানাং স্বয়ং ধর্মপরায়ণঃ। ২
যথৈব মত্তো মত্তেন যং তথা লক্ষ্যসে যুধ।
তথাত্ত যাং প্রমাস্যন্তং চিকিৎসেয়ং সুদুর্মতে। ৩

ইমাং কাকোপমাং কর্ণ প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে
শ্রুত্বা যথেষ্টং কুর্যাস্ত্বং নিত্যং কুলপাংসন। ৪
নাহমাত্মনি কিঞ্চিদ্ বৈ কিল্বিষং কর্ণ সংস্মরে।
যেন মাং ত্বং মহাবাহো হন্তুমিচ্ছস্যনাগসম্। ৫
অবশ্যং তু ময়া বাক্যং বুদ্ধ্যতা বুদ্ধিতাহিতম্।
বিশেষতো রথস্থেন রাজ্ঞশ্চৈব হিতৈষিণা। ৬

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[রাজা শল্যকর্তৃক কর্ণের নিকট হংস ও কাকের উপাখ্যান বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করত তাহাদের শরণগ্রহণ করিবার জন্য শল্যের উপদেশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় রাজন্! যুদ্ধের অভিনন্দনকারী অধিরথপুত্র কর্ণের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শল্য তাঁহাকে এই দৃষ্টান্তযুক্ত বাক্য বলিলেন। ১

সূতপুত্র! আমি যুদ্ধে অভিমুখ, যজমানগণ, মূর্ধাভিষিক্ত রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং নিজেও ধর্মপরায়ণ। ২

বৃষভতুল্য (অভিমতফলদানকারী বা মূর্খ) কর্ণ! যেরূপ কোন ব্যক্তি মত্ত পানে করিলে মত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও উন্মত্ত হইয়া গিয়াছ দেখিতেছি, সুতরাং আমি দুঃখ বলিয়া তোমার ন্যায় উন্মত্তের আজ চিকিৎসা করিব। ৩

রে দুর্মতি সূত কর্ণ! আমার দ্বারা কথিত কাকের এই দৃষ্টান্তের কথা শ্রবণ কর এবং শুনিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। ৪

মহাবাহু কর্ণ! আমার নিজের এরূপ কোন দোষের কথা স্মরণ হইতেছে না, যাহার জন্য তুমি নিরপরাধ আমাকেও বধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পার। ৫

আমি রাজা দুর্যোধনের হিতৈষী এবং বিশেষতঃ সারথি হইয়া রথে উপবিষ্ট আছি; সেইজন্য তোমার হিতাহিত বিষয়ে অবশ্যই হইয়া আমি তোমাকে অবশ্যই উহা বলিয়া দিব। ৬

সমক বিষমং চৈব রথিনশ্চ বলাবলম্।
শ্রমং খেদঞ্চ সততং হয়ানাং রথিনো বহ ॥ ৭
আয়ুধস্য পরিজ্ঞানং রুতঞ্চ মৃগ-পক্ষিণাম্।
তারস্যাপ্যতিতারস্য শল্যানাঞ্চ প্রতিক্রিয়া ॥ ৮
অস্ত্রযোগশ্চ যুদ্ধঞ্চ নিমিত্তানি তথৈব চ।
সর্বমেতন্ময়া জ্ঞেয়ং রথস্থস্য কুটুম্বিনা ॥ ৯
অতস্ত্বাং কথয়ে কর্ণ নিদর্শনমিদং পুনঃ।
বৈশ্যঃ কিল সমুদ্রান্তে প্রভূতধনধান্যবান্ ॥ ১০
যজ্বা দানপতিঃ ক্ষান্তঃ স্বকর্মস্থোঽবহুচ্ছ্রুতিঃ।
বহুপুত্রঃ প্রিয়াপত্যঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১১
রাজ্ঞো ধর্মপ্রধানস্য রাষ্ট্রে বসতি নির্ভয়ঃ।
পুত্রাণাং তস্য বালানাং কুমারাণাং যশস্বিনাম্ ॥ ১২
কাকো বহূনামভবদুচ্ছিষ্টকৃতভোজনঃ।
তস্মৈ সদা প্রযচ্ছন্তি বৈশ্যপুত্রাঃ কুমারকাঃ ॥ ১৩
মাংসৌদনং দধি ক্ষীরং পায়সং মধু সর্পিষী।
স চোচ্ছিষ্টভুক্ কাকো বৈশ্যপুত্রৈঃ কুমারকৈঃ ॥ ১৪

সম ও বিষম অবস্থা, রথী যোদ্ধার প্রয়োজন ও দুর্বলতা, রথীর সহিত অশ্বগণেরও পরিশ্রম এবং ক্লান্তি, অশ্ব আছে কি নাই ইহার জ্ঞান, জয় ও পরাজয়সূচক পশু-পক্ষিগণের রব, গতি, অতিগতি, শল্যচিকিৎসা, অস্ত্রপ্রয়োগ, যুদ্ধ ও তৎসম্বন্ধে নিমিত্ত—এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকা আমার একান্ত আবশ্যক কারণ, আমিও এই রথের একজন রথী। কর্ণ! সেইজন্য আমি পুনরায় তোমাকে এই দৃষ্টান্তের কথা বলিব ॥ ৭-৯½

কথিত আছে যে, সমুদ্রের তীরে কোন ধর্মপ্রধান রাজার রাজ্যে এক প্রচুর ধন-ধান্যসম্পন্ন বৈশ্য বাস করিতেন। তিনি যাগ-যজ্ঞকারী, দানপতি, ক্ষমাশীল, নিজের বর্ণোচিত কার্যে তৎপর, শাস্ত্রজ্ঞ বহু পুত্রবান্, সন্তানপ্রেমী এবং সমস্ত প্রাণীর উপরই দয়াপরায়ণ ছিলেন ॥ ১০-১১½

তাঁহার যে সমস্ত অল্পবয়স্ক বালক পুত্র ছিল, তাহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী এক কাকও সেখানে বাস করিত ॥১২½

বৈশ্যের পুত্রগণ সেই কাককে সদা মাংস, অন্ন (ভাত), দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, মধু ও ঘৃতাদি ভোজ্য দ্রব্য দান করিত ॥ ১৩½

বৈশ্যের বালকগণের দ্বারা উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া পালিত সেই কাক অতিশয় গর্বিত হইয়া নিজের সমান এবং নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণকেও অপমান করিতে লাগিল ॥ ১৪½

সদৃশান্ পক্ষিণো নৃপ! শ্রেষ্ঠমন্যানিচিক্ষিপে।
অথ হংসাঃ সমুদ্রান্তে কদাচিদতিপাতিনঃ ॥ ১৫
গরুড়স্য পথে তুল্যাশ্চক্রাঙ্গা দৃষ্টচেতসঃ।
কুমারকাস্তদা হংসান্ দৃষ্ট্বা কাকমথাব্রুবন্ ॥ ১৬
ভবানেব বিশিষ্টো হি পতদ্ভিভ্যো বিহঙ্গম।
(এতেঽতিপাতিনঃ পক্ষ্ম বিহঙ্গান্ বিদ্মহান্বিতান্।
এতিত্বমপি শক্তো হি কামান্ন পতিতুং ত্বয়া ॥)
প্রত্যাখ্যায়মানস্তৈঃ সর্বৈরল্পবুদ্ধিভিরুদ্ধতঃ ॥১৭
তথেতি সত্যমিত্যেব মৌর্খ্যাদ্ দর্পাচ্চ মন্যতে।
তান্ সোঽভিপত্য জিজ্ঞাসুঃ ক এষাং শ্রেষ্ঠতামিতি ॥১৮
উচ্ছিষ্টপিণ্ডিতঃ কাকো বহূনাং দূরপাতিনাম্।
তেষাং যঃ প্রবরো মেনে হংসানাং দূরপাতিনাম্ ॥ ১৯
তমাহ্বয়ত দুর্বুদ্ধিঃ পতাব ইতি পক্ষিণম্।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহসন্ হংসা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ২০
ভাবতো বত কাকস্য বলিনঃ পততাং বরাঃ।
ইদমূচুঃ স্ম চক্রাঙ্গা বচঃ কাকং বিহঙ্গমাঃ ॥ ২১

এই সময় কোন একদিন সেই সমুদ্রের তীরে গরুড়ের তুল্য অতিশয় তীব্র গতিতে উড়িতে সমর্থ, দৃষ্টচিত্ত এবং শরীরের মধ্যে চক্রের চিহ্নযুক্ত বহু রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৫½

সেই সময় এই হংসগণকে দেখিয়া কুমারকগণ সেই কাককে বলিল,—বিহঙ্গম! (আকাশচারী পক্ষী)! তুমি সমস্ত পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (দেখ, এই আকাশচারী হংসগণ আকাশে যাইয়া বহুদূর পর্যন্ত উড়িতে সমর্থ; তবে তুমি নিজের ইচ্ছাতেই আজ পর্যন্ত তাদৃশ উড়িতে চেষ্টা কর নাই ॥১৬½

এই সমস্ত অল্পবুদ্ধি বালকগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত সেই কাক মূর্খতা ও দর্পবশতঃ তাহাদের কথাকে সত্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ১৭½

তারপর উচ্ছিষ্ট ভোজনে অভ্যস্ত সেই কাক এই হংসগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? ইহা জানিবার ইচ্ছায় সে উড়িয়া তাহাদের নিকটে যাইল এবং দূর পর্যন্ত উড়িতে সমর্থ সেই পক্ষিগণের যাহাকে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিল, তাহাকে সে আহ্বান করিতে করিতে বলিল—চল, আমরা দুইজনে উড়িব ॥ ১৮-১৯½

এইরূপে বহুভোজী কাকের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সেখানে

হংসা ঊচুঃ।

বয়ং হ্যসাশ্চরামেমাং পৃথিবীং মানসৌকসঃ।
পক্ষিণাঞ্চ বয়ং নিত্যং দূরপাতেন পূজিতাঃ ॥ ২২
কথং হংসৈ র্ন বলিনং চক্রাঙ্গং দূরপাতিনম্।
কাকো ভূত্বা নিপতনে সমাহ্বয়সি দুর্মতে ॥ ২৩
কথং ত্বং পতিতা কাক সহাস্মাভির্মহীমিমাম্।
অথ হংসবচো মূঢ়ঃ কুৎসয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
প্রজল্পাদোত্তরং কাকঃ কথনো জাতিলাঘবাৎ ॥ ২৪

কাক উবাচ।

শতমেকঞ্চ পাতানাং পতিতাস্মি ন সংশয়ঃ।
শতযোজনমেকৈকং বিচিত্রং বিবিধং তথা ॥ ২৫
ঊর্দ্ধীনমবডীনঞ্চ প্রডীনং ডীনমেব চ।
নিডীনমথ সংডীনং তির্যগ্‌ডীনগতানি চ ॥ ২৬
বিডীনং পরিডীনঞ্চ পরাডীনং সুডীনকম্।
অতিডীনং মহাডীনং নির্ডীনমতিডীনকম্ ॥ ২৭
অবডীনং প্রডীনঞ্চ সংডীনং ডীনডীনকম্।
সংডীনোজ্ঝীনডীনঞ্চ পুনর্ডীন-বিডীনকম্ ॥ ২৮
সম্পাতং সমুদীষঞ্চ ততোঽন্যদ্ ব্যতিরিক্তকম্।
গতাগতপ্রতিগতং বহ্বীশ্চ বিকুলীনকাঃ ॥ ২৯
কর্তাস্মি মিষতাং বোঽদ্য ততো দ্রক্ষ্যথ মে বলম্।
তেষামন্যতমেনাহং পতিষ্যামি বিহায়সম্ ॥ ৩০
প্রদিশধ্বং যথান্যায়ং কেন হংসাঃ পতাম্যহম্।
তে বৈ ধ্রুবং বিনিশ্চিত্য পতধ্বং ন ময়া সহ ॥ ৩১

সমবেত সেই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকাশচারী বলবান্ হংসসকল হাসিতে লাগিল এবং কাককে এই কথা বলিল ॥ ২০-২১

হংসগণ বলিল,—কাক! আমরা মানস সরোবরনিবাসী হংস, যাহারা সর্ব্বদা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকি। দূর পর্য্যন্ত উড়িতে পারি বলিয়া সমস্ত পক্ষীই আমাদিগকে সম্মানিত করিয়া থাকে ॥ ২২

অরে দুর্মতি কাক! তুমি কাক হইয়া দীর্ঘকাল উড়িতে সমর্থ এবং নিজের দেহে চক্রচিহ্নে চিহ্নিত এক বলবান্ চক্রকে নিজের সহিত উড়িবার জন্য কেন আহ্বান করিতেছ? কাক! তুমি এখন বল, আমাদের সহিত কিরূপে তুমি উড়িবে? ২৩

হংসদের এই কথা শ্রবণ করত আত্মশ্লাঘাকারী মূর্খ কাক নিজের জাতিগত ক্ষুদ্রতার জন্য বারংবার তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে এইভাবে উত্তরদান করিল ॥ ২৪

কাক বলিল,—আমি এক শত এক প্রকার উড়িতে পারি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ইহাদের মধ্যে উড়িবার প্রত্যেক পদ্ধতিই শত শত যোজন পর্য্যন্ত হয় এবং এই সব পদ্ধতিই বিভিন্ন প্রকারের ও বিচিত্র ॥ ২৫

উড়িবার এই সব পদ্ধতির মধ্যে আমি কিছু সংখ্যকের নাম এখানে বলিতেছি, ১। ঊর্দ্ধীন (উপরের দিকে উড়িয়া যাওয়া), ২। অবডীন (নীচের দিকে উড়া), ৩। প্রডীন (চারিদিকে উড়া), ৪। ডীন (সাধারণভাবে উড়া), ৫। নিডীন (ধীরে ধীরে উড়া), সংডীন (দলিতগতিতে উড়া), ৭। তির্যগ্‌ডীন (তির্য্যগ্‌ভাবে উড়া), ৮। বিডীন (অপরের উপরে যাওয়ার অনুকরণে উড়া), ৯। পরিডীন (সর্ব্বদিকেই উড়া), ১০। পরাডীন (পিছনের দিকে উড়া), ১১। সুডীন (স্বর্গের দিকে উড়া), ১২। অতিডীন (সম্মুখের দিকে উড়া), ১৩। মহাডীন (তীব্রবেগে উড়া), ১৪। নির্ডীন (অপরকর্তৃক আক্রান্ত না হইবার উড়া), ১৫। অতিডীন (প্রচণ্ডগতিতে উড়া), ১৬। সংডীন-ডীন-ডীন (ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে আরম্ভ করিয়া চক্রাকারে চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নীচের দিকে উড়িয়া যাওয়া), ১৭। সংডীনোজ্ঝীনডীন (ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে আরম্ভ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরের দিকে উড়িয়া যাওয়া), ১৮ ডীনবিডীন (একপ্রকার উড়িতে উড়িতে অন্যপ্রকার উড়িয়া ১৯ সম্পাত (অকস্মাৎ ক্রমবর্দ্ধমান বেগে উড়িয়া পুনরায় পক্ষ আন্দোলন করা), ২০। সমুদীষ (কখনও উপরের দিকে এবং কখনও নীচের দিকে উড়া), এবং ২১। ব্যতিরিক্তক (কোন সংঘের দিকে উড়িয়া যাওয়া। ২২। অবডীন, ২৩। প্রডীন, ২৪ সংডীন-ডীন-ডীন, ২৫। সংডীনোজ্ঝীনডীন, ২৬ ডীনবিডীন (২৬ শ্লোকে অবডীন, প্রডীন আছে। পুনরায় ২৮ শ্লোকে অবডীন-প্রডীন থাকায় উহাদের পৃথক্‌ত্ব সূচিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল। ২৩ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত পদ্ধতিগুলিও দুই প্রকার করিয়া হয় বলিয়া পুনরুল্লিখিত হইল।)

—এই ছাব্বিশ প্রকার উড়িবার পদ্ধতি। এই সকলের মধ্যে 'মহাডীন' ব্যতীত অন্য সব পদ্ধতি 'গত','আগত' এবং 'প্রতিগত' এই তিন প্রকার ভেদ (এইরূপে সর্ব্বসাকুল্যে ছিয়াত্তর প্রকার ভেদ) ইহা ব্যতীত পঁচিশ প্রকার বিপাতও আছে। (সুতরাং সকলে মিলিতভাবে এক শত একপ্রকার উড়িবার পদ্ধতি ॥ ২৬-২৯

আজ আমি তোমাদের সাক্ষাতেই যখন (এই সব উড়িয়া যাইবার পদ্ধতি অনুসারে) উড়িতে থাকিব, তখন আমার বল তোমরা দেখিতে পাইবে। আমি ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করত আকাশে উড়িতে পারিব ॥ ২৯-৩০

পাতৈরেভিঃ খলু খগাঃ পতিতুং যে নিরাশ্রয়ে।
এবমুক্তে তু কাকেন প্রহৃষ্টৈকো বিহঙ্গমঃ ॥ ৩২
উবাচ কাকং রাধেয় বচনং তন্নিবোধ মে।

হংস উবাচ।

শতমেকক পাতানাং বং কাক পতিতা ধ্রুবম্ ॥ ৩৩
একমেব তু যং পাতং বিদুঃ সর্বে বিহঙ্গমাঃ।
তদহং পতিতা কাক নান্যং জানামি কঞ্চন ॥ ৩৪
পত্ত যদপি তাম্রাক্ষ যেন পাতেন মন্যসে।
অথ কাকাঃ প্রহৃষ্টমুখে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৩৫
কথমেকেন পাতেন হংসঃ পাতশতং জয়েৎ।
একেনৈব শতস্যৈব পাতেনাভিপ্রবিষ্যতি ॥ ৩৬
হংসস্তু পতিতঃ কাকো বলবানাশুবিক্রমঃ।
প্রপেততুঃ স্পর্ধয়া চ ততস্তৌ হংস-বায়সৌ ॥ ৩৭
একপাতী চ চক্রাঙ্গঃ কাকঃ পাতশতেন চ।
পেতিবানথ চক্রাঙ্গঃ পেতিবানথ বায়সঃ ॥ ৩৮
বিলিম্বাপয়িষুঃ পাতৈঃ রাজ্ঞঃ কাশোঽহমনঃ ক্রিয়াঃ।
অথ কাকস্য চিত্রাণি পতিতানি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতাঃ কাকা বিনেদুরবিকৈঃ স্বরৈঃ।
হংসাংশ্চাবহসন্তি স্ম প্রাবদন্নপ্রিয়াণি চ ॥ ৪০
উৎপত্যোৎপত্য চ মুহুর্মুহূর্তমিতি চেতি চ।
বৃক্ষাগ্রেভ্যঃ স্থলেভ্যশ্চ নিপতন্তস্তৎপতন্তি চ ॥ ৪১
কুর্বাণা বিবিধান্ রাবানাশংসন্তো জয়ং তথা।
হংসস্তু মুহূর্তেনৈকেন বিক্রান্তমুপচক্রমে ॥ ৪২
প্রত্যহীয়ত কাকাচ্চ মুহূর্তমিব মারিষ।
অবমন্য চ হংসাংস্তানিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৪৩
যোঽসাবুৎপতিতো হংসঃ সোঽসাবেবঃ প্রহীয়তে।
অথ হংসঃ স তচ্ছ্রুত্বা প্রাপতৎ পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ৪৪

হংসগণ! তোমরা যথোচিতরূপে বিচার করিয়া বল আমি কোন্ পদ্ধতিতে উড়িব? পক্ষিগণ! তোমরা সকলে চূড়ান্তরূপ করিয়া আমাদের আকাশে এই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক উড়িবার জন্য আমায় শিক্ষা দাও—। ৩১½

রাধাপুত্র! কাক এই কথা বলিলে পর একটি আকাশচারী হংস হাস্য করত তাহাকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩২½

হংস বলিল,—কাক! তুমি অবশ্যই এক শত এক প্রকার উড়িবার পদ্ধতির দ্বারা উড়িতে পার কিন্তু আমি ত' কেবল একটিমাত্র পদ্ধতির দ্বারা উড়িতে পারি, যাহা সকল পক্ষীরাই জানে। আমি আর অন্য কোন বিশেষ উড়িবার পদ্ধতি জানি না। রক্তবর্ণ নয়নবিশিষ্ট কাক! তুমিও যেভাবে উড়িতে তোমার পক্ষে ভাল বলিয়া মনে কর, সেইভাবে উড়িতে থাক। ৩৩-৩৪½

তখন সেখানে সমবেত অন্যান্য সকল কাকই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল এবং পরস্পর আলোচনা করিতে থাকিল,—এই হংস মাত্র একটি উড়িবার পদ্ধতিতে কিরূপে এক শত প্রকার উড়িবার পদ্ধতিকে জয় করিবে? এই কাক বলবান্ এবং দ্রুতগতি সহিত উড়িতে পারে; অতএব শত প্রকারের মধ্যে একটিতেই সে হংসের উড়িয়া যাওয়ার পদ্ধতিকে পরাজিত করিয়া দিবে। ৩৫-৩৬½

তাহার পর হংস ও কাক পরস্পর স্পর্ধা সহকারে উড়িতে আরম্ভ করিল। চক্রচিহ্নশোভিত হংস একপ্রকার গতিতেই উড়িতে থাকিল এবং কাক শতপ্রকার গতিতে উড়িতে লাগিল। একদিকে হংস উড়িতে লাগিল, আর একদিকে কাক উড়িতে ছিল ॥ ৩৭-৩৮

কাক বিভিন্ন গতিতে উড়িতে থাকিয়া সকলপক্ষে বিস্ময়াবিষ্ট করিবার বাসনায় নিজের কার্যসকলের প্রশংসা করিতে লাগিল। সেই সময় বারংবার কাকের বিচিত্র গতি দেখিয়া অন্য কাকগণ অতিশয় আনন্দিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে 'কা কা' করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯½

তাহারা মুহূর্তকাল পর পর উড়িতে থাকিয়া বলিল—এই দেখ, এই দেখ, কাক কিরূপ উড়িতেছে। এই কথা বলিয়া তাহারা হংসদিগকে উপহাস করিতে লাগিল এবং নানা রূঢ় বাক্য শুনাইতে থাকিল। সেই সঙ্গে কাকের জয় লাভের জন্য শুভকামনা করিতে করিতে নানাবিধ রব করিতে থাকিয়া কখনও বৃক্ষের শাখাসমূহ হইতে ভূতলে এবং কখন ভূতল হইতে বৃক্ষের শাখাসমূহে নীচে ও উপরে উড়িতেছিল ॥ ৪০-৪১½

আর্য! হংস কিন্তু একটি মাত্র দ্রুত গতি দ্বারাই উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই জন্য সে মুহূর্তকাল পর্যন্ত যেন হারিয়াই যাইতেছিল ॥ ৪২½

তখন কাকেরা হংসদিগকে অপমান করিয়া এই কথা বলিল—এই যে হংস উড়িতেছে, ইহাতে ত' সে পিছনে পড়িতেছে ॥ ৪৩½

তাহার পর সেই উচ্চীয়মান হংস কাকসকলের এই কথা শ্রবণ করত তীব্র বেগে মধ্যাহ্নের সমুদ্রের উপরে উপরে পশ্চিম দিকে উড়িতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৪½

উপর্য্যুপরি বেগেন সাগরং মকরালয়ম্।
ততো ভীঃ প্রাবিশৎ কাকং তদা তত্র বিচেতসম্ ॥৩৫
দ্বীপক্রমানপশ্যন্তং নিপাতার্থে শ্রমান্বিতম্।
নিপতেয়ং ক্ব নু শ্রান্ত ইতি তস্মিন্ জলার্ণবে ॥৩৬
অবিষহ্যঃ সমুদ্রো হি বহুসত্ত্বগণালয়ঃ।
মহাসত্ত্বগতোদ্বাসী নভসোঽপি বিশিষ্যতে ॥ ৩৭
গাম্ভীর্য্যাদ্ধি সমুদ্রস্য ন বিশেষং হি সূতজ্ঞ।
দিগম্বরাস্তনঃ কর্ণ সমুদ্রস্থা বিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৮
বিদূরপাতাৎ তোয়স্য কিং পুনঃ কর্ণ বায়সঃ।
অথ হংসোঽপ্যতিক্রম্য মুহূর্ত্তমিতি চেতি চ ॥ ৩৯
অবেক্ষমাণস্তং কাকং নাশকদ্ ব্যপসর্পিতুম্।
অভিক্রম্য চ চক্রাঙ্গঃ কাকং তং সমুদৈক্ষত ॥ ৪০
যাবদ্ গত্বা পতত্যেষ কাকো মামিতি চিন্তয়ন্।
ততঃ কাকো ভৃশং শ্রান্তো হংসমভ্যাগমত্তদা ॥ ৪১

তং তথা তীব্রমায়ান্তং তু হংসো দৃষ্ট্বাব্রবীদ্বচঃ।
ঊর্দ্ধিবীর্য্যং নিমজ্জন্তং তদন সংপূরণব্রতম্ ॥ ৪২

হংস উবাচ।

বহূনি পতিতানি ত্বমাচক্ষাণো মুহুর্মুহুঃ।
পাতস্য ব্যাহরংস্তেদং ন নো গুহ্যং প্রভাষসে ॥৪৩
কিং নাম পতিতং কাক যত্তঃ পতসি সাম্প্রতম্।
জলং স্পৃশসি পক্ষাভ্যাং তুণ্ডেন চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৪
প্রব্রূহি কতমে তত্র পাতে বর্ত্তসি বায়স।
এহ্যেহি কাক শীঘ্রং ত্বমেষ ত্বাং প্রতিপালয়ে ॥ ৪৫

শল্য উবাচ।

স পক্ষাভ্যাং স্পৃশন্নাস্যতুণ্ডেন চ জলং তদা।
দৃষ্টো হংসেন দুষ্টাত্মন্নিতি হংসস্তদোঽব্রবীৎ ॥৪৬
অপক্রমস্ব দুষ্টাত্মন্ নিপাতাস্তে শ্রমান্বিতঃ
পাতয়েয়ং শ্রমশিরো হংসং কাকোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ৪৭

এদিকে কাক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য দ্বীপ বা বৃক্ষ পাইল না, অতএব তাহার মনে তখন ভয় উপস্থিত হইল এবং ইহাতে সে যেন অচেতন হইয়া পড়িল ॥ ৩৫½

কাক এই সময় চিন্তা করিতে লাগিল, আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে এই জলরাশি মধ্যে কোথায় নামিব? বহুসংখ্যক জলজন্তুর নিবাসভূমি এই সমুদ্র আমার পক্ষে অসহ্য। অসংখ্য মহাপ্রাণীসমূহে উদ্ভাসিত এই মহাসাগর ত' আকাশ হইতেও বৃহৎ ॥ ৩৬-৩৭

সূতপুত্র কর্ণ! সমুদ্রে বিচরণকারী বহুজন্তুও ইহার গভীরতার জন্য বিস্তৃতিতে আকাশ এই সমুদ্রের জলরাশির কোন শেষ (থাই) জানিতে পারে না, সুতরাং এই কাক কিছু দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া সেই সমুদ্রের জলরাশির পার কিরূপে পাইবে? ৩৮½

ওদিকে হংস মুহূর্ত্তকাল উড়িয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে কাকের জন্য প্রতীক্ষাবশতঃ আর অগ্রসর হইতে পারিল না ॥ ৩৯½

চক্রশোভিত হংস কাককে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু সে এই চিন্তা করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল যে, সেই কাকও উড়িয়া আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইবে ॥ ৪০½

তদনন্তর সেই সময় আশ্রয়প্রার্থী কাক হংসের নিকটে আসিল। হংস দেখিল, কাকের অতিশয় শোচনীয় দশা পড়িয়াছে। এখন সে জলে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। তখন হংস সৎপুরুষগণের ব্রত পরম কারুণিক তাহাকে উদ্ধার করিবার বাসনা করত এই কথা বলিল ॥ ৪১-৪২

হংস বলিল,—কাক! তুমি ত' নানাস্থানে নিজের বহুপ্রকার গতির প্রশংসা করিয়াছ, কিন্তু সেই সব উড়িবার পদ্ধতি বর্ণনা করিবার সময় এই গোপনীয় বেগসূচক উড়িবার পদ্ধতির কথা ত' তুমি বল নাই ॥ ৪৩

কাক! তুমি এখন বল, এ সময় যে ভাবে তুমি উড়িতেছ, তাহার কি নাম? এই পদ্ধতিতে উড়িয়া তুমি নিজের দুই পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা জলকে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতেছ ॥ ৪৪

বায়স! বল, বল, এই সময় তুমি কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উড়িতেছ? কাক! এস, শীঘ্র এস। এখন আমি তোমাকে রক্ষা করিব ॥ ৪৫

শল্য বলিলেন,—দুষ্টাত্মা কর্ণ! সেই কাক যখন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া নিজের দুই পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা জলকে স্পর্শ করিতে লাগিল, সেই অবস্থায় হংস তাহাকে দেখিল। সে উড়িয়া যাইবার বেগে শ্রান্ত হইয়া শিথিলাঙ্গ হইয়াছিল এবং জলের কোন পার না দেখিয়া নীচের দিকে পতিত হইতেছিল। সেই সময় সে হংসকে এই কথা বলিল ॥ ৪৬-৪৭

বয়া কাকাঃ কুতো নাম চরামঃ কাকবালিকাঃ।
হংস প্রাপৈঃ প্রপন্নে বামুদকান্তং নয়স্ব মাম্। ৫৮
স পক্ষাভ্যাং স্পৃশন্নার্তস্তেন চ মহার্ণবে।
কাকো ধৃতপরিশ্রান্তঃ সহসা নিপপাত হ। ৫৯
সাগরান্তসি তং দৃষ্ট্বা পতিতং দীনচেতসম্।
ব্রিয়মাণমিদং কাকং হংসো বাক্যমুবাচ হ। ৬০
শতমেকঞ্চ পাতানাং পতাম্যহমনুস্মর।
ত্রাযমানস্ত্বমাত্মানং কাক ভাষিতবানসি। ৬১
স ত্বমেকশতং পাতং পতন্নভ্যধিকো ময়া।
কথমেবং পরিশ্রান্তঃ পতিতোঽসি মহার্ণবে। ৬২
প্রত্যুবাচ ততঃ কাকঃ সীদমান ইদং বচঃ।
উপরিষ্টাৎ তদা হংসমভিবীক্ষ্য প্রসাদয়ন্। ৬৩

কাক উবাচ।

উচ্ছিষ্টদর্পিতো হংস মন্যেঽহমাত্মানং সুপর্ণবৎ।
অবমন্য বহূংশ্চাহং কাকানন্যাংশ্চ পক্ষিণঃ। ৬৪
প্রাপৈর্হংস প্রপন্নো বাং দ্বীপান্তং প্রাপয়স্ব মাম্।
যদ্যহং শক্তিমান্ হংস স্বং দেশং প্রাপ্নুয়াং প্রভো। ৬৫
ন কঞ্চিদবমন্তেঽহমাপদো মাং সমুদ্ধর।
তমেবং বাদিনং দীনং বিলপন্তমচেতনম্। ৬৬
কাক কা কেতি বাশন্তং নিমজ্জন্তং মহার্ণবে।
কৃপয়াঽঽদায় হংসস্তং জলক্লিন্নং সুদুর্দৃশম্। ৬৭
পদ্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন পৃষ্ঠমারোপয়চ্ছনৈঃ।
আরোপ্য পৃষ্ঠং হংসস্তং কাকং তূর্ণং বিচেতনম্। ৬৮
আজগাম পুনর্দ্বীপং স্পর্ধয়া পেততুর্যতঃ।
সংস্থাপ্য তং চাপি পুনঃ সমাবাস্য চ খেচরম্। ৬৯
গতো যথেপ্সিতং দেশং হংসো মন ইবাশুগঃ।
এবমুচ্ছিষ্টপুষ্টঃ স কাকো হংসপরাজিতঃ। ৭০
বলবীর্যমদং কর্ণ ত্যক্ত্বা ক্ষান্তিমুপাগতঃ।
উচ্ছিষ্টভোজনঃ কাকো যথা বৈশ্যকুলে পুরা। ৭১

ভ্রাতঃ হংস! আমরা কাক। আমরা কেবল বৃথা 'কা কা' শব্দ করিয়া থাকি। আমরা উড়িবার কি জানি? আমি নিজের প্রাণের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে জলের তীর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও। ৫৮

এই কথা বলিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং দীনচিত্ত কাক দুই পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা জল স্পর্শ করিতে করিতে সহসা সেই মহাসাগরে পতিত হইল॥ ৫৯

সমুদ্রের জলে পতিত হইয়া অত্যন্ত দীনচিত্ত ও মূর্ছার নিকট উপস্থিত কাককে হংস এই কথা বলিল। ৬০

কাক! তুমি নিজের প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছিলে যে, তুমি এক শত এক প্রকার উড়িতে পার। এখন তাহা স্মরণ কর॥ ৬১

এক শত প্রকার উড়িতে সমর্থ তুমি ত' আমা অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্, সুতরাং তুমি কেন পরিশ্রান্ত হইয়া এই সাগরে পতিত হইয়াছ? ৬২

তখন জলে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকিয়া কাক জলের উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করত হংসকে দেখিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই কথা বলিল॥ ৬৩

কাক বলিল,—ভ্রাতঃ হংস! আমি উচ্ছিষ্ট খাইয়া অতিশয় গর্বিত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং বহু কাক ও অন্য পক্ষিগণকে তিরস্কার করত নিজেকে নিজেই গরুড়ের ন্যায় পক্ষিশালী মনে করিতে লাগিলাম॥ ৬৪

হংস! এখন আমি নিজের প্রাণের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে দ্বীপের নিকটে উপস্থিত করিয়া দাও। পক্ষিশ্রেষ্ঠ হংস! যদি আমি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের দেশে যাইতে পারি, তবে আর কাহাকেও কখনও কোনরূপ অপমান করিব না। তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর॥ ৬৫½

কর্ণ! এইরূপ কথা বলিয়া কাক যেন অচেতন অবস্থায় দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে এবং 'কা কা' এই শব্দ করিতে করিতে জলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। সেই সময় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল। সে জলে আর্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। হংস তখন কৃপাপূর্বক তাহাকে পায়ের দ্বারা উঠাইয়া ধীরে ধীরে নিজের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল॥ ৬৬-৬৭½

অচেতন কাককে নিজের পৃষ্ঠে রাখিয়া হংস অতিদ্রুত সেই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখান হইতে তাহারা পরস্পর স্পর্ধাসহকারে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল॥ ৬৮½

সেই কাককে পূর্বোক্তস্থানে নামাইয়া দিয়া তাহাকে আশ্বাসদান করত মনের ন্যায় শীঘ্রগামী হংস পুনরায় নিজ অভীষ্ট দেশে চলিয়া গেল॥ ৬৯½

কর্ণ! এইরূপ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পুষ্টদেহ কাক সেই হংস হইতে পরাজিত হইয়া নিজের মহৎ বলপরাক্রমের অহঙ্কার পরিহার করত শান্ত হইল॥ ৭০½

পূর্বকালে সেই কাক যেরূপ বৈশ্যকুলে উৎপন্ন সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পালিত হইয়াছিল, সেইরূপ দুরাত্মার

এবং বহুক্ষিষ্টভুজো যাজ্ঞসেন্যৈ সভাতলে।
সদৃশান্ শ্রেয়সস্তাপি সর্বান্ কর্ণাবমন্যসে ॥ ৭১

দ্রোণ-ভৌষ্মি-কৃপৈরুক্তো ভীষ্মেণাত্তৈশ্চ কৌরবৈঃ।
বিরাটনগরে পার্থমেকং কিং নাবধীস্তদা ॥ ৭৩

যত্র ব্যক্তাঃ সমস্তাশ্চ নিহিতাঃ স্থ কিরীটিনা।
শৃগালো ইব সিংহেন ক তে বীর্যমভূৎ তদা ॥ ৭৪

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা সমরে সব্যসাচিনা।
পঞ্চভ্যঃ কুরুবীরাণাং প্রথমং ত্বং পলায়িতঃ ॥ ৭৫

তথা দ্বৈতবনে কর্ণ গন্ধর্বৈঃ সমভিদ্রুতঃ।
ক্রন্দন্ সমগ্রানুৎসৃজ্য প্রথমং ত্বং পলায়িতঃ ॥ ৭৬

হত্বা জিত্বা চ গন্ধর্বাংশ্চিত্রসেনমুখান্ রণে।
কর্ণ দুর্যোধনং পার্থঃ সভায়াং সমমোক্ষয়ৎ ॥ ৭৭

পুনঃ প্রভাবঃ পার্থস্য পৌরাণঃ কেশবস্য চ

কথিতঃ কর্ণ রামেণ সভায়াং ব্রাহ্মণান্তিকে ॥ ৭৮

সত্তস্য বদতো বাক্যং দ্রোণভীষ্ময়োঃ।
অবধ্যৌ বধতঃ কৃষ্ণৌ সহিতৌ চ মতৌ ক্ষিতাম্ ॥ ৭৯

কিয়ৎ তৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যেন যেন বলত্বয়ঃ।
ঋতোঽতিরিক্তঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো ব্রাহ্মণো যথা ॥

ঈষাদীষেব দ্রষ্টারি প্রধানে স্যন্দনে স্থিতৌ।
পুরুষং বসুদেবস্য কুন্তীপুত্রং চ পাণ্ডবম্ ॥ ৮১

যথাশ্রয়ত চক্রাক্ষঃ বায়ুনো বৃষ্ণিমাশ্রিতঃ।
তথাশ্রয়ত বার্ষ্ণেয়ং পাণ্ডবং চ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৮২

যদা বঃ বৃষ্ণি বিক্রান্তৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
দ্রষ্টারৌ একরথে কর্ণ তদা নৈবং বদিষ্যসি ॥ ৮৩

যদা শরশতৈঃ পার্থো ভগ্নং তব বহিষ্যতি
তদা ধনঞ্জয়ং দৃষ্ট্বা আত্মনশ্চাপি মন্যসে ॥ ৮৪

পুরুষগণের দ্বারা তুমি উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পালিত হইয়াছ,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কর্ণ! ইহাতে তুমি নিজের তুল্য ও নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকেও অপমান করিতেছ। ৭১-৭২

বিরাটনগরে দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং কৌরব-বীরগণও তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। সেই সময় একাকী পার্থ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাকে তুমি বধ কর নাই কেন? ৭৩

সেখানে ত' কিরীটধারী অর্জুন পৃথক্ পৃথক্ এবং সকল যোদ্ধার সহিত একত্রে যুদ্ধ করিয়াও তোমাদিগকে সেইভাবে পরাজিত করিয়াছিল, যেরূপ এক সিংহ বহু শৃগালকে পরাজিত করিয়া থাকে। কর্ণ! সেই সময় তোমার পরাক্রম কোথায় ছিল? ৭৪

সব্যসাচী অর্জুন কর্তৃক সমরাঙ্গণে নিজের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া কৌরব-বীরগণের সম্মুখেই সর্বপ্রথমে তুমি পলাইয়া গিয়াছিলে॥ ৭৫

কর্ণ! এইরূপ যখন দ্বৈতবনে গন্ধর্বগণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময় সমস্ত কৌরবদিগকে পরিত্যাগ করত প্রথমেই তুমি পলায়ন করিয়াছিলে॥ ৭৬

কর্ণ! সেখানে কুন্তীপুত্রগণ অর্জুনই রণাঙ্গনে চিত্রসেনাদি গন্ধর্বগণকে অস্ত্রপ্রহার করিয়া পরাজিত করত স্ত্রীবর্গের সহিত দুর্যোধনকে তাঁহাদের নিকট হইতে মুক্ত করিয়াছিল॥ ৭৭

কর্ণ! পুনরায় তোমার শত্রু পরশুরামও সেইদিন ব্রাহ্মণসভায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের পুরাতন প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন॥ ৭৮

তুমি সমস্ত কুরুবিগণের নিকটে দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মকৃত কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে। ইহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অবধ্য বলিয়া গিয়াছেন॥ ৭৯

আমি আর কত কত বাক্য উল্লেখ করিয়া তোমাকে বলিব যে, অর্জুন তোমা অপেক্ষা কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ। যেরূপ ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অর্জুন তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ৮০

তুমি এই সময়েই প্রধান রথে উপবিষ্ট থাকিয়াই বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তীসুতবর পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে দেখিতে পাইবে॥ ৮১

যেরূপ কাক উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া চক্রাক্ষ বৃষ্ণির শরণাপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ তুমিও বৃষ্ণিনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের শরণ গ্রহণ কর॥ ৮২

কর্ণ! যখন তুমি যুদ্ধস্থলে পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে একই রথে উপবিষ্ট দেখিবে, তখন আর এরূপ কথা বলিতে পারিবে না॥ ৮৩

তখন অর্জুন শত শত বাণের দ্বারা তোমার কর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে এবং তুমি স্বয়ং দেখিবে যে, তোমার ও অর্জুনের মধ্যে কতটা প্রভেদ আছে॥ ৮৪

দেবাসুর-মনুষ্যেষু প্রখ্যাতৌ যৌ নরোত্তমৌ।
তৌ মাং মন্যে সৌপর্ণ্যাং বং যদ্ভোত ইব বোচনৌ ॥৮৫
সূর্যাচন্দ্রমসৌ যদ্বৎ তদ্বদর্জুন-কেশবৌ।
প্রাকাম্যোনাভিবিখ্যাতৌ যং তু যদ্যোতবদ্ভুবৌ ॥ ৮৬

এবং বিদ্বান্ মাবমংস্থাঃ সুতপুত্রাচ্যুতার্জুনৌ।
নৃসিংহৌ তৌ মহাত্মানৌ জোষমাস্থ বিকত্থনে ॥ ৮৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি কর্ণশল্যসংবাদে হংসকাকীয়োপাখ্যানে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

যেরূপ জোনাকী পোকা সদা দেদীপ্যমান সূর্য্য ও চন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে মূর্খতা-বশতঃ অপমান করিও না ॥ ৮৫

যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন। ইহারা উভয়ে বীর ভেজে সর্ব্বত্র বিখ্যাত; কিন্তু তুমি ও' খদ্যোতগণ মধ্যে জোনাকী পোকারই তুল্য ॥ ৮৬

সূতপুত্র! তুমি মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এতাদৃশ জানিয়া তাহাদের অপমান করিও না। নিজের প্রশংসা না করিয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর ॥ ৮৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও শল্যের সংবাদান্তর্গত হংস এবং কাকের উপাখ্যান-সম্বন্ধীয় একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ প্রভাবং স্বীকৃত্য কর্ণেনাভিমানভরা শল্যস্য তিরস্কারঃ, তচ্ছ্রবণে পরশুরামতো ব্রাহ্মণতশ্চ স্বস্য শাপপ্রাপ্তিবিষয়বর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

মদ্রাধিপস্তাধিরথিনিহায়ো
বচো নিশম্যাপ্রিয়মপ্রতীতঃ।
উবাচ শল্যঃ বিরতিং মুমেতদ্
যথাবিধাবর্জুন-বাসুদেবৌ। ১
সৌরে রথং বাহয়তোঽর্জুনস্য
বলং মহাদ্যাপি চ পাণ্ডবস্য।
অহং বিজানামি যথাবদদ্য
পরোক্ষভূতং তব তৎ তু শল্য। ২
দ্বৌ চাপ্যহং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠৌ
শাপেভতীব্রোগবিষাগ্নি কল্পৌ।
সন্ত্রাসয়ত্যদ্যধিকং তু রামা-
চ্ছাপোঽদ্য মাং ব্রাহ্মণসত্তমাচ্চ ॥ ৩
অবসং বৈ ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনাহং
রামে পুরা দিব্যমস্ত্রং চিকীর্ষুঃ।
তত্রাপি মে দেবরাজেন বিঘ্নো
হিতায়িনা ফাল্গুনস্যৈব শল্য ॥ ৪
কৃতো বিভেদেন মমোরুমেত্য
প্রবিশ্য কীটস্ত তনুং বিরূপাম্।
মমোরুমেত্য প্রবিভেদ কীটঃ
সুতীব্রুরো ঘোর শিরো নিধায় ॥ ৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রভাব স্বীকারপূর্ব্বক কর্ণকর্তৃক অভিমানভরে শল্যকে তিরস্কার এবং তাঁহার নিকট পরশুরাম ও ব্রাহ্মণকর্তৃক নিজের শাপপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মাতুলরাজ শল্যের এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা অধিরথপুত্র কর্ণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—শল্য! অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ, ইহা আমার জানা আছে ॥ ১

অর্জুনের রথচালনাকারী শ্রীকৃষ্ণের বল এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের মহাত্মগুণের বিষয় আমি এখন যথাযথরূপেই জানি, যাহা তোমার এখনও অপরিচিত আছে ॥ ২

সেই দুই কৃষ্ণ শস্ত্রধারিগণের মধ্যে যদিও শ্রেষ্ঠ, তথাপি আমি নির্ভয় হইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমি পরশুরামের নিকট হইতে এবং এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইতে যে শাপ লাভ করিয়াছি, তাহাই আজ আমাকে বিশেষভাবে সন্ত্রাসিত করিতেছে ॥ ৩

বহু পূর্ব্বের কথা, আমি দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া পরশুরামের নিকট বাস করিতে ছিলাম। শল্য! সেখানেও অর্জুনের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবরাজ ইন্দ্র আমার কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া দিলেন। একদিন গুরুদেব পরশুরাম আমার ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। সেই সময় ইন্দ্র একটি কীটের ভয়ঙ্কর শরীরে

উরুপ্রভেদাচ্চ মহান্ বভূব
শরীরতো মে ঘনশোণিতৌঘঃ।
গুরোর্ভয়াচ্চাপি ন চেলিবানহং
ততো বিবৃদ্ধো বহুধে স বিপ্রঃ ॥৬

স মাং বিধ্যুক্তং প্রসমীক্ষ্য মাং বৈ
ন ত্বং বিপ্রঃ কোঽসি সত্যং বদেতি।
তস্মৈ তদাত্মানমহং যথাব-
দাখ্যাতবান্ সূত ইত্যেব শল্য ॥ ৭

স মাং নিশম্যাথ মহাতপস্বী
সংশপ্তবান্ রোষপরীতচেতাঃ।
সূতোঽধমাবাপ্তমিদং ত্বয়াস্ত্রং
ন কর্মকালে প্রতিভাস্যতি ত্বাম্ ॥ ৮

অন্যত্র তস্মাৎ তব মৃত্যুকালা-
দ্রথাক্ষণে ব্রহ্ম ন তে ধ্রুবং স্যাৎ।
তদদ্য পর্যাপ্তবতীব চাস্ত্র-
মস্মিন্ স গ্রামে তুমুলেঽতীব ভীমে ॥ ৯

যোঽয়ং শল্য তবরোধপপাত
প্রবর্ষণঃ সর্বহরোঽতিতীব্রঃ।
সোঽতিমন্যে ক্ষত্রিয়াণাং প্রবীরান্
প্রতাপিতা বলবান্ বৈ বিধর্ষঃ ॥ ১০

অন্যোগ্রবানমহং বরিষ্ঠং
তবদ্বিনং ভীমমসহ্যবীর্যম্।
সত্যপ্রতিজ্ঞং যুধি পাণ্ডবেয়ং
ধনঞ্জয়ং মৃত্যুমুখং নয়িষ্যে ॥ ১১

অস্ত্রং তদোঽন্যৎ প্রতিপদ্যমদ্য
যেন ক্ষেপ্সো সমরে শত্রুপূগান্।
প্রতাপিনং বলবন্তং কৃতাস্ত্রং
তনূত্রবানমমিতৌজসঞ্চ ॥ ১২

ক্রূরং শূরং রৌদ্রমনিষ্টমাহুঃ
যং ভূতসংঘেষ্টমং ভূনিষ্ঠে।
অন্যাং পতিং বৈশসে কর্তবো
নিঃসংশয়ং তদ্বলং প্রক্ষ্যামি ॥ ১৩

প্রবেশ করত আমার রথের সমীপে আসিয়া দংশন করিলেন। ইহাতে সেই স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইল। এই কার্যের দ্বারা তিনি আমার মনোরথের বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। ৪-৫

তখন রক্তের স্রোত বওয়ায় আমার দেহ হইতে প্রচুর রক্তের প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হইল। ইহাতেও গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে আমি অল্পও বিচলিত হইলাম না। তারপর যখন গুরুদেব জাগরিত হইলেন, তখন তিনি এই সব কিছু প্রত্যক্ষ করিলেন ॥ ৬

শল্য! তিনি আমাকে এরূপ ধৈর্যশালী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অরে! তুমি ত' ব্রাহ্মণ নও, কে তুমি? ইহা সত্য করিয়া বল। তখন আমি তাঁহাকে আমার যথার্থ সত্য পরিচয় দিতে দিতে এই কথা বলিলাম,—ভগবন্! আমি সূত ॥ ৭

তদনন্তর আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি মহাতপস্বী পরশুরামের চিত্তে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তখন তিনি আমাকে শাপ দান করিতে করিতে বলিলেন,—সূত! যেহেতু তুমি ছল করিয়া এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই হেতু প্রয়োজনের সময় তোমার এই অস্ত্র স্মরণ হইবে না ॥ ৮

তোমার মৃত্যু সময় ব্যতীত অন্য সব সময়ে এই অস্ত্র তোমার প্রয়োজনে আসিবে কারণ, ব্রাহ্মণের মিথ্যা এই অস্ত্র কখনো স্থির থাকিবে না। সেই জন্য আজ এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রামে পর্যাপ্ত কাজ সাধন করিবে। ৯

শল্য! বীরগণকে আহ্বানকারী, সর্বসংহারক এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এই যে প্রবল সংগ্রাম ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, উহা ক্ষত্রিয়জাতির প্রধান প্রধান বীরদিগকে নিশ্চয়ই সন্তপ্ত করিয়া তুলিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস ॥ ১০

শল্য! আজ আমি এই যুদ্ধে ভরতের বহু ধারণকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ, বেগবান্, ভয়ঙ্কর, অসহ্য পরাক্রমশালী এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিব ॥ ১১

সেই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যতীত অন্য এক অস্ত্রও আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার দ্বারা আজ আমি শত্রুবর্গকে বিতাড়িত করিব এবং ভরতের দুর্ধর্ষ, অমিততেজস্বী, প্রতাপশালী, বলবান্, অসহ্য, ক্রূর, শূর, রৌদ্ররূপধারী এবং শত্রুদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ অর্জুনকেও যুদ্ধে বধ করিব ॥ ১২½

জনপতি, বেগবান্ ও অপ্রমেয় সমূহ বহু লোককে নিমজ্জিত করিয়া বিনাশ করা নিজের প্রবল বেগ সৃষ্টি করে; কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সেই অস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষকেও কষ্ট করিয়া রাখে ॥ ১৩½

মহাবেগং সম্ভবতে সমুদ্রো
বেলা চৈনং বারয়ত্যপ্রমেয়ম্।
প্রমুঞ্চন্তং বাণসঙ্ঘানমেয়ান্
মর্মচ্ছিদো বীরহণঃ সুপত্রান্ ॥ ১৪

কুন্তীপুত্রং যত্র যোৎস্যামি যুদ্ধে
জ্যাঃ কর্ষন্তামুত্তমমদ্য লোকে
এষ বলেনাতিবলং মহান্তং
সমুদ্রকল্পং সুদুরাপমুগ্রম্ ॥ ১৫

শরৌঘিণং পার্থিবান্ মজ্জয়ন্তং
বেলেব পার্থমুর্মিভিঃ সংসহিষ্ণু।
অত্যাহবে যন্ত্র ন তুল্যমন্যং
মন্যে মনুষ্যং ধনুরেদানম্ ॥ ১৬

সুরাসুরান্ যুধি বৈ যো জয়েত
তেনাস্ত্র যে শস্ত্র যুদ্ধ সুঘোরম্।
অতীব মানী পাণ্ডবো বৃদ্ধকালো
ক্ষমাপ্লবৈরেষ্যতি তং মহাস্ত্রৈঃ ॥ ১৭

তমস্ত্রমন্ত্রৈঃ প্রতিহত্য সংখ্যে
বাণৌঘৈঃ পাতয়িষ্যামি পার্থম্

সহস্ররশ্মিপ্রতিমং জ্বলন্তং
দিশশ্চ সর্বাঃ প্রতপন্তমুগ্রম্ ॥ ১৮

তমোনুদং মেঘ ইবাভিমাত্রং
ধনঞ্জয়ং ছাদয়িষ্যামি বাণৈঃ।
বৈশ্বানরং ধূমশিখং জ্বলন্তং
তেজস্বিনং লোকমিমং দহন্তম্ ॥ ১৯

পর্জন্যভূতঃ শরবর্ষৈর্ঘনান্তে
তথা পার্থং শময়িষ্যামি যুদ্ধে।
আশীবিষং দুর্বিষমপ্রমেয়ং
সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রং জ্বলনপ্রভাবম্ ॥ ২০

ক্রোধপ্রদীপ্তং বহিষ্কৃতং মহাস্ত্রং
কুন্তীপুত্রং শময়িষ্যামি ভল্লৈঃ।
প্রমাথিনং বলবন্তং প্রহারিণং
প্রভঞ্জনং মাতরিশ্বানমুগ্রম্ ॥ ২১

যুদ্ধে সহিষ্ণো হিমবানিবাচলো
ধনঞ্জয়ং ক্রুদ্ধমমৃষ্যমাণম্।
বিদারয়ং রথমার্গেষু শক্তং
ধূর্গং বিভ্রাং সমরেষু প্রবীরম্ ॥ ২২

সেইরূপ আমিও মনুষ্যলোক বিনাশকারী, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, অনন্যগতি বীরবিনাশক বাণপ্রয়োগের প্রয়োগকারীসেই কুন্তীকুমার অর্জুনের সহিত রণাঙ্গনে সেইরূপ যুদ্ধ করিব, যাহা এই জগতে শস্ত্রপ্রয়োগকারী বীরগণের মধ্যে সর্বোত্তম যুদ্ধ হইবে ॥ ১৩½

কুন্তীকুমার অর্জুন অত্যন্ত বলশালী, মহাস্ত্রধারী, সমুদ্রসদৃশ দুর্লঙ্ঘ্য, তাহার বাণসমূহে সুশোভিত এবং বহু ক্ষুদ্রজীবের বিনাশকারী; তথাপি আমি সমুদ্রকে রুদ্ধকারিণী তীরভূমির ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনকে সমরে স্তব্ধ করিব এবং তাহার বেগ সর্বতোভাবে সহ্য করিব। ১৪½

আমি আজ যুদ্ধে যাহার সমান আর অন্য কাহাকেও মনে করি না, যে হাতে বহু প্রহরণ করত দেবতা ও অসুরগণকেও পরাজিত করিতে পারে, সেই বীর অর্জুনের সহিত আজ আমার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে; উহা তুমি দেখিতে পাইবে ॥ ১৫½

অত্যন্ত মানী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যুদ্ধের ইচ্ছায় দিব্য মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা আমার নিকটে আসিবে। সেই সময় আমি আমার অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করত যুদ্ধস্থলে উত্তম বাণসমূহের সাহায্যে কুন্তীকুমার অর্জুনকে বধ করত তৃপ্তিলাভ করিব। ১৭½

সহস্ররশ্মিসদৃশ জ্বলন্ত অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত দিক্‌মণ্ডলকে তাপ দানকারী ভয়ঙ্কর বীর অর্জুনকে আমি নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেইরূপে অতিশয় আচ্ছাদিত করিয়া দিব, যেরূপ মেঘ অন্ধকারনাশক সূর্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ১৮½

যেরূপ প্রলয়কালের মেঘ এই জগতের দহনকারী, তেজস্বী ও প্রজ্বলিত ধূমযুক্ত দিবাবিশিষ্ট সংবর্তক অগ্নিকে শান্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি মেঘ হইয়া বাণসমূহ বর্ষণ করত যুদ্ধে অগ্নিতুল্য অর্জুনকে শান্ত করিয়া দিব। ১৯½

তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট বিষময় সর্পসদৃশ দুর্ধর্ষ, অপ্রমেয়, অগ্নিতুল্য প্রভাবশালী এবং ক্রোধে প্রদীপ্ত আমার মহাস্ত্র কুন্তীপুত্র অর্জুনকে আমি ভল্লসমূহের দ্বারা শান্ত করিয়া দিব। ২০½

বৃক্ষসমূহ উৎপাটনকারী প্রচণ্ড বায়ুর তুল্য প্রমথনশীল, বলবান্, প্রহারনিপুণ, ছিন্ন-ভিন্নকারী এবং অমর্ষপরায়ণ ক্রুদ্ধ অর্জুনের বেগ আজ আমি যুদ্ধস্থলে হিমালয় পর্বতসদৃশ অচল থাকিয়া সহ্য করিব। ২১½

রথমার্গসমূহে বিচরণ করিতে নিপুণ, শক্তিশালী, সমরাঙ্গনে সর্বদা মহাভার বহন করিতে সমর্থ, জগতের সমস্ত বহনকারী

লোকে বরং সর্বধনুর্ধরাণাং
ধনঞ্জয়ঃ সংযুগে সংসহিষ্যে।
অদ্যাহবে যস্য ন তুল্যমন্যং
মন্যে মনুষ্যং ধনুরাদদানম্ ॥ ২৩
সর্বামিমাং যঃ পৃথিবীং বিজিগ্যে
তেন প্রযোদ্ধাস্মি সমেত্য সংখ্যে।
যঃ সর্বভূতানি সদেবতানি
প্রত্যেধয়ৎ খাণ্ডবে সব্যসাচী ॥ ২৪
কো জীবিতং রক্ষমাণো হি তেন
যুযুৎসেদ্ বৈ মানুষো মানুষেণ।
মানী কৃতাস্ত্রঃ কৃতহস্তযোগো
দিব্যাস্ত্রবিচ্ছেত্রহরঃ প্রমাথী ॥ ২৫
তস্যাহমদ্যাতিরথস্য কায়া-
চ্ছিরো হরিষ্যামি নিশৈঃ পৃষৎকৈঃ।
যোৎস্যামেনং শল্য ধনঞ্জয়ং বৈ
মৃত্যুং পুরস্কৃত্য রণে জয়ং বা ॥ ২৬

অন্যো হি ন ত্বেকরথেন মর্ত্যো
যুধ্যেত যঃ পাণ্ডবিশ্রেষ্ঠকল্পম্।
তস্যাহবে পৌরুষং পাণ্ডবস্য
ব্রুবাং শৃণ্বতঃ সমিতৌ ক্ষত্রিয়াণাম্ ॥ ২৭
কিং ত্বং মূর্খঃ প্রলপন্ মূঢ়চেতা
মমাবোচঃ পৌরুষং ফাল্গুনস্য।
অশ্লিষ্টো যঃ পুরুষো নিষ্ঠুরো হি
ক্ষুদ্রঃ ক্ষেপ্তা ক্ষমিণস্তাক্ষমাবান্ ॥ ২৮
হন্যামহং তাদৃশানাং শতানি
ক্ষমামাহং ক্ষময়া কালযোগাৎ।
অবোচস্ত্বং পাণ্ডবার্থেঽপ্রিয়াণি
প্রধর্ষয়ন্ মা মূঢ়বৎ পাপকর্মন্। ২৯
ময্যার্জবে নিষ্ফলমিত্যহং ত্বং
মিত্রদ্রোহী স্বাপ্তপদং হি মৈত্রম্।
কালস্তুয়া প্রত্যুপযাতি দারুণো
দুর্যোধনো যুদ্ধমুপাগমদ্ যৎ ॥ ৩০

যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রধান বীর অর্জুনকে আজ আমি রণাঙ্গনে সহ্য করিব। ২২½

যুদ্ধে যাহার তুল্য ধনুর্ধর আমি অন্য কোন মনুষ্যকে মনে করি না, যে এই সমগ্র ধরণীকে জয় করিয়াছে, আজ আমি রণাঙ্গনে তাহার সহিতই মিলিত হইয়া ধনপূর্বক যুদ্ধ করিব ॥২৩½

যে সব্যসাচী অর্জুন খাণ্ডবদহনে দেবতাসমেত সহ সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিয়াছে, তাহার সহিত আমি ব্যতীত অন্য আর কে স্ব-জীবনাকাঙ্ক্ষী মানুষ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিবে? ২৪½

শ্বেতবাহন অর্জুন মানী, অস্ত্রজ্ঞ, সিদ্ধহস্ত, দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং শত্রুদিগকে ব্যথিত করিতে অত্যন্ত। আজ আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেই অতিরথ বীর অর্জুনের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিব। ২৫½

শল্য! আমি রণাঙ্গনে মৃত্যু অথবা জয়লাভ করিবার ইচ্ছা পোষণ করত এই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় এরূপ মানুষ নাই, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত একমাত্র রথের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে পারে? ২৬½

আমি এই যুদ্ধস্থলে ক্ষত্রিয়গণের সমাজে অতিশয় হর্ষ ও উল্লাসের সহিত পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উৎসাহ বর্ধনা করিতে পারি। তোমার চিত্ত ক্ষুদ্রতায় পূর্ণ, তাই তুমি মূর্খ। সেই তুমি হঠকারিতাপূর্বক অর্জুনের পুরুষার্থের বর্ণনা কেন আমার নিকট করিতেছ? ২৭½

অশ্লিষ্ট, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রচিত্ত ও অসহনীল যে মানুষ ক্ষমাশীল পুরুষের নিন্দা করিয়া থাকে, এরূপ শত শত মানুষকে আমি বধ করিতে পারি; কিন্তু কালযোগে ক্ষমাভাবের দ্বারা আমি এই সব কিছু সহ্য করিয়া যাইতেছি। ২৮½

অরে পাপকর্মকারিন্! মূর্খের ন্যায় তুমি পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের বল আমার অপমান করিতে করিতে আমাকে অপ্রিয় বাক্য শুনাইতেছ। আমার প্রতি সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করা তোমার উচিত ছিল, কিন্তু তোমার বুদ্ধি কুটিলতায় পূর্ণ, অতএব তুমি মিত্রদ্রোহী (বলিয়া নিজের পাপে নিজেই মৃত হইবে)। কাহারও সহিত যদি সাত পদ চলা হয়, তবে ইহাতে তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হয়। (কিন্তু তোমার মনে যে সেই ভাব এখনও উদিত হয় নাই, ইহাতে তোমার পাপাধিক্যই সূচিত হইতেছে।) ৩০

এই অতিশয় দারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্যোধন রণাঙ্গনে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমি তাহার মনোরথ পূর্ণ

অস্তার্থসিদ্ধিঃ ধ্রুবিকাঙ্ক্ষমাণ-
স্তস্মৈতদে যচ্চ নৈকান্তমস্তি।
স্নিগ্ধং স্নিগ্ধেনাভ্যেতি প্রীয়তে বা
সম্প্রাপ্তেমিশ্রতেরোদতে বা। ৩১
ব্রবীমি তে সর্বমিদং মমাস্তি
তচ্চাপি সর্বং মম বেত্তি রাজা।
পশ্যন্ পশ্যেঃ শাসতে বা শ্রুতে বা
শৃণ্বতে বা স্পৃশতেঃ সীদতে বা। ৩২
উপসর্গাদ্ বহুধা সূদতেশ্চ
প্রায়েণ সর্বং ধ্রুবি চেচ্চ মন্যুম্।
দুর্যোধনার্থে তব চ প্রিয়ার্থং
যশোঽর্থমাত্মার্থমপীশ্বরার্থম্। ৩৩
তস্মাদহং পাণ্ডব-বাসুদেবৌ
যোৎস্যে যত্তাং তদ্ধি তব প্রিয়ং স্যাৎ।
অস্ত্রাণি পশ্যাস্ত মনোরমাণি
ব্রাহ্মাণি দিব্যান্যথ মানুষাণি॥ ৩৪

আসাদয়িষ্যাম্যহমুগ্রবীর্যং
বিপো দ্বিপং মত্তমিবাভিমন্যুঃ।
অস্ত্রং ব্রাহ্মং মনসা ধ্যায়তেয়ং
ক্ষেপ্যে পার্থায়াপ্রমেয়ং জয়ায়।
তেনাপি যে নৈব মুচ্যেত যুদ্ধে
ন চেৎ পতেদ্ বিষমে মেদিনী চক্রম্॥ ৩৫
বৈষ্ণবাদ্ দণ্ডহস্তাদ্ বরুণাদ্ বাপি পাশিনঃ।
সমরাদ্ বা ধনপতেঃ সবজ্রাদ্ বাপি বাসবাৎ॥ ৩৬
অস্ত্রমস্মাদপি কস্যাচ্চিদমিত্রাদাততায়িনঃ।
ইতি সত্যা বিজানীহি যথা নাহং বিভেম্যতঃ॥
তস্মান্ন মে ভয়ং পার্থাদ্যাপি চৈব জনার্দনাৎ॥ ৩৭
সহ যুদ্ধ্যে হি মে তাভ্যাং সাম্পরায়ে ভবিষ্যতি।
কদাচিদ্ বিজয়স্যাহমস্ত্রহেতোরটন্নৃপ॥ ৩৮
অস্ত্রাণাঞ্চি ক্ষিপন্ বাণান্ ঘোররূপান্ ভয়ানকান্
হোমধেনুং বৎসমন্ত্র প্রমত্ত ইবুণাহনম্। ৩৯

করিতে চাহ; কিন্তু তুমি চাহিতেছ যে, যাহাতে এই কার্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা কোনরূপেই না হয়। ৩১।

স্নিগ্ধ—স্নেহে, ব্রহ্ম—আনন্দে, প্রী—প্রীণনে, ইষ্—যজনে, মি—সঙ্গম-অর্থনে, যুক্ত হইয়া এই ধাতুসকল হইতে মিশ্রাদির দ্বারা মিশ্র শব্দের সিদ্ধি হয়। আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি—এই সমস্ত ধাতুর পরিপূর্ণ অর্থ আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে। রাজা দুর্যোধন আমার এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপেই জানে।৩১½

শদ্—শাতনে (ছেদনে), শাস্—অনুশাসনে, শো—তনূকরণে (ক্ষীণকরণে), শৃ—হিংসাকরণে, সদ্—অবসাদনে (শিথিলকরণে) অথবা নানা উপসর্গের সংযোগে সূদ—নিষূদনে (বধকরণে) ধাতু হইতে শদ-সদ লিপ্ত হয়। আমার প্রতি এই সব ধাতুর সমস্ত তাৎপর্যই তোমার মধ্যে বর্তমান। ৩২।

অতএব আমি দুর্যোধনের হিত, তোমার প্রিয় এবং নিজের যশ ও প্রয়োজন এবং ঈশ্বরেশ্বরের প্রীতিসম্পাদনের জন্য পাণ্ডুপুত্র অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিব। আজ আমার এই কার্যকে তুমি দেখ। ৩৩½

আজ আমার উত্তম ধনুক, দিব্যাস্ত্র ও মানুষাস্ত্রসকল নিরীক্ষণ কর। আমি ইহাদের দ্বারা সমস্ত পরাক্রমশালী অর্জুনের সহিত

সেইভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ কোন মত্ত হস্তী অন্য এক মদমত্ত হস্তীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ৩৪।

আমি যুদ্ধে অজেয় এবং অসীম শক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্রকে মনে মনেই স্মরণ করত নিজের অভিপ্রায়ের দ্বারা অর্জুনের উপর প্রহার করিব। যদি আমার রথের চক্র কোন বিষম স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া না যায়, তবে এই অস্ত্রাঘাতের দ্বারা অর্জুন রণাঙ্গনে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না। ৩৫½

শল্য! আমি গদাধারী সূর্যপুত্র যম, পাশধারী বরুণ, গদা-পাণি কুবের, বজ্রধারী ইন্দ্র অথবা অন্য কোন আততায়ী শত্রু হইতেও কখনও ভীত হই না,—ইহা তুমি ভালভাবে জানিয়া লও। সেইজন্য অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ হইতেও আমার কোন ভয় হয় না। সেই দুইজনের সহিত রণাঙ্গনে আমার অবশ্যই যুদ্ধ হইবে। ৩৬-৩৭½

হে নৃপ! কোন এক সময়ের কথা, আমি অস্ত্রসকলের অভ্যাসের জন্য বিজনবাসী কোন এক ব্রাহ্মণের আশ্রমের চারিদিকে বিচরণ করিতেছিলাম। সেই সময় ঘোরতর ও ভয়ঙ্কর বাণসকল নিক্ষেপ করিতে আমি না জানিয়া অসাবধানতাবশতঃ সেই ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎসটিকে এক বাণে বধ করিয়া ফেলি। ৩৮-৩৯

চরন্তং বিজনে শল্য ততোঽনুব্যাজহার মাম্।
যস্মাৎ ত্বয়া প্রমত্তেন হোমধেনুর্হতঃ সুতঃ ॥ ৪০
যত্রে তে পততাং চক্রমিতি মাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ।
যুধ্যমানস্য সংগ্রামে প্রাপ্তস্যৈকায়নং ভয়ম্ ॥ ৪১
তস্মাদ্ বিভেমি বলবদ্ ব্রাহ্মণব্যাহৃতাদহম্।
এতে হি সোমরাজান ঈশ্বরাঃ সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ৪২
অথাং তস্মৈ সোঽহস্রং বলীবর্দাংশ্চ ষট্শতান্।
প্রসাদং ন লভে শল্য ব্রাহ্মণাগ্র্যস্য তেজসা ॥ ৪৩
ঈষাদন্তান্ সপ্তশতান্ দাসীদাসশতানি চ।
যদতো দ্বিজমুখ্যো মে প্রসাদং ন চকার সঃ ॥ ৪৪
কৃষ্ণানাং শ্বেতবৎসানাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
আহরং ন লভে তস্মাৎ প্রসাদং দ্বিজসত্তমাৎ ॥ ৪৫
তদ্ধা গৃহং সর্বকামৈর্যচ্চ মে বসু কিঞ্চন।
তৎ সর্বমস্মৈ সংকৃত্য প্রযচ্ছামি ন চেচ্ছতি ॥ ৪৬
ততোঽব্রবীন্মাং যাচন্নমপরাধং প্রযত্নতঃ।
ব্যাহৃতং ত্বয়া সূত তৎ তথা ন তদন্যথা ॥ ৪৭
অনৃতোক্তং প্রজাং হন্যাৎ ততঃ পাপমবাপ্নুয়াম্।
তস্মাদ্ ধর্মাভিরক্ষার্থং নানৃতং বক্তুমুৎসহে ॥ ৪৮
যা ত্বং ব্রহ্মগতিং হিংসাঃ প্রায়শ্চিত্তং কৃতং ত্বয়া।
যন্নাকারং নানৃতং লোকে কশ্চিৎ কুর্যাৎ সমাপ্নুহি ॥ ৪৯
ইত্যেতত্তে ময়া প্রোক্তং ক্ষিপ্তেনাপি সুদুস্তরা।
জানামি ত্বাং বিক্ষিপন্তং জোষমাস্বোত্তরং শৃণু ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

শল্য! তখন সেই ব্রাহ্মণ নির্জনপ্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—তুমি অনবধানতা-বশতঃ আমার হোমধেনুর বৎসটিকে বধ করিয়াছ; সেইহেতু তুমি যে সময়ে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে ঘোর ভয় (মৃত্যুভয়) প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় তোমার রথের চক্র গর্ত্তেতে পতিত হইবে। ৪০-৪১

ব্রাহ্মণের এই শাপে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। চন্দ্র যাঁহাদের রাজা, সেই ব্রাহ্মণগণই শাপ বা বরদান দ্বারা অপরকে দুঃখ ও সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। ৪২

মদ্ররাজ শল্য! আমি ব্রাহ্মণকে এক হাজার গৌ (ধেনু) ও ছয় শত ষণ্ডীবর্দ (বলদ) দান করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাতেও সেই ব্রাহ্মণের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিতে পারি নাই। ৪৩

ঈষদন্তযুক্ত রজতবিশিষ্ট সাতশত হাতী এবং এক শত দাস-দাসী দান করিলেও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার উপর কৃপা করেন নাই। ৪৪

শ্বেতবর্ণের বৎস সহ চৌদ্দ হাজার কৃষ্ণবর্ণের গাভী আমি তাঁহাকে দান করিবার জন্য লইয়া আসিলেও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমাকে কৃপা করেন নাই। ৪৫

আমি সমস্ত ভোগসমূহে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী এবং যাহা কিছু ধন আমার নিকট ছিল, তৎ সমস্তই সেই ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্বক দান করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু তিনি এই সব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন্ নি। ৪৬

সেই সময় আমি বহু সহকারে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সূত! আমি যাহা বলিয়া দিয়াছি, উহা অবশ্যই সফল হইবে; তাহাকে আমি অন্যথা করিতে পারিব না। ৪৭

অসত্যভাষণ প্রজাগণকে নাশ করিয়া থাকে, অতএব আমি মিথ্যা কথা বলিলে পাপভাগী হইব, সেই কারণে আমি ধর্মের রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। ৪৮

তুমি (দোষ দেখাইয়া) ব্রাহ্মণের উত্তম গতিকে বিনাশ করিও না। তুমি অনুতাপ এবং দানের দ্বারা সেই বৎস-বধের প্রায়শ্চিত্ত কর। জগতে কেহই আমার কথিত বাক্যকে মিথ্যা করিতে পারিবে না; সেইজন্য আমার শাপ তুমি অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ৪৯

মদ্ররাজ! যদিও তুমি আমার প্রতি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ, তথাপি সৌহার্দবশতঃ আমি তোমাকে সমস্ত কথাই বলিলাম। আমি জানি, তুমি এখন নিন্দা করিলেও চলিয়া যাইতে পারিবে না; সেইজন্য নীরবে বসিয়া থাক এবং আমার আরও কিছু বাক্য শ্রবণ কর। ৫০

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও শল্যের আলাপবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[আত্মপ্রশংসাপূর্ব্বকং কর্ণেন শল্যস্য তিরস্কারঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পুনর্মহারাজ মদ্ররাজমরিন্দমঃ।
অত্যাভাষত রাধেয়ঃ সন্নিবার্য্যোত্তরং বচঃ॥ ১
যৎ ত্বং নিদর্শনার্থং মাং শল্য ভ্রাম্যিতবানসি।
নাহং শক্যস্ত্বয়া বাচা বিভীষয়িতুমাহবে॥ ২
যদি মাং দেবতাঃ সর্ব্বা যোধয়েয়ুঃ সবাসবাঃ।
তথাপি মে ভয়ং ন স্যাৎ কিমু পার্থাৎ সকেশবাৎ॥ ৩
নাহং ভীষয়িতুং শক্যো বাগ্ভিরেব কথঞ্চন।
অন্যং জানীহি যঃ শক্যস্ত্বয়া ভীষয়িতুং রণে॥ ৪
নীচস্তু বলমেতাবৎ পারুষ্যং যদমাত্থ মাম্।
অশক্তো মদ্গুণান্ বক্তুং বহুসে বহু দুর্ম্মতে॥ ৫
ন হি কর্ণঃ সমুদ্ভূতো ভয়ার্থমিহ মদ্রক।
বিক্রমার্থমহং জাতো যশোঽর্থঞ্চ তথাত্মনঃ॥ ৬
সখিভাবেন সৌহার্দাৎস্নিগ্ধভাবেন চৈব হি।
কারণৈস্ত্রিভিরেতৈস্ত্বং শল্য জীবসি সাম্প্রতম্॥ ৭
রাজ্ঞশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য কার্য্যং সুমহদুদ্যতম্।
যস্মিন্ তচ্চাহিতং শল্য তেন জীবসি মে ক্ষণম্॥ ৮
কৃতশ্চ সময়ঃ পূর্ব্বং ক্ষন্তব্যা বিপ্রিয়া ইতি।
মিত্রদ্রোহস্তু পাপীয়ানিতি জীবসি সাম্প্রতম্॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৩

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[আত্মপ্রশংসাপূর্ব্বক কর্ণ কর্ত্তৃক শল্যকে তিরস্কার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রথসত্তম অরিন্দম (শত্রুদমন) রাধাপুত্র কর্ণ শল্যকে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন॥ ১

শল্য! তুমি দুর্য্যোধনের জন্য আমার প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে, তুমি এই মুহূর্ত্তে তোমার তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াও আমাকে ভীত করিতে পারিবে না॥ ২

যদি ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন, তথাপি আমার কোন ভয় হইবে না; সুতরাং সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জ্জুনের কথা আর কি বলিবার আছে?॥ ৩

তুমি কেবল নানা প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াই আমাকে ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি রণাঙ্গনে যাহাকে ভীত করিতে পারিবে, সেরূপ কোন পুরুষের সন্ধান কর॥ ৪

তুমি আমার প্রতি যে সব কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, তাহাই কেবল নীচ পুরুষের বল। দুর্ম্মতি শল্য! তুমি আমার গুণসকল বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া এরূপ বহু অপলাপ বাক্য বলিয়া যাইতেছ॥ ৫

মদ্ররাজ! কর্ণ এ জগতে ভয়ভীত হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি ত' পরাক্রম প্রদর্শন এবং নিজের যশ বিস্তারের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছি॥ ৬

শল্য! প্রথম হইল—তুমি আমার সারথি হইয়া সখা হইয়াছ, দ্বিতীয়—সৌহার্দ্যবশতঃ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং তৃতীয়তঃ—মিত্র দুর্য্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধিই আমার মনে জাগরূক আছে—এই তিনটি কারণে তুমি এখনও আমার নিকট হইতে জীবিত আছ॥ ৭

রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার সমস্ত ভারই আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। শল্য! সেইজন্য তুমি ক্ষণকালও জীবিত আছ॥ ৮

ইহা ব্যতীত, আমি প্রথমেই এই শর্ত্ত করিয়াছি যে, তোমার অপ্রিয় বাক্যসমূহ ক্ষমা করিব, সুতরাং তোমার মত যদি আরও শল্যও থাকে, তবে আমি শত্রুদিগকে অবশ্যই জয় করিতে পারিব। মিত্রদ্রোহ মহাপাপ, সেই কারণে তুমি এখনও জীবিত আছ॥ ৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের সংবাদবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন মদ্রপ্রভৃতি-দেশবাসিনাং নিন্দা।]

শল্য উবাচ

নন্বু প্রলাপাঃ কর্ণৈতে যান্ ব্রবীষি পরান্ প্রতি।
ত্বত্তে কর্ণসহস্রেণ শক্যা জেতুং পরে যুধি॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

তথা ব্রুবন্তং পরুষং কর্ণো মদ্রাধিপং তদা।
পুনরা দ্বিগুণঃ ভূয়ঃ প্রোবাচাপ্রিয়দর্শনম্॥ ২

কর্ণ উবাচ।

ইদং তু তে ক্ষমেকাগ্রঃ শৃণু মদ্রজনাধিপ
সন্নিধৌ ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রোচ্যমানং ময়া শ্রুতম্। ৩

দেশাংশ্চ বিবিধাংশ্চিত্রান্ পুরবৃত্তাংশ্চ পার্থিবান্।
ব্রাহ্মণাঃ কথয়ন্তি স্ম ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনে॥ ৪

তত্র বৃদ্ধঃ পুরাবৃত্তাঃ কথাঃ কশ্চিদ্ দ্বিজোত্তমঃ
বাহীকদেশং মদ্রাংশ্চ কুৎসয়ন বাক্যমব্রবীৎ। ৫

বহিষ্কৃতা হিমবতা গঙ্গয়া চ বহিষ্কৃতাঃ।
সরস্বত্যা যমুনয়া কুরুক্ষেত্রেণ চাপি যে॥ ৬

পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেঽন্তরাশ্রিতাঃ।
তান্ ধর্মবাহ্যানশুচীন্ বাহীকানপি বর্জয়েৎ॥ ৭

শোবর্ধনো নাম বটঃ সুভদ্রং নাম চত্বরম্।
এতদ্ রাজকুলদ্বারমাকুমারাৎ স্মরাম্যহম্॥ ৮

কার্যেণাত্যর্থগূঢ়েন বাহীকেষু ত্বিতং ময়া।
তত্র এষাং সমাচারঃ সংবাসাদ্ বিদিতো মম॥ ৯

শাকলং নাম নগরমাপগা নাম নিম্নগা
জর্তিকা নাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতম্॥ ১০

যানা গৌড়াসবং পীত্বা গোমাংসং লশুনৈঃ সহ।
অপূপ-মাংস-বাট্যানামাশিনঃ শীলবর্জিতাঃ॥ ১১

গায়ন্ত্যশ্ব চ নৃত্যন্তি স্ত্রিয়ো মত্তা বিবাসসঃ
নগরাপার-বপ্রেষু বাহমানাস্তদুল্বণাঃ॥ ১২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কর্ণ কর্তৃক মদ্র প্রভৃতি দেশবাসিগণের নিন্দা।]

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! তুমি অপরের প্রতি যে সকল নিন্দা বাক্য বলিতেছ, তাহা তোমার প্রলাপ মাত্র। তোমার মত যদি হাজার কর্ণ না থাকে, তাহা হইলেও রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে জয় করা যায়। ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এরূপ ঘোর বাক্যযোধী মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণ পুনরায় দ্বিগুণ কঠোরতা পূর্ণ এই অপ্রিয় বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২

কর্ণ বলিলেন,—মদ্ররাজ! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কথিত এই সকল বাক্য আমি শ্রবণ করিয়াছি। ৩

একদিন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে বহু ব্রাহ্মণ আসিয়া নানা প্রকারের বিচিত্র দেশসমূহ ও পূর্ববর্তী ভূপতিগণের বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন। ৪

সেখানে কোন এক বৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাহীক এবং মদ্র-দেশের নিন্দা করিতে করিতে সেই দেশে পূর্বে সংঘটিত এই কথা বলিয়াছিলেন। ৫

যে প্রদেশ হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের সীমার বাহিরে স্থিত এবং শতদ্রু, বিপাশা, চতুর্থ ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা (ঝিলাম, বর্তমান নাম—সতলজ, বিয়াস, রাবী, চিনাব ও ঝেলম)—এই পঞ্চ এবং ষষ্ঠ সিন্ধু নদীর মধ্যে স্থিত, তাহাকে বাহীক দেশ বলে। এই দেশ ধর্মবাহ্য এবং অশুচিময়। উহা ধার্মিকগণের পরিত্যাগ করা উচিত। ৬-৭

শোবর্ধন নামক বটবৃক্ষ ও সুভদ্র নামক চত্বর—এই দুইটি দেখানকার রাজভবনের দ্বারে অবস্থিত—যাহা আমি বাল্যকাল হইতেই স্মরণ করিয়া আসিতেছি। ৮

আমি অত্যন্ত গুরু কার্যবশতঃ কিছু দিন বাহীক দেশে বাস করিয়াছিলাম। ইহাতে সেখানকার বসবাসকারিগণের সঙ্গকে আসিয়া আমি তাহাদের আচার-ব্যবহারের বহু বিষয়ই অবগত হই। ৯

যেখানে শাকল নামে একটি নগর এবং আপগা নামে একটি নদী আছে, সেখানে জর্তিকনামে বহু বাহীক বাস করিত। তাহাদের চরিত্র অত্যন্ত নিন্দিত। ১০

তাহারা যান ও লশুনের সহিত গোমাংস ভক্ষণ করে এবং গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্যপানে সর্বদা মত্ত থাকে। অপূপ (পিষ্টক), মাংস ও বিকৃত অন্ন (বা ক্লীব অন্ন) ভক্ষণকারী বাহীক দেশবাসিগণ শীল (স্বভাব) ও আচারহীন। ১১

সেখানকার রমণীগণ বাহুতাগে মাল্য ও অঙ্গরাগ ধারণ করত

মত্তাবগীতৈর্বিবিধৈঃ ধরোষ্ট্রৈনিনদোপমৈঃ
অনাবৃতা মৈথুনে তাঃ কামচারাশ্চ সর্বশঃ। ১৩
আহরন্তোত্তমস্ত্রীণি প্রভূতাপা মদোৎকটাঃ।
হে হতে হে হতেত্যেবং স্বামিভর্তৃসুতেতি চ। ১৪
আক্রোশন্ত্যঃ প্রনৃত্যন্তি হ্রাত্যাঃ পর্বসংসৃতাঃ।
তাসাং কিলাবলিপ্তানাং নিবসন্ কুরুজাঙ্গলে। ১৫
কস্মিন্ বাহীকদুষ্টানাং নাধিরূঢ়মনা জগৌ।
সা নূনা বৃহতী গৌরী সুক্ষ্মকম্বলবাসিনী। ১৬
মাদয়ন্তরতী সেতে বাহীকা কুরুজাঙ্গলে।
শতদ্রুকামহং তীর্ত্বা তাঞ্চ রম্যামিরাবতীম্। ১৭
গত্বা যদেশং দ্রক্ষ্যামি স্থূলশঙ্খাঃ সুতাঃ স্থিরঃ।
মনঃশিলোজ্জ্বলাপাঙ্গ্যো গৌর্যস্ত্রিকুলপাণ্ডনাঃ। ১৮
কম্বলাজিনসংবীতাঃ কুর্চকাঃ কিংচুলর্দনাঃ

মৃদঙ্গানকশঙ্খানাং মঙ্গলানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ। ১৯
খরোষ্ট্রোষ্ট্রগতৈশ্চৈব মত্তা যাস্তামহে সুখম্।
শমীশীলুকরীরাণাং বনেষু সুখবর্ত্মসু। ২০
অপূপান্ সক্তুপিণ্ডাংশ্চ প্রাশ্নন্তো মধিতাধিতান্।
পথি স্থূলবলা ভূত্বা কদা সম্পতিতোঽঙ্গনান্। ২১
চেলাপহারং কুর্বাণাস্তাড়য়িষ্যামি ভূয়সঃ।
এবং শীলেষু হ্রাত্যেষু বাহীকেষু দুরাত্মসু। ২২
কস্তেষ্বয়ানো নিবসেন্মুহূর্তমপি মানবঃ।
ঈদৃশা ব্রাহ্মণেনোক্তা বাহীকা মোঘচারিণঃ। ২৩
যেষাং ষড়ংশচর্তা ঘনুভয়োঃ শুভপাপয়োঃ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ সাধুরুত্তরং পুনরুক্তবান্। ২৪
বাহীকেষ্ববিনীতেষু প্রোচ্যমানং নিবোধ তৎ।
তত্র হ্ম রাক্ষসী গাথি সদা কৃষ্ণচতুর্দশীম্। ২৫

উন্মত্তা এবং বস্ত্রহীনা হইয়া নগর ও গৃহের চারিদিকে গান ও নৃত্য করিয়া থাকে। ১৭

তাহারা গাধা ও উটের শব্দ তুল্য নানাবিধ মত্ততাসূচক গান করে এবং মৈথুনের সময় অনাবৃতই থাকে। তাহারা সকলেই প্রায় স্বেচ্ছাচারিণী। ১৩

মদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর নগ্ন ও বিনোদনযুক্ত বাক্যে আলাপ করিতে করিতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে 'আরে নিহতে আরে মৃতে ও: পতিষ্যাহিনি" ইত্যাদি কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে থাকে এবং নৃত্য করিতে থাকে। পর্ব ও উৎসব আদি সময়ে এই সব সংস্কারহীনা রমণীগণের সংসর্গ ত' সর্বতোভাবে নষ্টই হইয়া যায়॥ ১৪½

তিনি বাহীকদেশীয়া মত্তবতা ও দুষ্টা স্ত্রীগণের সহিত সম্পর্কিত কোন মানুষ সেখান থেকে আসিয়া কুরুজাঙ্গল প্রদেশে নিবাস করিতেছিল। সে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইয়া এইরূপ গান করিয়াছিল। ১৫½

গৌর্যাদী, গৌরবর্ণা ও সূক্ষ্ম কম্বলপরিহিতা আমার প্রেয়সী কুরুজাঙ্গল দেশবাসী বাহীক আমাকে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করিয়া থাকে। ১৬½

আমি কবে শতদ্রু ও সেই রমণীয় ইরাবতী নদী পার হইয়া নিজ দেশে গমন করত স্থূল (মোটা) শঙ্খধারিণী সুন্দরী স্ত্রীগণকে অবলোকন করিব? ১৭½

যাহাদের নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ মনঃশিলা আলেপনে উজ্জ্বলবর্ণ

উজ্জ্বল নেত্র ও ললাট বন্ধনে সুশোভিত এবং যাহাদের সর্বাঙ্গ কম্বল ও মৃগচর্মে আবৃত, সেই গৌরবর্ণা, স্থিরদর্শনা রমণীগণ মৃদঙ্গ, ঢোল, শঙ্খ এবং মঙ্গল প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিসহ নৃত্য করিতেছে—ইহা আমি কবে দর্শন করিব? ১৮-১৯

কোন সময়ে আমরা মদোন্মত্তা হইয়া উট, গাধা ও বলবতী-সমূহের দ্বারা বাহিত হইয়া সুন্দর পবযুক্ত পথে, শীলু ও করীর-যুক্ত পূর্ণ বনে সুখের সহিত যাত্রা করিব। ২০

পথে ঘোলের সহিত সিদ্ধ ও ছাতুর পিণ্ড (ডেলা) ভোজন করিতে করিতে অত্যন্ত প্রবল হইয়া কবে গমনপূর্বক বহু রমণী-গণের বস্ত্র অপহরণ করত উত্তমরূপে তাড়না করিব। ২১½

সংস্কারযুক্ত দুরাত্মা বাহীকগণ এরূপ স্বভাববিশিষ্টই হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাদের নিকট কোন্ বিবেকী পুরুষ মুহূর্তকালও বাস করিতে সমর্থ হয়? ২২½

ব্রাহ্মণ নিরর্থক আচার-বিচারপরায়ণ বাহীকগণকে এরূপই বলিয়াছিলেন; যাহাদের পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠ ভাগ তুমিই ভোগরূপে গ্রহণ করিয়া থাক। ২৩½

সন্ত। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এই সব কথা বলিয়া উক্ত বাহীক-গণের বিষয়ে পুনরায় যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২৪½

সেই দেশে এক রাক্ষসী বাস করিত, যে সদা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে সন্ধিপানী পাকল নগরে রাত্রির সময়ে ঘুমুটি মারাইয়া এইরূপ গান করিত। ২৫½

নগরে থাকলে ক্ষীরে আছে তা নিশি দুগ্ধভিম্ ।
কল্য বাহেয়িকা গাথাঃ পুনর্গাস্যামি শাকলে ॥ ২৬

গব্যস্য তৃপ্তা মাংসস্য পীত্বা গৌড়ং সুরাসবম্ ।
গৌরীভিঃ সহ নারিভির্হৃষ্টাভিঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭

পলাণ্ডুগণ্ডূষযুতান্ খাদন্তী চৈড়কান্ বহূন্ ।
বারাহং কৌক্কুটং মাংসং গব্যং গর্দভমৌষ্ট্রিকম্ ॥ ২৮

ঐড়কং যে ন খাদন্তি তেষাং জন্ম নিরর্থকম্ ।
ইতি গায়ন্তি যে মদ্রাঃ সীধুনা শাকলাশ্চ যে ॥ ২৯

সবালবৃদ্ধাঃ ক্রন্দন্তস্তেষু ধর্মঃ কথং ভবেৎ ।
ইতি শল্য বিজানীহি হৃদ্য ভূয়ো ব্রবীমি তে

যদক্তোঽপ্যুক্তবানস্মান্ ব্রাহ্মণঃ কুরুসংসদি ।
পঞ্চ নদ্যো বহন্ত্যেতা যত্র পীলুবনাশ্রিতাঃ ॥ ৩১

শতদ্রুশ্চ বিপাশা চ তৃতীয়েরাবতী তথা ।
চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ সিন্ধুষষ্ঠা বহন্তিমাঃ ॥ ৩২

আরট্টা নাম তে দেশা নষ্টধর্মা ন তান্ ব্রজেৎ ।
ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকানামযজ্বনাম্ ॥ ৩৩

ন দেবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি পিতরো ব্রাহ্মণাস্তথা ।
তেষাং প্রণষ্টধর্মাণাং বাহীকানামিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪

ব্রাহ্মণেন তথা প্রোক্তং বিদুষা সাধুসংসদি ।
কাষ্ঠপুত্তেষু বাহীকা মৃন্ময়েষু চ ভুঞ্জতে ॥ ৩৫

সক্তুমদ্যাবলিপ্তেষু স্রাবলীঢ়েষু নিত্যশঃ ।
আবিকং চৌষ্ট্রিকং চৈব ক্ষীরং গার্দভমেব চ ॥ ৩৬

ঔদ্ধিকারাংশ্চ বাহীকা গাদন্তি চপিবন্তি চ ।
পুত্রসক্থরিণো জ্ঞাত্যাঃ সর্বান্নক্ষীরভোজনাঃ ॥ ৩৭

আরট্টা নাম বাহীকা বর্জনীয়া বিপশ্চিতা ।
হৃদ্য শল্য বিজানীহি হৃদ্য ভূয়ো ব্রবীমি তে ॥ ৩৮

যদক্তোঽপ্যুক্তবান্ মদ্রা ব্রাহ্মণঃ কুরুসংসদি ।
যুগন্ধরে পয়ঃ পীত্বা প্রোষ্য চাপাড়াতস্থলে ॥ ৩৯

আমি বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গোমাংস ভোজন করত ও গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্য পান করত তৃপ্ত হইয়া অঞ্জলিপূর্ণ পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) সহ বহু ভেঁড়া পান করিতে করিতে গৌরবর্ণের দীর্ঘাঙ্গী যুবতী স্ত্রীগণের সহিত মিলিত হইয়া শাকল নগরে পুনরায় কবে এরূপ বাহীকদেশের সম্বন্ধযুক্ত গাথাসমূহ গান করিব ॥২৬-২৯½

যাহারা শূকর, কুক্কুট (মুর্গী), গরু, গর্দভ, উট ও ভেড়ার মাংস ভোজন করে না, তাহাদের জন্মই বৃথা ॥ ২৮½

যে সব শাকলবাসী আহ্লাদে যুক্ত নর-নারী মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে এরূপ গাথাসমূহ গান করিতে থাকে, তাহাদের মধ্যে আর ধর্ম কিরূপে থাকিতে পারে ? ২৯½

শল্য ! এই কথাকে তুমি উত্তমরূপে জানিয়া লও। আমার কথা এই যে, ইহার পরেও তোমাকে আমি আরও কিছু কথা বলিব, যাহা অন্য এক ব্রাহ্মণ কৌরবসভায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩০½

যেখানে শতদ্রু (সতলজ), বিপাশা (ব্যাস), তৃতীয় ইরাবতী (রাবী), চন্দ্রভাগা (চিনাব) ও বিতস্তা (ঝেলম)—এই পাঁচটি নদী ষষ্ঠ নদী সিন্ধুর সহিত বহিতে থাকে, যেখানে পীলুনামক বৃক্ষসকলের বন আছে, সেই হিমালয়ের সীমার বাহিরে অবস্থিত প্রদেশ 'আরট্ট' নামে বিখ্যাত ছিল। সেখানকার ধর্ম-কর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সব দেশে কখনও যাইবে না ॥ ৩১-৩২½

যাহাদের যজ্ঞ-কর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সংস্কারহীন, ব্রাহ্মণ বাহীকগণ ব্রহ্মকর্ম হইতেও বঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রদত্ত হব্যকব্য দেবতাগণ, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণও গ্রহণ করেন না, ইহাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি ॥ ৩৩-৩৪

কোন এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সাধুসমাজগণের সভায় এই কথাও বলিয়াছিলেন যে, 'বাহীকদেশের মানুষেরা কাষ্ঠের ঘৃতে এবং মৃত্তিকা পাত্রেও যেখানে ছাতু ও মদ্য মিশ্র থাকে এবং যাহা ঘুরিয়ে লেহন করিতে (চাটিতে) থাকে, ঘৃণাযুক্ত হইয়া উহাতে ভোজন করিতেই থাকে। বাহীকবাসীরা ভেড়ী, উষ্ট্রী ও গাধার দুগ্ধ পান করিয়া থাকে এবং এই সব দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি-ঘৃতাদিও ভোজন করিয়া থাকে ॥ ৩৫-৩৬½

এই আরট্ট পুত্র উৎপাদনকারী নীচ আরট্টনামক বাহীকেরা সকলেরই অন্ন ভোজন করে এবং সমস্ত পশুরই দুগ্ধ পান করে। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহাদিগকে পরিহার করিয়া চলিবেন ॥৩৭½

শল্য ! এই কথা তুমি স্মরণ কর। এখন তোমাকে আরও কিছু কথা বলিব, যাহা কোন এক অপর ব্রাহ্মণ কৌরবসভায় স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৮½

যুগন্ধর নগরে দুগ্ধ পান করত অচ্যুতস্থল নামক নগরে এক রাত্রি অবস্থান পূর্বক কুণিন্দে স্নান করিয়া মানুষ কিরূপে ধর্ম গমন করিতে সমর্থ হইবে ? ৩৯½

ওষধ্য ভূমিলয়ে স্নাত্বা কথং স্বর্গং গমিষ্যতি।
পঞ্চ নদ্যো বহন্ত্যেতা যত্র নিঃসৃতা পর্বতাৎ ॥৪০
আরট্টা নাম বাহীকা ন তেষ্বার্য্যো বসেৎ ক্বচিৎ।
বহ্নিশ্চ নাম হীকশ্চ বিপাশায়াঃ পিশাচকৌ ॥ ৪১
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ।
তে কথং বিবিধান্ ধর্ম্মান্ জ্ঞাস্যন্তে হীনযোনয়ঃ ॥ ৪২
কারস্করান্মাহিষকান্ ভরতান্ কেরলাংস্তথা।
কর্কোটকান্ বীরকাংশ্চ দুর্ধর্মাংশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৪৩
ইতি তীর্থানুসর্ত্তারং রাক্ষসী কাচিদব্রবীৎ।
একরাত্রময়ী গেহে মহোলূখলমেখলা ॥ ৪৪

আরট্টা নাম তে দেশা বাহীকং নাম তজ্জনম্।
ব্রাহ্মণাপসদা যত্র তুল্যকালাঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫
যেষা ন ভেষ্যং যেষ্টব্যং যজ্ঞা যজনমেব চ।
ব্রাত্যানাং বাসমীয়ানামহং দেবা ন ভুঞ্জতে ॥ ৪৬
প্রস্থলা মদ্র-গান্ধারা আরট্টা নামতঃ খশাঃ।
বসাতি-সিন্ধু-সৌবীরা ইতি প্রায়োঽভিধুৎসিতাঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

যেখানে পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পঞ্চ নদী বহিতে থাকে, উহাই আরট্টনামে প্রসিদ্ধ বাহীক প্রদেশ। সেখানে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ দুই দিনও বাস করিবেন না ॥ ৪০-৪১

বিপাশা (ব্যাস) নদীতে দুইটি পিশাচ বাস করে। এক জনের নাম বহ্নি এবং অপর জনের নাম হীক। ইহাদের দুই-জনেরই সন্তানের নাম বাহীক। ব্রহ্মা ইহাদের সৃষ্টি করেন নাই। নীচ যোনিতে উৎপন্ন এই সব মানুষ নানাবিধ ধর্ম্মের কথা কিরূপে বুঝিতে পারিবে ॥ ৪১-৪২

কারস্কর, মাহিষক, ভরত, কেরল, কর্কোটক ও বীরক—এই সব দেশ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪৩

বিশাল উদূখলের মেখলাধারণকারিণী কোন এক রাক্ষসী কোন তীর্থযাত্রীর মুখে এই বাক্যবাণ শ্রবণ করত তাহাকে এইরূপ বলিল ॥ ৪৪

যেখানে ব্রহ্মার সমকালীন (অত্যন্ত প্রাচীন) বেদবিদ্বেষী আচারপরায়ণ নীচ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকে, উহাই আরট্ট-নামক দেশ এবং সেখানকার লোকের নাম বাহীক ॥ ৪৫

এই সব অধম ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্রের জ্ঞান, সেখানে কোন যজ্ঞবেদী এবং সেখানে কোন যাগ-যজ্ঞও হয় না। এই সব ব্রাহ্মণ সংস্কারহীন এবং দাসগণের সহিত স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ দুষ্ট স্ত্রীলোকের সন্তান; অতএব দেবতারাও ইহাদের অন্ন গ্রহণ করেন না ॥ ৪৬

প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, আরট্ট, খশ, বসাতি এবং সৌবীর—এই সব দেশ প্রায়ই অতিশয় নিন্দিত ॥ ৪৭

শ্রীবরপ্রসাদ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের সংবাদবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন মদ্রাদি-বাহীকদেশবাসিনাং দোষকথনম্, শল্যস্য উত্তরদানম্, উভয়তোঽ দ্যোধনেন নিবারণঞ্চ।]

কর্ণ উবাচ।

হন্ত শল্য বিজানীহি হন্ত ত্বত্তো ব্রবীমি তে।
উচ্যমানং ময়া সম্যক্ যমেকাগ্রমনাঃ শৃণু॥ ১

ব্রাহ্মণঃ কিল নো দেহমধ্যগচ্ছৎ পুরাতিথিঃ।
আচারং তত্র সম্প্রেক্ষ্য প্রীতো বচনমব্রবীৎ॥ ২

ময়া হিমবতঃ পৃষ্ঠমেকেনাধ্যুষিতং চিরম্।
দৃষ্টাশ্চ বহবো দেশা নানাধর্মসমাবৃতাঃ॥ ৩

ন চ কেন চ ধর্মেণ বিরুধ্যন্তে প্রজা ইমাঃ।
সর্বং হি তেঽব্রুবন্ ধর্মং যদ্বৃত্তং বেদপারগৈঃ॥ ৪

অটতা ত্বয়া ততো দেশান্ নানাধর্মসমাকুলান্।
আগচ্ছতা মহারাজ বাহীকেষু নিবাসিতম্॥ ৫

তত্র বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা ততো ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বাহীকস্ততো ভবতি নাপিতঃ॥ ৬

নাপিতশ্চ ততো ভূত্বা পুনর্ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
দ্বিজো ভূত্বা চ তত্রৈব পুনর্দাসোঽভিজায়তে॥ ৭

ওষদ্ভোকুলে বিপ্রাঃ প্রসৃষ্টাঃ কামচারিণঃ।
গান্ধারা মদ্রকাশ্চৈব বাহীকাশ্চাত্রচেতসঃ॥ ৮

এতন্ময়া শ্রুতং তত্র ধর্মসঙ্করকারকম্।
কৃৎস্নামটিত্বা পৃথিবীং বাহীকেষু বিপর্যয়ঃ॥ ৯

হন্ত শল্য বিজানীহি হন্ত ত্বত্তো ব্রবীমি তে।
যদপাক্রোঽব্রবীদ্ বাক্যং বাহীকানাঞ্চ কুৎসিতম্॥ ১০

সতী পুরা স্ত্রিয়া কাচিদারট্টাং কিল যদ্যুভিঃ।
অধর্মতশ্চোপয়াতা সা তানভ্যশপত ততঃ॥ ১১

বালাং বন্ধুমতীং যন্মামধর্মেণোপগচ্ছথ।
তস্মাদ্বো ভবিতৃস্তি বন্ধুভ্যো বৈ কুলস্য চ॥ ১২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কর্ণকৃত মদ্রাদি বাহীক-দেশবাসিগণের দোষকথন, শল্যের উত্তরদান এবং উভয়কে দুর্যোধনের নিবারণ।]

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! পূর্বে যে কথা বলা হইয়াছে, উহা উত্তমরূপে অবগত হও। এখন আমি পুনরায় তোমাকে আরও কিছু বলিতেছি। আমার এই কথিত বাক্য তুমি শ্রবণ কর॥ ১

পূর্বকালে এক ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আমার গৃহে বাস করিয়াছিলেন। তিনি আমার সেখানে আচার-বিচার দেখিয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন॥ ২

আমি একাকী দীর্ঘকাল যাবৎ হিমালয়ের শিখরে বাস করিয়াছি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছি॥ ৩

এই সব দেশের লোক কোন কারণেই ধর্মবিরুদ্ধ হন্ না। বেদসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ পুরুষগণ যেরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন, ইহারা সকলে সেইরূপই ধর্মকে মান্য করেন ও বর্ণনা করেন॥ ৪

মহারাজ! নানা ধর্মসমূহে পরিব্যাপ্ত অনেক দেশে বিচরণ করিতে করিতে যখন আমি বাহীকদেশে আসিতেছিলাম, তখন সেখানে আমাকে অনেকে এরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছিল॥ ৫

সেই দেশে একই বাহীক প্রথমে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্ষত্রিয় হয়। তারপর বৈশ্য এবং পরে শূদ্রও হইয়া যায়। তাহার পর সে নাপিত হইয়া পরে আবার ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ হইবার পর সে পুনরায় দাস হইয়া যায়॥ ৬-৭

সেখানে একই বংশে উৎপন্ন কিছু লোক ব্রাহ্মণ এবং কিছু লোক স্বেচ্ছাচারী বর্বরদের সমান উৎপাদনকারী হইয়া থাকে। গান্ধার, মদ্র এবং বাহীক—এই সব দেশের মানুষ মন্দবুদ্ধি হয়॥ ৮

সেই দেশে আমি এইরূপ ধর্মসঙ্করকারী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। সম্পূর্ণ পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে কেবল বাহীকদেশেই আমাকে ধর্মের বিপরীত আচার-ব্যবহার শুনিতে হয়॥ ৯

শল্য! এই সব বৃত্তান্ত আমার নিকট ভালভাবে জানিয়া লও। এখন আরও বলিতেছি। অপর একজন যাজ্ঞীও বাহীক দেশবাসিগণের সম্বন্ধে যে কুৎসিত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর॥ ১০

পুরাকালে ব্রহ্মাগণ আরট্ট দেশ হইতে কোন এক সতী রমণীকে হরণ করে এবং অধর্ম পূর্বক তাহার সহিত সমাগম করে। তখন সেই রমণী তাহাদিগকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন॥ ১১

আমি এখন বালিকা এবং আমার ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতি বর্তমান থাকিতেও তোমরা অধর্ম পূর্বক আমার সহিত সমাগম করিয়াছ। সেইজন্য এই বংশের সমস্ত স্ত্রীগণই ব্যভিচারিণী হইবে।

ন চৈষাম্বাং প্রমোক্ষ্যন্তি ঘোরাৎ পাপাল্লরাধমাঃ।
তস্মাৎ তেষাং ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সূনবঃ ॥ ১৩
কুরবঃ সহপাঞ্চালাঃ শাল্বা মৎস্যাঃ সনৈমিষাঃ।
কোসলাঃ কাশয়োঽঙ্গাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা ॥ ১৪
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্মং জানন্তি শাশ্বতম্।
নানাদেশেষু সন্তশ্চ প্রায়ো বাহ্লীকবর্জিতে ॥ ১৫
আ মৎস্যেভ্যঃ কুরু-পঞ্চালদেশ্যা
আ নৈমিষাচ্চেদয়ো যে বিশিষ্টাঃ।
ধর্মং পুরাণমুপজীবন্তি সন্তো
মন্ত্রানৃতে পাকনদাংশ্চ বিদ্মান্ ॥ ১৬
এবং বিদ্বান্ ধর্মকথাসু রাজং-
স্ত্বমীদৃশো ভরতশ্রেষ্ঠ ভূয়াঃ।
যং ত্বং পৃষ্ট্বা চ জনস্য রাজা
ষড়ংশভাগ্ভবতীহেহ তস্য ॥
অথবা দুষ্কৃতস্য ত্বং ভর্তা তেষামরক্ষিতা

রক্ষিতা পুণ্যভাগ্ রাজা প্রজানাং ত্বং হ্যপুণ্যভাক্ ॥১৮
পূজ্যমানে পুরা ধর্মে সর্বদেশেষু শাশ্বতে।
ধর্মং পাকনদং দৃষ্ট্বা বিগির্ত্যাহ পিতামহঃ ॥ ১৯
ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং কৃতেঽপ্যুত্তমকর্মণাম্।
ব্রহ্মণা নিন্দিতে ধর্মে ন ত্বং লোকে কিমব্রবীঃ ॥ ২০
ইতি পাকনদং ধর্মমবমেনে পিতামহঃ।
স্বধর্মস্থেষু বর্ণেষু সোঽপ্যেতান্ নাভ্যপূজয়ৎ ॥ ২১
হন্ত শল্য বিজানীহি যন্ত ভূয়ো ব্রবীমি তে।
কল্মাষপাদং নগরে নিযন্তারং রাক্ষসোঽব্রবীৎ ॥ ২২
ক্ষত্রিয়স্য মলং ভৈক্ষ্যং ব্রাহ্মণস্যাব্রতং মলম্।
মলং পৃথিব্যা বাহীকাঃ স্ত্রীণাং মন্ত্রস্ত্রিয়ো মলম্ ॥ ২৩
নিযন্তারমমুদ্দিশ্য কস্মিন্ রাজা নিশাচরম্।
অপৃচ্ছৎ তেন চাখ্যাতং প্রোক্তবাংস্তন্নিবোধ মে ॥২৪
মানুষাণাং মলং ম্লেচ্ছা ম্লেচ্ছানাং শৌণ্ডিকা মলম্।
শৌণ্ডিকানাং মলং ষণ্ডা ষণ্ডানাং রাজযাজকাঃ ॥ ২৫

নরাধমগণ! তোমরা এই ঘোরতর পাপ হইতে কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। সেই হেতু ইহাদের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভাগীরা হইবে, পুত্রেরা নহে ॥ ১২-১৩

কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোসল, কাশী, অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশের মহাভাগ মহত্তগণ সনাতন ধর্মকে জানেন ॥ ১৪½

ভিন্ন ভিন্ন বহু দেশেও বাহ্লীক নিবাসীদিগকে পরিহার করিয়া প্রায় সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখা যায়। মৎস্য দেশ হইতে কুরু ও পাঞ্চাল দেশ পর্যন্ত, নৈমিষারণ্য হইতে চেদিদেশ পর্যন্ত যে সব মানুষ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ ও সাধু পুরুষ এবং সনাতন ধর্মকে আশ্রয় করত জীবন নির্বাহ করিয়া থাকেন। মদ্র ও পাকনদ দেশেও এইরূপই দেখা যায়। সেখানকার মানুষেরা প্রায়শই দুষ্টচিত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫-১৬

রাজন্! শল্য! তুমি এরূপ জানিয়া শুনিয়া (মূর্খ) মানুষের ন্যায় ধর্মোপদেশ বিষয়ে বিরত হও। তুমি বাহীক দেশের মনুষ্যদের রাজা ও রক্ষক; অতএব তুমি তাহাদের পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাক ॥ ১৭

অথবা তুমি তাহাদের রক্ষা না করিয়া কেবল তাহাদের পাপভাগীই হইতেছ। প্রজাগণের রক্ষক রাজাই তাহাদের পুণ্যভাগী হইয়া থাকে; তুমি কিন্তু কেবল পাপভাগই গ্রহণ করিতেছ ॥ ১৮

পূজ্যকালে যখন সমস্ত দেশেই সনাতন ধর্মের প্রশংসা করা হইতেছিল, তখন পিতামহ ব্রহ্মা পাকনদবাসীদের ধর্ম দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—'ধিক্কার' এই ধর্মকে ॥ ১৯

সংস্কারহীন, ভারত ও পাপ কর্মকারী পাকনদবাসীদের ধর্মকে যখন ব্রহ্মা সভামধ্যেই নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন তুমি সেই দেশেরই নিবাসী হইয়া জগতে কি ধর্মোপদেশ করিবে? ২০

পিতামহ ব্রহ্মা পাকনদবাসীদিগের আচার-ব্যবহারগত ধর্মকে এইরূপে অনাদর করিয়াছিলেন। নিজ ধর্মে অবস্থিত অন্য সব দেশবাসীদের তুলনায় ইহাদের তিনি আদর করেন নাই ॥ ২১

শল্য! তুমি এই সব বিষয় ভালভাবে জানিয়া লও। এখন এ বিষয় তোমাকে আরও কিছু কথা বলিব, যাহা সরোবরে নিমজ্জিত হইতে হইতে রাক্ষস কল্মাষপাদ বলিয়াছিল ॥ ২২

ক্ষত্রিয়ের 'মল' হইল ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রাহ্মণের 'মল' হইল বেদাদি শাস্ত্রের বিপরীত আচরণ, পৃথিবীর 'মল' হইল বাহীক এবং স্ত্রীগণের 'মল' হইল মন্ত্রদেশের স্ত্রী ॥ ২৩

সেই নিমজ্জমান রাক্ষস কল্মাষপাদকে কোন এক রাজা উদ্ধার করিয়া তাহাকে কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে রাক্ষস যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২৪

মনুষ্যগণের 'মল' ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছদের 'মল' মদ্যবিক্রয়কারী শুঁড়ি

রাজযাজকযাজ্যানাং মন্ত্রকাণাঞ্চ যদ্বনম্।
তদ্ ভবেদ্ বৈ তব মলং যদ্যস্মান্ বিমুঞ্চসি ॥ ২৬
ইতি রক্ষোপসৃষ্টেষু বিষবীর্য্যহতেষু চ।
রাক্ষসং ভৈষজং প্রোক্তং সংসিদ্ধবচনোত্তরম্ ॥ ২৭
ব্রাহ্মং পাকালাঃ কৌরবেয়াস্তু ধর্ম্মং
সত্যাং মৎস্যাঃ শূরসেনাশ্চ যজ্ঞম্।
প্রাচ্যা দাসা বৃষলা দাক্ষিণাত্যাঃ
স্তেনা বাহীকাঃ সঙ্করা বৈ সুরাষ্ট্রাঃ ॥ ২৮
কৃতঘ্নতা পরবিত্তাপহারো
মদ্যাপানং গুরুদারাবমর্দঃ।
বাক্‌পারুষ্যং গোবধো রাত্রিচর্য্যা
বহির্গেহং পরবস্ত্রোপভোগঃ ॥ ২৯
যেষাং ধর্ম্মজ্ঞান্ প্রতি নাস্ত্যধর্ম্মো
হ্যারট্টানাং পঞ্চনদান্ বিগহ্য।
আ পাকাল্যেভ্যঃ কুরবো নৈমিষাশ্চ
মৎস্যাশ্চৈতেঽপ্যথ জানন্তি ধর্ম্মম্।
অথোদীচ্যাশ্চাম্বষ্ঠকা মাগধাশ্চ
শিষ্টান্ ধর্ম্মানুপজীবন্তি বৃদ্ধাঃ ॥ ৩০
প্রাচীং দিশং শ্রিতা দেবা জাতবেদঃপুরোগমাঃ।
দক্ষিণাং পিতরো গুপ্তাং যমেন শুভকর্মণা ॥ ৩১
প্রতীচীং বরুণঃ পাতি পালয়ন্ সুরান্ বলী।
উদীচীং ভগবান্ সোমো ব্রাহ্মণৈঃ সহ রক্ষতি ॥ ৩২
তথা রক্ষঃ পিশাচাশ্চ হিমবন্তং নগোত্তমম্।
গুহ্যকাশ্চ মহারাজ পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৩
ধ্রুবঃ সর্বাণি ভূতানি বিষ্ণুঃ পাতি জনার্দনঃ
ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নগরাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোশলাঃ ॥ ৩৪
অর্দ্ধোক্তাঃ কুরু-পাকালাঃ শাল্বাঃ কৃৎস্নানুশাসনাঃ।
পর্বতীয়াশ্চ বিষমা যথৈব শিবিরম্বষ্ঠাঃ ॥ ৩৫

এবং ভাঁড়িদের 'মল' হইল নপুংসক এবং নপুংসকদের 'মল' হইল রাজপুরোহিত ॥ ২৫

রাজপুরোহিতগণের যে মল এবং যজ্ঞদেশবাসিগণের যে মল, তৎ সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে, যদি তুমি আমাকে এই সঙ্কটের হইতে উদ্ধার না কর ॥ ২৬

যাহাদের উপর রাক্ষসগণের উপদ্রব হইয়াছে এবং বিষের প্রভাবে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই উত্তম সিদ্ধ বাক্যই রাক্ষসের প্রভাব নিবারণকারী এবং জীবনরক্ষক ঔষধ বলা হইয়াছে ॥ ২৭

পাকালদেশের মানুষগণ যেসোক্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কুরুদেশবাসীরা ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করেন, মৎস্যদেশবাসিগণ সত্যবাদী হন এবং শূরসেনদেশবাসীরা যজ্ঞপরায়ণ হন। পূর্ব্বদেশের মানুষগণ দাস কর্ম্ম করে, দক্ষিণ দেশবাসীরা বৃষল, বাহীক দেশবাসীরা চোর এবং সৌরাষ্ট্রদেশবাসিগণ বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে ॥ ২৮

কৃতঘ্নতা, অপরের ধনাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, কটুবাক্য বলা, গোবধ, রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে বিচরণ করা এবং অপরের বস্ত্র উপভোগ করা—এই সব যাহার ধর্ম্ম, সেই আরট্ট ও পঞ্চনদবাসিগণের পক্ষে অধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই। ইহাদের নিন্দাবাদ ॥ ২৯

পাকাল, কৌরব, নৈমিষ ও মৎস্য দেশবাসিগণ ধর্ম্মকে জানেন। উত্তর, অম্বষ্ঠ এবং মাগধ দেশবাসিগণ বৃদ্ধ পুরুষগণ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করত জীবনযাত্রা করিয়া থাকেন ॥ ৩০

অগ্নি আদি দেবতাগণ পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মকারী যমরাজের দ্বারা সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে বাস করিয়া থাকেন, বলবান্ বরুণ দেবতাবৃন্দকে পালন করিতে করিতে পশ্চিম দিক্ রক্ষা করেন এবং ভগবান্ সোম (চন্দ্র) ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! রাক্ষস, পিশাচ ও গুহ্যকগণ হিমালয় এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতকে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৩৩

অবিনাশী ও সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ জনার্দ্দন সমস্ত প্রাণিগণকে পালন করেন (কিন্তু বাহীক দেশের উপর কোন দেবতারই বিশেষ অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না)। মগধদেশের মনুষ্যগণ ইঙ্গিতের দ্বারা সব কিছু বুঝিতে পারেন, কোশলবাসীরা নয়নের ভাব-ভঙ্গীর দ্বারা মনোভাব জানিতে সমর্থ হন, কুরু ও পাকাল দেশের অধিবাসীরা অর্দ্ধেক কথা বলিলেই পূর্ণ সব কথাই বুঝিতে পারেন এবং শাল্বদেশের মনুষ্যগণ সব কথা বলিলে পর তবে যথার্থ জানিতে পারেন। কিন্তু শিবিদেশের লোকসকলের ন্যায় পর্ব্বতীয় প্রান্তবাসিগণ এই সব হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাহারা পূর্ণ কথা বলিলেও কোন কিছু বুঝিতে পারে না ॥ ৩৪-৩৫

সংজ্ঞা যবনা রাজন্ শূরাশ্চৈব বিশেষতঃ
ম্লেচ্ছাঃ স্বসংজ্ঞানিরতা নাম্লুক্তমিতরে জনাঃ। ৩৬
প্রতিরদ্ধাস্তু বাহীকা ন চ কেচন মদ্রকাঃ।
স ত্বমেতাদৃশঃ শল্য নোত্তরং বক্তুমর্হসি।
পৃথিব্যাং সর্বদেশানাং মদ্রকো মলমুচ্যতে ॥ ৩৭
সীধোঃ পানং গুরুতল্পাবমর্দো
ভ্রূণহত্যা পরবিত্তাপহারঃ।
যেষাং ধর্মজ্ঞান্ প্রতি নাস্ত্যধর্ম
আরট্টজান্ পঞ্চনদান্ বিগর্হ্য ॥ ৩৮
এতচ্ছ্রুত্বা দোষমাসাং প্রতীপং মা ত্বা বৈ কুর্যাঃ।
মা ত্বাং পূর্বমহং হত্বা হনিষ্যে কেশবার্জুনৌ ॥ ৩৯

শল্য উবাচ।

আতুরাণাং পরিত্যাগঃ স্বদারস্যতিক্রমঃ।
অক্ষে প্রসর্তনে কর্ণ যেষামধিপতির্ভবান্ ॥ ৪০
রথাতিরথসংখ্যায়াং যৎ ত্বাং ভীষ্মস্তদাব্রবীৎ।
তান্ বিদিত্বাত্মনো দোষান্ নির্মুচ্যস্ব ন মা ক্রুধঃ ॥ ৪১
সর্বে ব্রাহ্মণাঃ সন্তি সন্তি সর্বত্র ক্ষত্রিয়াঃ।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথা কর্ণ স্ত্রিয়ঃ সাধ্যশ্চ সুব্রতাঃ ॥ ৪২
রমন্তে চোপহাসেন পুরুষাঃ পুরুষৈঃ সহ।
অন্যোন্যমবতক্ষন্তো দেশে দেশে সমৈথুনাঃ ॥ ৪৩
পরবাচ্যেষু নিপুণঃ সর্বো ভবতি সর্বদা।
আত্মবাচ্যং ন জানীতে জানন্নপি চ মুহ্যতি ॥ ৪৪
সর্বত্র সন্তি রাজানঃ স্বং স্বং ধর্মমনুব্রতাঃ।
দুর্বৃত্তান্ নিগৃহ্ণন্তি সন্তি সর্বত্র ধার্মিকাঃ ॥ ৪৫
ন কর্ণ দেশসামান্যাৎ সর্বঃ পাপং নিষেবতে।
যাদৃশাঃ স্বয়ভাবেন দেবা অপি ন তাদৃশাঃ ॥ ৪৬

রাজন্! যদিও ম্লেচ্ছ যবনগণ নানাবিধ উপায়ে সব কিছু জানিতে পারে এবং বিশেষভাবে লৌহযানী বীর বলিয়া পরিগণিত হয়, তথাপি ইহারা নিজেদের দ্বারা রচিত সংজ্ঞার উপরেই অধিক আগ্রহ পোষণ করে (বৈদিক ধর্মকে মানে না)। অন্য দেশের মানুষেরা না বলিলে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু বাহীকদেশের মনুষ্যগণ সমস্ত কার্যেই বিপরীত করিয়া থাকে (ইহাদের বোধ-শক্তিই বিপরীত) এবং মদ্রদেশের কিছু লোক এরূপই দেখা যায়, আবার কিছু লোক অন্যরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬½

শল্য! তুমিও এইরূপই, এখন আমার কথার আর কোন উত্তর দান করিও না। মদ্রদেশবাসীরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই 'মল' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭

মদ্যপান, গুরুর শয্যায় শয়ন, ভ্রূণহত্যা ও অপরের ধনাপহরণ —ইহাই যাহাদের ধর্ম, তাহাদের নিকট অধর্ম বলিয়া আর কোন বস্তুই নাই। এতাদৃশ আরট্ট ও পঞ্চনদ দেশবাসীদিগকে নিন্দা করি ॥ ৩৮

ইহা জানিয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর। পুনরায় কোন প্রতিকূল কথা বলিবে না। অন্যথায় প্রথমে তোমাকে বধ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিব ॥ ৩৯

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! তুমি যেখানকার রাজা হইয়াছ, সেই অঙ্গদেশে কি হইতেছে? নিজের জ্ঞাতি বন্ধুরা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, ইহারা তাহাদের পরিত্যাগ করে এবং নিজেদেরই পত্নী পুত্রগণকে বিক্রয় করিয়া থাকে ॥ ৪০

সেই দিন রথী ও অতিরথী বীরগণকে গণনা করিবার সময় ভীষ্ম তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তুমি নিজের দোষসমূহ অবগত হইয়া ক্রোধ পরিহার কর, আর ক্রুদ্ধ হইও না ॥ ৪১

কর্ণ! সর্বত্রই ব্রাহ্মণগণ আছেন। এইরূপ সর্বত্রই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করেন এবং সকল দেশেই উত্তমব্রত পালন-কারিণী পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীগণ বর্তমান আছেন ॥ ৪২

সকল দেশের মানুষই অপর মানুষের সহিত কথা বলিবার সময় উপহাস করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে এবং স্ত্রীগণের সহিত রমণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩

অপরের দোষ বর্ণনা করিতে সকল মানুষই নিপুণ হয়; কিন্তু নিজের দোষসমূহ তাহারা জানিতে পারে না; অথবা জানিয়াও না জানার ভাণ করিয়া থাকে ॥ ৪৪

সকল দেশেই নিজ নিজ ধর্মপালনকারী রাজা আছেন, ইহারা দুষ্টদিগকে দমন করেন। সর্বত্রই বহু ধর্মাত্মা মানুষও বাস করেন ॥ ৪৫

কর্ণ! একই দেশে বাস করিতে থাকিলেই সব লোক পাপাচরণ করে না। সেই দেশে মানুষ নিজ শ্রেষ্ঠ শীল-স্বভাবের দ্বারাই এরূপ মহাপুরুষ হইয়া থাকেন যে, ইহাদের সদৃশ দেবগণও হইতে পারেন না ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

ততো দুর্যোধনো রাজা কর্ণ-শল্যাবসান্ত্বয়ৎ।
সখিভাবেন রাধেয়ং শল্যং ত্বাজুহবেন চ ॥ ৭৭
ততো নিবারিতঃ কর্ণো ধার্তরাষ্ট্রেণ মারিষ।
কর্ণোঽপি নোত্তরং প্রাহ শল্যোঽপ্যভিমুখঃ পরান্।
ততঃ প্রহস্য রাধেয়ঃ পুনর্গাঢ়ীতাচোদয়ৎ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন রাজা দুর্যোধন কর্ণ ও শল্য উভয়কেই নিবারণ করিলেন। তিনি কর্ণকে বন্ধুভাবে নিষেধ করিলেন এবং শল্যকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবারণ করিলেন। ৭৭

মাতুলদ্বয়! দুর্যোধন নিষেধ করিলে পর কর্ণ কোন উত্তর দিলেন না এবং শল্যও শত্রুদের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন রাধাপুত্র কর্ণ হাস্যসহকারে শল্যকে রথ চালনা করিবার আজ্ঞা দিয়া বলিলেন—রথ লইয়া অগ্রসর হও ॥ ৭৮

শ্রীবন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও শল্যের পারস্পরিক আলাপবিনিময় পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-সৈন্যানাং ব্যূহরচনা, যুধিষ্ঠিরাদেশেনার্জুনস্য ক্রমশঃ, শল্যেন পাণ্ডব-সৈন্যেষু প্রধানবীরাণাং বর্ণনম্, অর্জুনস্য প্রশংসা চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পরানীকসহং ব্যূহমপ্রতিমং কুরুম।
সমীক্ষ্য কর্ণঃ পার্থানাং ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিতম্ ॥ ১
প্রাদ্রবৌ রণযোধেন সিংহনাদরবেণ চ
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনদৈঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্। ২
বেপমান ইব ক্রোধাদ্ যুদ্ধশৌণ্ডঃ পরন্তপঃ।
প্রতিব্যূহ্য মহাতেজা যযাবভ্যুদ্যতো রণম্ ॥ ৩
ব্যূহমন্যৎ পাণ্ডবীয়ং সেনামানুখং মঘবানিব।
যুধিষ্ঠিরং চাভ্যরক্ষন্মপসব্যং চকার হ ॥ ৪

(তানি সর্বাণি সৈন্যানি কর্ণং দৃষ্ট্বা বিশাম্পতে।
সম্ভ্রমুঃ সম্প্রহৃষ্টানি তোয়ানীব যুগক্ষয়ে ॥
অশ্রূয়ন্ত ততো রাজংস্তানাং সৈন্যানাং বিশাম্পতে।

সৈনিকা ঊচুঃ

কর্ণার্জুনমহাযুদ্ধমেতদদ্য ভবিষ্যতি।
অদ্য দুর্যোধনো রাজা হতারিঃ ভবিষ্যতি ॥
অদ্য কর্ণং রণে দৃষ্ট্বা ফাল্গুনো নিধনং ভবিষ্যতি।
অদ্য বাবদ্ বয়ং যুদ্ধে কর্ণস্যৈবানুগামিনঃ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যের ব্যূহরচনা, যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুনের আক্রমণ, শল্যকর্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে প্রধান বীরগণের বর্ণন এবং অর্জুনের প্রশংসা।]

সঞ্জয় বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর যখন ইহা দেখিলেন যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন-সৈন্যের অনুপম ব্যূহ রচিত হইয়াছে, যাহা শত্রুদলের আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক সুরক্ষিত, তখন শত্রুতাপন যুদ্ধদুর্মদ কর্ণ রথের ঘর্ঘর শব্দ, সিংহতুল্য গর্জন এবং বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনিতে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং স্বয়ংও ক্রোধে কম্পিত হইতে হইতে অগ্রসর হইলেন। এই মহাতেজস্বী বীর কর্ণ শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য নিজের সৈন্যের যথোচিত ব্যূহ-রচনা করত ইন্দ্র যেরূপ অসুর-সৈন্যের সংহার করেন, সেইরূপ পাণ্ডব-সৈন্যের সংহার আরম্ভ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও আবৃত করিয়া তাঁহাকেও দক্ষিণভাগে করিলেন ॥ ১-৪

(প্রজানাথ! সেই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যরাই কর্ণকে দেখিয়া যুদ্ধের অতিশয় অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। রাজন্! তখন আপনার সৈন্যের মধ্যে কথিত এই সব কথা শুনিতে পাওয়া যাইল।

সৈন্যগণ বলিলেন,—আজ এই কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইবে। আজ আমাদের রাজা দুর্যোধনের সমস্ত শত্রুরাই নিহত হইবে।

আজ অর্জুন রণাঙ্গনে কর্ণকে দেখিয়াই পলাইয়া যাইবে। আজ আমরা যুদ্ধে কর্ণের অনুগামী হইয়া সমরাঙ্গনে কর্ণের বাণ-সমূহে পূর্ণ ভীষণ সংগ্রাম দেখিব।

কর্ণরাবণয়ঃ ভীমঃ যুদ্ধ্বা হত্বাম সংযুগে
চিরকালাগতমিদমস্মেভ্যো ভবিষ্যতি ।
অদ্য দ্রক্ষ্যাম সংগ্রামং ঘোরং দেবাসুরোপমম্।
অদ্যেদানীং মহদ্ যুদ্ধং ভবিষ্যতি ভয়ানকম্ ॥
অদ্যেদানীং জয়ো নিত্যমেকস্যৈকস্য বা রণে।
অর্জুনো বিজয় রাধেয়ো বধিষ্যতি মহারণে ॥
অথবা কং নরং লোকে ন স্পৃশন্তি মনোরথাঃ।

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিবিধা বাচঃ কুরবঃ কুরুনন্দন।
আজঘ্নুঃ পটহাংশ্চৈব ভূর্য্যাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
ভেরীনাদাংশ্চ বিবিধান্ সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্
মুরজানাং মহাশব্দানানকানাং মহারবান্
নৃত্যমানাংশ্চ বহবস্তত্রমানাংশ্চ মানবি
অন্যোন্যমভ্যধুর্যুদ্ধে যুদ্ধরঙ্গগতা নরাঃ।
তেষাং পদাতা নাগানাং পাদরক্ষাঃ সমন্ততঃ।
পট্টিশাসিধরাঃ শূরাশ্চাপবাণাভৃতূণিনঃ ।
ভিন্দিপালধরাশ্চৈব শূলহস্তাঃ শুচিস্মিতাঃ।
তেষাং সমাগমো ঘোরো দেবাসুররণোপমঃ ॥)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কথং সঞ্জয় রাধেয়ঃ প্রত্যব্যূহত পাণ্ডবান্।
দৃষ্ট্বা ব্যূহমুখান্ সর্বান্ ভীমসেনাভিরক্ষিতান্ ॥
সর্বানেব মহেষ্বাসানজয্যানমরৈরপি।
কে চ প্রপক্ষৌ পক্ষৌ বা মম সৈন্যস্য সঞ্জয় ॥
প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কথং বা সমবস্থিতাঃ।
কথং পাণ্ডুসুতাশ্চাপি প্রত্যব্যূহন্ত মামকান্ ॥
কথং চৈব মহদ্ যুদ্ধং প্রাবর্তত সুদারুণম্।
ক চ বীভৎসুরভবদ্ যং কর্ণোঽয়াদ যুধিষ্ঠিরম্ ॥
কো হ্যনু নস্য সান্নিধ্যে শক্তোঽভোক্তুং যুধিষ্ঠিরম্।
সর্বভূতানি যো হ্যেকঃ খাণ্ডবে জিতবান্ পুরা।
কস্তমন্যত্র রাধেয়াৎ প্রতিযুধ্যেজ্জিজীবিষুঃ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু ব্যূহস্য রচনামর্জুনস্য যথা গতঃ।
পরিবার্য্য নৃপং স্বং স্বং সংগ্রামস্যাভবদ্ যথা ॥

শৌর্যকালে হইতে তাহার সম্ভাবনা করা হইতেছিল, আজ এই সময় উহা উপস্থিত হইবে। আজ আমরা দেবাসুর-সংগ্রামতুল্য ভয়ের যুদ্ধ বর্ণন করিব।

আজ এখন অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আজ এই রণাঙ্গনে কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে একজনের বা একজনের জয় অবশ্যই হইবে।

নিশ্চয়ই রাধাপুত্র কর্ণ এই মহাযুদ্ধে অর্জুনকে বধ করিবে অথবা এই জগতে মনোরথসকল কোন মানুষের মন হইতে না উত্থিত হয়।

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্তা বলিতে বলিতে কৌরবসৈন্যরা সহস্র সহস্র পটহ (নাগড়া) ও তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন।

বিবিধ ভেরীনিনাদ হইতে লাগিল এবং সৈন্যরাও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। গম্ভীরধ্বনী ঢোল ও মৃদঙ্গের প্রচণ্ড শব্দ সেখানে চারিদিকে বিস্তৃত হইল।

মানুষের রাজন্! যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া বহুসংখ্যক মানুষ নৃত্য আরম্ভ করিল এবং তর্জন-গর্জন করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

(ইহাদের মধ্যে পদাতিসৈন্যরা চারিদিকে পট্টিশ, খড়্গ, ধনুর্বাণ, তূণতূণী, ভিন্দিপাল, ত্রিশূল এবং চক্র হস্তে ধারণ করত হস্তীদিগের পদরক্ষক হইয়া রহিলেন। তখন সেখানে তাহাদের মধ্যে দেবাসুরসংগ্রামতুল্য ভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।)

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সঞ্জয়! রাধাপুত্র কর্ণ দেবগণের পক্ষেও অজেয় এবং ভীমসেনকর্তৃক সুরক্ষিত দৃষ্টদ্যুম্নাদি সম্পূর্ণ মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-বীরগণের প্রতিব্যূহরূপে কিরূপ ব্যূহ নির্মাণ করিল? আমার সৈন্যদের উত্তরপক্ষ ও প্রপক্ষ রূপে কোন্ কোন্ বীরগণ ছিল? ৫-৬

তাহারা কিভাবে যথোচিতরূপে যোদ্ধাগণের বিভাগ করত অবস্থিত ছিল? পাণ্ডবেরাও আমার পুত্রগণের ব্যূহের প্রতি-ব্যূহরূপে কোন্ ব্যূহ নির্মাণ করিল? ৭

এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ কিরূপে আরম্ভ হইল? অর্জুন কোথায় ছিল যে, কর্ণ যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিতে পারিল? ৮

যে অর্জুন পূর্বে একাকীই খাণ্ডব-বনে সমস্ত প্রাণিগণকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই অর্জুন সমীপে বিদ্যমান থাকিতে কোন যোদ্ধা যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিতে পারে? রাধাপুত্র কর্ণ ব্যতীত অন্য কোন্ বীর আছে যে, জীবিত থাকিতে বাসনা করিয়াও অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? ৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ব্যূহ-রচনা কিভাবে হইয়াছিল, অর্জুন কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল এবং নিজ নিজ

কৃপঃ শারদ্বতো রাজন্ মাগধাশ্চ তরস্বিনঃ।
সাত্বতঃ কৃতবর্মা চ দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতাঃ ॥ ১১
তেষাং প্রপক্ষে শকুনিকলূকশ্চ মহারথঃ।
সাদিভির্বিমলপ্রাসৈস্তথা নীলমরুদ্গণাম্ ॥ ১২
গান্ধারিভিরসম্ভ্রান্তৈঃ পর্বতীয়ৈশ্চ দুর্জয়ৈঃ।
শলভানামিব ব্রাতৈঃ পিশাচৈরিব দুর্দৃশৈঃ ॥ ১৩
চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি রথানামনিবর্তিনাম্।
সংশপ্তকা যুদ্ধশৌণ্ডা বাহুঃ পার্শ্বমপালয়ন্ ॥ ১৪
সমন্বিতাস্তব সুতৈঃ কৃষ্ণাঞ্জিঘাংসবঃ।
তেষাং প্রপক্ষাঃ কাম্বোজাঃ শকাশ্চ যবনৈঃ সহ ॥ ১৫
নিষেধাৎ সূতপুত্রস্য সরথাঃ সাশ্ব-পত্তয়ঃ।
আহ্বয়ন্তোঽর্জুনং তস্থুঃ কেশবঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১৬
মধ্যে সেনামুখে কর্ণোঽপাবাতিষ্ঠত দংশিতঃ।
চিত্রবর্মাঙ্গদঃ স্রগ্বী পালয়ন্ বাহিনীমুখম্ ॥ ১৭

রাজাকে সর্বদিকে পরিবৃত করিয়া উভয় পক্ষের যোদ্ধারা কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিল? সেই সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১০

রাজন্! ভরদ্বাজের পুত্র কৃপাচার্য, বেদশালী মাগধ বীর এবং সাত্বতবংশী কৃতবর্মা—ইঁহারা ব্যূহের দক্ষিণভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন। মহারথী শকুনি ও উলূক নিখিল প্রাসসমূহে সুশোভিত অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত ইঁহাদের প্রপক্ষস্থলে অবস্থান করত আপনার ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১১-১২

ইঁহাদের সহিত অবিচলিতচিত্ত গান্ধারদেশীয় সৈন্যরা ও দুর্জয় পর্বতীয় বীরগণ ছিলেন। পিশাচসকলের এইসব সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন ছিল এবং পতঙ্গগণের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল। ১৩

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধনিপুণ সংশপ্তক যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না এবং রথী বীর ছিলেন। তখন ইঁহাদের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশ হাজার। ইঁহারা আপনার পুত্রদের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া ব্যূহের বাম পক্ষ রক্ষা করিতেছিলেন। ১৪½

ইঁহাদের প্রপক্ষস্থানে সূতপুত্র কর্ণের আজ্ঞায় রথারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণের সহিত কাম্বোজ, শক এবং যবন সৈন্যরা মহাবল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে করিতে অবস্থিত ছিলেন। ১৫-১৬

রক্ষমাণৈঃ সুদংষ্ট্রৈঃ পুত্রৈঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
বাহিনীং প্রমুখে বীরঃ সম্প্রকম্পয়শোভত ॥ ১৮
অস্ত্যাবর্তমহাবাতঃ সূর্য-বৈশ্বানরপ্রভঃ।
মহাদ্বিপস্কন্ধগতঃ পিঙ্গাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৯
দুঃশাসনো বৃতঃ সৈন্যৈঃ দ্বিতীয়ো বৃহতস্য পৃষ্ঠতঃ।
তমন্বয়াদ্রথব্রাজ স্বয়ং দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ ২০
চিত্রাস্ত্রৈশ্চিত্রসন্নাহৈঃ সোদর্য্যৈরভিরক্ষিতঃ।
রক্ষ্যমাণো মহাবীর্যৈঃ সহিতৈর্বজ্রকেতুভিঃ ॥ ২১
অশোভত মহারাজ দেবৈরিব শতক্রতুঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চ যে প্রধানা মহারথাঃ ॥ ২২
নিত্যমত্তাশ্চ মাতঙ্গাঃ শূরৈর্হৈমৈঃ সমন্বিতাঃ।
অন্বযুস্তম্ রথানীকং কক্ষস্য ইব তোয়দাঃ ॥ ২৩
তে স্বর্ণৈরৈন্দ্রযষ্টীভির্ঋষ্টিভিঃ পরশ্বায়ুধৈঃ।
সাদিভিশ্চাস্ত্রিতা বেষ্টুং ভরতস্য ইবাচলাঃ ॥ ২৪

কর্ণও বিপক্ষ করিয়া, অতি দুর্ভেদ্য ব্যূহের দক্ষিণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে রক্ষা করিতে করিতে ব্যূহের অগ্রভাগে মধ্যস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৭

সুষেণ ও অরিষ্টসেন প্রভৃতি বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথ কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া সেনাপতিকে রক্ষা করিতে তৎপর আপনার পুত্রদের সহিত সম্মুখভাগে অবস্থান করত কৌরব-সৈন্যদিগকে নির্ভয় চিত্তে যেন আকর্ষণ করিতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিলেন ॥ ১৮½

ব্যূহের পৃষ্ঠভাগে শিক্ষাসম্পন্ন সেনাযুক্ত প্রিয়দর্শন দুঃশাসন সৈন্যগণে পরিবৃত ছিলেন। তিনি এক বিশাল গজরাজের পৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৯½

মহারাজ! বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারণকারী সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দ একত্রে উপস্থিত মত্ত ও কেকয়দেশের মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধাগণের দ্বারা সুরক্ষিত সাক্ষাৎ রাজা দুর্যোধন দুঃশাসনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। মহারাজ! এই সময় দেবতাগণে পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ তাঁহার শোভা হইতেছিল ॥ ২০-২১½

অশ্বত্থামা, কৌরবপক্ষের প্রধান মহারথী বীরগণ, সৌষ্ঠবশালী ভ্রাতৃসৈন্যগণে পরিবৃত মদমত্ত হস্তীরা বর্ষণরত মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে রথসৈন্যের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন ॥ ২২-২৩

এই সব হাতী স্বর্ণ, বৈদূর্যমণি পতাকা, লৌহনির্মিত শ্রেষ্ঠ অস্ত্র

তেষাং পদাতিনাগানাং পাদরক্ষাঃ সহস্রশঃ।
পট্টিশাসিধরাঃ শূরা বদ্ধগুহনিষঙ্গিনঃ ॥ ২৫
সাদিভিঃ স্তম্ভনৈর্নাগৈরধিকং সমলঙ্কৃতৈঃ।
স ব্যূহরাজো বিবভৌ দেবাসুরচমূপমঃ ॥ ২৬
বার্হস্পত্যঃ সুবিহিতো নায়কেন বিপশ্চিতা।
নৃত্যতীব মহাব্যূহঃ পরেষাং ভয়মাদধৎ ॥ ২৭
তস্য পক্ষপ্রপক্ষেভ্যো নিষ্পতন্তি যুযুৎসবঃ।
পত্ত্যশ্বরথমাতঙ্গাঃ প্রাবৃষীব বলাহকাঃ ॥ ২৮
ততঃ সেনামুখে কর্ণং দৃষ্ট্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনঞ্জয়মমিত্রঘ্নমেকবীরমুবাচ হ ॥ ২৯
পশ্চাদ্ধুনি মহাব্যূহং কর্ণেন বিহিতং রণে।
যুক্তং পক্ষৈঃ প্রপক্ষৈশ্চ পরানীকং প্রকাশতে ॥ ৩০
তদেতদ্ বৈ সমালোক্য প্রতিমিত্রং মহদ্ বলম্।
যথা নাভিভবত্যস্মাংস্তথা নীতিবিধীয়তাম ॥ ৩১

এবমুক্তোঽর্জুনো রাজ্ঞা প্রাঞ্জলির্নৃপমব্রবীৎ।
যথা ভবানাহ তথা তৎ সর্বং ন তদন্যথা ॥ ৩২
যত্তস্য বিহিতো ঘাতস্তং করিষ্যামি ভারত।
প্রধানবধ এবাস্য বিনাশস্তং করোম্যহম্ ॥ ৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তস্মাৎ ত্বমেব রাধেয়ং ভীমসেনঃ সুযোধনম্।
বৃষসেনঞ্চ নকুলঃ সহদেবোঽপি সৌবলম্ ॥ ৩৪
দুঃশাসনং শতানীকো দ্রাদিক্যাং সিনিপুঙ্গবঃ।
দ্রৌপদেয়া মহাত্মানো বার্ষদন্তীন্ সহ শিখণ্ডিনা।
তে তে চ তাংস্তানভিতস্তাবকাঃ স্যুঃ মামকাঃ ॥ ৩৬

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তো ধর্মরাজেন তথেত্যুক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ।
ব্যাদিদেশ স্বসৈন্যানি স্বয়ং চাগাচ্চমূমুখম্ ॥ ৩৭

এবং আরোহিগণে সুশোভিত হইয়া বৃক্ষসমূহে যুক্ত পর্বতসকলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ২৪

পট্টিশ ও খড়্গধারী এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত সহস্র সহস্র বীর সৈন্যগণ সেই সব পদাতি ও হাতীদের পার্শ্বরক্ষক ছিলেন ॥ ২৫

বিশেষভাবে সুসজ্জিত হাতী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্যগণে পরিপূর্ণ এই মহাব্যূহ দেবতা ও অসুরগণের সৈন্যদলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৬

বিদ্বান্ সেনাপতি কর্তৃক যুদ্ধসম্পত্তি কর্তৃক নীতি অনুসারে উত্তমরূপে রচিত এই মহাব্যূহ শত্রুদের মনে ভয় উৎপাদন করিতে করিতে যেন নৃত্য করিতেছিল ॥ ২৭

ইহার পক্ষ ও প্রপক্ষ যুদ্ধকারী পদাতি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা সেইভাবে নির্গত হইতেছিল, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৮

তদনন্তর সৈন্যদের সম্মুখভাগে কর্ণকে অবস্থিত দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুসংহারকারী অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ২৯

অর্জুন! রণাঙ্গনে কর্তৃকর্তৃক রচিত এই মহাব্যূহকে তুমি নিরীক্ষণ কর। পক্ষ ও প্রপক্ষসমূহে যুক্ত শত্রুর এই ব্যূহবদ্ধ সৈন্যরা কিরূপে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৩০

অতএব এই বিশাল শত্রুসৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করত তুমি এইরূপ নীতি নির্ধারণ কর, যাহাতে কেহ আমাদের পরাজিত করিতে না পারে ॥ ৩১

রাজা যুধিষ্ঠিরের এই কথা বলিলে পর অর্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভারত! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সেইরূপই। উহাতে অন্যথা বৈপরীত্য নাই ॥ ৩২

যুদ্ধশাস্ত্রে এই ব্যূহের বিনাশের জন্য যে উপায় কথিত আছে, উহা সম্পাদন করিব। প্রধান সেনাপতির বিনাশ হইলে পরই এই ব্যূহের ক্ষয় হয়; অতএব আমি উহা করিব ॥ ৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন তাহা হইলে তুমি রাধাপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হও। ভীমসেন দুর্যোধনের সহিত, নকুল বৃষসেনের সহিত, সহদেব শকুনির সহিত, শতানীক দুঃশাসনের সহিত, দ্রাদিক্য কৃতবর্মার সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিবে। আর আমি স্বয়ং কৃপাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিব ॥৩৪-৩৫

দ্রৌপদীর পুত্রগণ শিখণ্ডির সহিত বিলিতভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অবশিষ্ট পুত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হউক। এইরূপে আমাদের বিভিন্ন সৈন্যগণ আমাদের সেই সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করুক ॥ ৩৬

সঞ্জয় বলিলেন,—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর অর্জুন 'তথাস্তু' বলিয়া নিজের সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং সেই সৈন্যের অগ্রভাগে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

(ধনঞ্জয়ো মহারাজ দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্বামং পক্ষমুপাশ্রিতঃ ॥
সাত্যকির্দ্রৌপদেয়াশ্চ স্বয়ং রাজা চ পাণ্ডবঃ।
ব্যূহস্য প্রমুখে তস্থুঃ সেনানীকেন সংবৃতাঃ ॥
স্ববলেনারিসৈন্যং তৎ প্রত্যনন্দাপ্য পাণ্ডবঃ।
প্রত্যব্যূহৎ পুরস্কৃত্য ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥
তৎ সাদিনাগকলিলং পদাতিরথসঙ্কুলম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখং ব্যূহমশোভত মহাবলম্ ॥)

অগ্নির্বৈশ্বানরঃ পূর্বো ব্রহ্মেন্দ্রঃ সপ্রজাপতিঃ গতঃ।
তস্মাদ্ যঃ প্রথমং জাতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৫৮
ব্রহ্মেশানেন্দ্রবরুণান্ ক্রমশো যোঽধরৎ পুরা।
তস্যাস্তং রথমাস্থায় প্রযাতৌ কেশবার্জুনৌ ॥ ৫৯
অথ তং রথমায়ান্তং দৃষ্ট্বাদ্ভুতদর্শনম্।
উবাচাধিরথিং শল্যঃ পুনস্তং সূতনন্দনম্ ॥ ৬০
অয়ং সরথ আয়াতঃ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
দুর্বারঃ সর্বসৈন্যানাং বিপাকঃ কর্মণামিব ॥ ৬১
নিয়তমিত্রান্ কৌন্তেয়ো যং কর্ণ পরিপৃচ্ছসি।
স্তনতে তুমুলঃ শব্দো যথা মেঘবনো মহান্ ॥ ৬২
এষ বেণুঃ সমুদ্ধুতো দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৬৩
চক্রনেমিপ্রণুন্নেন কম্পতে কর্ণ মেদিনী।
প্রবাতোঽয় মহাবায়ুরভিতস্তব বাহিনীম্ ॥ ৬৪
ক্রব্যাদা ব্যাহরন্ত্যেতে মৃগাঃ ক্রন্দন্তি ভৈরবম্।
পশ্য কর্ণ মহাঘোরং ভয়নং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৫
কবন্ধং মেঘসঙ্কাশং ভানুমাবৃত্য সংস্থিতম্।
পশ্য গৃধ্রৈর্বটবিধৈর্মাগাঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ৬৬
বলিভির্গৃধ্রসাঙ্ঘৈরাদিত্যোঽভিনিরীক্ষ্যতে।
পশ্য কঙ্কাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ সমবেতান্ সহস্রশঃ ॥ ৬৭
স্থিতানভিমুখান্ ঘোরানস্মাকমভিতঃ ততঃ।
রক্তিতাস্যমুখা মুক্তান্তব কর্ণ মহারথে ॥ ৬৮

(মহারাজ! অর্জুন দক্ষিণ পক্ষে অবস্থান করিলেন এবং মহাবাহু ভীমসেন বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যগণদ্বারা সেই শত্রুসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য নিজ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ সেই প্রবল ব্যূহ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে রাখিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।)

বেদমন্ত্রসমূহে প্রজলিত ও সত্যপ্রথম উৎপন্ন সম্পূর্ণ বিশ্বের নেতা অগ্নিদেব, যিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে সর্বপ্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং এই কারণে দেবগণ যাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন, তিনি অর্জুনের সেই দিব্য রথের অগ্র হইয়াছিলেন ॥ ৫৮

প্রাচীন কালে ক্রমশঃ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ও বরুণকে যে রথ বহন করিয়াছিল, সেই আদিরথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শত্রুদের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৫৯

দেখিতে অত্যন্ত অদ্ভুত সেই রথকে আসিতে দেখিয়া শল্য রণদুর্মদ সূতপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬০

কর্ণ! তুমি যাহার কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই এই কুন্তীকুমার অর্জুন শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে রথের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণের, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সারথি [illegible] যে কর্মসমূহের ফলের ন্যায় তোমার সমস্ত সৈন্যের পক্ষে দুর্নিবারভাবে উদিত হইয়াছে ॥ ৬১½

তাহার রথের ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রেষ্ঠভাবে শুনা যাইতেছে, যেমন মেঘের প্রচণ্ড গর্জন শুনা যায়। নিশ্চয়ই সেই দুই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আগমন করিতেছে ॥ ৬২½

কর্ণ! এই উপরে উত্থিত ধূলিজাল আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত আছে এবং এই পৃথিবী অর্জুনের রথের চক্রসমূহের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যেন কাঁপিতেছে ॥ ৬৩½

তোমার এই সৈন্যদের চারিদিকে প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতেছে, এই সব মাংসভক্ষী পশু-পক্ষীরা রব করিতেছে এবং মৃগগণ ভয়ঙ্কর-রূপে ক্রন্দন করিতেছে ॥ ৬৪½

কর্ণ! এই দেখ, রোমাঞ্চকর ভয়ানক, মেঘসদৃশ মহাভয়ঙ্কর, কবন্ধাকার কেতু মায়ক গ্রহ সূর্যমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত আছে ॥ ৬৫½

দেখ, চারিদিকে নানাপ্রকারের পক্ষিগণ এবং বলবান্ ও অভিমানী সিংহ সূর্যের দিকে তাকাইয়া আছে ॥ ৬৬½

দেখ সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্র এখানে সমবেত হইয়া সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং পরস্পর রব করিতেছে ॥ ৬৭½

কর্ণ! তোমার এই বিশাল রথে বদ্ধ রঙ্গীন ও শ্রেষ্ঠ চামর-সকল সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং অন্যও ভীমবেগে আন্দোলিত হইতেছে ॥ ৬৮½

প্রবরাঃ প্রজ্বলন্ত্যেতে ধ্বজস্থৈশ্চ প্রকম্পতে।
সবেগবন্ হয়ান্ পশ্য মহাকায়ান্ মহাবলান্ ॥ ৪৯
প্লবমানান্ দর্শনীয়ানাকাশে গরুড়ানিব।
এষমেষু নিমিত্তেষু ভূমিমাস্থিতা পার্থিবাঃ ॥ ৫০
খড়্গাস্তি নিহতাঃ কর্ণ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
শঙ্খানাং তুমুলঃ শব্দঃ শ্রূয়তে লোমহর্ষণঃ ॥ ৫১
আনকানাঞ্চ রাধেয় মৃদঙ্গানাঞ্চ সর্বশঃ।
বাসসবান্ বহুবিধান্ নরাশ্বরথনিস্বনান্ ॥ ৫২
জ্যাতলত্রেষুশব্দাংশ্চ শৃণু কর্ণ মহাত্মনাম্।
হেমরূপ্যপ্রস্টানাং বাসসাং শিল্পিনির্মিতাঃ ॥ ৫৩
নানাবর্ণা রথে ভান্তি পবনেন প্রকম্পিতাঃ।
সহেমচন্দ্রতারার্কাঃ পতাকাঃ কিঙ্কিণীযুতাঃ ॥ ৫৪
পশ্য কর্ণার্জুনৈস্তাঃ সৌদামন্য ইবাম্বুদে।
ধ্বজাঃ কনকপাদস্তে বাতেনাভিসমীরিতাঃ ॥ ৫৫

দেখ, এই তোমার বিশালসৈন্য, মহাবেগশালী, দর্শনীয় এবং আকাশে গরুড়তুল্য উড়িতে সমর্থ অশ্বগণ ধাবিতেছে ॥ ৪৯½

কর্ণ! যখন এতাদৃশ দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই আজ শত শত ও সহস্র সহস্র নরপতিগণ নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবেন ॥ ৫০½

রাধানন্দন! সকলদিকেই শঙ্খ, ঢোল ও মৃদঙ্গসমূহে রোমাঞ্চকর তুমুল ধ্বনি শুনা যাইতেছে ॥ ৫১½

কর্ণ! বাসসমূহের বিবিধ শব্দ, বহুত, অশ্ব ও রথসকলের ঘোষাহ্বান এবং মহাত্মা বীরগণের ধনুর্গুণ ও প্রত্যঞ্চার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ৫২½

রথসমূহের ধ্বজের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত তারকাচিহ্নে চিহ্নিত বস্ত্রসকলের দ্বারা নির্মিত শিল্পিগণকর্তৃক রচিত বহুবর্ণের পতাকাবলি বায়ুর আঘাতে দুলিতে দুলিতে কিরূপ শোভা পাইতেছে ॥ ৫৩½

কর্ণ! দেখ, অর্জুনের রথের এই পতাকাসমূহের মধ্যে সূর্যের চন্দ্র, সূর্য ও তারকাচিহ্ন রহিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টাও লম্বিত আছে। রথের উপরে উজ্জীয়মান এই পতাকাসমূহ মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫৪½

কর্ণ! দেবগণের বিমানের ন্যায় অর্জুনেরও রথের উপরে এই অশ্ব বায়ুর আঘাতে কত কত শব্দ করিতেছে এবং অতিশয়

বিভ্রাজন্তি রথে কর্ণ বিমানে দৈবতে যথা।
সপতাকা রথাশ্চৈতে পাকালানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৫৬
পশ্য কৃষ্ণীসুতং বীরং বীভৎসুমপরাজিতম্।
প্রবর্ষন্তিমুমায়ান্তং কপিপ্রবরকেতনম্ ॥ ৫৭
এষ ধ্বজাগ্রে পার্থস্য প্রেক্ষণীয়ঃ সমন্ততঃ।
দৃশ্যতে বানরো ভীমো দিবস্তামঘমর্ষনঃ ॥ ৫৮
এতচ্চক্রং গদা শার্ঙ্গং শঙ্খঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ।
অত্যর্থং ভ্রাজতে কৃষ্ণে কৌস্তুভস্তু মণিস্তথা ॥ ৫৯
এষ শঙ্খ-গদাপাণিবাসুদেবোঽতিবীর্যবান্।
বাহয়ন্নেতি তুরগান্ পাণ্ডুরান্ বাতরংহসঃ ॥ ৬০
এতং কৃষ্ণতি গাণ্ডীবং বিকৃষ্টঃ সব্যসাচিনা।
এতে হস্তবতা মুক্তা মুখ্যমিত্রান্ শিতাঃ শরাঃ ॥ ৬১
বিশালায়তভাম্রাক্ষৈঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননৈঃ।
এষ হূঃ কীর্যতে রাজ্ঞাং শিরোভিরপলায়িনাম্ ॥ ৬২

শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫৫½

এই মহাত্মা পাকাল বীরগণের রথসমূহ, ইহাদের উপরেও বহু পতাকা উড়িতেছে। এই দেখ, শ্রেষ্ঠ বানরযুক্ত অজবিজিৎ অপরাজিত বীর কৃষ্ণীকুমার অর্জুন আক্রমণ করিবার জন্য এদিকে আসিতেছে ॥ ৫৬-৫৭

অর্জুনের ধ্বজের অগ্রভাগে সকলদিকেই দর্শনযোগ্য ভয়ঙ্কর এই বানর দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে শত্রুগণের দুঃখবর্ধন করিয়া থাকে ॥ ৫৮

এই বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনুও অত্যন্ত শোভিত হইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫৯

হস্তে শঙ্খ ও গদাধারণকারী ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বায়ুতুল্য বেগশালী শ্বেতাশ্বগণকে চালনা করিতে করিতে এইদিকে আগমন করিতেছেন ॥ ৬০

সব্যসাচী অর্জুনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি হইতেছে। তাহার নিপুণ হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই সব তীক্ষ্ণ বাণ শত্রুদের প্রাণহরণ করিতেছে ॥ ৬১

যুদ্ধ হইতে পলায়নপর রাজাদের মস্তকসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে। এই সব মস্তক পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর বদন ও রক্তবর্ণের বিশাল নেত্রসমূহে সুশোভিত আছে ॥ ৬২

এতে সুপরিঘাকারাঃ পুণ্যগন্ধানুলেপনাঃ।
উদ্ভাহুদশৌণ্ডীরাঃ পাণ্ডবেন সাধুনা হতাঃ ॥ ৬৩
নিরঙ্গনেত্রজিহ্বাস্যা বাজিনঃ সহ সাদিভিঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ ক্ষিতৌ ক্ষীণাশ্চ শেরতে ॥ ৬৪
এতে পর্বতসঙ্কাশাঃ তূলারূপা হতা দ্বিপাঃ।
সাহিত্রিভিন্নাঃ পার্শ্বেন প্রপতন্ত্যাদ্রয়ো যথা ॥ ৬৫
গন্ধর্বনগরাকারা রথা হতনরেশ্বরাঃ।
বিমানানীব পুণ্যানি স্বর্গিণাং নিপতন্ত্যমী ॥ ৬৬
ব্যাকুলীকৃতমত্যর্থং পশ্য সৈন্যং কিরীটিনা।
নানামৃগসহস্রাণাং যূথং কেশরিণা যথা ॥ ৬৭
ত্রস্যন্তে পার্থিবান্ বীরাঃ পাণ্ডবাঃ সমভিদ্রুতাঃ।
নাগাশ্বরথপত্ত্যোঘাংশ্চাবকান্ সমভিস্থিতঃ ॥ ৬৮
এষ সূর্য ইবাম্ভোদৈশ্ছন্নঃ পার্থো ন দৃশ্যতে।
ধ্বজাগ্রং দৃশ্যতে যস্য জ্যাশব্দশ্চাপি শ্রূয়তে ॥ ৬৯
অস্য ত্রস্যসি তং বীরং দেবরাজসমং কৃতাস্ত্রবিদ্।
নিঘ্নন্তং শাত্রবান্ সংখ্যে যং কর্ণ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৭০
অস্য তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ লোহিতাক্ষৌ পরন্তপৌ।
বাসুদেবার্জুনৌ কর্ণ ত্রস্টাস্যেকরথে স্থিতৌ ॥ ৭১
সারথির্যস্য বাক্যেশো গাণ্ডীবং যস্য কার্মুকম্।
তং চেদ্ধন্যাসি রাধেয় ত্বং নো রাজা ভবিষ্যসি ॥ ৭২
এষ সংশপ্তকানুদ্যন্তানেবাভিমুখো গতঃ।
করোতি কদনং চৈষাং সংগ্রামে দ্বিষতাং বলী ॥ ৭৩
ইতি ব্রুবাণং মদ্রেশং কর্ণঃ প্রাহাতিমন্যুনা।
পশ্য সংশপ্তকৈঃ ক্রুদ্ধৈঃ সমন্তঃ সমভিদ্রুতঃ ॥ ৭৪
এষ সূর্য ইবাম্ভোদৈশ্ছন্নঃ পার্থো ন দৃশ্যতে।
এতদন্তোঽর্জুনঃ শল্য নিমগ্নো যোধসাগরে ॥ ৭৫

শল্য উবাচ।

বরুণঃ কোঽপ্যসৌ ত্বস্যাদিত্যেনেব চ পাবকম্।
কো বানিলং নিগৃহ্নীয়াৎ নিবেদয়া কো মহার্ণবম্ ॥ ৭৬

জানেও শুনা যাইতেছে ॥ ৬৯

কর্ণ! তুমি যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের সংহারকারী, ইন্দ্রসারথি, দেবরাজের ও বীর সেই অর্জুনকে তুমি এখনই দেখিতে পাইবে। ৭০

কর্ণ! লোহিত (রক্ত)-লোচন ও শত্রুতাপন পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আজ তুমি একই রথে উপবিষ্ট থাকিতে দর্শন করিবে ॥ ৭১

রাধানন্দন! শ্রীকৃষ্ণ যাহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাহার ধনু, সেই অর্জুনকে যদি তুমি সংহার করিতে পার, তবে তুমি আমাদের রাজা হইবে ॥ ৭২

এই দেখ, সংশপ্তকগণের যুদ্ধের আহ্বান শ্রবণ করত বলবান্ অর্জুন তাহাদের দিকে গমন করিতেছে এবং এখন সংগ্রামে সেই শত্রুদিগকে সংহার করিয়া যাইতেছে ॥ ৭৩

এরূপ বাক্যভাষী মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধসহকারে বলিলেন—এই দেখ, সংশপ্তকগণ তাহার উপর চারিদিক্ দিয়া আক্রমণ করিতেছে ॥ ৭৪

এই দেখ, মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় অর্জুনকে ত' আর দেখাই যাইতেছে না। শল্য! অর্জুন এখন নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর; কারণ, সে বর্তমানে সৈন্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে ॥ ৭৫

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! এমন কে বীর আছে, যে জলের দ্বারা বরুণকে এবং কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নিকে নিহত করিতে পারে?

ইদৃগ্‌রূপময়ং মন্যে পার্থস্য ধৃতি বিগ্রহম্।
ন হি শক্যোঽর্জুনো জেতুং যুধি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥৭৭
অথবা পরিতোষস্তে বাচোক্ত্যা সুমনা ভব।
ন হি শক্যো যুধা জেতুমস্মাং স্তুক মনোরথম্ ॥ ৭৮
বাহুভ্যামুদ্ধরেদ্ ভূমিং গ্রহেং ক্রুদ্ধ ইমাঃ প্রজাঃ।
পাতয়েৎ ত্রিদিবাদ্ দেবান্ যোঽর্জুনং সমরে জয়েৎ ॥৭৯
পশ্য কুন্তীসুতং বীরং ভীমসঙ্কাশবিক্রমম্।
প্রভাসন্তং মহাবাহুং স্থিতং মেরুমিবাপরম্ ॥ ৮০
অমর্ষী নিত্যসংরম্ভশ্চিরং বৈরমনুস্মরন্।
এষ ভীমো জয়প্রেপ্সুর্যুধি তিষ্ঠতি বীর্যবান্ ॥ ৮১
এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
তিষ্ঠত্যমুকরঃ সংখ্যে পরৈঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৮২
এতৌ চ পুরুষব্যাঘ্রাবশ্বিনাবিব সোদরৌ
নকুলঃ সহদেবশ্চ তিষ্ঠতো যুধি দুর্জয়ৌ ॥ ৮৩
অমী স্থিতা দ্রৌপদেয়াঃ পঞ্চ পঞ্চাচলা ইব।
ব্যবস্থিতা যোদ্ধুকামাঃ সর্বেঽর্জুনসমা যুধি ॥ ৮৪
এতে দ্রুপদপুত্রাশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
স্থিতাঃ সত্যজিতো বীরাস্তিষ্ঠন্তি পরমৌজসঃ ॥ ৮৫
অসাবিন্দ্র ইবাসঙ্গঃ সাত্যকিঃ সাধতাং বরঃ।
যুযুৎসুরুপযাত্যস্মান্ ক্রুদ্ধান্তকসমঃ পুরঃ ॥ ৮৬
ইতি সংবদতোরেব তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
তে সেনে সমসজ্জেতাং গঙ্গা-যমুনবদ্ ভৃশম্ ॥৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণশল্যসংবাদে
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

বাহুতে কে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয় অথবা সাগরকেই বা কে পান করিতে পারে? ৭৬

যুদ্ধে আমি অর্জুনের সমকক্ষ এইরূপই মনে করিয়া থাকি; কারণ, রণাঙ্গনে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাগণ এবং অসুরগণের দ্বারাও অর্জুনকে জয় করিতে পারা যায় না। ৭৭

অথবা যদি তোমার ইহাতে সন্তোষলাভ হইতে থাকে, তবে কেবল বাক্যের দ্বারাই অর্জুনের বধের চেষ্টা করিয়া মনে মনে প্রীত হও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের দ্বারা কেহই অর্জুনকে জয়লাভ করিতে পারে না, অতএব তুমি অন্য কোন মনোবাসনা কর ॥ ৭৮

যে রণাঙ্গনে অর্জুনকে জয় করিতে পারিবে, সে নিজের দুই হাতে এই পৃথিবীকে তুলিতে পারিবে এবং ক্রুদ্ধ হইলে পর এই সম্পূর্ণ প্রজাবর্গকে (প্রাণিগণকে) ধ্বংস করিতে পারিবে এবং দেবগণকেও স্বর্গ হইতে অধঃপতিত করিতে সমর্থ হইবে। ৭৯

এই দেখ, অনায়াসে মহৎকার্য করিতে সমর্থ ভয়ঙ্কর বীর কুন্তীনন্দন অর্জুন অন্য এক মেরুপর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করত প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৮০

সদা রোষাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত শত্রুতার বিষয় স্মরণ করিতে করিতে অমর্ষপরায়ণ পরাক্রমশালী ভীমসেন যুদ্ধলাভের অভিলাষে করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে ॥৮১

শত্রুনগরবিজয়ী, ধার্মিকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে। শত্রুদের পক্ষে ইহাকে পরাজিত করা অতিশয় কঠিন। অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুন্দর দুই ভ্রাতা পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবও যুদ্ধস্থলে বিদ্যমান আছে। ইহাদিগকে পরাজিত করাও অতিশয় দুঃসাধ্য ॥ ৮২-৮৩

দ্রৌপদীর এই পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পর্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে। রণাঙ্গনে ইহারা সকলেই অর্জুনের তুল্য পরাক্রমশালী ॥ ৮৪

এই মহাবলশালী, সত্যব্রতী এবং অতিশয় তেজস্বী দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরগণও যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে ॥ ৮৫

এই সম্মুখে সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি আছে, সে শত্রুগণের পক্ষে ইন্দ্রের সদৃশ অসহ্য এবং ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সম্মুখভাগ হইতে আমাদের দিকে আসিতেছে ॥ ৮৬

রাজন্! এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শল্য ও কর্ণ পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী গঙ্গা এবং যমুনানদীর ন্যায় সবেগে পরস্পর মিলিত হইয়া পড়িল ॥ ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও শল্যের পারস্পরিক আলোচনাবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, কর্ণার্জুনয়োঃ পরাক্রমশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা ব্যূঢ়েষনীকেষু সংশপ্তকেষু চ সঞ্জয়।
সংশপ্তকান্ কথং পার্থো গতঃ কর্ণশ্চ পাণ্ডবান্ ॥১
এতদ্ বিস্তরশো যুদ্ধং প্রব্রূহি কুশলো হ্যসি।
ন হি তৃপ্যামি বীরাণাং শৃণ্বানো বিক্রমান্ রণে ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

তদাত্মিতমবজ্ঞায় প্রত্যমিত্রবলং মহৎ।
অব্যূহতার্জুনো ব্যূহং পুত্রস্য তব দুর্নয়ে ॥ ৩
তৎ সাদিনাগকলিলং পদাতিরথসঙ্কুলম্।
দৃষ্ট্বাব্যূহমুখং ব্যূহমশোভত মহদ্ বলম্ ॥ ৪
পারাবতসবর্ণাশ্বশক্রাদিত্যসমদ্যুতিঃ।
পার্থঃ প্রবলো ধন্বী কালো বিগ্রহবানিব ॥ ৫
পার্থস্য জুহুপুঃ সর্বে দ্রৌপদেয়া বৃষ্ণয়শ্চ।
দিব্যবর্মায়ুধধরাঃ শার্দূলসমবিক্রমাঃ ॥ ৬
সানুগা দীপ্তবপুষশ্চন্দ্রা তারাগণা ইব।
অথ ব্যূঢ়েষনীকেষু প্রেক্ষ্য সংশপ্তকান্ রণে ॥ ৭
ক্রুদ্ধোঽর্জুনোঽভিদুদ্রাব ব্যাক্ষিপন্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
অথ সংশপ্তকাঃ পার্থমভ্যধাবন্ বধৈষিণঃ ॥ ৮
বিজয়ে ধৃতসঙ্কল্পা মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
তস্যরাথৌঘবহুলং মত্তনাগরথাকুলম্ ॥ ৯
পত্তিমচ্ছ্রবীরৌঘঃ ক্রুদ্ধমর্জুনমার্যয়ুঃ।
স সম্প্রহারস্তুমুলস্তেষামাসীৎ কিরীটিনা ॥ ১০
ঔঙ্কৈব নঃ শ্রুতো যাদৃঙ্ নিবাতকবচৈঃ সহ।
রথানশ্বান্ ধ্বজান্ নাগান্ পত্তীন রথগতানপি ॥ ১১
ইষূন্ ধনূংষি বর্মাণ্যশ্চ চক্রাণি চ পরশ্বধান্।
শার্দূলাবস্তুতান বাহূন বিবিধাস্ত্রাণি চ ॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কৌরব ও পাণ্ডবদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং অর্জুন ও কর্ণের পরাক্রম।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন সমস্ত সৈন্যদের ব্যূহরচনা সম্পূর্ণ হইল এবং উভয় পক্ষের সৈন্যরা যখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন কুন্তীপুত্র অর্জুন সংশপ্তক সৈন্যদের প্রতি ও কর্ণ পাণ্ডব-যোদ্ধাদের প্রতি কিরূপে ধাবিত হইল? ১

সূত! তুমি যুদ্ধবিদ্যায় এই যুদ্ধান্ত বিস্তার সহকারে বর্ণনা কর; কারণ তুমি এই কার্যে অতিশয় নিপুণ। রণাঙ্গনে বীর যোদ্ধাগণের পরাক্রম শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের দুর্নীতির ফলে শত্রুদের বিশাল বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত জানিয়া অর্জুন নিজ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ৩

অশ্বারোহী, হস্তী, রথ ও পদাতিসৈন্যে পরিপূর্ণ সেই ব্যূহের সম্মুখভাগে দৃষ্টদ্যুম্ন রহিলেন, ইহাতে সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ৪

পারাবতের ন্যায় ধূসর বর্ণবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত এবং চন্দ্র ও সূর্যসদৃশ তেজস্বী ধনুর্ধর বীর দ্রুপদকুমার দৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে মূর্তিমান্ কালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন ॥ ৫

দিব্য কবচ ও অস্ত্র ধারণ করত সিংহতুল্য পরাক্রমশালী দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও যাদব বীরগণ সূর্যসদৃশ তেজস্বী শরীরধারী নক্ষত্রগণ চন্দ্রকে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৬-৭

এইভাবে সৈন্যদের ব্যূহরচনা সম্পূর্ণ হইলে সব রথারূঢ় সংশপ্তক সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করত অর্জুন গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন ॥ ৭½

তখন জয়লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করত মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার কারণ নির্ধারণ করিয়া অর্জুনকে বধ করিতে অভিলাষী সংশপ্তক সৈন্যগণ তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮½

সংশপ্তক সৈন্যদের মধ্যে পদাতি সৈন্যগণ এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সংখ্যাই অধিক ছিল। ইহাদের মধ্যে হাতী এবং রথও বহু ছিল। বীর পদাতি সৈন্যদের সেই বিশাল বাহিনী অতিক্রম অর্জুনকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৯½

কিরীটধারী অর্জুনের সহিত সংশপ্তক সৈন্যদের সেই সংগ্রাম সেইরূপ ভয়ানক ছিল, যেরূপ নিবাতকবচ দানবগণের সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০½

তদনন্তর কুন্তীকুমার অর্জুন রণাঙ্গনে সমাগত শত্রুপক্ষের রথ, অশ্ব, গজ, হস্তী এবং পদাতি সৈন্যসমূহকে ছেদন করিলেন। তিনি শত্রুদের ধনু, বাণ, বর্ম, চক্র, পরশু, অঙ্গসহ উত্তোলিত

চিচ্ছেদ দ্বিষতাং পার্থঃ শিরাংসি চ সহস্রশঃ।
তস্মিন্ সৈন্যমহাবর্তে পাতালতলসন্নিভে ॥ ১৩
নিমগ্নং তং রথং মত্বা নেহুঃ সংশপ্তকা মুদা।
স পুনস্তানরীন্ হত্বা পুনরুত্তরতোঽবধীৎ ॥ ১৪
দক্ষিণেন চ পশ্চাচ্চ ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব।
অথ পঞ্চাল-চেদীনাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ মারিষ ॥ ১৫
ধনীকৈঃ সহ সংগ্রাম আসীৎ পরমদারুণঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ১৬
ত্রাতৃসেনাঃ সুসংরব্ধা রথানীকপ্রভাবিনঃ।
কোশলৈঃ কাম্ভ-মৎস্যৈশ্চ কারুষৈঃ কেকয়ৈরপি ॥ ১৭
সূরসেনৈঃ শূরতরৈর্যুযুধুর্দুষ্টমানসাঃ।
তেষামন্তকরং যুদ্ধং দেহপাপ্মানুনাশনম্ ॥ ১৮
ক্ষত্রবিট্ শূদ্রযোনীনাং দদৃশে স্বর্গসংতরম্

দুর্যোধনোঽথ সহিতো ভ্রাতৃভির্বরবর্ণিভিঃ ॥ ১৯
গুপ্তঃ কুরুপ্রবীরৈশ্চ মদ্রাণাঞ্চ মহারথৈঃ।
পাণ্ডবৈঃ সহ পঞ্চালৈশ্চেদিভিঃ সাত্যকেন চ ॥ ২০
যুধ্যমানং রণে কর্ণং কুরুবীরো ব্যপালয়ৎ।
কর্ণোঽপি নিশিতৈর্বাণৈর্বিনিহত্য মহাচমূম্ ॥ ২১
প্রমৃদ্য চ রথশ্রেষ্ঠান্ ধৃষ্টিদ্যুমপীড়য়ৎ।
বিবর্মায়ুধদেহাসূন্ কৃত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ ॥ ২২
মুক্ত্বা স্বর্গযশোভাঞ্জ যোধো মুদমুদাবহৎ।
কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ দেবাসুরসমোঽভবৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি কর্ণশল্যসংবাদে সঙ্কুলযুদ্ধে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

বাহনকুল, নানাবিধ অস্ত্রসমূহ এবং সহস্র সহস্র মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ১১-১২½

সৈন্যদলের বিশাল রথকে উহার মধ্যে নিমগ্ন মনে করিয়া সংশপ্তক সৈন্যরা প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ১৩½

তাহার পর সেই শত্রুদলকে বধ করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধ অর্জুন উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে আপনার সৈন্যদিগকে সেইভাবে সংহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রলয়কালে রুদ্রদেব পাশুব-দিগকে (জগতের প্রাণিদিগকে) বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৪½

রাজন্! অনন্তর আপনার সৈন্যদের সহিত পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয় বীরগণের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥

রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রধান কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও সুবলপুত্র শকুনি—এই রথযূথপ বীরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্থিরচিত্ত সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কোশল, কাশী, মৎস্য, কারুষ, কেকয় এবং সূরসেনদেশীয় সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫½-১৭½

ইহাদের এই যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বীর সৈন্যদের শরীর, প্রাণ এবং প্রাণবিনাশক, স্বর্গপ্রাপক, দুষ্কৃতনাশক, স্বর্গপ্রাপক ও যশোবৃদ্ধিকারী ছিল ॥ ১৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত কুরুবীর দুর্যোধন কৌরব বীরগণ ও মহাবেগশীল মহারথী যোদ্ধাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রণাঙ্গনে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিদেশের বীরগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে থাকায় কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০½

কর্ণও নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিশাল পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে নিহত করিয়া এবং বড় বড় রথী যোদ্ধাগণকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২১½

তিনি সহস্র সহস্র শত্রুদিগকে বর্ম, অস্ত্র, শরীর এবং প্রাণশূন্য করিয়া দিয়া তাহাদিগকে স্বর্গ ও সুযশে সংযুক্ত করিতে করিতে স্বজনদিগকে আনন্দ দান করিতে লাগিলেন ॥ ২২½

মহারাজ! এইরূপ মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের বিনাশকর সেই কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের যুদ্ধ দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ২৩

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন বহুভির্যোদ্ধৃভিঃ সহ পাণ্ডব-সৈন্যানাং সংহারঃ, কর্ণপুত্রে ভানুসেনস্য ভীমসেনেন কৃতবিনাশঃ, নকুলেন সাত্যকিনা চ সহ বৃষসেনস্য যুদ্ধম্, যুধিষ্ঠিরোপরি কর্ণস্যাক্রমণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যত্তৎ প্রবিশ্য পার্থানাং সৈন্যং কুর্বন্ জনক্ষয়ম্।
কর্ণো রাজানমভ্যেত্য তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ১
কে চ প্রবীরাঃ পার্থানাং যুধি কর্ণমযারয়ন্।
কাংশ্চ প্রমথ্যাভিরথির্যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

ধৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ পার্থান্ দৃষ্ট্বা কর্ণো ব্যবস্থিতান্।
সমন্তাদাবব্রবিতঃ পাঞ্চালান্ শত্রুকর্শিণঃ॥ ৩
তং তূর্ণমভিধাবন্তং পাঞ্চালা জিতকাশিনঃ।
প্রত্যুদ্যযুর্মহাত্মানং হ্রদো ইব মহার্ণবম্॥ ৪
ততঃ শঙ্খসহস্রাণাং নিঃস্বনো দ্যুতরঞ্জসঃ।
প্রাদুরাসীদ্ভয়ত্রাতো ভেরীশব্দশ্চ দারুণঃ॥ ৫
নানাবাদ্যনিঘাতাশ্চ দ্বিপাধ্বরথনিঃস্বনঃ।
সিংহনাদশ্চ বীরাণামভবদ্ দারুণস্তদা॥ ৬
সাদ্রি-দ্রুমার্ণবা ভূমিঃ সবাতাম্বুদনস্বনম্।
সার্কেন্দু-গ্রহ-নক্ষত্রা দ্যৌশ্চ সাক্তং বিধূর্ণিতা॥ ৭
ইতি ভূতানি তং শব্দং মেনিরে তে চ বিব্যথুঃ।
যানি চাপ্যত্রসস্তানি প্রায়স্তানি মৃতানি চ॥ ৮
অথ কর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্।
জঘান পাণ্ডবীং সেনামাশুরো মঘবানিব॥ ৯
স পাণ্ডবলং কর্ণঃ প্রবিশ্য বিশিখান্ শরান্।
প্রভদ্রকাণাং প্রবরানচরৎ সপ্তসপ্ততিম্॥ ১০
ততঃ সুপুঙ্খৈর্নিশিতৈ রথশ্রেষ্ঠো রথেষ্বভিঃ।
অবধীৎ পঞ্চবিংশত্যা পাঞ্চালান্ পঞ্চবিংশতিম্॥ ১১
সুবর্ণপুঙ্খৈর্নারাচৈঃ পরকায়বিদারণৈঃ।
চেদিকানবধীৎ বীরঃ শতাত্মজান্ সহস্রশঃ॥ ১২

অশ্বগণের হেষাধ্বনি, রথের ঘর্ঘর শব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদের দারুণ শব্দ সেখানে উত্থিত হইতে লাগিল। ৬

পর্বত, বৃক্ষ এবং সমুদ্র সহ পৃথিবী, বায়ু ও মেঘমণ্ডলের সহিত আকাশ এবং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত স্বর্গ যেন ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। ৭

এইরূপে সমস্ত প্রাণিগণ সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিল এবং সকলেই ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা দুর্বল প্রাণী ছিল, তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ৮

তাহার পর যেরূপ ইন্দ্র অসুর-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কর্ণ অতি দ্রুত অস্ত্রচালনা করিতে করিতে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯

পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত বাণবর্ষণ করিতে করিতে কর্ণ প্রভদ্রকগণের সাতাত্তর জন প্রধান বীরকে সংহার করিলেন। ১০

তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পঁচিশটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পঁচিশ জন পাঞ্চালকে বধ করিলেন। ১১

বীর কর্ণ শত্রুদের শরীরকে বিদীর্ণকারী সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত নারাচসকলের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র চেদিদেশীয় বীরগণকে বধকরিলেন। ১২

তং তথা সমরে কর্ম কুর্বাণমতিমানুষম্।
পরিবব্রুর্মহারাজ পাঞ্চালানাং রথব্রজাঃ ॥ ১৩
ততঃ সন্ধায় নিশিতান্ পঞ্চ ভারত দুঃসহান্।
পাঞ্চালানবধীৎ পঞ্চ কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ ॥ ১৪
ভানুদেবং চিত্রসেনং সেনাবিন্দুঞ্চ ভারত।
তপনং সূরসেনঞ্চ পাঞ্চালানহনদ্ রণে ॥ ১৫
পাঞ্চালেষু চ শূরেষু বধ্যমানেষু সায়কৈঃ।
হাহাকারো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং মহাহবে ॥ ১৬
পরিবব্রুর্মহারাজ পাঞ্চালানাং রথা দশ।
পুনরেব চ তান্ কর্ণো জঘানাশু পতত্রিভিঃ ॥ ১৭
চক্ররক্ষৌ তু কর্ণস্য পুত্রৌ বারিষ দুর্জয়ৌ।
সুষেণঃ সত্যসেনশ্চ ত্যক্ত্বা প্রাণানুদাহৃতাম্ ॥ ১৮
পৃষ্ঠগোপ্তা তু কর্ণস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো মহারথঃ
বৃষসেনঃ স্মরঃ কর্ণঃ পৃষ্ঠতঃ পর্যপালয়ৎ ॥ ১৯
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সাত্যকিশ্চ দ্রৌপদেয়া বৃকোদরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ প্রভদ্রকগণৈঃ সহ ॥ ২০
চেদি-কেকয়-পাঞ্চালা যমৌ মৎস্যাশ্চ ধন্বিনঃ।
সমভ্যধাবন্ রাধেয়ং জিঘাংসন্তঃ প্রহারিণম্ ॥ ২১
স এনং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ শরধারাভিরেব চ।
অভ্যবর্ষন্ বিমর্দন্তঃ প্রাবৃষীবাম্বুদা গিরিম্ ॥ ২২
পিতরং তু পরীপ্সন্তঃ কর্ণপুত্রাঃ প্রহারিণঃ।
ধর্মরাজাপরে রাজন্ বীরা বীরানবারয়ন্ ॥ ২৩
সুষেণো ভীমসেনস্য ছিত্ত্বা ভল্লেন কার্মুকম্।
নারাচৈঃ সপ্তভির্বিদ্ধ্বা হৃদি ভীমং ননাদ হ ॥ ২৪
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সুদৃঢ়ং ভীমবিক্রমঃ।
সজ্যং বৃকোদরঃ কৃত্বা সুষেণস্যাচ্ছিনদ্ ধনুঃ ॥ ২৫
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ ক্রুদ্ধো নৃত্যন্নিবেষুভিঃ।
কর্ণশ্চ তূর্ণং বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
ভানুসেনশ্চ দশভিঃ সাধু-সূতায়ুধ-ধ্বজম্।
পঞ্চভিঃ সুতসোমং তু কর্ণপুত্রমপাতয়ৎ ॥ ২৭

মহারাজ! এইরূপ সমরাঙ্গনে অলৌকিক কর্মকারী কর্ণকে পাঞ্চালরথী বীরগণ চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

ভারত! তখন সেই রণাঙ্গনে মহাত্মা বৈকর্তন কর্ণ পাঁচটি দুঃসহ বাণ সন্ধান করত ইহাদের দ্বারা ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও সূরসেন- এই পাঁচ জন পাঞ্চাল-বীরকে সংহার করিলেন ॥ ১৪-১৫

সেই মহাসমরে বাণসমূহের দ্বারা উক্ত সূরবীর পাঞ্চালগণের মৃত্যু হইলে পর পাঞ্চাল-সৈন্যদের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১৬

মহারাজ! পুনরায় দশ জন পাঞ্চাল মহারথী যোদ্ধা আসিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টিত করিলেন, কিন্তু কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৭

মাননীয় নরেশ! কর্ণের দুই দুর্জয় পুত্র সুষেণ ও চিত্রসেন তাঁহার রথচক্রের রক্ষায় তৎপর হইয়া প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

কর্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারথী বৃষসেন তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন। তিনি সর্বদাই কর্ণের পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ১৯

সেই সময় প্রহারকারী রাধাপুত্র কর্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ভীমসেন, নকুলসহদেব, শিখণ্ডী, প্রধান প্রভদ্রক বীরগণ, চেদি, কেকয় ও পাঞ্চাল-দেশের যোদ্ধারা, নকুল-সহদেব এবং মৎস্যদেশীয় সৈন্যবৃন্দ কবচে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২০-২১

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই পাণ্ডবীয়গণ নিজ সৈন্যদিগের মর্দনকারী কর্ণের উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসকল এবং বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই সময় নিজের পিতাকে রক্ষা করিতে অভিলাষী প্রহারনিপুণ কর্ণপুত্রগণ এবং আপনার সৈন্যদের অন্যান্য বীরগণ পূর্বোক্ত পাণ্ডব-বীরবৃন্দকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সুষেণ একটি ভল্লের দ্বারা ভীমসেনের ধনু ছিন্ন করত তাঁহার বক্ষে সাতটি নারাচ প্রহার করত অনন্তর গর্জন করিয়া উঠিলেন ॥ ২৪

তদনন্তর ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ করত ভীমসেন অপর একটি সুদৃঢ় ধনু ধারণ করিয়া তাহার উপর জ্যা আরোপণ করিলেন এবং সুষেণের ধনুটিকে ছিন্ন করিলেন ॥ ২৫

সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে ভীমসেন দশটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং কর্ণকেও তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা অতিক্রত বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬

কেবল ইহাই নহে, তিনি হিতকামী সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে তাঁহাদের সম্মুখেই কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে দশটি বাণের দ্বারা অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও অস্ত্রসহ ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৭

ক্ষুরপ্রেণাশু ভল্লস্য শিরশ্চন্দ্রনিভাননম্
তত্তদর্শনযোগ্যাসীদ্গাদভ্রষ্টমিবাম্বুজম্। ২৮
হত্বা কর্ণসুতং ভীমস্তাবকান্ পুনরার্দয়ৎ।
কৃপ-হার্দিক্যয়োশ্ছিত্ত্বা চাপৌ তাবপ্যপার্দয়ৎ॥ ২৯
দুঃশাসনং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা শকুনিং ষড়্ভিরায়সৈঃ।
উলূকঞ্চ পতত্রিঞ্চ চকার বিরথাবুভৌ॥ ৩০
সুষেণঞ্চ হতোঽসীতি ব্রুবন্নাদত্ত সায়কম্।
তমস্য কর্ণশ্চিচ্ছেদ ত্রিভিশ্চৈনমতাড়য়ৎ। ৩১
অথাস্যং পরিজগ্রাহ সুপর্বাণং সুতেজনম্।
সুষেণায়াসৃজদ্ ভীমস্তমপাস্যাচ্ছিনদ্ বৃষঃ। ৩২
পুনঃ কর্ণস্ত্রিসপ্তত্যা ভীমসেনমযোধয়ৎ।
পুত্রং পরীপ্সন্ বিব্যাধ ক্রূরঃ ক্রূরৈরিবাংসয়া। ৩৩
সুষেণস্তু ধনুর্গৃহ্য ভারসাধনমুত্তমম্।
নকুলং পঞ্চভির্বাণৈর্বাহ্লীকেরপি চার্পয়ৎ। ৩৪
নকুলস্তু নিশাতা বিদ্ধ্বা ভারসহৈর্দৃঢ়ৈঃ।
ননাদ বলবন্নাদং কর্ণস্য ভয়মাদধৎ। ৩৫
তং সুষেণো মহারাজ বিদ্ধ্বা দশভিরাশুগৈঃ।
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ শীঘ্রং ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ। ৩৬
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় নকুলঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
সুষেণং নবভির্বাণৈর্বারয়ামাস সংযুগে। ৩৭
স তু বাণৈর্নিশো রাজন্নাচ্ছাদ্য পরবীরহা।
আজঘ্নে সারথিং চাস্য সুষেণস্য ততস্ত্রিভিঃ। ৩৮
চিচ্ছেদ চাস্য সুদৃঢ়ং ধনুরুত্তমবাজিভিঃ।
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় সুষেণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। ৩৯
আবিধ্যন্নকুলং ষষ্ট্যা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ।
তদ্ যুদ্ধং সুমহদ্ ঘোরমাসীদ্ দেবাসুরোপমম্। ৪০
নিশাতাং সায়কৈস্তূর্ণমন্যোন্যস্য বধং প্রতি
(সাত্যকিস্তু ধনুষ্যং তু বিধ্বা সপ্তভিরায়সৈঃ।

ভীমসেনের ক্ষুরপ্রবাণে ছিন্ন চন্দ্রতুল্য কর্ণবীরের ভাসুসেনের সেই মস্তক নাল হইতে ছিন্ন পদ্মপুষ্পের ন্যায় তখনও সুন্দর দেখাইতেছিল॥ ২৮

কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বধ করত ভীমসেন পুনরায় আপনার সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার বহু ছেদন করত ভীমসেন উহাদের উভয়কেই গুরুতর পীড়িত করিলেন॥ ২৯

তিনটি বাণে দুঃশাসনকে ও ছয়টি লৌহ নির্ম্মিত বাণে শকুনিকে আঘাত করত উলূক এবং পতত্রি এই দুই বীরকেও রথহীন করিয়া দিলেন॥ ৩০

তারপর তিনি সুষেণকে এই কথা বলিতে বলিতে হাতে বাণগ্রহণ করিলেন যে, তুমি নিহত হইলে। কিন্তু কর্ণ ভীমসেনের সেই বাণকে ছেদন করিলেন এবং তাঁহাকে তিনটি বাণে তাড়িত করিলেন॥ ৩১

তখন ভীমসেন সুন্দর প্রতিযুক্ত ও তেজস্বী ভারবিশিষ্ট অপর বাণ হস্তে ধারণ করিলেন এবং উহা সুষেণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কর্ণ উহাকেও ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৩২

পুনরায় পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় কর্ণ ক্রূর ভীমসেনকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার উপর তিয়াত্তরটি বাণ বর্ষণ করিলেন॥ ৩৩

তখন সুষেণ গুরুতার বহন করিতে সমর্থ অন্য একটি শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করত নকুলের ছয় বাহু ও বক্ষে পাঁচটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৩৪

নকুলও তাঁর বধ করিতে সমর্থ তিনটি দৃঢ় বাণের দ্বারা সুষেণকে আঘাত করত কর্ণের মনে ভয় উৎপাদন করিতে করিতে ভীষণরবে গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৩৫

মহারাজ! মহাবলী সুষেণ দশটি বাণে নকুলকে বিদ্ধ করত অতিরিক্ত একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন॥ ৩৬

তখন ক্রোধে যেন অচৈতন্য হইয়া নকুল অপর ধনু হাতে গ্রহণ করত সুষেণকে নয়টি বাণ প্রহার করিয়া তাঁহাকে বাহুবলে নিবারণ করিলেন॥ ৩৭

রাজন্! শত্রুবীরহন্তা নকুল নিজ বাণসমূহে সর্ব্ব দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা সুষেণ ও তাঁহার সারথিকে আহত করিলেন। সেই সঙ্গে তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সুদৃঢ় ধনু তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৮½

তখন সুষেণ ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া অপর ধনু গ্রহণ করত নকুলকে ষাট ও সহদেবকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৯½

বাণসমূহের দ্বারা অতিক্রান্ত পরস্পরকে বধ করিবার জন্য আঘাত করিতে করিতে বীরগণের সেই নিদারুণ সংগ্রাম দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল॥৪০½

(সাত্যকি লৌহনির্ম্মিত সাতটি বাণে দুর্যোধনকে আঘাত

পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥
বৃষসেনস্তু শৈনেয়ঃ শরেণানতপর্বণা।
আজঘান মহারাজ শঙ্খদেশে মহারথম্॥
শৈনেয়ো বৃষসেনেন পত্রিণা পরিপীড়িতঃ।
কোপং চক্রে মহারাজ ক্রুদ্ধো বেগঞ্চ দারুণম্॥
জঘ্রাহেষূত্তমান্ বীরঃ পঞ্চ (বৈ দশ পঞ্চ চ।)
সাত্যকির্বৃষসেনস্য সূতং হত্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৪১
বহুধিচ্ছেদ তল্লেন জঘানাশ্বাংশ্চ সপ্তভিঃ।
অন্যমেকেষুণোদ্যম্য ত্রিভিস্তং ক্ষুরতাড়য়ৎ ॥ ৪২
অথাবসন্নঃ স্বরথে মুহূর্তাৎ পুনরুত্থিতঃ।
স রথে যুযুধানেন বিসৃতাশ্ব-রথ-ধ্বজঃ ॥ ৪৩
কৃতো জিঘাংসুঃ শৈনেয়ঃ পড়্গ-চর্মবরগ্রহাৎ
তস্য চাপততঃ শীঘ্রং বৃষসেনস্তু সাত্যকিঃ। ৪৪
বারাহকর্ণৈর্দশভিরবিধ্যদসি-চর্মণী

দুঃশাসনস্তু তং দৃষ্ট্বা বিরথং ব্যায়ুধং কৃতম্ ॥ ৪৫
আরোপ্য স্বরথং তূর্ণমপোবাহ রণাদ্ভুরম্।
অথাস্তং রথমাস্থায় বৃষসেনো মহারথঃ ॥ ৪৬
দ্রৌপদেয়াংস্ত্রিসপ্তত্যা যুযুধানঞ্চ পঞ্চভিঃ।
ভীমসেনং চতুঃষষ্ট্যা সহদেবঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৪৭
নকুলং ত্রিংশতা বাণৈঃ শতানীকঞ্চ সপ্তভিঃ।
শিখণ্ডিনঞ্চ দশভির্ধর্মরাজং শতেন চ ॥ ৪৮
এতাংশ্চান্যাংশ্চ রাজেন্দ্র প্রবীরান্ জয়গৃদ্ধিনঃ।
অভ্যর্দয়ন্মহেষ্বাসঃ কর্ণপুত্রো বিশাম্পতে ॥ ৪৯
কর্ণস্তু ধৃষি দুর্ধর্ষস্ততঃ পৃষ্ঠমপালয়ৎ।
দুঃশাসনঞ্চ শৈনেয়ো নবৈর্নবভিরারুজৈঃ ॥ ৫০
বিসৃতাশ্ব-রথং কৃত্বা ললাটে ত্রিভিরার্পয়ৎ।
স হতং রথমাস্থায় বিরিবৎ ক্রিয়তাং পুনঃ ॥ ৫১
যুযুধে পাণ্ডুভিঃ সার্ধং কর্ণস্যাপ্যায়য়ন্ বলম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততঃ কর্ণমবিধ্যদ্ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৫২

করত পুনরায় সত্তরটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! বৃষসেন আশু শরযুক্ত একটি বাণে মহারথী সাত্যকির কপালে আঘাত করিলেন।

মহারাজ! বৃষসেনের এই বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বীর সাত্যকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সেই সময় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বেগ প্রকাশ করিলেন এবং অতি সত্বর পনেরটি বাণ হস্তে গ্রহণ করিলেন।)

এই সকল বাণের মধ্যে তিনটি বাণে সাত্যকি বৃষসেনের সারথিকে সংহার করত একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন এবং সাতটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিলেন। তারপর একটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া তিনটি বাণে বৃষসেনের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৪১-৪২

এইরূপে রণাঙ্গনে যুযুধানের (সাত্যকির) দ্বারা সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজহীন বৃষসেন মুহূর্তকাল নিজ রথে অবসন্ন হইয়া বসিয়া থাকিলেন। তারপর উত্থিত হইয়া সাত্যকিকে বধ করিতে অভিলাষ করত ঢাল ও তরবারি গ্রহণপূর্বক তাঁহার দিকে গমন করিলেন ॥ ৪৩½

এইভাবে আক্রমণকারী বৃষসেনের তরবারি ও ঢালকে সাত্যকি বরাহকর্ণ নামক দশটি বাণের দ্বারা অতিশয় নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৪৪½

তখন দুঃশাসন যুদ্ধের দ্বারা আতিশয় ব্যাকুল বৃষসেনকে রথ ও অশ্বহীন দেখিয়া দ্রুত নিজ রথের উপর আরোহণ করাইয়া রণাঙ্গন হইতে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৪৫½

তখনকার মহারথী বৃষসেন অপর রথে উপবেশন করত তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা দ্রৌপদীর পুত্রগণকে, পাঁচটি বাণে যুযুধানকে, চৌষট্টিটি বাণে ভীমসেনকে, পাঁচটি বাণে সহদেবকে, ত্রিশটি বাণে নকুলকে, সাতটি বাণে শতানীকে, দশটি বাণে শিখণ্ডীকে এবং এক শত বাণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র! প্রধানগণ! মহারথীর কর্ণপুত্র বৃষসেন জয়াকাঙ্ক্ষী এই সব বীরগণকে এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগকেও বাণসমূহে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন। তারপর সেই দুর্ধর্ষ বীর বৃষসেন রণাঙ্গনে কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৯½

সাত্যকি লৌহনির্মিত নূতন নয়টি বাণে দুঃশাসনকে সারথি, অশ্বগণ ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়া তাঁহার ললাটে তিনটি বাণপ্রহার করিলেন ॥ ৫০½

দুঃশাসন বিধি অনুসারে সজ্জিত অপর রথে উপবেশন পূর্বক কর্ণের বলবৃদ্ধি করিতে করিতে পুনরায় পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১½

তখনকার ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় দ্রৌপদীর পুত্রগণ তিয়াত্তর, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চৌষট্টি,

দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্যা যুযুধানস্তু সপ্তভিঃ
ভীমসেনস্তথা ষষ্ট্যা সহদেবশ্চ সপ্তভিঃ। ৫৩
নকুলস্ত্রিংশতা বাণৈঃ শতানীকস্তু সপ্তভিঃ।
শিখণ্ডী দশভির্বীরো ধর্মরাজঃ শতেন তু ॥ ৫৪
এতে চান্যে চ রাজেন্দ্র প্রথীরা জয়গৃদ্ধিনঃ।
অভ্যর্দয়ন্ মহেষ্বাসাঃ সূতপুত্রং মহামৃধে ॥ ৫৫
তান্ সূতপুত্রো বিংশতির্দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
রথেনানুচরন্ বীরঃ প্রত্যবিধ্যদরিন্দমঃ ॥ ৫৬
তত্রাস্ত্রবীর্যং কর্ণস্য লাঘবঞ্চ মহাত্মনঃ।
অপশ্যাম মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫৭
ন হ্যাদদানং ধনুষি সন্দধানঞ্চ সায়কান্।
বিমুঞ্চন্তঞ্চ সংরম্ভাদপশ্যন্ত হতানরীন্ ॥ ৫৮
(প্রত্যাচ্যাং দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রাচ্যাং পশ্যাম লাঘবাৎ।
ন তং পশ্যাম রাজেন্দ্র ক্বচু কর্ণোঽধিতিষ্ঠতি ॥

ঈদৃশেনৈব চ পশ্যামো বিধিকীর্ণেন কর্মণা।
ছাদয়ানান্ দিশো রাজন্ শলভানামিব ব্রজান্ ॥)
দ্যৌর্বিয়দ্ভূর্দিশশ্চৈব প্রপূর্ণা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অরুণাভ্রাবৃতাকারং তস্মিন্ দেশে বভৌ বিয়ৎ ॥ ৫৯
নৃত্যন্নিব হি রাধেয়শ্চাপহস্তঃ প্রতাপবান্।
বৈবিধ্যং প্রত্যবিধ্যাৎ তানেকৈকং ত্রিগুণৈঃ শরৈঃ ॥৬০
দশভির্দশভিশ্চৈতান্ পুনর্বিধ্যা ননাদ চ।
সাশ্ব-সূত-রথ-চ্ছত্রাংস্তত্তে বিশরং দদৃঃ ॥ ৬১
তান্ প্রমথ্য মহেষ্বাসান্ রাধেয়ঃ শরবৃষ্টিভিঃ।
রাজানীকমনাধৃষ্যং প্রাবিশচ্ছত্রুকর্শনঃ ॥৬২
স রথানাং শতং হত্বা ত্রৈগর্তানামনির্তিনাম্।
রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈস্ততোঽন্যাঞ্জৈত্র যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৬৩
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ শিখণ্ডী চ সসাত্যকিঃ।
রাধেয়াৎ পরিরক্ষন্তো রাজানং পর্যবারয়ন্ ॥ ৬৪

সহদেব সাত, নকুল ত্রিশ, শতানীক সাত, শিখণ্ডী দশ এবং বীর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক শত বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ৫২-৫৪

রাজেন্দ্র! অন্যান্য যে সব প্রধান বীরগণ এবং অন্যান্য যোদ্ধারাও এই মহাসমরে মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র কর্ণকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৫৫

রথের দ্বারা বিচরণকারী শত্রুদমন বীর সূতপুত্র কর্ণও ইহাদের সকলকেই দশটি দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিরোধ প্রদান করিলেন। ৫৬

মহারাজ! আমরা সকলে সেখানে মহাত্মা কর্ণের অস্ত্রবল ও নৈপুণ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন সব কিছুই যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছিল। ৫৭

এই সময় কর্ণ যখন তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করিতেছিল, যখন ধনুতে যোজনা করিতেছিল এবং যখন ক্রোধভরে শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করিতেছিল, এ সময় কেহই তখন দেখিতে পাইতেছিল না। ৫৮

(রাজেন্দ্র! আমরা একই সময়ে কর্ণকে পশ্চিম দিকে দেখিয়া তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ পুনরায় পূর্বদিকে দেখিতে পাইলাম। এই সময়ে কর্ণ কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা আমরা দেখিতে পাইলাম না।

রাজন্! কেবল চারিদিক্ হইতে নিষ্কান্ত তাঁহার বাণ সকলই আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম, যাহারা শত্রুসৈন্যের ন্যায় চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল।)

দ্যুলোক, আকাশ, ভূমি ও সমস্ত দিক্‌সমূহ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই স্থলে আকাশ অরুণ বর্ণের মেঘে আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ৫৯

প্রতাপশালী রাধাপুত্র কর্ণ হাতে ধনু লইয়া যেন নৃত্য করিতেছিলেন। যে যে যোদ্ধারা তাঁহাকে একটি বাণে বিদ্ধ করিলেন, তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকেই তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬০

পুনরায় দশটি দশটি বাণে অশ্ব, সারথি, রথ এবং ছত্র সহ সেই সব যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করত কর্ণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তারপর সেই শত্রুরা তাঁহাকে অগ্রসর হইবার সুযোগ দিলেন। ৬১

শত্রুসংহারকারী রাধাপুত্র কর্ণ নিজ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদিগকে মথিত করত রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিনা বাধায় প্রবেশ করিলেন। ৬২

তিনি যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত তিন শত ত্রৈগর্তদেশীয় রথী বীরগণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। ৬৩

রাজন্! তখন পাণ্ডবগণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি রাধাপুত্র কর্ণের নিকট হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৬৪

তথৈব তাবকাঃ সর্বে কর্ণং দুষ্প্রসহং রণে
যত্তাঃ শূরা মহেষ্বাসাঃ পর্যারক্ষন্ত সর্বশঃ। ৬৫
নানাবাদিত্রঘোষাংশ্চ প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে শূরাণামভিগর্জতাম্। ৬৬
ততঃ পুনঃ সমাজগ্মুরভীতাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ।
যুধিষ্ঠিরমুখাঃ পার্থাঃ সুতপুত্রমুখা বয়ম্। ৬৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৮

এইরূপ আপনার সমস্ত মহারথগণ বীর যোদ্ধারা রণাঙ্গনে অনিবার্য্য গতিতে বিচরণকারী কর্ণকে চারিদিক্ দিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬৪

প্রজানাথ! সেই সময় নানাপ্রকার রণবাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল এবং গর্জনকারী বীরগণের সিংহনাদও উত্থিত হইতে থাকিল। ৬৬

তদনন্তর পুনরায় কৌরব এবং পাণ্ডব যোদ্ধারা নির্ভয় হইয়া পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। তখন একদিকে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃপুত্রগণ ছিলেন এবং অপর দিকে কর্ণাদি আমরা সকলে। ৬৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংগ্রামঃ, কর্ণস্য মূর্চ্ছা, কর্ণেন যুধিষ্ঠিরস্য পরাজয়স্তিরস্কারশ্চ, পাণ্ডবানাং সহস্রযোদ্ধৃণাং বধঃ, রক্তনদীবর্ণনম্, পাণ্ডব-মহারথৈঃ কৌরবসৈন্যানাং বিনাশঃ, কেষাঞ্চিৎ পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

বিদার্য্য কর্ণস্তাং সেনাং যুধিষ্ঠিরমধাদ্রবৎ।
রথ-হস্ত্যশ্ব-পত্তীনাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ। ১
নানায়ুধসহস্রাণি প্রেরিতাস্তেন ভারত।
ছিত্ত্বা বাণগণৈস্তীক্ষ্ণৈস্তানরিন্দোদ্যমং মম। ২
নিচকর্ত্ত শিরাংস্যেষাং বাহূনূরূংশ্চ সূতজঃ।
তে হতা বসুধাং পেতুর্ভগ্নাশ্চাপ্তে বিদুদ্রুবুঃ। ৩
ভ্রাবিড়াস্তু নিষাদাস্তু পুনঃ সাত্যকিচোদিতাঃ।
অভ্যদ্রবন্ জিঘাংসন্তঃ পত্তয়ঃ কর্ণমাহবে। ৪
তে বিবাহশিরস্ত্রাণাঃ প্রভগ্নাঃ কর্ণসায়কৈঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং যূথপচ্ছিন্নাঃ শালবনা যথা। ৫
এবং ষোদশভাক্ষৌহী সহস্রাণ্যযুতানি চ।
হতানীয়ুর্দহীঃ দেহৈর্যশসা পূরয়ন্ দিশঃ। ৬
অথ বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ রণে ক্রুদ্ধমিবান্তকম্।
করুধুঃ পাণ্ডু-পাঞ্চালা ব্যাধিং মন্ত্রৌষধৈরিব। ৭

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সংগ্রাম, কর্ণের মূর্চ্ছা, কর্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও তিরস্কার, পাণ্ডবগণের সহস্র যোদ্ধা বধ, রক্ত নদীর বর্ণন, পাণ্ডব মহারথিগণ কর্তৃক কৌরব সৈন্যদের বিনাশ এবং তাহাদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সহস্র রথ, হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত কর্ণ সেই পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিদারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিলেন। ১

কর্ণাত্মা কর্ণ পক্ষগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকারের হাজার হাজার অস্ত্রসকল ছিন্ন করিয়া সেই সব যোদ্ধাকে শত শত উগ্র বাণসমূহের দ্বারা অবিচলিতচিত্তে বিদ্ধ করিলেন। ২

সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদের মস্তক, বাহু ও উরুসমূহ ছিন্ন করিলেন। তাঁহারা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং অন্য সব যোদ্ধারা আহত হইয়া পলাইয়া যাইলেন। ৩

তখন সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দ্রাবিড় ও নিষাদ দেশের পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছায় পুনরায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৪

কিন্তু কর্ণের বাণসমূহে নিহত হইয়া বাহু, মস্তক ও কবচাদি রহিত অবস্থায় ছিন্ন শালবনের ন্যায় তাহারা একত্রে ভূতলশায়ী হইল। ৫

এইভাবে যুদ্ধে নিহত শত, সহস্র ও দশ হাজার যোদ্ধা স্বশরীরে ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু নিজ নিজ যশের দ্বারা তাঁহারা সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলকে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। ৬

অতঃপর রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ যমরাজতুল্য সূর্যানন্দন কর্ণকে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা নিজ বাণসমূহের দ্বারা সেই ভাবে রুদ্ধ

স তান্ প্রমৃদ্ধ্যাপততঃ পুনরেব যুধিষ্ঠিরম্।
মন্ত্রৌষধিক্রিয়াতীতো ব্যাধিরত্যাবধো যথা ॥ ৮
স রাজসূয়িকী কৃচ্ছ্রঃ পাণ্ডু-পাঞ্চাল-কেকয়ৈঃ।
নাশকৎ তানভিক্রান্তঃ মৃত্যুর্ঋষিগণো যথা ॥ ৯
ততো যুধিষ্ঠিরঃ কর্ণমদূরস্থং নিবারিতম্।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১০
কর্ণ কর্ণ বৃথাদৃপ্ত সূতপুত্র বচঃ শৃণু।
সখা স্পর্ধসি সংগ্রামে ফাল্গুনেন তরস্বিনা ॥ ১১
তথাস্মান্ বাধসে নিত্যং ধার্তরাষ্ট্রমতে স্থিতঃ।
যদ্ বলং যচ্চ তে বীর্যং প্রদেষো যস্য পাণ্ডবৈ ॥ ১২
তৎ সর্বং দর্শয়স্বাদ্য পৌরুষং মহদাশ্রিতঃ।
বৃদ্ধপ্রঘাতং তেঽদ্যাহং বিনেষ্যামি মহাহবে ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা মহারাজ কর্ণং পাণ্ডুসুতস্তদা।
সুবর্ণপুঙ্খৈরশনিবিব্যাধায়স্ময়ৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪

তং সূতপুত্রো দশভিঃ প্রত্যবিধ্যদরিন্দম।
বৎসদন্তৈর্মহেষ্বাসঃ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ১৫
সোঽবজ্ঞায় তু নির্বিদ্ধঃ সূতপুত্রেণ মারিষ।
প্রজজ্বাল ততঃ ক্রোধাদ্বিষেব দুরাসদঃ ॥ ১৬
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তো রাজ্ঞো দেহো ব্যদৃশ্যত।
যুগান্তে দগ্ধুকামস্য সংবর্তাগ্নেরিবাপরঃ ॥ ১৭
ততো বিস্ফার্য সুমহচ্চাপং হেমপরিষ্কৃতম্।
সমাসক্ত শিতং বাণং গিরীণামপি দারণম্ ॥ ১৮
ততঃ পূর্ণায়তোৎকৃষ্টঃ যমদণ্ডনিভং শরম্।
মুমোচ ত্বরিতো রাজা সূতপুত্রজিঘাংসয়া ॥ ১৯
স তু বেগবতা মুক্তো বাণো বজ্রাশনিস্বনঃ।
বিবেশ সহসা কর্ণং সর্বে পার্শ্বে মহারথম্ ॥ ২০
স তু তেন প্রহারেণ পীড়িতঃ প্রমুমোহ বৈ।
স্রস্তগাত্রো মহাবাহুর্ধ্বজযষ্ট্যবলম্বনে ॥ ২১

করিলেন, যেরূপ চিকিৎসকগণ মন্ত্র ও ঔষধ সমূহের দ্বারা রোগকে রুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৭

কিন্তু মন্ত্র ও ঔষধের কিয়ৎক্ষণ অসাধ্য ভয়ানক রোগের ন্যায় কর্ণ তাঁহাদের সকলকে মর্দিত করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮

রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে অভিলাষী পাঞ্চাল ও কেকয় যোদ্ধারা পুনরায় কর্ণকে রুদ্ধ করিলেন। যেরূপ মৃত্যু ব্রহ্মজগণকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ কর্ণ এই সব যোদ্ধাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না ॥ ৯

সেই সময় যুধিষ্ঠির ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত শত্রুবীর সংহারকারী ও অদূরে নিবারিত হইয়া অবস্থিত কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

কর্ণ! কর্ণ! মিথ্যাবাদী সূতপুত্র! আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি সংগ্রামে বেগশালী বীর অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্ধা করিয়া থাক এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের মতের অনুসরণ করত আমাদিগকে সতত বাধা প্রদান করিয়া থাক ॥ ১১½

কিন্তু আজ তোমার নিকটে যত বল আছে, যাহা পরাক্রম আছে এবং পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার মনে যত বিদ্বেষ আছে, তৎসমস্তই তুমি আজ মদীয় পৌরুষের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক দেখাও। আজ মহাসমরে আমি তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করিব ॥ ১২-১৩

মহারাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির লৌহনির্মিত সুবর্ণ-পক্ষযুক্ত দশটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৪

ভারত! তখন মহাধনুর্ধর সূতপুত্র কর্ণ হাস্য করিতে করিতেই বৎসদন্ত নামক দশটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

মাননীয় মহেষ্বাস! সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক অবজ্ঞাসহকারে বিদ্ধ হইলে পর পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠির ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ১৬

জ্বালামালাসমূহে পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠিরের শরীর প্রলয়কালে জগৎকে দগ্ধ করিতে আগতপ্রায় দ্বিতীয় সংবর্তক অগ্নির ন্যায় দেখাইতে ছিল ॥ ১৭

তদনন্তর তিনি বীর সুবর্ণভূষিত বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া তাহার উপর পর্বতকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ তীক্ষ্ণবাণ যোজনা করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অতি ক্রুদ্ধ বদন শুন পূর্বরূপে আকর্ণ করিয়া সেই যমদণ্ড-তুল্য ভয়ঙ্কর বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৯

বেগবান্ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্র ও বিদ্যুতের তুল্য শব্দকারী সেই বাণ সহসা মহারথী বীর কর্ণের বামপার্শ্বে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল ॥২০

সেই প্রহারে পীড়িত মহাবাহু কর্ণ বহু ত্যাগ করত রথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সকল শিথিল হইয়া যাইল ॥ ২১

গতাসুরিব নিশ্চেষ্টঃ শল্যস্তাভিমুখোঽপতৎ।
রাজাপি দুরো রাজন্ কর্ণং পার্থহিতেপ্সয়া ॥ ২২
ততো হাহাকৃতং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রবলং মহৎ।
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠং কর্ণং দৃষ্ট্বা তথাগতম্ ॥ ২৩
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে ক্ষেলাঃ কিলকিলাস্তথা।
পাণ্ডবানাং মহারাজ দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ পরাক্রমম্ ॥ ২৪
প্রভিলভ্য তু রাধেয়ঃ সংজ্ঞাং নাতিচিরাদিব।
মনে রাজবিনাশায় মনঃ ক্রূরপরাক্রমঃ ॥ ২৫
স হেমবিকৃতং চাপং বিস্ফার্য্য বিজয়ং মহৎ।
অবাকিরন্মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
ততঃ ক্ষুরাভ্যাং পাঞ্চাল্যৌ চক্ররক্ষৌ মহাত্মনঃ।
জঘান চন্দ্রদেবঞ্চ দণ্ডধারঞ্চ সংযুগে ॥ ২৭
তাবুভৌ ধর্মরাজস্য প্রবীরৌ পরিপার্শ্বতঃ
রথাভ্যাসে চকাশেতে চন্দ্রস্যেব পুনর্বসূ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠিরঃ পুনঃ কর্ণমবিধ্যৎ ত্রিংশতা শরৈঃ।
সুষেণং সত্যসেনঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ ॥ ২৯
শল্যং নবত্যা বিব্যাধ ত্রিসপ্ত্যা চ সুতঞ্জয়ম্।
তাংস্তথা গোপ্তৃন্ বিব্যাধ ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৩০
ততঃ প্রহস্যাধিরথির্বিধুন্বানঃ স কার্মুকম্।
ভিত্ত্বা তন্নেন রাজানং বিদ্ধ্বা ষষ্ট্যানদত্তদা ॥ ৩১
ততঃ প্রবীরাঃ পাণ্ডূনামভ্যধাবন্নমর্ষিতাঃ।
যুধিষ্ঠিরং পরীপ্সন্তঃ কর্ণমভ্যর্দয়ন্ শরৈঃ ॥ ৩২
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ যুযুৎসুঃ পাণ্ডব এব চ।
দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী চ দৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৩৩
যমৌ চ ভীমসেনশ্চ শিশুপালস্য চাত্মজঃ।
কারূষা মৎস্যশেষাশ্চ কেকয়াঃ কাশি-কোশলাঃ ॥ ৩৪
এতে চ ত্বরিতা বীরা বসুষেণমতাড়য়ন্।
জনমেজয়শ্চ পাঞ্চালঃ কর্ণং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৩৫

তিনি শল্যের সমুদয়ে অশ্বগুলিকে হত করিয়া একাকী হইয়া এরূপে পতিত হইলেন, যেন তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনের হিত কামনা করিয়া তাঁহার উপর আর কোন অস্ত্র প্রহার করিলেন না ॥ ২২

তখন কর্ণকে সেই অবস্থায় দেখিয়া দুর্যোধনের বিশাল-বাহিনীর সকলের মধ্যেই হাহাকার পড়িয়া গেল এবং অধিকাংশ সৈন্যেরই মুখ বিষাদে বিবর্ণ হইয়া গেল ॥ ২৩

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই পরাক্রম দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে সিংহনাদ, আনন্দ কলরব ও কিলকিলা শব্দ হইতে লাগিল ॥ ২৪

তখন ক্রূর পরাক্রমী রাধাপুত্র কর্ণ কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৫

সেই অস্ত্রের আস্ফালনসম্পন্ন বীর কর্ণ বিজয়নামক নিজের বিশাল ও সুবর্ণভূষিত ধনু আকর্ষণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

তাহার পর দুইটি ক্ষুরপ্রবাণে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের দুইজন চক্র-রক্ষক পাঞ্চাল বীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে যমালয়ে বিনাশ করিলেন ॥ ২৭

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রথের নিকটে পার্শ্বভাগে এই দুই প্রধান পাঞ্চাল-বীর চন্দ্রের নিকটে অবস্থিত দুইটি পুনর্বসু নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির পুনরায় ত্রিশটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং সুষেণ ও সত্যসেনকে তিনটি তিনটি করিয়া বাণে তাড়িত করিলেন ॥ ২৯

তিনি শল্যকে নব্বই এবং সুতপুত্র কর্ণকে তিয়াত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার রক্ষকগণকে পরলোকগামী তিনটি তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন অধিরথপুত্র কর্ণ নিজের ধনুটিকে আস্ফোলিত করিতে করিতে হাস্য সহকারে একটি ভল্লের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষ ছেদন করিলেন এবং তাঁহাকেও ষাটটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

তদনন্তর অমর্ষপরায়ণ প্রধান পাণ্ডব-বীরগণ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং কর্ণকে নিজেদের বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ডব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ, যমজ-সহদেব, ভীমসেন, শিশুপালের পুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কাশী ও কোশলদেশীয় যোদ্ধারা—এই সব বীর সৈন্যগণ অতিসত্বর বসুষেণকে (কর্ণকে) আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩-৩৪½

পাঞ্চালবীর জনমেজয়, রথ হস্তী ও অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত চারিদিক্ দিয়া কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে সংহার করিবার বাসনা করিয়া পরিবৃত করত বাণ, বাহাদ্বয়,

বারাহকর্ণনারাচৈর্নালীকৈর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বৎসদন্তৈর্বিপাঠৈশ্চ ক্ষুরপ্রৈশ্চটকামুখৈঃ॥ ৩৬
নানাপ্রহরণৈশ্চোগ্রৈ রথ-হস্ত্যশ্ব-সাদিভিঃ।
সর্বতোঽস্তাভবৎ কর্ণঃ পরিবার্য্য জিঘাংসয়া ।৩৭
স পাণ্ডবানাং প্রবরৈঃ সর্বতঃ সমভিদ্রুতঃ।
উদীরয়ন্ ব্রাহ্মমস্ত্রং শরৈরাপূরয়দ্ দিশঃ। ৩৮
(ততঃ পুনরমেয়াত্মা ছেদীনাং প্রবরান্ দশ।
জঘান্ ভরতশ্রেষ্ঠ কর্ণো বৈকর্তনস্তদা॥
তস্য বাণসহস্রাণি সম্প্রসন্নানি মারিষ।
দৃশ্যন্তে দিক্ষু সর্বাসু শলভানামিব ব্রজাঃ॥
কর্ণনামাঙ্কিতা বাণাঃ স্বর্ণপুঙ্খাঃ সুতেজনাঃ।
নরাশ্বকায়ান্ নিভিন্ন পেতুরুর্ব্যাং সমন্ততঃ॥
কর্ণেনৈকেন সমরে ছেদীনাং প্রবরা রথাঃ।
সূদয়মানাশ্চ সর্বেষাং শতশো নিহতা রণে।
কর্ণশ্চ শরসঙ্ঘান্ বহূন্ বিপুলান্ তমঃ।
নাস্যন্তত ততঃ কিঞ্চিৎ পশ্যেমাত্মনোঽপি বা॥
তস্মিংস্তমসি ভূতে চ ক্ষত্রিয়াণাং ভয়ঙ্করে।
বিচচার মহাবাহুর্নির্দহন্ ক্ষত্রিয়ান্ বহূন্॥)
ততঃ শরময়ো জ্বালো বীর্য্যোদ্ধা কর্ণপাবকঃ।
নির্দহন্ পাণ্ডবসেনং বীরঃ পর্য্যচরদ্ রণে ॥৩৯
তত্তস্যৈষাং মহারাজ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
সূদয়মানাশ্চ সর্বেষাং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
অস্ত্রৈঃ কর্ণং মহেষ্বাসাঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।)
স সন্ধায় মহাস্ত্রাণি মহেষ্বাসো মহামনাঃ।
প্রহস্য পুরুষেন্দ্রস্য শরৈশ্চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্॥ ৪০
ততঃ সন্ধায় নবতিং নিমেষান্তরপর্ব্বণাম্।
বিভেদ কবচং রাজ্ঞো রণে কর্ণঃ সিতৈঃ শরৈঃ॥ ৪১
তদ্ বর্ম হেমবিকৃতং রত্নচিত্রং বভৌ পুরা।
সবিদ্যুদভ্রং সবিতুঃ প্রিষ্টং বাতেরিতং যথা॥ ৪২
তদঙ্গাৎ পুরুষেন্দ্রস্য ভ্রষ্টং বর্ম ব্যরোচত।
রশ্মিভিরুদ্ধতঃ চিত্রৈঃ সংলিলি যথা নভঃ॥ ৪৩

বারাহ, নলীক, তীক্ষ্ণবাণ, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র, চটকামুখ এবং নানাপ্রকারের অন্যান্য ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের দ্বারা কর্ণকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৪-৩৭

পাণ্ডবপক্ষের প্রধান বীরগণের দ্বারা সকলদিকে আক্রান্ত হইলে পর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করত বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন॥ ৩৮

(ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অপ্রমেয় আত্মবলসম্পন্ন সূতপুত্র কর্ণ চেদিদেশের দশজন প্রধান বীরকে পুনরায় বধ করিলেন।

মাননীয় কৃপাল! কর্ণের শত্রুনাশোদ্যুক্ত সহস্র সহস্র বাণ সমস্ত দিক্‌সমূহ পঙ্গপালের ন্যায় দেখা যাইতেছিল।

কর্ণের নামাঙ্কিত সুবর্ণ পঙ্খযুক্ত তেজস্বী বাণসমূহ মনুষ্য ও অশ্বগণের শরীর বিদীর্ণ করত চারিদিকে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

সমরাঙ্গণে একাকী কর্ণ চেদিদেশের প্রধান রথিগণকে এবং সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে শত শত যোদ্ধাকেও সংহার করিয়া ফেলিলেন।

কর্ণের বাণসমূহে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় সেখানে ঘন অন্ধকার আবৃত হইয়া আসিল। সেই সময় শত্রুপক্ষের এবং নিজেদের কোন বস্তুই চেনা যাইতেছিল না।

শত্রুদের পক্ষে ভয়ানক সেই ঘোর অন্ধকারে মহাবাহু কর্ণ ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন।)

সেই সময় কর্ণ অগ্নিস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। বাণসমূহই তাঁহার উপরের দিকে উত্থিত জ্বালামালা (শিখাসমূহ) ছিল, পরাক্রমই তাঁহার তাপ ছিল এবং পাণ্ডবসেনা বনকে দগ্ধ করিতে করিতে কর্ণ রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন॥ ৩৯

(মহারাজ! তখন সম্পূর্ণ সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের শত শত এবং সহস্র সহস্র মহারথী বীর মহাধনুষ্কর কর্ণের উপরে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন।)

মহাধনুষ্কর মহামনা কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং নিজের বাণসমূহের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিয়াছিলেন॥ ৪০

তারপর এক নিমেষের মধ্যেই আনত পর্ব্বযুক্ত পঁচাত্তরটি বাণ সন্ধান করিয়া কর্ণ এই তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে রাজা যুধিষ্ঠিরের কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন॥ ৪১

তাঁহার এই সুবর্ণভূষিত ও রত্নখচিত কবচ পতিত হইবার সময় এরূপ শোভা পাইতেছিল, যেন সূর্যের দ্বারা যুক্ত বিদ্যুতের সহিত মেঘ বায়ুর আঘাত পাইয়া নীচেতে পতিত হইতেছিল॥ ৪২

যেরূপ রাত্রিতে বিনা মেঘে আকাশ নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা

ছিন্নবর্মা শরৈঃ পার্থো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
(বভাসে পুরুষ শ্রেষ্ঠ উদয়স্থিব দিবাকরঃ।
স শরার্চিস্তসর্বাঙ্গশ্ছিন্নবর্মাথ সংযুগে ॥
ক্ষত্রধর্মং সমাস্থায় সিংহনাদমকুর্বত।)
ততঃ সর্বায়সীং শক্তিং চিক্ষেপাধিরথিং প্রতি ॥ ৪৪
তাং জ্বলন্তীমিবাকাশে শরৈশ্চিচ্ছেদ সপ্তভিঃ।
সা ছিন্না ভূমিমগমদ্গরুত্মেবাসক্ত সায়কৈঃ ॥ ৪৫
ততো বাহ্বোর্ললাটে চ স্তনি চৈব যুধিষ্ঠিরঃ।
চতুর্ভিস্তোমরৈঃ কর্ণং তাড়য়িত্বানদদ্মুহুঃ ॥ ৪৬
উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ কর্ণঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন ত্রিভিস্তিষ্ঠেতি পাণ্ডবম্ ॥ ৪৭
ইষুধী চাস্য চিচ্ছেদ রথক্ত ত্রিদশেশ্বরিঃ
(একশ্চিত্রধনুঃ পূরাঃ পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
বরয়ুঃ শরবর্ষাণি রাধেয়ং প্রতি ভারত ॥

সাত্যকিঃ পঞ্চবিংশত্যা শিখণ্ডী নবভিঃ শরৈঃ।
অবর্ষতাং মহারাজ রাধেয়ং শত্রুকর্শনম্ ॥
সৈনেয়ং তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ কর্ণঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।
বিব্যাধ সমরে রাজন্নিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥
দক্ষিণং তু ভুজং তস্য ত্রিভিঃ কর্ণোঽপ্যবিধ্যত্।
সব্যং ষোড়শভির্বাণৈর্ধ্বজং চাস্য সপ্তভিঃ ॥
অথাস্য চতুরো বাহাংস্ত্রভিনিশিতৈঃ শরৈঃ।
সূতপুত্রোঽনয়ৎ ক্ষিপ্রং যমস্য সদনং প্রতি ॥
অপরেণাথ ভল্লেন ধনুশ্ছিত্ত্বা মহারথঃ।
সারথেঃ সশিরস্ত্রাণং শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥
হতাশ্বসূতে তু রথে স্থিতঃ স শিনিপুঙ্গবঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ কর্ণায় বৈদূর্য্যমণিভূষিতাম্ ॥
তামাপতন্তীং সহসা দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত।
কর্ণো বৈ ত্বরিতঃ শ্রেষ্ঠস্ত্রাংশ্চ সর্বানবারয়ৎ।

বিচিত্র শোভা ধারণ করে, সেইরূপ শরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের দেহ হইতে পতিত সেই কবচ বিচিত্র রক্তসূত্রে অলঙ্কৃত থাকায় অদ্ভুত শোভা পাইতেছিল। বাণসমূহে কবচ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির রক্তে স্নাত হইয়া দাঁড়াইলেন। ৪৩)

(সেই সময় যুদ্ধস্থলে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির উদীয়মান সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিলেন। তাঁহার শরীরে বাণ-প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত সেখানে সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন।)

তিনি অধিরথ পুত্র কর্ণের উপর সজোরে লৌহনির্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কর্ণ এই শক্তিকে সাতটি বাণের দ্বারা আকাশেই ছেদন করিয়া দিলেন। মহাবাহু কর্ণ কর্তৃক ছিন্ন সেই শক্তি তখন ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৪৪-৪৫

তাহার পর যুধিষ্ঠির কর্ণের দুই বাহু, ললাট এবং বক্ষে চারিটি তোমর প্রহার করিয়া আনন্দের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

কর্ণের শরীর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পুনরায় ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কর্ণ একটি ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং তিনটি বাণে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার দুইটি তূণীরকেও ছিন্ন করিলেন এবং তাঁহার রথকে তিল তিল করিয়া খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৭½

(ভারত! উহার মধ্যে সৌবাশালী বীর পাণ্ডব-মহারথীরা রাধাপুত্র কর্ণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! সাত্যকি পঞ্চবিংশতি রাধাপুত্র কর্ণের উপর পাঁচটি এবং শিখণ্ডী নয়টি বাণ ক্ষেপণ করিলেন।

রাজন্! তাহার পর ক্রুদ্ধ কর্ণ সমরাঙ্গণে সাত্যকিকে প্রথমে লৌহনির্মিত পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অপর তিনটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

ইহার পর কর্ণ সাত্যকির দক্ষিণ ভুজে তিন, বামভুজে ষোল এবং সারথিকে সাতটি বাণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন।

তদনন্তর চারিটি তীক্ষ্ণবাণে সূতপুত্র কর্ণ সাত্যকির চারিটি অশ্বকে অতি সত্বর যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

পুনরায় অন্য একটি ভল্লে মহারথী কর্ণ তাঁহার ধ্বজ ছেদন করত সারথির শিরস্ত্রাণসহ মস্তকটিকে তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

তাহার অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইয়াছে, সেই রথেরই উপর দাঁড়াইয়া বৈদূর্য্যমণিভূষিত একটি শক্তি কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

ভারত! ধনুর্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সহসা তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন এবং সেই সব মহারথী বীরগণকে শরসমূহদ্বারা নিবারণ করিলেন। তাহার অপরিমিত বাহুবলসম্পন্ন কর্ণ নিজের

ততস্তান্ নিশিতৈর্বাণৈঃ পাণ্ডবানাং মহারথান্।
ত্বরারভমমেয়াত্মা শিক্ষয়া চ বলেন চ ॥
অর্দয়িত্বা শরৈস্তাংস্তু সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব।
পীড়য়ন্ ধর্মরাজানং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অভ্যদ্রবত রাধেয়ো ধর্মপুত্রং শিতৈঃ শরৈঃ।)
কালবালাস্ত যে পার্থং দন্তবর্ণাবহন্ ভয়াৎ ॥ ৩৮
তৈর্মুক্তং রথমাস্থায় প্রায়াদ্ রাজা পরাঙ্মুখঃ।
এবং পার্থোঽভ্যপায়াৎ স নিহতঃ পাঞ্চিমারিষি ॥ ৩৯
অশক্নুবন্ প্রমুখতঃ স্থাতুং কর্ণস্য দুর্মনাঃ।
অভিদ্রুতা তু রাধেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪০
বজ্রচ্ছত্রাঙ্কুশৈর্মৎস্যৈর্ধ্বজকূর্মাম্বুজাদিভিঃ।
লক্ষণৈরুপপন্নেন পাণিনা পাণ্ডুনন্দনম্ ॥ ৪১
পবিত্রীকর্তুমাত্মানং স্পৃষ্টে সংস্পৃশ্য পাণিনা।
গ্রহীতুমিচ্ছন্ স বলাৎ কুন্তীবাক্যাদ্ নৃপোত্তমম্ ॥ ৪২

শিক্ষা ও বলের প্রভাবে ভীষ্মবাণসদৃশের দ্বারা সেই সব পাণ্ডব-মহারথীদিগের গতিকে অবরুদ্ধ করিলেন।

যেরূপ সিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগগণকে পীড়াদান করিয়া থাকে, সেইরূপ রাধাপুত্র কর্ণ সেই মহারথী বীরগণকে বাণসমূহে পীড়িত করত আনতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আঘাত করিতে করিতে সেখানে ধর্মরাজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের উপর পুনরায় আক্রমণ করিলেন।

সেই সময় বজ্রসদৃশের ন্যায় উন্নতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছযুক্ত যে অশ্বগণ যুধিষ্ঠিরকে বহন করত, সেই সব অশ্বযোজিত অপর একটি রথে উপবিষ্ট হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া শিবিরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৪৩½

যুধিষ্ঠিরের দুইজন পৃষ্ঠরক্ষক পূর্বেই নিহত হইয়াছিল। তাঁহার মন সেইজন্য অতিশয় বিষণ্ণ ছিল। এই কারণে তিনি কর্ণের সম্মুখেই অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধস্থল হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৪½

সেই সময় রাধাপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম এবং কমল প্রভৃতি শুভ লক্ষণসমূহে সম্পন্ন গৌরবর্ণ হস্তে তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়া নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য যেন তাঁহাকে সবলে ধরিয়া আনিবার ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার কুন্তী-দেবীকে প্রদত্ত বাক্যের কথা স্মরণ হইল ॥ ৪০-৪২

তং বলাৎ প্রাহ মা কর্ণ গৃহীষ্বাঃ পাণ্ডবোত্তমম্।
গৃহীতমাত্রো হন্তা ত্বাং মা করিষ্যতি ভস্মসাৎ ॥ ৪৩
অব্রবীৎ প্রহসন্ রাজন্ কুৎসয়ন্নিব পাণ্ডবম্।
কথং নাম কুলে জাতঃ ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৪
প্রজহ্যাৎ সমরং ভীতঃ প্রাণান্ রক্ষন্ মহাহবে।
ন ভবান্ ক্ষত্রধর্মেষু কুশলো ইতি মে মতিঃ ॥ ৪৫
ব্রাহ্মে বলে ভবান্ যুক্তঃ স্বাধ্যায়ে যজ্ঞকর্মণি।
মাস্ম যুধ্যস্ব কৌন্তেয় মাস্ম বীরান্ সমাদধঃ ॥ ৪৬
মা চৈতানপ্রিয়ং ব্রূহি মা বৈ ব্রজ মহারণম্।
বক্তব্যা যদি বিদ্যন্তে তু ন বক্তব্যাস্ত মাদৃশাঃ ॥ ৪৭
মাদৃশান্ বিক্রবন্ যুদ্ধে এতদ্ভবতু লক্ষণম্।
স্বগৃহং গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র তৌ কেশবার্জুনৌ ॥ ৪৮
ন হি ত্বাং সমরে রাজন্ হন্যাৎ কর্ণঃ কথঞ্চন।
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থং বিসৃজ্য চ মহাবলঃ ॥ ৪৯

এই সময় পরাক্রান্ত বীরসেন,—কর্ণ যে ভূপতির যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিও না; কারণ, উহাকে গ্রহণ করিবামাত্র ইনি বধ করিয়া তোমাকে নিজ তেজোগ্নিতে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪৩

রাজন্! তখন কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যেন নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়া, ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর থাকে, সেই ব্যক্তি মহাসমরে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করত পলাইয়া যায় কিরূপে? আমার ত' এই বিশ্বাস ছিল যে, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মে নিপুণ নও ॥ ৪৪-৪৫

কুন্তীকুমার! তুমি ব্রাহ্মবল, স্বাধ্যায় ও যজ্ঞকর্মেই কুশল, অতএব আর তুমি যুদ্ধ করিও না এবং বীরগণের সম্মুখেও গমন করিও না ॥ ৪৬

মাননীয় কৃপাল! তুমি বীরগণকে কখনও অপ্রিয় বাক্য বলিও না এবং মহাসমরে গমন করিও না। যদি অপ্রিয় বাক্য বলিতেই হয়, তবে অন্য কোন যোদ্ধাদিগকে বলিও; আমার ন্যায় বীরগণকে উহা বলিও না ॥ ৪৭

যদি আমার ন্যায় বীরগণকে অপ্রিয় বাক্য বলিয়া থাক, তবে তোমাকে এরূপ কিংবা অন্য কোনরূপ দুষ্কলও ভোগ করিতে হইবে। কুন্তীনন্দন! অতএব তুমি নিজ গৃহে চলিয়া যাও অথবা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আছে, সেখানে গমন কর ॥ ৪৮

রাজন্! কর্ণ সমরাঙ্গণে কোনক্রমেই তোমাকে বধ করিবে না। মহাবল কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া

অহনৎ পাণ্ডবীং সেনাং বজ্রহস্ত ইবাসুরীম্।
ততোঽপায়াদ্ দ্রুতং রাজন্ ব্রীড়িত ইব নরেশ্বরঃ। ৬০
অথাপবাহ্যং রাজানং মহাযৌঘমনুদ্রুতম্।
চেদি-পাঞ্চাল-পাঞ্চালাঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ। ৬১
দ্রৌপদেয়াস্তথা শূরা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ততো যুধিষ্ঠিরানীকং দৃষ্ট্বা কর্ণঃ পরাঙ্মুখম্। ৬২
কুরুভিঃ সহিতো বীরঃ প্রহৃষ্টঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানাং কাম্বোজানাঞ্চ নিঃস্বনঃ। ৬৩
বভূব ধার্তরাষ্ট্রাণাং সিংহনাদরবস্তথা।
যুধিষ্ঠিরস্তু কৌরব্য রথমারুহ্য সত্বরম্। ৬৪
শ্রুতকীর্তের্মহারাজ দৃষ্টবান্ কর্ণবিক্রমম্।
কালমানং বলং দৃষ্ট্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ। ৬৫
স্বান্ যোধানব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নিঘ্নতৈতান্ কিমাসত।
ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ। ৬৬

ভীমসেনমুখাঃ সর্বে পুত্রাণান্তে প্রহারিণাম্।
অভবৎ তুমুলঃ শব্দো যোধানাং তত্র ভারত। ৬৭
রথ-হস্ত্যশ্ব-পত্তীনাং শস্ত্রাণাঞ্চ ততস্ততঃ।
উত্তিষ্ঠত প্রহরত ত্রৈতাভিপতভেতি চ। ৬৮
ইতি ব্রুবাণা অন্যোন্যং জঘ্নুর্যোধা মহারণে।
অন্যোন্যকারেব তত্রাসীচ্ছরবৃষ্টিভিরম্বরে। ৬৯
সমাবৃণ্বৈর্নরবরৈর্নিঘ্নদ্ভিরিতরেতরম্।
বিপতাক-ধ্বজ-চ্ছত্রা বাহ্যমুভাবুধা রণে। ৭০
ব্যঙ্গাঙ্গাবয়বাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ ক্ষীণাঃ ক্ষিতীশ্বরাঃ।
প্রবর্ষাদিব শৈলানাং শিখরাণি বিশোভয়াঃ। ৭১
সারোহা নিহতাঃ পেতুর্বহ্নিস্থা ইবাদ্রয়ঃ।
ছিন্নভিন্নবিপর্যস্তৈর্বর্মভিরুদ্ধতৈঃ। ৭২

দিলেন এবং বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ অসুর সৈন্যগণকে সংহার করেন, সেইরূপ তিনি পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৯½

রাজন্! তখন রাজা যুধিষ্ঠির যেন অতিশয় লজ্জিত হইয়াই অতিদ্রুত রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে রণক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাঞ্চাল বীরগণ, মহারথী সাত্যকি, দ্রৌপদীর বীর পুত্রগণ এবং পাণ্ডুনন্দন মাদ্রীযুগ্মের নকুল-সহদেবও নিজ মর্যাদা হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৬০-৬১½

অনন্তর যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া তেজস্বী বীর কর্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূর পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৬২½

সেই সময় ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও কম্বোজদের ধ্বনি সর্বদিকেই হইতে লাগিল এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের সৈন্যগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৬৩½

মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের অনুগণ পরিত্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল; অতএব তিনি দ্রুত দ্রুতকীর্তির রথে আরোহণ করত কর্ণের পরাক্রম দর্শন করিলেন। ৬৪½

নিজের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দুঃখিতচিত্তে নিজ পক্ষের যোদ্ধাগণকে বলিলেন—অরে! কেন নীরবে অবস্থান করিতেছ? এই শত্রুদিগকে বিনাশ কর। ৬৫½

রাজা যুধিষ্ঠিরের এই আজ্ঞা লাভ করত ভীমসেন প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডব মহারথী যোদ্ধারা আপনার পুত্রদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬৬½

ভারত! পুনরায় সেখানে চতুর্দিক কম্পিত করিয়া রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধাদের এবং অস্ত্রসকলের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। ৬৭½

"মার, প্রহার কর, অনুসরণ কর, আক্রমণ কর" এই সব কথা বলিতে বলিতে সকল যোদ্ধাই সেই মহাসমরে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ৬৮½

সেই সময় সেখানে অন্ধকারে আবৃত হইয়া পরস্পর আঘাতকারী নরশ্রেষ্ঠ বীর সৈন্যগণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণে আকাশে মেঘের ছায়ার ন্যায় উপস্থিত হইল। ৬৯½

বহু আহত নরপতি পতাকা, ধ্বজ, ছত্র, অশ্ব, সারথি, অস্ত্র, দেহ এবং তাহার অবয়ব শূন্য হইয়া রণাঙ্গনে পতিত হইলেন। ৭০-½

যেরূপ পর্বতশিখরসমূহ খণ্ডিত হইয়া নিম্নদেশকে বিকীর্ণ করিয়া পতিত হয় এবং যেরূপ বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ পর্বতসকল ধরাশায়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ সেখানে মৃত হস্তিগণ নিজ নিজ আরোহীসহ ধরাতলে পতিত হইল। ৭১½

ছিন্ন-ভিন্ন ও বিপর্যস্ত কবচ, অলঙ্কার এবং আভরণসহ সহস্র সহস্র অশ্ব নিজেদের বীর আরোহী যোদ্ধারা নিহত হইলে পর তাহাদের সহিত ভূতলে পতিত হইল। ৭২½

সারোহান্তুরগাঃ পেতুর্হতবীরাঃ সহস্রশঃ
বিপ্রবিদ্ধায়ুধাঙ্গাশ্চ দ্বিরদাশ্বরথৈর্হতাঃ ॥ ৭৩
প্রতিবীরৈশ্চ সম্মর্দে পতিসঙ্ঘাঃ সহস্রশঃ।
বিশালায়ততাম্রাক্ষৈঃ পদ্মেন্দুসদৃশাননৈঃ ॥ ৭৪
শিরোভির্মুকুটোষ্ণীষৈঃ সর্বতঃ সংবৃতা মহী।
যথা ভুবি তথা ব্যোম্নি নিঃস্বনৈঃ শুক্লবর্ত্মভিঃ ॥ ৭৫
বিমানৈরপ্সরঃসঙ্ঘৈর্গীত-বাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
হতানভিমুখান্ বীরান্ বীরৈঃ শত-সহস্রশঃ ॥ ৭৬
আরোপ্যারোপ্য গচ্ছন্তি বিমানেষ্বপ্সরোগণাঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যং প্রত্যক্ষং স্বর্গলিপ্সয়া ॥ ৭৭
প্রহৃষ্টমনসঃ শূরাঃ ক্ষিপ্রং জগ্মুঃ পরস্পরম্।
রথিনো রথিভিঃ সার্ধং চিত্রং যুযুধুরাহবে ॥ ৭৮
পত্তয়ঃ পত্তিভির্নাগাঃ সহ নাগৈর্হয়ৈর্হয়াঃ।
এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে গজ-বাজি-নরক্ষয়ে ॥ ৭৯
সৈন্যেন রজসা ব্যাপ্তে যে স্থান জগ্মুঃ পরে পরান্।
ক্বচাক্বচি যুদ্ধমাসীদ্ রজস্যুদ্ধি নভস্যথ ॥ ৮০
মুষ্টিযুদ্ধং নিযুদ্ধঞ্চ দেহপাপ্যায়নাশনম্।
তথা বর্ততি সংগ্রামে গজ-বাজি-নরক্ষয়ে ॥ ৮১
নরাশ্ব-নাগ-দেহেভ্যঃ প্রসৃতা লোহিতাপগা।
গজাশ্বনরদেহান্ সা বাহয়াহ পতিতান্ বহূন্ ॥ ৮২
নরাশ্বগজসম্বাধে নরাশ্বগজসাদিনাম্।
লোহিতোদা মহাঘোরা মাংসশোণিতকর্দমা ॥ ৮৩
নরাশ্বগজদেহান্ সা বহন্তী ভীরুভীষণা।
ভক্তাঃ পারনদাশ্চক্রে ব্রহ্মক্ষত্রবিশৌষিণঃ ॥ ৮৪
পাদেন চাপ্লবন্তশ্চ নিমজ্জোন্মজ্জ্য চাপরে।
তে তু লোহিতদিগ্ধাঙ্গা রক্তবর্মায়ুধাম্বরাঃ ॥ ৮৫

এই সময়ে বিপক্ষীয় বীরগণ, হস্তী, অশ্ব ও রথসকলের দ্বারা নিহত সহস্র সহস্র পদাতি-যোদ্ধাগণের দল রণাঙ্গনে সর্বত্রগামী হইল। ইহাদের সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শরীরের বিভিন্ন অবয়বসমূহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পতিত ছিল ॥ ৭৩½

যুদ্ধনিপুণ বীরগণের বিশাল, বিস্তৃত এবং রক্তবর্ণ চক্ষু তথা কমল ও চন্দ্রসদৃশ মুখবিশিষ্ট মস্তকে রণাঙ্গনের সমস্ত আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ভূতলে যেরূপ কোলাহল হইতেছিল, উহা আকাশেও সকল মানুষই শুনিতে পাইতেছিল। সেখানে বিমান-সমূহে উপবিষ্ট দলে দলে অপ্সরাগণ গীত ও বাদ্যসকলের মধুরধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৭৪-৭৫½

বীরগণের দ্বারা সম্মুখ সমরে নিহত লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধা-দিগকে অপ্সরাযুক্ত বিমানসমূহে বসাইয়া স্বর্গলোকে লইয়া যাইতেছিল ॥ ৭৬½

মহৎ আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্ট ও উৎসাহপূর্ণ যোদ্ধাগণী বীর সৈন্যগণ স্বর্গের লিপ্সায় পরস্পরকে অভিক্রম বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭½

যুদ্ধস্থলে রথী যোদ্ধাগণের সহিত রথীরা, পদাতিদিগের সহিত পদাতিরা, হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ এবং অশ্বের সহিত অশ্বসকল বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭৮½

এইরূপ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারকারী সেই সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সেখানকার সমগ্র প্রদেশ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলে মিত্রের ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা নিজেদেরই দলের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে থাকিল ॥ ৭৯½

উভয় পক্ষের সৈন্যরা পরস্পর পরস্পরের কেশ ধারণ করত আকর্ষণ করিতে, হস্ত দ্বারা প্রহার করিতে, নখে নখে ছেদন করিতে, মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে এবং পরস্পর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে সেই যুদ্ধ সৈন্যদের শরীর, প্রাণ ও পাপ সমূহ বিনাশকর হইয়াছিল ॥ ৮০½

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের বিনাশকারী সেই সংগ্রাম এইভাবে চলিতে লাগিল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহ হইতে রক্তের নদী বহিয়া চলিল, যে নদী নিজের মধ্যে পতিত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের বহুসংখ্যক শবদেহ বহন করিতেছিল ॥ ৮১-৮২

মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিশরীরে পূর্ণ দুস্তরা মনুষ্য, অশ্ব হস্তী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের রক্তই এই নদীর জল ছিল। ইহাদের মাংস ও গাঢ় রক্ত উহার কর্দম ছিল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহসমূহ বহনকারিণী সেই মহাভয়করী নদী ভীরু-মনুষ্যদিগকে ভীত করিতেছিল ॥ ৮৩½

জয়াভিলাষী বহু বীরই যেখানে অল্প রক্তময় জল ছিল, সেখানে পার হইয়া এবং যেখানে অধিক জল ছিল, সেখানে নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত হইতে হইতে অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ॥ ৮৪½

তাঁহাদের সকলের শরীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। কবচ, অস্ত্র এবং বস্ত্রও রক্তবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ!

সম্ভূতস্তাং পশুস্তাস্তাঃ মন্দ্রশ্চ ভরতর্ষভ।
রথানশ্বান্ নরান্ নাগানায়ুধাভরণানি চ ॥ ৮৬
বসনান্যথ বর্মাণি বধ্যমানান্ হতানপি।
ভূমিং খং দ্যাং দিশশ্চৈব প্রায়ঃ পশ্যাম লোহিতাঃ ॥ ৮৭
লোহিতস্তু গন্ধেন স্পর্শেন চ রসেন চ।
রূপেণ চাতিরক্তেন শব্দেন চ বিসর্পতা ॥ ৮৮
বিষাদঃ সুমহানাসীৎ প্রায়ঃ সৈন্যস্য ভারত।
তৎ তু বিপ্রহতং সৈন্যং ভীমসেনমুখাস্তদা ॥ ৮৯
দৃষ্ট্বা সমাদ্রবন্ বীরাঃ সাত্যকিপ্রমুখাস্তদা।
তেষামাপততাং বেগমবিষহ্যং নিরীক্ষ্য চ ॥ ৯০
পুত্রাণাং তে মহাঁসৈন্যমাসীদ্ রাজন্ পরাঙ্মুখম্।
তৎ প্রকীর্ণরথাশ্বেভং নর-বাজিসমাকুলম্ ॥ ৯১
বিধ্বস্তবর্মকবচং প্রবিদ্ধায়ুধকার্মুকম্।
ব্যদ্রবৎ ভারতং সৈন্যং লোড্যমানং সমন্ততঃ।
সিংহাদিতমিবারণ্যে যথা গজকুলং ভয়া ॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

বহু যোদ্ধা ইহাতে স্নান করিলেন, বহু যোদ্ধা সেই রক্ত মুখরিয়া পান করিয়া ফেলিলেন এবং বহু যোদ্ধা আবার তাহে মগ্ন হইয়া যাইলেন ॥ ৮৫½

নিহত ও মুহ্যমান হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য, অস্ত্রশস্ত্র, আভরণ, বস্ত্র, কবচ, পৃথিবী, আকাশ, দ্যুলোক এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল—এই সব প্রায় রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল ॥ ৮৬-৮৭

ভারত! সর্বদিকে বিস্তৃত ও পরিবর্তিত সেই রক্তরাশির গন্ধ, স্পর্শ, রস, রূপ ও শব্দ হইতেও প্রায় সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মনে বিষাদে পূর্ণ হইয়া যাইল। ৮৮½

ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ বিশেষরূপে বিনষ্ট কৌরবসৈন্যের উপর পুনরায় তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৯½

রাজন্! এই আক্রমণকারী বীরগণের অসহ্য বেগকে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলাইয়া যাইল ॥ ৯০½

যেরূপ বনে সিংহগর্জিত হাতীর দল ব্যাকুল হইয়া পলাইয়া যায়, সেইরূপ শত্রুদের দ্বারা চারিদিকে মর্দিত হইতে থাকিয়া যন্ত্র ও আয়ুধসহ পরিপূর্ণ আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী পলাইয়া যাইল। তখন তাহাদের রথ, ঘন্টা ও আয়ুধগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, আয়োধন এবং কবচ নষ্ট হইয়াছিল ও অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রসমূহ যত্র তত্র হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিল ॥ ৯১-৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ঘোরতর যুদ্ধবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধম্, কর্ণস্য পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ভাবকং বলম্।
দুর্যোধনো মহারাজ বারয়ামাস সর্বশঃ॥ ১

যোধাংশ্চ স্ববলং চৈব সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
ক্রোশতস্তব পুত্রস্য ন স্ম রাজন্ তিষ্ঠতে॥ ২

ততঃ পক্ষঃ প্রপক্ষশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
তদা সশস্ত্রাঃ কুরবো ভীমমভ্যদ্রবন্ রণে॥ ৩

কর্ণোঽপি দৃষ্ট্বা দ্রবতো ধার্তরাষ্ট্রান্ সরাজকান্।
মদ্ররাজমুবাচেদং যাহি ভীমরথং প্রতি॥ ৪

এবমুক্তস্তু কর্ণেন শল্যো মদ্রাধিপস্তদা।
হংসবর্ণান্ হয়ানগ্র্যান্ চৈত্রবীর্য যত্র বৃকোদরঃ॥ ৫

তে প্রেরিতা মহারাজ শল্যেনাহবশোভিনা।
ভীমসেনরথং প্রাপ্য সমসজ্জন্ত রাজিনঃ॥ ৬

দৃষ্ট্বা কর্ণং সমায়ান্তং ভীমঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
মতিং চক্রে বিনাশায় কর্ণস্য ভরতর্ষভ॥ ৭

সোঽভ্রবীৎ সাত্যকিং বীরং ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্।
ধূর্তং রক্ষত রাজানং ধর্মরাজানং যুধিষ্ঠিরম্॥ ৮

সংশয়াদ্যতো মুক্তং কথঞ্চিৎ প্রেক্ষতো মম।
অগ্রতো মে কৃতো রাজা ছিন্নসর্বপরিচ্ছদঃ॥ ৯

দুর্যোধনস্য প্রীত্যর্থং রাধেয়েন দুরাত্মনা।
অদ্যমস্য গমিষ্যামি তস্য দুঃখস্য পারত॥ ১০

হত্বাহিতান্ রণে কর্ণং স বা মাং নিহনিষ্যতি।
সংগ্রামেণ সুঘোরেণ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ১১

রাজানমদ্য ভরতাং ত্রাসয়ন্তং সৃঞ্জয়ান্ বৈ
তস্য সংরক্ষণে সর্বে যতধ্বং বিগতজ্বরাঃ। ১২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কর্ণ ও ভীমসেনের যুদ্ধ এবং কর্ণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া দুর্যোধন সর্ব দিকে সর্ব প্রকারে চেষ্টা করত যোদ্ধাদিগকে রুদ্ধ করিলেন এবং নিজের সৈন্যদিগকেও স্থির করিবার প্রযত্ন করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! নরেশ্বর! আপনার পুত্র দুর্যোধন বহু চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে থাকিলেও পলায়মান সৈন্যরা আর ফিরিয়া আসিল না। ১-২

তদনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষভাগে বিদ্যমান সৈন্যরা, সুবলপুত্র শকুনি এবং সমস্ত কৌরব বীরগণ সেই সময় রণাঙ্গনে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

অন্যদিকে কর্ণও রাজা দুর্যোধন এবং তাঁহার সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন,—ভীমসেনের রথের নিকটে চল। ৪

কর্ণ এই কথা বলিলে পর মদ্ররাজ শল্য হংসতুল্য শ্বেতবর্ণ দ্রুতশ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে সেই দিকে চালনা করিলেন, যেদিকে ভীমসেন বিদ্যমান আছেন। ৫

মহারাজ! সংগ্রামে শোভাশালী শল্যকর্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই অশ্বগণ ভীমসেনের রথের নিকটে যাইয়া সাত্যকিপ্রমুখ সৈন্যদের সহিত মিলিত হইল। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধযুক্ত ভীমসেন তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য মনে মনে স্থির করিলেন। ৭

তিনি বীর সাত্যকি এবং দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন—তোমরা সর্বাগ্রে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। তিনি কিছুকাল পূর্বেই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কোনরূপে প্রাণ সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ৮

দুরাত্মা রাধাপুত্র কর্ণ দুর্যোধনের প্রসন্নতার জন্য আমার সম্মুখেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। ৯

দ্রুপদকুমার! ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; অতএব এখন আমি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আজ রণাঙ্গনে অত্যন্ত ঘোর সংগ্রাম করিয়া হয় কর্ণকে আমি সংহার করিব অথবা এই কর্ণ আমাকে বধ করিবে; ইহাই আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। ১০-১১

এই সময় রাজা যুধিষ্ঠিরকে পশ্চিমভাগে আমি তোমাদের নিকট সমর্পণ করিলাম। তোমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া ইহার রক্ষার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করিবে। ১২

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ প্রায়াদাধিরথিং প্রতি।
সিংহনাদেন মহতা সর্বাঃ সংনাদয়ন্ দিশঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধমায়ান্তং ভীমং যুদ্ধাভিনন্দিনম্।
সুতপুত্রমথোবাচ মদ্রাণামীশ্বরো বিভুঃ ॥ ১৮

শল্য উবাচ।

পশ্য কর্ণ মহাবাহুং সংক্রুদ্ধং পাণ্ডুনন্দনম্।
দীর্ঘকালার্জিতং ক্রোধং মোক্তুকামং ত্বয়ি ক্রমম্ ॥ ১৯
ঈদৃশং নাস্ত রূপং মে দৃষ্টপূর্বং কদাচন।
অভিমন্যৌ হতে কর্ণ রাক্ষসে চ ঘটোৎকচে ॥ ২০
ত্রৈলোক্যস্য সমস্তস্য শক্তঃ ক্রুদ্ধো নিবারণে।
বিভর্তি সদৃশং রূপং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ

ইতি ব্রুবতি রাধেয়ং মদ্রাণামীশ্বরে নৃপ
অভ্যবর্তত বৈ কর্ণং ক্রোধসংদীপ্তো বৃকোদরঃ। ২২
অথাগতং তু সংপ্রেক্ষ্য ভীমং যুদ্ধাভিনন্দিনম্।
অব্রবীদ্ বচনং শল্যো রাধেয়ং প্রহসন্নিব ॥ ২৩
যদুক্তং বচনং মেঽদ্য ত্বয়া মদ্রজনেশ্বর।
ভীমসেনং প্রতি বিভো তৎ সত্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪
এষ ক্রুদ্ধশ্চ বীরশ্চ ক্রোধনশ্চ বৃকোদরঃ।
নিরপেক্ষঃ শরীরে চ প্রাণেষু চ বলাধিকঃ ॥ ২৫
অজ্ঞাতবাসং বসতা বিরাটনগরে ত্বয়া।
দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়কামেন কেবলং বাহুসাশ্রয়াৎ ॥ ২৬
গূঢ়ভাবং সমাশ্রিত্য কীচকঃ সগণো হতঃ।
সোঽদ্য সংগ্রামশিরসি সংরব্ধঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ২৭
কিং করোত্যতদর্হেণ মৃত্যুনাপি ত্রজেদ্ রথম্।
চিরকালার্জিতমিতো মামকং তু মনোরথঃ ॥ ২৮
অর্জুনং সমরে হন্তা মাং বা হন্যাদ্ বলোদ্ধতঃ।
স মে কদাচিদপ্যেষ ভবেদ্ ভীমসমাগমাৎ। ২৯
নিহতে ভীমসেনে বা যদি বা বিমুখীকৃতে।
অভিযাস্যতি মাং পার্থস্তত্র সাধু ভবিষ্যতি ॥ ৩০

এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন ঘোর রবে সিংহনাদে সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সূতপুত্র কর্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৭

যুদ্ধের অভিনন্দনকারী ভীমসেনকে ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া মদ্রদেশের অধিপতি শক্তিশালী শল্য সূতপুত্র কর্ণকে বলিলেন ॥ ১৮

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেনকে অবলোকন কর, যে দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধকে আজ তোমারই উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছে ॥ ১৯

কর্ণ! অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও পূর্বে কখনও আমি ইহার এরূপ রূপ দেখি নাই ॥ ২০

এই ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত ত্রিলোককে ধ্বংস করিতে সমর্থ; কারণ, সে প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রূপ ধারণ করিয়াছে ॥ ২১

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নৃপ! মহারাজ শল্য রাধাপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় ক্রোধে প্রজ্বলিত ভীমসেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২

যুদ্ধাভিনন্দী ভীমসেনকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে রাধাপুত্র কর্ণ শল্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

মহারাজ! প্রভো! আজ তুমি ভীমসেনের বিষয়ে আমার সম্মুখে যে কথা বলিলে, উহা সকলই সত্য—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৪

এই ভীমসেন দৃঢ়পরাক্রমী বীর, ক্রোধপরায়ণ, নিজের শরীর ও প্রাণের মায়া করেন না এবং অত্যধিক বলশালী ॥ ২৫

বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসের সময় যে দ্রৌপদীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় গোপনে যাইয়া কেবল বাহুবলের দ্বারাই কীচককে তাহার অনুচরগণের সহিত সংহার করিয়াছিল ॥ ২৬

সেই ভীমসেনই আজ ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া কবচ বন্ধন পূর্বক যুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভীমসেন কি হতে হত উদ্যোগকারী সাক্ষাৎ যমরাজের সহিতও যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে পারে ॥ ২৭

আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বাসনা বিদ্যমান আছে যে, রণাঙ্গনে অর্জুন আমাকে বধ করুক অথবা আমি অর্জুনকে বধ করিব। কদাচিৎ ভীমসেনের সহিত রণাঙ্গনে মিলিত হইলে আমার সেই বাসনা আজই পূর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ২৮-২৯

যদি ভীমসেন নিহত হয় অথবা যদি তাহাকে রথহীন করিয়া দেওয়া হয়, তবে অর্জুন অবশ্যই আমার উপর আক্রমণ করিবে, যাহা আমার পক্ষে ভালই হইবে। তুমি যাহা এ বিষয়ে উচিত বলিয়া মনে কর, তাহা আজ সত্বর আমাকে বল ॥ ৩০

সত্য ব'লবে, প্রিয় ব'লবে, অপ্রিয় সত্য ব'লবে না, মিথ্যা প্রিয় বলবে না। এই সনাতন ধর্ম্ম।

বেদের অনভ্যাস, আচার ত্যাগ, আলস্য ও অন্নদোষ হ'তেই মৃত্যু ব্রাহ্মণগণকে হিংসা করে, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ এবং স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিঋণ, এই ঋণ শোধ ক'রে তবে মোক্ষে মনোনিবেশ ক'রবে। ঋণ শোধ না ক'রে মোক্ষ সেবায় অধঃপাত হয়। ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্, যিনি মরণের পরও অনুগমন করেন; অন্য সমস্তই শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়।

মহাভাগা প্রজনার্থ (গর্ভোৎপাদনার্থ) গৃহের শোভাকারিণী নারীগণ সম্মাননীয়া লক্ষ্মী এবং স্ত্রী উভয়ের কোন বিশেষ নাই। কায়মনোবাক্যে যে স্ত্রী ব্যভিচার করেন না, তিনি পতির সহিত পতিলোক প্রাপ্ত হন, সাধুগণ তাঁকে সাধ্বী বলেন স্ত্রীলোক ব্যভিচার ক'রলে পাপরোগের দ্বারা পীড়িত হয়, জন্মান্তরে শৃগালী হয়। ব্রাহ্মণ নিত্য যথাকালে অনলস হ'য়ে বেদ অভ্যাস ক'রবেন। ব্রাহ্মণের বেদ অভ্যাসই পরমধর্ম্ম, অন্য সব উপধর্ম্ম। সতত বেদাভ্যাস শৌচ তপস্যা ভূতগণের অদ্রোহের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ হয়, পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করত অজস্র বেদ অভ্যাসের দ্বারা অনন্ত সুখভোগ করেন। অনলস ভাবে ধর্ম্মের মূল সদাচার সেবা ক'রবে, আচারের দ্বারা আয়ু, আচারের দ্বারা বাঞ্ছিত সন্তান, আচার হ'তে অক্ষয়-ধনলাভ হয়, অলক্ষণ নষ্ট করে। দুরাচারী পুরুষ জগতে নিন্দনীয় হয়। ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহবী বিদ্যা সত্য অক্রোধ দশ লক্ষণ ধর্ম্মের কথা মনু ব'লেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই পাঁচটি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম-ইহাও কথিত হ'য়েছে। দেব মানুষ এই সমস্ত সুখের মূল তপস্যা, বেদ-ঋষিগণের দর্শন তপস্যার অন্ত, ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান ক্ষত্রিয়ের তপস্যা রক্ষা, বৈশ্যের তপস্যা বার্ত্তা বাণিজ্য পশুপালনাদি, শূদ্রের

তপস্যা সেবা। ফল মূলাদি ভক্ষণকারী সংযতাত্মা ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য দর্শন করেন। ঔষধসমূহ আরোগ্য বিধান, বিবিধা দৈবীস্থিতি তাহা তপস্যার দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়। তপস্যাই তার সাধন, যাহা দুস্তর, যাহা দুঃখে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা দুর্গ, কষ্টকর, যাহা দুষ্কর, সমস্ত তপস্যা সাধ্য, তপস্যার শক্তি দুর্লঙ্ঘ্য মহাপাতকী অন্যেও পাপকারী তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হয়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, স্থাবর, ভূতসকল তপস্যার দ্বারা স্বর্গে যায়। তপস্যার অসাধ্য কিছু নাই।

সর্ব্বভূতে আত্মাকে আর সমস্ত ভূতকে আত্মায় অর্থাৎ পরমাত্মা আমাতে অবস্থিত দেখে আত্মযাজী ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। দ্বিজোত্তম যথোক্ত কার্য্য সকল পরিত্যাগ ক'রে আত্মজ্ঞানে শমে বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হন্—এই হল বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্য সাধনা, এর দ্বারা ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হন। জগতের যা কিছু সব বেদ হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে। বেদজ্ঞ যে স্থানে থাকুন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। তপস্যা ও বিদ্যা বিপ্রের পরমমোক্ষপ্রদ। তপস্যার দ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হ'য়ে থাকে। সমাহিত হ'য়ে সব আত্মাতে দেখ্‌বে, সমস্ত আত্মায় দেখে অধর্ম্মে মন দিবে না। সমস্ত দেবতা, আত্মা, সব আত্মাতেই অবস্থিত। আত্মাই শরীরিগণের কর্ম্মযোগ জানান। এক পরমাত্মাকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু, অপরে প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ বা প্রাণ, কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন। যিনি সর্ব্বভূতে বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দেখেন। তিনি সমতা প্রাপ্ত হ'য়ে ব্রহ্মত্ব লাভ ক'রে পরম পদ প্রাপ্ত হন। যখন এই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন দেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্মসংস্থাপন করি।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহাদিদন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৩১।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্যই আমি দেহ ধারণ করি আমার পরমভক্ত প্রহ্লাদ অন্যতম ভাগবত ধর্ম্মবিৎ। প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হ'তে পিতার কাছে উপস্থিত হ'লে, পিতা বলেন—বৎস! তুমি যা সাধু মনে কর, তা আমাকে বল। প্রহ্লাদ বলে—'অহং মম' এই মিথ্যা অভিনিবেশরূপ সতত সমুদ্বিগ্নবুদ্ধি দেহিগণের বনগমন-পূর্ব্বক হরিতে আশ্রয় করাই সাধু ব'লে মনে করি। হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ত গুরুগৃহে পাঠাভ্যাসের জন্য পাঠায় বরাবরে হিরণ্যকশিপু কি উত্তম অধ্যয়ন ক'রেছে জিজ্ঞাসা ক'রলে প্রহ্লাদ বলে—বিষ্ণুর

১১শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস, ১৩৭৯] শতদলসংখ্যা। ঔরাবতী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের ভাষার উন্নয়ন সম্পর্কে মহামান্য সরকারমহোদয়ের সর্বাত্মকল্পে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

মুখ্য-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রত্যধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অমরকৃষ্ণ নন্দীমজুমদার)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি. বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৭৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থমূলক মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৭-৪৬০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে ডাক দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

অত্র যমস্তমে প্রাপ্তং তচ্ছীঘ্রং সম্প্রচারয়।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাধেয়স্যামিতৌজসঃ॥ ২৭
উবাচ বচনং শল্যঃ সূতপুত্রং তথাগতম্।
অভিবাহি মহাবাহো ভীমসেনং মহাবলম্॥ ২৮
নিহত্য ভীমসেনং তু ততঃ প্রাপ্স্যসি ফাল্গুনম্।
বধে কামোঽভিলষিতস্তিরাৎ প্রভৃতি দ্রুপদতঃ॥ ২৯
স বৈ সম্পৎস্যতে কর্ণ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
এবমুক্তে ততঃ কর্ণঃ শল্যং পুনরভাষত॥ ৩০
হন্তাহমর্জুনং সংখ্যে মাং বা হন্তাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
যুদ্ধে মনঃ সমাধায় যাহি যত্র বৃকোদরঃ॥ ৩১

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু শল্যস্তত্র বিশাম্পতে।
যত্র ভীমো মহেষ্বাসো ব্যূঢ়ানীকত বাহিনীম্॥ ৩২
ততস্তূর্যনিনাদশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ।
উদতিষ্ঠচ্চ রাজেন্দ্র কর্ণভীমসমাগমে॥ ৩৩
ভীমসেনোঽথ সংক্রুদ্ধস্তব সৈন্যং সুদারুণম্
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্দিশঃ প্রাব্রাবয়দ্ বলী॥ ৩৪
স সংনিপাতস্তুমুলো ঘোররূপো বিশাম্পতে।
আসীদ্ রৌদ্রো মহারাজ কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে॥ ৩৫
ততো মুহূর্তাদ্ রাজেন্দ্র পাণ্ডবঃ কর্ণমাদ্রবৎ।
সমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ॥ ৩৬
আজঘান সুসংক্রুদ্ধো নারাচেন স্তনান্তরে।
পুনশ্চৈনমমেয়াত্মা শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ৩৭
স বিদ্ধঃ সূতপুত্রেণ হৃদয়মাদে পত্রিভিঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈঃ কর্ণঃ নবভির্নতপর্বভিঃ॥ ৩৮
তস্য কর্ণো ধনুর্মধ্যে দ্বিধা চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে॥ ৩৯
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন সর্বাবরণভেদিনা।
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় সূতপুত্রং বৃকোদরঃ॥ ৪০
রাজন্ মর্মসু মর্মজ্ঞো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ননাদ বলবন্নাদঃ কম্পয়ন্নিব রোদসী॥ ৪১

অধিরথপুত্রশ্রেষ্ঠ রাধাপুত্র কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শল্য সূতনন্দন কর্ণকে যথোপযুক্ত এই কথা বলিলেন॥২৭½

মহাবাহো! তুমি মহাবল ভীমসেনকে আক্রমণ কর। ভীমসেনকে পরাজিত করিলে পর নিশ্চয়ই অর্জুনকে তুমি নিজের সম্মুখে পাইবে॥ ২৮½

কর্ণ! তোমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অতীব মনোরথ রহিয়াছে, উহা নিশ্চয়ই তোমার সফল হইবে, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি॥ ২৯½

তিনি এই কথা বলিলে পর কর্ণ পুনরায় শল্যকে বলিলেন—মদ্ররাজ! আমি যুদ্ধে হয় অর্জুনকে বধ করিব কিংবা অর্জুন আমাকে বধ করিবে। এই উদ্দেশ্যে মন সংযোগ করিয়া যেখানে ভীমসেন আছেন, সেখানেই চল॥ ৩০-৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! তখনন্তর শল্য রথের দ্বারা অতিদ্রুত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাধনুর্ধর ভীমসেন আপনার সৈন্যদের বিতাড়িত করিতেছেন॥ ৩২

রাজেন্দ্র! কর্ণ ও ভীমসেনের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইলে পর পুনরায় তূর্য ও ভেরীসমূহের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ৩৩

বলবান্ ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত তীক্ষ্ণধার নারাচসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করিতে থাকিলেন॥ ৩৪

প্রজানাথ! মহারাজ! কর্ণ ও ভীমসেনের সেই যুদ্ধে অতিশয় ভয়ঙ্কর, তুমুল ও ঘোরতর সঙ্ঘর্ষ হইল॥ ৩৫

রাজেন্দ্র! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন মুহূর্তকালের মধ্যেই কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সূর্যানন্দন ধর্মাত্মা কর্ণ একটি নারাচের দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন। অমিত আত্মবলসম্পন্ন সেই বীর তাঁহাকে তীব্র বাণবর্ষণের দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৬-৩৭

সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ভীমসেনও তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং আনতপর্বযুক্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৮

তখন কর্ণ ভীমসেনের ধনুর মধ্যভাগে বাণসমূহের দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহার বক্ষে সমস্ত আবরণ-ভেদকারী অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার একটি নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৯½

রাজন্! মর্মজ্ঞ ভীমসেন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত সূতপুত্র কর্ণের মর্মস্থানসমূহে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিলেন এবং পৃথিবী ও আকাশকে কম্পিত করিতে করিতে তিনি ভীষণভাবে গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৪০-৪১

তং কর্ণঃ পঞ্চবিংশত্যা নারাচেন সমার্পয়ৎ।
মধ্যেঽকটং বনে বৃদ্ধমুক্তাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ৪২
ততঃ সারথিভিন্নাঙ্গঃ পাণ্ডবঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
সংরম্ভাদর্ষতাম্রাক্ষঃ সূতপুত্রবধেপ্সয়া ॥ ৪৩
স কার্মুকে মহাবেগং ভারসাধনমুত্তমম্।
গিরীণামপি ভেত্তারং সায়কং সমযোজয়ৎ ॥ ৪৪
বিকৃষ্য বলবচ্চাপমাকর্ণাভিমুখাকৃতিঃ।
তং মুমোচ মহেষ্বাসঃ ক্রুদ্ধঃ কর্ণজিঘাংসয়া ॥ ৪৫
স বিসৃষ্টো বলবতা বাণো বজ্রাশনিস্বনঃ।
অদারয়ন্ রথে কর্ণং বজ্রবেগো যথাচলম্ ॥ ৪৬
স ভীমসেনাভিহতঃ সূতপুত্রঃ কুরূদ্বহ।
নিষসাদ রথোপস্থে বিসংজ্ঞঃ সূতসারথিঃ ॥ ৪৭
(রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গো গতাসুরিব কিংশুকঃ।
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা মদ্ররাজো বৃকোদরম্।

জিহ্বাং ছেত্তুং সমারব্ধং সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ।

শল্য উবাচ।

ভীমসেন মহাবাহো বচং ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
বচনং হেতুসম্পন্নং শ্রুত্বা চৈতৎ তথা কুরু ॥
অর্জুনেন প্রতিজ্ঞাতো বধঃ কর্ণস্য তত্ত্বিনঃ।
তাং তথা কুরু তত্ত্বা তে প্রতিজ্ঞাং সব্যসাচিনঃ ॥

ভীম উবাচ।

দৃঢ়ব্রতত্বং পার্থস্য জানামি নৃপসত্তম।
রাজ্ঞশ্চ বর্ষণং পাপং কৃতবান্ মম সন্নিধৌ।
ততঃ কোপাভিভূতেন শেষং ন পরিচিন্তিতং ময়া।
পতিতে চাপি রাধেয়ে ন মে মন্যুঃ শমং গতঃ ॥
জিহ্বোদ্ধরণমেবাস্য প্রাপ্তকালং মতং মম।
অনেন দুর্নয়স্থেন সমবেতেষু রাজসু ॥

কর্ণ ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচ প্রহার করিলেন, ইহাতে মনে হইল কোন মৃগয়াকারী (শিকারী) বনে বদ্ধমুক্ত মত্তহস্তীর উপর উল্কামুখের দ্বারা প্রহার করিল ॥ ৪২

তাহার পর কর্ণের বাণাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রোষ ও অমর্ষে তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার বাসনায় তূণীর হইতে একটি অত্যন্ত বেগশালী, ভারসাধনে সমর্থ, উত্তম এবং পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ বাণ যোজনা করিলেন ॥ ৪৩-৪৪

পুনরায় পবনসদৃশ বলবান্ হইতেও অধিক পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন ধনুটিকে সবেগে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত কর্ণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই বাণকে ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৫

বলবান্ ভীমসেনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য শব্দকারী সেই বাণ রণাঙ্গনে কর্ণকে বিদারিত করিল, ইহাতে মনে হইল বজ্র বেগের সহিত পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছে ॥ ৪৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! ভীমসেনের প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি সূতপুত্র কর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় রথের আসনে সবেগে বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৭

(তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হইয়া যাইল। শত্রু-দমনকারী সেই বীর যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িল। এই সময় ভীমসেনকে কর্ণের জিহ্বা ছেদন করিবার জন্য আসিতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন।

শল্য বলিলেন,—মহাবাহু ভীমসেন! আমি তোমাকে যে যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিব, তাহা শ্রবণ কর এবং তাহা পালন কর।

অর্জুন পরাক্রমশালী কর্ণকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি সব্যসাচী অর্জুনের সেই প্রতিজ্ঞাকে সফল কর।

ভীমসেন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি অর্জুনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানি, কিন্তু এই পাপী কর্ণ আমার নিকটেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়াছে, সেই জন্য আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্য আর কিছুই গণনা করি নাই।

যদিও রাধাপুত্র কর্ণ পতিত হইয়াছে, তথাপি আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। আমি ত' এখন ইহার জিহ্বাচ্ছেদই উৎপাটিত করিয়া লওয়াই উচিত মনে করিতেছি।

মানুদ! এই নীচ নৃপংস যেখানে মহারাজ একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই কৌরব-সভায় আমাদের শুনাইতে শুনাইতে বহু কটূবচন বলিয়াছে। রাজন্! আপনি যদ্যপি মুগ্ধ থাকিলেও নিশ্চয়ই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি ইহার জিহ্বা ছেদন করিব। প্রকৃত পক্ষে আমি এখন ইহার জিহ্বা ছেদন করিতে অভিলাষী হইয়াছি

অস্মাকং মৃদুতাং কৃত্বা যানি বাক্যানি মাতুল
অসঙ্গানি চ নীচেন বহূনি শ্রাবিতানি তে ॥
নূনং তৈস্তৎ পরিজ্ঞাতং দুরস্থস্যাপি পার্থিব।
যেনৈনং চাস্য জিহ্মায়াস্তদেববাকাঙ্ক্ষিতং ময়া ॥
রাজ্ঞস্তু প্রিয়কামেন কালোঽয়ং পরিপালিতঃ।
ভবতা তু যদুক্তোঽস্মি বাক্যং হেতুসমন্বিতম্ ॥
তদ্ গৃহীতং মহারাজ কটুকন্তুমিবৌষধম্।
হীনপ্রতিজ্ঞো বীভৎসুর্ন হি জীবেত কর্হিচিৎ ॥
অস্মিন্ বিনষ্টে নষ্টাঃ স্মঃ সর্ব এব সকেশবাঃ।
অস্ত চৈব নৃশংসাত্মা পাপঃ পাপকৃতাং বরঃ।
পশ্যিষ্যতি পরাভাবং দৃষ্টদ্যুম্নঃ কিরীটিনা।
যুধিষ্ঠিরস্য কোপেন পূর্বং দগ্ধো নৃশংসকৃৎ ॥
যদ্যা সংরক্ষিতস্তস্য মৎসমীপাদুপায়তঃ ॥)
ততো মন্ত্রাধিপো দৃষ্ট্বা বিসংজ্ঞং সূতনন্দনম্।
অপোবাহ রথেনাজৌ কর্ণমাহবশোভিনম্ ॥ ৪৮
ততঃ পরাজিতে কর্ণে ধার্তরাষ্ট্রাঃ মহাচমূম্।
বাদ্রাবয়ন্ ভীমসেনো যথেন্দ্রো দানবান্ পুরা ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণাপযানে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের হিত করিবার ইচ্ছায় আমি আজ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়াছি। মহারাজ! আপনি যে যুক্তিযুক্ত কথা আমাকে বলিলেন, উহা কটু ঔষধের ন্যায় আমি গ্রহণ করিয়া লইলাম।

কারণ, যদি অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে কখনও জীবিত থাকিবে না; সে নষ্ট হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ সহ আমরাও সকলে নষ্ট হইয়া যাইব।

আজ কিরীটধারী অর্জুনের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই পাপাচারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপাত্মা ক্রূর কর্ম পরাভবপ্রাপ্ত হইবে।

এই নৃশংস কর্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ আপনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে আমার নিকট হইতে রক্ষা করিলেন।)

তদনন্তর মদ্ররাজ পদ্মা পদ্মাক্ষ শোভাশালী সূতপুত্র কর্ণকে অতৈতন্য দেখিয়া রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইলেন ॥ ৪৮

তাহার পর কর্ণ পরাজিত হইলে ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সেইস্থানে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে ইন্দ্র দানবগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণের পলায়নবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনের ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বধঃ, ভীম-কর্ণযোর্যুদ্ধ, ভীমসেনের পঞ্চসৈন্যানাং সংহারঃ, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সুদুষ্করমিদং কর্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয়।
যেন কর্ণো মহাবাহু রথোপস্থে নিপাতিতঃ॥ ১

কর্ণো হ্যেকো রথে হত্বা পাণ্ডবান্ সপ্তভিঃ সহ।
ইতি দুর্যোধনঃ সূত প্রাব্রবীন্মাং মুহুর্মুহুঃ॥ ২

পরাজিতং তু রাধেয়ং দৃষ্ট্বা ভীমেন সংযুগে।
ততঃ পরং কিমকরোৎ পুত্রো দুর্যোধনো মম॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

বিমুখং প্রেক্ষ্য রাধেয়ং সূতপুত্রং মহাহবে।
পুত্রস্তব মহারাজ সোদর্য্যান্ সমভাষত॥ ৪

শীঘ্রং গচ্ছত ভদ্রং বো রাধেয়ং পরিরক্ষত।
ভীমসেনভয়াগাধে মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে॥ ৫

তে তু রাজ্ঞা সমাদিষ্টা ভীমসেনং জিঘাংসবঃ
অভ্যবর্ত্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পতঙ্গাঃ পাবকং যথা॥ ৬

ক্রতুর্বা দুর্ধরঃ ক্রাথো বিবিৎসুর্বিকটঃ সমঃ।
নিষঙ্গী কবচী পাশী তথা নন্দোপনন্দকৌ॥ ৭

দুষ্প্রধর্ষঃ সুবাহুশ্চ বাতবেগ-সুবর্চসৌ।
বহ্বাশী দুর্মদশ্চ জলসন্ধঃ সলঃ সহঃ॥ ৮

এতে রথৈঃ পরিবৃতা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ।
ভীমসেনং সমাসাদ্য সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্॥ ৯

তে ব্যসৃজন্ শরব্রাতান্ নানালিঙ্গান্ সমন্ততঃ।
স তৈরভ্যর্দ্যমানস্তু ভীমসেনো মহাবলঃ॥ ১০

তেষামাপততাং ক্ষিপ্রং শুভানাং তে জনাধিপ।
রথৈঃ পঞ্চশতা সার্দ্ধং পঞ্চাশদহনদ্ রথান্॥ ১১

বিবিৎসোস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
ভীমসেনো মহারাজ তৎ পপাত হতং ভুবি॥ ১২

সকুণ্ডলশিরস্ত্রাণং পূর্ণচন্দ্রোপমং তথা।
তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূরং ভ্রাতরঃ সমতঃ দ্রুতাঃ॥ ১৩

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের ১২।১৩ পুত্র বধ, ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ, ভীমসেনের দ্বারা পঞ্চসৈন্য সংহার এবং উভয়পক্ষের সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভীমসেন ত' এই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করিয়া ফেলিল যে, মহারাজ কর্ণকেও সে রথের আসনে পাতিত করিল॥ ১

সূত! দুর্যোধন আমাকে বারম্বার বলিয়াছিল যে, কর্ণ একাকীই রণাঙ্গনে সহচরগণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে॥ ২

কিন্তু সেই দিন যুদ্ধস্থলে রাধাপুত্র কর্ণকে ভীমসেনকর্তৃক পরাজিত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্যোধন কি করিল?॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পুত্রপুত্র রাধানন্দন কর্ণকে মহাসমরে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিলেন॥ ৪

তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা শীঘ্র যাও এবং রাধাপুত্র কর্ণকে রক্ষা কর। সে ভীমসেনের ভয়ে সঙ্কটের অগাধ মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে॥ ৫

রাজা দুর্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া আপনার পুত্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার বাসনায় তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। ইহাতে মনে হইল—পতঙ্গগণ অগ্নির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে॥ ৬

ক্রতুবা, দুর্ধর, ক্রাথ (ক্রথন), বিবিৎসু, বিকট (বিকটানন), সম, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, নন্দ, উপনন্দ, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চা, বহ্বাশী, দুর্মদ, জলসন্ধ, সল ও সহ—এই মহাবল এবং পরাক্রমশালী আপনার পুত্রগণ রথসংঘের রথে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৭-৯

ইঁহারা চারিদিক্ হইতে নানাপ্রকার চিহ্নযুক্ত তূণ-সকলের বাণ আহরণ করিলেন। নরেশ্বর! ইঁহাদের দ্বারা পীড়িত মহাবল ভীমসেন পঞ্চাশটি রথের সহিত উপস্থিত আপনার পুত্রগণের এই পঞ্চাশ জন রথীকেই অতিসত্বর নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ১০-১১

মহারাজ! তাহার পর ক্রুদ্ধ ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা বিবিৎসুর শিরশ্ছেদ করিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণসহ ছিন্ন মস্তক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল॥ ১২½

প্রভো! এই বীরবর বিবিৎসুকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনের উপর সকলদিকে আক্রমণ করিলেন॥ ১৩

অভ্যদ্রবন্ত সমরে ভীম: ভীমপরাক্রমম্
ততোঽপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং পুনর্যোদ্ধে মহাহবে ॥১৭
অহার্য্য সমরে প্রাণান্ ভীমো ভীমপরাক্রম: ।
তৌ ধরামন্বপতেতাং সাতঙ্কাবিব দ্রুমৌ ॥ ১৪
বিকটশ্চ সমশ্চোভৌ দেবপুত্রোপমৌ নৃপ ।
ততস্তু ত্বরিতো ভীম: ক্রাথং নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৬
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন স হতো নিপপাত হ ভুবি ।
হাহাকারস্ততস্তীব্র: সমভূদ্ জনেশ্বর ॥ ১৭
বধ্যমানেষু বীরেষু তব পুত্রেষু ধন্বিষু ।
তেষাং সুলুলিতে সৈন্যে পুনর্ভীমো মহাবল: ॥ ১৮
নন্দোপনন্দৌ সমরে প্রৈষয়ন্ যমসাদনম্ ।
ততস্তে প্রাদ্রবন্ ভীতা: পুত্রাস্তে বিহ্বলীকৃতা: ॥ ১৯
ভীমসেনং রণে দৃষ্ট্বা কালান্তকযমোপমম্ ।
পুত্রাংস্তে নিহতান্ দৃষ্ট্বা সূতপুত্র: সুদুর্মনা: ॥ ২০

হংসবর্ণান্ হয়ান্ তূর্ণং প্রৈষয়ৎ তত্র পাণ্ডবৈ: ।
তে প্রেষিতা মহারাজ মন্ত্ররাজেন বাহিনি: ॥ ২১
ভীমসেনরথং প্রাপ্য সমসজ্জন্ত বেগিতা: ।
স সংনিপাতস্তুমুলো যোধরূপো বিশাম্পতে ॥ ২২
আসীদ্ রৌদ্রো মহারাজ কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে ।
দৃষ্ট্বা মম মহারাজ তৌ সমেতৌ মহারথৌ ॥ ২৩
আসীদ্ বুদ্ধি: কথং যুদ্ধমেতয়ন্ত ভবিষ্যতি ।
ততো ভীমো রণশ্লাঘী হ্লাদয়ামাস পত্রিভি: ॥ ২৪
কর্ণং রণে মহারাজ পুত্রাণাং তব পশ্যতাম্ ।
ততঃ কর্ণো দৃঢ়ং ক্রুদ্ধো ভীম: নবভিরায়সৈ: ॥ ২৫
বিব্যাধ পরমাস্ত্রজ্ঞো দৃঢ়ৈ: কঙ্কপর্বভি: ।
আহতঃ স মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রম: ॥ ২৬
আনর্দপূর্বৈর্বিশিখৈ: কর্ণং বিব্যাধ সপ্তভি: ।
ততঃ কর্ণো মহারাজ আশীবিষ ইব শ্বসন্ ॥ ২৭

তখন তাহার পরাক্রমশালী ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে অপর দুইটি ভল্লের দ্বারা আপনার দুইজন পুত্রের প্রাণহরণ করিলেন ॥

হে নৃপ! এই দুইজনের নাম ছিল বিকট ও সম: দেবপুত্রের ন্যায় সুশোভিত এই দুই বীর প্রবল বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত দুইটি বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪-১৫½

তাহার পর ভীমসেন তরাসহকারে একটি তীক্ষ্ণধার নারাচ প্রহার করিয়া ক্রাথকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। এই রাজকুমার প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৬½

অনেশ্বর! তারপর আপনার বীর বন্ধুর পুত্রগণ এইভাবে নিহত হইলে পর সেখানে ভয়ঙ্কর হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১৭½

তাঁহাদের সৈন্যরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পুনরায় মহাবল ভীমসেন সমরাঙ্গণে নন্দ ও উপনন্দকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮½

তখনতয় আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ কৃতান্তের কাল, অন্তক ও যমের ন্যায় ভয়ানক ভীমসেনকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইল ॥ ১৯½

আপনার পুত্রগণকে নিহত হইতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি হংসতুল্য শ্বেতবর্ণের অশ্বগণকে পুনরায় সেখানে চালনা করিলেন, যেখানে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বিদ্যমান আছেন ॥ ২০½

মহারাজ! মন্ত্ররাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই অশ্বগণ তীব্রবেগে ভীমসেনের রথের নিকট আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল ॥ ২১½

হে মহারাজ! যুদ্ধস্থলে কর্ণ ও ভীমসেনের এই সংগ্রাম তুমুল, ঘোরতর ও অতি ভয়ানক ছিল ॥ ২২½

রাজেন্দ্র! এই দুই মহাবলী বীর কর্ণ ও ভীমসেন যখন পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন, সেই সময় এই যুদ্ধদর্শনে আমার মনে এরূপ বিচার হইতে লাগিল যে, জানি না এই যুদ্ধ কিরূপ হইবে?

মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীমসেন নিজের বাণসমূহের দ্বারা আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩½-২৪½

তখন উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহনির্মিত ও শানিতপর্বযুক্ত নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫½

এই সব তীক্ষ্ণ বাণে আহত হইয়া তখনতয় পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন কর্ণকেও কর্ণ পর্যন্ত আবরণ করিয়া নিরিশ্ব সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬½

মহারাজ! তখন বিষয় দর্শনরূপ বাক্যত্যাগ করিতে করিতে কর্ণ প্রকৃত বাবহার করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ২৭½

শরবর্ষেণ মহতা ছাদয়ামাস পাণ্ডবম্।
ভীমোঽপি তং শরব্রাতৈশ্ছাদয়িত্বা মহারথম্ ॥ ২৮
পঞ্চভিঃ কৌরবেয়াণাং বিননর্দ মহাবলঃ।
ততঃ কর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধো দৃঢ়মাদায় কার্মুকম্ ॥ ২৯
ভীমং বিব্যাধ দশভিঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
কার্মুকং চাস্য চিচ্ছেদ ভল্লেন নিশিতেন চ ॥ ৩০
ততো ভীমো মহাবাহুর্হেমপট্টবিভূষিতম্।
পরিঘং ঘোরমাদায় মৃত্যুদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৩১
কর্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী চিক্ষেপাতিবলো নদন্।
তমাপতন্তং পরিঘং বজ্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ বহুধা কর্ণঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
ততঃ কার্মুকমাদায় ভীমো দৃঢ়তরং তদা
ছাদয়ামাস বিশিখৈঃ কর্ণং পরবলার্দনম্।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে ॥ ৩৪
হরীন্দ্রয়োরিব মৃধে পরস্পরজযৈষিণোঃ।

মহাবল ভীমসেনও কৌরবপক্ষের সাতজনেই মহারথী কর্ণকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বিকট গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

তখন কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া দৃঢ় ধনু হাতে লইয়া শিলা-শাণিত ও কঙ্কপক্ষযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। সেইসঙ্গে একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯-৩০½

তখন অত্যন্ত বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ড তুল্য একটি ভয়ঙ্কর স্বর্ণপট্টযুক্ত পরিঘ হাতে লইয়া গর্জন করত উহা কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩১½

বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য শব্দবিশিষ্ট সেই পরিঘটিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা উহাকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩২½

তাহার পর ভীমসেন অত্যন্ত দৃঢ় ধনু হাতে লইয়া নিজ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যসন্তাপকারী কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩½

তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক দুইটি সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী কর্ণ এবং ভীমসেনের মধ্যে সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৪½

ততঃ কর্ণো মহারাজ ভীমসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
আকর্ণমুক্তৈঃ বিব্যাধ দৃঢ়মায়ম্য কার্মুকম্।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ কর্ণেন বলিনাং বরঃ ॥ ৩৬
ঘোরমাদত্ত বিশিখং কর্ণকায়াবদারণম্।
তত্ত্ব ভিত্ত্বা তনুত্রাণং ভিত্ত্বা কায়ঞ্চ সায়কঃ ॥ ৩৭
প্রাবিশদ্ ধরণীং রাজন্ বল্মীকমিব পন্নগঃ।
স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলন্নিব ॥ ৩৮
সসাদ রথে কর্ণঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ।
ততঃ কর্ণো মহারাজ রোষামর্ষসমন্বিতঃ ॥ ৩৯
পাণ্ডবং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
আজঘ্নে বহুভিবৈর্ণৈর্ভীমমেকেষুণাহনৎ ॥ ৪০
সারথিঞ্চাস্য ভল্লেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
ছিত্ত্বা চ কার্মুকং তূর্ণং পাণ্ডবস্যাশু পত্রিণা ॥ ৪১
ততো মুহূর্তাদ্ রাজেন্দ্র ব্যায়তক্তস্তাবসন্নিব।
বিরথং ভীমকর্মাণং ভীমং কর্ণশ্চকার হ ॥ ৪২

মহারাজ! সেই সময় কর্ণ নিজের দৃঢ় ধনুটিকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া তিনটি বাণে ভীমসেনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৩৫½

কর্ণ কর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া বলবান্ বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর ভীমসেন একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহা কর্ণের শরীরে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ৩৬½

রাজন্! যেরূপ সর্প বল্মীকের (উইঢিপির) মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণ কর্ণের কবচ ও শরীরকে বিদীর্ণ করত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩৭½

সেই প্রবল প্রহারে যেন ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া কর্ণ রথের উপরেই সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন, যেরূপ ভূমিকম্পের সময় পর্বত সঞ্চালিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮½

মহারাজ! তখন রোষ ও অমর্ষে পূর্ণ কর্ণ পাণ্ডুনন্দন ভীম-সেনের উপর পঁচিশটি নারাচ প্রহার করিলেন। সেই সঙ্গে অন্য বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং অপর একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৩৯-৪০

রাজেন্দ্র! অন্য একটি ভল্ল প্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং অতি দ্রুত আর একটি বাণে তাঁহার ধনুও ছেদন করত বিশেষ কোন কষ্ট না করিয়াই হাস্য করিতে করিতে মুহূর্তকাল মধ্যে কর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনকে রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৪১-৪২

বিরথো ভরতশ্রেষ্ঠ প্রহস্যরথিনোপমঃ।
গদাং গৃহ্য মহাবাহুরপতৎ স্যন্দনোত্তমাৎ ॥ ৩৩
অবপ্লুত্য চ বেগেন তব সৈন্যং বিনাশয়ন্।
ব্যধমদ্ গদয়া ভীমঃ শরন্যেঘানিবানিলঃ ॥৩৪
নাগান্ সপ্তশতান্ রাজন্নীষাদন্তান্ প্রহারিণঃ।
ব্যধমৎ সহসা ভীমঃ ক্রুদ্ধরূপঃ পরন্তপঃ ॥ ৩৫
দন্তবেষ্টেষু নেত্রেষু কুম্ভেষু চ কটেষু চ।
মর্ম্মস্বপি চ মর্ম্মজ্ঞস্তান্ নাগানবধীদ্ বলী ॥ ৩৬
ততস্তে প্রাদ্রবন্ ভীতাঃ প্রতীপং প্রহিতাঃ পুনঃ।
মহামাত্রেস্তমাবব্রুর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ৩৭
তান্ স সপ্তশতান্ নাগান্ সারোহায়ুধ-কেতনান্।
ভূমিষ্ঠো গদয়া জঘ্নে বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলান্ ॥ ৩৮
ততঃ সুবলপুত্রস্য নাগানবিবলান্ পুনঃ।
পোথয়ামাস কৌন্তেয়ো বিপক্ষাশনরিন্দম ॥ ৩৯
তথা রথশতং সাগ্রং পত্তীংশ্চ শতশোঽপরান্।
সূদয়ন্ পাণ্ডবো যুদ্ধে তাপয়ংস্তব বাহিনীম্ ॥ ৪০
প্রতাপ্যমানঃ সূর্য্যেণ ভীমেন চ মহাত্মনা।
তব সৈন্যং সঙ্কুচোচ চর্ম্মাপ্লাবাহতং যথা ॥ ৪১
তে ভীমতরসত্রস্তাস্তাদৃক্ তরতর্ষভ।
বিহায় সমরে ভীমং দ্রুদ্রুবুর্বৈ দিশো দশ ॥ ৪২
রথাঃ পঞ্চশতাশ্চান্যে হ্যাদিনশ্চর্ম্মবর্ম্মিণঃ।
ভীমমভ্যদ্রবন্ হৃষ্টাঃ শরপূগৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৩
তান্ স পঞ্চশতান্ বীরান্ সপতাক-ধ্বজায়ুধান্।
পোথয়ামাস গদয়া ভীমো বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥ ৪৪
ততঃ শকুনিনির্দ্দিষ্টাঃ সাদিনঃ শূরসম্মতাঃ।
ত্রিসাহস্রাস্ত্বরাস্তূর্ণং সঙ্কুষ্টিপ্রাসপাণয়ঃ ॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রথহীন হইয়া শত্রুসৈন্য বধ করিতে করিতে মহাবাহু ভীমসেন গদা হাতে লইয়া হাস্য করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ৩৩

প্রজানাথ! বেগবান্ বায়ু শরৎকালের মেঘকে অতি সত্বর উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন ভীষণবেগে গদা প্রহার করত সেই গদার আঘাতে আপনার সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৩৪

শত্রুতাপন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে তৎপর এবং ইন্দ্রাশনতুল্য বজ্রবিশিষ্ট দাঁতওয়ালা হাতীকে গদা দ্বারা সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৩৫

মর্ম্মস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বলবান্ ভীমসেন সেই গজরাজগণের মর্ম্মস্থানসমূহ এবং শুণ্ড, নেত্র, কুম্ভস্থল ও কপোলদেশের উপর গদার আঘাত করিতে লাগিলেন। ৩৬

তখন এইসব হস্তীরা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। তারপর মাহুতগণ যখন তাহাদের ফিরাইয়া আনিল, তখন তাহারা ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিল। ইহাতে মনে হইল—মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ৩৭

যেরূপ ইন্দ্র নিজের বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ক্রুদ্ধচিত্ত ভীমসেন আরোহী যোদ্ধা, অস্ত্র ও ধ্বজসহ সেই সাতশত গজরাজকে গদার আঘাতে বিনাশ করিলেন। ৩৮

তাহার পর শত্রুসৈন্যকারী কুন্তীপুত্র ভীমসেন সুবলপুত্র শকুনির অবশিষ্ট হস্তীসৈন্যকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৩৯

এইরূপ সেই দুর্যোধন আপনার সৈন্যদিগকে সন্তাপ দান করিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও সূর্য্য হইতেও অধিক তেজ এবং অন্য শত শত পুরুষের সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৪০

উপর হইতে সূর্য্য তাপদান করিতেছেন এবং নীচের দিক হইতে মহাত্মা ভীমসেন সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় আপনার সৈন্যবাহিনী আঘাতে আঘাতে চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমের ভয়ে ভীত আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী সমরাঙ্গণে তাঁহার সম্মুখ পরিহার করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪২

তদনন্তর চর্ম্মদ্বয় আবরণে যুক্ত পাঁচশত রথ ঘর্ঘর শব্দ করিতে করিতে চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণু অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন গদাদ্বারা, রথ ও অশ্বসকলের সহিত সেই পাঁচশত রথী বীরগণকে গদার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৪

তদনন্তর শকুনির আদেশে সৌবলাধীন বীরগণের দ্বারা সম্মানিত তিন হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা হস্তে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ করত ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৫

প্রত্যুদ্গম্য ত্বরেনাশু সাশ্বারোহাংস্তুরান্বিতা।
বিবিধান্ বিচরন্ মার্গান্ গদয়া সমপোথয়ৎ ॥ ৫৬
তেষামাসীদ্রথান্ শব্দস্তাড়িতানাঞ্চ সর্বশঃ।
অন্তর্ধিধ্যমানানাং নগানামিব ভারত ॥ ৫৭
এবং সুবল-পুত্রস্য ত্রিসাহস্রান্ হয়োত্তমান্।
হত্বাক্ষং রথমাস্থায় ক্রুদ্ধো রাধেয়মভ্যয়াৎ ॥ ৫৮
কর্ণোঽপি সমরে রাজন্ ধর্মপুত্রমরিন্দমম্।
স শরৈশ্ছাদয়ামাস সারথিং চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ৫৯
ততঃ স প্রদ্রুতং সংখ্যে রথং দৃষ্ট্বা মহারথঃ।
অশ্ববারং কিরন্ বাণৈঃ স্বন্দপথৈরভিক্রোশৈঃ ॥ ৬০
রাজানমভিধাবন্তং শরৈরাবৃত্য রোদসী
ক্রুদ্ধঃ প্রচ্ছাদয়ামাস শরজালেন মারিষ ॥ ৬১
সানিবৃত্তস্তুরূর্ণাং রাধেয়ঃ শত্রুকর্শনঃ

ভীমং প্রচ্ছাদয়ামাস সমন্তাৎসিনিভৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
ভীমসেনরথব্যগ্রং কর্ণং ভারত সাত্যকিঃ।
অত্যর্থয়দমেয়াত্মা পার্ষিগ্রহণকারণাৎ ॥ ৬৩
অত্যবর্তত কর্ণস্তমর্দিতোঽপি শরৈর্ভৃশম্।
তাবন্যোন্যং সমাসাদ্য বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৬৪
বিসৃজন্তৌ শরান্ ঘোরান্ বাত্রাজেতাং মনস্বিনৌ।
তাভ্যাং বিরুরুচে রাজেন্দ্র বিততং ভীমদর্শনম্ ॥ ৬৫
দ্যৌরপৃষ্ঠাকৃতং রৌদ্রং বাণজালং ব্যদৃশ্যতে।
নৈব সূর্যপ্রভা রাজন্ ন দিশঃ প্রদিশস্তথা ॥ ৬৬
প্রাজ্ঞায়িষ্ম বয়ং তে বা শরৈর্মুক্তৈঃ সহস্রশঃ।
মধ্যাহ্নে তপতো রাজন্ ভাস্করস্য মহাপ্রভাঃ ॥ ৬৭
শুভাঃ সর্বাঃ শরৌঘৈস্তৈঃ কর্ণ-পাণ্ডবয়োস্তদা।
সৌবলং কৃতবর্মাণং শ্রৌণিমাদিরথিং কৃপম্ ॥ ৬৮

ইহা দেখিয়া শত্রুহন্তা ভীমসেন অশ্বারোহী সৈন্যকে অগ্রসর হইয়া বিবিধ গদা আঘাতে পূর্বেই নিজের গমন আটকাইয়া সেই অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ভূতলে পোথিত করিয়া দিলেন। ৫৬

ভারত! যেরূপ বৃক্ষের উপর প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হয়, সেইরূপ গদার দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই অশ্বারোহী যোদ্ধাদের শরীর হইতে চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫৭

এইভাবে শকুনির তিন হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ক্রুদ্ধ ভীমসেন অন্য রথে আরোহণ করত সুতপুত্র কর্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

রাজন্! কর্ণও সমরাঙ্গণে এই সময়ে শত্রুদমন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন এবং সারথিকে গদার দ্বারা নিহত করত ভূপাতিত করিলেন। ৫৯

তাহার পর মহারথী কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সারথিহীন রথকে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া বজ্রসদৃশ নিনাদকারী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৬০

কর্ণকে দ্বারা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া বায়ুপুত্র ভীমসেন ত্বরিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আবৃত করিয়া পৃথিবী এবং আকাশকেও বাণসকলে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৬১

তখন শত্রুদমন রাধাপুত্র কর্ণ অতিক্রম করিয়া আসিয়া সর্বদিকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৬২

ভারত! তাহার পর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সাত্যকি ভীমসেনের রথের দিকে বাহুযুদ্ধকারে আগমনকারী কর্ণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন; তিনি ভীমসেনের পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছিলেন। ৬৩

কর্ণ সাত্যকির বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইলেও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহারা উভয়েই সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনস্বী পুরুষ ছিলেন। ইহারা পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া নির্দয় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৪½

রাজেন্দ্র! ইহারা উভয়েই আকাশে বাণসকলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জাল পাতিত করিলেন, যাহা ক্রৌঞ্চ পক্ষীর পৃষ্ঠভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ ও দেখিতে ভয়ঙ্কর ছিল। ৬৫½

রাজন্! সেখানে নিখিল সহস্র সহস্র বাণসমূহে না সূর্যের প্রভা, না দিক্‌সকল এবং না বিদিক্ (কোণ)-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমরা এবং আমাদের শত্রুগণও তখন তাহাকেও জানিতে পারিতেছিলাম না। ৬৬½

রাজন্! কর্ণ ও ভীমসেনের বাণসমূহে মধ্যাহ্নকালে তাপদানরত সূর্যের সম্পূর্ণ প্রচণ্ড কিরণাবলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬৭½

সেই সময় শকুনি, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্যকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পলায়মান কৌরববাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥ ৬৮½

সংসক্তান্ পাণ্ডবৈর্দৃষ্ট্বা বিদ্রুতাঃ কুরবঃ পুনঃ
তেষামাপততাং শব্দস্তত্র আসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৬৯
উদ্বৃত্তানাং যথা দৃষ্ট্বা সাগরাণাং ভয়াবহঃ।
তে সেনে ভৃশসংসক্তে দৃষ্ট্বান্যোন্যং মহাহবে ॥ ৭০
হর্ষেণ মহতা যুক্তে পরিগৃহ্য পরস্পরম্।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥ ৭১
তাদৃশং ন কদাচিদ্ধি দৃষ্টপূর্বং ন চ শ্রুতম্।
বলৌঘস্তু সমাসাদ্য বলৌঘং সহসা রণে ॥ ৭২
উপাসর্পত বেগেন বার্ধ্যোঘ ইব সাগরম্।
আসীন্নিনাদঃ সুমহান্ বলৌঘানাং পরস্পরম্ ॥ ৭৩
গর্জতাং সাগরৌঘাণাং যথা দ্যাবাপৃথিব্যোর্মহান্।
তে তু সেনে সমাসাদ্য বেগবত্যৌ পরস্পরম্ ॥ ৭৪
একীভাবমনুপ্রাপ্তে নদ্যাবিব সমাগমে।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে ঘোররূপং বিশাম্পতে ॥ ৭৫
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ লিপ্সতাং সুমহদ্ যশঃ।
শূরাণাং গর্জতাং তত্র হ্রাদিচ্ছেদকৃতা গিরঃ ॥ ৭৬
শ্রূয়ন্তে বিবিধা রাজন্ নামান্যুদ্দিশ্য ভারত।
যস্য যস্মিন্ রণে বাক্যং পিতৃতো মাতৃতোঽপি বা ॥ ৭৭
কর্মতঃ শীলতো বাপি স তদ্ভাবয়তে যুধি।
তান্ দৃষ্ট্বা সমরে শূরাংস্তর্জমানান্ পরস্পরম্ ॥ ৭৮
অভবন্মে মতী রাজন্ নৈষামস্তীতি জীবিতম্।
তেষাং দৃষ্ট্বা তু রুদ্ধানাং বপুঃস্বভিহতেজসাম্ ॥ ৭৯
অভবন্মে ভয়ং তীব্রং কথমেতদ্ ভবিষ্যতি।
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ কৌরবাশ্চ মহারথাঃ।
তত্তক্ষুঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিঘ্নন্তো হি পরস্পরম্ ॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে সঙ্কুলযুদ্ধে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

প্রজানাথ! সেই সময়ে ইহাদের প্রত্যাবর্তনে অতিশয় ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—স্বর্গের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সমুদ্রের ভয়ানক গর্জন হইতেছে ॥ ৬৯½

সেই মহাসময়ে পরস্পরকে দেখিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পরকে ধারণ করত অতিশয় হর্ষচিত্তে যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল ॥ ৭০½

তদনন্তর সূর্যের মধ্যাহ্নকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে পর অতিশয় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে আমরা কখনও দেখি নাই ॥ ৭১½

যেরূপ জলের প্রবাহ সবেগে আসিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ রণাঙ্গনে এক সৈন্যবাহিনী সবেগে অন্য সৈন্যবাহিনীর সহিত সহসা মিলিত হইল এবং পরস্পরের আঘাতজনিত বাণসমূহের প্রচণ্ড শব্দ সেইভাবে উদ্ভূত হইতে লাগিল, যেরূপ গর্জনকারী সাগরসমূহের গম্ভীর শব্দ হইয়া থাকে ॥ ৭২-৭৩½

যেরূপ দুইটি নদী পরস্পর মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই বেগযুক্তা সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ৭৪½

প্রজানাথ! সুমহৎ যশ লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া কৌরব ও পাণ্ডববাহিনীর মধ্যে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৭৫½

ভরতবংশের রাজন্! সেই সময় গর্জ-পুরুষ নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে করিতে যোদ্ধাগণের নানাবিধ বাক্য অবিচ্ছিন্নভাবে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৭৬½

রণাঙ্গনে যাহারা যাহা কিছু পিতা, মাতা, কর্ম অথবা স্বভাবতঃ বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই সব বৃত্তান্ত সে অন্যকে শুনাইতে লাগিল ॥ ৭৭½

রাজন্! সমরাঙ্গণে পরস্পরকে উদ্যত করিয়া তর্জন গর্জনকারী সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া আমার মনে এই বুদ্ধি আগরিত হইল যে, এখন আর ইহাদের জীবন থাকিবে না ॥ ৭৮½

ক্রুদ্ধ সেই অমিততেজস্বী বীরগণের দেহ দেখিয়া আমার এরূপ তীব্র ভয় উপস্থিত হইল যে, এই যুদ্ধ অতঃপর কিরূপ হইবে? ৭৯½

রাজন্! অনন্তর পাণ্ডব ও কৌরব মহারথী যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহ প্রয়োগ করিতে করিতে পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তত্রতত্র যুদ্ধম্, কৌরবসৈন্যানাং ব্যথাপ্রাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ক্ষত্রিয়াস্তে মহারাজ পরস্পরবধৈষিণঃ।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুঃ কৃতবৈরাঃ পরস্পরম্ ॥১
রথৌঘাশ্চ হয়ৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চ সমন্ততঃ।
গজৌঘাশ্চ মহারাজ সংসক্তাশ্চ পরস্পরম্ ॥২
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ কণপানাঞ্চ ক্ষিপ্যতাম্।
প্রাসানাং ভিন্দিপালানাং ভুশুণ্ডীনাঞ্চ সর্বশঃ ॥৩
সম্পাতং চাদ্রাক্ষাম সংগ্রামে ভৃশদারুণে।
পততা ইব সম্পেতুঃ সমন্তাচ্ছরবৃষ্টয়ঃ ॥৪
নাগান্ নাগাঃ সমাসাদ্য ব্যধমন্ত পরস্পরম্।
হয়া হয়াংশ্চ সমরে রুধিরেণ রুরোধিরে ॥৫
পত্তয়ঃ পত্তিভিঃসার্ধং হয়সঙ্ঘাংশ্চ পত্তয়ঃ
পত্তয়ো রথ-মাতঙ্গান্ রথা হস্ত্যশ্বমেব চ ॥৬
নাগাশ্চ সমরে রাজন্ মমৃদুঃ পৌরুষা নৃপ
বধ্যতাং তত্র শূরাণাং ক্রোশতাঞ্চ পরস্পরম্ ॥৭
ঘোরমারোদনং জজ্ঞে পশূনাং বৈশসং যথা।
রুধিরেণ সমাস্তীর্ণা ভাতি ভারত মেদিনী ॥৮
শস্ত্রগোপগণাকীর্ণা প্রাবৃষীব যথা ধরা।
যথা বা বাসসী শুক্লে মহারজনরঞ্জিতে ॥৯
বিভূয়াদ্ যুবতী ভাসা তদ্বদাসীদ্ বসুন্ধরা।
মাংসশোণিতচিত্রেব শাতকুম্ভময়ীব চ ॥১০
ভিন্নানাং চোত্তমাঙ্গানাং বাহূনাং চোরুভিঃ সহ।
কুণ্ডলানাং প্রবৃদ্ধানাং ভূষণানাঞ্চ ভারত ॥১১
নিষ্কাণামথ শূরাণাং শরীরাণাঞ্চ ধন্বিনাম্।
চর্মণাং সপতাকানাং সঙ্ঘাস্তত্রাপতন্ ভুবি ॥১২
গজা গজান্ সমাসাদ্য বিষ ণৈরর্দয়ন্ নৃপ।
বিষাণাভিহতাস্তত্র ভ্রাজন্তে গিরয়ো যথা ॥১৩
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গা দৈরিভ্রপ্রস্রবা ইব
যথা ভ্রাজন্তি সুকৃতঃ পর্বতা ধাতুমণ্ডিতাঃ ॥১৪

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের তত্রতত্র যুদ্ধ এবং কৌরবসৈন্যগণের ব্যথাপ্রাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া সমরাঙ্গণে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। ১

মহারাজ! রথসমূহ, অশ্বসকল, হস্তিগণ ও পদাতি মনুষ্যসমূহ চারিদিকে পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ২

সেই অত্যন্ত দারুণ সংগ্রামে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত পরিঘ, গদা, কণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডীসমূহের সংঘাত পতন আমরা দেখিতে পাইলাম। তখন চারিদিকে পতনশীলের ন্যায় বাণবর্ষণও হইতেছিল। ৩-৪

হস্তীরা অপর হস্তীদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে সঞ্চালিত করিতেছিল। সেই রণাঙ্গনে অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথী যোদ্ধারা রথী যোদ্ধাগণকে এবং পদাতি সৈন্যরা পদাতি সৈন্যদিগকে, অশ্বসকলে, রথ ও হস্তীদিগকেও মর্দিত করিতে লাগিল। হে নৃপ! এইরূপ রথী যোদ্ধারা হাতী ও অশ্বদিগকে এবং শিক্ষাশালী হস্তিগণ এই রণাঙ্গনে চতুর্দিকে অন্য তিনটি অঙ্গ বিনষ্ট করিতে লাগিল। ৫-৬½

সেখানে প্রহারোদ্যত ও পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া গর্জনকারী বীরগণের আর্তনাদে সেই যুদ্ধস্থল এরূপ ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল যে, যেন সেখানে পশুগণকে হত্যা করা হইতেছে। ৭½

ভারত! রক্তে সঞ্জাতোল্লাসে শায়িত যুদ্ধভূমি বর্ষাকালে ঈষদ্গোপনামক (ইন্দ্রগোপ) রক্ত বর্ণের কীটসমূহে ব্যাপ্ত ধরণীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। ৮½

অথবা কোন ভাস্বরবর্ণা যুবতী শ্বেতবর্ণের বস্ত্রকে হরিদ্রার গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিলে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপই এই রণভূমিও প্রতীত হইতেছিল। মাংস ও রক্তে চিত্রিতের ন্যায় সেই যুদ্ধভূমি সুবর্ণময়ী বলিয়া মনে হইতেছিল। ৯-১০

ভারত! সেখানে ভূতলে ছিন্ন মস্তক, বাহু, জঙ্ঘা, বহু বহু কুণ্ডল, অন্যান্য আভরণ, পরশু, মহার্হ বীরগণের শরীর, ঢাল ও পতাকাসমূহের বহু রাশি পতিত ছিল। ১১-১২

হে নৃপ! হস্তীরা হস্তীদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিল। দন্তের আঘাতে আহত হইয়া দন্তের দ্বারা বিদারিত হস্তিগণ গৈরিক

তোমরান্ সালিভির্মুক্তান্ প্রতীপানাস্থিতান্ বহূন্
হৈতৈর্বিচেরুস্তে নাগা বহুধুক্তাপরে তথা ॥ ১৫
নারাচৈশ্চিন্নবর্মাণো ভ্রাজন্তি স্ম গজোত্তমাঃ।
দ্বিপাগমে যথা রাজন্ ব্যাঘ্রা ইব মহীধরাঃ ॥ ১৬
শরৈঃ কনকপুঙ্খৈশ্চ চিত্রা রেজুর্গজোত্তমাঃ।
উল্কাভিঃ সম্প্রদীপ্তাগ্রাঃ পর্বতা ইব ভারত ॥ ১৭
কেচিদভ্যাহতা নাগৈর্নগা নগনিভোপমাঃ।
বিনেদুঃ সমরে তস্মিন্ পক্ষবন্ত ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৮
অপরে প্রাদ্রবন্ নাগা শল্যার্তা ব্রণপীড়িতাঃ।
প্রতিমানৈশ্চ কুম্ভৈশ্চ পেতুরুর্ব্যাং মহাহবে ॥ ১৯
বিনেদুঃ সিংহবচ্চান্যে নদন্তো ভৈরবান্ রবান্।
বজ্রসূর্যহবো রাজংশ্চক্রুস্তত্রাপরে গজাঃ ॥ ২০
হয়াশ্চ নিহতা বাণৈর্হেমজালবিভূষিতাঃ
নিবেদুশ্চৈব মনুষ্যাশ্চ রক্তমুক্তাশ্চ রেজিরে তদা ॥ ২১

অপরে কৃষ্ণমাণাশ্চ বিচেরুর্নো মহীতলে
ভাগান্ বহুবিধাংশ্চক্রুস্তাড়িতাঃ শরতোমরৈঃ ॥ ২২
নরাস্তু নিহতা ভূমৌ কূজন্তস্তত্র মারিষ।
দৃষ্ট্বা চ বান্ধবানন্যে পিতৄনন্যে পিতামহান্ ॥ ২৩
ধাবমানান্ পরাংশ্চান্যান্ দৃষ্ট্বান্যে তত্র ভারত।
গোত্রনামানি খ্যাতানি শশংসুরিতরেতরম্ ॥ ২৪
তেষাং ছিন্না মহারাজ ভুজাঃ কনকভূষণাঃ।
ঊরবশ্চেষ্টমানে বিচেষ্টন্তে পতন্তে চোৎপতন্তি চ ॥ ২৫
নিপতন্তি তথৈবান্যে ভূমৌ চ সহস্রশঃ।
বেগাংশ্চান্যে রণে চক্রুঃ পক্ষাস্তা ইব পন্নগাঃ ॥ ২৬
তে ভুক্তা ভোগিভোগাভাশ্ছিন্নবাহ্বা বিশাম্পতে।
লোহিতার্দ্রা ভৃশং রেজুস্তপনীয়ধ্বজা ইব ॥ ২৭
বর্তমানে তথা ঘোরে সঙ্কুলে সর্বতোদিশম্।
অবিজ্ঞায় চ তে যুদ্ধান্তে বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ২৮

বর্ষা জলস্রোতবাহী তরবারিযুক্ত পর্বতসকলের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল ॥ ১৩-১৪

যে হাতী অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমর ও যে সকলদিগকেও শুণ্ডের দ্বারা ধরিয়া বলপূর্বক বিনষ্ট করিতে ছিল এবং অপর হাতীরা উহাদিগকে দন্ত দ্বারা করিয়া ফেলিতে লাগিল ॥ ১৫

রাজন্! নারাচসকলে কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় গজযোধগণের সেইরূপ শোভা হইতে লাগিল, যেরূপ হেমন্তকালে মেঘযুক্ত পর্বতসমূহ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ১৬

হে ভারত! বিচিত্রভাবে সজ্জিত শ্রেষ্ঠ হাতিগণ সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত শিখরবিশিষ্ট পর্বতসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৭

সেই সমরাঙ্গণে পর্বততুল্য প্রতীয়মান যে হাতী অপর হাতিগণের দ্বারা আহত হইয়া পঙ্খযুক্ত পর্বতসকলের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৮

অপর বহুসংখ্যক হাতী বাণসমূহে ব্যথিত ও ক্ষতের দ্বারা পীড়িত হইয়া পলাইয়া যাইল এবং অন্য যে হাতী সেই মহাসমরে উভয় দন্ত ও মুষলদ্বয়ের দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া ধরাশায়ী হইল ॥ ১৯

রাজন্! অপর অনেক হাতী ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল, অপর বহু সংখ্যক হাতী চীৎকার করিতে থাকিল ॥ ২০

যুদ্ধের আরম্ভে বিভূষিত বহুসংখ্যক অশ্ব বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া যেখানে সেখানে অশ্ব ত্যাগ হইয়া যাইল এবং অপর যে অশ্ব রণ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২১

বাণ ও তোমরসকলে তাড়িত হইয়া যে অশ্ব ধরাতলে পতিত হইল এবং যে সকলের দ্বারা আরোহী হইতে থাকিয়া ছটফট করিতে করিতে নানাপ্রকার ঘোর আর্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২২

রাজন্! সেখানে আহত হইয়া ভূতলে পতিত যে মনুষ্য নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে দেখিয়া অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজ নিজ পিতা ও পিতামহকে দেখিয়া অব্যক্ত স্বরে নিজের কথা বলিতে থাকিল ॥ ২৩

ভরতসত্তম! অপর যে সকল মনুষ্য অন্যান্য যোদ্ধাগণকে যোদ্ধাইতে দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রসিদ্ধ নাম ও গোত্র বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৪

মহারাজ! মনুষ্যগণের ছিন্ন সহস্র সহস্র ঘর্ষণযুক্ত বাহু-সকল কখনও দেহে বেষ্টিত হইয়া যাইল, কখনও নীচেতে পড়িয়া যাইল এবং কখনও স্পন্দিত হইতে লাগিল ॥ ২৫

প্রজানাথ! সর্পগণের শরীরের ন্যায় প্রতীয়মান চন্দনচর্চিত যে বাহু রণাঙ্গনে পঙ্খযুক্তবিশিষ্ট সর্পতুল্য বেগ ধারণ করিল এবং রক্তে রঞ্জিত হওয়ায় সুবর্ণময়ী ধ্বজাসদৃশ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৬-২৭

সেই ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সমস্ত যোদ্ধারা পরস্পরকে

ভৌমেন রক্তসাহ্বকীর্ণে শস্ত্রসম্প্লাবসঙ্কুলে।
নৈব যে ন পরে রাজন্ ব্যজ্ঞায়ন্ত তথোভয়োঃ ॥ ২৯

তথা তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
লোহিতোদা মহানদ্যঃ প্রসস্রুস্তত্র চাসকৃৎ ॥ ৩০

শীর্ষপাষাণসংছন্নাঃ কেশ-শৈবল-শাদ্বলাঃ
অস্থিমীনসমাকীর্ণা ধনুঃশরগদোডুপাঃ ॥ ৩১

মাংসশোণিতপঙ্কিন্যো ঘোররূপাঃ সুদারুণাঃ।
নদীঃ প্রবর্ত্তয়ামাসুঃ শোণিতৌঘবিবাহিনীঃ ॥ ৩২

ভীরুবিত্রাসকারিণ্যঃ শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনাঃ।
তা নদ্যো ঘোররূপাস্তু নয়ন্ত্যো যমসাদনম্ ॥ ৩৩

অবগাঢ়ান্ মজ্জয়ন্ত্যঃ ক্ষত্রস্যাজনয়ন্ ভয়ম্।
ক্রব্যাদানাং নরব্যাঘ্র নদতাং তত্র তত্র হ ॥ ৩৪

ঘোরমায়োধনং হৃত্বা প্রেতরাজপুরোপমম্।
উত্থিতাস্তগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ৩৫

নৃত্যন্তি বৈ ভূতগণাঃ সুতৃপ্তা মাংসশোণিতৈঃ।
পীত্বা চ শোণিতং তত্র বসাং পীত্বা চ ভারত ॥ ৩৬

মেদোমজ্জাবসাময়ভক্ষ্যা মাংসস্য চৈব হ।
বাধমানাঃ স্ম দৃশ্যন্তে কাক-গৃধ্র-বকাস্তথা ॥৩৭

শূরাস্তু সমরে রাজন্ ভয়ং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজম্।
ঘোরব্রতসমাখ্যাতাশ্চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যতীতরৎ ॥ ৩৮

শরশক্তিসমাকীর্ণে ক্রব্যাদগণসঙ্কুলে।
ব্যচরন্ত রণে শূরাঃ স্বাপয়ন্তঃ স্বপৌরুষম্ ॥ ৩৯

অন্যোন্যং শ্রাবয়ন্তি স্ম নামগোত্রাণি ভারত।
পিতৃনামানি চ রণে গোত্রনামানি বা বিভো ॥ ৪০

শ্রাবয়ন্তশ্চ বহবস্তত্র যোদ্ধা বিশাম্পতে।
অন্যোন্যমবমৃদ্নন্তঃ শক্তি-তোমর-পট্টিশৈঃ ॥ ৪১

আঘাত করিতে করিতে অজ্ঞাতভাবের যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! অস্ত্রসকলের ঘোরাঘোরিক রবে পরিত্যাগ ও ধরণীর ধূলিতে আচ্ছাদিত সেই প্রদেশে নিজের এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যরা অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ায় তাহাদিগকে কেহ জানিতে পারিতে ছিল না ॥ ২৯

সেই যুদ্ধ এরূপ ঘোর ও ভয়ানক হইতেছিল যে, সেখানে বারংবার রক্তের ভয়ানকীসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥ ৩০

যোদ্ধাগণের ছিন্ন মস্তকাবলি শিলাখণ্ডসকলের ন্যায় ঐ সব নদীকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। উহাদের কেশই ছিল এই সকল নদীর শেওলা ও তৃণগুচ্ছ, অস্থিসমূহ উহাতে মৎস্যরূপে ব্যাপ্ত ছিল এবং ধনু, বাণ ও গদাসকল নৌকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৩১

উহাদের মধ্যে মাংস ও রক্তের কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়াছিল। রক্তের প্রবাহকে বর্দ্ধিত করিতে করিতে সেই ঘোর ও ভয়ঙ্কর নদীসকলকে যোদ্ধাগণ প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৩২

সেই ভয়ানক রূপবিশিষ্টা নদীসমূহ কাপুরুষগণকে ভীত ও শৌর্য্যশালী বীরদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং প্রাণিসকলকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছিল ॥ ৩৩

যাহারা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকে এই সকল নদী নিজেদের মধ্যে অবগাহন করাইতে ছিল এবং ক্ষত্রিয়গণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে গর্জ্জনকারী মাংসভক্ষী জন্তুগণের শব্দে সেই ঘৃতসদৃশ প্রেতরাজের নগরীর ন্যায় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৩৪-৩৫

সেখানে চারিদিকে উত্থিত অসংখ্য কবন্ধ ও রক্ত মাংসের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া ভূতগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভারত! ইহারা সকলেই রক্ত ও বসা পান করত তৃপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৪-৩৬

মেদ, বসা, মজ্জা ও মাংসের দ্বারা তৃপ্ত ও মত্ত কাক, শকুনি এবং বকসকলকে চারিদিকে উড়িতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩৭

রাজন্! এই সময়ে যোদ্ধাগণের ব্রতপালনবিষয়ে বিখ্যাত শৌর্য্যশালী বীরগণ অতিদুস্ত্যজ ভয়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভীকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

বাণ ও শক্তিসকলে পরিব্যাপ্ত এবং মাংসভক্ষী জন্তুগণে পূর্ণ সেই রণাঙ্গনে বীরগণ যোদ্ধারা নিজেদের পুরুষার্থের খ্যাতিবর্দ্ধন করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৯

হে ভারত! হে প্রভো! রণাঙ্গনে বহু যোদ্ধা পরস্পরকে নিজেদের ও পিতৃগণের নাম এবং গোত্রের কথা শুনাইতে ছিলেন। প্রজানাথ! নাম ও গোত্র শুনাইতে শুনাইতে বহুসংখ্যক যোদ্ধা শক্তি, তোমর ও পট্টিশসকলের দ্বারা পরস্পরকে ধূলিতে মিশাইয়া দিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪১

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোররূপে সুদারুণে
ব্যদীদৃং কৌরবী সেনা ভিন্না নৌরিব সাগরে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ণি সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

এইরূপ সেই ঘোর ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সমুদ্রে তগ্না নৌকার ন্যায় কৌরব-সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে এবং বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনেন দশসহস্রসংশপ্তকযোধানাং তৎসৈন্যানাঞ্চ সংহারঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াণাং নিমজ্জনে।
গাণ্ডীবস্য মহাঘোষঃ শ্রূয়তে যুধি মারিষ ॥ ১

সংশপ্তকানাং কদনকরোদ্ যত্র পাণ্ডবঃ।
কৌসলানাং তথা রাজন্ নারায়ণবলস্য চ ॥ ২

সংশপ্তকাস্তু সমরে শরবৃষ্টীঃ সমসৃজতঃ।
অপাতয়ন্ পার্থমুখি জয়গৃদ্ধাঃ প্রহর্ষবঃ ॥ ৩

তা বৃষ্টীঃ সহসা রাজংস্তরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
ব্যগাহত রণে পার্থঃ বিনিঘ্নন্ রথিনাং বরান্ ॥ ৪

বিগাহ্য তদ্ রথানীকং কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।

আদদাদ ততঃ পার্থঃ সুশর্মাণং শরোত্তমম্ ॥ ৫
স তস্য শরবর্ষাণি ববর্ষ রথিনাং বরঃ।
তথা সংশপ্তকাংশ্চৈব পার্থঃ বাণৈঃ সমার্পয়ন্ ॥ ৬
সুশর্মা তু ততঃ পার্থং বিদ্ধ্বা দশভিরাশুগৈঃ।
জনার্দনং ত্রিভির্বাণৈরহনৎ দক্ষিণে ভুজে ॥ ৭
ততোঽপরেণ ভল্লেন কেতুং বিব্যাধ মারিষ।
স বানরবরো রাজন বিশ্বকর্মকৃতো মহান্ ॥ ৮
ননাদ সুমহানাদং ভীষয়াণো জগন্তি চ
রূপেণ্ড নিনদং শ্রুত্বা সুসুস্থা তব বাহিনী ॥ ৯
ততঃ বিপুলমাদায় নিশ্চেষ্টা সমপদ্যত
ততঃ সা তুতুলে সেনা নিশ্চেষ্টারক্ষিতা নৃপ ॥ ১০

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক দশসহস্র সংশপ্তক যোদ্ধা ও তাহাদের সৈন্যগণকে সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য্য! যখন ক্ষত্রিয়গণের সংহারকারক এই ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন অপর দিকে যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধনুর তীব্র শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১

রাজন্! সেখানে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সংশপ্তকগণকে, কোশলদেশীয় যোদ্ধাদিগকে এবং নারায়ণী সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে ছিলেন ॥ ২

সমরাঙ্গণে জয়াকাঙ্ক্ষী সংশপ্তকগণ অত্যন্ত হৃষিত হইয়া অর্জুনের মস্তকে চারিদিক্ হইতে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩

রাজন্! সেই বাণবর্ষণকে সবেগে সহসা ধারণ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণকে সংহার করিতে করিতে শক্তিশালী অর্জুন রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

শিলানাশিত ও কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে হৃষীকেশকে অর্জুন রথী সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করত শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত সুশর্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

রথী বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুশর্মা তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অন্য সংশপ্তক যোদ্ধারাও অর্জুনকে বহু বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৬

সুশর্মা দশটি বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুতে তিনটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৭

মাননীয় রাজন্! তৎপরক্ষণ অপর একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধ্বজকেও বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে সেই সময় বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্ম্মিত বিশাল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সকলকে ভীত করিতে করিতে ভীষণরবে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮-৯

হনুমানের এই গর্জন শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং মনের মধ্যে ব্যথার শোষণ করিতে করিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন ॥ ১০

হে নৃপ! তারপর সেখানে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত আপনার

নানাপুষ্পসমাকীর্ণং যথা চৈত্ররথং বনম্।
প্রতিপদ্য ততঃ সংজ্ঞাং যোধাস্তে কুরুসত্তম ॥ ১১
অর্জুনং সিষিচুর্বাণৈঃ পর্বতং জলদা ইব।
পরিবব্রুস্ততঃ সর্বে পাণ্ডবস্য মহারথম্ ॥ ১২
নিগৃহ্য তং প্রচুক্রুশুর্ঘ্নন্তো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তে হয়ান্ রথচক্রে চ রথেষাং চাপি মারিষ ॥ ১৩
নিগ্রহীতুমুপাক্রামন্ ক্রোধাবিষ্টাঃ সমন্ততঃ।
নিগৃহ্য তং রথাৎ তস্য যোধাস্তে তু সহস্রশঃ ॥ ১৪
নিগৃহ্য বলবৎ সর্বে সিংহনাদমথানদন্।
অপরে জগৃহুশ্চৈব কেশবস্য মহাভুজৌ ॥ ১৫
পার্শ্বস্থে মহারাজ রথস্থং জগৃহুর্ভুবি।
কেশবস্তু ততো বাহূ বিধুনন্ রণমূর্ধনি ॥ ১৬
পাতয়ামাস তান্ সর্বান্ দুষ্টহস্তীব হস্তিপান্।
ততঃ ক্রুদ্ধো রথে পার্থঃ সংবৃতঃ কৈরহারষৈঃ ॥ ১৭

সেই সৈন্যগণ নানাবিধ পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ চৈত্ররথনামক বনের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন ॥ ১০½

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করত আপনার এইসব যোদ্ধারা অর্জুনের উপর মেঘ যেরূপ পর্বতের উপর জলবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১½

তারপর ইহারা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বিশাল রথকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। যদিও এই সকল যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, তথাপি তাঁহারা সকলেই সেই বিশাল রথকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ১২½

মাননীয় মহাশয়! ক্রোধাবিষ্ট সংশপ্তকগণ সর্বদিকে আক্রমণ করিতে করিতে অর্জুনের রথের অশ্বগণকে, রথচক্ররক্ষকে এবং ঈষাদণ্ডকেও ধরিবার জন্য উদ্যম করিতে লাগিলেন ॥ ১৩½

এইরূপ সেই সব হাজার হাজার যোদ্ধারা তাঁহার রথকে বলপূর্বক ধারণ করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪½

মহারাজ! অপর যে যোদ্ধা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বাহুদ্বয়কে ধরিয়া ফেলিলেন। অন্য যোদ্ধারা আবার রথের উপর উপবিষ্ট অর্জুনকেও গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫½

তখন যেরূপ দুষ্ট হাতী মাহুতকে ভূতলে পাতিত করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুকে কম্পিত করিয়া সেই সব সৈন্যদিগকে রণাগ্রভাগে নীচেতে পাতিত করিলেন ॥ ১৬½

তারপর এইসব মহারথী বীরগণে পরিবৃত অর্জুন নিজের

নিগৃহীতং রথাদ্ দৃষ্ট্বা কেশবং চাপ্যভিদ্রুতম্
রথাদ্রুচ্যাস্য বহবঃ পদাতয়োঽপ্যপাতয়ন্ ॥ ১৮
আসন্নাংশ্চ তথা যোধান্ শরৈরাসন্নযোধিভিঃ।
ছাদয়ামাস সমরে কেশবং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো সংশপ্তকগণান্ বহূন্।
ক্ষুণ্ণান্ ধারণং কর্ম বধ্যমানান্ সহস্রশঃ ॥ ২০
রথবন্ধমিমং ঘোরং পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
যঃ সহেত পুমাঁল্লোকে মদন্যো যদুপুঙ্গব ॥ ২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বীভৎসুর্দেবদত্তমথাধমৎ।
পাঞ্চজন্যঞ্চ কৃষ্ণোঽপি পূরয়ন্নিব রোদসী ॥ ২২
তং তু শঙ্খরবং শ্রুত্বা সংশপ্তকরথিনী।
সসঞ্চাল মহারাজ চিত্রভানুরিব ভূবম্ ॥ ২৩
পাঞ্চজন্যং ততশ্চক্রে পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
নাগদত্তং মহারাজ সম্প্রকীর্য্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪

রথকে ছাড়িয়া ও শ্রীকৃষ্ণকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া ক্রোধাবেশে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১৭½

তিনি নিজের রথের উপর আরূঢ় বহুসংখ্যক গদাধারিসৈন্যকে (ঘাড়া দিয়া) ভূতলে পাতিত করিলেন এবং সমীপস্থ সংশপ্তক যোদ্ধাদিগকে নিকট হইতে দূর করার উপযোগী বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিলেন ও সমরাঙ্গণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৮-১৯

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, এই দারুণ কর্মকারী বহুসংখ্যক সংশপ্তক যোদ্ধা কিরূপ সহস্র সহস্র সংখ্যায় আহত হইতেছে ॥২০

হে যদুশ্রেষ্ঠ! মর্তলোকে এই ভূতলে আমি ব্যতীত অপর এরূপ কোন ব্যক্তি নাই, যে ব্যক্তি এই ভয়ানক রথবন্ধের (রথের গ্রহণ বা পরিবেষ্টনের) সম্মুখীন হইতে পারে ॥ ২১

এই কথা বলিয়া অর্জুন দেবদত্তনামক শীয় শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পৃথিবী ও আকাশকে পরিপূরিত করিতে করিতে পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খবাদ্য করিলেন ॥ ২২

মহারাজ! সেই শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া সংশপ্তক সৈন্যগণ কম্পিত হইলেন এবং ভীত হইয়া দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

হে মহারাজ! তদনন্তর শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বারংবার নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সকলের পাদবন্ধন করিলেন ॥ ২৪

তে বদ্ধাঃ পাণ্ডবেয়েন পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
নিশ্চেষ্টাভবন্ রাজন্মশ্মারময়া ইব ॥ ১৫
নিশ্চেষ্টাংস্তু ততো যোধানবধীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
যথেন্দ্রঃ সমরে দৈত্যাংস্তারকস্য বধে পুরা ॥ ২৬
তে বধ্যমানাঃ সমরে মুমুচুস্তং রথোত্তমম্।
আয়ুধানি চ সর্বাণি বিসৃষ্টানুপচক্রমুঃ ॥ ২৭
তে বদ্ধাঃ পাণ্ডবেয়েন ন শেকুশ্চেষ্টিতুং নৃপ।
ততস্তানবধীৎ পার্থঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৮
সর্বযোধা হি সমরে ভুজগৈর্বেষ্টিতাভবন্।
বাসুদ্দিশ্য রণে পার্থঃ পাণ্ডবস্য চকার হ ॥ ২৯
ততঃ সুশর্মা রাজেন্দ্র গৃহীত্বা বীক্ষ্য বাহিনীম্।
সৌপর্ণমস্ত্রং ধরিতঃ প্রাদুশ্চক্রে মহারথঃ ॥ ৩০
ততঃ সুপর্ণাঃ সম্পেতুর্ভক্ষয়ন্তো ভুজঙ্গমান্।
তে বৈ বিসৃষ্টবুদ্ধানা দৃষ্ট্বা তান্ খচরান্ নৃপ ॥ ৩১
ততো বলাৎ তদ্বিমুক্তং পাণ্ডবস্যাস্ত্রং বিশাম্পতে।
মেঘবৃন্দাদ্ যথা মুক্তো ভাস্করস্তাপয়ন্ প্রজাঃ ॥ ৩২
বিপ্রমুক্তাস্ত্র তে যোধাঃ ফাল্গুনস্য রথং প্রতি।
সমন্তাদ্বাণসঙ্ঘাংশ্চ শস্ত্রসঙ্ঘাংশ্চ মারিষ ॥ ৩৩
বিবিধানি চ শস্ত্রাণি প্রত্যবিধ্যন্ত সর্বশঃ।
তাং মহাস্ত্রময়ীং বৃষ্টিং সংছিদ্য শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৪
শুশর্মা তু ততো রাজন্ বাণেনানতপর্বণা ॥ ৩৫
অর্জুনং প্রথমে বিদ্ধ্বা বিব্যাধাষ্টভিরিষুভিঃ শরৈঃ।
স পাটবিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ৩৬
ততস্তে উচ্চুক্রুশুঃ সর্বে হতঃ পার্থ ইতি স্ম হ।
ততঃ শঙ্খনিনাদাংশ্চ ভেরীশব্দাংশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ৩৭

রাজন্! মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক তাঁহারা পাশবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িলে পর সেই সংশপ্তক যোদ্ধারা লৌহনির্মিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন। ২৫

তারপর পুরাকালে ইন্দ্র তারকাসুরকে বধ করিবার সময় সমরাঙ্গণে যেরূপ দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই নিশ্চেষ্ট সংশপ্তক যোদ্ধাগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬

সমরাঙ্গণে বাণসমূহের প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অর্জুনের সেই উত্তম রথকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার উপর বিদ্বেষের অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিলেন। ২৭

হে নৃপ! সেই সময় এই সব যোদ্ধারা পাশবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ায় কোনরূপ চেষ্টা করিতেই পারিলেন না। তখন অর্জুন আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন।২৮

রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ অর্জুন যে সব যোদ্ধাগণকে লক্ষ্য করিয়া পাশবন্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখন রণভূমিতে বাণসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। ২৯

হে রাজেন্দ্র! মহারথী সুশর্মা নিজের সৈন্যদিগকে নাগসমূহের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়িতে দেখিয়া অভিমন্ত্রিত গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৩০

তাহার পর একত্রে বহু গরুড় পক্ষী সেই সময় উক্ত নাগসমূহের উপর পতিত হইল এবং তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। নৃপ! এই গরুড় পক্ষীদিগকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া সেই সমস্ত নাগগণ পলায়ন করিল। ৩১

প্রজানাথ! যেরূপ সূর্যদেব মেঘমণ্ডল হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণিবর্গকে তাপদান করিতে করিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই সংশপ্তক সৈন্যগণ অভিনব যোদ্ধা পাইতে লাগিলেন। ৩২

আর্য! বন্ধনমুক্ত হইলে পর সংশপ্তক যোদ্ধারা অর্জুনের রথকে লক্ষ্য করত বাণসমূহ ও অন্যান্য বহু অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্রসকলকে চারিদিক্ হইতে ক্ষেপণ করিতে থাকিলেন। ৩৩½

তদনন্তর শত্রুবীর সংহারকারী ইন্দ্রপুত্র অর্জুন তাঁহার বাণসমূহের বর্ষণে তাঁহাদের সেই মহাস্ত্রসকলের বর্ষণকে নিবারণ করত সেই যোদ্ধাগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৪½

রাজন্! এই সময় সুশর্মা আনতপর্বযুক্ত একটি বাণে অর্জুনের ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া অপর তিনটি বাণের দ্বারাও তাঁহাকে আঘাত করিলেন। এই বাণসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অর্জুন ব্যথিতচিত্তে রথের পশ্চাদ্ভাগের আসনে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ৩৫-৩৬

তাহার পর সমস্ত যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—অর্জুন নিহত হইয়াছেন। তখন নানাদিক্ হইতে শঙ্খধ্বনি, ভেরী সমূহের প্রচণ্ড শব্দ এবং অন্যান্য নানাবিধ বাদ্যসকলের ধ্বনির সহিত যোদ্ধাগণের সিংহনাদ হইতে লাগিল। ৩৭½

নানাবাদিত্রনিনদাঃ সিংহনাদাশ্চ জজ্ঞিরে
প্রবিবেশ ততঃ সংজ্ঞাং শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥ ৩৮
ঐন্দ্রমস্ত্রমমেয়াত্মা প্রাদুশ্চক্রে দুরাসদঃ।
ততো বাণসহস্রাণি সমুৎপেতানি মারিষ ॥ ৩৯
সর্বদিক্ষু ব্যদৃশ্যন্ত নিঘ্নতি তব বাহিনীম্।
হয়ান্ রথাংশ্চ সমরে শরৈঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৪০
বধ্যমানে ততঃ সৈন্যে তস্মিন্ সুমহদাবিশৎ।
সংশপ্তকগণানাঞ্চ গোপালানাঞ্চ ভারত ॥ ৪১
ন হি তত্র পুমান্ কশ্চিদ্ যোঽর্জুনং প্রত্যবিধ্যত।
পঞ্চতাং তত্র বীরাণামহন্যত বলং তব ॥ ৪২
হস্তিমানমপঙ্ক্তাংশ্চ নিশ্চেষ্টাঁশ্চ পরাক্রমে।
অযুধ্যং তত্র যোধানাং হতা পাণ্ডুসুতো রণে ॥ ৪৩
সাম্রাজ্ঞত মহারাজ বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্
চতুর্দশ সহস্রাণি যানি নিষ্টানি তাবত ॥ ৪৪
রথানাময়ুতং চৈব ত্রিসাহস্রাশ্চ বর্ত্তিনঃ।
ততঃ সংশপ্তকা ভূয়ঃ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৫
সর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্য জয়ং বাপ্যনিবর্ত্তনম্।
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ তাবকানাং বিশাম্পতে ॥
ধূম্রেণ বলিনা সার্ধং পাণ্ডবেন কিরীটিনা ॥ ৪৬
(জিত্বা তান্ তুমুলং পার্থঃ শক্রন্ শক্র ইবাসুরান্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

তখনত্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর সারথি, সেই অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন শ্বেতবাহন অর্জুন সংজ্ঞালাভ করত অতিশয় ত্বরা সহকারে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৩৮।

মাননীয় মহাশয়! ইহাতে সমস্ত দিক্‌মণ্ডলে সহস্র সহস্র বাণ আবির্ভূত হইল এবং আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে দেখা যাইল। ৩৯।

সমরাঙ্গণে অস্ত্র সকলের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্ব এবং রথারোহী যোদ্ধারা নিহত হইতে লাগিল ভারত! এইরূপে যখন সৈন্যরা নিহত হইতে থাকিল, তখন সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। ৪০-৪১।

সেই সময় সেখানে এমন কোনও পুরুষ ছিলেন না, যিনি অর্জুনের উপর প্রত্যাঘাত করিতে পারেন। সেস্থলে সমস্ত বীর যোদ্ধাদের সম্মুখেই আপনার সৈন্যদের বিনাশ হইতে লাগিল। ৪২।

সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীই তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন পরাক্রম করিতেই পারেন নাই, এমন অবস্থাতেই তাঁহারা নিহত হইতে থাকিলেন। আমি এ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই রণাঙ্গনে বহু হাজার যোদ্ধাকে সংহার করত ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৪৩।

হে ভারত! সেই সময় সংশপ্তক সৈন্যগণের চৌদ্দ হাজার পদাতি, দশ হাজার রথী এবং তিন হাজার হাতী অবশিষ্ট থাকিল। ৪৪।

তাহার পর সংশপ্তকগণ পুনরায় 'নিহত হইব অথবা জয়লাভ করিব' এরূপ নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধ হইতে কখনও যিনি পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৪৫।

প্রজানাথ! পুনরায় সেখানে কিরীটধারী বলবান্ বীর্যশালী বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত আপনার সৈন্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই শত্রুদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে সেইভাবে সংহার করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ৪৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যের শিখণ্ডিনঃ পরাজয়ঃ, সুকেতুবধঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন কৃতবর্ম্মণঃ পরাভবশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিঃ সুতপুত্রশ্চ মারিষ।
উলূকঃ সৌবলশ্চৈব রাজা চ সহ সোদরৈঃ॥ ১
সীদমানাং চমূং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রভয়ার্দ্দিতাম্।
সমুজ্জহ্রুঃ স্ম বেগেন ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে॥ ২
ততো মুহূর্ত্তমভবদ্ যুদ্ধমত্যদ্ভুতং তদা।
তীরুণাং ত্রাসজননং শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনম্॥ ৩
কৃপেণ শরবর্ষাণি প্রভিমুক্তানি সংযুগে।
সৃঞ্জয়াংশ্ছাদয়ামাসুঃ শলভানাং ব্রজা ইব॥ ৪
শিখণ্ডী চ ততঃ ক্রুদ্ধো গৌতমং পরিতো যযৌ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি সমন্তাদ্ দ্বিজপুঙ্গবম্॥ ৫
কৃপস্তু শরবর্ষং তদ্ বিনিহত্য মহাস্ত্রবিৎ।
শিখণ্ডিনং রণে ক্রুদ্ধো বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ॥ ৬

(মহদাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং মুহূর্ত্তমিব ভারত।
ক্রুদ্ধয়োঃ সমরে রাজন্ রাম-রাবণয়োরিব॥)

ততঃ শিখণ্ডী কুপিতঃ শরৈঃ সপ্তভিরাহবে।
কৃপং বিব্যাধ কুপিতঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ॥ ৭
ততঃ কৃপঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সোঽতিবিদ্ধো মহারথঃ।
ব্যশ্ব-সূত-রথং চক্রে শিখণ্ডিনমথো দ্বিজঃ॥ ৮
হতাশ্বাৎ তু ততো যানাদবপ্লুত্য মহারথঃ।
খড়্গং চর্ম্ম তথা গৃহ্য সম্বরং ব্রাহ্মণং যযৌ॥ ৯
তমাপতন্তং সহসা শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ছাদয়ামাস সমরে তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ১০
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শিলানাং প্লবনং যথা।
নিশ্চেষ্টিতুম্ রণে রাজন শিখণ্ডী সমতিষ্ঠত॥ ১১
কৃপেণচ্ছাদিতং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তম শিখণ্ডিনম্।
প্রাদ্রবদ্যযৌ কৃপঃ তূর্ণং ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ॥ ১২

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাভব, সুকেতু বধ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা কৃতবর্ম্মার পরাভব।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মান্যবর! কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, উলূক, শকুনি এবং ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রে ভগ্না নৌকার ন্যায় নিজের সৈন্যদিগকে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের ভয়ে পীড়িত ও অবসন্ন হইতে দেখিয়া তীব্রবেগে আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। ১-২

তারত! তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধরিয়া সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধ কাপুরুষগণের ত্রাসজনক এবং সৌর্য্যশালী বীরগণের হর্ষবর্দ্ধক ছিল। ৩

কৃপাচার্য্য যুদ্ধস্থলে প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই বাণসমূহ পঙ্গপালের ন্যায় সৃঞ্জয়-যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ৪

ইহাতে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অতিক্রুদ্ধ বিপ্রবর গৌতমগোত্রীয় কৃপাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং চারি দিক্ দিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫

মহাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সেই বাণবর্ষণকে নিবারণ করিয়া কুপিতচিত্তে তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬

(রাজন্! সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ রাম ও রাবণের ন্যায় এই দুই বীর কৃপাচার্য্য এবং শিখণ্ডীর মধ্যে মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধরিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিল।)

তাহার পর শিখণ্ডী কুপিত হইয়া যুদ্ধস্থলে কঙ্কপক্ষযুক্ত সাতটি সরলগামী বাণের দ্বারা ক্রুদ্ধ কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

এই সব তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া মহারথী বিপ্রবর কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে অশ্বগণ, সারথি ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। ৮

তখন মহারথী শিখণ্ডী অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত হস্তে চাল ও তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক অভিক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৯

তাঁহাকে সহসা নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য স্বর্ণভূষিতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে শিখণ্ডীকে আচ্ছাদিত করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত কার্য্য বলিয়াই মনে হইতেছিল। ১০

রাজন্! রণাঙ্গনে শিখণ্ডী নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিলেন। তখন সেখানে প্রস্তরসমূহের প্লবনের ন্যায় আমরা এক অদ্ভুত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। ১১

হে নৃপোত্তম! শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যের বাণসমূহে আচ্ছাদিত

দৃষ্ট্বাঽঽয়ং ততো যান্তং শারদ্বতরথং প্রতি।
প্রতিজগ্রাহ বেগেন কৃতবর্মা মহারথঃ। ১৩
যুধিষ্ঠিরমথায়ান্তং শারদ্বতরথং প্রতি।
সপুত্রঃ সহসৈন্যশ্চ দ্রোণপুত্রো ন্যবারয়ৎ। ১৪
নকুলং সহদেবশ্চ দ্বয়মাগৌ মহারথৌ।
প্রতিজগ্রাহ তে পুত্রঃ শরবর্ষেণ বারয়ন্। ১৫
ভীমসেনো বৃহদ্বাংশ্চ কেকয়ান্ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
কর্ণো বৈকর্তনো যুদ্ধে বারয়ামাস ভারত। ১৬
শিখণ্ডিনস্ততো বাণান্ কৃপঃ শারদ্বতো যুধি।
প্রাহিণোৎ দ্বরয়া যুক্তো শিখণ্ডিনিব মারিষ। ১৭
তান্ শরান্ প্রেষিতাংস্তেন সমন্তাৎ বর্মভূষিতান্।
চিচ্ছেদ খড়্গমাবিধ্য ভ্রাময়াংশ্চ পুনঃ পুনঃ। ১৮
শতচন্দ্রঞ্চ তচ্চর্ম গৌতমস্য মহাত্মনঃ
ব্যধমৎ সাধুকৈর্যুক্তঃ তস্য উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ। ১৯

স বিচর্ম্মা মহারাজ খড়্গপাণিরুপাদ্রবৎ।
কৃপস্য রথমাপন্নো মৃত্যোরাস্যমিবাতুরঃ। ২০
শারদ্বতশরৈর্ভগ্নং ক্লিশ্যমানং মহাবলঃ।
চিত্রকেতুসুতো রাজন্ সুকেতুস্ত্বরিতো যযৌ। ২১
বিকিরন্ ব্রাহ্মণং যুদ্ধে বহুভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অভ্যাপতদমেয়াত্মা গৌতমস্য রথং প্রতি। ২২
দৃষ্ট্বা চ যুক্তং তং যুদ্ধে ব্রাহ্মণং চরিতব্রতম্।
অপযাতস্ততস্তূর্ণং শিখণ্ডী রাজসত্তম। ২৩
সুকেতুস্তু ততো রাজন্ গৌতমং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যধ্বা বিব্যাধ সপ্তত্যা পুনশ্চৈনং ত্রিভিঃ শরৈঃ। ২৪
অথাস্য সশরং চাপং পুনশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
সারথিং শরেণাশু কৃপস্য মর্মঘাতাতুরম্। ২৫
গৌতমস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুর্গৃহ্য নবং দৃঢ়ম্।
সুকেতুং ত্রিংশতা বাণৈঃ সর্বমর্মস্বতাড়য়ৎ। ২৬

হইয়া যাইতে দেখিয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যুর রক্ষার্থী হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য আগমন করিলেন। ১২

ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপাচার্য্যের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া মহারথী কৃতবর্ম্মা বেগে তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন। ১৩

এইরূপ পুত্র ও সৈন্য সহ যুধিষ্ঠিরকে কৃপাচার্য্যের রথের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ১৪

মহারথী নকুল এবং সহদেবও দ্বয়া করিয়া সেই সময় আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে বাণবর্ষণের দ্বারা প্রতিরোধ করিলেন। ১৫

ভারত! ভীমসেনকে এবং বৃহদ্বল, কেকয় ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদিগকে সূর্য্যপুত্র কর্ণ যুদ্ধে রুদ্ধ করিলেন। ১৬

মাননীয় কৃপাল! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য যুদ্ধস্থলে যেন শিখণ্ডীকে বধ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া অতিদ্রুত দ্বয়া সহকারে তাঁহার উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১৭

তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বর্মভূষিত বাণসকলকে শিখণ্ডী বারংবার তরবারি ঘুরাইয়া ছেদন করিয়া দিলেন। ১৮

হে ভারত! তখন কৃপাচার্য্য তাঁর বাণসমূহের দ্বারা শিখণ্ডীর শতচন্দ্রাকার চিহ্নে চিহ্নিত ঢালটিকে সত্বর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিল। ১৯

মহারাজ! যেরূপ রোগী মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃপাচার্য্যের বশীভূত শিখণ্ডী নিজের ঢালটি নষ্ট হইয়া যাইলেও কেবল তরবারি হাতে লইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ২০

রাজন্! শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যের বাণসমূহের দ্বারা ক্লান্ত হইয়া পীড়িত হইতে দেখিয়া চিত্রকেতুর পুত্র মহাবল সুকেতু তাঁহার সহায়তার জন্য সত্বর অগ্রসর হইলেন। ২১

সুকেতু রথের আস্তরণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাঁহার রথের দিকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া শিখণ্ডী অতিদ্রুত সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। ২৩

রাজন্! তদনন্তর সুকেতু কৃপাচার্য্যকে প্রথমে নব্বই বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিয়াত্তরটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৪

মাননীয়! তাহার পর বাণসহ তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং একটি বাণে সারথির মর্মস্থানে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ২৫

ইহাতে কৃপাচার্য্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অন্য একটি নূতন সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করত সুকেতুর সমস্ত মর্মস্থানসমূহে ত্রিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৬

স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গঃ প্রচচাল রথোত্তমে।
ভূমিকম্পে যথা বৃক্ষশ্চচাল কম্পিতো ভৃশম্ ॥ ২৭
চলত্তস্য কায়াৎ তু শিরো জলিতকুণ্ডলম্।
লোকীষং সশিরস্ত্রাণং ক্ষুরপ্রেণ যথাতথম্ ॥ ২৮
তদ্ধিরঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ শ্যেনাহৃতমিবামিষম্।
ততোঽস্য কায়ো বসুধাং পশ্চাৎ প্রাপতদচ্যুত ॥ ২৯
তস্মিন্ হতে মহারাজ ভ্রাতাস্যস্য পুরোগমাঃ।
গৌতমং সমরে ত্যক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥ ৩০
ধৃষ্টদ্যুম্নং তু সমরে সংনিবার্য্য মহারথঃ।
কৃতবর্মাব্রবীত্তূর্ণং তিষ্ঠেতি ভারত ॥ ৩১
তদদ্ভুতং তুমুলং যুদ্ধং বৃষ্ণি-পার্ষতয়ো রণে।
আমিষার্থে যথা যুদ্ধং শ্যেনয়োঃ ক্রুদ্ধয়োর্নৃপ ॥ ৩২
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে হার্দিক্যং নবভিঃ শরৈঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ পীড়য়ন্ ধনুষি কান্তরম্ ॥ ৩৩

কৃতবর্মা তু সমরে পার্ষতেন মৃদাহতঃ।
পার্ষতং সরথং সাশ্বং ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৩৪
সরথস্ত্বাদিতো রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নো ন দৃশ্যতে।
মেঘৈরিব পরিচ্ছন্নো ভাস্করো জলধারিভিঃ ॥ ৩৫
বিধুয় তং বাণগণং শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
ব্যরোচত রণে রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃতব্রণঃ ॥ ৩৬
ততস্তু পার্ষতঃ ক্রুদ্ধঃ শস্ত্রবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
কৃতবর্মাণমাসাদ্য ব্যসৃজৎ পৃতনাপতিঃ ॥ ৩৭
তামাপতন্তীং সহসা শস্ত্রবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্হার্দিক্যোঽবারয়দ্ যুধি ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা তু বারিতাং যুদ্ধে শস্ত্রবৃষ্টিং সুরসদাম্
কৃতবর্মাণমাসাদ্য ব্যধমামাস পার্ষতঃ ॥ ৩৯
সারথিং চাস্য তরসা প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্।
তল্লেন নিশিতাগ্রেণ স হতঃ প্রাপতদ্ রথাৎ ॥ ৪০

ইহাতে সুকেতুর সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া গেল সেই সময় তাহার বীর উত্তম রথের উপর সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন যেরূপ ভূমিকম্প হইলে পর কোন বৃক্ষ তীব্র বেগে কাঁপিতে থাকে ॥ ২৭

সেই অবস্থায় কৃপাচার্য্য একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা সুকেতুর উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত, উষ্ণীষ (পাগড়ী) ও শিরস্ত্রাণ সহ মস্তককে তাঁহার সেই কম্পিত দেহ হইতে বেগের সহিত ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৮

অবিচ্ছিন্ন প্রতাপশালী রাজন্! সেই মস্তক রাজপক্ষী কর্ত্তৃক আনীত মাংসখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহার পর তাঁহার দেহও ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৯

মহারাজ। সুকেতু নিহত হইলে পর তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যরা ভীত হইয়া সমরাঙ্গণে কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩০

ভারত। অন্যদিকে মহারথী কৃতবর্মা সমরাঙ্গণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রুদ্ধ করিয়া অতিশয় হর্ষের সহিত বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥৩১

হে নৃপ। যেরূপ মাংসখণ্ডের জন্য দুইটি রাজপক্ষীর মধ্যে ক্রোধের সহিত সঙ্ঘর্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে কৃতবর্মা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩২

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার বক্ষে নবটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাঘাতে প্রাণ হইয়া সমরাঙ্গণে কৃতবর্ম্মা বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্ব ও রথ সহ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! যেরূপ জলধারাবর্ষণকারী মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন সূর্য্যদেবকে দেখা যায় না; সেইরূপ কৃতবর্ম্মার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া রথসহ ধৃষ্টদ্যুম্ন দৃষ্টিগোচর হইলেন না ॥ ৩৫

মহারাজ! যদিও ধৃষ্টদ্যুম্ন আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা কৃতবর্ম্মার বাণবর্ষণকে নষ্ট করত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

তাহার পর ক্রুদ্ধ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার নিকট যাইয়া তাঁহার উপর তীব্র অস্ত্রবর্ষণের ঘন আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

নিজের উপর সহসা সেই ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে আসিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে কৃতবর্ম্মা কয়েক হাজার বাণপ্রহার করিয়া উহা নিবারণ করিলেন ॥ ৩৮

রণাঙ্গনে সেই দুর্জয় বাণবর্ষণকে রুদ্ধ হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার উপর আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বপতি রোষ করিলেন এবং সারথিকে তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা সংবেগে নিহত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন। মৃত সারথি তখন রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯-৪০

(কৃতবর্ম্মা তু সংক্রুদ্ধো দিবক্ষুরিব পাবকঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ সর্ব্বান্ পাণ্ডবান্ পর্য্যবারয়ৎ।
ততো রাজন্ মহেষ্বাসঃ কৃতবর্ম্মাশমাত্ত বৈ।
গদাং গৃহ্য পুনর্বেগাৎ কৃতবর্ম্মাণমাহবে।
সোঽভিবিদ্ধো বলবতা ক্রপদস্যমূর্চ্ছিতো হতঃ।
প্রদ্রুতো রথমারোপ্য অপোবাহ রণাজিরাৎ।)
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু বলবান্ জিত্বা শত্রূঃ মহাবলম্।
কৌরবান্ সমরে তূর্ণং বারয়ামাস সাত্বতৈঃ। ৪১
ততস্তে ভারতা যোধা ধৃষ্টদ্যুম্নমুপাদ্রবন্।
সিংহনাদরবং কৃত্বা ততো যুদ্ধমবর্ত্তত। ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৪

(কৃতবর্ম্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে উত্তত অগ্নির ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা লইয়া পুনরায় তীব্র বেগে মহাসমরে কৃতবর্ম্মার উপর গদার আঘাত করিলেন।

সেই বলবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রচণ্ড গদাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া কৃতবর্ম্মা পতিত হইলেন। তখন দ্রুতগা তাঁহাকে নিজের রথে তুলিয়া লইয়া রণভূমি হইতে অপসারিত করিলেন।)

এইরূপ বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাশক্তিধর শত্রু কৃতবর্ম্মাকে জয় করিয়া বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গনে সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে সত্বর নিবারণ করিলেন। ৪১

তখন আপনার সমস্ত যোদ্ধারা সিংহনাদ করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহাতে সেখানে আবার যুদ্ধ বাধিয়া যাইল॥ ৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ভূমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থামো তরত্তরং যুদ্ধম্, সাত্যকেঃ সারথেবিনাশঃ, অশ্বত্থামানং পরিহায় যুধিষ্ঠিরস্যাগ্রত গমনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণিস্তু যুধিষ্ঠিরং দৃষ্ট্বা সৈন্যেনোদ্যতকার্ম্মুকঃ।
দ্রৌপদেয়ৈস্তথা ভূয়ৈর্ভাসমানঃ সমন্ততঃ। ১
কিরন্নিষুগণান্ ঘোরান্ স্বর্ণপুঙ্খান্ শিলাশিতান্।
দর্শয়ন্ বিবিধান্ মার্গান্ শিক্ষাঞ্চ লঘুহস্তবৎ। ২
ততঃ খং পূরয়ামাস শরৈর্দিব্যাস্ত্রমূর্চ্ছিতৈঃ।
যুধিষ্ঠিরক্ষ সমরে পরিবার্য্য মহাস্ত্রবিৎ। ৩
দ্রৌণায়নিশরচ্ছন্নঃ স প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
বাণকৃত্তমভূৎ সর্ব্বমাদ্যোধনশিরো মহৎ। ৪
বাণজালং দিবিচ্ছন্নং স্বর্ণজালমিবাদ্ভুতম্।
ততস্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বিতানমিব বিষ্ঠিতম্। ৫
তেনচ্ছন্না নভো রাজন্ বাণজালেন ভাস্বতা।
অন্ত্রচ্ছায়েব সংজজ্ঞে বাণরুদ্ধে নভস্তলে। ৬

পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার তুমুল যুদ্ধ, সাত্যকির সারথির বিনাশ এবং অশ্বত্থামাকে ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অগ্রভাগে গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সাত্যকি এবং সৌন্যশালী বীর দ্রৌপদী-পুত্রগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় দুর্বলসহকারে তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন। ১

তিনি মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন; সেইজন্য দ্রুত হস্ত চালাইতে নিপুণ যোদ্ধার ন্যায় শিলাশাণিত, স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এবং নানাপ্রকার রণমার্গ ও শিক্ষা দেখাইতে দেখাইতে দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিমন্ত্রিত বাণ সকলের দ্বারা সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিয়া আকাশকে সেই সকল বাণে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ২-৩

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পক্ষীর সেখানে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। যুদ্ধের সেই বিশাল ক্ষেত্র তখন বাণময় হইয়া যাইল॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বর্ণজাল বিভূষিত এই বাণ-জাল আকাশে বিস্তৃত হইয়া সেখানে বিস্তৃত বিতানের (চাঁদোয়ার) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৫

রাজন্! এই প্রকাশমান বাণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ আকাশ মণ্ডল আবৃত হইয়া পড়িল। বাণসমূহে রুদ্ধ আকাশে যেন মেঘের ছায়া আসিয়া উপস্থিত হইল॥৬

তত্রাশ্চর্যমপশ্যাম বাণভূতে তথাবিধে
ন হ্য সম্পততে ভূতং কিঞ্চিদেবান্তরিক্ষগম্ ॥ ৭
সাত্যকির্যতমানস্তু ধর্মরাজস্য পাণ্ডব:।
তথেতরাণি সৈন্যানি ন হ্য চক্রু: পরাক্রমম্ ॥ ৮
দ্রৌণায়নং দ্রৌপদেয়স্তু দৃষ্ট্বা তত্র মহারথা:।
ব্যসৃজন্ত মহারাজ ন চৈনং প্রত্যবীক্ষিতুম্ ॥ ৯
সেকুতে সর্বরাত্রানস্তপন্তমিব ভাস্করম্।
বধ্যমানে ততঃ সৈন্যে দ্রৌপদেয়া মহারথা: ॥ ১০
সাত্যকির্ধর্মরাজশ্চ পাঞ্চালাশ্চাপি সর্বশ:।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং ঘোরং দ্রৌণায়নিমুপাদ্রবন্ ॥ ১১
সাত্যকি: সপ্তবিংশত্যা দ্রৌণিং বিদ্ধ্বা নিশীমুখৈ:।
পুনর্বিব্যাধ নারাচৈ: সপ্তভি: ষড়্ভিরেব চ ॥ ১২
যুধিষ্ঠিরস্ত্রিসপ্তত্যা প্রতিবিন্ধ্যশ্চ সপ্তভি:।
শ্রুতকর্মা ত্রিভিশ্চৈব শ্রুতকীর্তিশ্চ সপ্তভি: ॥ ১৩
শতানীকশ্চ নবভি: শতানীকশ্চ সপ্তভি:।
সুতসোমশ্চ নবভি: শতানীকশ্চ সপ্তভি:।
অন্যে চ বহব: শূরা বিব্যধুস্তং সমন্ততঃ ॥ ১৪
স তু ক্রুদ্ধস্ততো রাজন্নাশীবিষ ইব শ্বসন্
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা প্রত্যবিধ্যচ্ছিলীমুখৈ: ॥ ১৫
শ্রুতকীর্তিং নবভি: সুতসোমং পঞ্চভি:।
অষ্টভি: শ্রুতকর্মাণং প্রতিবিন্ধ্যং ত্রিভি: শরৈ: ॥ ১৬
শতানীকং নবভির্ধর্মপুত্রং পঞ্চভি:।
ততেতরাংস্ততঃ শূরান্ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামতাড়য়ৎ ॥ ১৭
শ্রুতকীর্তেস্তথা চাপং চিচ্ছেদ নিশিতৈ: শরৈ:।
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় শ্রুতিকীর্তির্মহারথ: ॥ ১৮
দ্রৌণায়নিং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা বিব্যাধান্যৈ: শিতৈ: শরৈ:।
ততো দ্রৌণির্মহারাজ শরবর্ষেণ মারিষ ॥ ১৯
ছাদয়ামাস তং সৈন্যং সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ধর্মরাজস্য কার্মুকম্। ২০
দ্রৌণিশ্চিচ্ছেদ বিহসন্ বিব্যাধ চ শরৈস্ত্রিভি:।
ততো ধর্মসুতো রাজন্ প্রগৃহ্যাচ্ছত্রুতং ধনু: ॥ ২১

এইভাবে আকাশ যখন হইয়া গেল তখন আমরা সেখানে এই আশ্চর্য বিষয় অবলোকন করিলাম যে, আকাশচারী কোনও প্রাণীই সে স্থল দিয়া উড়িয়া যাইতে পারিল না ॥ ৭

সেই সময় মহাধনুর্ধর সাত্যকি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য যোদ্ধারাও পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিলেন না ॥ ৮

মহারাজ! দ্রৌপদীপুত্রগণ এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সেখানে অবস্থিত সকল মহারথী নরপতিগণই আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং তাপদানরত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী অশ্বত্থামার দিকে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলেন না ॥ ৯½

অনন্তর যখন পাণ্ডব-সৈন্যরা বিনষ্ট হইতে থাকিল, তখন মহারথী দ্রৌপদীপুত্রগণ, সাত্যকি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পাঞ্চাল-সৈন্যরা একত্রে সংগঠিত হইয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্বক দ্রৌণনন্দন অশ্বত্থামার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১০-১১

সাত্যকি প্রথমে সাতাশটি বাণের দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি স্বর্ণভূষিত নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

যুধিষ্ঠির তিয়াত্তর, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্মা তিন, শ্রুতকীর্তি সাত, সুতসোম নয় ও শতানীক সাতটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্যান্য বহু বীর যোদ্ধাও চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

রাজন্! তখন ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পসদৃশ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে অশ্বত্থামা সাত্যকিকে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫

তারপর শ্রুতকীর্তিকে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতকর্মাকে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পাঁচ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে দুইটি দুইটি বাণে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ১৬-১৭

তারপর তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শ্রুতকীর্তির ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন। তখন মহারথী শ্রুতকীর্তি অন্য একটি ধনু লইয়া দ্রৌণনন্দন অশ্বত্থামাকে প্রথমে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে অন্য বহু বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮½

তারপর ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ! তাহার পর দ্রৌণনন্দন অশ্বত্থামা নিজের বাণসমূহের বর্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাহিনীকে চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯

ইহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন দ্রৌণপুত্র অশ্বত্থামা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন এবং হাস্য করিতে করিতে পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০½

রাজন্! তখন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অন্য একটি বিশাল ধনু হাতে লইয়া দ্রৌণপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে সত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২১½

দ্রৌণিং বিব্যাধ সপ্তত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো দ্রৌণেঃ প্রহরতো রণে ॥২২
অর্ধচন্দ্রেণ তীক্ষ্ণেন ধনুশ্ছিত্বানদদ্ ভৃশম্।
ছিন্নধন্বা ততো দ্রৌণিঃ শক্ত্যা শক্তিমতাং বরঃ ॥ ২৩
সারথিং পাতয়ামাস শৈনেয়স্য রথাদ্ দ্রুতম্।
অথাস্যন্ ধনুরাদায় দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৪
শৈনেয়ং শরবর্ষেণচ্ছাদয়ামাস ভারত।
তস্যাশ্বাঃ প্রদ্রুতাঃ সংখ্যে পতিতে রথসারথৌ ॥ ২৫
তত্র তত্রৈব ধাবন্তঃ সমদৃশ্যন্ত ভারত।
যুধিষ্ঠিরপুরোগাস্তু দ্রৌণিং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥ ২৬
অভ্যবর্ষন্ত বেগেন বিসৃজন্তঃ শিতান্ শরান্।
আগচ্ছমানানাজ্ঞায় দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধরূপান্ পরন্তপঃ ॥ ২৭
প্রহসন্ প্রতিজগ্রাহ দ্রোণপুত্রো মহারণে
ততঃ শরশতজ্বালঃ সেনাকক্ষং মহারথঃ ॥ ২৮

দ্রৌর্বিদহে সমরে কক্ষমগ্নির্যথা বনে।
তদ্ বলং পাণ্ডুপুত্রস্য দ্রোণপুত্রপ্রতাপিতম্ ॥ ২৯
দুদ্রুবে ভরতশ্রেষ্ঠ দিশিনেব নদীসুখম্।
দৃষ্ট্বা চৈব মহারাজ দ্রোণপুত্রপরাক্রমম্ ॥ ৩০
নিহতান্ মেনিরে সর্বান্ পাণ্ডূন্ দ্রোণসুতেন বৈ।
যুধিষ্ঠিরস্তু ঋষিতো দ্রোণশিষ্যো মহারথঃ ॥ ৩১
অব্রবীদ্ দ্রোণপুত্রায় রোষামর্ষসমন্বিতঃ।

(যুধিষ্ঠির উবাচ।

জানামি ত্বাং যুধি শ্রেষ্ঠং বীর্যাবন্তং মহাবলম্।
কৃতাস্ত্রং কৃতিনং চৈব তথা লঘুপরাক্রমম্ ॥
বলমেকন্তু ভগবান্ সর্বং পার্থেষু যদি দর্শয়েৎ।
ততস্ত্বাং বলবন্তঞ্চ কৃতিনঞ্চ বিদুর্হে ॥
ন হি বৈ পার্থতঃ দৃষ্ট্বা সমরে শত্রুসূদনম্।
ভবেৎ তব বলং কিঞ্চিদ্ ব্রবীমি ত্বা ন তু দ্বিজম্ ॥)
তৈস্য নাম তব প্রীতির্নৈস নাম কৃতজ্ঞতা ॥ ৩২

ইহার পর ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকি রণাঙ্গনে প্রহারকারী অশ্বত্থামার বক্ষটিকে তীক্ষ্ণধার অর্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা ছিন্ন করত তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ২১।

ধনু ছিন্ন হইলে পর শক্তিশালী বীরশ্রেষ্ঠ মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা একটি শক্তি নিক্ষেপ করিয়া শিনিপৌত্র সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন। ২৩।

তারত! তাহার পর প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ধনুগ্রহণ করত সাত্যকিকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ২৪।

ভরতনন্দন! তাঁহার রথের সারথি ভূপাতিত হইলে পর অশ্বগণ ইতস্ততঃ অনিয়ন্ত্রিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সকল অশ্বকে তখন চারিদিকে ধাবিত হইতে দেখা যাইত। ২৫।

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-মহারথীরা অশ্বত্থামা বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামার উপর তীব্রবেগে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৬।

শত্রুতাপন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই মহাসমরে এই পাণ্ডব-মহারথী বীরগণকে ক্রোধের সহিত আক্রমণ করিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ২৭।

যেরূপ অগ্নি বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুল্মকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহারথী অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে শস্ত্র বাণরূপ শিখা-সমূহে প্রজ্বলিত পাণ্ডবসৈন্যরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুল্মকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৮।

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ দিগ্গজ মত্ত নদীর প্রবাহকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণপুত্রের দ্বারা সন্তাপিত পাণ্ডবসৈন্যরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ২৯।

মহারাজ! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার পরাক্রম দেখিয়া সকলে ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, দ্রোণসুত অশ্বত্থামা দ্বারা সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা নিহত হইবে। ৩০।

তদনন্তর ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ দ্রোণশিষ্য মহারথী যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বলিলেন। ৩১।

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি জানি; তুমি যুদ্ধে পরাক্রমী, মহাবলশালী, শস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, বিদ্বান্ এবং শীঘ্রতাসহকারে পুরুষার্থপ্রকাশ করিতে পার।

কিন্তু যদি নিজের এই সম্পূর্ণ বল তুমি জগৎপূজ্য পার্থদিগের উপর দেখাইতে পার, তবে আমরা জানিব—তুমি বলবান্ এবং শস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্।

শত্রুনাশন পার্থদিগকে যুদ্ধস্থলে দেখিয়া তোমার বল কিছু থাকে বলে না। (তোমার কথা দেখিয়া) আমি তোমাকে সেই কারণে ব্রাহ্মণ বলিতে পারিব না।)

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ যে তুমি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহাতে তোমার স্নেহ জানা যায় না এবং তোমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় না। ৩২।

ততস্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র মামেবাদ্য নিষাংসসি।
ব্রাহ্মণেন তপঃ কার্য্যং দানমধ্যয়নং তথা॥ ৩৩
ক্ষত্রিয়েণ ধনুর্নাম্যং স ভবান্ ব্রাহ্মণধ্রুবঃ।
নিবর্ত্তস্ব মহাবাহো যুধি জেষ্যামি কৌরবান্॥ ৩৪
যুদ্ধস্য সময়ে কর্ম ব্রহ্মবন্ধুরসি ধ্রুবম্।
এবমুক্তো মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ স্মরন্নিব॥ ৩৫
যুক্তং তত্তৎ সমিক্ষ্য নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ।
অনুক্ত্বা চ ততঃ কিঞ্চিদ্ধ্রুবর্ষেণ পাণ্ডবম্॥ ৩৬
ধ্যায়ন্নিবাস সমরে ক্রুদ্ধোঽন্তক ইব প্রজাঃ।
স হন্যমানস্তু তদা দ্রোণপুত্রেণ মারিষ॥ ৩৭
পার্থোঽপযাতঃ শীঘ্রং বৈ বিহায় মহতীং চমূম্।
অপযাতে ততস্তস্মিন্ ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে॥ ৩৮
দ্রোণপুত্রস্ততো রাজন্ প্রত্যগাৎ স মহামনাঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজংস্ত্বরন্ দ্রৌণিং মহাহবে।
প্রযযৌ তাবকং সৈন্যং যুক্তঃ ক্রূরায় কর্মণে॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি পার্থাপযানে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণের তপস্যা, দান ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধ করা ত' ক্ষত্রিয়ের কার্য্য; অতএব তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ॥ ৩৩½

মহাবাহো! আজ আমি তোমার সাক্ষাতেই যুদ্ধে কৌরব-সৈন্যদিগকে বধ করিব। তুমি সময়ে পরাক্রম প্রকাশ কর। নিশ্চয়ই তুমি একজন ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণ॥ ৩৪½

মহারাজ! তিনি এই কথা বলিলে পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠিরের কথা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ ছিল, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কিছু উত্তর দিলেন না॥ ৩৫½

তিনি কোনরূপ উত্তর না দিয়া সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ যম যেরূপ প্রলয়কালে প্রাণীদিগকে আক্রান্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে শরনিকর করিয়া আক্রান্ত করিলেন॥ ৩৬½

মান্যবর! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বাণসমূহে আক্রান্ত হইয়া কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সেই সময় তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অতিসত্বর সেখান হইতে পলায়ন করিলেন॥ ৩৭½

রাজন্! তাঁহার পর যখন যুধিষ্ঠির চলিয়া যাইলেন মহামনা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অকস্মাৎ গমন করিলেন॥ ৩৮½

হে রাজন্! অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করত যুধিষ্ঠির পুনরায় ক্রূর কর্ম করিবার জন্য আপনার সৈন্যের দিকে প্রস্থান করিলেন॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরের পলায়নবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুল-সহদেবাভ্যাং সহ দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধম্, বৃষ্টদ্যুম্নেন দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ, কর্ণেন সসৈন্য-পাঞ্চাল-যোধানাং বিনাশঃ, সসৈন্য-কৌরবযোদ্ধৃণাং ভীমসেনেন সংহারঃ, অর্জুনেন সংশপ্তক-সৈন্যানাং বধঃ, অর্জুনেন সহ অশ্বত্থামো যুদ্ধম্, অশ্বত্থামঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীমসেনঃ সপাঞ্চাল্যাং চেদি-কেকয়সৃঞ্জয়ম্।
বৈকর্ত্তনঃ স্বয়ং রুদ্ধ্বা বারয়ামাস সায়কৈঃ॥ ১
ততস্তু চেদি-কারূষান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ মহারথান্।
কর্ণো জঘান সমরে ভীমসেনস্য পশ্যতঃ॥ ২
ভীমসেনস্ততঃ কর্ণং বিহায় রথসত্তমম্।
প্রববৌ কৌরবং সৈন্যং কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৩
সূতপুত্রোঽপি সমরে পাঞ্চালান্ কেকয়াংস্তথা।
সৃঞ্জয়াংশ্চ মহেষ্বাসান্ নিজঘান সহস্রশঃ॥ ৪
সংশপ্তকেষু পার্থশ্চ কৌরবেষু বৃকোদরঃ।
পাঞ্চালেষু তথা কর্ণঃ ক্ষয়ং চক্রুর্মহারথাঃ॥ ৫
তে ক্ষত্রিয়া দহ্যমানাস্ত্রিভিস্তৈঃ পাবকোপমৈঃ
অন্যূ বিনাশং সমরে রাজন্ তস্মিন্নুপস্থিতে তদা॥ ৬

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[নকুল-সহদেবের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ, বৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পরাজয়, কর্ণের দ্বারা সৈন্যগণ পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বিনাশ, সসৈন্য কৌরব-যোদ্ধাদিগকে ভীমসেনের সংহার, অর্জুন কর্ত্তৃক সংশপ্তক সৈন্যগণের বধ, অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয় সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত ভীমসেনকে স্বয়ং সূর্য্যনন্দন কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ করত তাঁহার অগ্রগতি বন্ধ করিয়া দিলেন। ১

তদনন্তর সমরাঙ্গণে কর্ণ ভীমসেনের সাক্ষাতেই চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয় মহারথী বীরগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২

তখন ভীমসেনও রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণকে পরিহার করিয়া বৈশ্য অগ্নি তৃণনির্ম্মিত কুটীরকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

সূতপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণকে নিহত করিলেন। ৪

অর্জুন সংশপ্তকগণের, ভীমসেন কৌরব-সৈন্যদের এবং পাঞ্চাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই তিন মহারথী বীর বহুসংখ্যক শত্রু-সৈন্য বিনাশ করিলেন। ৫

অগ্নিতুল্য তেজস্বী এই তিন বীর কর্ত্তৃক দগ্ধ হইতে থাকিয়া ক্ষত্রিয়গণ সমরাঙ্গণে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। রাজন্! এ সমস্তই আপনার দুষ্পরামর্শের ফল। ৬

তদনন্তর! তখন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া নব্বই বাণে নকুল ও তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

হে জনাধিপ! ইহার পর অশ্বের শ্রান্তবলসম্পন্ন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন একটি ক্ষুর বাণের দ্বারা সহদেবের সুবর্ণময় ধনু ছেদন করিলেন। ৮

রাজন্! তাহার পর সমরাঙ্গণে আপনার পুত্রকে ক্রুদ্ধ নকুল সাত এবং সহদেব পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন। ৯

এই দুই যোদ্ধা সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের প্রধান ছিলেন। দুর্য্যোধন পতিত্বে কুপিত হইয়া ইঁহাদের বক্ষে পাঁচটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১০

রাজন্! তাহার পর তিনি সহসা দুইটি অস্ত্রের দ্বারা নকুল ও সহদেবের ধনু ছেদন করিয়া দিলেন এবং উভয়কেই একটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ১১

তখন সেই দুই বীর নকুল-সহদেব ইন্দ্রধনুতুল্য সুন্দর অপর দুইটি ধনু গ্রহণ করত বৃত্রবধে দেবপুত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১২

ততস্তৌ রভসৌ যুদ্ধে ভ্রাতরৌ ভ্রাতরং যুধি।
শরৈর্বিষক্তুর্ঘোরৈর্মহাস্যেষৌ যথাচলম্ ॥ ১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ তব পুত্রো মহারথঃ।
পাণ্ডুপুত্রৌ মহেষ্বাসৌ বারয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ১৪
ধনুর্মণ্ডলমেবাস্য দৃশ্যতে যুধি ভারত।
সায়কাংশ্চৈব মুঞ্চন্তে নিশ্চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫
আচ্ছাদয়ন্ দিশঃ সর্বাঃ সূর্যাংশ্চৈবাংশবো যথা।
বাণভূতে ততস্তস্মিন্ সংছন্নে চ নভস্তলে ॥ ১৬
যমাভ্যাং দদৃশে রূপং কালান্তকযমোপমম্।
পরাক্রমং তু তং দৃষ্ট্বা তব সূনোর্মহারথাঃ। ১৭
মৃত্যোরুপান্তিকং প্রাপ্তৌ মাদ্রীপুত্রৌ ন মেনিরে।
ততঃ সেনাপতী রাজন্ পাণ্ডবস্য মহারথঃ। ১৮
পার্ষতঃ প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা সুযোধনঃ
মাদ্রীপুত্রৌ ততঃ শূরৌ বার্তিক্রম্য মহারথৌ ॥ ১৯

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তব সুতং বারয়ামাস সায়কৈঃ।
তমবিধ্যদমেয়াত্মা তব পুত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥ ২০
পাঞ্চাল্যং পঞ্চবিংশত্যা প্রহসন্ পুরুষর্ষভঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা তব পুত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥ ২১
বিদ্ধ্বা ননাদ পাঞ্চাল্যং ষষ্ট্যা পঞ্চভিরেব চ।
তথাস্য সশরং চাপং হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ॥ ২২
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন রাজা চিচ্ছেদ সংযুগে।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং পাঞ্চাল্যঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ২৩
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভারসহং নবম।
প্রজ্বলদ্ভির বেগেন সংরম্ভাদ্ রুধিরেক্ষণঃ ॥ ২৪
অশোভত মহেষ্বাসো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃতব্রণঃ।
স পঞ্চদশ নারাচান্ প্রসৃতঃ পন্নগাশিন ॥ ২৫
জিঘাংসুর্ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নো বাণাসনজ্ঞ।
তে বর্ম চেমনিকৃত্তা বিভিদুর্ভারসাধিতাঃ ॥ ২৬

তাহার পর যেরূপ দুই খণ্ড বিশাল মেঘ পর্বতের উপরিভাগে বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বেগশালী বীর ভ্রাতা নকুল ও সহদেব ভ্রাতা দুর্যোধনের উপর শরবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! তখন আপনার মহারথী পুত্র দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দুই মহাধনুর্ধর পাণ্ডুনন্দনকে বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

ভারত! সেই সময় কেবল তাঁহার ধনুক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছিল এবং তাহা হইতে চারিদিক্ দিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসকল সূর্যের কিরণাবলির ন্যায় সমস্ত দিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ১৫½

সেই সময় যখন আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া বাণময় হইল, তখন নকুল ও সহদেব আপনার পুত্র দুর্যোধনের ধনুক কালান্তক যমের ন্যায় বর্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬½

আপনার পুত্রের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল মহারথী বীরগণ এরূপ মনে করিতে থাকিলেন যে, মাদ্রীর এই দুই পুত্র মকুল ও সহদেব মৃত্যুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৭½

রাজন্! তখন পাণ্ডব-সেনাপতি দ্রুপদপুত্র মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে রাজা দুর্যোধন ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮½

মহারথী বীরবর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকে সমরে করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সুতং বারয়ামাস সায়কৈঃ।
তমবিধ্যদমেয়াত্মা তব পুত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥ ২০
পাঞ্চাল্যং পঞ্চবিংশত্যা প্রহসন্ পুরুষর্ষভঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা তব পুত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥ ২১
বিদ্ধ্বা ননাদ পাঞ্চাল্যং ষষ্ট্যা পঞ্চভিরেব চ।
তথাস্য সশরং চাপং হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ॥ ২২
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন রাজা চিচ্ছেদ সংযুগে।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং পাঞ্চাল্যঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ২৩
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভারসহং নবম।
প্রজ্বলদ্ভির বেগেন সংরম্ভাদ্ রুধিরেক্ষণঃ ॥ ২৪
অশোভত মহেষ্বাসো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃতব্রণঃ।
স পঞ্চদশ নারাচান্ প্রসৃতঃ পন্নগাশিন ॥ ২৫
জিঘাংসুর্ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নো বাণাসনজ্ঞ।
তে বর্ম চেমনিকৃত্তা বিভিদুর্ভারসাধিতাঃ ॥ ২৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের বাণসমূহের আঘাতে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে ক্ষত করিলেন ॥ ১৯½

তখন অমেয় আত্মবলসম্পন্ন আপনার অমর্ষশীল পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন হাস্য করিতে করিতে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০½

তদনন্তর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন আপনার অমর্ষশীল পুত্র দুর্যোধন পঁয়ষট্টি বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২১½

আর্য! পুনরায় রাজা দুর্যোধন যুদ্ধস্থলে একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসহ ধনু এবং হস্তত্রাণ (দস্তানা) ছেদন করিলেন ॥ ২২½

শত্রুনাশন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া সবেগে অপর একটি ভার সহ করিতে সমর্থ ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩½

সেই সময় তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। এই কারণে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪½

ধৃষ্টদ্যুম্ন ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় প্রাণ-ত্যাগকারী সর্পগণের ন্যায় বিষাক্ত পনেরটি নারাচ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৫½

শিলাসাধিত বর্ম ও মনুষ্যকঙ্কাল এই সকল বাণ রাজা দুর্যোধনের সুবর্ণময় কবচকে ছেদন করত তীব্রবেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৬½

বিবিভর্দ্ধনুষো বেগাৎ কবচং হিমবাসসঃ।
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ পুত্রস্তেঽতিব্যরাজত ॥ ২৭
বসন্তকালে সুমহান্ প্রফুল্ল ইব কিংশুকঃ।
স ছিন্নবর্মা নারাচপ্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতঃ ॥ ২৮
বৃষ্ট্যায়স্য ততস্তেন ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং ধ্বজমাশো মহীপতিঃ ॥ ২৯
সায়কৈর্দশভী রাজন্ দ্রুবোর্মধ্যে সমার্পয়ৎ।
তস্য তেঽশোভয়ন্ বক্ত্রং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতাঃ ॥ ৩০
প্রফুল্লং পঙ্কজং যদ্বদ্ ভ্রমরা মধুলিপ্সবঃ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং বৃষ্ট্যায়ো মহামনাঃ ॥ ৩১
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভীমাংশ্চ বোড়শ।
ততো দুর্য্যোধনস্যাশ্বান্ হত্বা সূতঞ্চ পত্রিভিঃ ॥ ৩২
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন জাতরূপপরিষ্কৃতম্
রথং সোপস্করং ছত্রং শক্তিং যষ্টীর্গদাং ধ্বজম্ ॥ ৩৩

তস্যৈশ্ছিনদ্ধনুশ্ছেদ দশভিঃ পুত্রস্য তব পার্থিবঃ।
তপনীয়াঙ্গদং চিত্রং নাগং মণিময়ং শুভম্ ॥ ৩৪
অন্যং কুরুপতেশ্ছিত্বা ধনুস্তং সর্বপার্থিবাঃ।
দুর্য্যোধনং তু বিরথং ছিন্নবর্মাণমুদ্যতে রণে ॥ ৩৫
ভ্রাতরঃ পর্য্যরক্ষন্ত সোদর্য্যা ভরতর্ষভ।
তমারোপ্য রথে রাজন্ দণ্ডধারো নরাধিপম্ ॥ ৩৬
অপাহরদমগ্লাস্যো বৃষ্ট্যায়স্য পশ্যতঃ।
কর্ণস্তু সাত্যকিং জিত্বা রাজগৃদ্ধী মহাবলঃ ॥ ৩৭
দ্রোণহন্তারমুগ্রেষুঃ সসারাভিমুখো রণে।
তং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ তূর্ণং শৈনেয়ো বিকিরন্ শরৈঃ ॥৩৮
বারণং জঘনোপান্তে বিষাণাভ্যামিব দ্বিপঃ।
স ভারত মহানাসীদ্ যোধানাং সুমহাত্মনাম্ ॥ ৩৯
কর্ণ-পার্থতরোর্মধ্যে যদীয়ানাং মহারণঃ।
ন পাণ্ডবানাং নাস্মাকং যোধঃ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥৪০

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত আহত হইয়া বসন্তকালে বিকসিত বিশাল পলাশবৃক্ষের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭॥

ইঁহার কবচ তখন ছিন্ন হইয়াছিল এবং দেহ নারাচসমূহের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একটি ভল্লের দ্বারা বৃষ্ট্যায়ের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৮½

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে পর বৃষ্ট্যায়ের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে রাজা দুর্য্যোধন অতিক্রুদ্ধ দশটি বাণ প্রহার করিলেন ২৯½

কর্ম্মকার দ্বারা পরিমার্জ্জিত এই সকল বাণ বৃষ্ট্যায়ের মুখের সেইরূপ শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল, যেরূপ মধুলোভী ভ্রমর বিকসিত পদ্মপুষ্পের রসাস্বাদন করিতে করিতে শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৩০½

মহামনা বৃষ্ট্যায় সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত সবেগে অপর একটি ধনু ও ষোলটি ভল্ল হাতে লইলেন ॥ ৩১½

ইঁহাদের মধ্যে পাঁচটি ভল্লের দ্বারা দুর্য্যোধনের সারথি এবং অশ্বগণকে নিহত করিয়া একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধ্বজস্থিত যষ্টিকেও ছেদন করিলেন ॥ ৩২½

তাহার পর দশটি ভল্লের দ্বারা রণস্থলস্থ বৃষ্ট্যায় আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমস্ত সামগ্রীসমূহের সহিত রথ, ছত্র, শক্তি, যষ্টি, গদা ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৩৩½

সমস্ত রাজারা তখন দেখিলেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধনের স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদসমূহে বিভূষিত, নাগচিহ্নযুক্ত বিচিত্র, মণিময় এবং সুন্দর ধ্বজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪½

ভরতশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে যাঁহার কবচ ও অস্ত্রশস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই রথহীন দুর্য্যোধনের সহোদর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সর্ব্ব দিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! এই সময় দণ্ডধার বৃষ্ট্যায়ের সাক্ষাতেই রাজা দুর্য্যোধনকে নিজের রথের উপর আরোহণ করাইয়া অবিচলিত চিত্তে রণভূমি হইতে দূরে লইয়া যাইলেন ॥ ৩৬½

রাজা দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাবল কর্ণ সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর বাণধারী দ্রোণহন্তা বৃষ্ট্যায়ের সম্মুখে আসিলেন ॥ ৩৭½

সেই সময় শিনিপৌত্র সাত্যকি নিজের বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে পীড়িত করিতে করিতে অতিক্রম তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন কোন গজরাজ নিজের দন্তের দ্বারা অপর একটি গজরাজের জঘনদেশে আঘাত করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্গমন করিতেছে ॥ ৩৮½

ভারত! কর্ণ ও বৃষ্ট্যায়ের মধ্যে অবস্থিত আপনার মহাত্মা যোদ্ধাগণের পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত ভীষণ মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৩৯½

সেই সময় পাণ্ডব ও আমাদের যোদ্ধাদের মধ্যে কোন যোদ্ধাকেই যুদ্ধ হইতে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্গমন করিতে দেখা যাইল না। তখন কর্ণ ত্বরান্বিত হইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০½

প্রত্যদৃশ্যত ততঃ কর্ণঃ পঞ্চালানাংস্ত্বরিতো যযৌ।
তস্মিন্ ক্ষণে নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চবাজিরথনকরঃ ॥ ৪১
প্রাদুরাসীদ্ভয়ন্তত্রো রাজন্ মধ্যগতেঽহনি।
পাঞ্চালানাং মহারাজ ধরিতা বিজিগীষবঃ ॥ ৪২
তে সর্বেঽভ্যদ্রবন্ কর্ণং পতঙ্গাস্ত্রিব ক্রমম্।
তানভ্যধাবদ্বিধিবৎ ক্রুদ্ধো যন্তমানান্ মনস্বিনঃ ॥ ৪৩
বিচিন্বন্নিব বাণৌঘৈঃ সমাসাদয়দগ্রগান্।
ব্যাঘ্রকেতুং সুশর্মাণং চিত্রং চোগ্রায়ুধং নরম্ ॥ ৪৪
শুক্লঞ্চ রোচমানঞ্চ সিংহসেনঞ্চ দুর্জয়ম্।
তে বীরা রথমার্গেণ পরিবব্রুর্নরোত্তমম্ ॥ ৪৫
সূজন্তঃ সায়কান্ ক্রুদ্ধঃ কর্ণমাহবশোভিনম্
যুধ্যমানাংস্তু তান্ সূরান্সুত্রেণ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬
অষ্টাভিরষ্টৌ রাধেয়োঽভ্যর্দয়ন্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অথাপরান্ মহারাজ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৭
জঘান বহুসাহস্রান্ যোধান্ যুদ্ধবিশারদান্

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! মধ্যাহ্নকালের সেই সময়ে উভয়পক্ষের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহার হইতে লাগিল ॥ ৪১½

মহারাজ! যুদ্ধার্থ করিতে ইচ্ছুক সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ কর্ণের দিকে সেইভাবে আক্রমণের জন্য ধাবিত হইল, যেরূপ পক্ষীরা বৃক্ষের দিকে উড়িয়া যায় ॥ ৪২½

অধিরথপুত্র কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনের মধ্য প্রবেশপূর্বক, মনস্বী এবং অগ্রগামী বীরগণকে বেগ সহন করিতে করিতে বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রাপ্ত করাইতে লাগিলেন ॥ ৪৩½

তিনি ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্মা (সংশপ্তক-সেনাপতি ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা সূর্যোধনের পক্ষে ছিলেন। এই সুশর্মা ত্রিগর্তরাজ হইতে ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধা), চিত্র, উগ্রায়ুধ, শুক্ল, রোচমান এবং দুর্জয় বীর সিংহসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৪½

এই সব বীরগণ রথমার্গে আসিয়া যুদ্ধে শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫½

নরেন্দ্র! প্রতাপশালী রাধাপুত্র কর্ণ দূর হইতে যুদ্ধরত সেই আট জন বীরকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিলেন ॥ ৪৬½

মহারাজ! তদনন্তর প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ কয়েক হাজার যুদ্ধনিপুণ যোদ্ধাকে বধ করিলেন ॥ ৪৭½

রাজন্! তাহার পর ক্রুদ্ধ কর্ণ সমরাঙ্গনে ত্রিঘু, ত্রিঘুকর্ণ, ত্রিঘুক ত্রিঘুকরাগ এবং দেবাপিং তদ্রমেব চ ॥ ৪৮
দণ্ডঞ্চ রাজন্ সমরে চিত্রং চিত্রায়ুধং হরিম্।
সিংহকেতুং রোচমানং শলঞ্চ মহারথম্ ॥ ৪৯
নিজঘান সুসংক্রুদ্ধস্তেষাঞ্চানীকমহারথান্।
তেষামাপততঃ প্রাণানাদদাবিরথর্ষভঃ ॥ ৫০
শোণিতাক্তাঙ্গিতাঙ্গস্তু কর্ণস্তেবোজিতং মহৎ।
তত্র তানত কর্ণেন মাতঙ্গাস্তাড়িতাঃ শরৈঃ ॥ ৫১
সর্বতোঽভ্যদ্রবন্ ভীতাঃ কূর্বন্তো মহদাকুলম্।
নিপেতুরুর্ব্যাং সমরে কর্ণসায়কতাড়িতাঃ ॥ ৫২
কূর্বন্তো বিবিধান্ নাদান্ বজ্রমুক্তা ইবাচলাঃ।
গজ-বাজি-মনুষ্যৈশ্চ নিপতদ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৩
রথৈশ্চাবিরথৈর্মার্গে সমাস্তীর্যত মেদিনী।
নৈবং ভীষ্মো ন চ দ্রোণো নান্যে যুধি চ ভারকাঃ ॥ ৫৪
চক্রুঃ স্ম তাদৃশং তত্র যাদৃশং বৈ কৃতং রণে।
সূতপুত্রেণ নাগেষু হয়েষু চ রথেষু চ ॥ ৫৫

দেবাপি, দণ্ড, চিত্র, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, রোচমান এবং মহারথী শল—এই ত্রিগর্তদেশীয় মহারথী বীরগণকে বিনাশ করিলেন ॥ ৪৮-৪৯½

এই বীরগণের প্রাণহরণ করিবার সময় ইন্দ্রের সিংহনাদ সূতপুত্র কর্ণের শরীর প্রাণিসমূহের সংহারকারী ভগবান্ রুদ্রের বিশাল দেহের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল ॥ ৫০½

ভারত! সেখানে কর্ণের বাণসমূহে তাড়িত হাতীরা বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ব্যাকুল করিতে করিতে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫১½

কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া সমরাঙ্গণে নানাপ্রকার আর্তনাদ করিতে করিতে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতসমূহের ন্যায় সেই সব হাতী ধরাশায়ী হইল ॥ ৫২½

সূতপুত্র কর্ণের রথের মার্গে চারিদিকে পতিত হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও রথ সকলের দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৫৩½

কর্ণ এই সময় রণাঙ্গনে যেরূপ পরাক্রম করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরাক্রম না ভীষ্ম, না দ্রোণাচার্য এবং না আপনার অন্য কোন যোদ্ধা করিতে পারিয়াছেন ॥ ৫৪½

মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভীষণ পীড়ন আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৫½

নরেষু চ মহারাজ কৃতং স্ম কদনং মহৎ।
মৃগযূথেষু যথা সিংহো দৃশ্যতে নির্ভয়ংচরন্। ৫৬
পাঞ্চালানাং তথা মধ্যে কর্ণোঽচরদভীতবৎ।
যথা মৃগগণাংস্ত্রস্তান্ সিংহো দ্রাবয়তে দিশঃ। ৫৭
পাঞ্চালানাং রথব্রাতান্ কর্ণো রাজন্নবারয়ৎ তথা।
সিংহস্যেব যথা প্রাপ্য ন জীবন্তি মৃগাঃ ক্বচিৎ। ৫৮
তথা কর্ণমনুপ্রাপ্য ন জিজীবুর্মহারথাঃ।
বৈশ্বানরং যথা প্রাপ্য প্রতিযন্তি বৈ জনাঃ। ৫৯
কর্ণাগ্নিনা রণে তদ্বদ্ দগ্ধা ভারত সৃঞ্জয়াঃ।
কর্ণেন চেদি-কৈকেয়-পাঞ্চালেষু চ ভারত। ৬০
বিভাব্য নাম নিহতা বহবঃ শূরসম্মতাঃ।
তদা চালীক্ষতী রাজন্ দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্। ৬১
নৈকোঽপ্যাধিরথের্জীবন্ পাঞ্চালো মোক্ষ্যতে যুধি
পাঞ্চালান্ ব্যসনং ঘোরং সংধো সূতপুত্রঃ পুনঃ পুনঃ। ৬২
পাঞ্চালানথ নিঘ্নন্তং কর্ণং দৃষ্ট্বা মহারণে।

যেরূপ সিংহকে মৃগদলের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখা যায়, সেইরূপ কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬½

যেরূপ ভীত মৃগদলকে সিংহ চারিদিকে বিতাড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ পাঞ্চালসৈন্যদের রথসমূহকে বিতাড়িত করিলেন ॥ ৫৭½

যেরূপ মৃগ সিংহের মুখের নিকটে যাইয়া জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ পাঞ্চাল মহারথী বীরগণ কর্ণের নিকটে গমন করত আর জীবিত থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫৮½

ভরতনন্দন! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া সকল বস্তুই দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ সৃঞ্জয়-সকলগণ রণাঙ্গনে কর্ণরূপী অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইল ॥ ৫৯½

ভারত! কর্ণ চেদি, কেকয় ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বীর বলিয়া বিখ্যাত যোদ্ধাকে তাঁহাদের নাম শুনাইতে শুনাইতে বধ করিলেন ॥ ৬০½

রাজন্! কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া আমার মনে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, যুদ্ধস্থলে একজনও পাঞ্চাল যোদ্ধা সূতপুত্র হইতে মুক্তি পাইবে না; কারণ, তিনি পুনঃ পুনঃ যুদ্ধস্থলে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন ॥ ৬১-৬২

সেই মহাসমরে কর্ণকে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে

অত্যবাবৎ মুদাক্রুদ্ধো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ। ৬৩
দৃষ্ট্বাহন্ত রাধেয়ং দ্রৌপদেয়াংস্ত মানিব।
পরিবব্রুরমিত্রঘ্নং শতশস্তাপরে জনাঃ। ৬৪
শিখণ্ডী সহদেবশ্চ নকুলো নাকুলিস্তথা।
জনমেজয়ঃ শিনের্নপ্তা বহবশ্চ প্রভদ্রকাঃ। ৬৫
এতে পুরোগমা ভূত্বা দৃষ্ট্বাহন্ত সাযুগে।
কর্ণমস্তমিবর্ত্বেবিচেরুরমিতৌজসঃ। ৬৬
তাংস্তত্রাধিরথিঃ সংখ্যে চেদি-পাঞ্চাল-পাণ্ডবান্।
একো বহূনত্যপতদ্ গরুত্মান্ পন্নগানিব। ৬৭
তৈঃ কর্ণস্যাভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
তাদৃগ্ যাদৃক্ পুরা বৃত্তং দেবানাং দানবৈঃ সহ। ৬৮
তান্ সমেতান্ মহেষ্বাসান্ শরবর্ষৈর্ঘনৈরিণঃ।
একো ব্যধমদব্যগ্রস্তমাংসীব দিবাকরঃ। ৬৯
ভীমসেনস্তু সংসক্তো রাধেয়ে পাণ্ডবৈঃ সহ।
সর্বতোঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধো যমদণ্ডনিভৈঃ শরৈঃ। ৭০

দেখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৩

আর্য! দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং শত শত সহস্র পঞ্চালদেশ রাধাপুত্র কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৪

শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, শতানীক, জনমেজয়, সাত্যকি, এবং বহু সংখ্যক প্রভদ্রকগণ—এই সব অমিততেজস্বী বীরবৃন্দ যুদ্ধস্থলে দ্রৌপদেয়দের অগ্রে গমন করিয়া বাণবর্ষণকারী কর্ণের উপর নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রহার করত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫-৬৬

সূতপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে একাকী হইলেও যেরূপ গরুড় অনেক সর্পের উপর একত্রে আক্রমণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্যক চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৭

প্রজানাথ! এই সকলের সহিত কর্ণের সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, যেরূপ পুরাকালে দেবতাগণের দানবদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৬৮

যেরূপ একাই সূর্য সম্পূর্ণ অন্ধকাররাশিকে নষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ একক কর্ণ কোনরূপ বাধা না হইয়াই রাশি রাশি বাণ বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত মহারথদের বীরধর্মকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৬৯

যে সময় রাধাপুত্র কর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, সেই সময় মহারথদের ভীমসেন ক্রুদ্ধ

বাহ্লীকান্ কেকয়ান্ মৎস্যান্ বাসাত্যান্ মদ্র-সৈন্ধবান্।
একঃ সংখ্যে মহেষ্বাসো যোধয়ন্ বহুশোভব।
তত্র ধর্মসুতো ভীমেন নারাচৈস্তাড়িতা গজাঃ॥ ৭১
প্রপতন্তো হতারোহাঃ কম্পয়ন্তি স্ম মেদিনীম্।
বাজিনশ্চ হতারোহাঃ পত্তয়শ্চ গতাসবঃ॥ ৭২
শেরতে বুধি নির্ভিন্না বমন্তো রুধিরং বহু।
সহস্রশশ্চ রথিনঃ পাতিতাঃ পতিতাধুবাঃ॥ ৭৩
তে ক্ষতাঃ সমযুধ্যন্ত ভীমতীতা গতাসবঃ।
ঋষিভিঃ সাদিভিঃ সূতৈঃ পাদাতৈর্বাজিভির্গজৈঃ॥ ৭৪
ভীমসেনশরৈশ্ছিন্নৈরাজ্ঞপ্তা বসুধাতলম্।
তৎ স্তস্তিতমিবাতিষ্ঠদ্ ভীমসেনভয়ার্দিতম্॥ ৭৫
দুর্যোধনবলং সর্বং নিরুৎসাহং কৃতব্রণম্।
নিশ্চেষ্টং ভূমুলং দীনং বভৌ তস্মিন্ মহারণে॥ ৭৬
প্রলয়সলিলে কালে যথা স্যাৎ সাগরো নৃপ।
তদ্বৎ তব বলং তত্র বৈ নিশ্চলং সমবস্থিতম্॥ ৭৭
মন্যু-বীর্য্য-বলোপেতং দর্পাৎ প্রত্যবরোপিতম্।
অভবৎ তব পুত্রস্য তৎ সৈন্যং নিষ্প্রভং তদা॥ ৭৮
তদ্ বলং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং পরস্পরম্।
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নং রুধিরার্দ্রং বভূব হ॥ ৭৯
জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং পরস্পরম্।
সুতপুত্রো রণে ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্॥ ৮০
ভীমসেনঃ কুরূংশ্চাপি দ্রাবয়ন্তৌ বিরেজতুঃ।
বর্তমানে যথা রৌদ্রে সংগ্রামেঽদ্ভুতদর্শনে॥ ৮১
নিহত্য পৃতনামধ্যে সংশপ্তকগণান্ বহূন্।
অর্জুনো ভরতাং শ্রেষ্ঠো বাসুদেবমথাব্রবীৎ॥ ৮২
প্রতপ্তং বলমেতদ্ধি যোৎস্যমানং জনার্দন
এতে ত্রসন্তি সমরাঃ সংশপ্তকমহারথাঃ॥ ৮৩

যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণসকলের দ্বারা বাহ্লীক, কেকয়, মৎস্য, বসাতীয়, মদ্র ও সিন্ধুদেশীয় সৈন্যদিগকে নষ্ট বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধভূমিতে একাকীই এই সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ৭০-৭১

সেখানে ভীমসেনের নারাচসমূহের দ্বারা মর্মস্থানসকলে তাড়িত হইয়া হাতীরা আরোহীদের সহিত ধরাতলে পতিত হইল এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিল॥ ৭১½

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, সেই সব অশ্ব এবং পদাতিসৈন্যরাও যুদ্ধস্থলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইল॥ ৭২½

সহস্র সহস্র রথী রথ হইতে ভূতলে পাতিত হইল। ইহাদের অঙ্গসকলও পতিত হইয়াছিল। ইহারা সকলে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও প্রাণহীন দেখাইতে ছিল। ৭৩½

ভীমসেনের বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন রথী, অশ্বারোহী, সাদি, পদাতি, অশ্ব ও হস্তিগণের মৃতদেহে সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল॥ ৭৪½

সেই মহাসমরে ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী যেন স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা উৎসাহশূন্য, ক্ষত-বিক্ষত, নিশ্চেষ্ট, ভয়ঙ্কর ও অত্যন্ত দীনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল॥ ৭৫-৭৬

হে নৃপ! কালোদ্ভূত (কালের) ন্যায় হইলে যেমন জল পঙ্ক ও পাঙ্ক পাকে, সেই সময় সমুদ্রকে যেরূপ নিশ্চেষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিল॥ ৭৭

যদিও আপনার সৈন্যদের মনে ক্রোধ, পরাক্রম ও বল ছিল, তথাপি এই সময় তাহাদের সকল দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য বর্তমানে আপনার পুত্রের এই সৈন্যগণ তেজোহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছিল॥ ৭৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই সৈন্যবাহিনী রক্তের প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া রক্তাপ্লুত হইয়াছিল এবং পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল॥ ৭৯½

সুতপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদিগকে এবং ভীমসেন কৌরব-সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮০½

যখন এইরূপ অদ্ভুতদর্শন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় অপরদিকে বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন সৈন্যের মধ্যভাগে বহুসংখ্যক সংশপ্তকসৈন্যদিগকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন॥ ৮১-৮২

জনার্দন! যুদ্ধ করিতে করিতে সংশপ্তকসৈন্যের মধ্যে তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংশপ্তক-মহারথী যোদ্ধারা নিজ নিজ বলের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। যেরূপ মৃগগণ সিংহের গর্জন শব্দ শুনিয়া ভয়ে উৎসাহহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই

অপারয়ন্তো মহদ্বাণান্ সিংহশব্দং মৃগা ইব।
দীর্য্যতে চ মহৎ সৈন্যং সৃঞ্জয়ানাং মহারণে ॥ ৮৪
হস্তিকক্ষো ধ্বজো কৃষ্ণ কেতুঃ কর্ণস্য ধীমতঃ।
দৃশ্যতে রাজসৈন্যস্য মধ্যে বিচরতো মুধা ॥ ৮৫
ন চ কর্ণং রণে সন্তো জেতুমদ্য মহারথাঃ।
জানীষে হি ভবান্ কর্ণং বীর্য্যবন্তং পরাক্রমে ॥ ৮৬
তত্র যাহি যতঃ কর্ণো দ্রাবয়ত্যেষ নো বলম্।
বর্জয়িত্বা রণে যাহি সুতপুত্রং মহারথম্ ॥ ৮৭
এতদ্ধি রোচতে কৃষ্ণ যথা বা তব রোচতে।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য গোবিন্দঃ প্রহসন্নিব ॥ ৮৮
অব্রবীদর্জুনং তূর্ণং কৌরবান্ প্রতি পাণ্ডব।
ততস্তব মহাসৈন্যং গোবিন্দপ্রেরিতা হয়াঃ। ৮৯
হংসবর্ণাঃ প্রবিবিশুর্যত্র কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ

সমস্ত সৈন্যরা আমার বাণসকলের আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। ৮৪½

অন্যদিকে সৃঞ্জয়গণের বিশাল সৈন্যরাও মহাসমরে বিদীর্ণ হইতেছে। হে কৃষ্ণ! ঐ যে হাতীর কক্ষ চিহ্নযুক্ত বুদ্ধিমান্ কর্ণের রথের ধ্বজ দেখা যাইতেছে। সে রাজগণের সৈন্যমধ্যে আনন্দের সহিত বিচরণ করিতেছে। ৮৫-৮৫

জনার্দন! আপনি তো জানেন—কর্ণ কিরূপ বলবান্ এবং পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ। অতএব রণাঙ্গনে (আমি ব্যতীত) অপর কোন মহারথী যোদ্ধা তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৮৬

যেখানে কর্ণ আমাদের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে, আপনি সেখানে চলুন। রণাঙ্গনে সংশপ্তকগণকে পরিহার করিয়া এখন মহারথী সূতপুত্রের নিকট গমন করুন ॥ ৮৭

হে কৃষ্ণ! আমার ইহাই এখন উচিত বলিয়া মনে হইতেছে অথবা আপনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন। অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হাস্য সহকারে বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! তুমি শীঘ্র এই কৌরব সৈন্যদিগকে সংহার কর ॥ ৮৮½

রাজন্! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চালিত হংসসদৃশ শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে লইয়া আপনার বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৯½

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত সেই সুবর্ণভূষিত শ্বেতবর্ণের অশ্ব-

কেশবপ্রেরিতৈরশ্বৈঃ শ্বেতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ॥ ৯০
প্রবিশদ্ভিস্তব বলং চতুর্দিগমভিস্তত।
মেঘস্বনিস্বনির্ঘোষঃ স রথো বানরধ্বজঃ ॥ ৯১
চলৎপতাকয়াক্রান্তং সেনাং বিদ্যামিবাম্বিকাম্।
তৌ বিদার্য্য মহাসেনাং প্রবিষ্টৌ কেশবার্জুনৌ ॥৯২
ক্রুদ্ধৌ সংরম্ভরক্তাক্ষৌ ব্যাঘ্রাজেতাং মহাদ্যুতী।
যুগশৌণ্ডৌ সমাযুক্তাবাজগ্মতুঃ তৌ রথোত্তমম্ ॥ ৯৩
যজ্ঞভির্বিবিধৈরাপ্তৌ মখে মেধাবিবাগ্নিনৌ।
ক্রুদ্ধৌ তৌ তু নরব্যাঘ্রৌ বেগবন্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৯৪
তপসা কর্ষিতৌ যথা নাগৌ মহাবনে।
বিগাহ্য তু রথানীকমশ্বসঞ্জ্যাংস্ত ফাল্গুনঃ ॥ ৯৫
ব্যচরৎ পৃতনামধ্যে পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
তং দৃষ্ট্বা যুধি বিক্রান্তং সেনায়াং তব ভারত ॥ ৯৬

গণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে চারিদিকেই ত্রাসের সৃষ্টি হইল ॥ ৯০½

যেরূপ কোন বিমান স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চঞ্চল পতাকাশ্রেণীতে যুক্ত এই কপিধ্বজ রথ মেঘের গর্জনের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে সেই সৈন্যমধ্যে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯১½

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিদারিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করত এই দুই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ মহাতেজে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মনে শত্রুগণের প্রতি ক্রোধ ছিল এবং সেই কারণে ইঁহাদের চক্ষু রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৯২½

যেরূপ যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা বিধি পূর্ব্বক আহূত হইয়া অগ্নিদেবতাদ্বয় উপস্থিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধনিপুণ এই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনও আহূত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৩½

যেরূপ বিশাল বনে হস্তিতনয়ের সঙ্গে ঘুর্ণিত হইয়া দুইটি হস্তী বাহির হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রুদ্ধ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সবেগে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন ॥৯৪½

অর্জুন রথ-সৈন্য এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাশধারী যমরাজের ন্যায় কৌরব-সৈন্যের মধ্যভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫½

ভারত! যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশকারী অর্জুনকে আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পুনরায় সংশপ্তকগণকে তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন ॥ ৯৬½

সংশপ্তকগণান্ দৃষ্ট্বা পুত্রস্তে সমচূচুদৎ।
ততো রথসহস্রেণ দ্বিরদানাং ত্রিভিঃ শতৈঃ ॥ ৯৭
চতুর্দশসহস্রৈশ্চ তুরগাণাং মহাহবে।
ষাড্যাং শতসহস্রাভ্যাং পদাতীনাঞ্চ বাহিনাম্ ॥ ৯৮
শূরাণাং লব্ধলক্ষ্যাণাং বিবিধানাং সমন্ততঃ।
অভ্যবর্ত্তত কৌন্তেয়ং ছাদয়ন্তো মহারথাঃ ॥ ৯৯
শরবর্ষৈর্মহারাজ সর্ব্বতঃ পাণ্ডুনন্দনম্।
স ছাদ্যমানঃ সমরে শরৈঃ পরবলার্দ্দনঃ ॥ ১০০
দর্শয়ন্ লৌঘমাত্মানঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
নিঘ্নন্ সংশপ্তকান্ পার্থঃ প্রেক্ষণীয়তরোঽভবৎ ॥ ১০১
ততো বিদ্যুৎপ্রভৈর্ব্বাণৈঃ কার্ত্তস্বরবিভূষিতৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশমাসীচ্ছন্নং কিরীটিনা ॥ ১০২
কিরীটিভূজনির্ম্মুক্তৈঃ সম্পতদ্ভির্মহাশরৈঃ।
সমাচ্ছন্নং বভৌ সর্ব্বং কাল্গুনেনৈব প্রভো ॥ ১০৩
রুক্মপুঙ্খান্ প্রসন্নাগ্রান্ শরান্ সন্নতপর্ব্বণঃ

অবাসৃজন্মহেষ্বাসা দিক্ষু সর্ব্বাসু পাণ্ডবঃ ॥ ১০৪
মহী বিবৃদ্ধ দিশঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রা গিরয়োঽপি বা।
স্ফুটন্তীতি তদা মন্যুঃ পার্থস্য তলনিঃস্বনাৎ ॥ ১০৫
হত্বা রথসহস্রাণি পার্থিবানাং মহারথঃ।
সংশপ্তকানাং কৌন্তেয়ঃ প্রত্যাঙ্কং ধরিতোঽভ্যয়াৎ ॥ ১০৬
প্রত্যঙ্কঞ্চ সমাসাদ্য পার্থঃ কাংস্যোজবক্ষিতম্।
প্রমমাথ বলং সাদৈর্দানবানিব বাসবঃ ॥ ১০৭
প্রচিচ্ছেদাথ তদ্রথং বিষক্তামাততায়িনাম্।
শস্ত্রং পাণিং তথা বাহূ তথাপি চ শিরাংস্যুত ॥ ১০৮
অঙ্গাঙ্গাবয়বৈশ্ছিন্নৈর্ব্যাধূনাস্তেঽপতন্ ভুবি।
বিবর্ষাণ্ডানিলস্তদ্বা বহুশাখা ইব দ্রুমাঃ ॥ ১০৯
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং ত্রাতান্ নিঘ্নন্তমর্জ্জুনম্।
সুদক্ষিণাত্মজঃ শরবৃষ্ট্যাচ্ছাদয়ীদ্বৃষৎ ॥ ১১০
তস্যাস্যতোঽর্দ্ধচন্দ্রাভ্যাং বাহূ পরিঘসন্নিভৌ।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রঞ্চ ক্ষুরেণাচ্ছিনদর্জ্জুনঃ ॥ ১১১

মহারাজ! তখন এক হাজার রথ, তিন শত হাতী, চৌদ্দ হাজার অশ্ব এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে নিপুণ, সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও শৌর্য্যশালী দুই লক্ষ পদাতি সৈন্যের সহিত সংশপ্তক সৈন্যগণ মহারথী সুতীপুত্র পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে নিজেদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে করিতে সর্ব্ব দিক্ দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৯৭-৯৯½

সেই সময় সমরাঙ্গণে ইঁহাদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত, শত্রুসৈন্য-সংহারকারী সুতীপুত্র অর্জ্জুন পাশধারী যমরাজের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে এবং সংশপ্তক সৈন্যদিগকে বধ করিতে করিতে অতিশয় দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন॥ ১০০-১০১

তদনন্তর কিরীটধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত, বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাশালী, সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল॥ ১০২

প্রভো! কিরীটধারী অর্জ্জুনের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বদিকে পতিত মহাবাণসমূহে আবৃত দেখাওয়ায় সকল প্রাণীই দর্শনে ব্যাপৃত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল॥ ১০৩

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সমস্ত দিক্‌সমূহে সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত, নির্ম্মল অগ্রভাগবিশিষ্ট এবং আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকল বর্ষণ করিতেছিলেন॥ ১০৪

তখন সেখানকার সকল মানুষই ইঁহাই মনে করিতে লাগিল

অর্জ্জুনের হস্তত্রাণ শব্দে পৃথিবী, আকাশ, সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডল, সমুদ্র এবং পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে যাইতেছে॥ ১০৫

মহারথী সুতীপুত্র অর্জ্জুন সকলের সাক্ষাতেই রথ হাজার সংশপ্তক সৈন্যগণকে বধ করিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ১০৬

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুনও আমাদের সকলের সাক্ষাতেই কবোজরাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিশেষরূপে বধিত করিয়া ফেলিলেন॥ ১০৭

তিনি নিজের অস্ত্রের দ্বারা আততায়ী (অস্ত্রপাণি) শত্রুগণের অস্ত্র, হস্ত, বাহু ও মস্তকসকল নিপুণতার সহিত ছেদন করিলেন॥ ১০৮

যেরূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে উদ্ভূত প্রবল ঝটিকায় উৎপাটিত বহু শাখাযুক্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজেদের দেহের এক একটি অবয়ব ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় অস্ত্রহীন শত্রুরা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল॥ ১০৯

তখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসমূহ-সংহারকারী অর্জ্জুনের উপর কবোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজের বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ১১০

তখন অর্জ্জুন বাণবর্ষণকারী সেই বীরের পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) ও সুদৃঢ় বাহুদ্বয়কে অর্দ্ধচন্দ্রাকার দুইটি বাণে ছেদন

স পপাত ততো বাহাৎ সুলোহিতপরিস্রবঃ।
মনঃশিলাগিরেঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেবাবদারিতম্ ॥ ১১১
সুবক্ষিপাদবরজং কাম্বোজং বসুতর্হকম্।
প্রান্তং কমলপত্রাক্ষমর্জুনং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ১১২
কাঞ্চনস্তম্ভসদৃশা ভিত্বা ভেমগিরিং যথা।
ততোঽভবৎ পুনর্যুদ্ধং ঘোরমত্যর্থমদ্ভুতম্ ॥ ১১৩
নানাবর্ণাশ্চ যোধানাং বভূবুস্তত্র সূর্য্যতাম্।
একেষুনিচয়ৈরন্যৈঃ কাম্বোজৈর্যবনৈঃ শকৈঃ ॥ ১১৪
শোণিতাক্তৈস্তদা রক্তং সর্বমাসীৎ বিশাম্পতে
রথৈর্হতাবসুপ্তৈশ্চ হস্ত্যারোহৈশ্চ বাজিভিঃ ॥ ১১৫
ছিন্নৈশ্চ হস্ত্যারোহৈর্ধনঞ্জয়াস্ত্রৈর্হতদ্বিপৈঃ।
অন্যোন্যেন মহারাজ কৃতো ঘোরো জনক্ষয়ঃ ॥ ১১৬
তস্মিন্ প্রপক্ষে পক্ষে চ নিহতে সব্যসাচিনা

মর্জুনঃ ভয়দাঃ শ্রেষ্ঠঃ ত্বরিতো দ্রৌণিরভ্যয়াৎ ॥ ১১৮
বিধূয়ানো মহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্।
আদদানঃ শরান্ ঘোরান্ বরস্ত্রীনিব ভাস্করঃ ॥ ১১৯
ক্রোধামর্ষবিবৃত্তাক্ষো লোহিতাক্ষো বভৌ বলী।
অন্তকালে যথা ক্রুদ্ধো মৃত্যুঃ কিঙ্করদণ্ডভৃৎ ॥ ১২০
ততঃ প্রাস্যদ্ভুজাগ্রাণি শরবর্ষাণি সজ্জয়ঃ।
তৈর্বিমুক্তৈর্মহারাজ বজ্রবৎ পাণ্ডবী চমূঃ ॥ ১২১
স দৃষ্ট্বৈব তু দাশার্হিঃ স্বজনস্য বিশাম্পতে।
পুনঃ প্রাস্যদ্ভুজাগ্রাণি শরবর্ষাণি মারিষ ॥ ১২২
তৈঃ শস্ত্রভির্মহারাজ দ্রৌণিমুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
সঙ্কাদিতৌ রথশ্রেষ্ঠৌ তাবুভৌ কৃষ্ণ-ফল্গুনৌ ॥ ১২৩
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈরশ্বত্থামা প্রতাপবান্।
নিশ্চেষ্টৌ তাবুভৌ যুদ্ধে চক্রে মাধব-পাণ্ডবৌ ॥ ১২৪

করিলেন এবং অপর একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা সূর্যস্তম্ভসদৃশ মনোহর সুবিশিষ্ট তাঁহার মস্তকটি দেহ হইতে 'বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১১

তাহার পর তিনি রক্তধারা নিঃসরণ করিতে করিতে বীর বাহন হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। উহাতে মনে হইল—মনঃশিলাপর্বতের শিখর বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে আসিয়া পড়িতেছে ॥ ১১২

সেই সময় সকলেই দেখিয়া প্রত্যক্ষ করিল যে, অতিশয় প্রিয়-দর্শন, কমলপত্রসদৃশ নেত্র সুশোভিত এবং কাঞ্চন স্তম্ভসদৃশ দীর্ঘতর সুবর্তিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনষ্ট হইয়া বিশাল সুবর্ণ পর্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১১৩½

পুনরায় তখনকার অত্যন্ত ঘোর এবং অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেখানে যুদ্ধ করিতে করিতেই যোদ্ধাগণের বিভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হইতে থাকিল ॥ ১১৪½

প্রজানাথ! এক একটি রথে নিহত রক্তরঞ্জিত কাম্বোজ (কাবুল)-দেশজাত অশ্বগণ, যবনগণ এবং শকসমূহের রক্তে সেই সম্পূর্ণ রণভূমি রক্তময় হইয়া গেল ॥ ১১৫½

রথসকলের অশ্বগণ ও সারথি, অশ্বারোহী সহ অশ্ব, গজারোহী সহ গজ ও বাহত এবং স্বয়ং হস্তীরাজ নিহত হইয়া পড়িল। তখন সকলে পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, তাহার অবসান আসন্ন হইয়াছে ॥ ১১৬-১১৭

সেই যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুন শত্রুসৈন্যের শত শত প্রপক্ষ উহার সৈন্যদিগকেই বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজের সুবর্ণখচিত বিশাল ধনু আস্ফোটিত করিতে করিতে বর্ষিতধারী সূর্যদেবের ন্যায় তেজস্বী তিনটি বাণসমূহ হস্তে লইয়া অতিক্রুদ্ধ বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৮-১১৯

সেই সময় ক্রোধে ও অমর্ষে তাঁহার মুখ 'হাঁ' হইয়া গিয়াছিল, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই বলবান্ বীর অশ্বত্থামা স্বয়ং বিনাশকালে কিঙ্করনামক দণ্ডধারণকারী যমরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন ॥ ১২০

মহারাজ! তাহার পর তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে একসঙ্গে তিনটি বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১২১

মাননীয় প্রজানাথ! অশ্বত্থামা সেই রথের উপর উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২২

মহারাজ! অশ্বত্থামার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিক পতিত সেই বাণসমূহের দ্বারা রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২৩

তাহার পর প্রতাপশালী অশ্বত্থামা শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই যুদ্ধস্থলে নিশ্চেষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১২৪

হাহাকৃতমভূৎ সর্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা
চরাচরস্য লোকস্য দৃষ্ট্বা সঙ্কাশিতৌ শরৈঃ ॥ ১২৫
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ সম্পেতুস্তে সমন্ততঃ।
চিন্তয়ন্তো ভবেদদ্য লোকানাং স্বস্তি কীতি চ ॥ ১২৬
ন ময়া তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্বঃ পরাক্রমঃ।
সংগ্রামে যাদৃশো দ্রৌণেঃ কৃষ্ণৌ সন্ত্রাসয়িষ্যতঃ ॥১২৭
দ্রৌণেস্তু ধনুষঃ শব্দমশনিস্তনিতোপমম্
অশ্রৌষং বহুশো রাজন্ সিংহস্য নিনদো যথা ॥ ১২৮
জ্যা চাস্য চরতো যুদ্ধে সব্যদক্ষিণমন্ততঃ।
বিদ্যুদ্দামপ্রকাশেব দ্রাজমানেব দাশ্যতে ১২৯
স তথা ক্ষিপ্রকারী চ দৃঢ়হস্তশ্চ পাণ্ডবঃ
প্রযোক্তুং পরমং গত্বা প্রেক্ষ্য তং দ্রোণজং ততঃ ॥ ১৩০
বিক্রমং বিগ্রহং চৈব আত্মনঃ স মহাযশাঃ
তস্মাংশ্চ সময়ে রাজন্ বসুষেণাৎ সুদুর্মনাঃ ১৩১

চরাচর জগতের রক্ষাকারী এই বীরকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই হাহাকার করিয়া উঠিল। ১২৫

সিদ্ধ ও চারণসঙ্ঘ সকলেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজ সমগ্র জগতের কল্যাণ হউক। ১২৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে করিতে অশ্বত্থামার এই যেরূপ পরাক্রম আমরা দেখিলাম, এরূপ পরাক্রম পূর্বে কখনও দেখি নাই। ১২৭

মহারাজ! আমি রণাঙ্গনে অশ্বত্থামার ধনুর শব্দরূপে তীব্রধ্বনি সিংহের গর্জনের ন্যায় বারংবার শুনিতে পাইলাম। ১২৮

যেরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধে বামে দক্ষিণে বাণবর্ষণ করিতে করিতে বিচরণকারী অশ্বত্থামার ধনুর গুণও প্রকাশিত হইতেছিল। ১২৯

যুদ্ধে ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তা সহকারে হস্ত চালাইতে সমর্থ মহাযশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের পরাজয়কে প্রতিভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সময়রাঙ্গণে অশ্বত্থামার দেহের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করাও কঠিন ছিল। ১৩০-১৩১

দ্রৌণি-পাণ্ডবয়োর্যেবং বর্তমানে মহারণে
বর্ধমানে চ রাজেন্দ্র দ্রোণপুত্রে মহাবলে। ১৩২
তীব্রমানে চ কৌন্তেয়ে কৃষ্ণে রোষঃ সমাবিশৎ।
স রোষাদ্বিস্ফুরন্ রাজন্ নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ১৩৩
দ্রৌণিং ভুজবলজ্ঞং সংগ্রামে কাঙ্ক্ষতঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীৎ কৃষ্ণঃ পার্থং সম্প্রেক্ষ্য তদা ॥ ১৩৪
অত্যদ্ভুতমিদং পার্থ তব পশ্যামি সংযুগে।
অভিশেতে হি যদ্ব্রহ্ম দ্রোণপুত্রোঽস্ত্র তারত ॥ ১৩৫
কচ্চিদ্ বীর্যাৎ যথাপূর্বং ভুজয়োর্বা বলং তব।
কচ্চিৎ তে গাণ্ডিবং হস্তে রথে তিষ্ঠতি চাজুনি। ১৩৬
কচ্চিৎ কুশলিনৌ বাহু মুষ্টির্বা ন ব্যশীর্যত।
উদীর্যমাণং হি রণে পশ্যামি দ্রৌণিমাহবে ॥১৩৭
গুরুপুত্র ইতি স্নেহং মানয়ন্ ভরতর্ষভ
উপেক্ষাং কৃথা মা পার্থ নাদ্যঃ কাল উপেক্ষিতুম্। ১৩৮

রাজেন্দ্র! এইরূপ অশ্বত্থামা ও অর্জুনের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর যখন মহাবল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বর্ধিত হইতে লাগিলেন এবং কুন্তীকুমার অর্জুনের পরাক্রম মন্দ হইয়া যাইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আঁখিদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। ১৩২-১৩৪

রাজন্! তিনি ক্রোধবশতঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এবং নিজ নেত্রদ্বয়ের দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামা ও অর্জুনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১৩৪½

তাহার পর ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় অর্জুনকে প্রবলস্বরে বলিলেন,—পার্থ! যুদ্ধস্থলে তোমার এই উপেক্ষাযুক্ত অস্ত্রিতা অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিতেছি। ভারত! আজ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তোমা অপেক্ষা সর্বতোভাবে বর্ধিত হইয়াই চলিয়াছে। ১৩৫-১৩৫

অর্জুন! তোমার শারীরিক শক্তি পূর্বের ন্যায় আছে ত? অথবা তোমার বাহুদ্বয়ের বলও পূর্বের তুল্য আছে কি না? তোমার হাতে গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে ত' এবং তুমি রথের উপর অবস্থান করিতেছ ত'? ১৩৬

তোমার বাহুদ্বয় কুশলে আছে ত'? কিংবা তোমার মুষ্টি শিথিল হইয়া যায় নাই ত'? অর্জুন! আমি দেখিতেছি যে, যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামা তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতেছে ॥ ১৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিমান্! যদি আমার গুরুপুত্র, এই

এবমুক্তস্ত কৃষ্ণেন গৃহ্য তন্নাংশ্চতুর্দশ।
ব্যবর্ষাণস্তরাকালে দ্রৌপদের্যুত্তরাত্মিনং ॥ ১৩৯
ধ্বজং ছত্রং পতাকাঞ্চ খড়্গং শক্তিং গদাং তথা।
অক্ষদেশে চ সুক্রুশং বৎসদন্তৈরতাড়য়ৎ ॥ ১৪০
স মূর্চ্ছাং পরমাং গত্বা ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ।
তং বিসংজ্ঞং মহারাজ শত্রুণা ভূশপীড়িতম্ ॥ ১৪১
অপোবাহ রণাৎ সূতো রক্ষমাণো ধনঞ্জয়াৎ।
এতস্মিন্নেব কালে চ বিজয়ঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ১৪২
ব্যাহনৎ তাবকং সৈন্যং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পশ্যতস্তস্য বীরস্য তব পুত্রস্য ভারত ॥ ১৪৩
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তস্তাবকানাং পরৈঃ সহ।
ক্রূরো বিনাশনো ঘোরো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ১৪৪
সাংশপ্তকাংশ্চ কৌন্তেয়ঃ কৃত্স্নাংশ্চাপি বৃকোদরঃ।
বসুষেণঞ্চ পাঞ্চালান্ ক্ষণেন ব্যধমদ্ রণে ॥ ১৪৫
বর্তমানে তথা রৌদ্রে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে।
উত্থিতাস্তগণেষ্বাসি কবন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ১৪৬
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সংগ্রামে প্রহারৈর্গাঢ়বেদনঃ।
দ্রোণমাত্রমপক্রম্য তস্থৌ তরতসত্তম ॥ ১৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

মনে করিয়া তুমি ইহাকে উপেক্ষা করিও না; কারণ, এখন উপেক্ষা করিবার সময় নহে ॥ ১৩৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন চৌষট্টি তীর হাতে লইয়া স্বরা করিবার সময় স্বরান্বিত হইয়াই অশ্বত্থামার বধ ইচ্ছা করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার ধনু, ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, শক্তি এবং গদাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামার বক্ষের উপরে 'বৎসদন্ত' নামক বাণসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৩৯-১৪০

মহারাজ! এই আঘাতে গুরুতর মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্বত্থামা ধ্বজযষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রু কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ও লজ্জাহীন অশ্বত্থামাকে তাঁহার সারথি অর্জুন হইতে রক্ষা করিতে করিতে রণাঙ্গন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ১৪১

ভারত! সেই সময় শত্রুতাপন অর্জুন আপনার সৈন্যবাহিনীর শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে আপনার বীর পুত্রগণের সাক্ষাতেই বধ করিলেন ॥ ১৪২-১৪৩

রাজন্! এইরূপে আপনার দুষ্টমন্ত্রণার ফলস্বরূপ শত্রুগণের সহিত আপনার যোদ্ধাদের এই বিনাশকারী, ভয়ঙ্কর ও ক্রূরতাপূর্ণ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে ॥ ১৪৪

সেই সময় রণাঙ্গনে কৃষ্ণীকুমার অর্জুন সংশপ্তকগণকে, ভীমসেন কৌরবগণকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল সৈন্যবাহিনীকে ক্ষণকালের মধ্যেই সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪৫

রাজন্! যখন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকারী এই সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন চারিদিকে অসংখ্য কবন্ধ (মুণ্ডহীন শরীর) দাঁড়াইয়া আছে দেখা যাইল ॥ ১৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সময় সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রসমূহের প্রচণ্ড প্রহারে অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি রণাঙ্গন হইতে একক্রোশ দূরে সরিয়া যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কুরুল যুদ্ধবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যেভ্যো দুর্যোধনস্যোৎসাহদানম্, অশ্বত্থামঃ প্রতিজ্ঞা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্যোধনস্ততঃ কর্ণমুপেত্য ভরতর্ষভ।
অব্রবীন্নরব্যাঘ্রঞ্চ তথৈবান্যাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ১

যদৃচ্ছয়ৈতৎ সম্প্রাপ্তঃ স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ কর্ণ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ২

সদৃশৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শূরৈঃ শূরাণাং ধূন্বতাং ধুরি।
ইষ্টং ভবতি রাধেয় তদিদং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩

হত্বা চ পাণ্ডবান্ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ানীশ্বরাংস্তথা।
নিহতা বা পরৈর্যুদ্ধে বীরলোকমবাপ্নুথ। ৪

দুর্যোধনস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
হৃষ্টা নানাসুদক্রোশন্ বাদিত্রাণি চ সর্বশঃ ॥ ৫

ততঃ প্রমুদিতে তস্মিন্ দুর্যোধনবলে তদা।
হর্ষয়ন্ স্তাবকান্ যোধান্ দ্রৌণিরুচনমব্রবীৎ ॥ ৬

প্রত্যক্ষং সর্বসৈন্যানাং ভবতাং চাপি পশ্যতাম্
স্বকর্মপরো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ৭

স কেনাচরমর্যেণ মিত্রার্থে চাপি পার্থিবাঃ।
সত্যং বঃ প্রতিজানামি তদ্ বাক্যং মে নিবোধত ॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বাহং ন বিমোক্ষ্যামি সংযুগে।
অনৃতাদ্ধি প্রতিজ্ঞানাৎ নাহং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৯

অর্জুনো ভীমসেনশ্চ যোধো যো রক্ষিতা রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য তং সংখ্যে নিহনিষ্যামি সায়কৈঃ ॥ ১০

এবমুক্তে ততঃ সর্বা সহিতা ভারতীচমূঃ।
অভ্যদ্রবত কৌন্তেয়াংস্তথা তে চাপি পাণ্ডবাঃ ॥ ১১

স সন্নিপাতো রথযূথপানাং
বভূব রাজন্নতিভীমরূপঃ
জনক্ষয়ঃ কালযুগান্তকল্পঃ
প্রাবর্ততাগ্রে কুরু-সৃঞ্জয়ানাম্ ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সৈন্যদিগকে দুর্যোধনের উৎসাহ দান এবং অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দুর্যোধন কর্ণের নিকটে যাইয়া মন্ত্রণা করা এবং অন্য কৃপতিগণকে বলিলেন ॥ ১

কর্ণ! স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ এই যুদ্ধ যদৃচ্ছাক্রমে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২

রাধানন্দন! নিজের সদৃশ বলবান্ বীর ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধরূপ বীরযজ্ঞের দ্বারা ঈশ্বরই, তাদৃশ এই সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ৩

অতএব তোমরা সকলে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া যুদ্ধজনের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ করিবে অথবা শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইবে। ৪

দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীর যোধাগণ হৃষ্ট হইয়া নিনাদ করিতে লাগিলেন এবং সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৫

তদনন্তর অভিশয় আনন্দিত দুর্যোধনের সেই সৈন্যগণ-মধ্যে অশ্বত্থামা আপনার যোদ্ধাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৬

সমস্ত সৈন্যগণের সম্মুখে এবং আপনাদের সাক্ষাতেই যিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই আমার পিতাকে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিপাতিত করিয়াছে। ৭

নৃপতিগণ! এই অমর্ষের বশ এবং মিত্র দুর্যোধনের কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমি আপনাদের সকলকে এই সত্য কথা বলিতেছি, আপনারা আমার সেই কথা শ্রবণ করুন। ৮

আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে না বিনাশ করা পর্য্যন্ত আমার কবচ উন্মুক্ত করিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়, তবে আমার যেন স্বর্গলোক লাভ না হয়। ৯

অর্জুন ও ভীমসেনাদি যে সকল যোদ্ধারা রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি যুদ্ধস্থলে তাহাদেরও সকলকে নিজ বাণ-সমূহের দ্বারা বিনাশ করিব। ১০

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা একত্রে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং পাণ্ডবগণও কৌরবদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১১

রাজন্! রথযূথপতি বীরগণের এই যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। কৌরব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদের সম্মুখে প্রলয়কালের ন্যায় ভয়ানক জনসংহার আরম্ভ হইয়া গেল ॥ ১২

ততঃ প্রবৃত্তে যুধি সম্প্রহারে
কৃতানি সর্বাণি সহৈবতানি।
আসন্ সমেতানি সহাপ্সরোভি-
র্দিদৃক্ষমাণানি নরপ্রবীরান্ ॥ ১৩
দিব্যৈশ্চ মাল্যৈর্বিবিধৈশ্চ গন্ধৈ-
র্দিব্যৈশ্চ রত্নৈর্বিবিধৈর্নগাগ্র্যান্।
রথে স্বকর্মোদ্যতঃ প্রবীরা-
নবাকিরল্লপ্সরসঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ১৪
নমীরণস্তাংশ্চ নিষেব্য গন্ধান্
নিষেব সর্বানপি যোধমুখ্যান্
নিষেব্যমাণাস্তনিলেন যোধাঃ
পরস্পরঞ্জা বরণীঃ নিপেতুঃ ॥ ১৫

সা দিব্যমাল্যৈরবকীর্যমাণা
সুবর্ণপুঙ্খৈশ্চ শরৈর্বিচিত্রৈঃ।
নক্ষত্রসঙ্ঘৈরিব চিত্রিতা দ্যৌঃ
ক্ষিতির্বভৌ যোধবরৈর্বিচিত্রা ॥ ১৬
ততোঽন্তরিক্ষাদপি সাধুবাদৈ-
র্বাদিত্রঘোষৈঃ সমুদীর্যমাণঃ।
জ্যাঘোষনেমিস্বননাদচিত্রঃ
সমাকুলঃ সোঽভবৎ সম্প্রহারঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামপ্রতিজ্ঞায়াং
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

তদনন্তর যুদ্ধস্থলে যখন ভীষণ সঙ্কুল আরম্ভ হইল, সেই সময় দেবতা ও অপ্সরাগণের সহিত সমস্ত প্রাণীই সেই নরবীরগণকে দেখিবার ইচ্ছায় একত্রে সেখানে সমবেত হইলেন ॥ ১৩

রণাঙ্গনে নিজ নিজ কর্মের ভার যথোচিতরূপে বহনকারী মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রধান বীরবর্গের উপর অতিশয় হৃষ্ট অপ্সরাগণ দিব্য হার, নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং নানাপ্রকার দিব্য রত্নসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

বায়ু ইহাদের সুখস্পর্শ প্রদান করত সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের সেবা করিতে লাগিলেন এবং এই বায়ুসেবিত যোদ্ধারা পরস্পরকে বধ করত বরণীয় হইতে থাকিলেন ॥ ১৫

দিব্য মালা ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহে আচ্ছাদিত এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের দ্বারা বিচিত্র শোভা প্রাপ্ত হইয়া এই রণভূমি নক্ষত্রসমূহে চিত্রিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৬

তাহার পর আকাশ হইতেও সাধুবাদ এবং বাদ্যসমূহের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এবং ধনুকগুলের গুণের টঙ্কার ও রথসমূহের চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দযুক্ত সেই সংগ্রাম অধিক কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৭

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞাবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরনিকটং গন্তুং শ্রীকৃষ্ণসমীপে অর্জুনস্যেচ্ছাপ্রকাশঃ, যুদ্ধভূমের্দৃশ্য দর্শয়তা সঞ্জয়-কৃতাপ্তক বর্ণয়তা শ্রীকৃষ্ণেন রথস্য সঞ্চালনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমেব মহানাসীৎ সংগ্রামঃ পৃথিবীক্ষিতাম্।
কুরূণামর্জুনে তদ্বা কর্ণে ভীমসেনে চ পাণ্ডবে। ১
দ্রোণপুত্রং পরাজিত্য জিত্বা চাপ্যান্ মহারথান্।
অব্রবীদর্জুনো রাজন্ বাসুদেবমিদং বচঃ। ২
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো দ্রবন্তীং পাণ্ডবীং চমূম্।
কর্ণং পশ্য চ সংগ্রামে কালয়ন্তং মহারথান্। ৩
ন চ পশ্যামি দাশার্হ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
নাপি কেতুবরং শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজস্য দৃশ্যতে। ৪
ত্রিভাগশ্চাবশিষ্টোঽয়ং দিবসস্য জনার্দন
ন চ মাং ধার্তরাষ্ট্রেষু কশ্চিদ্ যুধ্যতি সংযুগে। ৫
তস্মাৎ ত্বং মৎপ্রিয়ং কৃষ্ণ যাহি যত্র যুধিষ্ঠিরঃ
দৃষ্ট্বা কুশলিনং যুদ্ধে ধর্মপুত্রং সহানুজম্। ৬
পুনর্যোদ্ধাস্মি বার্ষ্ণেয় শত্রুভিঃ সহ সংযুগে।
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু বীতৎসোর্বচনাদ্ধরিঃ। ৭
যত্রো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুরক্ষ্যশ্চ মহারথাঃ।
অমৃষ্যমাণাবেকঃ সার্থং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্। ৮
ততঃ সংগ্রামভূমিং তাং বর্তমানে জনক্ষয়ে।
অবেক্ষমাণো গোবিন্দঃ সব্যসাচিনমব্রবীৎ। ৯
পশ্য পার্থ মহাযোধো বর্ততে তুমুলক্ষয়ঃ।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ দুর্যোধনকৃতে মহান্। ১০
পশ্য ভারত চাপানি কল্পপৃষ্ঠানি ধন্বিনাম্
মৃতানামপবিদ্ধানি বলাপাংশ্চ মহাধনান্। ১১
জাতরূপময়ৈঃ পুঙ্খৈঃ শরাংশ্চানতপর্বণঃ
তৈলধৌতাংশ্চ নারাচান্ নির্মুক্তান্ পন্নগানিব। ১২

পুনরায় আমি বার্ষ্ণেয় শত্রুগণের সহিত সংযুদ্ধে। ৭

তখন রথের দ্বারা সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির এবং সুরক্ষিত মহারথী যোদ্ধারা বর্তমান আছেন। ১২

অতঃপর অর্জুনের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালিত রথের দ্বারা

ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু বীতৎসোর্বচনাদ্ধরিঃ। ৭
যত্রো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুরক্ষ্যশ্চ মহারথাঃ।
অমৃষ্যমাণাবেকঃ সার্থং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্। ৮
ততঃ সংগ্রামভূমিং তাং বর্তমানে জনক্ষয়ে।
অবেক্ষমাণো গোবিন্দঃ সব্যসাচিনমব্রবীৎ। ৯
পশ্য পার্থ মহাযোধো বর্ততে তুমুলক্ষয়ঃ।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ দুর্যোধনকৃতে মহান্। ১০
পশ্য ভারত চাপানি কল্পপৃষ্ঠানি ধন্বিনাম্
মৃতানামপবিদ্ধানি বলাপাংশ্চ মহাধনান্। ১১
জাতরূপময়ৈঃ পুঙ্খৈঃ শরাংশ্চানতপর্বণঃ
তৈলধৌতাংশ্চ নারাচান্ নির্মুক্তান্ পন্নগানিব। ১২

পুনরায় আমি বার্ষ্ণেয় শত্রুগণের সহিত সংযুদ্ধে। ৭

তখন রথের দ্বারা সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির এবং সুরক্ষিত মহারথী যোদ্ধারা বর্তমান আছেন। ১২

অতঃপর অর্জুনের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালিত রথের দ্বারা

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অর্জুনের ইচ্ছাপ্রকাশ এবং যুদ্ধভূমির দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে ও সেখানকার বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রথ সঞ্চালন।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! এইরূপ অর্জুন, কর্ণ ও পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইলে পর কুরুসৈন্যগণের সেই সংগ্রাম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১

হে রাজন্! দ্রোণপুত্র এবং অন্যান্য মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া অবশেষে ভরত অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২

মহাবাহু কৃষ্ণ! দেখুন, এই পাণ্ডবসৈন্যরা পলায়ন করিতেছে এবং কর্ণ সমরাঙ্গণে মহারথী বীরগণকেও কালকবলে প্রেরণ করিতেছে। ৩

হে ধর্মাত্মজসত্তম! এই সময় আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইতেছি না। যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! ধর্মরাজের ধ্বজও দেখা যাইতেছে না। ৪

জনার্দন! এখন সম্পূর্ণ দিবসের তিন ভাগ আর মাত্র অবশিষ্ট আছে। দুর্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে না। ৫

অতএব আপনি আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেখানে গমন করুন যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন। আমি যুদ্ধে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সকুশলে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আবার সমরাঙ্গণে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব। ৬।

অতঃপর অর্জুনের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালিত রথের দ্বারা সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির এবং সুরক্ষিত মহারথী যোদ্ধারা বর্তমান আছেন। ১২

ইহারা মৃত্যুকেই রণ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় মনে করিয়া আপনার যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তখনও সেখানে সেই ভয়ঙ্কর জনসংহার হইতেছিল, সেই রণভূমি দর্শন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সব্যসাচী অর্জুনকে এই কথা বলিলেন॥ ৮-৯

কুন্তীনন্দন! দেখ, দুর্যোধনের জন্য আজ এই ভরতবংশীয়গণের এবং ভূমণ্ডলের অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের মহাভয়ঙ্কর বিনাশ হইতেছে। ১০

হে ভারত! তুমি আরও দেখ, নিহত বহুসংখ্যক বীরগণের এই বর্ণময় পৃষ্ঠদেশযুক্ত বহু ও মহামূল্য ধনুঃসকল পতিত আছে। ১১

সুবর্ণনির্মিত পঙ্খযুক্ত আনতপর্বসমন্বিত বাণ ও তৈলধৌত নারাচসকল সর্পগণের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখা যাইতেছে। ১২

হস্তিসন্নাহসন্নদ্ধান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
বর্মাণি চাপবিদ্ধানি রুক্মপট্টাশ্চ ভারত ॥ ১৩
সুবর্ণবিকৃতান্ প্রাসান্ শক্তীঃ কনকভূষণাঃ।
জাম্বূনদময়ৈঃ পট্টৈর্বদ্ধাশ্চ বিপুলা গদাঃ ॥ ১৪
জাতরূপময়ীশ্চষ্টীঃ পট্টিশান্ হেমভূষণান্।
দণ্ডৈঃ কনকচিত্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধান্ পরশ্বধান্ ॥ ১৫
অয়ঃকূটাশ্চ পত্তিশান্ মুসলানি গুরূণি চ।
শক্তীঃ পঙ্ক্তী চিত্রাশ্চ বিপুলান্ পরিঘাংস্তথা ॥ ১৬
চক্রাণি চাপবিদ্ধানি তোমরাশ্চ মহাত্মনে।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি প্রসৃতা ভরসৃষ্টিভিঃ ॥ ১৭
জীবন্ত ইব দৃশ্যন্তে গজবাজিরথিনঃ
গদাবিমথিতৈর্গাত্রৈর্মূর্মলৈর্বিমথীকৃতান্ ॥
গজ-বাজি-রথকূটান্ পত্ত যোধান্ সহস্রশঃ
বহুযোজনমার্গানাং শরশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ ॥ ১৯

পরিঘৈরায়সৈর্ঘোরৈরয়ঃকূটৈঃ পরশ্বধৈঃ।
শরীরৈর্বহুভিশ্ছিন্নৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ ॥ ২০
গতাসুভিরমিত্রঘ্নৈরুদ্যতা রণভূময়ঃ।
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সাঙ্গদৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥ ২১
সকলত্রৈঃ সকেয়ূরৈর্ভাতি ভারতমেদিনী।
সাঙ্গুলিত্রৈর্মুখাগ্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২২
হস্তিহস্তোপমৈশ্ছিন্নৈরূরুভিশ্চ ভরর্ষভ।
বজ্রচূড়ামণিবরৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ২৩
পতিতৈর্ঘৃষ্টতাম্রাগ্রৈঃ বিরাজতি বসুন্ধরা।
রুধিরৈঃ শোণিতাদিগ্ধৈশ্ছিন্নগাত্রশিরোধরৈঃ ॥ ২৪
তৃপ্তাভি ভরতশ্রেষ্ঠ শার্দূলাচিভিরিবাম্বিভিঃ।
রথাংশ্চ বহুধা ভগ্নান্ হেমকিঙ্কিণিনঃ শুভান্ ॥ ২৫
বাজিনশ্চ হতান্ পশ্য নিকীর্ণাস্ত্রান্ পরাহতান্।
অনুকর্ষোপাসঙ্গান্ পতাকা বিবিধধ্বজান্ ॥ ২৬

ভারত! হস্তিসজ্জনির্মিত বর্মযুক্ত ও সুবর্ণভূষিত বস্ত্র এবং স্বর্ণশোভিত কবচসমূহও নিক্ষিপ্ত আছে। ১৩

এই দেখ, সুবর্ণময় প্রাস, স্বর্ণভূষিত শক্তি এবং স্বর্ণস্থ খচিত বিশাল গদাসকলও পতিত রহিয়াছে ১৪

স্বর্ণময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ এবং সুবর্ণ বিচিত্র দণ্ডযুক্ত পরশুসমূহও নিক্ষিপ্ত আছে ॥ ১৫

লৌহনির্মিত মুষল (অস্ত্র), ভারী মুসল, বিচিত্র শক্তী ও বিশাল পরিঘসকল ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে ॥ ১৬

এই মহাসমরে নিক্ষিপ্ত চক্র ও তোমরসকলও ভূমি লক্ষ্য কর। অস্ত্রাভিঘাতী বেগবান্ যোদ্ধারা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল হাতে ধরিয়াই নিজেদের প্রাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি যেন ইহারা জীবিত বলিয়াই মনে হইতেছে ॥ ১৭½

দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের শরীরসকল গদার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। মুসলের আঘাতে ইহাদের মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে ইহারা বিমর্দিত হইয়া গিয়াছে ॥ ১৮½

শস্ত্রসূদন! খাপ, শক্তি, যষ্টি, পট্টিশ, লৌহময় পরিঘ, লৌহনির্মিত ভয়ঙ্কর অস্ত্র ও পরশুসকলের আঘাতে মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিসকলের বহু শরীরও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত হইয়াছে এবং প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহাদের দ্বারা এই রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৯-২০½

ভারত! চন্দনচর্চিত, অঙ্গদ ও হেমভূষণসকলে অলঙ্কৃত, স্বর্ণের অস্ত্রাভ আস্তরণসমূহে বিভূষিত এবং তলত্রাণ (দস্তানা)-যুক্ত বীরগণের ছিন্ন বাহুসকলের দ্বারা এই ভূভাগের অদ্ভুত শোভা হইতেছে ॥ ২১½

বৃষভতুল্য বিশালনেত্রযুক্ত বেগশালী বীরগণের অঙ্গদাদি-পরিহিত ও আস্তরণভূষিত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। হস্তিশণ্ডের শুণ্ডতুল্য স্থূল (মোটা) বহু জঙ্ঘা পতিত হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি শোভিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক-সকলও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। এই সকলের দ্বারা রণভূমির অপূর্ব শোভা হইতেছে ॥ ২২-২৩½

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, বিচিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া রক্তবর্ণ দেখাইতেছে, সেই কবন্ধসমূহে (মুণ্ডহীন শবদেহসমূহে) রণভূমি স্থানে স্থানে শায়িতাবস্থায় অগ্নির অঙ্গারসকলের দ্বারা যেন শোভা পাইতেছে ॥ ২৪½

দেখ, যাহাদের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা পরিবেষ্টিত আছে, এরূপ অসংখ্য সুন্দর রথ খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত আছে। বাসনসমূহে নিহত হইয়া ইহাদের অশ্বগণ ধরাশায়ী হইয়াছে এবং তাহাদের অঙ্গসকলও বাহির হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫½

অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, পতাকা নানাবিধ ধ্বজ এবং দণ্ডী যোদ্ধাদের বড় বড় শ্বেতবর্ণের অঙ্গসকলও চারিদিকে ছড়ান আছে ॥ ২৬½

রথিনাঞ্চ মহাস্কন্ধান্ পাতুরাংশ্চ প্রকীর্ণকান্।
নিরস্তজিহ্বান্ দ্বাতন্ত্রান্ শয়ানান্ পর্বতোপমান্ ॥২৭
বৈজয়ন্তীবিচিত্রাংশ্চ হতাংশ্চ গজবাজিনঃ।
বারণানাং পরিস্তোমাংস্তথৈবাজিনকম্বলান্ ॥ ২৮
বিপাটিতবিচিত্রাংশ্চ রূপ্যচিত্রান্ বৃথাস্রজঃ।
ভিন্নাংশ্চ বহুধা ঘণ্টা মহদ্ভিঃ পতিতৈর্গজৈঃ ॥ ২৯
বৈদূর্যবন্তাংশ্চ শুভান্ পতিতানঙ্কুশান্ ভুবি
বদ্ধাঃ সাদিভুজাগ্রেষু সুবর্ণবিকৃতাঃ কশাঃ ॥ ৩০
বিচিত্রমণিচিত্রাংশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
অশ্বাস্তরপরিস্তোমান্ রাজবান্ পতিতান্ ভুবি ॥ ৩১
চূড়ামণীন্ নরেন্দ্রাণাং বিচিত্রাঃ কাঞ্চনস্রজঃ।
ছত্রাণি চাপবিদ্ধানি চামর-ব্যজনানি চ ॥ ৩২
চন্দ্রনক্ষত্রতারৈশ্চ বরনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ
শুম্ভজ্জিরত্যর্থং বীরাণাং সমলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৩৩
বদনৈঃ পদ্ম সংছন্নাঃ মহীং শোণিতকর্দমাম্।
সজীবাংস্তাপরান্ পশ্য কূজমানান্ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
উপাস্যমানান্ বহুশো স্বজনৈর্বিশাম্পতে।
জাতিভিঃ সহিতাংস্তত্র রোদমানৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৫
ব্যুৎক্রান্তানপরান্ যোধাংশ্চারয়িত্বা তরস্বিনঃ।
পুনর্যুদ্ধায় গচ্ছন্তি জয়গৃদ্ধাঃ প্রহারকঃ ॥ ৩৬
অপরে তত্র তত্রৈব পরিধাবন্তি মানবাঃ।
জাতিভিঃ পতিতৈঃ শূরৈর্ধ্যায়মানাস্তথোদকম্ ॥ ৩৭
জলার্থিনঃ গতাঃ কেচিন্নিষ্প্রাণা বহবোঽজুন।
সাদিনস্তাংশ্চ তে শূরান্ বৈ দৃষ্ট্বা বিচেতসঃ ॥ ৩৮
জলং ত্যক্ত্বা প্রধাবন্তি ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্।
জলং পীত্বা মৃতান্ পশ্য শিবতোঽন্যাংশ্চ মারিষ ॥ ৩৯
পরিত্যজ্য প্রিয়ান্তন্তে বান্ধবান্ বান্ধবপ্রিয়াঃ।
ব্যুৎক্রান্তাঃ সমরমুক্তে তত্র তত্র মহারণে ॥ ৪০

যাহাদের জিহ্বা বাহির হইয়া রহিয়াছে, এরূপ অসংখ্য পর্বতাকার হাতী চিরকালের জন্য রণস্থলে পতিত রহিয়াছে। বিচিত্র বৈজয়ন্তী পতাকাসমূহ ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং হস্তী ও অশ্বগণ নিহত হইয়াছে। ২৭।

হস্তিগণের বিচিত্র আসন, মুখচর্ম ও কম্বলসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। রৌপ্যনির্মিত তারকাসমূহে চিত্রিত আস্তরণ, অঙ্কুশ এবং বহু ঘণ্টা বিচ্ছিন্ন অথবা ঘণ্টা বিশাল গজরাজগণের সহিত রণস্থলে পতিত রহিয়াছে। ২৮-২৯

যাহাদের মধ্যে বৈদূর্যমণির কার্যযুক্ত আছে, এরূপ অসংখ্য সুন্দর অঙ্কুশ ভূতলে পতিত আছে। আরোহী যোদ্ধাদের হস্তে স্থিত সুবর্ণনির্মিত বহু কশাও ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। ৩০

বিচিত্র অশ্বাস্তরসমূহে সংযুক্ত ও স্বর্ণময় তারকাচিহ্নে চিহ্নিত রঙ্কুমৃগের চর্মের দ্বারা নির্মিত, অশ্বগণের পৃষ্ঠে আবৃত বহুসংখ্যক জাল ভূমিতে পতিত আছে। ৩১

নরপতিগণের মণিময় মুকুট, বিচিত্র স্বর্ণময় হার, ছত্র, চামর এবং ব্যজন নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ৩২

দেখ, চন্দ্র ও নক্ষত্রসদৃশ কান্তিমান্, মনোহর কুণ্ডলসমূহে বিভূষিত এবং পদ্ম (কান্তি)-যুক্ত বীরগণের আস্তরণবৃষিত মুখকমলের দ্বারা রণভূমি অত্যন্তই শোভিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার উপর রক্তের কর্দম উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৩।

৬৫৩

শুভ্রকান্তিক অর্জুন! অন্য যোদ্ধাগণের বিষয়ও দৃষ্টিপাত কর, যাহাদের প্রাণ এখনও অবশিষ্ট আছে এবং যাহারা চারিদিকে অবাক্ হইয়া কোলাহল করিতেছে, তাহাদের স্বজনবান্ধব আত্মীয়স্বজন অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিকটে আসিয়া উপবেশন পূর্বক হাহাকার রোদন করিতেছে। ৩৪-৩৫

যাহাদের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, সেই যোদ্ধাগণকে বয়স্যগণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তরস্বিনাম্নী বেগবান্ বীর সৈন্যরা পুনরায় অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছে। ৩৬

অপর বহু সৈন্য রণাঙ্গনে পতিত নিজেদের সৌখ্যশালী বীরগণ জল প্রার্থনা করিলে পর সেখানে তাহারা এদিক্ ওদিক্ জলের জন্য ধাবিত হইতেছে। ৩৭

অর্জুন! বহু যোদ্ধা জল আনিবার জন্য গমন করিল, ইহার মধ্যে জলাকাঙ্ক্ষী সেই সব বীরের প্রাণ বহির্গত হইল। যখন বীর যোদ্ধারা জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাদিগকে অচৈতন্য দেখিয়া জল সেইখানেই নিক্ষেপ করত পরস্পর কোলাহল করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ৩৮-৩৯

হেঁ বীর অর্জুন! অতঃপর কিছু যোদ্ধা জলপান করত নিহত হইল এবং কিছু সৈন্য জল পান করিতে করিতেই প্রাণহীন হইয়া যাইল। বান্ধবপ্রিয় বহু যোদ্ধাকে নিজেদের প্রিয় বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই মহাসমরে যেখানে সেখানে নিষ্প্রাণ হইতে দেখা যাইতেছে। ৩৯-৪০

তথাপরান্ নরশ্রেষ্ঠ সংদষ্টৌষ্ঠপুটান্ পুনঃ।
ভ্রুকুটীকুটিলৈর্বক্ত্রৈঃ প্রেক্ষমাণান্ সমন্ততঃ ॥ ৪১
এবং ব্রুবাণস্য কৃষ্ণস্য যযৌ যত্র যুধিষ্ঠিরঃ।
অর্জুনশ্চাপি নৃপতের্ধর্মনার্থং মহারণে ॥ ৪২
যাহি যাহীতি গোবিন্দং মুহুর্মুহুরচোদয়ৎ।
তাং ভূমিং পার্থিবঞ্চৈব দর্শয়িত্বা চ মাধবঃ ॥ ৪৩
ব্রুবমাণস্ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থমাহ শনৈরিদম্।
পশ্য পাণ্ডব রাজানমুপযাতাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৪৪
কর্ণং পশ্য মহারঙ্গে জ্বলন্তমিব পাবকম্।
অসৌ ভীমো মহেষ্বাসঃ সংনিবৃত্তো রণং প্রতি ॥ ৪৫
তমেতে বিনিবর্ত্তন্তে দৃষ্ট্বাঽনুযোগমাঃ।
পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াশ্চাপি পাণ্ডবাশ্চাপি যে যুধম্ ॥ ৪৬
নিবৃত্তৈশ্চ পুনঃ পার্থৈর্ভগ্নঃ শত্রুবলো মহৎ
কৌরবান্ দ্রবতো হ্যেষ কর্ণো রাধেয়তেঽনঘ ॥ ৪৭
অন্তকপ্রতিমো বেগে শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
অসৌ গচ্ছতি কৌরব্য দ্রৌণিঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ৪৮
তমেব প্রক্রুধঃ সাধ্যে দৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
অনুপ্রয়াতি সংগ্রামে চক্রান্ পঞ্চ চ সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৪৯
দর্শয়ন্ সুমহদ্যুদ্ধং বাসুদেবঃ কিরীটিনে।
ততো রাজন্ মহাঘোরঃ প্রাদুরাসীন্মহারণঃ ॥ ৫০
সিংহনাদরবাংশ্চৈব প্রাদুরাসন্ সমাগমে।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্ত্তনম্ ॥ ৫১
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি বাসুদেববাক্যে অষ্টশতাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৮

নরশ্রেষ্ঠ! অস্ত্র আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যাহারা যজ্ঞসমূহের দ্বারা নিজেদের এই শরীর ক্ষয় করিতে করিতে ভ্রুকুটিযুক্ত মুখে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ৪১

এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সেই মহাসমরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার জন্য সেই স্থানের দিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে তিনি অবস্থান করিতেছেন। ৪২

অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার বলিতে লাগিলেন, চলুন চলুন। তখন মাধব উদ্যতি হইয়া অর্জুনকে যুধিষ্ঠির দর্শন করাইতে করাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—পাণ্ডুনন্দন! দেখ, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে বহু ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ৪৩-৪৪

এদিকে দেখ, কর্ণ যুদ্ধের মহারঙ্গমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে এবং মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। ৪৫

পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডবসৈন্যগণের এই দৃষ্ট্যাদি প্রধান বীরগণও ভীমসেনের সহিতই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। ৪৬

অর্জুন! এই দেখ, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা শত্রু-পক্ষের বিশাল বাহিনীমধ্যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়াছে। তখন পলায়মান এই কৌরব-বীরগণকে কর্ণ প্রতিরোধ করিতেছে। ৪৭

কুরুনন্দন! যে ব্যক্তি বেগে যমরাজ এবং পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য, অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অশ্বত্থামা অস্ত্রবিধে গমন করিতেছে। ৪৮

মহারথী দৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধস্থলে তীব্র বেগে অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এই দেখ, সংগ্রামে বহু সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে। ৪৯

তদনন্তর দুর্জ্জয় বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরীটধারী অর্জুনকে এই সমস্ত কথাই বলিলেন। তাহার পর সেইস্থলে অতিশয় ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৫০

হে রাজন্! উভয় পক্ষেরই সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় ভাবিয়া যুদ্ধে নিরত হইল এবং বীরগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ৫১

পৃথিবীনাথ! এইরূপে এই পৃথিবীতে আপনার ও শত্রুদের সৈন্যগণের ক্ষয় হইয়াছিল। রাজন্! এ সমস্ত আপনার দুষ্মন্ত্রণারই ফল। ৫২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক অষ্টশতাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সহ কর্ণের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নোপরি অশ্বত্থামার আক্রমণ, অর্জুনের ধৃষ্টদ্যুম্নরক্ষা, অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পুনঃ সমাজগ্মুরতীতাঃ কুরু-সৃঞ্জয়াঃ।
যুধিষ্ঠিরমুখাঃ পার্থাঃ সূতপুত্রমুখা বয়ম্। ১
ততঃ প্রবৃত্তে ভীমঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ।
কর্ণস্য পাণ্ডবানাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ॥ ২
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে তুমুলে শোণিতোদকে।
সংশপ্তকেষু শূরেষু কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু ভারত। ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সহিতঃ সর্ব্বরাজভিঃ
কর্ণমেবাভিদুদ্রাব পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ ৪
আপতন্তমানাংস্তান্ সংখ্যে প্রহৃষ্টান্ বিজয়ৈষিণঃ।
ব্যবারয়ৎ রণে কর্ণো জলৌঘানিব পর্ব্বতঃ। ৫
সমাসাদ্য তু তে কর্ণং বাণীর্যাস্তু মহারথাঃ
যথাচলং সমাসাদ্য বার্য্যোঘাঃ সর্ব্বতো দিশম্। ৬
তয়োরাসীন্মহারাজ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য রাধেয়ঃ শরেণানতপর্ব্বণা॥ ৭
তাড়য়ামাস সমরে তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
বিজয়স্য ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বিধুন্বানো মহারথঃ॥ ৮
পার্ষতস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধঃ পার্ষতং নবভিঃ শরৈঃ॥ ৯
তে বর্ম্ম হেমবিকৃতং ভিত্ত্বা তস্য মহাত্মনঃ।
শোণিতাক্তা বারাতস্য শক্রগোপা ইবানঘ॥ ১০
তদপাস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ
অথাস্যন্ ধনুরাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্॥ ১১
কর্ণং বিব্যাধ সপ্তত্যা শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
তথৈব রাজন্ কর্ণোঽপি পার্ষতং শক্রতাপনম্॥ ১২
ছাদয়ামাস সমরে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ
দ্রোণশক্রর্মহেষ্বাসো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৩

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত কর্ণের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর অশ্বত্থামার আক্রমণ, অর্জুন কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা এবং অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধারা নির্ভয় হইয়া পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। একদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবযোদ্ধারা এবং অপর দিকে সূতপুত্র কর্ণ প্রভৃতি আমরা। ১

এই সময় কর্ণ ও পাণ্ডবযোদ্ধাদের অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কেবল যমরাজেরই রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল। ভারত! সেখানে রক্ত জলের ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে এবং অল্পসংখ্যক সংশপ্তক সৈন্য অবশিষ্ট থাকিলে পর সমস্ত রাজাদের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! অন্যান্য পাণ্ডব মহারথী বীরগণও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ২-৪

যুদ্ধস্থলে অভিলাষী হইয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত সমাগত সেই বীরগণকে কর্ণ একাকীই সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ জলের প্রবাহকে পর্ব্বত প্রতিরোধ করিয়া থাকে॥ ৫

কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সব মহারথী বীরগণ সেই স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, যেরূপ জলের প্রবাহ কোন পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া যায়॥ ৬

মহারাজ সেই সময় ভয় বীরের মনে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরক্ষেত্রে আচার্যপুত্রকে একটি বাণের দ্বারা রাধাপুত্র কর্ণকে তাড়িত করিলেন এবং বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ৭

তখন মহারথী কর্ণ নিজের বিজয়সাধক শ্রেষ্ঠ ধনু কম্পিত করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ও বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত বাণ ছেদন করিয়া দিলেন। তাহার অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নব্বই বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাড়িত করিলেন॥ ৮-৯

নিষ্পাপ রাজন্! এই সকল বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের স্বর্ণনির্ম্মিত কবচ ভেদ করত তাঁহার রক্তে রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রগোপকীট (ঝিনপোকা)-সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ১০

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করত অপর ধনু ও বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত বাণ গ্রহণপূর্ব্বক আনতপর্ব্বযুক্ত সত্তরটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১১

রাজন্! এইরূপ কর্ণও সমরাঙ্গনে বিষধর সর্পসদৃশ বিষাক্ত বাণসমূহের দ্বারা শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন দ্রোণশত্রু মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্ণকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ১২-১৩

তস্য কর্ণ মহারাজ শরং কনকভূষণম্
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো মৃত্যুদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ১৪
তমাপতন্তং সহসা ঘোররূপং বিশাম্পতে।
চিচ্ছেদ শতধা রাজন্ শৈনেয়ঃ কৃতহস্তবৎ ॥১৫
দৃষ্ট্বা বিনিহতং বাণং শরৈঃ কর্ণো বিশাম্পতে।
সাত্যকিং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ ॥ ১৬
বিব্যাধ চৈনং সমরে নারাচৈস্তত্র সপ্তভিঃ।
তং প্রত্যবিধ্যদ্ভৈনেয়ঃ শরৈর্হেমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১৭
ততো যুদ্ধং মহারাজ চক্ষুঃ-শ্রোত্রভয়ানকম্।
আসীদ্ ঘোরং চিত্রকং প্রেক্ষণীয়ং সমন্ততঃ ॥ ১৮
সর্বেষাং তত্র ভূতানাং লোমহর্ষোঽভ্যজায়ত।
তদ্ দৃষ্ট্বা সমরে কর্ম কর্ণ-শৈনেয়য়োর্নৃপ ॥ ১৯
এতস্মিন্নন্তরে দ্রৌণিরভ্যাগাৎ সুমহাবলম্।
পার্ষতং শত্রুদমনং শত্রুবীর্যাপনাশনম্ ॥২০

অভ্যভাষত সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ
তিষ্ঠ তিষ্ঠাদ্য ব্রহ্মঘ্ন ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ২১
ইত্যুক্ত্বা সুভৃশং বীরঃ শীঘ্রকৃদ্ভিঃ শরৈঃ।
পার্ষতং ছাদয়ামাস ঘোররূপৈঃ সুতেজনৈঃ ॥২২
তমমানং পরং শক্ত্যা যতমানো মহারথঃ।
যথা হি সমরে দ্রোণঃ পার্ষতং বীক্ষ্য মানিষু ॥ ২৩
তথা দ্রৌণিং রণে দৃষ্ট্বা পার্ষতঃ পরবীরহা।
নাতিহৃষ্টমনা ভূত্বা মন্যতে মৃত্যুমাত্মনঃ ॥ ২৪
স জ্ঞাত্বা সমরেঽত্মানং সংগ্রামাবধ্যমেব তু।
জবেনাভ্যাযযৌ দ্রৌণিং কালঃ কালমিব ক্ষয়ে ॥ ২৫
দ্রৌণিস্তু দৃষ্ট্বা রাজেন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্নমবস্থিতম্।
ক্রোধেন নিঃশ্বসন্ বীরঃ পার্ষতং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২৬
তাবন্যোন্যং তু দৃষ্ট্বৈব সংরব্ধৌ তত্ত্বতঃ পরম্।
অথাস্ত্রবীন্মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৭

মহারাজ! এই সময় কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর একটি সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

প্রজানাথ! রাজন্! সহসা সেই ভয়ঙ্কর বাণকে আসিতে দেখিয়া সাত্যকি একজন সিংহদৃপ্ত যোদ্ধার ন্যায় এই বাণকে শতখণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৫

প্রজাপালক! সাত্যকির বাণসমূহে নিজের বাণকে নষ্ট হইতে দেখিয়া কর্ণ চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করত সাত্যকিকে আবৃত করিলেন ॥ ১৬

সেই সঙ্গে সমরাঙ্গণে সাতটি নারাচের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকিও সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! তখন চক্ষু ও কর্ণের ভয়ানক, ঘোরতর এবং বিচিত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা চারিদিক্ দিয়া দেখিবার যোগ্য ছিল ॥ ১৮

হে নৃপ! সমরাঙ্গণে কর্ণ ও সাত্যকির এই কর্ম দর্শন করত সমস্ত প্রাণীগণের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ১৯

এই সময় শত্রুগণের বল ও প্রাণনাশকারী শত্রুদমন মহাবল অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২০

শত্রুসেনা-বিনাশী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেখানে উপস্থিত হইয়াই অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যাকারী পাপী! দাঁড়াও, দাঁড়াও। আজ তুমি কোনমতে আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥ ২১

এই কথা বলিয়া বিপক্ষকারী প্রতাপশালী মহারথী অশ্বত্থামা অত্যন্ত ভেজস্বী, ঘোর এবং তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা ত্বরান্বিত হইয়া যথাশক্তি যত্নসহকারে বীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২-২৩

আর্য! যেরূপ দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া মনে মনেই স্থির হইয়া তাঁহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ মনে করিতেন, সেইরূপ শত্রুবীরসংহারকারী ধৃষ্টদ্যুম্নও রণক্ষেত্রে অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ॥ ২৪-২৫

তিনি নিজেকে সমরাঙ্গণে অবধ্যস্বরূপের দ্বারা অবধ্য মনে করত তীব্র বেগে অশ্বত্থামার সম্মুখে আসিলেন। ইহাতে মনে হইল—প্রলয়ের কালে সাক্ষাৎ কালই যেন কালের উপর আক্রমণ করিতেছেন ॥ ২৬

রাজেন্দ্র! বীর অশ্বত্থামা ক্রোধদহনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৬

মহারাজ! ইঁহারা উভয়ে উভয়কে দেখিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রজানাথ! তারপর প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া নিজেরই পার্শ্বে অবস্থিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ২৭

ধৃষ্টদ্যুম্নং সমীপস্থং ত্বরমাণো বিনাশ্যতে।
পাকালাপসদাদ্য ত্বাং প্রেষয়িষ্যামি মৃত্যবে ॥ ২৮
পাপং হি যৎ ত্বয়া কর্ম হত্বা দ্রোণং পুরাকৃতম্।
অদ্য ত্বাং তদ্ব্যপোহ্যতে তদ্ বৈ যথা ন কুশলং তথা ॥ ২৯
অরক্ষ্যমাণং পার্শ্বেন যদি তিষ্ঠসি সংযুগে।
নাপক্রমসি বা মূঢ় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
প্রতিবাক্যং স এবাস্মিন্নামকো দাস্যতে তব ॥ ৩১
যেনৈব তে পিতুর্হন্তুং মতমানস্য সংযুগে।
যদি তাবন্ময়া দ্রোণো নিহতো ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ৩২
যাস্যিদানীং কথং যুদ্ধে ন হনিষ্যামি বিক্রমাৎ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ সেনাপতিরমর্ষণঃ ॥ ৩৩
নিশিতেনাতিবাণেন দ্রৌণিং বিব্যাধ পার্ষতঃ
ততো দ্রৌণিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৪
আচ্ছাদয়দ্ বিশো রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।

নৈবান্তরিক্ষং ন দিশো ন চাপি যোধাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
দৃশ্যন্তে বৈ মহারাজ শরৈশ্ছন্নাঃ সহস্রশঃ।
তথৈব পার্ষতো রাজন্ দ্রৌণিমাহবশোভিনম্ ॥ ৩৬
শরৈঃ সন্নাদয়ামাস সূতপুত্রস্য পশ্যতঃ।
রাধেয়োঽপি মহারাজ পাকালান্ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ৩৭
দ্রৌপদেয়ান্ যুধামন্যুং সাত্যকিং চ মহারথম্।
একঃ সর্বানবারয়ামাস প্রেক্ষণীয়ঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৮
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে দ্রৌণেশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্।
তদপাস্য ধনুর্দ্রৌণিরন্যদাদায় কার্মুকম্ ॥ ৩৯
বেগবান্ সমরে ঘোরে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্
স পার্ষতস্য রাজেন্দ্র ধনুঃ শক্তিং গদাং ধ্বজম্ ॥ ৪০
হয়ান্ সূতং রথঞ্চৈব নিমেষাদ্ রাশমচ্ছরৈঃ।
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ৪১
খড়্গমাদত্ত বিপুলং শতচন্দ্রং তথোত্তমম্।
দ্রৌণিস্তদপি রাজেন্দ্র ভল্লৈঃ ক্ষিপ্রং মহারথঃ ॥ ৪২

রে পাকালকুলকলঙ্ক! আজ আমি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। তুমি পূর্বে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়া যে পাপকার্য করিয়াছ, তাহা এক অমঙ্গলকারী কবন্ধের ন্যায় আজ তোমাকে সন্তাপ দান করিবে ॥ ২৮-২৯

অরে মূর্খ! যদি তুমি আজ অর্জুনকর্তৃক অরক্ষিত থাকিয়া রণাঙ্গণে অবস্থান কর এবং পলাইয়া না যাও, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই সংহার করিব—এই সত্য কথা তোমাকে বলিয়া দিলাম ॥ ৩০

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন। অরে! তোমার এই কথার উত্তর আমার এই তরবারিই তোমাকে প্রদান করিবে, যে তরবারি যুদ্ধস্থলে জনলাভের জন্য মহাপরাক্রম তোমার পিতাকে যোগ্য উত্তরদান করিয়াছিল ॥ ৩১½

যদি আমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে পূর্বে বধ করিতে পারি, তবে এই সময় পরাক্রম করিয়া তোমাকে আমি কেন বধ করিতে পারিব না? ৩২½

মহারাজ! এই কথা বলিয়া অমর্ষশীল সেনাপতি দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার একটি বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৩½

ইহাতে অশ্বত্থামার ক্রোধ বর্ধিত হইল। রাজন্! তিনি আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৪½

মহারাজ! সেই সময় অন্তরিক্ষ, দিক্‌সমূহ বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় না আকাশ দেখা যাইল, না দিক্‌সমূহ এবং না সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণ দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩৫½

রাজন্! এইরূপ যুদ্ধে শোভাশালী অশ্বত্থামাকে ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্ণের সাক্ষাতেই বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৬½

মহারাজ! সমরাঙ্গনে দর্শনীয় রাধাপুত্র কর্ণও পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুধামন্যু এবং মহারথী সাত্যকিকে একাকীই নিবারণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামার বহু ছেদন করিলেন। রাজেন্দ্র! তখন বেগবান্ অশ্বত্থামা সেই ছিন্ন বহু নিক্ষেপ করত অপর বহু এবং বিবর্ম সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহ হাতে লইয়া উহাদের দ্বারা নিমেষের মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু, শক্তি, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি এবং রথকে বিনষ্ট করিলেন ॥ ৩৯-৪০½

ধনু ছিন্ন হইলে পর এবং অশ্বগণ ও সারথি বিনষ্ট হইলে পর রথহীন ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল ফলক ও শতচন্দ্রচিহ্নে চিহ্নিত যোদ্ধীয়মান চাঁদ গ্রহণ করিলেন ॥ ৪১½

রাজেন্দ্র! অতিক্রান্ত হস্ত চালাইতে সমর্থ মুষ্টু অস্ত্রধারী বীর মহারথী অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে বহু ভল্লের দ্বারা রথ হইতে নামিবার পূর্বেই ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই চাঁদ ও তরবারি ছেদন করিয়া

চিক্ষেপ সমরে বীরঃ কিপ্রহস্তো দৃঢ়াযুধঃ
রথাদনবরূঢ়স্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং হি বিরথং হতাশ্বং ছিন্নকার্মুকম্।
শরৈশ্চ বহুধা বিদ্ধমস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতম্ ॥ ৩৪
নাশকন্ ভরতশ্রেষ্ঠ ত্যজমানো মহারথঃ।
তস্যাভিমুখতো রাজন্ যদা দ্রৌণির্ন জগ্মিবান্ ॥ ৩৫
অথ ত্যক্ত্বা বরুথীরঃ পার্ষতং পরিতোঽরগাৎ।
আসীদাপ্লবতো বেগস্তস্য রাজন্ মহাত্মনঃ ॥ ৩৬
গরুত্মতেব পততো জিঘৃক্ষোঃ পন্নগোত্তমম্।
এতস্মিন্নেব কালে তু মাধবোঽর্জুনমব্রবীৎ ॥ ৩৭
পশ্য পার্থ যথা দ্রৌণিঃ পাঞ্চাল্যস্য বধং প্রতি।
যত্নং করোতি বিপুলং তস্মাচ্চৈনং ন সংসয়ঃ ॥ ৩৮
তং মোচয় মহাবাহো পার্ষতঃ শত্রুকর্শন।
দ্রৌণেরাস্যমনুপ্রাপ্তঃ মৃত্যোরাস্যগতং যথা ॥ ৩৯
এবমুক্ত্বা মহারাজ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
প্রৈষয়ত্ তুরগাংস্তত্র যত্র দ্রৌণিব্যবস্থিতঃ ॥ ৪০
তে হয়াস্তস্য সদৃশাঃ কেশবেন প্রচোদিতাঃ।
আপিবন্ত ইব ব্যোম জগ্মুর্দ্রৌণিরথং প্রতি ॥ ৪১
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু মহাবীর্যো বুভৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নবধে যত্নঃ চক্রে রাজন্ মহাবলঃ ॥ ৪২
বিকৃষ্যমাণং তু তৈর্বৈ ধৃষ্টদ্যুম্নং নরেশ্বর।
শরাংশ্চিক্ষেপ বৈ পার্থো দ্রৌণিং প্রতি মহাবলঃ ॥ ৪৩
তে শরা হেমবিকৃতা গাণ্ডীবপ্রেষিতা ভৃশম্।
দ্রৌণিমাসাদ্য বিবিশুর্বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৪৪
স বিদ্ধস্তৈঃ শরৈর্ঘোরৈর্দ্রৌণিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
উৎসৃজ্য সমরে রাজন্ পাঞ্চাল্যমমিতৌজসম্ ॥ ৪৫
রথমারুরুহে বীরো ধনুষ্যপরমাদিতঃ।
প্রগৃহ্য চ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং পার্থং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৪৬
এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ সহদেবো জনাধিপ।
অপোবাহ রথেনাজৌ পার্ষতং শত্রুতাপনম্ ॥ ৪৭

নিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৩২-৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদিও ধৃষ্টদ্যুম্ন রথহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিনি বাণসমূহে বিদ্ধ ও অস্ত্রাঘাতে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা জর্জরিত হইয়াছিলেন, তথাপি মহারথী অশ্বত্থামা বহুবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৪॥

রাজন্! যখন বীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি রথ পরিত্যাগ করিয়া অতিক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫॥

হে রাজন্! রথ হইতে লম্ফ দিয়া নামিবার পর যাঁহার মহাত্মা অশ্বত্থামার বেগ মহাবেগে গ্রহণ করিতে উদ্যত গরুড়ের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৩৬॥

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—পার্থ! এই দেখ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য কিরূপ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে? সে এখন ইহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৭-৩৮

মহাবাহো শত্রুসূদন! যেরূপ কোন ব্যক্তি মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার মুখে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা কর ॥ ৩৯

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অশ্বসমূহকে সেইদিকে চালনা করিলেন, যেখানে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত সেই চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ অশ্বত্থামার রথের দিকে সেইভাবে ধাবিত হইতে লাগিল, যেন তাহারা আকাশকে পান করিয়া ফেলিবে ॥ ৪১

রাজন্! মহাসত্ত্বসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়কে আসিতে দেখিয়া মহাবল অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

হে নরেশ্বর! ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষিত হইতে দেখিয়া মহাবল অর্জুন অশ্বত্থামার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৩

গাণ্ডীব ধনু হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত সেই সুবর্ণনির্মিত বাণসকল অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া উহার শরীরে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ সর্পগণ গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪

রাজন্! এই ভাবে বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী বীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে অমিতবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করত নিজের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন। তখন তিনি ধনুসমূহের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেইজন্য তিনিও একটি শ্রেষ্ঠ ধনু হাতে লইয়া বাণসকলের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

হে নরাধিপ! ইহার মধ্যে বীর সহদেব শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ রথের দ্বারা রণাঙ্গন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৪৭

অর্জুনোঽপি মহারাজ দ্রৌণিং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
তং দ্রোণপুত্রঃ সংক্রুদ্ধো বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ৪৮
ক্রোধিতস্তু রথে পার্থো নারাচং কালসন্নিভম্।
দ্রোণপুত্রায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণস্যাসদেশে স নিপপাত মহাদ্যুতিঃ।
স বিহ্বলো মহারাজ সরবেগেন সাদুগে ॥ ৫০
নিষসাদ রথোপস্থে বৈক্লব্যঞ্চ পরং যযৌ।
ততঃ কর্ণো মহারাজ ব্যাক্ষিপদ্ বিজয়ং ধনুঃ ॥ ৫১
অর্জুনং সমরে ক্রুদ্ধঃ প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ।
বৈরথকাপি পার্থেন কাময়ানো মহারণে ॥ ৫২
বিহ্বলং তং তু বীক্ষ্যাথ দ্রোণপুত্রঞ্চ সারথিঃ।
অপোবাহ রথেনাজৌ ত্বরমাণো রণাজিরাৎ ॥ ৫৩

অথোৎক্রুষ্টং মহারাজ পাঞ্চালৈস্তিক্তকাশিভিঃ।
মোক্ষিতং পাবকং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রঞ্চ পীড়িতম্ ॥ ৫৪
বাসিতাপি চ দিব্যানি প্রাবাদ্যন্ত সহস্রশঃ।
সিংহনাদাংশ্চ চক্রুস্তে দৃষ্ট্বা সংখ্যে ভয়দ্রুতম্ ॥ ৫৫
এবং কৃষ্ণাব্রবীৎ পার্থো বাসুদেবং ধনঞ্জয়ঃ।
যাহি সাংশপ্তকান্ কৃষ্ণ কার্যমেতৎ পরং মম ॥ ৫৬
ততঃ প্রযাতো দাশার্হঃ শ্রুত্বা পাণ্ডবভাষিতম্।
রথেনাতিপতাকেন মনোমারুতরংহসা ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি দ্রৌণাপয়ানে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

মহারাজ! অর্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় কুপিত হইয়া অর্জুনের বক্ষে ও বাহুতে ও আঘাত করিলেন। ৪৮

রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া কৃষ্ণসারথি অর্জুন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার উপর বিষাগ্নি কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ কালসদৃশ একটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ৪৯

মহারাজ! এই অগ্নিসূর্যতেজস্বী নারাচ সেই ব্রাহ্মণের স্কন্ধে যাইয়া পতিত হইল। অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে এই বাণের বেগে ব্যাকুল হইয়া রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সর্বতোভাবে মূর্ছিত হইলেন। ৫০-৫১

রাজরাজেন্দ্র! তাহার পর কর্ণ সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া অর্জুনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করত বিজয়নামক ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিলেন। ইনি মহাসমরে অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া থাকেন। ৫১-৫২

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিহ্বল হইতে দেখিয়া তাঁহার সারথি অতিশীঘ্র তাঁহাকে রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া গেল। ৫৩

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখ হইতে মুক্ত এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পীড়িত দেখিয়া অবশিষ্ট পাঞ্চাল সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিল। ৫৪

সেই সময় সহস্র সহস্র ভেরী বাদিত হইতে থাকিল সেই পাঞ্চালসৈন্যগণ রণাঙ্গনে এই অদ্ভুত কার্যদর্শন করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ৫৫

এইরূপ পরাক্রম করত মহাবীর ধনঞ্জয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! এখন সংশপ্তক সৈন্যগণের দিকে গমন করুন। বর্তমানে ইহাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রধান কার্য ॥ ৫৬

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত মন ও বায়ুসদৃশ বেগগামী এবং অত্যুচ্চ পতাকাবিশিষ্ট রথের দ্বারা সেখান হইতে গমন করিলেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অশ্বত্থামার পলায়নবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে দুর্যোধনস্য কর্ণস্য চ পরাক্রমবর্ণনম্, কর্ণং হন্তুমর্জুনায়োপদেশদানম্, ভীমসেনস্য দুষ্কর-পরাক্রমকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ পার্থং বচনমব্রবীৎ।
দর্শয়ন্নিব কৌন্তেয়ং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্॥ ১

এষ পাণ্ডব তে ভ্রাতা ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ।
জিঘাংসুভির্মহেষ্বাসৈর্গুপ্তং পার্থোঽনুপশ্যতে॥ ২

তং চানুযান্তি সংরব্ধাঃ পাঞ্চালা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
যুধিষ্ঠিরং মহাত্মানং পরীপ্সন্তো মহাবলাঃ॥ ৩

এষ দুর্যোধনঃ পার্থ রথানীকেন রক্ষিতঃ।
রাজা সর্বস্য লোকস্য রাজানমনুধাবতি॥ ৪

জিঘাংসুঃ পুরুষব্যাঘ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বলী
আশীবিষবিষস্পর্শৈঃ সর্বযুদ্ধবিশারদৈঃ॥ ৫

এতে জিঘৃক্ষবো যান্তি দ্বিপাশ্ব-রথ-পত্তয়ঃ
যুধিষ্ঠিরং ধার্তরাষ্ট্রা নরেন্দ্রমমিবাধিনঃ॥ ৬

পশ্য সাধ্বভ-ভীমাভ্যাং নিরুদ্ধাবিষ্টিতাঃ পুনঃ।
জিহীর্ষবোঽমৃতং দৈত্যাঃ শক্রাগ্ন্যাভিবাসকৃৎ॥ ৭

এতে বলবদাবৃত্তাঃ পুনর্গচ্ছন্তি পাণ্ডবম্।
সমুদ্রমিব বার্যোঘাঃ প্রাবৃট্কালে মহারথাঃ॥ ৮

নদন্তো সিংহনাদাংশ্চ ধমন্তশ্চাপি বারিজান্।
বলবন্তো মহেষ্বাসা বিধুন্বন্তো ধনূংষি চ॥ ৯

মৃত্যোর্মুখগতং মন্যে কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
হুতমন্ত্রৌ চ কৌন্তেয়ং দুর্যোধনবশং গতম্॥ ১০

যদ্যবিষহনীকং তু ধার্তরাষ্ট্রস্য পাণ্ডব।
নাস্য শক্রোঽপি মুচ্যেত সম্প্রাপ্তো বাগগোচরম্॥ ১১

দুর্যোধনস্য বীরস্য শরৌঘান্ শীঘ্রমস্যতঃ।
সংক্রুদ্ধস্যান্তকস্যেব কো বেগং সোঢ়মুৎসহেৎ রণে॥ ১২

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের নিকট দুর্যোধন ও কর্ণের পরাক্রম বর্ণন এবং কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে উৎসাহদান ও ভীমসেনের দুষ্কর পরাক্রমকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন॥১

পাণ্ডুনন্দন! এই তোমার ভ্রাতা দুর্ভেদ্য যুধিষ্ঠির, যাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় মহাবল ও মহাধনুর্ধর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ২

রণদুর্মদ মহাবল পাঞ্চাল-সৈন্যরা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে॥ ৩

পার্থ! সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজা দুর্যোধন কবচ ধারণ করত রথ-সৈন্যের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহাদের স্পর্শ বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর এবং যাহারা সমস্ত যুদ্ধে পারদর্শী, সেই ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বলবান্ দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। ৫

যেরূপ যাচকগণ ধনলাভের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের নিকট গমন করে, সেইরূপ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সৈন্যের সহিত এই দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছে। ৬

দেখ, যেরূপ অমৃত অপহরণ করিতে অভিলাষী দৈত্যদিগকে ইন্দ্র ও অগ্নি বারম্বার নিবারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুর্যোধনের সৈন্যরা সাত্যকি ও ভীমসেনকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইতেছে। ৭

যেরূপ বর্ষাকালে জলের প্রবাহ অধিক হওয়ায় সমুদ্র পর্যন্ত গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কৌরব-মহারথী যোদ্ধারা সংখ্যায় বহু হওয়ায় পুনরায় অতিবেগ অবলম্বনপূর্বক পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে গমন করিতেছে। ৮

এই বলবান্ ও মহাধনুর্ধর কৌরব-সৈন্যরা সিংহনাদ করিতে করিতে, শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে এবং নিজেদের বাহু কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ৯

আমি ত' মনে করি, বর্তমানে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের অধীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন অথবা প্রজ্বলিত অগ্নির আহুতি হইয়া পড়িয়াছেন। ১০

পাণ্ডুনন্দন! দুর্যোধনের সৈন্যদের যেরূপ ব্যূহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, উহাদের বাণপথে পতিত হইলে পর সাক্ষাৎ ইন্দ্রও জীবন ধারিতে মুক্তি পাইবেন না। ১১

অতিশয় ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় অতিক্রুদ্ধ বাণসকলবর্ষণকারী বীর দুর্যোধনের বেগ এই যুদ্ধে কোন যোদ্ধা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ১২

দুর্যোধনস্য বীরস্য দ্রৌণেঃ শারদ্বতস্য চ
কর্ণস্য চেষুবেগো বৈ পর্বতানপি শাতয়েৎ ॥ ১৫
কর্ণেন চ কৃতো রাজা বিমুখঃ শত্রুতাপনঃ।
বলবাঁল্লঘুহস্তশ্চ কৃতী যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ১৬
রাধেয়ঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং শক্তঃ পীড়য়িতুং রণে।
সহিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রৈঃ শূরৈর্মহাবলৈঃ ॥ ১৭
তস্যৈতির্যুধ্যমানস্য সংগ্রামে সংযতাত্মনঃ।
অস্ত্রৈরপি চ পার্থস্য হৃতং বর্ম মহারণে ॥ ১৮
উপবাসকৃশো রাজা ভৃশং ভরতসত্তমঃ।
ব্রাহ্মে বলে স্থিতো হ্যেষ ন ক্ষাত্রে হি বলে বিভুঃ ॥ ১৯
কর্ণেন চাভিভূতোঽয়ং ভূপতিঃ শত্রুতাপনঃ।
সংশয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ পাণ্ডবো বৈ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২০
ন জীবতি মহারাজো মন্যে পার্থ যুধিষ্ঠিরঃ।
যদ্ ভীমসেনঃ সহতে সিংহনাদমমর্ষণঃ ॥ ২১
নদতাং ধার্তরাষ্ট্রাণাং পুনঃ পুনরতিক্রমঃ
সমতাক্ষ মহাংস্তাত সংগ্রামে ক্ষিতকারিণাম্ ॥ ২২
যুধিষ্ঠিরঃ পাণ্ডবেয়ঃ ত্বকেতি ভরতর্ষভ।
সকোদণ্ডত্রাসৌ বার্তরাষ্ট্রান্ মহাবলান্ ॥ ২৩
ক্ষুরাকর্ণেন্দ্রজালেন পার্থ পাশুপতেন চ।
প্রচ্ছাদয়তি রাজানং শস্ত্রজালৈর্মহারথাঃ ॥ ২৪
আতুরো হি কৃতো রাজা সন্নিষেব্যশ্চ ভারত।
যবৈনমনুবর্তন্তে পাঞ্চালাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৫
ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে সর্বশস্ত্রভৃতাং বরাঃ।
মজ্জন্তমিব পাতালে বলিনোঽপ্যজিহীর্ষবঃ ॥ ২৬
ন কেত্বপূর্ণস্তত্তে রাজ্ঞঃ কর্ণেন নিহতঃ শরৈঃ।
পঞ্চতোর্যময়োঃ পার্থ সাতাকেশ্চ মিষতিনঃ ॥ ২৭
দৃষ্টদ্যুম্নস্য ভীমস্য শতানীকস্য বা বিভো।
পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বেষাং চেদীনাঞ্চৈব ভারত ॥ ২৮
এষ কর্ণো রণে পার্থ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
শরৈর্নিঘ্নংস্তিষ্ঠতি বৈ বলিনোমিব কুঞ্জরঃ ॥ ২৯

বীর দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কর্ণের বাণসমূহের বেগ পর্বতসমূহকেও বিদীর্ণ করিতে পারে ॥ ১৫

যিনি শত্রুদিগকে অপমান করিয়া থাকেন, অতিশয় হস্ত চালাইতে পারেন, বলবান্, বিদ্বান ও যুদ্ধকুশল, সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকেও কর্ণ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দিয়াছে ॥ ১৬

ধৃতরাষ্ট্রের মহাবল বীরবর পুত্রগণের সহিত রাধানন্দন কর্ণ রণাঙ্গনে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবশ্যই পীড়িত করিতে পারিবে ॥ ১৭

সংগ্রামে যুদ্ধরত ও সংযতচিত্ত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কবচও এই দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এবং অন্য মহারথী বীর যোদ্ধারা নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ১৮

ভরতকুলশিরোমণি রাজা যুধিষ্ঠির উপবাস করিয়া থাকায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি এখন ব্রহ্মবলে অবস্থিত আছেন, ক্ষাত্রবল প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ১৯

শত্রুতাপন এই পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণসঙ্কট অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ॥ ২০

পার্থ! আমার মনে হইতেছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির জীবিত নাই; কারণ, অমর্ষশীল শত্রুদমন ভীমসেন সংগ্রামে অবলাভে উত্তেজিত হইয়া বিশাল সম্বাবাস্ফালনকারী ও বারংবার গর্জনকারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সিংহনাদ নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছে ॥ ২১-২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কর্ণ মহারথ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে এই প্রেরণা দান করিতেছে যে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর ॥ ২৩

পার্থ! কৌরব-মহারথীরা ক্ষুরাকর্ণ, ঐন্দ্রজাল, পাশুপত এবং অন্যপ্রকার অস্ত্রসমূহের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করিতেছে ॥ ২৪

ভারত! রাজা যুধিষ্ঠিরকে আতুর ও সেবার যোগ্য করিয়া দিয়াছে; যেহেতু পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল-সৈন্যরা তাঁহার সেবার জন্য অনুগমন করিতেছে ॥ ২৫

ত্বরা করিবার সময় ত্বরান্বিত, সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলবান্ পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উৎসুক দেখা যাইতেছে। তিনি যেন এখন পাতালে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ২৬

পার্থ! রাজার ধ্বজ দেখা যাইতেছে না। কর্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়াছে। প্রতাপশালী ভারত! নকুল-সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক, সমস্ত পাঞ্চালসৈন্য ও চেদিদেশীয় যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই কর্ণ এই কার্য করিয়াছে ॥ ২৭-২৮

কুন্তীনন্দন! যেরূপ হাতী পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিধ্বংসিত করিতেছে ॥ ২৯

এতে জবন্তি রথিনস্তুরীষাঃ পাণ্ডুনন্দন
পশ্য পশ্য যথা পার্থ পচ্ছন্দস্যাতে মহারথাঃ। ২৮
এতে ভারত মাতঙ্গাঃ কর্ণেনাভিহতাঃ শরৈঃ।
আর্তনাদান্ বিমুর্বাণা বিভ্রবন্তি দিশো দশ। ২৯
রথানাং ভ্রবতে বৃন্দমেতচ্চৈব সমন্ততঃ।
ব্রাব্যমাণং রণে পার্থ কর্ণেনামিত্রকর্ষিণা। ৩০
হস্তিকক্ষ্যাং রণে পশ্য চরন্তীং তব তন্ত্র ত।
রথস্থা সূতপুত্রস্য কেতুং কেতুমতাং বর। ৩১
অসৌ ধাবতি রাধেয়ো ভীমসেনরথং প্রতি।
কিরন্ শরশতান্যেব বিনিঘ্নংস্তব বাহিনীম্। ৩২
এতান্ পশ্য চ পাঞ্চালান্ ছায়ামাপান্ মহারথান্।
শক্রেণেব যথা দৈত্যান্ চক্রমানান্ মহাহবে। ৩৩
এষ কর্ণো রণে ছিত্বা পাঞ্চালান্ পাণ্ডুসৃঞ্জয়ান্
দিশো বিপ্রেক্ষতে সর্বাস্তৎকর্মনিহিতে মে মতিঃ। ৩৪

পশ্য পার্থ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং সিতৈর্হয়ৈ সাধু শোভতে।
শক্রং ত্যক্ত্বা যথা শক্রো দেবসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ॥ ৩৫
এতে নর্দন্তি কৌরব্যা দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্।
ত্রাসয়ন্তো রণে পাণ্ডূন্ সৃঞ্জয়াংশ্চ সমন্ততঃ। ৩৬
এষ সর্বাত্মনা পাণ্ডূংস্ত্রাসয়িত্বা মহারণে।
অভিতাবতি রাধেয়ঃ সর্বসৈন্যানি মানদ। ৩৭
অভিদ্রবত ভদ্রং বো দ্রুতং দ্রবত কৌরবাঃ।
যথা জীবন্ন বঃ কশ্চিন্মুচ্যেত যুধি সঞ্জয়ঃ। ৩৮
তথা কুরুত সংযত্তা নয়ং যাম্যায় পৃষ্ঠতঃ।
এবমুক্ত্বা যতো যেন পৃষ্ঠতো বিকিরন্ শরান্। ৩৯
পশ্য কর্ণং রণে পার্থ শ্বেতচ্ছত্রবিরাজিতম্।
উদয়ং পর্বতঃ যদ্বচ্ছশাঙ্কেনাভিশোভিতম্॥ ৪০
পূর্ণচন্দ্রনিকাশেন মুখ্যি ছত্রেণ ভারত।
ধ্রিয়মাণেন সমরে স্ত্রীমচ্ছত্রশলাকিনা॥ ৪১

পাণ্ডুনন্দন! এই তোমাদের রথী সৈন্যরা পলায়ন করিতেছে। পার্থ! দেখ, দেখ, এই সব মহারথী কৌরবগণ কিরূপ পলাইয়া যাইতেছে॥ ২৮

ভারত! কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া এই সব মদমত্ত হস্তীরাও আর্তনাদ করিতে করিতে দশদিকে গমন করিতেছে॥২৯

কুরুবীরগণ! রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া রথী যোদ্ধাদের রথ চারিদিকে পলায়ন করিতেছে॥ ৩০

অস্ত্রধারী রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! দেখ, সূতপুত্র কর্ণের রথের উপর কিরূপ শ্বেত ছত্র উড়িতেছে? হাতীর লম্বুচিহ্নযুক্ত তাহার এই ধ্বজ রণাঙ্গনে যেখানে সেখানে কিরূপ বিচরণ করিতেছে? ৩১

সেই রাধাপুত্র কর্ণ শত্রু শত বাণবর্ষণ করত তোমার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেনের রথের দিকে ধাবিত হইতেছে॥ ৩২

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যদিগকে বিতাড়িত ও নিহত করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাসমরে কর্ণকর্তৃক বিতাড়িত ও নিহতপ্রায় পাঞ্চাল মহারথী বীর যোদ্ধাদিগকে দর্শন কর॥ ৩৩

এই কর্ণ রণাঙ্গনে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদিগকে ভয় করিয়া এখন তোমাকে পরাজিত করিবার জন্য সকলদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে—ইহাই আমার মনে হয়॥ ৩৪

অর্জুন! দেখ, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুকে ভয় করিয়া দেবতাগণের মধ্যে শোভাপ্রাপ্ত হন, সেইরূপ এই কর্ণ কৌরবযুদ্ধের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে সুশোভিত হইতেছে॥ ৩৫

কর্ণের এই পরাক্রম দর্শন করিয়া কৌরব-যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যদলকে ভীত করিতে করিতে ভীষণরবে গর্জন করিতেছে॥ ৩৬

মানদ! এই রণাঙ্গনস্থ কর্ণ মহাসমরে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে নিজের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে এই কথা বলিতেছে॥ ৩৭

কৌরবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা ধাবিত হও এবং অভিদ্রুত ধাবিত হইয়া অগ্রসর হও। আজ যুদ্ধস্থলে কোনও সৃঞ্জয় যোদ্ধা যাহাতে তোমাদের হাত হইতে মুক্তি না পায়, তোমরা সাবধান হইয়া সেইরূপ চেষ্টাই কর। আমরা সকলে তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব॥ ৩৮½

কর্ণ এই কথা বলিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে বাণবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। পার্থ! রণাঙ্গনে যেরূপ সুশোভিত কর্ণকে তুমি দর্শন কর। সে চন্দ্রে সুশোভিত উদয়াচলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে॥ ৩৯-৪০

ভারত! প্রজানাথ! সমরাঙ্গনে যাহার মস্তকের উপরে শত তেজস্বী পলাকাযুক্ত এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য প্রকাশমান শ্বেতছত্র বিধৃত আছে, সেই কর্ণ তোমার দিকে কটাক্ষপাতপূর্বক দৃষ্টিপাত

এষ ত্বাং প্রেক্ষতে কর্ণঃ সকটাক্ষং বিশাম্পতে
উত্তমং জবমাস্থায় ক্রুদ্ধমেনমুপাদ্রবে ॥ ৯৮
পশ্য হ্যেনং মহাবাহো বিধূমানং মহদ্ ধনুঃ।
শরাংশ্চোগ্রবিষাকারান্ বিসৃজন্তং মহারণে ॥ ৩৩
অসৌ নিবৃত্তো রাধেয়ো দৃষ্ট্বা তে বানরধ্বজম্।
প্রার্থয়ন্ সমরে পার্থ ত্বয়া সহ পরন্তপ ॥ ৯৪
ত্বরায় চাত্মনোঽভ্যেতি দীপ্তাস্যং জলতো যথা।
কর্ণমেকাকিনং দৃষ্ট্বা রথানীকেন ভারত ॥ ৩৫
বিরক্ষিষুঃ সুসংবৃত্তো ধার্তরাষ্ট্রো নিবর্ততে।
সর্বৈঃ সহৈভির্ হীত্বা বধাত্তাক প্রযত্নতঃ ॥ ৩৬
ত্বয়া যশশ্চ রাজ্যঞ্চ সুখং চোত্তমমিচ্ছতা।
অধীনয়োর্বিজয়তোর্ বয়োবোৎস্যমানয়োঃ ৩৭
দেবাসুরে পার্থ যুধে দেব-দানবয়োরিব
পশ্যন্ত-কৌরবাঃ সর্বে তব পার্থ পরাক্রমম্। ৩৮

বাক দৃষ্ট্বাভিসংরব্ধং কর্ণক ভরতর্ষভ।
অসৌ দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধো নোত্তরং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯
আত্মানঞ্চ কৃতাস্ত্রানং সমীক্ষ্য ভরতর্ষভ।
কৃতাস্ত্রঞ্চ রাধেয়ং ধর্মাত্মনি যুধিষ্ঠিরে ॥
প্রতিপদ্যত কৌন্তেয় প্রাপ্তকালমনন্তরম্ ॥ ৪০
আর্য্যাং বুদ্ধে মতিং কৃত্বা প্রত্যেহি রথ যূথপম্।
পশ্য হ্যেতানি যুধ্যানি রথানাং রথসত্তম ॥ ৪১
সত্তাস্যায়ান্তি সমরে বলিনাং তিগ্মতেজসাম্।
পশ্য নাগসহস্রাণি দ্বিগুণা বাজিনস্তথা ॥ ৪২
অভিসংহত্য কৌন্তেয় পদাতিপ্রযুতানি চ।
অন্যোন্যরক্ষিতং বীর বলং ধামভিবর্ততে ॥ ৪৩
দ্রোণপুত্রং পুরস্কৃত্য তচ্ছৌদ্রং সহিতং দ্বয়ম্।
নিকৃত্যৈতদ্রথানীকং বলিনং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৪৪
সূতপুত্রং মহেষ্বাসং ধর্মরাজানমাত্মনা।
উত্তমং জবমাস্থায় প্রত্যেহি ভরতর্ষভ ॥ ৪৫

করিতেছে। নিশ্চয়ই সে উত্তম বেগের আশ্রয় গ্রহণ করত মুহূর্তমধ্যে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে ॥ ৩১-৩৮

মহাবাহো! এই দেখ, সে নিজের বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে মহাসমরে বিষধর সর্পসদৃশ ভীষণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছে ॥ ৩৩

শত্রুতাপন মুহূর্তমধ্যে! এই দেখ, তোমার বানরধ্বজ দর্শন করিয়া সত্বরে তোমার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য রাধানন্দন কর্ণ এইদিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছে ॥ ৩৪

যেরূপ পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির মুখে আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ এই কর্ণ নিজের মরণের জন্য তোমার নিকট আসিতেছে। ভারত! কর্ণকে একাকী দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনও রথসমূহে পরিবৃত হইয়া এদিকে আগমন করিতেছে ॥৩৫ ½

তুমি বল, রাজ্য ও উত্তম সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইহাদের সহিত দুরাত্মা কর্ণকে যত্নসহকারে সংহার কর ॥৩৬½

পার্থ! যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে দেবতা ও দানবগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ যখন বিশ্ববিখ্যাত উভয় বীর যোদ্ধা তোমাদের মধ্যে উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় সমস্ত কৌরবগণ তোমার পরাক্রম দর্শন করিবে ॥ ৩৭-৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তোমাকে এবং কর্ণকে দেখিয়া সেই ক্রোধী দুর্যোধন তাহার কোন উত্তর দিতে পারিবে না ॥ ৩৯

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ কুন্তীকুমার! তুমি নিজেকে সুশিক্ষিত এবং রাধাপুত্র কর্ণকে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অপকারী মনে করিয়া এখন সময়োচিত কর্তব্য পালন কর ॥ ৪০

কুরুবিবর্ধন! তুমি বৃদ্ধির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তুমি রথযূথপতি কর্ণের উপর আক্রমণ কর। হে যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন! দেখ, সমরাঙ্গনে এই যে প্রচণ্ড তেজস্বী, মহাবল এবং যূথ যূথ পাঁচ শত রথী আসিতেছে ইহাদের সহিত এদিকে পাঁচ হাজার হাতী এবং দশ হাজার অশ্বও আছে। মুহূর্তমধ্যে ইহারা সকলে সংগঠিত হইয়া দশ লক্ষ পদাতির সহিত এদিকে আসিতেছে ॥ ৪১-৪২½

বীর! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া পরস্পররক্ষিত সুরক্ষিত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী তোমার উপর আক্রমণ করিতেছে। তুমি অতিসত্বর ইহাদের সংহার কর ॥ ৪৩½

এই রথী-সৈন্যবিগকে সংহার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত মহাবলবান্ পুত্রপুত্র কর্ণের সম্মুখে তুমি নিজেই নিজের পরাক্রম প্রদর্শন কর ॥ ৪৪½

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি উত্তম বেগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুদলের উপর আক্রমণ কর। এই কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চাল-

অসৌ কর্ণঃ সুসংরব্ধঃ পাঞ্চালানভিধাবতি।
কেতুমন্ত হি পশ্যামি দৃষ্টদ্যুম্নরথং প্রতি ॥ ৫৬
সমূহৈস্তস্তি পাঞ্চাল্যানিতি মন্যে পরন্তপ।
আচষ্টে চ প্রিয়ং পার্থ তবেদং ভরতর্ষভ ॥ ৫৭
রাজাসৌ কুশলী শ্রীমান্ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অসৌ ভীমো মহাবাহুঃ সন্নিবৃত্তস্তমুমুখে ॥ ৫৮
বৃতঃ সহস্রসৈন্যেন শৈনেয়েন চ ভারত।
বধ্যন্ত এতে সমরে কৌরবা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৯
ভীমসেনেন কৌন্তেয় পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
সেনা হি ধার্তরাষ্ট্রস্য বিমুখা বিক্লবপ্লবা ॥ ৬০
বিদ্রবতি বেগেন ভীমশস্ত্রাভিহতা শরৈঃ।
বিপন্নশস্ত্রৈব মহী রুধিরেণ সমুক্ষিতা ॥ ৬১
ভারতী ভরতশ্রেষ্ঠ সেনা কুপণদর্শনা।
নিবৃত্তং পশ্য কৌন্তেয় ভীমসেনং মুধাং পতিম্ ॥ ৬২
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং ত্রাসয়ন্তং বরূথিনীম্।

শীত-রক্তাসিত-সিতাস্তারাচন্দ্রার্কমণ্ডিতাঃ ॥ ৬৩
পতাকা বিপ্রকীর্যন্তে হস্ত্যারোহাশ্চ চাসুভিঃ।
সৌবর্ণা রাজতাশ্চৈব তৈজসাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৬৪
কেতবোঽভিনিপাত্যন্তে হস্ত্যশ্বরথসাদিভিঃ।
রথেভ্যঃ প্রপতন্ত্যেতে রথিনো বিগতাসবঃ ॥ ৬৫
নানাবর্ণৈর্হতা বাণৈঃ পাঞ্চালৈরপলায়িভিঃ।
নির্মর্যাদান্ গজানশ্বান্ রথাংশ্চৈব ধনঞ্জয় ॥ ৬৬
সমাদ্রবন্তি পাঞ্চালা ধার্তরাষ্ট্রাংস্তরস্বিনঃ।
বিমৃদ্নন্তি নরব্যাঘ্রা ভীমসেনবলাশ্রয়াৎ ॥ ৬৭
বলং পরেষাং দুর্ধর্ষাস্ত্যক্ত্বা প্রাণানরিন্দম।
এতে নর্দন্তি পাঞ্চাল্যা ধ্মাপয়ন্তি চ বাহিনীম্ ॥ ৬৮
অভিদ্রবন্তি চ রণে মৃদ্নন্তঃ সায়কৈঃ পরান্।
পশ্যৈবাকে মহাত্মানঃ পাঞ্চাল্যা হি পরাক্রমম্ ॥ ৬৯
ধার্তরাষ্ট্রান্ বিনিঘ্নন্তি ক্রুদ্ধাঃ সিংহা ইব দ্বিপান্।
শস্ত্রমাচ্ছিদ্য শত্রূণাং সায়ুধানাং নিরায়ুধাঃ ॥ ৭০

সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইতেছে। আমি ইহার ধ্বজকে দৃষ্টদ্যুম্নের রথের পার্শ্বে দেখিতেছি ॥৫৫-৫৬

পাণ্ডব! আমি মনে করি, কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর অবশ্যই আক্রমণ করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ পার্থ! আমি তোমাকে একটি প্রিয়সংবাদ বলিতেছি—ধর্মপুত্র শ্রীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির কুশলেই আছেন; কারণ, এই মহাবাহু ভীমসেন সৈন্যদের সম্মুখে ফিরিয়া আসিতেছে ॥ ৫৭-৫৮

ভারত! ইহার সহিত সহস্র-সৈন্যও এবং সাত্যকিও আছে। কুন্তীনন্দন! ভীমসেন এবং মহাত্মা পাঞ্চাল-সৈন্যরা সমরাঙ্গণে নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এই কৌরবদিগকে বধ করিতেছে ॥ ৫৯½

ভীমসেনের বাণসমূহে আহত দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। ইহাদের ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৬০½

ভরতশ্রেষ্ঠ! শস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইলে ক্ষেত্র যেরূপ দেখিতে হয়, সেইরূপ রক্তে আপ্লুত কৌরব-সৈন্যরা দেখিতে দয়াযোগ্য হইয়া গিয়াছে ॥ ৬১½

কুন্তীনন্দন! দেখ, যোদ্ধাগণের অধিপতি ভীমসেন প্রত্যাবর্তন করত বিষধর সর্পতুল্য ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে ॥ ৬২½

অর্জুন! তারা ও সূর্য-চন্দ্রসদৃশ চিহ্নসমূহে অলঙ্কৃত এই রক্ত, শীত, কৃষ্ণ এবং শুভ্রবর্ণের পতাকাসকল ও বহু শ্বেতচ্ছত্র বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৩½

স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পিত্তলাদি ধৈজয়ন্তরা নির্মিত নানা প্রকার ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত আছে। হাতী এবং অশ্বরাও চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৪½

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত পাঞ্চাল-বীরগণের নানা বর্ণের বাণসমূহে নিহত হইয়া এই প্রাণহীন রথী যোদ্ধারা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে ॥ ৬৫½

ধনঞ্জয়! এই বেগশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা ভীমসেনের বল আশ্রয় করত বহুসংখ্যকরহিত হাতী, অশ্ব, রথ ও সেনাশালী ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে চূর্ণিতাৎ করিয়া দিতেছে ॥ ৬৬-৬৭

শত্রুসূদন বীর! দুর্ধর্ষ পাঞ্চাল-সৈন্যরা প্রাণের মোহ পরিহার করত শত্রুসৈন্যদিগকে বধ করিতে করিতে গর্জন ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥ ৬৮

অর্জুন! দেখ, এই বীরগণের কিরূপ মহিমা? যেরূপ ক্রুদ্ধ সিংহগণ হস্তিসকলকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পরাক্রম করত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে মথিত করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ৬৯½

তেনৈবৈতানমোঘাস্ত্রা নিঘ্নন্তি চ নদন্তি চ।
শিরাংস্যেতানি পাতয়ন্তে শত্রূণাং বাহবোঽপি চ ॥৭১

রথ-নাগ-ধ্বজা বীরা যশস্যাঃ সর্ব এব চ।
সর্বতস্তাভিপন্নৈষা ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ॥ ৭২
পাকালৈর্মানসাদেত্য হংসৈর্গঙ্গেব বেগিতৈঃ।
মুক্তশস্ত্র পরাক্রান্তাঃ পাকালানাং নিবারণে ॥ ৭৩
কৃপ-কর্ণাদয়ো বীরা ঋষভাগামিবর্ষভাঃ।
ভীমাস্ত্রেণ সুনির্ভগ্নান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারথান্ ॥ ৭৪
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা বীরা ঘ্নন্তি শত্রূন্ সহস্রশঃ।
পাকালেষভিভূতেষু বিষণ্ণরূপভীর্নদন্ ॥ ৭৫
শত্রুপক্ষমবস্কন্দ্য পরানস্তকি মারুতিঃ।
বিষণ্ণভূয়িষ্ঠতরা ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ॥ ৭৬
রথাশ্চেতে সুবিত্রস্তা ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ।
পত্ত ভীমেন বারাটৈশ্ছিন্না নাগাঃ পতন্ত্যমী ॥ ৭৭
বজ্রি-বজ্রহতানীব শিখরাণি মহাদ্রিজাম্।
ভীমসেনস্তু নির্বিদ্ধা বাণৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৭৮
স্বাস্তনীকানি মৃদ্নন্তো দ্রবন্ত্যেতে মহাগজাঃ।
(এতে দ্রবন্তি কুরবো ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ।
ত্যক্ত্বা গজান্ হয়াংশ্চৈব রথাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তীনাং দ্রবতাং নিঃস্বনং শৃণু।
ভীমসেনস্য নিনদং শ্রাবয়াণস্য কৌরবান্ ॥)
অভিজানীহি ভীমস্য সিংহনাদং দুরুত্তমম্ ॥ ৭৯
নদতোঽজুন সংগ্রামে বীরস্য জিতকাশিনঃ।
এষ নৈষাদিরত্যোগ্র বিপক্ষমুখ্যান পাতয়ন্ ৮০
জিঘাংসুস্তোমরৈঃ ক্রুদ্ধো হস্তপাদিরিবাদ্রিকৃৎ।
সন্তোমরাবদা ভুজৌ ক্ষিপ্তৌ ভীমেন গর্জতঃ ॥ ৮১

ইহারা স্বয়ং অস্ত্র-শস্ত্রহীন হইয়া পাঞ্চালদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া সেই সব অস্ত্রের দ্বারাই তাহাদিগকে বধ করিতেছে এবং গর্জন করিতেছে। ইহাদের অস্ত্রপ্রহার কখনও নিষ্ফল হইতেছে না ॥ ৭০½

ইহারা শত্রুদের মস্তক, বাহু, ধ্বজ, হস্তী ও অশ্বসকল এবং সমস্ত ধনুর্ধারী বীর যোদ্ধাদিগকে ধরাতলে পাতিত করিতেছে ॥ ৭১½

যেরূপ বেগবান্ হংসগণ মানস-সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গানদীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ পাঞ্চাল-সৈন্যগণকর্তৃক দুর্যোধনের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী এই পাঞ্চালসৈন্যগণের দ্বারা আক্রান্ত হইতে লাগিল ॥ ৭২½

কৃপাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এই পাঞ্চালসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যেরূপ অত্যন্ত পরাক্রম করিতেছে, যেরূপ শ্রেষ্ঠ বৃষগণ অপর বৃষদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ৭৩½

ভীমসেনের বাণসমূহে উৎপীড়িত হইয়া পলায়মান কৌরব-মহারথীদিগকে এবং সমস্ত সহস্র শত্রুগণকে ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীর যোদ্ধারা সংহার করিতেছে ॥ ৭৪½

শত্রুগণের দ্বারা পাঞ্চাল-সৈন্যরা পরাজিত হইলে পর এই বাহুযুদ্ধ ভীমসেন নির্ভয়ে গর্জন করিতে করিতে শত্রুদলের উপর আক্রমণ করত বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছে ॥ ৭৫½

ইহাতে দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যের অধিকাংশ বীরই অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই বধ যোদ্ধারা ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭৬½

বজ্র, ইন্দ্রের বজ্র আঘাত হইয়া পতিত পর্বতশিখরসমূহের ন্যায় এই গজরাজগণ ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে ॥ ৭৭½

ভীমসেনের বাণসমূহে আহত এই বিশাল দেহ হস্তীরা নিজেদের সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে ॥ ৭৮½

(ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের সহস্র সহস্র হস্তী, রথ ও অশ্বগণকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্যদের এই আর্তনাদ এবং কৌরবদিগের বিতাড়ক ভীমসেনের এই গর্জন শ্রবণ কর।)

অর্জুন! বিজয়-প্রীতে সুশোভিত হইয়া গর্জনকারী বীর ভীমসেনের সংগ্রামস্থলে যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ হইতেছে, উহা তুমি অবগত হও ॥ ৭৯½

এই নিষাদপুত্র শ্রেষ্ঠ এক গজরাজের উপর আরোহণ করত তোমর সকলের দ্বারা ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ হস্তপাদি গজরাজের ন্যায় তাহার উপর আক্রমণ করিতেছে ॥ ৮০½

বেগ, ভীমসেন গর্জনকারী নিষাদপুত্রের তোমরসহ দুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং অগ্নি ও সূর্যরশ্মির তেজস্বী বলশালী তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিল ॥ ৮১½

তীক্ষ্ণৈরগ্নি-রবিপ্রখ্যৈর্নারাচৈরশস্তিভিঃ।
হত্বৈনং পুনরায়ান্তি নাগানন্যান্ প্রহারিণঃ। ৮২
পশ্য নীলাম্বুদনিভান্ মহামাত্রৈরধিষ্ঠিতান্।
শক্তি-তোমরসঙ্ঘাতৈর্বিনিঘ্নন্তং বৃকোদরম্ ॥৮৩
সপ্তসপ্ত চ নাগাংস্তান্ বৈজয়ন্তীশ্চ সধ্বজাঃ।
নিহত্য নিশিতৈর্বাণৈশ্ছিন্নাঃ পার্থাগ্রেষেন তে। ৮৪
দশভির্দশভিশ্চৈকো নারাচৈর্নিহতো গজঃ।
ন চাসৌ ধার্তরাষ্ট্রাণাং ত্রায়তে নিনদন্তথা। ৮৫
পুরন্দরসমে ক্রুদ্ধে নিবৃত্তে ভরতর্ষভ।
অক্ষৌহিণ্যস্তথা তিস্রো ধার্তরাষ্ট্রস্য সংহতাঃ।
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন নরসিংহেন বারিতাঃ। ৮৬
ন শক্নুবন্তি বৈ পার্থং পার্থিবাঃ সমুদীক্ষিতুম্।
মধ্যাহ্নদিনজং সূর্য্যং যথা দুর্বলচক্ষুষঃ। ৮৭
এতে ভীমস্য সন্ত্রস্তাঃ সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ
শরৈঃ সন্ত্রাসিতাঃ সংখ্যে ন লভন্তে সুখং ক্বচিৎ। ৮৮
(রাজানঞ্চ মহাবাহুঃ পীড়য়ন্ত্যাততায়বঃ

রাধেয়ো বহুভিঃ সার্দ্ধমসৌ গচ্ছতি বেগতঃ।
বঞ্চয়িত্বা তু ভীমং তং পার্শ্বতো জ্ঞানয়ন্ বধূঃ।
তং পালয়ন্ মহারাজং ধার্তরাষ্ট্রঃ বলাধিকঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহুর্বাসুদেবাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমসেনেন তৎ কর্ম কৃতং দৃষ্ট্বা সুদুষ্করম্। ৮৯
অর্জুনো ব্যধমচ্ছীঘ্রানহিতান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তে বধ্যমানাঃ সমরে সংসপ্তকগণাঃ প্রভো। ৯০
প্রভগ্নাঃ সমরে ভীতা দিশো দশ মহাবলাঃ।
শক্রস্যাতিভিতাঃ গত্বা বিশোকা হৃতবংহসঃ। ৯১
পার্থশ্চ পুরুষব্যাঘ্রঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
জঘান ধার্তরাষ্ট্রস্য চতুরিঙ্গবলাং চমূম্। ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬০

এই বিষাদপূর্ণকে বধ করিয়া ভীমসেন হস্তীকোরী অন্য সব হাস্তিগণের উপর পুনরায় আক্রমণ করিতেছে। ভীমসেন শক্তি ও তোমরসমূহের দ্বারা যাহাদের বধ করিতেছে উহারাই আছে, এরূপ মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হস্তীগণকে বিনাশ করিয়া যাইতেছে। ৮১-৮৩

পার্থ! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীমসেন ভীষণবার বাণসমূহের দ্বারা অবশিষ্ট বৈজয়ন্তী পতাকাসকল নষ্ট করত উনপঞ্চাশটি হাতীকে বধ করত তৃণাদিত করিয়া ফেলিল। ৮৪

এই ভীমসেন দশ দশ নারাচের দ্বারা হস্তীগণকে বধ করিল। ভরতর্ষভ! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেন ফিরিয়া আসিলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সেই সিংহনাদ তখন আর শুনা যাইতেছে না। ৮৫½

ক্রুদ্ধ পুরন্দরতুল্য ভীমসেন দুর্যোধনের দ্বারা সংরক্ষিত তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যকে এখানে ধ্বংস করিয়া আসিয়াছে। ৮৬

যেরূপ দুর্বল চক্ষুযুক্ত প্রাণীরা দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত কুরুসৈন্যগণ এই সময় কুরুনন্দন ভীমসেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিতেছে না। ৮৭

যেরূপ সিংহ হইতে ভীত মৃগগণ কোনরূপ সুখলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ ভীমসেনের বাণসমূহে ভীত এই কৌরব-যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে সুখলাভ করিতে পারিতেছে না। ৮৮

(ক্রোধে পূর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যরা মহাবাহু রাজা দুর্যোধনকে পীড়িত করিতেছে। বলশালী ধার্তরাষ্ট্র কর্ণ ভীমসেনকে পরিহার করত পার্শ্বে বহুবধূসহকারী মহারাজ দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত সত্বরে তাহার নিকট গমন করিতেছে।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই সব দুষ্কার্য্য শ্রবণ করত এবং ভীমসেনকর্তৃক সম্পাদিত সেইরূপ অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যকে নিজের চক্ষুতে দর্শন করত মহাবাহু অর্জুন তীক্ষ্ণ ভীষণ বাণসমূহের দ্বারা অবশিষ্ট শত্রুদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। ৮৯½

প্রভো! সমরাঙ্গণে প্রহারপীড়িত মহাবল সংসপ্তক সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীত হইয়া দশদিকে পলাইয়া যাইলেন। আবার বজ্রধারী ইন্দ্রের অতিথি হইয়া তৎক্ষণাৎ শোক হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ৯০-৯১

পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ জ্ঞানশূন্যকারী বাণসমূহের দ্বারা দুর্যোধনের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন শিখণ্ডিনঃ পরাভবঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নস্য দুঃশাসনস্য চ, নকুল-বৃষসেনয়োর্যুদ্ধম্, সহদেবেনোলূকস্য, সাত্যকিনা শকুনেঃ, কৃপাচার্য্যেণ যুধামন্যোঃ, কৃতবর্ম্মণোত্তমৌজসঃ, ভীমসেনেন চ দুর্য্যোধনস্য পরাভবঃ, গজসেনানাং সংহারঃ পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নিবৃত্তে ভীমসেনে চ পাণ্ডবে চ যুধিষ্ঠিরে।
বধ্যমানে বলে চাপি মামকে পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ॥১
দ্রবমাণে বলৌঘে চ নিরানন্দে মুহুর্মুহুঃ।
কিমকুর্বত কুরবস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥২

সঞ্জয় উবাচ।

(ক্ষয়ন্তেষাং মহান্ ভাতো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব)
দৃষ্ট্বা ভীমং মহাবাহুং সুতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ক্রোধরক্তেক্ষণো রাজন্ ভীমসেনমুপাদ্রবৎ॥৩
তাবকং তু বলং দৃষ্ট্বা ভীমসেনাৎ পরাঙ্মুখম্।
যত্নেন মহতা রাজন্ পর্য্যতিষ্ঠাপয়দ্ বলী॥৪
ব্যবস্থাপ্য মহাবাহুস্তত্র পুরুষসাত্তমম্
প্রত্যুদ্যযৌ তদা কর্ণঃ পাণ্ডবান্ যুদ্ধদুর্মদান্॥৫
প্রত্যুদ্যযুস্তু রাজেন্দ্র পাণ্ডবানাং মহারথাঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নাঃ কার্ম্মুকাণ্যাদ্যো বিক্ষিপন্তশ্চ সায়কান্॥৬
ভীমসেনঃ শিনের্নপ্তা শিখণ্ডী জনমেজয়ঃ।
দ্রৌপদ্যেয়শ্চ বলবান্ সর্বে চাপি প্রভদ্রকাঃ॥৭
জিঘাংসন্তো নরব্যাঘ্রাঃ সমন্তাৎ তব বাহিনীম্।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সমরে জিতকাশিনঃ॥৮
তথৈব তাবকা রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
অভ্যদ্রবন্ত ত্বরিতা জিঘাংসন্তো মহারথাঃ॥৯
রথ-নাগাশ্বকলিলঃ পত্তি-প্রজসমাকুলম্।
বভূব পুরুষব্যাঘ্র সৈন্যমদ্ভুতদর্শনম্॥১০
শিখণ্ডী চ যযৌ কর্ণং দ্রৌপদ্যাঃ সুতস্তব।
দুঃশাসনং মহারাজ মহতা সেনয়া বৃতম্॥১১
নকুলো বৃষসেনং তু সহদেবঃ সুশর্ম্মাণম্
উলূকঃ সমরে রাজন্ সহদেবং সমভ্যযাৎ॥১২

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণকর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাভব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুঃশাসনের এবং বৃষসেন ও নকুলের যুদ্ধ, সহদেবের দ্বারা উলূক ও সাত্যকিকর্ত্তৃক শকুনির পরাজয়, কৃপাচার্য্য দ্বারা যুধামন্যু ও কৃতবর্ম্মকর্ত্তৃক উত্তমৌজার পরাভব, ভীমসেনের দ্বারা দুর্য্যোধনের পরাজয় এবং গজসৈন্যদের সংহার ও পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! যখন ভীমসেন ও পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ফিরিয়া আসিল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা আমার সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল এবং আমার সমুদয় সৈন্যবাহিনী নিরানন্দ হইয়া বারম্বার পলাইতে থাকিল, তখন কৌরব-যোদ্ধারা কি করিল? তাহা আমাকে বল॥১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার দুষ্টমন্ত্রণার ফলস্বরূপ সেই কৌরবগণের প্রভূত বিনাশ সাধন হইল। মহারাজ! প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥৩

রাজন্! আপনার সৈন্যদিগকে ভীমসেনের ভয়ে বিমুখ হইতে দেখিয়া বলবান্ কর্ণ অতিশয় যত্ন সহকারে তাহাদিগকে রণাঙ্গনে স্থাপিত করিলেন॥৪

মহাবাহু কর্ণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সংস্থাপিত করিয়া রণদুর্মদ পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥৫

সেই সময় পাণ্ডব মহারথী দ্রৌপদীর পুত্রগণ কর্ণের সমুদায় হস্তাবে ভল্ল নিক্ষেপের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে করিতে এবং বারম্বার গর্জন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন॥৬

ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সমস্ত প্রভদ্রকগণ—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ মহারাগে জ্বলিতে উদ্যত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় চারিদিক্ দিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন॥৭-৮

রাজন্! এইরূপ আপনার মহারথী বীরগণও পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া ভীষণবেগে তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন॥৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি সৈন্য ও ধ্বজসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই সৈন্যবাহিনী তখন দেখিতে অদ্ভুতাকার ধারণ করিল॥১০

মহারাজ! শিখণ্ডী কর্ণের উপর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল সৈন্য-বাহিনীতে পরিবৃত আপনার পুত্র দুঃশাসনের উপর আক্রমণ করিলেন॥১১

রাজন্! নকুল বৃষসেনকে, যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মাকে এবং সহদেব রণাঙ্গনে উলূককে আক্রমণ করিলেন।

সাত্যকিঃ শকুনিং চাপি দ্রৌপদেয়াংশ্চ কৌরবান্।
অর্জুনশ্চ রণে যত্তো দ্রোণপুত্রো মহারথঃ॥ ১৩
যুধামন্যুং মহেষ্বাসং সৌভদ্রমমিতৌজসম্।
কৃতবর্ম্মা চ বলবান্ কৃতৌজসমাদ্রবৎ॥ ১৪
ভীমসেনঃ ক্ষুরান্ পুত্রাংশ্চ তব মারিষ।
সহানীকান্ মহাবাহুরেক এব দ্রবারয়ৎ॥ ১৫
শিখণ্ডী তু ততঃ কর্ণং বিচরন্তমভীতবৎ।
ভীষ্মহন্তা মহারাজ বারয়ামাস পত্রিভিঃ॥ ১৬
প্রতিবিদ্ধস্ততঃ কর্ণো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
শিখণ্ডিনং ত্রিভির্বাণৈর্ব্বক্ষোমধ্যেঽভ্যতাড়য়ৎ॥ ১৭
বারয়ংস্তু স তান্ বাণান্ শিখণ্ডী বহুধোত্তমঃ।
রাজন্নঃ পর্ব্বতো যদ্বৎ ত্রিভিঃ শূলৈরবোথিতৈঃ॥ ১৮
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সূতপুত্রেণ সংযুগে।
কর্ণং বিব্যাধ সমরে নবভিঃ শরৈঃ॥ ১৯
তস্য কর্ণো ধ্বজান্ হত্বা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ
ঊরুমাশু ধ্বজং চাস্য ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ॥ ২০
হতাশ্বাত্তু ততো যানাদবপ্লুত্য মহারথঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ কর্ণায় সক্রোধঃ শত্রুতাপনঃ॥ ২১
তাং ছিত্ত্বা সমরে কর্ণস্ত্রিভির্ভারত সায়কৈঃ।
শিখণ্ডিনমবাবিধ্যদ্বভিনিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২২
কর্ণচাপচ্যুতান্ বাণান্ বর্জয়ন্তু নরোত্তমঃ।
অপবাহ্যমানস্তূর্ণং শিখণ্ডী ক্ষতবিক্ষতঃ॥ ২৩
ততঃ কর্ণো মহারাজ পাণ্ডুসৈন্যান্যশাতয়ৎ।
তূলরাশিং সমাসাদ্য যথা বায়ুর্মহাবলঃ॥ ২৪
দৃষ্ট্বান্যান্ মহারাজ তব পুত্রেণ পীড়িতান্।
দুঃশাসনং ত্রিভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে॥ ২৫
তত্ত দুঃশাসনো গাঢ়ং সংযুগে বিব্যথে ভৃশম্।
স তেন কৃতপুঙ্খেন ভল্লেনানতপর্ব্বণা॥ ২৬
দৃষ্ট্বাস্যন্তু নিবিদ্ধং শরং ঘোরমমর্ষণঃ
দুঃশাসনায় সংক্রুদ্ধঃ প্রেষয়ামাস ভারত॥ ২৭

সাত্যকি শকুনিকে, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অন্য কৌরব যোদ্ধাদিগকে ও যুদ্ধে সাহসান হইয়া মহারথী বীর অশ্বত্থামা অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। ১৩

কৃপাচার্য্য বৃষবলে মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর সম্মুখে ধাবিত হইলেন এবং বলবান্ কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার সম্মুখে ধাবিত হইলেন। ১৪

আর্য্য! মহাবাহু ভীমসেন একাকীই সৈন্য সহ সমস্ত কৌরব-যোদ্ধা ও আপনার পুত্রদের গতি রুদ্ধ করিলেন। ১৫

মহারাজ! তদনন্তর ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী নির্ভয়চিত্তে রণাঙ্গনে বিচরণকারী কর্ণকে বীর বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন। ১৬

নিজের গতি অবরুদ্ধ হইলে পর রোষবশতঃ কর্ণের ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তখন তিনটি বাণে শিখণ্ডীর হৃদয়ের মধ্যভাগে প্রহার আঘাত করিলেন। ১৭

এই বাণসকল ললাটে ধারণ করত শিখণ্ডী উন্নত শিখরযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ১৮

বৃষবলে সূতপুত্র কর্ণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া মহারথীর শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা কর্ণকেও রণাঙ্গনে বিদ্ধ করিলেন। ১৯

মহারথী কর্ণ শিখণ্ডীর অশ্বগণকে বধ করিয়া তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকেও বিনাশ করিলেন। তারপর একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজটিকেও ছেদন করিয়া দিলেন। ২০

সেই অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ক্রুদ্ধ শত্রুতাপন মহারথী বীর শিখণ্ডী কর্ণের উপর একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ২১

ভারত! সমরাঙ্গণে তিনটি বাণের দ্বারা সেই শক্তিকে ছেদন করত কর্ণ নটি তীক্ষ্ণবাণে শিখণ্ডীকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ২২

তখন অত্যন্ত আহত নরশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতিক্রম সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। ২৩

মহারাজ! তদনন্তর মহাবল কর্ণ তূলারাশিকে বায়ুদ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার ন্যায় সম্মুখে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পাইয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। ২৪

রাজেন্দ্র! আপনার পুত্র দুঃশাসন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া দৃষ্ট্যুম্ন তিনটি বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ২৫

আর্য্য! এই সময় দুঃশাসনও তাঁহার বাহনকে বিদ্ধ করিলেন। ভারত! কর্ণনিক্ষিপ্ত ও আনতপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণবাণসমূহের আঘাতে অত্যধিক ব্যথিত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃশাসনের উপর একটি ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ২৬-২৭

আপতন্তং মহাবেগং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বীরিণম্।
শরৈশ্চিচ্ছেদ পুত্রস্তে ত্রিভিরেব বিশাম্পতে ॥২৮
অথাষ্টৈঃ সপ্তদশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ কনকভূষণৈঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং সমাসাদ্য বাহ্যোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৯
ততঃ স পার্ষতঃ ক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
সুরশ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ৩০
অথান্যদ্ ধনুরাদায় পুত্রস্তে প্রহসন্নিব।
ধৃষ্টদ্যুম্নং শরব্রাতৈঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ ॥ ৩১
তব পুত্রস্য তে দৃষ্ট্বা বিক্রমং সুমহাত্মনঃ।
ব্যস্বয়ন্ত রণে যোধাঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩২
ধৃষ্টদ্যুম্নং ন পশ্যাম ঘটমানং মহাবলম্।
দুঃশাসনেন সংরুদ্ধং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥ ৩৩
ততঃ শরথ-নাগাশ্বাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
সেনাপতিং পরীপ্সন্তো রুরুধুস্তনয়ং তব ॥ ৩৪

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তাবকানাং পরৈঃ সহ।
ঘোরং প্রাণভৃতাং কালে ভীমরূপং পরন্তপ ॥ ৩৫
নকুলং বৃষসেনস্তু ত্রিভিঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।
পিতুঃ সমীপে তিষ্ঠন্তং বৈ ত্রিভিরস্যৈরবিধ্যত ॥ ৩৬
নকুলস্তু ততঃ শূরো বৃষসেনং হসন্নিব।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৩৭
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শক্রণা শক্রকর্ষণ।
শক্রং বিব্যাধ বিংশত্যা স চ তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৮
ততঃ শরসহস্রেণ তাবুভৌ পুরুষর্ষভৌ।
অন্যোন্যমাচ্ছাদয়তামম্বোঽভ্রাভ্রে যথা দিবি ॥ ৩৯
স দৃষ্ট্বা প্রদ্রুতাং সেনাং ধার্তরাষ্ট্রস্য সূতজঃ।
নিবারয়ামাস বলাদনুদ্রুত্য বিশাম্পতে ॥ ৪০
নিবৃত্তে তু ততঃ কর্ণে নকুলঃ কৌরবান্ যযৌ।
কর্ণপুত্রস্তু সমরে হিত্বা নকুলসৈন্যকম্ ॥ ৪১

প্রভানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তাহার বেগশালী সেই বাণকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন তিনটি বাণে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট যাইয়া তিনি সুবর্ণভূষিত অন্য সতেরটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে প্রহার করিলেন ॥ ২৯

আর্য! তখন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা দুঃশাসনের ধনু ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া তখন সকল ব্যক্তিই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥ ৩০

তদনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন হাস্য করিতে করিতে অপর ধনু গ্রহণ পূর্বক তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্বদিকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ৩১

আপনার মহাত্মা পুত্র দুঃশাসনের এই পরাক্রম দেখিয়া রণাঙ্গনে সকল যোদ্ধাই বিস্মিত হইলেন এবং আকাশে সিদ্ধ ও অপ্সরাগণও আশ্চর্যান্বিত হইলেন ॥ ৩২

যেরূপ সিংহ কোন এক গজরাজকে বন্দীকৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ দুঃশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ হইয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যথাশক্তি যত্নপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমরা দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩৩

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজন্! তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবার জন্য রথ, হস্তী ও অশ্বগণের সহিত পাঞ্চাল-যোদ্ধারা আপনার পুত্র দুঃশাসনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

সঞ্জয়! তাহার পর সেই সময়ে সকলদের সহিত আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৩৫

নিজের শিবির পার্শ্বে অবস্থিত বৃষসেন সৌভদ্রনিক্ষিপ্ত চারিটি বাণে নকুলকে আঘাত করত পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৬

তখন সৌবলশালী বীর নকুল যেন হাস্য করিতে করিতেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নারাচসমূহের দ্বারা বৃষসেনের বক্ষে তীব্র আঘাত করিলেন ॥ ৩৭

শত্রুসূদন! বলবান্ শত্রুকর্তৃক অত্যন্ত আহত বৃষসেন নিজের শত্রু নকুলকে বিশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় নকুলও তাঁহাকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

প্রভানাথ! এই সময় দুর্যোধনের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ তাহাদের বলপূর্বক নিবারণ করিলেন ॥ ৪০

আর্য! কর্ণ নিবৃত্ত হইলে পর নকুল কৌরব-সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কর্ণের পুত্র বৃষসেন নকুলকে পরিহার করত সমরাঙ্গনে অতিসত্বর রাধাপুত্র কর্ণের রথচক্ররক্ষক রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

ভূশোপ চক্রং ধরিতো রাধেয়স্যৈব পশ্যিব।
উলূকস্তু রথে ক্রুদ্ধঃ সহদেবেন বারিতঃ। ৭২
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সহদেবঃ প্রতাপবান্।
সারথিং প্রেষয়ামাস যমস্য সদনং প্রতি। ৭৩
উলূকস্তু ততো যানাদবপ্লুত্য বিশাম্পতে।
ত্রিগর্তানাং বলং তূর্ণং জগাম পিতৃনন্দনঃ॥ ৭৪
সাত্যকিঃ শকুনিং বিদ্ধ্বা বিংশত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ধ্বজং চিচ্ছেদ তরসা সৌবলস্য রথস্থিব॥ ৭৫
সৌবলস্তস্য সমরে ক্রুদ্ধো রাজন্ প্রতাপবান্।
বিব্যাধ কবচং ক্ষুরৈঃ ধ্বজং চিচ্ছেদ কাঞ্চনম্॥ ৭৬
তথৈনং নিশিতৈর্বাণৈঃ সাত্যকিঃ প্রত্যবিধ্যত
সারথিঞ্চ মহারাজ ত্রিভিরেব সমার্পয়ৎ। ৭৭
অথাস্য বাহানস্ত্বরিতঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
ততোঽবপ্লুত্য সহসা শকুনির্ভরতর্ষভ ৭৮
আরুরোহ রথং তূর্ণমুলূকস্য মহাত্মনঃ

অপোবাহাথ বৈত্রং স শৈনেয়াদ্ বৃহদ্বলিনঃ॥ ৭৯
সাত্যকিস্তু রথে রাজংস্তাবকানামনীকিনীম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন ততোঽনীকমভজ্যত॥ ৮০
শৈনেয়রসসাহ্লাদৈঃ তব সৈন্যা বিশাম্পতে।
ভেজে দশ দিশস্তূর্ণং ভূপতচ্চ গতাসুবৎ॥ ৮১
ভীমসেনং তব সুতো বারয়ামাস সংযুগে।
তং তু ভীমো মুহূর্তেন বাজি-সূত-রথ-ধ্বজম্॥ ৮২
চক্রে লোকেশ্বরং তত্র তেনাতুষ্যত বৈ জনাঃ।
ততোঽপায়াদ্ নৃপস্তত্র ভীমসেনস্য গোচরাৎ॥ ৮৩
কুরুসৈন্যং ততঃ সর্বং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ।
তত্র নাদো মহানাসীদ্ ভীমসেনং জিঘাংসতাম্। ৮৪
যুধামন্যুঃ কৃপং বিদ্ধ্বা বসুদন্তাস্য চিচ্ছিদে।
অথাস্যন্দং বসুরাধাৎ কৃপঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। ৮৫
যুধামন্যোর্ধ্বজং সূতং ছত্রং চাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ।
ততোঽপায়ান্ রথেনৈব যুধামন্যুর্মহারথঃ। ৮৬

সেইরূপ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ উলূককে সহদেব নিবারণ করিলেন। প্রতাপশালী সহদেব উলূকের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সারথিকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৭৩-৭৪

প্রজানাথ! তদনন্তর পিতা শকুনির আদেশক্রমে উলূক রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত অতিদ্রুত ত্রিগর্ত সৈন্যদের মধ্যে চলিয়া গেলেন। ৭৪

সাত্যকি বিশটি তীক্ষ্ণ বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া যেন হাস্য করিতে করিতে একটি ভল্লের দ্বারা সুবলপুত্র শকুনির ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন। ৭৫

রাজন্! সমরাঙ্গণে কুপিত প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি সাত্যকির কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করত তাঁহার ধ্বজও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৭৬

মহারাজ! সেইরূপ সাত্যকিও তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও তিনটি বাণে আঘাত করিলেন। ৭৭

তাহার পর তিনি অতিদ্রুত বাণ নিক্ষেপ করিয়া শকুনির অশ্বগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন শকুনিও সহসা নিজের রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত সত্বর মহাত্মা উলূকের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন। ৭৮-৭৯½

উলূক দ্রুত সৌবলীয় সাত্যকির নিকট হইতে নিজের রথকে দূরে সরাইয়া লইলেন। রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণের সৈন্যদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে সেই সৈন্যের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল। ৭৯-৮০

প্রজানাথ! সাত্যকির বাণসমূহে আক্রান্ত আপনার সৈন্যবাহিনী অতিদ্রুত দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং যেন প্রাণহীন হইয়াই ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল। ৮১

আপনার পুত্র দুর্যোধন বুদ্ধবলে ভীমসেনকে নিবারিত করিলেন। ভীমসেন তখন মুহূর্তকালের মধ্যেই এই জগতের অধিপতি দুর্যোধনকে অশ্বগণ, সারথি, রথ ও ধ্বজ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন; ইহাতে সকল ব্যক্তিই সন্তোষলাভ করিলেন। ৮২½

তখন রাজা দুর্যোধন সেখানে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই সব যোদ্ধায় তখন তুমুল সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ৮৩-৮৪

অন্য দিকে যুধামন্যু কৃপাচার্যকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজটিকে ছেদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য অন্য ধনু গ্রহণ পূর্বক যুধামন্যুর অশ্ব, সারথি ও ছত্রকে ধরাশায়ী করিলেন। তাহার পর মহারথী যুধামন্যু রথের দ্বারা সে স্থান হইতে পলাইয়া যাইলেন॥ ৮৫-৮৬

উত্তমৌজাশ্চ হার্দিক্যঃ ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
ছাদয়ামাস সহসা মেঘো দৃষ্ট্যেব পর্বতম্ ॥ ৫৭
তদ্ যুদ্ধমাসীৎ সুমহদ্ ঘোররূপং পরন্তপ।
যাদৃশং ন ময়া যুদ্ধং দৃষ্টপূর্বং বিশাম্পতে ॥ ৫৮
কৃতবর্মা ততো রাজন্নুত্তমৌজসমাহবে।
হৃদি বিব্যাধ সহসা রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ৫৯
সারথিস্তমপোবাহ রথেন রথিনাং বরম্।
কুরুসৈন্যং ততঃ সর্বং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ৬০
দুঃশাসনঃ সৌবলশ্চ গজানীকেন পাণ্ডবম্।
মহতা পরিবার্যৈব ক্ষুদ্রকৈরভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৬১
ততো ভীমঃ শরশতৈর্দুর্যোধনমমর্ষণম্।
বিমুখীকৃত্য তরসা গজানীকমুপাদ্রবৎ ॥ ৬২
তমাপতন্তং সহসা গজানীকং বৃকোদরঃ।
দৃষ্ট্বৈব সুভৃশং ক্রুদ্ধো দিব্যানস্ত্রানুদৈরয়ৎ ॥ ৬৩
গজৈর্গজানভ্যহনদ্ বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্।
ততোঽন্তরিক্ষং বাণৌঘৈঃ শলভৈরিব পাদপম্ ॥ ৬৪
ছাদয়ামাস সমরে গজান্ নিঘ্নন্ বৃকোদরঃ।
তস্য কুম্ভরযুথানি সমেতানি সহস্রশঃ ॥ ৬৫
ব্যধমৎ তরসা ভীমো মেঘজালানিবানিলঃ।
সুবর্ণজালাপিহিতা মণিজালৈশ্চ কুঞ্জরাঃ ॥ ৬৬
রেজুরভ্যধিকং সংখে বিদ্যুদ্বন্ত ইবাম্বুদাঃ।
তে বধ্যমানা ভীমেন গজা রাজন্ বিদুদ্রুবুঃ ॥ ৬৭
কেচিদ্ বিভিন্নস্তরয়া কুঞ্জরা ন্যপতন্ ভুবি।
পতিতৈর্নিপতদ্ভিশ্চ গজৈর্হেমবিভূষিতৈঃ ॥ ৬৮
অশোভত মহী তত্র বিশীর্ণৈরিব পর্বতৈঃ।
দীপ্যতে রত্নবদ্ভিশ্চ পতিতৈরঙ্গযোধিভিঃ ॥ ৬৯

অনন্তরিকে উত্তমৌজা তরতর পরাক্রমী ও তেজস্বী কৃতবর্মাকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা সহসা সেইস্থানে আচ্ছাদিত করিলেন, যেরূপ মেঘ জলবর্ষণের দ্বারা পর্বতকে আবৃত করিয়া থাকে ॥ ৫৭

শত্রুতাপন! এই যুদ্ধ বীরের মনে সেই যুদ্ধ ক্রমশঃ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। প্রজানাথ! এরূপ যুদ্ধ আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই ॥ ৫৮

রাজন্! অনন্তর কৃতবর্মা যুদ্ধস্থলে সহসা উত্তমৌজার বক্ষে বাণবিদ্ধ করিলেন। ইহাতে উত্তমৌজা যেন অচৈতন্য হইয়া রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৫৯

তখন তাঁহার সারথি রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তমৌজাকে রথের দ্বারা বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইল। তারপর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৬০

দুঃশাসন ও শকুনি বিশাল গজসৈন্যের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

সেই সময় ভীমসেন শত শত বাণসমূহের প্রহারে অবসাদিত দুর্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করত হস্তী সৈন্যদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬২

সহসা নিজের দিকে সেই গজসৈন্যদিগকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা অসুরদলকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন হস্তিগণের দ্বারা হস্তিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেন রণাঙ্গনে তীব্র বাণসমূহের দ্বারা আকাশকে সেইস্থানে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ পতঙ্গদলের দ্বারা বৃক্ষ আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥ ৬৪

তাহার পর ভীমসেন বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ সমবেত হস্তিগণের সহস্র সহস্র দলকে সবেগে নষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

স্বর্ণ ও মণিময় জালে আবৃত সেই সব হাতীরা যুদ্ধস্থলে বিদ্যুৎ-সহ মেঘমণ্ডলের ন্যায় অধিক প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৬৬

রাজন্! ভীমসেনের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া হাতীরা পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহু সৈন্যদল ক্রমশ বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৬৭

পতিত এবং পতনোদ্যত স্বর্ণভূষিত হস্তিগণে আবৃত সেই রণভূমি এরূপ শোভাধারণ করিল, যেন সেখানে রাশি রাশি পর্বত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৮

দীপ্তিমতী প্রভা ও রত্নসমূহের আভরণধারী পতিত গজারোহীদিগের দ্বারা এই রণভূমি তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইলে স্বর্গলোকের রত্নময় ভূতলে পতিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৬৯

ররাজ ভূমিঃ পতিতৈঃ ক্ষীণপুণ্যৈরিব গ্রহৈঃ
ততো ভিন্নকটা নাগা ভিন্নকুম্ভকরাস্তথা ॥ ৭০
দ্রুদ্রুবুঃ শতশঃ সংখ্যে ভীমসেনশরাহতাঃ।
কেচিদ্ বমন্তো রুধিরং ভয়ার্তাঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ৭১
ব্যরাজন্ শরবিদ্ধাঙ্গা ধাতুচিত্রা ইবাচলাঃ।
মহাদ্রুমসমাকাশৌ চন্দনাগুরুরিক্তৌ ॥ ৭২
অপশ্যং ভীমসেনস্য ধনুর্বিক্ষিপতো ভুজৌ।
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং ত্রস্তানিসমস্বনম্ ॥ ৭৩
বিমুঞ্চতঃ শরব্রাতং পশ্যাঃ প্রাদ্রুদ্রুবুর্দিশম্।
ভীমসেনস্য তৎ কর্ম রাজন্নেকস্য ধীমতঃ।
নিঘ্নতঃ সর্বভূতানি রুদ্রস্যেব চ নির্ঘতৌ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

তদনন্তর ভীমসেনের বাণসমূহে আহত হইয়া গজসমূহ ছিন্ন, ভুজসমূহ বিদীর্ণ এবং শুণ্ড বিকৃত হইয়া যাইলে শত শত হস্তী যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া যাইল। ৭০½

তদবস্থিত পর্বতাকার বহু হাতী ভিন্নকেশের সজ্ঞাত বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে পলাইয়া যাইল। সেই সময় বিভিন্ন ধাতুসমূহে চিত্রিত হইয়া দেখিতে অমৃত পর্বত-সকলের ন্যায় তাহারা শোভাপ্রাপ্ত হইল ॥ ৭১½

বহু আকর্ষণকারী ভীমসেনের চন্দন ও অগুরুচর্চিত বাহুদ্বয় দুইটি বিশাল সর্পের ন্যায় আমি দর্শন করিতে লাগিলাম ॥ ৭২½

বজ্রের ঘর্ষণ শব্দের ন্যায় তাঁহার গুণের তলস্থ টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করত বহু সংখ্যক হস্তী মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতেই ভীতবেগে পলাইয়া যাইল ॥ ৭৩½

রাজন্! বুদ্ধিমান্ একাকী ভীমসেনের এই কর্ম সমস্ত প্রাণীদিগের সংহারকারী রুদ্রদেবের কর্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ৭৪

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একষট্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্যোপরি কৌরব-সৈন্যানামাক্রমণম্।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ শ্বেতাশ্বসংযুক্তে নারায়ণসমাহিতে।
স্থিতে রথবরে শ্রীমানর্জুনঃ সমপদ্যত ॥ ১

তদ্ বলং নৃপতিশ্রেষ্ঠ তাবকং বিজয়ো রণে।
ব্যক্ষোভয়দ্বলীর্ণাম্বং মহোদধিমিবানিলঃ ॥২

দুর্যোধনস্তব সুতঃ প্রমত্তে শ্বেতবাহনে।
অভ্যেত্য সহসা ক্রুদ্ধঃ সৈন্যার্ধেনাভিসংবৃতঃ ॥ ৩

পর্য্যবারয়দারাদ্ধং যুধিষ্ঠিরমমর্ষণম্।
ক্ষুরপ্রাণাং ত্রিসপ্তত্যা ততোঽবিধ্যত পাণ্ডবম্ ॥ ৪

অক্রূরাণ্ড তৃণং তত্র কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
স তন্ত্রাণ্ড্রিশেতুর্ণঃ তব পুত্রে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৫

ততোঽধাবন্ত কৌরব্যা জিঘৃক্ষন্তো যুধিষ্ঠিরম্।
দৃষ্ট্বা তান্ পরান্ জ্ঞাত্বা সমবেতা মহারথাঃ ॥৬

আজগ্মুস্তং পরীপ্সন্তঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৭

অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতাস্তেঽভ্যধাবন্ যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনশ্চ সমরে মৃদ্নংস্তব মহারথান্ ॥ ৮

অন্যধাবদতিপ্রেপ্সু রাজানং শত্রুতির্বৃতম্।
তাংস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ কর্ণো বৈকর্তনো নৃপ ॥৯

শরবর্ষেণ মহতা প্রত্যবারয়দাগতান্।
শরৌঘান্ বিসৃজন্তস্তে প্রেরয়ন্তশ্চ তোমরান্ ॥ ১০

ন শেকুর্যন্তবো২পি রাধেয়ং প্রতিবীক্ষিতুম্।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ॥ ১১

মহতা শরবর্ষেণ রাধেয়ঃ প্রত্যবারয়ৎ।
দুর্যোধনশ্চ বিংশত্যা শীঘ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১২

অবিধ্যৎ তূর্ণমভ্যেত্য সহদেবঃ প্রতাপবান্
স বিদ্ধঃ সহদেবেন ধ্বজোপস্থে সমাবিশৎ ॥ ১৩

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের উপর কৌরব-সৈন্যের আক্রমণ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সাবধানে সঞ্চালিত এবং শ্বেতাশ্বগণ যুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করত শ্রীমান্ অর্জুন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মহাসাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে স্থিত প্রচণ্ড অশ্বগণে যুক্ত আপনার সৈন্যমধ্যে অর্জুন ক্ষোভের সৃষ্টি করিলেন ॥ ২

যে সময় শ্বেতবাহন অর্জুন অশ্বারোহণ করিতেছিলেন, সেই সময় ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সহসা অর্ধ সৈন্যের সহিত আসিয়া নিজের দিকে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আসিতে দর্শন করত তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩-৪

তখন সেখানে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আপনার পুত্রের উপর তিনটি ভল্ল প্রহার করিলেন ॥ ৫

তদনন্তর কৌরব-সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। শত্রুগণের এই দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পাণ্ডব-মহারথী বীর যোদ্ধারা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬½

নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দুইজন—ইঁহারা এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ৭½

ভীমসেনও শত্রুদলে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সমরাঙ্গণে আপনার মহারথী বীর সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ৮½

হে নৃপ! সূতনন্দন কর্ণ সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাধনুর্ধর বীরগণকে নিজের বাণসমূহের প্রবলবর্ষণে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৯½

এই সব মহারথী বীরগণ অতিশয় ধনুষ্টঙ্কারে বাণসমূহের বর্ষণ ও তোমরসকলের আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধরত রাধাপুত্র কর্ণকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ১০-½

সমস্ত অস্ত্রসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ রাধাপুত্র কর্ণ প্রবল বাণবর্ষণ করত সেই সব মহাধনুর্ধর যোদ্ধাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ১১½

এই সময় প্রতাপশালী সহদেব আসিয়া অতি সত্বর অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে তিনটি বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২½

সহদেবের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া দুর্যোধন বহু শিখরবিশিষ্ট পর্বতসকলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। রক্তে আপ্লুত হইয়া

প্রতিন্ন ইব মাতঙ্গো রুধিরেণ পরিপ্লুতঃ
দৃষ্ট্বা তব সুতং তত্র গাঢ়বিদ্ধং সুতেজনৈঃ ॥ ১৪
অভ্যধাবদ্ দৃঢ়ং ক্রুদ্ধো রাধেয়ো রথিনাং বরঃ।
দুর্যোধনং তথা দৃষ্ট্বা শীঘ্রমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ১৫
তেন যৌধিষ্ঠিরং সৈন্যমবধীৎ পার্থিবং তথা।
ততো যৌধিষ্ঠিরং সৈন্যং বধ্যমানং মহাত্মনা ॥ ১৬
সহসা প্রাদ্রবদ্ রাজন্ সুতপুত্রশরার্দিতম্।
বিবিধা বিলিখাস্তত্র সম্পতন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১৭
কর্ণৈঃ পুঙ্খান্ সমাজহ্রুঃ সুতপুত্রধনুশ্চ্যুতাঃ
অন্তরিক্ষে শরৌঘাণাং পততাঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৮
সজ্ঞর্ষেণ মহারাজ পাবকঃ সমজায়ত
ততো দশ দিশ কর্ণঃ শলভৈরিব বাণিভিঃ ॥ ১৯
অভ্যহংস্তরসা রাজন শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ
রক্তচন্দননিগ্ধৌ মণিহেমবিভূষিতৌ ॥ ২০

বাহু ব্যাকর্ষিপং কর্ণঃ পরমাস্ত্রং বিদর্শয়ন্।
ততঃ সর্বা দিশো রাজন্ সায়কৈর্বিপ্রমোহয়ন্ ॥ ২১
অপীড়য়ন্ ভৃশং কর্ণো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২২
নিশিতৈরিষুভিঃ কর্ণং পঞ্চাশদ্ভিঃ সমার্পয়ৎ।
বাণান্ধকারমতবদ্ যুদ্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥ ২৩
হাহাকারো মহানাসীত্তবকানাং বিশাম্পতে।
বধ্যমানে তদা সৈন্যে ধর্মপুত্রেণ মারিষ ॥ ২৪
সায়কৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভল্লৈরনেকৈর্বিবিধৈঃ শক্ত্যৃষ্টি-মুসলৈরপি ॥ ২৫
যত্র যত্র স ধর্মাত্মা দৃষ্টিং ব্যসৃজদ্ রণে
তত্র তত্র ব্যশীর্যন্ত তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ২৬
কর্ণোঽপি ভৃশসংক্রুদ্ধো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
নারাচৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ বৎসদন্তৈশ্চ সংযুগে ॥ ২৭

তিনি মদধারাবাহী মহামত্ত হস্তীর ন্যায় তখন রক্তাক্ত হইতে লাগিলেন ॥ ১৩½

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধাপুত্র কর্ণ আপনার পুত্র দুর্যোধনকে তেজস্বী বাণসমূহে গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ১৪½

দুর্যোধনের সেইরূপ অবস্থা দর্শন করত তিনি অতি সত্বর নিজের অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই সকল অস্ত্রের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনী ও রাজপুত্র দুইজনকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫½

রাজন্! মহাত্মা সূতপুত্র কর্ণের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বাণসমূহে পীড়িত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৬½

সূতপুত্র কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকার বাণসকল পরস্পর মুখোমুখি পতিত হইয়া নিজ নিজ ফলার দ্বারা পূর্বে পতিত বাণসমূহের গাত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৭½

মহারাজ! আকাশে পতিত বাণসকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষে এই সময় অগ্নি উৎপন্ন হইল ॥ ১৮½

রাজন্! তদনন্তর কর্ণ পতঙ্গসকলের ন্যায় গমনরত এবং শত্রুদের দেহে প্রবিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা সবেগে দশ দিকে প্রহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯½

হিমালয়কল্প প্রদর্শন করিতে করিতে কর্ণ অগ্নি ও সূর্যের আভরণসমূহে বিভূষিত এবং রক্তচন্দনে চর্চিত দুই বাহুকে বারংবার আস্ফোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০½

রাজন্! তাহার পর তাঁর বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিক্‌-মণ্ডলকে মোহিত করিতে করিতে কর্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিলেন ॥ ২১½

মহারাজ! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ণের উপর পঞ্চাশটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২২½

সেই সময় ঘোরদর্শন এই যুদ্ধ বাণসকলের দ্বারা উৎপন্ন অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। মাননীয় প্রধানগণ! যখন কর্ণনন্দন যুধিষ্ঠির কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন, সেই সময় চারিদিকে আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে মহাহাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিল ॥ ২৩-২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ বাণসকল, বিবিধ বহুসংখ্যক ভল্ল এবং শক্তি, ঋষ্টি ও মুসলসমূহের প্রহার করিতে করিতে যেদিকে যেদিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেইদিকে সেইদিকে আপনার সৈন্যরা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল ॥ ২৫-২৬

কর্ণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি অমর্ষশীল ও ক্রোধী ছিলেন বলিয়া রোষে তাঁহার মুখ তখন প্রস্ফুরিত হইতে ছিল।

অমর্ষী ক্রোধনশ্চৈব রোষপ্রস্ফুরিতাননঃ।
সাম্নৈকপ্রমেয়াত্মা যুধিষ্ঠিরমভিদ্রবৎ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠিরশ্চাপি স তং বর্ষপূগৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
প্রহসন্নিব তং কর্ণঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২৯

ঔপস্তবিধ্যদ্ রাজানং ত্রিভির্ভল্লৈশ্চ পাণ্ডবম্।
স পীড়িতো ভৃশং তেন ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩০

উপবিশ্য রথোপস্থে সূতং বাহীত্যচোদয়ৎ।
অক্রোশন্ত ততঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥ ৩১

সর্পনির্মিত আত্মবলসম্পন্ন সেই বীর যুদ্ধমদে মাতাল, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্তসমূহের দ্বারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৭-২৮

এইরূপ যুধিষ্ঠিরও কর্ণকে কর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতে শিলাশাণিত কঙ্কপক্ষযুক্ত তিনটি ভল্লের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ২৯॥

এই প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং সারথিকে আদেশ দিয়া বলিলেন—রথকে অন্যত্র লইয়া চল ॥ ৩০॥

গৃহীত্বেতি তু রাজানমভ্যধাবন্ত সর্বশঃ
ততঃ শতাঃ সপ্তদশ কেকয়ানাং প্রহারিণাম্ ॥ ৩২
পাঞ্চালৈঃ সহিতা রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রান্ ন্যবারয়ন্।
তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে জনক্ষয়ে ॥ ৩৩
দুর্যোধনশ্চ ভীমশ্চ সমেয়াতাং মহাবলৌ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়: ॥ ৬৩

সেই সময় রাজা দুর্যোধনের আপনার সকল পুত্রই এইরূপ কোলাহল করিতে লাগিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া ফেল। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা সকলে যুধিষ্ঠিরের দিকে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ৩১॥

রাজন্! তখন প্রত্যেকটি সংখ্যায় সাত কেকয় যোদ্ধা পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সহিত আসিয়া আপনার পুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২॥

যে সময় জনসংহারক এই তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় মহাবল দুর্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন ॥ ৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যাসকৃতবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন নকুল-সহদেবাভ্যাং সহ যুধিষ্ঠিরস্য পরাজয়ঃ, স্বশিবিরং গত্বা পীড়িতস্য যুধিষ্ঠিরস্য বিশ্রামলাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণোঽপি শরজালেন কেকয়ানাং মহারথান্।
ব্যধমৎ পরমেষ্বাসানপ্রহ্যঃ পর্য্যবস্থিতান্ ॥১
তেষাং প্রযতমানানাং রাধেয়স্য নিবারণে।
রথান্ পঞ্চশতান্ কর্ণঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ২
অবিষহ্যং ততো দৃষ্ট্বা রাধেয়ং যুধি যোধিনঃ।
ভীমসেনমুপাসজ্জন্ কর্ণবাণপ্রপীড়িতাঃ
রথানীকং বিদার্য্যৈব শরজালৈরনেকধা।
কর্ণ একরথেনৈব যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥ ৭
সেনানিবেশমার্চ্ছন্তং মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতম্
যময়োর্মধ্যগং বীরং শনৈর্যান্তং বিচেতসম্ ৪
সমাসাদ্য তু রাজানং দুর্য্যোধনহিতেপ্সবঃ।
সূতপুত্ররথিভিস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যধুঃ পরমেষুভিঃ ॥ ৬

তথৈব রাজা রাধেয়ং প্রত্যবিধ্যৎ ত্বনান্তরে।
শরৈস্ত্রিভিশ্চ বন্ধুরং চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৭
চক্ররক্ষৌ তু পার্থস্য মাদ্রীপুত্রৌ পরন্তপৌ।
তাবপ্যাধাবতাং কর্ণং রাজানং মা বধীরিতি ॥ ৮
তৌ পৃথক্ শরবর্ষাভ্যাং রাধেয়মভ্যবর্ষতাম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পরমং যত্নমাস্থিতৌ ॥ ৯
তথৈব তৌ প্রত্যবিধ্যৎ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
তাভ্যাং শিতধারাভ্যাং মহাস্থানাবরিন্দমৌ ॥ ১০
হয়বর্য্যান্তু রাধেয়ো নিজঘান মনোজবান্।
যুধিষ্ঠিরস্য সংগ্রামে কালবালান্ হয়োত্তমান্ ॥ ১১
ততোঽপরেণ ভল্লেন শিরস্ত্রাণমপাহরৎ।
কৌন্তেয়স্য মহেষ্বাসঃ প্রহসন্নিব সূতজঃ ॥ ১২
তথৈব নকুলস্যাপি হয়ান্ হত্বা প্রতাপবান্।
ঈষাং রথস্য চিচ্ছেদ মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ১৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

[কর্ণকর্তৃক নকুল-সহদেব সহ যুধিষ্ঠিরের পরাজয় এবং পীড়িত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিজ শিবিরে যাইয়া বিশ্রামলাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণও নিজ বাণসমূহের দ্বারা সম্মুখে অবস্থিত মহাবলশালী কেকয়-মহারথী যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

রাধাপুত্র কর্ণকে প্রতিরোধ করিতে যত্নপরায়ণ পাঁচশত রথী যোদ্ধাকে কর্ণ যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ২

কর্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে রাধাপুত্র কর্ণকে অসহ্য দেখিয়া ভীমসেনের পার্শ্বে চলিয়া আসিলেন। ৩

অনন্তর কর্ণ নিজের বাণজালসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-রথী সৈন্যদিগকে হতোদ্যম বিদীর্ণ করিতে একমাত্র রথের সাহায্যেই যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪

সেই সময় বীর যুধিষ্ঠির বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নকুল-সহদেবের মধ্যে থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের শিবিরের দিকে গমন করিতেছিলেন। এই সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া সূতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় অত্যন্তর আরও তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে পুনরায় বিদ্ধ করিলেন। ৫-৬

তখন রাজা রাধেয়ও প্রত্যবিধ্যৎ অনান্তরে।
শরৈস্ত্রিভিশ্চ বন্ধুরং চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৭
চক্ররক্ষৌ তু পার্থস্য মাদ্রীপুত্রৌ পরন্তপৌ।
তাবপ্যাধাবতাং কর্ণং রাজানং মা বধীরিতি ॥ ৮
তৌ পৃথক্ শরবর্ষাভ্যাং রাধেয়মভ্যবর্ষতাম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পরমং যত্নমাস্থিতৌ ॥ ৯
তথৈব তৌ প্রত্যবিধ্যৎ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
তাভ্যাং শিতধারাভ্যাং মহাস্থানাবরিন্দমৌ ॥ ১০
হয়বর্য্যান্তু রাধেয়ো নিজঘান মনোজবান্।
যুধিষ্ঠিরস্য সংগ্রামে কালবালান্ হয়োত্তমান্ ॥ ১১
ততোঽপরেণ ভল্লেন শিরস্ত্রাণমপাহরৎ।
কৌন্তেয়স্য মহেষ্বাসঃ প্রহসন্নিব সূতজঃ ॥ ১২
তথৈব নকুলস্যাপি হয়ান্ হত্বা প্রতাপবান্।
ঈষাং রথস্য চিচ্ছেদ মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ১৩

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও রাধাপুত্র কর্ণের বক্ষে বাণবিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনটি বাণে সারথিকে এবং চারিটি বাণে চারিটি অশ্বকে আঘাত করিলেন। ৭

মহারাজ! মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই এই চিন্তাপূর্ব্বক কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন যে, কর্ণ যাহাতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে না পারেন। ৮

নকুল ও সহদেব দুই ভ্রাতা উত্তম যত্নের সহিত রাধাপুত্র কর্ণের উপর পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৯

এইরূপ প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণও তীক্ষ্ণধার দুইটি ভল্লের দ্বারা শত্রুদমন মহাত্মা দুই বীরকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১০

রাধেয়ের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বের রক্ষকসমূহ কৃতী এবং শত্রুদের কর্ণ তুল্য ও বায়ুর ন্যায় তীব্র বেগগামী, যুধিষ্ঠিরের সেই উত্তম অশ্বগণকে রণাঙ্গনে কর্ণ সংহার করিলেন॥ ১১

তাহার পর মহাবলশালী সূতপুত্র কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতেই অপর একটি ভল্লের দ্বারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের শিরস্ত্রাণ নীচেতে পাতিত করিলেন॥ ১২

এইরূপ প্রতাপশালী কর্ণ বুদ্ধিমান্ মাদ্রীনন্দন নকুলেরও অশ্বদিগকে বিনাশ করত ঈষাদণ্ড ও ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন॥১৩

তৌ হতাশ্বৌ হতরথৌ পাণ্ডবৌ ভূশবিক্ষতৌ
ভ্রাতরাবাকুলহতৌ সহদেবরথং তদা ॥ ১৪
তৌ দৃষ্ট্বা মাতুলস্তত্র বিরথৌ পরবীরহা।
অভ্যত্যাবত রাধেয়ং মদ্ররাজোঽনুকম্পয়া ॥ ১৫
যোদ্ধব্যমদ্য পার্থেন কান্ধনেন ত্বয়া সহ।
কিমর্থং ধর্মরাজেন মুধ্যসে ভূশরোষিতঃ ॥ ১৬
ক্ষীণশস্ত্রাস্ত্রকবচঃ ক্ষীণবাণো বিষাদবান্।
আত্তসারথিবাহশ্চ ক্ষুণ্ণোঽন্যৈরভিতস্তথা। ১৭
পার্থমাসাদ্য রাধেয় উপহাস্যো ভবিষ্যসি।
এবমুক্তোঽপি কর্ণস্তু মদ্ররাজেন সংযুগে। ১৮
তথৈব কর্ণঃ সংরব্ধো যুধিষ্ঠিরমতাড়য়ৎ।
শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরাবিধ্য মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৯
প্রহস্য সমরে কর্ণশ্চকার বিমুখং নরৈঃ।
ততঃ শল্যঃ প্রহসোঽঃ কর্ণং পুনরুবাচ হ

অশ্বগণ ও রথধ্বজ নষ্ট হইয়া গেলে পর অত্যন্ত আহত সেই দুই ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও নকুল পাণ্ডুনন্দন সহদেবের রথের উপর যাইয়া আরোহণ করিলেন। ১৪

শত্রুবীর সংহারকারী মাতুল মদ্ররাজ শল্য সেই দুই ভ্রাতাকে রথহীন হইতে দেখিয়া কৃপাপূর্বক রাধাপুত্র কর্ণকে বলিলেন। ১৫

কর্ণ! আজ তোমাকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সুতরাং অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত কিজন্য যুদ্ধ করিতেছ? ১৬

ইহার অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ এই হইয়া গিয়াছে, ধনু এবং তূণীরও ছিন্ন হইয়াছে। সারথি এবং অশ্বগণও পরিশ্রান্ত হইয়াছে এবং শত্রুরা ইহাদের সর্বদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। রাধানন্দন! এভাবে যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমি উপহাসের পাত্র হইবে। ১৭½

যুদ্ধস্থলে মদ্ররাজ শল্য এই কথা বলিলেও কর্ণ পূর্ববৎ রুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল-সহদেবকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করত কর্ণ হাস্য সহকারে ত্বরান্বিত বাণসমূহের প্রহারে যুধিষ্ঠিরকে ভূপতিত করিয়া দিলেন। ১৮-১৯½

তখন শল্য ভীত করত যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে দৃঢ় নিশ্চয়কারী ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রণস্থিত কর্ণকে পুনরায় এই কথা বলিলেন। ২০½

রথসূনমতিসংরব্ধং যুধিষ্ঠিরবধে ধৃতম্।
যদর্থং ধার্তরাষ্ট্রেণ সততং মানিতো ভবান্। ২১
তং পার্থং জহি রাধেয় কিং তে হত্বা যুধিষ্ঠিরম্।
(হতে ত্বয়ি ব্রুবঃ পার্থঃ সর্বান্ ভেক্ষ্যতি নো রথান্।
তস্মিন্ হি ধার্তরাষ্ট্রস্য নিহতে ত্বয়ি জয়ো ধ্রুবঃ।
অজোঽসৌ মৃগতে তস্য রোচমানোঽন্তমানিব।
এনং জহি মহাবাহো কিং তে হত্বা যুধিষ্ঠিরম্।)
শঙ্খারোর্ষিতয়োঃ শব্দঃ সুমহানেষ কৃষ্ণয়োঃ। ২২
শ্রূয়তে চাপঘোষোঽয়ং প্রাবৃষীবাম্বুদস্য হ।
আসৌ নিঘ্নন্ রথোদারানস্মদ্যূনঃ শরবৃষ্টিভিঃ। ২৩
সর্বাঃ প্রসতি নঃ সেনাঃ কর্ণ পঙ্কেনমাতবে।
পৃষ্ঠরক্ষৌ চ সূরস্য যুধামন্যূত্তমৌজসৌ। ২৪
উত্তরং চাস্য বৈ পৃষ্ঠং শূরশ্চক্রং রক্ষতি সাত্যকিঃ।
দুষ্টদ্যুম্নস্তথা চাস্য চক্রং রক্ষতি দক্ষিণম্। ২৫

রাধাপুত্র! তুমি যাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমাকে সর্বদা সম্মান করিয়া থাকে সেই কৃষ্ণীনন্দন অর্জুনকে তুমি বধ কর। যুধিষ্ঠিরকে বধ করিলে তোমার কি লাভ হইবে? ২১½

(এই যুধিষ্ঠির নিহত হইলে অর্জুন নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত মহারথী যোদ্ধাদিগকে বধ করিবে কিন্তু অর্জুন নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

মহাবাহু কর্ণ! অর্জুনের সুবর্ণখচিত এই রথধ্বজ দেখা যাইতেছে। তুমি তাহাকেই বধ কর, যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিলে তোমার কি লাভ হইবে?)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খধ্বনি করিতেছে, তাহাদের এই ভীষণ শব্দ শুনা যাইতেছে। বর্ষাকালের মেঘ-গর্জনতুল্য অর্জুনের এই গাণ্ডীব-ধনুর প্রচণ্ড শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে। ২২½

কর্ণ! এই অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারে মহারথী যোদ্ধাদিগকেও সংহার করিতে থাকিয়া আমাদের সমস্ত সৈন্যদিগকে যেন গ্রাস করিতেছে। যুদ্ধস্থলে তুমি ইহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ২৩½

সৌবাস্যশালী বীর অর্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছে যুধামন্যু ও উত্তমৌজা। বীরবর সাত্যকি তাহার বাম চক্র রক্ষা করিতেছে এবং দুষ্টদ্যুম্ন তাহার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছে। ২৪-২৫

ভীমসেনশ্চ বৈ রাজ্ঞা ধার্তরাষ্ট্রেণ যুধ্যতে।
যথা ন হন্যাত্তং ভীমঃ সর্বেষাং নোঽস্তু পশ্যতাম্ ॥২৬
তথা রাধেয় ক্রিয়তাং রাজা মুচ্যেত নো যথা।
পশ্যৈনং ভীমসেনেন প্রস্তমাহবশোভিনম্ ॥ ২৭
যদি ত্বাসাদ্য মুচ্যেত বিগ্রহঃ সুমহান্ ভবেৎ।
পরিত্রাহ্যেনমত্যুগ্র সংশয়ঃ পরমং গতম্ ॥ ২৮
কিং নু মাদ্রীসুতৌ হত্বা রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্।
ইতি শল্যবচঃ শ্রুত্বা রাধেয়ঃ পৃথিবীপতে ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং চৈব ভীমগ্রস্তং মহাহবে।
রাজসূয়ী তৃণকৈব শল্যবাক্যপ্রচোদিতঃ ॥ ৩০
অজাতশত্রুমুৎসৃজ্য মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
তব পুত্রং পরিত্রাতুমভ্যধাবত বীর্যবান্ ॥ ৩১
মত্তরাজপ্রযুক্তৈস্তৈরশ্বৈরাকাশগৈরিব।
গতে কর্ণে তু কৌন্তেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ সহদেবশ্চ মারিষ।

তাভ্যাং স সহিতস্তূর্ণং তীর্ত্বা রিপুবলার্ণবম্ ॥ ৩৩
প্রাপ্য সেনানিবেশঞ্চ মার্গৈঃ ক্ষতবিক্ষতঃ।
অবতীর্ণো রথাত্তূর্ণমাবিশচ্ছয়নং শুভম্ ॥ ৩৪
অপনীতশল্যঃ সুভৃশং সুচ্ছল্যাভিনিপীড়িতঃ।
সোঽভ্রবীদ্ভ্রাতরৌ রাজা মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ৩৫

(যুধিষ্ঠির উবাচ।

গচ্ছতাং ত্বরিতৌ বীরৌ যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥)

অনীকং ভীমসেনস্য পাণ্ডবানাং গচ্ছতাম্।
ভীমূত ইব নর্দন্তং যুধ্যতে স বৃকোদরঃ ॥ ৩৬
ততোঽন্যং রথমাস্থায় নকুলো রথপূজিতঃ।
সহদেবশ্চ তেজস্বী ভ্রাতরৌ শত্রুকর্ষণৌ ॥ ৩৭
তুরঙ্গৈরপ্রমেয়ৈস্তৈর্যাভ্যাং ভীমস্ত তস্থিবান্।
অনীকৈঃ সহিতৌ তত্র ভ্রাতরৌ সমবস্থিতৌ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সর্বপর্বণি কর্ণপর্বণি
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

ভীমসেন রাজা দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধরত আছে। আজ আমাদের সকলের সাক্ষাতেই ভীমসেন যাহাতে তাহাকে বধ করিতে না পারে, তুমি তাহার জন্য চেষ্টা কর। যে কোন উপায়ে ভীমসেনের নিকট হইতে রাজা দুর্যোধনকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে ॥ ২৬॥

দেখ, যুদ্ধে শোভান্বিত রাজা দুর্যোধনকে ভীমসেন যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি তোমাকে পাইয়া সে এই সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তবে এক অভাবনীয় ঘটনা হইবে ॥ ২৭॥

তুমি নিকটে যাইয়া গুরুতর সঙ্কটে পতিত রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা কর। আজ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া কি হইবে? ২৮॥

পৃথ্বীনাথ! শল্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং মহাসমরে দুর্যোধনকে ভীমসেন কর্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়া শল্যের বাক্যে অনুপ্রেরণা লাভ করত রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা করিতে অত্যুৎসাহী পরাক্রমশালী কর্ণ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল-সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্বক আপনার পুত্র দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯-৩১

মাননীয় কৃপাল! মত্তরাজ শল্য কর্তৃক চালিত হইয়া অশ্বরা এরূপ ছুটিতেছিল যে, যেন তাহারা আকাশে উড়িতেছে। কর্ণ চলিয়া যাইলে পর যুদ্ধাভিলাষী পাণ্ডুকুমার যুধিষ্ঠির ও সহদেব তাঁহার গামী অশ্বগণের দ্বারা সে স্থল হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৩২॥

নকুল ও সহদেবের সহিত সেই নরপতি যুধিষ্ঠির যেন লক্ষিত হইয়াই শিবিরের নিকট গমন করত রথ হইতে নামিলেন এবং সুন্দর শয্যায় শয়ন করিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্বাঙ্গ বাণ-সমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩-৩৪

সেখানে তখন যদিও তাঁহার দেহ হইতে বাণসমূহ নিঃসারিত করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে যে অপমানের কণ্টক প্রবিষ্ট ছিল, উহাতে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিলেন। সেই সময় রাজার দুই ভ্রাতা মহারথী নকুল ও সহদেবকে তিনি এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা উভয়ে অতিদ্রুত যেখানে ভীমসেন আছে, সেখানে তাহাদের সৈন্যদের মধ্যে গমন কর। সেস্থলে ভীমসেন মেঘসদৃশ গম্ভীর গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছে ॥ ৩৬

তদনন্তর অপর রথে আরোহণ করত রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নকুল ও তেজস্বী সহদেব এই দুই ভ্রাতা ভীম বেগে গমনকারী অশ্বগণের দ্বারা ভীমসেনের পার্শ্বে গমন করিলেন। সেস্থলে এই দুই বলবান্ ভ্রাতা ভীমসেনের সৈন্যদের সহিত অবস্থান করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পলায়নবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেনাশ্বত্থামঃ পরাজয়ঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, দুর্যোধনপ্রেরিত-কর্ণেন ভার্গবাস্ত্র-দ্বারা পাঞ্চাল-সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণিস্তু রথবংশেন মহতা পরিবারিতঃ।
অপতৎ সহসা রাজন্ যত্র পার্থো ব্যবস্থিতঃ॥ ১

তমাপতন্তং সহসা শূরঃ শৌরিসহায়বান্।
দদর্শ সহসা পার্থো বেলেব মকরালয়ম্॥ ২

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ ছাদয়ামাস সায়কৈঃ॥ ৩

অবচ্ছন্নৌ ততঃ কৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ
বিস্ময়ং পরমং গত্বা প্রৈক্ষন্ত কুরবস্তদা॥ ৪

অর্জুনস্তু ততো দিব্যমস্ত্রং চক্রে হসন্নিব।
তদস্ত্রং বারয়ামাস ব্রাহ্মণো ঘৃণি ভারত॥ ৫

যদ্ যদ্ধি ব্যাক্ষিপদ্ যুদ্ধে পাণ্ডবোঽস্ত্রজিঘাংসয়া
তৎ তদস্ত্রং মহেষ্বাসো দ্রোণপুত্রো ব্যনাশয়ৎ॥ ৬

অস্ত্রযুদ্ধে ততো রাজন্ বর্তমানে মহাভয়ে।
অপক্রাম রণে দ্রৌণিং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্॥ ৭

স দিশঃ প্রদিশশ্চৈব ছাদয়িত্বা ত্বরন্বিতঃ।
বাসুদেবং ত্রিভির্বাণৈরবিধ্যদ্ দক্ষিণে ভুজে॥ ৮

ততোঽর্জুনো হয়ান্ হত্বা সর্বাংশ্চৈব মহাস্বনঃ।
চকার সমরে ভূমিং শোণিতৌঘতরঙ্গিণীম্॥ ৯

সর্বলোকবহাং রৌদ্রাং পরলোকবহাং নদীম্।
সরথান্ রথিনঃ সর্বান্ পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ॥ ১০

দ্রৌণেরপহতান্ সংখ্যে দদৃশুঃ সর্ব তাং তথা।
প্রাবর্তয়ন্নরাংস্তারাং নদীং পরবহাং তথা॥ ১১

তস্যোস্তু ব্যাকুলে যুদ্ধে দ্রৌণেঃ পার্থস্য চাক্ষুষে।
অমর্ষাদো যোধয়ন্ত পর্যাধাবত পৃষ্ঠতঃ॥ ১২

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয়, কৌরব-সৈন্যের পলায়ন এবং দুর্যোধন কর্তৃক প্রেরিত কর্ণের দ্বারা ভার্গবাস্ত্রে পাঞ্চাল-সৈন্যের সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিশাল রথ-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সহসা সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থলে অর্জুন অবস্থিত ছিলেন॥ ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সহায়ক, সেই বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা অশ্বত্থামাকে নিকের দিকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ তটভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া থাকে॥ ২

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩

সেই সময় ইহাদের উভয়কে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব মহারথী যোদ্ধারা অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন॥ ৪

ভারত! তখন অর্জুন হাস্য করিতে করিতেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে তাঁহার এই দিব্যাস্ত্র নিবারণ করিলেন॥ ৫

রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার অস্ত্রনাশ করিবার জন্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্ধর দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা তাঁহার সেই সেই অস্ত্রই ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৬

রাজন্! এইরূপ মহাভয়ঙ্কর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর আমরা রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিত যমরাজের বিস্তারিত মুখের ন্যায় দেখিতে পাইলাম॥ ৭

তিনি সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও বিদিক্ (কোণ) সমূহ আচ্ছাদিত করত শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুতে তিনটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৮

তখন অর্জুন সেই মহাত্মা অশ্বত্থামার সমস্ত অশ্বদিগকে বিনাশ করত সমরাঙ্গণে রক্তের নদী প্রবাহিত করিলেন॥ ৯

এই রক্তময়ী ভয়ঙ্করী নদী পরলোকবাহিনী ছিল এবং সকল লোককেই নিজের প্রবাহে বহন করিতেছিল। সেখানে অবস্থিত সমস্ত ব্যক্তি দেখিলেন যে, অশ্বত্থামার অবশিষ্ট রথী সৈন্যরা রথসহ অর্জুনের ধনু হইতে বিমুক্ত সকল বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে নিহত হইলেন। স্বয়ং অশ্বত্থামাও তাঁহাদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই সময় তিনিও ভয়ঙ্করী পরলোকবাহিনী রক্তনদী প্রবাহিত করিলেন॥ ১০-১১

অশ্বত্থামা ও অর্জুনের এই ভয়ঙ্করক এবং কঠোর যুদ্ধে

রথৈর্হয়ৈশ্চ সূতৈশ্চ ভগ্নোপস্করকূবরৈঃ
ছিন্নধ্বজৈশ্চ হতারোহৈর্মহামাত্রৈর্হতদ্বিপৈঃ ॥ ১৩
পার্থেন সমরে রাজন্ কৃতো ঘোরো জনক্ষয়ঃ।
বিহতা রথিনঃ পেতুঃ পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪
হয়াশ্চ পর্যাধাবন্ত মুক্তযোক্ত্রাস্ততস্ততঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা কর্ম পার্থস্য দ্রৌণিরায়বশোভিনঃ ॥ ১৫
অর্জুনং সমরভ্রাং শ্রেষ্ঠং ক্ষত্রিয়োঽভ্যেত্য বীর্যবান্।
বিধুন্বানো মহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্ ॥ ১৬
অবাকিরত্ততো দ্রৌণিঃ সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তমুরোঽর্জুনং মহারাজ দ্রৌণিরাত্মবধৈষিণম্ ॥ ১৭
বক্ষোদেশে ভৃশং পার্থং তাড়য়ামাস নিস্তরম্
সোঽভিবিদ্ধো রণে তেন দ্রোণপুত্রেণ ভারত ॥
গাণ্ডীবধন্বা প্রহসন্ শরবর্ষৈরবারয়ৎ।
সন্ধায় সমরে দ্রৌণিঃ চিচ্ছেদাশু চ কার্মুকম্ ॥ ১৯
স ছিন্নধনুষা পরিঘং বজ্রস্পর্শসমং যুধি।
আদায় চিক্ষেপ তদা দ্রোণপুত্রঃ কিরীটিনে ॥ ২০
তমাপতন্তং পরিঘং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্ প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥ ২১
স পপাত তদা ভূমৌ নিকৃত্তঃ পার্থসায়কৈঃ।
বিকীর্ণঃ পর্বতো রাজন্ যথা বজ্রেণ তাড়িতঃ ॥ ২২
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ দ্রোণপুত্রো মহারথঃ।
ঐন্দ্রেণ চাস্ত্রবেগেন বীভৎসুং সমবাকিরৎ ॥ ২৩
তমৈন্দ্রজালাবততং সমীক্ষ্য
পার্থো রাজন্ গাণ্ডিবধাধন্বি সঃ।
ঐন্দ্রং জালং প্রত্যহরৎ তরস্বী
বরাস্ত্রদায় মহেন্দ্রসূনুম্ ॥ ২৪
বিধায় তজ্জালমথেন্দ্রমুক্তং
পার্থস্ততো দ্রৌণিরথং ক্ষণেন।
প্রচ্ছাদয়ামাস ততোঽস্ত্রজালৈঃ
দ্রৌণিস্তদা পার্থশরাভিভূতঃ ॥ ২৫

সমস্ত যোদ্ধারা যা যোদ্ধগণ মহাশব্দে (সিংহনাদ করিতে) মুখ করিতে করিতে অগ্রসর এবং পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া সকলদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

রথসকলের অশ্বগণ ও সারথিদিগকে বিনাশ করা হইয়াছিল। অশ্বগণের আরোহী যোদ্ধারাও নষ্ট হইয়া গেল। মহাবোধী সৈন্যগণ নিহত হইলেন এবং গজসকল ভীত হইল। আবার যোদ্ধাও হাতীরা নিহত হইল এবং মাহুতগণ বিনষ্ট হইল। রাজন্! এইরূপ সমরাঙ্গনে অর্জুন ঘোরতর লোকক্ষয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা নিহত যন্ত্রপাতি রথী ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১৩-১৪

অশ্বগণের বন্ধন মুক্ত হইয়া যাওয়ায় তাহারা চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। যুদ্ধে হৃষ্টোদিত অর্জুনের এই পরাক্রম দেখিয়া পরাক্রমশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অভিমন্যুর তাঁহার নিকট আসিলেন এবং নিজের ধনুর্ধারিত বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সর্বদিক্ দিয়া আবৃত করিলেন ॥ ১৫-১৬½

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ধনু আকর্ণ টানিয়া নিক্ষেপ পূর্বক পক্ষযুক্ত একটি বাণে ধ্বজীভূতায় অর্জুনের বক্ষে নির্ঘাতের সহিত প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন ॥ ১৭½

ভারত! রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া উদারবুদ্ধি গাণ্ডীবধারী অর্জুন সমরস্থলে ধনুশ্চ্যুত বাণসমূহ দ্বারা করত অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯

ধনু ছিন্ন হইলে পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে বজ্রতুল্য একটি পরিঘ গ্রহণ করিলেন, যাহার স্পর্শ বজ্রতুল্য কঠিন ছিল। তিনি এই পরিঘটিকে তৎক্ষণাৎ কিরীটিধারী অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২০

রাজন্! সেই স্বর্ণভূষিত পরিঘটিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অর্জুন যেন হাস্য করিতে করিতেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

হে রাজন্! যেরূপ বজ্রের প্রহারে পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অর্জুনের বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড হইয়া সেই পরিঘ ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২২

মহারাজ! তখন মহারথী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের উপর ঐন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা সবেগে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! অর্জুন অশ্বত্থামাকর্তৃক আবিষ্কৃত ঐন্দ্রজালের বিনাশ করত বেগের সহিত গাণ্ডীব-ধনু গ্রহণ করিলেন এবং মহেন্দ্রকর্তৃক নির্মিত উত্তম অস্ত্রের প্রয়োগে সেই ঐন্দ্রজালকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৪

এইভাবে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণজালকে বিদারিত করিয়া অর্জুন নিকটে গমনপূর্বক অল্পকালের মধ্যেই অশ্বত্থামার

বিগাহ্য তাং পাণ্ডববাণবৃষ্টিং
শরৈঃ পরং নাম ততঃ প্রকাশ্য ।
শতেন কৃষ্ণং সহসাভ্যবিধ্যৎ
ত্রিভিঃ শতৈরর্জুনং ক্রুদ্ধরূপাম্ ॥ ২৬
ততোঽর্জুনঃ সায়কানাং শতেন
গুরোঃ সুতং মর্মসু নির্বিভেদ ।
অশ্বাংশ্চ সূতঞ্চ তথা ধনুর্জ্যা-
মবাকিরৎ পত্ততাং তাবকানাম্ ॥ ২৭
স বিদ্ধ্বা মর্মসু দ্রৌণিং পাণ্ডবঃ পরবীরহা ।
সারথিঞ্চাস্য তরসা রথনীড়াৎপাতয়ৎ ॥ ২৮
স সংগৃহ্য স্বয়ং বাহান্ কৃষ্ণো প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ ।
তস্মাদ্ধৃতমপক্রান্তং দ্রৌণেরাশু পরাক্রমম্ ॥ ২৯
প্রাবর্তয়ত্ তুরগান্ যচ্চ কার্ষ্ণেঃ চাপ্যবোধয়ৎ ।
যদস্য সমরে রাজন্ সর্বে যোধা অপূজয়ন্ ॥ ৩০

ততঃ প্রহস্য বীভৎসুর্দ্রোণপুত্রস্য সংযুগে
ক্ষিপ্রং রশ্মীনবাধানাং ক্ষুরৈশ্ছিত্ত্বা ধ্বজং ত্রয়ঃ ॥ ৩১
প্রাজ্ঞবাহরথাত্তে তু শরবেগপ্রপীড়িতাঃ ।
ততোঽভূন্নিনদো ঘোরস্তব সৈন্যস্য ভারত ॥ ৩২
পাণ্ডবাস্তু জয়ং লব্ধ্বা তব সৈন্যং সমাদ্রবন্ ।
সমন্তান্নিশিতান্ বাণান্ বিমুঞ্চন্তো জয়ৈষিণঃ ॥ ৩৩
পাণ্ডবৈস্তু মহারাজ ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ।
পুনঃ পুনরথো বীরৈরভজ্যত ভৃতক্ষণৈঃ ॥ ৩৪
পশ্যতাং তে মহারাজ পুত্রাণাং চিত্রযোধিনাম্ ।
শকুনেঃ সৌবলেয়স্য কর্ণস্য চ বিশাম্পতে ॥ ৩৫
বার্ষ্ণেয়মাণা মহাসেনা পুত্রৈস্তব জনেশ্বর ।
ন চাতিষ্ঠত সংগ্রামে পীড্যমানা সমন্ততঃ ॥ ৩৬
ততো ঘোরৈর্মহারাজ পলায়দ্ভিঃ সমন্ততঃ ।
অভবদ্ ব্যাকুলং ভীতং পুত্রাণাং তে মহদ্ বলম্ ॥ ৩৭

রথকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় অশ্বত্থামা অর্জুনের বাণসমূহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

তদনন্তর অশ্বত্থামা নিজের বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করত ঘোর নাদ ঘোষণা করিতে করিতে সহসা এক শত বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং অর্জুনের উপরেও তিন শত বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২৭

ইহার পর অর্জুন এক শত বাণের দ্বারা গুরুপুত্রের মর্মস্থান-সমূহ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন এবং আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই তাঁহার অশ্বগণ, সারথি, ধনু ও তূণকে বহু বাণে আবৃত করিলেন ॥ ২৮

শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার মর্মস্থান-সমূহে আঘাত করত একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৯

তখন তিনি স্বয়ই বাহন অশ্বগণের রজ্জু ধারণ করত শ্রীকৃষ ও অর্জুনকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। সেখানে আমরা দ্রোণপুত্রের সত্বর উদ্ভূত এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম। তিনি অশ্বগণকেও বশীভূত রাখিতেছিলেন এবং অর্জুনের সহিত যুদ্ধও করিতেছিলেন। রাজন্! সমরাঙ্গণে সকল যোদ্ধাই তাঁহার এই কার্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥২৯-৩০

তদনন্তর বিজয়ী বীর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার অশ্বগণের রজ্জুকে ধ্বজ ও ত্রয়ঃ বাণের দ্বারা অভিসত্বর ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩১

তাহার পর বাণসমূহের বেগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তাঁহার অশ্বগণ সেখান হইতে পলাইয়া গেল। সেই সময় এইস্থলে আপনার সৈন্যদের [illegible] কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৩২

পাণ্ডব-যোদ্ধারা জয়লাভ করত আপনার সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং পুনরায় জয়লাভ করিবার আশায় চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩৩

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডব-যোদ্ধারা দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যের মধ্যে বারংবার ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৪

হে মহারাজ! প্রধানগণ! বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধরত আপনার পুত্রগণ, যুদ্ধরত শকুনি ও কর্ণের সাক্ষাতেই এই সব হইতে লাগিল ॥ ৩৫

জনেশ্বর! সর্বদিক্ দিয়া উৎপীড়িত আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী আপনার পুত্রগণকর্তৃক সর্বতোভাবে নিবারিত হইতে থাকিলেও রণাঙ্গনে তাঁহারা অবস্থান করিতে সাহসী হইলেন না ॥ ৩৬

মহারাজ! সর্বদিকে এইভাবে যোদ্ধারা পলায়ন করিতে থাকিলে আপনার পুত্রদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৭

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ তত: সূতপুত্রস্য গর্জত:।
নাবতিষ্ঠন্তি সা সেনা বধ্যমানা মহাত্মভি:॥ ৩৮
অথোৎক্রুষ্টং মহারাজ পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভি:।
ধার্তরাষ্ট্রবলং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতং বৈ সমন্ততঃ॥ ৩৯
ততো দুর্যোধনঃ কর্ণমব্রবীৎ প্রহসন্নিব।
পশ্য কর্ণ মহাসেনা পাঞ্চালৈরর্দিতা ভৃশম্। ৪০
ত্বয়ি তিষ্ঠতি সন্ত্রাসাৎ পলায়নপরায়ণা।
এতজ্ জ্ঞাত্বা মহাবাহো যুক্তং প্রাপ্তমরিন্দম॥ ৪১
সহস্রাণি চ যোধানাং ত্বামেব পুরুষোত্তম।
ক্রোশন্তি সমরে বীর ত্রায্যমাণানি পাণ্ডবৈ:॥ ৪২
এতচ্ছ্রুত্বাপি রাধেয়ো দুর্যোধনবচো মহান্
মদ্ররাজমিদং বাক্যমব্রবীৎ প্রহসন্নিব। ৪৩
পশ্য মে ভুজয়োর্বীর্যমস্ত্রাণাঞ্চ জনেশ্বর।
অদ্য হন্মি রণে সর্বান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভি: সহ॥ ৪৪
বাহয়াশ্বান্ নরব্যাঘ্র তত্রৈব ন সংশয়:

এবমুক্ত্বা মহারাজ সূতপুত্র: প্রতাপবান্। ৪৫
প্রগৃহ্য বিজয়ং বীরো ধনু: শ্রেষ্ঠং পুরাতনম্।
সজ্যং কৃত্বা মহারাজ সংগৃহ্য চ পুন: পুন:। ৪৬
সান্ত্বিবার্য্য চ যোধান্ স সত্যেন শপথেন চ।
প্রাযোজয়দমেয়াত্মা ভার্গবাস্ত্রং মহাবল:। ৪৭
ততো রাজন্ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
কোটিশশ্চ শরাস্তীক্ষ্ণা নিরগচ্ছন্ মহাযুধে। ৪৮
অলিভৈর্ত্তৈ: শরৈর্ঘোরৈ: কঙ্কবর্হিণবাজিতৈ:।
সংবৃতা পাণ্ডবী সেনা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। ৪৯
হাহাকারো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং বিশাম্পতে।
পীড়িতানাং বলবতা ভার্গবাস্ত্রেণ সংযুগে। ৫০
নিপতদ্ভির্গজৈ রাজন্নশ্বৈশ্চাপি সহস্রশ:.
রথৈশ্চাপি নরব্যাঘ্র নরৈশ্চৈব সমন্ততঃ। ৫১
প্রাকম্পত মহী রাজন্ নিহতৈস্তৈ: সমন্ততঃ।
ব্যাকুলং সর্বমভবৎ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্। ৫২

সূতপুত্র কর্ণ 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিতে থাকিলেও মহাত্মা পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের প্রহারে ব্যথিত সেই সৈন্যরা কোনক্রমেই রণাঙ্গনে অবস্থান করিল না॥ ৩৮

মহারাজ! দুর্যোধনের সৈন্যগণকে সকলদিকে পলাইয়া যাইতে দেখিয়া তখনকার উল্লসিত পাণ্ডব-যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৩৯

সেই সময় দুর্যোধন কর্ণকে প্রহাসসহকারে বলিলেন,—কর্ণ! দেখ, পাঞ্চাল-যোদ্ধারা আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে॥ ৪০

শত্রুদমন মহাবাহু বীর! তুমি জীবিত থাকিতে ভয়বশতঃ আমার এই সৈন্যরা পলাইয়া যাইতেছে; ইহা জানিয়া বর্তমানে যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই কর॥ ৪১

পুরুষোত্তম! বীর! পাণ্ডবগণকর্তৃক বিতাড়িত সহস্র সহস্র কৌরব-সৈন্যরা সমরাঙ্গণে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছে॥ ৪২

মহাবীর রাধাপুত্র কর্ণ দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন॥ ৪৩

অনেশ্বর! আজ তুমি আমার দুই বাহু ও অস্ত্রসকলের বল অবলোকন কর। আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণের সহিত সমস্ত পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি হৃষ্টমনের সহিত অশ্বগণকে পরিচালনা কর॥ ৪৪½

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী বীর সূতপুত্র কর্ণ নিজের বিজয়নামক শ্রেষ্ঠ এবং পুরাতন ধনু গ্রহণ করত তাহার উপর গুণ আরোপণ করিলেন। তারপর তিনি বারংবার সত্যের শপথ গ্রহণ পূর্বক সমস্ত যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিলেন। তাহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন সেই মহাবল বীর কর্ণ ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন॥ ৪৫-৪৭

রাজন্! অনন্তর সেই মহাসমরে সহস্র, অযুত, কোটি ও অর্বুদ তীক্ষ্ণধার বাণসকল সেই অস্ত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল॥ ৪৮

কঙ্ক ও ময়ূরপুচ্ছযুক্ত সেই প্রক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বাণসকলের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যরা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন। তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না॥ ৪৯

প্রবল ভার্গবাস্ত্রের দ্বারা সমরাঙ্গণে পীড়িত পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের মধ্যে মহাহাহাকার ধ্বনি চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইল॥ ৫০

রাজন্! পতনোদ্যত হস্তী, সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও নিহত পদাতি মনুষ্যগণের পতনে পৃথিবী চতুর্দিকে কাঁপিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদের সমস্ত বিশাল সৈন্যবাহিনীই অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল॥ ৫১-৫২

কর্ণস্তেষাং বৃথাং শ্রেষ্ঠো নির্দহন্ ইব পাবকঃ।
দহন্ শত্রূন্ নরব্যাঘ্র তস্থৌ স পরবীরহা॥ ৫৩
তে বধ্যমানাঃ কর্ণেন পাঞ্চালাশ্চেদিভিঃ সহ
তত্র তত্র ব্যমুহ্যন্ত বনদাহে যথা দ্বিপাঃ॥ ৫৪
দুদ্রুবুশ্চ নরব্যাঘ্র যথা ব্যাঘ্রা নরোত্তমাঃ।
তেষাং তু ক্রোশতামাসীদ্ ভীতানাং রণমূর্ধনি॥ ৫৫
বাহতাঞ্চ ততো রাজন্ত্রস্তানাঞ্চ সমন্ততঃ।
আর্তনাদো মহাংস্তত্র ভূতানামিব সংপ্লবে॥ ৫৬
বধ্যমানাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা সূতপুত্রেণ মারিষ।
বিত্রেসুঃ সর্বভূতানি তির্যগ্‌যোনিগতান্যপি॥ ৫৭
তে বধ্যমানাঃ সমরে সূতপুত্রেণ সৃঞ্জয়াঃ।
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ ক্রোশন্তি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৫৮
প্রেতরাজপুরে যদ্বৎ প্রেতরাজঃ বিচেতসঃ।
শ্রুত্বা তু নিনদং তেষাং বধ্যমানাঃ কর্ণসায়কৈঃ॥ ৫৯
অথাব্রবীদ্ বাসুদেবঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্।

ভার্গবাস্ত্রং মহাঘোরং দৃষ্ট্বা তত্র সমীরিতম্॥ ৬০
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো ভার্গবাস্ত্রস্য বিক্রমম্।
নৈতদস্ত্রং হি সমরে শক্যং হন্তুং কথঞ্চন॥ ৬১
সূতপুত্রঃ সংরব্ধঃ পশ্য কৃষ্ণ মহারণে।
অন্তকপ্রতিমং বীর্যে কুর্বাণং কর্ম দারুণম্॥ ৬২
অতীব চোদয়ন্নস্মান্ প্রেক্ষতে মাং মুহুর্মুহুঃ।
ন চ পশ্যামি সমরে কর্ণং প্রতি পলায়িতুম্॥ ৬৩
জীবন্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সাধ্বো জয়-পরাজয়ৌ।
মৃতস্য তু হৃষীকেশ ভঙ্গ এব কুতো জয়ঃ॥ ৬৪
এবমুক্তস্তু পার্থেন কৃষ্ণো মতিমতাং বরম্।
ধনঞ্জয়মুবাচেদং প্রাপ্তকালমরিন্দমম্॥ ৬৫
কর্ণেন হি দৃঢ়ং রাজা কুন্তীপুত্রঃ পরিক্ষিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা হৃষ্যসে চ পুনঃ কর্ণং পার্থ বধিষ্যসি॥ ৬৬
এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রাহ তং দ্রষ্টুমিচ্ছন্ যুধিষ্ঠিরম্।
শ্রমেণ গ্লায়তি হ্যস্ত্র যুদ্ধে কর্ণঃ বিশাম্পতে॥ ৬৭

নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুতাপন যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শত্রুসৈন্যকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৩

যেরূপ বনে অগ্নি সংযোজিত হইলে সেই বনে বাসকারী হাতীরাও যেখানে সেখানে দগ্ধ হইয়া মূর্ছিত হয়, সেইরূপ কর্ণ-কর্তৃক প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া পাঞ্চাল ও চেদি-যোদ্ধারা যেখানে সেখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৫৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সব নরোত্তম যোদ্ধারা তখন ব্যাঘ্রতুল্য চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! যুদ্ধের সম্মুখে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়মান সেই সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীদের চীৎকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ৫৫-৫৬

আর্য! সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক মৃত্যুমুখে পতিত সেই যোদ্ধা-দিগকে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী পশু পক্ষীরাও ভীত হইয়া উঠিল। ৫৭

সূতপুত্রকর্তৃক সমরাঙ্গণে নিহতপ্রায় সৃঞ্জয়-যোদ্ধারা বারংবার অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রেতরাজের নগরে গেলে অচৈতন্য প্রাণীরা প্রেতরাজকেই আহ্বান করিয়া থাকে। ৫৮১

কর্ণকর্তৃক আহত সৈন্যদের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া এবং সেখানে মহাভয়ঙ্কর ভার্গবাস্ত্রের প্রকোপ হইয়া দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৫৯-৬০

মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ! এই ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম দর্শন করুন। সমরাঙ্গণে কোন প্রকারেই এই অস্ত্রকে নষ্ট করা যায় না। ৬১

শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, মহাবাহু পরাক্রমশালী কৃষ্ণ সূতপুত্র কর্ণ এই মহাসমরে কিরূপ নিদারুণ কর্ম করিতেছে। ৬২

সে নিরন্তর অবজ্ঞাপূর্বক চালনা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ আমারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। রণাঙ্গনে কর্ণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না। ৬৩

মানুষ যদি জীবিত থাকে, তবে সে জয় ও পরাজয় দুইই লাভ করে। হৃষীকেশ! মৃত মানুষের ত' নাশই হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার আর জয়লাভ কিরূপে হইবে? ৬৪

অর্জুন এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান অর্জুনকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ৬৫

পার্থ! কর্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধৈর্যপ্রদান করত পুনরায় রণাঙ্গনে আসিয়া কর্ণকে বধ করিবে॥ ৬৬

প্রভানাথ! এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় এবং কর্ণকে যুদ্ধে অধিক পরিশ্রান্ত করিবার বাসনায় সেখান হইতে গমন করিলেন॥ ৬৭

ততো ধনঞ্জয়ো দ্রষ্টুং রাজানং বাণপীড়িতম্।
রথেন প্রবণো ক্ষিপ্রং সংগ্রামাৎ কেশবাজ্ঞয়া ॥ ৫৮
গচ্ছন্নেব তু কৌন্তেয়ো ধর্মরাজমিদৃক্ষয়া।
সৈন্যমালোকয়ামাস নাপশ্যৎ তত্র চাগ্রজম্ ॥ ৫৯

তাহার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বাণপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার জন্য রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে অতিশয় গমন করিলেন ॥ ৫৮

ভারত! কুন্তীনন্দন অর্জুন গোপুত্র অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিয়া রণাঙ্গনে যজ্ঞধারী ইন্দ্রের পক্ষেও দুঃসহ গুরুপুত্রকে যুদ্ধ করিয়া তু কৌন্তেয়ো দ্রোণপুত্রেণ ভারত।
দুঃসহং বঞ্চিত্বা সংখ্যে পরাজিত্য গুরোঃ সুতম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধর্মরাজশোধনে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

পরাজিত করিবার পর ধর্মরাজকে দর্শন করিবার বাসনায় যাইতে যাইতে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সেখানে কোথাও নিজের অগ্রজ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৫৯-৭০

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা। মহাভারতের কর্ণপর্বে ধর্মরাজের অন্বেষণবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনো দরি যুদ্ধভারং সমর্প্য শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্যুধিষ্ঠিরসমীপে গমনম্।

সঞ্জয় উবাচ

দ্রৌণিং পরাজিত্য ততোঽগ্রধন্বা
কৃষ্ণা সহস্র ততঃ শূরসেনঃ
আলোকয়ামাস ততঃ স্বসৈন্যং
ধনঞ্জয়ঃ শত্রুনিবর্হণেপ্সুঃ ॥ ১
স যুধ্যমানানি পৃতনামুখস্থঃ
শূরঃ শূরান্ হর্ষয়ন্ সব্যসাচী
পূর্বপ্রয়াতৈর্মধিকান্ প্রশংসন্
স্থিরাংস্তথাকারয়দাত্তবাননীকে ॥ ২

অপশ্যমানস্তু কিরীটমালী
যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরমাজমীঢ়ম্।
উবাচ ভীমং শত্রুসাত্ত্বাপেক্ষঃ
ব্রাহ্মং প্রযুঞ্জন্ বিদিতং কুরূণাং ॥ ৩

ভীমসেন উবাচ।

অপয়াত ইতো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
কর্ণবাণার্দিতস্ত্রাসো যদি জীবেৎ কথঞ্চন ॥ ৪

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনের উপর যুদ্ধের ভার সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর উত্তম ধনুর্ধারী এবং শত্রুসংহারে অগ্রণী অর্জুন অগ্রের পক্ষে শুভ ভীরোচিত কর্ম করিয়া অশ্বত্থামাকে পরাজিত করত পুনরায় নিজের সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ১

সব্যসাচী বীরবর অর্জুন যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে অবস্থান করত নিজের সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এবং পূর্বে প্রাপ্ত প্রত্যয়সমূহের দ্বারা কত-বিকত বীর যোদ্ধাগণের ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সকলকে নিজ সৈন্য মধ্যে স্থিরতাসহকারে স্থাপিত করিলেন ॥ ২

কিন্তু সেখানে নিজের ভ্রাতা অজমীঢ়কুলনন্দন যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া কিরীটধারী অর্জুন ভীমবেগে ভীমসেনের নিকটে গমন করত তাঁহাকে রাজার সংবাদ জিজ্ঞাসা পূর্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ! এখন মহারাজ যুধিষ্ঠির কোথায় আছেন? ৩

ভীমসেন বলিলেন,—ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কারণ, কর্ণের বাণসমূহে তাঁহার সর্বাঙ্গ সন্তপ্ত হওয়ায় পলায়ন করত যদি কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন ॥ ৪

অর্জুন উবাচ।

তস্মাদ্ ভবান্ শীঘ্রমিতঃ প্রয়াতু
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তিং কুরুসত্তমস্য।
নূনং স বিদ্ধোঽতিভৃশং পৃষদ্ভৈঃ
কর্ণেন রাজা শিবিরং গতোঽসৌ॥ ৫

যঃ সপ্তহায়ৈর্নিশিতৈঃ পৃষদ্ভৈ-
র্দ্রোণেন বিদ্ধোঽতিভৃশং তরস্বী।
তস্থৌ স তত্রাপি জয়প্রতীক্ষো
দ্রোণোঽপি যাবন্ন হতঃ কিলাসীৎ॥ ৬

স সংশয়ং গমিতঃ পাণ্ডবাগ্র্যঃ
সংখ্যেঽদ্য কর্ণেন মহানুভাবঃ।
ভ্রাতুঃ প্রবাহাত্ত্বমস্য ভীম
ত্রাস্যামাহং শত্রুগণান্ নিকৃত্য॥ ৭

ভীমসেন উবাচ

যমেব জানীহি মহানুভাব
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তিং তমহং হরস্ব।
অহং হি যত্তস্য যমক্ষয়ায়
বধায় বাঃ ভীত ইতি প্রবীহি॥ ৮

ততোঽব্রবীদর্জুনো ভীমসেনং
সংশপ্তকাঃ প্রত্যনীকং স্থিতা মে।
এতানহত্বাচ্চ ময়া ন শক্যা-
মিতোঽপযাতুং রিপুসঙ্ঘগোষ্ঠাৎ॥ ৯

অথাব্রবীদর্জুনো ভীমসেনঃ
স্বয়ং ধ্যমাসাদ্য কুরুপ্রবীর।
সংশপ্তকান্ প্রতিযোৎস্যামি সংখ্যে
সর্বানহং যাহি ধনঞ্জয় ত্বম্॥ ১০

সঞ্জয় উবাচ।

তদ্ ভীমসেনস্য বচো নিশম্য
দুষ্করং ভ্রাতুরমিত্রমধ্যে।
সংশপ্তকানীকমনঙ্গঘেকঃ
দুষ্করং ধারয়তীতি পার্থঃ॥ ১১

উবাচ নারায়ণমপ্রমেয়ং
কপিধ্বজঃ সত্যপরাক্রমশ্চ
শ্রুত্বা বচো ভ্রাতুরমিত্রসহ-
স্যাহবে সত্যপরাক্রমস্য।
ত্বরন্ কুরুক্ষেত্রমভিপ্রযান্তং
প্রোবাচ বৃষ্ণিপ্রবরো তদানীম্॥ ১২

অর্জুন বলিলেন,—যদি ইহাই হইয়া থাকে, তবে আপনি কুরুক্ষেত্রে রাজা যুধিষ্ঠিরের সংবাদ আনিবার জন্য এখান হইতে সত্বর গমন করুন। নিশ্চয়ই কর্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া রাজা শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন॥ ৫

ভ্রাতঃ ভীমসেন! যে বেগশালী বীর যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা তীক্ষ্ণ প্রহার ও অত্যন্ত তীব্র বাণসমূহে জর্জ্জর হইয়া পরিশেষে জয়লাভের প্রতীক্ষায় সেই পর্য্যন্ত যুদ্ধস্থলে অবস্থিত ছিলেন, যে পর্য্যন্ত না দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। সেই মহানুভব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আজ কর্ণ কর্তৃক সংগ্রামে সংশয়াপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন; অতএব আপনি অতি সত্বর তাঁহার সংবাদ আনিবার জন্য গমন করুন, এখানে আমি শত্রুদিগকে হত্ত করিয়া অবস্থান করিব॥ ৬-৭

ভীমসেন বলিলেন,—মহানুভাব! তুমি যাইয়া ভয়ঙ্করূপ নরপতির সংবাদ অবগত হও। অর্জুন! যদি আমি এখান হইতে গমন করি, তবে শত্রুদের প্রধান বীরগণ আমাকে ভীত বলিয়া মনে করিবে॥ ৮

তখন অর্জুন ভীমসেনকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! সংশপ্তকগণ আমার বিনষ্টে অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগকে বধ না করিয়া আমি এই শত্রুসঙ্ঘরূপ গোষ্ঠ হইতে বাহির যাইতে পারিব না॥ ৯

ইহা শুনিয়া ভীমসেন অর্জুনকে বলিলেন,—কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয়! আমি নিজের বলেরই আশ্রয় গ্রহণ করত রণাঙ্গনে সমস্ত সংশপ্তক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিব, তুমি যাও॥ ১০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শত্রুদের মধ্যে বীর ভ্রাতা ভীমসেনের এই অত্যন্ত দুষ্কর বাক্য 'আমি একাকীই অনন্ত সংশপ্তক সৈন্যের সম্মুখীন হইব' শ্রবণ করত ঊর্দ্ধরেতাঃ মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন সত্যপরাক্রমী ভ্রাতা ভীমসেনের সেই সত্য বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া তিনি অপ্রমেয়, বৃষ্ণিবংশাবতংস নারায়ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। সেই সময় কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার বাসনায় গমন করিতে উদ্যত হইয়া অর্জুন এই কথা বলিলেন॥ ১১-১২

অর্জুন উবাচ।

চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ বিহায়ৈতদ বলার্ণবম্।
অজাতশত্রুং রাজানং দ্রষ্টুমিচ্ছামি কেশব ॥ ১৩

সঞ্জয় উবাচ

ততো হয়ান্ সর্বদাশার্হমুখ্যঃ
প্রচোদয়ন্ ভীমমুবাচ ভীম।
নৈতচ্চিত্রং তব কর্মাস্তু ভীম
যাস্তামাবাং জহি পার্থারিসঙ্ঘান্ ॥ ১৪

ততো যযৌ হৃষীকেশো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
শ্বেতাশ্বাভ্যাং রথং রাজন্ বাজিভির্গরুড়োপমৈঃ ॥ ১৫
প্রত্যানীকে ব্যবস্থাপ্য ভীমসেনমরিন্দমম্।
সন্দিশ্য চৈতং রাজেন্দ্র যুদ্ধঃ প্রতি বৃকোদরম্ ॥ ১৬
ততস্তু গত্বা পুরুষপ্রবীরৌ
রাজানমাসাদ্য শয়ানমেকম্
রথাদুভৌ প্রত্যবরুহ্য তস্মাদ
বন্দ্যাবুদীরাতুর পার্শ্বে ॥ ১৭

তং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ ক্ষেমিণঃ পুরুষর্ষভম্
মুদাভ্যুপগতৌ কৃষ্ণাবশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ১৮
তাবভ্যানন্দদ্ রাজাপি বিবস্বানশ্বিনাবিব।
হতে মহাসুরে জম্ভে শক্র-বিষ্ণূ তথা গুরুঃ ॥ ১৯
মন্যমানো হতং কর্ণং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা প্রীতঃ প্রাহ পরন্তপঃ ॥ ২০

অথোপযাতৌ পৃথুলোহিতাক্ষৌ
শরাচিতাঙ্গৌ রুধিরপ্রদিগ্ধৌ।
সমীক্ষ্য সেনাগ্রনরপ্রবীরৌ
যুধিষ্ঠিরো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ২১

মহাবলৌ হি তৌ দৃষ্ট্বা সহিতৌ কেশফাল্গুনৌ।
হতমাধিরথিং মেনে সংখ্যে গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২২
তাবভ্যানন্দদ্ কৌন্তেয়ঃ সাম্বা পরমবন্ধনা।
স্মিতপূর্বমিদং প্রীতঃ পুরুষর্ষভ তত্ত্বতঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনাগমনে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

অর্জুন বলিলেন,—হৃষীকেশ! এখন আপনি এই শত্রু-সৈন্য-রূপী সমুদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বগণকে এখান হইতে চালনা করুন। কেশব! আমি অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সম্পূর্ণ যাদবাধিবংশীয়দিগের মধ্যে প্রধান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বীর অশ্বগণকে চালিত করিতে করিতে সেখানে ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন—বৃকোদর ভীমসেন! আজ এরূপ কথা বলা তোমার পক্ষে কোন আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমরা যাইতেছি, তুমি শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার কর ॥ ১৪

রাজন্! এই কথা বলিয়া ভগবান্ হৃষীকেশ গরুড়ের তুল্য বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ১৫

রাজেন্দ্র! শত্রুগণের সম্মুখীন হইবার জন্য ভগবান্ বৃকোদর ভীমসেনকে স্থাপিত করিয়া এবং যুদ্ধের বিষয়ে তাঁহাকে পূর্বোক্ত সংবাদ জানাইয়া সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একাকী পৃথক্ শয়ান রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত রথ হইতে নামিলেন এবং তাঁহারা ধর্মরাজের চরণযুগলে প্রণাম করিলেন ॥ ১৬-১৭

পুরুষগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে সুখলের সহিত উপস্থিত দেখিয়া এবং দুই কৃষ্ণকে ইন্দ্রের নিকটে গত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় প্রসন্নতা সহকারে নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সেই ভাবে অভিনন্দিত করিলেন, যেরূপ সূর্যদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। অথবা যেরূপ মহাসুর জম্ভ নিহত হইলে পর বৃহস্পতি ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

শত্রুতাপন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিহত মনে করিয়া হর্ষগদ্গদ বাণীতে প্রীতচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০

সৈন্যদের অগ্রভাগে যুদ্ধরত পুরুষগণের মধ্যে প্রধান বীর বিশাল ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যখন নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাদের সর্বাঙ্গে বাণসমূহ প্রবিষ্ট ছিল। তাঁহারা রক্তাপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে দর্শন করত যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন ॥ ২১

এক সঙ্গে উপস্থিত মহাশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন রণাঙ্গনে অধিরথপুত্র কর্ণকে বধ করিয়াছেন ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ চিন্তা করত কুন্তীসুত যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতে শত্রুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা পূর্বক অতিশয় মধুর ও সান্ত্বনা পূর্ণ বাক্যে এই দুইজনকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২৩

কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আগমন-বিষয়ক

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভ্রমাদ্ যুধিষ্ঠিরেণার্জুনসমীপে কর্ণস্য বিনাশবৃত্তান্তজিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাগতং দেবকীনাথ স্বাগতং তে ধনঞ্জয়।
প্রিয়ং মে দর্শনং প্রাপ্তং যুবয়োরচ্যুতার্জুনৌ॥ ১
অক্ষতাভ্যামরিষ্টাভ্যাং হতঃ কর্ণো মহারথঃ।
আশীবিষসমং যুদ্ধে সর্বশস্ত্রবিশারদম্॥ ২
অগ্রগং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সর্বেষাং শর্ম বর্ম চ।
রক্ষিতং বৃষসেনেন সুষেণেন চ ধন্বিনা॥ ৩
অনুজাতং মহাবীর্যং রামেণাস্ত্রে সুদুর্জয়ম্।
অগ্র্যং সর্বস্য লোকস্য রথিনং লোকবিশ্রুতম্॥ ৪
ত্রাতারং ধার্তরাষ্ট্রাণাং পন্থানং বাহিনীমুখে।
হন্তারং পরসৈন্যানামমিত্রগণমর্দনম্॥ ৫
দুর্যোধনহিতে যুক্তমস্মদ্দুঃখায় চোদ্যতম্।
অগ্রহুত্বং মহাযুদ্ধে দেবৈরপি সবাসবৈঃ॥ ৬
অনলানিলয়োস্তুল্যং তেজসা চ বলেন চ।
পাতালমিব গম্ভীরং দুস্তরং নস্যিবর্ধনম্॥ ৭
অন্তকং মম মিত্রাণাং হত্বা কর্ণং মহামৃধে।
দিষ্ট্যা যুবামনুপ্রাপ্তৌ জিষ্ণাপুরমিবাশ্বিনৌ॥ ৮
ঘোরং যুদ্ধমদীনেন ময়া সঙ্খ্যাচ্যুতার্জুনৌ।
কৃতং ভেনান্তকেনেব প্রজাঃ সর্বা জিঘাংসতা॥ ৯
তেন কেতুশ্চ মে ছিন্নো ধনুশ্চ সশিলীমুখী।
হতবাহস্তথাশ্বাশ্চ যুধ্যমানস্য পত্তিভিঃ॥ ১০
দৃষ্ট্বাস্ত্রঞ্চ যমরৌদ্রঞ্চ চ শিখণ্ডিনঃ
পলতাং দ্রৌপদেয়ানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ॥ ১১
এতান্ জিত্বা মহাবীর্যঃ কর্ণঃ শত্রুগণান্ বহূন্।
জিতবান্ মাং মহাবাহো দহমানো মহারথে॥ ১২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভ্রমবশতঃ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্জুনের নিকট কর্ণের বিনাশের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেবকীনন্দন! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? ধনঞ্জয়! তুমিও সুখের সহিত আসিয়াছ ত? শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন! বর্তমানে তোমাদের দুই জনের দর্শন আমার অত্যন্ত প্রিয় লাগিতেছে; কারণ, তোমরা উভয়ে স্বয়ং কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার না করিয়াই সমুদয় থাকিয়া মহারথী কর্ণকে বধ করিয়াছ। ১-২

কর্ণ যুদ্ধে বিষয়ে সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর, সম্পূর্ণ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং ধৈর্যবলের অগ্রগামী যোদ্ধা। সে শত্রুপক্ষের সকলের কল্যাণসাধক এবং কবচতুল্য রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেণ এই দুই মহারথ তাহাকে রক্ষা করিতেছিল। ৩-৩

পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়া এই কর্ণ মহাশক্তিশালী এবং অত্যন্ত দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমস্ত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রথী এবং বিশ্ববিখ্যাত বীর ছিল। ৪

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের রক্ষক কর্ণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে যাইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, শত্রুসৈন্যদের সংহার করিতে সমর্থ এবং বিরোধীদিগকে দমিত করিয়া থাকে। ৫

সে সর্বদা দুর্যোধনের হিতে সংযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে দুঃখ দান করিতে উদ্যত ছিল। মহাযুদ্ধে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাগণকেও পরাজিত করিতে সক্ষম। ৬

সে তেজে অগ্নি, বলে বায়ু এবং গম্ভীরতায় পাতালসদৃশ ছিল। বীর মিত্রগণের আনন্দবর্ধনকারী কর্ণ আমার মিত্রদের পক্ষে যমরাজতুল্য ছিল। কোন অসুরকে বধ করিয়া উপস্থিত দুইজন দেবতার ন্যায় তোমরা দুইজনে কর্ণকে সংহার করত এখানে আসিয়াছ, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা। ৭-৮

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন! সমস্ত প্রজাকে সংহার করিতে অভিলাষী কালতুল্য তেজস্বী কর্ণ আজ আমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। আমিও সেই যুদ্ধে কোনরূপ হীনতা প্রদর্শন করি নাই। ৯

সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, বীর শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই আমার ধনু ছেদন করিয়াছিল, পার্শ্বরক্ষকগণকে বিনাশ করিয়াছিল এবং অশ্ব-বিনাশকেও নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ১০-১১

মহাবাহো! মহাযুদ্ধে আমাদের জন্য যত্নপরায়ণ মহাপরাক্রমশালী কর্ণ এই বহু সংখ্যক শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া আমাকে ভয় করিয়াছিল॥ ১২

অভিসৃতা চ যাং যুদ্ধে পরুষাণ্যুক্তবান্ বহু
তত্র তত্র যুধাং শ্রেষ্ঠ পরিক্লেশং ন সংসহে ॥ ১৩
ভীমসেনপ্রভাবাত্তু যজ্জীবামি ধনঞ্জয়।
বচনাত্র কিমুক্তেন নাহং তৎ সোঢ়ুমুৎসহে। ১৪
ত্রয়োদশাহং বর্ষাণি বস্ত্রাদ্ ভীতো ধনঞ্জয়।
ন স্ম নিদ্রাং লভে রাত্রৌ ন চাহনি সুখং ক্বচিৎ ॥১৫
তস্য বেগেন সংযুক্তঃ পরিদ্রবে ধনঞ্জয়।
আত্মনো মরণে যাতো বাধ্রীণস ইব দ্বিপঃ ॥ ১৬
তস্যাহমগমং কালশ্চিন্তয়ানস্য মে চিরম্।
কথং কর্ণো ময়া শক্যো যুদ্ধে ক্ষপয়িতুং ভবেৎ ॥ ১৭
জাগ্রৎ-স্বপন্ত কৌন্তেয় কর্ণমেব সদা হৃদম্।
পশ্যামি তত্র তত্রৈব কর্ণভূতমিদং জগৎ ॥ ১৮
যত্র যত্র হি পশ্যামি কর্ণাদ্ ভীতো ধনঞ্জয়।
তত্র তত্র হি পশ্যামি কর্ণমেবাগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ১৯

সোঽহং তেনৈব বীরেণ সমরেষ্বপলায়িনা।
সহয়ঃ সরথঃ পার্থ জিত্বা জীবন্ বিসর্জিতঃ ॥ ২০
কো হু মে জীবিতেনার্থো রাজ্যেনার্থো ভবেৎ পুনঃ।
যেনৈবং বিকৃতস্তাত কর্ণেনাহবশোভিনা ॥ ২১
ন প্রাগুপূর্বং যদ্ ভীষ্মাৎ কৃপ-দ্রোণাচ্চ সংযুগে।
তৎ প্রাপ্তবান্ যে যুদ্ধে সূতপুত্রাদহারয়ম্ ॥ ২২
স ত্বাং পৃচ্ছামি কৌন্তেয় যথাস্ত কুশলং তথা।
তন্মমাচক্ষ্ব কার্ৎস্ন্যেন যথা কর্ণো হতস্ত্বয়া ॥ ২৩
শক্রতুল্যবলো যুদ্ধে যমতুল্যঃ পরাক্রমে।
রামতুল্যাস্ত্রযোগে স কথং বৈ নিসূদিতঃ ॥ ২৪
মহারথঃ সমাখ্যাতঃ সর্বযুদ্ধবিশারদঃ।
বহুবীরাণাং প্রবরঃ সর্বেষামেকপূরুষঃ ॥ ২৫
পূজিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ সপুত্রেণ মহাবলঃ।
তদর্থমেব রাধেয়ঃ স কথং নিহতস্ত্বয়া ॥ ২৬

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! সে দুর্মতি আমার অন্বেষণ করত যেখানে সেখানে আমাকে অপমানিত করিতে করিতে বহুবার আমাকে কটুবচন শুনাইয়াছে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ধনঞ্জয়! আমি এই সমস্ত ভীমসেনের প্রভাবেই জীবিত আছি। এখন আর সে কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া কি হইবে? আমি সেই অপমানকে কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। ১৩-১৪

অর্জুন! যাহার নিকট হইতে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ না রাত্রিতে ভালভাবে ঘুমাইতে পারিতেছি এবং না দিনে কখনও সুখলাভ করিতেছি। ১৫

ধনঞ্জয়! আমি তাহার বেগে নিতান্ত অভিভূত হইয়া যেরূপ বাধ্রীণস নামক পশু নিজের মৃত্যুর জন্যই বনমধ্যে গমন করে, সেইরূপ আমিও নিজের মৃত্যুর জন্য কর্ণের সম্মুখে চলিয়া গিয়াছিলাম। ১৬

আমি কিরূপ কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইব, এই চিন্তা করিতে করিতে আমার এই দীর্ঘকাল যাবৎ হইয়াছে। ১৭

কুন্তীনন্দন! আমি জাগরিত ও নিদ্রিত সকল সময় সদা কর্ণকেই দেখিতে পাই। এই সম্পূর্ণ জগৎ আমার নিকট যখন তখন কর্ণময় হইয়া যায়। ১৮

ধনঞ্জয়! কর্ণ হইতে ভীত হইয়া আমি যেখানে যেখানে গমন করি, সেই সেই স্থানে আমার সম্মুখে তাহাকে সর্বদা অবস্থিত দেখি ॥ ১৯

পার্থ! সমরাঙ্গনে যে কখনও পলায়ন করে না, সেই বীর কর্ণ রথ ও অশ্বসহ আমাকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২০

পার্থ! এখন আমার এই জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? যখন আজ যুদ্ধে সুসজ্জিত কর্ণ আমাকে এইরূপ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে ॥ ২১

পূর্বে কখনও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য হইতেও আমাকে যুদ্ধস্থলে সে অপমান সহ্য করিতে হয় নাই, উহাই আজ মহারথী সূতপুত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২২

কুন্তীনন্দন! সেইজন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আজ তুমি যেভাবে কুশলের সহিত থাকিয়া কর্ণকে বিনাশ করিয়াছ, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এখন আমাকে যথাযথভাবে বল ॥ ২৩

যে যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য বলশালী, যমরাজসদৃশ পরাক্রমী এবং পরশুরামের ন্যায় অস্ত্রপ্রয়োগে অভিজ্ঞ ছিল, সেই কর্ণকে তুমি কিরূপে বধ করিলে? ২৪

যে সমস্ত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, বিখ্যাত মহারথী, বহুজনগণ্যশ্রেষ্ঠ এবং সকল শত্রুদের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিল, যাহাকে পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র তোমার সম্মুখীন হইবার জন্য সম্মানপূর্বক রাখিয়াছিলেন, সেই মহাবল রাধাপুত্র কর্ণকে তুমি কিভাবে নিহত করিলে? ২৫-২৬

ধার্তরাষ্ট্রো হি যোধেষু সর্বেষেন মহাভুজ
তব মৃত্যুং রণে কর্ণং মন্যতে পুরুষর্ষভ ॥ ২৭

স ত্বয়া পুরুষব্যাঘ্র কথং যুদ্ধে নিষূদিতঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব কৌন্তেয় যথা কর্ণো হতস্ত্বয়া ॥ ২৮

যুধ্যমানস্য চ শিরঃ পততাং মুদ্ধদাং রতম্।
যথা পুরুষশার্দূল সিংহেনেব যথা রুরোঃ ॥ ২৯

যঃ পর্য্যপালীৎ প্রমিথো দিশশ্চ
যাং সূতপুত্রঃ সময়ে পরীপ্সন্।
নিঘ্নঃ কর্ণঃ সময়ে হস্তিসঙ্ঘৈ-
স্তাং হ্যদ্যানীং কঙ্কপত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ ॥ ৩০

ত্বয়া রণে নিহতঃ সূতপুত্রঃ
কচ্চিচ্ছেতে ভূমিতলে দুরাত্মা।
প্রিয়শ্চ যে পরমো বৈ কৃতোঽভূ-
ত্ত্বয়া রণে সূতপুত্রঃ নিহতঃ ॥ ৩১

যঃ সর্বতঃ পর্যাপতত্তদর্থে
সদাচিরো গর্বিতঃ সূতপুত্রঃ
স শূরমানী সময়ে সমেতঃ
কচ্চিত্ত্বয়া নিহতঃ সাধুসেহসৌ ॥ ৩২

রৌদ্রং বয়ঃ হস্তিসজ্ঞাবযুক্তং
রথং প্রদিৎসুর্যঃ পরেভ্যস্তদর্থে।
সখা রণে স্পর্ধতে যঃ স পাপঃ
কচ্চিৎত্বয়া নিহতস্তাত যুদ্ধে ॥ ৩৩

যোঽসৌ সখা শূরমতেন মত্তো
বিকত্থতে সংসদি কৌরবাণাম্।
প্রিয়োঽভবার্থং তব সুযোধনস্য
কচ্চিৎ স পাপো নিহতস্ত্বয়াদ্য ॥ ৩৪

কচ্চিৎ সমাগম্য বনুঃশ্রুকৈ-
স্তৎপ্রেষিতৈর্লোহিতাঙ্গৈর্বিহঙ্গৈঃ
শেতে স পাপঃ সুবিভিন্নগাত্রঃ
কচ্চিদ্ ভল্লৈ র্ধার্তরাষ্ট্রশ্চ বাহ্বৈ ॥ ৩৫

যোঽসৌ সদা স্পর্ধতে রাজমধ্যে
সুযোধনং হর্ষয়ন্ দর্পপূর্ণঃ।
অহং হন্তা ফাল্গুনস্তেতি মোহাৎ
কচ্চিত্ত্বয়ৈবাদ্য স বৈ তথা তৎ ॥ ৩৬

পুরুষপ্রবর অর্জুন! দুর্যোধন রণাঙ্গনে সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ২৭

সূতপুত্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কিরূপে যুদ্ধে সেই কর্ণকে সংহার করিলে? কর্ণ যেরূপে তোমার দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেই সব বৃত্তান্ত তুমি আমাকে বল। ২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যেরূপ সিংহ রুরুনামক মৃগের মস্তক ছেদন করে, সেইরূপ তুমি সমস্ত সুহৃদ্‌গণের সাক্ষাতে যুদ্ধরত কর্ণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলে, উহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? ২৯

অর্জুন! সময়াঙ্গণে যে সূতপুত্র কর্ণ সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহে তোমার অন্বেষণের জন্য পর্যটন করিতেছিল এবং তোমার সন্ধানপ্রদানকারীকে হস্তিতুল্য দুইটি গো-প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল, সেই দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ কি এখন রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে? আজ যুদ্ধস্থলে সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া তুমি আমার এই সময় প্রিয় কার্য্য পূর্ণ করিয়াছ ॥ ৩০-৩১

যে গর্বিত সূতপুত্র সর্ব্বদা সম্মানিত হইয়া তোমার জন্য সকলকে বাধিত করিতেছিল, নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানী সেই কর্ণকে তুমি সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করত কি ভাবে সংহার করিয়াছ? ৩২

তাত! যে রণাঙ্গনে তোমার সন্ধান প্রদান করিবার জন্য অপর ব্যক্তিগণকে হস্তী আদি যুক্ত, কর্ণ নির্দ্দিত ও সুন্দর বহু রথ দান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তোমাকে স্পর্দ্ধা করে, সেই পাপী কর্ণ কি যুদ্ধস্থলে তোমার দ্বারা নিহত হইয়াছে? ৩৩

যে গৌর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া কৌরবসভায় নিজের প্রশংসা করিয়াছিল এবং দুর্যোধনের অতিশয় প্রিয় ছিল, তুমি কি সেই পাপী কর্ণকে আজ বিনাশ করিয়াছ? ৩৪

আজ যুদ্ধে তোমার সহিত মিলিত হইয়া তোমার দ্বারা বহু হইতে নির্দ্দিপ্ত লোহিতাঙ্গ আকাশচারী বাণসকলে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভল্লাঘাতে সেই পাপী কর্ণ কি আজ ধরাতলে শয়ন করিয়াছে? তাহার মরণে আজ কি দুর্য্যোধনের দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে? ৩৫

যে রাজাদের সম্মুখেই দুর্যোধনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে দর্পে পূর্ণ হইয়া সদা মোহবশতঃ এই আত্মপ্রশংসা সূচক ঘোষণা

নাহং পাদৌ ধাবয়িষ্যে কদাচিদ্
যাবৎ স্থিতঃ পার্থ ইত্যাহবুদ্ধ্যৈ।
ব্রতং তদ্যৈতৎ সর্বদা শক্রসূনো
কচ্চিৎ ত্বয়া নিহতঃ সোঽদ্য কর্ণঃ ॥ ৩৭

যোঽসৌ কৃষ্ণামব্রবীদ্ দুষ্টবুদ্ধিঃ
কর্ণঃ সভায়াং কুরুবীরমধ্যে।
কিং পাণ্ডবাংস্ত্বং ন জহাসি কৃষ্ণে
সুদুর্বলান্ পতিতান্ হীনসত্ত্বান্ ॥ ৩৮

যোঽসৌ কর্ণঃ প্রত্যজানাত্তদর্থে
নাহং হত্বা সহ কৃষ্ণেন পার্থম্
ইত্যোপধাত্তেতি সা পাপবুদ্ধিঃ
কচ্চিচ্ছ্রুতে শরসঙ্ঘৈরমাত্যঃ ॥ ৩৯

কচ্চিৎ সংগ্রামে বিদিতৌ বৈ তবাস্ত্রৈঃ
সমাগমে সৃঞ্জয়-কৌরবাণাম্।
যস্যাবস্থামীদৃশীং প্রাপিতোঽহং
কচ্চিৎ ত্বয়া সোঽদ্য হতো দুরাত্মা ॥ ৪০

কচ্চিৎ ত্বয়া তস্য সুমন্দবুদ্ধে-
র্গাণ্ডীবমুক্তৈর্নিশিতৈঃ শিলাটৈঃ

সমুদ্যতং ভানুমদুত্তমাঙ্গং
কায়াৎ প্রকৃত্তং যুধি সব্যসাচিন্ ॥ ৪১

যত্তত্ত্বয়া বাণসমর্পিতেন
ধ্যাতোঽসি কর্ণস্য বধায় বীর।
তত্রে ত্বয়া কচ্চিদমোঘমদ্য
ধ্যানং কৃতং কর্ণনিপাতনেন ॥ ৪২

সদ্ দর্পপূর্ণঃ সমুযোধনোঽস্মা-
সুদীক্ষতে কর্ণসমাশ্রয়েণ।
কচ্চিৎ ত্বয়া সোঽদ্য সমাশ্রয়োঽস্ত
তবঃ পরাক্রম্য সুযোধনস্য ॥ ৪৩

যো নঃ পুরা বস্তুতিলানবোচৎ
সভামধ্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্।
স দুর্মতিঃ কচ্চিদুপেত্য সংখ্যে
ত্বয়া হতঃ সূতপুত্রো জুগুপ্সী ॥ ৪৪

যঃ সূতপুত্রঃ প্রহসন্ দুরাত্মা
পুরাব্রবীন্নির্জিতাং দৌরসেন।
ত্বয়ং প্রসহ্যানয় যাজ্ঞসেনী-
মিত্যেষ কচ্চিৎ স হতস্ত্বয়াদ্য ॥ ৪৫

করিত যে, আমি অর্জুনকে বধ করিব। আজ কি তাহার এই বাক্য নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে? ৩৫

ইন্দ্রনন্দন! সেই মন্দমতি কর্ণ সভাতলের ন্যায় এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল যে, যতদিন কৃষ্ণসহায় অর্জুন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি অন্যকে দিয়া পাদধৌত করাইব না। আজ তুমি সেই কর্ণকে কি বধ করিয়াছ? ৩৭

যে দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ কৌরব-বীরগণের মধ্যে পূর্ণ সভায় দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল যে, কৃষ্ণে! তুমি এই অত্যন্ত দুর্বল, পতিত ও শক্তিহীন পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতেছ না কেন? ৩৮

যে কর্ণ তোমার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, 'আজ আমি শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে বধ না করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিব না। সেই পাপাত্মা কর্ণ কি আজ তোমার বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াছে? ৩৯

আজ সভায় ও কৌরবগণের মধ্যে যে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কি তুমি জ্ঞাত হইয়াছ? যে রণে আমি এতাদৃশ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি কি আজ সেই দুরাত্মা কর্ণকে বধ করিয়াছ? ৪০

সব্যসাচী অর্জুন! তুমি রণাঙ্গনে গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত বাণসমূহে সেই মন্দমতি কর্ণের কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছ কি? ৪১

বীর! যে সময় আমি বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই সময় আমি কর্ণকে বধ করিবার জন্য তোমার চিন্তা করিয়াছি। তুমি কি আজ সেই কর্ণকে যমালয়বাসী করিয়া দিয়া আমার সেই চিন্তাকে সফল করিয়াছ? ৪২

কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত দুর্যোধন অতিশয় গর্বিত হইয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তুমি কি আজ দুর্যোধনের সেই প্রধান আশ্রয়কে পরাক্রমপ্রকাশ করত নষ্ট করিয়া দিয়াছ? ৪৩

যে পূর্বে সভাভবনের মধ্যে কৌরবদের সাক্ষাতেই আমাদিগকে অনুরোধপূর্বক অসমর্থ তিলের (নপুংসকের) তুল্য বলিয়াছিল, সেই অবজ্ঞেয় দুর্মতি সূতপুত্র কর্ণ আজ যুদ্ধে আসিয়া তোমার দ্বারা কি নিহত হইয়াছে? ৪৪

যে দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ হাস্য করিতে করিতে পূর্বে দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়াছিল যে, 'যজ্ঞসেনীপুত্র সত্বরই তবদ

যঃ শস্ত্রভৃচ্ছ্রেষ্ঠতমঃ পৃথিব্যাঃ
পিতামহং ব্যাক্ষিপদস্ত্রহেতোঃ।
সংখ্যায়মানোঽর্ধরথঃ স কচ্চিৎ
ত্বয়া হতোঽদ্যাধিরথির্মহাত্মন্ ॥ ৬৬
অমর্ষজং নিকৃতিসহীরণেরিতং
হৃদি স্থিতং জ্বলনমিমং সদা মম।
হতো ময়া সোঽদ্য সমেত্য কর্ণ
ইতি ব্রুবন্ প্রশময়সেঽদ্য কাঙ্ক্ষন ॥ ৬৭

ত্রীহি মে দুর্দমমেতদদ্য
কথং ত্বয়া নিহতঃ সূতপুত্রঃ।
অনুব্যাহরন্ বাচং সত্যবতীং প্রবীর
বৃত্রে হতেঽসৌ ভগবানিবেন্দ্রঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

স্থিত ক্রূরকর্মা কর্ণকে তুমি স্বয়ং যাইয়া এখানে লইয়া আইস'। তুমি কি আজ সেই কর্ণকে বিনাশ করিয়াছ? ৬৫

মহাত্মন্! যে এই ধরামণ্ডলে সমস্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যে পূর্ব অর্ধরথরূপে সংখ্যাত হইয়া পিতামহ ভীষ্মের উপর অতিশয় নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই অধিরথপুত্র কর্ণকে কি তুমি আজ সংহার করিয়াছ? ৬৬

কাঙ্ক্ষন! আমার হৃদয়ে যে কর্ণের শঠতারূপ বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অমর্ষের অগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত রহিয়াছে, 'সেই কর্ণকে আজ যুদ্ধে পাইয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি' এই কথা বলিয়া তুমি কি এখন আমার সেই অগ্নিকে নির্বাপিত করিবে? ৬৭

তুমি বল, আমার নিকট এই সংবাদ অতিশয় দুর্দম। বীরবর! তুমি সূতপুত্র কর্ণকে কিরূপে বিনাশ করিলে? আমি বৃত্রাসুরের বিনাশের পর ভগবান্ ইন্দ্রের ন্যায় তোমারও কর্ণ-বিনাশের পর নারদ যখন 'ইতা' করিবেন ॥৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অধুনাপি কর্ণো ন হত ইতি নিশম্য যুধিষ্ঠিরসমীপে কর্ণং হন্তুমসম্ভ্রমা প্রতিজ্ঞা]

সঞ্জয় উবাচ।
তদ্ ধর্মশীলস্য বচো নিশম্য
রাজ্ঞঃ ক্রুদ্ধস্যাতিরথো মহাত্মা।
উবাচ দুর্ধর্ষমদীনসত্ত্বং
যুধিষ্ঠিরং জিষ্ণুরনন্তবীর্যঃ ॥ ১
অর্জুন উবাচ।
সংশপ্তকৈর্যুধ্যমানস্য মেঽদ্য
সেনাগ্রযায়ী কুরুসৈন্যেষু রাজন্।
আশীর্বিষাভান্ খগমান্ প্রমুঞ্চন্
শ্রৌণিঃ পুরস্তাৎ সমরাত্তারিষ্ঠৎ ॥ ২
দৃষ্ট্বা রথং মেঘরবং ঘমেব
সমস্তসেনা চ রণেঽত্যতিষ্ঠৎ।
ভেত্তারমন্যং পরুষস্য হত্বা
ততো শ্রৌণিমগমং পাণ্ডবাগ্র্য ॥ ৩

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণ এখনও বিনষ্ট হয় নাই, এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণকে বধ করিতে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ক্রুদ্ধ ধর্মাত্মা নরপতি যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনন্তপরাক্রমশালী অতিরথী বীর মহাত্মা বিজয়শীল অর্জুন উদারচিত্ত এবং দুর্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

রাজন্! আজ আমি যখন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলাম, সেই সময় কৌরব-সৈন্যের অগ্রগামী যোদ্ধা শ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২

কৃপনিষেবিন্! অশ্বত্থামা যখন কৌরবদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী মেঘসদৃশ গম্ভীর ধ্বনি অনিবারী আমার রথকে দেখিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল, তখন আমি সেই সৈন্যদের মধ্যে

স মাং সমাসাদ্য নরেন্দ্র যত্তঃ
সমচ্ছয়াৎ সিংহরিব দ্বিপেন্দ্রঃ।
অকার্ষীচ্চ রথিনামুজ্জিহীর্ষাং
মহারাজ দ্রোণজঃ কৌরবাণাম্ ॥ ৪

ততো রণে ভারত গুপ্তকল্পা
আচার্যপুত্রঃ প্রবরঃ কৃতাস্ত্রাম্।
ব্যমর্দয়ামাস শিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্জনার্দনং চৈব বিষাক্তিকৈশ্চ ॥ ৫

অষ্টাশ্রবামষ্ট শতানি বাণান্
মুক্তা প্রযত্নঞ্চ বহন্নি তস্য।
তাভ্যাং মুক্তানহমস্য বাণৈ-
র্ধ্বজাগ্রতঃ সারথিমাজঘান ॥ ৬

ততোঽপরান্ বাণশতানমোঘা-
নাকর্ণপূর্ণায়তিরুদ্ধরূপান্
সসর্জ শিক্ষাবলপ্রযত্নৈ-
স্তথা যথা প্রাবৃষি তোয়মেঘঃ ॥ ৭

নৈবাসমানং ন চ সন্দধানং
জানীমহে শরতরেণাসাদ্যেতি।
বামেন বা যদি বা দক্ষিণেন
স দ্রোণপুত্রঃ সময়ে পর্যবর্তত ॥ ৮

তস্যাততং মণ্ডলমেব সজ্যং
প্রদৃশ্যতে কার্মুকং দ্রোণসূনোঃ।
সোঽবিধ্যন্মাং পঞ্চভির্দ্রোণপুত্রঃ
শিতৈঃ শরৈঃ পঞ্চভির্বাসুদেবম্ ॥ ৯

অথঃ স্থিতং ত্রিংশতা বজ্রকল্পৈঃ
সমার্দয়ং নিমিষস্যান্তরেণ।
ক্ষণাচ্চ বিংশমরূপো বভূব
সমাহিতো ধন্বিকরৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥ ১০

স বিক্ষতঃ ক্ষতিভিঃ সর্বগাত্রে
রথানীকং মৃত্যুসূনোর্বিবেশ।
মহাভিভূতান্ সৈনিকাংশ্চ প্রহর্তা-
নদৌ প্রপশ্যন্ কবিপ্রবিদ্ধান্ ॥ ১১

পাঁচশত তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বধ করত আচার্যপুত্র অশ্বত্থামার উপর আক্রমণ করিলাম। ৩

নরেন্দ্র! যেরূপ গজরাজ সিংহের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামা আমাকে সম্মুখে পাইয়া অবলোকের জন্য রথপরাধ আমার উপর আক্রমণ করিল। মহারাজ! সে নিহতপ্রায় কৌরব-যোদ্ধাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ৪

ভারত! তদনন্তর কৌরবদের প্রধান বীর দুর্জয় আচার্যপুত্র অশ্বত্থামা রণাঙ্গনে বিষ ও অগ্নিসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আমাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ৫

আমার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় অশ্বত্থামার অশ্ব আটটি গোরু- (বলদ)-যোজিত আটটি গো-যান (গোগাড়ী) শত-সহস্র বাণ বহন করিয়া আনিতে ছিল। তখন তৎকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণই আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছেদন করত সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলাম, যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকে। ৬

তাহার পর যেরূপ বর্ষাকালে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিক্ষা, অস্ত্র, বল ও চেষ্টা সহকারে বহু বর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণসমূহ সে আমার উপর বর্ষণ করিল। ৭

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে চারিদিকে পর্যটন করিতে লাগিল। তখন সে কোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ করিতেছিল, কখন উহা ধনুকে স্থাপনা করিতেছিল এবং কখন হস্তের দ্বারা বামে কিংবা দক্ষিণে নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহা আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। ৮

কেবল শুধু সদা বিস্তৃত দ্রোণপুত্রের সেই মণ্ডলাকার ধনুকই আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম। সে তীক্ষ্ণ পাঁচটি বাণে আমাকে এবং পাঁচটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিল। ৯

তখন আমি নিমেষকালের মধ্যেই বজ্রতুল্য ত্রিশটি সুদৃঢ় বাণের দ্বারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ পীড়িত করিলাম। আমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া পলায় কণ্টকাকীর্ণ বাবিষের (শল্লকের) ন্যায় সে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১০

তখন সে সর্বাঙ্গ ক্ষতসমূহ দ্বারা বহন করিতে করিতে আমার দ্বারা পীড়িত হইয়া সমস্ত প্রধান সৈন্যদিগকে অভিভূত ও রক্তস্নাত দেখিয়া মৃত্যুপুত্র কর্ণের রথসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ১১

অতোঽভিভূতং বুধি বীক্ষ্য সৈন্যং
বিত্রস্তযোধং ক্রতবাজিনাগম।
পঞ্চালতা রথযূথ্যাঃ সমেতা
কর্ণন্তরন্ মামুপযাতং প্রমাথী ॥১১
তান্ সূদয়িত্বাহমপাস্য কর্ণং
দ্রষ্টুং ভবন্তং ত্বরয়াভিযাতঃ।
সর্বে পাঞ্চালা দ্রাবিজস্তে স্ম কর্ণং
দৃষ্ট্বা গাবঃ কেসরিণং যথৈব ॥ ১০
মৃত্যোরাস্যং ব্যাত্তমিবাভিপন্ন
প্রভদ্রকাঃ কর্ণমাসাদ্য রাজন্।
রথাংস্তু তান্ সপ্তশতান্ নিমগ্নাঃ-
স্তদা কর্ণঃ প্রাহিণোন্মৃত্যুসদ্ম ॥ ১১
ন চাপাহুঃ ক্লান্তমনাঃ স রাজন
যাবদ্রাত্মান্ দৃষ্টবান সূতপুত্রঃ
শ্রুত্বা তু স্বাং তেন দৃষ্টিং সমেত-
মন্বপ্রায়ুঃ পূর্বতরং ক্ষতজ্ঞ ॥ ১২
মন্যে কালমপযানস্য রাজন্
ক্রূরাং কর্ণাং তেঽহমচিন্ত্যকর্মন্।
ময়া কর্ণস্যাস্ত্রিনঃ পৃষ্ঠতস্ত্বাং
যুদ্ধে দৃষ্টং পাণ্ডব চিত্ররূপম্ ॥ ১৩
ন হ্যন্যযোদ্ধা বিদ্যতে সৃঞ্জয়ানাং
মহারথং যোধয়ন্ত সহেত কর্ণম্।
শৈনেয়ো মে সাত্যকিশ্চক্ররক্ষৌ
দৃষ্টদ্যুম্নশ্চাপি তথৈব রাজন্ ॥ ১৭
যুধামন্যুশ্চোত্তমৌজাশ্চ শূরৌ
পৃষ্ঠতো মাং রক্ষতাং রাজপুত্রৌ।
রথপ্রবীরেণ মহাদ্যুতেন
দ্বিরথসৈন্যে বর্ততা ত্বয়েতি ॥ ১৮
সমেত্যাহং সূতপুত্রেণ সংখ্যে
যুদ্ধেন বজ্রীব নরেন্দ্রমুখ্য।
যোৎস্যামাহং তাবত সূতপুত্র-
মস্মিন সংগ্রামে যদি মৈ ত্বমদ্য ॥১৯
প্রাযাদ্ধি পন্থানা যুধাং সমানং
মাং সূতপুত্রস্য রণে ভয়াদ্য।
মহোরগস্যেব দৃশং প্রপন্নাঃ
প্রভদ্রকাঃ কর্ণমভিদ্রবন্তি ॥ ২০

তাহার পর যুদ্ধস্থলে নিজের সৈন্যদিগকে ভয়াক্রান্ত হইতে এবং হতী অশ্বদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া পঞ্চাল ও মৎস্য যুধ্য যুধ্য রথী যোদ্ধাদের সহিত শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ কর্ণ অতিবেগ দ্বারা করিয়া আমার নিকট আসিল ॥ ১১

সেই পঞ্চাল জন রথীকে সংহার করত কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ত্বরা সহকারে আপনাকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। যেরূপ গো-গণ সিংহকে দেখিয়া ভীত হয়, সেইরূপ সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ কর্ণকে দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৩

রাজন্! কুরুর বিস্তারিত যুদ্ধের সমুদয় কর্মের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভদ্রকগণ অতিবেগ সহিতে পতিত হইয়াছে। কর্ণ যুদ্ধের সমুদ্রে নিমজ্জিত সেই শত শত রথী যোদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ১৪

অচিন্ত্যকর্মা রাজন্! যতক্ষণ না সূতপুত্র কর্ণ আমাদের দেখা পায়, ততক্ষণ তাহার মনে কোন উদ্বেগ হইবে না। আমি যখন শুনিলাম যে, সে প্রথমে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল এবং আপনার সহিত তাহার যুদ্ধও হইয়াছিল, ইহার পূর্বে অন্যথায় আপনাকে কতক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল, তখন আমি ক্রূরকর্মা কর্ণের সম্মুখ হইতে আপনার নিকট আসাই কর্তব্য বলিয়া মনে করিলাম ॥ ১৫

পাণ্ডুনন্দন! আমি যুদ্ধে আপনার সম্মুখে কর্ণের এই বিচিত্র অস্ত্রকে দেখিয়াছি। সৈন্যগণের মধ্যে অন্য কোন এরূপ যোদ্ধা দেখা যায় না, যে আজ কর্ণের সম্মুখীন হইতে পারিবে ॥ ১৬

রাজন্! শিনিপুত্র সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক হউক; যুধামন্যু ও উত্তমৌজা—এই দুই বীরবর রাজকুমার আমার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হউক ॥ ১৭

মহাদ্যুতে! তরতবংশী নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বিদ্যমান রথী বীরগণের প্রধান বীর দুর্জয় সূতপুত্র কর্ণের সহিত যদি এই সংগ্রামে আমার সাক্ষাৎকার হয়, তবে আমি সংগ্রামে মিলিত হইয়া সেইরূপ যুদ্ধ করিব, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র কুমারদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

আসুন, দর্শন করুন, আজ আমি রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণের উপর জয়লাভের জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রভদ্রকগণ কর্ণের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—তাহারা অজগরের মুখে পতিত হইয়াছে ॥ ২০

ষট্‌সাহস্রা ভারত রাজপুত্রাঃ
স্বর্গায় লোকায় রণে নিমগ্নাঃ।
কর্ণং ন চেদ্যা নিহনিষ্যসি রাজন্
সবান্ধবং যুধ্যমানঃ প্রসহ্য ॥ ২১
প্রতিজ্ঞায়াকুর্বতো বৈ গতির্যা
কষ্টা যাত্যা তামহং রাজসিংহ।

ভারত! ছয় হাজার রাজকুমার স্বর্গলোকে যাইবার জন্য যুদ্ধ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। রাজশ্রেষ্ঠ রাজন্! যদি আজ আমি বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধে তৎপর কর্ণকে হঠাৎ সংহার না করি, তবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার পালন না করিলে পর যে দুঃখদায়ক গতি হইয়া থাকে, সেই গতিই আমি প্রাপ্ত হইব ॥ ২১½

আমন্ত্রয়ে ত্বাং ব্রূহি ত্বয়া রণে যে
পূর্বা ভীমং ধার্তরাষ্ট্রা প্রসহ্য ॥ ২২
সৌতিং হনিষ্যামি নরেন্দ্রসিংহ
সৈন্যং তথা শত্রুগণাংশ্চ সর্বান্ ॥ ২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অর্জুনবাক্যে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি রণাঙ্গনে আমার কল্যাণসূচক আশীর্বাদ প্রদান করুন। নরপতিশ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ভীমসেনকে প্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি তাহার পূর্বেই সূতপুত্র কর্ণকে, তাহার সৈন্যবাহিনীকে এবং সমস্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিব ॥ ২২-২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনং প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য অবমানজনক-ক্রোধপূর্ণ-বাক্যকথনম্।]

সঞ্জয় উবাচ
শ্রুত্বা কর্ণঃ কলামূলরবীর্যঃ
ক্রুদ্ধঃ পার্থঃ ক্ষত্রনক্ষত্রিয়োজাঃ।
বনজয়ঃ বাক্যমুবাচ চেদং
যুধিষ্ঠিরঃ কর্ণশরাভিতপ্তঃ ॥ ১
বিপ্রক্রুষ্টা ভ্রাত চমূস্বদীয়া
ভিন্নকূটা চাদ্য যথা ন সাধু।
ভীতো ভীমং ত্যজ্য চায়াস্যথা ত্বং
যন্নাশকঃ কর্ণমধো নিহন্তুম্ ॥ ২
স্নেহস্ত্বয়া পার্থ কৃতঃ পৃথায়া
গর্ভঃ সমাবিশ্য যথা ন সাধু।
ত্যক্ত্বা রণে যদপায়াঃ স ভীমং
যন্নাশকঃ সূতপুত্রং নিহন্তুম্ ॥ ৩
যৎ তদ্ বাক্যং দ্বৈতবনে ত্বয়োক্তং
কর্ণং হত্বাস্মোকরথেন সত্যম্।
ত্যক্ত্বা তং বৈ কথমদ্যাপযাতঃ
কর্ণাদ্ ভীতো ভীমসেনং বিহায় ॥ ৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অপমানকর ক্রোধপূর্ণ বাক্য কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বাণসমূহে সন্তপ্ত অমিত-তেজস্বী কুন্তীকুমার রাজা যুধিষ্ঠির অধিক বলশালী কর্ণকে ফুলে থাকিতে জানিয়া অর্জুনের উপর ক্রোধ করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ভ্রাত! তোমার সমস্ত সৈন্যরা পলায়ন করিয়াছে। তুমি আজ তাহাদিগকে অভিনয় উপেক্ষা করিয়াছ, যাহা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। যখন তুমি কর্ণকে বিনাশ করত তাহাকে জয় করিতে পারিলে না, তখন সেখানে ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশ্যতঃ তুমি স্বয়ংই এখানে চলিয়া আসিয়াছ ॥ ২

পার্থ! তুমি কুন্তীদেবীর গর্ভে বাস করিয়াও নিজের সহোদর ভ্রাতার প্রতি এরূপ স্নেহ দেখাইয়াছ, যাহাকে কেহই উত্তম বলিয়া বলিতে পারিবে না; কারণ, যখন তুমি সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইলে না, তখন তুমি ভীমসেনকে একাকী রণাঙ্গনে পরিহার করত স্বয়ংই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ॥ ৩

তুমি দ্বৈতবনে এই যে সত্য বাক্য বলিয়াছিলে, আমি এক-

ইদং যদি দ্বৈতবনেঽব্রুবীচ্চঃ
কর্ণং যোদ্ধুং ন প্রশক্তো নৃপেতি।
বয়ং ততঃ প্রাপ্তকালং সমেত্য
কৃত্যান্যুপৈষ্যাম তথৈব পার্থ ॥ ৫
যদি প্রতিজ্ঞা বধ এব হি তস্য
ন বৈ কৃতস্তচ্চ তথৈব বীর।
আনীয় নঃ শত্রুমধ্যাৎ স কস্মাৎ
সমুৎক্ষিপ্য স্থণ্ডিলে প্রত্যপিংষ্ঠাঃ ॥ ৬
অপ্যাশিষ্য বয়মজ্ঞ ন ত্বয়ি
বিশ্বাসবো বহ্ব কল্যাণমিষ্টম্।
তচ্চ সর্বং বিফলং রাজপুত্র
ফলার্থিনাং বিফল ইবাকৃতিপুষ্পঃ ॥ ৭
প্রচ্ছাদিতং বড়িশমিবামিষেণ
সঞ্ছাদিতং গরলমিবাশনেন।
অনর্থকং মে দর্শিতবানসি ত্বং
রাজ্যার্থিনো রাজ্যরূপং বিনাশম্ ॥ ৮

যাহা হউক তাহা যুদ্ধে কর্ণকে বিনাশ করিব। তুমি সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়াই কেন এখানে চলিয়া আসিয়াছ? ৭

পার্থ! যদি তুমি দ্বৈতবনে এই কথা বলিতে যে, হে নৃপ! আমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিব না, তাহা হইলে আমরা সময়োচিত কর্তব্য স্থির করত তদনুসারে কার্য করিতাম। ৫

বীর! তুমি আমার নিকটে কর্ণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করত তাহা আর পালন করিলে না। যদি তোমার এরূপ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদিগকে শত্রুর মধ্যে লইয়া গিয়া প্রতারণিপূর্বক বেদীর উপরে নিক্ষেপ পূর্বক পেষণ করিলে কেন? ৬

রাজকুমার অর্জুন! আমরা বহু মঙ্গলময় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা পোষণ করত তোমার উপর আশা করিয়া আছি; কিন্তু ফলপ্রার্থী মনুষ্যগণকে অধিক পুষ্পযুক্ত ফলহীন বৃক্ষ যেরূপ নিরাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার নিকট হইতে আমাদের সকল আশা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ৭

আমি রাজ্য লাভ করিতে অভিলাষী; কিন্তু তুমি মাংসাচ্ছাদিত কণ্টকের ন্যায় এবং ভোজনসামগ্রীতে আবৃত বিষের ন্যায় আমাকে রাজ্যরূপ অনর্থকর বিনাশকেই আজ দর্শন করাইলে। ৮

ত্রয়োদশেমা হি সমাঃ সদা বয়ং
ত্বামন্বজীবিষ্ম বনঞ্জয়াশয়া।
কালে বধং দেবমিবোপ্তবীজং
তত্রঃ সর্বান্ নরকে ত্বং ক্ষয়জ্ঞঃ ॥ ৯
যত্তৎ পৃথাং বাগুবাচান্তরিক্ষে
সত্যব্রতাতে ত্বয়ি মন্দবুদ্ধে।
জাতঃ পুত্রো বাসববিক্রমোঽয়ং
সর্বান্ পূরান্ শাত্রবান্ জেষ্যতীতি ॥ ১০
অয়ং জেতা বাগুবে দেবসঙ্ঘান্
সর্বাণি ভূতান্যপি চোত্তমৌজাঃ।
অয়ং জেতা মত্ত-কলিঙ্গ-কৈকয়া-
নয়ং কুরূন্ রাজমধ্যে নিহন্তা ॥ ১১
অস্মাৎ পরো নো ভবিতা ধনুর্ধরো
নৈনং ভূতং কিঞ্চন জাতু জেতা।
ইচ্ছন্নয়ং সর্বভূতানি কুর্যাদ্
বশে বশী সর্বসমাপ্তবিদ্যঃ ॥ ১২

অনন্তর! যেরূপ বন্ধ্যা নীচ ব্যক্তিদিগের মেঘের দ্বারা কৃত অনাবৃষ্টির প্রতীকার জীবিত থাকে, সেইরূপ আমরাও ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত সফলা তোমারই আশা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদের সকলকে নরকে (অতিশয় সঙ্কটে) পাতিত করিলে। ৯

মন্দবুদ্ধি অর্জুন! তোমার জন্মের যখন সাত দিন হইয়াছে, সেই সময় মাতা কুন্তীদেবীকে আকাশবাণী এই কথা বলিয়াছিল যে, দেবি! তোমার এই পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী হইয়া জন্মিয়াছে। এই মহাত্মা সন্তান নিজের সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিবে। ১০

এই মহাতেজস্বী বালক খাণ্ডববনে দেবগণকে এবং সমস্ত প্রাণীবর্গকেও জয় করিবে। এই বালক মত্ত, কলিঙ্গ ও কৈকয়দিগকে জয় করিবে এবং রাজগণমধ্যে কৌরবসকলকেও বিনাশ করিবে। ১১

ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ব্যক্তি ধনুর্ধর হইবে না, কোনও প্রাণী ইহাকে কখনও জয় করিতে পারিবে না। এই বালক নিজের মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিয়া সমস্ত বিদ্যা লাভ করিবে এবং সকল প্রাণীকেই নিজের অধীনে রাখিবে। ১২

কান্ত্যা শশাঙ্কস্য রবের্ন বাহ্যো:
স্থৈর্যেণ মেরো: ক্ষময়া পৃথিব্যা:
সূর্য্যস্য তাসা ধনদস্য লক্ষ্ম্যা।
শৌর্য্যেণ শক্রস্য বলেন বিষ্ণো: ॥ ১৩
তুল্যো মহাত্মা ইব কুন্তি পুত্রো
জাতোঽধিতেরিন্দ্রিয়বারিহন্তা।
যেষাং জয়ায় দ্বিষতাং বধায়
যাতোঽমিতৌজা: কুলতন্তুকর্ত্তা ॥ ১৪
ইত্যন্তরিক্ষে সত্যসন্ধমূচি
তপস্বিনাং সূনৃতাং বাগুবাচ
এবাবিধং তচ্চ নাকুৎ তথা চ
দেবাপি নূনমনৃতং বদন্তি ॥ ১৫
তথা পরেষামবিসহ্যমানা:
শ্রুত্বা গিব: পূজয়তা: সদা যাম্
ন সন্নহিং প্রৈমি সুযোধনস্য
ন যাং জানামাবিরধেভয়ার্ত্তম ॥ ১৬
পূর্বং যদুক্ত: হি সুযোধনেন
ন ফাল্গুন: প্রমুখে স্থাসতীতি
কর্ণস্য যুদ্ধে হি মহাবলস্য
মৌর্খ্যাৎ তু তদ্ভাষিতমুদ্যতং ময়াঽঽসীৎ ॥ ১৭
তেনাদ্য তপ্তো দুঃখমপ্রমেয়ং
যজ্ঞক্রঘর্গে নরকং প্রবিষ্ট:।
তথৈব বাচ্যোঽস্মি নমু ত্বয়াহং
ন যোৎস্যেঽহং সূতপুত্রং কথঞ্চিৎ ॥ ১৮
ততো নাহং সৃঞ্জয়ান্ কেকয়াংশ্চ
সমানিষ্যেয়ং সুহৃদো রণায়।
এবং গতে কিঞ্চ মহাদ্য শক্যং
কার্য্যং কর্তুং বিগ্রহে সূতজস্য ॥ ১৯
তথৈব রাজংস্ত সুযোধনস্য
যে বাপি মাং যোদ্ধুকামা: সমেতা:।
বিমন্তু মজ্জীবিতমদ্য কৃষ্ণ
যোঽহং বশং সূতপুত্রস্য যাত: ॥ ২০
মধ্যে কুরূণাং সুহৃদাঞ্চ মধ্যে
যে চাপ্যন্যে যোদ্ধুকামা: সমেতা:।
(একস্য যে ভীমসেনোঽস্য নাথো
যেনাভিপন্নোঽস্মি রণে মহাত্মন।

এই বালক চন্দ্রের কান্তি, বায়ুর বেগ, মেরুপর্বতের স্থিরতা, পৃথিবীর ক্ষমা, সূর্য্যের প্রভা, কুবেরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শৌর্য্য ও ভগবান্ বিষ্ণুর বলের ন্যায় তেজ লাভ করিবে ॥ ১৩

কুন্তি! তোমার এই মহাত্মা পুত্র অদিতিদেবীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত শক্রহন্তা ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমিতবলশালী বালক যজমানগণের ভয় ও শত্রুদিগের বধের জন্য প্রসিদ্ধ এবং নিজের কুলপরম্পরার প্রবর্ত্তক হইবে ॥ ১৪

সত্যসন্ধ পর্ব্বতশিখরে তপস্বী মহাত্মাগণকে শুনাইতে শুনাইতে এই আকাশবাণী হইয়াছিল; কিন্তু তাহার এই বাক্য সফল হইল না। নিশ্চয় দেবতাগণও মিথ্যা বলিয়া থাকেন ॥ ১৫

এইরূপ অন্য মহর্ষিগণও সদা তোমার প্রশংসা করিতে করিতে এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াই আমি দুর্য্যোধনের সম্মুখে কখনও নতমস্তক হই নাই; কিন্তু আমি ইহা জানিতে পারি নাই যে, তুমি অধিরথপুত্র কর্ণের জন্য পীড়িত হইয়া পড়িবে ॥ ১৬

দুর্য্যোধন পূর্ব্বে যে এই কথা বলিয়াছিল—'অর্জ্জুন যুদ্ধে মহাবল কর্ণের সম্মুখে থাকিতে পারিবে না'। তাহার এই কথার উপর আমি মূর্খতাবশতঃ বিশ্বাস করিতে পারি নাই ॥ ১৭

সেইজন্য আজ সঙ্কটে পড়িতেছি। সঙ্কল্পগণের মধ্যে আমি বিরোধিতা করিয়া অত্যন্ত অসীম নরক-তুল্য সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। অর্জ্জুন! পূর্ব্বেই তোমার বলা উচিত ছিল যে, আমি সূতপুত্র কর্ণের সহিত কোন প্রকারে যুদ্ধ করিব না ॥ ১৮

এইরূপ অবস্থায় আমি সৃঞ্জয়, কেকয় ও অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গকে যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ করিতাম না। আজ যখন এরূপ পরিস্থিতি উৎপন্ন হইয়াছে, তখন সূতপুত্র কর্ণ, রাজা দুর্য্যোধন এবং অন্য যে সমস্ত ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া একত্রিত হইয়াছে, ইহাদের সকলের সহিত আরব্ধ যুদ্ধে আমি আর কোন্ কার্য্য করিতে সমর্থ হইব? ১৯-২০

হে কৃষ্ণ! কৌরবগণ সঙ্কল্পবর্গ এবং অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা যুদ্ধ বাসনা করিয়া সমবেত হইয়াছে, আজ আমি ইহাদের সকলের সহিত সূতপুত্র কর্ণের অধীনস্থ হইয়া যাইলাম। আমার জীবনে ধিক্ ॥ ২১

(আজ একমাত্র ভীমসেনই আমার রক্ষক, যে মহাভয়প্রদ সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। সে আমাকে

বিমোচ্য মাং চাপি রথাদ্বিতস্ততঃ
শরেণ তীক্ষ্ণেন বিভেদ কর্ণম্ ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ সমরে ভীমসেন-
শ্চক্রে যুদ্ধং কুরুভিঃ সমেতৈঃ
গদাগ্রহস্তো রুধিরোক্ষিতাঙ্গ-
শ্চরন্ রণে কাল ইবান্তকালে ।
অসৌ হি ভীমস্য মহান্ নিনাদো
মুহুর্মুহুঃ শ্রূয়তে ধার্তরাষ্ট্রৈঃ ।)
যদি স্ম জীবেৎ স তবেন্দ্রিহন্তা
মহারথানাং প্রবরো রথোত্তমঃ ।
তবাভিমন্যুস্তনয়োঽদ্য পার্থ
ন চাস্মি মন্যে সমরে পরাভবম্ । ২১
অথাপি জীবেৎ সমরে ঘটোৎকচ-
স্তথাপি নাহং সমরে পরাঙ্মুখঃ
(ভীমস্য পুত্রঃ সমরাগ্রযায়ী
মহাস্ত্রবিচ্চাপি তবানুরূপঃ
বন্ধুঃ সমাসাদ্য রিপোর্বলং মে
নিমীলিতাক্ষঃ ভবিতুং ভবেৎ ।
চকার যোঽসৌ নিশি যুদ্ধমেক-
স্ত্যক্ত্বা রথং যস্য ভয়াদ্ দ্রবন্তে ।
স চেৎ সমাসাদ্য মহাস্ত্রভাবঃ
কর্ণং রণে বাণগণৈঃ প্রমোহ্য ।
ধৈর্য্যে স্থিতেনাপি চ সূতজেন
শক্ত্যা হতো বাসবদত্তয়া তদা ।)
মম দুর্ভাগ্যানি পুরা কৃতানি
পাপানি নূনং বলবন্তি যুদ্ধে । ২২
তৃণঞ্চ কৃত্বা সমরে ভবন্তং
ততোঽহমেবং নিকৃতো দুরাত্মনা ।
বৈকর্তনেনৈব তথা কৃতোঽহং
যথা তৃণক্তঃ ক্রিয়তে দুরাত্মভিঃ । ২৩
আপদ্গতং কঞ্চন যো বিমোক্ষেৎ
স বান্ধবঃ স্নেহযুক্তঃ সুহৃচ্চ ।
এবং পুরাণা মুনয়ো বদন্তি
ধর্মঃ সদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতশ্চ । ২৪

সঙ্কট মুক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকেও বিদ্ধ করিয়াছিল ।

তখন ভীমসেনের শরীর রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সে হস্তে গদা ধারণ করত প্রলয়কালে যমরাজের ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিল এবং প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত সমরাঙ্গনে সমবেত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের সহিত যুদ্ধরত ভীমসেনের এই প্রচণ্ড সিংহনাদ বারংবার শুনা যাইতেছে ।)

পার্থ! যদি মহারথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম রথী যোদ্ধা তোমার পুত্র অভিমন্যু জীবিত থাকিত, তবে সে অবশ্যই শত্রুসৈন্যকে ধ্বংস করিত; আর আমাকেও রণাঙ্গনে এরূপ অপমান ভোগ করিতে হইত না। যদি সমরাঙ্গনে ঘটোৎকচও জীবিত থাকিত, তবে আমাকে সেখান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে হইত না । ২১।

(ভীমসেনের পুত্র এই ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে অগ্রগামী যোদ্ধা, মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং তোমারই তুল্য পরাক্রমশালী ছিল। সে থাকিলে পর আমার শত্রুসৈন্যরা ধ্বংস করিবার কোন কার্যে সফলতা লাভ করিতে পারিত না এবং ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দিত।

সেই মহাদ্ভুত বীর একাকীই রাত্রিকালে যুদ্ধ করিয়াছিল, যাহার ভয়ে শত্রুসৈন্যরা ভীত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিয়াছিল। সে কর্ণের উপর আক্রমণ করিয়া রণাঙ্গনে বীর বাণসমূহের দ্বারা সকল যোদ্ধাকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিল; কিন্তু বৈরাগ্যসহকারে অবস্থিত কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা তাহাকে সংহার করিয়াছে।)

নিশ্চয়ই আমার দুরাত্মা ও পূর্বকৃত পাপসমূহই এই যুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দুরাত্মা কর্ণ সমরাঙ্গনে তোমাকে তৃণের ন্যায় গণ্য করিয়া আমাকে এতাদৃশ অপমান করিয়াছে। কোন শক্তিশূন্য এবং বন্ধু-বান্ধবহীন অসহায় মনুষ্যের প্রতি যে আচরণ করা হয়, কর্ণ সেরূপ আচরণই আমার সহিত করিয়াছে ॥ ২২-২৩

যে কোনও ব্যক্তি যদি বিপদাপন্ন মানুষকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবং স্নেহময় সুহৃৎ। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই কথাই বলিয়াছেন, আর ইহাই সর্বদা সৎপুরুষগণের পালিত ধর্ম । ২৪

ত্বয়া কৃতং বাহুবলূজনাক্ষং
ততঃ সমাস্থায় কপিপ্রবীরম্।
খড়্গং গৃহীত্বা হেমপট্টাবনদ্ধং
বহুস্তেজং পাণ্ডবং তালমাত্রম্ ॥ ২৪

স কেশবেনোহ্যমানঃ কথা ত্বং
কর্ণাদ্ ভীতো ব্যপযাতোঽসি পার্থ।
বহুশ্চ তৎ কেশবায় প্রযচ্ছ
যত্তা ভবিতুস্তব রণে কেশবস্তু ॥ ২৫

তদাহনিষ্যৎ কেশবঃ কর্ণমুগ্রং
মহৎপতিত্বং ত্রমিবাস্তবজ্ঞঃ।
রাধেয়মেতং যদি নাদ্য শত্রু-
স্তরস্তমুগ্রং প্রতিবাধনায় ॥ ২৬

প্রযচ্ছান্যস্মৈ গাণ্ডিবমেতদদ্য।
যত্তো যোঽস্ত্রৈরভ্যধিকো বা নরেন্দ্রঃ।

অন্যান্ নৈবং পুত্রদারৈর্বিহীনান্
সুখাদ্ ভ্রষ্টান্ রাজ্যনাশাচ্চ কৃষ্ণঃ ॥ ২৮

দ্রষ্টা লোকঃ পতিতানপ্যগাধে
পাপৈর্জুষ্টে নরকে পাণ্ডবেয়।
মাসেঽপতিষ্যঃ পঞ্চমে বং সুকৃচ্ছ্রে
ন বা গর্ভে আভবিষ্যঃ পৃথায়াঃ ॥ ২৯

তৎ তে শ্রেয়ো রাজপুত্রাভবিষ্য-
দ্রহেৎ সংগ্রামাদপযানং দুরাত্মন্।
ধিগ্ গাণ্ডীবং ধিক্ চ তে বাহবীর্য্য-
মসাধ্যেরান্ বাণপথাংশ্চ ধিক্ তে।
ধিক্ তে কত্থং কেশরিণঃ সুতস্য
কৃশানুবস্তক রথক ধিক্ তে ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরক্রোধবাক্যে
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

কৃষ্ণানুজ! তোমার রথ সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার অক্ষদণ্ড হইতে কোন শব্দ উত্থিত হয় না। তাহার উপরে বানরধ্বজ উড়িতেছে। এরূপ উত্তমরথ রথে আরূঢ় হইয়া সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ ও চারিহাত পরিমাণ শ্রেষ্ঠ বৃহৎ গাণ্ডীব ধারণ করত এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সারথি কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়াও তুমি কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কিরূপে পলাইয়া আসিলে? ২৪½

তুমি তোমার গাণ্ডীব-ধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দাও এবং স্বয়ং রণাঙ্গনে ইঁহার সারথি হও। তখন ইঁহার যেরূপ বল ধারণ করত দুরাত্মাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণও তোমার বীর কর্ণকে সংহার করিবেন। ২৫½

যদি তুমি আজ রণভূমিতে বিচরণকারী এই ভয়ানক বীর রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইতে না পার, তবে এখন এই গাণ্ডীব ধনু অন্য কোন এরূপ রাজাকে প্রদান কর, যিনি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রবলে অধিক বলীয়ান্। ২৬½

পাণ্ডুনন্দন! এইভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সংসারে সকল মানুষ আমাকে পুনরায় এরূপ স্ত্রী-পুত্রগণের সংযোগ হইতে এবং রাজ্য নষ্ট হওয়ায় সুখ লাভ হইতে বঞ্চিত ও পাপিগণের দ্বারা সেবিত অগাধ নরক-তুল্য ঘোর পতিত দেখিতে পাইবে না। ২৮½

দুরাত্মা রাজপুত্র! যদি তুমি পাঁচ মাসে মাতা কুন্তীদেবীর গর্ভ হইতে পতিত হইতে অথবা মাতার অন্যান্য সন্তানের গর্ভে না আসিতে, তবে তোমার পক্ষে উহাই ভাল হইত; কারণ, এরূপ অবস্থায় তোমাকে যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিবার কলঙ্ক লাভ করিতে হইত না। ২৯½

ধিক্ তোমার এই গাণ্ডীব ধনুকে, ধিক্ তোমার এই বাহুবলের বলকে, ধিক্ তোমার এই অসংখ্য বাণকে, ধিক্ তোমার কেশরীর (বায়ুর) পুত্র হনুমান কর্তৃক অধিষ্ঠিত রথকে এবং ধিক্ অগ্নিদেব কর্তৃক প্রদত্ত এই রথকে! ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বান্তর্গত যুধিষ্ঠিরের ক্রোধবাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরবধার্থমুদ্যতমর্জুনং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন বলাকব্যাধ-কৌশিকমুনয়োরুপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা তস্মৈ ধর্মতত্ত্বোপদেশঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
অসিং জগ্রাহ সাক্রুদ্ধো জিঘাংসুর্ভরতর্ষভম্। ১
তস্য কোপং সমুদ্বীক্ষ্য চিন্তয়ন্ কেশবস্তদা।
উবাচ কিমিদং পার্থ গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত। ২
ন হি পশ্যামি যোদ্ধব্যং ত্বয়া কিঞ্চিদ্ ধনঞ্জয়।
তে প্রজা ধার্তরাষ্ট্রা হি ভীমসেনেন ধীমতা। ৩
অপযাতোঽসি কৌন্তেয় রাজা দ্রষ্টব্য ইত্যপি।
স রাজা ভবতা দৃষ্টঃ কুশলী চ যুধিষ্ঠিরঃ। ৪
স দৃষ্ট্বা নৃপশার্দূলং শার্দূলসমবিক্রমম্।
হর্ষকালে চ সম্প্রাপ্তে কিমিদং মোহকারিতম্। ৫
ন ত্বং পশ্যামি কৌন্তেয় যস্তে বধ্যো ভবিষ্যতি।
প্রহর্তুমিচ্ছসে কস্মাৎ কিং বা তে চিত্তবিভ্রমঃ। ৬
কস্মাদ্ ভবান্ মহাখড়্গং পরিগৃহ্যাভি সম্বরঃ।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি কৌন্তেয় কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্। ৭
পরামৃশসি বৎ ক্রুদ্ধঃ খড়্গমমৃতবিক্রম।
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন প্রেক্ষমাণো যুধিষ্ঠিরম্। ৮
অর্জুনঃ প্রাহ গোবিন্দং ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
অস্তমে হেহি গাণ্ডীবমিতি মাং যোঽভিচোদয়তে। ৯
ছিন্দ্যামহং তস্য শিরঃ ইত্যুপাংশুব্রতং মম।
তদ্বক্তং মম চানেন রাজ্ঞামিত্রপরাক্রম। ১০
সমক্ষং তব গোবিন্দ ন তৎ কর্তুমিহোৎসহে।
তস্মাদেনং বধিষ্যামি রাজানং ধর্মচারিণম্। ১১
প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যামি হ্যেতন্মে ব্রতমুত্তমম্।
এতদর্থং ময়া খড়্গঃ গৃহীতো মধুসূদন। ১২

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত অর্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বলাক-ব্যাধ ও কৌশিক মুনির উপাখ্যান শুনাইয়া তাঁহাকে ধর্মের তত্ত্ব উপদেশ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর শ্বেতবাহন কুন্তীনন্দন অর্জুনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন। ১

সেই সময় তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া সকলের মনোভাব জানিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পার্থ! এ কি? তুমি তরবারি গ্রহণ করিলে কেন? ২

ধনঞ্জয়! এখানে তোমার কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, এরূপ কাহাকেও ত' দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে ভীমসেন গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। ৩

কুন্তীনন্দন! তুমি ত' এই চিন্তা করিয়া চলিয়া আসিলে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিব। সেই তুমি রাজাকে দর্শন ক'রয়াছ। রাজা যুধিষ্ঠিরও সর্বতোভাবে কুশলেই আছেন। ৪

সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুস্থ দেখিয়া যখন তোমার হর্ষ হইবার সময়, তখন এই মোহ হইতে উৎপন্ন বিকারের কি কারণ অনুপস্থিত হইতে যাইতেছে? ৫

কুন্তীনন্দন! আমি কোন এমন মনুষ্যকে ত' দেখিতে পাইতেছি না, যে তোমার বধযোগ্য হইতে পারে? তুমি তাহা হইলে কাহাকে প্রহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? কিংবা তোমার চিত্তে কোন ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? ৬

পার্থ! তুমি কি হেতু বৃথা করিয়া এই বিশাল খড়্গ গ্রহণ করিলে? অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল—এখন তুমি কি করিতে অভিলাষী হইয়াছ? কাহার জন্য রুষ্ট হইয়া তরবারি উত্তোলিত করিয়াছ? ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৮

যে ব্যক্তি আমাকে বলিবে যে, তুমি তোমার গাণ্ডীব-ধনু অন্যকে প্রদান কর, আমি তাহার শিরশ্ছেদ করিব। আমি মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছি। অনন্ত পরাক্রমশালী গোবিন্দ! আপনার সম্মুখেই এই মহারাজ আমাকে সেই কথা বলিয়াছেন; অতএব আমি ইহাঁকে ক্ষমা করিতে পারিব না, এই ধর্মতীরু রাজাকে বধ করিব। ৯-১১

মধুসূদন! এই নরশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব, সেইজন্য আমি এই খড়্গ গ্রহণ করিয়াছি। ১২

সোঽহং যুধিষ্ঠিরং তথা সত্যাস্থানৃণ্যতাং গতঃ।
বিশোকো বিজ্বরশ্চাপি ভবিষ্যামি জনার্দন। ১৩
কিং বা ত্বং মন্যসে প্রাপ্তমস্মিন্ কাল উপস্থিতে।
ত্বয়ন্ত জগতস্তাত বেদ সর্বং গতাগতম্। ১৪
তৎ তথা প্রকরিষ্যামি যথা মাং বক্ষ্যতে ভবান্।
সঞ্জয় উবাচ।
ধিগ্ ধিগিত্যেব গোবিন্দঃ পার্থমুক্ত্বাব্রবীৎ পুনঃ। ১৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ইদানীং পার্থ জানামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া।
কালে ন পুরুষব্যাঘ্র সংরব্ধং যদ্ ভবানগাৎ। ১৬
ন হি ধর্মবিভাগজ্ঞঃ কুর্যাদেবং ধনঞ্জয়
যথা ত্বং পাণ্ডবাস্মেহ ধর্মতীক্ষ্ণরূপস্থিতঃ। ১৭
অকার্য্যাণাং ক্রিয়াণাঞ্চ সংযোগং যঃ করোতি বৈ।
কার্য্যাণামক্রিয়াণাঞ্চ স পার্থ পুরুষাধমঃ। ১৮
অনুশ্রুত্য তু যে ধর্মং কথয়েয়ুঃ কুলস্থিতাঃ।
সমাসবিস্তরবিদাং ন তেষাং বেদ্মি নিশ্চয়ম্। ১৯
অনিশ্চয়জ্ঞো হি নরঃ কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে।
অবশো মুহ্যতে পার্থ যথা ত্বং মূঢ় এব তু। ২০
ন হি কার্য্যমকার্য্যং বা সুখং জাতু কথঞ্চন।
শ্রুতেন জ্ঞায়তে সর্বং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে। ২১
অবিজ্ঞানাদ্ ভবান্ যচ্চ ধর্মং রক্ষতি ধর্মবিৎ।
প্রাণিনাং ত্বং বধং পার্থ মন্যসে নাববুধ্যসে। ২২
প্রাণিনামবধজ্ঞাত সর্বজ্ঞানান্ মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্ বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন। ২৩
স কথং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং রাজানং ধর্মকোবিদম্।
হন্যাদ্ ভবান্ নরশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতোঽল্পঃ পুমানিব। ২৪
অধৃষ্যমানস্ত বধস্তথাশক্তোঽসি মানদ।
পরাঙ্মুখস্য হ্রিয়তঃ শরণং চাপি গচ্ছতঃ। ২৫
কৃতাঞ্জলেঃ প্রপন্নস্য প্রসক্তস্য তবৈব চ।
ন বধঃ পূজ্যতে সদ্ভিশ্চ সর্বং শুশ্রুম ভবত। ২৬

জনার্দন! আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করত সেই সত্য প্রতিজ্ঞার পালনে ঋণমুক্ত হইব এবং শোক ও চিন্তাহীন হইয়া যাইব। ১৩

তাত! আপনি এই সময়ে কি করা উচিত বলিয়া মনে করেন? আপনিই এই জগতের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত আছেন, অতএব আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সেইরূপই হইবে। ১৪।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা শ্রবণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ 'ধিক্ ধিক্' এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ১৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পার্থ! আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা কর নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই কারণে তুমি অসময়েই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ। ১৬

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়! যে ব্যক্তি ধর্মের বিভাগ জানে, সে কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারে না; যেরূপ কার্য্য তুমি আজ করিতে উদ্যত হইয়াছ। প্রকৃতপক্ষে তুমি ধর্মজ্ঞ বলিয়া এখন বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছ। ১৭

পার্থ! যাহা করিবার যোগ্য হইলেও অসাধ্য এবং সাধ্য হইলেও নিষিদ্ধ—এরূপ ধর্মের সহিত যে ব্যক্তি সম্বন্ধযুক্ত, তাহাকেই পুরুষাধম বলা হয়। ১৮

যিনি স্বয়ং ধর্মের অনুসরণ ও আচরণ করত শিষ্যগণের দ্বারা উপাসিত হইয়া সেই ধর্মের উপদেশ দান করেন, ধর্মের সংক্ষেপ ও বিস্তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই গুরুজনগণের এ-বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত, তাহা তুমি জান না। ১৯

পার্থ! সেই নির্ণয়কে জানে না এরূপ মানুষ কর্তব্য ও অকর্তব্য নিশ্চয়ে তোমারই ন্যায় অসমর্থ, বিবেকহীন ও মোহিত হইয়া থাকে। ২০

কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে আর কোনরূপেই অনায়াসে জানা যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় এবং তুমি উহা জানিতে পারিতেছ না। ২১

কুন্তীনন্দন! তুমি অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে ধর্মজ্ঞ মনে করিয়া যে ধর্ম রক্ষা করিতে যাইতেছ, তাহাতে প্রাণিহিংসার পাপ রহিয়াছে। এই কথা তোমার ন্যায় কোন ধার্মিকের বুদ্ধিতে আসে না। ২২

তাত! আমার বিচারে প্রাণিহিংসা না করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যদি কাহারও প্রাণরক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তবে তাহাও বলিবে; তথাপি কোনরূপে তাঁহাকে হিংসা করিবে না। ২৩

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি একজন সাধারণ গ্রাম্য মনুষ্যের ন্যায় নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ নরপতিকে কিরূপে বধ করিবে? ২৪

মানদ! যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে না, পলায়ন করে না, লজ্জাবশে বিমুখ হইয়া পলায়ন করে, শরণগ্রহণ করে, কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আত্মসমর্পণ, এরূপ মানুষকে বধ করা শ্রেষ্ঠ

যয়া চৈবঃ ব্রুবঃ পার্থ বালেনেব কৃতঃ পুরা।
তস্মাদ্ধর্মসংযুক্তং মৌর্খ্যাৎ কর্ম ব্যবস্যসি ॥ ২৭
স গুরুং পার্থ কস্মাৎ ত্বং হন্তুকামোঽভিধাবসি।
অসম্ভ্রমার্য্য ধর্মাণাং গতিং সূক্ষ্মাং দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮
ইদং ধর্মরহস্যঞ্চ তব বক্ষ্যামি পাণ্ডব।
যদ্ ব্রুয়াৎ তব ভীষ্মো হি পাণ্ডবো বা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৯
বিদুরো বা তথা কৃষ্ণা কুন্তী বাপি যশস্বিনী।
তৎ তে বক্ষ্যামি তত্ত্বেন নিবোধৈতদ্ ধনঞ্জয় ॥ ৩০
সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং তচ্চ সত্যমনৃতিকম ॥ ৩১
তবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৩২
বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ৩৩
সর্বস্বহারেষু তু বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
তদ্ধানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৩৪
তাদৃশং পশ্যতে বালো যত্র সত্যমনৃতিকম্।
তবেৎ সত্যমবক্তব্যং ন বক্তব্যমনৃতিকম্।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য তত্ত্বতো ভবতি ধর্মবিৎ ॥ ৩৫
কিমাশ্চর্য্যং কৃতপ্রজ্ঞঃ পুরুষোঽপি সুদারুণঃ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং বলাকোঽন্ধবধাদিব ॥ ৩৬
কিমাশ্চর্য্যং পুনর্মূঢ়ো ধর্মকামো নৃপত্তিতঃ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পাপমাপগাশ্রিব কৌশিকঃ ॥ ৩৭

অর্জুন উবাচ।

আচক্ষ ভগবন্নেতদ্ যথা বিদ্যাম্যহং তথা
বলাকাব্যাধসম্ভূতং নদীনাং কৌশিকস্য চ ॥ ৩৮

পুরুষগণ উত্তম কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে পূর্বোক্ত সব বিষয়ই আছে। ২৫-২৬

পার্থ! তুমি অযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় মূর্খের তোমার পরিচয় করিয়াছিলে, সেইজন্য তুমি দুর্ধর্ষতাবশতঃ অধর্মযুক্ত এই কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ। ২৭

কৃষ্ণাকুমার! বল, তুমি ধর্মের সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ উত্তমরূপে বিচার না করিয়া কেন নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছ? ২৮

পাণ্ডুনন্দন! আমি তোমাকে এই ধর্মের রহস্য বলিতেছি। ধনঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তীদেবী—ইহারা সকলে তোমাকে ধর্মের যে তত্ত্ব উপদেশ করিতে পারেন, আমিও যথার্থরূপে তাহাই বলিতেছি; তুমি একাগ্রচিত্তে উহা শ্রবণ কর। ২৯-৩০

সত্য কথা বলা অতি উত্তম। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; কিন্তু সৎপুরুষগণের আচরিত সত্যের যথার্থ স্বরূপ জানা অত্যন্ত কঠিন। ৩১

যেখানে মিথ্যা কথা বলার পরিণাম সত্য কথা বলারই ন্যায় মঙ্গলকারক হয় অথবা যেখানে সত্য কথা বলার পরিণাম মিথ্যা-ভাষণেরই ন্যায় অনিষ্টকর হইয়া থাকে, সেখানে সত্য কথা বলা উচিত নহে। সেস্থলে অসত্য কথা বলাই উচিত হইবে। ৩২

বিবাহকালে, স্ত্রীপ্রসঙ্গ-সময়ে, কাহারও প্রাণসঙ্কটকালে, সর্বস্ব অপহরণ হইবার সময় এবং ব্রাহ্মণের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে অসত্য কথা বলিবে। কারণ, এই পাঁচ স্থলে অসত্য-ভাষণে কোন পাপ হয় না। ৩৩

যদি কাহারও সর্বস্ব অপহৃত হইতে থাকে, তবে সেখানে উহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই অসত্য কথা বলিবে। কারণ, সেস্থলে অসত্যই সত্য আর সত্য অসত্য হইয়া যায়। ৩৪

যে বালক অর্থাৎ সত্যাসত্য-বিবেকে অসমর্থ, সে-ই সর্বপ্রকার ব্যবহারে সত্যকেই আবশ্যক বলিয়া দেখিয়া থাকে। কেবল অনুষ্ঠানে আচরিত অসত্যরূপ সত্য বলা উচিত নহে, অতএব এরূপ সত্য বলিবে না। পূর্বে সত্য ও অসত্য যথার্থরূপে নির্ণয় করিয়া পরিণামে যাহা সত্য হইবে, তাহাই পালন করিবে। যে এরূপ করে, সে-ই ধর্মজ্ঞ হইয়া থাকে। ৩৫

যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ (নির্মল), সেই পুরুষ যদি অত্যন্ত কঠোর হইয়াও যেরূপ অন্ধ পশুকে বিনাশ করিয়া বলাকনামক এক ব্যাধ পুণ্যভাগী হইয়াছিল, সেইরূপ এই ব্যক্তিও পুণ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩৬

এইরূপে যে ধর্ম কামনা করিয়া থাকে, সে যদি মূর্খজনের ন্যায় নদীসকলের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কৌশিকমুনির ন্যায় অজ্ঞানপূর্বক ধর্মলোপ করিয়াও সেই ব্যক্তি অতিশয় পাপভাগী হয়, ইহাতেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে? ৩৭

অর্জুন বলিলেন,—ভগবন্! বলাকনামক ব্যাধ এবং নদী-সকলের সঙ্গমে অবস্থিত কৌশিকমুনির উপাখ্যান আপনি বলুন, তাহাতে এবিষয়ে আমি উত্তমরূপে জানলাভ করিতে পারি। ৩৮

বাসুদেব উবাচ।

পুরা ব্যাধোঽভবৎ কশ্চিদ্ বলাকো নাম ভারত।
মাত্রার্থং পুত্রদারস্য মৃগান্ হন্তি ন কামতঃ॥ ৩৯

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ বিভর্ত্যন্যাংশ্চ সংশ্রিতান্।
স্বধর্মনিরতো নিত্যং সত্যবাগনসূয়কঃ॥ ৪০

স কদাচিন্মৃগং লিপ্সুর্ব্রাত্যবিন্দন্মৃগং ক্বচিৎ।
অপঃ পিবন্তং দদৃশে স্বাপদং শ্বাপদক্ষয়ম্॥ ৪১

অদৃষ্টপূর্বমপি তৎ সত্ত্বং তেন হতং তদা।
অথে হতে ততো ব্যোম্নঃ পুষ্পবর্ষং পপাত চ॥ ৪২

অপ্সরোগীতবাদিত্রৈর্নাদিতঞ্চ মনোরমম্।
বিমানমগমৎ স্বর্গাম্নৃপব্যাধনিনীষয়া॥ ৪৩

তদ্ দৃষ্ট্বা সর্বভূতানামভাবায় কৃতনিশ্চয়ম্।
উক্ত্বা সর্বভূতানামভাবকৃতনিশ্চয়ম্
ততো বলাকঃ স্বর্গায়েব ধর্মঃ সুদুর্বিদঃ॥ ৪৪

কৌশিকোঽপ্যতিবদ্ বিপ্রস্তপস্বী নো বহুশ্রুতঃ।
নদীনাং সঙ্গমে গ্রামাদদূরাৎ স কিলাবসৎ॥ ৪৫

সত্যং বদা সদা ব্যাচখ্যাবিতি তস্যাতিবদ্ ব্রতম্।
সত্যবাদীতি বিখ্যাতঃ স তদাসীদ্ বনঞ্জয়॥ ৪৬

অথ দস্যুভয়াৎ কেচিৎ তদা তদ্ বনমাবিশন্।
তত্রাপি দস্যবঃ ক্রুদ্ধাস্তানমার্গন্ত যত্নতঃ॥ ৪৭

অথ কৌশিকমত্যেত্য প্রাহুস্তে সত্যবাদিনম্।
কতমেন পথা যাতা ভগবন্ বহবো জনাঃ॥ ৪৯

সত্যেন পৃষ্টঃ প্রব্রূহি যদি তান্ বেত্থ নঃ সখে।
স পৃষ্টঃ কৌশিকঃ সত্যাং বচনং তানুবাচ হ॥ ৫০

বহুবৃক্ষ-লতা-গুল্মমেতদ্ বনমুপাশ্রিতাঃ।
ইতি তান্ ব্যাপয়ামাস তেভ্যস্তদ্ বৈ স কৌশিকঃ॥ ৫১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারত! বহু পূর্বের কথা, বলাকনামে এক ব্যাধ বসতিস্থাপন করিয়াছিল। সে নিজের স্ত্রী পুত্রাদির জীবন-রক্ষার জন্য হিংস্র শ্বাপদদিগকে বধ করিত, কামনার বশবর্তী হইয়া নহে। ৩৯

সে নিজের বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং অন্যান্য বহু আশ্রিতজনকেও পালন-পোষণ করিত। সে সর্বদা হিংসা-শূন্য ছিল, সত্য কথা বলিত এবং কাহারও নিন্দা করিত না। ৪০

একদিন সে পশুবধ করিবার জন্য বনে গিয়াছে, কিন্তু কোথাও কোন হিংস্র পশুকে সে পাইল না। এমন সময় সে জলপানরত এক হিংস্র পশুকে দেখিতে পাইল, যে অন্ধ ছিল; এই পশুটি আঘ্রাণ করিয়াই চক্ষুর কার্য করিত। ৪১

যদিও এরূপ পশু সেই ব্যাধ কখনও দেখে নাই, তথাপি সেই সময় সে ঐ পশুটিকে বিনাশ করিল। সেই অন্ধ জন্তু বিনষ্ট হইবার পরই ব্যাধের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৪২

সেই সঙ্গে ঐ হিংস্র পশুকে বিনাশকারী ব্যাধকে লইয়া যাইবার জন্য স্বর্গ হইতে এক সুন্দর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিমান অপ্সরাগণের গান ও বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত থাকায় অতিশয় মনোরম বলিয়া মনে হইতেছিল। ৪৩

অর্জুন! কথিত ছিল যে, সেই জন্তুটি পূর্বজন্মে তপস্যা করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে বধ করিবার বরলাভ করিয়াছিল; সেইজন্য পরিত্রাতা ব্রহ্মা তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ৪৪

এইরূপে সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় সেই জন্তুকে সংহার করত বলাক স্বর্গলোকে গমন করিল; সুতরাং ধর্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। ৪৫

এইরূপ কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নন্। তিনি গ্রামের নিকটে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে বাস করিতেন। ৪৬

জনমেজয়! তিনি এই নিয়ম পালন করিতেন যে, 'আমি সদা সত্য কথাই বলিব'। এই কারণে তিনি তখন পৃথিবীতে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৪৭

একদিন বহুসংখ্যক মানুষ দস্যুগণের ভয়ে আত্মগোপন করিবার জন্য সেই বনে প্রবেশ করিল, কিন্তু দস্যুরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে সেই বনের মধ্যে সন্ধান করিতে লাগিল। ৪৮

তাহারা সত্যবাদী কৌশিকমুনির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভগবন্! বহুসংখ্যক মানুষ এদিকে আসিয়াছে, তাহারা কোন্ পথ দিয়া গমন করিয়াছে? আমি সত্য করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি আপনি উহা জানেন, তবে বলুন। ৪৯½

সে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর কৌশিকমুনি তাহাকে সত্য কথা বলিয়া দিলেন,—এই বনের মধ্যে যেখানে বহু বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসকল আছে, তাহারা সেখানে গমন করিয়াছে। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ কৌশিক দস্যুগণকে যথার্থ বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন॥৫০-৫১

ততস্তে তান্ সমাগম্য ক্রূরা জগ্মুরিতি শ্রুতিঃ।
তেনাধর্মেণ মহতা রাগদুষ্কৃতেন কৌশিকঃ ॥ ৫২
গতঃ স কষ্টং নরকং সূক্ষ্মধর্মেষ্বকোবিদঃ।
যথা চান্যকৃতো মূঢ়ো ধর্মাণামবিভাগবিৎ ॥ ৫৩
বৃত্তানসৃষ্ট্বা সন্দেহং মহদ্ধ্যেতদিবার্হতি।
তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪
দুষ্করং পরমং জ্ঞানং তর্কেণানুব্যবস্যতি।
শ্রুতেধর্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ ॥ ৫৫
তৎ তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে।
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৬
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৭
ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৮
যেঽহিংস্যেন জিহীর্ষন্তো ধর্মমিচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।
অকূজনেন মোক্ষং বা নানুকূজেৎ কথঞ্চন ॥ ৫৯
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শব্দেরন্নপ্যকূজতঃ।
জ্ঞেয়স্তত্রানৃতং বক্তুঃ তৎ সত্যমবিচারিতম্ ॥ ৬০
যঃ কার্যেষ্বন্যথা ব্রূতে কৃত্বা তত্র নাবোপপাদয়েৎ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি এবমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৬১
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে বা সর্বস্বাতিবধাত্যয়ে।
নর্মণ্যভিপ্রবৃত্তে বা ন চ প্রোক্তং মৃষা ভবেৎ ॥ ৬২
অধর্মং নাত্র পশ্যন্তি ধর্মতত্ত্বার্থদর্শিনঃ
যঃ স্তেনৈঃ সহ সম্বন্ধানুচ্যতে শপথৈরপি ॥ ৬৩

তখন সেই ক্রূর মহাত্মা তাহাদের সংবাদ জানিতে পারিয়া সকলকেই বিনাশ করিয়াছে—এইরূপ শুনা যায়। এইভাবে বাক্যের অপপ্রয়োগে কৌশিকের মহাপাপ ঘটিল, তাহার ফলে তাঁহাকে নরকের কষ্টভোগ করিতে হয়, কারণ, তিনি ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন ॥৫২॥

যাহার শাস্ত্রে অল্পজ্ঞান আছে, যে বিবেকশূন্য হওয়ায় ধর্মের বিভাগ ভালভাবে জানিতে পারে না, সেই মানুষ যদি বৃদ্ধগণের নিকট নিজের সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা না করে, তবে অনুচিত কর্ম করিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে মহানরকসদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয় ॥ ৫৩॥

ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিবার জন্য তোমাকে সংক্ষেপে কোন সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিছু মানুষ পরমজ্ঞানস্বরূপ দুষ্কর ধর্মকে তর্কের দ্বারা জানিবার চেষ্টা করে, কিন্তু একশ্রেণীর বহুসংখ্যক মানুষ এই কথা বলিয়া থাকে যে, বেদের জ্ঞান বেদ হইতেই হয় ॥ ৫৪-৫৫

কিন্তু আমি তোমার নিকট এই দুই মতের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিতেছি না; কিন্তু কেবল বেদবচনের দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মনির্ণয়ের বিধান হইতে পারে না; সেইজন্য ধর্মজ্ঞ মহর্ষিগণ সমস্ত প্রাণীদিগের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য উত্তম ধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৫৬

তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যে, যে কার্যে হিংসা নাই, তাহাই ধর্ম। মহর্ষিগণ প্রাণীদিগের মধ্যে যাহাতে হিংসা না হইতে পারে, তদ্দ্বারাই উত্তম ধর্মের প্রবচন (উপদেশ) করিয়াছেন ॥ ৫৭

যাহা প্রজাগণকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং এই ধারণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে ধর্ম বলা হইয়াছে। সেই কারণে যাহা ধারণ—প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সংযুক্ত—যাহাতে কোন জীবেরই কোনরূপ হিংসা নাই, তাহাই ধর্ম। ইহাই ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥৫৮

যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক অপরের ধনাদি অপহরণ করিতে ইচ্ছুক এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে সত্যভাষণরূপ ধর্মপালন করাইতে আকাঙ্ক্ষী হয়, সেখানে তাহার সম্মুখে নীরব থাকিয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিবে, তথাপি কোনরূপ কিছু বলিবে না ॥ ৫৯

কিন্তু যদি অনিবার্য কারণে বলিতেই হয় কিংবা না বলিলে মহাজনের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সেখানে অনৃত কথা বলাই ভাল। এরূপ অবস্থায় সেই অনৃত সত্য বলিয়াই জানিবে ॥ ৬০

যে মানুষ কোন কার্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে উহাকে নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বাস্তিক বলিয়া উহার ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহাই মনীষী পুরুষগণের বাণী ॥ ৬১

প্রাণসঙ্কটকালে, বিবাহে, সমস্ত আত্মীয়-স্বজনগণের প্রাণান্তকর সময় উপস্থিত হইলে পর এবং হাস্য-পরিহাস আরম্ভ হইলে যদি অনৃত্য কথা বলা হয়, তবে তাহাকে অনৃত বলা হয় না। ধর্মের তত্ত্বনির্ণয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি এতাদৃশ সময়ে মিথ্যা বলাকে পাপ মনে করেন না ॥ ৬২॥

যদি মিথ্যা শপথ করিলে পর চোরের সংসর্গ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তাহার জন্য মিথ্যা বলাই উচিত। এরূপ স্থলে ঐ মিথ্যাকে বিন্দুবিসর্গেও সত্য বলিয়াই জানিবে ॥ ৬৩॥

জ্ঞেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্।
ন চ তেভ্যো ধনং দেয়ং অকো সন্তি কথঞ্চন ॥ ৬৫
পাপেভ্যো হি ধনং দত্তং পাতারমপি পীড়য়েৎ।
তস্মাদ্ ধর্মার্থমনৃতমুক্তং নানৃততাগ্ ভবেৎ ॥ ৬৪
এষ তে লক্ষণোদ্দেশো ময়োদ্দিষ্টো যথাবিধি।
যথাধর্মং যথাবুদ্ধি ময়াজ্ঞ ত্বৈ হিতাধিনা ॥ ৬৬
এতচ্ছ্রুত্বা ব্রূহি পার্থ যদি বধ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।

অর্জুন উবাচ।

যথা ব্রুয়ান্মহাপ্রাজ্ঞো যথা ব্রুয়াদ্গবাম্পতিঃ ॥ ৬৭
হিতং চৈব যথাস্মাকং তথৈতদ্ বচনং তব।
ভবান্ মাতৃসমোঽস্মাকং তথা পিতৃসমোঽপি চ ॥ ৬৮
গতিশ্চ পরমা কৃষ্ণ ত্বমেব চ পরায়ণম্।
ন হি তে ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতেঽবিদিতং ক্বচিৎ ॥ ৬৯
তস্মাদ্ ভবান্ পরং ধর্মং বেদ সর্বং যথাতথম্
অবধ্যো পাণ্ডবো মহ্যং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৭০

অস্মিংস্তু মম সন্দেহে ব্রূহি কিঞ্চিদনুগ্রহম্।
ইদং বা পরমত্বৈব শৃণু ক্ষত্তঃ বিবক্ষিতম্ ॥ ৭১
জানাসি দাশার্হ মম ব্রতং যৎ
যো মাং ব্রূয়াৎ কশ্চন মানুষেষু।
অস্ত্রৈস্তে ত্বং গাণ্ডিবং দেহি পার্থ
ত্বতোঽন্যৈর্বা বীর্যতো বা বিশিষ্টঃ ॥ ৭২
হন্যামহং কেশব তং প্রসহ্য
ভীমো হন্যাৎ তুবরকেতি চোক্তঃ।
তন্মে রাজা প্রোক্তবাংস্তত্র সমক্ষং
ধনুর্দেহীত্যসকৃদ্ বৃষ্ণিবীর ॥ ৭৩
তং হন্যাং চেৎ কেশব জীবলোকে
স্যাতা নাহং কালমপ্যন্তমাত্রম্।
যাস্যা নূনং শ্যেনসা চাপি মুক্তো
বধং রাজ্ঞো ভ্রষ্টবীর্যো বিচেতাঃ ॥ ৭৪

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ তোমরাকে কোনরূপ ধন দিবে না; কারণ, পাপীদিগকে ধনদান করিলে উহা দাতাকেও দুঃখপ্রদান করে ॥ ৬৫ ॥

অতএব ধর্মের জন্য মিথ্যা বলিলে পর মানুষ মিথ্যাভাষণ-জনিত দোষভাগী হয় না। অর্জুন! আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, সেইজন্য আজ আমি নিজ বুদ্ধি ও মত অনুসারে সংক্ষেপে তোমার জন্য এই বিবিধযুক্ত ধর্মার্থের নির্ণয় করিবার সঙ্কেত বলিলাম। ইহা শুনিয়া এখন তুমি বল, রাজা যুধিষ্ঠির কি তোমার বধ্য ॥ ৬৬-৬৯ ॥

অর্জুন বলিলেন,—প্রভো! কোন বিশেষজ্ঞ ও মহামতি সৎপুরুষ যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন এবং যদনুসারে আচরণ করিলে আমাদের হিত হইয়া থাকে, সেইরূপই আপনার এই উপদেশ বাণী ॥ ৬৭ ॥

হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের মাতৃতুল্য স্নেহপ্রদ এবং পিতৃতুল্য রক্ষা করিতে তৎপর। আপনিই আমাদের পরম গতি ও সর্বোত্তম আশ্রয় ॥ ৬৮ ॥

ত্রিভুবনে কোথাও এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা আপনার অজ্ঞাত; অতএব আপনিই পরমধর্মকে সম্পূর্ণভাবে ও যথার্থরূপে জানেন ॥ ৬৯ ॥

এখন আমি পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বধযোগ্য বলিয়া মনে করি না। আমার এই মানসিক প্রতিজ্ঞা বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাকে রক্ষা করিবার উপায় উপদেশ করুন। আমার মনে যেখানে যাহা কিছু করণীয় উত্তম বিষয় আছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৭০-৭১ ॥

হৃষীকেশনন্দন! আপনি ত' ইহা অবগত আছেন যে, আমার ব্রত কি? মনুষ্যগণ মধ্যে যে কোন মানুষ যদি আমাকে এই বলে যে, পার্থ! তুমি গাণ্ডীব-ধনু এমন অপর ব্যক্তিকে প্রদান কর, যে অস্ত্র জ্ঞানে ও বলে তোমা অপেক্ষা অধিক। কেশব! আমি তাহাকে বিনাশ করিব। এইরূপ ভীমসেনকে যদি কেহ অস্ত্রহীন (বাহুশৌর্যহীন) বলিয়া থাকে, তবে তাহাকেও আমি সংহার করিব। বৃষ্ণিবীর! রাজা যুধিষ্ঠির আপনার সম্মুখেই বারংবার এই কথা বলিয়াছেন যে, তুমি বধ অপর কাহাকেও প্রদান কর ॥ ৭২-৭৩ ॥

কেশব! যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করি, তবে এই জীবজগতে আমি অল্পকাল জীবিত থাকিতে পারিব না। যদি কোনরূপে পাপ হইতে মুক্তি পাইয়াও যাই, তথাপি রাজা যুধিষ্ঠিরের বিনাশের কথা চিন্তা করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। নিশ্চয়ই আমি বর্তমানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরাক্রমহীন ও অচেতনপ্রায় হইব ॥ ৭৪ ॥

যথা প্রতিজ্ঞা মম লোকবৃদ্ধৌ
তথৈব সত্যা ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠ।
যথা জীবেৎ পাণ্ডবোঽয়ঞ্চ কৃষ্ণ
তথা বুদ্ধিং দাতুমর্হাসি ত্বম্ ॥৭৫

বাসুদেব উবাচ।

রাজা ম্লাতো বিক্ষতো দুঃখিতশ্চ
কর্ণেন সংখ্যে নিশিতৈর্বাণসঙ্ঘৈঃ।
যচ্চানিশং সূতপুত্রেণ বীর
শরৈর্ভৃশং তাড়িতোঽভ্যর্দ্যমানঃ ॥ ৭৬
অতস্তমেতেন সরোষমুক্তো
দুঃখার্দিতেনেদমযুক্তরূপম্।
অকোপিতো হ্যেষ যদি স্ম সংখ্যে
কর্ণং ন হন্যাদিতি চাব্রবীৎ সঃ ॥ ৭৭
জানাতি তং পাণ্ডব এষ চাপি
পাপং লোকে কৃতমসহ্যমস্মৈঃ
ততস্তমুক্তো ভৃশরোষিতেন
রাজ্ঞা সমক্ষং পরুষাণি পার্থ ॥ ৭৮

ধনঞ্জয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! সংসারের সকল লোকের বোধের নিমিত্ত আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং যাহাতে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও আমি—এই দুই জনেই জীবিত থাকিতে পারি, সেরূপ কোন পরামর্শ আপনি আমাকে কৃপা করিয়া প্রদান করুন ॥ ৭৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—বীর! রাজা যুধিষ্ঠির পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ণ রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে, সেই কারণে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, যখন ইনি যুদ্ধ করিতেছিলেন না, তখনও সূতপুত্র কর্ণ ইহার উপর ক্রমশঃ বাণবর্ষণ করিয়া ইহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া দিয়াছে ॥ ৭৬

অতএব অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন বলিয়া তোমার প্রতি রোষ সহকারে এই অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। ইনি ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, যদি অর্জুনকে ক্রোধপ্রশমন না করি, তবে সে যুদ্ধে কর্ণকে বধ করিতে পারিবে না। এই কারণেও তিনি উহা বলিয়াছেন ॥ ৭৭

এই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির জানেন যে, এ জগতে পাপী কর্ণের দম্ভ হইতে তুমি ব্যতীত অপর আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। পার্থ! এইরূপ অত্যন্ত রোষভরে রাজা যুধিষ্ঠির

নিত্যোদ্যুক্তে সততং চাপ্রমত্তে
কর্ণে স্থিতং স্বস্য রণে নিবদ্ধম্।
তস্মিন্ হতে কুরবো নির্জিতাঃ স্যু-
রেবং বুদ্ধিঃ পাবিবে ধর্মপুত্রে ॥ ৭৯
ততো বধং নার্হতি ধর্মপুত্র-
স্ত্বয়া প্রতিজ্ঞামর্জুন পালনীয়া।
জীবন্নরঃ যেন মৃতো ভবেদ্ধি
তন্মে নিবোধেহ ভবানুরূপম্ ॥ ৮০
যদা মানং লভতে মাননাই-
স্তদা স বৈ জীবতি জীবলোকে।
যদাবমানং লভতে মহান্তং
তদা জীবন্মৃত ইত্যুচ্যতে সঃ ॥ ৮১
সম্মানিতঃ পাবিবোঽয়ং সদৈব
ত্বয়া চ ভীমেন তথা যমাভ্যাম্।
বৃষ্ণৈশ্চ লোকে পুরুষৈশ্চ শূরৈ-
স্তস্যাপমানঃ কলয়া প্রযুজ্যতাম্ ॥ ৮২

আমার সম্মুখে তোমাকে কটুবাক্য বলিয়াছেন ॥ ৭৮

কর্ণ নিত্য-নিরন্তর যুদ্ধের জন্য উদ্যত আছে এবং সে শত্রুগণের পক্ষে সর্বতোভাবে অগ্রণী। আজ রোষবশে জয়-পরাজয়ের অক্ষক্রীড়া কর্ণেরই উপর অবলম্বিত। কর্ণ নিহত হইলে সব অস্ত্রাঘাত কৌরবগণ সহজেই পরাজিত হইবে। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে এই বুদ্ধিই কাজ করিতেছে ॥ ৭৯

অর্জুন! সেই কারণে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বধযোগ্য নহেন। অন্যদিকে তোমাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। অতএব যে উপায়ে ইনি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইয়া যান, তাহাই তোমার অনুসরণ করা হইবে। উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮০

এই জীবজগতে মাননীয় পুরুষ যতক্ষণ সম্মান পান, ততক্ষণই তিনি প্রকৃতভাবে জীবন ধারণ করেন। আর যখন তিনি অতিশয় অপমানিত হন, তখন জীবিত থাকিয়াও মৃতই হইয়া যান ॥ ৮১

তুমি, ভীমসেন, নকুল-সহদেব এবং অন্য বৃষ্ণি পুরুষগণ ও বীর যোদ্ধারা সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা সম্মান করিয়া থাক; কিন্তু এখন তুমি যৎকিঞ্চিৎ তাঁহাকে অপমানিত করিয়া দাও ॥ ৮২

ধর্মিষ্ঠাত্রক্তবক্তং হি ব্রূহি পার্থ যুধিষ্ঠিরম্।
ধর্মিষ্ঠাক্তো হি নিহতো গুরুর্ভবতি ভারত ॥ ৮৩
এবমাচর কৌন্তেয় ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
অধর্মযুক্তং সাধোগাং কুরুষৈনং কুরূদ্বহ ॥ ৮৪
অধর্মাদ্ধিরসী হেষা শ্রুতীনামুত্তমা শ্রুতিঃ।
অবিচার্য্যৈব কার্য্যৈষা জ্ঞেয়ত্বাদ্বৈনয়ৈঃ সদা ॥ ৮৫
অবহেন বধঃ প্রোক্তো বহুগুরুত্বমিতি প্রভুঃ।
তদ্ ব্রূহি ত্বং যথোক্তং ধর্মরাজস্য ধর্মবিৎ ॥ ৮৬
বধং কুরু পাণ্ডব ধর্মরাজ-
স্যুক্তোঽযুক্তং বেৎস্যতে চৈবমেষঃ।
উক্তোঽসা পাদাবভিবাদ্য পশ্চাৎ
সমং ক্রূয়াঃ সান্ত্বয়িত্বা চ পার্থম্ ॥ ৮৭
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠস্তব কোপং ন জাতু
কুর্য্যাদ্ রাজা ধর্মমবেক্ষ্য চাপি।
মুক্তোঽনৃতাদ্ ভ্রাতৃবধাচ্চ পার্থ
হৃষ্টঃ কর্ণং ত্বং জহি সূতপুত্রম্ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

পার্থ! তুমি যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদা আপনি বলিয়া থাক, এখন তুমি তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া যাও। ভারত! যদি কোন গুরুজন ব্যক্তিকে 'তুমি' বলা হয়, তবে উহা সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতে তাঁহার বধই হইয়া থাকে ॥ ৮৩

কৃষ্ণানন্দন! তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ ব্যবহারই কর। কুরুশ্রেষ্ঠ! তাঁহার বধ বর্ত্তমানে অধর্মযুক্ত বাক্য প্রয়োগ কর ॥ ৮৪

যাহার বেদত্রয়ী অথবা ঋক্, যজুঃ, সাম এরূপ এক শ্রুতি আছে, যাহা সকল শ্রুতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ বিনা বিচারে এই শ্রুতি অনুসারে ব্যবহার করিবে ॥ ৮৫

সেই শ্রুতির ভাব এই যে, গুরুজনকে 'তুমি' বলা বিনা বধেই তাঁহার বধ হইয়া যায়। যদিও তুমি ধর্মজ্ঞ, তথাপি আমি যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপ কার্য্য তুমি কর। ধর্মরাজের উদ্দেশে তুমি 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ কর ॥ ৮৬

পাণ্ডুনন্দন! তোমার দ্বারা প্রযুক্ত এই অনুচিত বাক্যের প্রয়োগ শ্রবণ করত এই ধর্মরাজ নিজেকে নিহত বলিয়া মনে করিবেন। তাহার পর তুমি ইঁহার চরণে প্রণাম করত ইঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ইঁহার প্রতি সমুচিত বাক্য বলিবে ॥ ৮৭

কৃষ্ণানন্দন! তোমার ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির বিবেচক। ইনি ধর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। এইরূপে তুমি মিথ্যা ভাষণ ও ভ্রাতৃবধের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অতিশয় হর্ষের সহিত সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিও ॥ ৮৮

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনস্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গভ্রাতৃবধাত্মঘাতেভ্যো রক্ষা, যুধিষ্ঠিরায়াশ্বাসদানঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তস্তু জনার্দনেন
পার্থঃ প্রশস্যাথ সুহৃদ্বচস্তৎ ।
ততোঽব্রবীদ্ধর্মনো ধর্মরাজ-
মনুক্তপূর্বং পরুষং প্রসহ্য ॥ ১

অর্জুন উবাচ ।

মা ত্বং রাজন্ ব্যাহর ব্যাহরস্ব
যস্তিষ্ঠসে ক্রোশমাত্রে রথাদ্ বৈ ।
ভীমস্তু মামর্হতি গর্হণায়
যো যুধ্যতে সর্বলোকপ্রবীরৈঃ ॥ ২
কালে হি শত্রূন্ পরিপীড্য সংখ্যে
হত্বা চ শূরান্ পৃথিবীপতীংস্তান্ ।
রথপ্রবানোত্তমনাগমুখ্যান্
সাদিপ্রবেকানভিতাংশ্চ বীরান্ ॥ ৩
যঃ কুঞ্জরাণামধিকং সহস্রং
হত্বা নবংস্তুমুলং সিংহনাদম্
কাম্বোজানামমৃতং পর্বতীয়ান্
মৃগান্ সিংহো বিভিদত্তোয় চাজৌ ॥ ৪

সুদুষ্করং কর্ম করোতি বীরঃ
কর্তুং যথা নার্হসি ত্বং কথাঞ্চিৎ ।
রথাদবপ্লুত্য গদাং পরামৃশং-
স্তয়া নিহন্ত্যাশ্বরথদ্বিপান্ রণে ॥ ৫
বরাসিনা চাপি নরাশ্বকুঞ্জরাং-
স্তথা রথাক্ষৈর্ধ্বজযূপদংস্তরীন্ ।
প্রমথ্য পদ্ভ্যামভিতান্ নিহন্তি
পুনশ্চ ঘোষাং শতমন্যুবিক্রমঃ ॥ ৬
মহাবলো বৈশ্রবণান্তকোপমঃ
প্রসহ্য হন্তা দ্বিষতামনীকিনীম্ ।
স ভীমসেনোঽর্হতি গর্হণাং মে
ন ত্বং নিত্যং রক্ষসে যঃ সুহৃদ্ভ্যঃ ॥ ৭
মহারথান নাগবরান তথাংস্ত
পরাজিষ্ণূনামপি চ প্রমথ্য
একো ভীমো ধার্তরাষ্ট্রেষু মধ্যে
স মামুপালব্ধুমিহাভ্যুপৈতি ॥ ৮

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ভ্রাতৃবধ ও আত্মহত্যা হইতে রক্ষা এবং যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর হৃষ্টচিত্তজন অর্জুন হিতৈষী সখা শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্যের অভিনন্দন প্রশংসা করিলেন। তারপর তিনি হুঙ্কারিতা পূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তিনি কখনও পূর্বে বলেন নাই । ১

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! তুমি ত' নিজেই যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া এক ক্রোশ দূরে চলিয়া আসিয়াছ; অতএব তুমি আর আমাকে কিছু বলিও না, বলিও না। হাঁ, ভীমসেন অবশ্য আমাকে নিন্দা করিতে পারেন; কারণ, তিনি জগতের প্রধান বীরগণের সহিত একাকীই যুদ্ধ করিতেছেন । ২

যিনি রথাসনস্থ শত্রুদিগকে পীড়া দান করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে সেই সমস্ত সৌম্যশালী ক্ষত্রিয়গণ, প্রধান প্রধান রথী বীরবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ গজারোহগণ, প্রধান অশ্বারোহী যোদ্ধারা, অনন্য বীরবর্গ, সহস্র হইতেও অধিক হস্তী, দশ হাজার কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব এবং পর্বতীয় বীরগণকে বধ করত যেরূপ সিংহ মৃগগণকে বধ করিয়া গর্জন করিতে থাকে, সেইরূপ গর্জন করেন, যে বীর ভীমসেন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত সেই গদা দ্বারা রণস্থলে হস্তী, অশ্ব ও রথসকলকে সংহার করেন এবং যেরূপ অত্যন্ত দুষ্কর পরাক্রম করিতেছেন, সেরূপ পরাক্রম তুমি কখনও করিতে পার নাই। যাঁহার পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য, যিনি উত্তম খড়্গ, চক্র ও ধনু দ্বারা হাতী, অশ্ব, পদাতি-যোদ্ধা এবং অন্যান্য শত্রুদিগকে বধ করেন, গদা দ্বারা মর্দিত করিয়া দুই হাতে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেছেন, এই মহাবল বীর যুদ্ধের ও যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী এবং শত্রুসৈন্য-সকলকে বলপূর্বক সংহার করিতে সমর্থ ভীমসেনই আমায় নিন্দা করিবার অধিকারী। তুমি আমায় নিন্দা করিতে পার না; কারণ, তুমি নিজের পরাক্রমে নহে, হিতৈষী সুহৃদ্গণের দ্বারা সদা সুরক্ষিত আছ । ৩-৭

যিনি শত্রুপক্ষের মহারথী গজরাজ, অশ্ব ও প্রধান প্রধান

কলিঙ্গ-বঙ্গাঙ্গ-নিষাদ-মাগধান্
সপ্রাসদানীলবলাহকোপমান্।
নিহন্তি যঃ শত্রুসহাননেকান্
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি ॥ ৯

স যুক্তমাস্থায় রথং হি কালে
ধনুর্বিধুন্বন্ শরপূর্ণমুষ্টিঃ।
সৃজত্যজস্রং শরবর্ষাণি বারো
মহাহবে মেঘ ইবাম্বুধারাঃ ॥ ১০

শতান্যষ্টৌ বারণানামপশ্যং
বিশাতিভিঃ কুম্ভকরাগ্রহস্তৈঃ।
ভীমেনাজৌ নিহতান্যত্র বাণৈঃ
স মাং ক্রূরং বক্তুমর্হত্যরিষ্টঃ ॥ ১১

(নকুলেন রাজন্ গজ-বাজি-যোধা
হতাশ্চ শূরাঃ সহসা সমেতা।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ সমরে যুদ্ধকামা
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি ॥

কৃতং কর্ম সহদেবেন দুষ্করং
যো যুধ্যতে পরসৈন্যাবমর্দী।
ন চাত্রবীৎ কিঞ্চিদিহাগতো বলী
পশ্চাত্তরং তস্য চৈবাব্রবীচ্চ ॥

দৃষ্টদ্যুম্নঃ সাত্যকিদ্রৌপদেয়া
যুধ্যামন্যুশ্চোত্তমৌজাঃ শিখণ্ডী।
এতে চ সর্বে যুধি সম্প্রবিদ্ধা-
স্তে মামুপালব্ধুমর্হন্তি নূনম্ ॥)

বলং তু বাচি ব্রাহ্মণস্যেতি মানাঃ
ক্ষাত্রং বৃত্তং বাহুবলং বদন্তি।
ন্যূনং বাগ্বলো ভারত নিষ্ঠুরস্ত্বং
ব্রূহি মাং যথাবলোঽহম্ ॥ ১২

যত্তে হৃদি নিত্যং তব কর্তুমিষ্টং
দারৈঃ সুতৈর্ভ্রাতৃভিরাত্মনা চ।
এবং ব্রুবাণং সাধুশিষ্টেন ত্বাং হি
কস্মাদ্ ভয়ং ন বয়ং বিদ্ম কিঞ্চিৎ ॥ ১৩

যোদ্ধাদিগকেও মর্দিত করিয়া তাহাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই একমাত্র ভীমসেনই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন ॥ ৮

যিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ ও মগধদেশের উৎকৃষ্ট সদা মদমত্ত এবং মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হেতুতুল্য শত্রুপক্ষীয় অনেকানেক হস্তীদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেই শত্রুদমন ভীমসেনই আমাকে নিন্দা করিতে পারেন ॥ ৯

বীরবর ভীমসেন যথাসময়ে যোজিত রথে আরোহণ করত বহু আস্ফোলিত করিতে করিতে দৃঢ়মুষ্টি বাণ বারণপূর্বক যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাসমরে বাণসকল বর্ষণ করেন ॥ ১০

আমি দেখিয়াছি—আজ ভীমসেন যুদ্ধস্থলে নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের আট শত হাতীর কুম্ভস্থল, শুণ্ড ও শুণ্ডাগ্রভাগ ছিন্ন করত বিনাশ করিয়াছেন। এই শত্রুদমন ভীমসেনই আমাকে কঠোর বাক্য বলিতে পারেন ॥ ১১

(রাজন্ ! নকুল সমরাঙ্গণে প্রাণের মোহ ত্যাগ করত সহসা একত্র হইয়া ধ্বজসংযুক্ত হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধাসকলী বীর যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়াছে। যুদ্ধাভিলাষী এই শত্রুদমন বীর নকুলও আমাকে কটু বচন বলিতে পারে।

সহদেবও দুষ্কর কর্মসকল করিয়াছে। শত্রুসৈন্যদিগকে মর্দিতকারী এই বলবান্ বীর সহদেব নিরন্তর যুদ্ধে নিরত আছে। সেও এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই বলে নাই। দেখ, তোমার ও তাহার মধ্যে কিরূপ পার্থক্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও শিখণ্ডী—এই সব বীরগণ যুদ্ধে অত্যন্ত পীড়া সহ্য করিয়া আসিতেছে ; অতএব ইহারা আমার নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু তুমি তাহা পার না।)

ভরতনন্দন ! জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন,—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বল তাঁহাদের বাক্যের মধ্যে থাকে এবং ক্ষত্রিয়দের বল তাঁহাদের দুই বাহুতে আছে ; কিন্তু তোমার বল কেবল বাক্যেই দেখা যায়। তুমি নিষ্ঠুর ; আমি যেরূপ বলবান্, তাহা তুমি জান (তথাপি এখন আমাকে অকারণ তিরস্কার করিলে) ॥ ১২

আমি সদা ধর্ম, পুত্র, জীবন ও এই দেহ দ্বারা তোমার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট আছি। এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে নিজ বাক্যবাণে বিনাশ করিতেছ ; আমরা তোমার নিকট হইতে অল্পও সুখ লাভ করি নাই ॥ ১৩

মাং মাবমংস্থা দ্রৌপদীতল্পসংস্থো
মহারথান্ প্রতিতস্থি যদর্থে।
তেনাভিশপ্তো ভারত নিষ্ঠুরোঽসি
ন্যস্তং ময়া নাভিজানীম কিঞ্চিৎ ॥ ১৪

প্রোক্তঃ ময়া সত্যসন্ধেন মৃত্যু-
স্তব প্রিয়ার্থং নরদেব যুদ্ধে।
বীরঃ শিখণ্ডী দ্রৌপদেয়ৌ মহাত্মা
মন্ত্রাভিগুপ্তেন হতস্ত তেন ॥ ১৫

ন চাভিনন্দামি তবাধিরাজ্যং
যতস্ত্বয়ৈষ্যেহহিতায় সক্তঃ।
ময়া কৃতা পাপমনার্য্যজুষ্ট-
মস্মাভির্যা তন্তুমিঞ্জস্তরীত্বম্ ॥ ১৬

অক্ষেষু দোষা বহবো বিধর্মাঃ
প্রত্যক্ষতস্তে সহদেবোঽব্রবীদ যান্।
তান্ নৈষি ত্বং তাক্তুমসাধুজুষ্টা-
ন্তেন স্ম সর্বে নিরয়ং প্রপন্নাঃ ॥ ১৭

ত্বয়ং ন্যস্তো নাভিজানীম কিঞ্চিৎ
যতস্ত্বমস্মৈর্বিজিতঃ সম্প্রবৃত্তঃ।
স্বয়ং কৃত্বা ব্যবসনং পাণ্ডব ত্ব-
মস্মাংস্তীব্রাঃ শ্রাবয়স্তশ্চ বাচঃ ॥ ১৮

সেতেঽস্মাভিনিহতা শত্রুসেনা
ছিন্নৈর্গাত্রৈর্ভূমিতলে নদন্তী।
ত্বয়া হি তৎ কর্ম কৃতং নৃশংস
যস্মাদ ঘোরঃ কৌরবাণাং বধশ্চ ॥ ১৯

হতা ঔদীচ্যা নিহতাঃ প্রতীচ্যা
নষ্টাঃ প্রাচ্যা দক্ষিণাত্যা বিনষ্টাঃ।
কৃতং কর্মাপ্রতিরূপং মহদ্ধি-
স্ত্বয়া ঘোরৈরক্ষপরীতৈশ্চ যুদ্ধে ॥ ২০

ত্বং দেবিতা ব্যবসতে রাজানাথ-
স্তৎসম্ভবং নো ব্যসনং নরেন্দ্র
যস্মাদ্ ক্রূরৈর্ধার্তরাষ্ট্রপ্রণীতৈ-
স্ত্বয়াং [illegible] ভাগাঃ ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন! তোমার নিকট হইতে আমরা অতুল সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি, ইহা আমরা জানি না। কারণ, তুমি পাশা খেলারূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছিলে। নিজেই এই দুর্ব্যসন করিয়া এখন আমাদিগকে কঠোর বাক্য শুনাইতেছ ॥ ১৮

আমাদের নিহত শত্রুসৈন্যরা ছিন্ন ভিন্ন বিভিন্ন অঙ্গসকলের সহিত ভূতলে আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া শয়ন করিয়া আছে। তুমি এরূপ ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য করিলে, যাহার দ্বারা পাপ ত' হইবেই; এমন কি কৌরববংশেরও বিনাশ হইবে ॥ ১৯

উত্তর দিকের বীরগণ নিহত হইয়াছে, পশ্চিম দিকের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বদিকের ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকের যোদ্ধারাও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। শত্রুদের ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধারা এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, যাহার কোন তুলনাই হয় না ॥ ২০

নরেন্দ্র! তুমি ভাগ্যহীন অক্ষক্রীড়াকারী। তোমারই জন্য আমাদের রাজা নাশ হইয়াছে এবং তোমা হইতেই আমাদের এই ঘোরতর সঙ্কট উত্তর হইয়াছে। রাজন্! এখন তুমি নিজের বাক্যরূপ ধনুর প্রহার করিয়া আমাকে আরও পীড়িত করিতে করিতে আমার ক্রোধকে বর্দ্ধিত করিও না ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ

এতা বাচঃ পরুষাঃ সব্যসাচী
স্থিরপ্রজ্ঞঃ শ্রাবয়িত্বা তু কৃষ্ণাঃ।
বভূবাসৌ বিমনা ধর্মভীরুঃ
কৃষ্ণা প্রাজ্ঞঃ পাণ্ডবং কিঞ্চিদেবম্ ॥ ২২
তদাত্মত্যেপে সুররাজপুত্রো
বিনিঃশ্বসংস্তাসিমধোবহই।
তমাহ কৃষ্ণঃ কিমিদং পুনর্ভবান্
বিকোশমাকাশনিভঃ করোত্যসিম্ ॥২৩
ব্রবীহি যাং বাং পুনরুত্তরং বচ-
স্তথা প্রবক্ষ্যাম্যহমর্থসিদ্ধয়ে।
ইত্যেবমুক্তঃ পুরুষোত্তমেন
সুদুঃখিতঃ কেশবমভ্যুবাচ ॥ ২৪
অহং হনিষ্যে স্বশরীরমেব
প্রসহ্য যেনাহিতমাচরং বৈ।
নিশম্য তং পার্থবচোঽব্রবীদিদং
ধনঞ্জয়ঃ ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা অর্জুন ধর্মভীরু, তাঁহার বুদ্ধি অচঞ্চল ও উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন ছিল। সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ রুক্ষ ও কঠোর বাক্য শ্রবণ করত তিনি এরূপ বিমনা ও উদাস হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যেন কোন পাপ করিয়া এরূপ অনুতাপ ভোগ করিতেছেন। ২২

দেবরাজ ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সেই সময় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্বক পুনরায় তরবারি নিষ্কাশন করিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! এ আবার কি? তুমি আকাশসদৃশ নির্মল এই তরবারিকে পুনরায় কোষ হইতে বাহির করিলে কেন? তুমি আমাকে আমার এই কথার উত্তর দাও। আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্য পুনরায় কোন যোগ্য উপায় উপদেশ করিব। ২৩½

পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, ভগবন্! আমি যাহার দ্বারা ভয়ঙ্করী পূর্বজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অপমানরূপ অহিতকর কার্য্য করিয়াছি, নিজের সেই দেহকেই এখন নষ্ট করিয়া দিব। ২৪½

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

রাজানমেনং ধর্মিণীদমুক্ত্বা
কিং কৃষ্ণসং প্রাবিশঃ পার্থিবোরম্।
যং চাদ্যানং হন্তমিচ্ছস্যরিত্ব
নেনং সহিঃ সেবিতং বৈ কিরীটিন্ ॥২৬
ধর্মাত্মানং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমেত
খড়্গেন চৈনং যদি হন্যা ন্নবীর।
ধর্মাদ্ ভীমতরং কথং নাম তে স্যাৎ
কিংকোত্তরং বাক্যমিত্যবমেব ॥ ২৭
সূক্ষ্মো ধর্মো দুর্বিদশ্চাপি পার্থ
বিশেষতোঽজৈঃ প্রোচ্যমানং নিবোধ।
হত্বাত্মানমাত্মনা শ্লাঘমানাঃ
বধাদ্ ভ্রাতুর্নরকং চাভিঘোরম্ ॥ ২৮
ব্রবীষি বাচাত্ত গুণানিহাত্মন-
স্তথা হত্বাত্মা ভবিতাসি পার্থ।
তথাত্ত কৃষ্ণেত্যভিনন্দ্য ভরতো
ধনঞ্জয়ঃ প্রাহ বসুবিনাম্য ॥ ২৯

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' এই কথা বলিয়া এতাদৃশ ভয়ঙ্কর দুঃখে কেন নিমজ্জিত হইয়াছ? অক্লিষ্টকর্মা! তুমি কি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ? কিরীটধারী বীর! সৎপুরুষগণ কখনও এরূপ কার্য্য করেন না। ২৫-২৬

নরবীর! যদি আজ তুমি ধর্ম হইতে ভীত নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তরবারির দ্বারা হত্যা করিতে, তাহা হইলে কিরূপ দশা হইত এবং ইহার পর তুমি কি করিতে? ২৭

কুন্তীনন্দন! ধর্মের স্বরূপ সূক্ষ্ম। তাঁহাকে জানা ও বুঝা অতিশয় কঠিন। বিশেষতঃ অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে ত' উহাকে জানা আরও কঠিন। এখন আমি যাহা কিছু এবিষয়ে বলিব, তাহা তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ভ্রাতৃহত্যা করিলে যে অত্যন্ত ঘোর নরকপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইতেও ভয়ানক নরক প্রাপ্তি তোমার হইবে, যদি তুমি আত্মহত্যা কর। ২৮

পার্থ! অতএব তুমি স্বর্গধামে নিজেই নিজের গুণাবলি বর্ণনা কর। এরূপ করিলে তুমি নিজেই নিজের আত্মহত্যা করিলে—ইহাই পরিগণিত হইবে। এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন তাঁহার বাক্যকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তাহাই হউক। তাহার পর ইন্দ্রপুত্র অর্জুন নিজের মস্তক নত করিয়া ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—রাজন্! শ্রবণ করুন। ২৯½

যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠং
শৃণুষ্ব রাজন্নিতি শক্রসূনুঃ।
ন মাদৃশোঽন্যো নরদেব বিদ্যতে
ধনুর্ধরো দেবমৃতে পিনাকিনম্ ॥৩০

অহং হি তেনানুমতো মহাত্মনা
ক্ষণেন হন্যাং সচরাচরং জগৎ।
যদা হি রাজন্ সদিগীশ্বরা দিশো
বিজিত্য সর্বা ভবতঃ কৃতা বশে ॥ ৩১

স রাজসূয়ান্ত সমাপ্তদক্ষিণঃ
সভা চ দিব্যা ভরতো মমৌজসা
পাণৌ পুরংকা নিশিতা মমৈব
ধনুশ্চ সজ্যং বিততং সবাণম্ ॥ ৩২

পাদৌ চ মে সরথৌ সধ্বজৌ চ
ন মাদৃশং যুদ্ধগতং জয়ন্তি।
হত্বা উদীচ্যা নিহতাঃ প্রতীচ্যাঃ
প্রাচ্যা নিরস্তা দাক্ষিণাত্যা বিশস্তাঃ ।৩৩

সংশপ্তকানাং কিমিহেবাস্তি শিষ্টং
সর্বস্য সৈন্যস্য হতং মহার্ণবম্।
শেতে মহী নিহতা ভারতীয়ং
চমূ রাজন্ দেবচমূপ্রকাশা ॥ ৩৪

যে চাস্ত্রজ্ঞাস্তানহং চাস্ত্রি চাস্ত্রৈ-
স্তমোলোকায়েহ করোমি ভস্মসাৎ।
জৈত্রং রথং ভীমমাস্থায় কৃষ্ণ
যাবঃ শীঘ্রং সূতপুত্রং নিহন্তুম্ ॥ ৩৫

রাজা তবস্থস্য নিবৃত্তোঽয়ং
কর্ণং রণে নাশয়িতাস্মি বাণৈঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরাহ পার্থো
যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্ ॥ ৩৬

অদ্যাপুত্রা সূতমাতা ভবিত্রী
কৃষ্ণী বাপো বা মমা তেন বাপি।
সত্যং বদামাস্ত ন কর্ণমাজৌ
শরৈরহত্বা কবচং বিমোক্ষ্যে ॥ ৩৭

সঞ্জয় উবাচ
ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরেব পার্থো
যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
বিমুচ্য শস্ত্রাণি মহাধনুষ্মান্
কোপেন চ ষড়্গাঃ বিনদন্নার ভূর্ণম্ ॥৩৮

নরদেব! পিনাকধারী ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই আমার ন্যায় যুদ্ধকুশল নহে। সেই মহাত্মা মহেশ্বরই আমার বীরত্বের অনুমোদন করিয়াছেন। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যেই এই চরাচর জগৎকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারি ॥ ৩০-৩১

রাজন্! আমি সমস্ত দিগ্‌গজ ও দিগীশ্বরগণ জয় করিয়া আপনার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম। প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং আপনার দিব্য সভার নির্মাণ আমারই বলের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল ॥ ৩১-৩২

আমারই হস্তে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ও গাণ্ডীব ধনু বিদ্যমান আছে। আমার পাদ-যুগলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন আছে। আমার ন্যায় বীর যদি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকে, তবে তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৩২½

আমার দ্বারা উত্তর দিকের বীরগণ নিহত হইয়াছে, পশ্চিম দিকের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্বদিকের ক্ষত্রিয়বর্গ ধ্বংস হইয়াছে এবং দক্ষিণ দিকের যোদ্ধারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। সংশপ্তকগণেরও প্রায় অল্পভাগ অবশিষ্ট আছে। আমি সম্পূর্ণ কৌরবসৈন্যের অর্দ্ধভাগই বিনাশ করিয়াছি। রাজন্! দেবতাগণের সৈন্যদল প্রকাশিত ভরতবংশীয় এই বিশাল সৈন্যবাহিনী আমারই দ্বারা নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৩৩-৩৪

যাহারা অস্ত্রযুদ্ধে অভিজ্ঞ, আমি তাহাদিগকেই অস্ত্রবলের দ্বারা বিনাশ করি; এই কারণে আমি সমস্ত লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমরা উত্তমে বিনতানন্দন ও ভয়ঙ্কর রথে উপবিষ্ট হইয়া সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য শীঘ্রই গমন করিব ॥ ৩৫

এই রাজা যুধিষ্ঠির আজ সন্তুষ্ট হউন। আমি রণাঙ্গনে নিজ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিনাশ করিব। এই কথা বলিয়া অর্জুন পুনরায় ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৩৬

আজ আমার দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হইবেন অথবা আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের দ্বারা আমার ন্যায় এক পুত্র হইতে বঞ্চিতা হইবেন। আমি এই সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আজ যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিনাশ না করিয়া আমি কবচ মোচন করিব না ॥ ৩৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! কিরীটধারী কুন্তীনন্দন অর্জুন ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় এই কথা বলিয়া

স ব্রীড়য়া নম্রশিরাঃ কিরীটী
যুধিষ্ঠিরং প্রাঞ্জলিরভ্যুবাচ।
প্রসীদ রাজন্ ক্ষম ধর্মরোক্তং
কালে ভবান্ বেৎস্যতি তত্ত্বতো মে ॥ ৩৯
প্রসাদ্য রাজানমমিত্রসাহঃ
স্থিতোঽব্রবীচ্চৈব পুনঃ প্রবীরঃ।
নেদং চিরাৎ ক্ষিপ্রমিহ ভবিতা-
ত্যাবর্ততেঽসাবভিযামি চৈনম্ ॥ ৪০
বাষ্পোষ্ণ ভীমং সমরাৎ প্রমোক্তুং
সর্বাত্মনা সুতপুত্রক হন্তম্।
তব প্রিয়ার্থং মম জীবিতং হি
ব্রবীমি সত্যং তদবেহি রাজন্ ॥ ৪১
ইতি প্রযান্তং পুরুষ পাণ্ডবো
সমুস্থিতো দীপ্ততেজাঃ কিরীটী
এতচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবো ধর্মরাজো
ভ্রাতুর্বাক্যং পরুষং ফাল্গুনস্য ॥ ৪২
উত্থায় তস্মাচ্ছয়নাদুবাচ
পার্থং ততো দুঃখপরীতচেতাঃ।
কৃতং ময়া পার্থ যথা ন সাধু
যেন প্রাপ্তো ব্যসনং বঃ সুঘোরম্ ॥ ৪৩
তস্মাদ্ধিরশ্মিভি মমেদমদ্য
কুলান্তকস্যাবমপুরুষস্য।
পাপস্য পাপব্যসনাধিতস্য
বিমূঢ়বুদ্ধেরলসস্য তীব্রোঃ ॥ ৪৪
বৃদ্ধাবমন্তুঃ পরুষস্য চৈব
কিং তে চিরং যে হ্যসুভৃত্য রুক্ষম্।
গচ্ছাম্যহং বনমেবাদ্য পাপঃ
সুখং ভবান্ বর্ততাং মদ্বিহীনঃ ॥ ৪৫
যোগ্যো রাজা ভীমসেনো মহাত্মা
ক্লীবস্য বা মম কিং রাজ্যকৃত্যম্।
ন চাপি শক্তঃ পরুষাণি সোঢ়ুং
পুনস্তবেমানি কুবাধিতস্য ॥ ৪৬
ভীমোঽস্তু রাজা মম জীবিতেন
ন কার্যমদ্যাবমতস্য বীর।
ইত্যেবমুক্ত্বা সহসোৎপপাত
রাজা ততস্তচ্ছয়নং বিহায় ॥ ৪৭

অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ, রথ হইতে অবতরণ করিয়া ও তাঁহাকে ক্রোড়মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লজ্জায় নতমস্তকে তাঁহাকে বলিলেন —রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎসমস্তই ক্ষমা করুন। সময় হইলে আপনি সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। সেইজন্য আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩৮-৩৯

এইরূপ শত্রুসিংহের সম্মুখীন হইতে সমর্থ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করত প্রবীর বীর অর্জুন হৃষ্টচিত্তে হইয়া বলিলেন,—মহারাজ! এখন কর্ণ বধের আর বিলম্ব নাই। এই কার্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সে এই দিকেই আসিতেছে, অতএব আমি তাহাকে আক্রমণ করিব। ৪০

রাজন্! আমি এখন ভীমসেনকে সংগ্রাম হইতে মুক্তিদান করিতে এবং সর্বপ্রকারে সুতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছি। আমার জীবন আপনার প্রিয় করিবারই জন্য। আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি ইহা অবগত হউন ॥ ৪১

এইভাবে যুদ্ধে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শ পূর্বক উদ্যুক্ত গাণ্ডীবধারী অর্জুন উত্থিত হইলেন। অনন্তর নিজের দ্বারা অর্জুনের পূর্বোক্ত কঠোর বাক্য শ্রবণ করত দুঃখে ব্যাকুলচিত্ত পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শয্যা হইতে উঠিয়া অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪২-৪৩

মূঢ়বুদ্ধিজন! অবশ্যই আমি উত্তম কর্ম করি নাই, যাহার ফলে তোমাদের উপর এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সঙ্কট আসিয়া পড়িয়াছে। আমি কুলান্তকারী নরাধম পাপী, পাপপূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, অতিশয় মূঢ়বুদ্ধি, অলস ও ভীরু; অতএব আজ তুমি আমার এই মস্তক ছেদন কর ॥ ৪৪-৪৫

আমি বৃদ্ধজনের অনাদরকারী কঠোর। আমার কর্কশ বাক্যকে দীর্ঘকাল বহিয়া অনুসরণ করিবার তোমার আবশ্যকতা কি? আমি পাপী, সুতরাং আজ আমি চলিয়া যাইতেছি। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি অবস্থান কর ॥ ৪৬

মহাত্মা ভীমসেন যুবরাজ্যের যোগ্য রাজা হইবে, কাপুরুষ আমার রাজ্যপরিচালনাদি কার্যে কি প্রয়োজন? এখন পুনরায় তোমার এই রোষ সহকারে কথিত কঠোর বাক্য সহ্য করিবার মত শক্তি আমার মধ্যে নাই ॥ ৪৭

বীর! ভীমসেন রাজা হউক। আজ আমি এতাদৃশ অপমানিত হইলাম যে, আমার আর জীবিত থাকিবার কোনও প্রয়োজনই নাই। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সহসা শয্যা

ইত্যেব নির্বন্ধমথো সমীক্ষ্য
তং বাসুদেবঃ প্রণতোঽভ্যুবাচ ॥ ৩৮
রাজন্ বিদিতমেতদ্ বৈ যথা গাণ্ডীবধন্বনঃ।
প্রতীজ্ঞা সত্যসন্ধস্য গাণ্ডীবং প্রতি বিশ্রুতা ॥ ৩৯
ব্রূয়াদ্ য এবং গাণ্ডীবমস্মৈ দেয়মিত্যুত।
বধ্যোঽস্য স মুনির্লোকে যথা চোক্তোঽয়মীদৃশম্ ॥ ৪০
তত্ত্বঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং তাং পার্থেন প্রতিরক্ষতা।
মজ্জন্তমাদ্যবমানোঽয়ং কৃতস্তব মহীপতে ॥ ৪১
তন্নাশমবমানো হি বধ ইত্যভিধীয়তে।
তস্মাৎ ত্বং বৈ মহাবাহো মম পার্থস্য চোভয়োঃ ॥ ৪২
ব্যতিক্রমমিমং রাজন্ সত্যসংরক্ষণং প্রতি।
শরণং ত্বাং মহারাজ প্রপন্নৌ স্ব উভাবপি ॥ ৪৩
ক্ষন্তুমর্হসি নৌ রাজন্ প্রণতস্যাভিযাচতঃ।
রাধেয়স্যাস্য পাপস্য ভূমিঃ পাস্যতি লোহিতম্ ॥ ৪৪
সত্যং তে প্রতিজানামি হতং বিদ্ধি সুতং মম

পরিত্যাগ করত তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া দাঁড়াইলেন এবং বনে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭-৪৮

রাজন্! আপনার ত' এ কথা জানা ছিল যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন গাণ্ডীব-ধনু বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে? তাহার এই প্রতিজ্ঞা সর্বজনবিদিত ॥ ৩৯

যে ব্যক্তি অর্জুনকে বলিবে যে, তুমি তোমার গাণ্ডীব ধনু ত্যাগ করিয়া অপরকে প্রদান কর, সেই ব্যক্তি এ-জগতে তাহার (অর্জুনের) বধ্য হইবে। আপনি আজ অর্জুনকে সেই কথা বলিয়াছেন ॥ ৪০

কৃপাল। অতএব অর্জুন নিজের সেই সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য আমারই আদেশানুসারে আপনার এই অপমান করিয়াছে; কারণ, গুরুজনগণকে অপমান করাই তাঁহাদের বধ বলিয়া কথিত আছে ॥ ৪১

মহাবাহো। রাজন্! সেই হেতু আমার ও অর্জুনের উভয়েরই সত্য রক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত সেই অপরাধকে আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৪২

মহারাজ! আমরা উভয়ে আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম এবং আমি প্রণত হইয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪৩

যশ্চেজ্জহি বধঃ তস্য সতমপ্যস্য জীবিতম্ ॥ ৪৪
ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সম্ভ্রমাদ্ হৃষীকেশমুত্থাপ্য প্রণতং তদা ॥ ৪৫
কৃতাঞ্জলিস্ততো বাক্যমুবাচানন্তরং বচঃ।
এবমেব যথাত্থ ত্বমস্ত্যেষোঽতিক্রমো মম ॥ ৪৬
অনুনীতোঽস্মি গোবিন্দ তারিতস্তাস্মি মাধব।
মোচিতা ব্যসনাদ্ ঘোরাদ্ বয়মদ্য ত্বয়াচ্যুত ॥ ৪৭
ভবদ্ভ্যাং নাবমাসাদ্য দ্বাবাং ব্যসনসাগরাৎ।
ঘোরাদস্য সমুত্তীর্ণাবুভাবজ্ঞানমোহিতৌ ॥ ৪৮
ত্বদ্বুদ্ধিপ্লবমাসাদ্য দুঃখশোকার্ণবাদ্ বয়ম্।
সমুত্তীর্ণাঃ সহামাত্যাঃ সনাথাঃ স্ম ত্বয়াচ্যুত ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরসমাশ্বাসনে
সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

আজ পাণ্ডবেরা পাপী রাধাপুত্র কর্ণের রক্তপান করিবেন আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আপনি জানিবেন রাধাপুত্র আজ যুদ্ধমধ্যে নিহত হইয়াছে। আপনি যাহার বধ কামনা করেন, তাহার জীবন সমাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪৪-৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণত হৃষীকেশকে সবেগে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

গোবিন্দ! আপনি যে কথা বলিলেন, উহাই যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে আমাদ্বারা নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। মাধব! আপনি অনুনয় করিয়া আমার সন্তোষসাধন করিয়াছেন এবং সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হে অচ্যুত! আজ আপনার দ্বারা আমরা ঘোর বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম ॥ ৪৭-৪৮

আজ আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমরা উভয়ে ভরদ্বাজ সঙ্কট-সমুদ্র পার হইয়া যাইলাম। আমরা উভয়েই অজ্ঞানে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আপনার বুদ্ধি-রূপ নৌকার আশ্রয় লাভ করত দুঃখ-শোক-রূপ সমুদ্র হইতে মন্ত্রি-বর্গের সহিত আমরা উত্তীর্ণ হইলাম। হে অচ্যুত! আমরা আপনারই দ্বারা সনাথ (রক্ষকযুক্ত) ॥ ৪৯-৫০

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসপ্রদানবিষয়ক সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনায়োপদেশদানম্, প্রসঙ্গতয়া সহার্জুন-যুধিষ্ঠিরয়োর্মিলনম্, অর্জুনেন কর্ণবধস্য প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরস্যাশীর্ব্বাদশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

ধর্মরাজস্য তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা প্রীতিযুতং বচস্ততঃ।
পার্থং প্রোবাচ ধর্মাত্মা গোবিন্দো বদতাং বরঃ॥ ১

ইতি স্ম কৃষ্ণবচনাৎ প্রত্যুচ্চার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
বভূব বিমনাঃ পার্থঃ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণেব পাণ্ডবম্॥ ২

ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবঃ প্রহসন্নিব পাণ্ডবম্।
কথং নাম ভবেদেতদ্ যদি ত্বং পার্থ ধর্মজ্ঞম্॥ ৩

অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ হত্বা ধর্মে ব্যবস্থিতম্
ভূমিষ্ঠমুক্তবাঞ্ রাজানমেবং কশ্মলমাবিশঃ॥ ৪

হত্বা তু নৃপতিং পার্থ অকরিষ্যঃ কিমুত্তরম্
এবং হি দুর্বিদো ধর্ম্মো মন্দপ্রজ্ঞৈর্বিশেষতঃ॥ ৫

স ভবান্ ধর্মভীরুত্বাদ্ দ্রবমেতদুপাগতঃ।
নরকং ঘোররূপঞ্চ ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বৈ বধাৎ॥ ৬

স ত্বং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং রাজানং ধর্মসংহিতম্।
প্রসাদয় কুরুশ্রেষ্ঠমেতদত্র মতং মম॥ ৭

প্রসাদ্য ভক্ত্যা রাজানং প্রীতে চৈব যুধিষ্ঠিরে।
প্রযাবস্তরিতো যোদ্ধুং সূতপুত্ররথং প্রতি॥ ৮

হত্বা তু সমরে কর্ণং বসূনাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিপুলাং প্রীতিমাবৎস্ব ধর্মপুত্রস্য মানদ॥ ৯

এতদত্র মহাবাহো প্রাপ্তকালং মতং মম।
এবং কৃতে কৃতং চৈব তব কার্য্যং ভবিষ্যতি॥ ১০

ততোঽর্জুনো মহারাজ লজ্জয়া বৈ সমন্বিতঃ।
ধর্মরাজস্য চরণৌ প্রণম্য শিরসা নতঃ॥ ১১

উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠং প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ।
ক্ষময় রাজন্ যৎ প্রোক্তং ধর্মকামেন ভীরুণা॥ ১২

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে উপদেশ দান, প্রসঙ্গক্রমে সহিত অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মিলন, অর্জুন-কর্তৃক কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা এবং যুধিষ্ঠিরের আশীর্ব্বাদ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে এই প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত বসুদেবের আনন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দ অর্জুনকে বলিলেন। ১

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে যুধিষ্ঠিরকে যে তিরস্কারপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি মনে মনে অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; যেন তিনি তখন ঘোর পাপকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। ২

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! তুমি ত' দেখিতেছি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কেবল 'তুমি' এই কথা বলিয়াই এতাদৃশ শোকমগ্ন হইয়া পড়িয়াছ। আর যদি ধর্ম্মে অবস্থিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তীক্ষ্ণধার তরবারির দ্বারা বধ করিতে, তাহা হইলে তোমার অবস্থা কি হইত? ৩-৪

কুন্তীনন্দন! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার পর কি করিতে? এইপ্রকার ধর্ম্মের স্বরূপ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বদা দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ যাহারা মন্দমতি, তাহাদিগকে ত' ধর্ম্মের সূক্ষ্ম স্বরূপ বুঝানের অতিশয় কঠিন। ৫

অতএব তুমি ধর্ম্মভীরু বলিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বধ করত নিশ্চয়ই ঘোর নরকস্বরূপ মহান্ধকারে (দুঃখে) নিমজ্জিত হইতে। ৬

সেইজন্য এবিষয়ে আমার এই অভিমত হইল যে, তুমি ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর। ৭

ভক্তিভাবে রাজাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর; কারণ, যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হইলে পরই আমরা অভিক্রুদ্ধ সূতপুত্র কর্ণের রথের দিকে আক্রমণের জন্য যাইতে পারিব। ৮

মানদ! আজ তুমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্য প্রভূত উল্লাসে পূর্ণ করিয়া দাও। ৯

মহাবাহো! আমার ত' এই সময় ইহাই করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে পর তোমার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করা হইয়া যাইবে। ১০

মহারাজ! তখন অর্জুন লজ্জিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণদ্বয় ধারণ করত মস্তকের দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক সেই ভরতশ্রেষ্ঠ নরপতিকে বারংবার বলিলেন,—রাজন্! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্মপালনের ইচ্ছায় ভীত হইয়া যে সব অনুচিত বাক্য বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। ১১-১২

দৃষ্ট্বা তু পতিতং পৃথ্ব্যাং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনঞ্জয়মমিত্রঘ্নং রুদন্তং ভরতর্ষভ ॥ ১৩
উত্থায় ভ্রাতরং রাজা ধর্মরাজো ধনঞ্জয়ম্।
সমাশ্লিষ্য চ সস্নেহং প্ররুরোদ মহীপতিঃ ॥ ১৪
রুদিত্বা সুচিরং কালং ভ্রাতরৌ সুমহাত্মানৌ।
কৃতশৌচৌ মহারাজ প্রীতিমন্তৌ বভূবতুঃ ॥ ১৫
তত আশ্লিষ্য তং প্রেম্না মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পাণ্ডবঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো বিস্ময়ংস্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬
অব্রবীৎ তং মহেষ্বাসং ধর্মরাজো ধনঞ্জয়ম্।
কর্ণেন মে মহাবাহো সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ১৭
কবচঞ্চ ধনুশ্চৈব বহুঃ শক্তির্হয়াঃ শরাঃ।
শরৈঃ কৃত্তা মহেষ্বাস যত্তমাসস্য সংযুগে ॥ ১৮
সোঽহং ভ্রাতা রণে তস্য কর্ম দৃষ্ট্বা চ ফাল্গুন।
ব্যবসীদামি দুঃখেন ন চ মে জীবিতং প্রিয়ম্ ॥ ১৯
ন চেদদ্য হি তং বীরং নিহনিষ্যসি সংযুগে
প্রাণানেব পরিত্যক্ষ্যে জীবিতার্থো হি কো মম ॥২০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বিজয়ো ভরতর্ষভ।
সত্যেন তে শপে রাজন্ প্রসাদেন তথৈব চ।
ভীমেন চ নরশ্রেষ্ঠ যমাভ্যাঞ্চ মহীপতে ॥ ২১
যথাদ্য সমরে কর্ণং হনিষ্যামি হতোঽপি বা।
মহীতলে পতিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥ ২২
এবমাভাষ্য রাজানমব্রবীদ্বাসবাত্মজঃ।
অদ্য কর্ণং রণে কৃষ্ণ সূতপুত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
তব বুদ্ধ্যা হি তন্ত্রং যে বর্ততে দুরাত্মনঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীৎ পার্থং কেশবো রাজসত্তম ॥ ২৪
শক্তোঽসি ভরতশ্রেষ্ঠ হন্তুং কর্ণং মহাবলম্।
এষ চাপি হি মে কামো নিত্যমেব মহারথ ॥ ২৫
কথং ভবান্ রণে কর্ণং নিহন্তাস্মীতি সত্তম।
কৃষ্ণশ্চোবাচ মতিমান্ মাধবো ধর্মনন্দনম্ ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরেমং বীভৎসুঃ যং সান্ত্বয়িতুমর্হসি।
অনুজ্ঞাতুঞ্চ কর্ণস্য বধায়াদ্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সহোদর ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে নিজের চরণতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে উত্তোলিত করত আলিঙ্গন করিলেন। তারপর তিনিও যুধিষ্ঠিরকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

মহারাজ! এই দুই ভ্রাতা সেই সময় দীর্ঘকাল পর্যন্ত কেবল ক্রন্দন করিতেই থাকিলেন। ইহাতে উভয়েরই মনের মলিনতা পরিমুক্ত হইল এবং দুই ভ্রাতাই প্রেমে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৫

তদনন্তর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বারংবার হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয়কে অতিশয় প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করত মস্তক আঘ্রাণপূর্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬½

মহাধনুর্ধর! মহাবাহো! আমি দুঃখেই ব্যাপৃত ছিলাম; কিন্তু কর্ণ সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাতেই নিজের বাণসমূহের দ্বারা আমার কবচ, ধনু, বহু, শক্তি, অশ্ব ও বাণসকলকে শত শত করিয়া দিলেন ॥ ১৭-১৮

ফাল্গুন! রণাঙ্গনে তাঁহার এই কর্মকে দেখিয়া ও জানিয়া আমি দুঃখে পীড়িত হইতেছি। আমার নিজের জীবনেই বা কি প্রয়োজন আছে? ১৯

যদি আজ যুদ্ধস্থলে তুমি বীর কর্ণকে বধ করিতে পার, তবে আমি নিজের প্রাণকেই পরিত্যাগ করিব। আমার জীবনেরই আর কি আবশ্যকতা আছে? ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার এই কথা বলিলে পর অর্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! মহীপাল! আমি আপনাকে সত্যের, আপনার কৃপাপূর্ণ প্রসন্নতার এবং ভীমসেন, যমজ ও মহাদেবের শপথ করিয়া সত্যের দ্বারাই যথার্থ করত বলিতেছি যে, আজ আমি সমরে হয় কর্ণকে বধ করিব অথবা স্বয়ংই নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইব ॥ ২১-২২

রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আজ আমি রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩

আপনার কল্যাণ হউক। আপনার বুদ্ধিতেই সেই দুরাত্মা কর্ণের বধ হইবে। নৃপশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাবল কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ। সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী বীর! আমার মনে সর্বদা এই অভিলাষই বিদ্যমান আছে যে, তুমি কোনোমতে কর্ণকে কি-ভাবে বধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৫½

পুনরায় বুদ্ধিমান্ ভগবান্ মাধব ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—মহারাজ! আপনি অর্জুনকে সান্ত্বনা এবং দুরাত্মা কর্ণকে বধ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করুন ॥ ২৬-২৭

শ্রুত্বা ছদ্মময়ং চৈব দ্বাঃ কর্ণশরপীড়িতম্।
প্রবৃত্তিং জ্ঞাতুমায়াতাবিহাবাং পাণ্ডুনন্দন। ১৮
দিষ্ট্যাসি রাজন্ ন হতো দিষ্ট্যা ন গ্রহণং গতঃ।
পরিত্রাহ্যর বীভৎসুং জয়মাশাধি চানঘ। ১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এহেহি পার্থ বীভৎসো মাং পরিষ্বজ পাণ্ডব।
বক্তব্যমুক্তোঽসি ত্বিতং ত্বয়া ক্ষান্তক ত্বয়য়া। ৩০
অহং ত্বামনুজানামি জহি কর্ণং ধনঞ্জয়।
মন্যুশ্চ মা কৃথাঃ পার্থ ত্বয়োক্তোঽসি দারুণম্। ৩১

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ শিরসা প্রণতস্তদা।
পাদৌ জগ্রাহ পাণিভ্যাং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য মারিষ। ৩২
তমুত্থাপ্য ততো রাজা পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় চৈবৈনমিদং পুনরুবাচ হ।
ধনঞ্জয় মহাবাহো মানিতোঽসি দৃঢ়ং ত্বয়া।
মাহাত্ম্যং বিজয়ং চৈব ভূয়ঃ প্রাপ্নুহি শাশ্বতম্। ৩৪

অর্জুন উবাচ।

অদ্য তং পাপকর্মাণং সানুবন্ধং রণে শরৈঃ।
নয়াম্যস্তং সমাসাদ্য রাধেয়ং বলগর্বিতম্। ৩৫
যেন ত্বং পীড়িতো বাণৈর্দূষয়িত্বা কার্মুকম্।
তস্যাদ্য কর্মণঃ কর্ণঃ ফলমাপ্নোতি দারুণম্। ৩৬
অদ্য ত্বামনুপশ্যামি কর্ণং হত্বা মহীপতে।
সত্যজেরিতুমাক্রন্দাদিতি সত্যং ব্রবীমি তে। ৩৭
নাহত্বা বিনিবর্তিষ্যে কর্ণমদ্য রণাজিরাৎ।
ইতি সত্যেন তে পাদৌ স্পৃশামি জগতীপতে। ৩৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং সুমনাঃ কিরীটিনং
যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ বচো বৃকোদরম্।
যশোঽক্ষয়ং জীবিতমীপ্সিতং তে
জয়ং সদা বীর্যমরিক্ষয়ং তথা। ৩৯

পাণ্ডুনন্দন রাজন্! আপনি কর্ণের রাজসূয়ে অভিনয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা শুনিয়া আমি ও অর্জুন আমরা উভয়ে আপনার সংবাদ আনিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। ২৮

নিষ্পাপ নরেন্দ্র! সৌভাগ্যের কথা এই যে, আপনি কর্ণ কর্তৃক নিহত এবং গৃহীতও হন নাই। এখন আপনি অর্জুনকে সান্ত্বনাদান করুন ও আনন্দের জন্য ইহাকে আশীর্বাদ প্রদান করুন। ২৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বৃকোদর! বীভৎসো! এস, এস। পাণ্ডুকুমার! আমাকে আলিঙ্গন কর। তুমি যা আমার প্রতি যোগ্য ও হিতকর বাক্যই বলিয়াছ এবং তাহার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমাও করিয়াছি। ৩০

ধনঞ্জয়! আমি তোমাকে আজ্ঞাদান করিতেছি, তুমি কর্ণকে বধ কর। পার্থ! আমি যে তোমাকে কঠোর বাক্য বলিয়াছি, তাহার জন্য তুমি ক্রোধ করিও না। ৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় নরেন্দ্র! তখন ধনঞ্জয় মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং দুই হাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের চরণযুগল ধারণ করিলেন। ৩২

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অভিনয় ব্যথিত অর্জুনকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করত পুনরায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৩৩

মহাবাহু ধনঞ্জয়! তুমি আমার অভিনয় সম্মান করিয়াছ, অতএব তোমার মহিমা বর্ধিত হউক এবং পুনরায় তুমি সনাতন বিজয় লাভ কর। ৩৪

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! আজ আমি নিজের বলে গর্বিত সেই পাপাচারী রাধাপুত্র কর্ণকে রণাঙ্গনে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অনুগামিগণের সহিত মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিব। ৩৫

রাজন্! যে নিজের বল দৃঢ়তার সহিত আকর্ণ পূর্ণক বাণসমূহের দ্বারা আপনাকে পীড়িত করিয়াছে, সেই কর্ণ আজ তাহার পাপ-কর্মের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ফল লাভ করিবে। ৩৬

ক্ষত্রিয়! আজ আমি কর্ণকে বধ করিয়াই আপনাকে দর্শন করিব এবং যুদ্ধস্থল হইতে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্যই আসিব। ইহা আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি। ৩৭

ক্ষত্রিয়! আজ আমি কর্ণকে বিনাশ না করিয়া রণাঙ্গন হইতে প্রত্যাবর্তন করিব না। এই সত্য করিয়া আমি আপনার চরণ-যুগল স্পর্শ করিতেছি। ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই রূপ বাক্যবাদী কিরীটধারী অর্জুনকে যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্ত হইয়া এই মধুর পূর্ণ কথা বলিলেন—বীর! তোমার অক্ষয় যশ, পূর্ণ আয়ু, মনোবাঞ্ছিত কামনা, বিজয় এবং শত্রুনাশক পরাক্রম—এই সমস্ত সদা প্রাপ্তি হউক। ৩৯

প্রযাহি বৃষ্ণিক বিশস্ব দেবতা
যথাঽহমিচ্ছামি তবাস্তু তৎ তথা।
প্রযাহি শীঘ্রং জহি কর্ণমাহবে
পুরন্দরো বৃত্রমিবাস্তরক্ষয়ে ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি অর্জুনপ্রতিজ্ঞাদ্বারোপক-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

যাও, দেবগণ তোমাকে অনুধাবন করুন। আমি তোমার জন্য যাহা কিছু কামনা করিতেছি, সেই সমস্তই তুমি লাভ কর। হৃষ্টমনে প্রস্থান কর এবং শীঘ্র কর্ণকে সেই ভাবে বধ কর, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র নিজেরই ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ রণযাত্রা, মার্গমধ্যে শুভ-নিমিত্তানাং দর্শনম্, শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনোৎসাহদানঞ্চ)

সঞ্জয় উবাচ।

প্রসাদ্য ধর্মরাজানং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা
পার্থঃ প্রোবাচ গোবিন্দং সূতপুত্রবধোদ্যতঃ ॥ ১

কল্প্যতাং মে রথো ক্ষিপ্রং যুক্তশ্চাস্ত্র ত্বরোত্তমাঃ।
আয়ুধানি চ সর্বাণি সজ্জ্যন্তাং মে মহারথে ॥ ২

উপাবর্তন্তাং তুরগাঃ শিক্ষিতাশ্চাপসারিভিঃ।
রথোপকরণৈঃ সজ্জা উপাযান্তু ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৩

প্রযাহি শীঘ্রং গোবিন্দ সূতপুত্রজিঘাংসয়া।
এবমুক্তো মহারাজ ফাল্গুনেন মহাত্মনা ॥ ৪

উবাচ দারুকং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ সর্বং যথাবিধি
অর্জুনো ভরতশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৫

আজ্ঞপ্তশ্চৈব কৃষ্ণেন দারুকো রাজসত্তম
যোজয়ামাস স রথং বৈয়াঘ্রং শত্রুতাপনম্ ॥ ৬

সজ্জং নিবেদয়ামাস পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
যুক্তং তু তং রথং দৃষ্ট্বা দারুকেণ মহাত্মনা ॥ ৭

আপৃচ্ছ্য ধর্মরাজানং ব্রাহ্মণাংশ্চ স্বস্তি বাচ্য চ।
সুমঙ্গলস্বস্ত্যয়নমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥ ৮

তস্য রাজা মহাপ্রাজ্ঞো ধর্মবাহো যুধিষ্ঠিরঃ।
আশিষোঽযুঙ্ক্ত স তদা প্রাপ্তো বিজয়মুত্তমম্ ॥ ৯

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রণযাত্রা, পথিমধ্যে শুভ নিমিত্তসকল দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া অর্জুন সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রসন্নচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১

গোবিন্দ! আমার রথ সজ্জিত করুন। তাহাতে পুনরায় উত্তম অশ্বগণকে যোজনা করুন এবং আমার এই বিশাল রথে সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করিয়া রাখুন। অশ্বারোহী-দিগের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রত্যাসন্ন অশ্বগণ রথসম্বন্ধীয় উপকরণসমূহে সুসজ্জিত হইয়া অতি সত্বর এখানে আনীত হউক ও আপনি সূতপুত্র কর্ণের বধের জন্য ত্বরিত এস্থান হইতে গমন করুন ॥ ২-৩½

মহারাজ! মহাত্মা অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন,—সারথে! সমস্ত ধনুর্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতকুলপ্রধান অর্জুন যাহা যাহা বলিল, তুমি তদনুসারে সব কিছুই প্রস্তুত করিয়া রাখ ॥ ৪-৫

নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ দান করিলে পর দারুক ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত এবং শত্রুতাপন রথকে যোজিত করিলেন। তারপর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেন—আপনার রথকে প্রয়োজনসামগ্রীতে সুসজ্জিত করা হইয়াছে ॥ ৬½

মহাত্মা দারুক কর্তৃক যোজিত সেই রথকে দেখিয়া অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা গ্রহণ করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া কল্যাণের আশ্রয়স্বরূপ সেই পরম মঙ্গলময় উত্তম রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৭-৮

সেই পরম জ্ঞানী ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর তিনি কর্ণের রথের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৯

তমায়ান্তং মহেষ্বাসং দৃষ্ট্বা ভূতানি ভারত।
নিহন্তং ধেনিরে কর্ণং পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১০

বসুধা বিমলা: সর্বা দিশো রাজন্ সমন্ততঃ।
চাষাশ্চ শতপত্রাশ্চ ক্রৌঞ্চাশ্চৈব জনেশ্বর ॥ ১১

প্রদক্ষিণমবর্তন্ত তদা বৈ পাণ্ডুনন্দনম্।
বহবঃ পক্ষিণো রাজন্ পুরাণাঃ শুভাঃ শিবাঃ ॥ ১২

ঘোররূপাশ্চার্জুনং যুদ্ধে শংসন্তীব ববাশিরে।
কঙ্কা গৃধ্রা বকাঃ শ্যেনা বায়সাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ১৩

অগ্রতস্তস্য গচ্ছন্তি মাংসলেভোদ্ভবানকাঃ
নিমিত্তানি চ বস্ত্রাণি পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪

বিনাশমরি-সৈন্যানাং কর্ণস্য চ বধং প্রতি
প্রয়াস্তস্যাথ পার্থস্য মহান্ ঘোরো ব্যজায়ত ॥ ১৫

চিন্তা চ বিপুলা জজ্ঞে তথং চেদং ভবিষ্যতি।
ততো গাণ্ডীবধন্বানমব্রবীদ্বৃষ্ণিসূদনঃ ॥ ১৬

দৃষ্ট্বা পার্থং তথা যান্তং চিন্তাপরিগতং তদা।

বাসুদেব উবাচ।

গাণ্ডীবধন্বন্ সংগ্রামে যে ত্বয়া বসুধা জিতাঃ ॥ ১৭
ন তেষাং মানুষো জেতা ত্বমন্য ইহ বিদ্যতে।
দৃষ্টা হি বহবঃ শূরাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ১৮
ত্বাং প্রাপ্য সমরে শূরং তে গতাঃ পরমাং গতিম্।
কো হি দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ তথৈবাস্ত্রবিদাং বরম্ ॥ ১৯
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্।
ক্ষেমধূর্তং মহাবীর্যমচ্যুতায়ুষমেব চ।
প্রত্যুদ্গমা ভবেৎ ক্ষেমী যো ন স্যাৎ ত্বমিব প্রভো ॥ ২০
তব হস্ত্রাণি দিব্যানি লাঘবং বলমেব চ।
অসম্মোহশ্চ যুদ্ধেষু বিজ্ঞানঞ্চ চ সন্ততিঃ ॥ ২১
বেদঃ পাতঞ্চ লক্ষ্যেষু যোগশ্চৈব তথার্জুন।
ভবান্ দেবান্ সগন্ধর্বান্ সহাসুরনরাচরান্ ॥ ২২
পৃথিব্যাং তু রণে পার্থ ন যোদ্ধা বিদ্যতে পুমান্।
যমুদ্দিশ্য হি যে কেচিৎ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২৩

ভারত! মহাবলশালী অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের এই বিশ্বাস উপস্থিত হইল যে, এবার কর্ণ মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের দ্বারা নিহত হইবেন ॥ ১০

রাজন্! সমস্ত দিক্‌সমূহ নির্মল হইয়া উঠিল। অনেকগুলি নীলকণ্ঠ, সারস ও ক্রৌঞ্চ পক্ষীরা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে লাগিল ॥ ১১

রাজন্! শুভকারক ও মঙ্গলসূচক বহুসংখ্যক পুরাতন-পক্ষী অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য যেন উৎসাহিত করিতে করিতে হর্ষের সহিত কূজন করিতে থাকিল ॥ ১২

প্রভানাথ! কঙ্ক, গৃধ্র, বক, রাজশ্যেন এবং কাক প্রভৃতি ভয়ানক পক্ষিগণ মাংসের জন্য তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল ॥ ১৩

এইরূপ বহুসংখ্যক শুভ নিমিত্তসকল পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের শত্রুগণের বিনাশ এবং কর্ণের বধ সূচনা করিতেছিল ॥ ১৪

যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলে পর কৃষ্ণীনন্দন অর্জুনের নেত্র তীব্রবেগে বর্ম উদ্ভিত হইতে লাগিল এবং তিনি মনে মনে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে এই সব সম্পন্ন হইবে? ১৫

রথে উপবেশন করত চলিবার সময় গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—গাণ্ডীবধারী অর্জুন! তুমি যাঁহা যাঁহা বলের দ্বারা যে যে বীরগণের উপর আক্রমণ করিয়াছিলে, তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ তুমি ব্যতীত আর অন্য কেহই ছিল না ॥ ১৭

আমি দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক সৌম্যস্বভাব বীরগণ সমরাঙ্গনে তোমার ন্যায় বীর যোদ্ধার নিকট আসিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৮

প্রভো! আর্য্য! তোমার ন্যায় বীর না হইলে পর কোন্ যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মহাপরাক্রমশালী ক্ষেমধূর্ত, এবং অচ্যুতায়ুর সম্মুখীন হইয়া কুশলের সহিত অবস্থান করিতে পারে? ১৯-২০

তোমার নিকট দিব্য অস্ত্রসকল, তোমার লঘুহস্তপুণ্য, বল, যুদ্ধের সময় বিভ্রান্ত না হওয়া, অস্ত্রসকলের বিস্তৃত জ্ঞান এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে ও ছুঁড়িতে তুমি সর্বতোভাবে পটু। অর্জুন! যুদ্ধের সময় লক্ষ্য-ভেদে তোমার চিত্তের একাগ্রতা বিদ্যমান থাকে। গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাকুল ও চরাচর প্রাণিসমূহকে তুমি একলক্ষেই সংহার করিতে পার ॥ ২১-২২

কৃষ্ণীনন্দন! এই ভূতলে অন্য কোন ব্যক্তিই তোমার ন্যায় যোদ্ধা নহে। এই ভূতল হইতে দেবলোক পর্যন্ত যতধারী যে সমস্ত বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় আছে, তাহাদের মধ্যে

অ্য দেবাং ত্বৎসমং তেষ্বং ন পশ্যামি শৃণোমি চ
ব্রহ্মণা চ প্রজাঃ সৃষ্টা পাণ্ডবেয় মহদ্ ধনুঃ। ২৪
যেন ত্বং যুধ্যসে পার্থ তস্মাদ্রাজ্ঞি ত্বয়া সমঃ।
অবজ্ঞা তু ময়া কার্য্যঃ বং পথ্যঃ তব পাণ্ডব। ২৫
মাবমংস্থা মহাবাহো কর্ণমাহবশোভিনম্।
কর্ণো হি বলবান্ দৃপ্তঃ কৃতাস্ত্রশ্চ মহারথঃ। ২৬
কৃতী চ চিত্রযোধী চ দেশে কালস্য কোবিদঃ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাচ্ছৃণু পাণ্ডব। ২৭
বৎসমং বস্তুমাস্থায় ত্বয়া বধ্যো মহাহবে।
তেজসা বহ্নিসদৃশো বায়ুবেগসমো জবে।
অন্তকপ্রতিমঃ ক্রোধে সিংহসংহননো বলী। ২৯
অষ্টরত্নির্মহাবাহুর্ঢোরস্কঃ সুমহাবয়ঃ।
অভিমানী চ শূরশ্চ প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ। ৩০

কাহাকেও ত' আমি তোমার ন্যায় বীর দেখি না এবং শ্রবণও করি নাই। ২৩½

পার্থ! ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই এই বিশাল পাশুপত ধনুকেও নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তুমি যুদ্ধ করিতেছ। অতএব তোমার সমান কোন যোদ্ধাই নাই। ২৪½

পাণ্ডুনন্দন! তথাপি তোমার পক্ষে যাহা হিতকর হইবে, এরূপ পরামর্শ তোমাকে দেওয়া আবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি। মহাবাহো! সংগ্রামে সুশোভিত কর্ণকে তুমি অবহেলা করিও না। ২৫½

কারণ, কর্ণ বলবান্, অভিমানী, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মহারথী, যুদ্ধকুশল, বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং দেশ ও কাল সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ২৬½

পাণ্ডুনন্দন! এ বিষয়ে অধিক বলিয়া আর কি লাভ হইবে, সংক্ষেপেই তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। আমি মহারথী কর্ণকে তোমার সমান অথবা তোমা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া মনে করি। অতএব এই মহাসমরে বিশেষ যত্ন সহকারে তুমি তাহাকে বধ করিবে। ২৭-২৮

কর্ণ তেজে অগ্নিসদৃশ, বেগে বায়ুতুল্য, ক্রোধে যমরাজসম, সিংহতুল্যদেহের সুদৃঢ় গঠনপ্রণালী যুক্ত ও বলবান্। ২৯

তাহার শরীরে উচ্চতা আট রত্নি (একশত আটটি সর্ষপোপরি সর্ষপ) তাহার বক্ষঃস্থল বিশাল। তাহাকে জয় করা অতিশয় কঠিন সে অভিমানী, সৌম্যকান্তি, প্রধান বীর ও প্রিয়দর্শন। ৩০

তাহার মধ্যে দেখার সমস্ত গুণ বর্ত্তমান আছে বীর মিত্রগণের অভয়দাতা, দুর্য্যোধনের হিতে নিরত এবং পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদা দ্বেষ করিয়া থাকে। ৩১

আমার ত' এই অভিমত যে, রাধাপুত্র কর্ণ তুমি ব্যতীত ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণের পক্ষেও অবধ্য, অতএব তুমি আজ সূতপুত্র কর্ণকে বধ কর। ৩২

সম্পূর্ণ দেবমণ্ডলীও যদি বজ্রহস্তে শরীর ধারণ করত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সমরাঙ্গনের জন্য যত্ন করিতে করিতে রণাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হন, তথাপি তাঁহাদের পক্ষেও রথ সহ কর্ণকে বধ করা অসম্ভব। ৩৩

অতএব আজ তুমি দুরাত্মা, পাপাচারী, ক্রূর, পাণ্ডবগণের প্রতি সদা দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত এবং কোন বাধের প্রত্যাশা না করিয়াই পাণ্ডবদের সহিত বিরোধিতা করিতে আসক্ত কর্ণকে বধ করত সকল মনোরথ হও। ৩৪

রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ নিজেকে কালের বশীভূত বলিয়া মনে করে না। তুমি তাহাকে আজই কালের অধীন করিয়া যাও। রথিসকলের মধ্যে প্রধান সূতপুত্র কর্ণকে সংহার করিয়া তুমি দশরাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষান্ত হও। ৩৫

জানামি তে পার্থ বীর্যং যথাবদ্
দুরাত্মবীরস্য সুরাসুরৈশ্চ।
সদাবজানাতি হি পাণ্ডুপুত্রা-
নসৌ দর্পাৎ সূতপুত্রো দুরাত্মা ॥ ৩৬
আত্মানং মন্যতে বীরং যেন পাপঃ সুযোধনঃ।
তমস্য মূলং পাপানাং অদ্যহি সৌতিং ধনঞ্জয় ॥ ৩৭
ষড়শ্বজিহ্বং ধনুরস্যাং শরদংষ্ট্রং ভয়াবিনম্।
গৃধ্রং পুরুষশার্দূলং অদ্যহি কর্ণং ধনঞ্জয় ॥ ৩৮

অহং ত্বামনুজানামি বীর্যেণ চ বলেন চ।
অদ্যহি কর্ণং রণে শূর মাতঙ্গমিব কেশরী ॥ ৩৯
তস্য বীর্যেণ বীর্যং তে ধার্তরাষ্ট্রোঽবমন্যতে।
তমস্য পার্থ সংগ্রামে কর্ণং বৈকর্তনং অদ্যহি ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

পার্থ! আমি তোমার সেই বল পরাক্রমকে ভালভাবেই জানি, যাহাকে নিবারণ করা দেবতা ও অসুরগণের পক্ষেও কঠিন। দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ দর্পে আসিয়া সর্বদা পাণ্ডবদিগকে অপমান করিয়া থাকে। ৩৬

ধনঞ্জয়! যাহার দ্বারা পাপী দুর্যোধন নিজেকে বীর বলিয়া মনে করে, সেই সূতপুত্র কর্ণই সমস্ত পাপের মূল, সুতরাং আজ তুমি তাহাকে বিনাশ কর। ৩৭

অর্জুন! কর্ণ পুরুষশার্দূলদের সিংহতুল্য, তাহারই হইল ষড়শ্ব (অশ্ব), ষড় তাহার জিহ্বা, ধনু তাহার দণ্ড, বাণ তাহার দন্ত; সে অত্যন্ত বেগশালী ও অভিমানী। তুমি তাহাকে বধ কর ॥ ৩৮

যেরূপ সিংহ মদমত্ত হস্তীকে বধ করে, সেইরূপ তুমিও নিজের বল-পরাক্রমে রণাঙ্গনে বীরবর কর্ণকে বিনাশ কর। ইহার জন্য আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি ॥ ৩৯

পার্থ! যাহার বলে দুর্যোধন তোমার বল পরাক্রমকে অবহেলা করিয়া থাকে, সেই সূতপুত্র কর্ণকে আজ তুমি যুদ্ধে সংহার কর ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্রশ্লোকী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কৃষ্ণার্জুনসংবাদবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ভীষ্ম-দ্রোণাচার্যয়োঃ পরাক্রমং বর্ণয়তা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনবলং প্রশস্য কর্ণ-দুর্যোধনয়োরন্যায়মুল্লিখ্য কর্ণং হন্তুং পার্থায়োত্তেজনাপ্রদানম্।)

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ পুনরমেয়াত্মা কেশবোঽর্জুনমব্রবীৎ।
কৃতসঙ্কল্পমায়ান্তং বধে কর্ণস্য ভারত ॥ ১
অদ্য সপ্তদশাহানি বর্তমানস্য ভারত।
বিনাশস্তাতিঘোরস্তু নর-বারণ-বাজিনাম্ ॥ ২

কৃত্বা হি বিপুলা সেনা তাবকানাং পরৈঃ সহ।
অন্যোন্যং সমরং প্রাপ্য কিঞ্চিচ্ছেষা বিনাম্পতে ॥ ৩
কৃত্বা বৈ কৌরবাঃ পার্থ প্রভূতগজ-বাজিনঃ।
যাং বৈ শক্রং সমাসাদ্য বিনষ্টা রণমূর্ধনি ॥ ৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের পরাক্রম বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের বলের প্রশংসা পূর্বক কর্ণ এবং দুর্যোধনের অন্যায়ের কথা উল্লেখ করত কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে উত্তেজনাপ্রদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! তখনকার কর্ণকে বধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া গমনকারী অর্জুনকে অমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন ॥ ১

ভারত! অদ্য, হস্তী ও অশ্বগণের এই যে ভয়ঙ্কর বিনাশ সাধন হইতেছে, আজ তাহার সপ্তদশ দিন হইতে চলিল ॥ ২

প্রভানাথ! পক্ষগণের সহিত তোমাদের নিকটেও বিশাল সৈন্যবাহিনী উপস্থিত ছিল; কিন্তু পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর অল্পই অবশিষ্ট আছে ॥ ৩

পার্থ! কৌরব-পক্ষের যোদ্ধারা বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু তোমার ন্যায় বীর শত্রুকে সম্মুখে পাইয়া রণাগ্রভাগে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৪

এতে তে পৃথিবীপালাঃ সুরয়াশ্চ সমাগতাঃ।
যাং সমাসাদ্য দুর্ধর্ষং পাণ্ডবাশ্চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫
পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবৈর্মৎস্যৈঃ কারূষৈশ্চেদিভিঃ সহ।
যয়া গুপ্তৈরমিত্রঘ্নৈঃ কৃতঃ শত্রুগণক্ষয়ঃ ॥ ৬
কো হি শক্তো রণে জেতুং কৌরবাণামৃতে সংযুগে।
অন্যত্র পাণ্ডবান্ যুদ্ধে ত্বয়া গুপ্তান্ মহারথান্ ॥ ৭
শক্তত্বং হি রণে জেতুং সসুরাসুর-মানুষান্।
ত্রীল্লোকান্ সমরে যুক্তান্ কিং পুনঃ কৌরবং বলম্ ॥ ৮
ভগদত্তঞ্চ রাজানং কোবিদঃ শক্রতুল্যয়া বিনা।
জেতুং পুরুষশার্দূল যোঽপি স্যাদ্ বাসবোপমঃ ॥ ৯
তথেমাং বিপুলাং সেনাং গুপ্তাং পার্থ ত্বয়ানঘ
ন শেকুঃ পার্থিবাঃ সর্বে চক্ষুর্ভিরপি বীক্ষিতুম্ ॥ ১০
তথৈব সততং পার্থ রক্ষিতাভ্যাং ত্বয়া রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিভ্যাং ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ ॥ ১১

কো হি শক্তো রণে পার্থ ভারতানাং মহারথৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ যুধা জেতুং শক্রতুল্যপরাক্রমৌ ॥ ১২
কো হি শান্তনবং ভীষ্মং দ্রোণং বৈকর্তনং কৃপম্।
দ্রৌণিঞ্চ সৌমদত্তিঞ্চ কৃতবর্মাণমেব চ ॥ ১৩
সৈন্ধবং মদ্ররাজানং রাজানঞ্চ সুযোধনম্।
বীরান্ কৃতাস্ত্রান্ সমরে সর্বানেবাজিবর্তিনঃ ॥ ১৪
অক্ষৌহিণীপতীন্যুক্তান্ সংহতান্ যুদ্ধদুর্মদান্।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র জেতুং শক্তঃ পুমানিহ ॥ ১৫
শ্বেতাশ্চ বহবঃ কৌণাঃ প্রবীর্যাশ্ব-রথ-দ্বিপাঃ।
নানাজনপদাশ্চোগ্রাঃ ক্ষত্রিয়াণামমর্ষিণাম্ ॥ ১৬
সৌবাল-দাসমীয়ানাং বসাতীনাঞ্চ ভারত।
প্রাচ্যানাং বাটধানানাং তোজানাং চাভিমানিনাম্ ॥ ১৭
ঊর্দীর্ণাশ্বগজা সেনা সর্বক্ষত্রস্য ভারত।
যাং সমাসাদ্য নিধনং গতা ভীষ্মঞ্চ ভারত ॥ ১৮

তুমি শত্রুগণের পক্ষে দুর্জয়, তোমারই আশ্রয়ে থাকিয়া এই তোমার পক্ষের কৃপাভিলাষী, সুরক্ষিত ও পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে যথাযথরূপে সন্নিবেশিত আছে। ৫

তোমার দ্বারা সুরক্ষিত এই পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য, কারূষ ও চেদিদেশীয় শত্রুনাশক বীরগণ শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ৬

তাত! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডব মহারথীরা ব্যতীত অন্য কোন্ নরপতি যুদ্ধে কৌরব-সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে পারে? ৭

তুমি ত' যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলে সমবেত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত ত্রিলোকেই রণাঙ্গনে জয় করিতে সমর্থ; সুতরাং এ স্থলে কৌরব-সৈন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্যতীত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কোন ব্যক্তি যুদ্ধে বীর রাজা ভগদত্তকে জয় করিতে সমর্থ হইত? ৯

নিষ্পাপ কুন্তীনন্দন! তুমি যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ, সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে সমস্ত ভূপতিগণও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হন্ না। ১০

পার্থ! এইরূপে রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা সর্বদা সুরক্ষিত থাকিয়াই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্মকে নিহত করিয়া কৃপাভিত করিয়াছে। ১১

কুন্তীনন্দন! ভরতবংশীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যে মহারথী বীর ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধ করিবার সময় কোন্ যোদ্ধা বধ করিতে পারিত? ১২

নরশ্রেষ্ঠ! অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি, বীর, অস্ত্রজ্ঞ, উত্তম পরাক্রমশালী, সংগঠিত, রণোদ্যত এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, সূর্যপুত্র কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্যোধনের ন্যায় মহারথী বীরদ্বয়কে এ জগতে তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন্ যোদ্ধা জয় করিতে সমর্থ হইত? ১৩-১৫

অসংখ্যসহায়ক ক্ষত্রিয়গণের বহুসংখ্যক সৈন্যদল ছিল, যাহারা অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং জনপদবাসী ছিল। তাহারা সকলেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তিগণও ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। ১৬

হে ভারত! সৌবাল, দাসমীয়, বসাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও ভোজদেশবাসী অভিমানী বীরগণ এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় সৈন্যবাহিনী, যে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উত্তম অশ্ব ও উত্তম হস্তীর সংখ্যাই অধিক ছিল; ইহারা সকলে তোমার এবং ভীষ্মদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ১৭-১৮

উগ্রাশ্চ ভীমকর্মাণস্তথারা যবনাঃ খশাঃ।
দার্ব্বাভিসারা দরদাঃ শকা মাঠর-তুঙ্গণাঃ ॥ ১৯
আন্ধ্রকাশ্চ পুলিন্দাশ্চ কিরাতাশ্চোগ্রবিক্রমাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চ পর্ব্বতীয়াশ্চ সাগরানূপবাসিনঃ ॥ ২০
সংরব্ধিণো যুদ্ধশৌণ্ডা বলিনো দণ্ডপাণয়ঃ।
এতে সুযোধনস্যার্থে সংরব্ধাঃ ক্ষুরভিঃ সহ ॥ ২১
ন শক্যা যুধি নির্জ্জেতুং ত্বয়ৈতেন পরন্তপ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রযুদগ্রং হি ধ্বাঙ্ক্ষং দৃষ্ট্বা মহদ্ বলম্ ॥ ২২
যদি ত্বং ন ভবেন্নাথো প্রভীয়াৎ কো নু মানবঃ।
তৎ সাগরমিবোদ্ধূতং রজসা সংবৃতং বলম্ ॥ ২৩
বিদার্য্য পাণ্ডবৈঃ ক্রুদ্ধৈস্ত্বয়া গুপ্তৈর্হতং বিভো।
মগধানামধিপতির্জ্জরৎসেনো মহাবলঃ ॥ ২৪
অদ্য সপ্তৈব চাহানি হতঃ সংখ্যেঽভিমন্যুনা।
ততো দশ সহস্রাণি গজানাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥ ২৫

জঘান গদয়া ভীমস্তস্য রাজ্ঞঃ পরিচ্ছদম্।
ততোঽস্যেঽভিহতা নাগা রথাশ্চ শতশো বলাৎ ॥ ২৬
তথৈবং সমরে পার্থ বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
ভীমসেনং সমাসাদ্য ত্বাঞ্চ পাণ্ডব-কৌরবাঃ ॥ ২৭
সবাজি-রথ-মাতঙ্গা মৃত্যুলোকমিতো গতাঃ।
তথা সেনামুখে তস্মিন্ বিহতে পার্থ পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৮
ভীষ্মঃ প্রাস্যদ্বহূন্ প্রাণি শরজালানি সারিষ।
স চেদি-কাশি-পাঞ্চালান্ করূষান্ মৎস্য-কেকয়ান্ ॥ ২৯
শরৈঃ প্রচ্ছাদ্য নিধনমনয়ৎ পরমাস্ত্রবিৎ।
তস্য চাপচ্যুতৈর্ব্বাণৈঃ পরদেহবিদারণৈঃ ॥ ৩০
পূর্ণমাকাশমভবদ্ রুক্মপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
হস্ত্যশ্বাদ্ রথসহস্রাণি একৈকেনৈব মুষ্টিনা ॥ ৩১
লক্ষং নরাধিপান্ হত্বা সমেতান্ সমহাবলান্।
গত্বা দশম্যাং তে গত্বা জঘ্নুর্বাজি-রথ-দ্বিপান্ ॥ ৩২

উগ্রস্বভাব, ভীষণ পরাক্রমশালী এবং তাহার ন্যায় কার্যকারী তুখার, যবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, মাঠর, তুঙ্গণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বতীয় এবং সমুদ্রতটবর্তী যোদ্ধারা যুদ্ধনিপুণ, রোষাবেশযুক্ত, বলবান্ এবং দণ্ডধারী ছিল, ইহারা ক্রুদ্ধ কৌরব-সৈন্যের সহিত দুর্যোধনের সহায়তার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। শত্রুতাপন বীর! তুমি ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধা ইহাকে জয় করিতে সমর্থ হইত? ১৯-২১½

যদি তুমি রক্ষক না হইতে, তবে ধ্বাঙ্ক্ষাকারে সন্নিবেশিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রচণ্ড ও বিশাল সৈন্যসমূহকে সম্মুখে দেখিয়া কোন্ যোদ্ধারা তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে পারিত? ২২½

প্রভাবশালী অর্জুন! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়াই ক্রুদ্ধ পাণ্ডব-যোদ্ধারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত ও সমুদ্রসদৃশ উদ্বেলিত কৌরবসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করত বিনাশ করিয়াছে। ২৩½

আজ মাত্র সাতদিনই হইয়াছে, অভিমন্যু মগধদেশের রাজা মহাবল জয়ৎসেনকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে। ২৪½

তারপর ভীমসেন রাজা জয়ৎসেনের ভয়ানককর্মকারী দশ হাজার হাতীকে, যাহারা তাঁহাকে সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, গদার আঘাতে নষ্ট করিয়া দিলেন। তদনন্তর আরও বহুসংখ্যক হাতী ও শত শত রথকে ভীমসেন বলপূর্বক বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ২৫-২৬

পাণ্ডুনন্দন! পার্থ! এইরূপে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর তোমার ও ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া বহুসংখ্যক কৌরব-সৈন্য অশ্ব, রথ এবং হস্তিসমূহের সহিত ইহলোক হইতে মৃত্যুলোকে গমন করিয়াছিল। ২৭½

মাননীয় কুন্তীনন্দন! পাণ্ডব বীরগণ যখন সেখানে সৈন্যদের প্রধান-ভাগকে বিনাশ করিয়া ফিরিল, তখন ভীষ্ম তাহার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৮½

তিনি পাণ্ডব-পক্ষের চেদি, কাশি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য এবং কেকয়দেশীয় যোদ্ধাগণকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করত নিধন করিয়াছিলেন। ২৯½

তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল শত্রুদের দেহবিদারণ, স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত এবং সরলগামী ছিল। এই বাণসমূহে আকাশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৩০½

তিনি এক এক মুষ্টি বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে একত্রে সমবেত লক্ষসংখ্যক মহাবল পদাতি মনুষ্য এবং হস্তিগণকে সংহার করত সহস্র রথী বীর যোদ্ধাকে নিহত করিতে পারিতেন। ৩১

ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে যোধযুক্ত অশ্বিন্ প্রভৃতি নবম গতি পরিহার করিয়া কেবল দশম গতিতেই বহু বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই সকল বাণ পাণ্ডবপক্ষের অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে লাগিল। ৩২½

ত্বিষা জ্বলন্তীর্দুষ্টাঃ স বাণানাহরেষুভিঃ
দিব্যানি দশ ভীষ্মেণ বিদ্ধতা হৃদয়ং বলম্ ॥ ৩২
মৃদ্বীঃ কৃত্বা রথোপস্থা হতাংশ্চ গজ-বাজিনঃ।
দর্শয়িত্বাঽঽত্মনো রূপং রুদ্রোপেন্দ্রসমং যুধি ॥ ৩৩
পাণ্ডবানামনীকানি প্রগৃহ্যাসৌ ব্যশাতয়ৎ।
বিনিঘ্নন্ পৃথিবীপালাংশ্চেদি-পাঞ্চাল-কেকয়ান্ ॥ ৩৪
অথাহং পাণ্ডবীং সেনাং রথাশ্ব-গজসঙ্কুলাম্।
মজ্জন্তমর্ণবে মন্দমুজ্জিহীর্ষুঃ সুযোধনম্ ॥ ৩৫
তথা চরন্তং সমরে তপন্তমিব ভাস্করম্।
পদাতিকোটিসাহস্রাঃ প্রবরাযুধপাণয়ঃ ॥ ৩৭
ন শেকুঃ সূজয়া দ্রষ্টুং তথৈবাজ্ঞে মহৌজসঃ।
বিচরন্তং তথা তং তু সংগ্রামে জিতকাশিনম্ ॥ ৩৮
সর্বোদ্যমেন মহতা পাণ্ডবাঃ সমভিদ্রবন্।
স তু বিদ্রাব্য সমরে পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ানপি ॥ ৩৯
এক এব-রথে ভীষ্ম একবীরত্বমাগতঃ।
তং শিখণ্ডী সমাসাদ্য হত্বা গুপ্তো মহাব্রতম্ ॥ ৪০
জঘান পুরুষব্যাঘ্র শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
স এষ পতিতঃ শেতে শরতল্পে পিতামহঃ ॥ ৪১
যং প্রাপ্য পুরুষব্যাঘ্রঃ কৃষ্ণঃ প্রাপ্যেব বাসবম্।
দ্রোণঃ পঞ্চদিনান্যুগ্রো বিধমা রিপুবাহিনীম্ ॥ ৪২
কৃত্বা ব্যূহমভেদ্যঞ্চ পাণ্ডবিষ্বা মহারথান্।
জয়দ্রথস্য সমরে কৃত্বা রক্ষাং মহারথঃ ॥ ৪৩
অন্তকপ্রতিমশ্চোগ্রো রাত্রিযুদ্ধেঽদহৎ প্রজাঃ।
ধন্বী যোধান্ শরৈর্বীরো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৪
ধৃষ্টদ্যুম্নং সমাসাদ্য স গতং পরমাং গতিম্।
যদি বাদ্য ভবান্ যুদ্ধে সূতপুত্রমুখান্ রথান্ ॥ ৪৫
নাবারয়িষ্যঃ সংগ্রামে ন স্ম দ্রোণো বধং ব্রজেৎ।
ভবতা তু বলং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রস্য বারিতম্ ॥ ৪৬
ততো দ্রোণো হতো যুদ্ধে পার্ষতেন ধনঞ্জয়।
এবং বা কো রণে কুর্যাৎ ত্বদন্যঃ ক্ষত্রিয়ো যুধি ॥ ৪৭

ক্রমান্বয়ে দশদিন পর্যন্ত তোমার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে ভীষ্ম অনবদ্য রথকে আসনহীন করিয়া দিয়াছিলেন, বহু হাতী এবং অশ্বও নিধন করিয়াছিলেন ॥ ৩৩॥

তিনি রণাঙ্গনে ভগবান্ রুদ্র ও বিষ্ণুসদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বলপূর্বক বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪॥

মূর্খ দুর্যোধন নৌকাহীন হইয়া বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল; অতএব ভীষ্ম তাহাকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয়-নরপতিগণকে বধ করত রথ, অশ্ব ও রথী যোদ্ধাগণে পূর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬॥

কোটি সহস্র পদাতি, হস্তে উত্তম অস্ত্রধারণকারী সৃঞ্জয় সৈন্যগণ এবং অন্যান্য নরপতিরা সূর্যতুল্য তাপদান করিতে করিতে সমরাঙ্গণে বিচরণকারী ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সমর্থ ছিল না। সেই সময় রণভূমিতে বিচরণকারী ও অন্যদাতে উদ্ভাসিত ভীষ্মের উপর পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত তীব্রবেগে আক্রমণ করিল ॥ ৩৭-৩৮॥

কিন্তু সমরাঙ্গণে ভীষ্ম একাকী পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধে অদ্বিতীয় বীররূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯॥

অর্জুন! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত শিখণ্ডী মহাব্রত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের উপর আক্রমণ করত আত্মরক্ষাসমর্থক ধারসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করত কৃতকার্য হইয়াছিল। সেই পিতামহ ভীষ্ম তোমার দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাকে বিনষ্টকরণে লাভ করত শরশয্যায় সেইরূপে শয়ন করিয়া আছেন, যেরূপ পূর্বে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছিল ॥ ৪০-৪১॥

তাহার পর উগ্রমূর্তিধারী মহারথী দ্রোণাচার্য পঞ্চ দিবস পর্যন্ত অভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ, শত্রুসৈন্য বিনাশ, মহারথী বীরগণের সংহার এবং সমরাঙ্গণে জয়দ্রথকে রক্ষা করত রাত্রিযুদ্ধে যমরাজের ন্যায় প্রজাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২-৪৩॥

প্রতাপশালী মহারথসত্তম বীর দ্রোণাচার্য তীব্র বাণসমূহের দ্বারা শত্রুযোদ্ধাদিগকে নষ্ট করত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরমগতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪॥

সেই সময় তুমি যদি সূতপুত্র কর্ণাদি রথী বীরকুলকে না নিবারণ করিতে, তাহা হইলে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্যের বিনাশ হইত না ॥ ৪৫॥

ধনঞ্জয়! তুমি দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে; সেইজন্য হইয়া সংগ্রামে দ্রোণাচার্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ॥ ৪৬॥

পার্থ! জয়দ্রথকে বধ করিবার সময় যুদ্ধে তুমি যেরূপ পরাক্রম করিয়াছিলে, উহা তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন্ ক্ষত্রিয়-যোদ্ধা করিতে পারিত? ॥ ৪৭॥

যাদৃশং তে কৃতং পার্থ জয়দ্রথবধং প্রতি
নিবার্য্য সেনাং মহতীং হত্বা শূরাংশ্চ পার্থিবান্ । ৪৮
নিহতঃ সৈন্ধবো রাজা বলাস্ত্রবলতেজসা ।
আশ্চর্য্যং সিন্ধুরাজস্য বধং জানন্তি পার্থিবাঃ । ৪৯
অনাশ্চর্য্যং হি তৎ তস্যং হি পার্থ মহারথঃ ।
যাং হি প্রাপ্য রথে কৃষ্ণমেকাগ্রাদিতি তাবত । ৫০
নক্তমানমহং মন্যে যন্তেরমিতি মে মতিঃ ।
সেন্দ্রং পার্থ চমূর্ঘোরা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সংযুগে । ৫১
হতসর্ব্বস্বশীরা হি ভীষ্ম-দ্রৌণী যদা হতৌ ।
শীর্ণপ্রবররোধাদ্যা হতবাজিরথদ্বিপা । ৫২
চীনা সূর্য্যেন্দুনক্ষত্রৈর্দ্যৌরিবাভাতি ভারতী ।
বিক্ষত্তা হি রণে পার্থ সেনেয়ঃ ভীমবিক্রম । ৫৩
আসুরীব পুরা সেনা শক্রেণেব পরাক্রমৈঃ ।
তেষাং হতাবশিষ্টাস্তু সন্তি পঞ্চ মহারথাঃ । ৫৪
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কর্ণো মদ্রাধিপঃ কৃপঃ
তানস্মদ্য নরব্যাঘ্র হত্বা পঞ্চ মহারথান্ । ৫৫
হত্বামিত্রঃ প্রযচ্ছোর্ব্বীং রাজ্ঞে সদ্বীপ-পত্তনাম্ ।
সাকাশজলপাতালাং সপর্ব্বত-মহাবনাম্ । ৫৬
প্রাপ্তোধমিত্রবীর্য্যশ্রীরদ্য পার্থো বসুন্ধরাম্ ।
এতাং পুরা বিষ্ণুরিব হত্বা দৈতেয়-দানবান্ । ৫৭
প্রযচ্ছ মেদিনীং রাজ্ঞে শক্রায়েব হরির্যথা ।
অদ্য যোদ্ধস্তু পাঞ্চালা নিহতেষ্বরিষু ত্বয়া ।
বিষ্ণুনা নিহতেষ্বেব দানবেষু দেবতাঃ । ৫৮
যদি বা দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠং দ্রোণং মানয়তো গুরুম্ ।
অশ্বত্থাম্নি কৃপা তেঽস্তি কৃপে বাচার্য্যগৌরবাৎ । ৫৯
অত্যন্তাপচিতান বন্ধূন মানয়ন মাতুলান্বয়ান্
কৃতবর্ম্মাণমাসাদ্য ন নেষ্যসি যমক্ষয়ম । ৬০
ভ্রাতরং মাতুলানাদ্য শল্যং মদ্ররাজাধিপম্ ।
যদি ত্বমরবিন্দাক্ষ ন্যস্যবান ন জিঘাংসসি । ৬১

কৃপাচার্য্য—এই পাঁচজন মাত্র প্রধান মহারথী অবশিষ্ট, যে নরশার্দ্দূল আজ তাঁহাদিগকে সংহার করত তুমি সমুদ্রতীর দ্বীপ ও নগরসমূহের সহিত এই সমগ্র পৃথিবী রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান কর । ৫৪-৫৫

অধিক পরাক্রম ও কান্তিসম্পন্ন কৃতীনন্দন যুধিষ্ঠির আজ আকাশ, জল, পাতাল, পর্ব্বত ও বিশাল বনভূমিসহ এই বসুন্ধরাকে প্রাপ্ত হউন । ৫৬

যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করত ত্রিভুবনের রাজা ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি এই পৃথিবীর রাজ্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে দান কর । ৫৭

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক দানবগণ নিহত হইলে পর দেবতারা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আজ তোমার দ্বারা শত্রুগণ নিহত হইলে পর সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা আনন্দিত হইবে । ৫৮

কমলনয়ন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! মহত্তমগণের প্রধান গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সম্মান করিতে থাকিয়া তোমার হৃদয়ে যদি অশ্বত্থামার প্রতি দয়া থাকে, অথবা আচার্য্যোচিত গৌরববশতঃ কৃপাচার্য্যের প্রতি কৃপাভাব থাকে, যদি মাতা কৃতীদেবীর অত্যন্ত পূজনীয় বান্ধবগণের প্রতি সম্মানবুদ্ধি রাখিয়া তুমি কৃতবর্ম্মাকে আক্রমণ করত তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক না হও এবং মাদ্রীর ভ্রাতা মদ্ররাজগণের অধিপতি শল্যকেও তুমি দয়াবশতঃ

প্রতি ভক্তি, তাঁর নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁর পাদসেবা, পূজা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণযুক্তা যে বিষ্ণুভক্তি ক'র্‌লে মানুষ এরূপ ভক্তি হরিতে সমর্পণ কর্‌তে পারে, সেই শিক্ষাই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিনাশ কর্‌বার জন্য বহু চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হয়। আমি তাকে রক্ষা করি, তারপর প্রহ্লাদ গুরুগৃহে মাতার গর্ভস্থ অবস্থায় নারদ তার মাতাকে যে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, বালকগণকে সেই উপদেশ করে—মনুষ্য জন্ম দুর্লভ ও অনিত্য, এই মনুষ্য জন্মে চেষ্টা ক'র্‌লে পরম কল্যাণময় হরিকে পাওয়া যায়। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি যৌবন বার্দ্ধক্যের অপেক্ষা না রেখে বাল্যেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'র্‌বে জীবের মানবজন্মে শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয়করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ, তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা ও সুহৃৎ, ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবশে বিনা চেষ্টায় দুঃখপ্রাপ্তির ন্যায় মানব, পশু প্রভৃতি সমস্ত যোনিতেই সকলের বিনা চেষ্টায় ইন্দ্রিয় সুখলাভ হ'য়ে থাকে। যৌবনের বিষয় আসক্তি ঘোরতর হয়, তজ্জন্য বাল্যেই ভাগবত ধর্ম্ম অভ্যাস ক'রে বিষয়াসক্তি দূর করা উচিত। সংসারী পত্নীপুত্রাদির মোহে আত্মধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ে যায়, অতএব কৌমারকালেই প্রেমপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন ক'র্‌লে সংসারের মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন ক'র্‌তে পারে না, এই হেতু তোমরা অসুরভাব পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বভূতে দয়া ও মিত্রতা স্থাপন কর। সর্ব্বভূতময়-বিষ্ণুর বিভূতি এ জগৎ। তিনি সর্ব্বময়—এজন্য বিদ্বান্‌গণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখে থাকেন। অতএব তোমরা অসুরভাব ত্যাগ ক'রে যাতে পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হ'তে পার, তার চেষ্টা কর। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতি কারও

1972

দ্বারা মানব মোক্ষলাভ ক'রতে পারে না। কেবলমাত্র কেশব হৃদয়ে রুদ্ধিত হ'লে মানুষ পাপ ত্যাগ ক'রে নিত্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা দেব-মনুষ্য-অসুরাদি দেহে জন্ম-মরণে সন্তুষ্ট হয়ো না; সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, আমি সাহস পূর্ব্বক ব'লছি সমভাবেই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হ'লে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম অর্থ কাম ও তুচ্ছ কথা মোক্ষও প্রার্থনা ক'রতে হবে না। তাঁর আশ্রয় নিলে তোমরা নিশ্চয়ই মহৎ ফল পাবে। পিতাকে প্রহ্লাদ ব'লেছিল- হরিকে সর্ব্বভূতময় জেনে সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগদ্গুরু পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র, অমিত্র কথা কোথা থেকে হবে, ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে আমাতে এবং সমস্ত বিশ্বমান। যেখানে সেখানেই ইনি, আমার মিত্র শত্রু কোথায়? দেব, মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ। তারপর প্রহ্লাদ আমার স্তব করে। অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু তিনিই আমি। আমা হ'তে সব উৎপন্ন, আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান। আমাতে সব লয় হবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি, শেষেও আমি, আমিই অব্যয় সমস্ত পরমাত্মা, আমি তাকে দেখা দিই, ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্যই আমার আবির্ভাব।

"মা" "মা" "মা"

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, সি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

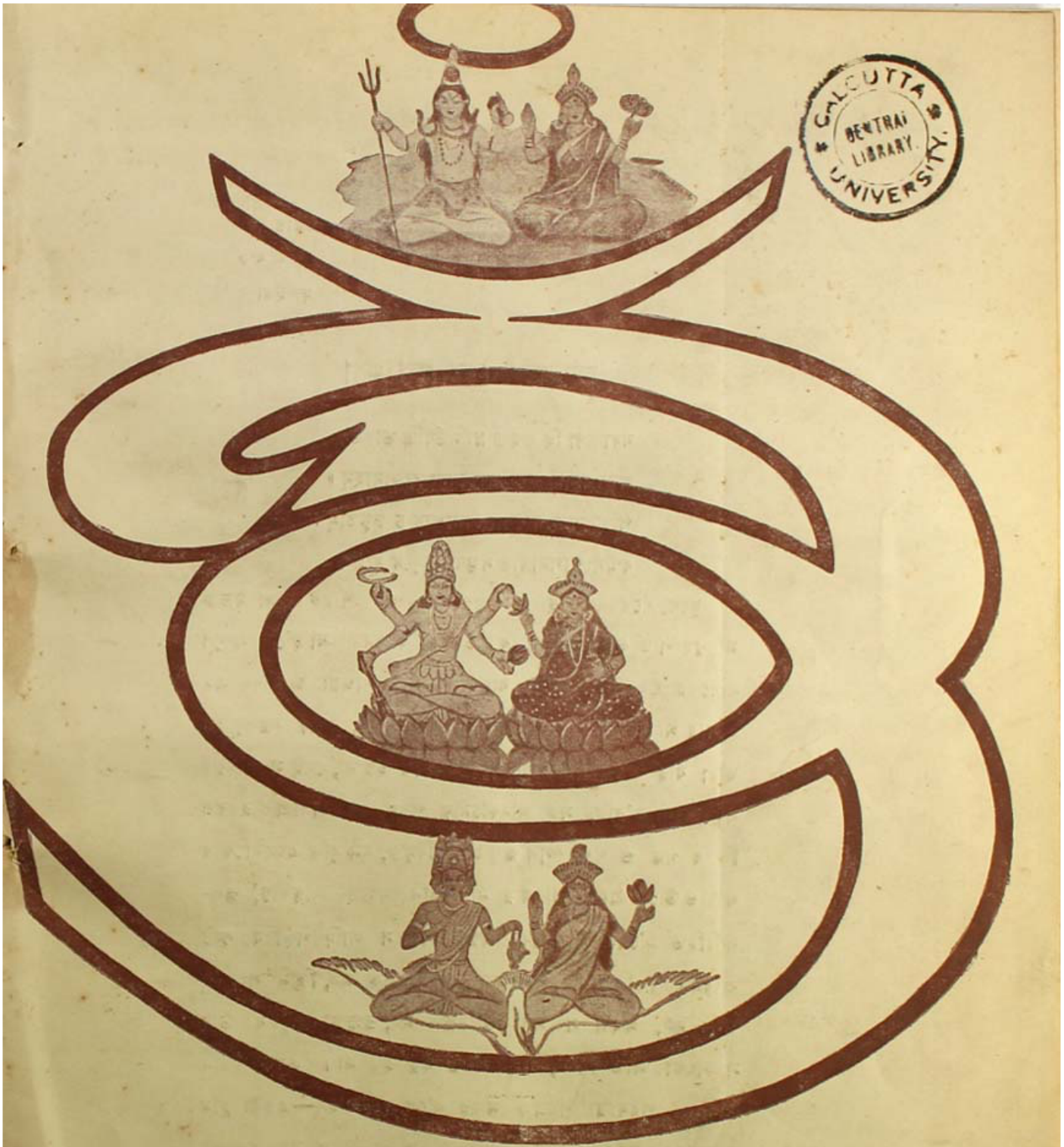

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

Regd. No. C-67

KARTIC
1379 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—53
Oct.—Nov. 1972

যারা মানব মোক্ষলাভ ক'রতে পারে না। কেবলমাত্র কেশব হৃদয়ে রক্ষিত হ'লে মানুষ পাপ ত্যাগ ক'রে নিত্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা দেব-মনুষ্য-অসুরাদি দেহে জন্ম-মরণে সন্তুষ্ট হয়ো না; সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, আমি সাহস পূর্ব্বক ব'লছি সমভাবেই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হ'লে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম অর্থ কাম ও তুচ্ছ কথা মোক্ষও প্রার্থনা ক'রতে হবে না। তাঁর আশ্রয় নিলে তোমরা নিশ্চয়ই মহৎ ফল পাবে। পিতাকে প্রহ্লাদ ব'লেছিল—হরিকে সর্ব্বভূতময় জেনে সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র, অমিত্র কথা কোথা থেকে হবে, ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই ইনি, আমার মিত্র শত্রু কোথায়? দেব, মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ। তারপর প্রহ্লাদ আমার স্তব করে। অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু তিনিই আমি। আমা হ'তে সব উৎপন্ন, আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান। আমাতে সব লয় হবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি, শেষেও আমি, আমিই অব্যয় সমস্ত পরমাত্মা, আমি তাকে দেখা দিই, ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্যই আমার আবির্ভাব।

"ওঁ" "ওঁ" "ওঁ"

—:০:—

শ্রীরাধারঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, সি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভাষার প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ
১লা আষাঢ়
দশহরা
১৩৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি অবতীর্ণ হই। পরমভক্ত মনু বৃহস্পতিকে আমার পরমধর্ম্ম উপদেশ করেন। যা হ'তে সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি হ'য়েছে, যাকে জেনে মনোজ্ঞী জ্ঞানীরা এই সংসার অতিক্রম ক'রে পরমপদ প্রাপ্ত হন্ এবং বেদে মন্ত্রসমূহের দ্বারা যাঁর প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশ হয় না, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা ক'রছি, সেই অনির্ব্বচনীয় পরম বস্তু নানাপ্রকার রস বিবিধ গন্ধ ও শব্দ স্পর্শ রূপ হ'তে বিমুক্ত, মন বুদ্ধি এবং বাক্যের দ্বারাও তাঁকে প্রসন্ন করা যায় না, তিনি অব্যক্ত অদ্বিতীয়, রূপ-বর্ণরহিত হ'য়েও প্রজাগণের জন্য রূপ রস আদি পঞ্চবিষয় সৃষ্টি করেন। তিনি স্ত্রী নন্, পুরুষ নন্ বা নপুংসক নন্, তিনি সৎ নন্ অসৎ নন্, অথবা সৎ অসৎ উভয়রূপ নন্, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষই তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁর কখনও ক্ষয় হয় না। এজন্য তিনি অবিনাশী পরমাত্মা পরব্রহ্ম অক্ষর ব'লে কথিত হন্—একথা তুমি উত্তমরূপে জান্‌বে। সেই পরমাত্মতত্ত্ব উষ্ণ নয়, শীতল নয়, কোমল নয়, তীক্ষ্ণ নয়, অম্ল নয়, কষায় নয়, মধুর বা তিক্ত নয়, তাহা শব্দ গন্ধ ও রূপরহিত, তাঁর স্বরূপ সমস্ত হ'তে উৎকৃষ্ট ও বিলক্ষণ।

১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস, ১৩৭৯] বর্তসংখ্যা ছাদশী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সংস্করণে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক দ্বয়

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অরক্ষক সঙ্ঘদাস)

মুদ্রক-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি. ও. এম., এম্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৭০৮),

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৩৭ ৭৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

ইমং পাপমতিং ক্ষুদ্রমভ্যন্তরং পাণ্ডবান্ প্রতি।
কর্ণমদ্য নরশ্রেষ্ঠ জহ্যাঃ সুনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
এতৎ তে সুকৃতং কর্ম নাত্র কিঞ্চন যুজ্যতে।
বয়মপ্যনুজানীমো নাত্র দোষোঽস্তি কশ্চন ॥ ৬৩
দহনে যৎ সপুত্রায়া নিশি মাতুস্তবানঘ।
সুপ্তার্থে যচ্চ যুষ্মাসু প্রাবর্তত সুযোধনঃ ॥ ৬৪
তস্য সর্বস্য দুষ্টাত্মা কর্ণো বৈ মূলমিত্যুত।
কর্ণাদ্ধি মন্যতে ত্রাণং নিত্যমেব সুযোধনঃ ॥ ৬৫
ততো মামপি সংরব্ধো নিগ্রহীতুং প্রচক্রমে।
স্থিরা বুদ্ধির্নরেন্দ্রস্য ধার্তরাষ্ট্রস্য মানদ ॥ ৬৬
কর্ণঃ পার্থান্ রণে সর্বান্ বিজেষ্যতি ন সংশয়ঃ।
কর্ণমাশ্রিত্য কৌন্তেয় ধার্তরাষ্ট্রৈ বিগ্রহঃ ॥ ৬৭
রোচিতো ভবতা সার্ধং জ্ঞাতীনাপি বলং তব।
কর্ণো হি মন্যতে নিত্যমহং পার্থান্ সমাগতান্ ॥ ৬৮
বাসুদেবঞ্চ দাশার্হং বিজেষ্যামি মহারথম্
প্রোৎসাহয়ন্ দুরাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রং সুদুর্মতিম্ ॥৬৯
সমিতৌ গর্জতে কর্ণস্তন্মমাদ্য ক্ষমস্ব ভারত।
যচ্চ যুষ্মাসু পাপং বৈ ধার্তরাষ্ট্রঃ প্রযুক্তবান্ ॥ ৭০
তত্র সর্বত্র দুষ্টাত্মা কর্ণঃ পাপমতির্মম।
যচ্চ তদ্ ধার্তরাষ্ট্রস্য ক্রূরৈঃ ষড়্ভির্মহারথৈঃ ॥৭১
অপশ্যং নিহতং বীরং সৌভদ্রমমরোপমম্।
দ্রোণ-দ্রৌণি-কৃপান্ বীরান্ কর্ষয়ন্তং নরর্ষভান্ ॥৭২
নির্মথ্নন্তাংশ্চ মাতঙ্গান্ বিরথাংশ্চ মহারথান্।
ব্যশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ পত্তীন্ ব্যায়ুধজীবিনঃ ॥ ৭৩
কুর্বন্তমমরপ্রখ্যং কুরু-বৃষ্ণিবলঙ্করম্।
বিধমন্তমনীকানি ব্যথয়ন্তং মহারথান্ ॥ ৭৪
মথ্নন্ত-বাজি-মাতঙ্গান্ প্রহিণ্বন্তং যমক্ষয়ম্
শরৈঃ সৌভদ্রমায়ান্তং নদন্তমিব বাহিনীম্ ॥ ৭৫

বিনাশ করিতে বাসনা না কর, তবে পাণ্ডবগণের প্রতি সদা পাপবুদ্ধিসম্পন্ন এই অত্যন্ত নীচ কর্ণকে ও আজ তুমি তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিনাশ কর ॥ ৬১-৬১

ইহা তোমার পক্ষে পুণ্য কর্মই হইবে এ-বিষয়ে তোমার বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমিও তোমাকে কর্ণকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রদান করিতেছি, অতএব ইহাতে কোন দোষ হইবে না ॥ ৬২

নিষ্পাপ অর্জুন! রাত্রিকালে পুত্র সহ তোমার মাতা কুন্তীদেবীকে দগ্ধ করিতে এবং তোমাদের সকলের সহিত পাশাখেলাবিষয়ে যে দুর্যোধনের প্রবৃত্তি হইয়াছিল, এই সব ষড়যন্ত্রের মূল কারণ ছিল এই দুষ্টাত্মা কর্ণ ॥ ৬৩-৬৪

দুর্যোধনের সর্বদাই এই বিশ্বাস ছিল যে, কর্ণ আমাকে রক্ষা করিবে, সেইজন্য সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেও বধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিল ॥ ৬৪-৬৫

মানদ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্যোধনের সর্বদা এই স্থির বুদ্ধি ছিল যে, কর্ণ সমরাঙ্গনে কুন্তীর সকল পুত্রকেই নিঃসংশয়ে বধ করিতে পারিবে ॥ ৬৬-৬৭

কুন্তীনন্দন! তোমার বল জানিয়াও দুর্যোধন কর্ণের উপর আস্থা রাখিয়াই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে ॥ ৬৭-৬৮

কর্ণ সর্বদা এই কথাই বলিয়া থাকে যে, আমি যুদ্ধে একাকী সমবেত সমস্ত কুন্তীপুত্রগণকে ও বসুদেবনন্দন মহারথী শ্রীকৃষ্ণকেও বধ করিব ॥ ৬৮-৬৯

ভারত! অত্যন্ত নীচমতি কর্ণই দুর্যোধনের উৎসাহবর্ধন করিতে করিতে কর্ণ রাজসভায় এই কথা বলিয়া গর্জন করিতেছিল; সেইকারণে আজ তুমি ইহাকে সংহার কর ॥ ৬৯-৭০

দুর্যোধন তোমাদের সহিত যে সমস্ত পাপপূর্ণ আচরণ করিয়াছে, সেই সব বিষয়ে পাপমতি দুষ্টাত্মা কর্ণই প্রধান কারণ ছিল ॥ ৭০-৭১

সখে! ইন্দ্রতুল্য বীর পুত্র অভিমন্যু বৃষভতুল্য নয়নবিশিষ্ট স্কন্ধদেশে সুশোভিত ছিল এবং কুরুকুল ও বৃষ্ণিবংশের যশকে বর্ধিত করিয়াছিল। তাহার মুখের ভাব পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ছিল। সে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামাদি নরশ্রেষ্ঠ বীরগণকে পীড়িত করিতেছিল। হস্তীদিগকে মাহুত ও আরোহী হইতে, মহারথী বীরগণকে রথ হইতে, অশ্বগণকে আরোহী যোদ্ধা হইতে এবং পদাতি সৈন্যসকলকে অস্ত্র ও জীবন হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল। সৈন্যদিগকে বিনষ্ট ও মহারথী বীরগণকে ব্যথিত করত এই অভিমন্যু মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছিল। বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে যেন দগ্ধ করিতে করিতেই রণাঙ্গনে আগত সুভদ্রাকুমারকে দুর্যোধনের ছয় জন ক্রূর মহারথী যোদ্ধা বিনাশ করিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় নিহত অভিমন্যুকে যে আমি

তস্মে দহতি গাত্রাণি সখে সত্যেন তে শপে।
যৎ তত্রাপি চ দুষ্টাত্মা কর্ণোঽভাক্রমত প্রভো ॥ ৭৬
অশরং বংশোদ্ভিন্নস্তং কর্ণঃ ছাদ্মং রণেঽব্রতঃ।
সৌভদ্রশরনির্ভিন্নো বিসংজ্ঞঃ সোদিতোত্থিতঃ ॥ ৭৭
নিঃশ্বসন্ ক্রোধসন্দীপ্তো বিমুখঃ সায়কাদিতঃ।
অপবানকৃতোৎসাহো নিরাশশ্চাপি জীবিতে ॥ ৭৮
ক্লান্তো সুবিহ্বলঃ সংখ্যে প্রহারজনিতশ্রমঃ।
অথ দ্রোণস্য সমরে তৎকালসদৃশং তদা ॥ ৭৯
শ্রুত্বা কর্ণো বচঃ ক্রূরং ততশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্।
ততশ্চিন্নায়ুধং তেন রণে পঞ্চ মহারথাঃ ॥ ৮০
তং চৈব নিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ প্রাহরন্ শরবৃষ্টিভিঃ।
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে সর্বেষাং দুঃখমাবিশৎ ॥ ৮১
প্রাহসৎ স তু দুষ্টাত্মা কর্ণঃ স চ সুযোধনঃ
যচ্চ কর্ণোঽব্রবীৎ কৃষ্ণাং সভায়াং পরুষং বচঃ ॥ ৮২

প্রমুখে পাণ্ডবেয়ানাং কুরূণাঞ্চ নৃশংসবৎ।
বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণে শাশ্বতং নরকং গতাঃ ॥ ৮৩
পতিমন্যং পৃথুশ্রোণি বৃণীষ বৃষ্ণ্যন্ধকাধিপি।
এষা ত্বং ধৃতরাষ্ট্রস্য দাসীভূতা নিবেশনম্ ॥ ৮৪
প্রবিশারালপক্ষ্মাক্ষি ন সন্তি পতয়স্তব।
ন পাণ্ডবাঃ প্রভবন্তি তব কৃষ্ণে কথঞ্চন ॥ ৮৫
দাসভার্যা চ পাঞ্চালি স্বয়ং দাসী চ শোভনে।
অদ্য দুর্যোধনো রাজা পৃথিব্যাং নৃপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৬
সর্বে চাস্য মহীপালা যোগ-ক্ষেমমুপাসতে।
পতয়োনীং যথা ভদ্রে বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ সদা ॥ ৮৭
অন্যোন্যং সমুদীক্ষন্তে ধার্তরাষ্ট্রস্য তেজসা।
বাক্যং ষড়ভিদা হেতে নিরয়ে চ নিমজ্জিতাঃ ॥ ৮৮
প্রেষ্যবচ্চাপি রাজানমুপস্থাস্যন্তি কৌরবম্।
ইত্যুক্তবানবধ্যস্তদা পরমদুর্মতিঃ ॥ ৮৯

স্বচক্ষে দেখিতেছিলাম, ইহাতে সে আমার সকল অঙ্গকে ক্ষত করিতেছিল। প্রভাবশালী অর্জুন! সখে! আমি তোমাকে সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাতেও দুরাত্মা কর্ণেরই দ্রোহ বাধা করিয়াছিল ॥ ৭৫-৭৬

রণাঙ্গনে অভিমন্যুর সম্মুখে অবস্থান করিবার ক্ষমতা কর্ণের ছিল না। সে সুভদ্রা-কুমারের বাণসমূহে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া রক্তাপ্লুত ও অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৭

সে ক্রোধে জ্বলিতে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অভিমন্যুর বাণসমূহে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়াছিল। তখন তাহার মনে পলায়ন করিবারই উৎসাহ ছিল এবং সে নিজের প্রাণরক্ষা-বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৭৮

যুদ্ধস্থলে প্রহারজনিত ক্লান্তিতে পূর্ণ হইয়া থাকায় সে ব্যাকুলচিত্তে অবস্থান করিতেছিল। তদনন্তর সমরাঙ্গনে দ্রোণাচার্যের সময়োচিত ক্রূর বাক্য শ্রবণ করত কর্ণ অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করিয়া দিল ॥ ৭৯-৮০

তাহার ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে রণাঙ্গনে প্রতারণা করিতে অভিজ্ঞ অবশিষ্ট পাঁচজন মহারথী বাণসমূহের দ্বারা অভিমন্যুকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৮০-৮১

সেই বীর অভিমন্যু এইভাবে নিহত হইলে পর প্রায় সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল; কিন্তু দুরাত্মা কর্ণ ও দুর্যোধন তখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়াছিল ॥ ৮১ ½

ইহা ব্যতীতও, কর্ণ রাজসভা-মধ্যে পাণ্ডব ও কৌরবগণের সম্মুখেই একজন ক্রূর মনুষ্যের ন্যায় দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য বলিয়াছিল ॥ ৮২ ½

কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা ত' নষ্ট হইয়া গিয়া চিরকালের জন্য নরকে (দুঃখে) পতিত হইয়াছে। পৃথুশ্রোণি! এখন তুমি অন্য পতি বরণ করিয়া লও। বৃষ্ণ্যন্ধকাধিপি! আজ হইতে তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দাসী হইলে, অতএব রাজভবনে প্রবেশ কর। অরালপক্ষ্মযুক্ত (কুটিললোমাবলিযুক্ত) নয়নশোভিতে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ এখন আর তোমার পতি নহে। তাহাদের তোমার উপর আর কোনরূপ অধিকার নাই ॥ ৮৩-৮৫

সুন্দরী পাঞ্চালীরাজদুহিতা! এখন তুমি দাসগণের ভার্যা এবং নিজেও একজন দাসী। আজ একমাত্র রাজা দুর্যোধন সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতিরূপে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৮৬

অন্য সব নরপতিগণ ইহার যোগ-ক্ষেমকার্যে (যোগ—যাহা নাই, তাহার আনয়ন এবং ক্ষেম—যাহা আছে, তাহার রক্ষণ) নিরত আছেন। ভদ্রে! দেখ, এই সময় পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের তেজে একরূপেই নষ্টপ্রায় হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ৮৭ ½

নিশ্চয়ই ইহারা অনুরোধপর হইতে অসমর্থ ভিন্নের ন্যায় নপুংসক এবং নরকে (মহাদুঃখে) পতিত নিমজ্জিত হইয়াছে। অদ্য হইতে ইহারা দাসগণের ন্যায় কুরুবংশাধিপতির সেবায় উপস্থিত থাকিবে ॥ ৮৮ ½

ভারত! সেই সময় অবধ্যসত্ত্বে অভিজ্ঞ অতিশয় দুর্মতি পাপী কর্ণ তোমাকে শুনাইতে শুনাইতে এই সব পাপপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিল ॥ ৮৯ ½

পাপঃ পাপবচঃ কর্ণঃ সূতপুত্রস্তব ভারত।
অদ্য পাপস্য তদ্ বাক্যং সুবর্ণবিকৃতাঃ শরাঃ। ৯০

শময়ন্তু শিলাধৌতাস্তরাত্মা জীবিতচ্ছিদঃ।
যানি চাস্যানি দুষ্টাত্মা পাপানি কৃতবাংস্ত্বয়ি। ৯১
তানদ্য জীবিতং চাস্য শময়ন্তু শরাস্তব।
গাণ্ডীবপ্রহিতান্ ঘোরানদ্য গাত্রৈঃ স্পৃশন্ শরান্। ৯২

কর্ণঃ স্মরতু দুষ্টাত্মা বচনং দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
সুবর্ণপুঙ্খা নারাচাঃ শক্রদত্তা বৈহায়তপ্রভাঃ। ৯৩

ত্বয়াস্যাভস্য বর্মাণি ভিত্ত্বা পাস্যন্তি শোণিতম্।
উরাস্যদুষ্টনির্মুক্তা মর্ম ভিত্ত্বা মহাশরাঃ। ৯৪

অদ্য কর্ণং মহাবেগাঃ প্রেষয়ন্তু যমক্ষয়ম্।
অদ্য হাহাকৃতা দীনা বিষণ্ণাস্ত্বচ্ছরার্দিতাঃ। ৯৫

প্রপতন্তং রথাৎ কর্ণং পশ্যন্তু বসুষাবিণঃ।
অদ্য শোণিতসম্পন্নং শয়ানং পতিতং ভুবি। ৯৬

অপবিদ্ধাম্বরং কর্ণং দীনাঃ পশ্যন্তু বান্ধবাঃ।
হস্তিকক্ষ্যো মহানস্য ভল্লেনোন্মথিতস্ত্বয়া। ৯৭
প্রকম্পমানঃ পততু ভূমাবাধিরথেশ্বরঃ।
ত্বয়া শরদতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ রথং হেমবিভূষিতম্। ৯৮
হতযোধাশ্বমুৎসৃজ্য ভীতঃ শল্যঃ পলায়তাম্।
যং চেৎ কর্ণসুতং পার্থ সূতপুত্রস্য পশ্যতঃ। ৯৯
প্রতিজ্ঞাবারণার্থায় নিহনিষ্যসি সায়কৈঃ।
হতং কর্ণস্য তং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং পুত্রং দুরাত্মবান্।
স্মরতাং দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং বচঃ ক্ষত্তুশ্চ মানদ। ১০০
ততঃ সুযোধনো দৃষ্ট্বা হতমাধিরথিং রণে।
নিরাশো জীবিতে স্বস্মিন্ রাজ্যে চৈব ভবিষ্যতি। ১০১
এতে ত্রবন্তি পাঞ্চালা বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানুদ্দিহীর্ষবঃ। ১০২
পাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নতনূজাংশ্চ শতানীকঞ্চ নাকুলিম্। ১০৩

আজ তোমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত, শিলাধৌত, সুবর্ণ-খচিত প্রাণান্তকারী বাণসমূহ পাপী কর্ণের এই সব বাক্যের উত্তরদান করিতে করিতে তাহাকে চিরকালের জন্য শান্ত করিয়া দিক। ৯০½

দুরাত্মা কর্ণ তোমার প্রতি আজ যে যে পাপপূর্ণ আচরণ করিয়াছে, সেই সমস্ত ও কর্ণের জীবনকে আজ তোমার বাণসকল নষ্ট করিয়া দিক। ৯১½

আজ দুরাত্মা কর্ণ নিজের অঙ্গসকলে গাণ্ডীবধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বাণসমূহের আঘাত সহ্য করিতে করিতে দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের বাক্য স্মরণ করুক। ৯২½

বিদ্যুৎতুল্য প্রভাবিশিষ্ট ও স্বর্ণপুঙ্খধারণকারী তোমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত শত্রুনাশক নারাচসকল কবচ ছিন্ন করিয়া কর্ণের রক্ত পান করিবে। ৯৩½

আজ তোমার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত মহাবেগসম্পন্ন, ভয়ঙ্কর ও বিশাল বাণসকল কর্ণের মর্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিবে। ৯৪½

আজ তোমার বাণসমূহে পীড়িত হইয়া ভূমিপালগণ দীন ও বিষণ্ণ হইয়া হাহাকার করিতে থাকিয়া কর্ণকে রথের নীচে পতিত হইতে দেখিবে। ৯৫½

আজ রক্তে নিষিক্তাঙ্গ কর্ণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করিবে এবং তাহার অঙ্গসকল এদিক্ ওদিকে নিক্ষিপ্ত থাকিবে। এই অবস্থায় তাহাকে বন্ধু বান্ধবগণ দীন দুঃখী হইয়া দেখিতে থাকিবে। ৯৬½

হস্তীর রজ্জুতুল্য আয়তবাহু কর্ণের বিশাল অঙ্গ তোমার তীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা কর্তিত হইলে রথ হইতে এই পৃথিবীতে পতিত হইবে। ৯৭

আজ রাজা শল্যও তোমার শত শত বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন বর্মভূষিত রথকে, যাহার ঘোড়া ও সারথি নিহত হইয়াছে, পরিত্যাগ করত ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। ৯৮

মানদ পার্থ! যদি তুমি সূতপুত্র কর্ণের সাক্ষাতেই নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য তাহার পুত্র বৃষসেনকে বিনাশ করিতে পার, তবে দুরাত্মা কর্ণ, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম ও ক্ষত্তার কথিত বাক্য স্মরণ করিতে থাকিবে। ৯৯-১০০

তাহার পর আজ তোমার দ্বারা অধিরথপুত্র কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া তোমার শত্রু দুর্যোধন নিজের জীবন ও রাজ্য এই উভয় হইতেই নিরাশ হইয়া পড়িবে। ১০১

ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও এই পাঞ্চাল বীরগণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনায় কর্ণের দিকেই ধাবিত হইতেছে। ১০২

অর্জুন! তোমার জানা উচিত যে, পাঞ্চাল-যোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, নকুলনন্দন

নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রুমুখঃ জনমেজয়ঃ।
সুবর্ষানঃ সাত্যকিশ্চ বিদ্ধি কর্ণবশং গতান্ ॥ ১০৪
অভ্যাহতানাং কর্ণেন পাঞ্চালানামনেকশো রণে।
ত্রায়তে নিধনং ঘোরমস্মাকং পরন্তপ ॥ ১০৫
ন ত্বেব ভীতাঃ পাঞ্চালাঃ কথঞ্চিৎ স্যুঃ পরাঙ্মুখাঃ।
ন হি মৃত্যুং মহেষ্বাসা গণয়ন্তি মহারণে ॥ ১০৬
স একঃ পাণ্ডবীং সেনাং শরৌঘৈঃ সমবেষ্টয়ৎ।
তং সমাসাদ্য পাঞ্চালা ভীষ্মং নাসন্ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ১০৭
তে কথং কর্ণমাসাদ্য বিক্রবেয়ুর্মহারথাঃ।
যত্নেকঃ সর্বপাঞ্চালানহন্যহনি নাশয়ন্ ॥ ১০৮
কালবচ্চরতে বীরঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজে
তমপ্যাসাদ্য সমরে মিত্রার্থে মিত্রবৎসল ॥ ১০৯
তথা জ্বলন্তমগ্নিং তং সর্বধনুষ্মতাম্।
নির্দহন্তঞ্চ সমরে দুর্ধর্ষং দ্রোণমোজসা ॥ ১১০

তে নিত্যমুদিতা জেতুং যুধি শত্রূনরিন্দম।
ন ত্বাদ্যাধিরথে-ভীতাঃ পাঞ্চালাঃ
স্যুঃ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ১১১
তেষামাপততাং শূরঃ পাঞ্চালানাং তরস্বিনাম্।
আদত্তাসূন্ শরৈঃ কর্ণঃ পতঙ্গানামিবানলঃ ॥ ১১২
এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালা ভ্রাম্যন্তে যোধিভির্ভৃশম্।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ পশ্য পশ্য তথাকৃতান্ ॥ ১১৩
তাংস্তথাভিমুখান্ বীরান্ মিত্রার্থে ত্যক্তজীবিতান্।
ক্ষয়ং নয়তি রাধেয়ঃ পাঞ্চালান্ শতশো রণে ॥ ১১৪
তদ্ ভারত মহেষ্বাসানপাধে মজ্জতোঽপ্লবে।
কর্ণার্ণবে প্লবো ভূত্বা পাঞ্চালাংস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ১১৫
অস্ত্রং হি রামাৎ কর্ণেন ভার্গবাদ্বিসৃতং যুধি।
যদ্ধস্তাস্তং মহাঘোরং তস্য রূপমুদীর্যতে ॥ ১১৬
তাপনং সর্ব-সৈন্যানাং ঘোররূপং সুদারুণম্।
সমাবৃত্তা মহাসেনাং জ্বলন্তং যেন তেজসা ॥ ১১৭

শতানীক, নকুল-সহদেব, দ্রুমুখ, জনমেজয়, সুবর্ষা ও সাত্যকি—ইহারা সকলেই কর্ণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ১০৩-১০৪

শত্রুতাপন অর্জুন! দেখ, কর্ণকর্তৃক আহত তোমার বান্ধব পাঞ্চালগণের এই ভয়ের আর্তনাদ গগনতলে স্পষ্টই শুনা যাইতেছে। ১০৪

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা কোনরূপ ভীত হইয়া রণবিমুখ হয় না। এই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ মহাসমরে মৃত্যুকে গ্রাহ্যই করে না। ১০৬

যিনি সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে একাকীই নিজের বাণসমূহের দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াও পাঞ্চাল-যোদ্ধারা কখনও যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। সেই মহারথী বীরগণ কর্ণকে সম্মুখে পাইয়া কেন পলায়ন করিবে? ১০৭

বিজয়বৎসল! যে বীর দ্রোণাচার্য্য প্রতিদিন একাকীই সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে পাঞ্চাল-রথী সৈন্যের কালস্বরূপ হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, অস্ত্রতেজের অগ্নিতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন, সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের গুরু ছিলেন এবং সমরাঙ্গণে শত্রুসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছিলেন, নিজের বল ও পরাক্রমে দুর্দ্ধর্ষ এই দ্রোণাচার্য্যকেও সংগ্রামে সম্মুখে পাইয়া এই পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নিজ নিজ পাণ্ডবদের জন্য সকলে আনন্দিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। শত্রুদমন অর্জুন! পাঞ্চাল-সৈন্যরা যুদ্ধে সর্ব্বদা শত্রুদিগকে জয় করিবার জন্য উদ্যত ছিল। ইহারা সূতপুত্র কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া কখনও যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইবে না। ১০৮-১১১

যেরূপ অগ্নি নিজের পার্শ্বে স্থিত পতঙ্গসকলের প্রাণহরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সৌধাশালী বীর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা নিজের উপর আক্রমণকারী যোদ্ধশালী পাঞ্চালগণের প্রাণ হরণ করিতেছে। ১১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখ, এই পাঞ্চাল-যোদ্ধারা ধাবিত হইতেছে। নিশ্চয়ই কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা ইহাদের বিতাড়িত করিতেছে। দেখ, দেখ, ইহারা কেমন শুকতর অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ১১৩

যাহারা নিজের মিত্রদের জন্য প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেই সব পাঞ্চাল-বীরগণকে কর্ণ রণাঙ্গনে নষ্ট করিতেছে। ১১৪

ভারত! কর্ণরূপী অগাধ মহাসাগরে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নৌকাহীন হইয়া নিমজ্জিত হইতেছে। তুমি নৌকা-স্বরূপ হইয়া সেই পাঞ্চালদিগকে উদ্ধার কর। ১১৫

কর্ণ মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুবংশজ পরশুরামের নিকট হইতে যে মহাভয়ঙ্কর একটি অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার রূপ এখন প্রকাশিত হইয়াছে। ১১৬

এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর ভার্গবাস্ত্র পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যদিগকে আক্রান্ত করিয়া তীব্র তেজে প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেছে। ১১৭

এতে চরন্তি সংগ্রামে কর্ণচাপচ্যুতাঃ শরাঃ।
ভ্রমরাণামিব ব্রাতাস্তাপয়ন্তি ম্ম ভারত ॥ ১১৮
এতে ভ্রবন্তি পাঞ্চালা বিদ্ধা সর্বাসু ভারত।
কর্ণাস্ত্রৈঃ সমরে প্রাপ্য দুর্নিবার্যামনাবৃতিঃ ॥ ১১৯
এষ ভীমো মৃদুক্রোধো বৃতঃ পার্থ সমন্ততঃ।
সৃঞ্জয়ৈর্যোধয়ন্ কর্ণং পীড্যতে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২০
পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব পাঞ্চালাংশ্চৈব ভারত।
ভক্ষাদুপেক্ষিতঃ কর্ণো রোগো দেহমিবাগতঃ ॥ ১২১
নান্যং যোদ্ধা হি পশ্যামি যোধং যৌধিষ্ঠিরে বলে।
যঃ সমাসাদ্য রাধেয়ং স্থাস্যমানান্নিবর্তয়েৎ ॥ ১২২

সংগ্রামে কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে ও তোমার যোদ্ধাদিগকে সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ১১৮

ভরতনন্দন! যে ব্যক্তি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশে রাখিতে পারে না, তাহার পক্ষে কর্ণের অস্ত্রসকলকে রুদ্ধ করা অতিশয় কঠিন। সমরাঙ্গণে এই সকল অস্ত্রের আঘাতপ্রাপ্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ১১৯

পার্থ! বৃকোদরপূর্ব্বক ক্রোধকে ধারণ করত এই ভীমসেন সঞ্জয়দিগকে সহায়-যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে পীড়িত হইতেছে ॥ ১২০

ভারত! যেরূপ উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা না করিলে সেই রোগ দেহকেই নষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণকে উপেক্ষা করা হয়, তবে সে পাণ্ডব, সৃঞ্জয় এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকেও নাশ করিয়া ফেলিবে ॥ ১২১

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে আমি তোমা ব্যতীত অন্য আর কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাই না, যে রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইয়া কুশলের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে? ১২২

নরশ্রেষ্ঠ! পার্থ! আজ তুমি নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বধ করত উজ্জ্বল কীর্ত্তি লাভ কর ॥ ১২৩

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! কেবল তুমিই সংগ্রামে কর্ণসহ সমস্ত কৌরবদিগকে জয় করিতে পার, অন্য আর কেহ নহে। আমি ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১২৪

পুরুষোত্তম পার্থ! অতএব মহারথী কর্ণকে বিনাশ করত এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুমি কৃতকৃত্য, সফলযত্নোদয় ও সুখী হও ॥ ১২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ত্রিসপ্তত্তিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক ত্রিসপ্তত্তিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোধ্যায়ঃ।

(অর্জুনসা বীরত্বপূর্ণোত্তরদানম্।)

সঞ্জয় উবাচ।

স কেশবস্য বীভৎসুঃ শ্রুত্বা ভারত ভাষিতম্।
বিশোকঃ সম্প্রহৃষ্টশ্চ ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ১
ততো জ্যামভিমৃজ্যাথ ব্যাক্ষিপদ্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
বধে কর্ণবিনাশায় কেশবং চাভ্যভাষত ॥ ২
ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ ত্রস্ব এষ জয়ো মম।
প্রসন্নো যদি মেহদ্য ত্বং লোকে ভূত-ভবিষ্যকৃৎ ॥৩
ত্বৎসহায়ো দৃঢ়ং কৃষ্ণ ত্রীঁল্লোকান্ বৈ সমাগতান্
প্রাপয়েয়ং পরং লোকং কিমু কর্ণং মহাহবে ॥ ৪
পশ্যামি ত্বরতীং সেনাং পাঞ্চালানাং জনার্দন
পশ্যামি কর্ণং সমরে বিচরন্তমতীতবৎ। ৫
তার্ণবাস্ত্রঞ্চ পশ্যামি জলন্তং কৃষ্ণ সর্বতঃ।
সৃষ্টং কর্ণেন তাক্ষ্যেণ শক্রেণেব যশাশ্বিনম্ ৬
অদ্য খলু স সংগ্রামো যত্র কর্ণো ময়া হতঃ।
কথয়িষ্যন্তি ভূতানি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি ।৭
অদ্য কৃষ্ণ বিকর্ণী মে কর্ণং নেষ্যন্তি মৃত্যবে।
গাণ্ডীবমুক্তাঃ ক্ষিপতো মম হস্তপ্রচোদিতাঃ ॥ ৮
অদ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বাং বুদ্ধিমবমংস্যতে।
দুর্যোধনমরাজ্যার্হং যদা রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৯
অদ্য রাজ্যাৎ সুখাচ্চৈব শ্রিয়ো রাষ্ট্রাৎ তথা সুহৃদাং।
পুত্রেভ্যশ্চ মহাবাহো ধৃতরাষ্ট্রো বিমোক্ষ্যতি ॥১০
গুণবন্তং হি যো দ্বেষ্টি নির্গুণং কুরুতে প্রভুম্
স শোচতি নৃপঃ কৃষ্ণ ক্ষিপ্রমেবাগতে ক্ষয়ে ॥ ১১
যথা চ পুরুষঃ কশ্চিচ্ছ্রুত্বা চাত্রবণং মহৎ।
ফলং দৃষ্ট্বা তুদন্ত্বী চ ভবিষ্যতি জনার্দন।
সুতপুত্রে হতে যদ্বা নিরাশো ভবিতা প্রভুঃ ॥ ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

(অর্জুনের বীরত্বপূর্ণ উত্তরদান।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন ক্ষণকালের মধ্যেই শোকহীন এবং অতিশয় হৃষ্ট ও উৎসাহপূর্ণ হইলেন। ১

তাহার পর বীর অর্জুন ধনুটিকে মার্জিত করিয়া তিনি বারংবার গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি করিলেন এবং কর্ণকে বিনাশ করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তারপর তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২

গোবিন্দ! যখন আপনি আমার রক্ষা ও পোষণকর্তা, তখন আমার জয় সুনিশ্চিত। জগতের ভূত (অতীত) ও ভবিষ্যতের নির্মাণকর্তা আপনি, সুতরাং যাহার উপর আপনি প্রসন্ন হন, তাহার আর জয়লাভের বিষয়ে সন্দেহ কি থাকে? ৩

হে কৃষ্ণ! আপনার সহায়তা পাইলে আমি যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, ত্রিলোককেও পরলোকে প্রেরণ করিতে পারি। সুতরাং এই মহাসমরে কর্ণকে জয় করা বিষয়ে আর কি বলিবার থাকে? ৪

জনার্দন! আমি রথাসনে নির্ভয়ে বিচরণকারী কর্ণকে দেখিতেছি এবং পলায়মান পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকেও দেখিতে পাইতেছি। ৫

হে কৃষ্ণ! বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর! শত্রুকর্তৃক প্রেরিত তার্ণবাস্ত্রকেও আমি দর্শন করিতেছি; যাহাতে কর্ণ সেইভাবে প্রযুক্ত করিয়াছে, যেরূপ ইন্দ্র বজ্রকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ৬

ইহা নিশ্চয়ই সেই সংগ্রাম, যে সংগ্রামে কর্ণ আমার দ্বারা নিহত হইবে এবং যে পর্যন্ত এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্যন্ত সকল লোকে ইহার স্তুতি করিবে। ৭

হে কৃষ্ণ! আজ আমার হাত হইতে নিক্ষিপ্ত এবং গাণ্ডীবধনু হইতে মুক্ত বিকর্ণনামক বাণসমূহ কর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে করিতে তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিবে। ৮

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের সেই বুদ্ধিকে অনাদর করিবেন, যাহার দ্বারা তিনি রাজ্যের অনধিকারী দুর্যোধনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৯

মহাবাহো! আজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের রাজ্য, সুখ, লক্ষ্মী, রাষ্ট্র, নগর ও পুত্রগণ হইতে বিচ্যুত হইবে। ১০

হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি গুণবান্‌কে দ্বেষ করেন এবং গুণহীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন, সেই রাজা বিনাশকাল উপস্থিত হইলে পর শোকবশ হইয়া অনুতাপ করিতে থাকেন। ১১

জনার্দন! যেরূপ কোন ব্যক্তি বাক্যের বিনাশ বলিয়া ছেদন করত তাহার দুষ্পরিণাম উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়, সেইরূপ আজ সুতপুত্র কর্ণের মৃত্যু হইলে পর রাজা দুর্যোধন নিরাশ হইয়া যাইবে। ১২

অদ্য দুর্যোধনো রাজ্যাচ্ছ্রীবিতাচ্চ নিরাশকঃ
ভবিষ্যতি হতে কর্ণে কৃষ্ণ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ১৩
অদ্য দৃষ্ট্বা ময়া কর্ণং শরৈর্বিশকলীকৃতম্ ।
স্মরন্তাং তব বাক্যানি শমং প্রতি জনেশ্বরঃ ॥ ১৪
অদ্যাসৌ সৌবলঃ কৃষ্ণ গ্রহান্ জানাতু বৈ শরান্ ।
দুরোদরস্য গাণ্ডীবং মন্ত্রশ্চ রথং প্রতি ॥ ১৫
অদ্য কুন্তীসুতস্যাহং দৃঢ়ং রাজ্ঞঃ প্রজাগরম্ ।
ব্যপনেষ্যামি গোবিন্দ হত্বা কর্ণং সিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
অদ্য কুন্তীসুতো রাজা হতে সূতসুতে ময়া ।
সুপ্রজস্তমনাঃ প্রীতস্তিরং সুখমবাপ্স্যতি ॥ ১৭
অদ্য চাহমনাধৃষ্যং কেশবাপ্রতিমং রণে
উৎসৃজ্যামীহ যঃ কর্ণং জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি ॥ ১৮
যস্য চৈতদ্ ব্রতং মন্দঃ বধে কিল দুরাত্মনঃ ।
পার্থো ন বধ্যতে তাবদ্ যাবদ্ভগ্নো ন ফাল্গুনম ॥ ১৯
মৃষা কৃষ্ণা ব্রতং তস্য পাপস্য মধুসূদন ।
পাতয়িষ্যে রথাৎ কায়ং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২০
যোঽসৌ রণে নরং নাস্তং পৃথিব্যামনুমন্যতে ।
তস্যাদ্য সূতপুত্রস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥ ২১
অপতির্হ্যসি কৃষ্ণেতি সূতপুত্রো যদব্রবীৎ ।
ধৃতরাষ্ট্রমতে কর্ণঃ স্মারমানঃ স্বকান্ গুণান্ ॥ ২২
অনৃতা তং করিষ্যন্তি মামকা নিশিতাঃ শরাঃ ।
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধাস্তস্য পাস্যন্তি শোণিতম্ ॥ ২৩
মন্ত্রা হস্তবতা মুক্তা নারাচো বৈদ্যুতদ্বিষঃ ।
গাণ্ডীবসৃষ্টা দাস্যন্তি কর্ণস্য পরমাং গতিম্ ॥ ২৪
অদ্য তপ্স্যতি রাধেয়ঃ পাঞ্চালীং যদব্রবীৎ ।
সভামধ্যে বচঃ ক্রূরং কৃৎসয়ন্ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ ২৫
যে বৈ ষণ্ডতিলাস্তত্র ভবিতারোঽস্য তে তিলাঃ ।
হতে বৈকর্তনে কর্ণে সূতপুত্রে দুরাত্মনি ॥ ২৬
অদ্য বঃ পাণ্ডুপুত্রেভ্যো ধাস্যামীতি যদব্রবীৎ ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতান কর্ণঃ স্মারমানোঽস্মরো গুণান্ ॥ ২৭

হে কৃষ্ণ! আমি আপনাকে সত্য কথা বলিতেছি। আজ কর্ণের বিনাশ হইলে পর দুর্যোধন নিজের জীবন ও রাজ্য এই উভয় হইতেই নিরাশ হইবে। ১৩

আজ আমার বাণসমূহে কর্ণের শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আপনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে থাকিবে। ১৪

হে কৃষ্ণ! আজ সুবলপুত্র অক্ষক্রীড়াকারী শকুনি ইহা বুঝিতে পারিবে যে, আমার বাণসকলই পাশ, গাণ্ডীব-ধনু পাশা ও আমার রথই অক্ষফল (পাশার ছক)। ১৫

গোবিন্দ! আজ আমি নিজের তীক্ষ্ণবাণসমূহে কর্ণকে বিনাশ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের চিন্তাজনিত মানসরোগের স্থায়ী রোগ দূর করিব। ১৬

আজ কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির আমার দ্বারা সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর প্রসন্নচিত্ত হইয়া চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট ও সুখী হইবেন। ১৭

আজ আমি এরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ ও অস্ত্রের বাণ নিক্ষেপ করিব, যাহা কর্ণকে ইহার প্রাণ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিবে। ১৮

মধুসূদন! যে দুরাত্মা কর্ণ আমাকে বধ করিবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল যে, যতক্ষণ না আমি অর্জুনকে বধ করিব, ততক্ষণ আমি কাহাকেও দিয়া পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করাইব না। সেই পাপীর এই ব্রত মিথ্যা করিয়া আমি তূণীরস্থিত বাণসমূহের দ্বারা তাহার শরীরকেই রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিব। ১৯-২০

যে কর্ণ ভূমণ্ডলে অন্য কোন যোদ্ধাকে রণাঙ্গনে নিজের সমান বলিয়া মনে করে না, আজ এই পৃথিবী সেই সূতপুত্রের রক্তপান করিবেন। ২১

সূতপুত্র কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের মতাবলম্বী হইয়া নিজের গুণের প্রশংসা করিতে করিতে দ্রৌপদীকে এই কথা বলিয়াছিল যে, 'কৃষ্ণে! তুমি পতিহীনা' হইয়াছ, তাহার এই বাক্যকে আমার তীক্ষ্ণবাণসমূহ অনৃত বলিয়া দেখাইবে এবং ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় তাহার রক্ত পান করিবে। ২২-২৩

আমি বাণ চালাইতে সিদ্ধহস্ত। আমার দ্বারা গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎতুল্য প্রভাযুক্ত নারাচসকল কর্ণকে পরম গতি প্রদান করিবে। ২৪

রাধাপুত্র কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে করিতে দ্রৌপদীকে যে ক্রূরতাপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিল, তাহার জন্য কর্ণের অতিশয় অনুতাপ হইবে। ২৫

যে পাণ্ডবগণকে পিষ্ট-তিলের ন্যায় নপুংসক বলা হইয়াছিল, আজ দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর তাহারা উত্তম তিল ও পৌরুষশালী বীর বলিয়া পরিগণিত হইবে। ২৬

নিজের গুণের প্রশংসা করিতে করিতে সূতপুত্র কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে যে এই কথা বলিয়াছিল, "আমি পাণ্ডব-

অনুজঃ তব করিষ্যন্তি মামকা নিশিতাঃ শরাঃ।
উদ্যোগঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সমাপ্তিমুপযাস্যতি ॥ ২৮
হন্তাহং পাণ্ডবান্ সর্বান্ সপুত্রানিতি যোঽব্রবীৎ।
তমদ্য কর্ণং হন্তাস্মি নিষতাঃ সর্বধন্বিনাম্ ॥ ২৯
যস্য বীর্য্যং সমাশ্রিত্য ধার্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ।
অবামংস্ত দুর্বুদ্ধিনিত্যসন্মান্ দুরাত্মবান্ ॥ ৩০
হন্তাহং কর্ণমাজৌ হি তোষয়িষ্যামি ভারতম্।
শরান্ নানাবিধান্ মুঞ্চন্ আসয়িষ্যামি শাত্রবান্।
আকর্ণমুক্তৈরিষুভির্ধমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনৈঃ ॥ ৩১
ভূমিশোভাং করিষ্যামি পাতিতৈ রথকুঞ্জরৈঃ।
তন্মাহং বৈ মহাসংখ্যে সম্পাদ্য যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩২
অদ্য কর্ণমহং ঘোরং সূদয়িষ্যামি সাত্বতৈঃ।
অদ্য কর্ণে হতে কৃষ্ণ ধার্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥ ৩৩
বিদ্রবন্তু দিশো ভীতাঃ সিংহত্রস্তা মৃগা ইব।
অদ্য দুর্যোধনো রাজা আত্মানং চাতুশোচন্তাম্ ॥ ৩৪

হতে কর্ণে ময়া সংখ্যে সপুত্রে সসুহৃজ্জনে।
অদ্য কর্ণং হতং দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রোঽবমর্ষণঃ ॥ ৩৫
জানাতু মাং রণে কৃষ্ণ প্রবরং সর্বধন্বিনাম্।
সপুত্রপৌত্রং সামাত্যং সভৃত্যঞ্চ নিরাশিষম্ ॥ ৩৬
অদ্য রাজ্যে করিষ্যামি ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
অদ্য কর্ণস্য চক্রাণ্যঃ ক্রব্যাদাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩৭
শরৈশ্ছিন্নানি গাত্রাণি বিহরিষ্যন্তি কেশব।
অদ্য রাধাসুতস্যাহং সংগ্রামে মধুসূদন ॥ ৩৮
শিরশ্ছেৎস্যামি কর্ণস্য নিষতাং সর্বধন্বিনাম্।
অদ্য তীক্ষ্ণৈর্বিপাঠৈশ্চ ক্ষুরৈশ্চ মধুসূদন ॥ ৩৯
রণে ছেৎস্যামি গাত্রাণি রাধেয়স্য দুরাত্মনঃ।
অদ্য রাজা মহৎ কৃচ্ছ্রং সন্তাস্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪০
সন্তাপং মানসং বীরস্থিরসত্ত্বমমানসঃ।
অদ্য কেশব রাধেয়মহং হত্বা সবান্ধবম্ ॥ ৪১

পরের নিকট হইতে তোমাদের রক্ষা করিব' তাহার এই কথাকে আমার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ অসত্য করিয়া দেখাইবে এবং পাণ্ডবদের দুঃখবিষয়ক উদ্যোগ সমাপ্ত হইবে। ২৭-২৮

যে কর্ণ এই কথা বলিয়াছিল যে, আমি পুত্রগণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বধ করিব, সেই কর্ণকেই আজ সকল ধনুর্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই আমি বিনাশ করিব। ২৯

যাহার বল পরাক্রমের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া মহামনস্বী, দুর্মতি ও দুরাত্মা দুর্যোধন সর্বদা আমাদিগকে অসম্মান করিয়া আসিতেছে, সেই কর্ণকে আজ যুদ্ধস্থলে বধ করিয়া আমি নিজের রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করিব ॥ ৩০½

নানাপ্রকার বাণসমূহের প্রহার করত আমি শত্রুসৈন্যদিগকে ভীত করিব। ধনুটিকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ণ করিয়া নিক্ষিপ্ত ধনুর্ধারীবর্দ্ধক বাণসকলের দ্বারা ধূলাচ্ছাদিত রথ ও হস্তীসমূহে রণভূমির শোভাবর্দ্ধন করিব ॥ ৩১½

আমি মহাসমরে শক্তিশালী, রণদুর্মদ ও ভারতর কর্ণকে আজ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করিব ॥ ৩২½

হে কৃষ্ণ! আজ কর্ণ নিহত হইলে পর রাজপুরুষগণ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই সিংহ হইতে ভীত মৃগ-পালের ন্যায় ভীত হইয়া চারিদিকে পলাইয়া যাইবে ॥ ৩৩½

আজ যুদ্ধস্থলে পুত্র ও সুহৃদ্‌গণের সহিত কর্ণ আমার দ্বারা নিহত হইলে পর রাজা দুর্যোধন নিজের জন্য নিরন্তর শোক করিতে থাকিবে ॥ ৩৪½

হে কৃষ্ণ! অমর্ষপরবশ দুর্যোধন আজ কর্ণকে রণভূমিতে নিহত হইতে দেখিয়া আমাকে সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ৩৫½

আমি আজই পুত্র, পৌত্র, মন্ত্রী ও সেবকগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা হইতে নিরাশ করিয়া দিব ॥ ৩৬½

কেশব! আজ চক্রব্যাঘ্র ও অন্যান্য নানাবিধ মাংসভোজী পক্ষিগণ বাণসমূহে ছিন্ন কর্ণের অঙ্গসকলকে তুলিয়া লইয়া যাইতে থাকিবে ॥ ৩৭½

মধুসূদন! আজ রণাঙ্গনে সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই আমি রাধাপুত্র কর্ণের মস্তক ছেদন করিব। ৩৮½

হে কৃষ্ণ! আজ তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরসকলের দ্বারা রণাঙ্গনে দুরাত্মা রাধাপুত্র কর্ণের গাত্রসকল ছেদন করিব। ৩৯½

আজ বীর রাজা যুধিষ্ঠির তীব্র কষ্ট ও নিজের দীর্ঘদিন সঞ্চিত মানসিক সন্তাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। ৪০½

কেশব! আজ আমি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত রাধাপুত্র কর্ণকে বধ করত ধর্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিব। ৪১½

বক্ষ্যামি রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্
অদ্যাহমনুযান্ কৃষ্ণ কর্ণস্য কুপণান্ যুধি ॥৪১
হত্বা জ্বলনসঙ্কাশৈঃ শরৈঃ সর্পবিষোপমৈঃ।
অদ্যাহং হেমকবচৈরাবদ্ধমণিকুণ্ডলৈঃ ॥ ৪০
সংস্তরিষ্যামি গোবিন্দ বসুধাং বসুধাধিপৈঃ।
অদ্যাভিমন্যোঃ শত্রূণাং সর্বেষাং মধুসূদন ॥ ৪৪
প্রমথিষ্যামি গাত্রাণি শিরাংসি চ শিতৈঃ শরৈঃ।
অদ্য নির্ধার্তরাষ্ট্রাঞ্চ ভ্রাত্রে দাস্যামি মেদিনীম্ ॥ ৪৫
নিরর্জুনাং বা পৃথিবীং কেশবানুচরিষ্যসি।
অদ্যাহমনৃণঃ কৃষ্ণ ভবিষ্যামি বন্ধুভ্যস্তম্ ॥ ৪৬
ক্রোপদ্যা চ কৃতস্যাদ্য শরণাং গাণ্ডিবস্য চ।
অদ্য দুঃখমহং মোক্ষ্যে ত্রয়োদশসমার্জিতম্ ॥ ৪৭
হত্বা কর্ণং রণে কৃষ্ণ শম্বরং মঘবানিব।
অদ্য কর্ণে হতে যুদ্ধে সোমকানাং মহারথাঃ ॥ ৪৮
কৃতং কার্যাঞ্চ মন্যন্তাং মিত্রকার্যোপলব্ধয়ে যুধি।
ন জানে চ কথং প্রীতিঃ সৈন্যেষ্যন্তাদ্য মাধব ॥ ৪৯

ভবিষ্যতি হতে কর্ণে মহি চাপি হতারিকে।
অহং হত্বা রণে কর্ণং পুত্রং চাস্য মহারথম্ ॥ ৫০
প্রীতিং ধাস্যামি ভীমস্য যময়োঃ সাত্যকেস্য চ।
দৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিভ্যাং পাঞ্চালানাঞ্চ মাধব ॥ ৫১
অনানৃণ্যং গমিষ্যামি হত্বা কর্ণং মহাহবে।
অদ্য পশ্যন্তু সংগ্রামে ধনঞ্জয়মমর্ষণম্ ॥ ৫২
বৃদ্ধাঞ্চ কৌরবান্ সর্বে ব্রাতরঞ্চ সুতঞ্জয়ম্।
তবৎসকাশে বক্ষ্যে চ পুনরেবাস্ত্রসংক্ষয়ম্ ॥ ৫৩
ধনুর্বেদে মৎসমো নাস্তি লোকে
পরাক্রমে বা মম কোঽস্তি তুল্যঃ।
কো বাপ্যন্যো মৎসমোঽস্তি ক্ষমায়াং-
স্তথা ক্রোধে সদৃশোঽন্যো ন মেঽস্তি ॥৫৪
অহং মন্যমান্ সমুদ্রাসুরাংশ্চ
সর্বাণি ভূতানি চ সঙ্গতানি।
ধনুষ্টঙ্কারীর্যান্ গময়ে পরাভবং
মৎপৌরুষং বিদ্ধি পরং পরেভ্যঃ ॥ ৫৫

হে কৃষ্ণ! আজ আমি ক্রুদ্ধবলে কর্ণের পক্ষাবলম্বী শৌর্য-হীন সৈন্যদিগকে সর্পবিষ ও অগ্নিতুল্য বাণসমূহের দ্বারা ভস্ম করিয়া দিব ॥ ৪২½

গোবিন্দ! আজ আমি সুবর্ণযুক্ত কবচ ও মণিময় কুণ্ডল-ধারণকারী ভূপতিগণের শবদেহে রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া দিব ॥ ৪৩½

মধুসূদন! আজ ভীষণধার বাণসমূহে আমি অভিমন্যুর সমস্ত শত্রুদিগের শরীর ও মস্তকসকল মথিত করিয়া ফেলিব ॥ ৪৪½

কেশব! আজ আমি এই পৃথিবীকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রহীনা করিয়া নিজের ভ্রাতৃগণের অধিকারে প্রদান করিব অথবা আপনি অর্জুন-বিহীনা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥ ৪৫½

হে কৃষ্ণ! আজ আমি সমস্ত ধনুর্ধারী বীরগণের, ক্রোধের, কৌরবগণের, রাজগণের এবং গাণ্ডীব ধনুর ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব ॥ ৪৬½

হে কৃষ্ণ! যেরূপ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করত আজ তের বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত দুঃখকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৪৭½

আজ যুদ্ধে কর্ণ নিহত হইলে পর মিত্রকার্যসিদ্ধিকামী সোমক-বংশীয় মহারথী বীরগণ নিজেদের কৃতকার্য মনে করিবে ॥ ৪৮½

মাধব! আজ কর্ণ নিহত হইলে পর এবং জয়লাভের জন্য আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইলে পর না জানি সিঞ্জিনীর সাত্যকি কিরূপ প্রীতিলাভ করিবে? ৪৯½

আমি রণাঙ্গনে কর্ণ ও তাহার মহারথী পুত্রকে বিনাশ করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে প্রসন্ন করিব ॥ ৫০½

মাধব! আজ মহাসমরে কর্ণকে বধ করিয়া আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব ॥ ৫১½

আজ সমস্ত সৈন্যরা দেখিবে যে, সংগ্রামস্থলে অমর্ষশীল ধনঞ্জয় কিরূপ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ও পুত্রপুত্র কর্ণকে আঘাত করিতেছে ॥ ৫২½

আমি আপনার নিকট পুনরায় নিজের প্রশংসাপূর্ণ এই বাক্য বলিতেছি—এ জগতে ধনুর্বেদে আমার সমান আর কেহ নাই। আমার সমুখ পরাক্রমেই বা কে আছে? আমার ন্যায় ক্ষমাশীলও আর কেহ নাই এবং ক্রোধেও আমার তুল্য অপর কেহ নাই ॥ ৫৩-৫৪

আমি যদি লইয়া নিজের বাহুবলে একত্রে সমাগত দেবতা, অসুর ও সমস্ত প্রাণীদিগকে পরাজিত করিতে পারি। আমার পুরুষার্থকে উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবেন ॥ ৫৫

শরার্চিষা গাণ্ডিবেনাহমেকঃ
সর্বান্ বুরূন্ বাহ্লিকাংশ্চাভিরক্ষন্।
হিমাত্যয়ে কক্ষগতো যথাগ্নি-
স্তথা দহেয়ং সগণান্ প্রসহ্য ॥ ৫৬
পাণৌ সুবর্ণা লিখিতা মমৈতে
বজ্রঞ্চ দিব্যং বিততং সবাণম্।
পাদৌ চ মে সন্নতৌ সম্বতৌ চ
ন মানুষং যুদ্ধমতং ভবন্তি ॥ ৫৭

ইত্যেবমুক্ত্বার্জুনঃ একবীরঃ
ক্ষিপ্রং রিপূণাং কৃতজোপমাক্ষঃ।
ভীমং মুমুক্ষুঃ সমরে প্রবাতঃ
কর্ণস্য কায়াচ্ছিরো জিহীর্ষুঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অর্জুনবাক্যে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

আমি একাকীই বাণসমূহের শিখাতে সমুদ্ভূত গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লীকগণকে বিনাশ করত গ্রীষ্মকালে শুষ্ক কাষ্ঠে সংলগ্ন অগ্নির ন্যায় সকলকে ভস্ম করিয়া ফেলিব ॥ ৫৬

আমার এক হাতে বাণের চিহ্ন এবং অপর হাতে বজ্রসহ দিব্য ধনুর রেখা বিদ্যমান আছে। আমার হাত লক্ষ্যভেদে যোদ্ধা যখন যুদ্ধে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। আমার পদদ্বয়ে ধ্বজ ও বজ্রের চিহ্ন রহিয়াছে ॥ ৫৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া অদ্বিতীয় বীর পরন্তপ অর্জুন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত রণাঙ্গনে ভীমসেনকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং কর্ণের মস্তককে দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য অতিশয় প্রস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ব্যূহযুদ্ধম্, যুদ্ধেপ্রবৃত্তশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
সমাগমে পাণ্ডবসৃঞ্জয়ানাং
মহাভয়ে মামকানামপারে।
ধনঞ্জয়ে তাত রথায় যাতে
কর্ণেন তত্র যুদ্ধমথোঽত্র কীদৃক্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ
তেষামনীকানি বৃহদ্ধজানি
রণে সমুদ্ধানি সমাগতানি।
গর্জন্তি ভেরীনিনদোদ্ধুরাণি
নাদৈর্যথা মেঘগণাস্তপান্তে ॥ ২

মহাগজাশ্বাকুলমঙ্কুতোয়ং
বাদিত্রনেমীতলশব্দবচ্চ।
হিরণ্যচিত্রায়ুধবিদ্যুতঞ্চ
শরাসিনারাচমহাম্বুবাতম্ ॥ ৩

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।
[উভয়পক্ষের সৈন্যদের ব্যূহযুদ্ধ এবং যুদ্ধের বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত সঞ্জয়! আমার পুত্রগণের এবং পাণ্ডব ও সঞ্জয়দের মধ্যে পূর্বেই অপার মহাভয়ের সংগ্রাম হইয়াছে। তারপর যখন অর্জুনও কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেই যুদ্ধের স্বরূপ কিরূপ হইল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! গ্রীষ্মঋতু অতিক্রান্ত হইলে পর যেরূপ মেঘসমূহ গর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়পক্ষেরই সৈন্যরা একত্রে মিলিত হইয়া রণাঙ্গনে গর্জন করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে বড় বড় ধ্বজসকল উড্ডিয়েছিল এবং সকল সৈন্যরাই অস্ত্রসকলে সুসজ্জিত ছিল। রণভেরীসমূহ ইহাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতেছিল ॥ ২

কর্ণঃ এই ক্রূরতাপূর্ণ যুদ্ধ বিনা অগ্নিকারী বর্ষার ন্যায় প্রজাগণকে সংহার করিতে লাগিল। বিশালদেহ হাতীরা মেঘমণ্ডলের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া সেখানে ছায়ার আকার ধারণ করিয়াছিল। তখন অন্ধই জল ছিল। বাদ্য ও রথচক্রসকলের ঘর্ঘরধ্বনিই মেঘগর্জন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। সূর্যকিরণে

তদ্ ভীমবেগং রুধিরৌঘবাহি
খড়্গাঙ্গুলং ক্ষত্রিয়জীববাতি।
অনার্তবা ক্রূরমনিষ্টবর্ষং
বভূব তৎ সাহরণং প্রজানাম্ ॥ ৪
একং রথং সমস্পরিবার্য মৃত্যুং
নরাস্ত্যানেকে চ রথাঃ সমেতাঃ।
একস্তথৈকং রথিনং রথাগ্র্যা-
স্তথা রথাশ্চাপি রথানেকান্ ॥ ৫
রথং সসূতং সহয়ঞ্চ কঞ্চিৎ
কশ্চিদ্ রথী মৃত্যুবশং নিনায়।
নিনায় চাপ্যেকগজেন কশ্চিদ্
রথান্ বহূন্ মৃত্যুবশে তথান্যান্ ॥ ৬
রথান্ সসূতান্ সহয়ান্ গজাংশ্চ
সধানরান্ মৃত্যুবশং শরৌঘৈঃ।
নিন্যে হয়াংশ্চৈব তথা সযোধান্
পদাতিসঙ্ঘাংশ্চ তথৈব পার্থঃ ॥ ৭
কৃপঃ শিখণ্ডী চ রণে সমেতৌ
দুর্যোধনঃ সাত্যকিরভ্যগচ্ছৎ
ক্রতুপ্রবা দ্রোণসুতেন সার্ধং
যুধামন্যুশ্চিত্রসেনেন সার্ধম্ ॥ ৮
কর্ণস্য পুত্রং তু রথী সুষেণং
সমাসদৎ সপ্তরথশ্চোত্তমৌজাঃ।
গান্ধাররাজং সহদেবঃ ক্ষুধার্তো
মহর্ষভং সিংহ ইবাভ্যধাবৎ ॥ ৯
শতানীকো নাকুলিঃ কর্ণপুত্রং
যুবা যুবানং বৃষসেনং শরৌঘৈঃ।
সমার্পয়ৎ কর্ণসুতশ্চ শূরঃ
পাঞ্চালেয়ং শরবর্ষৈরনেকৈঃ ॥ ১০
রথর্ষভঃ কৃতবর্মাণমার্ছ-
ন্মাদ্রীপুত্রো নকুলশ্চিত্রযোধী।
পাঞ্চালানামধিপো বাহ্লসেনিঃ
সেনাপতিঃ কর্ণমার্ছৎ সসৈন্যম্ ॥ ১১
দুঃশাসনো ভারত ভারতী চ
সংশপ্তকানাং পৃতনা সমুদ্ধা।
ভীমং রণে শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠং
ভীমঃ সমাদ্য তমসহ্যবেগম্ ॥ ১২

বিচিত্র অস্ত্রসকল বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। বাণ, খড়্গ ও নারাচাদি মহাস্ত্রসকলের ধারাবাহিক বর্ষণ হইতেছিল। ধীরে ধীরে এই যুদ্ধের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রক্তের স্রোত বহিয়া চলিল। ভয়বারিসকলের অবিরত প্রহার হইতে থাকিল, ইহাতে ক্ষত্রিয়গণের প্রাণসংহার হইতেছিল। ৩-৪

বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধা একত্রে মিলিত হইয়া কোন এক রথী যোদ্ধাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ এক রথী অন্য এক রথীকে এবং অনেক শ্রেষ্ঠ রথীকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

কোন রথী অপর এক রথীকে অশ্ব ও সারথি-সহ মৃত্যুর বশীভূত করিয়া দিলেন। অন্য এক বীর যোদ্ধা একমাত্র হাতীর দ্বারা বহুসংখ্যক রথী ও অশ্বগণকে মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত করিলেন ॥ ৬

সেই সময় অর্জুন সারথিসহ রথসমূহ, অশ্বসহ হস্তিগণ, সমস্ত পদাতিক আরোহিসহ অশ্বসকল ও পদাতি সৈন্যসমূহকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা মৃত্যুর অধীনস্থ করিয়া দিলেন ॥ ৭

সেই রণাঙ্গনে কৃপাচার্য ও শিখণ্ডী পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। সাত্যকি দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন। ক্রতুপ্রবা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যুধামন্যু চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। ৮

সপ্তরথবেষ্টী রথী যোদ্ধা উত্তমৌজা স্ব-সম্মুখে আগত কর্ণপুত্র সুষেণের উপর আক্রমণ করিলেন। যেরূপ ক্ষুধার্তচিত্ত কোন সিংহ কোন এক বৃষের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ সহদেব গান্ধার-রাজ শকুনির প্রতি ধাবিত হইলেন। ৯

নকুলপুত্র নবযুবক শতানীক কর্ণের নবযুবক পুত্র বৃষসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন এবং বীরবর কর্ণপুত্র বৃষসেনও বহু বাণবর্ষণ করিয়া পাঞ্চালীনন্দন শতানীককে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

বিচিত্র যুদ্ধকারী, রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাদ্রীকুমার নকুল কৃতবর্মার উপর আক্রমণ করিলেন। রণধনঞ্জয় পাঞ্চালরাজ সেনাপতি দৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যসহ কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

ভারত! দুঃশাসন, কৌরবসেনা ও সংশপ্তক সৈন্যের সমৃদ্ধিশালিনী সৈন্যবাহিনী অসহ্য বেগশালী, অস্ত্রধারিগণশ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

কর্ণাত্মজং তত্র অযান বীর-
স্তথাচ্ছিনচ্চোত্তমৌজাঃ প্রসহ্য।
তস্যোত্তমাঙ্গং নিপপাত ভূমৌ
বিনাদয়ন্ গাং বিনদেন খঞ্চ ॥ ১৩

সুষেণশীর্ষং পতিতং পৃথিব্যাং
বিলোক্য কর্ণোঽথ রথার্তরূপঃ।
ক্রোধাত্তমায়ংস্তস্য রথং প্রসহ্য
বাণৈঃ সুধারৈর্নিশিতৈরকৃন্তৎ ॥ ১৪

স ভূতমৌজা নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ খড়্গেন চ ভাস্বরেণ।
পার্ষ্ণি হয়ানস্তর কূপস্য রথা
শিখণ্ডিবাহঃ স ততোঽবারোহৎ ॥ ১৫

কৃপঃ তু দৃষ্ট্বা বিরথং রথস্থো
নৈচ্ছচ্ছরৈস্তাড়য়িতুং শিখণ্ডী।
তং দ্রৌপিরাবার্য্য রথং কৃপস্য
সমুজ্জহ্রে পক্ষগতাং যথা গাম্ ॥ ১৬

হিরণ্যবর্মা নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
স্তবাত্মজানামনিলাত্মজো বৈ।
অতাপয়ৎ সৈন্যমতীব ভীমঃ
কালে শুচৌ মধ্যগতো যথার্কঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধপর্বণি
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

বীর উত্তমৌজা ঐকথাতেই পুত্রক সেখানে কর্ণপুত্র সুষেণকে বধ করিলেন এবং উহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন সুষেণের সেই মস্তক নিজের আর্তনাদে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল ॥ ১৩

সুষেণের মস্তককে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া কর্ণ শোকাতুর হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় ধারাল বাণসমূহের দ্বারা উত্তমৌজার বধ, অশ্ব ও অশ্বরক্ষককে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৪

তখন উত্তমৌজা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং (যখন কৃপাচার্য্য ধারণ করিলেন, তখন) উচ্চল রথহারির দ্বারা কৃপাচার্য্যের পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫

কৃপাচার্য্যকে রথহীন দেখিয়া রথে উপবিষ্ট শিখণ্ডী তাঁহার উপর বাণসমূহের আঘাত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন অশ্বত্থামা শিখণ্ডীকে প্রতিরোধ করিয়া পরম যত্ন সহকারে কৃপাচার্য্যকে উদ্ধার করিলেন ॥ ১৬

যেরূপ আষাঢ়মাসে দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য্য অত্যন্ত তাপদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুবর্ণ কবচধারী বায়ুপুত্র ভীমসেন আপনার সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা অধিকাংশকেই কৃপান্বিত করিলেন ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে সঙ্কুল যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ভীমসেনস্য তৃতীয়-সারথি-বিশোকস্য চ পারস্পরিক-কথোপকথনম্)

সঞ্জয় উবাচ।

অথ ত্বিদানীং তুমুলে বিমর্দে
ত্বিষদ্ভিরেকো বহুভিঃ সমাবৃতঃ।
মহারথে সারথিমিত্যুবাচ
ভীমস্তমুং বাহয় বার্তরাষ্ট্রীম্ ॥ ১

যং সারথে যাহি জবেন বাহৈ-
র্নয়াম্যেতান্ বার্তরাষ্ট্রান্ বধায়।
সঞ্চোদিতো ভীমসেনেন চৈবং
স সারথিঃ পুত্রবলং বলীয়ঃ ॥ ২

প্রায়াৎ ততঃ সত্বরমুদ্রবেগো
যতো ভীমস্তদ্ বলং পত্তুমিচ্ছৎ।
ততোঽপরে নাগ-রথাশ্বপত্তিভিঃ
প্রত্যুদ্যযুস্তং কুরবঃ সমন্তাৎ ॥ ৩

ভীমস্য বাহাগ্র্যমুদারবেগং
সমন্ততো বাণগণৈর্নিজঘ্নুঃ।
ততঃ শরানাপততো মহাত্মা
চিচ্ছেদ বাণৈস্তপনীয়পুঙ্খৈঃ ॥ ৪

তে বৈ নিপেতুস্তপনীয়পুঙ্খা
দ্বিধা ত্রিধা ভীমশরৈর্নিকৃত্তাঃ।
ততো রাজন্ নাগরথাশ্বযূনাং
ভীমাহতানাং বররাজমধ্যে ॥ ৫

ঘোরো নিনাদঃ প্রসসর্জ নরেন্দ্র
বজ্রাহতানামিব পর্বতানাম্।
তে বধ্যমানাস্তু নরেন্দ্রমুখ্যা
নিভিন্নহৃদ্ভীমশরপ্রবেগৈঃ ॥ ৬

ভীমং সমন্তাৎ সমরেঽভ্যরোহন্
বৃক্ষং যথা তীব্র জাতপক্ষাঃ।
ততোঽভিযাতে তব সৈন্যে স ভীমঃ
প্রাদুশ্চক্রে বেগমনন্তবেগঃ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও তাঁহার সারথি বিশোকের পারস্পরিক কথোপকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় সেই তুমুল যুদ্ধে বহু-সংখ্যক সঞ্জয়কর্তৃক পরিবেষ্টিত একাকী ভীমসেন মহাসমরে নিজের সারথি বিশোককে বলিলেন—সারথে! এখন তুমি ত্বরিত কুরুরাজ-পুত্রগণের সৈন্যদের দিকে লইয়া চল। ১

সূত! তুমি নিজ বাহনগণের দ্বারা সবেগে অগ্রসর হও। যাহাতে আমি এই কুরুরাজপুত্রগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি। ভীমসেন এই আদেশ করিলে পর সারথি অতিদ্রুত তরঙ্গ বেগযুক্ত আপনার পুত্রগণের সৈন্যদের দিকে ভীমসেনের ইচ্ছানুসারে যাইতে লাগিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যদের বিশাল বাহিনীর সহিত সর্বদিকে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২-৩

ইহারা ভীমসেনের অত্যন্ত বেগশালী শ্রেষ্ঠ রথের উপর চারিদিক্ দিয়া বাণসমূহের প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন নিজের উপর আপতিত সেই বাণসকলকে সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন। ৪

এই সকল সুবর্ণপক্ষযুক্ত বাণ ভীমসেনের বাণসমূহে দুইখণ্ডে তিনখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত হইল। রাজন্! নরেন্দ্র! তাহার পর শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীমসেনের দ্বারা নিহত হস্তী, রথ, অশ্ব, ও পদাতি যুবক সৈন্যদের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর আর্তনাদ হইতে লাগিল; ইহাতে মনে হইতে লাগিল বজ্রের আঘাতে পর্বত বিদীর্ণ হইতেছে। ৫½

যাহাদের পক্ষ উদ্গত হইয়াছে, সেই সব পক্ষী চারিদিক্ হইতে উড়িয়া আসিয়া যেরূপ কোন বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের উত্তম বাণসমূহে আহত ও বিদীর্ণ হইয়া প্রধান প্রধান নরপতিগণ সমরাঙ্গণে চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬½

আপনার সৈন্যরা আক্রমণ করিলে পর অনন্ত বেগশালী ভীমসেন নিজের মহাবেগকে সেইভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণকে সংহারকারী কাল হস্তে দণ্ড গ্রহণ করত সকলকে নষ্ট ও ধ্বস্ত করিবার বাসনায় নিজের অসীম বেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৭½

যথান্তকালে ক্ষপয়ন্ দিবঙ্কু
কৃতান্তরূপং কাল ইবান্তদণ্ডঃ।
তস্যাতিবেগস্য রথেষ্টিবেগা
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং ক্ষীয়াঃ। ৮

ব্যাত্তাননস্যাপততো যথৈব
কালস্য কালে হরতঃ প্রজা বৈ।
ততো বলং ভারত ভারতানাং
প্রদহ্যমানং সমরে মহাত্মনা। ৯

তীব্রং দিশোঽকীর্য্যত তীব্ররূপং
মহানিলেনাভ্রগণা যথৈব।
ততো বীর্যান্ সারথিস্তস্য বলী
স ভীমসেনঃ পুনরেব হৃষ্টঃ। ১০

সূতাভিজানীহি যতান্ পরান্ বা
রথান্ যতাংস্তাপততঃ সমেতান্।
যূয়ন্ হ্যহং নাভিজানামি সিদ্ধি-
র্যা বৈষ্ণবী স্বং ছাদয়িত্বা সুষেণঃ। ১১

অরীন্ বিলোক্যাভিনিরীক্ষ্য সর্বতো
মনশ্চ চিন্ত্য প্রহুনোতি মে ভৃশম্।
রাজাঽঽহুরো নাশমদ্য বং কিরীটী
বদ্ধুনি দুঃখান্তিষাতোঽপি সূত। ১২

এতদ্ দুঃখং সারথে ধর্মরাজো
মত্ত্যক্ত্বা হিত্বা যাতবান্ শত্রুমধ্যে।
নৈনং জীবা নাপ জানামাজীবং
বীভৎসুং বা তন্মমাত্যন্তদুঃখম্। ১৩

সোঽহং দ্বিষৎসৈন্যমুদগ্রকল্পং
বিনাশয়িষ্যে পরমপ্রতীতঃ।
এতদ্বিদিত্বাভিমুখো সমেত্য
প্রীতো ভবিষ্যামি সহ ত্বয়াদ্য। ১৪

সর্বাংস্তূণান্ সারথানামধেক্ষ্য
কিং নিষ্টং স্যাৎ সারথানাং রথে মে।
কা বা জাতিঃ কিং প্রমাণঞ্চ তেষাং
ত্বমা বাক্যং তৎ সমাচক্ষ্ব সূত। ১৫

যেরূপ প্রলয়কালে সূর্যদেবের পুরুষ আকৃতিধারী প্রলয়-নামক কালের বেগকে কেহই রুদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ অত্যন্ত বেগশালী ভীমসেনের প্রচণ্ড বেগকে আপনার সৈন্যরা কখনও প্রতিরোধ করিতে পারিল না। ৮।

ভারত! তদনন্তর সমরাঙ্গনে মহাত্মা ভীমসেন কর্তৃক পুনঃ পুনঃ রক্ষ হইতে থাকিয়া কৌরবসৈন্যরা ভীতচিত্তে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মেঘগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন আপনার সৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিয়া দিলেন। ১৯

তাহার পর বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ ভীমসেন হৃষ্ট হইয়া নিজের সারথি বিশোককে পুনরায় এই কথা বলিলেন—সূত! এই যে বহুসংখ্যক রথ ও অন্য একত্রে একদিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ইহাদিগকে জানিবার চেষ্টা কর, ইহারা স্ব-পক্ষের কিংবা পর-পক্ষের? কারণ, যুদ্ধ করিবার সময় আমার স্ব-পক্ষের ও পরপক্ষের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। এরূপ যেন না হয় যে আমি নিজেই আমাদের সৈন্যদিগকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছি। ১০-১১

বিশোক! চারিদিকেই শত্রুদিগকে দেখিয়া উৎপন্ন চিন্তা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত সন্তপ্ত করিতেছে, কারণ, রাজা যুধিষ্ঠির বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কিরীটধারী অর্জুন এখনও তাঁহার সংবাদ আনিয়া দিবার আসে নাই। সূত! এই সব কারণে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। ১২

সারথে! প্রথমে এই দুঃখটি হইতেছে যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেই শত্রুসৈন্যের মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। জানিনা, তিনি এখনও জীবিত আছেন কি না? অর্জুনেরও কোন সংবাদ পাইতেছি না? ইহাতেও আমার আরও অধিক দুঃখ হইতেছে। ১৩

আচ্ছা, এখন আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া শত্রুদের প্রচণ্ড সৈন্যদিগকে বিনাশ করিব। এখানে একত্রে সমবেত এই সৈন্যদিগকে যুদ্ধস্থলে নষ্ট করত আমি আজ তোমার সহিত প্রসন্নতা অনুভব করিব। ১৪

সূত! আমার রথের উপর স্থাপিত বাণসমূহের সমস্ত তূণীরকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ও ভালভাবে বুঝিয়া আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বল—এখন ইহাদের মধ্যে কত বাণ অবশিষ্ট আছে? কোন্ কোন্ জাতির বাণ এখনও আছে এবং তাহাদের সংখ্যা কত? ১৫

(কতি বা সহস্রাণি কতি বা শতানি
ব্রূহ্যেক মে সারথে ক্ষিপ্রমেব ।
বিশোক উবাচ
সর্বং বিদিত্বৈবমহং ব্রবীমি
তবার্থসিদ্ধিপ্রথমস্তু বীর ।
কৈকেয়-কাম্বোজ-সুরাষ্ট্র-বাহ্লিকা
ম্লেচ্ছাশ্চ সূক্ষ্মাঃ পরতঙ্গণাশ্চ ।
মদ্রাশ্চ বঙ্গা মগধাঃ কুলিন্দা
আনর্তকাবর্তকাঃ পর্বতীয়াঃ ।
সর্বে গৃহীতপ্রবরায়ুধাস্ত্রাঃ
সংখ্যে সমাবেষ্টা তবো বিনেতুঃ ।)
বস্ত্রাণিনাময়ুতানি বীর
ক্ষুরাশ্চ ভল্লাশ্চ তবায়ুতাখ্যাঃ ।
নারাচানাং দ্বে সহস্রে চ বীর
ত্রীণোব চ প্রথবাণাঃ স্ম পার্থ । ১৬
অন্ত্যায়ুধং পাণ্ডবেয়াবশিষ্টং
ন যদ্ বহেচ্ছকটং ষড়্গবীয়ম্
এতদ্ বিদন্ মুঞ্চ সহস্রশোঽপি
প্রয়াসিষ্যন্তুভয়ে ক্ষেত্রমন্তি । ১৭

প্রাণাশ্চ মূলাদো: শক্তয়স্তোমরাশ্চ
মা তৈরীষ্ঠাঃ সঞ্জয়রাজানুযানম্ । ১৮
ভীমসেন উবাচ ।
সূতাত্মজং পশ্য ভীমপ্রসূতৈঃ
সাচিহ্নিতৈঃ পার্থিবানাং সুযোগৈঃ ।
হয়ং বাণৈরাচিতং ঘোররূপং
নষ্টাদিত্যং মৃত্যুলোকেন তুল্যম্ । ১৯
অস্তৈতদ্ বৈ বিদিতং পার্থিবানাং
ভবিষ্যতি ত্বাকুমারক সূত ।
নিমগ্নো বা সমরে ভীমসেন
একঃ কুরূন্ বা সমরে ব্যজৈষীৎ । ২০
সর্বে সংখ্যে কুরবো নিষ্পতন্তু
মাং বা লোকঃ কীর্তয়ত্বানুমারম্ ।
সর্বানেকস্তানয়ং পাতয়িত্বা
তে বা সর্বে ভীমসেনং ক্ষুণন্তু । ২১
আশাস্যাঃ কর্ম চাপ্যুত্তমং যে
তস্মৈ দেয়াঃ কেবলং সাধবস্তু ।
আয়াহিতাস্তানুনঃ শক্রঘাতী
শক্রকূর্দং যস্য উবোপযুক্তঃ । ২২

ভীমসেন বলিলেন,—সূত ! আজ এই যুদ্ধস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত বেগশালী বাণসকল রাজগণকে বিনাশ করিতে করিতে সম্পূর্ণ রণভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে সূর্যও অস্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই রণভূমি যমলোকসদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ১৯

সূত ! আজ বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত কুলস্ত্রিগণের জানা হইয়া যাইবে যে, ভীমসেন সমর-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে অথবা সে একাকীই সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। ২০

আজ যুদ্ধস্থলে সমস্ত কৌরবগণ ধরাশায়ী হইবে অথবা বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল মানুষই রণাঙ্গনে ভীমসেনকে পতিত হইতে দেখিবে। আমি একাকীই এ সমস্ত কৌরবদিগকে ধূলাপাতিত করিব অথবা তাহারা সকলেই ভীমসেনকে পীড়িত করিবে। ২১

যাঁহারা উত্তম কর্মফলের উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই দেবতাগণ কেবল আমার একটি কার্য সম্পন্ন করুন। যেরূপ যজ্ঞে

(সারথে ! শীঘ্র বল, তোমার রথে কত হাজার বাণ এবং কত শত অবশিষ্ট আছে ? বিশোক বলিলেন,—বীর ! আমি আর যাহা কিছু অবগত হইয়া আপনার মনোরথসিদ্ধিবিষয়ক বাক্য বলিতেছি, কেকয়, কাম্বোজ, সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, ম্লেচ্ছ, সূক্ষ্ম, পরতঙ্গণ, মদ্র, বঙ্গ, মগধ, কুলিন্দ, আনর্ত, আবর্ত এবং পর্বতীয় সকল যোদ্ধারাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল ধারণ করত আপনাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া যুদ্ধস্থলে সমর সমুদ্যত হইবার জন্য গর্জন করিতেছে।)

বীরবর ! এখন আপনার নিকট বাট হাজার বাণ রহিয়াছে, দশ হাজার ক্ষুর ও দশহাজার ভল্ল আছে। পার্থ ! দুই হাজার নারাচ এবং তিন হাজার প্রবরও অবশিষ্ট আছে। ১৬

পাণ্ডুনন্দন ! এখন এত অস্ত্রসকল অবশিষ্ট আছে যে, ছয়টি গরুতে যোজিত একটি গাড়ীও উহাদিগকে লইয়া যাইতে পারিবে না। বিদ্বন্ ! আপনি এই সহস্র সহস্র অস্ত্রকে প্রয়োগ করুন। এখন আপনার নিকট যুদ্ধ পর্যন্ত, তূণীরাদি ও বহু ধনসম্পত্তি রহিয়াছে। এইরূপ বহুসংখ্যক প্রাণ, মূত্রাশয়, শক্তি ও তোমর অবশিষ্ট আছে। আপনি অস্ত্রসকলের সমাপ্তিসময়ে ভীত হইবেন না। ১৭-২২

(পশ্যস্ব পশ্যস্ব বিশোক মে ঘঃ
বলং পরেষামভিঘাতচিহ্নম্।
নানাস্বরান্ পশ্য বিমুঞ্চ সর্বে
তথা দ্রবন্তে বলিনো ধার্তরাষ্ট্রাঃ।)
ঈক্ষস্বৈতাঃ ভারতীঃ দীর্যমাণা-
মেতে কস্মাদ্ বিদ্রবন্তে নরেন্দ্রাঃ।
ব্যক্তং বীমান্ সব্যসাচী নরাগ্র্যঃ
সৈন্যং ক্ষেত্রক্ষাদয়ত্যাশু বাণৈঃ। ২০
পশ্য ধ্বজাংশ্চ দ্রবতো বিশোক
নাগান্ চরান্ পত্তিসঙ্ঘাংশ্চ সংখ্যে।
রথান্ বিকীর্ণান্ শরশক্তিতাড়িতান্
পশ্যৈতান্ রথিনশ্চৈব সূত। ২১
আপূর্যতে কৌরবী চাপ্যভীক্ষ্ণং
সেনা ভৃশং সুভৃশং চুক্ষুভানা
ধনঞ্জয়স্যাশনিতুল্যবেগৈ-
র্মুক্তা শরৈঃ কাঞ্চনবর্মিভাস্তৈঃ। ২২
এতে দ্রবন্তি স্ম রথাশ্বনাগাঃ
পরাজিতসন্ত্রাসবিমূঢ়চেতঃ-
সম্মূর্ছমানাঃ কৌরবাঃ সর্ব এব
দ্রবন্তি নাগা ইব দাবভীতাঃ। ২৩
হাহাকৃতাশ্চৈব রথে বিশোক
মুঞ্চন্তি নাদান্ বিপুলান্ পতেন্দ্রাঃ। ২৭

বিশোক উবাচ।

কিং ভীম নৈনঃ ঘমিহাপ্যুপৈষি
বিস্ফারিতং গাণ্ডিবমণ্ডলেষু।
ক্রুদ্ধেন পার্থেন বিকৃষ্যতোঽস্য
কচ্চিন্নেমৌ তব কর্ণৌ বিনদ্যৌ। ২৮
সর্বে কামাঃ পাণ্ডব তে সমৃদ্ধাঃ
কপির্হাসৌ দৃশ্যতে চক্রিসৈন্যে।
নীলাদ ঘনাদ বিদ্যুদমুচ্চরন্তী
তথা পশ্য বিস্ফুরন্তী ধনুর্জ্যাম্। ২৯
কপির্হাসৌ দীপ্যতে সর্বতো বৈ
ধ্বজাগ্রমারুহ্য ঘনপ্রঘস্য।
বিত্রাসয়ন বিপুসঙ্ঘান্ বিমর্দে
বিভেষ্যমাণাস্তনৈবাভিরীক্ষ্য। ৩০

আরোহণ করিলে পর ইন্দ্রদেব অধিষ্ঠিত স্থলে উপস্থিত হন্, সেইরূপ শত্রুঘাতী অর্জুন ইহ এ-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২২

(বিশোক। দেখ, দেখ, তুমি আমার বল। আমার আঘাতসকলে শত্রুদের সৈন্যরা বিদীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। দেখ, ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত বলবান্ পুত্র নানাপ্রকার আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে।)

সারথে! এই কৌরব-সৈন্যের দিকেও দৃষ্টিপাত কর। ইহাদের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব নরপতিগণ কেন পলায়ন করিতেছেন? ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান্ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আসিতেছে। সে-ই নিজ বাণসমূহের দ্বারা অভিমন্যু এই সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিতেছে। ২৩

বিশোক! মৃত্যুভয়ে পলায়নপর রথসমূহ, হস্তিগণ, অশ্বসমূহ ও পদাতি-সৈন্যদিগকে লক্ষ্য কর। বাণ ও শক্তিসমূহে তাড়িত হইয়া ক্ষতবিক্ষত রথ ও রথী যোদ্ধাদের দিকেও দৃষ্টিপাত কর। ২৪

অর্জুনের বাণসকল বজ্রতুল্য বেগশালী। উহাদের মধ্যে স্বর্ণ ও মণির পুঙ্খসংযুক্ত আছে। এই সকল বাণের দ্বারা আক্রান্ত এই কৌরব-সৈন্যরা অত্যন্ত আহত হইয়া বারংবার আর্তনাদ করিতেছে। ২৫

এই রথ, অশ্ব ও হাতীরা পদাতি-সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। প্রায় সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা যেন অচৈতন্য হইয়া দাবানলের পাশ হইতে ভীত হস্তিগণের ন্যায় পলায়ন করিতেছে। ২৬

বিশোক! রণাঙ্গনে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। মহানাগরা গজরাজ ভীষণরবে চীৎকার করিতেছে। ২৭

বিশোক বলিলেন,—ভীমসেন। ক্রুদ্ধ অর্জুনকর্তৃক আকৃষ্ট গাণ্ডীবধনুর এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনি কি এখন আপনি শুনিতে পাইতেছেন না? আপনার কর্ণদ্বয় নষ্ট হইয়া যায় নাই ত'? ২৮

হে পাণ্ডুনন্দন! আপনার সমস্ত কামনা সফল হইয়াছে। হস্তী-সৈন্যদের মধ্যে অর্জুনের রথের ধ্বজের এই বানরচিহ্ন দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের ন্যায় গাণ্ডীবধনুর এই জ্যাও অবলোকন করুন। ২৯

অর্জুনের রথের ধ্বজাগ্রভাগের উপর আরূঢ় এই বানর সর্বদিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং শত্রুদিগকে ভীত

বিভ্রাজতে চাতিভাস্বৎ কিরীটং
বিচিত্রমেতচ্চ ধনঞ্জয়স্য।
দিবাকরাভ্যো মণিরেষ দিব্যো
বিভ্রাজতে বৈব কিরীটসংস্থঃ ॥৩১

পার্শ্বে স্থিতং পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশং
পশ্যস্ব শঙ্খং দেবদত্তং সুঘোষম্।
অস্যন্মহন্তঞ্চ জনার্দনস্য
বিগাহমানস্য চমূং পরেষাম্ ॥৩২

রবিপ্রভং বজ্রনাভং ক্ষুরান্তং
পার্শ্বেস্থিতং পশ্য জনার্দনস্য।
চক্রং যশোবর্ধনং কেশবস্য
সদার্চিতং বহুভিঃ পশ্য বীর ॥৩৩

মহাদ্বিপানাং সরলদ্রুমোপমা:
করা নিকৃত্তা: প্রপতন্ত্যমী ক্ষুরৈ:
কিরীটিনা তেন পুনঃ সমাধিনা:
শরৈর্নিকৃত্তা: কুলিশৈরিবাদ্রয়:।

তথৈব কৃষ্ণস্য চ পাঞ্চজন্য
মহাহ্বনেষ্বং দ্বিজরাজবর্ণম্।
কৌন্তেয় পশ্যোরসি কৌস্তুভঞ্চ
ভ্রাজন্যমানং বিজয়ং প্রধক্ষ্য ॥৩৫

ক্রমং রথাগ্র্যং বসুধৈতি পার্থো
বিদ্রাবয়ন্ সৈন্যমিদং পরেষাম্।
সিতাভ্রবর্ণৈরসিতপ্রভূতৈ-
র্হয়ৈর্মহাহৈ রথিনাং বরিষ্ঠঃ ॥৩৬

রথান্ হয়ান্ পত্তিগণাংশ্চ সাধৈ-
র্বিদারিতান্ পশ্য পতত্ত্যমী যথা।
তথাসুজেনামরদানবেজসা
মহাবনানীব সুপর্ণবায়ুনা ॥৩৭

চতুঃশতান্ পশ্য রথানিমান্ হতান্
সমাধি-সূতান্ সমরে কিরীটিনা
যদেষুভিঃ সপ্তশতানি দন্তিনাং
পতাতিসাদী চ রথানরেকশঃ ॥৩৮

করিতেছে। আমি নিজেই তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া রহিয়াছি ॥৩০

ধনঞ্জয়ের এই বিচিত্র মুকুট অতিশয় প্রকাশিত হইতেছে। এই মুকুটে সংযোজিত দিব্য মণি দিবাকর-সদৃশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥৩১

বীর! অর্জুনের পার্শ্বভাগে শ্বেতবর্ণের মেঘের ন্যায় প্রকাশিত ও গম্ভীর শব্দকারী দেবদত্তনামক ভয়ানক শঙ্খও স্থাপিত আছে, ইহাও লক্ষ্য করুন। হস্তে অস্ত্রসঞ্চালনকারী ও শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থিত সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান চক্র বিদ্যমান আছে, যাহার নাভিতে বজ্র ও অন্তে ক্ষুর বর্ত্তমান আছে। ভগবান্ কেশবের এই চক্র তাঁহার যশোবর্দ্ধক। দেবতা মহর্ষিগণ সদা ইহার পূজা করিয়া থাকেন। আপনি সেই চক্রকেও দর্শন করুন ॥৩২-৩৩

অর্জুনের কৃষ্ণনামক যানসমূহে স্থিত এই বিশাল হস্তিসৈন্যের ভগ্নত্ব দেবরাজবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইতেছে। পুনরায় এই কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বতের তুল্য হাতীরাও আরোহীদের সহিত ধরাশায়ী হইতেছে ॥৩৪

হে কৃষ্ণনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই চন্দ্র-সদৃশ শুভ্রবর্ণ বহুমূল্য পাঞ্চজন্য শঙ্খকেও লক্ষ্য করুন। সেই সঙ্গে বক্ষঃস্থলে স্থীয় প্রভায় দেদীপ্যমান কৌস্তুভমণি ও বৈজয়ন্তী মালার প্রতিও আপনি দৃষ্টিপাত করুন ॥৩৫

নিশ্চয়ই রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনন্দন অর্জুন শত্রুসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছে। শুভ্রবর্ণ মেঘসদৃশ কান্তিমান্ তাঁহার মহামূল্য অশ্বগণ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে ॥৩৬

দেখুন, দেবরাজ পর্জ্জন্যের পক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত বায়ু কর্ত্তৃক মহাবনসকলও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদের রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যসকলকে বিদীর্ণ করিতেছেন এবং তাহারা সকলেই ভূতলে পতিত হইতেছে ॥৩৭

এই দেখুন, কিরীটধারী অর্জুন সমরাঙ্গণে সারথি ও অশ্বগণের সহিত এই চারি শত রথীকে বিনাশ করিয়াছেন এবং নিজের বিশাল বাণসমূহের দ্বারা সাত শত হাতী, বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্য, অশ্বারোহী ও অনেকানেক রথসকলকেও সংহার করিয়াছেন ॥৩৮

অস্ত্র সমত্যেতি তবাস্তিকং বলী
নিয়ন্ কুরূংশ্চিত্র ইব গ্রহোঽর্জুনঃ।
সমৃদ্ধকামোঽসি হতাস্তবাহিতা
বলং তবাদ্যেতু চিরায় বর্ধতাম্ ॥ ৩৯
ভীমসেন উবাচ।
যদানি তে গ্রামবরাংশ্চতুর্দশ
প্রিয়াখ্যানে সারথে সুপ্রসন্নঃ।

বিচিত্র রথকুশলী বলবান্ এই অর্জুন কৌরবদের সংহার করিতে করিতে আপনার নিকটেই আসিতেছেন। এখন আপনার কামনা সফল হইয়াছে। আপনার শত্রুরা নিহত হইয়াছে। এই সময় আপনার আয়ু ও বল চিরকালের জন্য বর্ধিত হউক। ৩৯

ভীমসেন বলিলেন,—বিশোক! তুমি অর্জুনের অনেক সমাচার জানাইলে। সারথে! এই প্রিয় সংবাদে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে চৌদ্দটি বড় বড় গ্রামকে দান করিলাম। সেই সঙ্গে এক শত দাসী ও বিশটি রথও তুমি পারিতোষিক রূপে প্রাপ্ত হইবে। ৪০

দাসীশতং চাপি রথাংশ্চ বিংশতিং
যদর্জুনং বেদয়সে বিশোক ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি ভীমসেনবিশোকসংবাদে
ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পরমাশ্চর্যী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ভীমসেন ও বিশোকের পরস্পর কথোপকথন-বিষয়ক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-ভীমসেনাভ্যাং কৌরবসৈন্যানাং সংহারঃ, ভীমসেনেন শকুনেঃ পরাজয়ঃ, সসৈন্য-দুর্যোধনাদি-ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং পলায়নম্, কর্ণস্যাগ্রসরত্বগ্রহণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

শ্রুত্বা তু রথনির্ঘোষং সিংহনাদঞ্চ সংযুগে।
অর্জুনঃ প্রাহ গোবিন্দং শীঘ্রং নোদয় বাজিনঃ। ১
অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা গোবিন্দোঽর্জুনমব্রবীৎ
এষ গচ্ছামি সুস্থিরং যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ।
তং যাতমর্থৈরিষমশ্ববর্ষৈঃ
সুবর্ণমুক্তামণিজালনদ্ধৈঃ।

অস্তং জিঘাংসুং প্রসৃতৈস্তরস্বিভিঃ
জঘ্নে হরেঃ সূর্যমিবোগ্ররশ্মিম্ ॥ ৩
রথাশ্ব-মাতঙ্গ-পদাতিনশ্চরা
বাণাশ্ববর্ষৈর্নিশিতৈরবর্ষৈশ্চ।
সন্নাদয়ন্তো বসুধাং দিশশ্চ
ক্রুদ্ধা নৃসিংহা অয়মভ্যযুঃ ॥ ৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভীমসেনকর্তৃক কৌরবসৈন্যদের সংহার, ভীমসেনের দ্বারা শকুনির পরাজয় এবং সৈন্যসহ দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের পলায়ন ও কর্ণের দ্বারা অগ্রে গ্রহণ।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! অন্য দিকে দূরস্থলে সকলের রথসকলের ঘর্ঘর শব্দ এবং সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! অশ্বগণকে শীঘ্র চালনা করুন। ১

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—এই আমি অতিশীঘ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইব, যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন। ২

যেরূপ দেবরাজ উগ্র হাতে বজ্র লইয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় মনে অত্যন্ত ক্রোধ ধারণ করত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুনও শত্রুদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া তূর্ণ, মুক্তা ও মণিজালে আবদ্ধ দিব্য এবং সুবর্ণময় কান্তিমান্ অশ্বগণের দ্বারা যাত্রা করিলেন। সেই সময় ক্রুদ্ধ-শত্রুপক্ষের পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর, রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যসমূহ নিজ নিজ বাণসমূহের, রথ-চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দে ও খুরসকলের খটখট শব্দে দিক্‌সমূহ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ৩-৪

তেষাঞ্চ পার্থস্য চ মাহিষাসীদ্
দেহাসুপাপক্ষপণং সুঘোরম্।
ত্রৈলোক্যহেতোরসুরৈর্যথাসীদ্
দেবস্য বিষ্ণোর্জয়তাং বরস্য ॥ ৫
তৈরক্তমুচ্ছ্বাবচমাযুধং ত-
দেকঃ প্রচিচ্ছেদ কিরীটমালী।
ক্ষুরার্ধচন্দ্রৈর্নিশিতৈশ্চ ভল্লৈঃ
শিরাংসি তেষাং বহুধা চ বায়ুন্ ॥ ৬
ছত্রাণি বালব্যজনানি কেতু-
নস্যান্ রথান্ পত্তিগণান্ দ্বিপাংশ্চ।
তে পেতুরুর্ব্যাং বহুধা বিরূপা
বাতপ্রণুন্নানি যথা বনানি ॥ ৭
সুবর্ণজালাবততা মহাগজাঃ
সবৈজয়ন্তীধ্বজযোধকল্পিতাঃ।
সুবর্ণপুঙ্খৈরিষুভিঃ সমাচিতা-
শ্চকাশিরে প্রজ্বলিতা যথাচলাঃ ॥ ৮
বিদার্য্য নাগাশ্বরথান্ ধনঞ্জয়ঃ
শরোত্তমৈর্বাসবতুল্যসন্নিভৈঃ।
ততো যযৌ কর্ণজিঘাংসয়া তথা
যথা মরুত্বান্ বলভেদনে পুরা ॥ ৯
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তব সৈন্যমরিন্দমঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্মকরঃ সাগরং যথা ॥ ১০
তং হৃষ্টাস্তাবকা রাজন্ রথ-পত্তিসমন্বিতাঃ।
গজাশ্বসাদিবহুলাঃ পাণ্ডবং সমুপাদ্রবন্ ॥ ১১
তেষামাপততাং পার্থমাবাসঃ সুমহানভূৎ।
সাগরস্যেব ক্ষুব্ধস্য যথা স্যাৎ সলিলস্বনঃ ॥ ১২
তে তু তং পুরুষব্যাঘ্রং ব্যাঘ্রা ইব মহারথাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ত্যক্ত্বা প্রাণকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৩
তেষামাপততাং তত্র শরবর্ষাণি মুঞ্চতাম্।
অর্জুনো ব্যধমৎ সৈন্যং মহাবাতো ঘনানিব ॥ ১৪
তেঽর্জুনং সহিতা ভূত্বা রথবংশৈঃ প্রহারিণঃ।
অভিযায় মহেষ্বাসা বিব্যধুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৫

মানুষ! ত্রিলোকের রাজ্যের জন্য যেরূপ অসুরগণের সহিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন অর্জুনের সেই যোদ্ধাগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধ এই সব যোদ্ধাদের দেহ, প্রাণ ও পাপ-সঞ্চয়ের বিনাশকারী ছিল। ৫

ইহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও তীক্ষ্ণধার ভল্লসমূহে ছেদন করিলেন। সেই সঙ্গে তাহাদের মস্তক, বাহু, ছত্র, চামর ব্যজন, অশ্ব, রথ, পদাতি সৈন্যবাহিনী এবং হস্তিসকলকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। এই সব এখন বহু খণ্ডে বিভক্ত ও বিরূপ হইয়া প্রবল বায়ুতে উৎপাটিত বনভূমির ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছে। ৬-৭

স্বর্ণজালে আচ্ছাদিত, বৈজয়ন্তী ধ্বজে সুশোভিত এবং যোদ্ধাগণের দ্বারা সুরক্ষিত বিশালদেহ হাতীরা সুবর্ণ-পঙ্খযুক্ত বাণসমূহে ব্যাপ্ত ও প্রজ্বলিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ৮

যেরূপ পূর্বকালে ইন্দ্র বলাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য তীব্রবেগে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সকলের ধ্বজা, অশ্ব ও রথসকলকে বিদীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে সহসা সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। ৯

তখনকার যেরূপ মকর সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুমর্দনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ১০

রাজন্! সেই সময় হৃষ্টচিত্ত আপনার রথী ও পদাতি সৈন্যের সহিত গজারোহী এবং অশ্বারোহী বহুসংখ্যক যোদ্ধারা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১১

পার্থের উপর আক্রমণকারী সেই সৈন্যগণের অতিশয় তীব্র কোলাহলে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলের গম্ভীর ধ্বনির ন্যায় প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল॥ ১২

এই সব মহারথী যোদ্ধারা নিজেদের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ১৩

কিন্তু যেরূপ প্রবল বায়ু মেঘসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন বাণসমূহ বর্ষণপূর্বক আক্রমণকারী সেই সমস্ত যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিলেন॥ ১৪

তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধারা একত্রে সংগঠিত হইয়া রথসমূহের দ্বারা আক্রমণ করত অর্জুনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১৫

(শক্তিভিস্তোমরৈঃ প্রাসৈঃ কুণপৈঃ কূটমুদ্গরৈঃ।
মূলৈশ্ছিন্দিপালৈঃ পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈঃ পরশ্বধৈঃ।
করবালৈর্হেমদণ্ডৈর্যষ্টিভির্মুসলৈর্হলৈঃ।
প্রহৃষ্টাস্তক্ষিরে পার্থং সমন্তাদ্ দৃঢ়ধানুষৈঃ।)

ততোঽর্জুনঃ সহস্রাণি রথ-বারণ-বাজিনাম্।
প্রেষয়ামাস বিশিখৈর্যমস্য সদনং প্রতি॥ ১৬

তে বধ্যমানাঃ সমরে পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
তত্র তত্র স্ম লীয়ন্তে ভয়ে জাতে মহারথাঃ॥ ১৭

তেষাং চতুঃশতান্ বীরান্ যতমানান্ মহারথান্।
অর্জুনো নিশিতৈর্বাণৈরনয়দ্ যমসাদনম্॥ ১৮

তে বধ্যমানাঃ সমরে নানালিঙ্গৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ
অর্জুনং সমভিত্যজ্য দুদ্রুবুর্বৈ দিশো দশ॥ ১৯

তেষাং শব্দো মহানাসীদ্ দ্রবতাং বাহিনীমুখে
মহোঘস্যেব জলবেগৈরিমাসাদ্য দীর্যতঃ॥ ২০

তাং তু সেনাং তথা বিদ্ধ্বা দ্রাবয়িত্বাঽর্জুনঃ শরৈঃ।
প্রায়াদভিমুখঃ পার্থঃ সূতানীকং হি মারিষ॥ ২১

তস্য শব্দো মহানাসীৎ পরানভিমুখস্য বৈ।
গরুড়স্যেব পততঃ পন্নগার্থে যথা পুরা॥ ২২

তং তু শব্দমভিজ্ঞায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
বভূব পরমপ্রীতঃ পার্থদর্শনলালসঃ॥ ২৩

প্রত্যেব পার্থমায়ান্তং ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ মহারাজ সেনাং তব সমর্দয়ৎ॥ ২৪

স বায়ুবীর্যপ্রতিমো বায়ুবেগসমো ভবে।
বায়ুবদ্ ব্যচরদ্ ভীমো বায়ুপুত্রঃ প্রতাপবান্॥ ২৫

তেনার্দ্যমানা রাজেন্দ্র সেনা তব বিশাম্পতে।
বাত্যাহত মহারাজ ভিন্না নৌরিব সাগরে॥ ২৬

তাং তু সেনাং তদা ভীমো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
শরৈরবচকর্তোগ্রৈঃ প্রেষয়িত্বন্ যমক্ষয়ম্॥ ২৭

তত্র তারত ভীমস্য রূপং দৃষ্ট্বাতিমানুষম্।
বাত্যমন্ত রণে যোধাঃ কালস্যেব যুগক্ষয়ে॥ ২৮

(এই সব যোদ্ধারা শক্তি, তোমর, প্রাস, কুণপ, কূট, মুদ্গর, মূল, ত্রিশূল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, খড়্গ, হেমদণ্ড, যষ্টি, মুষল ও হলাদি অস্ত্রসকলের দ্বারা অর্জুনকে সকলদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।)

তখন অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা পক্ষপক্ষের সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বসকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন॥ ১৬

অর্জুনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে আঘাতপ্রাপ্ত কৌরব-মহারথীরা তৎক্ষণাৎ এদিক্ ওদিকে আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৭

ইহাদের মধ্যে চারি শত মহারথী বীর যত্নপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাদের সকলকেই অর্জুন তীক্ষ্ণবাণসমূহে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন॥ ১৮

সংগ্রামে নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে যুক্ত তীক্ষ্ণধার বহু বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই সৈন্যরা অর্জুনকে পরিত্যাগ করত দশ দিকে পলাইয়া যাইলেন॥ ১৯

যুদ্ধের সম্মুখভাগে পলায়মান যোদ্ধাদিগের তীব্র কোলাহল এরূপ প্রতীত হইতেছিল যে, যেন সমুদ্রের প্রবল জলপ্রবাহ পর্বতে আঘাত করিতেছে॥ ২০

মাননীয় কৃপাচার্য! সেই সৈন্যদিগকে নিজ বাণসমূহে আক্রান্ত আহত করিয়া বিতাড়িত করিবার পর দুর্যোধনের অর্জুন কর্ণের সৈন্যদের দিকে গমন করিলেন॥ ২১

শত্রুসৈন্যের দিকে উন্মুখ উহার রথের প্রচণ্ড শব্দ এরূপ মনে হইতেছিল, যেরূপ পূর্বে কোন সময়ে ধরিবার জন্য উদ্যত গরুড়ের পক্ষের তীব্র শব্দ উত্থিত হইয়াছিল॥ ২২

এই শব্দকে শ্রবণ করত মহাবল ভীমসেন অর্জুনের দর্শন-লালসায় অতিশয় প্রীত হইলেন॥ ২৩

মহারাজ! পার্থের আগমন বার্তা শুনিয়াই প্রতাপশালী ভীমসেন প্রাণের মোহ পরিহারপূর্বক আপনার সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৪

প্রতাপী ভীমসেন বায়ুসদৃশ বেগশালী ছিলেন। ইনি বল ও পরাক্রমেও বায়ুরই তুল্য ছিলেন এবং এই সময় রণাঙ্গনে বায়ুর ন্যায় তীব্র গতিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৫

মহারাজ! প্রজানাথ! রাজেন্দ্র! ইঁহার দ্বারা পীড়িত আপনার সৈন্যরা সমুদ্রে ভগ্ন নৌকার ন্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন॥ ২৬

সেই সময় ভীমসেন নিজ হস্তের নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে আপনার সেই সৈন্যদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন॥ ২৭

ভারত! সেই সময় প্রলয়কালীন কালসদৃশ ভীমসেনের অলৌকিক বলকে দেখিয়া রণাঙ্গনে সমস্ত যোদ্ধারা এদিক্ ওদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৮

তথাদিষ্টান্ ভীমবলান্ ভীমসেনেন ভারত।
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৯
সৈনিকাংস্তু মহেষ্বাসান্ যোধাংস্তু তরতর্ষভ।
সমাদিশন্ রণে সর্বান্ হত ভীমমিতি স্ম হ ॥৩০
তস্মিন্ হতে হতং মন্যে পাণ্ডুসৈন্যমশেষতঃ।
প্রতিগৃহ্য চ তামাজ্ঞাং তব পুত্রস্য পার্থিবাঃ ॥ ৩১
ভীমং প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
গজাস্তু বহুলা রাজন্ নরাস্তু রথযূথিনঃ ॥ ৩২
রথে স্থিতাস্তু রাজেন্দ্র পরিবব্রুর্বৃকোদরম্।
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূরো রাজন্ সমন্ততঃ ॥ ৩৩
তস্তস্তে ভরতশ্রেষ্ঠো নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।
পরিবেষী যথা সোমঃ পরিপূর্ণো বিরাজতে ॥ ৩৪
স বরাজ তথা সংখ্যে দর্শনীয়ো নরোত্তমঃ
নির্বিশেষো মহারাজ যথা হি বিজয়স্তথা ॥ ৩৫

ভরতনন্দন! তাহার বলশালী নিজের সৈন্যগণকে ভীমসেন কর্তৃক এরূপ পীড়িত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজের সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য ও যোদ্ধাগণকে রণাঙ্গনে এইরূপ আদেশদান পূর্বক বলিলেন যে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া ভীমসেনকে সংহার কর ॥ ৩০

এই ভীমসেন নিহত হইলে পর আমি সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যকেই নিহত বলিয়া মনে করিব। আপনার পুত্র দুর্যোধনের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত সমস্ত ভূপতিগণ চারিদিক্ হইতে হর্ষবর্ধন পূর্ব্বক ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

রাজন্! রাজেন্দ্র! বহুসংখ্যক হস্তী, রথারোহী পদাতি সৈন্য ও রথারোহী যোদ্ধারাও ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ৩২

নরেশ্বর! এই সব বীরবর যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত শৌর্য্যশালী বীর ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন নক্ষত্রসমূহে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন ॥ ৩৩

যেরূপ বীর পরিমণ্ডলে আবৃত পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে দর্শনীয় নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! ইহাঁর তখন অর্জুনতুল্যই প্রতীত হইতেছিলেন। ইহাঁর মধ্যে ও অর্জুনের মধ্যে এই সময় কোন পার্থক্যই ছিল না ॥ ৩৪-৩৫

তদা তে পার্থিবাঃ সর্বে শরবৃষ্টিং সমাসৃজন্।
ক্রোধরক্তেক্ষণাঃ শূরাঃ হন্তুকামা বৃকোদরম্ ॥ ৩৬
তাং বিধার্য্য মহাসেনাং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
নিশ্চক্রাম রণাদ্ ভীমো মৎস্যো জ্বালাদিবাগ্নিঃ ॥৩৭
হত্বা দশসহস্রাণি গজানামনিবর্তিনাম্।
নৃণাং শত-সহস্রে দ্বে দ্বে শতে চৈব ভারত ॥ ৩৮
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি রথানাং শতমেব চ।
হত্বা প্রাক্রন্দয়দ্ ভীমো নদীং শোণিতবাহিনীম্ ॥৩৯
শোণিতোদাং রথাবর্তাং ধ্বজিপ্রাণসমাকুলাম্।
নরমীনাশ্বনক্রাঢ্যাং কেশশৈবলশাদ্বলাম্ ॥ ৪০
সংছিন্নভুজনাগৌঘাং বহুহস্যপতাকিনীম্
উরুপ্রাচাং মজ্জপঙ্কাং শীর্ষোপলসমাকুলাম্ ॥ ৪১
ধনুষ্কাশাং শরস্রোতাং গদাপরিঘপল্বলাম্
হংসচক্রবকাকীর্ণাং ভীরুসম্বেগবর্ধিনীম্ ॥ ৪২

তদনন্তর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত সেই সমস্ত শৌর্য্যশালী ভূপতিগণ ভীমসেনকে সংহার করিবার বাসনায় ইহাঁর উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

ইহা দেখিয়া ভীমসেন আক্রমণকারী বাণসমূহের দ্বারা সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিদীর্ণ করতে সেইভাবে উক্ত সেনা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, যেরূপ কোন কোন মৎস্য জলমধ্যে নিমগ্ন জালকেই ছেদন করত বাহির হইয়া যায় ॥ ৩৭

ভারত! দুই হইতে অধিকৃত দশ হাজার গজরাজ, দুই লক্ষ দুই শত পদাতি সৈন্য, পাঁচ হাজার অশ্ব এবং এক শত রথকে নষ্ট করত ভীমসেন সেস্থলে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৮-৩৯

বস্তুতই সেই নদীর জল ছিল, রথসকল জলজন্তুর ন্যায় মনে হইতেছিল, হস্তীগণ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু)-গণের এই নদী পূর্ণ ছিল, মনুষ্যগণ মৎস্য, অশ্বসকল মকর, কেশসমূহ শৈবাল (শেওলা) ও তৃণ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ছিন্ন বাহুসমূহ বড় বড় সর্পের ভ্রম উৎপন্ন করিতেছিল। এই নদী বহু রত্নকে বহন করিতেছিল। ইহার মধ্যে পতিত বহু ধ্বজা গ্রাহ বলিয়া মনে হইতেছিল। মজ্জাসকল ছিল পঙ্ক, মস্তকসমূহ প্রস্তরখণ্ড, বহুর দুই প্রান্তভাগ উপযুক্ত কাণ, বাণ অঙ্কুর, গদা ও পরিঘ শর্প, খড়্গ এবং ধনুসকল উহাতে হংস বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। উষ্ণীষ-(পাগড়ী)-সমূহ ফেন, ছত্রসকল তট, ধ্বজার ধূলিজাল তরঙ্গমালা এবং যোদ্ধার কলরব-সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল যুদ্ধস্থলে

হারপল্লাকরাং চৈব ভূমিরেণুমিমালিনীম্
আর্যাবৃত্তবহাং সংখ্যে সুতরাং তীরদুস্তরাম্ ৩৯
যোধগ্রাহবতীং সংখ্যে বহন্তীং যমসাদনম্।
স্বর্গেণ পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রাবর্তয়ত নিম্নগাম্ ৪০
যথা বৈতরণীমুগ্রাং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তথা দুস্তরণীং ঘোরাং তীরুণাং ভয়বর্ধিনীম্ ৪১
ততো যতঃ পাণ্ডবেয়ঃ প্রবিষ্টো রথসত্তমঃ।
ততস্ততোঽধাবন্ত যোধান্ শতসহস্রশঃ ৪২
এবং দৃষ্ট্বা কৃতং কর্ম ভীমসেনেন সংযুগে।
দুর্যোধনো মহারাজ শকুনিং বাক্যমব্রবীৎ ৪৩
জহি মাতুল সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলম্।
অস্মিন্ জিতে জিতং মন্যে পাণ্ডবেয়ং মহাবলম্ ৪৪
ততঃ প্রায়াত্তরাজ্ঞা সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্
রথায় মহতে যুক্তৈঃ হ্রাদুভিঃ পরিবারিতঃ ৪৫
স সমাসাদ্য সংগ্রামে ভীমং ভীমপরাক্রমম্

বারয়ামাস তং বীরো বেলেব মকরালয়ম্ ৪৬
সঙ্কেবর্তত তং ভীমো বার্যমাণঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
শকুনিস্তত্ত রাজেন্দ্র বামপার্শ্বে তনান্তরে ৪৭
প্রেষয়ামাস নারাচান্ রুক্মপুঙ্খান্ শিলাশিতান্।
বর্ম ভিত্ত্বা তু তে ঘোরাঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ৪৮
তস্থুরভ্রং মহারাজ ক্ষত্রবহিণবাসসঃ।
সোঽতিবিদ্ধো রণে ভীমঃ শরং রুক্মবিভূষিতম্ ৪৯
প্রেষয়ামাস চ তদা সৌবলং প্রতি ভারত।
তমায়ান্তং শরং ঘোরং শকুনিঃ শত্রুতাপনঃ ৫০
চিচ্ছেদ সপ্তধা রাজন্ কৃতহস্তো মহাবলঃ।
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ ভীমঃ ক্রুদ্ধো বিশাম্পতে ৫১
ধনুশ্চিচ্ছেদ তরসা সৌবলস্য হসন্নিব।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্ ৫২
অন্যদাদায় বেগেন ধনুর্ভারসহং দৃঢ়ম্।
তৈস্তস্য তু মহারাজ ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ৫৩

প্রবাহিত এই রক্তনদী যমলোকের দিকে গমন করিতেছিল, বৈতরণী নদীতুল্য এই নদী সদাচারী পুরুষগণের পক্ষে সহজে পারযোগ্য ছিল এবং পাপকর্মগণের পক্ষে উহা দুস্তর ছিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন স্বর্গকালের মধ্যেই বৈতরণী নদীতুল্য ভয়ঙ্করী এই নদীকে সেখানে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। এই নদী অকৃতাত্মা পুরুষগণের পক্ষে দুস্তর এবং ঘোররূপা ছিল ও ভীরু পুরুষগণের ভয়বর্ধন করিতেছিল ॥ ৩৯-৪৪

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যে যে দিকে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন, সেই সেই দিকেরই লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাকে সংহার করিতেছিলেন ॥ ৪৫

মহারাজ! দুষ্করকর্মা ভীমসেন কর্তৃক সম্পাদিত এতাদৃশ কর্মকে দেখিয়া দুর্যোধন শকুনিকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭

মাতুল! আপনি সংগ্রামে মহাবল ভীমসেনকে বিনাশ করুন। যদি ইহাকে জয় করিতে পারা যায়, তবে আমি জানিব পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীই জিত হইয়াছে ॥ ৪৮

মহারাজ! তখন মাতুলগণে পরিবেষ্টিত প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি মহাযুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া অগ্রসর হইলেন। সংগ্রামে ভয়ানক পরাক্রমশালী ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বীর শকুনি তাঁহাকে সেই স্থানে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রকে প্রতিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৪৯-৫০

রাজেন্দ্র! তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা ভীমসেন তাঁহার দিকে ধাবমান হইলে শকুনি তাঁহার পার্শ্বে ও বক্ষে স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত এবং শিলাশাণিত তিনটি নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ৫১

মহারাজ! বর্ম ও মর্মভেদকারী সেই ভয়ঙ্কর নারাচ-সকল মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের কবচ ছিন্ন করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫২

ভারত! তখন রণাঙ্গনে অত্যন্ত আহত ভীমসেন কুপিত হইয়া শকুনির দিকে একটি সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩

রাজন্! শত্রুতাপন মহাবল শকুনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি নিজের দিকে আগত সেই ভয়ঙ্কর বাণকে সাত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৪

রাজন্! সেই বাণ ভূতলে নিপতিত হইলে পর ভীমসেন ক্রোধ সহকারে যেন হাস্য করিতে করিতেই একটি ভয়ের দ্বারা শকুনির ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ৫৫

প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত সত্বরে অপর একটি ধনু গ্রহণ পূর্বক যোলটি বাণ ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৫৬

মহারাজ! স্বর্ণভূষণযুক্ত সেই বাণগুলির মধ্যে দুইটির দ্বারা শকুনি ভীমসেনের সারথিকে এবং সাতটির দ্বারা স্বয়ং ভীমসেনকেও আঘাত করিলেন ॥ ৫৭

ভ্যাং স সার্থিং হত্বা ভীমং নপ্তভিরেব চ
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ ষড়্ভ্যাং ছত্রং বিশাম্পতে। ৫৮
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ বিব্যাধ সুবলাত্মজঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
শক্তিং চিক্ষেপ সমরে কনকদণ্ডমরন্ময়ীম্।
সা ভীমভুজনির্মুক্তা নাগজিহ্বেব চঞ্চলা ৬০
নিপপাত রথে তূর্ণং সৌবলস্য মহাত্মনঃ।
ততস্তামেব সংগৃহ্য শক্তিং কনকভূষণাম্ ॥ ৬১
ভীমসেনায় চিক্ষেপ ক্রুদ্ধরূপো বিশাম্পতে।
সা নির্ভিদ্য ভুজং সব্যং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ। ৬২
নিপপাত তদা ভূমৌ যথা বিদ্যুদ্বভশ্চ্যুতা
অথোৎকৃষ্টং মহারাজ ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সমন্ততঃ। ৬৩
ন তু তদ্ মমৃষে ভীমঃ সিংহনাদং তরস্বিনাম্।
অস্যন্ সৃজন্ ধনুঃ সজ্যং ত্বরমাণো মহাবলঃ। ৬৪

মুহূর্তাদিব রাজেন্দ্র চ্ছাদয়ামাস সায়কৈঃ
সৌবলস্য বলং সর্বং তাংস্তুত্রাণান্ মহাবলঃ। ৬৫
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সূতং চৈব বিশাম্পতে।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন ত্বরমাণঃ পরাক্রমী। ৬৬
হতাশ্বং রথমুৎসৃজ্য ত্বরমাণো নরোত্তমঃ।
তস্থৌ বিস্ফারয়ংশ্চাপং ক্রোধরক্তেক্ষণঃ বলী ॥ ৬৭
শরৈশ্চ বহুধা রাজন্ ভীমমার্চ্ছৎ সমন্ততঃ।
প্রতিহত্য তু বেগেন ভীমসেনঃ প্রতাপবান্। ৬৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ চ নিশৈঃ শরৈঃ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুকর্শন ॥ ৬৯
নিপপাত তদা ভূমৌ ক্ষীণপ্রাণো নরাধিপঃ।
ততস্তং বিহ্বলং জ্ঞাত্বা পুত্রস্তব বিশাম্পতে। ৭০
অপোবাহ রণেনাজৌ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ।
রথস্থে তু নরব্যাঘ্রে ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাদ্রবন্। ৭১

প্রজানাথ! তারপর সুবলপুত্র শকুনি একটি বাণে ধ্বজ, দুইটি বাণে ছত্র এবং চারিটি বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৮½

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী ভীমসেন সমরাঙ্গণে শকুনির উপর স্বর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি লৌহনির্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৫৯½

ভীমসেনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সর্প-জিহ্বাতুল্য চঞ্চল এই শক্তি রণাঙ্গনে অতিক্রুদ্ধ মহাত্মা শকুনির উপর যাইয়া পতিত হইল। ৬০½

রাজন্! ক্রোধমূর্ছি শকুনি সেই স্বর্ণবিভূষিত শক্তিটিকে নিজ হাতে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৬১½

আকাশ হইতে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎতুল্য এই শক্তি মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের বাম বাহু বিদীর্ণ করত সেই সময়ে ভূতলে পতিত হইল। ৬২½

মহারাজ! ইহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ চারিদিক্ হইতে গর্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমসেন সেই বেগশালী বীরগণের এই সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। ৬৩½

রাজেন্দ্র! মহাবল ভীমসেন অতিশয় ব্যথাবিদ্ধ হইয়া অপর ধনু গ্রহণ করত তাহাতে গুণারোপণ করিলেন এবং যুদ্ধে নীয় প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করিয়া সুবলপুত্র শকুনির সৈন্য-দিগকে সেই সময় বাণসমূহে বদ্ধ করিলেন। ৬৪-৬৫

প্রজানাথ! তারপর সুবলপুত্র শকুনি একটি বাণে ধ্বজ, দুইটি বাণে ছত্র এবং চারিটি বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৮½

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী ভীমসেন সমরাঙ্গণে শকুনির উপর স্বর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি লৌহনির্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৫৯½

ভীমসেনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সর্প-জিহ্বাতুল্য চঞ্চল এই শক্তি রণাঙ্গনে অতিক্রুদ্ধ মহাত্মা শকুনির উপর যাইয়া পতিত হইল। ৬০½

রাজন্! ক্রোধমূর্ছি শকুনি সেই স্বর্ণবিভূষিত শক্তিটিকে নিজ হাতে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৬১½

আকাশ হইতে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎতুল্য এই শক্তি মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের বাম বাহু বিদীর্ণ করত সেই সময়ে ভূতলে পতিত হইল। ৬২½

মহারাজ! ইহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ চারিদিক্ হইতে গর্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমসেন সেই বেগশালী বীরগণের এই সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। ৬৩½

রাজেন্দ্র! মহাবল ভীমসেন অতিশয় ব্যথাবিদ্ধ হইয়া অপর ধনু গ্রহণ করত তাহাতে গুণারোপণ করিলেন এবং যুদ্ধে নীয় প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করিয়া সুবলপুত্র শকুনির সৈন্য-দিগকে সেই সময় বাণসমূহে বদ্ধ করিলেন। ৬৪-৬৫

প্রদুদ্রুবুর্দিশো ভীতা সৌমাজ্ঞাতে মহাভয়ে।
সৌবলে নির্জিতে রাজন্ ভীমসেনেন ধন্বিনা ॥৭১
তয়েন মহতাঽভ্যবিষ্টঃ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ সাপেক্ষো মাতুলং প্রতি ॥ ৭০
পরাঙ্মুখং তু রাজানং দৃষ্ট্বা সৈন্যানি ভারত।
বিপ্রজহ্রুঃ সমুৎসৃজ্য স্বৈরথানি সমন্ততঃ ॥ ৭৪
তান্ দৃষ্ট্বা বিদ্রুতান্ সর্বান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্মুখান্।
জবেনাভ্যাপতদ্ ভীমঃ কিরন্ শরগতান্ বহূন্ ॥ ৭৫
তে বধ্যমানা ভীমেন ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙ্মুখাঃ।
কর্ণমাসাদ্য সমরে স্থিতা রাজন্ সমন্ততঃ ॥ ৭৬

রাজন্! মুহূর্তের ভীমসেন কর্তৃক শকুনি পরাজিত হইলে পর আপনার পুত্র দুর্যোধন অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি মাতুল শকুনির জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৭২-৭৩

ভারত! রাজা দুর্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ অবলোকন করিয়া সমস্ত সৈন্যগণই স্বৈরথ-যুদ্ধ পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৭৪

ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণকেই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীমসেন হস্ত শত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে ভীমবেগে তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৭৫

স তি তেষাং মহাবীর্যো দ্বীপোঽক্ষুব্ধসমস্বনঃ।
ছিন্ননৌকা যথা রাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নির্বৃতাঃ ॥৭৭
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্যয়ে।
তথা কর্ণং সমাসাদ্য ভাবকাঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৭৮
সমাশ্বস্তাঃ স্থিতা রাজন্ সম্প্রহৃষ্টাঃ পরস্পরম্।
সমাজগ্মুশ্চ যুদ্ধায় মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শকুনিপরাজয়ে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

রাজন্! সমরাঙ্গণে ভীমসেনের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকল দিকে কর্ণের নিকটে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬

সেই সময় মহাপরাক্রমশালী মহাবল কর্ণ-ই পলায়নপর কৌরবদের পক্ষে দ্বীপের ন্যায় আশ্রয়দাতা হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাজন্! যেরূপ ভগ্না নৌকাযুক্ত নাবিকগণ কিছুকালের পর কোন দ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সুস্থ হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্যরা কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্বাস লাভ করত নির্ভয় হইলেন। তারপর তাঁহারা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় চিন্তা করত যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৭৭-৭৯

শ্রীবেদব্যাস রচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শকুনির পরাজয়বিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন পাণ্ডবসৈন্যানাং সংহারঃ, তেষাং পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ততো ভগ্নেষু সৈন্যেষু ভীমসেনেন সাযুগে।
দুর্যোধনোঽব্রবীৎ কিং তু সৌবলো বাপি সঞ্জয়॥ ১
কর্ণো বা অস্ত্রতাং শ্রেষ্ঠো যোধা বা মামকা যুধি।
কৃপো বা কৃতবর্মা বা দ্রৌণিস্ত্রাসনোঽপি বা॥ ২
অত্যদ্ভুতমহং মন্যে পাণ্ডবেয়স্য বিক্রমম্।
যদেকঃ সমরে সর্বান্ যোধয়ামাস মামকান্॥ ৩
যথাপ্রতিজ্ঞং যোধানাং রাধেয়ঃ কৃতবানপি।
কুরুণামথ সর্বেষাং কর্ণঃ শত্রুনিষূদনঃ॥ ৪
শর্ম বর্ম প্রতিষ্ঠা চ জীবিতাশা চ সঞ্জয়।
তং প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা কৌন্তেয়েনামিতৌজসা॥ ৫
রাধেয়ো বাপ্যাধিরথিঃ কর্ণঃ কিমকরোদ্ যুধি।
পুত্রা বা মম দুর্ধর্ষা রাজানো বা মহাবলাঃ॥
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব কুশলো হ্যসি সঞ্জয়॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ।

অপরাহ্ণে মহারাজ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অযান সোমকান্ সর্বান্ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ॥ ৭
ভীমোঽপ্যাত্তবলং সৈন্যং বার্তরাষ্ট্রং ব্যলোড়য়ৎ।
অথ কর্ণোঽব্রবীচ্ছল্যং পাঞ্চালান্ প্রাপয়স্ব মাম্॥ ৮
দ্রাব্যমাণং বলং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন ধীমতা।
যত্তারমব্রবীৎ কর্ণঃ পাঞ্চালানেব মাং বহ॥ ৯
মদ্ররাজস্ততঃ শল্যঃ শ্বেতানশ্বান্ মহাজবান্।
প্রাহিণোদ্ভেদি-পাঞ্চালান্ করূষাংশ্চ মহাবলঃ॥ ১০
প্রবিশ্য চ নরং সৈন্যং শল্যঃ পরবলার্দনঃ।
তত্রস্থং তুরগান্ দৃষ্ট্বা যত্র যত্রৈচ্ছদ্রথীঃ॥ ১১
তং রথং মেঘসঙ্কাশং হৈমরাজপরিষ্কৃতম্।
সন্দৃশ্য পাণ্ডু-পাঞ্চালাস্ত্রস্তা হ্যাসন বিশাম্পতে॥ ১২

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কর্ণকর্তৃক পাণ্ডবসৈন্যদের সংহার ও তাহাদের পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকর্তৃক যখন কৌরবসৈন্যরা বিতাড়িত হইল, তখন দুর্যোধন, শকুনি, বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ, আমার অন্য সব যোদ্ধারা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা অথবা দুঃশাসন কি বলিল? ১-২

আমি পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের পরাক্রম অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া মনে করি; কারণ, সে একাকীই সমরাঙ্গণে আমার সমস্ত যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ৩

শত্রুসূদন রাধাপুত্র কর্ণও নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে। সঞ্জয়! এই কর্ণই সমস্ত কৌরব-যোদ্ধাদের কল্যাণকারী আশ্রয়, কবচতুল্য সংরক্ষক, প্রতিষ্ঠা ও জীবনের আশা। ৪-৫

অমিততেজস্বী কুন্তীপুত্র ভীমসেনকর্তৃক নিজের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া অধিরথ ও রাধার পুত্র কর্ণ যুদ্ধে কিরূপ পরাক্রম করিল? আমার পুত্রগণ অথবা মহারথী দুর্ধর্ষ নরপতিগণ কি করিল? সঞ্জয়! এই সব বৃত্তান্ত আমাকে বল; কারণ তুমি এই সব বর্ণনা করিতে নিপুণ। ৬-৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ অপরাহ্ণকালে ভীমসেনের সাক্ষাতেই সমস্ত সোমকগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৭

এইরূপ ভীমসেনও কৌরবগণের অত্যন্ত বলবতী সৈন্য-বাহিনীকে পেষিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর কর্ণ শল্যকে বলিলেন,—আমাকে পাঞ্চাল-সৈন্যদের নিকটে লইয়া চল। ৮

বুদ্ধিমান্ ভীমসেনকর্তৃক কৌরবসৈন্যদিগকে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া রথী বীর কর্ণ সারথি শল্যকে বলিলেন,—আমাকে পাঞ্চাল-সৈন্যদের দিকে বহন করিয়া লইয়া চল। ৯

তখন মহাবল মদ্ররাজ শল্য প্রচণ্ড বেগশালী শ্বেতবর্ণের অশ্বগণকে চেদি, পাঞ্চাল ও করূষ-সৈন্যদের দিকে লইয়া গমন করিলেন। ১০

শত্রুসৈন্যভীতিজনকারী শল্য সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত যেখানে সেনাপতির ইচ্ছা হইল, সেই স্থানেই অশ্বগণকে স্তব্ধ করিলেন। ১১

প্রভানাথ! ঘণ্টাচয়ে আচ্ছাদিত ও হেমবর্ণনদৃশ জনিকারী সেই রথকে দেখিয়া পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল-সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ১২

ততো রথস্য নিনদঃ প্রাদুরাসীন্মহাহবে।
পঞ্জন্যসমনির্ঘোষঃ পর্বতস্যেব দীর্যতঃ ॥১৩
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কর্ণ আকর্ণনিঃসৃতৈঃ।
জঘান পাণ্ডবানাং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৪
তং তথা সমরে কর্ম কুর্বাণমপরাজিতম্।
পরিবব্রুর্মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১৫
তং শিখণ্ডী চ ভীমশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সাত্যকিঃ ॥ ১৬
পরিবব্রুর্জিঘাংসন্তো রাধেয়ং শরবৃষ্টিভিঃ।
সাত্যকিস্তু তদা কর্ণং বিংশত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭
অতাড়য়দ্ রণে শূরো জত্রুদেশে নরোত্তমঃ।
শিখণ্ডী পঞ্চবিংশত্যা ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ১৮
দ্রৌপদেয়াশ্চতুঃষষ্ট্যা সহদেবশ্চ সপ্তভিঃ।
নকুলশ্চ শতেনাজৌ কর্ণং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ১৯
ভীমসেনস্তু রাধেয়ং নবত্যা নতপর্বণাম্
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধো জত্রুদেশে মহাবলঃ ॥ ২০
অথ প্রহস্যাবিরধিষ্যাক্ষিপদ্ ধনুরুত্তমম্।
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ পীড়য়ন্ সুমহাবলঃ ॥ ২১
তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ রাধেয়ঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
সাত্যকেস্তু ধনুশ্ছিত্ত্বা ধ্বজঞ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২২
তং তথা নবভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে।
ভীমসেনঃ ততঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ ত্রিংশতা শরৈঃ ॥২৩
সহদেবস্তু ভল্লেন ধ্বজং চিচ্ছেদ মারিষ।
সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরাজঘান পরন্তপ ॥ ২৪
বিরথান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ চকার ভরতর্ষভ।
অক্ষৌনিমেষমাত্রেণ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৫
বিমুখীকৃত্য তান্ সর্বান্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
পাঞ্চালানহনচ্ছ্রাংশ্চেদীনাঞ্চ মহারথান্ ॥ ২৬
তে বধ্যমানা সমরে চেদি-মৎস্যা বিশাম্পতে।
কর্ণমেবমভিদ্রুত্য শরসঙ্ঘৈঃ সমাপয়ন্ ॥ ২৭

তখনস্তর সেই মহাযুদ্ধে বিদীর্যমাণ পর্বত ও গর্জনরত মেঘ-সদৃশ সেই রথের গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৩

তাহার পর কর্ণ নিজের কর্ণদেশ পর্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যের শত শত ও সহস্র সহস্র বীরগণকে সংহার করিলেন ॥ ১৪

সংগ্রামে এতাদৃশ পরাক্রমপ্রকাশকারী সেই অপরাজিত বীর কর্ণকে মহাধনুর্ধর পাণ্ডব-মহারথীরা চারিদিকে বেষ্টন করিলেন ॥১৫

শিখণ্ডী, ভীমসেন, কৃতদ্যুম্নধনুষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল-সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং সাত্যকি নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা রাধানন্দন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে সর্বদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬½

সেই সময় সৌবীরদেশী বীর নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি কর্ণের পঞ্চাশটি বাণের দ্বারা কর্ণের গলদেশের উপরিভাগে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭॥

শিখণ্ডী পঁচিশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীর পুত্রগণ চৌষট্টি, সহদেব সাত এবং নকুল এক শত বাণের দ্বারা কর্ণকে রণস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮-১৯

তখনন্তর মহাবল ভীমসেন সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া রাধাপুত্র কর্ণের গলের উপরিভাগে আনতপর্বযুক্ত নব্বইটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

তখন অধিরথ-পুত্র মহাবল কর্ণ হাস্য করত নিজের উত্তম ধনুর টঙ্কার করিলেন এবং তাঁহাদের সকলকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহাদের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাধাপুত্র কর্ণ পাঁচটি বাণে ইঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর সাত্যকির ধনুষ ও ধ্বজ ছেদন করত তাঁহার বক্ষে নয়টি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২২½

আর্য! তখনন্তর ক্রুদ্ধ কর্ণ ভীমসেনকে ত্রিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ভল্লে সহদেবের ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ২৩½

কেবল ইহাই নহে, শত্রুতাপন কর্ণ তিনটি বাণে সহদেবের সারথিকে বিনাশ করিলেন এবং চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই দ্রৌপদীর পুত্রগণকে রথহীন করিয়া দিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন ইহা যেন অতিশয় অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ২৪-২৫

তিনি আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সেই সমস্ত বীরগণকে যুদ্ধবিমুখ করিয়া দিয়া পাঞ্চাল-বীরগণ ও চেদি-দেশীয় মহারথী যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬

সমরে আহত হইতে থাকিলেও চেদি ও মৎস্যদেশের বীরগণ একাকী কর্ণের প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭

তান্ জঘান শিতৈর্বাণৈঃ সূতপুত্রো মহারথঃ।
তে বধ্যমানাঃ সমরে চেদি-মৎস্যা বিশাম্পতে। ২৮
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতাঃ সিংহত্রস্তা মৃগা ইব।
এতদত্যদ্ভুতং কর্ম দৃষ্টবানস্মি ভারত। ২৯
যদেকঃ সমরে শূরান্ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
যতমানান্ পরং শক্ত্যা যোধয়ানাংশ্চ ধন্বিনঃ। ৩০
পাণ্ডবেয়ান্ মহারাজ শরৈর্বারিতবান্ রণে।
তত্র ভারত কর্ণস্য লাঘবেন মহাত্মনঃ। ৩১
তুষ্টুবুর্দেবতাঃ সর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
অপূজয়ন্ মহেষ্বাসা ধার্তরাষ্ট্রা নরোত্তমম্। ৩২
কর্ণং রথবরশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং সর্বধনুষ্মতাম্।
ততঃ কর্ণো মহারাজ দদাহ রিপুবাহিনীম্। ৩৩
কক্ষমিন্ধো যথা বহ্নির্নিদাঘে অলিতে মহান্।
তে বধ্যমানাঃ কর্ণেন পাণ্ডবেয়াস্ততস্ততঃ। ৩৪
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতাঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা মহারথম্।

মহারথী সূতপুত্র কর্ণ ভীষণবেগ বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকে আহত করিলেন। প্রজানাথ! সমরাঙ্গণে আহত চেদি এবং মৎস্যদেশের বীরগণ সিংহভয়ে ভীত মৃগগণের ন্যায় রণস্থলে কর্ণ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৮-২৯½

ভারত! মহারাজ! এই অদ্ভুত পরাক্রম আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, একাকী প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে যুদ্ধ-নিরত পাণ্ডবপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা নিবারিত করিলেন। ২৯-৩০½

ভরতসত্তম! সেখানে মহাত্মা কর্ণের যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখিয়া চারণগণের সহিত সিদ্ধসকল ও সমস্ত দেবতাবৃন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ৩১½

ধৃতরাষ্ট্রের মহাবলবান পুত্রগণ সমস্ত যোদ্ধৃগণ ও রথী বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরোত্তম কর্ণের অতিশয় সম্মান করিলেন। ৩২½

মহারাজ! যেরূপ গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণাদিনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ শত্রুসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৩½

কর্ণ কর্তৃক নিহত পাণ্ডব-সৈন্যরা রণাঙ্গনে সেই মহারথী বীরকে দেখিয়াই যেখান সেখান হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৪½

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত আহত পাঞ্চাল সৈন্যগণের আর্তস্বর তীব্র আর্তনাদে সেই মহানগরে উত্থিত হইতে লাগিল। ৩৫½

সেই ভয়ঙ্কর শব্দে পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া উঠিল। শত্রুদের সকল সৈন্যই রণাঙ্গনে একমাত্র কর্ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৩৬½

শত্রুসূদন রাধাপুত্র কর্ণ পুনরায় সেখানে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, যাহার ফলে সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। ৩৭½

যেরূপ জলের প্রবল প্রবাহ কোন উচ্চ পর্বতে আঘাত করিয়া বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ পাণ্ডব সৈন্যরা কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইলেন। ৩৮½

রাজন্! সমরাঙ্গণে ঘৃতহীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত মহাবাহু কর্ণও পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯½

মহারাজ! বীর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-পক্ষের বীরগণের মস্তক, কুণ্ডলসহ কর্ণ ও বাহুসকল অভিক্রত ছেদন করিতে থাকিলেন। ৪০½

রাজন্! যোদ্ধাগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্ণ হস্তিসজ্জনির্মিত মুষ্টিযুক্ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি, অসি, হস্তি, নানাপ্রকার রথ, পতাকা, ব্যজন (পাখা), যুগ, যুগ, যোক্ত্র (যোয়াল) এবং বহুবিধ রথচক্র-সকলকে যত যত করিয়া দিলেন। ৪১-৪২½

চিচ্ছেদ বহুধা কর্ণো যোধপ্রবরমুদ্যতঃ
তত্র ভারত কর্ণেন নিহতৈর্গজ-বাজিভিঃ ॥ ৩০
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা।
বিষমঞ্চ সমং চৈব হতৈরথ-পদাতিভিঃ ॥ ৩৪
রথৈশ্চ ভগ্নৈরশ্বৈশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
নাপি যে ন পরে যোধাঃ প্রাজ্ঞায়ত পরস্পরম্ ॥ ৩৫
ঘোরে শরান্ধকারে তু কর্ণাস্ত্রে চ বিজৃম্ভিতে।
রাধেয়চাপনির্মুক্তৈঃ শরৈঃ কাঞ্চন-ভূষণৈঃ ॥ ৩৬
সংছাদিতা মহারাজ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
তে পাণ্ডবেয়াঃ সমরে রাধেয়েন পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭
অভজ্যন্ত মহারাজ বধ্যমানা মহারথাঃ
মৃগসঙ্ঘান্ যথা ক্রুদ্ধঃ সিংহো দ্রাবয়তে বনে ॥ ৩৮
পাঞ্চালানাং রথশ্রেষ্ঠান্ দ্রাবয়ন্ শাত্রবাংস্তথা।
কর্ণস্তু সমরে যোধানত্রাসয়ত সুমহাযশাঃ ॥ ৩৯

ভারত! সেখানে কর্ণকর্তৃক নিহত হস্তী ও অশ্বগণের শরীরের দ্বারা দুর্গম রণভূমিতে গমনাগমন অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইল। ৩৩।

নিহত অশ্ব, পদাতি, রথ ও হস্তিগণে পূর্ণ হইয়া পাণ্ডবগণ সেখানে উচ্চ ও নিম্নভাগ কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৩৪।

কর্ণের অস্ত্র যখন সংবেগে বর্ষিত হইতেছিল, তখন সেখানে বাণসমূহে ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হইল। ইহাতে স্বপক্ষের ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছিলেন না ॥ ৩৫।

মহারাজ! রাধাপুত্র কর্ণের বল হইতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত পাণ্ডব-মহারথীরা সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৬।

মহারাজ! যুদ্ধস্থলে ঘনান্ধকারে যুদ্ধরত পাণ্ডব-পক্ষের মহারথী বীরবর্গ রাধাপুত্র কর্ণের দ্বারা বারংবার পলায়নপর হইতে বাধ্য হইলেন ॥ ৩৭।

যেরূপ বনে ক্রুদ্ধ সিংহ মৃগগণকে বিতাড়িত করিতে থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষের পাঞ্চাল মহারথী বীরগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে মহাযশস্বী কর্ণ সমরাঙ্গনে সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিলেন। যেরূপ বৃক অশ্ব পশুদিগকে ভীত করিয়া বিতাড়িত করে, সেইভাবে কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিলেন ॥ ৩৮—৩৯।

কালয়ামাস তৎ সৈন্যং যথা পশুগণান্ বৃকঃ।
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবীং সেনাং ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙ্মুখীম্ ॥ ৪০
তত্রাজহ্রুর্মহেষ্বাসা রুধন্তো ভৈরবান্ রবান্।
দুর্যোধনো হি রাজেন্দ্র মুদা পরময়া যুতঃ ॥ ৪১
বাদয়ামাস সংহৃষ্টো নানাবাদ্যানি সর্বশঃ।
পাঞ্চালাপি মহেষ্বাসা তত্রাজহ্রু নরোত্তমাঃ ॥ ৪২
তবর্তন্ত যথা শূরং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
তান্ নিবৃত্তান্ রণে দৃষ্ট্বা রাধেয়ঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ৪৩
অনেকশো মহারাজ বভঞ্জ পুরুষর্ষভঃ।
তত্র ভারত কর্ণেন পাঞ্চালা বিশেষতো রথাঃ ॥ ৪৪
নিহতাঃ সায়কৈঃ ক্রোধাচ্ছেদয়ন্ত পরঃ শতাঃ।
কৃত্বা শূন্যান্ রথোপস্থান্ বাজিপৃষ্ঠাংশ্চ ভারত ॥ ৪৫
নিমন্থন্তান্ গজস্কন্ধান্ পাদাতাংশ্চৈব বিক্রতান্।
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে দুর্নিরীক্ষ্যঃ পরন্তপঃ ॥ ৪৬

পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে যুদ্ধ-বিমুখ হইতে দেখিয়া আপনার মহারথগণ পুনরায় ভীষণ গর্জন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০।

রাজেন্দ্র! সেই সময় দুর্যোধন অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে চারিদিকে নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪১।

সেই সময় সেখানে তত্র মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল-সৈন্যগণ মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্ধারণ করিয়া পুনরায় সুতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৪২।

মহারাজ! শত্রুতাপন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাধাপুত্র কর্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত এই বীরবর যোদ্ধাদিগকে অনেকবার বিতাড়িত করিলেন ॥ ৪৩।

ভরতনন্দন! কর্ণ এখানে বাণসমূহের দ্বারা বিশ জন পাঞ্চাল-রথী ও এক শতের অধিক ঘোড়সোয়ার যোদ্ধাদিগকে সত্বরে বিনাশ করিলেন ॥ ৪৪।

ভারত! তিনি রথসকলকে যন্ত্রিবার আসনহীন করিয়া দিলেন, অশ্বদের পৃষ্ঠভাগকে শূন্য করিয়া দিলেন, হস্তীগণের পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধদেশকে মনুষ্যহীন করিয়া ফেলিলেন এবং পদাতি সৈন্যদিগকেও বিনাশ করিলেন ॥ ৪৫।

শত্রুতাপন কর্ণ এইভাবে মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় শত্রুদিগকে তাপিত করিতে থাকিলেন। সেই সময় ইঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল। এই সময় বীরবর কর্ণের দেহ কাল ও যম-সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৪৬।

কালান্তকবপুঃ শূরঃ সুতপুত্রোঽভ্যরাজত
এবমেতন্মহারাজ নর-বাজি-রথ-দ্বিপান্ ॥ ৫৭
হত্বা তস্থৌ মহেষ্বাসঃ কর্ণোঽরিগণসূদনঃ।
যথা ভূতগণান্ হত্বা কালস্তিষ্ঠেন্মহাবলঃ ॥ ৫৮
তথা স সোমকান্ হত্বা তস্থাবেকো মহারথঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম পাঞ্চালানাং পরাক্রমম্ ॥ ৫৯
যধ্যমানাপি যং কর্ণং নাজহু রণমূর্ধনি।
রাজা দুঃশাসনশ্চৈব কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ ৬০
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা শকুনিশ্চ মহাবলঃ।
হতবন্ পাণ্ডবীং সেনাং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৬১

মহারাজ! এইরূপ শত্রুসূদন মহাবাহু কর্ণ শত্রুপক্ষের পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তিসকলকে সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেরূপ সমস্ত প্রাণিগণকে সংহার করত কাল অবস্থিত থাকে, সেইরূপ মহাবল মহারথী কর্ণ সোমকগণকে বিনাশ করত যুদ্ধভূমিতে একাই অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫৭—৫৮।

সেখানে আমরা পাঞ্চাল বীরগণের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, উহারা নিহত হইলেও যুদ্ধের সম্মুখভাগে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন না ॥ ৫৯।

রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসন, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং মহাবল শকুনি ও পাণ্ডব সৈন্যদের শত শত সহস্র সহস্র বীরকে সংহার করিলেন ॥ ৬০—৬১

কর্ণপুত্রৌ তু রাজেন্দ্র ভ্রাতরৌ সত্যবিক্রমৌ।
নিঘ্নন্তৌ বলং কৃৎস্নং পাণ্ডবানোমিতস্ততঃ ॥ ৬২
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ ক্রূরং বিশসনং মহৎ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ শূরা ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ৬৩
দ্রৌপদেয়াশ্চ সংক্রুদ্ধা অভ্যঘ্নংস্তাবকং বলম্।
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ পাণ্ডবানাং তবস্তুতঃ।
তাবকানামপি রণে ভীমং প্রাপ্য মহাবলম্ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

রাজেন্দ্র! কর্ণের দুইজন সত্যপরাক্রমী পুত্র অবশিষ্ট ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র থাকিয়া পলায়মান পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন ॥ ৬২

এইরূপ সেখানে প্রকৃত প্রাণিসংহারক ও ক্রূরতাপূর্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। এইভাবে পাণ্ডবযোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রাদি যোদ্ধাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৬৩।

এইরূপ কর্ণকে পাইয়া সেখানে সেখানে পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের সংহার হইয়াছিল এবং মহাবলী ভীমসেনকে পাইয়া আপনার সৈন্যদেরও প্রচুর ক্ষয় হইয়াছিল ॥ ৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ভূমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-সৈন্যানি হত্বা রক্তনদ্যা উৎপত্তিঃ, স্বরথং কর্ণসমীপং নেতুং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদনম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ আরাদ্ধৌ দৃষ্ট্বা শল্য-কর্ণয়োরালাপঃ, অর্জুনেন কৌরবসৈন্যানাং বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অর্জুনস্তু মহারাজ হত্বা সৈন্যং চতুর্বিধম্।
সূতপুত্রক সাক্রন্দং দৃষ্ট্বা চৈব মহারণে ॥ ১
শোণিতোদাং মহীং কৃত্বা মাংস-মজ্জাস্থিপঙ্কিলাম্।
মনুষ্যশীর্ষপাষাণাং হস্ত্যশ্বকৃতরোধসম্ ॥ ২
ধনুরাস্থিচয়সঙ্কীর্ণাং কাক-গৃধ্রানুনাদিতাম্।
ছত্র-হংস-প্লবোপেতাং বীররক্ষাপহারিণীম্ ॥ ৩
হারপদ্মাকরবতীমুষ্ণীষবরফেনিলাম্।
ধনুঃশরমহাগ্রাহোপেতাং নরকুঞ্জরপালিনীম্ ॥ ৪
চর্ম-বর্মতরোপেতাং রথোডুপসমাকুলাম্
ভয়ৈরিণাঞ্চ সুভরাং ভীরূণাঞ্চ সুদুস্তরাম্ ॥ ৫
নদীং প্রবর্ত্তয়িত্বা চ বীভৎসুঃ পরবীরহা।
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৬

অর্জুন উবাচ।

এষ কেতু রথে কৃষ্ণ সূতপুত্রস্য দৃশ্যতে।
ভীমসেনাদয়শ্চৈতে ঘোষয়ন্তি মহারথম্ ॥ ৭
এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালাঃ কর্ণমন্তা জনার্দন।
এষ দুর্যোধনো রাজা শ্বেতচ্ছত্রেণ বাধ্যতে ॥ ৮
কর্ণেন ত্রাতান্ পাঞ্চালান্ দ্রাবয়ন্ বহু শোভতে।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রৌণিশ্চৈব মহারথঃ ॥ ৯
এতে রক্ষন্তি রাজানং সূতপুত্রেণ রক্ষিতাঃ।
অবধ্যমানাস্তেঽস্মাভির্যাতয়িষ্যন্তি সোমকান্ ॥ ১০
এষ শল্যো রথোপস্থে রশ্মিসঙ্কারকোবিদঃ।
সূতপুত্রবরং কৃষ্ণ বাহয়ন্ বহু শোভতে ॥ ১১

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া অর্জুন কর্ত্তৃক রক্তনদীর উৎপত্তি এবং নিজের রথকে কর্ণের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া শল্য এবং কর্ণের কথোপকথন এবং অর্জুন কর্ত্তৃক কৌরব-সৈন্যদের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই মহাসমরে শত্রুবীরগণের সংহারকারী অর্জুন অতিশয় ক্রুদ্ধ সূতপুত্র কর্ণকে দেখিয়া কৌরবদের চতুরঙ্গিনী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত করিলেন। যাহার মধ্যে জলস্থলে রক্তই প্রবাহিত হইতেছিল এবং মাংস, মজ্জা ও অস্থিসকল কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছিল। মনুষ্যগণের ছিন্ন মস্তকসমূহ প্রস্তরখণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল। হস্তী ও অশ্বসকলের মৃতদেহসমূহ তীর বীরবরগণের অস্থিসকল সেখানে চারিদিকে ছড়ান ছিল, বীরবর্গের দেহরূপ কূলসকলকে এই নদী বহন করিতেছিল, কাক ও গৃধ্রগণ সেখানে চারিদিকে রব করিতেছিল, ছত্রসমূহ হংস ও ক্ষুদ্র নৌকা বলিয়া মনে হইতেছিল, ইহার মধ্যে পতিত হারসকলই ছিল পদ্মবন এবং শ্বেত বর্ণের উষ্ণীষ (পাগ্‌ড়ী)-সমূহ ফেনায় পরিণত হইয়াছিল, ধনু ও বাণই মৎস্য বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, মনুষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপালসকল সেখানে চারিদিকে বিকীর্ণ ছিল, চাল ও কবচসমূহ ইহাতে দ্বীপরূপে লক্ষিত হইতেছিল, রথরূপ ক্ষুদ্র নৌকাতে পরিত্রাণ এই নদী বিজয়াভিলাষী বীরগণের পক্ষে বহন পার হইবার ঘোরা ছিল এবং কাপুরুষগণের নিকট অতিশয় দুস্তর ছিল। এই নদীকে প্রবাহিত করিয়া পুরুষপ্রবর অর্জুন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৬

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! রণভূমিতে সূতপুত্র কর্ণের এই ধ্বজ দেখা যাইতেছে। এই ভীমসেনাদি মহারথী বীরগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ৭

জনার্দ্দন! এই সব পাঞ্চাল-যোদ্ধারা কর্ণ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এই রাজা দুর্য্যোধন যাহার উপর শ্বেতচ্ছত্র বিধৃত আছে এবং কর্ণ যাহাদিগকে ত্রাণ করিয়া বিরাজেন, সেই এই পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পলায়ন করিতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতেছেন ॥ ৮

কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী অশ্বত্থামা—ইহারা সূতপুত্র কর্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিতেছেন। যদি আমরা এই তিনজনকে বিনাশ করিতে না পারি, তবে ইহারা সমস্ত সোমক-যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিবেন ॥ ৯-১০

হে কৃষ্ণ! অশ্বগণের রজ্জুসঞ্চালন-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এই রাজা শল্য রথের নিম্নভাগে বসিয়া সূতপুত্র কর্ণের রথচালনা করিতে করিতে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ১১

অত্র মে বুদ্ধিরুৎপন্না বাহুভ্যাং মহারথম্।
নাহত্বা সমরে কর্ণং নিবর্তিষ্যে কথঞ্চন ॥ ১১
যাবেনো হন্তথা পার্থান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ মহারথান্।
নিঃশেষান্ সমরে কুর্যাৎ পশ্যতাং নো জনার্দন ॥ ১২
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু কেশবস্তব বাহিনীম্।
কর্ণং প্রতি মহেষ্বাসঃ শ্বেতৈরশ্বৈঃ সব্যসাচিনা ॥ ১৩
প্রযাতশ্চ মহাবাহুঃ পাণ্ডবানুজয়া হরিঃ।
আশ্বাসয়ন্ রথেনৈব পাণ্ডুসৈন্যানি সর্বশঃ ॥ ১৪
রথঘোষঃ স সংগ্রামে পাণ্ডবেয়স্য সম্বভৌ।
বাসবাশনিতুল্যস্য মেঘৌঘস্যেব নাদিব ॥ ১৫
মহতা রথঘোষেণ পাণ্ডবঃ সত্যবিক্রমঃ।
অভ্যয়াদপ্রমেয়াত্মা নির্মর্যাদস্তব বাহিনীম্। ১৭
তমায়ান্তং সমীক্ষ্যৈব শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিম্।
মন্যরাজোঽব্রবীৎ কর্ণঃ ক্ষেত্তুং দৃষ্ট্বা মহাস্ত্রবিঃ ॥ ১৮

জনার্দন! এবিষয়ে আমার এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে যে, আপনি আমার এই বিশাল রথকে যেখানে কর্ণ আছে, সেখানে লইয়া চলুন। আমি আজ রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ না করিয়া কোনক্রমেই নিবৃত্ত হইব না। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ আমাদের সাক্ষাতেই পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয় মহারথী বীরগণকে সমরাঙ্গণে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে—তাহাকেও জীবিত রাখিবে না। ১১-১৩

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথের দ্বারা অতি শীঘ্র সব্যসাচী অর্জুনের সহিত কর্ণের সৈন্যগণকে কাটাইবার জন্য আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহাবলশালী কর্ণের দিকে গমন করিলেন। ১৪

পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের অনুমতি অনুসারে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ রথের দ্বারাই পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সমভোভাবে আশ্বাসদান করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। ১৫

মানুষ ভূপাল! সংগ্রামে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের রথের সেই ঘর্ঘর শব্দ ইন্দ্রের বজ্রধ্বনির ন্যায় এবং মেঘের গর্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৬

সত্যপরাক্রমী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি রথের প্রচণ্ড শব্দের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৭

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতবাহন অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া এবং এই মহাত্মা অর্জুনের ধ্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

অয়ং স রথ আয়াতি শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সমরে যং কর্ণ পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৯
এষ তিষ্ঠতি কৌন্তেয়ঃ সংস্পৃশন্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
যং হনিষ্যসি ভেদস্য তদ্রঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ২০
ধ্বজোঽয়ং চন্দ্রতারাঙ্কঃ পতাকাকিঙ্কিণীযুতঃ।
পশ্য কর্ণার্জুনয়োর্যা সৌদামন্যম্বরে যথা ॥ ২১
এষ ধ্বজাগ্রে পার্থস্য প্রেক্ষমাণঃ সমন্ততঃ।
দৃশ্যতে বানরো ভীমো বীরাণাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ২২
এতচ্চক্রং গদা শঙ্খঃ শার্ঙ্গং কৃষ্ণস্য চ প্রেতো।
দৃশ্যতে পাণ্ডবরথে বাহুবানস্য বাজিনঃ ॥ ২৩
এতৎ কৃন্ততি গাণ্ডীবং বিসৃষ্টং সব্যসাচিনা।
এতে হন্তবতা মুক্তা গচ্ছন্তমিত্রান শিতাঃ শরাঃ ॥ ২৪
বিশালায়ততাম্রাক্ষৈঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননৈঃ।
এষা ভূঃ কীর্যতে রাজন্ শিরোভিরপলায়িনাম্ ॥২৫

মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে বলিলেন। ১৮

কর্ণ! তুমি যাহার সারথি হইতেছিলে, সেই এই শ্বেতাশ্ববাহিত রথ, যাহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ, সমরাঙ্গণে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছে। ১৯

এই কুন্তীনন্দন অর্জুন হাতে গাণ্ডীবধনু ধারণ করত অবস্থান করিতেছে। যদি তুমি আজ ইহাকে বিনাশ করিতে পার, তবে আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে। ২০

কর্ণ! দেখ, অর্জুনের ধ্বজের এই শশ এবং চন্দ্র ও তারাচিহ্নে সুশোভিত রথের এই পতাকা, যাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বাঁধা আছে; সেই এই ধ্বজ আকাশে বিদ্যুৎসদৃশ প্রকাশিত হইতেছে। ২১

কুন্তীকুমার অর্জুনের ধ্বজের অগ্রভাগে এক ভয়ঙ্কর বানর আছে, যে সর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৌরব-বীরগণের ভয় বর্দ্ধন করিতেছে। ২২

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের রথের উপর বসিয়া অশ্বগণকে চালনাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই চক্র, গদা, শঙ্খ ও শার্ঙ্গধনু দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ২৩

এই সব্যসাচী অর্জুনকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গাণ্ডীবধনুর টঙ্কার ধ্বনি হইতেছে। নিষঙ্গস্থ অর্জুনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই বাণসমূহ শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেছে। ২৪

যাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পলায়ন করেন না, সেই রাজাদের ছিন্ন মস্তকসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইতেছে। এই সকল

এতে পরিঘসঙ্কাশাঃ পুণ্যগন্ধানুলেপনাঃ।
উদ্ধতা রণশূরাণাঃ পাতান্তে সায়কা ভুজাঃ॥ ২৬
নিরস্তজিহ্বানেত্রাস্তা বাজিনঃ সহ সাদিভিঃ
পতিতাঃ পাতাযানাশ্চ ক্ষিতৌ ক্ষীণা বিশেরতে॥ ২৭
এতে পর্বতশৃঙ্গাণাং তুল্যা হৈমবতা গজাঃ।
সংছিন্নকুম্ভাঃ পার্থেন প্রপতন্ত্যত্রয়ো যথা॥ ২৮
গন্ধর্বনগরাকারা রথা যে তে নরেশ্বরাঃ।
বিমানানীব পুণ্যান্তে স্বর্গিণো নিপতন্ত্যমী॥ ২৯
ব্যাকুলীকৃতমত্যর্থং পরসৈন্যং কিরীটিনা।
নানামৃগসহস্রাণাং যূথং কেশরিণা যথা॥ ৩০
ত্রাসত্রিপ্রেক্ষ্যমাণাস্তি তবং নিম্নং বরান্ রথান্
অসজ্জমানো রাধেয় ত্বং যাতি প্রতি ভারত॥ ৩১
(ধৃষ্টা ভাক্ত্বা প্রমাদ্য ভৃগোরস্ত্রক সাম্বর।
দৃষ্টিং মুষ্টিক সন্ধানং স্মৃত্বা বায়োপদেশতম্॥
ধনঞ্জয়ং জয়প্রেপ্সুঃ প্রত্যুদ্গচ্ছ মহারথম্॥)
এষা বিদীর্যতে সেনা ধার্তরাষ্ট্রী সমন্ততঃ
অর্জুনস্য ভয়াৎ তূর্ণং নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ বহূন্॥ ৩২
বর্জয়ন্ সর্বসৈন্যানি ধরতে হি ধনঞ্জয়ঃ।
স্বর্গমিতি মন্যেঽহং যথাস্তোদীর্যতে বপুঃ॥ ৩৩
ন চাবস্থাস্যতে পার্শ্বে যুযুৎসুঃ কেনচিৎ সহ।
ধ্যায়তে ক্রোধসংপ্তো হি পীড্যমানে বৃকোদরে॥ ৩৪
বিরথং ধর্মরাজং তু দৃষ্ট্বা সুমৃদুনিষ্কৃতম্।
শিখণ্ডিনং সাত্যকিঞ্চ দৃষ্টদ্যুম্নং পার্ষতম্॥ ৩৫
দ্রৌপদেয়ান্ যুধামন্যুমুত্তমৌজসমেব চ।
নকুলং সহদেবঞ্চ ভ্রাতরৌ যৌ সমীক্ষ্য চ॥ ৩৬
সহসৈকরথঃ পার্থস্তামভোতি পরন্তপঃ।
ক্রোধরক্তেক্ষণঃ ক্রুদ্ধো দিধাংক্ষুঃ সর্বপার্থিবান্॥ ৩৭

সন্ধকের নেত্রসমূহ বিস্তৃত ও রক্তবর্ণ ছিল এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোরম ছিল। ২৫

রথবীরগণের অঙ্গসমূহ উচিত বাহুসকল পরিঘতুল্য সুদৃঢ় (মোটা) এবং পরিত্র সুগন্ধযুক্ত চন্দনে চর্চিত ছিল, এই সকল বাহু ছিন্ন হইয়া কৃপাতিত হইতেছিল। ২৬

দ্রৌপদেয়গণের এই আক্রোশসহ অবশ্য অত্যধিক হইয়া অর্জুনকর্তৃক কৃপাতিত হইতেছে। ইহাদের জিহ্বা ও চক্ষু বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহারা পতিত হইয়া কৃতলে শয়ন করিতেছে। ২৭

এই সব পর্বতশিখরতুল্য বিশালদেহ হিমাচল প্রদেশের দাতী পর্বতসমূহ-বাসকারী হইয়া থাকে। অর্জুন ইহাদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। ২৮

এই সব গন্ধর্বনগরতুল্য বিশাল রথ রহিয়াছে, এই সকল হইতে রাজারা সেইভাবে নিপতিত হইতেছে, যেরূপ পুণ্য সমাপ্ত হইলে পর স্বর্গবাসী প্রাণীরা বিমান হইতে নিপতিত হইয়া থাকে। ২৯

কিরীটধারী অর্জুন শত্রুসৈন্যদিগকে সেইরূপ অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া দিল, যেরূপ সিংহ নানাজাতির সহস্র সহস্র মৃগসমূহকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। ৩০

রাধাপুত্র কর্ণ! শত্রুদের পক্ষে অনন্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণকে সংহার করিতে করিতে তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য এই দিকে অর্জুন আসিতেছে। তুমি ভরতবংশীয়। এই বীরের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হও। ৩১

(কর্ণ! তুমি ধৈর্য ও প্রমাদ পরিহার করত ভৃগুবংশীয় পরশুরামদত্ত অস্ত্রসকল স্মরণ কর, তাঁহার উপদেশ অনুসারে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ, ধনুটিকে খুব মুষ্টিদ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বায়ুদত্ত অস্ত্রের সন্ধানাদি বিষয় স্মরণ করত অহঙ্কার করিবার জন্য মনে ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে মহারথী অর্জুনের দিকে গমন কর।)

অর্জুন অল্পকালের মধ্যেই বহু শত্রুকে সংহার করিয়া থাকে, সেইজন্য তাহার ভয়ে ভীত দুর্যোধনের এই সৈন্যরা চারিদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে। ৩২

এই সময় অর্জুনের শরীরে যেরূপ উত্তেজনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে—সে সমস্ত সৈন্যকে পরিত্যাগপূর্বক তোমার নিকটেই উপস্থিত হইবার জন্য ত্বরা করিতেছে। ৩৩

ভীমসেন পীড়িত হইয়া পড়ায় অর্জুন ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য আজ তুমি ধার্তরাষ্ট্রদের অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সে কোথাও তাহাদের দ্বারা রুদ্ধ থাকিবে না। ৩৪

তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত আহত করিয়া রথহীন করিয়া দিয়াছ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর-পুত্রগণ, উত্তমৌজা, যুধামন্যু ও দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেবকেও তুমি পীড়িত করিয়াছ দেখিয়া শত্রুতাপন মহাবীর অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এই কারণে তাহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। সে সমস্ত রাজগণকে সংহার করিবার ইচ্ছায় একমাত্র

ধরিতোঽভিপতত্যস্মাংস্তাক্ত্বা সৈন্যান্যনংশয়ম্।
যং কর্ণ প্রতিযাত্যেনং নান্যস্তো হি বসুর্ধরঃ॥ ৩৮
ন তং পশ্যামি লোকেঽস্মিংস্তবো হ্যন্যং বসুর্ধরম্।
অর্জুনং সমরে ক্রুদ্ধং যো বেলামিব ধারয়েৎ॥ ৩৯
ন চাস্য রক্ষাং পশ্যামি পার্শ্বতো ন চ পৃষ্ঠতঃ।
এক এবাভিযাতি ত্বাং পশ্য সাফল্যমাত্মনঃ॥ ৪০
ত্বং হি কৃষ্ণৌ রণে শক্তঃ সাধারয়িতুমাহবে।
তবৈব তারো রাধেয় প্রত্যূহ্যাহি ধনঞ্জয়ম্॥ ৪১
সমানো হ্যসি ভীষ্মেণ দ্রৌণি-দ্রৌণি কৃপেণ চ।
সব্যসাচিনমায়ান্তং নিবারয় মহারণে॥ ৪২
লেলিহানং যথা সর্পং পর্জন্যমিব গর্জতম্।
বনস্থিতং যথা ব্যাঘ্রং জহি কর্ণ ধনঞ্জয়ম্। ৪৩
এতে দ্রবন্তি সমরে বার্তরাষ্ট্রা মহারথাঃ।
অর্জুনস্য ভয়াৎ তূর্ণং নিরপেক্ষা জনাধিপাঃ। ৪৪
দ্রবতামথ তেষাং বৈ নান্যোঽস্তি ভুবি মানবঃ।
ভয়হা যো ভবেদ্ বীরস্ত্বামৃতে সূতনন্দন॥ ৪৫
এতে স্থাং কুরবঃ সর্বে দ্বীপমাসাদ্য সংযুগে।
বিচিত্তাঃ পুরুষব্যাঘ্র ত্বতঃ শরণকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৪৬
বৈদেহাম্বষ্ঠ-কাম্বোজাস্তথা মদ্রজিতত্বয়া।
গান্ধারাশ্চ যয়া বৃত্তা জিতাঃ সংখ্যে সুদুর্জয়াঃ।
তাং বৃত্তিং কুরু রাধেয় ততঃ প্রত্যেহি পাণ্ডবম্॥ ৪৭
বাসুদেবশ্চ বার্ষ্ণেয়ঃ শ্বেতমাশং কিরীটিনা।
প্রত্যূহ্যাহি মহাবাহো পৌরুষে মহতি স্থিতঃ॥ ৪৮
(যথৈকেন ত্বয়া পূর্বং কৃতো দিগ্বিজয়ঃ পুরা
মরুৎসুনোর্যথা সুপুর্যাতিতঃ শক্রসত্বয়া॥
তদেতৎ সর্বমালম্ব্য জহি পার্থং ধনঞ্জয়ম্)

রথের সহায়তায় সহসা তোমার উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ৩৪-৩৭

ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, অর্জুন সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে পরিত্যাগ করত ত্বরা সহকারে আমাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। কর্ণ! অতএব তুমিও এখন ইহার প্রতিরোধ হইবার জন্য অগ্রসর হও; কারণ, তুমি ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধার এই কার্য করিতে সমর্থ হইবে না। ৩৮

এ জগতে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোন এরূপ যোদ্ধার বীরত্বকে দেখিতে পাই না, যে বীর সমুদ্রে উৎপন্ন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে প্রতিরোধ করিতে পারে। ৩৯

আমি দেখিতেছি যে, তাহার পার্শ্বভাগ ও পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। সে একাকীই তোমার উপর আক্রমণ করিতেছে; অতএব দেখ, তোমার নিজের সফলতা লাভ করিবার কিরূপ সুন্দর এক অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ৪০

রাধাপুত্র! রণাঙ্গনে তুমিই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে পরাজিত করিতে পার এবং তোমার উপর সেই ভারই ন্যস্ত আছে, অতএব তুমি অর্জুনকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হও। ৪১

তুমি ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যতুল্য পরাক্রমশালী; অতএব তুমি এই মহাসমরে আক্রমণকারী সব্যসাচী অর্জুনকে নিবারণ কর। ৪২

কর্ণ! জিহ্বা সঞ্চালনকারী সর্প, গর্জনরত মেঘ এবং বনবাসী ব্যাঘ্রতুল্য ভয়ঙ্কর অর্জুনকে তুমি বধ কর। ৪৩

দেখ, সমরাঙ্গনে দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীর এই সব মহারথী নৃপতিগণ অর্জুনের ভয়ে অন্যান্য-সহায়কারীদের কোন অপেক্ষা না করিয়াই অতিদ্রুত পলায়ন করিতেছেন। ৪৪

সূতনন্দন! এই যুদ্ধস্থলে তুমি ব্যতীত অন্য কোন এরূপ বীরপুরুষ নাই, যে এই পলায়নপর নরপতিগণের ভয় দূর করিতে সমর্থ হইবে। ৪৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সমুদ্রতুল্য যুদ্ধস্থলে তুমিই দ্বীপসদৃশ আশ্রয়স্থল। এই সমস্ত কৌরবগণ তোমারই শরণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমার আশ্রয়েই উপস্থিত হইয়াছে। ৪৬

রাধানন্দন! তুমি যেরূপ ধৈর্যসহকারে অত্যন্ত দুর্জয় বিদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, মদ্রজিৎ এবং গান্ধারগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলে, এখন তুমি সেইরূপ ধৈর্য অবলম্বন কর এবং পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের দিকে ধাবিত হও। ৪৭

মহাবাহো! তুমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থ অবলম্বন করত অর্জুনের প্রতি সর্বদা প্রণয় বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরও সম্মুখীন হও। ৪৮

(যেরূপ পূর্বে তুমি একাকীই সমস্ত দিগ্‌মণ্ডলকে জয় করিয়াছিলে এবং ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে বধ করিয়াছিলে, সেইরূপ তুমি সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত ভুজবলে অর্জুনকে বিনাশ কর।)

কর্ণ উবাচ।

প্রকৃতিস্থোঽসি মে শল্য ইদানীং সমতন্ত্রথা।
প্রতিভাসি মহাবাহো মা ভৈষীস্ত্বং ধনঞ্জয়াৎ ॥ ৪৯
পশ্য বাহ্বোর্বলং মেঽদ্য শিক্ষিতস্য চ পশ্য মে।
একোঽদ্য নিহনিষ্যামি পাণ্ডবানাং মহাচমূম্ ॥ ৫০
কৃষ্ণৌ চ পুরুষব্যাঘ্র ততঃ সত্যং ব্রবীমি তে।
নাহত্বা যুধি তৌ বীরৌ ব্যপযাস্যে কথঞ্চন ॥ ৫১
যদ্যে বা নিহতস্তাভ্যামনিত্যো হি রণে জয়ঃ।
কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি হত্বা বাপ্যথবা হতঃ ॥ ৫২

শল্য উবাচ।

অজয্যমেনং প্রবদন্তি যুদ্ধে
মহারথাঃ কর্ণ রথপ্রবীরম্।
একাকিনং কিমু কৃষ্ণাভিগুপ্তং
বিজেতুমেনং ক ইহোৎসহেত ॥ ৫৩

কর্ণ উবাচ।

নৈতাদৃশো জাতু বভূব লোকে
রথোত্তমো যাদৃশমুপলক্ষয়ে নঃ।
তমীদৃশং প্রতিযোৎস্যামি পার্থং
মহাহবে পশ্য চ পৌরুষং মে ॥ ৫৪
রণে চরন্ত্যেব রথপ্রবীরাঃ
সিতৈর্হয়ৈঃ কৌরবরাজপুত্রঃ।
স বাস্য মাং নেষ্যতি কৃষ্ণমেতৎ
কর্ণস্তাস্যাদেত্যথবাস্য সর্বে ॥ ৫৫
অশ্বেষিণৌ রাজপুত্রস্য হন্তা-
বন্বেষমাণৌ জাতকিণৌ বৃহন্তৌ।
দৃঢ়াযুধঃ কৃতিমান্ ক্ষিপ্রহস্তৌ
ন পাণ্ডবেয়েন সমোঽস্তি যোধঃ ॥ ৫৬
গৃহ্যাস্যানেকানপি কঙ্কপত্রা-
নেকং যথা তান্ প্রতিযোজ্য চাস্ত।
তে ক্রোশমাত্রে নিপতন্ত্যমোঘাঃ
কস্তেন যোধোঽস্তি সমঃ পৃথিব্যাম্ ॥ ৫৭

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! বর্ত্তমানে তোমাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি এবং আমার সহিত একমত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মহাবাহো! তুমি অর্জ্জুনকে ভয় করিও না। ৪৯

আজ আমার দুই বাহুর বল নিরীক্ষণ কর এবং আমার শিক্ষাগত সামর্থ্যও অবলোকন কর। আজ আমি একাকীই পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনীকে সংহার করিব। ৫০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিতেছি যে, যুদ্ধস্থলে এই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া আজ আমি কোনক্রমেই পশ্চাদপসরণ করিব না। ৫১

অথবা ইহাদের উভয়ের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য রণাঙ্গনে শয়ন করিব; কারণ, রণে জয়লাভ করা অনিশ্চিত ব্যাপার। আজ আমি এই দুইজনকে বিনাশ করিয়া অথবা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইব। ৫২

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! রথী যোদ্ধাগণের প্রধান বীর অর্জ্জুন যদি একাকীই থাকে, তবে মহারথীরা তাহাকে অজেয়ই বলিয়া থাকেন; আর বর্ত্তমানে সে ত' শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, এই অবস্থায় তাহাকে কে জয় করিবার সাহস করিতে পারে? ৫৩

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! আমি যে পর্য্যন্ত শুনিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত জগতে এরূপ কোন শ্রেষ্ঠ মহারথী উৎপন্ন হয় নাই; আমি সেই কৃষ্ণীসুতের অর্জ্জুনের সহিত এই মহাসমরে যুদ্ধ করিব, তুমি আমার পুরুষার্থ অবলোকন কর। ৫৪

রথী বীরগণের মধ্যে প্রধান বীর এই কৃষ্ণীনন্দন অর্জ্জুন নিজের শ্বেতাশ্বযুক্তের দ্বারা এই রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছে। সে আজ আমাকে মৃত্যুরূপ সঙ্কটে পাতিত করিবে এবং আমি কর্ণ নিহত হইলে পর কৌরবপক্ষের অন্য যোদ্ধাদেরও বিনাশ সুনিশ্চিত হইবে। ৫৫

রাজকুমার অর্জ্জুনের দুই বিশাল হস্ত কখনও ঘর্ম্মাক্ত হয় না, উহাতে বহুল গুণের চিহ্ন বিদ্যমান আছে এবং এই দুই হস্ত কখনও কম্পিত হয় না। ইহার অস্ত্রসঞ্চালন সুদৃঢ়। সে বিদ্বান্ এবং অতিক্রান্ত হস্তলাঘবে নিপুণ। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সমান অন্য কোন যোদ্ধা নাই। ৫৬

সে কঙ্কপক্ষযুক্ত অনেক বাণকে একসঙ্গে হস্তে ধারণ করে, যেন উহারা একটি বাণই বলিয়া মনে হয় এবং এই সব বাণকে লক্ষ্য বস্তুতে যোজিয়া নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বাণগুলি একক্রোশ দূরে যাইয়া পতিত হয়; অতএব এই ভূতলে তাহার তুল্য অপর কোন যোদ্ধা নাই। ৫৭

অভোময়ং খাণ্ডবে যো হুতাশং
কৃষ্ণদ্বিতীয়োঽতিরথস্তরস্বী।
লেভে চক্রং যত্র কৃষ্ণো মহাত্মা
ধনুর্গাণ্ডীবং পাণ্ডবঃ সব্যসাচী ॥ ৫৮

শ্বেতাশ্বযুক্তঞ্চ সুঘোষমুগ্রং
রথং মহাবাহুরধীনদস্তঃ।
মহেষুধী চাক্ষয়ে দিব্যরূপে
শস্ত্রাণি দিব্যানি চ হব্যবাহাৎ ॥ ৫৯

তথেন্দ্রলোকে নিজঘান দৈত্যা-
নসংখ্যেয়ান্ কালকেয়াংশ্চ সর্বান্।
লেভে শঙ্খং দেবদত্তং স তত্র
কো নাম তেনাতাধিকঃ পৃথিব্যাম্ ॥৬০

মহাদেবং তোষয়ামাস যোঽস্ত্রৈঃ
সাক্ষাৎ সুহৃদ্ভেন মহানুভাবঃ।
লেভে ততঃ পাশুপতং সুঘোরং
ত্রৈলোক্যসংহারকরং মহাস্ত্রম্ ॥ ৬১

পৃথক্ পৃথগ্ লোকপালাঃ সমেত্য
দদুর্মহাস্ত্রাণ্যস্ত্রমেষ্যামি সংখ্যে।
দৈত্যান্ জঘানাশু রণে নৃসিংহঃ
সকালকেয়ানসুরান্ সমেতান্ ॥ ৬২

তথা বিরাটস্য পুরে সমেতান্
সর্বানস্মানেকরথেন জিত্বা।
জহার তদ্ গোধনমাজিমধ্যে
বস্ত্রাণি চাদত্ত মহারথেভ্যঃ ॥ ৬৩

তমীদৃশং বীর্যগুণোপপন্নং
কৃষ্ণদ্বিতীয়ং পরমং নৃপাণাম্।
তমাস্থায়ন্ সাহসমুত্তমং বৈ
জানে ন্বয়ং সর্বলোকস্য সখ্য ॥ ৬৪

অনন্তবীর্যেণ চ কেশবেন
নারায়ণেনাপ্রতিমেন গুপ্তঃ।
বধায়ুষৈর্যস্য গুণা ন শক্যা
বক্তুং সমৈরপি সর্বলোকৈঃ ॥ ৬৫

মহাত্মনঃ শঙ্খচক্রাসিপাণে-
র্বিষ্ণোরিষ্টোঽসুরেবাত্মজস্য।
ভয়ং মে বৈ জায়তে সাধ্বসঞ্চ
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাবেকরথে সমেতৌ ॥ ৬৬

এই বেগশালী ও অতিরথী বীর অর্জুন নিজের অপর সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাইয়া খাণ্ডবনে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই স্থলে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ চক্রলাভ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুপুত্র সব্যসাচী অর্জুন গাণ্ডীব ধনুঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৮

উদারচিত্ত মহাবাহু অর্জুন অগ্নিদেবের নিকট হইতে শ্বেতাশ্ব-যোজিত গম্ভীর শব্দকারী একটি ভয়ঙ্কর রথ, দুইটি দিব্য বিশাল ও অক্ষয় তূণীর এবং অলৌকিক অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছিল ॥ ৫৯

অর্জুন ইন্দ্রলোকে যাইয়া অসংখ্য কালকেয়নামক সমস্ত দৈত্যদিগকে সংহার করিয়াছিল এবং সেখানে দেবদত্তনামক শঙ্খ প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব এই পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা অধিক বীর কোন্ ব্যক্তি হইতে পারিবে ? ৬০

যে মহাদ্যুতি অর্জুন অস্ত্রসকলের দ্বারা উগ্র যুদ্ধ করত সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট ত্রিভুবনকে সংহার করিতে সমর্থ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতনামক মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬১

পৃথক্ পৃথক্ লোকপালগণ আসিয়া তাহাকে এরূপ মহাস্ত্রসকল প্রদান করিয়াছেন, যাহারা যুদ্ধে অপ্রমেয় বলিয়া উক্ত আছে। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে এই সব অস্ত্রের দ্বারা কালকেয়নামক যোদ্ধাগণের সহিত একত্রে সমবেত সমস্ত অসুরযুদ্ধকে সত্বর বিনাশ করিয়াছিল ॥ ৬২

এইরূপ বিরাটনগরে একত্রে সমবেত আমাদের সকলকে একমাত্র রথের দ্বারা যুদ্ধে জয় করিয়া অর্জুন সেই বিরাটের গোধনসকল লইয়া গিয়াছিল এবং মহারথী ভীষ্মাদি যোদ্ধাগণের বস্ত্রসকলও গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৬৩

সখা! এইরূপ যে পরাক্রমশালী গুণসম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যপুষ্ট এবং ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা, সম্পূর্ণ জগতের সঙ্গে অতিশয় সাহসের কার্য; এই কথা আমি নিজেও জানি ॥ ৬৪

অর্জুন অনন্ত পরাক্রমশালী, নিরুপম, নারায়ণাবতার, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, বিষ্ণুস্বরূপ, বিজয়শীল, বসুদেবনন্দন, মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত; যাহার গুণসকলের বর্ণনা জগতের সকল লোকে মিলিত হইয়া দশ হাজার বৎসরেও করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৫½

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এক রথে মিলিত হইতে দেখিয়া আমার

অতীব পার্থো যুধি কাম্যকিতো
নারায়ণশ্চাপ্রতি চক্রযুদ্ধে।
এবাবিমৌ পাণ্ডব-বাসুদেবৌ
চলেৎ অমেশাদ্রিমপি ন ক্রমৌ ॥ ৬৭
উভৌ হি শূরৌ বলিনৌ বৃঢ়ানুধৌ
মহারথৌ সাহনমোপপন্নৌ।
এতাদৃশৌ ফাল্গুন-বাসুদেবৌ
কোঽন্যঃ প্রতীয়াদমৃতে ভৌ তু শল্য ॥৬৮
মনোরথো যস্ত মমাদ্য তস্য
মন্যেশ যুদ্ধং প্রতি পাণ্ডবস্য।
নৈতচ্চিরাদ্যাত্ত ভবিষ্যতীদ-
মত্যদ্ভুতং চিত্রমতুল্যরূপম্ ॥ ৬৯
এতৌ চ হত্বা যুধি পাণ্ডবিত্বে
মাং বাপি হত্বৌ নিহনিষ্যতোঽদ্য।
ইতি ব্রুবন্ শল্যমমিত্রহন্তা
কর্ণো রণে মেঘ ইবোন্নদাদ ॥ ৭০

অতিশয় ভয় হইতেছে, আমার হৃৎ ভাবের হইয়া পড়িতেছে। অর্জুন যুদ্ধে সমস্ত যোদ্ধার বীরগণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সকলের অধিকতর। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই একপ পরাক্রমশালী। যদি বা কোন সময় হিমালয় স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে নিজ মর্যাদা হইতে কখনও বিচলিত হন্ না। ৬৬-৬৭

ইহারা উভয়েই যোধাগ্রণী, বলবান্, সুদৃঢ় অস্ত্রধারী এবং মহারথী। ইহাদের শরীর সুগঠিত ও সারবান্। শল্য! এতাদৃশ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখীন হইতে আমি ব্যতীত আর অপর কোন ব্যক্তি আছে? ৬৮

মনোরথ! অর্জুনের সহিত যুদ্ধবিষয়ে আজ যা আমার মনোরথ, উহা অবিলম্বে সিদ্ধ হইবে। এই যুদ্ধ অত্যন্ত অদ্ভুত, বিচিত্র ও অতুলনীয় হইবে। আমি যুদ্ধস্থলে এই দুই জনকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিব অথবা এই দুই কৃষ্ণই আমাকে বিনাশ করিবে। ৬৯

রাজন্! শল্যসমক্ষে কর্ণ এই কথা বলিয়া রণাঙ্গনে মেঘতুল্য উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ণ কুরুসৈন্যের প্রধান বীর দুর্যোধন,

অন্যান্য পুত্রৈশ্চ তথাভিনন্দিতঃ
সমেত্য চোবাচ কুরুপ্রবীরম্।
কৃপঞ্চ তোজঞ্চ মহাভুজাবুভৌ
তথৈব গান্ধারপতিং সহানুজম্ ॥ ৭১
গুরোঃ সুতং চাবরজং তথাহবমনঃ
পদাতিনোঽথ বিপদাদিনশ্চ তান্।
নিরুদ্যতাভিত্রবতাচ্যুতার্জুনৌ
শ্রমেণ সংযোজয়তাশু সর্বশঃ ॥ ৭২
যথা ভবদ্ভির্ন বিমুক্তিতাবুভৌ
সুখেন হন্যামহমদ্য ভূমিপাঃ।
তথেতি চোক্ত্বা ত্বরিতাঃ স তেঽভবন্
জিঘাংসবো বীরতরাঃ সমন্ততঃ ॥ ৭৩
শরৈশ্চ জঘ্নুর্যুধি তং মহারথা
ধনঞ্জয়ং কর্ণনিদেশকারিণঃ।
নদীনদং ভূরিজলো মহার্ণবো
যথা তথা তান্ সমরেঽজুনোঽগ্রসৎ ॥৭৪

মহারাজ কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, ভ্রাতৃগণ সহ গান্ধাররাজ শকুনি, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং পদাতি ও গজারোহী সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন,—বীরগণ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি ধাবিত হউন, ইহাদিগকে প্রতিরোধ করুন এবং অতি সত্বর সকলপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া ইহাদের উভয়কে পরিশ্রান্ত করুন। ভূপতিগণ! এরূপ কার্য সম্পাদন করুন, যাহাতে আপনাদের দ্বারা শুরুতর ক্ষত-বিক্ষত এই দুই কৃষ্ণকে আমি অনায়াসে সুখের সহিত বিনাশ করিতে পারি।৭০-৭২।

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই সব বীরবর সৈন্যগণ অতি সত্বর অর্জুনকে বিনাশ করিবার জন্য একসঙ্গে অগ্রসর হইলেন। কর্ণের আদেশপালনকারী এই সব মহারথী যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন।৭৩।

কিন্তু যেরূপ প্রভূত জলে পরিপূর্ণ মহাসাগর নদ ও নদীসকলের জলকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন সমরাঙ্গণে এই সব বীরগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তিনি যখন ইহার উপরে উত্তম বাণসকল সন্ধান করিতেছিলেন এবং যখন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে

ন সম্ভ্রমানো ন তথা শরোত্তমান্
প্রমুঞ্চমানো রিপুষু প্রদৃশ্যতে
ধনঞ্জয়স্যৈব শরৈর্বিদারিতা
হতা নিপেতুর্নর-বাজি-কুঞ্জরাঃ ।৭৫

শরার্চিষং গাণ্ডিবচারুমণ্ডলং
যুগান্তসূর্যপ্রতিমানতেজসম্।
ন কৌরবাঃ শেকুরলীক্ষিতুং ভয়াৎ
যথা রবিং ব্যাধিতচক্ষুষো জনাঃ। ৭৬

শরোত্তমান্ সম্প্রহিতান্ মহারথৈ-
শ্চিচ্ছেদ পার্থঃ প্রহসন্ শরৌঘৈঃ।
ক্ষুরান্ত ভানহনদ্ বাণসঙ্ঘান
গাণ্ডীবমুক্তায়তপূর্ণমণ্ডলঃ। ৭৭

যথোগ্ররশ্মিঃ শুচিশুক্রমধ্যগঃ
খমুৎ বিবস্বান্ তপতে জলোদ্ধতম্।
তথার্জুনো বাণগণান্ বিসৃজ্য
মহান্ত সেনাঃ তব পার্থিবেন্দ্র। ৭৮

তমভ্যধাবন্ বিসৃজন্ত কূপঃ শরাঃ -
স্তথৈব ভোজস্তব চাত্মজঃ স্বয়ম্।
মহারথো দ্রোণসুতশ্চ সায়কৈ-
র্ঘনাকিরংস্তোয়ধরা যথাচলম্। ৭৯

জিঘাংসুভিস্তান্ কুশলঃ শরোত্তমান্
মহাহবে সম্প্রহিতান্ প্রযত্নতঃ।
শরৈঃ প্রচিচ্ছেদ স পাণ্ডবস্তদা
পরাভিনদ্ বক্ষসি চেষুভিস্ত্রিভিঃ। ৮০

স পাণ্ডিবব্যায়তপূর্ণমণ্ডল-
স্তপন রিপূনর্জুনভাস্করো বভৌ।
শরোগ্ররশ্মিঃ শুচিশুক্রমধ্যগো
যথৈব সূর্যঃ পরিবেষসংস্থিতা ।৮১

অথাগ্রযোধৈরভিসংবৃতস্তদা
পরাভিনদ্ দ্রোণসুতোঽচ্যুতং ত্রিভিঃ।
চতুর্ভিরশ্বাংশ্চতুরঃ কপিং ততঃ
শরৈশ্চ সাদ্যৈরবধীদ্ বিরাটিরম্। ৮২

পাইল না; কিন্তু অর্জুনের বাণসমূহে বিদীর্ণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ৭৪-৭৫

সেই সময় অর্জুন প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন। ইহার বাণসকল কিরণসমূহের ন্যায় সকলদিকে বিস্তৃরিত হইতেছিল। আরও গাণ্ডীবধনু সূর্যের মণ্ডলসদৃশ প্রতীত হইতেছিল। যেরূপ রোগগ্রস্ত নয়নে মানুষ সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ কৌরব-যোদ্ধারা অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও পারিল না। ৭৬

কৌরব-মহারথিগণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত উত্তম বাণসমূহকে কুন্তী-নন্দন অর্জুন নিজের বাণসকলের দ্বারা ব্যস্ত করিতে করিতেই ছেদন করিয়া দিলেন। তাহার গাণ্ডীব বহু আয়ত হইয়া পূর্ণ মণ্ডলাকার হইয়া গিয়াছিল এবং ইহার দ্বারা তিনি সেই শত্রুবীর-গণের উপর বারংবার বাণসকল প্রহার করিতে লাগিলেন। ৭৭

রাজেন্দ্র! যেরূপ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের মধ্যবর্তী প্রচণ্ড কিরণযুক্ত সূর্যদেব তরীয় জলসমূহ অনায়াসেই শুষ্ক করিয়া দেন, সেইরূপ অর্জুন নিজ বাণসমূহ প্রহার করিয়া আপনার সৈন্যদের শুষ্ক করিতে লাগিলেন। ৭৮

সেই সময় কৃপাচার্য তাঁহার উপর বাণবর্ষণ বন্ধ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। এইরূপ কৃতবর্মা, আপনার পুত্র স্বয়ং রাজা দুর্যোধন এবং মহারথী অশ্বত্থামাও পর্বতের উপর জলবর্ষণকারী মেঘমণ্ডলের ন্যায় অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭৯

বধ করিবার ইচ্ছায় আক্রমণকারী এই সব যোদ্ধাগণের দ্বারা সমরে নিক্ষিপ্ত উত্তম বাণসমূহকে মহাসমরে বুদ্ধিনিপুণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন নিজ বাণসকলের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং ইহাদের প্রত্যেকের বক্ষে তিনটি করিয়া বাণ বিদ্ধ করিলেন। ৮০

আরও গাণ্ডীব-ধনুষ্মান পূর্ণ মণ্ডলযুক্ত অর্জুনরূপী সূর্য নিজের বাণময় প্রচণ্ড কিরণে প্রকাশিত হইয়া শত্রুদিগকে তাপিত করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের মধ্যবর্তী পরিধি (মণ্ডল)-যুক্ত সূর্য-দেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮১

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দশটি বাণে অর্জুনকে, তিনটি বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এবং চারিটি বাণে চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর ধ্বজের উপরে উপবিষ্ট বানরের উপর বাণ ও উত্তম সায়কসকল দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। ৮২

তথাপি তং প্রত্যুদয়ায়কামুকঃ
ত্রিভিঃ শরৈর্বক্ষসি শার্ঙ্গধন্বনঃ ক্ষুরেণ।
ধ্বজাশ্চতুর্ভিশ্চ পুনস্ত্রিভির্ধ্বজং
ধনঞ্জয়ো দ্রৌণিরথাদপাতয়ৎ ॥ ৮৩
স রোষপূর্ণো মণিরত্নভাটকৈ-
রলঙ্কৃতং তক্ষকতোগবর্চসম্।
মহাধনং কার্ষ্ণুকমন্তরাদদে
যথা মহিপ্রবরং গিরেস্ত্বষ্টা ॥ ৮৪
ধনুশ্চ কৃত্বা সগুণং গুণাধিকঃ।
সমার্দয়ত্তাবজিতৌ নরোত্তমৌ
শরোত্তমৈর্দ্রৌণিরবিধ্যদন্তিকাৎ ॥ ৮৫
কৃপশ্চ তোজশ্চ তবাত্মজশ্চ তে
শরৈরনেকৈর্ব্যধি পাণ্ডবর্ষভম্।
মহারথাঃ সংযুগমূর্ধ্নি স্থিতা-
স্তমোদয়ং বারিধরা ইবাপতন্ ৮৬
কৃপস্তু পার্থঃ সশরঃ শরাসনা-
ত্তথান্তকায় সারথিদেব পত্রিভিঃ।
সমার্পয়দ্ বাহুসহস্রবিক্রম-
স্তথা যথা বজ্রধরঃ পুরা বলেঃ ॥ ৮৭
স পার্থবাণৈর্বিনিপাতিতায়ুধো
ধ্বজাবমর্দে চ কৃতে মহাহবে।
কৃতঃ কৃপো বাণসহস্রবস্ত্রিতো
যথাঽঽপগেয়ঃ প্রথমং কিরীটিনা ॥ ৮৮
শরৈঃ প্রচিচ্ছেদ তবাত্মজস্ত
ধ্বজং ধনুশ্চ প্রচকর্ত নর্দতঃ।
অথান চাশ্বান্ কৃতবর্মণঃ শুভান্
ধ্বজঞ্চ চিচ্ছেদ ততঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৯
সবাজিসূতেষ্বসনান্ সকেতনান্
তথান নাগাশ্বরথাংস্তরংশ্চ সঃ।
ততঃ প্রকীর্ণং সুমহদ্ বলং তব
প্রদারিতঃ সেতুরিবাম্ভসা যথা ॥ ৯০
ততোঽর্জুনস্তান্ রথিনঃ কেশব-
স্তকায় শত্রূনপসর্পতাতুরান্
ততঃ প্রয়াতঃ ত্বরিতঃ ধনঞ্জয়ঃ
শরক্ষতং বহ্নিমরুদ্গণো যথা ॥ ৯১

ধনুষ্ক ধনু, অস্ত্র, অশ্ব ও সারথিকে সেইভাবে বিদ্ধ করিলেন, যেরূপ পূর্বকালে বজ্রধারী ইন্দ্র রাজা বলির বক্ষ প্রকৃতিকে ক্ষত করিয়া দিয়াছিলেন। ৮৭

সেই মহাসমরে অর্জুনকর্তৃক বাণসমূহের দ্বারা যখন কৃপাচার্যের অস্ত্রসকল কৃপাচার্য ক্ষত হইল এবং অঙ্গ ব্যথিত হইল, সেই সময় কিরীটধারী অর্জুন যেরূপ পূর্বে ভীষ্মকে সহস্র সহস্র বাণে আবেষ্টিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্যকে সহস্র সহস্র বাণে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ৮৮

তাহার পর প্রতাপশালী অর্জুন গর্জনকারী আপনার পুত্র দুর্যোধনের অশ্ব ও ধনু নিজ বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন। তদনন্তর কৃতবর্মার সুন্দর অশ্বগুলিকে বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ৮৯

ইহার পর অর্জুন অতি সত্বরতার সহিত অশ্ব, সারথি, ধনু ও ধ্বজসহ রথ, হস্তী এবং অশ্বগণকেও বিনাশ করিলেন। তারপর জলের বেগে ভগ্ন সেতুর ন্যায় আপনার সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল। ৯০

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই উৎপীড়িত শত্রুসৈন্যদিগকে নিজের রথের দ্বারা অতিসত্বর দক্ষিণভাগে করিয়া লইলেন। তারপর

সমহর্ষয়ন্ পুনরুত্থিতৈস্তদা-
রথৈঃ সুযুক্তৈরপরে মুদান্বিতাঃ।
অথাভিসৃত্য প্রতিযোধ্য তানরীন্
ধনঞ্জয়স্যাভিমুখং মহারথাঃ ॥ ১২

শিখণ্ডি-সৈন্যেন-যমাঃ শিতৈঃ শরৈ-
র্বিদারয়ন্তো যবনন্ সুতৈরযম্।
ততোঽভিজগ্মুঃ কুপিতাঃ পরস্পরং
শরৈস্তদাজ্যোপতিতিঃ সুতেজনৈঃ ॥ ১৩

কুরুপ্রবীরাঃ সহ সৃঞ্জয়ৈর্যথা-
সুরাঃ পুরা দেবগণৈস্তথাঽহবে।
জয়েপ্সবঃ স্বর্গধনায় চোদ্যতাঃ
পতন্তি নাগাশ্বরথাঃ পরন্তপ ॥ ১৪

জগর্জুরুচ্চৈর্ননদুশ্চ বিব্যধুঃ
শরৈঃ সুযুক্তৈরিতরেতরং পৃথক্।
শরান্ধকারে তু মহাত্মভিঃ কৃতে
মহাহবে যোধবরৈঃ পরস্পরম্ ॥
চতুর্দিশো বৈ বিদিশশ্চ পার্থিব
প্রভা চ সূর্যস্য তমোবৃতাভবৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

ভূমাহরণে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া প্রস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় সবেগে অগ্রগমনকারী ধনঞ্জয়ের দিকে অপর যোদ্ধাগণ অত্যুচ্চ অশ্বসমূহে সুসজ্জিত রথসকলের দ্বারা পুনরায় ধাবিত হইলেন ॥ ১১॥

অর্জুনের সম্মুখের দিকে তাঁহাদিগকে ধাইতে দেখিয়া মহারথী শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তাঁহাদের সম্মুখে গমনপূর্বক প্রতিরোধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদীর্ণ করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তদনন্তর সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া কুপিত কৌরব-বীর যোদ্ধারা শিলাধৌত ও তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে সেইভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে দেবতাগণের সহিত যুদ্ধকারী অসুরদকল সংগ্রামে পরস্পরকে প্রহার করিয়াছিলেন ॥ ১৩॥

শত্রুসূদনকারী কৃপাদি। শক্তিযোধী, অশ্বারোহী এবং রথারোহী যোদ্ধারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া ও স্বর্গগমন করিবার জন্যও উৎসুক হইয়া শত্রুদের উপর আক্রমণ করিতে, উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে এবং উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শত্রুর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪॥

মহারাজ! সেই মহাসমরে মহাত্মা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা পরস্পরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন। চারি দিক্, চারি বিদিক্ (কোণ) এবং সূর্যের প্রভাও এই অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[কৌরবসৈন্যানি বিনাশয়তো ধনঞ্জয়স্যাগ্রগমনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

রাজন্ কুরূণাং প্রবরৈর্বলৈস্তৈর্ভীমমভিদ্রুতম্
মজ্জন্তমিব কৌন্তেয়মুজ্জিহীর্ষুর্ধনঞ্জয়ঃ । ১
বিসৃজ্য সূতপুত্রস্য সেনাং ভারত সায়কৈঃ ।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় পরবীরান্ ধনঞ্জয়ঃ । ২
ততোঽস্ত্রাণ্যস্ত্রমাস্থায় শরজালানি ভারত ।
অসৃজত্ত স্বয়ং তত্র নিঘ্নন্তস্য বাহিনীম্ । ৩
স পক্ষিসঙ্ঘাচরিতমাকাশং পূরয়ন্ শরৈঃ ।
ধনঞ্জয়ো মহাবাহুঃ কুরূণামন্তকোঽভবৎ । ৪
ততো ভল্লৈঃ ক্ষুরপ্রৈশ্চ নারাচৈর্বিমলৈরপি ।
গাত্রাণি প্রাচ্ছিনৎ পার্থঃ শিরাংসি চ চকর্ত হ । ৫
ছিন্নমাত্রৈর্বিকবচৈর্বিশিরস্কৈঃ সমন্ততঃ ।
পাতিতৈশ্চ পতদ্ভিশ্চ যোধৈরাসীৎ সমাবৃতা । ৬
ধনঞ্জয়শরাভ্যাশৈঃ সান্দনাশ্বরথদ্বিপৈঃ ।
সাদিভিশ্চাবিদ্ধবর্ম্মভির্ভ্রষ্টোষ্ণীষৈঃ শুভা । ৭
দুর্গমা সুবিষমা ঘোরাভবৎ পৃথ্বী সুদুর্দৃশা ।
রণভূমিরভূদ্ রাজন্ মহাবৈতরণী যথা । ৮
ঈষাচক্রাক্ষভগ্নৈশ্চ ব্যক্তৈঃ সাস্থৈশ্চ সূদ্যতাম্ ।
সমূহৈর্হতসূতৈশ্চ রথৈস্তীর্ণাভবন্নদী । ৯
সুবর্ণবর্মসন্নাহৈর্ধ্বজৈঃ কনকভূষণৈঃ ।
আস্তীর্ণা কুণ্ডলাপীডা ভ্রষ্টা নিষ্কমদা ক্ষিপাঃ । ১০
ক্রুদ্ধাঃ ক্রূরৈর্মহামাত্রৈঃ পাক্যদৃষ্টপ্রচোদিতাঃ ।
চক্রুঃশণ্ডা শরবরৈর্হতাঃ পেতুঃ কিরীটিনা । ১১
পর্বাণীব পৃথূনি সমন্বানি মহাগিরেঃ
ধনঞ্জয়শরাভ্যাশৈঃ স্তীর্ণা ভূর্গজবারণৈঃ । ১২

অশীতিতম অধ্যায়।

[কৌরবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অর্জুনের অগ্রগমন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব-সৈন্যের প্রধান বীরগণ কুন্তীনন্দন ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং ভীমসেন যেন সেই সৈন্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সেই সময় অর্জুন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সূতপুত্র কর্ণের সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করত সেইদিকে আক্রমণ করিলেন এবং বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের বহুসংখ্যক বীরকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন।১-২

তদনন্তর অর্জুনের বাণজালে আকাশের বিভিন্ন ভাগ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। এই সব বাণে এবং অন্যান্য আরও বহুসংখ্যক বাণে আপনার সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখা গেল। ৩

যেখানে পক্ষিগণ উড়িতে থাকে, সেই আকাশকে বাণসমূহে পূর্ণ করিতে করিতে মহাবাহু ধনঞ্জয় সেখানে কৌরবসৈন্যের পক্ষে কালতুল্য হইয়া উঠিলেন। ৪

অর্জুন ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও নির্মল নারাচসকলের দ্বারা শত্রুদের অঙ্গসমূহ খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ৫

যাহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, কবচ ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইয়াছে এবং মস্তক সকলও ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ বহু যোদ্ধা সেখানে ভূতলে পতিত হইয়াছিল ও পতিত হইতেছিল, ইহাদের সকলের দ্বারা সেখানকার রণভূমি সর্বদিকে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ৬

যাহাদের উপর অর্জুনের বাণসকলের ধারবেগের প্রহার হইয়াছিল, সেই সকল রথের অশ্বগণ, ধ্বজ এবং রথীরাও ছিন্ন ভিন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ইহাদের সকলেরই এক একটি অঙ্গ অথবা অবয়ব ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সকলের দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গেল। ৭

রাজন্! সেই সময় রণভূমি মহাবৈতরণী নদী তুল্য অত্যন্ত দুর্গম, অতিশয় উচ্চ ও নিম্নতাপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিল; তখন ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও অতিশয় কঠিন ছিল। ৮

যোদ্ধাগণের খণ্ড বিখণ্ড রথসকলের দ্বারা ভূতলভূমি আবৃত হইয়াছিল। সেই সকল রথের ঈষাদণ্ড, চক্র ও যুগসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বহু রথের অশ্বগণ ও সারথি জীবিত ছিল এবং অন্য বহু রথের আধার অশ্বগণ ও সারথি বিনষ্ট হইয়াছিল। ৯

কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া সর্বাঙ্গ রক্তধারাবাহী, কবচধারী, ও বহুসংখ্য সজ্জাসমূহে সজ্জিত চারি শত রোষপূর্ণ হাতী ধরাশায়ী হইয়াছিল। এই সব হাতীর উপর সুবর্ণময় কবচ এবং স্বর্ণের আভরণধারী যোদ্ধারা উপবিষ্ট ছিলেন এবং ক্রূরস্বভাব মাহুতেরা তাহাদিগকে নিজেদের পদের দ্বারা ও অঙ্কুশের দ্বারা চালাইতেছিল। এই সকলের

সমন্তাজ্জলদপ্রখ্যান্ বারণান্ মদবর্ষিণঃ।
অভিপেদেঽর্জুনরথো ঘনান্ ভিন্দন্নিবাংশুমান্ ॥ ১৩
হতৈর্গজ-মনুষ্যাশ্চ ভিন্নৈশ্চ বহুধা রথৈঃ।
বিপন্নযন্ত্রধ্বজৈর্ভগ্নৈরশ্বৈশ্চাসৃগ্বিভূষিতঃ ॥ ১৪
অপবিদ্ধায়ুধৈর্বীরৈঃ ভীর্ণোঽভূৎ কাঞ্চনো রথঃ।
ব্যদারয়দ্ বৈ গাণ্ডীবং সুমহদ্ ভৈরবারবম্ ॥ ১৫
ঘোরজ্যবিনিষ্পেষং তলত্রিত্রং বিবাধয়ে।
ততঃ প্রাদীর্য্যত চমূর্নিজঘ্নশরাহতা ॥ ১৬
মহাবাতসমাবিদ্ধা মহানৌরিব সাগরে।
নানারূপাঃ প্রাণহরাঃ শরা গাণ্ডীবচোদিতাঃ ॥ ১৭
অলাতোল্কাশনিপ্রখ্যাস্তব সৈন্যং বিনির্দহন্।
মহাগিরৌ বেণুবনং নিশি প্রজ্বলিতং যথা ॥ ১৮
তথা তব মহাসৈন্যং প্রাক্রুশজ্জরপীড়িতম্।
সাপিণ্ডগুরবিধ্বস্তং তব সৈন্যং কিরীটিনা ॥ ১৯
কৃত্তং প্রবিহতং বাণৈঃ সর্বতঃ প্রদ্রুতং দিশঃ।
মহাবনে মৃগগণা দাবাগ্নিত্রাসিতা যথা ॥ ২০
কুরবঃ পর্যাবর্তন্ত নির্ঘৃণাঃ সব্যসাচিনা।
উৎসৃজ্য চ মহাবাহুং ভীমসেনং তথা রণে ॥ ২১
বলং কুরূণামুদ্বিগ্নং সর্বমাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
ততঃ কুরুষু ভগ্নেষু বীভৎসুরপরাজিতঃ ॥ ২২
ভীমসেনং সমাসাদ্য মুহূর্তং লোহভাবর্তত।
সমাগম্য চ ভীমেন মন্ত্রয়িত্বা চ কাঞ্চনঃ ॥ ২৩
বিশল্যমকরং চাপং কথয়িত্বা যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনাভ্যনুজ্ঞাতস্ততঃ প্রায়াদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৪
নাদয়ন্ রথঘোষেণ পৃথিবীং ডাঞ্চ ভারত।
ততঃ পরিবৃতো বীরৈর্দশভির্যোধপুঙ্গবৈঃ ॥ ২৫

সাহত হাতীরা জীব-জন্তুগণের সহিত বরাবাহা বিশাল পর্বত-শিখরসমূহের ন্যায় চারিদিকে ভূপাতিত ছিল। অর্জুনের বাণ-সমূহে বিশেষ ভাবে আহত হইয়া পতিত সেই গজরাজগণের শরীরে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১০-১২

যেরূপ কিরণমালী সূর্যদেব মেঘসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া প্রকাশিত হন; সেইরূপ অর্জুনের রথ সকলকে মেঘ-সমূহসদৃশ কৃষ্ণবর্ণের মদস্রাবী গজরাজগণকে বিদীর্ণ করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৩

নিহত হাতী, মনুষ্য ও অশ্বগণের দ্বারা, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া চারিদিকে পতিত রথসমূহের দ্বারা; যন্ত্র ও ধ্বজহীন ছিন্নভিন্ন প্রাণহীন যোদ্ধাগণের দ্বারা এবং এদিক্ ওদিকে বিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সকলের দ্বারা অর্জুন সেখানকার গমনাগমনের পথ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ১৪½

আকাশে মেঘসদৃশ ভয়ানক বজ্রপতন শব্দ হইতেও অধিক শব্দকারী ভয়ঙ্কর ঘোর অর্জুন নিজের বিশাল গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫½

তদনন্তর অর্জুনের বাণসমূহে আহত কৌরব সৈন্যরা সমুদ্রে উত্থিত ঝঞ্ঝোচ্ছ্বাসে (ঝোড়ো হাওয়ায়) বিদীর্ণ বৃহৎ নৌকার (জাহাজের) ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১৬½

গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত প্রাণহরকর নানাবিধ বাণসকল অলাতচক্র (অগ্নিযুক্ত কাঠ—মশাল), উল্কা এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিয়া আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতেছিল ॥ ১৭½

যেরূপ রাত্রিকালে কোন মহাপর্বতে বংশবন প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী অগ্নিবিষয়ে পরিবাসন বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১৮½

কিরীটধারী অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সর্বতোভাবে নিষ্ট করিয়া ফেলিলেন, যত্ন ও ধ্বজসমূহ কাটিয়া দিলেন এবং বাণ-সমূহে বিদ্ধ করত চারিদিকে বিতাড়িত করিলেন ॥ ১৯½

যেরূপ মহাবনে দাবানলে ভীত মৃগগণ এদিক্ ওদিকে পলাইতে থাকে, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জুনের বাণসমূহ অগ্নিতে প্রজ্বলিত কৌরব-সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২০½

রণাঙ্গনে ঊর্মির সমস্ত কৌরববাহিনী মহাবাহু ভীমসেনকে পরিত্যাগ করত যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল ॥ ২১½

এই ভাবে কৌরব-সৈন্যরা পলাইয়া যাইলে অপরাজিত বীর অর্জুন ভীমসেনের নিকটে গমন করত মুহূর্তকাল অবস্থান করিলেন ॥ ২২½

ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া ও তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অর্জুন এই কথা বলিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে বাণসকল বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি এখন সুস্থ আছেন ॥ ২৩½

তারপর ভীমসেনের অনুমতি গ্রহণ করত অর্জুন নিজের রথের ঘর্ঘর ধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৪½

এই সময় যোদ্ধাগণের মধ্যে দ্রোণ ও দুঃশাসন অপেক্ষা করিয়া

দুঃশাসনাদ্যবরজৈস্তব পুত্রৈশ্চ সঞ্জয়ঃ।
তে ত্বমত্যর্দয়ন্ বাণৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৬
আততেষবনাঃ শূরা নৃত্যন্ত ইব ভারত।
অপলব্যাস্ত তাংশ্চক্রে রথেন মধুসূদনঃ ॥ ২৭
ন মুক্তান্ হি স তান্ মেনে যমরাষ্ট্রাত্ কিরীটিনা।
তথাস্তে প্রাদ্রবন্ মূঢ়াঃ পরাঙ্মুখরথেঽর্জুনে ॥২৮
তেষামাপততাং কেতূনশ্বাংশ্চাপানি সায়কান্।
নারাচৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ ক্ষিপ্রং পার্থো ন্যপাতয়ৎ ॥ ২৯

অথাস্যৈর্বহুভির্ভল্লৈঃ শিরাংস্যেষামপাতয়ৎ।
রোষসংরক্তনেত্রাণি সম্পতন্তীনি ভূতলে ॥ ৩০
তানি বক্ত্রাণি বিবভুঃ কমলানীব ভূমিনঃ।
তাংস্তু তৈর্মর্মভাবেদৈর্দর্শয়ন্তির্দশ ভারত ॥ ৩১
কৃষ্ণাজ্ঞপ্তান্ কৃষ্ণপূর্বৈর্হয়া প্রায়াদমিত্রহা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

আপনার যশস্বী বীর পুত্র অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫॥

ভরতনন্দন! যেরূপ মৃগয়াকারী ব্যক্তিগণ উল্কাসমূহের দ্বারা হস্তিগণকে বিনাশ করে, সেইরূপ নিজ নিজ রথ আকর্ষণ করিয়া সেই বীরগণ সেখানে অর্জুনকে বাণসকলের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬॥

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা চিন্তা করিলেন যে, অর্জুনের দ্বারা ইহাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করা উচিত হইবে না; সেইজন্য তিনি অতিসত্বর রথের দ্বারা তাঁহাদিগকে নিজের দক্ষিণভাগে করিয়া লইলেন ॥ ২৭॥

যখন অর্জুনের রথ অন্যদিকে যাইতে লাগিল, তখন অন্য সূর্য কৌরব-যোদ্ধারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিল। সেই কুরুবীর অর্জুন এই আক্রমণকারী যোদ্ধাদের ধ্বজ, অশ্ব, ধনু ও বাণসকলকে নারাচ এবং অর্ধচন্দ্র বাণসমূহের দ্বারা অতিসত্বর ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৮-২৯

তারপর অস্ত্র বহুসংখ্যক ভল্লের দ্বারা তাঁহাদের মস্তকসকলও ছেদন করিলেন। এই সকল মস্তক রোষবশতঃ রক্তবর্ণ নেত্রযুক্ত এবং ওষ্ঠ দন্তসমূহে বৃত ছিল। ভূতলে পতিত এই সব যোদ্ধাদের মস্তকশ্রেণী রক্তসংযুক্ত পদ্মপুষ্পের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। ৩০॥

ভারত! শত্রুহন্তা অর্জুন সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত তীব্র বেগগামী দশটি ভল্লের দ্বারা মর্মাঘাত বিকৃষ্টিত সেই দশ বীরকে বিদ্ধ করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১-৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-ভীমসেনাভ্যাং কৌরববীরাণাং সংহারঃ, কর্ণস্য পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

তং প্রয়ান্তং মহাবেগৈরশ্বৈঃ কপিবরধ্বজম্।
যুদ্ধায়াভ্যদ্রবন্ বীরাঃ কুরূণাং নবতী রথাঃ॥ ১

কৃত্বা সংশপ্তকা ঘোরং শপথং পারলৌকিকম্।
পরিবব্রুর্নরব্যাঘ্রা নরব্যাঘ্রং রণেঽর্জুনম্॥ ২

কৃষ্ণঃ শ্বেতান্ মহাবেগানশ্বান্ কাঞ্চনভূষণান্।
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নান্ প্রৈষীৎ কর্ণরথং প্রতি॥ ৩

ততঃ কর্ণরথং যান্তমরিঘ্নং তং ধনঞ্জয়ম্।
বাণবর্ষৈরভিঘ্নন্তঃ সংশপ্তকরথা যযুঃ॥ ৪

স্বরমাণাস্তু তান্ সর্বান্ সমুতেষসনব্রজান্।
জঘান নবতিং বীরানর্জুনো নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৫

তেঽপতন্ত হতা বাণৈর্নানাতন্ত্রৈঃ কিরীটিনা।
সবিমানা যথা সিদ্ধাঃ স্বর্গাৎ পুণ্যক্ষয়ে তথা॥ ৬

ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ কুরবঃ কুরুসত্তমম্।
নির্ভয়া ভরতশ্রেষ্ঠমভ্যবর্তন্ত ফাল্গুনম্॥ ৭

তদায়ন্তমমুষ্যাশ্বমূর্দীর্ণবরবারণম্।
পুত্রাণাং তে মহাসৈন্যং সমরৌৎসীদ্ ধনঞ্জয়ম্॥ ৮

শক্ত্যৃষ্টি-তোমর-প্রাসৈর্গদাভিন্দিপালকৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়ন্ মহেষ্বাসাঃ কুরবঃ কুরুনন্দনম্॥ ৯

তামন্তরিক্ষে বিততাং শস্ত্রবৃষ্টিং সমন্ততঃ।
ব্যধমৎ পাণ্ডবো বাণৈস্তমঃ সূর্য ইবাংশুভিঃ॥ ১০

ততো ম্লেচ্ছাঃ ত্রিসাহস্রা মত্তৈস্ত্রয়োদশশতৈর্গজৈঃ।
পার্শ্বতো ব্যধমন্ পার্থং তব পুত্রস্য শাসনাৎ॥ ১১

কণি-নালীক-নারাচৈস্তোমর-প্রাস-শক্তিভিঃ।
মুসলৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ রথস্থঃ পার্থমাদয়ন্॥ ১২

একাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভীমসেনের দ্বারা কৌরব-বীরগণের সংহার এবং কর্ণের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যাঁহার ধ্বজে শ্রেষ্ঠ কপিচিহ্ন বর্তমান আছে, সেই বীর অর্জুনকে মহাবেগশালী অশ্বগণের দ্বারা অগ্রসর হইতে দেখিয়া কৌরব-পক্ষের নব্বইজন বীর রথী যুদ্ধের জন্য ধাবিত হইলেন। ১

সেই নরশ্রেষ্ঠ সংশপ্তক বীরগণ পরলোকসম্বন্ধীয় ভয়ঙ্কর শপথ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে ধনুর্বাণে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ২

শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণ আভরণে বিভূষিত এবং মুক্তার জালে আচ্ছাদিত শ্বেত বর্ণের মহাবেগগামী অশ্বগণকে কর্ণের রথের দিকে চালিত করিলেন। ৩

তাহার পর শত্রুনাশন ধনঞ্জয়কে কর্ণের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া বাণসমূহের বর্ষণে আঘাত করিতে করিতে সংশপ্তক রথী যোদ্ধাগণ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৪

নারাচি ধনু ও ধ্বজ সহ সম্বরতার সহিত আক্রমণকারী এই সকল শত্রুকে অর্জুন তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে নিহত সেই সব সংশপ্তক রথীরা পুণ্যক্ষয়ে বিমান সহ স্বর্গ হইতে পতনে হত নিজগণের ন্যায় রথ হইতে নিম্নে পতিত হইল। ৫-৬

তদনন্তর হৃষ্ট হইয়া ও অবশিষ্ট সহ রথসমূহ কৌরব বীর নির্ভয় হইয়া ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৭

আপনার পুত্রগণের এই বিশাল সৈন্যমধ্যে মত্ত ও অশ্বযুক্ত পরিত্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বিশ্লেষে হাতীরা উদ্যত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সৈন্যরা অর্জুনের গতি প্রতিরোধ করিল। ৮

এই মহাধনুর্ধর কৌরবগণ কুরুকুলনন্দন অর্জুনকে শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, প্রাস, গদা, ভল্ল ও বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিলেন। ৯

কিন্তু সূর্য যেরূপ নিজের কিরণাবলির দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্র অর্জুন আকাশে চারিদিকে বিস্তৃত সেই বাণবর্ষণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। ১০

তখন আপনার পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞায় ম্লেচ্ছ সৈন্যরা তেরশত মদমত্ত হাতীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পার্শ্বভাগে অবস্থান করত অর্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১১

ইহারা সকলে রথে উপবিষ্ট অর্জুনকে কণী, নালীক, নারাচ, তোমর, মুসল, প্রাস, ভিন্দিপাল ও শক্তি সকলের দ্বারা অত্যন্ত পীড়াদান করিতে থাকিলেন। ১২

তাং অস্ত্রবৃষ্টিমতুলাং দ্বিপহস্তৈঃ প্রবেরিতাম্।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈরর্জুনশ্চ ক্ষণেন তু। ১৩
অথ তান্ দ্বিরদান্ সর্বান্ নানাদিগ্ভ্যঃ শরোত্তমৈঃ।
সপতাকধ্বজারোহান্ বিরথীন্ বজ্রবিবাহনৎ। ১৪
তে হেমপুঙ্খৈর্বিসৃতৈরদিতা হেমমালিনঃ।
হতাঃ পেতুর্মহানাগাঃ সাদ্রিস্রাবা ইবাদ্রয়ঃ। ১৫
ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষো মহানাসীদ্ বিশাম্পতে।
স্তনতাং কূজতাং চৈব মহদ্ভ-গজ-বাজিনাম্। ১৬
কূজন্তশ্চ হতা রাজন্ ভূয়ো বৃত্তে সমন্ততঃ।
অপাস্য পর্যাবর্তন্ত হতারোহা দিশো দশ। ১৭
রথা হীনা মহারাজ রথিভির্বাজিভিস্তথা
গন্ধর্বনগরাকারা দৃশ্যন্তে স্ম সহস্রশঃ। ১৮
অথারোহা মহারাজ বাসবেনা ইতস্ততঃ
তত্র তত্রৈব সংপেতুর্নিহতাঃ পার্থসায়কৈঃ। ১৯
তস্মিন্ ক্ষণে পাণ্ডবস্য বাহ্বোর্বলমনুত্তমম্

হইল সকলের শরীর ঘর্মে এবং অঙ্গসমূহ অস্ত্রসমূহে অর্জুন তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও অর্ধচন্দ্র বাণসমূহে সব কাটিয়া দিলেন। ১৩

তারপর নানাদিকের উচ্চকুল উত্তম বাণসমূহের দ্বারা পতাকা, ধ্বজ ও আরোহী সহ সেই হস্তীদিগকে সেইভাবে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে পর্বতসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন। ১৪

স্বর্ণময় পঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা স্বীয় এবং সুবর্ণমালাধারী বিশালদেহ গজসমূহ নিহত হইয়া আর্দ্রশিখা পার্বত্য পর্বতসমূহের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। ১৫

প্রজানাথ! তদনন্তর গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কারধ্বনি ভীম বেগে হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে চীৎকার ও আর্তনাদকারী মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বগণের শব্দে সে স্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৬

রাজন্! আহত হাতীরা সকলে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, সেই সব অশ্বগণও দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ১৭

মহারাজ! গন্ধর্বনগরসদৃশ সহস্র সহস্র বিশাল রথকে রথী ও অশ্বহীন হইয়া যাইতে দেখা যাইল। ১৮

রাজেন্দ্র! অর্জুনের বাণসমূহে আহত অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকেও যেখানে সেখানে এদিক্ সেদিকে ধাবিত হইতে দেখা যাইতেছিল। ১৯

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বাহুবয়ের বল সকলে প্রত্যক্ষ

এবং সাদিনো বীরবাংশ্চ রথাংশ্চৈকোঽজয়দ্ যুধি। ২০
(অলমুক্তাশ্চ তে রাজন্ পরিবৃত্তা রণে প্রতি।
হত্বা নাগা রথাংশ্চৈব নদন্তোঽভ্যদ্রবন্ দিশঃ।)
তত্তস্যাজ্ঞেন মহতা বলেন ভরতর্ষভ।
দৃষ্ট্বা পরিবৃতং রাজন্ ভীমসেনঃ কিরীটিনম্। ২১
হতাবশেষানাদুৎসৃজ্য বলীয়ান্ কতিচিদ্ রথান্।
জবেনাভ্যদ্রবদ্ রাজন্ ধনঞ্জয়রথং প্রতি। ২২
ততস্তৎ প্রাদ্রবৎ সৈন্যং হতভূয়িষ্ঠমাতুরম্।
দৃষ্ট্বার্জুনঃ তদা ভীমো জগাম ভ্রাতরং প্রতি। ২৩
হতাবশিষ্টাংস্তুরগানর্জুনেন মহাবলান্।
ভীমো ব্যধমদব্রাতো গদাপাণির্মহাহবে। ২৪
কালরাত্রিমিবাত্যুগ্রাং নরনাগাশ্বভোজনাম্।
প্রাকারাট্টপুরদ্বারদারণীমতিদারুণাম্। ২৫
ততো গদাং নুনাপাশেষান্ত ভীমো ব্যবাসৃজৎ।
সা জঘান বহূনশ্বানশ্বারোহাংশ্চ মারিষ। ২৬

করিল। তিনি একাকীই যুদ্ধে রথ, আরোহী যোদ্ধা ও হস্তীদিগকেও পরাজিত করিতেছিলেন। ২০

(রাজন্! তদনন্তর পৃথক্ পৃথকভাবে সেই সব হাতী অশ্ব ও রথ পুনরায় যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া আসিল এবং অর্জুনের সম্মুখে গর্জন করিতে করিতে অবস্থান করিতে থাকিল।)

রাজন্ ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অর্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথ—এই তিন অঙ্গযুক্ত বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন হতাবশিষ্ট কতিপয় রথী যোদ্ধাকে পরিত্যাগ করত তীব্রবেগে ধনঞ্জয়ের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ।২১-২২

সেই সময় আপনার আশ্রিতপক্ষ সৈন্যই নিহত হইয়াছিল, বহু সৈন্য আহত অবস্থায় আহত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কৌরবসৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল। এই সব দেখিতে দেখিতে ভীমসেন নিজের ভ্রাতা অর্জুনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৩

ভীমসেনের তখনও ভ্রান্ত হন্ নাই। তিনি হাতে গদা লইয়া সেই মহাসমরে অর্জুনের দ্বারা নিহত না হইয়া অবশিষ্ট মহাবল অশ্ব ও আরোহী যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ২৪

মানবর কৃপাল! তদনন্তর ভীমসেন কালরাত্রিতুল্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বদিগকে কালের গ্রাসে পরিণতকারী, প্রাচীর, অট্টালিকা ও নগরদ্বারসমূহেরও বিদারক নিজের অতিদারুণ গদাকে সেখানে মনুষ্য, গজরাজ ও অশ্বগণের উপর তীব্রবেগে প্রহার করিতে লাগিলেন ।২৫-২৬

কার্ষ্ণিসক্তমুত্রাণান্ নরানশ্বাংশ্চ পাণ্ডবঃ
পোথয়ামাস গদয়া সমন্তং তেঽপতন্ ভুবি ॥ ২৭
ততৈর্বশস্তো বসুধাং শেরতে ক্ষতজোক্ষিতাঃ।
ভগ্নমূর্ধাঙ্ঘ্রিচরণাঃ ক্রব্যাদগণভোজনাঃ ॥ ২৮
অক্ষুণ্ণাংসবলাভিশ্চ তৃপ্তিমত্যাগতা গদা।
অধীতপ্যন্তভী তস্থৌ কালরাত্রীব দুর্দৃশা ॥ ২৯
সহস্রাণি দশাশ্বানাং হত্বা পত্তীংশ্চ ভূয়সা।
ভীমোঽভ্যধাবৎ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিরিতস্ততঃ ॥ ৩০
গদাপাণিং ততো ভীমং দৃষ্ট্বা ভারত ভারতাঃ।
মেনিরে সমনুপ্রাপ্তং কালদণ্ডোদ্যতং যমম্ ॥ ৩১
স মত্ত ইব মাতঙ্গঃ সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
প্রবিবেশ গজানীকং মকরঃ সাগরং যথা ॥ ৩২
বিগাহ্য চ গজানীকং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
রুরোধ ভীমঃ সংক্রুদ্ধস্ত্রিদশেষু যমো যথা ॥ ৩৩

গজান্ সসাদয়ামাস মমার চ রথৈঃ সহ
ততঃ সমপতদ্ভূমৌ সপক্ষান্ পর্বতানিব ॥ ৩৪
হত্বা তু তদ্ গজানীকং ভীমসেনো মহাবলঃ।
পুনঃ স্বরথমাস্থায় পৃষ্ঠতোঽর্জুনমভ্যয়াৎ ॥ ৩৫
ততঃ পরাঙ্মুখপ্রায়ং নিরুৎসাহং বলং তব।
ব্যালম্বত মহারাজ প্রায়শঃ শস্ত্রবেষ্টিতম্ ॥ ৩৬
বিলম্বমানং তৎ সৈন্যমপ্রগল্ভমবস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা প্রাচ্ছাদয়দ্ বাণৈরর্জুনঃ প্রাণতাপনৈঃ ॥ ৩৭
নরাশ্বরথমাতঙ্গা দৃষ্টি গাণ্ডীবধন্বনা।
শরব্রাতৈশ্চিতা রেজুঃ কল্পা ইব শেলৈঃ ॥ ৩৮
ততঃ কুরূণামভবদার্তনাদো মহান্ নৃপ
নরাশ্বনাগাসুহৃদৈর্দ্যমানেষুভিঃ ॥ ৩৯
হাহাকৃতং ভৃশং ত্রস্তা ভীয়মাণাঃ পরস্পরম্।
অলাতচক্রবৎ সৈন্যা ভ্রমন্তো ভ্রান্তচেতসঃ ॥ ৪০

পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত বহুবিধায়ী বহুসংখ্যক মনুষ্য ও অশ্বগণকে গদার আঘাতে কৃপাণিত করিলেন। তাহারা সকলে আর্তনাদ করিতে করিতে প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৭

আহত কৌরবসৈন্যরা একপার্শ্ব অবস্থায় সকলমুখে ভয় সংগ্রহ পূর্বক পলায়ন করিল। তখন যে সৈন্যের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া ছিল, যে সৈন্যের অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং যে সৈন্যের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন ইহারা সকলেই মাংসভক্ষী পক্ষীগণের ভোজনে পরিণত হইয়াছিল ॥ ২৮

এই গদা দুর্নিরীক্ষ্য কালরাত্রি-সদৃশ শত্রুদের মাংস ও চর্বীতে তৃপ্ত হইয়া তাহাদের অস্থিসকলও চর্বণ করিতেছিল ॥ ২৯

দশ হাজার অশ্ব এবং বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্যকে সংহার করত ক্রুদ্ধ ভীমসেন হাতে গদা ধারণ পূর্বক এদিক্ ওদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ৩০

ভরতনন্দন! গদা হাতে ভীমসেনকে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা কালদণ্ড ধারণ করত উপস্থিত যমরাজ বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ৩১

মদমত্ত হস্তিতুল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন শত্রুদের গজসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে মনে হইল—মকর সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে ॥ ৩২

বিশাল গদা হস্তে ধারণ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন হস্তিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে শত্রুদলের মধ্যে যমলোকে প্রেরণ করিলেন

কখন, আরোহী যোদ্ধা ও [illegible] সহ মদমত্ত হস্তীদিগকে আমরা পক্ষযুক্ত পর্বতসমূহের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে দেখিলাম ॥ ৩৪

মহাবল ভীমসেন সেই গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া পুনরায় নিজের রথে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং অর্জুনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

মহারাজ! সেই সময় ভীমসেন ও অর্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার সৈন্যদের অধিকাংশই উৎসাহহীন, রণবিমুখ ও জড়বৎ হইয়া যাইল ॥ ৩৬

আপনার সৈন্যদিগকে জড়বৎ উৎসাহশূন্য হইতে দেখিয়া অর্জুন প্রাণসন্তাপকারী বাণসমূহের দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৩৭

দৃঢ়বলে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বাণসমূহে সংযুক্ত মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হাতীরা বেশবযুক্ত কুসুমপুষ্পসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৮

হে নৃপ! তখনকার মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের প্রাণহরণকারী অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা হতাহত কৌরব-সৈন্যদের প্রচণ্ড আর্তনাদ হইতে লাগিল ॥ ৩৯

মহারাজ! সেই সময় অত্যন্ত ভীত হইয়া হাহাকাররত আপনার সৈন্যরা পরস্পরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অলাত-চক্রতুল্য সেখানে ঘুরিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪০

ততস্তদ্ যুদ্ধমভবৎ কুরূণাং ভয়মহরন্ বলৈঃ।
ন হ্যাসীদনিভিন্নো রথঃ সাদী চয়ো গজঃ ॥ ৭১
আদীপ্তমিব তৎ সৈন্যং শরৈশ্ছিন্নতনুচ্ছদম্।
আসীৎ সুলোহিতক্লিন্নঃ কুসুমাশোকবনং যথা ॥ ৭২
(তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং শিতৈঃ শরৈঃ।
ন জহৌ সমরং প্রাপ্য ফাল্গুনং শত্রুতাপনম্ ॥
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম কৌরবাণাং পরাক্রমম্।
বধ্যমানোপি যৎ পার্থং ন জহুর্ভরতর্ষভ ॥)
তৎ দৃষ্ট্বা কুরবস্তত্র বিক্রান্তং সব্যসাচিনম্
নিরাশাঃ সমপদ্যন্ত সর্বে কর্ণস্য জীবিতে ॥ ৭৩
অবিষহ্যং তু পার্থস্য শরসম্পাতমাহবে।
মমা ভবর্তন্ কুরবো জিতা গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৭৪
তে হিত্বা সমরে কর্ণং বধ্যমানাশ্চ সাদিভিঃ
প্রদ্রুতাস্তুদিশো ভীতাস্তত্র তুষ্টাপি সূতজম ॥ ৭৫

তাহার পর কৌরবসৈন্যের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সৈন্যদলে এরূপ কোন রথ, আরোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও হস্তী ছিল না, যাহারা অর্জুনের বাণসমূহে বিদীর্ণ হয় নাই। ৭১

সেই সময় সমস্ত সৈন্যই যেন প্রজ্বলিতের ন্যায় বোধ হইতেছিল। বাণসমূহে তাহাদের কবচ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া বিকসিত অশোকবনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৭২

(ভরতশ্রেষ্ঠ! শত্রুতাপন অর্জুনকে সম্মুখে পাইয়া ভীষণ বাণসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত আপনার সেই সৈন্যরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল না। ভরতকুলপ! সেখানে আমরা কৌরবযোদ্ধাদের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তাহারা নিহত থাকিলেও যুদ্ধে অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া যাইল না।)

সব্যসাচী অর্জুনকে এতাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সমস্ত কৌরবসৈন্যরা কর্ণের আর প্রাণের আশা করিতে পারিলেন না ॥ ৭৩

গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া কৌরব যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে উঁহার বাণবর্ষণকে নিজেদের পক্ষে অসহ্য মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪

বাণসমূহে বিদ্ধ এই সব সৈন্যরা ভীত হইয়া রণাঙ্গনে কর্ণকে একাকীই পরিত্যাগ করত চারিদিকে পলায়ন করিলেন; কিন্তু নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য তখন কর্ণকেই তাঁহারা আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৭৫

অভ্যাদ্রবত তান্ পার্থঃ কিরন্ শরশতান্ বহূন্।
হরন্ প্রাণান্ যোধানাং ভীমসেনপুরোগমান্ ॥ ৭৬
পুত্রাস্তে মহারাজ জগ্মুঃ কর্ণরথং প্রতি।
অগাধে মজ্জতাং তেষাং দ্বীপঃ কর্ণোঽভবত্তদা ॥ ৭৭
কুরবো হি মহারাজ নিবিষাঃ পন্নগা ইব।
কর্ণমেবোপলীয়ন্ত ভয়াৎ পাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ৭৮
যথা সর্বাণি ভূতানি মৃত্যোর্ভীতানি মারিষ।
ধর্মমেবোপলীয়ন্তে কর্মবন্তি হি যানি চ ॥ ৭৯
তথা কর্ণং মহেষ্বাসং পুত্রাস্তব নরাধিপ।
উপলীয়ন্ত সন্ত্রাসাৎ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮০
তান্ শোণিতপরিক্লিন্নান্ বিষমস্থান্ পরাঙ্মুখান্।
মা ভৈষ্টেত্যব্রবীৎ কর্ণো হৃতবীরো মাধিরথিশ্চ ॥ ৮১
সম্প্রধৃষ্টা হি বলাৎ দৃষ্ট্বা বলাৎ পার্থেন ভারত।
হৃতবিস্ফারণং কর্ণস্তস্থৌ শক্রভিধাংসয়া ॥ ৮২

দুর্ধীকুমার অর্জুন শত শত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এবং ভীমসেনাদি পাণ্ডব যোদ্ধাদের চতুর্দিকে করিতে করিতে আপনার সেই সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬

মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ পলায়নে তৎপর কর্ণের রথের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা সঙ্কটের অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। এই সময় কর্ণই দ্বীপের ন্যায় ইঁহাদের সকলের রক্ষক হইলেন ॥ ৭৭

মহারাজ! কৌরবগণ বিষহীন সর্পসকলের ন্যায় গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ভয়ে কর্ণেরই পার্শ্বে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৭৮

মাননীয় মহাশয়! যেরূপ কর্মযুক্ত সকল জীবই মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্মেরই শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া মহাবলবান কর্ণের নিকটে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৭৯-৮০

কর্ণ তাঁহাদিগকে রক্তাপ্লুত, সঙ্কটস্থ এবং বাণসমূহের আঘাতে ব্যাকুল দেখিয়া বলিলেন,—বীরগণ! ভীত হইবেন না। আপনারা ভীত হইবেন না। আপনারা নির্ভয় হইয়া আমার পার্শ্বে আসুন ॥ ৮১

অর্জুন বলপূর্বক আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে—ইহা দেখিয়া কর্ণ শত্রুদিগকে বধ করিবার বাসনায় ধনু বিস্ফারিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮২

তান্ প্রভগ্নান্ বুঝন্ দৃষ্ট্বা কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ
সঞ্চিন্তয়িত্বা পার্থস্য রথে রথ্রে মনঃ দধে ॥৫০
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং ততশ্চাবিরধির্ষণঃ।
পাঞ্চালান্ পুনরাবাবৎ পক্ষতঃ সব্যসাচিনঃ ॥ ৫১
ততঃ ক্ষণেন ক্ষিতিপাঃ ক্ষতজপ্রতিমেক্ষণাঃ।
কর্ণং বব্রুর্বাণৌঘৈর্ঘথা মেঘা মহীধরম্ ॥ ৫২

ততঃ শরসহস্রাণি কর্ণমুক্তানি মারিষ।
ব্যধোজয়ন্ পাঞ্চালান্ প্রাণৈঃ প্রাণভৃতাং বর ॥ ৫৩
তত্র শব্দো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং মহামৃধে।
বধ্যতাং সূতপুত্রেণ মিত্রার্থে মিত্রগৃদ্ধিনা ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ সৌরথসৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নানারূপ চিন্তাপূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত মনে মনে অর্জ্জুনকে বধ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ৪৯

তাহার পর ধর্মাত্মা অধিরথপুত্র কর্ণ নিজের বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিতে দেখিতেই পুনরায় পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৫০

ইহা দেখিয়া পাঞ্চাল-ক্ষত্রিয়গণের নয়ন রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। যেরূপ মেঘমণ্ডল পর্ব্বতের উপর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা অল্পকালের মধ্যেই কর্ণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫২

প্রাণধারী প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবীয় কৃপাল! অনন্তর কর্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ পাঞ্চালদিগকে প্রাণহীন করিয়া দিল। ৫৩

মহামতে! সেখানে মিত্র দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী সূতপুত্র কর্ণ মিত্রের কল্যাণের জন্য অত্যধিক লোভ পাঞ্চাল-সৈন্যের মধ্যে প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ উৎপন্ন করিলেন। ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(সাত্যকিনা কর্ণপুত্র-প্রসেনস্য সংহারঃ, কর্ণস্য পরাক্রমঃ, দুঃশাসন-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধম্)

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ কর্ণঃ কুরুষু প্রভুত্বে
বরূথিনা শ্বেতহয়েন রাজন্
পাঞ্চালপুত্রান্ বাণবর্ষং সৃতপুত্রো
মহেষুভির্বাহ ইবাভ্রসঙ্ঘান্ ॥ ১
সৃক্কং রথাদঞ্জলিকৈনিপাতা
জঘান চাস্যান্ জনমেজয়স্য।
শতানীকং সুতসোমঞ্চ তীব্রৈ-
রবাকিরদ্ বসুধা চাপাকৃষ্টৈঃ ॥ ২

দৃষ্টদ্যুম্নং নিশিতৈরেকপাদ্ধ্যা
ক্ষুরাভ্যাং বৈ দ্রৌপদেয়াংস্তথা ত্রীন্।
হত্বা চাস্যান্ সাত্যকেঃ সূতপুত্রঃ
শৈনেয়পুত্রং ত্বরমাণো বিশোকম্ ॥ ৩
তমন্তকাবস্থিতমুগ্রকর্মা
শৈনেয়সেনাপতিরুগ্রকর্মা।
শরৈর্বিধুন্বন্ ক্ষণদূগ্রবেগৈঃ
কর্ণাত্মজং চাপাহনৎ প্রসেনম্ ॥ ৪

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[সাত্যকিকর্ত্তৃক কর্ণপুত্র প্রসেনের সংহার, কর্ণের পরাক্রম এবং দুঃশাসন ও ভীমসেনের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! যখন কৌরব-সৈন্যরা ভীরুগতিতে পলায়ন করিতেছিল, সেই সময় বেগবান্ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ সূতপুত্র কর্ণ শ্বেতাশ্বযুক্ত রথের দ্বারা শত্রুদল করত নিজের বিশাল বাণসমূহের দ্বারা পাঞ্চালরাজকুমারগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

তিনি আঞ্জলিকনামক বাণদ্বারা জনমেজয়ের সারথিকে রথ হইতে কৃপাতিত করিয়া অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। তাহার পর শতানীক ও সুতসোমকে তীক্ষ্ণবাণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং এই দুইজনের ধনুও ছেদন করিলেন। ২

তাহার পর ছয়টি বাণে যুগপৎ দৃষ্টদ্যুম্নকে আহত করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকেও তিনি নিমেষে বিনাশ করিলেন। ইহার পর সূতপুত্র কর্ণ সাত্যকির অশ্বগণকে নষ্ট করত দ্রৌপদীকুমার বিশোককেও বধ করিলেন। ৩

দ্রৌপদীকুমার বিশোক নিহত হইলে দ্রৌপদসেনাপতি

তস্যার্যচৈস্ত্রিভিরেবকৃত্তৎ
প্রহস্ত বাহু চ শিরশ্চ কর্ণঃ।
স স্যন্দনাদ্ ভূমিতলমদ্য গতাসুঃ
পরশ্বধৈঃ শাল ইবাবকৃত্তঃ॥ ৪

হতাশ্ববজ্রোপলবিদ্ধ প্রসেনঃ
শিনিপ্রবীরা নিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ।
প্রচ্ছাদ্য মৃত্যাবিব কর্ণপুত্রঃ
শৈনেয়বাণাভিহতঃ পপাত॥ ৬

পুত্রে হতে ক্রোধপরীতচেতাঃ
কর্ণঃ শিনীনামৃষভং জিঘাংসুঃ।
হতোঽসি শৈনেয় ইতি ব্রুবন্ স
ব্যবাসৃজদ্ বাণমমিত্রসাহম্॥ ৭

তমস্য চিচ্ছেদ শরং শিখণ্ডী
ত্রিভিস্ত্রিভিশ্চ প্রতুদন্নুরস্যম্।
শিখণ্ডিনং কার্ষ্ণিকঃ পঞ্চভিশ্চ
ছিত্ত্বা ক্ষুরাভ্যাং ন্যপতৎ ধ্বজাগ্রাৎ॥ ৮

শিখণ্ডিনং ষড়্ভিরবিধ্যদুগ্রো
দাশার্হয়োঃ স শিরশ্চোচ্চকর্ত।
তথাঽস্যন্তং সূতসোমং শরেণ
সুপর্ণচিত্রেণাধিরথির্ধ্বজাগ্র্যম্॥ ৯

অথাক্রন্দে তুমুলে বর্তমানে
দাশার্হয়োঃ নিহতে তত্র কৃষ্ণঃ।
অপাক্রাম্যাং ক্রিয়তে যাহি পার্থ
কর্ণং জিহীর্ষন্নব্রবীদ্ রাজসিংহ॥ ১০

ততঃ প্রহস্যাশু নরপ্রবীরো
রথং রথেনাধিরথের্জগাম।
স্মরন্ বৈরাং ত্রাণমিচ্ছন্ সুবাহু-
রভ্যাহতানাং রথযূথপেন॥ ১১

বিস্ফার্য গাণ্ডীবমথোগ্রঘোষং
জ্যাঘ্না সমাহত্য তলে তৃণঞ্চ
বাণান্ধকারং সহসৈব কৃত্বা
তস্থৌ নিবাণাশ্বরথধ্বজাঙ্গঃ॥ ১২

উগ্রকর্মা কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তিনি তীব্রবেগে বীর ধনু সন্ধানিত করিতে করিতে তাহার বেগগামী বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের পুত্র প্রসেনকেও আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ৪

তখন কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণে উগ্রকর্মার দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করিলেন। তখন তিনি প্রাণহীন হইয়া পরশু-দ্বারা ছিন্ন শালবৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন॥ ৫

অতঃপর কর্ণ যখন সাত্যকির অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন, তখন কর্ণপুত্র প্রসেন তীব্রগামী তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা শিনিবংশপ্রধান সাত্যকিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ইহার পর সাত্যকির বাণসমূহে আহত হইয়া তিনি যেন নৃত্য করিতে করিতেই ভূতলে পতিত হইলেন॥ ৬

পুত্র প্রসেন নিহত হইলে পর ক্রোধে ব্যাকুলচিত্ত কর্ণ শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার উপর একটি শত্রুনাশক বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন,—সাত্যকি! অতঃপর তুমি নিহত হইলে॥ ৭

কিন্তু তাঁহার এই বাণকে শিখণ্ডী তিনটি বাণে ছেদন করিয়া দিলেন এবং কর্ণকেও তিনটি বাণে পীড়িত করিলেন। তখন কর্ণ দুইটি ক্ষুর বাণে শিখণ্ডীর ধনু ও বক্ষ ছেদন করিয়া কম্পান্বিত করিলেন॥ ৮

তাহার বীর কর্ণ চারটি বাণে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন এবং দাশার্হের এক পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। তারপর অধিরথ-পুত্র মহাত্মা কর্ণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সূতসোমকেও ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন॥ ৯

রাজশ্রেষ্ঠ! এইরূপ যখন সেই মহাভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল এবং দাশার্হের পুত্র নিহত হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! কর্ণ পাঞ্চালগণকে সংহার করিতেছে; অতএব তুমি অগ্রসর হও এবং কর্ণকে বধ কর॥ ১০

তদনন্তর সুন্দর বাহুশোভিত নরগণপ্রধান বীর অর্জুন হাস্য করত তখের সময়ে সেই আহত সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রথসমূহের অধিপতি বিশাল রথের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের রথের দিকে অভিমুখে গমন করিলেন॥ ১১

তিনি তদানন্তর টঙ্কারধ্বনিকারী গাণ্ডীব-ধনু বিস্ফারিত করিয়া তাহার গুণের দ্বারা ভূতলে আঘাত করিতে করিতে সহসা বাণসকলের দ্বারা চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং শত্রুদলের হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ১২

প্রতিক্রুতিঃ প্রাচ্যবলস্তরিক্ষে
গুহা গিরীণামপতন্ বয়াংসি।
ধ্বজৈশ্চলদ্ভোন বিভূষমাণো
রৌদ্রে মুহূর্তেঽস্ত্যপতৎ কিরীটী ॥ ১৩
অ ভীমসেনোঽনুযযৌ রথেন
পৃষ্ঠে রক্ষন্ পাণ্ডবমেকবীরঃ।
তৌ রাজপুত্রৌ ধরিতৌ রথাভ্যাং
কর্ণায় যাতাবরিভির্বিষক্তৌ ॥ ১৪
তত্রান্তরে সুমহৎ সূতপুত্র-
স্তক্ষে যুদ্ধ সোমকান্ সপ্রমৃদ্নন্।
রথাশ্বমাতঙ্গগণান্ জঘান
প্রচ্ছাদয়ামাস শরৈর্দিশশ্চ ॥ ১৫
তদুত্তমৌজা জনমেজয়শ্চ
ক্রুদ্ধৌ যুধামন্যু-শিখণ্ডিনৌ চ
কর্ণং বিভিদ্ধুঃ সহিতাঃ পৃষৎকৈঃ
সংবর্ধমানাঃ সহ পাণ্ডবেন ॥ ১৬
তে পঞ্চ পাঞ্চালরথপ্রবীরা
নৈকর্তনং কর্ণমভিপ্রজগ্মুঃ।
তস্মাদ্ রথাচ্ছাবয়িতুং ন শেকু-
র্ধৈর্য্যাৎ কৃতাস্ত্রানমিবেন্দ্রিয়ার্থাঃ ॥ ১৭
তেষাং ধনূংষি ধ্বজবাজিসূতাং-
শ্ছত্রং পতাকাশ্চ নিকৃত্য বাণৈঃ।
তান্ পঞ্চভিস্তাঞ্জহনৎ পৃষৎকৈঃ
কর্ণস্ততঃ সিংহ ইবোন্ননাদ ॥ ১৮
তস্যাস্ততস্তানভিনিঃসৃতশ্চ
জ্যাঘোষহস্তস্য ধনুঃস্বনেন।
সাদ্রিদ্রুমা স্যাৎ পৃথিবী বিশীর্ণে-
ত্যতীব মত্বা জনতা বাধীয়ৎ ॥ ১৯
স শক্রচাপপ্রতিমেন ধন্বনা
কৃশায়তেনাধিরথিঃ শরান্ সৃজন্।
বভৌ রণে দীপ্তমরীচিমণ্ডলো
যথাংশুমালী পরিবেষবাংস্তথা ॥ ২০
শিখণ্ডিনং দ্বাদশভিঃ পরাজিন-
শ্ছিত্বৈঃ শরৈঃ ষড়ভিরথোত্তমৌজসম্।
ত্রিভির্যুধামন্যুমবিধ্যদাশুগৈ-
স্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সোমক-পাণ্ডবাত্মজৌ ॥ ২১

সেই অবসর মুহূর্তে সাতাশবছর ওপ মতলাকার করত বেন কিরীটধারী অর্জুন শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং বল ও প্রতাপে বর্ধিত হইতে লাগিলেন, সেই সময় ধনুর টঙ্কার-ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল, যাহাতে ভীত হইয়া পক্ষীরা পর্বতগুহায় লুকাইয়া পড়িল ॥ ১৩

প্রধান বীর ভীমসেন পশ্চাদ্ভাগে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে রক্ষা করিতে থাকিয়া রথের দ্বারা তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই দুই রাজপুত্র অতিশয় আহত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৪

ইহার মধ্যে সূতপুত্র কর্ণ সোমকগণকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাদের বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকে বিনষ্ট করিলেন এবং বাণসমূহে চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫

সেই সময় পৃষৎকের সহিত গর্জন করিতে করিতে উত্তমৌজা, জনমেজয়, ক্রুদ্ধ যুধামন্যু এবং শিখণ্ডী—ইহারা সকলে সংগঠিত হইয়া নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

তাহাতে রথাচ্ছাবয়িতুং ন শেকুঃ
ধৈর্য্যাৎ কৃতাস্ত্রানমিবেন্দ্রিয়ার্থাঃ ॥ ১৭
তেষাং ধনূংষি ধ্বজবাজিসূতাং-
শ্ছত্রং পতাকাশ্চ নিকৃত্য বাণৈঃ।
তান্ পঞ্চভিস্তাঞ্জহনৎ পৃষৎকৈঃ
কর্ণস্ততঃ সিংহ ইবোন্ননাদ ॥ ১৮
তস্যাস্ততস্তানভিনিঃসৃতশ্চ
জ্যাঘোষহস্তস্য ধনুঃস্বনেন।
সাদ্রিদ্রুমা স্যাৎ পৃথিবী বিশীর্ণে-
ত্যতীব মত্বা জনতা বাধীয়ৎ ॥ ১৯
স শক্রচাপপ্রতিমেন ধন্বনা
কৃশায়তেনাধিরথিঃ শরান্ সৃজন্।
বভৌ রণে দীপ্তমরীচিমণ্ডলো
যথাংশুমালী পরিবেষবাংস্তথা ॥ ২০
শিখণ্ডিনং দ্বাদশভিঃ পরাজিন-
শ্ছিত্বৈঃ শরৈঃ ষড়ভিরথোত্তমৌজসম্।
ত্রিভির্যুধামন্যুমবিধ্যদাশুগৈ-
স্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সোমক-পাণ্ডবাত্মজৌ ॥ ২১

পাঞ্চাল রথী বীরগণের মধ্যে এই পাঁচ প্রধান বীর বিকর্তন-(সূর্য)-পুত্র কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন, তাঁহাকে তাঁহার রথ হইতে কৃপাতিত করিতে পারিলেন না ॥ ১৭

কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা অতিক্রান্ত তাঁহাদের ধনু, অশ্ব, অশ্ব, সারথি এবং পতাকাসকল ছেদন করিলেন এবং পাঁচটি বাণে এই পাঁচ বীরকেও আহত করিলেন। তাহার পর তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

কর্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে এবং শত্রুদিগকে বধ করিতে ছিলেন। তাঁহার হস্তে সর্বদা ধনু ও বাণ ধৃত থাকিত। তাঁহার ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে পর্বত ও বৃক্ষসহ এই সমগ্র পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সকল জনতা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল ॥ ১৯

ইন্দ্রধনু-তুল্য আকৃষ্ট হইয়া মণ্ডলাকার বিশাল ধনুর দ্বারা বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে অধিরথপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে প্রকাশমান, কিরণবিশিষ্ট ও পরিবেষযুক্ত অংশুমালী সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০

তিনি শিখণ্ডীকে বার, উত্তমৌজাকে ছয়, যুধামন্যুকে তিন

পরাজিতাঃ পঞ্চ মহারথাস্তে
মহাহবে সূতসুতেন মারিষ।
নিরুদ্যমাস্তুরজিনন্দনা
যথেন্দ্রিয়ার্থাশ্রবতা পরাজিতাঃ ॥ ২২
নিমজ্জতস্তানথ কর্ণসাগরে
বিপন্নবাবো বণিজো যথার্ণবে।
উদ্ধরিষ্যন্ নৌভিরিবার্ণবাদ্ রথৈঃ
সুকল্পিতৈস্ত্রৌপদিজাঃ সমাতুলান্ ॥২৩
ততঃ শিনীনাপ্রবরঃ শিতৈঃ শরৈ-
র্নিকৃত্য কর্ণপ্রহিতানিষূন্ বহূন্।
বিদার্য্য কর্ণং নিশিতৈরয়ঃময়ৈ-
স্তবাত্মজং জ্যেষ্ঠমবিধ্যদাশুগৈঃ ॥ ২৪
কৃপোঽথ ভোজশ্চ তবাত্মজস্তথা
স্বয়ঞ্চ কর্ণো নিশিতৈরতাড়য়ন্।
স তৈস্তদা ভিন্নভুজঃ সুধে যদূত্তমো
দিশীশ্বরৈর্দৈত্যপতির্যথা তথা ॥ ২৫
সমাততেনেষসনেন কূজতা
ভৃশায়তেনামিতবাণবর্ষিণা।
বভূব দুর্ধর্ষতরঃ স সাত্যকিঃ
শরহ্রদোমধ্যগতো যথা রবিঃ ॥ ২৬
পুনঃ সমাস্থায় রথান্ সুদংশিতাঃ
শিনিপ্রবীরং জুগুপুঃ পরন্তপাঃ।
সমেত্য পাঞ্চালমহারথা রণে
মরুদ্গণাঃ শক্রমিবারিনিগ্রহে ॥ ২৭
ততোঽভবদ্ যুদ্ধমতীব দারুণং
তবাহিতানাং তব সৈনিকৈঃ সহ।
রথাশ্বমাতঙ্গবিনাশনং তথা
যথা সুরাণামসুরৈঃ পুরাভবৎ ॥ ২৮
রথা দ্বিপা বাজি-পদাতয়স্তথা
ভবন্তি নানাবিধশস্ত্রবেষ্টিতাঃ।
পরস্পরেণাভিহতাশ্চ চক্ষমু-
র্বিনেদুরার্তা বাসবোঽপতংস্তথা ॥ ২৯

এবং জনমেজয় ও দুর্য্যোধনের তিনটি তেনটি তীক্ষ্ণ বাণে অত্যন্ত আহত করিলেন ॥ ২১

আর্য্য। যেরূপ মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্ত্তৃক পরাজিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের রূপাদি বিষয়-সকল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ মহাসমরে সূতপুত্র কর্ণকর্ত্তৃক পরাজিত সেই পঞ্চ পাঞ্চাল বীর নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং শত্রুদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকিলেন ॥ ২২

যেরূপ সমুদ্রে যাহার নৌকা নিমজ্জিত হইতেছে, সেই নৌকাসহ বিপন্নপ্রায় বণিক্‌কে অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করা হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কর্ণরূপী-সাগরে নিমজ্জমান নিজেদের পক্ষ মাতুল শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও জনমেজয়কে রথসামগ্রীতে সুসজ্জিত অন্য রথসমূহের দ্বারা উদ্ধার করিলেন ॥ ২৩

তাহার পর শিনিপ্রবর সাত্যকি কর্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণসমূহে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসকল ছেদন করত লৌহময় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে কর্ণকে আঘাত করিবার পর আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

তখন কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এবং স্বয়ং কর্ণও সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক সাত্যকি একাকীই সেই চারিজন বীরের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু চার দিক্‌পালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

যেরূপ শরৎকালে আকাশের মধ্যভাগে আসিয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যদেব প্রচণ্ড হইয়া উঠেন, সেইরূপ অসংখ্য বাণবর্ষণকারী এবং কর্ণ পর্য্যন্ত আহত করিতে থাকায় গাণ্ডীবসংনাদকারী নিজের বিশাল বাহুদ্বয় দ্বারা সাত্যকি সেই সময় শত্রুদের পক্ষে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৬

তদনন্তর শত্রুতাপন পূর্ব্বোক্ত ছয়জন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু ও জনমেজয় এই পঞ্চ পাঞ্চাল-মহারথী কবচধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করত পুনরায় আসিয়া শিনিপ্রবর সাত্যকিকে রণাঙ্গনে সেইভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন, যেরূপ মরুদ্গণ শত্রুদমন দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৭

ইহার পর আপনার শত্রুদের আপনার সৈন্যগণের সহিত অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, সেখানে রথ, অশ্ব ও হস্তি-সকল বিনষ্ট হইতেছিল। এই যুদ্ধ প্রাচীনকালের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ২৮

বহুসংখ্যক রথী, আরোহীসহ হাতী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণ নানাপ্রকার অস্ত্রসকলে বেষ্টিত হইয়া পরস্পরের দ্বারা আহত হইতে

তথাগতে ভীমমভীক্ষ্ণবাহুজঃ
সসার রাজাবরজঃ কিরন্ শরৈঃ।
তমভ্যধাবৎ ত্বরিতো বৃকোদরো
মহাহ্রদ সিংহ ইবাভিপেদিবান্ ॥ ৩০
ততস্তয়োর্দ্রুমভীব দারুণং
প্রবীরয়োঃ প্রাণহরোদরং মহৎ।
পরস্পরেণাভিনিবিষ্টয়োরয়ো-
রুদপ্রয়োঃ শম্বর-শক্রয়োরিব ॥ ৩১
শরৈঃ শরীরান্তিকরৈঃ সুতেজনৈ-
র্নিজঘ্নতুস্তাবিতরেতরং ভৃশম্।
সকৃৎপ্রতিঘ্নাবিব বাসিতান্তরে
মহাগজৌ মন্মথসক্তচেতসৌ ॥ ৩২
(আলোক্য তৌ তত্র পরস্পরং ততঃ
সমক্ষ শূরৌ চ সসারথী তদা
ভীমোঽব্রবীদ্ যাহি দুঃশাসনায়
দুঃশাসনো যাহি বৃকোদরায় ॥

তরো রথৌ সারথিভ্যাং প্রচোদিতৌ
সমং রণে তৌ সহসা সমীয়তুঃ।
নানারূপৌ চিত্রপতাকিনৌ ধ্বজৌ
দিবীব পূর্বং বল-শক্রয়ো রণে ॥

ভীম উবাচ।

দিষ্ট্যাসি দুঃশাসন মেঽদ্য দৃষ্টঃ
ঋণং প্রতীচ্ছে সহসুহৃদ্যুধম্।
চিরোদ্ধৃতং বসুধা তে সভায়াং
কৃষ্ণাভিমর্শেন সুদারুণ মন্যুঃ ॥

সঞ্জয় উবাচ

স এবমুক্তস্তু ততো মহাত্মা
দুঃশাসনো বাক্যমুবাচ বীরঃ।

দুঃশাসন উবাচ

সর্বং স্মরে নৈব চ বিস্মরামি
উদীর্যমাণং তু ভীমসেন ॥

লাগিল, আর্তনাদ করিতে থাকিল এবং প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৯

রাজন্! এইভাবে যখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় রাজা দুর্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপনার পুত্র দুঃশাসন নির্ভয় হইয়া বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহাকে দেখিয়াই ভীমসেনও ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং সিংহ যেরূপ মহাহ্রদনামক বনকে আক্রমণ করে, সেইরূপ আক্রমণ করত দুঃশাসনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

ইহাদের উভয়েরই মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড রোষভাব বিদ্যমান ছিল। উভয়েই প্রাণের পণ রাখিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। এই ঊর্ধ্বমূর্তি বীরদ্বয়ের সেই সংগ্রাম শম্বরাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় অতিশয় ভয়ানক আকার ধারণ করিল ॥ ৩১

শরীরের পীড়াদায়ক অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা এই দুই বীর পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মনে হইতেছিল—বৈদূর্যভিলাষিণী হস্তিনীর জন্য কামাসক্ত হইয়া দুইটি মদমত্তাবাহী গজরাজ পরস্পরকে আঘাত করিতেছে ॥ ৩২

[সারথিদ্বয় এই দুই বীরবর যখন সেখানে পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন, তখন ভীমসেন নিজের সারথি বিশোককে বলিলেন—তুমি দুঃশাসনের দিকে এবং দুঃশাসন নিজের সারথিকে বলিলেন—তুমি ভীমসেনের দিকে অগ্রসর হও]

সারথিদ্বয়কর্তৃক এরূপে সঞ্চালিত সেই দুই বীরের দুইটি রথ রণাঙ্গনে উভয়ের নিকট সহসা যাইয়া উপস্থিত হইল। এই উভয় রথই নানাবিধ অস্ত্রসকলে সজ্জিত ছিল এবং বিচিত্র পতাকা ও ধ্বজে সুশোভিত ছিল। যেরূপ পূর্বকালে স্বর্গের জন্য অসুর যুদ্ধে বলাসুর ও ইন্দ্রের রথ সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত ছিল, সেইরূপ ভীমসেন ও দুঃশাসনেরও রথ সুসজ্জিত ছিল।

ভীমসেন বলিলেন,—দুঃশাসন! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, আজ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। কৌরবসভায় দ্রৌপদীকে স্পর্শ করার জন্য দীর্ঘকাল হইতে তোমার যে ঋণ আমার উপর অর্পিত আছে, আজ তাহা সুদ ও মূল সহ পরিশোধ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি এই সব অস্ত্র আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেন এই কথা বলিলে পর মহাত্মা বীর দুঃশাসন তাঁহাকে ইহার উত্তরদান করিলেন।

দুঃশাসন বলিলেন,—ভীমসেন! আমার সব কিছুই স্মরণ

স্মরামি চাস্মৎপ্রভবং চিরায়
যদ্যাতুষে বেশ্মনি রাত্র্যহানি।
বিদ্যাসহীনা মৃগয়াঃ চরন্তো
বসন্তি সর্বত্র নিরাকৃতাস্তু।
মহাভয়ে রাত্র্যহনী স্মরন্ত-
স্তথোপভোগাচ্চ সুখাচ্চ হীনাঃ।
বনেষটন্তো গিরিগহ্বরাণি
পাঞ্চালরাজস্য পুরং প্রবিষ্টাঃ।
মায়াং মৃদুং কামপি সম্প্রবিষ্টা
যজ্ঞো বৃতঃ কৃষ্ণয়া কান্তনো বঃ।
সম্ভূয় পাপৈস্তদনার্যবৃত্তং
কৃতং তথা মাতৃকৃতানুরূপম্।
একো বৃতঃ পঞ্চভিঃ সাভিপত্না
স্তদজ্ঞমাবৈস্ত পরস্পরস্য।
স্মরে সভায়াং সুবলাত্মজেন
দাসীকৃতাঃ স্থ সহ কৃষ্ণয়া চ।]

সঞ্জয় উবাচ

(ইত্যেবমুক্তস্য তবাত্মজেন
পাণ্ডোঃ সুতঃ কোপবশং জগাম।)
তবাত্মজস্যাথ বৃকোদরস্তরন্
ধনুঃ সুরাণ্যাং অজমেব চাচ্ছিনৎ।
ললাটমধ্যস্থ বিভেদ পত্রিণা
শিরস্ত্র কায়াৎ প্রজহার সায়কৈঃ॥ ৩৩
স রাজপুত্রোঽন্যদবাপ্য কার্মুকং
বৃকোদরং ষাদশভিঃ পরাস্যতিৎ।
স্বয়ং নিযচ্ছন্তরসানজিহ্মগৈঃ
শরৈস্ত ভীমং পুনরপ্যতীরয়ৎ॥ ৩৪
ততঃ শরং সূর্যমরীচিসপ্রভং
সুবর্ণবজ্রোত্তমরত্নভূষিতম্।
মহেন্দ্রবজ্রাশনিপাততুল্যসং
মুমোচ ভীমায়বিদারণক্ষমম্॥ ৩৫

আছে। আমি বিস্মৃত হই নাই। তুমি আমার এই কথা শ্রবণ কর। আমি আমার হৃদিতে নিত্য চিরকালই স্মরণ রাখি। প্রথমে তোমরা দ্বৈতবনে দিবারাত্রি শঙ্কিত হইয়া বাস করিতে ছিলে। তারপর সেখান হইতে বহির্গত হইয়া বনে সর্বত্র মৃগয়া (শিকার) করিয়া বেড়াইতে।

দিবানিশি মহাভয়ে নিমজ্জিত থাকিয়া চিন্তান্বিত তোমরা সুখ ও উপভোগে বঞ্চিত হইয়া বনে ও পর্বত-গুহাসকলে বিচরণ করিতে। এই অবস্থায় তোমরা সকলে একদিন পাঞ্চালরাজের নগরে উপস্থিত হও। সেখানে তোমরা কোন মায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করত নিজেদের স্বরূপকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল; সেই সময় দ্রৌপদী তোমাদের মধ্যে অর্জুনকে বরণ করিয়াছিল।

ভিন্ন পাণী তোমরা সকলে মিলিতভাবে তাহার সহিত নীচ পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ, যাহা তোমাদের মাতারই করণীয় অনুরূপ ছিল। দ্রৌপদী ত' একজনকেই বরণ করিয়াছিল, কিন্তু তোমরা পাঁচজনে মিলিত হইয়া নিজেদের পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ এবং এই কার্যে তুমি ও অন্যান্য ভ্রাতারা পরস্পর মন্ত্রণা অনুভব করিতেছ না। আমার ইহাও স্মরণ আছে যে, কৌরব-সভায় শকুনি দ্রৌপদীসহ তোমাদের সকলকে দাস করিয়া লইয়াছেন।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই কথা বলিলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। বৃকোদর ত্বরান্বিত হইয়া দুইটি সুর ঘাসের দ্বারা আপনার পুত্র দুঃশাসনের ধনু ও রথ ছেদন করিয়া দিলেন, একটি বাণে তাঁহার ললাট বিদীর্ণ করিলেন এবং অপর একটি বাণে সারথির মস্তকদেহ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ৩৩

তখন রাজপুত্র দুঃশাসন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত ভীমসেনকে বারটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং পরেই অবশিষ্টকে নিবারণ করিতে করিতে পুনরায় তাঁহার উপর সরলগামী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩৪

ইহার পর দুঃশাসন সূর্যের কিরণতুল্য কান্তিমান্, স্বর্ণ ও হীরকাদি উত্তম রত্নসমূহে বিভূষিত এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুৎপাতের ন্যায় দুঃসহ একটি এরূপ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যাহা ভীমসেনের দেহকে বিদারণ করিতে সমর্থ ছিল। ৩৫

স তেন নির্বিদ্ধতনুর্মহোরসো
নিপাতিতঃ প্রস্তুতদুর্গতাসুবৎ।
প্রসার্য বাহূ রথবর্য আস্থিতঃ
পুনঃ স সংজ্ঞামুপলভ্য চানঘঃ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি দুঃশাসনভীমসেনযুদ্ধে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১

ইহার আঘাতে ভীমসেনের দেহ বিদীর্ণ হইল। তিনি অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িলেন এবং প্রাণহীনের ন্যায় দুই বাহু বিস্তার করত নিজের শ্রেষ্ঠ রথের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তারপর কিছুকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করত পুনরায় ভীমসেন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্বে দুঃশাসন ও ভীমসেনের যুদ্ধবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনের দুঃশাসনস্য রক্তপানম, দুঃশাসনবধঃ, বৃষসেনস্য চিত্রসেনস্য বিনাশঃ, ভীমসেনস্য হর্ষোল্লাসশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

তত্রাকরোদ্ দুষ্করং রাজপুত্রো
দুঃশাসনস্তুমুলং যুধ্যমানঃ।
চিচ্ছেদ ভীমস্য ধনুঃ শরেণ
ষষ্ট্যা শরৈঃ সারথিমপাবিধ্যৎ॥

স তৎ কৃত্বা রাজপুত্রস্তরস্বী
বিব্যাধ ভীমং নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
ততোঽব্রবীদ্ বহুভিঃ ক্ষিপ্রমেব
বধেষুভির্ভীমসেনং মহাত্মা॥

ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনস্তরস্বী
শক্তিং চোগ্রাং প্রাহিণোৎ তে সুতায়॥

তামাপতন্তীং সহসাভিবীক্ষ্য
দৃষ্ট্বা সুতস্তে অলিতামিবোগ্রাম্॥
আকর্ণপূর্ণৈরিষুভিঃ ত্বরাত্মা
চিচ্ছেদ পূর্বো দশভিঃ পৃষৎকৈঃ।
দৃষ্ট্বা তু তৎ কর্ম কৃতং সুতেন
প্রাপূজয়ন সর্বযোধাঃ প্রহৃষ্টাঃ॥
অথাস্য ভীমশ্চ শরেণ ভূয়ো
পাটয়ৎ স বিব্যাধ সুতস্তবীয়ঃ
চুক্রোধ ভীমঃ পুনরাস্য তস্মৈ
ভৃশং প্রজজ্বাল কথাতিগীক্ষ্ণা॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ও দুঃশাসনবধ, বৃষসেনের দ্বারা চিত্রসেনের বিনাশ এবং ভীমসেনের হর্ষোল্লাস।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেখানে তুমুল যুদ্ধ করিতে করিতে রাজপুত্র দুঃশাসন দুষ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। তিনি এক বাণে ভীমসেনের ধনু ছেদন করিলেন এবং ষাট্ বাণে তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন॥ ১

এইরূপ পরাক্রম করিয়া সেই বেগবান্ রাজপুত্র দুঃশাসন ভীমসেনের উপর নব্বই বাণ প্রহার করিলেন। ইহার পর মহাত্মা দুঃশাসন অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত বহুসংখ্যক উত্তম বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে উত্তমরূপে বিদ্ধ করিলেন॥ ২

তখন ক্রুদ্ধ ও বেগবান্ ভীমসেন আপনার পুত্রের উপর একটি ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রজ্বলিত উল্কাসদৃশ সেই অত্যন্ত ভয়ানক শক্তিকে সহসা নিজের উপর আসিতে দেখিয়া আপনার মহাত্মা পুত্র দুঃশাসন কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত দশটি বাণে উহাকে ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৩।

তাঁহার এই অতিশয় দুষ্কর কর্ম দেখিয়া সকল যোদ্ধারাই অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ভূয়ি ভূয়ি প্রশংসা করিলেন। তারপর আপনার পুত্র দুঃশাসন অতি দ্রুত অপর একটি বাণ প্রহার করিয়া ভীমসেনকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ইহাতে পুনরায় তাঁহার অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। ভীমসেন তখন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই নিজেই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন॥ ৪-৫

বিদ্ধোঽসি বীরাশু ভৃশং ময়াদ্য
সহস্ব তূর্ণোঽপি গদাপ্রহারম্।
উচ্চৈর্বদন্তং কুপিতোঽথ ভীমো
জঘ্রাহ তাং ভীমসদাং বধায়॥ ৬

উবাচ চাদ্যাহমহং দুরাত্মন্
পাস্যামি তে শোণিতমাজিমধ্যে।
অথৈবমুক্ত্বোরুবলো মহাত্মা
শক্তিং বেগাৎ প্রাহিণোদ্ দুষ্টরূপাম্॥ ৭

আবিধ্য ভীমোঽপি গদাং সুঘোরাং
বিচিক্ষিপে রোষপরীতমূর্তিঃ।
সা তস্য শক্তিং সহসা বিভজ্য
পুত্রং তবাজৌ তাড়য়ামাস মূর্ধ্নি॥ ৮

স বিক্ষরন্ নাগ ইব প্রভিন্নো
গদামথৈষ তুমুলে প্রাহিণোদ্ বৈ।
তয়াহরদ্ দশ ধনুংষ্যরাণি
দুঃশাসনং ভীমসেনঃ ক্রুদন্ত॥ ৯

তয়া হতঃ পতিতো বেপমানো
দুঃশাসনো গদয়া বেগবত্যা।
বিধ্বস্তধর্মাভরণাম্বরস্রগ্
বিচেষ্টমানো ভৃশবেদনার্তঃ॥ ১০

হয়াঃ সমূতা নিহতা নরেন্দ্র
চূর্ণীকৃতশ্চাস্য রথঃ পতত্ত্রী।
দুঃশাসনং পাণ্ডবাঃ প্রেক্ষ্য সর্বে
হৃষ্টাঃ পাঞ্চালাঃ সিংহনাদানমুঞ্চন্॥ ১১

তং পাতয়িত্বাথ বৃকোদরোঽথ
জগর্জ হর্ষেণ বিনাদয়ন্ দিশঃ।
নাদেন তেনাখিলপার্থিবেন্দ্রো-
মূর্চ্ছাকুলাঃ পতিতাস্তাজমীঢ়॥ ১২

ভীমোঽপি বেগাদবতীর্য্য যানাদ্
দুঃশাসনং বেগবানভ্যধাবৎ।
ততঃ স্মৃত্বা ভীমসেনস্তরস্বী
সাপত্রুকং তং প্রযুক্তং সুতেভ্যঃ॥ ১৩

তিনি তারপর বলিলেন—বীর! তুমি আজ আমাকে ক্রমাগত বাণ প্রহার করত অত্যন্ত আহত করিয়াছ, কিন্তু এখন তুমি স্বয়ং আমার গদার আঘাত সহ্য কর। উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া কুপিত ভীমসেন দুঃশাসনকে বধ করিবার জন্য একটি ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিলেন। ৬

তারপর তিনি এইরূপ বলিলেন,—রে দুরাত্মন্! আজ এই যুদ্ধে আমি তোর রক্তপান করিব। ভীম এই কথা বলিলে পরই আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর একটি ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। যাহা মৃত্যুরূপা বলিয়া মনে হইতেছিল। ৭

অতঃপর ক্রোধপূর্ণচিত্ত ভীমসেনও নিজের অত্যন্ত ঘোর গদা ঘুরাইয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। এই গদা বেগভরে দুঃশাসনের সেই শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়া পরক্ষণ তাঁহার মস্তকে পতিত হইয়া বিদীর্ণ করিল। ৮

মদস্রাবকারী গজরাজতুল্য বীর অন্তর্ধান হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে ভীমসেন সেই তুমুল যুদ্ধে দুঃশাসনের উপর যে গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তিনি দুঃশাসনকে বলপূর্বক দশ ধনু (চল্লিশ হাত) পরিমাণ পশ্চাদ্ভাগে লইয়া যাইলেন। ৯

দুঃশাসন এই বেগবতী গদার আঘাতে ধরাতলে পতিত হইয়া কাঁপিতে এবং অত্যন্ত বেদনায় ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কবচ ছিন্ন হইয়াছিল, আভরণসকল ও হার বিচ্যুত হইয়াছিল এবং বস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।১০

নরেন্দ্র! সেই গদা পতিত হইবার সময় দুঃশাসনের রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল এবং সারথিসহ তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়াছিল। দুঃশাসনকে এই অবস্থায় দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১১

এইভাবে বৃকোদর ভীমসেন দুঃশাসনকে ধরাশায়ী করত হর্ষে উল্লসিত হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ভীষণরবে গর্জন করিতে থাকিলেন। অতিভীষণসেজাত ভূপাল! সেই সিংহনাদে ভীত হইয়া পার্থিবগণ সকল যোদ্ধারা মূর্ছিত হইয়া ভূপাতিত হইলেন। ১২

এই সময় ভীমসেনও অতিক্রান্ত রথ হইতে নামিয়া ভীমবেগে দুঃশাসনের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন বেগশালী ভীমসেনের আপনার পুত্রগণের আচরিত শত্রুতাপূর্ণ ব্যবহার স্মরণ হইতে লাগিল। ১৩

তস্মিন্ সুঘোরে তুমুলে বর্তমানে
প্রধানভূতৈস্তবৈঃ সমস্তাৎ।
দুঃশাসনং তত্র সমীক্ষ্য রাজন্
ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্মা ॥ ১৪
স্মৃত্বাথ কেশগ্রহণঞ্চ দেব্যা
বস্ত্রাপহারঞ্চ সভাতলায়াঃ।
অনাগসো ভর্তৃপরাঙ্মুখায়া
দুঃখানি যত্তাঞ্জপি বিপ্রচিন্ত্য ॥ ১৫
জজ্বাল ক্রোধাদথ ভীমসেন
আজ্যপ্রসিক্তো হি যথা হুতাশঃ।
জগ্রাহ কর্ণঞ্চ সুযোধনঞ্চ
কৃপং দ্রৌণিং কৃতবর্মাণমেব ॥ ১৬
নিহন্মি দুঃশাসনমদ্য পাপং
সংরক্ষাতামস্য সমস্তযোধাঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা মহসাভ্যধাব-
দ্বিগুহ্যকামোঽতিবলস্তরস্বী ॥ ১৭
তথা তু বিক্রম্য রণে বৃকোদরো
মহাগজঃ কেসরিকো যথৈব
নিগৃহ্য দুঃশাসনমেকবীরঃ
সুযোধনস্যাগ্রিরথে সমক্ষম্ ॥ ১৮
রথাদবপ্লুত্য গতঃ স ভূমৌ
যত্রেন তস্মিন্ প্রণিধায় চক্ষুঃ।
অসিং সমুদ্যম্য সিতং সুধারং
কণ্ঠে পরাহৃত্য চ বেপমানম্ ॥ ১৯
উবাচ তত্রৌপয়িকং যদুক্তবাংশ্চ
দ্রষ্টা বধে কর্ণ-সুযোধনাভ্যাম্।
যে রাজসূয়াবভৃথে পবিত্রা
জ্ঞাতাঃ কথা যাজ্ঞসেন্যা ধ্রুবাক্ষ্ম্ ॥ ২০
তে পাপিনা কিতবেনাবকৃষ্টা-
স্তদ্ ব্রূহি যাং পৃচ্ছতি ভীমসেনঃ।
শ্রুত্বা তু তদ্ ভীমবচঃ সুঘোরং
দুঃশাসনো ভীমসেনং নিরীক্ষ্য ॥ ২১
জজ্বাল ভীমঃ স তদা সমেন
সংপূজয়ন্ কৌরব-সোমকানাম্।
উক্তস্তদাঽঽহৈতদ্ উ তত্র সর্বৈঃ
তথা চ ভীমঃ পরিতোষয়ন্তঃ ॥ ২২

রাজন্! সেখানে চারিদিকেই প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় অচিন্ত্য-পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন দুঃশাসনকে দেখিয়া পূর্বতন ঘটনাসকল স্মরণ করিতে লাগিলেন,—দেবী দ্রৌপদী রজস্বলা ছিলেন। তিনি কোন অপরাধ করেন নাই। উঁহার পতিরাও উঁহার সহায়তা করিতে না পারিয়া অধোবদন ছিলেন। এরূপ অবস্থায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করত দুঃশাসন পূর্বসভার মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি আরও যে যে দুঃখজনক দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্মরণ করত ভীমসেন ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ১৪-১৫½

তিনি সেখানে কর্ণ, সুযোধন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আজ আমি পাপী দুঃশাসনকে বধ করিতেছি। তোমরা সকল যোদ্ধারা মিলিত হইয়া উহাকে রক্ষা করিতে পার ত' রক্ষা কর ॥ ১৬½

এই কথা বলিয়া অত্যন্ত বলবান্, বেগশালী ও অদ্বিতীয় বীর ভীমসেন নিজের রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ভূতলে নামিলেন এবং দুঃশাসনকে বধ করিবার বাসনায় উহার দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করত সুযোধন ও কর্ণের সম্মুখেই দুঃশাসনকে সেইস্থানে মারিয়া ফেলিলেন। যেরূপ সিংহ কোন বিশাল হাতীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তিনি বলসহকারে দুঃশাসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তারপর অতিশয় ধারযুক্ত একটি শুভবর্ণের তরবারি উত্তোলিত করত ভীমসেন সকলের দ্বারা দুঃশাসনের কণ্ঠের উপর আঘাত করিলেন। সেই সময় দুঃশাসন কাঁপিতেছিলেন ॥ ১৭-১৯

তখন ভীমসেন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—রে দুরাত্মন্! মনে আছে কি? যখন তুমি কর্ণ ও সুযোধনের সহিত হাসিয়া আমাকে বলিয়াছিলে—"পক"। রাজসূয়যজ্ঞে অবভৃথস্নানে পবিত্রা মহারাণী দ্রৌপদীর কেশ তুমি কোন্ হস্তে ধারণ করিয়াছিলে? বল, আজ ভীমসেন তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং তাহার উত্তর চাহিতেছে ॥ ২০½

ভীমসেনের এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। যুদ্ধস্থলে ভীমসেন এই কথা বলিলে পর দুঃশাসন চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত কৌরব ও সোমকগণকে শুনাইতে শুনাইতে উৎসাহসহকারে ক্রোধের সহিত ভীমসেনকে বলিলেন ॥ ২১-২২

অন্যং করিকরাকারঃ পীনস্তনবিমর্দনঃ ।
গোসহস্রপ্রদাতা চ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ করঃ ॥ ২৩

অনেন বাজসেনা মে ভীষ্ম কেশা বিকর্ষিতাঃ ।
পশ্যতাং কুরুমুখ্যানাং যুধাকৃষ্ণ সভাসদাম্ ॥ ২৪

এবং ব্রুবতি রাজপুত্রে নিশম্য
ক্রুদ্ধস্তদাজৌ বিনিপীড্য বক্ষঃ ।
ভীমো বলাত্তং প্রতিগৃহ্য মোর্ত্যা-
মুচ্চৈর্ননাদাথ সমস্তযোধান্ ॥ ২৫

উবাচ যত্তাস্তি বলং স রক্ষ-
স্তবেদদ্য নিরস্তবাহুঃ ।
দুঃশাসনং জীবিতং প্রোৎসৃজন্ত-
মাক্ষিপ্য যোধাংস্তরসা মহাবলঃ ॥ ২৬

এবং ব্রুবো ভীমসেনঃ করেণ
উৎপাটয়ামাস ভুজং মহাত্মা ।
দুঃশাসনস্যেন স বীরমধ্যে
জঘান বজ্রাশনিসন্নিভেন ॥ ২৭

উৎকৃত্য বক্ষঃ পতিতস্য ভূমা-
বথাপিবচ্ছোণিতমস্য রোষাৎ ।
ততো নিপাত্যাস্য শিরোঽপকৃত্য
তেনাসিনা তব পুত্রস্য রাজন্ ॥ ২৮

সভ্যাং চিকীর্ষুর্মতিমান্ প্রতিজ্ঞাং
ভীমোঽপিবচ্ছোণিতমস্য রোষাৎ ।
আঘ্রায় চাস্যাস্য চ বীক্ষমাণঃ
ক্রুদ্ধো হি চৈনং নিজগাদ বাক্যম্ ॥ ২৯

সুতস্য মাধ্বীমধু-সর্পিষোর্বা
মাধ্বীকপানস্য চ সংকৃতস্য ।
দিব্যস্য বা তোয়রসস্য পানাৎ
পয়োদধিভ্যাং মথিতাচ্চ মুখ্যাৎ ॥ ৩০

অন্যানি পানানি চ যানি লোকে
সুধামৃতস্বাদুরসানি তেভ্যঃ ।
সর্বেভ্য এবাত্যধিকো রসোঽয়ং
মমাদ্য চাস্যাদ্রিতলোহিতস্য ॥ ৩১

অথাহ ভীমং পুনরপ্রকর্ষা
দুঃশাসনং ক্রোধপরীতচেতাঃ ।
গতাসুমালোক্য নিজস্য সুন্দর
কিং বা কৃত্যং মৃত্যুনা রক্ষিতোঽসি ॥ ৩২

এই যে হাতীর শুঁড়ের ন্যায় কঠিনদণ্ড (মোটা) আমার হাত ; যে হাত রমণীর উচ্চস্তন মর্দন, সহস্র গো-দান এবং বহু ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিয়াছে। ভীমসেন ! আমি এই হাত দিয়াই সভায় উপবিষ্ট কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ও তোমাদের সাক্ষাতেই দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিয়াছিলাম । ২৩-২৪

যুদ্ধস্থলে এই কথা বলিলে পর রাজকুমার দুঃশাসনের বক্ষে ভীমসেন আরোহণ করত তাঁহাকে দুই হাতে সবলে ধারণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে সমস্ত যোদ্ধাগণকে বলিলেন,—আজ আমি দুঃশাসনের বাহু উৎপাটিত করিব। যাহার শক্তি আছে, সে আসিয়া উহাকে আমার নিকট হইতে রক্ষা করুক। সে এখন প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইভাবে সমস্ত যোদ্ধাগণকে আহ্বান করিয়া মহাবল, মহাত্মা ভীমসেন এক হাতেই সবেগে দুঃশাসনের বজ্রতুল্য কঠিন বাহু উৎপাটিত করিলেন। তারপর ভীমসেন সমস্ত বীরগণের মধ্যে সেই বাহু দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন । ২৫-২৭

ইহার পর ভূতলে পতিত দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন তাঁহার উষ্ণ উষ্ণ রক্তপান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থাতেও দুঃশাসন উঠিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে পুনরায় বুদ্ধিমান্ ভীমসেন ভূপাতিত করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন এবং তাঁহার কিছু কিছু উষ্ণ রক্ত আঘ্রাণ করিতে করিতে পান করিতে লাগিলেন। পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক এই কথা বলিলেন । ২৮-২৯

আমি মাতার দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত, উত্তমরূপে উৎপন্ন মধুক পুষ্প-নির্মিত পেয় পদার্থ, দিব্যজলের রস এবং দুগ্ধ ও দধি মথিত করিয়া সন্তোষের সহিত পান ও আস্বাদন করিয়াছি ; এই সকল হইতে এবং ইহাদের অতিরিক্ত আরও যে সব অমৃততুল্য স্বাদিষ্ট পানযোগ্য পদার্থ জগতে আছে, এই সকল হইতেও আমার এই শত্রুর রক্তের আস্বাদ অধিক বলিয়া মনে হইতেছে । ৩০-৩১

অতঃপর তত্ত্বজ্ঞানী কর্মকারী ভীমসেন ক্রোধে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দুঃশাসনকে প্রাণহীন দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করিতে করিতে বলিলেন—কিই বা করিব ? মৃত্যু তোমাকে দুর্দশা হইতে রক্ষা করিয়াছে । ৩২

এবং ব্রুবাণং পুনরাত্রবন্ধু-
মাবাস্য রক্তং তমতিপ্রহৃষ্টম্।
যে ভীমসেনং দদৃশুস্তদানীং
ভয়েন তেঽপি ব্যথিতা নিপেতুঃ ॥ ৩৩
যে চাপি নাসন্ ব্যথিতা মনুষ্যা-
স্তেষাং করেভ্যঃ পতিতং হি শস্ত্রম্।
তত্রাপ্য সংচুক্রুশুরম্বরৈস্তে
নিমীলিতাক্ষা দদৃশুঃ সমন্তাৎ ॥ ৩৪
অং তত্র ভীমং দদৃশুঃ সমন্তাৎ
মৌশাসনং তদ্ রুধিরং পিবন্তম্।
সর্বেঽপলায়ন্ত ভয়াভিপন্না
ন বৈ মনুষ্যোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ॥ ৩৫
তস্মিন্ কৃতে ভীমসেনেন রূপে
দৃষ্ট্বা জনাঃ শোণিতং পীয়মানম্।
সম্প্রাদ্রবংশ্চিত্রসেনেন সার্ধং
ভীমং রক্ষো ভাষমাণা ভয়ার্তাঃ ॥ ৩৬
যুধামন্যুঃ প্রক্রুধঃ চিত্রসেনঃ
সসানীকস্তস্য রাজপুত্রঃ
বিব্যাধ চৈনং নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্ঘ্রাণেভ্যস্তীঃ সপ্ততিরাত্তমুক্তৈঃ ॥ ৩৭
সংক্রোদ্ধভোগ ইব লেলিহানো
মহোরগঃ ক্রোধবিষং সিসৃক্ষুঃ।
নিরুত্য পাঞ্চালজমস্ত্রবিদ্ধ্যৎ
ত্রিভিঃ শরৈঃ সারথিমস্য ষড্ভিঃ ॥ ৩৮
ততঃ সুপুঙ্খেন সুতীক্ষ্ণেন
সুসংশিতাগ্রেণ শরেণ ভূয়ঃ।
আকর্ণমুক্তেন সমাহিতেন
যুধামন্যুস্তস্য শিরো জহার ॥ ৩৯
তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি চিত্রসেনে
ক্রুদ্ধঃ কর্ণঃ পৌরুষং দর্শয়ানঃ।
ব্যত্রাবয়ৎ পাণ্ডবানামনীকং
প্রত্যুদ্যাতো নকুলেনাভিভীতাঃ ॥ ৪০
ভীমোঽপি ত্বা তৈরেব দুঃশাসনমমর্ষণম্।
পুরস্কিয়াঞ্জলিং স্থিত্বা রুধিরস্যোগ্রনিঃস্বনঃ ॥ ৪১

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি আতপর হৃষ্টচিত্তে তাঁহার রক্ত আস্বাদ করিতে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দে লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিলেন। সেই সময় যাঁহারা ভীমসেনকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভয়ে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৩৩

যাঁহারা ভীমসেনের কার্যে ব্যথিত হন্ নাই, সেই সব মানুষের হাত হইতে তখন অস্ত্রশস্ত্র পতিত হইয়াছিল। তারপর সেই সময় তাঁহারাও ভয়বশতঃ মন্ত্রস্বরে সহায়কগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং চক্ষু ঈষদ্ বন্ধ করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন। ৩৪

যে সমস্ত ব্যক্তি ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্তপান করিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভীত হইয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন যে, ভীম মানুষ নহে, রাক্ষস। ৩৫

ভীমসেন এতাদৃশ ভয়ানক রূপধারণ করিলে পর তাঁহার দ্বারা, রক্ত পীত হইতে দেখিয়া সকল যোদ্ধাই ভয়ে আকুল হইয়া ভীমসেনকে রাক্ষস বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৩৬

চিত্রসেনকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজকুমার যুধামন্যু বীর সৈন্যবাহিনীর সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং নিকটে আসিয়া নিশিত সাতটি ভীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৭

তখন যাহার দেহ সর্পের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব যে ক্রোধজনিত বিষ বমন করিতে অভিলাষী, এইরূপ বিষধর মহাসর্পতুল্য চিত্রসেন পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পাঞ্চালরাজকুমার যুধামন্যুকে তিন এবং তাঁহার সারথিকে ছয়টি বাণে প্রহার করিলেন। ৩৮

তাহার পর সৌম্যস্বভাবী যুধামন্যু কর্ণপর্যন্ত আকর্ষণপূর্বক যথাযথরূপে সন্ধান করত নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণধার ও ভীক্ষ্ণধার সুনিয়ন্ত্রিত একটি বাণের দ্বারা চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিলেন। ৩৯

বীর ভ্রাতা চিত্রসেন নিহত হইলে পর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের পরাক্রম দেখাইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। এই সময় অধিকবলশালী নকুল তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ৪০

অন্যদিকে ভীমসেনও অমর্ষপরায়ণ দুঃশাসনকে সে-স্থলেই রথ করিয়া পুনরায় তাঁহার রক্ত অঞ্জলিপূর্ণ করত উচ্চৈঃস্বরে গর্জন

পৃথক্ত্বাং লোকবীরাণামিদং বচনমব্রবীৎ।
এষ তে রুধিরং কণ্ঠাৎ পিবামি পুরুষাধম ॥ ৪২
ব্রূহীদানীং তু সংহৃষ্টঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
যে তদাস্মান্ প্রনৃত্যন্তি পুনর্গৌরিতি গৌরিতি ॥ ৪৩
তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
প্রমাণকোট্যাং শয়নং কালকূটস্য ভোজনম্ ॥ ৪৪
দংশনং চাহিভিঃ কৃষ্ণৈর্গাহনং জতুবেশ্মনি।
দ্যূতেন রাজ্যাহরণমরণ্যে বসতিশ্চ যা ॥ ৪৫
দ্রৌপদ্যাঃ কেশপক্ষস্য প্রহরণক সুদারুণম্।
ইষ্বস্ত্রাণি চ সংগ্রামেষ্বঘানি চ বেশ্মনি ॥ ৪৬
বিরাটভবনে যচ্চ ক্লেশোঽস্মাকং সুদারুণঃ।
শকুনের্দুর্ব্যোধনস্য রাধেয়স্য চ মন্থিতে ॥ ৪৭
অনুভূতানি দুঃখানি ত্বয়া হেতুত্বমেব হি।
দুঃখান্যেতানি জানীমো ন সুখানি কদাচন ॥ ৪৮
ধৃতরাষ্ট্রস্য দৌরাত্ম্যাৎ সপুত্রস্য সদা বয়ম্
ইত্যুক্ত্বা বচনং রাজন্ জয়ং প্রাপ্য বৃকোদরঃ ॥

পুনরাহ মহারাজ স্মরংস্তৌ কেশবার্জুনৌ ॥ ৪৯
অনুপশ্যন্ দ্বিজো বিপ্রবরোঽহি ভাস্তঃ
ক্রুদ্ধোঽব্রবীৎ ভীমসেনস্তরস্বী।
দুঃশাসনে যদ্ যদে সংপ্রতুষ্টো যে
তদ্ বৈ সত্যং কৃতমস্মাভি বীরৌ ॥ ৫০
অত্রৈব যাস্যাম্যপরং দ্বিতীয়ং
দুর্য্যোধনং যজ্ঞপশুং বিশস্ত।
শিরো মৃদিত্বা চ পদা দুরাত্মনঃ
শান্তিং লপ্স্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্ ॥ ৫১
এতাবদুক্ত্বা বচনং প্রহৃষ্টো
ননাদ চোচ্চৈঃ কপিরাজকেতুঃ।
ননর্দ চৈবাতিবলো মহাত্মা
বৃত্রং নিহত্যেব সহস্রনেত্রঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি দুঃশাসনবধে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

করিতে করিতে এবং বিপক্ষপক্ষীয় বীরপুরুষকে শুনাইতে শুনাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৪১ ॥

রে নরাধম দুঃশাসন! এই দেখ, আমি তোমার কণ্ঠের রক্ত পান করিতেছি। এখন পুনরায় হৃষ্ট হইয়া আমাকে 'গরু গরু' বলিয়া আহ্বান কর ত' দেখি ॥ ৪২ ॥

যে সমস্ত ব্যক্তি সেইদিন কৌরব-সভায় আমাকে 'গরু গরু' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, তাহাদের সকলকে আজ আমি বারংবার 'গরু গরু' বলিয়া আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

আমাকে বিষ খাওয়াইয়া প্রমাণকোটিতীর্থে নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কৃষ্ণসর্পের দ্বারা দংশন, লাক্ষাগৃহে দাহ, পাশা-খেলায় পরাজিত করিয়া রাজ্যাপহরণ এবং আমাদিগকে বনবাসে পাঠান হইয়াছিল। অতিশয় দারুণ কর্ম দ্রৌপদীর কেশগ্রহণ, সংগ্রামে আমাদের উপর ঘোর ও অন্যান্য ঘোরতর শস্ত্রপ্রয়োগ, কুরুরে দুঃখদান, রাজা বিরাটের ভবনে আমাদের ক্লেশভোগ এবং অন্যান্য আরও যত দুঃখপ্রদান করা হইয়াছিল। শকুনি, দুর্য্যোধন ও কর্ণের পরামর্শে আমাদের যে সমস্ত দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে, সেই সব কিছুরই মূল তুমিই ছিলে। পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টতায় আমাদের এই সকল দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। এই সব দুঃখ ত' আমরা জানি, কিন্তু আমাদের কখনও সুখভোগ হইয়াছে, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না ॥ ৪৪-৪৮ ॥

মহারাজ! এই কথা বলিয়া শোণিতলিপ্ত ও রক্তে আর্দ্রবদন, অত্যন্ত ক্রোধী, বেগশালী বীর ভীমসেন যুদ্ধে জয়লাভ করত ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন—বীরযুগল! দুঃশাসনবধের আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আজ এই রণাঙ্গনে সত্য করিয়া দেখাইলাম ॥ ৪৯-৫০ ॥

এই যে অপর এক যজ্ঞপশু দুর্য্যোধন রহিয়াছে, উহাকেও বলিদান করিব এবং সমস্ত কৌরবগণের সাক্ষাতেই এই দুরাত্মার মস্তক পদাঘাতে মর্দিত করিয়া শান্তিলাভ করিব ॥ ৫১ ॥

এই কথা বলিয়া শোণিতে আর্দ্রদেহ, অত্যন্ত বলশালী, মহাত্মা ভীমসেন বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পর গর্জনকারী সহস্র-লোচন ইন্দ্রসদৃশ গর্জন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে দুঃশাসনবধবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রের দশ-পুত্রাপাং বধঃ, কর্ণস্য ভীতিঃ, শল্যস্য প্রবোধদানম্, নকুল-বৃষসেনয়োর্যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুঃশাসনে তু নিহতে তব পুত্রা মহারথাঃ।
মহাক্রোধবিষা বীরাঃ সমরেষ্বপলায়িনঃ॥ ১

দশ রাজন্ মহাবীর্য্যা ভীমং প্রাচ্ছাদয়ন্ শরৈঃ।
নিষঙ্গী কবচী পাশী দণ্ডধারো ধনুর্গ্রহঃ॥ ২

অলোলুপঃ শলঃ সহ্যো বাতবেগ-সুবর্চসৌ।
এতে সমেত্য সহিতা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতাঃ॥ ৩

ভীমসেনং মহাবাহুং মার্গণৈঃ সমবারয়ন্।
স বার্য্যমাণো বিশিখৈঃ সমন্তাৎ ভৈর্মহারথৈঃ॥ ৪

ভীমঃ ক্রোধাগ্নিরক্তাক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ কাল ইবাবভৌ।
তাংস্তু তৈর্মহাবেগৈর্গতিদর্শ ভারতান্॥ ৫

কৃপাঞ্জনান্ কৃতপুঙ্খৈঃ পার্থো নিন্যে যমক্ষয়ম্
হতেষু তেষু বীরেষু প্রদুদ্রাব বলং তব॥ ৬

পশ্যতঃ সুতপুত্রস্য পাণ্ডবস্য ভয়াদিতম্।
ততঃ কর্ণো মহারাজ প্রবিবেশ মহদ্ ভয়ম্॥ ৭

দৃষ্ট্বা ভীমস্য বিক্রান্তমন্তকস্য প্রজাস্বিব।
তস্য ধাকারতাবজ্ঞঃ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ॥ ৮

উবাচ বচনং কর্ণং প্রাপ্তকালমরিন্দমম্।
মা বাথাং কুরু রাধেয় নৈবং ত্বয্যুপপদ্যতে॥ ৯

এতে দ্রবন্তি রাজানো ভীমসেনভয়াদিতাঃ।
দুর্যোধনশ্চ সম্মূঢ়ো ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতঃ॥ ১০

দুঃশাসনস্য রুধিরে পীয়মানে মহাত্মনা।
ব্যাপন্নচেতসশ্চৈব শোকোপহতচেতসঃ॥ ১১

দুর্যোধনমুপাসন্তে পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈতে হতশেষাঃ সহোদরাঃ॥ ১২

পাণ্ডবা লব্ধলক্ষ্যাশ্চ ধনঞ্জয়পুরোগমাঃ।
ত্বামেবাভিমুখাঃ শূরা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ১৩

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্র বধ, কর্ণের ভয়, শল্যের প্রবোধদান এবং নকুল ও বৃষসেনের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুঃশাসন নিহত হইলে পর যুদ্ধে যাঁহারা কখন পশ্চাদপসরণ করেন না এবং যাঁহারা ক্রোধরূপ বিষে পূর্ণ আপনার এতাদৃশ দশ মহারথী মহাপরাক্রমশালী বীর পুত্র সেখানে আসিয়া ভীমসেনকে নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ১॥

নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলোলুপ, শল, সহ্য (সত্যসহ), বাতবেগ এবং সুবর্চা—ইহারা একসঙ্গে আসিয়া ভ্রাতার দুর্দ্দশাতে দুঃখলাভ করত মহাবাহু ভীমসেনকে নিজেদের বাণসকলের দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন॥ ২-৩॥

এই সব মহারথী বীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসকলে চারিদিকে নিবারিত হইয়া ভীমসেনের নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি ক্রুদ্ধ কালের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন॥ ৪॥

কৃতাস্ত্রসার ভীমসেন কর্ণকর্তৃক মহাবেগশালী যমদণ্ড তুল্য যে সব তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সুবর্ণময় কবচে বিভূষিত সেই দশ জন ভরতবংশীয় রাজকুমারকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ৫॥

এই বীরগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণই সুতপুত্র কর্ণের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

মহারাজ! যেরূপ প্রজাবর্গের উপর যমরাজের বল প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের সেই পরাক্রম দেখিয়া কর্ণের মনে মহাভয় আসিয়া প্রবিষ্ট হইল॥ ৭॥

যুদ্ধে ক্রোধোত্থিত শল্য কর্ণের আকৃতি দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন; সেইহেতু তিনি শত্রুদমন কর্ণকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন॥ ৮॥

রাধানন্দন! তুমি খেদ করিও না, তোমার ইহা শোভা পায় না। এই সব রাজারা ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। নিজের ভ্রাতৃগণের মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া রাজা দুর্যোধন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে॥ ৯-১০॥

মহাত্মা ভীমসেন যখন দুঃশাসনের রক্ত পান করিতেছিল, তখন হইতেই এই কৃপাচার্য্যাদি বীরগণ ও হতাবশিষ্ট এই সব ভ্রাতা শোকবেগে বিপন্ন এবং শোকাকুলিত চিত্তে দুর্যোধনকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া তাহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে॥ ১১-১২॥

অর্জুনাদি পাণ্ডব বীরগণ নিজেদের লক্ষ্য পূর্ণ করিয়াছে এবং যুদ্ধের জন্য তোমারই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে॥ ১৩॥

স ত্বং পুরুষশার্দূল পৌরুষেণ সমান্বিতঃ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য প্রত্যুদ্যাহি ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৪
তারো হি ধার্তরাষ্ট্রেণ ধরি সর্বঃ সমাহিতঃ।
তমুদ্বহ মহাবাহো যথাশক্তি যথাবলম্ ॥ ১৫
জয়ে স্যাদ্ বিপুলা কীর্তির্জিতঃ স্বর্গঃ পরাজয়ে।
বৃষসেনশ্চ রাধেয় সংক্রুদ্ধস্তনয়স্তব ॥ ১৬
যদি মোহং সমাপন্নে পাণ্ডবানভিধাবতি।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং শল্যস্যামিততেজসঃ।
প্রদি চাবস্তকং ভাবং চক্রে যুদ্ধায় নুস্থিরম্ ॥ ১৭
ততঃ ক্রুদ্ধো বৃষসেনোঽভ্যধাবৎ-
যবস্থিতং প্রমুখে পাণ্ডবং তম্।
বৃকোদরং কালমিবান্তকাবহং
গদাহস্তং যোধয়ন্তং যমীয়ান্ ॥ ১৮
তমভ্যধাবন্নকুলাঃ প্রবীরো
দোষাদধিত্রঃ প্রভুবন্ পৃষৎকৈঃ
কর্ণস্য পুত্রং সমরে প্রহৃষ্টং
পুরা ত্রিষাংসুমথবেব বজ্রম্ ॥ ১৯
ততো ধ্বজং স্ফাটিকচিত্রকূটকং
চিচ্ছেদ বীরো নকুলঃ ক্ষুরেণ।
বর্ণাম্বজস্তেষসনঞ্চ চিত্রং
ভল্লেন জাম্বূনদচিত্রবন্ধম্ ॥ ২০
অথাস্যদাদায় ধনুঃ স শীঘ্রং
কর্ণাত্মজঃ পাণ্ডবমভ্যবিধ্যৎ।
দিব্যৈর্মহেষ্বাস্ত্রবরৈশ্চ সোঽপি
কর্ণস্য পুত্রো নকুলং কৃতাস্ত্রঃ ॥ ২১
শরাভিঘাতাঞ্চ কৃথা চ রাজন্
ধ্বজা চ তালাস্ত্রসমীরণাঞ্চ।
জঘান কর্ণস্য সুতোঽভিমাত্র-
মিষ্টো যথাঽঽত্মাহবিভির্তাশঃ ॥ ২২
কর্ণস্য পুত্রো নকুলশ্চ রাজন্
সর্বানস্থানক্ষিণোঽস্তমাত্রৈঃ।
বনায়ুজান্ বৈ নকুলস্য তুত্রা-
ণ্ডদগ্রান্ হেমজালাবনদ্ধান্ ॥ ২৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এরূপ অবস্থায় তুমি পুরুষার্থ অবলম্বন করত ক্ষত্রিয়-ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসরের উপর আক্রমণ কর। ১৪

মহাবাহো! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন সমস্ত ভার তোমারই উপর ন্যস্ত করিয়াছে। তুমি নিজের বল ও শক্তি অনুসারে সেই ভার বহন কর। ১৫

যদি তুমি জয় লাভ করিতে পার, তবে তোমার বিপুল কীর্তি লাভ হইবে এবং পরাজিত হইলে অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। রাধানন্দন! তুমি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তোমার পুত্র বৃষসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইয়াছে। ১৬½

অমিততেজস্বী শল্যের এই কথা শ্রবণ করত কর্ণ নিজের হৃদয়ে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ভাব (উৎসাহ, অমর্ষাদি) সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। ১৭

তাহার পর ক্রুদ্ধ বৃষসেন সম্মুখে অবস্থিত পাণ্ডুনন্দন সেই ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন, যিনি গদাহস্তে কালতুল্য ভাবে সমাধারণপূর্বক আপনার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ১৮

ইহা দেখিয়া প্রধান বীর নকুল সমরে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধমত্ত কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার উপর ক্রোধসহকারে সেইভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ পূর্বকালে ইন্দ্র ত্বষ্টনামক দৈত্যের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯

তদনন্তর বীর নকুল একটি ক্ষুর বাণের দ্বারা কর্ণপুত্র বৃষসেনের সেই ধ্বজকে ছেদন করিয়া দিলেন, যে ধ্বজ স্ফটিকমণিযুক্ত বিচিত্র বস্তুকে (আবরণে) আবৃত ছিল। ইহার পর একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সুবর্ণভূষিত বিচিত্র ধনুটিকেও খণ্ডিত করিয়া দিলেন। ২০

তখন কর্ণপুত্র বৃষসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বাণ গ্রহণ করত পাণ্ডুনন্দন নকুলকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণের পুত্র অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সেইজন্য তিনি নকুলের উপর বিদ্যাসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২১

রাজন্! যেরূপ ঘৃতাহুতি দান করিলে অগ্নিদেব অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ কর্ণের পুত্র বাণসমূহের প্রহারে, নিজের প্রতাপ, অস্ত্রসমূহের প্রয়োগে এবং রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বনায়ুদেশে উৎপন্ন, শ্বেতবর্ণ, তীব্রগামী ও কর্ণের বাণসমূহে আচ্ছাদিত নকুলের সমস্ত অশ্বগণকে নিজের বাণসকলে ছেদন করিলেন। ২২-২৩

ততো হতাশ্বাদবরুহ্য যানা-
দাদায় চর্মাসিবরুষ্টমুগ্রম্
আকাশসঙ্কাশমসিং প্রগৃহ্য
সোধূয়মানঃ খগবচ্চচার ॥ ২৪
অতোঽন্তরিক্ষে চ রথাশ্বনাগং
চিচ্ছেদ তূর্ণং নকুলশ্চিত্রযোধী।
তে প্রাপতন্নদিনা গাং বিশস্তা
যথাস্বমেঘে পশবঃ শমিত্রা ॥ ২৫
ছিন্নাহ্রাঃ পাতিতা যুদ্ধশৌণ্ডা
নানাবেশ্মাঃ সুকৃতাঃ সতাসঙ্গাঃ।
একেন সংখ্যে নকুলেন কৃত্তা
অয়েপ্সুনাপুত্তমচন্দনাঙ্গাঃ ॥ ২৬
তমাপতন্তং নকুলং সোঽভিপত্য
সমন্ততঃ সায়কৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ।
স তুদ্যমানো নকুলঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ বীরং স চুকোপ বিদ্ধঃ ॥ ২৭
মহাভয়ে রক্ষ মাগো মহাত্মা
ত্রাত্রা ভীমেনাকরোৎ তত্র ভীমম্

তাহার পর অশ্বহীন রথ হইতে নামিয়া নির্মল চন্দ্রাকার চিহ্নযুক্ত ঢাল ও আকাশসদৃশ স্বচ্ছ তরবারি গ্রহণ করত তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নকুল একটি পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নকুল রথী, আরোহী সহ অশ্ব ও হস্তিসমূহকে আকাশে তরবারি ঘুরাইয়া অভিক্ষত ছেদন করিতে থাকিলেন। তখন ইহারা সকলে অয়ঃখড়্গে সায়ক-বর্ষকারী পুরুষের দ্বারা নিহত পশুগণের ন্যায় তরবারিতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৫

যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতে অভিলাষী একমাত্র বীর নকুলকর্তৃক উত্তম চন্দনচর্চিত দেহবিশিষ্ট, নানা বেশে উৎপন্ন, যুদ্ধনিপুণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং যুদ্ধস্থলে পালিত হই হাজার যোদ্ধা ছিন্ন হইয়াছিল ॥ ২৬

নিজের উপর আক্রমণকারী নকুলের নিকট উপস্থিত হইয়া বৃষসেন বীর বাণসমূহে সর্বদিকে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এই সব বাণে বিদ্ধ হইয়া নকুল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ত্বরা করিতে হইয়া তিনি বীর বৃষসেনকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তং কর্ণপুত্রো বিশিখত্রয়েণ
নবাশ্বমাতঙ্গহয়ানমেকম্ ॥ ২৮
ক্রীড়ন্নমুষ্টাদশভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ বীরং নকুলং সরোষঃ।
স তেন বিদ্ধোঽতিভৃশং তরস্বী
মহাহবে বৃষসেনেন রাজন্ ॥ ২৯
ক্রুদ্ধেন যাবন্ সমরে জিঘাংসুঃ
কর্ণাত্মজং পাণ্ডুসুতো নুবীরঃ।
বিতত্য পক্ষৌ সহসা পতন্তং
শ্যেনং যথামিষগৃধ্নুরাজৌ ॥ ৩০
অবাকিরদ্ বৃষসেনস্ততস্তং
শিতৈঃ শরৈর্নকুলমূরসীর্য্য।
স তান মোঘাঁস্তিল কুর্বন্ শরৌঘা-
ঞ্চচার মার্গান্ নকুলশ্চিত্ররূপান্ ॥ ৩১
অথাস্য তূর্ণং চরতো মহেন্দ্র
ধনুশ্চিচ্ছেদ নিশাতৈঃ নকুলশ্চ তস্য
মহেষুভির্ধ্বজমং কর্ণপুত্রো।
মহাহবে চর্ম সহস্রচন্দ্রম্ ॥ ৩২

সেই মহাসমরের সময়ে বীর ভ্রাতা ভীমসেন কর্তৃক সুরক্ষিত নকুল সে-স্থলে তাহার পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। তিনি একাকীই বহু গজারোহী সহস্র, অশ্ব, রথী ও রথী যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিলেন এবং যেন ক্রীড়া করিতেই যুদ্ধরত নকুলকে রোষান্বিত কর্ণপুত্র বৃষসেন আঠারটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৮½

রাজন্! সেই মহাসমরে ক্রুদ্ধিত বৃষসেন কর্তৃক অতিশয় বিদ্ধ, বেগবান্ বীর পাণ্ডুসুতগণ নকুল কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯½

যেরূপ বাজপাখী মাংসের লোভে পক্ষ বিস্তার করিয়া সহসা পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে সবেগে আক্রমণকারী উদার পরাক্রমশালী নকুলকে বৃষসেন নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০½

নকুল তাঁহার এই সব বাণকে ব্যর্থ করিতে থাকিয়া বিচিত্র যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে দেখাইতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র! তরবারির বিচিত্র কৌশল দেখাইতে থাকিয়া দ্রুত বিচরণকারী নকুলের সহস্র চন্দ্রাঙ্কিত ঢালকে কর্ণের পুত্র বৃষসেন সেই মহাযুদ্ধে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৩১-৩২

ততঃ চারুণঃ নিশিতঃ তীক্ষ্ণধারঃ
বিকোশমুগ্রঃ গুরুভারসাহম্।
দ্বিষদ্ধরীরান্তকরঃ সুঘোর-
মাদুদ্রুতঃ সর্পমিবোগ্ররূপম্ ॥ ৩৩
ক্ষিপ্রং শরৈঃ ষড়্ভিরমিত্রসাহ-
শ্চকর্ত্ত খড়্গো নিশিতৈঃ সুবেগৈঃ।
পুনশ্চ বীর্য্যেনিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ
তনান্তরে পাঠমথাস্যবিধ্যৎ ॥ ৩৪
কৃষা তু তদ্ দুষ্করমার্য্যজুষ্ট-
মস্ত্রৈর্নরৈঃ কর্ণ রণে মহাত্মা।
যযৌ রথং ভীমসেনস্য রাজন্
শরাভিতপ্তো নকুলস্তরাবান্ ॥ ৩৫
স ভীমসেনস্য রথং হতাশ্বো
মাদ্রীসুতঃ কর্ণসুতাভিতপ্তঃ।
আপুপ্লুবে সিংহ ইবাচলাগ্রং
সম্প্রেক্ষমাণস্তু বনস্থলস্য ॥ ৩৬
ততঃ ক্রুদ্ধো বৃষসেনো মহীয়া
সর্বৈঃ সায়কৈরুদ্যতৈর্বীরঃ
মহারথাবেকরথে সমেতৌ
শরৈঃ প্রতিঘ্নন্নিব পাণ্ডবেয়ৌ ॥ ৩৭
তস্মিন্ রথে নিহতে পাণ্ডবস্য
ক্ষিপ্রক্ষ খড়্গো বিশিখৈর্নিকৃত্তে।
অস্তে চ সাহস্য কুরুপ্রবীরা-
স্ততো যুদ্ধন্ শরবর্ষৈরুপেত্য ॥ ৩৮
তৌ পাণ্ডবেয়ৌ পরিতঃ সমেত্য
সংছুরমানাবিব হব্যবাহৌ।
ভীমার্জ্জুনৌ বৃষসেনায় ক্রুদ্ধৌ
ববর্ষতুঃ শরবর্ষং সুঘোরম্ ॥ ৩৯
অথাস্ত্রবীস্মারুতিঃ ফাল্গুনস্য
পক্ষস্থৈনং নকুলং পীড্যমানম্।
অয়ঞ্চ নো বাধতে কর্ণপুত্র-
স্তস্মাদ্ ভবান্ প্রস্থাপয়াস্থ কাপিম্ ॥ ৪০
স তস্মিন্নেবাথ বচঃ কিরীটী
রথং সমাসাদ্য বৃকোদরস্য।
অথাস্ত্রবীদ্ভীমকুলো বীক্ষ্য বীর-
মুপাগতং সাত্যকিং শীঘ্রমেনম্ ॥ ৪১

ইহার পর শত্রুসৈন্যের মধ্যস্থল হইতে মহাবীর বৃষসেন অত্যন্ত বেগশালী ও তীক্ষ্ণধার ছাঁটি বাণে তত্রত্য রথারোহীদের সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থিত নকুলের সেই তত্রত্য রথিসমূহকেও অতিসত্বর খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। এই তত্রত্য রথিসমূহ দৃঢ়, তীক্ষ্ণধার, বেগবান্, শত্রুসৈন্য সহ্য করিতে সমর্থ, তেজ হইতে নিষ্কাশিত, ভয়ঙ্কর, সর্পফণা উদ্গারণকারী, অত্যন্ত ঘোরাকৃতি ও শত্রুদের ভয়জনক নাম করিয়া উক্ত হয়। তত্রত্য রথিসমূহকে নিহত করিবার পর তিনি পুনরায় প্রজ্বলিত ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নকুলের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৩২-৩৪

রাজন্! মহাত্মা নকুল সমরাঙ্গনে অন্য মহারথগণের পক্ষে দুষ্কর ও সজ্জন পুরুষগণকর্ত্তৃক সেবিত উত্তম কর্ম্ম করত বৃষসেনের বাণসমূহে সন্তপ্ত হইয়া অতিক্রান্ত ভীমসেনের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৫

নিজ অশ্বগণ নিহত হইলে পর কর্ণপুত্রের বাণসমূহে পীড়িত মাদ্রীনন্দন নকুল অর্জ্জুনের সাক্ষাতেই সিংহনাদপূর্ব্বক পর্ব্বত-শিখরে আরোহণকারী সিংহসদৃশ লম্ফ প্রদান করত ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩৬

ইহাতে মহাত্মা বীর বৃষসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি একই রথে অবস্থিত সেই মহারথী পাণ্ডবদ্বয়কে বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে করিতে এই দুইজনের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

যখন পাণ্ডুপুত্র নকুলের সেই রথ নষ্ট হইয়া যায় এবং বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার তত্রত্য রথিও সত্বর খণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়, তখন অন্য বহু ভোজ কৌরব-বীরগণও সংঘটিত হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের দুইজনকে বাণসমূহ বর্ষণ করত আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

তখন বৃষসেনের উপর কুপিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এবং অর্জ্জুন ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিলেন। ইঁহারা উভয়ে নিজেদের পার্শ্বে একত্রিত হইয়া অবস্থিত কৌরব-সৈন্যদের উপর অতিশয় ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৯

তদনন্তর বায়ুপুত্র ভীমসেন অর্জ্জুনকে বলিলেন,—দেখ, এই নকুল বৃষসেন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণের এই ক্ষুদ্র আঘাতের নানাভাবে বাধায় সৃষ্টি করিতেছে, অতএব তুমি এই কর্ণপুত্রের উপর আক্রমণ কর ॥ ৪০

ভীমসেনের রথের নিকটে আসিয়া যখন কিরীটধারী অর্জ্জুন

ইত্যেবমুক্তঃ সহসা কিরীটী
ভ্রাত্রা সমক্ষং নকুলেন সাধ্বী।
কপিধ্বজঃ কেশবসংগৃহীতং
প্রৈষীদ্রথং বৃষসেনায় বাহম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি বৃষসেনযুদ্ধে নকুলপরাজয়ে
চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত বৃষসেনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন, তখন নকুলও পার্শ্বে উপস্থিত বীর অর্জুনকে দেখিয়া বলিলেন—(রাজা!) আপনি সত্বর বৃষসেনকে বধ করুন ॥ ৪১

যুদ্ধে সম্মুখভাগে অবস্থিত ভ্রাতা নকুল এই কথা বলিলে পর কিরীটধারী অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কপিধ্বজ রথকে সহসা বৃষসেনের দিকে তীব্রবেগে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে বৃষসেনের যুদ্ধ ও নকুলের পরাজয়বিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরববীরৈঃ কুলিন্দরাজস্য পুত্রাণাং গজানীকস্য বিনাশঃ, অর্জুনেন বৃষসেনস্য বধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
নকুলমথ বিদিত্বা ছিন্নবাণাসনাসিং
বিরথমরিশরার্তং কর্ণপুত্রাস্ত্রভগ্নম্
পবনধুতপতাকাহ্লাদিনো বহ্নিদত্তা
বরপুরুষনিযুক্তাস্তে রথৈঃ শীঘ্রমীয়ুঃ ॥ ১
দ্রুপদসুতবরিষ্ঠাঃ পঞ্চ সৈন্যেষ্ঠবাহা
দ্রুপদদুহিতৃপুত্রাঃ পঞ্চ চাভিদ্রবন্তঃ
স্থিরদরথনবাস্যান্ সূদয়ন্তস্তদীয়ান্
দ্রুঢ়গতিভিরিষুকাণ্ডৈর্নির্ব্যপেরাত্তশস্ত্রাঃ ॥ ২

অথ তব রথমুখ্যাংস্তান্ প্রতীযুস্তরন্তঃ
কৃপ-শুক্তিকসুতৌ চ দ্রৌণি-দুর্যোধনৌ চ।
শকুনিসুত-বৃকৌ চ ক্রাথ-দেবাবৃধৌ চ
বিরজতলদঘোষৈঃ স্কন্দনৈঃ কার্মুকৈশ্চ ॥ ৩
তব নৃপ রথিমুখ্যাংস্তান্ রথৈরুগ্রবীর্যান্
নরবর শরবর্ষাপ্রেক্ষ্যতস্তোঽভ্যরক্ষন্।
নবজলদসমৈর্হস্তিভিস্তাদৃগৌঘৈঃ
গিরিশিখরনিকাশৈর্ভীমবেগৈঃ কুলিন্দাঃ ॥ ৪

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[কৌরবগণকর্তৃক কুলিন্দরাজের পুত্রবৃন্দ ও হস্তীদিগের বিনাশ এবং অর্জুনকর্তৃক বৃষসেন বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বৃষসেন নকুলের ধনু ও তূণাদি ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, তিনি (নকুল) রথহীন হইয়া পড়িয়াছেন, শত্রুগণের বাণে পীড়িত হইয়াছেন এবং কর্ণের পুত্র বৃষসেন বীর অস্ত্র সকলের দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ ভীমসেনের আদেশে অশ্বধারী শত্রুদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ দ্রুপদের পঞ্চ জ্যেষ্ঠ পুত্র, ষষ্ঠ যোদ্ধা সাত্যকি এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণ—এই একাদশ বীর যোদ্ধা আপনার পক্ষের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণকে নিজেদের সর্বশক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণতম বাণসকলের দ্বারা সংহার করিতে করিতে রথসমূহে সেখানে শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ইঁহাদের রথসকলের পতাকাসমূহ বায়ুতে উড়িতেছিল। ইঁহাদের অশ্বগণও

হে নরশ্রেষ্ঠ নৃপ! কৃপাচার্য প্রভৃতি আপনার রথী বীরগণ নিজেদের উত্তম বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে সেখানে পাণ্ডব-পক্ষের সেই একাদশ মহারথী বীরবৃন্দকে (দ্রুপদের পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—এই একাদশ) নিবারণ করিলেন। তাহার পর কুলিন্দদেশের যোদ্ধারা নূতন মেঘসমূহ কৃষ্ণবর্ণ, পর্বত-শিখরসমূহ বিশালদেহ এবং তাহার মেঘগামী হস্তিসমূহের দ্বারা কৌরব-বীরবৃন্দের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

সুকল্পিতা হৈমবতা মহোৎকটা
রণাভিকামৈঃ কুশিভিঃ সমাস্থিতাঃ।
সুবর্ণজালৈর্বিততা বভূবুর্গজা-
স্তথা যথা মে জলদাঃ সবিদ্যুতঃ॥ ৫
কুলিন্দপুত্রো দশভির্মহারথৈঃ
কৃপং সমুত্তাম্যমপীড়য়দ্ ভৃশম্।
ততঃ শরৈর্বজ্রসমায়সৈর্দৃঢ়ঃ
সহৈব নাগেন পপাত ভূতলে॥ ৬
কুলিন্দপুত্রাবরজস্তু তোমরৈ-
র্দিবাকরাংশুপ্রতিমৈরয়ঃময়ৈঃ।
রথক বিক্ষোভ্য ননাদ নর্দতঃ-
স্ততোঽস্য গান্ধারপতিঃ শিরোঽহরৎ॥ ৭
ততঃ কুলিন্দেষু হতেষু তেষু চ
প্রহৃষ্টরূপাস্তর তে মহারথাঃ
ভৃশং প্রদধ্মুর্লবণাম্বুসম্ভবান
পরাংশ্চ বাণাসনপাণয়োঽভ্যযুঃ॥ ৮
অথাততম্ বৃহমতীব লাকণঃ
পুনঃ কৃতঘ্নাঃ সহ পাণ্ডুসৃঞ্জয়ৈঃ
শরাসি-শক্ত্যষ্টিগদাপরশ্বধৈ-
র্নিরাবরণাগ্রহরং ভৃশাকুলম্॥ ৯
রথাশ্বমাতঙ্গপদাতিভিস্তদা
পরস্পরং বিপ্রহতাপতন্ ক্ষিতৌ।
যথা সবিদ্যাৎ-স্তনিতা বলাহকাঃ
সমাহতা দিগ্ভ্য ইবোগ্রমারুতৈঃ॥ ১০
ততঃ শতানীকমতান্ মহাগজাং-
স্তথারথান্ পত্তিগণাংশ্চ তান্ বহূন্।
জঘান ভোজস্তু হয়ানথাপতন্
ক্ষণাদ্ বিনষ্টাঃ কৃতবর্মণঃ শরৈঃ॥ ১১
অথাপরে দ্রৌণিহতা মহাদ্বিপা-
শ্চয়ঃ সসর্যুর্মুমুষোঘকেতনাঃ।
নিপেতুরুর্ব্যাং বলবো নিপাতিতা-
স্তথা যথা বজ্রহতা মহাচলাঃ॥ ১২
কুলিন্দরাজাবরজেন তত্তরঃ
ক্ষনাক্ষরে পত্রিবরৈরতাড়য়ৎ।
ততোঽস্য তত্তাণ ততোঽস্য শীর্ষক
শিতৈঃ শরীরং সাহনদ্ দ্বিধা তদা॥ ১৩

দ্বিতীয়প্রকোষ্ঠের এই সব মহোন্নত হস্তীরা উভয়পক্ষে সজ্জিত ছিল। ইহাদের সকলেরই পৃষ্ঠে বর্মাবলম্বুক আস্তরণ পাতা ছিল এবং ইহাদের উপর যুদ্ধাভিলাষী, রণনিপুণ কুলিন্দ বীরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সমর রণাঙ্গনে এই সব হাতীরা আকাশে বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪

কুলিন্দরাজের পুত্র দৌহিত্রনির্দিষ্ট দশটি বিশাল বাণের দ্বারা সারথি ও অশ্বসমেত কৃপাচার্যকে অতিশয় পীড়িত করিলেন। অনন্তর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যের বাণসমূহে নিহত হইয়া তিনি সেই হাতীর সহিতই ভূতলে পতিত হইল। ৬

কুলিন্দরাজের কনিষ্ঠ পুত্র সূর্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ এবং সৌহনির্মিত তোমরসকলের দ্বারা গান্ধাররাজ শকুনির রথকে আলোড়িত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। গর্জনরত এই বীরের মস্তক গান্ধাররাজ শকুনি ছেদন করিয়া দিলেন। ৭

এই সব কুলিন্দ-বীরগণ নিহত হইলে পর আপনার সেই মহারথী বীরসমূহ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তখন তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং হস্তে ধনু ও বাণ ধারণ করত শত্রুদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৮

তদনন্তর কৌরব-যোদ্ধগণের সহিত পুনরায় অতিশয় তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই তুমুল যুদ্ধ বাণ, খড়্গ শক্তি, যষ্টি, গদা ও পরশুসকলের দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণের প্রাণহরণ করিতেছিল। ৯

যেরূপ বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গর্জনযুক্ত মেঘ প্রচণ্ড বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া চারিদিকে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ রথ, অশ্ব, হস্তী এবং পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা পরস্পর নিহত হইয়া সেই সেই যুদ্ধরত যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিলেন। ১০

তদনন্তর শতানীক কর্তৃক সমাদিষ্ট বিশাল গজরাজ, অশ্ব ও রথসকল এবং বহু সংখ্যক পদাতি সৈন্যদলকে কৃতবর্মা বিনাশ করিলেন। তাঁহার দ্বারা কৃতবর্মার বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ধরাশায়ী হইল। ১১

তাঁহার পর অশ্বত্থামা সর্বপ্রকার অস্ত্র, যোদ্ধা ও অশ্বসকলের সহিত অন্য তিনটি বিশাল গজরাজকে সংহার করিলেন। তাঁহার দ্বারা নিহত সেই বিশাল গজরাজগণ বজ্রাহত মেঘ পক্ষচ্ছেদযুক্ত পর্বতের ন্যায় প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১২

কুলিন্দরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা কনিষ্ঠ বীর যোদ্ধা যেই বাণসকলের দ্বারা আপনার পুত্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। তখন

স নাগরাজঃ সহ রাজসূনুনা
পপাত রক্তং বহু পর্বতঃ ক্ষরন্।
মরেন্দ্রবজ্রপ্রহতোঽম্বুদাগমে
যথা জলং গৈরিকপর্বতস্তথা ॥ ১৪
কুলিন্দপুত্রপ্রহিতোঽপরো দ্বিপঃ
ক্রাথস্য সূতাস্বরথং ব্যপোথয়ৎ।
ততোঽপতৎ ক্রাথশরাভিঘাতিতঃ
সহেশ্বরো বজ্রহতো যথা গিরিঃ ॥ ১৫
রথী দ্বিপস্থেন হতোঽপতচ্ছরৈঃ
ক্রাথাধিপঃ পর্বতরাজনো দুর্জয়ঃ।
সবাজি-সূতেষসনধ্বজস্তথা
যথা মহাবাতহতো মহাদ্রুমঃ ॥ ১৬
বৃকো দ্বিপস্থং গিরিরাজবাসিনং
তুদং শরৈর্ব্যধমদভি: পরাভিনৎ
ততো বৃকং সাশ্বরথং মহাদ্বিপো
দ্রুতং চতুর্ভিশ্চরণৈর্ব্যপোথয়ৎ ॥ ১৭

স নাগরাজঃ সনিয়ন্তৃকোঽপতৎ
তথা হতো বজ্রসুতেষুভির্ভৃশম্।
স চাপি দেবাবৃধসূনুরর্দিতঃ
পপাত ভূমৌ সহদেবসূনুনা ॥ ১৮
বিষাণশাত্রাবরবোধপাতিনা
গজেন হত্বা শকুনিং কুলিন্দজঃ।
জঘান বেগেন তুরাসদস্থ তং
ততোঽস্য গান্ধারপতিঃ শিরোঽহরৎ ॥ ১৯
ততঃ শতানীকহতা মহাগজা
হয়া রথাঃ পত্তিপদাশ্চ তাবকাঃ।
সুপর্ণবাতপ্রহতা বলোরগা-
স্তথাগতা গাং বিবশা বিচূর্ণিতাঃ ॥ ২০
ততোঽভ্যধাবদ্ বহুভিঃ শিতৈঃ শরৈঃ
কলিঙ্গপুত্রো নকুলাত্মজং রণে।
ততোঽস্য কোপাদ্ বিচকর্ত কার্মুকং
শিরঃ সুরেণাথুসমপ্রভাননম্ ॥ ২১

আপনার পুত্র বীর ভীষ্ম বাণসমূহে তাহার হস্ত ও হস্তী উভয়কে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

যেরূপ বর্ষাকালে ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে আহত গৈরিক পর্বত রক্ত বর্ণের জল প্রবাহিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই গজরাজ নিজের দেহ হইতে মস্তকে রক্ত প্রবাহিত করিতে করিতে কুলিন্দ-রাজপুত্রের সহিত ধরাতলে পতিত হইল ॥ ১৪

তখন কুলিন্দরাজকুমারকর্তৃক অপর একটি হস্তী প্রেরিত হইল। এই হাতী ক্রাথের সারথি, অশ্বগণ ও রথকে পেষিত করিয়া দিল; কিন্তু ক্রাথের বাণসমূহে আহত হইয়া এই হাতীও বজ্রতাড়িত পর্বতের ন্যায় নিজের প্রভুর সহিতই ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৫

অনন্তর যেরূপ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুতে উৎপাটিত বিশাল বৃক্ষ ধরাতলে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অশ্বগণ, সারথি, রথ ও সমস্তসহ দুর্জয় মহারথী বীর ক্রাথ-নরপতি হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক পর্বতীয় বীরের বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১৬

তখন বৃক সেই পর্বতীয় রাজাকে বারটি বাণে ওতপ্রোত আহত করিয়া ফেলিলেন। আঘাত পাইয়া পর্বতরাজের সেই বিশাল গজরাজ বৃকের দিকে ধাবিত হইল এবং সে রথ ও অশ্বগণ সহ বৃককে নিজের চার পদের দ্বারা আক্রমণ পেষিত করিয়া দিল ॥ ১৭

যেরূপ বজ্রপুত্রের বাণসমূহে আহত হইয়া এই গজরাজও মহাশব্দসহ ধরাতলে পতিত হইল। তারপর এই দেবাবৃধসুতধারক সহদেবের পুত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১৮

তাহার পর অপর কুলিন্দরাজকুমার শকুনিকে বধ করিবার ইচ্ছায় রথ, দেহ ও শুণ্ডের দ্বারা মহাযোদ্ধৃগণকে বিনাশকারী হাতীর দ্বারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং অত্যন্ত আহত করিয়া দিলেন। তখন গান্ধাররাজ শকুনি তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ১৯

ইহা দেখিয়া শতানীক আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। যেরূপ গরুড়ের পক্ষবায়ুতে আহত হইয়া সর্পগণ ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শতানীক কর্তৃক আহত আপনার বিশাল হাতী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যরা বিবশ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২০

তদনন্তর ইষৎ হাস্য করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের পুত্র বীর বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণধার বাণে নকুলনন্দন শতানীককে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ইহাতে নকুলপুত্রের অতিশয় ক্রোধ

ততঃ শতানীকমবিধ্যদাশুগৈ-
স্ত্রিভিঃ শরৈঃ কর্ণসুতোঽস্যুরং ত্রিভিঃ।
ত্রিভিশ্চ ভীমং নকুলঞ্চ সপ্তভি-
র্জনার্দনং দ্বাদশভিশ্চ সাত্যকিম্ ॥ ২২
তমস্য কর্মাতিমনুষ্যকর্মণঃ
সমীক্ষ্য হৃষ্টাঃ কুরবোঽভ্যপূজয়ন্।
পরাক্রমজ্ঞাস্তু ধনঞ্জয়স্য যে
হতোঽয়মগ্র্যাবিতি তে তু মেনিরে ॥ ২৩
ততঃ কিরীটী পরবীরঘাতী
হতাবশিষ্টান্ সমরপ্রবীরঃ।
মাদ্রীসুতং নকুলং লোকমধ্যে
সমীক্ষ্য কৃষ্ণং ত্বরয়ন্বিতঞ্চ ॥ ২৪
সমভ্যধাবদ্ বৃষসেনমাহবে
স সূতজস্তস্য পুরঃ স্থিতস্তদা।
তমাপতন্তং নরবীরমুগ্রং
মহাহবে বাণসহস্রধারিণম্ ॥ ২৫
অভ্যাপতৎ কর্ণসুতো মহারথং
যথা মহেন্দ্রং নমুচিঃ পুরা তথা।
ততো দ্রুতং চৈকশরেণ পার্থং
নিহত্য বিদ্ধ্বা ভুবি কর্ণপুত্রঃ ॥ ২৬
ননাদ নাদং সুমহান্তুতাবো
বিদ্ধ্বেব শক্রং নমুচিঃ স বীরঃ।
পুনঃ স পার্থং বৃষসেন উগ্রে-
র্বাণৈরবিধ্যদ্ ভুজমূলে তু সব্যে ॥ ২৭
তথৈব কৃষ্ণং নবভিঃ সমর্দয়ন্
পুনশ্চ পার্থং দশভির্জঘান।
পূর্বং যথা বৃষসেনপ্রযুক্তৈ-
র্হতাহতঃ শ্বেতহয়ঃ শরৈস্তৈঃ ॥ ২৮
সংরম্ভমীষন্মমিতো বধায়
কর্ণাত্মজস্যাথ মনঃ প্রণেদে।
ততঃ কিরীটী রণমূর্ধি কোপাৎ
কৃত্বা ত্রিশাখাং ভ্রুকুটিং ললাটে ॥ ২৯

হইল। তিনি একটি ক্ষুর-বাণে কলিঙ্গরাজকুমারের কমলসদৃশ সুন্দরোজ্জ্বল মস্তকটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২১

তাহার পর কর্ণপুত্র বৃষসেন কৌতূহলবিশিষ্ট তিনটি বাণে শতানীককে বিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনি অর্জুনকে তিন, ভীমসেনকে তিন, নকুলকে সাত এবং শ্রীকৃষ্ণকে বারটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২২

অলৌকিক পরাক্রমকারী বৃষসেনের এই কর্ম দেখিয়া সমস্ত কৌরবগণ হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহারা অর্জুনের পরাক্রম জানেন, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, এই বৃষসেন এখন অগ্নির আহুতিরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। ২৩

তদনন্তর শত্রুবীরসংহারকারী মানব-লোকের প্রধান বীর কিরীটধারী অর্জুন সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে মাদ্রীনন্দন নকুলের অশ্বসমূহকে বৃষসেন কর্তৃক নিহত হইতে এবং তদবধি শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত আহত হইতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে বৃষসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। বৃষসেন সেই সময় কর্ণের সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন॥ ২৪॥

মহাসমরে সহস্র সহস্র বাণধারণকারী তদীয় নরবীর মহারথী অর্জুনকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কর্ণনন্দন বৃষসেনও তাঁহার দিকে সেইভাবে ধাবিত হইয়া যাইলেন, যেরূপ পুরাকালে নমুচি দেবরাজ ইন্দ্রের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন॥ ২৫॥

তারপর মহাহবে কর্ণপুত্র বীর বৃষসেন যুদ্ধস্থলে কুন্তীকুমার অর্জুনকে অতিক্রম একটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করত উচ্চৈঃস্বরে সেইভাবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, যেরূপ নমুচি ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়াছিলেন॥ ২৬॥

পুনরায় বৃষসেন তদীয় বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের বামবাহুর মূলভাগে পুনরায় প্রহার করিলেন এবং নয়টি বাণে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করত দশটি বাণের দ্বারা পুনঃ কুন্তীকুমার অর্জুনকেও আঘাত করিলেন॥ ২৭॥

বৃষসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণে পূর্বেই আহত হইয়া শ্বেতবাহন অর্জুনের মনে ঈষৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তখন তিনি কর্ণকুমার বৃষসেনকে বধ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন॥ ২৮॥

তদনন্তর কিরীটধারী মহাত্মা অর্জুন যুদ্ধস্থলে কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বধ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজ ললাটে স্থিত ভ্রূযুগলকে ক্রোধের সহিত তিনভাগে বক্র করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে শীঘ্রতার সহিত বাণসমূহের প্রহার আরম্ভ করিলেন॥ ২৯॥

মুমোচ তূর্ণং বিশিখান্ মহাত্মা
বধে ধৃতঃ কর্ণসুতস্য সংখ্যে।
আরক্তনেত্রোঽন্তকশক্রহন্তা
উবাচ কর্ণং ভৃশমুৎসয়ন্নিব ॥ ৩০
দুর্যোধনং দ্রৌণিমুখাংশ্চ সর্বা-
নহং রণে বৃষসেনং তমগ্র্যম্।
সম্পশ্যতস্তে কর্ণ তবাদ্য সংখ্যে
নয়ামি লোকং নিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥ ৩১
উনক্ত তাবদ্ধি জনা রথান্তি
সর্বৈর্ভবদ্ভির্মম সুদুর্হতোঽনৌ।
একো রথো যদ্বিহীনস্তরস্বী
অহং হনিষ্যে তবতাং সমক্ষম্ ॥ ৩২
সারক্ষ্যতাং রথসংস্থাঃ সুতোঽয়ং-
মহং হনিষ্যে বৃষসেনমুগ্রম্
পশ্চাদ্ বধিষ্যে ত্বামপি সম্প্রমূঢ়-
মহং হনিষ্যেঽদ্য ন আজিমধ্যে ॥ ৩৩
তমব্রু মূঢ়ং কলহস্য সংখ্যে
দুর্যোধনাপাশ্রয়জোঽদর্পম্।

সেই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যমরাজতুল্য শত্রুকেও বধ করিতে সমর্থ ছিলেন। এই সময় তিনি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক সেখানে কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি সমস্ত বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—কর্ণ! আজ যুদ্ধস্থলে আমি তোমার সাক্ষাতেই এই উগ্র পরাক্রমশালী বীর বৃষসেনকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যমলোকে প্রেরণ করিব ॥৩০-৩১

আমার বেগশালী বীর পুত্র মহারথী অভিমন্যু একাকী ছিল। আমি তাহার সহিত ছিলাম না। সেই অবস্থায় তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছ। তোমাদের এই কর্ম্মকে সকলে হীনকর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করেন; কিন্তু আজ আমি তোমাদের সকলের সম্মুখেই বৃষসেনকে বধ করিব। রথে উপবিষ্ট মহারথী বীরগণ! এই পুত্রকে তোমরা রক্ষা কর। আজ অর্জ্জুন আমি রণাঙ্গনে প্রথমে উগ্র বীর বৃষসেনকে বধ করিব; তারপর বিবেকহীন মৃতপুত্র তোমাকে সংহার করিব ॥ ৩২-৩৩

কর্ণ! তুমিই এই সকলের মূল। দুর্য্যোধনের আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার দর্প বর্দ্ধিত হইয়াছে। আজ রণাঙ্গনে আমি

তামদ্য হন্ত্যাশু রণে প্রসহ্য
অয়ৌঘ ইত্তা বৃদি ভীমসেনঃ ॥ ৩৪
দুর্যোধনস্যাধমপূরুষস্য
যস্যানয়াদেষ মহান্ ক্ষয়োঽতবৎ।
ন এবমুক্ত্বা বিনিমুজ্য চাপং
লক্ষ্যং হি কৃত্বা বৃষসেনমাজৌ ॥ ৩৫
সসর্জ্জ বাণান্ বিশিখান্ মহাত্মা
যমায় রাজন্ কর্ণসুতস্য সংখ্যে
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ পৃষৎকৈ-
র্মর্ম্মস্বশঙ্কং প্রহসন্ কিরীটী ॥ ৩৬
চিচ্ছেদ চাস্যোষসনং ভুজৌ চ
ক্ষুরৈস্ত্রভিস্তিনিশিতৈঃ শিরশ্চ।
স পার্থবাণাভিহতঃ পপাত
রথাদ্ বিবাহবিশিরা ধরায়াম্ ॥ ৩৭
সুপুষ্পিতো বৃক্ষবরোঽদ্রিকায়ো
বাতেরিতঃ শাল ইবাদ্রিশৃঙ্গাৎ।
সাম্প্রেক্ষ্য বাণাভিহতং পতন্তং
রথাৎ সুতং সূতজঃ ক্ষিপ্রকারী ॥ ৩৮

হইবার উপযুক্ত পুরুষ তোমাকে বধ করিব এবং যাহার অপরাধে এই গুরুতর লোকক্ষয় হইয়াছে, সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে ভীমসেন বধ করিবে ॥ ৩৪½

রাজন্! এই কথা বলিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন নিজ মুষ্টি মার্জ্জিত করিয়া কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বধ করিবার জন্য যুদ্ধে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণসমূহের প্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৫½

কিরীটধারী অর্জ্জুন হাস্য করিতে করিতে দশটি বাণে তাঁহার মর্ম্মস্থানসমূহে নির্ভীকচিত্তে আঘাত করিলেন। তারপর চারিটি তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাণে তাঁহার মুণ্ড, দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৩৬½

অর্জ্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া বাহু ও মস্তকহীন বৃষসেন সেইভাবে রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন, যেরূপ সুন্দর পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ও বিশাল শালবৃক্ষ বায়ুর আঘাতে পর্ব্বতশিখর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭½

ক্ষিপ্রতাসহকারে কার্য্য করিতে সমর্থ সূতপুত্র কর্ণ নিজের পুত্র বৃষসেনকে বাণবিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া পুত্রবধে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং ক্রোধবশতঃ রথের দ্বারা অর্জ্জুনের রথের দিকে তীব্রবেগে গমন করিলেন ॥ ৩৮½

রথং রথেনাশু জগাম রোষাৎ
কিরীটিনঃ পুত্রবধাভিতপ্তঃ।
ততঃ সমক্ষং বসুষেণমুক্তা বিলোক্য
কর্ণো হরং শ্বেতহয়েন সাধ্যে।

সংরম্ভমাগম্য পরং মহাত্মা
কৃষ্ণার্জুনৌ সহসৈবাভ্যধাবৎ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি বৃষসেনবধে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

নিজের পুত্রকে নিজেরই সম্মুখে যুদ্ধে শ্বেতবাহন অর্জুনকর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া মহাত্মা কর্ণের অতিশয় ক্রোধ হইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর সহসা আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে বৃষসেনবধবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণের সহ যুদ্ধার্থং শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োরালাপঃ, অর্জুনস্য কর্ণসমীপে গমনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তথায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য সেনোদ্বৃত্তমিবার্ণবম্।
গর্জন্তং সুমহাকায়ং দুর্নিবারং সুরৈরপি ॥ ১

অর্জুনঃ প্রাহ দাশার্হঃ প্রহস্য পুরুষর্ষভঃ।
অয়ং সরথ আয়াতি শ্বেতাশ্বঃ শল্যসারথিঃ ॥ ২

যেন তে সহ যোদ্ধব্যং স্থিরো ভব ধনঞ্জয়।
পশ্য চৈনং সমাযুক্তং রথং কর্ণস্য পাণ্ডব ॥ ৩

শ্বেতবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রাধাসুতেন চ।
নানাপতাকাকলিলং কিঙ্কিণীজালমালিনম্ ॥ ৪

উদ্যমানমিবাকাশে বিমানং পাণ্ডুরৈর্হয়ৈঃ।
ধ্বজঞ্চ পশ্য কর্ণস্য নাগকক্ষ্যং মহাত্মনঃ ॥ ৫

অশ্বসাদনসংপ্রযুক্তমিবাম্বরম্
পশ্য কর্ণং সমায়ান্তং বার্তরাষ্ট্রৈঃ পরিবৃতম্ ॥ ৬

শরধারা বিমুঞ্চন্তং ধারাসারমিবাম্বুদম্।
এষ মদ্রেশ্বরো রাজা রথাগ্রে পর্যবস্থিতঃ ॥ ৭

নিয়চ্ছতি হয়ানস্য রাধেয়স্যামিতৌজসঃ।
শৃণু দুন্দুভিনির্ঘোষং সত্ত্বযুক্তং ধ্বজস্য চ ॥ ৮

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন এবং কর্ণের সম্মুখে অর্জুনের উপস্থিতি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সীমা অতিক্রম করিয়া পরিবর্ধিত মহাসাগরসদৃশ বিশালদেহ কর্ণ গর্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ইনি দেবতাগণের পক্ষেও দুর্ধর্ষ ছিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হৃষীকেশনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করত অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! যাহার সারথি শল্য এবং যে রথে শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ যোজিত আছে, সেই কর্ণ রথসহ এদিকে আসিতেছে ॥ ১-২

ধনঞ্জয়! যাহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই কর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তুমি এখন স্থির হও। পাণ্ডুনন্দন! শ্বেতাশ্বসংযোজিত কর্ণের এই সুসজ্জিত রথকে দর্শন কর, যে রথে সে নিজে আরূঢ় আছে ॥ ৩½

ইহার উপর নানাবিধ পতাকাসকল উড্ডীয়মান হইতেছে এবং এই রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে সুশোভিত আছে। এই শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ আকাশে বিমানের ন্যায় এই রথকে লইয়া যেন উড়িয়া যাইতেছে। মহাত্মা কর্ণের এই ধ্বজকেও লক্ষ্য কর, যাহাতে হস্তিবন্ধনরজ্জুর (শিকল) চিহ্ন বিদ্যমান আছে ॥ ৪-৫

এই রথ ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাশিত হইতে থাকিয়া আকাশে যেন রেখা অঙ্কন করিতে করিতে আসিতেছে। দেখ, দুর্যোধনের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক কর্ণ এদিকে আসিতেছে। সে জলধারা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় বাণধারাবর্ষণ করিতেছে ॥ ৬½

এই মন্ত্রদেশের অধিপতি রাজা শল্য রথের অগ্রভাগে উপবেশন করত অমিতবলশালী রাধানন্দন কর্ণের অশ্বগণকে নিয়মন করিতেছেন ॥ ৭½

পাণ্ডুনন্দন! ঐ শুন, দুন্দুভিসকলের গম্ভীরধ্বনি ও ধ্বজের শব্দধ্বনি হইতেছে। চারিদিকে নানাপ্রকার সিংহনাদও হইতেছে, তুমি ইহাও শ্রবণ কর ॥ ৮½

সিংহনাদাংশ্চ বিবিধান্ শৃণু পাণ্ডব সর্বতঃ
অন্তর্ধায় মহাশব্দান্ কর্ণেনামিততেজসা ॥ ৯
ধোধূয়মানস্য ভৃশং ধনুষঃ শৃণু নিঃস্বনম্।
এতে দীর্ঘাস্তি সমরাৎ পাকালানাং মহারথাঃ ॥১০
দৃষ্ট্বা কেশরিণং ক্রুদ্ধং মৃগা ইব মহাবনে।
সর্বযত্নেন কৌন্তেয় হন্তুমর্হসি সূতজম্ ॥ ১১
ন হি কর্ণশরানন্দঃ সোঢ়ুমুৎসহতে নরঃ।
সদেবাসুরগন্ধর্বাংস্ত্রীল্লোকান্ সচরাচরান্ ॥ ১২
ত্বং হি জেতুং রণে শক্তস্তথৈব বিদিতং মম।
ভীমমুগ্রং মহাত্মানং ব্রাহ্মং শর্বং কপর্দিনম্ ॥ ১৩
ন শক্তা দ্রষ্টুমীশানং কিং পুনর্যোধিতুং প্রভুম্।
যস্য সাক্ষান্মহাদেবঃ সর্বভূতশিবঃ শিবঃ ॥ ১৪
যুদ্ধেনারাধিতঃ স্থাণুর্দেবাংশ্চ বরদাস্তব।
তস্য পার্থ প্রসাদেন দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১৫
জহি কর্ণং মহাবাহো নমুচিং শুক্রতা যথা
শ্রেয়স্তেঽস্তু সদা পার্থ যুদ্ধে জয়মবাপ্নুহি ॥ ১৬

অর্জুন উবাচ।

ধ্রুব এষ জয়ঃ কৃষ্ণ মম নাত্রাস্তি সংশয়ঃ।
সর্বলোকগুরুর্যস্ত্বং ত্রুটোঽসি মধুসূদন ॥ ১৭
চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ রথং মম মহারথ।
নাহত্বা সমরে কর্ণং নিবর্তিষ্যতি ফাল্গুনঃ ॥ ১৮
অদ্য কর্ণং হতং পশ্য মদ্ভল্লৈঃ সকলীকৃতম্।
মাং বা দ্রক্ষ্যসি গোবিন্দ কর্ণেন নিহতং শরৈঃ ॥ ১৯
উপস্থিতমিদং ঘোরং যুদ্ধং ত্রৈলোক্যমোহনম্।
যস্যন্তি কবয়শ্চাদ্য যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি ॥ ২০
এবং ব্রুবংস্তদা পার্থঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্
প্রত্যাদ্রবদ্যতো রথেনাস্য গজঃ প্রতি গজো যথা ॥ ২১
পুনরপ্যাহ তেজস্বী পার্থঃ কৃষ্ণমরিন্দমম্।
চোদয়াশ্বান হৃষীকেশ কালোঽয়মতিবর্ততে ॥ ২২

অমিততেজস্বী কর্ণ নিজের শত্রুটিকে তাহাদেরই সহিত আপোষিত করিতেছে। তাহার এই চৈতন্যোদয় অল্প পূর্ব প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধেও ধারাইয়া দিয়া উচিত হইতেছে—অনুঃ কঃ। ২।

যেরূপ মহাবনে ক্রুদ্ধ সিংহকে দেখিয়া পলাইয়া যায়, সেইরূপ এই পাঞ্চাল মহারথীরা নিজ নিজ সৈন্যদলের সহিত কর্ণকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে। ১০।

হৃষীকেশ! তোমাকে সর্বপ্রকারে যত্নসহকারে সূতপুত্র কর্ণকে বিনাশ করিতে হইবে। অপর কোনও মানুষ কর্ণের বাণসকলকে সহ্য করিতে পারিবে না। ১১।

দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং চরাচর প্রাণিগণের সহিত ত্রিলোককে তুমি রণাঙ্গনে জয় করিতে পার, ইহা আমি ভালভাবেই জানি। ১২।

যাঁহার মূর্তি অতিশয় উগ্র ও ভয়ঙ্কর, যিনি মহাত্মা, যাঁহার তিনটি নয়ন ও মস্তকে জটাভার আছে, সেই সর্বসমর্থ ঈশ্বর ভগবান্ শঙ্করকে অপর কোন ব্যক্তি দেখিতেই সমর্থ হয় না; সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে? কিন্তু সমস্ত জীবের কল্যাণকারী সেই স্থাণুস্বরূপ মহাদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করকে তুমি যুদ্ধের দ্বারা আরাধনা করিয়াছ; অন্য দেবতাগণও তোমাকে বরদান করিয়াছেন। মহাবাহু পার্থ! সেই কারণে সেই দেবাধিদেব ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় কর্ণকে সেইভাবে বিনাশ কর, যেরূপ বৃত্রাসুরকে দেবরাজ ইন্দ্র বিনাশ করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম! তোমার মঙ্গল কল্যাণ হউক। তুমি যুদ্ধে অগ্রসর হও। ১৩-১৬

অর্জুন বলিলেন,—মধুসূদন! হঁয়। আমার জয়লাভ অবশ্যই হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই কারণ, সমস্তলোকের গুরু আপনি আমার উপর প্রসন্ন আছেন। ১৭

মহারথী হৃষীকেশ! আপনি আমার রথ ও অশ্বগণকে চালনা করুন। এখন অর্জুন সমরাঙ্গনে কর্ণকে বধ না করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না। ১৮

গোবিন্দ! আজ আপনি আমার বাণসমূহে নিহত কর্ণকে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে দেখিবেন। ১৯

আজ ত্রিলোকের মোহকর এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যতকাল পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, ততকাল জগতের সকল লোকই এই যুদ্ধের চর্চা করিতে থাকিবে। ২০

অনায়াসে মহৎ কর্ম করিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিতে বলিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই সময় রথের দ্বারা অতিক্রান্ত কর্ণের নিকটে সেইভাবে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ কোন হাতীর সম্মুখীন হইবার জন্য অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী হাতী উপস্থিত হইয়া থাকে। ২১

সেই সময় তেজস্বী পার্থ পরন্তপ শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—হৃষীকেশ! অশ্বগণকে চালিত করুন। সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। ২২

এবমুক্তস্তদা তেন পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
জয়েন সম্পূজ্য স পাণ্ডবং তদা
প্রচোদয়ামাস হয়ান্ মনোজবান্
স পাণ্ডুপুত্রস্য রথো মনোজবঃ
ক্ষণেন কর্ণস্য রথাগ্রতোঽভবৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি কর্ণার্জুনদ্বৈরথে বাসুদেববাক্যে
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়সূচক আশীর্বাদের দ্বারা তাঁহাকে আদর করত সেই সময় মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে তীব্রবেগে চালাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের এই মনোজব (মনের ন্যায় বেগগামী) রথ একই ক্ষণের মধ্যে কর্ণের রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধপ্রসঙ্গে বাসুদেবের বাক্যবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণার্জুনয়োরুপস্থিতিঃ, তয়োর্জয়-পরাজয়বিষয়ে সর্বপ্রাণিনাং সংশয়ঃ, ব্রহ্মশঙ্করকর্তৃকার্জুনস্য বিজয়ঘোষণা, শল্যেন সহ কর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ অর্জুনস্য চ আলাপঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বৃষসেনং হতং দৃষ্ট্বা শোকামর্ষসমন্বিতঃ।
পুত্রশোকোদ্ভবং বারি নেত্রাভ্যাং সমবাসৃজৎ ॥ ১
রথেন কর্ণস্তেজস্বী জগামাভিমুখো রিপুম্।
যুদ্ধায়ামর্ষতাম্রাক্ষঃ সমাধুয় ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২
তৌ রথৌ সূর্যসঙ্কাশৌ হৈমব্রজপরিষ্কৃতৌ
সমেতৌ দদৃশুস্তত্র দ্যাবিবার্কৌ সমুদ্গতৌ ॥ ৩
শ্বেতাশ্বৌ পুরুষৌ দিব্যাবাস্থায়ৈতাবরিন্দমৌ।
শুশুভাতে মহাত্মানৌ চন্দ্রাদিত্যৌ যথা দিবি ॥ ৪
তৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা জগ্মুঃ সর্বসৈন্যানি মারিষ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যত্তাবিন্দ্রবৈরোচনাবিব ॥ ৫
রথজ্যাতলনির্ঘোষৈর্বাণ-সিংহরবৈস্তথা।
তৌ রথাবভিধাবন্তৌ সমালোক্য মহীক্ষিতাম্ ॥ ৬
ক্ষুব্ধৌ চ দৃষ্ট্বা সংরব্ধৌ বিস্মিতাঃ সমপদ্যত।
হস্তিকক্ষ্যৌ কর্ণস্য বানরশ্চ কিরীটিনঃ ॥ ৭

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধে উপস্থিতি, ইঁহাদের জয়-পরাজয় বিষয়ে প্রাণিগণের মধ্যে সংশয়, ব্রহ্মা ও শঙ্করকর্তৃক অর্জুনের জয় ঘোষণা, কর্ণ ও শল্যের এবং অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যখন কর্ণ বৃষসেনকে নিহত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি শোক ও অমর্ষের বশীভূত হইয়া নিজের দুই চক্ষু হইতে পুত্রশোকজনিত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১

তারপর তেজস্বী কর্ণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত নিজের শত্রু অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ২

ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত ও সূর্যতুল্য তেজস্বী এই দুইটি রথ যখন একত্রিত হইল, তখন সকল লোকেই ইহা মনে করিতে লাগিল যে, দুইটি সূর্য উদিত হইয়াছে ॥ ৩

উহা বীরেরই অশ্বগণ শ্বেতবর্ণের ছিল; উহারই দিব্য পুরুষ ও শত্রুমর্দন করিতে সমর্থ ছিলেন। এই দুই মহাত্মা বীর আকাশে বিরাজমান চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় রথাসনে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪

যাদবগণ। ত্রিভুবনকে জয় করিবার জন্য যজ্ঞপরায়ণ দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচনপুত্র বলির ন্যায় এই দুই বীরকে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণই বিস্ময়াবিষ্ট হইল ॥ ৫

রথ, ধনুর গুণ ও হস্তত্রাণের শব্দ, বাণসকলের সন্ সন্ শব্দ এবং সিংহনাদের সহিত উভয় রথকে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া এবং এই দুই রথের অশ্বকে একত্রে সম্মুক্ত হইয়া যাইতে দেখিয়া ভূপতিগণের বিস্ময় উপস্থিত হইল। কর্ণের রথে হস্তীর ন্যায় বৃহৎ (শিখর) চিহ্ন ছিল ও কিরীটধারী অর্জুনের রথে মূর্তিমান্ হনুমান্ উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৬-৭

তৌ রথৌ সম্প্রসক্তৌ তু দৃষ্ট্বা ভারত পাণ্ডবাঃ।
সিংহনাদরবাংশ্চক্রুঃ সাধুবাদাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা চ হৈরথং তাভ্যাং তত্র যোধাঃ সহস্রশঃ।
চক্রুর্বাহুধ্বনাংশ্চৈব তথা হৈলাবধূননম্ ॥ ৯
আজঘ্নুঃ কুরবস্তত্র বাদিত্রাণি সমন্ততঃ।
কর্ণং প্রহর্ষয়ন্তস্তে শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ সর্বশঃ ॥ ১০
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে হর্ষয়ন্তো ধনঞ্জয়ম্।
তূর্যশঙ্খনিনাদেন দিশঃ সর্বা ব্যনাদয়ন্ ॥ ১১
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতোৎক্রুষ্টৈস্তুমুলং সর্বতোঽভবৎ।
বাহুশব্দৈশ্চ শূরাণাং কর্ণার্জুনসমাগমে ॥ ১২
তৌ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রৌ রথস্থৌ রবিনাং বরৌ।
প্রগৃহীতমহাচাপৌ শর-শক্তি-ধনুর্ধরৌ ॥ ১৩
বর্মিণৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ শ্বেতাশ্বৌ শঙ্খশোভিতৌ।
তূণীরবরসম্পন্নৌ ধ্বজপ্রেষ্যৌ সুদর্শনৌ ॥ ১৪
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গৌ সমদৌ গোবৃষাবিব।
চাপবিস্ফারবজ্রোপেতৌ শস্ত্রসম্পরিঘোষিণৌ ॥ ১৫
চামরব্যজনোপেতৌ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতৌ।
কৃষ্ণশল্যরথোপেতৌ তুল্যরূপৌ মহারথৌ ॥ ১৬
সিংহস্কন্ধৌ দীর্ঘভুজৌ রক্তাক্ষৌ হেমমালিনৌ।
সিংহস্কন্ধপ্রতীকাশৌ ব্যূঢ়োরস্কৌ মহাবলৌ ॥ ১৭
অন্যোন্যবধমিচ্ছন্তাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তৌ গোষ্ঠে গোবৃষভাবিব।
প্রভিন্নাবিব মাতঙ্গৌ সুসংরব্ধাবিবাচলৌ ॥ ১৮
আশীবিষবিষপ্রখ্যৌ যমকালান্তকোপমৌ।
ইন্দ্রবৃত্রাবিব ক্রুদ্ধৌ সূর্যা-চন্দ্রসমপ্রভৌ ॥ ১৯
মহাগ্রহাবিব ক্রুদ্ধৌ ঘূপাঙ্কায় সমুত্থিতৌ।
দেবগর্ভৌ দেবরূপৌ দেবতুল্যৌ চ রূপতঃ ॥ ১০

রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গ ইত্যাদি—এই দুই রথকে পরস্পরের সহিত সংযুক্তের ন্যায় দেখিয়া সমস্ত কুরুসৈন্য সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রচুর সাধুবাদপ্রদান করিতে থাকিলেন। ৮

এই উভয় যোদ্ধাকে রৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া সেখানে অবস্থিত সহস্র সহস্র যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহুর আস্ফোটন ও বস্ত্র ঘুরাইতে লাগিলেন। ৯

তখনকার কর্ণের হর্ষবর্ধন করিবার জন্য কৌরব-সৈন্যরা সেখানে সর্বদিক্ হইতে বাদ্য বাজাইতে ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০

এইরূপ সমস্ত পাণ্ডবেরাও অর্জুনের হর্ষবর্ধন করিতে করিতে বাদ্যসকল ও শঙ্খসমূহের ধ্বনিতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ১১

কর্ণ ও অর্জুনের এই সংগ্রামে বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদ, বাহুর আস্ফোটন, গর্জন ও হুঙ্কার শব্দের দ্বারা সেখানে চারিদিকে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। ১২

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রথে অবস্থিত এবং রথী বীরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। উভয়েই বাণ, শক্তি ও ধনুকে সম্পন্ন এবং কবচধারী ছিলেন। উভয় বীরেরই তূণীরে (কোষে) উত্তমরূপ বাণ ছিল। দুই জনের অশ্বগণও শ্বেত বর্ণের ছিল। এই উভয়ে শঙ্খে সুশোভিত, উত্তম তূণীরযুক্ত এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর ছিলেন। উভয়ের দেহে রক্ত চন্দন অনুলিপ্ত ছিল। এই দুই বীর বৃষভের ন্যায় মত্ত ছিলেন। উভয়েই বজ্র ও অস্ত্র বিদ্যাবিশারদ কান্তিমান্ ছিল। উভয়েই অস্ত্রসঞ্চালনের দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন। উভয়ে চামর ও ব্যজনযুক্ত এবং শ্বেতচ্ছত্রে সুশোভিত ছিলেন। একরথের সারথি ছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যের সারথি ছিলেন শল্য। এই উভয় মহারথেরই রূপ যেন একই ছিল। ইহাদের স্কন্ধ সিংহস্কন্ধসদৃশ মাংসল ছিল, বাহুদ্বয় বিশাল এবং চক্ষুযুগল রক্তবর্ণ ছিল। উভয়ে স্বর্ণমালাধারী ছিলেন ও সিংহ স্কন্ধসদৃশ উরুস্কন্ধবিশিষ্ট ছিলেন। উভয়ের বক্ষ বিশাল ছিল এবং উভয়েই অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন। ইহারা পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী এবং পরস্পরকে জয় করিতে সচেষ্ট ছিলেন। গোষ্ঠে বৃষভদ্বয় যেমন দুইটি বৃষের জন্য এই দুই বীর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। মদধারাবাহী মদোন্মত্ত হস্তিযুগল উভয়েই রোষাবিষ্ট, পর্বতসদৃশ অবিচল এবং বিষয়ের দর্শনীয়রূপ ছিলেন। ইহারা উভয়েই বল, তেজ ও অস্ত্রবলসম্পন্ন অসুরের প্রতীত হইতে ছিলেন এবং ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় পরস্পরের প্রতি ক্রোধী ছিলেন। ইহারা তখন সূর্য ও চন্দ্রসদৃশ নিজ নিজ প্রভা বিকীরণ করিতেছিলেন। ক্রোধপূর্ণ দুইটি মহাগ্রহবৎ যেন প্রলয়সাধন করিতে উদ্যত এই দুই বীর দেববালক, দেবগর্ভতুল্য বলশালী এবং দেবসদৃশ রূপবান্ ছিলেন। দৈবেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন কর্ণ ও অর্জুন সমরাঙ্গণে অতিশয় বলবান্, অতিমানী এবং যুদ্ধের জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন।

বপুষ্মন্তৌ সমাদাতৌ সূর্যাচন্দ্রমসৌ যথা।
বলিনৌ সমরে দৃপ্তৌ নানাশস্ত্রধরৌ যুধি ॥ ১১
তৌ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রৌ শার্দূলাবিব বিষ্টিতৌ।
বভূব পরমো হর্ষস্তাবকানাং বিশাম্পতে ॥ ১২
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে সমপদ্যত।
সমেতৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ প্রেক্ষ্য কর্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১৩
উভৌ বরায়ুধবরাবুভৌ রণকৃতশ্রমৌ।
উভৌ চ বাহ্যসঙ্ঘেন নাদয়ন্তৌ নভস্তলম্ ॥ ১৪
উভৌ বিক্রান্তকর্মাণৌ পৌরুষেণ বলেন চ।
উভৌ চ সদৃশৌ যুদ্ধে শস্ত্ররামররাজয়োঃ ॥ ১৫
কার্তবীর্যসমৌ চোভৌ তথা দাশরথেঃ সমৌ।
বিষ্ণুবীর্যসমৌ চোভৌ তথা ত্রিদশসমৌ যুধি ॥ ১৬
উভৌ শ্বেতহয়ৌ রাজন্ রথপ্রবরবাহিনৌ
সারথী প্রবরৌ চৈব তয়োরাস্তাং মহারথে ॥ ১৭
ততো দৃষ্ট্বা মহারাজ রাজমানৌ মহারথৌ।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ॥ ১৮
তব পুত্রাস্ততঃ কর্ণং সবলা ভরতর্ষভ।
পরিবব্রুর্মহাত্মানং ক্ষিপ্রমায়বশোভিনম্ ॥ ১৯
তথৈব পাণ্ডবা হৃষ্টা দৃষ্ট্বাস্ত্রপুরোগমাঃ।
পরিবব্রুর্মহাত্মানং পার্থমপ্রতিমং যুধি ॥ ৩০
(যমৌ চ চেকিতানশ্চ প্রদ্যুম্নাশ্চ প্রভদ্রকাঃ।
নানাদেশ্যাশ্চ যে শূরাঃ শিষ্টা যুদ্ধাভিনন্দিনঃ ॥
তে সর্বে সহিতা হৃষ্টাঃ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্।
ব্যরুরিষন্তঃ শত্রূণাং পত্ত্যশ্ব-রথ-কুঞ্জরৈঃ ॥
ধনঞ্জয়স্তু বিজয়ে বৃতঃ কর্ণবধেঽপি চ।
তথৈব তাবকাঃ সর্বে যত্তাঃ সেনাপ্রহারিণঃ।
দুর্যোধনমুখা রাজন্ কর্ণং জুগুপুরাহবে।
তাবকানাং রণে কর্ণো গ্লহো হ্যাসীদ্ বিশাম্পতে।
তথৈব পাণ্ডবেয়ানাং গ্লহঃ পার্থোঽভবৎ তদা ॥ ৩১
ত এব সভ্যাস্তত্রাসন্ প্রেক্ষকাশ্চাভবন্ স্ম তে।
তত্রৈবাং গ্লহমানানাং ক্রয়ো জয়-পরাজয়ৌ ॥ ৩২

প্রধানাথ! সম্মুখে অবস্থিত ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী এই দুই নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুনকে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইল ॥ ১০-১২

পুরুষপ্রধান কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে একত্রে যুদ্ধে সমবেত হইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কোন একজনের পক্ষে অনুমান করা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল ॥ ১৩

উভয়েই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবলে বলীয়ান হইয়াছিলেন, উভয়ে যুদ্ধ-শিক্ষা সময়ে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং উভয়েই নিজ নিজ বাহু শব্দে আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন ॥ ১৪

উভয়েই নিজ নিজ কর্মে বিখ্যাতযশা ছিলেন। যুদ্ধে পুরুষকার এবং বলে উভয়েই শস্ত্রধারী ও দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য ছিলেন ॥ ১৫

উভয়েই যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুন, দশরথনন্দন শ্রীরাম, ভগবান্ বিষ্ণু এবং ভগবান্ শঙ্করসদৃশ পরাক্রমশালী ছিলেন ॥ ১৬

রাজন্! উভয়েরই অশ্বগণ শ্বেতবর্ণের ছিল। দুই বীর শ্রেষ্ঠ রথে আরূঢ় ছিলেন এবং এই মহাসমরে উভয় যোদ্ধারই সারথি শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! সেখানে সুশোভিত অবস্থায় এই দুই মহারথী বীরকে দেখিয়া সিদ্ধ ও চারণগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখনকার সৈন্যগণ আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে সুশোভিত মহাত্মা কর্ণকে আপন সকল চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

এইরূপ হৃষ্ট দৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-বীরগণ যুদ্ধে অতুলনীয় বীর্য মহাত্মা কৃষ্ণসহিত অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩০

(নকুল, সহদেব, চেকিতান, অতিশয় দুই প্রভদ্রকগণ, নানা-দেশবাসী যোদ্ধারা এবং অবশিষ্ট অন্যান্য যুদ্ধাভিনন্দী সৈন্যগণ ইহারা সকলে একত্রে সমবেত হইয়া অর্জুনকে চারিদিকে বেষ্টন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জুনের অভিলাষ ও কর্ণের বিনাশের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া এই সব যোদ্ধারা পদাতি সৈন্য রথ ও হস্তিগণের দ্বারা অর্জুনকে রক্ষা করিতে অভিলাষী ছিলেন।

রাজন্! এইরূপ দুর্যোধনাদি আপনার সকল পুত্র ভাইয়ের ও সমস্ত সৈন্যদের উপর প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধস্থলে কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।)

প্রধানাথ! আপনার পক্ষে দ্যূতরূপ পাশা খেলায় কর্ণকে পণরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছিল। এইরূপ পাণ্ডবদের-পক্ষে যুদ্ধীষ্ঠিরের অর্জুনকে পণ রাখা হইয়াছিল ॥ ৩১

যাহারা পূর্বের পাশাখেলার দর্শক ছিলেন, তাঁহারা এই স্থলেও সভ্যরূপে হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধরূপ পাশাখেলায় নিরত

তাভ্যাং দ্যূতং সমাসক্তং বিজয়ায়েতরায় চ ।
অম্বাকং পাণ্ডবানাঞ্চ দ্বিতানাং রণমূর্ধনি ॥ ৩৩
তৌ তু দ্বিতৌ মহারাজ সমরে যুদ্ধশালিনৌ ।
অন্যোন্যং প্রতিসংরব্ধাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৩৪
তাবুভৌ প্রজিহীর্ষন্তাবিন্দ্র-বৃত্রাবিব প্রভো ।
ভীমরূপধরাবাস্তাং মহাধূমাবিব গ্রহৌ ॥ ৩৫
অতোঽন্তরিক্ষে সাক্ষেপা বিবাদা ভরতর্ষভ ।
মিথো ভেদাশ্চ ভূতানামাসন্ কর্ণার্জুনান্তরে ॥ ৩৬
ব্যাজহ্রুশ্চ মিথো হিত্বা সর্বলোকাস্তু মারিষ ।
দেব-মানব-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ॥ ৩৭
প্রতিপক্ষগ্রহা চক্রুঃ কর্ণার্জুনসমাগমে ।
দ্যৌরাসীৎ সূতপুত্রস্য পক্ষে মাতেব বিষ্ঠিতা ॥ ৩৮
ভূমির্ধনঞ্জয়স্যাসীন্মাতেব ভরতর্ষভ ।
গিরয়ঃ সাগরাশ্চৈব নদাশ্চ সরসাস্তথা ॥ ৩৯
বৃক্ষাস্তৌষধয়শ্চৈব ব্যাশ্রিতস্তু কিরীটিনম্ ।
অসুরা যাতুধানাশ্চ গুহ্যকাশ্চ পরন্তপ ॥ ৪০

যোদ্ধগণের মধ্যে একের জয় ও অপরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল ॥ ৩২

এই উভয়ের যুদ্ধের সম্ভবতাগে অবস্থিত আমাদের এবং পাণ্ডবদের জয় এবং পরাজয়ের জন্য রণভূমিতে আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ৩৩

মহারাজ! যুদ্ধে হৃষ্টপোষ্টত এই দুই বীর কর্ণ ও অর্জুন দৃপ্তিত হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

প্রভো! ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে প্রহার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই সময় এই দুই বীর মহাকেতুগ্রহদ্বয়ের তুল্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অন্তরিক্ষে স্থিত সমস্ত ভূতগণের মধ্যে কর্ণ ও অর্জুনের জয়-পরাজয় বিষয় লইয়া পরস্পর আক্ষেপযুক্ত (নিন্দাপূর্ণ) বিবাদ ও মতভেদ উপস্থিত হইল ॥ ৩৬

মান্যবর! তখন সকল লোকেই পরস্পর ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিতেছে শুনা যাইল। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষস—ইঁহারা সকলে কর্ণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ বিষয়ে পক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বন করিলেন ॥ ৩৭½

দ্যৌ (আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) মাতার ন্যায় সূতপুত্র কর্ণের পক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভূদেবী মাতার তুল্য ধনঞ্জয়ের জয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৩৮½

তে কর্ণং সমবর্তন্ত সূতরূপাঃ সমন্ততঃ
মুনয়শ্চারণাঃ সিদ্ধা বৈনতেয়া বয়াংসি চ ॥ ৪১
বেদাশ্চ বিবিধাঃ সর্বে বেদাঙ্গান্যখিলানি চ ।
সোপবেদোপনিষদঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ ॥ ৪২
বাসুকিশ্চিত্রসেনশ্চ তক্ষকো মণিকস্তথা ।
সর্পাশ্চৈব তথা সর্বে কার্যবেয়াশ্চ সাধবঃ ॥ ৪৩
বিষবন্তো মহারাজ নাগাশ্চার্জুনতোঽভবন্ ।
ঐরাবতাঃ সৌরভেয়া বৈশালেয়াশ্চ তোয়িনঃ ॥ ৪৪
এতেঽভবন্নর্জুনতঃ ক্ষুদ্রসর্পাশ্চ কর্ণতঃ ।
ঈহামৃগা ব্যালমৃগা মাঙ্গল্যাশ্চ মৃগদ্বিজাঃ ॥ ৪৫
পার্থস্য বিজয়ে রাজন্ সর্ব এবাভিসংস্কৃতাঃ ।
বসবো রুদ্রতঃ সাধ্যা রুদ্রা বিশ্বেঽশ্বিনৌ তথা ॥ ৪৬
অগ্নিরিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ পবনোঽথ দিশো দশ ।
বনস্পত্যশ্চ যে পক্ষে আদিত্যাঃ কর্ণতোঽভবন্ ॥ ৪৭
বিশঃ শূদ্রাশ্চ সূতাশ্চ যে চ সঙ্করজাতয়ঃ ।
সর্বসঙ্ঘে মহারাজ রাধেয়মভজংস্তদা ॥ ৪৮

পর্বত, দনুজ, সরল বৃক্ষ, বৃক্ষ ও ওষধিসকল—ইহারা সকলে অর্জুনের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৯½

শত্রুতাপন বীর! অসুর, যাতুধান ও গুহ্যকগণ—ইহারা সকলে প্রসন্নচিত্ত হইয়া কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল ॥৪০½

মহারাজ! মুনি, চারণ, সিদ্ধ, গরুড়, পক্ষী, বসু, নিধি, উপবেদ, উপনিষৎ, রহস্য, সংগ্রহ ও ইতিহাস পুরাণসহ সম্পূর্ণ বেদ, বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, সমস্ত সর্প, বিষেরের যশস্বী সন্তানগণ এবং বিষযুক্ত নাগ, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয় সর্প সকল—ইঁহারা সকলে অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। আর ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষে রহিলেন ॥ ৪১-৪৪½

রাজন্! ঈহামৃগ(নেকড়ে বাঘ), ব্যালমৃগ (হিংস্র পশু), মঙ্গল-সূচক মৃগ, পশু, পক্ষী, সিংহ এবং ব্যাঘ্রগণ—ইহারা সকলেই অর্জুনের বিজয় বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥৪৫½

বসু, রুদ্র, সাধ্য, রুদ্র ও বিশ্বে দেবগণ এবং অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও দিক্‌সকল অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। (ইন্দ্রমাতৃক বৃক্ষ) আদিত্যগণ কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! বৈশ্য, শূদ্র, সূত ও সঙ্কর জাতির সকল মানুষ সেই সময় রাধাপুত্র কর্ণের পক্ষে রহিলেন ॥ ৪৬-৪৮

যেষাস্তু পিতৃভিঃ সার্ধং সমগাঃ সমপাদুগাঃ।
যমো বৈশ্রবণশ্চৈব বরুণশ্চ যতোঽর্জুনঃ ॥ ৭৯
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ যজ্ঞাশ্চ দক্ষিণাশ্চার্জুনং শ্রিতাঃ।
প্রেতাশ্চৈব পিশাচাশ্চ ক্রব্যাদাশ্চ মৃগাণ্ডজাঃ ॥ ৮০
রাক্ষসাঃ সহ বাদোভিঃ শ্বশৃগালাশ্চ কর্ণজঃ।
দেব-ব্রহ্ম-নৃপর্ষীণাং গণাঃ পাণ্ডবতোঽভবন্ ॥ ৮১
দুন্দুভ্যশ্চ মুখা রাজন্ গন্ধর্বাশ্চ যতোঽর্জুনঃ।
প্রাধেয়াঃ সহযৌনেয়া গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৮২
(সহাপ্সরোভিঃ শুক্লাভির্দেবদূতাশ্চ শুষ্মকাঃ।
কিরীটিনং সংশ্রিতাঃ স্ম পুণ্যগন্ধা মনোরমাঃ ॥
অমনোজ্ঞাশ্চ যে গন্ধাস্তে সর্বে কর্ণমাশ্রিতাঃ।
বিপরীতাস্তরিষ্টানি ভবন্তি বিনশিষ্যতাম্ ॥
যে চাস্তকালে পুরুষং বিপরীতমুপাশ্রিতম্।
প্রবিশন্তি নরং ক্ষিপ্রং মৃত্যুকালেঽনুপাগতে ॥
তে ভাবাঃ সহিতাঃ কর্ণং প্রবিষ্টাঃ সূতনন্দনম্।
ওজস্তেজশ্চ সিদ্ধিশ্চ প্রভবঃ সহ-বিক্রমৌ ॥

মনস্তুষ্টির্ধৃতিশ্চাপি তথাঽঽনন্দো নৃপোত্তম।
ঈদৃশানি নরব্যাঘ্র তস্মিন্ সংগ্রামসাগরে ॥
নিমিত্তানি চ শুভ্রাণি বিবিশুর্জিষ্ণুমাহবে।
ঋষয়ো ব্রাহ্মণৈঃ সার্ধমভজন্ত কিরীটিনম্ ॥
ততো দেবগণৈঃ সার্ধং সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
বিধাভূতা মহারাজ ব্যাজহ্রুস্তু নরোত্তমৌ ॥
বিমানানি বিচিত্রাণি গুণবন্তি চ সর্বশঃ।
সমারুহ্য সমাজগ্মুর্দ্বৈরথং কর্ণ-পার্থয়োঃ ॥)
ঈহামৃগাঃ পক্ষিগণা দ্বিপাশ্বরথপত্তিভিঃ।
উত্তমাস্তাস্তথা মেধ্যৈর্বায়ুনা চ মনীষিণঃ ॥ ৯০
বিদৃঙ্ময়ঃ সমাজগ্মুঃ কর্ণার্জুনসমাগমম্।
দেব-দানব-গন্ধর্বা নাগযক্ষাঃ পতত্রিণঃ ॥ ৯১
মহর্ষয়ো বেদবিদঃ পিতরশ্চ স্বধাভুজঃ।
তপোবিদ্যাস্তথৌষধ্যো নানারূপবলান্বিতাঃ ॥ ৯২
অন্তরিক্ষে মহারাজ বিমলশ্চোঽবতস্থিরে।
ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্ধং প্রজাপতিভিরেব চ ॥ ৯৩

নিজেদের গণ (সেনাদি) ও অনুগ যোদ্ধাদের সহিত দেবতা ও পিতৃগণ এবং যম, কুবের ও বরুণ অর্জুনের পক্ষে যাইলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ ও দক্ষিণাসকল অর্জুনেরই পক্ষে দাঁড়াইল ॥ ৭৯-৮০

প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী পশু পক্ষী, রাক্ষস, জলজন্তু, কুকুর ও শৃগালগণ কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিল ॥ ৮১

রাজন্! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের সঙ্গে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। দুন্দুভ প্রভৃতি গন্ধর্ব, প্রাধা ও মুনি হইতে উৎপন্ন গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণেরও সমূহ অর্জুনেরই পক্ষে রহিলেন ॥ ৮১-৮২

(উক্ত অপ্সরাগণ সহ দেবদূত ও শুষ্মকগণ এবং মনোরম পবিত্র সুগন্ধসকল—এই সমস্ত কিরীটধারী অর্জুনের পক্ষে আসিলেন এবং মনের অপ্রিয় যে সমস্ত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ ছিল, তাহারা সকলে কর্ণের পক্ষে যাইল।

বিনাশোন্মুখ প্রাণিগণের সম্মুখে যে সমস্ত বিপরীত অনিষ্ট প্রকাশিত হয়, বিনাশকালে বিপরীতভাব আশ্রয়কারী মনুষ্যের মধ্যে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে পর যে ভাব উদিত হয়, এই ভাব ও অনিষ্টসকল একত্রে কর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

নরব্যাঘ্র! নৃপশ্রেষ্ঠ! ওজ, তেজ, সিদ্ধি, ধৃতি, সত্য, পরাক্রম, মানসিক সন্তোষ, বিজয় ও আনন্দ—এই সমস্ত ভাব এবং শুভ নিমিত্তসমূহ এই যুদ্ধসাগরে বিজয়শীল অর্জুনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ব্রাহ্মণগণের সহিত ঋষিগণ কিরীটধারী অর্জুনের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবদল ও চারণগণের সহিত সিদ্ধসকল দুই দলে বিভক্ত হইয়া এই দুই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন এবং কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিলেন।

ইহারা সকলে বিচিত্র ও গুণবান্ বিমানসমূহের উপর আরোহণ করত কর্ণ এবং অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

হিংস্রজন্তুসহ ক্ষুদ্র ব্যাল ও পক্ষিগণ এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসকলের সহিত দ্বিজ মনীষী পুরুষগণ বায়ু এবং মেঘকে বাহন করিয়া কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯০

মহারাজ! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ, পক্ষী, দেবজ মহর্ষি ও স্বধাভোজী (শ্রাদ্ধান্নভোজী) পিতৃগণ এবং তপ, বিদ্যা ও নানাবিধ রূপ ও বলসম্পন্ন ওষধিসকল—ইহারা সকলে কোলাহল করিতে করিতে অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯১-৯২

ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত ব্রহ্মা এবং মহাদেবও দিব্য বিমানে অবস্থান করত সেই দেশে আগমন করিলেন ॥ ৯৩

তবৈতৌ স্থিতৌ যানে দিব্যে তং দেবমাগমৎ।
সমেতৌ তৌ মহাত্মানৌ দৃষ্ট্বা কর্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৫৭
অর্জুনো জয়তাং কর্ণমিতি শক্রোঽব্রবীত্তদা।
জয়তামর্জুনং কর্ণ ইতি সূর্যোঽভ্যভাষত ॥ ৫৮
হন্যাদর্জুনো মম সুতঃ কর্ণো জয়তু সাম্যুগে।
হত্বা কর্ণং জয়তত্ত মম পুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৫৯
ইতি সূর্যস্য চৈবাসীদ্ বিবাদো বাসবস্য চ।
পক্ষসংস্থিতয়োস্তত্র তয়োর্বিবৃধসিংহয়োঃ ॥
দ্বৈপক্ষ্যমাসীদ্ দেবানামসুরাণাঞ্চ ভারত ॥ ৬০
সমেতৌ তৌ মহাত্মানৌ দৃষ্ট্বা কর্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
অকম্পন্ত ত্রয়ো লোকাঃ সহদেবর্ষিচারণাঃ ॥ ৬১
সর্বে দেবগণাশ্চৈব সর্বভূতানি যানি চ।
যতঃ পার্থস্ততো দেবা যতঃ কর্ণস্ততোঽসুরাঃ ॥ ৬২
রথযূথপয়োঃ পক্ষৌ কুরু-পাণ্ডবযোধয়োঃ।
দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং দেবাঃ স্বয়ম্ভুবমচোদয়ন্ ॥ ৬৩

দেবঃ দুই মহাত্মা বীর কর্ণ ও অর্জুনকে যুদ্ধে সমবেত হইতে দেখিয়া সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন—অর্জুন কর্ণকে জয় করিবে। ৫৭½

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যদেব বলিলেন,—না, কর্ণই অর্জুনকে জয় করিবে। আমার পুত্র যুদ্ধে অর্জুনকে বিনাশ করিয়া জয় লাভ করিবে। তখন ইন্দ্র বলিলেন—না, আমার পুত্র অর্জুন কর্ণকে সংগ্রামে পূর্বক জয়লাভ করিবে। ৫৮-৫৯

এইভাবে সূর্য ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হইতে লাগিল। এই দুই দেবশ্রেষ্ঠ দেখিলে এক এক পক্ষে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারত! দেবতা ও অসুরগণের মধ্যেও তখন দুই পক্ষ ভাব উপস্থিত হইল। ৬০

মহাত্মা কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সমবেত দেবতা, ঋষি ও চারণগণের সহিত তিন লোকের প্রাণীরা কাঁপিতে লাগিলেন। ৬১

সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত প্রাণিগণও ভীত হইয়া উঠিলেন। যে দিকে অর্জুন ছিলেন, সেই দিকে দেবগণ এবং যে দিকে কর্ণ ছিলেন, সেই দিকে অসুরগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬২

রথযূথপতি কর্ণ ও অর্জুন কৌরব এবং পাণ্ডব দলের প্রধান বীর ছিলেন। ইহাদের বিষয়ে দুইটি পক্ষ দেখিয়া দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬৩

কোঽনয়োর্বিজয়ী দেব কুরু-পাণ্ডবযোধয়োঃ।
সমোঽস্তু বিজয়ো দেব এতয়োর্নরসিংহয়োঃ ॥৬৪
কর্ণার্জুনবিবাদেন সর্বং সংশয়িতং জগৎ।
ব্রূহি নস্তত্ত্বমেতয়োর্বিজয়ং প্রভো ॥ ৬৫
ব্রূহি তত্ত্বাকাং সমোঽস্তু সিদ্ধয়োঽনয়োঃ।
ভবৎপ্রসূত্য মঘবা প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥ ৬৬
বাক্যমপ্রতমেবেদমিদং মতিমতাং বরঃ।
পূর্বং ভগবতা প্রোক্তং কৃষ্ণয়োর্বিজয়ো ধ্রুবঃ ॥ ৬৭
তৎ তথাস্তু নমস্তেঽস্তু প্রসীদ ভগবন্ মম।
ব্রহ্মেশানাবথো বায়ুমূচতুর্বিবৃধেশ্বরম্ ॥ ৬৮
বিজয়ো ধ্রুবমেবাস্য বিজয়শ্চ মহাত্মনঃ
যাতবে যেন তত্তুল্যং তোষিতঃ সব্যসাচিনা ॥ ৬৯
স্বর্গঞ্চ সমনুপ্রাপ্য সাহায্যং শক্র তে কৃতম্।
কর্ণশ্চ দানবঃ পক্ষ ঋণঃ কার্যঃ পরাজয়ঃ ॥৭০

দেব! এই কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে কোন্ বীর জয় লাভ করিবে? ভগবন্! আমাদের এই ইচ্ছা যে, এই পক্ষদ্বয়ের দুই বীরের জয় লাভ সমভাবেই হউক ॥ ৬৪

প্রভো! কর্ণ ও অর্জুনের এই বিবাদে সারা জগৎ সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হে স্বয়ম্ভু দেব! আপনি এই দুই বীরের জয়লাভ বিষয়ে সত্য কথা বলুন আপনি এরূপ বাক্য বলুন, যাহাতে উভয়েরই জয়লাভ সমভাবে সূচিত হইবে ॥ ৬৫½

দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণাম করত এই কথা নিবেদন করিলেন। ৬৬½

ভগবন্! আপনি পূর্বে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এই দুই কৃষ্ণের মধ্যে বিজয় নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান আছে। আপনার এই বাক্য সত্য হউক। আপনাকে নমস্কার। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন ॥ ৬৭½

তখন ব্রহ্মা ও মহাদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন,—মহাত্মা অর্জুনের জয়লাভ সুনিশ্চিত। ইন্দ্র! এই সব্যসাচী অর্জুন খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল এবং স্বর্গলোকে যাইয়া তোমারও সহায়তা করিয়াছে। ৬৮-৬৯½

কর্ণ দানব-পক্ষের ঋণগ্রস্থ, সুতরাং তাহার পরাজয় ঘটাইতে হইবে। এইরূপ কথা বলিলে পরই নিশ্চিতরূপে দেবগণেরও

এবং কৃতে ভবেৎ কার্য্যং দেবানামেব নিশ্চিতম্।
আত্মকার্য্যঞ্চ সর্বেষাং পরমীষ্টমিদেশ্বর ॥ ৭১
মহাত্মা ফাল্গুনশ্চাপি সত্যধর্মরতঃ সদা।
বিজয়স্তস্য নিয়তং ভারতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭২
তোষিতো ভগবান্ যেন মহাত্মা বৃষভধ্বজঃ।
কথা বা তস্য ন ভয়ো ভারতে শতলোচন ॥ ৭৩
যস্য চক্রে স্বয়ং বিষ্ণুঃ সারথ্যং জগতঃ প্রভুঃ।
মনস্বী বলবান্ শূরঃ কৃতাস্ত্রশ্চৈব তপোধনঃ ॥ ৭৪
বিভর্ত্তি চ মহাতেজা ধনুর্বেদমশেষতঃ।
পার্থঃ সর্বগুণোপেতো দেবকার্য্যমিদং যতঃ ॥ ৭৫
ক্লিশ্যন্তে পাণ্ডবা নিত্যং বনবাসাদিভির্ভৃশম্।
সম্পন্নতপসা চৈব পর্য্যাপ্তঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৭৬
অতিক্রমেচ্চ মাহাত্ম্যাদ্ দিষ্টমপ্যর্থপর্য্যয়ম্।
অতিক্রান্তে চ লোকানামভাবো নিয়তং ভবেৎ ॥ ৭৭
ন বিদ্যতে ব্যবস্থানং কুরুষ্বেতি কুরুষ্বেতি কচিৎ।

কার্য্যসিদ্ধ হইবে। দেবগণ! আত্মকার্য্য করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়। ৭০-৭১

মহাত্মা অর্জুন সতত সত্য ও ধর্ম্মে নিরত আছে, অতএব তাহার জয়লাভ অবশ্যই হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥৭২

হে সহস্রলোচন! যে বীর মহাত্মা বৃষভধ্বজকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, তাহার ভয়লাভ কেমন করিয়া হইবে না? ৭৩

সাক্ষাৎ জগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু যাহার সারথি-কার্য্য করিতেছেন, যে ব্যক্তি মনস্বী, বলবান্, সৌর্য্যশালী বীর, অস্ত্র-সকলে অভিজ্ঞ এবং তপস্যাধনে ধনী, তাহার জয়লাভ কেন হইবে না? ৭৪

সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাতেজস্বী কুরুনন্দন অর্জুন ধনুর্বেদ ধারণ করিয়া আছে; অতএব তাহার জয়লাভ হইবেই; কারণ, ইহা দেবগণের কার্য্য। ৭৫

পাণ্ডবগণ বনবাসাদির দ্বারা সতত মহাকষ্টসকল ভোগ করিয়াছে। পুরুষপ্রবর অর্জুন তপোবলসম্পন্ন এবং প্রভূত শক্তিশালী ॥ ৭৬

সে নিজ মহিমায় দৈব-বিধানকেও নিশ্চিতরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তবে সমস্ত লোকসকলের অবশ্যই বিনাশ হইবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন মূর্চ্ছিত হইলে পর এই সম্পূর্ণ জগৎই অবস্থান করিতে পারিবে না; কারণ, পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনই নিরন্তর জগতের সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৭৭-৭৮

স্রষ্টারৌ জগতশ্চৈব সততং পুরুষর্ষভৌ ॥ ৭৮
নর-নারায়ণাবেতৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
অনিয়ম্যৌ নিয়ন্তারাবেতৌ তস্মাৎ পরন্তপৌ ॥ ৭৯
নৈতয়োস্তু সমঃ কশ্চিদ্ দিবি বা মানুষেষু বা।
অনুপমাভ্যাং লোকাঃ সহ দেবর্ষিচারণৈঃ ॥ ৮০
সর্ব্বদেবগণাশ্চাপি সর্ব্বভূতানি যানি চ।
অনয়োস্তু প্রভাবেণ বর্ত্ততে নিখিলং জগৎ ॥ ৮১
কর্ণো লোকানয়ং মুখ্যানাপ্নোতু পুরুষর্ষভঃ।
কর্ণো বৈকর্ত্তনঃ শূরো বিজয়স্তস্য কৃষ্ণয়োঃ ॥ ৮২
বসূনাং সমলোকত্বং মরুতাং বা সমাপ্নুয়াৎ।
সহিতো দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং নাকলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৮৩
ইত্যুক্তো দেবদেবাভ্যাং সহস্রাক্ষোঽব্রবীদ্ বচঃ।
আমন্ত্র্য সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মেশানানুশাসনম্ ॥ ৮৪
শ্রুতং ভবদ্ভির্যৎ প্রোক্তং ভগবদ্ভ্যাং জগদ্ধিতম্।
তত্তথা নাত্রথা তদ্ধি তিষ্ঠধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৮৫

এই দুইজনই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ; ইহাদের উপর কাহারও শাসন চলিবে না। ইহারাই সকলের নিয়ন্তা; অতএব ইহারা শত্রুনিগকে সন্তাপদান করিতে সমর্থ ॥ ৭৯

দেবলোক অথবা মনুষ্যলোক ইহাদের সমান কোন পুরুষই নাই। দেবতা, ঋষি ও চারণগণের সহিত ত্রিলোক, সমস্ত দেবমণ্ডলী এবং সকল ভূতগণ ইহাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকেন। ইহাদের প্রভাবে অখিল জগৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে ॥ ৮০-৮১

সৌর্য্যশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ উত্তম লোকপ্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই যুদ্ধে জয়লাভ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনেরই হইবে ॥ ৮২

কর্ণ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের সহিত বসুগণ অথবা মরুদ্গণের লোকে গমন করিবে কিংবা স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৩

দেবাধিদেব ব্রহ্মা ও মহাদেব এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র সমস্ত প্রাণিবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই দুইজনের আজ্ঞা জানাইলেন ॥ ৮৪

তিনি বলিলেন,—আমাদের পূজ্য প্রভুদ্বয় সংসারের হিতের জন্য যাহা কিছু বলিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের কথানুসারেই সব কিছু হইবে, তাহার বিপরীত কিছুই হইবে না; সুতরাং আপনাদের মনের ব্যথা দূরীভূত হউক ॥ ৮৫

ইতি স্তুবেন্দ্রবচনং সর্বভূতানি মানিব।
বিস্মিতান্যভবন্ রাজন্ পুষ্পবৃষ্ট্যা চ তথা। ৮৬
বাদ্যন্তাং সুমধুরাণি পুষ্পবর্ষাণি চ দিবি।
নানারূপাণি বিবুধা দেবতূর্য্যাণ্যবাদয়ন্। ৮৭
দিবৃক্ষবস্তাপ্রতিমং দ্বৈরথং নরসিংহয়োঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ সর্ব এবাবতস্থিরে। ৮৮
রথৌ তয়োঃ শ্বেতহয়ৌ দিব্যৌ যুক্তৌ মহাত্মনোঃ।
যৌ তৌ কর্ণার্জুনৌ রাজন্ প্রস্তুতাবভ্যতিষ্ঠতাম্। ৮৯
সমাগতা লোকবীরাঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।
বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ কর্ণ-শল্যৌ চ ভারত। ৯০
তদ্ ভীরুসন্ত্রাসকরং যুদ্ধং সমভবদ্ভয়া।
অন্যোন্যস্পর্ধিনোরুগ্রং শক্র-শম্বরয়োরিব। ৯১
তয়োর্ধ্বজৌ বীতমলৌ শুশুভাতে রথে স্থিতৌ।
রাহুকেতূ যথাকাশে উদিতৌ জগতঃ ক্ষয়ে। ৯২
কর্ণস্যাশীবিষনিভা হেমসারময়ী দৃঢ়া।
পুরন্দরধনুঃপ্রখ্যা হস্তিকক্ষ্যা বরাজত। ৯৩
কপিশ্রেষ্ঠস্য পার্থস্য ব্যাদিতাস্যা ইবান্তকঃ।
দংষ্ট্রাভির্ভীষয়ন্ ভাভির্নিরীক্ষ্যো রবির্যথা। ৯৪
বৃদ্ধাভিলাষুকো কৃষ্ণা ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ।
কর্ণধ্বজমুপাতিষ্ঠৎ বন্ধনাদ্ বেগবান্ কপিঃ। ৯৫
উৎপপাত মহাবেগঃ কক্ষ্যামভ্যাহনদ্ভয়া।
নখৈশ্চ দশনৈশ্চৈনং গরুড়ঃ পন্নগং যথা। ৯৬
সা কিঙ্কিণীকা চরণা কালপাশোপমা হরেঃ।
অভ্যাদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধা হস্তিকক্ষ্যাথ তং কপিম্। ৯৭
তয়োর্ঘোরতরে যুদ্ধে দ্বৈরথে বৃত্ত আহিতে।
প্রযুযাতে ধ্বজৌ যুদ্ধং পৃথঃ পৃথতরা তদা। ৯৮
তয়া হনুমতাত্যর্থং স্পর্ধমানঃ পরন্তপঃ।
অবিধ্যৎ পৃতনীকাগ্রে শল্যো নবভিরায়কৈঃ। ৯৯

মাননীয় ভূপাল! ঈশের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রাণিগণ বিস্মিত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাদের এই দুইজনের উপর দিব্য সুগন্ধিত পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। এই সময় দেবতারা নানাপ্রকার দিব্য বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।৮৬-৮৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুনের অদ্ভুত দ্বৈরথ-যুদ্ধ দর্শন করিবার বাসনায় দেবতা, দানব ও গন্ধর্বগণ সেস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮৮

রাজন্! কর্ণ ও অর্জুন যে দুইটি রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, এই মহাত্মা বীরদ্বয়ের সেই দুইটি রথ শ্বেতাশ্বগণে যুক্ত, দিব্য ও আয়তন প্রমাণযুক্ত পরিপূর্ণ ছিল। ৮৯

ভরতনন্দন! সেস্থলে সমবেত জগতের বীর যোদ্ধারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এবং শল্য ও কর্ণও নিজ নিজ শঙ্খ বাদ্য করিলেন। ৯০

ইন্দ্র ও শম্বরাসুরতুল্য পরস্পরের স্পর্ধাকারী এই দুই বীর অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে সেই সময় কাপুরুষগণের ভয়বর্ধক প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৯১

এই দুই বীরের রথের উপর দুইটি নির্মল ধ্বজ সেইভাবে শোভা পাইতেছিল, যেরূপ জগতের প্রলয়কালে আকাশে উদিত রাহু ও কেতু গ্রহের শোভা হইয়া থাকে। ৯২

কর্ণের রথের ধ্বজে হস্তিবন্ধনের রজ্জুর (শিকলের) চিহ্ন ছিল। এই রজ্জু শ্রেষ্ঠ রত্নে সুশোভিত, সুদৃঢ় এবং বিষধর সর্প-সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এই রজ্জু আকাশে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৯৩

কপীশ্বর অর্জুনের রথে মৃত্যুবিস্তারকারী যমরাজতুল্য এক শ্রেষ্ঠ বানর (হনুমান) উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নিজ দন্তসমূহের দ্বারা সকলের ভয় উৎপাদন করিতেছিলেন। তিনি নিজ প্রভায় সূর্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল। ৯৪

গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ধ্বজ যেন যুদ্ধের ইচ্ছায় কর্ণের ধ্বজের উপর আক্রমণ করিতেছিল। অর্জুনের ধ্বজের তীব্রবেগগামী বানর সেই সময় নিজ স্থান হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং কর্ণের ধ্বজের রজ্জুচিহ্নের উপর সেইভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন, যেরূপ গরুড় নিজের নখ ও দন্তসমূহের (চঞ্চুদ্বয়ের) দ্বারা সর্পকে আঘাত করিয়া থাকে। ৯৫-৯৬

কর্ণের ধ্বজের উপর হস্তীর রজ্জু (চিহ্ন) ছিল। উহা কালপাশের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এই লৌহনির্মিত রজ্জু (শিকল) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে সুশোভিত এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যেন সেই বানরের দিকে ধাবিত হইল। ৯৭

সেইক্ষণে এই দুই বীর কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধরূপ পাশাখেলার সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য এই দুই ধ্বজ প্রথমেই নিজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। ৯৮

উভয় রথের অশ্বগণও পরস্পরকে দেখিয়া স্পর্ধাসহকারে হ্রেষাধ্বনি আরম্ভ করিল। এই সময় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ বক্র-

শল্যশ্চ পুরুষীকাক্ষঃ ত্বরৈরাভিসমৈক্ষত।
অত্রাজহদ্ বাসুদেবঃ শল্যং নয়নসায়কৈঃ ॥ ১০০
কর্ণং চাপ্যজয়দ্ দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অথাব্রবীৎ সূতপুত্রঃ শল্যমাভাষ্য সস্মিতম্ ॥ ১০১
যদি পার্থো রণে হন্যাদপি মামিহ কহিচিৎ।
কিং করিষ্যসি সংগ্রামে শল্য সত্যমথোচ্যতাম্ ॥ ১০২

শল্য উবাচ।

যদি কর্ণ রণে হন্যাদপি মাং শ্বেতবাহনঃ।
উভাবেকরথেনাহং হন্যাং মাধব-পাণ্ডবৌ ॥ ১০৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমেব তু গোবিন্দমর্জুনঃ প্রত্যভাষত।
তং প্রহসন্নব্রবীৎ কৃষ্ণঃ সত্যং পার্থমিদং বচঃ ॥ ১০৪
পতেদ্ দিবাকরঃ স্থানাচ্ছুষ্যেরন্নপি সাগরাঃ
শৈত্যমগ্নিরিয়াদ্ বাপি ন হন্যাৎ কর্ণো ধনঞ্জয় ॥ ১০৫
যদি চৈতৎ কথঞ্চিৎ স্যাল্লোকপর্যায়সংক্ষয়ে
হন্যাৎ কর্ণং তথা শল্যং বাহুভ্যামেব সংযুগে ॥ ১০৬
ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা প্রহসন্ কপিকেতনঃ।
অর্জুনঃ প্রত্যুবাচেদং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ১০৭
মম ভাবদলং কর্ণ-শল্যৌ জনার্দন।
সপতাকাধ্বজং কর্ণং সশল্যং রথবাজিনম্ ॥ ১০৮
সজ্বত্রকবচং চৈব সশক্তিশরকার্মুকম্।
প্রক্ষ্যাম্যদ্য রণে কৃষ্ণ শরৈশ্ছিন্নমনেকধা ॥ ১০৯
অদ্যৈব সরথং সাশ্বং সশক্তিকবচায়ুধম্।
সংচূর্ণিতমিবাবেক্ষ্যে পাদপং বজ্রিনা যথা ॥ ১১০
অদ্য রাধেয়ভার্যাণাং বৈধব্যং সমুপস্থিতম্।
ধ্রুবং স্বপ্নেষনিষ্টানি অভিদৃষ্টানি মাধব ॥ ১১১
দ্রষ্টাসি ধ্রুবমদ্যৈব বিধবাঃ কর্ণযোষিতঃ।
ন হি মে সাম্যতে মন্যুর্বধেনাস্য পুরা কৃতম্ ॥ ১১২
কৃষ্ণাঃ সভাগতাঃ দৃষ্ট্বা মূঢ়েনাদীর্ঘদর্শিনা।
অস্মাংস্তদ্ব্যবহসতা বিপ্রকাশ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৩

দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তখন মনে হইল—ইনি যেরূপ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিতেছেন ॥ ৯৯

এইরূপ শল্যও তখনকার শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু তখনও শ্রীকৃষ্ণেরই জয় হইল। তিনি তিন যেরূপ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১০০

এইভাবে কুন্তীনন্দন অর্জুনও নিজের দৃষ্টির দ্বারা কর্ণকে পরাজিত করিলেন। তখনকার কর্ণ শল্য ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন,—শল্য! তুমি সত্য করিয়া বল, যদি কখনও আজ রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্র অর্জুন আমাকে একলে সংহার করে, তবে তুমি এই সংগ্রামে কি করিবে? ১০১-১০২

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! যদি শ্বেতবাহন অর্জুন আজ যুদ্ধে তোমাকে বিনাশ করে, তবে আমি একমাত্র রথেরই সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই বধ করিব ॥ ১০৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করত অর্জুনকে এই সত্য কথা বলিলেন ॥ ১০৪

ধনঞ্জয়! সূর্য নিজ স্থান হইতে পতিত হইতে পারেন, সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে এবং অগ্নিদেব চিরকালের জন্য নিজের উষ্ণতা ত্যাগ করত শীতল হইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কর্ণ তোমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না ॥ ১০৫

যদি কোনরূপে ইহা হইয়াই যায়, তবে জগৎ উল্টাইয়া যাইবে। আমি নিজ বাহুদ্বয়ের দ্বারাই এই রণাঙ্গনে কর্ণ ও শল্যকে বধ করিব ॥ ১০৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কপিধ্বজ অর্জুন হাস্যসহকারে অনায়াসে মহৎ কার্য করিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১০৭

জনার্দন! এই কর্ণ ও শল্য ত' আমার পক্ষেই যথেষ্ট নহে। হে কৃষ্ণ! আজ রণাঙ্গনে আপনি দেখিতে পাইবেন, আমি কবচ, ধ্বজ, শক্তি, ধনু, পতাকা, রথ, অশ্ব এবং রাজা শল্যের সহিত কর্ণকে শীঘ্র বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব ॥ ১০৮-১০৯

যেরূপ বনে হস্তিযূথ কোন তাড়ী এক বৃক্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমি রথ, অশ্ব, শক্তি, কবচ এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ কর্ণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিব ॥ ১১০

মাধব! আজ রাধাপুত্র কর্ণের স্ত্রীগণের বিধবা হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই তাহারা স্বপ্নে অনিষ্ট ঘটনাসকল দর্শন করিয়াছে ॥ ১১১

আজ আপনি নিশ্চয়ই কর্ণের স্ত্রীগণকে বিধবা হইতে দেখিবেন। এই অদূরদর্শী মূর্খ কর্ণ কৌরব-সভায় দ্রৌপদীকে আনিতে দেখিয়াই বারংবার তাহাকে এবং আমাদিগকে উপহাস করিতে করিতে নিন্দা করিয়াছে। এই সব কৃষ্ণা পূর্বে যাহা সে করিয়াছে, সেই সকল স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইতেছে না ॥ ১১২-১১৩

অদ্য প্রহৃষ্টাসি গোবিন্দ কর্ণমুদ্ধৃত্য মন্যা।
বারণেনেব মত্তেন পুষ্পিতং বনমোজসা ॥ ১১৪
অদ্য তা মধুরা বাচঃ শ্রোতাসি মধুসূদন।
জিষ্ণো জয়সি বাক্যেন ইতি কর্ণে নিপাতিতে ॥ ১১৫
অদ্যাভিমন্যুজননীং প্রহৃষ্টঃ সান্ত্বয়িষ্যসি।
কুন্তীং পিতৃসদারেণ প্রহৃষ্টঃ সজনার্দন ॥ ১১৬

অদ্য বাষ্পমুখীং কৃষ্ণাং সান্ত্বয়িষ্যসি মাধব।
বাগ্ভিশ্চামৃতকল্পাভির্ধর্মরাজঞ্চ পাণ্ডবম্ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি কর্ণার্জুনসমাগমে দ্বৈরথে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

গোবিন্দ! যেরূপ মদমত্ত হস্তী ফলে পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমি এই কর্ণকে মথিত করিয়া ফেলিব। আপনি এইমাত্র কিছুই প্রত্যক্ষ করিবেন ॥ ১১৪

মধুসূদন! আজ কর্ণ নিহত হইলে পর আপনি মধুর বাক্য সকল শুনিতে পাইবেন। আমরা আপনাকে বলিব—বৃষ্ণিসত্তম! অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ আপনার জয় হইয়াছে ॥ ১১৫

জনার্দন! আজ আপনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অভিমন্যুর মাতা কৃষ্ণা ও নিজের পিসিমা (পিসি) কুন্তীদেবীকে সান্ত্বনাদান করিবেন ॥ ১১৬

মাধব! আজ আপনি মুখের উপর অশ্রুদ্বারা বহনকারিণী কমলনয়নী কৃষ্ণা এবং পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে অমৃততুল্য মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা সান্ত্বনাদান করিবেন ॥ ১১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্বে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ-সংগ্রামবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন কৌরব-সৈন্যানাং সংহারঃ, সন্ধিস্থাপনং কর্তুং দুর্যোধনস্য সমীপে অশ্বত্থাম্নঃ প্রস্তাবঃ, দুর্যোধনস্য তত্প্রত্যাখ্যানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

তদ্ দেব-নাগাসুর-সিদ্ধযক্ষ-
গন্ধর্ব-রক্ষোঽপ্সরসাক সঙ্ঘৈঃ।
ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিপর্ণসুষ্টং
বভৌ বিয়দ্ বিস্ময়নীয়রূপম্ ॥ ১

নানাস্বনানাং বিনদৈর্মনোজ্ঞৈঃ
খাদিত্রশব্দৈস্তুমুলৈরুদগ্রৈঃ।
সর্বেঽন্তরিক্ষং ধনুরুত্তমস্থাঃ
খস্থাশ্চ তদ্ বিস্ময়নীয়রূপম্ ॥ ২

ততঃ প্রহৃষ্টাঃ কুরু-পাণ্ডবাশ্চ
বাদিত্রশঙ্খানকনিঃস্বনাদ্যৈঃ।
বিনাদয়ন্তো বসুধাং দিশশ্চ
স্বনেন সর্বান্ ত্রিদশাংশ্চ নিজঘ্নুঃ ॥ ৩

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক কৌরব-সৈন্যের সংহার, সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য দুর্যোধনের নিকট অশ্বত্থামার প্রস্তাব এবং দুর্যোধন কর্তৃক উহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় আকাশে দেবতা, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণ এবং অপ্সরোগণ, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিসকল এবং পক্ষি—ইহারা সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। এই কারণে আকাশের স্বরূপ অত্যাশ্চর্যময় হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১

নানাপ্রকারের মনোরম শব্দ, বাদ্য, গীত, ঘোষ, তুমুল ও হাস্য প্রভৃতিতে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই সময় ভূতলস্থ মনুষ্যগণ এবং আকাশচারী প্রাণীরাও সেই আশ্চর্যময় আকাশকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২

তদনন্তর কৌরব এবং পাণ্ডব-পক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বাদ্য ও শঙ্খ ধ্বনি, সিংহনাদ এবং কোলাহলে রসাতল ও দিক্‌সকলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সমস্ত শত্রুদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩

নরাশ্বমাতঙ্গরথৈঃ সমাকুলঃ
শরাসিশক্ত্যষ্টিনিপাতদুঃসহম্।
অভাস্যমূহুঃ হতদেহসঙ্কুলং
রণাজিরং লোহিতমাবভৌ তদা॥ ৪

বভূব যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবানাং
যথা সুরাণামসুরৈঃ সহাভবৎ।
তথা প্রবৃত্তে তুমুলে সুদারুণে
ধনঞ্জয়স্যাধিরথেশ্চ সায়কৈঃ॥ ৫

দিশশ্চ সৈন্যঞ্চ শিতৈরজিহ্মগৈঃ
পরস্পরং প্রাবৃণুতাং সুসংবিদৌ।
ততস্তদীয়ান্চ পরে চ সায়কৈঃ
কৃতেঽন্ধকারে ন তমোন্তরং বিদুঃ॥ ৬

তয়াতুরা একরথৌ সমাস্রয়া-
স্ততোঽভবৎ সঙ্কুলমেব সর্বতঃ।
ততোঽস্ত্রমন্ত্রেণ পরস্পরং তৌ
বিধূয় নাতাবিব পূর্ব-পশ্চিমৌ॥ ৭

ঘনান্ধকারে বিততে তমোনুদৌ
যথোদিতৌ তদ্বদভীব রেজতুঃ।
ন চাত্তিসর্তব্যমিতি প্রচোদিতাঃ
পরে তদীয়ান্চ তথাবতস্থিরে॥ ৮

মহারথৌ তৌ পরিবার্য সর্বতঃ
সুরাসুরাঃ শঙ্কর-বাসবাবিব।
মৃদঙ্গ-ভেরী-পণবানকস্বনৈঃ
সসিংহনাদৈর্নদতুর্নরোত্তমৌ॥ ৯

নভাঙ্গ-সূর্য্যাবিব মেঘনিঃস্বনৈ-
র্বিবেশতুস্তৌ পুরুষর্ষভৌ তদা।
মহাধনুর্মণ্ডলমধ্যগাবুভৌ
সুবর্চসৌ বাণসহস্রশীর্ষিণৌ॥ ১০

বিরেজমানৌ সচরাচরং জগদ্
যুগান্তসূর্য্যাবিব দুঃসহৌ রণে।
উভাবজেয়াবহিতান্তকাবুভা-
বুভৌ জিঘাংসূ কৃতিনৌ পরস্পরম্॥ ১১

সেই সময় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ বাণ, খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রসকলের প্রহারে দুঃসহরূপে প্রতীত, মৃতদেহে পরিব্যাপ্ত এবং এই বীরগণসেবিত সমরাঙ্গন শোণিতে রক্তবর্ণ হইয়া শোভিত॥ ৪

যেরূপ পুরাকালে দেবগণের অসুরদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ পাণ্ডবগণের কৌরবদের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জুন ও কর্ণের বাণসমূহে সেই অত্যন্ত ভীষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর এই দুই ধনুর্ধারী বীর কর্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসকলে পরস্পর বিপক্ষদল ও সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন॥ ৫-৬

তাহার পর আপনার এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যরা যখন বাণসমূহে উৎপন্ন অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না, তখন ভয়ে পীড়িত হইয়া তাঁহারা সেই দুই প্রধান রথী কর্ণ ও অর্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। তখন পুনরায় চারিদিকে অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ৭

তদনন্তর যেরূপ পূর্ব ও পশ্চিম দিকের বায়ু পরস্পরকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর অর্জুন ও কর্ণ নিজ নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা পরস্পরের অস্ত্রসমূহ নষ্ট করত বিস্তৃত প্রগাঢ় অন্ধকারে উদিত সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন॥ ৮

"তাহারও মুখ হইতে শত্রুমুখ রক্ষা উচিত নহে" এইরূপ নিয়মে প্রেরিত হইয়া আপনার এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ সেই দুই মহারথী অর্জুন ও কর্ণকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া সেইভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণ ইন্দ্র এবং শঙ্করাসুরকে পরিবেষ্টিত করিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিয়াছিলেন॥ ৯

উভয়পক্ষেরই মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকাদি বাদ্যসকলের ধ্বনির সহিত সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় এই পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয় মেঘের গভীর গর্জনের সহিত উদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিলেন॥ ১০

রণাঙ্গনে এই দুই বীর চরাচর জগৎকে ধ্বংস করিবার বাসনায় উদিত প্রলয়কালের দুইটী সূর্য্যের ন্যায় শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিলেন। কর্ণ ও অর্জুনরূপ এই দুই সূর্য্য নিক্ষেপের বিশাল বহুল মণ্ডলের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছিলেন। সহস্র সহস্র বাণই এই দুই সূর্য্যের কিরণ ছিল, এবং ইঁহারা উভয়েই অজিতেন্দ্রিয় জেতব্য ছিলেন॥ ১১

উভয় বীরই অজেয় ও শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। উভয়ে অস্ত্রসমূহে আচ্ছন্ন এবং পরস্পরকে বধ করিতে

মহাহবে বীতভয়ৌ সমীয়তু-
র্মহেন্দ্র-জম্ভাবিব কর্ণ-পাণ্ডবৌ।
ততো মহাস্ত্রাণি মহাধনুর্ধরৌ
বিমুঞ্চমানাবিষুভির্ভয়ানকৈঃ॥ ১২

নরাশ্ব-নাগানবিতান্ নিজঘ্নতুঃ
পরস্পরং চাপি মহারথৌ নৃপ।
ততো বিসঙ্ঘাঃ পুনরর্দিতা নরা
নরোত্তমাভ্যাং কুরু-পাণ্ডবাজ্ঞয়াঃ॥ ১৩

সনাগপত্ত্যশ্বরথা দিশো দশ
তথা যথা সিংহহতা বনৌকসঃ।
ততস্তু দুর্যোধন-ভোজ-সৌবলাঃ
কৃপেণ শারদ্বতসূনুনা সহ॥ ১৪

মহারথাঃ পঞ্চ ধনঞ্জয়াচ্যুতৌ
শরৈঃ শরীরান্তিকরৈরতাড়য়ন্।
ধনূংষি তেষামিষুধীন্ ধ্বজান্ হয়ান্
রথাংশ্চ সূতাংশ্চ ধনঞ্জয়ঃ শরৈঃ॥ ১৫

সমং প্রমথ্যাস্য পরান্ সমন্ততঃ
শরোত্তমৈর্দ্বাদশভিস্তু সূতজম্।
অথাভ্যধাবংস্ত্বরিতাঃ শতং রথাঃ
শতং গজাশ্চার্জুনমাততায়িনঃ॥ ১৬

শকাস্তুষারা যবনাশ্চ সাদিনঃ
সহৈব কাম্বোজবরৈর্জিঘাংসবঃ।
বরায়ুধান্ পাণিগতৈঃ শরৈঃ সহ
ক্ষুরৈর্নিকৃত্তং প্রপতন্ শিরাংসি চ॥ ১৭

হয়াংশ্চ নাগাংশ্চ রথাংশ্চ যুধ্যতো
ধনঞ্জয়ঃ শত্রুগণান্ ক্ষিতৌ ক্ষিপোৎ।
ততোঽন্তরিক্ষে সুরতূর্যনিঃস্বনাঃ
সসাধুবাদা স্রবিতৈঃ সমীরিতাঃ॥ ১৮

নিপেতুরপ্সুরসপুষ্পবৃষ্টয়ঃ
সুগন্ধিগন্ধাঃ পবনেরিতাঃ শুভাঃ।
তদদ্ভুতং দেব-মনুষ্যসাক্ষিকং
সমীক্ষ্য ভূতানি বিদিগ্বিষূজ্জগুঃ॥ ১৯

অতিশায়ী ছিলেন। কর্ণ ও অর্জুন দুই বীরই ইন্দ্র এবং জম্ভাসুরের ন্যায় সেই মহাসমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ১১½

হে নৃপ! এই দুই মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথী বীর মহাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে করিতে নিজের ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা অন্যান্য যোদ্ধৃগণ, অশ্ব ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে এবং পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলেন॥ ১২½

যেরূপ সিংহের দ্বারা আহত বনজাত পশুগণ চারিদিকে পলায়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ ও অর্জুনের দ্বারা পুনরায় বাণসমূহে পীড়িত হইয়া কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যরা হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিবাহিনীর সহিত দশ দিকে ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১৩½

মহারাজ! তদনন্তর দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য ও কর্ণ—এই পঞ্চ মহারথী শরীরের পীড়াদায়ক বাণসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৪½

ইহা দেখিয়া অর্জুন তাঁহাদের ধনু, তূণীর, অশ্ব, অশ্বগণ, রথ ও সারথিকে এক সঙ্গে খণ্ডিত করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত শত্রুদিগকে অতি সত্বর বাণাঘাত করিলেন এবং সূতপুত্র কর্ণকেও বাণাঘাতে প্রহার করিলেন॥ ১৫½

তদনন্তর সেই স্থলে এক শত রথী ও এক শত হাতী আততায়ী হইয়া অর্জুনকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া আসিলেন। ইহাদের সহিত শক, তুষার, যবন এবং কাম্বোজদেশের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধারাও ছিলেন॥ ১৬½

কিন্তু অর্জুন নিজ ঋজুগতি বাণ ও ক্ষুরাস্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকলকে ছেদন করিলেন এবং শত্রুদের মস্তক-সমূহ ছেদন করত কৃপান্বিত করিলেন। অর্জুন বিপক্ষীয়গণের অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ এবং যুদ্ধে তৎপর সেই শত্রুদিগকেও ছেদন করিয়া ধরাশায়ী করিলেন॥ ১৭½

তাহার পর আকাশে হর্ষে উল্লসিত দেবকগণের দ্বারা সাধু-বাদের সহিত দিব্য বাদ্যসমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বায়ুর প্রেরণায় সেখানে সুন্দর সুগন্ধিত ও উত্তম পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে লাগিল॥ ১৮½

দেবতা ও মনুষ্যগণকে সাক্ষী রাখিয়া প্রবর্ত্তিত এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিয়া সমস্ত প্রাণী সেই সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইল; কিন্তু আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কর্ণ—উভয়েই একই নিশ্চয়ে স্থির ছিলেন বলিয়া ইহাদের মনে কোন বাধা উপস্থিত হইল না এবং ইহারা বিস্মিতও হইলেন না॥ ১৯½

ততস্তস্তঃ সুতস্নুতস্য ন ব্যথাঃ
ন বিস্ময়ঃ শস্ত্রভৃতেরুনিশ্চয়ৌ।
অথাব্রবীদ্ দ্রোণসুতস্তবান্তিকং
করং করেণ প্রতিপীড্য সান্ত্বয়ন্। ২০
প্রসীদ দুর্যোধন শাম্য পাণ্ডবৈ-
র্বলং বিরোধেন বিনষ্ট বিগ্রহম্।
হতে গুরুর্ঋষভো মহাব্রতি
স্তথৈব ভীষ্মপ্রমুখা মহারথাঃ। ২১
অহং তথৈবো মম চাপি মাতুলঃ
প্রশাধি রাজ্যং সহ পাণ্ডবৈশ্চিরম্।
বনস্থরঃ শাম্যতি বারিতো ময়া
জনার্দনো নৈব বিরোধমিচ্ছতি। ২২
যুধিষ্ঠিরো ভূতহিতে রতঃ সদা
বৃকোদরস্তুল্যবলস্তথা যমৌ।

যদা তু পার্থৈস্ত কৃতে চ সংবিদে
প্রজাঃ শিবং প্রাপ্নুয়ুরিজ্যয়া ভব। ২৩
ব্রজন্তু সেনাঃ খপুরাণি বান্ধবা
নিবৃত্তবৃত্তান্ত ভবন্তু সৈনিকাঃ।
ন চেদ্ বচঃ শ্রোষ্যসি মে নরাধিপ
শ্রুবা প্রভগ্নাপি হতোঽরিভির্ যুধি। ২৪

(বৃদ্ধং পিতরমালোক্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।
কৃপালুর্ধর্মরাজো হি যাচিতঃ শমমেষ্যতি।
যথোচিতঞ্চ বৈ রাজ্যমনুশাস্তি তে প্রভুঃ।
বিদ্বাংশ্চিৎ সুমতির্বীরঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
ধৈর্যং নেষ্যতি ধর্মাত্মা স্বজনে নাস্যাতিক্রমঃ।
ন বিগ্রহমতিঃ কৃষ্ণঃ স্বজনে প্রতিনন্দতি।
ভীমসেনার্জুনৌ চোভৌ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
বাসুদেবমতে চৈব পাণ্ডবস্য চ ধীমতঃ।

তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্যোধনের হস্ত নিজ হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্বক সান্ত্বনাদান করিতে করিতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—দুর্যোধন! তুমি এখন প্রসন্ন হইয়া যাও। পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া লও। বিরোধ করিয়া কোন লাভই হইবে না। পরস্পরের এই বিরোধকে ধিক্! তোমার গুরুদেব দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন (অথবা ধনুর্ধরগণের অগ্রণী ছিলেন)। তিনি যদিও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই রূপ ভীষ্মাদি মহারথী যোদ্ধাদেরও হইয়াছে। ২০-২১

আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য অবধ্য (সেই কারণে এখনও জীবিত আছি), অতএব এখন তুমি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিষেধ করিলে পর অর্জুন শান্ত হইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণও তোমাদের সহিত বিরোধকামনা করেন না। ২২

যুধিষ্ঠির ত' সকল প্রাণীরই হিতে নিরত আছেন, অতএব তিনিও আমার কথা গ্রহণ করিবেন। আর ভীমসেন এবং নকুল-সহদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বশবর্তী (সুতরাং ধর্মরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহারা কিছুই করিবে না।) এইভাবে পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হইলে পর সমস্ত প্রজাগণের কল্যাণ হইবে। তোমার ইচ্ছায় অবশিষ্ট বান্ধবগণ নিজ নিজ নগরে প্রত্যাবর্তন করুক এবং সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউক। নরাধিপ! যদি তুমি আমার এই কথা শ্রবণ না কর, তবে নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইবে এবং তখন তুমি অনুতাপ করিতে থাকিবে। ২৩-২৪

(বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী মাতা গান্ধারীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার অনুরোধে সন্ধি স্থাপন করিবেন।

তিনি সামর্থ্যশালী, বিদ্বান্, উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, ধৈর্যবান্ এবং সমস্ত শাস্ত্রেরই তত্ত্বসমূহে অভিজ্ঞ; অতএব তোমার পক্ষে যতটা রাজ্য ভাগ-পাওয়া উচিত হইবে, তিনি অবশ্যই সেই রাজ্য শাসন করিবার জন্য তোমাকে স্বয়ংই প্রদান করিবার আজ্ঞা দিবেন।

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বজনের অমঙ্গল কামনা করেন না; কারণ, আত্মীয়-স্বজন যদি কোন কিছু দোষ করিয়াও থাকেন, তবে উহা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া তিনি মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণও ইহা ইচ্ছা করেন না যে, আপনাদের পরস্পরের এই বিবাদ চলিতে থাকুক, তিনি স্বজনগণের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

ভীমসেন, অর্জুন ও দুই মাতা নকুল-সহদেব—ইহারা সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরেরই অভিমত গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব এই সব পূর্বকথা তাঁহাদের উভয়ের আদেশকে গুরুত্ব দিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে।

হ্যাজ্ঞি পুরুষব্যাঘ্রাস্তয়োর্বচনগৌরবাৎ।
রক্ষ দুর্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বত্র ভারত।
জীবন্নে ভদ্রমাপ্নোষি জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।
রাজ্যং প্রীতশ্চৈব ভদ্রং তে জীবমানো দু কল্পতে।
মৃতস্য খলু কৌরব্য নৈব রাজ্যং কুতঃ সুখম্।
লোকবৃত্তমিদং বৃত্তং প্রবৃত্তং পশ্য ভারত।
শাম্য ত্বং পাণ্ডবৈঃ সার্ধং শেষং কুরুকুলস্য চ।
মা ভূৎ স কালঃ কৌরব্য যদাহমহিতং বচঃ।
ব্রূয়াং কামং মহাবাহো মাবমংস্থা বচো মম।
বমিষ্ঠমিদমত্যর্থং রাজ্ঞশ্চৈব কুলস্য চ।
এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ঃ কুরুবংশস্য বৃদ্ধয়ে।
প্রজাহিতঞ্চ পাঞ্চালে কুলস্য চ সুখাবহম্।
পথ্যমায়তিসংযুক্তং কর্ণেঽপ্যর্জুনমাহবে।
ন হেষ্যতি নরব্যাঘ্রমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
রোচতাং তে নরশ্রেষ্ঠ মমৈতদ্ বচনং শুভম্।
অতোঽন্যথা হি রাজেন্দ্র বিনাশঃ সুমহান্ ভবেৎ।)

দুর্যোধন! তুমি স্বয়ং নিজেকে রক্ষা কর। আত্মাই সকল সুখের আধার। তুমি নিজের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা কর। জীবিত থাকিলেই মানুষ কল্যাণ দর্শন করিয়া থাকে।

তোমার কল্যাণ হউক; তুমি যদি জীবিত থাকিতে পার, তবেই তুমি রাজ্য ও লক্ষ্মী লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুরুনন্দন! মৃত ব্যক্তির রাজ্যলাভ করিবার সুযোগই থাকে না; সুতরাং তাহার সুখলাভ কিরূপে হইবে?

ভারত! সংসারে আচরিত লোকব্যবহারের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর এবং কুরুবংশের শেষ রক্ষা কর।

কুরুনন্দন! এরূপ সময় কখনও যেন না আসে যে, আমি ইচ্ছানুসারে তোমাকে কোন অহিতকর বাক্য বলিতে বাধ্য হই; মহাবাহো! অতএব তুমি আমার বাক্য অনাদর করিও না।

আমার এই বাক্য ধর্মের অনুকূল, রাজা ও রাজকুলের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর; ইহা কৌরব-বংশের বৃদ্ধির অনুকূল পরম কল্যাণকারী।

গান্ধারীনন্দন! আমার এই বাক্য প্রজাগণের পক্ষেও হিতকর, এই বংশের পক্ষে সুখাবহ, লাভজনক এবং ভবিষ্যতেও মঙ্গলকারক হইবে। নরশ্রেষ্ঠ! আমার এই নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে যে, কর্ণ বরোত্তম অর্জুনকে কখনও বধ করিতে পারিবে না, অতএব আমার এই বাক্য তোমার গ্রহণ করা উচিত। রাজেন্দ্র! যদি ইহার অন্যথা কর, তবে গুরুতর ক্ষয় উপস্থিত হইবে।)

কিরীটধারী অর্জুন একাকী যেরূপ পরাক্রম করিয়াছে, ইহা তুমি সকলেরই সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এরূপ পরাক্রম করিতে না ইন্দ্র সক্ষম হইবেন এবং না যমরাজ। না করিতে পারেন ভগবান্ ধনকাধিপ কুবের। ২৪

যদিও অর্জুন স্বীয় গুণসমূহে ইহা হইতে অধিক গুণবান্, তথাপি আমার এই বিশ্বাস আছে যে, সে আমার সকল বাক্য কখনই লঙ্ঘনক্রম করিবে না। কেবল ইহাই নহে, সে সর্বদা তোমারও অনুসরণ করিবে; রাজেন্দ্র! সেইজন্য তুমি প্রসন্ন হও এবং সন্ধিস্থাপন কর। ২৫

তোমার প্রতি আমার মনেও অতিশয় সমাদর ভাব বিদ্যমান আছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা রহিয়াছে, সেই কারণেই আমি তোমার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। যদি তুমি প্রীতিসহকারে ইহা স্বীকার কর, তবে আমি কর্ণকেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিব। ২৬

বিদ্বান্ পুরুষগণ চারিপ্রকার মিত্রের কথা বলেন। এক—সহজ মিত্র (যাহার সহিত স্বাভাবিকভাবেই মিত্রতা থাকে), দুই—সন্ধিস্থাপিত করিয়া মিত্রতাস্থাপন, তিন—ধনের দ্বারা

নিসর্গতস্তে তব বীর বান্ধবাঃ
পুনশ্চ সান্ত্বা সমবাপ্নুহি প্রভো।
যদি প্রসন্নে যদি মিত্রতাং গতে
হিতং কুরুষ ভাজ্ঞসতত্ত্বরাতুলম্ ॥ ২৯
স এবমুক্তঃ সুহৃদা বচো হিতং
বিচিন্ত্য নিঃশ্বস্য চ দুর্মনাব্রবীৎ।
যথা ভবানাহ সখে তথৈব তৎ-
ন্নমাপি বিজ্ঞাপয়তো বচঃ শৃণু ॥ ৩০
নিহত্য দুঃশাসনমুক্তবান্ বচঃ
প্রসহ্য-শার্দূলবদেব দুর্মতিঃ।
বৃকোদরস্তদ্বৃদয়ে মম স্থিতং
ন তৎ পরোক্ষং ভবতঃ কুতঃ শমঃ ॥ ৩১
ন চাপি কর্ণঃ প্রসহেদ্ রণেঽর্জুনো
মহাগিরিং মেরুমিবোগ্রমারুতঃ।
ন চাবশিষ্যন্তি পৃষাত্মজা ময়ি
প্রসহ্য বৈরং বহুশো বিচিন্ত্য ॥ ৩২
ন চাপি কর্ণং গুরুপুত্র সংযুগা-
দ্বৃণারমেত্যর্হসি বক্তুমচ্যুত।
শ্রমেণ যুক্তো মহতাভ ফাল্গুন-
স্তমেব কর্ণঃ প্রসহং হনিষ্যতি ॥ ৩৩
তমেবমুক্ত্বাপাসুনীয় চাসকৃৎ
তবাত্মজঃ যানমুপাবিশৎ সৈনিকান্।
বিনিঃশ্বসাভিদ্রবতাহিতান্ মম
সবাণহস্তাঃ কিমু জোষমাসত ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামবাক্যে
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

মিত্রতাস্থাপন এবং চতুর্থ হইল—কাহারও প্রবল প্রতাপে প্রভাবিত হইয়া স্বতঃই তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া। পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সর্বপ্রকার মিত্রতাই সম্ভব। ২৮

বীর! এক ত' তাহারা তোমার স্বজনবর্গ ভ্রাতা, অতএব সহজ-মিত্র। প্রভো! পুনরায় সন্ধিদ্বারা নিজের মিত্রতাস্থাপন কর। যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন কর, তবে তোমার দ্বারা জগতের অতুলন হিতসাধন হইবে। ২৯

সুহৃদ্ অশ্বত্থামা যখন এইরূপ হিতকর বাক্য বলিলেন, তখন দুর্যোধন তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্বক মনে মনে দুঃখিত হইয়া এই কথা বলিলেন,—সখে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থই; কিন্তু এই বিষয়ে আমিও নিবেদন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৩০

এই দুর্মতি ভীমসেন সিংহের ন্যায় হঠাৎ দুঃশাসনকে বধ করিয়া যে কথা বলিয়াছে, তাহা তোমার অজানা নয়। এই সময়ে সেই সব কথা আমার হৃদয়ে অবস্থান করত আমাকে অতিশয় পীড়াদান করিতেছে। এরূপ অবস্থায় কিভাবে সন্ধি-স্থাপন সম্ভব? ৩১

ইহা ব্যতীত, প্রচণ্ড বায়ুও যেরূপ মহাপর্বত মেরুর সম্মুখীন হইতে পারে না, সেইরূপ অর্জুন এই রণাঙ্গনে কর্ণের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। আমরা বারংবার হঠাৎ হঠাৎ যে সমস্ত শত্রুতা করিয়াছি, সেই সমস্ত চিন্তা করিয়া সুতীপুত্রগণ আমাকে বিশ্বাস করে না। ৩২

নিজ কার্য হইতে অবচ্যুত গুরুপুত্র! কর্ণকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার কথা বলা তোমার উচিত নহে; কারণ, বর্তমানে অর্জুন অত্যন্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব কর্ণ তাহাকে বলপূর্বক বিনাশ করিতে পারিবে। ৩৩

অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া বারংবার অনুনয়-বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করত আপনার পুত্র দুর্যোধন সৈন্যগণকে আদেশ-দান পূর্বক বলিলেন,—আরে! তোমরা হতে বাণধারণ করত নীরবে বসিয়া আছ কেন? আমার শত্রুদের উপর আক্রমণ কর এবং তাহাদের বিনাশ কর। ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অশ্বত্থামার বাক্যবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(কর্ণার্জুনয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, কৌরবাণাং পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

তৌ শঙ্খভেরীনিনদে সমূদ্যতে
সমীয়তুঃ শ্বেতহয়ৌ নরাগ্র্যৌ।
বৈকর্তনঃ সূতপুত্রোঽর্জুনশ্চ
দুর্যন্ত্রিতে তব পুত্রস্য রাজন্। ১

(আশীবিষাবন্নিমিবাপধূমং
বৈরং মুখাভ্যামভিনিঃশ্বসন্তৌ।
যশস্বিনৌ জ্বলতুর্মধ্যে তথা
ঘৃতাবসিক্তাবিব হব্যবাহৌ।)

যথা গজৌ হৈমবতৌ প্রভিন্নৌ
প্রবৃদ্ধমন্তাবিব বারিভার্থে।
তথা সমাজগ্মতুরগ্র্যবীর্যৌ
ধনঞ্জয়শ্চাধিরথিশ্চ বীরৌ। ২

বলাহকেনেব মহাবলাহকৌ
যদৃচ্ছয়া বা গিরিণা যথা গিরিঃ
তথা ধনুর্জ্যাতলনেমিনিস্বনৈঃ
সমীয়তুস্তাবিষুবর্ষবর্ষিণৌ। ৩

প্রবৃদ্ধশূলদ্রুমবীরঘোষবৌ
প্রবৃদ্ধনানাবিধনির্ব্রণৌষধী।
যথাচলৌ বা চলিতৌ মহাবলৌ
তথা মহাস্ত্রৈরিষুরেতরং হতঃ। ৪

স সন্নিপাতস্তু তয়োর্মহানভূৎ
সুরেশ-বৈরোচনয়োর্যথা পুরা।
শরৈর্বিমুক্তাঙ্গনিরন্তরাহতৈঃ
সুদুঃসহোঽন্যৈঃ কটুশোণিতোদকঃ। ৫

প্রফুল্লপদ্মোৎপলমৎস্যকচ্ছপৌ
মহাদ্রুমৌ পক্ষিগণৈরিবাবৃতৌ।
পুনর্বিকৃষ্টাবনিলোদ্ধতৌ যথা
তথা রথৌ তৌ ক্ষুভিতৌ সমীয়তুঃ। ৬

একোননবতিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং কৌরবগণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আপনার দুর্মন্ত্রণার ফলস্বরূপ যখন সেখানে শঙ্খ ও ভেরীসকলের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল, সেই সময় সেস্থলে শ্বেতাশ্বযুক্ত দুই নরশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ ও অর্জুন যুদ্ধের জন্য পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১

(এই দুই যশস্বী বীর সেই সময় দুইটি বিষধর সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাসত্যাগ করিতে করিতে যেন নিজ নিজ মুখ হইতে ঘৃতসিক্ত অগ্নির ন্যায় রণাঙ্গনে তেজীয়ান হইতে লাগিলেন।)

যেরূপ মদবারিবাহী হিমাচলপ্রদেশের বিশাল মদযুক্ত দুইটি হাতী কোন এক হস্তিনীর জন্য সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমুল পরাক্রমশালী বীর অর্জুন এবং কর্ণ যুদ্ধের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ২

যেরূপ একখণ্ড বিশাল মেঘ অপর একখণ্ড মেঘের সহিত অথবা দৈবেচ্ছায় এক পর্বত অপর পর্বতের সহিত আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধনুর জ্যা ও করতলের নিনাদে দিঙ্মণ্ডল এবং রথচক্রসকলের গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে মেদিনী কম্পিত করিতে করিতে সেই দুই বীর পরস্পরের সম্মুখে আসিলেন। ৩

বাণসমূহের শিখর, বৃক্ষ, লতা-গুল্ম এবং ওষধি সবই বিশাল ও অতিশয় বর্ধিত এবং যাহারা বৃহদাকার বরণাসমূহের উদ্ভবস্থান, এইরূপ দুইটি পর্বতের ন্যায় সেই মহাবল কর্ণ ও অর্জুন অগ্রসর হইয়া নিজেদের মহাস্ত্রসকলে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৪

এই দুই বীরের যুদ্ধ সেইরূপ প্রচণ্ড ছিল, যেরূপ পুরাকালে ইন্দ্র হইয়া ও বলির যুদ্ধ হইয়াছিল। বাণসমূহের আঘাতে এই দুই যোদ্ধার শরীর, নাড়ি এবং অবয়ব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইল এবং সেখানে কটুরক্তরূপ জল প্রবাহিত হইতেছিল। এই যুদ্ধ অপরের পক্ষে অতিশয় দুঃসহ ছিল। ৫

যেরূপ প্রচুর পদ্ম, উৎপল, মৎস্য ও কচ্ছপসমূহে যুক্ত এবং পক্ষিগণে আবৃত দুইটি অত্যন্ত নিকটবর্তী বিশাল সরোবর বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে সেইরূপ ক্ষুভিত এই দুই বীরের রথসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। ৬

উভৌ মহেন্দ্রস্য সমানবিক্রমা-
বুভৌ মহেন্দ্রপ্রতিমৌ মহারথৌ।
মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈশ্চ সায়কৈ-
র্মহেন্দ্র-বৃত্রাবিব সম্প্রজঘ্নতুঃ। ৭
সনাগপত্তাধ্বরথে উভে বলে
বিচিত্রবর্মাভরণাস্ত্রহারুষে।
চকম্পতুর্বিস্ময়নীয়রূপে
বিরেজতাশ্চার্জুনিকর্ণসায়কে। ৮
ভূতাঃ সবস্ত্রাজুলয়ঃ সমুদ্ধতাঃ
সসিংহনাদৈর্ব্যথিতৈর্বিদুদ্রুবুঃ।
যদর্জুনো মত্ত ইব দ্বিপো দ্বিপং
সমভ্যধাবদ্বিবিধৈঃ কিলাসয়া। ৯
(ততঃ কুরূণামথ সোমকানাং
শব্দো মহান প্রাদুরভূৎ সমন্তাৎ
যদার্জুনিং সূতপুত্রোঽভ্যরাতুদ্
মহাচলং মেঘ ইবাম্বুবর্ষেণ। ১০

এই উভয় বীর ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী এবং তাঁহারা তুল্য মহারথী ছিলেন। ইন্দ্রের বজ্রসম বাণসমূহে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের ন্যায় ইহারা উভয় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৭

বিচিত্র কবচ, আভরণ, বস্ত্র ও আয়ুধধারী, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্যসমন্বিত উভয় পক্ষের চতুরঙ্গী সৈন্যবাহিনী অর্জুন ও সেই যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী আশ্চর্যজনকরূপে কাঁপিতে লাগিলেন এবং আকাশস্থিত প্রাণীরাও ভয়ে কাঁপিতে থাকিলেন। ৮

যেরূপ মদমত্ত হস্তী অন্য এক হস্তীর উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন যখন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন, তখন কর্ণগণ আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে নিজেদের হস্ত উপরে উত্থিত করিলেন এবং পরস্পরে বস্ত্র বাহু করত আস্ফোলিত করিতে লাগিলেন। ৯

(তখন মহাসমরে অপরাহ্ণের সময় পর্বতের দিকে গমনরত মেঘের ন্যায় সূতপুত্র কর্ণ অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন কৌরব ও সোমকগণের মধ্যে সর্বদিকে মহাকোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। সেই সময় এই দুই রথী-বীরের সমর্থ আরম্ভ হইল এবং এই মহাযুদ্ধে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইল।)

তথৈব চাসীদ্ রথয়োঃ সমাগমো
মহারণে শোণিতমাংসকর্দমে।)
উদক্রোশন্ সোমকাস্তত্র পার্থং
পুরঃসরাস্ত্বাং ন জিহি কর্ণম্।
ছিন্ধ্যস্য মূর্ধানমলং চিরেণ
প্রত্যাশং রাজ্যাদ্ ধৃতরাষ্ট্রসুতস্য। ১০
তথাব্রুবংস্তত্র বহবস্তত্র যোধাঃ
কর্ণং তথা যাহি যাহীত্যবোচন্।
অন্তর্দধে কর্ণ শরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ
পুনর্বনং যাস্ত চিরায় পার্থাঃ। ১১
ততঃ কর্ণঃ প্রথমং তত্র পার্থং
নবভির্বিশিখৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ।
তং চার্জুনঃ প্রত্যবিধ্যচ্ছিতাগ্রৈঃ
কঙ্কান্তরে দশভিঃ সম্প্রহস্য। ১২
পরস্পরং তৌ বিনিঘ্নতুঃ সুপুঙ্খৈ-
স্ততক্ষতুঃ সূতপুত্রোঽর্জুনশ্চ।
পরস্পরং তৌ বিচিত্রৈর্বিমর্দৈ
সুতীব্রমন্যাপতরূপশ্চ হাস্টৌ। ১৩

সেই সময় সোমকগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেখানে কুন্তীসুতায় অর্জুনকে বলিতে থাকিলেন,—তুমি কর্ণকে বিনাশ কর। এখন আর বিলম্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কর্ণের মস্তক এবং দুর্যোধনের রাজ্যলাভের আশা এই উভয়কে একসঙ্গে ছেদন কর। ১০

এইরূপ আমাদের পক্ষের বহু যোদ্ধা কর্ণকে উৎসাহিত করিতে বলিতে লাগিলেন,—কর্ণ! যাও, যাও। তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অর্জুনকে বিনাশ কর, যাহাতে কুন্তীর পুত্রগণ সকলে দীর্ঘকালের জন্য বনে গমন করিতে হয়। ১১

তখনতত্র সেখানে যখন কর্ণ প্রথমে নয়টি বিশাল বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন, তখন অর্জুনও হাস্যসহকারে তীক্ষ্ণধার নয়টি বাণে কর্ণের কণ্ঠমধ্যে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ১২

সূতপুত্র কর্ণ ও অর্জুন উভয়েই সেই যুদ্ধে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সুন্দর পঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইহারা তখন পরস্পরের প্রতি করিতে থাকিলেন এবং অতিশয় তীব্রতররূপে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৩

ততোঽর্জুনঃ প্রাস্যদতুপ্রবেগা
ভুজাবুভৌ গাণ্ডিবং চাতুমুজ্য।
নারাচ-নালীক-বরাহকর্ণান্
ক্ষুরাংস্তথা সাঞ্জলিকার্ধচন্দ্রান্ ॥ ১৪
তে সর্বতঃ সমকীর্যন্ত রাজন্
পার্থেষবঃ কর্ণরথা বিসৃষ্টঃ।
অধাঙ্মুখাঃ পক্ষিগণা দিনান্তে
বিশন্তি কেতার্থমিবাত্ত বৃক্ষম্ ॥ ১৫
যানর্জুনঃ সঞ্জকুটীকটাক্ষ
কর্ণায় রাজন্নসজ্জিতারিঃ।
তান্ সায়কৈরপ্রসভে সূতপুত্রঃ
ক্ষিপ্তান্ ক্ষিপ্তান্ পাণ্ডবস্যাত সজ্ঞান্ ॥ ১৬
ততোঽস্ত্রমাগ্নেয়মমিত্রসাধনং
মুমোচ কর্ণায় মহেষ্বসূনুঃ।
ভূম্যন্তরিক্ষে চ দিশোঽর্কমার্গং
প্রাবৃত্য দেহোঽস্য বভূব দীপ্তঃ ॥ ১৭
যোধাশ্চ সর্বে জ্বলিতাস্ত্রয়া ভৃশং
প্রতপ্তবৃক্ষস্য বিসঙ্কটস্থাঃ
শক্তশ্চ ঘোরোঽতিবভূব তত্র
যথা বনে বেণুবনস্য দগ্ধঃ ॥ ১৮
তদ্ বীক্ষ্য কর্ণো জ্বলনাস্ত্রমুদ্ধতঃ
স বারুণং তৎপ্রশমার্থমাহবে।
সমুৎসৃজন্ সূতসুতঃ প্রতাপবান্
স তেন বহ্নিঃ শময়াঞ্চকার ॥ ১৯
বলাহকৌঘশ্চ দিশস্তরস্থা
চকার সর্বাস্তিমিরেণ সংবৃতাঃ।
ততো ধরিত্রীধরতুল্যরোধসঃ
সমন্ততো বৈ পরিবার্য বারিণা ॥ ২০
তৈস্তাভিবেগাৎ স তথাবিরোঽপি
নীতঃ শমং বহ্নিরতিপ্রচণ্ডঃ।
বলাহকৈরেব দিগন্তরাণি
ব্যাপ্তানি সর্বাণি যথা নভশ্চ ॥ ২১
তথা চ সর্বাস্তিমিরেণ বৈ দিশো
মেঘৈর্বৃতা ন প্রজজ্ঞুস্তত কিঞ্চিৎ।
অথাপোবাজ্ঞাস্ত্রসমন্বিতেন সমন্ততঃ
বায়োরাস্ত্রেণাপতত: স কর্ণাৎ ॥ ২২

তাহার পর তরুণ বয়স্কগণী অর্জুন নিজের দুই বাহু ও গাণ্ডীব ধনু ঝাড়িয়া নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, আঞ্জলিক এবং অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি বাণসকলের দ্বারা প্রহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! এই অর্জুনের বাণসকল কর্ণের রথের মধ্যে প্রবেশ করত চারিদিকে সেইভাবে বিকীর্ণ হইয়া যাইল, যেরূপ সন্ধ্যার সময় পক্ষীরা দলে দলে বাসের জন্য নীচের দিকে মুখ রাখিয়া অতিসত্বর কোন বৃক্ষের উপর যাইয়া উপবিষ্ট হয় ॥ ১৫

রাজন্! শত্রুবিজয়ী অর্জুন ভ্রূযুগ বক্র করিয়া কটাক্ষপূর্বক দর্শন করিতে করিতে কর্ণের উপর যে যে বাণসকল প্রহার করিতেছিলেন, পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণ সূতপুত্র কর্ণ অতি সত্বর নষ্ট করিতে থাকিলেন ॥ ১৬

তখন ইন্দ্রনন্দন অর্জুন কর্ণের উপর শত্রুনাশক আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। এই আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা পৃথিবী, আকাশ, দিঙ্মণ্ডল এবং সূর্যের পথ ব্যাপ্ত করিতে করিতে সেখানে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৭

ইহাতে সেখানে সমস্ত যোদ্ধাগণের বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল। বস্ত্র প্রজ্বলিত হইলে সকল যোদ্ধাই সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। যেরূপ বনমধ্যে বাঁশবনে (বাঁশের ঘর্ষণে) আগুন ধরিয়া যাইলে উচ্চৈঃস্বরে চট্ চট্ শব্দ হইতে থাকে, সেইরূপ অগ্নির শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া সৈন্যরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে উদ্দীপ্ত হইতে দেখিয়া রণাঙ্গনে উহার শান্তির জন্য বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং ইহার দ্বারা সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে শান্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৯

তারপর চারিদিকে তীব্রবেগে মেঘমণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিল। এই সময় দিক্‌সমূহের অতিমাত্রায় কৃষ্ণবর্ণ পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই মেঘমণ্ডল সেই সময় সমগ্র প্রদেশ জলে আপ্লাবিত করিয়া দিল ॥ ২০

এই মেঘমণ্ডল সেখানে পুষ্করাক্ষ রূপে পরিবর্তিত অতিশয় প্রচণ্ড বহ্নিকে তীব্রবেগে শান্ত করিয়া দিল। তারপর এই মেঘই সমস্ত দিক্‌সকল ও আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল ॥ ২১

মেঘমণ্ডলে সমস্ত দিক্‌সমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল; অতএব কোনও বস্তুই দেখা যাইতেছে না। তদনন্তর কর্ণের দিক্ হইতে আগত সমস্ত মেঘমণ্ডলকে বায়ব্যাস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন করত

ততোঽপরাহ্ণে দদৃশে দেবরাজঃ
প্রাদুশ্চক্রে রুদ্রমতিপ্রভাবম্।
গাণ্ডীবং জ্যাং বিশিখাংশ্চাদদানঃ
ধনঞ্জয়ঃ শত্রুতিরপ্রধৃষ্যঃ ॥ ২৩
ততঃ ক্ষুরপ্রাঞ্জলিকার্ধচন্দ্রা
নালীক-নারাচ-বরাহকর্ণাঃ।
গাণ্ডীবতঃ প্রাদুরাসন্ সুতীক্ষ্ণাঃ
সহস্রশো বজ্রসমানবেগাঃ ॥ ২৪
তে কর্ণমাসাদ্য মহাপ্রভাবাঃ
সুতেজনা গার্ধ্রপত্রাঃ সুবেগাঃ।
গাত্রেষু সর্বেষু হয়েষু চাপি
ধ্বজে চ যুগচক্রে ধনুষি চ ॥ ২৫
নিপেতুরুর্ব্যাং বিবিধাঃ সুতীক্ষ্ণা-
স্তার্ক্ষ্যস্রজঃ ভূমিমিবোরগাস্তে।
শরাচিতাঙ্গো রুধিরার্দ্রগাত্রঃ
কর্ণঃপ্লবো রোষবিবৃত্তনেত্রঃ ॥ ২৬
দৃঢ়জ্যমানম্য সমুদ্যতেষুঃ
প্রাদুশ্চক্রে ভার্গবাস্ত্রং মহাত্মা
মহেন্দ্রশস্ত্রাভিমুখান্ বিমুক্তা-
ঞ্ছিত্ত্বা কর্ণঃ পাণ্ডবস্যেষু সঙ্ঘান্ ॥ ২৭
তদস্ত্রমন্ত্রেণ নিহত্য সোঽথ
জঘান সাশ্বো রথ-নাগ-পত্তীন্।
অবৃষ্যমাণস্ত মহেন্দ্রকর্মা
মহারণে ভার্গবাস্ত্রপ্রতাপাৎ ॥ ২৮
পাঞ্চালানাং প্রবরাংশ্চাপি যোধান্
ক্রোধাবিষ্টঃ সূতপুত্রস্তরস্বী।
বাণৈর্বিব্যাধাহবে সুপ্রমুক্তৈঃ
শিলাশিতৈ রুক্মপুঙ্খৈঃ প্রসহ্য ॥ ২৯
তৎপাঞ্চালাঃ সোমকাশ্চাপি রাজন্
কর্ণেনাজৌ পীড্যমানাঃ শরৌঘৈঃ।
ক্রোধাবিষ্টা বিব্যধুস্তং সমন্তাৎ
তীক্ষ্ণৈর্বাণৈঃ সূতপুত্রং সমেতাঃ ॥ ৩০
তান্ সূতপুত্রো নিজঘান বাণৈঃ
পাঞ্চালানাং রথ-নাগাশ্বসঙ্ঘান্।
অস্তার্দয়দ্ বাণগণৈঃ প্রসহ্য
বিদ্রুত্য তূর্ণং সমরে সূতপুত্রঃ ॥ ৩১

শত্রুদের পক্ষে অস্ত্রের অধিষ্ঠাতা হন, তাঁহার ধনু এবং বাণ-সকলকে অতিমানুষিক করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ অধিষ্ঠান করিলেন, যাহা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২২-২৩

সেই গাণ্ডীব ধনু হইতে ক্ষুরাস্ত্র, অঞ্জলিক, অর্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ এবং বরাহকর্ণ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল হাজার হাজার সংখ্যায় আবির্ভূত হইল। এই সমস্ত অস্ত্রই বজ্রতুল্য বেগশালী ছিল ॥ ২৪

এই সব মহাপ্রভাবশালী, গৃধ্রপক্ষযুক্ত, তীক্ষ্ণধার এবং অতিশয় বেগবান্ অস্ত্র কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অশ্ব-সমূহ, শরীরসমূহ, ধনু, রথের যুগ, চক্রসকল এবং ধ্বজের উপরে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৫

যেরূপ গরুড় হইতে ভীত সর্পগণ ভূতল ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র পূর্বোক্ত কর্ণের দেহাদি সমস্ত বস্তু বিদীর্ণ করত অতি সত্বর তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কর্ণের সর্বাঙ্গ বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সম্পূর্ণ শরীরই রক্তাপ্লুত হইল। ইহাতে তাঁহার নেত্রদ্বয় সেই সময় ক্রোধে ঘুরিতে লাগিল ॥ ২৬

সেই মহাবলবী বীর দৃঢ় গুণযুক্ত নিজের ধনু নত করিয়া মহেন্দ্রদত্ত সমুদ্যতমুখ বিমুক্ত বাণসমূহকে ছেদন করিয়া পাণ্ডবসৈন্যে সন্ধান করিলেন এবং অর্জুনের মহেন্দ্রাস্ত্র হইতে প্রকটিত বাণসমূহকে মন্ত্রপূত ধনুর দ্বারা সেই সেই অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া যুদ্ধস্থলে রথ, হস্তী ও পদাতি সৈন্য-দিগকে সংহার করিলেন। অবশেষে কর্ণ সেই মহাসমরে ভার্গবাস্ত্রের প্রতাপে দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮

ক্রোধপরায়ণ ও বেগশালী সূতপুত্র কর্ণ উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত, শিলাশানিত এবং সুবর্ণময় পক্ষভূষিত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে হঠাৎ প্রধান প্রধান পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯

রাজন্! সমরাঙ্গণে কর্ণের বাণসমূহে পীড়িত হইতে থাকিয়া পাঞ্চাল এবং সোমক যোদ্ধারাও ক্রোধের সহিত একত্রিত হইয়া তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

কিন্তু সেই রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা হর্ষ ও উৎসাহের সহিত পাঞ্চালগণের রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে আঘাত করত অতিশয় পীড়িত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বাণসমূহে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

যে ভিন্নদেহা ব্যসবো নিপেতুঃ
কর্ণেষুভির্ভূমিতলে ঘনন্তঃ।
ক্রুদ্ধেন সিংহেন যথেতরেষু
মহাবলে ভীমবলেন তদ্বৎ ॥ ৩২
পাঞ্চালানাং প্রবরান্ সংনিহত্য
প্রসহ্য যোধানবিলানদীনঃ।
ততঃ স রাজন্ বিররাজ কর্ণো
যথাম্বরে ভাস্কর উগ্ররশ্মিঃ ৩৩
কর্ণস্য বধ্বা তু হয়ং ত্বরীয়াঃ
পরাং মুদং সিংহনাদাংশ্চ চক্রুঃ।
সর্বে হ্যমন্যন্ত তদাহতো চ
কর্ণেন কৃষ্ণাবিতি কৌরবেন্দ্র ॥ ৩৪
তং তাদৃশং প্রেক্ষ্য মহারথস্য
কর্ণস্য বীর্যাঞ্চ পরৈরসহ্যম্।
দৃষ্ট্বা চ কর্ণেন ঘনঞ্জয়স্য
তথাঽঽহবিজয়ং নিহতং তদস্ত্রম্ ॥ ৩৫
ততস্তমর্ষী ক্রোধসমীপ্তনেত্রো
বাতাত্মজঃ পাণিনা পাণিমার্চ্ছৎ।
ভীমোঽব্রবীদর্জুনং সত্যসন্ধ-
মমর্ষিতো নিঃশ্বসজ্জাতমন্যুঃ ॥ ৩৬
কথং নু পাপোঽয়মপেতধর্মঃ
সূতাত্মজঃ সমরেঽস্মান্ প্রসহ্য।
পাঞ্চালানাং যোধমুখ্যাননেকান্
নিঘ্নন্নিবাস্মাংস্তব জিষ্ণো সমক্ষম্ ॥ ৩৭
পূর্বং দেবৈরজিতঃ কালকেয়ৈঃ
সাক্ষাৎ স্থাণোর্বাহুসংস্পর্শমেত্য।
কথং নু ত্বাং সূতপুত্রঃ কিরীটি-
ন্নধেষ্যতির্ষভঃ প্রাগবিধ্যৎ ॥ ৩৮
যস্ত্বা ক্ষিপ্তাংশ্চাস্ত্রসঙ্ঘান্ বাণসঙ্ঘৈ-
র্নাশ্চর্যমেতৎ প্রতিহন্যাদ্ধি মেঽদ্য।
কৃষ্ণাপরিক্লেশমনুস্মরং ত্বং
যথাব্রবীং ষণ্ডতিলান্ স্ম বাচঃ ॥ ৩৯
কচ্চিৎ সূতীক্ষ্ণান্ হি পাপবুদ্ধিঃ
সূতাত্মজোঽয়ং গতভীর্ধ্রুবাস্মা।
সংস্মৃত্য সর্বং তদিহাস্ত পাপঃ
কচ্চাত্ত কর্ণং ধৃণি সব্যসাচিন্ ॥ ৪০

কর্ণের বাণসমূহে তাঁহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা প্রাণহীন হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। যেরূপ মহাবনে ভয়ানক বলশালী ও ক্রুদ্ধ সিংহের দ্বারা বিপক্ষীয় হস্তীসমূহের দল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দশা পাঞ্চাল-যোদ্ধাদেরও হইল। ৩২

রাজন্! পাঞ্চালগণের সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে সমরে বিনাশ করিয়া তাঁহার বীর কর্ণ আকাশে প্রচণ্ড কিরণযুক্ত সূর্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৩৩

সেই সময় আপনার সৈন্যরা কর্ণকে বিজয়ী মনে করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কৌরবেন্দ্র! ইঁহারা সকলে তখন ইহাই মনে করিয়াছিলেন যে, কর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অতিশয় আহত করিয়া দিয়াছেন। ৩৪

মহারথী কর্ণের সমরের পক্ষে অসহ্য এতাদৃশ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া এবং রণাঙ্গনে কর্ণের দ্বারা অর্জুনের সেই অস্ত্রকে নষ্ট হইতে দেখিয়া অমর্ষশীল বায়ুপুত্র ভীমসেন হাতের দ্বারা হাত ঘর্ষণ করিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ে অমর্ষ ও ক্রোধ প্রাদুর্ভূত হইল; সেই কারণে তিনি সত্যসন্ধ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ৩৫-৩৬

বিজয়ী অর্জুন! আজ সমরাঙ্গনে পথভ্রান্ত এই পাপী সূতপুত্র কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই কিভাবে এই সব প্রধান প্রধান পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে পারিল? ৩৭

কিরীটধারী অর্জুন! তোমাকে ত' পূর্বে দেবতাগণও জয় করিতে সমর্থ হন্ নাই। কালকেয় দানবেরাও তোমাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করের বাহুর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলে। সেই তোমাকে সূতপুত্র কর্ণপ্রথমেই কিরূপে দশটি বাণে বিদ্ধ করিল? ৩৮

তোমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ কর্ণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই কার্য আজ আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য বলিয়াই মনে হইতেছে। মহাবাহো অর্জুন! দ্রৌপদীকে প্রদত্ত ক্লেশসমূহের কথা তুমি এখন স্মরণ কর। এই পাপবুদ্ধি দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ যে নির্ভয় হইয়া আমাদিগকে নপুংসক তিল বলিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও রূঢ় কথা শুনাইয়াছিল, সেই সমস্ত স্মরণ করত এখানে তুমি এই পাপী কর্ণকে শীঘ্রই যুদ্ধে বধ কর। ৩৯-৪০

কস্মাদুপেক্ষাং কুরুষে কিরীটি-
রুপেক্ষিতুং নায়মিহাস্ত কালঃ।
যথা দৃত্যা সর্বভূতান্তরেষী-
র্গ্রাসং দদৎ খাণ্ডবে পাবকায় ॥ ৪১
তথা দৃত্যা সূতপুত্রং জহি ত্বং
মহৎ চৈনঃ গদয়া পোথয়িত্বা।
অথাব্রবীদ্ বাসুদেবোঽপি পার্থং
দৃষ্ট্বা রথেষূন্ প্রতিহন্যমানান্ ॥ ৪২
অমীমৃদৎ সর্বপাতেঽস্ত কর্ণো
ছিদ্রেষ্বস্ত্রং কিমিদং তো কিরীটিন্।
ন বীর কিং মুহ্যসি নাববুধ্যসে
নদন্ত্যেতে কুরবঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ ॥ ৪৩
কর্ণং পুরস্কৃত্য বিমুহ্যি সর্বে
তবাস্ত্রমন্ত্রৈর্বিনিপাত্যমানম্।
যদা দৃত্যা নিহতং তামসাস্ত্রং
যুগে যুগে রাক্ষসাশ্চাপি ঘোরাঃ ॥ ৪৪
দম্ভোদ্ভবাশ্চাসুরাশ্চাহবেষু
তদা দৃত্যা জহি কর্ণং দ্রুতন্ত্বম্।
অনেন চাস্ত্র ক্ষুরনেমিনাশু
সাহিষ্টি মূর্ধানমরেঃ প্রসহ্য ॥ ৪৫
যদা বিস্পষ্টৈন সুদর্শনেন
বজ্রেণ শক্রো নমুচেরিবারেঃ।
কিরাতরূপী ভগবান্ মৃগত্যা
তদা মহাত্মা পরিতোষিতোঽভূৎ ॥ ৪৬
তাং ত্বং পুনর্বীর ধৃতিং গৃহীত্বা
সহানুজৈর্জহি সূতপুত্রম্।
ততো মহীং সাগরমেখলাং ত্বং
সপত্তনাং গ্রামবতীং লভস্ব ॥ ৪৭
প্রযচ্ছ রাজ্ঞে নিহতারিসঙ্ঘাং
যশশ্চ পার্থাতুলমাপ্নুহি ত্বম্।
স এবমুক্তোঽতিবলো মহাত্মা
চকার বুদ্ধিং হি বধায় তস্য ॥ ৪৮
স চোদিতো ভীম-জনার্দনাভ্যাং
স্মৃত্বা তথাঽঽত্মানমবেক্ষ্য সর্বম্।
ইহাত্মনস্ত্যাগমনে বিদিত্বা
প্রয়োজনং কেশবমিত্যুবাচ ॥ ৪৯

কিরীটধারী পার্থ! তুমি কেন ইহাকে উপেক্ষা করিতেছ? আজ এখানে ইহাকে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। তুমি যে ধৈর্য্যের দ্বারা খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে গ্রাস সমর্পিত করিবার সময় সমস্ত প্রাণিগণের উপর অবজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই ধৈর্য্যের দ্বারাই তুমি সূতপুত্র কর্ণকে বধ কর। আমিও আজ নিজের গদার আঘাতে ইহাকে পোথিত করিয়া দিব ॥ ৪১½

তদনন্তর বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রথসমীপে বাণসকলকে কর্ণের দ্বারা নষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,—কিরিটধারী অর্জুন! এ কি কথা? তুমি এখন পর্য্যন্ত যতবার প্রহার করিয়াছ, ততবারই কর্ণ সেই সমস্ত অস্ত্র নিজের অস্ত্রসকলের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিতেছে। বীর! আজ তোমার মধ্যে কি মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? তুমি সাবধান হইতেছ না কেন? দেখ, এই তোমার শত্রু কৌরবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতেছে ॥ ৪২-৪৩

কর্ণকে অগ্রে করিয়া সকলেই ইহা বুঝিতেছে যে, তোমার অস্ত্র কর্ণের অস্ত্রসকলের দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তুমি যে ধৈর্য্যের দ্বারা প্রতিযুগে ঘোর রাক্ষসগণ, তাহাদের মায়াময় আয়ুধ-অস্ত্র এবং দম্ভোদ্ভব নামক অসুরদিগকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়াছিলে, সেই ধৈর্য্যের দ্বারা আজ তুমি কর্ণকেও সংহার কর ॥ ৪৪½

তুমি আমার প্রদত্ত নারায়ণ (শ্রীমাধবাগ্নি) সুরসংযুক্ত এই সুদর্শনচক্রের দ্বারা বলপূর্ব্বক শত্রুকে সেইভাবে বিনাশ কর, যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা নিজের শত্রু নমুচির মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫½

বীর! তুমি নিজের যে উত্তম ধৈর্য্যের দ্বারা কিরাতরূপী মহাত্মা ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, সেই ধৈর্য্যকেই পুনরায় আশ্রয় করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সূতপুত্র কর্ণকে বিনাশ কর ॥ ৪৬½

পার্থ! তাহার পর সমুদ্র পরিবেষ্টিত নগর ও গ্রামে পূর্ণ এবং শত্রুবলহীন এই পৃথিবী রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান কর এবং অতুলিত যশ লাভ কর ॥ ৪৭½

ভীমসেন ও শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে প্রেরণাদান করিলে এবং বলিলে পর অত্যন্ত বলশালী মহাত্মা অর্জুন সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে মতি স্থির করিলেন। তিনি নিজের স্বরূপকে স্মরণ করত সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যুদ্ধভূমিতে নিজের আগমনের প্রয়োজন জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৮-৪৯

প্রাদুষ্করোদ্যোষ মহাস্ত্রমুগ্রং
শিবায় লোকস্য বধায় সৌম্যঃ।
তস্মৈঽনুজানাতু ভবান্ সুরাংশ্চ
ব্রহ্মা ভবো বেদবিদশ্চ সর্বে ॥ ৫০

ইত্যুচ্য দেবং স তু সব্যসাচী
নমস্কৃত্য ব্রহ্মণে সোঽমিতাত্মা।
তদুত্তমং ব্রাহ্মমসহ্যমন্ত্রং
প্রাদুশ্চক্রে মনসা যদ্ বিধেয়ম্ ॥ ৫১

ততস্ত হত্বা বিরথান্ কর্ণো
মুক্তাঃ শরান্ দেব ইবাম্বুধারাঃ।
সমীক্ষ্য কর্ণেন কিরীটিনস্তু
তথাঽঽজিমধ্যে নিহতা ভদন্ত্রম্ ॥ ৫২

ততোঽমর্ষী বলবান্ ক্রোধদীপ্তো
ভীমোঽব্রবীদর্জুনং সত্যসন্ধম্।
নন্বু ত্বাদ্যর্বেদিতারং মহাস্ত্রৈঃ
ব্রাহ্মং বিধেয়ং পরমং জনাস্তে ॥ ৫৩

তস্মাদস্ত্রং যোজয় সব্যসাচি-
ন্নিতি স্মোক্তোঽযোজয়ৎ সব্যসাচী।
ততো দিশঃ প্রদিশশ্চাপি সর্বাঃ
সমাবৃণোৎ সায়কৈর্মুক্তহস্তাঃ ॥ ৫৪

গাণ্ডীবমুক্তৈর্ভুবনৈরিবোগ্রৈ-
র্দিবাকরাভপ্রতিমৈর্জলদ্ভিঃ।
সৃষ্টাস্তু বাণা ভরতর্ষভেণ
শতং শতানীব সুবর্ণপুঙ্খাঃ ॥ ৫৫

প্রাচ্ছাদয়ন্ কর্ণরথং ক্ষণেন
যুগান্তবহ্ন্যর্ককরপ্রকাশাঃ।
ততশ্চ শূলানি পরশ্বধানি
চক্রাণি নারাচশতানি চৈব ॥ ৫৬

নিশ্চক্রমুর্ঘোরতরাণি যোধা-
স্ততো ভুজাস্তস্য সমস্ততোঽপি।
ছিন্নং শিরঃ কস্যচিদাজিমধ্যে
পপাত যোধস্য পরস্য কায়াৎ ॥ ৫৭

তেনৈব সোঽপ্যাত্ত পপাত ভূমা-
বস্ত্রঃ প্রণষ্টঃ পতিতং বিলোক্য।
অন্যস্তু সাসিনিপপাত কৃত্তো
যোধস্য বাহুঃ করিহস্ততুল্যঃ ॥ ৫৮

প্রভো! আমি জগতের কল্যাণ ও সুখোদ্ভব কার্যের জন্য এখন এই প্রচণ্ড মহাস্ত্র আবিষ্কার করিতেছি। ইহার জন্য আপনি, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সমস্ত দেবতা ও সকল ব্রহ্মজ্ঞগণ আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন ॥ ৫০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া অমিতাত্মা সব্যসাচী অর্জুন ব্রহ্মাকে নমস্কার করত যাহাকে মনের দ্বারাই প্রয়োগ করা হয়, সেই অসহ্য ও উত্তম ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন ॥ ৫১

কিন্তু যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কর্ণ এই অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। রণাঙ্গনে কিরীটধারী অর্জুনের সেই অস্ত্রকেও কর্ণকর্তৃক নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া অমর্ষশীল বলবান্ ভীমসেন পুনরায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫২½

সব্যসাচী অর্জুন! সকলেই জানে যে, তুমি অস্ত্রজ্ঞ ও মনের দ্বারা প্রয়োগযোগ্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র জান; অতএব তুমি অপর কোন শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রয়োগ কর। তিনি এই কথা বলিলে পর সব্যসাচী অর্জুন অপর একটি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহার পর মহাতেজস্বী অর্জুন যাঁর গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সর্পসদৃশ তেজস্কর এবং সূর্যকিরণসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং কোপদক্ষকেও আবৃত করিলেন ॥ ৫৩-৫৪½

তাহাতেও! অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রলয়কালীন সূর্য ও অগ্নির কিরণাবলির ন্যায় প্রকাশিত দশ হাজার বাণে অল্পকালের মধ্যেই কর্ণের রথকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৫½

সেই দিব্যাস্ত্রের দ্বারা শূল, পরশু, চক্র এবং শত শত নারাচাদি ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল আবির্ভূত হইতে লাগিল, যাহাদের দ্বারা সর্বদিকের যোদ্ধারাই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে থাকিল ॥ ৫৬½

সেই যুদ্ধস্থলে শত্রুপক্ষীয় কোন যোদ্ধার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া অপর যোদ্ধারাও ভয়ে পরাপরাঙ্মুখ হইল। তাহাকে পতিত দেখিয়া তৃতীয় যোদ্ধা সেখান হইতে পলাইয়া যাইল। অপর কোন যোদ্ধার হস্তীশুণ্ড-সদৃশ স্থূল (মোটা) দক্ষিণবাহু তরবারিসহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইল ॥ ৫৭-৫৮

অস্তঞ্চ নবাঃ সহ বর্মণা চ
ক্ষুরপ্রকৃত্তঃ পতিতো ধরণ্যাম্ ।
এবা সমস্তানপি যোধমুখ্যান্
বিধ্বংসয়ামাস কিরীটমালী ॥ ৫৯
শরৈঃ শরীরান্তকরৈঃ সুঘোরৈ-
র্দৌর্যোধনং সৈন্যমশেষয়েব ।
বৈকর্তনেনাপি তথাঽঽজিমধ্যে
সহস্রশো বাণগণা বিসৃষ্টাঃ ॥ ৬০
তে ঘোষিণঃ পাণ্ডবমভ্যুপেত্য
পর্জন্যমুক্তা ইব বারিধারাঃ ।
ততঃ স কৃষ্ণঞ্চ কিরীটিনঞ্চ
বৃকোদরঃ চাপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৬১
ত্রিভিস্ত্রিভির্ভীমবলো নিজঘ্নে
ননাদ ঘোরং মহতা স্বরেণ ।
স কর্ণবাণাভিহতঃ কিরীটী
ভীমং তথা প্রেক্ষ্য জনার্দনঞ্চ ॥ ৬২
অমৃষ্যমাণঃ পুনরেব পার্থঃ
শরান্ দশাষ্টৌ চ সমুদ্বমর্ত ।
স কেতুমেকেন শরেণ বিদ্ধ্বা
শল্যং চতুর্ভিশ্চতুরো বধর্ম ॥ ৬৩
ততঃ স মুক্তৈর্দশভির্জঘান
সত্যাপতিং কাঞ্চনবর্মনদ্ধম্ ।
স রাজপুত্রো বিশিরা বিবাহ-
বিবাজি-সূতো বিমনুবিকেষুঃ ॥ ৬৪
হতো রথাগ্রাদপতৎ স ক্ষুণ্ণঃ
পরশ্বধৈঃ শাল ইবাবকৃত্তঃ ।
পুনশ্চ কর্ণং ত্রিভিরাশুবিদ্ধ্যৎ
ষড়ভ্যাং চতুর্ভির্দশভিশ্চ বিদ্ধ্বা ॥ ৬৫
চতুঃশতান্ দ্বিরদান্ সাদিনশ্চ বৈ
হত্বা রথানষ্টশতান্ জঘান ।
সহস্রশোঽশ্বাংশ্চ পুনঃ স সাদী-
নষ্টৌ সহস্রাণি চ পত্তিবীরান্ ॥ ৬৬
কর্ণঃ সসূতং সরথং সকেতু-
মদৃশ্যমঞ্জোমভিঃ প্রচক্রে ।
অথাক্রোশন্ কুরবো ব্যথানা
ধনঞ্জয়েনাবিরথং সমন্তাৎ ॥ ৬৭

অপর যোদ্ধার বাহুবাহ ছুরাস্ত্রে কর্তিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইভাবে কিরীটধারী অর্জুন সকলপক্ষের সকল মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণকে সংহার করিলেন ॥ ৫৯

তিনি শরীরবিনাশকর ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। এইরূপ সূর্যপুত্র কর্ণও সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন ॥ ৬০

এই সকল বাণ মেঘমুক্ত বারিধারার ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার পর অপ্রতিম প্রভাবশালী ও মহান্ বলবান্ কর্ণ তিনটি তিনটি বাণে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনকে বিদ্ধ করত উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬১॥

কর্ণের বাণসমূহে আহত কিরীটধারী দুষ্প্রধর্ষ অর্জুন, ভীমসেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণের বাণসমূহে আহত হইতে দেখিয়া উহা সহ্য করিতে পারিলেন না; অতএব তিনি তূণ হইতে পুনরায় আঠারটি বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৬২॥

এক বাণে কর্ণের অশ্ব বিদ্ধ করত অর্জুন চার বাণে শল্যকে এবং তিন বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া দশটি বাণ নিক্ষেপপূর্বক সুবর্ণধ্বজ কবচধারী সত্যাপতিনামক রাজকুমারকে বিনাশ করিলেন ॥ ৬৩॥

এই রাজকুমার মস্তক, বাহু, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও অস্ত্রহীন হইয়া নিহত অবস্থায় রথের অগ্রভাগ হইতে পতিত হইলেন; ইহাতে মনে হইতেছিল—পরশুসকলের দ্বারা ছিন্ন কোন শালবৃক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে ॥ ৬৪॥

ইহার পর অর্জুন পুনরায় তিন, আট, দুই, চার এবং দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বারংবার আঘাত করত অস্ত্রধারী আরোহী সহ চারি শত হস্তীকে বিনাশ করিয়া আট শত রথকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৬৫॥

তদনন্তর আরোহী যোদ্ধাসহ সহস্র সহস্র অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি বীর যোদ্ধাকে সংহার করত রথ, সারথি ও ধ্বজসহ কর্ণকেও শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা অদৃশ্য করিয়া দিলেন ॥ ৬৬॥

অর্জুনের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কৌরব-সৈন্যরা চারিদিকে কর্ণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—কর্ণ! শীঘ্র বাণ নিক্ষেপ কর এবং অর্জুনকে বিদ্ধ কর। এরূপ যেন না হয় যে, এই অর্জুনই পূর্বে সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিয়া ফেলেন ॥ ৬৭॥

মুক্তাভিষিক্তাঞ্জুনমাশু কর্ণঃ
বাণৈঃ পুরা তস্য কৃন্তন্ সমগ্রান্
স চোদিতঃ সর্বযত্নেন কর্ণো
মুমোচ বাণান্ সুবহূনতীক্ষ্ণান্ ॥৬৮
তে পাণ্ডু-পাঞ্চালগণান্ নিজঘ্নু-
র্মর্মচ্ছিদঃ শোণিতপাংশুদিগ্ধাঃ।
তাবুভৌ সর্বধনুর্ধরাণা-
মহাবলৌ সর্বসপত্নসাহৌ ॥ ৬৯
নিজঘ্নতুশ্চাহিতসৈন্যমুগ্র-
মস্ত্রোত্তমপাস্ত্রবিদৌ মহাস্ত্রৈঃ।
অথোপযাতস্ত্বরিতো যুধিষ্ঠি-
র্মন্ত্রৌষধীভিনিরুজো বিশল্যঃ ॥ ৭০
কৃতঃ সুহৃদ্ভির্ভিষজাং বরিষ্ঠৈ-
র্যুধিষ্ঠিরস্তত্র সুবর্ণবর্মা
তথোপযাতং যুধি ধর্মরাজং
দৃষ্ট্বা মুদা সর্বসুহৃজ্জনস্য ॥ ৭১
রাহোর্বিমুক্তং বিমলং সমগ্রং
চন্দ্রং যথৈবাভ্রবিনির্গতং তথৈব

দৃষ্ট্বা তু মুখ্যাবথ মুখ্যমানৌ
নিঘ্নন্তৌ সুভৃশং রিপূণাম্ ॥ ৭২
কর্ণঞ্চ পার্থঞ্চ বিলোকয়ন্তঃ
খস্থা মহীস্থাশ্চ জনাস্তদানীম্।
স কার্মুকজ্যাতলসন্নিপাতঃ
সুমুক্তবাণস্তুমুলো বভূব ॥ ৭৩
ততোঽন্তরাত্মোদ্যমিমুগ্রমেকৈ-
র্ধনুঞ্জয়স্তাবিরথেন্দ্র তত্র।
ততো বভূর্যা সহসাতিকৃষ্টা
সুঘোষবজ্জিষ্ণুত পাণ্ডবস্য ॥ ৭৪
তস্মিন্ ক্ষণে পাণ্ডবঃ সূতপুত্রঃ
সমাচিনোৎ ক্ষুদ্রকাণাং শতেন।
নির্মুক্তসর্পপ্রতিমৈরচীক্ষুং
তৈলপ্রধৌতৈঃ খগপত্রবাজৈঃ ॥ ৭৫
ষষ্ট্যা বিভেদাশু চ বাসুদেব-
মনন্তরং ফাল্গুনমষ্টভিশ্চ
পুনশ্চতুর্ভির্মধুসূদনং তং
শরাগ্র্যৈঃ ॥ ৭৬

এইভাবে প্রেরণা লাভ করিয়া কর্ণ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত বারংবার বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বজ্র ও বৃষ্টিতে প্রদীপ্ত এই সব মর্মভেদী বাণ পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ৬৮॥

এই দুই বীর কর্ণ ও অর্জুন সমস্ত যুদ্ধের বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবল, সকল শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; অতএব ইঁহারা উভয়ে তখন শত্রুসৈন্যদিগকে ও পরস্পরকে মহাস্ত্রসকলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯॥

তাহার পর শিবিরে বিদ্যমান বৈদ্যগণের (চিকিৎসকগণের) মধ্যে প্রধান বৈদ্যগণ মন্ত্র ও ওষধিসমূহে রাজা যুধিষ্ঠিরের শরীর হইতে বাণ নিষ্কাশন করিয়া তাঁহাকে রোগহীন (সুস্থ) করিয়া দিলেন; অতএব এই যুধিষ্ঠিরও স্বয়ংসহকারে সুবর্ণময় কবচধারণ করত সেখানে যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭০॥

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধস্থলে আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই আনন্দের সহিত তাঁহাকে সেইভাবে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ রাহুগ্রস্ত হইতে মুক্ত নির্মল ও সম্পূর্ণ চন্দ্রকে

উদিত হইতে দেখিয়া সকল লোকেই অতিশয় প্রীত হইয়া থাকে ॥ ৭১॥

পরস্পর যুদ্ধরত সেই দুই শত্রুনাশক ও প্রধান বীর কর্ণ এবং অর্জুনকে দর্শন করত তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া আকাশ ও ভূতলস্থিত সকল দর্শকই নিজ নিজ স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭২॥

সেই সময় সেখানে অর্জুন ও কর্ণ উভয় বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন। ইঁহাদের ধনু, গুণ ও হস্তত্রাণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল এবং ইহা হইতে উভয় উভয় বাণসকল নিক্ষিপ্ত হইতেছিল ॥ ৭৩॥

এই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের ধনুর গুণ অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় সহসা ছিন্ন হইয়া যাইল। এই অবকাশে সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে এক শত বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৭৪॥

তৈলের দ্বারা বিশেষভাবে ধৌত, পক্ষিপক্ষযুক্ত ঘোরদর্শনযুক্ত সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ষাটটি বাণে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন বিদ্ধ করিলেন। ইহার পর পুনরায় অর্জুনকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭৫॥

তদনন্তর সূর্যপুত্র কর্ণ দশ হাজার উত্তম বাণসকলের দ্বারা

কৃষ্ণঞ্চ পার্থঞ্চ তথা ধ্বজঞ্চ
পার্থানুজানাং সোমকানাং পাতয়ংশ্চ।
প্রাচ্ছাদয়ংস্তে বিশিখৈঃ পৃথক্‌বৈ-
র্জীমূতসঙ্ঘা ইবসীন সূর্য্যম্‌ ॥ ৭৭
আগচ্ছতস্তান্‌ বিশিখৈরনেকৈ-
র্ব্যষ্টভয়ৎ সূতপুত্রঃ কৃতাস্ত্রঃ।
ভৈরবমন্ত্রং বিনিহত্য সর্ব্বং
জঘান ভেষাং রথ-বাজি-নাগান্‌ ॥ ৭৮
তথা তু সৈন্যপ্রবরাংশ্চ রাজ-
ন্নভ্যদ্রবন্‌ মার্গণৈঃ সূতপুত্রঃ।
তে ভিন্নদেহা বাসবো নিপেতুঃ
কর্ণেষুভিন্নু মিহরলে যমস্য ॥ ৭৯
সিংহেন ক্রুদ্ধেন যথা পযূথ্যা
মহাবলা ভীমবলেন তদ্বৎ
পুনশ্চ পাঞ্চালবরাস্তথাগ্রে
তদদ্ভুতে কর্ণ-মমর্ষয়ংস্তাম্‌ ॥ ৮০

প্রহৃষ্যন্তো বলিনা সাধুমুক্তৈঃ
কর্ণেন বাণৈর্নিহতাঃ প্রসহ্য।
জয়ং মমা বিপুলং বৈ ক্ষণীয়া-
স্তলান্‌ নিজঘ্নুঃ সিংহনাদাংশ্চ নেদুঃ ॥ ৮১
সর্ব্বে হ্যমন্যন্ত বলে কৃতৌ তৌ
কর্ণেন কৃষ্ণাবিতি তে বিমর্দ্দে।
ততো ধনুর্জ্যামবনাম্য শীঘ্রং
শরানস্তানাধিরথের্বিষহ্য ॥ ৮২
সুসারন্ধঃ কর্ণশরক্ষতাঙ্গো
রণে পার্থঃ কৌরবান্‌ প্রত্যগৃহ্ণাৎ।
জ্যাং চাস্যমুজ্যাভ্যতনৎ তলত্রে
বাণান্ধকারং সহসা চ চক্রে ॥ ৮৩
কর্ণঞ্চ শল্যঞ্চ কুরূংশ্চ সর্ব্বান্‌
বাণৈরবিধ্যৎ প্রসভং কিরীটী।
ন পক্ষিণো নভ্রমুরস্তরিক্ষে
তদা মহাস্ত্রেণ কৃতেঽন্ধকারে ॥ ৮৪

বায়ুনন্দন ভীমসেনের মর্ম্মস্থানসমূহে শরসমূহ আঘাত করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও তাঁহার রথধ্বজ, তাঁহার কপি আরুরুক্ষ ও সোমকগণকেও তিনি কৃপান্বিত করিতে শরসমূহ বর্ষণ করিলেন ॥৭৬॥

তখন যেরূপ মেঘসমূহ আকাশে সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সোমকগণ তাঁহার বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সূতপুত্র কর্ণ অস্ত্রবিদ্যায় অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা নিজের উপর আক্রমণকারী সোমকগণকে সেখানে সেখানে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭॥

রাজন্‌! ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রকে নাশ করত সূতপুত্র কর্ণ বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকেও সংহার করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে শীঘ্রিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮॥

ইঁহাদের সকলেরই শরীর কর্ণের বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং ইঁহারা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইতে থাকিলেন। যেরূপ ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর বলশালী সিংহ মহাবল মৃগসমূহের দলকে বিনাশ করত কৃপান্বিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও সোমকগণকে কৃপান্বিত করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥

পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান সৈন্যরা ও অপর যোদ্ধারা পুনরায় কর্ণ এবং অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বলবান্‌ কর্ণ উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে সহসা বিনাশ করিলেন ॥ ৮০॥

তখন আপনার সৈন্যরা কর্ণের বিপুল জয় মনে করিয়া হাত-তালি দিতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তখন মনে করিতে থাকিলেন যে, এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৮১॥

তাহার পর কর্ণের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষতদেহ যুধীনন্দন অর্জুন রণাঙ্গনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া অতিসত্বর ধনুর গুণ নত করিয়া উহা আরোপণ করিলেন এবং কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকল ছিন্ন-ভিন্ন করত কৌরবদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৮২॥

তাহার পর কিরীটধারী অর্জুন ধনুর গুণ মার্জনা করিয়া কর্ণের তলত্রাণের (দস্তানার) উপর আঘাত করিলেন এবং সহসা বাণজাল বিস্তার করিয়া সেখানে অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন। তারপর অর্জুন কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবদিগকে নিজের বাণ-সমূহের দ্বারা বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩॥

অর্জুনের মহাস্ত্রসকলের দ্বারা আকাশে ঘোর অন্ধকার বিস্তৃত হইয়া পড়িলে সেই সময় সেখানে পক্ষীরাও উড়িতে পারিল না। তখন অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণিগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল ॥ ৮৪॥

বায়ুবিক্রান্তৈরীরিতো কৃতসঙ্কেতৈ-
রুবাহ দিবা: সুরভিস্তনানীম্
শলাক্ষ পার্থো দশভি: পৃথংকৈ-
র্ভূশং তনুত্রে প্রহসন্নরিবিধ্যং ॥ ৮৫
ততঃ কর্ণং ষোড়শভি: সুমুক্তৈ-
র্বিদ্ধ্বা পুন: সপ্তভিরভ্যবিধ্যৎ ।
স পার্শ্ববাণাসনবেগমুক্তৈ-
র্মূর্চ্ছাহত: পত্রিভিরপ্রমেয়: ॥ ৮৬
বিভিন্নগাত্র: ক্ষতজোক্ষিতাঙ্গ:
কর্ণো বভৌ রুদ্র ইবাততেষু: ।
প্রক্ষীড়মানোঽথ শ্মশানমধ্যে
রৌদ্রে মুহূর্তে রুধিরার্দ্রগাত্র: ॥ ৮৭
ততস্ত্রিভিস্তং ত্রিদশাধিপোপমং
শরৈর্বিভেদাধিরথির্দৃঢ়ব্রম্ ।
শরাংশ্চ পক্ষ্ম অলিতানিবোরগান্
প্রবেশয়ামাস ভিষাংবরাচ্ছাত্তম্ ॥ ৮৮
তে বর্ম ভিত্ত্বা পুরুষোত্তমস্য
সুবর্ণচিত্রা: কুপিতা: সুমুক্তা: ।
বেগেন শ্যামাবিবিশু: সুবেগা:
স্নাত্বা চ কর্ণাভিমুখা: প্রতীয়ু: ॥ ৮৯
তান্ পঞ্চ ষড়্ভির্দশভি: সুমুক্তৈ-
স্ত্রিধা ত্রিধৈকৈকমথোচ্চকর্ত্ত ।
ধনঞ্জয়াস্ত্রৈর্নিপতন্ পৃথিব্যাং
মহাহরস্তক্ষকপুত্রপক্ষা: ॥ ৯০
ততঃ প্রজজ্বাল কিরীটমালী
ক্রোধেন কৃষ্ণ: প্রদহন্নিবাগ্নি: ।
তথা বিধুন্বাত্মমবেক্ষ্য কৃষ্ণং
সর্বেষুভি: কর্ণভুজপ্রমুক্তৈ: ॥ ৯১
স কর্ণমাকর্ণবিকৃষ্টমুক্তৈ:
শরৈ: শরীরান্তকরৈরজিহ্ম:।
মর্মস্ববিধ্যৎ স চচাল দু:খাদ্
দৈবাদবাপ্তৈশ্চ ধৈর্যাবৃদ্ধি: ॥ ৯২
ততঃ শরৌঘৈ: প্রদিশো দিশশ্চ
রথে: প্রভা কর্ণরথস্য রাজন্ ।
অদৃশ্যমাসীৎ কুপিতে ধনঞ্জয়ে
তুষারনীহারবৃত: যথা নভ: ॥ ৯৩

এই সময় কুন্তীকুমার অর্জুন হাস্য করিতে করিতে দশটি বাণে শল্যকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং তাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন।[৩] তারপর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বারটি বাণে কর্ণকে আঘাত করত পুনরায় তাঁহাকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥৮৪½

অর্জুনের ধনু হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত তাহার বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কর্ণের সমস্ত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যাইল। তিনি রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন এবং সেই তাহার মুহূর্তে শ্মশানের মধ্যে ক্রীড়ারত, বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং রক্তে পার্শ্বদেহ রুদ্রদেবের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥৮৬-৮৭

তদনন্তর অধিরথপুত্র কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার দেহে প্রজ্বলিত সর্পগণের ন্যায় পাঁচটি বাণ প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৮৮

উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত এই সব সুবর্ণখচিত বেগশালী বাণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কবচ বিদীর্ণ করিয়া তীব্রবেগে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং পাতাল-গঙ্গায় স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥ ৮৯

ইহারা বাণ ছিল না, তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষশালী পাঁচটি বিশাল সর্প ছিল। অর্জুন অতিশয় শরসন্ধানতার সহিত নিক্ষিপ্ত দশটি ভল্লের দ্বারা উহাদের প্রত্যেককেই তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। অর্জুনের বাণসকলে নিহত হইয়া তাহারা ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৯০

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত এই সব বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইতে দেখিয়া কিরীটধারী অর্জুন শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণাদি রাশিকে দহনকারী অগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৯১

তিনি কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত শত্রুনাশক প্রজ্বলিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের মর্মস্থানসকলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। কর্ণ দুঃখে তখন বিচলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কোনরূপে মনোমধ্যে ধৈর্যধারণ করত দৈবযোগে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯২

রাজন্! তাহার পর ক্রুদ্ধ অর্জুন বাণসমূহের এরূপ জাল বিস্তার করিলেন যে, তাহার দ্বারা দিক্ ও বিদিক্সকল, সূর্যের

স চক্ররক্ষানথ পাদরক্ষান্
পুরঃসরান্ পৃষ্ঠগোপাংশ্চ সর্বান্।
দুর্যোধনেনাত্মমতানরিষ্টঃ
সমুদ্যতান্ সরথান্ সারথ্যুতান্॥ ১৪
বিসাহস্রান্ সমরে সব্যসাচী
কুরুপ্রবীরানবধীৎকুরূণাম্।
ক্ষণেন সর্বান্ সরথান্-সুতান্
নিনায় রাজন্ ক্ষয়মেকবীরঃ॥ ১৫
ততোঽপলায়ন্ত বিহায় কর্ণং
ভবাত্মজাঃ কুরবো বেঽবশিষ্টাঃ।
হতানপাকীর্য শরক্ষতাংশ্চ
জ্বালপ্যমানাংস্তনয়ান্ পিতৃংশ্চ॥ ১৬
(সর্বে প্রপেতুঃ কুরবো বিভিন্নাঃ
পার্শ্বেষুভিঃ সম্পরিকম্পমানাঃ।
সুযোধনেনাথ পুনর্বিসৃষ্টাঃ
প্রচোদিতাঃ কর্ণরথানুযানে॥

দুর্যোধন উবাচ।
তো ক্ষত্রিয়াঃ শূরতমাস্ত সর্বে
ক্ষাত্রে চ ধর্মে নিরতাঃ স্থ যূয়ম্।
ন যুক্তরূপং ভবতাং সমীপাৎ
পলায়নং কর্ণমিহ প্রহায়॥

সঞ্জয় উবাচ।
তথাব্রুবেনাপি তথোচ্যমানাঃ
পার্শ্বেষুভিঃ সম্পরিতপ্যমানাঃ।
নৈবাবতিষ্ঠন্ত ভয়াদ্ বিবর্ণাঃ
ক্ষণেন নষ্টাঃ প্রদিশো দিশশ্চ॥)
স সর্বতঃ প্রেক্ষ্য দিশো বিশূন্যা
ভয়াবদীর্ণৈঃ কুরুভিবিহীনঃ।
ন বিব্যথে ভারত তত্র কর্ণঃ
প্রহৃষ্ট এবাজু নমভ্যধাবৎ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণার্জুনদ্বৈরথে একোননষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

প্রভা এবং কর্ণের রথ সব কিছুই সূর্যোদয়ে আবৃত আকাশের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইল॥ ১৩

হে রাজন্! কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অবিতীয় বীর শত্রুনাশক সব্যসাচী অর্জুন কর্ণের চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক, অগ্রগামী এবং পৃষ্ঠরক্ষক সমস্ত কৌরবপক্ষের সারভূত প্রধান বীরগণ, যাঁহারা দুর্যোধনের অনুমতি অনুসারে সমর করিতেছিলেন, যুদ্ধের জন্য সর্বদা উদ্যত ছিলেন এবং যাঁহাদের সংখ্যা দুই হাজার ছিল, একক্ষণের মধ্যেই রথ, অশ্ব ও সারথিসকলের সহিত তাঁহাদের সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন॥ ১৪-১৫

তদনন্তর যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা, আপনার পুত্রগণ ও কৌরবসৈন্যস্থ কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া নিহত এবং বাণসমূহে আহত হইয়া বন্ধু-বান্ধবগণকে আহ্বানকারী নিজেদের পুত্র ও পিতৃগণকেও উপেক্ষাপূর্বক সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন॥ ১৬

(অর্জুনের বাণসমূহে সন্তপ্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা যখন সেখান হইতে পলাইয়া যাইল, তখন দুর্যোধন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীরগণকে পুনরায় কর্ণের রথের পশ্চাতে যাইবার জন্য আজ্ঞাদান করিলেন।

দুর্যোধন বলিলেন,—ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা সকলে সৌর্য-শালী বীর এবং সকল ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত আছ। সেখানে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করা তোমাদের উচিত হইবে না।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন এই কথা বলিলে পরও সেই সব যোদ্ধারা সেখানে অবস্থান করিতে পারিলেন না। অর্জুনের বাণসমূহে তাঁহারা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহে তাঁহাদের দেহকান্তি শুভ্র হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য তাঁহারা ক্ষণকালের মধ্যেই দিক্ ও বিদিক্ সকলে যাইয়া আত্মগোপন করিলেন।)

ভারত! তবে পলায়নপর কৌরব-যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সমস্ত দিক্‌সকলকে শূন্য অবলোকন করিয়াও কর্ণ নিজ মনে ব্যথিত হইলেন না। তিনি পূর্ণ হর্ষ ও উৎসাহের সহিতই অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধবিষয়ক একোননষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণার্জুনয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সর্বসুবর্ণময়রথস্য রক্ষা, কর্ণরথচক্রেষু ভূতলে প্রবিষ্টেষু অর্জুনং প্রতি কর্ণস্য 'সায়কান্ মা বিমুঞ্চ' ইত্যনুরোধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রয়াতাঃ শরপাতমাত্র-
মবস্থিতাঃ কুরবো বিপ্রসেনাঃ।
বিদ্যুৎপ্রকাশং দদৃশুঃ সমন্তাদ্
ধনঞ্জয়াস্ত্রং সমুদীর্যমাণম্ ॥ ১

তদর্জুনাস্ত্রং প্রসমীক্ষ্য কর্ণো
বিত্রাসজং ঘোরতরৈঃ শরৈস্তৎ।
ক্ষুরেণ পার্শ্বেন তুলাভিসৃষ্টং
বধায় কর্ণস্য মহাবিমর্দে ॥ ২

উদীর্যমাণং স্ম কুরূন্ দহন্তং
সুবর্ণপুঙ্খৈর্বিশিখৈর্মমর্দ
কর্ণস্তমোঘেষসনং দৃঢ়জ্যং
বিস্ফারয়িত্বা বিসৃজন্ শরৌঘান্ ॥ ৩

রামানুপাত্তেন মহামহিম্না
স্থাণ্বগ্নিনেবারিনিবর্হণেন

তদর্জুনাস্ত্রং ব্যথমদ্ দহন্তং
কর্ণস্তু বাণৈর্নিশিতৈর্মহাত্মা ॥ ৪

ততো বিমর্দঃ সুমহান্ বভূব
তস্যার্জুনস্যাধিরথেশ্চ রাজন্।
অন্যোন্যমাসাদয়তোঃ পৃষৎকৈ-
র্বিষাণঘাতৈরিব পর্বতেন্দ্রোঃ ॥ ৫

তদাস্ত্রসঙ্ঘাতসমাবৃতং তদা
বভূব রাজংস্তুমুলং স্ম সর্বতঃ।
তৎ কর্ণ-পার্থৌ শরবৃষ্টিসঙ্ঘৈ-
র্নিরন্তরং চক্রতুরম্বরং তদা ॥ ৬

ততো জালং বাণময়ং মহান্তঃ
সর্বেষ্বরাজ্ঞঃ কুরবঃ সোমকাশ্চ।
নাস্মন্ত তুতং বসুধাতলং তে
বাণান্ধকারে তুমুলেঽথ কিঞ্চিৎ ॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে কর্ণের সর্বসুবর্ণময় রথ হইতে রক্ষা এবং কর্ণের রথচক্রসকল পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হওয়ায় অর্জুনকে বাণনিক্ষেপ না করিতে কর্ণের অনুরোধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখনকার যাহাদের সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, সেই সব কৌরবগণ পলায়ন করত বহু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণপতনের স্থান পর্যন্ত দূরে সরিয়া যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে থাকিয়া তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে, অর্জুনের তীব্র বেগে বর্ষিত অস্ত্রসকল চারিদিকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ১

সেই মহাসময়ে অর্জুন ভূপতি হইয়া কর্ণকে বধ করিবার জন্য যে যে অস্ত্রসকল সবেগে প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে আকাশেই কর্ণ নিজের ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন করিতে লাগিলেন। ২

কর্ণের বহু-অযোঘ ছিল। এই বহুর ধনুও অতিশয় দৃঢ় ছিল। তিনি শীঘ্র বহু আকর্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব-সৈন্যসংহারী অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে কর্ণ সুবর্ণপুঙ্খ শাণিতফলক বাণসকলের দ্বারা ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। ৩

মহাত্মা বীর কর্ণ পরশুরামের নিকট হইতে প্রাপ্ত মহাপ্রভাবশালী সমুদ্যতমূর্তি আগ্নেয় অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের কৌরব-সৈন্যসংহারী সেই অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ৪

রাজন্! যেরূপ দুইটি হাতী নিজ নিজ ভয়ঙ্কর দন্তফলকের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ অর্জুন ও কর্ণ পরস্পরের উপর বাণফলকের প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সময় এই উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৫

হে রাজন্! সেই সময় সেখানে অস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া সমস্ত প্রদেশ সর্বতোভাবে তুমুলাকার ধারণ করিল। কর্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। ৬

তখনকার সমস্ত কৌরব ও সোমকগণ দেখিলেন যে, সেখানে বাণসমূহের বিশাল জাল বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। বাণনির্মিত সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সেই সময় অপর কোন প্রাণীকেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। ৭

(ততস্তু তৌ বৈ পুরুষপ্রবীরৌ
রাজন্ বরৌ সর্বধনুর্ধরাণাম্ ।
ধনুষ্যবেদৌ সমরেঽভিযোদ্ধে
প্রাপ্তজয়ৌ শত্রুহরাসদৌ হি ॥
দৃষ্ট্বা তু তৌ সাধ্বতি সম্প্রহৃষ্টৌ
পরস্পরং ছিদ্রনিবিষ্টদৃষ্টী ।
দেবর্ষি-গন্ধর্বগণাঃ সযক্ষাঃ
সহাপ্সরোভিঃ পিতরশ্চ হৃষ্টাঃ ॥)

তৌ সন্ধধানাবনিশঞ্চ রাজন্
সমস্তন্তৌ চাপি শরাননেকান্ ।
সন্দর্শয়েতাং যুধি মার্গান্ বিচিত্রান্
ধনুর্ধরৌ তৌ বিবিধৈঃ কৃতাস্ত্রৈঃ ॥ ৮

তয়োরেবং যুধ্যতোরাজিমধ্যে
মৃত্যাত্মজোঽভূদধিকঃ কথাচিৎ ।
পার্থঃ কথাচিৎ ত্বধিকঃ কিরীটী
বীর্যাস্ত্রমায়া-বল-পৌরুষেণ ॥ ৯

দৃষ্ট্বা তয়োস্তং যুধি সম্প্রহারং
পরস্পরস্যাক্ষরমীক্ষমাণয়োঃ
ঘোরং তয়োর্হ্যবিষহং রণেঽন্যৈ-
র্যোধাঃ সর্বে বিস্ময়মভ্যগচ্ছন্ ॥ ১০

ততো ভূতান্যন্তরিক্ষস্থিতানি
তৌ কর্ণ-পার্থৌ প্রশশংসুর্নরেন্দ্র ।
তোঃ কর্ণ সাধ্বর্জুন সাধু চেতি
বিস্পষ্টমু বাণী শ্রূয়তে সর্বতোঽপি ॥ ১১

তস্মিন্ বিমর্দে রথ-বাজি-নাগৈ-
স্তথাভিঘাতৈর্ধরণিতে হি ভূতলে ।
ততস্তু পাতালতলে শয়ানো
নাগোঽশ্বসেনঃ কৃতবৈরোঽর্জুনেন ॥ ১২

রাজংস্তদা খাণ্ডবদাহমুক্তো
বিবেশ কোপাদ্ বসুধাতলে যঃ ।
অধোৎপপাতোর্ধগতির্জবেন
সন্দৃশ্য কর্ণার্জুনয়োর্বিমর্দম্ ॥ ১৩

অয়ং হি কালোঽস্য দুরাত্মনো বৈ
পার্থস্য বৈরপ্রতিযাতনায় ।
সঞ্চিন্ত্য তূর্ণং প্রবিবেশ চৈব
কর্ণস্য রাজন্ শরতূণমারী ॥ ১৪

রাজন্ ! সমস্ত ধনুর্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই বীর তুমুল সংগ্রামে নিজ নিজ দেহের মায়া পরিত্যাগ করত অতিশয় পরিশ্রম করিতেছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় ছিলেন। যুদ্ধে নিরত থাকিয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণকারী এই বীর কর্ণ ও অর্জুনকে দেখিয়া দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও পিতৃগণ সকলে হর্ষের সহিত ইঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাজন্ ! নিরন্তর অনেকানেক বাণসমূহ সন্ধান ও প্রহার করিতে করিতে এই দুই ধনুর্ধর বীর উৎকৃষ্ট বিবিধ অস্ত্রকৌশলের দ্বারা যুদ্ধে অদ্ভুত রণমার্গসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। ৮

এইভাবে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার সময় এই দুই বীরের মধ্যে পরাক্রম, অস্ত্রকৌশল, মায়াবল এবং পুরুষার্থের দৃষ্টিতে কখনও মৃত্যুপুত্র কর্ণ বর্ধিত হন এবং কখনও কিরীটধারী অর্জুন বর্ধিত হন। ৯

যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণকারী এই দুই বীরের অপরের পক্ষে দুঃসহ সেই ভয়ঙ্কর আঘাত-প্রত্যাঘাত দেখিয়া রণাঙ্গনে অবস্থিত সমস্ত যোদ্ধারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। ১০

হে নরেন্দ্র ! সেই সময় আকাশে অবস্থিত প্রাণিগণ কর্ণ ও অর্জুন উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 'সাধু কর্ণ ! সাধু অর্জুন !' এই কথাই অন্তরিক্ষে সর্বদিকে শুনা যাইতে লাগিল। ১১

রাজন্ ! সেই সময় তুমুল যুদ্ধে যখন রথ, অশ্ব এবং হস্তিগণের দ্বারা সমস্ত রণভূমি বিমর্দিত হইতেছিল, সেই সময় পাতালনিবাসী, অর্জুনের সহিত শত্রুতাবদ্ধ, খাণ্ডব-দহনের সময় জীবিত অবস্থায় ক্রোধের সহিত পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট অশ্বসেন নামক নাগ কর্ণ এবং অর্জুনের সেই সংগ্রাম দেখিয়া তীব্রবেগে উপরের দিকে উত্থিত হইলেন ও সেই ভূতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার উপরের দিকে উড়িবারও ক্ষমতা ছিল। ১২-১৩

হে রাজন্ ! তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দুরাত্মা অর্জুনের শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাণরূপে কর্ণের তূণীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৪

ততোঽস্ত্রসঙ্ঘাতসমাকুলং তদা
বভূব ঘোরং বিততাংশুজালম্ ।
তং কর্ণ-পার্থৌ শরসঙ্ঘবৃষ্টিভি-
নিরন্তরং চক্রতুরম্বরং তদা ॥ ১৫

তদ্ বাণজালৈকময়ং মহান্ত
সর্বেঽভ্রসন্ ক্ষুরবঃ সোমকাশ্চ ।
নান্যৎ কিঞ্চিদ্ বদুতঃ সম্প্রতস্থে বৈ
বাণান্ধকারে তুমুলেঽতিমাত্রম্ ॥ ১৬

ততস্তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ সর্বলোকধনুর্ধরৌ ।
ত্যক্তপ্রাণৌ রণে বীরৌ যুদ্ধশ্রমমুপাগতৌ ।
সমুৎক্ষেপৌর্বীজ্যমানৌ সিক্তৌ চন্দনবারিণা ॥ ১৭
সবালব্যজনৈর্দিব্যৈর্দিবিস্থৈরপরোগণৈঃ ।
শক্র-সূর্যাকরাজ্ঞাভ্যাং প্রমার্জিতমুখাবুভৌ ॥ ১৮

কর্ণোঽথ পার্থং ন বিশেষয়ন্ যদা
তূষ্ণীং পার্থেন শরাভিতপ্তঃ ।
ততস্তু বীরঃ শরবিক্ষতাঙ্গো
মহে মনো হ্যেকশরস্য তস্য ॥ ১৯

ততো রিপুঘ্নং সমধত্ত কর্ণঃ
সুসঙ্কিতং সর্পমুখং জ্বলন্তম্ ।
রৌদ্রং শরং সন্নতমুগ্রবেগং
পার্থার্থমত্যর্থচিরাভিগুপ্তম্ ॥ ২০

সমাচিতং চন্দনচূর্ণশাদ্বিতং
সুবর্ণতূণীরশয়ং মহার্চিষম্ ।
আকর্ণপূর্ণং বিকৃষ্য কর্ণঃ
পার্থোন্মুখঃ সন্দধে ঘোরমোজাঃ ॥ ২১

প্রদীপ্তমৈরাবতবংশসম্ভবং
শিরো জিহীর্ষুর্যুধি সব্যসাচিনঃ ।
ততঃ প্রজজ্বাল দিশো নভশ্চ
উল্কাশ্চ ঘোরাঃ সহসাঃ প্রপেতুঃ ॥ ২২

তস্মিংস্তু নাগে ধনুষি প্রযুক্তে
হাহাকৃতা লোকপালাঃ সশক্রাঃ ।
ন চাপি তং বুবুধে শুভপুঙ্খো
বাণে প্রবিষ্টং যোগবলেন নাগম্ ॥ ২৩

তদনন্তর অস্ত্রবলের প্রহারে পরিপূর্ণ সেই রণস্থল এরূপ প্রতীত হইতে লাগিল যে, যেন সেখানে কিরণের জাল পাতিত হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জুন নিজের বাণসমূহের দ্বারা আকাশে অল্পমাত্র স্থানও শূন্য রাখিলেন না ॥ ১৪

সেখানে বাণসমূহের এক মহাজাল নির্মিত হইতে দেখিয়া কৌরব ও সোমকগণ সকলেই ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। সেই অত্যন্ত ঘোরতর বাণান্ধকারে তাঁহারা অপর কোন কিছুই পতিত হইতে দেখিলেন না ॥ ১৬

তদনন্তর সম্পূর্ণ বিশ্বের বিখ্যাত ধনুর্ধর বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় আকাশে অবস্থিত অপ্সরাগণ বিধা চামর ব্যজন করিতে করিতে এই দুই বীরকে চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তারপর ইন্দ্র ও সূর্যদেব নিজ নিজ করকমলে ইঁহাদের মুখ মার্জিত করিয়া দিলেন ॥ ১৭-১৮

যখন কোনরূপেই কর্ণ যুদ্ধে অর্জুন অপেক্ষা অধিক পরাক্রম দেখাইতে পারিলেন না এবং অর্জুন নিজের বাণসমূহের প্রহারে তাঁহাকে সন্তপ্ত করিলেন, তখন বাণসমূহের আঘাতে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাওয়ায় বীর কর্ণ সেই সময় সর্পমুখ বাণ প্রহার করিবার বিষয় চিন্তা করিলেন ॥ ১৯

উত্তম বলশালী কর্ণ অর্জুনকে বিনাশ করিবার জন্যই যাহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সুরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, কর্ণের তূণীরে চন্দন-চূর্ণের মধ্যে যাহাকে স্থাপিত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং সর্বদা কর্ণ যাহাকে পূজা করিয়া আসিতেছেন, সেই সঙ্কল্পনামক, আনতপর্বযুক্ত, স্বচ্ছ, মহাতেজস্বী, সুলক্ষিত, প্রজ্বলিত এবং ভয়ানক সর্পমুখনামক বাণকে ধনুর উপর রাখিয়া কর্ণপর্যন্ত আকর্ষণ পূর্বক কর্ণ উহাকে অর্জুনের দিকে সন্ধান করিলেন ॥ ২০-২১

কর্ণ যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুনের মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইতেই সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলের সহিত আকাশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভয়ঙ্কর উল্কাপাত হইতে লাগিল ॥ ২২

ধনুর উপরে এই নাগাস্ত্র-প্রযুক্ত হইতেই ইন্দ্রসহ সমস্ত লোকপালগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শুভপুঙ্খ কর্ণেরও ইহা জানা ছিল না যে, আমার এই বাণের মধ্যে যোগবলে নাগ প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩

দশনতনয়নোঽহি বৃক্ত বাণে প্রবিষ্টঃ
নিহত ইতি মুতো যে প্রস্তগাত্রো বভূব।
জলজকুসুমযোনিঃ শ্রেষ্ঠভাবো জিতাত্মা।
ত্রিদশপতিমবোচদ্যা ব্যথিষ্ঠা জয়ে শ্রীঃ॥ ২৫
ততোঽব্রবীন্নরাজো মহাত্মা
দৃষ্ট্বা কর্ণং প্রহিতেষু ভমুগ্রম্।
ন কর্ণ শ্রীবামিষুরেষ লভ্যতে
সমীক্ষ্য সদ্বংশ শরং নিবোধ্রম্॥ ২৬
অথাব্রবীৎ ক্রোধদংরক্তনেত্রো
মদ্রাধিপং সূতপুত্রস্তরস্বী।
ন সন্ধত্তে দ্বিঃ শরং শল্য কর্ণো
ন মাদৃশা জিহ্মমুদ্ধা ভবন্তি॥ ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বিদদর্শ তং শরং
প্রধক্ষ্যতো বর্ষপথাভিপূজিতম্।
হতোঽসি বৈ ফাল্গুন ইত্যবিক্ষিপ-
দ্ব্যাচ চোচ্চৈর্গিরমুজ্জিহানঃ মৃধঃ॥ ২৮
ন সায়কঃ কর্ণভুজপ্রসৃষ্টো
হুতাশনার্কপ্রতিমঃ সুঘোরঃ।
শুচ্যুতঃ কর্ণধনুঃপ্রমুক্তো
বিদদ্গতঃ প্রাজ্বলদন্তরিক্ষে॥ ২৯
তং প্রেক্ষ্য দীপ্তং যুধি মাধবস্তু
স্বরান্বিতং সম্বরয়েব লীলয়া।
পদা বিনিষ্পিষ্য রথোত্তমং স
প্রাবেশয়ৎ পৃথিবীং কিঞ্চিদেব॥ ২৯
কিঞ্চিৎ গতা ভাস্বতিস্তেঽথ বাহা
হেমচ্ছটাশ্চক্রময়ীচিবর্ণাঃ।
ততোঽন্তরিক্ষে সুমহান্ নিনাদঃ
সম্পূজনার্থং মধুসূদনস্য॥ ৩০
দিব্যাশ্চ বাচঃ সহসা বভূবুঃ-
দিব্যানি পুষ্পাণ্যথ সিংহনাদাঃ।
তস্মিংস্তথা বৈ ধরণীং নিমগ্নে
রথে প্রযত্নাদ্বসুসূদনস্য॥ ৩১
ততঃ শরঃ সোঽভ্যহনৎ কিরীটং
তস্যেন্দ্রদত্তং সুদৃঢ়ং বীর্যবতঃ।
অথাজুহাবোত্তমগাত্রভূষণং
ধরাবিবরদ্ভোদলিলেষু বিক্রতম্॥ ৩২

সহস্রলোচন ইন্দ্র সেই বাণের অগ্র ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে দেখিয়া এই চিন্তা করত শিথিল হইয়া যাইলেন যে, এখন আমার এই পুত্র নিহত হইবে। তখন মনকে স্থিরীকৃত করিয়া রাখিতে সমর্থ শ্রেষ্ঠভাব কমলযোনি ব্রহ্মা সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবেশ্বর! দুঃখিত হইও না। অর্জুন অল্পক্ষণেই প্রাণ হইবে। ২৪

সেই সময় মহাত্মা যমরাজ শল্য কর্ণকে সেই ভয়ঙ্কর বাণ প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—কর্ণ! তোমার এই বাণ লক্ষ্য কৃষ্ণে লাগিবে না; অতএব বিচার বিবেচনা করিয়া এই বাণ সন্ধান কর, যাহাতে এই বাণ অর্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারে। ২৫

ইহা শুনিয়া বেগশালী সূতপুত্র কর্ণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যমরাজ শল্যকে বলিলেন,—কর্ণ দুইবার বাণ সন্ধান করে না। আমার ন্যায় বীরগণ কপটতায় শঙ্কিত যুদ্ধ করেন না। ২৬

এই কথা বলিয়া কর্ণ যাহাকে বরবর্ণ বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেই বাণকে যত্নসহকারে লক্ষ্য স্থিরে নিক্ষেপ করিলেন এবং আক্ষেপ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—অর্জুন! এখন তুমি নিশ্চয়ই নিহত হইবে। ২৭

অগ্নি ও সূর্যসদৃশ ভয়ঙ্করী সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাণ কর্ণের বাহুবল দ্বারা প্রেরিত হইয়া উহার ধনু ও তূণ হইতে বাহির হইয়া আকাশে পবনপূর্বক প্রজ্বলিত হইল। ২৮

সেই প্রজ্বলিত বাণকে তীব্রবেগে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে বেগ ক্রীড়া করিতে করিতেই নিজের উত্তম রথকে পদের দ্বারা বিশেষভাবে চাপ দিয়া রথচক্রসকলের কিয়দংশ পৃথিবীর মধ্যে অভিসত্বর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ২৯

ইহার পরে পরেই কর্ণময় শাতকুম্ভে বিভূষিত চন্দ্রের কিরণাবলিতুল্য হেমবর্ণবিশিষ্ট তাঁহার অশ্বগণও ভূতলে বাহুদ্বারা স্পর্শ করিয়া নত হইয়া যাইল। সেই আকাশে চারিদিকে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি-প্রশংসার জন্য দিব্য দিব্য বাক্যসমূহ শুনা যাইতে লাগিল। শ্রীমধুসূদনের প্রযত্নে সেই রথকে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার উপর দিব্য পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে থাকিল এবং দিব্য সিংহনাদও উত্থিত হইতে লাগিল। ৩০-৩১

বুদ্ধিমান্ অর্জুনের মস্তকভূষিতকারী সেই কিরীট ভূতল, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও রসাতলেও বিখ্যাত ছিল। এই মুকুট

ব্যালাঞ্জনর্গোত্তমবজ্রমন্ত্রাস্তিঃ
শরেণ মূর্ধ্নঃ প্রজহার সূতজঃ।
দিবাকরেন্দূজ্বলনপ্রভদ্যিবং
সুবর্ণমুক্তামণিবজ্রভূষিতম্ ॥ ৩৩
পুরন্দরার্থং তপসা প্রযত্নতঃ
স্বয়ং কৃতং যদ্ বিভুনা স্বয়ম্ভুবা।
মহার্হরূপং দিবতাং ভয়ঙ্করং
বিভর্তু রত্যর্থসুখং সুসঙ্খিনম্ ॥ ৩৪
জিঘাংসতে দেবরিপূন্ সুরেশ্বরঃ
স্বয়ং যদৌ যৎ সুমনাঃ কিরীটিনে।
হরানুপাখণ্ডলবিত্তগোপ্তৃভিঃ
পিনাকপাশাশনিসায়কোত্তমৈঃ ॥ ৩৫
সুরোত্তমৈরপ্যবিষহ্যমদ্রিভূঃ
প্রসহ্য নাগেন জহার তদ্ বৃষঃ
স দুষ্টভাবো বিতথপ্রহৃষ্টঃ
কিরীটমাদায় তমদ্ভুতং নভঃ ॥ ৩৬
নাগো মহার্হং তপনীয়চিত্রং
পার্থোত্তমাঙ্গাৎ প্রহরং তরস্বী।
তদ্ভেমজালাবততং সুবোধং
জাজ্বল্যমানং নিপপাত ভূমৌ ॥ ৩৭
তদ্বৃত্তমেব স্থবিতং বিষাগ্নিনা
প্রদীপ্তমচিষ্মদথো ক্ষিতৌ শ্রিয়ম্।
পপাত পার্থস্য কিরীটমুত্তমং
দিবাকরোঽস্তাদ্রিব রক্তমণ্ডলঃ ॥ ৩৮
স বৈ কিরীটং বহুরত্নভূষিতং
জহার নাগোঽভ্রনিমূর্ধতো বলাৎ।
গিরেঃ সুজাতাঙ্কুরপুষ্পিতদ্রুমং
মহেন্দ্রবজ্রঃ শিখরোত্তমং যথা ৩৯
মহাবিঘূর্ণত্তোয়লিলানি বায়ুনা
যথা বিকীর্যন্তি নবস্থি ভারত।
তথৈব শক্রং ভুবনেষু তং তদা
জনা বাদেবন্ ব্যথিতাস্ত চক্ষুষু: ॥৪০

তাঁহাকে ইন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সর্পমুখ বাণ বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জুনের সেই কিরীট লইয়া আঘাত করিল। ৩৫

সুতপুত্র কর্ণ সর্পমুখ-বাণের নির্মাণের সফলতা, উত্তম প্রযত্ন ও ক্রোধ—এই সকলের সমযোগে যে বাণের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা অর্জুনের মস্তক হইতে কিরীটকে অবলোকিত করিলেন। এই কিরীট সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিতুল্য কান্তিমান্ এবং সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকসকলে বিভূষিত ছিল। ৩৩

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তপস্যা ও প্রযত্ন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য স্বয়ংই যাহার নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার মূল্য বহুমূল্য, শত্রুগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর, ধারণকারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত সুখদায়ক এবং পরম সুশোভিত ছিল, দৈত্যগণের বধকামী কিরীটধারী অর্জুনকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্নচিত্ত হইয়া যে কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন, ভগবান্ শিব, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের—এই দেবেশ্বরগণও নিজ নিজ পিনাক, পাশ, বজ্র ও ধারণ উত্তম অস্ত্রসকলের দ্বারা যাহাকে নষ্ট করিতে পারেন না, সেই দিব্য মুকুটকে কর্ণ বীর সর্পমুখ বাণের দ্বারা সবলে হরণ করিলেন। মনে দুষ্টভাবপোষণকারী, সেই বিষাগ্নিযুক্ত এবং বেগশালী নাগ অর্জুনের মস্তক হইতে সেই অত্যন্ত অদ্ভুত, তেজস্বী এবং সুবর্ণবিচিত্র মুকুটটিকে অপহরণ করিলেন। ৩৪-৩৬।

কর্ণবাণে পরিত্যাগ ও আক্রমণের মুকুট আঘাতজনিত শব্দের সহিত ধরাতলে পতিত হইল। যেরূপ অস্তাচলে রক্তবর্ণমণ্ডলযুক্ত সূর্য নিষ্প্রভভাবে পতিত হইয়া যায়েন, সেইরূপ সুভূষিতমস্তক অর্জুনের এই স্থির উত্তম ও শ্বেতবর্ণ কিরীট পূর্বোক্ত শ্রেষ্ঠ বাণে ব্যথিত এবং বিষাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩৭-৩৮

সেই নাগ নানাপ্রকার রত্নে বিভূষিত এই কিরীটকে অর্জুনের মস্তক হইতে সেইভাবে বলপূর্বক হরণ করিলেন, যেরূপ ইন্দ্রের বজ্র বৃক্ষ ও লতাসকল এবং নবজাত অঙ্কুর ও পুষ্পশালী বৃক্ষসমূহে সুশোভিত পর্বতের উত্তম শিখরকে নিম্নে পাতিত করিয়া থাকে। ৩৯

ভারত! যেরূপ পৃথিবী, আকাশ, সূর্য ও জল—ইহারা বায়ু দ্বারা সবেগে সঞ্চালিত হইয়া দুঃখী শব্দ করিয়া থাকে, সেই সময় সেখানে জগতের সকল লোকেই সেইরূপ শব্দই অনুভব করিয়াছিল এবং ব্যথিত হইয়া সকলে নিজ নিজ স্থান হইতে স্খলিত হইয়াছিল। ৪০

বিনা কিরীটং তদভূতে স পার্থঃ
শ্যামো যুবা নীল ইবোচ্চশৃঙ্গঃ।
ততঃ সমুদ্যম্য সিতেন বাসসা
যমূর্ধজানব্যথিতস্তদার্জুনিঃ।
বিভাসিতঃ সূর্যময়ীচিনা যুচং
শিরোগতেনোদয়পর্বতো যথা ॥ ৪১
গোকর্ণা মুমুখী কৃতেন ইষুণা গোপুচ্ছসম্প্রেষিতা
গোশব্দাম্বজভূষণং সুবিহিতা সুব্যক্তগোঽনুপ্রভম্।
দৃষ্ট্বা সোমতকং জহার মুকুটং গোশব্দগোপুরি বৈ
গোকর্ণাসনয়দ্ধনঞ্জ ন যয়াবপ্রাপ্য মৃত্যোর্বশম্ ॥ ৪২
স সায়কঃ কর্ণভুজপ্রসৃষ্টো
হুতাশনার্কপ্রতিমো মহার্চিঃ।
মহোরগঃ কৃতবৈরোঽর্জুনেন
কিরীটমাহৃত্য ততো ব্যতীয়াৎ ॥ ৪৩
তং চাপি ধনুঃ তপনীয়চিত্রং
কিরীটমাকৃত্য তদার্জুনস্য।
ইয়েষ গন্তুং পুনরেব তূণং
দৃষ্টশ্চ কর্ণেন ততোঽব্রবীৎ তম্ ॥ ৪৪
মুক্তস্ত্বয়াহং বলমীক্ষ্য কর্ণ
শিরো হৃতং যন্ন ময়ার্জুনস্য।
সমীক্ষ্য মাং মুক্ত রণে ত্বমাত্ত
হন্তাস্মি শত্রুং তব চাক্ষনঞ্চ ॥ ৪৫
স এবমুক্তো বৃষি সূতপুত্র-
স্তমব্রবীৎ কো ভবানুগ্ররূপঃ।
নাগোঽব্রবীদ্ বিদ্ধি কৃতাগসং মাং
পার্থেন মাতুর্বধজাতবৈরম্ ॥ ৪৬

মুকুট পতিত হইলে পর শ্যামবর্ণ, নবযুবক অর্জুন উচ্চ শিখর-বিশিষ্ট নীলগিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি অল্পও ব্যথিত হন নাই। তিনি নিজ কেশগুচ্ছকে শুভ্রবর্ণ-বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া মুখের শুভ্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্বেতবস্ত্রে কেশগুচ্ছ বদ্ধ করায় তিনি শিখরে বিস্তৃত সূর্যকিরণের কিরণাবলিতে প্রকাশিত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১

অশ্বারোহী সূর্যের পুত্র কর্ণ যাঁহাকে চালিত করিয়াছিলেন, যিনি নিজেরই দ্বারা উৎপাদিত ও সুরক্ষিত বাণরূপধারী পুত্রের রূপে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই অর্থাৎ নেত্রেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণের কার্য হওয়ায় যিনি গোকর্ণা (চক্ষুঃশ্রবা) এবং মুখের দ্বারা পুত্রকে রক্ষা করেন বলিয়া সুমুখী নামে কথিতা হন, সেই গবিণী ভেজ ও প্রাণশক্তিতে প্রকাশিত অর্জুনের মস্তক এবং অশ্বগণের রশ্মি (লাগাম) সম্মুখে লক্ষ্য করত (গমন করিতে থাকিলেও রথ নত হইয়া যাওয়ায় উহা না পাইয়া) তাঁহার এই মুকুটই হরণ করিয়া লইয়া যাইলেন, যাহাকে স্বয়ং ব্রহ্মা সুবর্ণরূপে ইন্দ্রের মস্তকের ভূষণরূপে নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং যাহা সূর্যসদৃশ কিরণের প্রভায় জগৎকে পরিপূর্ণ প্রকাশিত করিতেছিল। এই সর্পকে নিজ বাণসমূহের আঘাতে বিকল করিয়া দিয়া অর্জুন উহাকে পুনরায় আক্রমণ করিবার সুযোগ না দেওয়ায় মৃত্যুর অধীন হইলেন না ॥ ৪২

কর্ণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত এই অগ্নি ও সূর্যসদৃশ তেজস্বী, মহামূল্য বাণ, যে বাণ পূর্বে অর্জুনের সহিত শত্রুতাবশতঃ মহানাগ ছিল, অর্জুনের কিরীটমধ্যে আঘাত করিয়া পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসিল ॥ ৪৩

অর্জুনের এই মুকুট সুবর্ণময় বলিয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিতে ছিল। উহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ বিষাগ্নিতে দগ্ধ করত এই সর্প পুনরায় কর্ণের তূণীরে প্রবিষ্ট হইতে কামনা করিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় কর্ণের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তখন সে কর্ণকে বলিল ॥ ৪৪

কর্ণ! তুমি উত্তমরূপে বিচার-বিবেচনা করিয়া আমাকে নিক্ষেপ কর নাই, সেইজন্য আমি অর্জুনের মস্তক অপহরণ করিতে পারি নাই। এখন পুনরায় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া প্রকৃত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ধনুকে শীঘ্র আমাকে নিক্ষেপ কর। ইহাতে আমি নিজের ও তোমার শত্রু অর্জুনকে বধ করিব ॥ ৪৫

মুক্তমুখে সেই নাগ এই কথা বলিলে পর সূতপুত্র কর্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রথমে তুমি এই কথা বল যে, এতাদৃশ ভয়ানকরূপধারী তুমি কে? তখন নাগ বলিল,—অর্জুন আমার অপরাধ করিয়াছে। আমার মাতা তাহার দ্বারা নিহত হওয়ায় আমার তাহার সহিত শত্রুতা জন্মিয়াছে। তুমি আমাকে নাগ বলিয়া জানিও। যদি সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য আসেন, তথাপি আজ অর্জুনকে যমলোকে অবশ্যই গমন করিতে হইবে ॥ ৪৬

যদি স্বয়ং বজ্রধরোঽস্ত্র গোপ্তা
তথাপি যাতা পিতৃরাজবেশ্মনি ॥

কর্ণ উবাচ।

ন নাগ কর্ণোঽস্ত্র রণে পরস্ত
বলং সমাস্থায় জয়া বৃষস্বে ॥ ৪৭

ন সন্দধ্যাং দ্বিঃ শরং চৈব নাগ
যজ্জুনায় শক্রমেব হন্যাম্।
তমাহ কর্ণঃ পুনরেব নাগং
তদাঽঽজিমধ্যে রবিসূনুসত্তমঃ ॥ ৪৮

বালাস্ত্রসর্গোত্তমযত্নমন্ত্যজি-
ষ্ণোস্তাপি পার্থং সুমুখী ব্রজ ত্বম্।
ইত্যেবমুক্তো ঘৃণি নাগরাজঃ
কর্ণেন রোষাদসহাস্তস্য বাক্যম্ ॥ ৪৯

শরং প্রাহ্যাং পার্থবধায় রাজন্
কৃত্বা স্বরূপং বিভিবাংশুকল্পঃ।
ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থমুবাচ সংখ্যে
মহোরগং কৃষ্টবরং জহি ত্বম ॥

স এবমুক্তো মধুসূদনেন
পাণ্ডোঃসুতঃ বিপুলবীর্যসাহঃ।
উবাচ কো হ্যেষ মমাস্ত নাগঃ
শরং য আয়াদ্ গরুড়স্য বক্ত্রম্ ॥৫১

কৃষ্ণ উবাচ

যোঽসৌ ত্বয়া খাণ্ডবে চিত্রভানুং
সন্তর্পয়তেন ধনুর্বরেণ
বিনাশভীতো জননীগুপ্তয়েঽসৌ
মন্বৈকরূপঃ নিহতোঽস্ত্র যাতা ॥ ৫২

স এষ তস্য বৈরমনুস্মরন বৈ
ত্বাং প্রার্থয়ত্যাত্মবধায় নূনম্।
নভস্ত্যতাং প্রজ্বলিতামিবোল্কাং
পক্ষৈনমারাস্তমমিত্রসাহ ॥ ৫৩

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ স জিহ্মঃ পরিবৃত্য রোষা-
চ্চিচ্ছেদ বজ্রনিভৈঃ সুধারৈঃ।
নাগং বিরক্তিস্থাগিবোৎপতন্তং
স ছিন্নগাত্রো নিপপাত ভূমৌ ॥ ৫৪

কর্ণ বলিলেন,—নাগ! আজ রণাঙ্গনে কর্ণ অপরের বলের আশ্রয় লইয়া জয়লাভ করিতে অভিলাষী নয়। নাগ! আমি সত্য অর্জুনকে বধ করিতে পারি; কিন্তু একই বাণ দুইবার প্রয়োগ করিতে পারি না ॥ ৪৭॥

এই কথা বলিয়া সূর্যদেবের শ্রেষ্ঠ পুত্র কর্ণ সেই নাগকে পুনরায় বলিলেন,—আমার নিকট সর্পমুখ বাণ আছে। আমি সর্বোত্তম যত্ন করিতেছি এবং আমার মনেও অর্জুনের প্রতি পর্যাপ্ত রোষ রহিয়াছে; অতএব আমি স্বয়ংই পার্থকে বিনাশ করিব। তুমি সুখের সহিত এখান হইতে গমন কর ॥ ৪৮॥

রাজন্! বৃষভধ্বজ কর্তৃক এইরূপ কঠোর উক্তি পাইয়া সেই নাগরাজ রোষসহকারে তাঁহার এই কথা সহ্য করিতে পারিলেন না; সেই উগ্র সর্প নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনে প্রতিহিংসার ভাবনা পোষণ করত পার্থকে বধ করিবার জন্য স্বয়ংই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৯॥

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃষভধ্বজ অর্জুনকে বলিলেন,—এই বিশাল নাগ তোমার শত্রু, তুমি ইহাকে বিনাশ কর। ভগবান্ মধুসূদন এই কথা বলিলে পর শত্রুর পরাক্রমের সম্মুখীন হইতে সমর্থ পাণ্ডবসখা অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আজ আমার নিকটে আসিয়াছে এই নাগ কে? সে নিজেই গরুড়ের মুখে উপনীত হইয়া পড়িয়াছে? ৫০-৫১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! খাণ্ডব-বনে যখন তুমি অগ্নিকে বহু ধারণ করত অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিতেছিলে, সেই সময় এই সর্প নিজের মাতার মুখে প্রবেশপূর্বক নিজের শরীরকে সুরক্ষিত করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। তুমি তাহাকে একটিই সর্প মনে করিয়া কেবল উহার মাতাকেই বধ করিয়াছিলে ॥ ৫২

সেই শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া এই সর্প নিজের মরণের জন্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। শত্রুসূদন! আকাশ হইতে পতনরত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এই সর্পকে লক্ষ্য কর ॥ ৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন অর্জুন রোষের সহিত ঈষৎ ঘুরিয়া অতিশয় তীক্ষ্ণধার দুইটি বাণের দ্বারা আকাশেই বিদ্যুৎগতিতে উচ্চীয়মান সেই নাগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইলে সেই সর্প ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫৪

রথে চ তস্মিন্ ভুজগো কিরীটিনা
স্বয়ং বিভুঃ পার্থিব ভূতলাশ্রয়ঃ।
সমুজ্জহারাশু পুনঃ পতন্তং
যথা ভুজাভ্যাং পুরুষোত্তমস্তথা॥ ৫৫

তস্মিন্ মুহূর্তে দশভিঃ পৃষৎকৈঃ
শিলাশিতৈর্বাহিণবর্হবাজিতৈঃ।
বিব্যাধ কর্ণঃ পুরুষপ্রবীরো
ধনঞ্জয়ং তির্য্যগবেক্ষমাণঃ॥ ৫৬

ততোঽর্জুনো দ্বাদশভিঃ সুমুক্তৈ—
র্বরাচকর্ণৈর্নিশিতৈঃ সমর্প্য।
নারাচমাশীবিষতুল্যবেগ-
মাকর্ণপূর্ণায়তমুৎসসর্জ্জ॥ ৫৭

স চিত্রবর্ম্মেষুবরো বিদার্য্য
প্রাণান্নিরস্তস্তমিব সাধুমুক্তঃ।
কর্ণস্য পীত্বা রুধিরং বিবেশ
বসুন্ধরাং শোণিতদিগ্ধবাজঃ॥ ৫৮

ততো ধনুষো বাণনিপাতকোপিতো
মহোরগো দণ্ডবিঘট্টিতো যথা।
ভৃশাতুরকারী ব্যসৃজচ্ছরোত্তমান্
মহাবিষঃ সর্প ইবোত্তমং বিষম্॥ ৫৯

জনার্দ্দনং দ্বাদশভিঃ পরাভিন-
দ্রুবৈর্নবত্যা চ শরৈস্তথাজুনম্।
শরেণ ঘোরেণ পুনশ্চ পাণ্ডবা
বিদার্য্য কর্ণো ব্যনদজ্জহাস চ॥ ৬০

তমস্ত হর্ষং মনুজে ন পাণ্ডবো
বিতেদ মর্ম্মাণি ততোঽস্য মর্ম্মবিৎ।
পরাসুভিঃ পত্রিভিরিন্দ্রবিক্রম-
স্তথা যথেন্দ্রো বলমোজসা রণে॥ ৬১

ততঃ শরাণাং নবতিং তদার্জ্জুনঃ
সসর্জ্জ কর্ণেঽন্তকরণ্ডসন্নিভাম্।
তৈঃ পত্রিভির্বিক্ষতদেহঃ স বিব্যথে
তথা যথা বজ্রবিদারিতোঽচলঃ॥ ৬২

মণিপ্রবেকোত্তমবজ্রচাটকৈ-
রলঙ্কৃতা চাস্য বরাঙ্গভূষণম্।
প্রবিদ্ধমুর্ব্যাং নিপপাত পত্রিভি-
র্বিভ্রাজয়ন্নোত্তমকুণ্ডলোঽপি চ॥ ৬৩

রাজন্! কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা সেই সর্প নিহত হইলে পর স্বয়ং ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজে রথের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিজের দুই হাতের দ্বারা উপরে উত্থাপন করিলেন॥ ৫৪

সেই মুহূর্ত্তে নরবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে মহেন্দ্রতুল্য, শিলাশানিত দশটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৫৬

তখন অর্জুন উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বারটি যমদণ্ডসদৃশ ভীষণধার বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করত পুনরায় বিষধর সর্পতুল্য একটি নারাচকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ণপূর্ণ করিয়া তাঁহার দিকে ক্ষেপণ করিলেন॥ ৫৭

উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত সেই শ্রেষ্ঠ নারাচ কর্ণের বিচিত্র কবচকে বিদারিত করিয়া তাঁহার প্রাণকে যেন নিষ্কাষিত করিতে করিতেই রক্তপান করিতে লাগিল এবং পরে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। সেই সময় তাহার পক্ষ রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল॥ ৫৮

তখন সেই বাণের প্রহারে ক্রুদ্ধ বিষপ্রকারী কর্ণ দণ্ডের আঘাতপ্রাপ্ত মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেইভাবে উত্তম বাণসকল প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ মহাবিষাক্ত সর্প নিজের উত্তম বিষ বমন করিতে থাকে॥ ৫৯

কর্ণ এই সময় বারটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিরানব্বইটি বাণে অর্জুনকে উত্তমরূপে আহত করিলেন। তাহার পর একটি ভয়ঙ্কর বাণে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে পুনরায় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া কর্ণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন এবং হাস্য করিতে থাকিলেন॥ ৬০

তাঁহার এই হর্ষকে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি কর্ণের মর্ম্মস্থলসকল জানিতেন এবং ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ছিলেন। অতএব ইন্দ্র যেরূপ সমাদরে বলাসুরকে বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন পক্ষ হইতেও অধিক বাণে কর্ণের মর্ম্মস্থানসমূহ বিদীর্ণ করিলেন॥ ৬১

তদনন্তর অর্জুন যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর নব্বইটি বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই পক্ষযুক্ত বাণসমূহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া যাইল এবং তিনি বজ্রে বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন॥ ৬২

উত্তম মণি, হীরক ও সুবর্ণমণ্ডিত অলঙ্কৃত কর্ণের বক্ষঃস্থের আভরণ মুকুট ও তাঁহার দুইটি উত্তম কুণ্ডলও অর্জুনের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল॥ ৬৩

মহাধনং শিল্পিনরৈঃ প্রযত্নতঃ
কৃতং যদস্তোত্তমবর্ম ভাস্বরম্।
সুদীর্ঘকালেন ততোঽস্য পাণ্ডবঃ
ক্ষণেন বাণৈর্বিধিবৎ ব্যপাতয়ৎ ॥ ৬৪
স তৎ বিবর্মাপমথোত্তমেষুভিঃ
শিতৈস্তনুত্রঃ কুপিতঃ পরাজিনৎ।
স বিব্যথেঽত্যর্থমরিপ্রভাড়িতো
যথাতুরঃ পিত্তকফানিলজ্বরৈঃ ॥ ৬৫
মহাধনুর্মণ্ডলনিঃসৃতৈঃ শিতৈঃ
ক্রিয়াপ্রযত্নপ্রহিতৈর্বলেন চ।
ততস্য কর্ণং বহুভিঃ শরোত্তমৈ-
র্বিভেদ মর্মণ্যপি চার্জুনস্বরন্ ॥ ৬৬
মুহুরাহতঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ
পার্থেন কর্ণো বিবিধৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
বভৌ গিরির্ধৈরিকধাতুরক্তঃ
ক্ষরন্ প্রপাতৈরিব রক্তমম্বুঃ ॥ ৬৭
ততোঽর্জুনঃ কর্ণমবজ্রগৈরবৈঃ
সুবর্ণপুঙ্খৈঃ সুদৃঢ়ৈরজিহ্মগৈঃ।
যমাগ্নিদণ্ডপ্রতিমৈঃ স্তনান্তরে
পরাভিনৎ ক্রৌঞ্চমিবাদ্রিমন্ত্রিভঃ ॥ ৬৮
ততঃ শরাবাপমপাস্য সূতজো
ধনুশ্চ তচ্ছত্রুশরাসনোপমম্।
ততো রথস্থঃ স মুমোহ চ ক্ষণম্
প্রশীর্ণমুষ্টিঃ সুতৃণাহতঃ প্রভো ॥ ৬৯
ন চার্জুনস্তং বাসনে তথেদৃশং
নিহন্তুমার্ত্যঃ পুরুষব্রতে স্থিতঃ।
ততস্তমিন্দ্রাবরজঃ সুদন্তমা-
হুবাচ কিং পাণ্ডব হে প্রমাদ্যসে ॥ ৭০
নৈবাহিতানাং সততং বিপশ্চিতঃ
ক্ষণঃ প্রভাক্ষস্যাপি দুর্বলীয়সাম্।
বিশেষতোঽরীন্ বাসনেষু পণ্ডিতো
নিহন্তা ধর্মঞ্চ যশশ্চ বিন্দতে ॥ ৭১
তথেকবীরং তব চাহিতং মনা
ধরস্ব কর্ণং সহসাভিমন্যুবৎ।
পুরা সমর্থঃ সমুপৈতি সূতজো
ভিন্ধি ধনুষ্যঃ ধনুষি যথা হরিঃ ॥ ৭২

যুধা যুধা শিল্পিগণ কর্ণের যে উত্তম বর্মখানি ও তেজস্বী ধনুখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্মাণ করিয়াছিল, তাহার এই ধনুখানি ও বর্মখানি নিজ বাণসমূহের দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই বহু খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন। ৬৪

কবচ ছিন্ন হইয়া যাইলে কর্ণ কুপিত হইয়া অর্জুনকে চারিটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা পুনরায় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। পরে অর্জুনকর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া পড়ায় কর্ণ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা (কফ) সম্ভূত জ্বরে (ত্রিদোষ বা সন্নিপাতে) আতুর মনুষ্যের ন্যায় অধিক পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। ৬৫

এই সময় অর্জুন দ্বারা করিয়া প্রযত্ন ও বলসহকারে নিক্ষিপ্ত এবং বিশাল ধনুর্মণ্ডল হইতে নিঃসৃত বহু সংখ্যক তীক্ষ্ণধার ও উত্তম বাণসকলের দ্বারা কর্ণের মর্মস্থানসমূহে প্রচণ্ড আঘাত করত তাঁহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ৬৬

অর্জুনের ভয়ঙ্কর বেগশালী ও তেজস্বী নানাপ্রকার বাণসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কর্ণ স্বীয় অঙ্গসমূহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে গৈরিকধাতু রঞ্জিত ঝরনা প্রবাহিতকারী পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬৭

তাহার পর অর্জুন স্বর্ণখচিত, লৌহনির্মিত, সুদৃঢ় এবং ঋজুগত ও অগ্নিদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের বক্ষ সেইকালে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, যেরূপ কুমার কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ৬৮

প্রভো! অত্যন্ত আহত হইয়া পড়ায় সূতপুত্র কর্ণ তূণীর ও ইন্দ্রধনুতুল্য বিশাল ধনু পরিত্যাগ করত রথের উপরেই মূর্ছিত হইতে হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার মুষ্টিও শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ৬৯

রাজন্! অর্জুন সৎপুরুষগণের ব্রতে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ; অতএব তিনি এই সঙ্কটকালে কর্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন না। তখন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তীব্রবেগে কহিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! তুমি কি প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ? ৭০

বিদ্বান্ ব্যক্তি দুর্বল হইতেও দুর্বল শত্রুকে নষ্ট করিবার জন্য কখনও সময়ের প্রতীক্ষা করেন না। বিশেষতঃ সঙ্কটে পতিত শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ ধর্ম ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। ৭১

সেইজন্য সর্বদা তোমার সহিত শত্রুতাকারী এই অদ্বিতীয় বীর কর্ণকে সহসা বিনষ্ট করিয়া দিতে তুমি যত্নান্বিত হও

ততস্তদেবেন্দ্রাভিপূজ্য সম্বরং
জনার্দনং কর্ণমবিধ্যদর্জুনঃ।
শরোত্তমৈঃ সর্বতুরত্নসম্ভরৈ-
স্তথা যথা শম্বরহা পুরা বলিম্ ॥ ৭৩

সাধ্বং তু কর্ণঃ সরথং কিরীটী
সমাচিনোদ্ ভারত বৎসদন্তৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস দিশশ্চ বাণৈঃ
সর্বপ্রযত্নাত্তনীরমূখৈঃ ॥ ৭৪

স বৎসদন্তৈঃ পৃথুপীনবক্ষাঃ
সমাচিতঃ সোঽধিরথির্বিভাতি।
সুপুষ্পিতাশোকপলাশশাল্মলি-
র্যথাচলশ্চন্দনকাননাবৃতঃ ॥ ৭৫

শরৈঃ শরীরে বহুভিঃ সমর্পিতৈ-
র্বিভাতি কর্ণঃ সমরে বিশাম্পতে
মহীরুহৈরাচিতসানুকন্দরো
যথা গিরীন্দ্রঃ ফুটকর্ণিকারবান্ ॥ ৭৬

স বাণসঙ্ঘান্ বহুধা সমাসৃজন্
বিভাতি কর্ণঃ শরজালরশ্মিবান্
সলোহিতো রক্তগতস্তিমণ্ডলো
দিবাকরোঽস্তাভিমুখো যথা তথা ॥ ৭৭

বাহুত্তরাদাধিরথেঃ প্রমুক্তান্
বাণান্ মহাহীনিব দীপ্যমানান্।
ব্যূঢ়ঃসরস্তূর্ণমবাঙ্মুখাঃ
শরাঃ সমাসাদ্য দিশঃ শিতাগ্রাঃ ॥ ৭৮

ততঃ স কর্ণঃ সমরশ্লাঘী ধৈর্যাৎ
বাণান্ বিমুঞ্চন্ কুপিতান্তকোপমান্।
বিব্যাধ পার্থং দশভিঃ পুনশ্চৈঃ
কৃষ্ণঞ্চ ষড়্ভিঃ কুপিতান্তকোপৈঃ ॥ ৭৯

ততঃ কিরীটী কৃতমুগ্রনিঃস্বনঃ
মহাশরঃ সর্পবিষোপমৈঃ শরৈঃ।
অরন্তুদং রৌদ্রমস্ত্রমস্তৃজৎ
মহাহবে কেশবমর্দনো মহামতিঃ ॥ ৮০

পুত্রপুত্র কর্ণ শাক্তশালী হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিবার পূর্বেই তুমি উহাকে সেইস্থানে বিনাশ কর, যেরূপ ইন্দ্র নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৭২

'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানের পূর্বক সমস্ত সুহৃদ্গণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্জুন উত্তম বাণসমূহের দ্বারা অতিসত্বর কর্ণকে সেইস্থানে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে সম্বরাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্র রাজা বলিকে প্রহার করিয়াছিলেন ॥ ৭৩

ভারত! কিরীটধারী অর্জুন অশ্বগণ ও রথসহ কর্ণের শরীর বৎসদন্তনামক বাণসমূহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। তারপর সর্ব-প্রকার যত্নসহকারে সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহে তিনি সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৭৪

বিশাল ও আয়ত বক্ষঃস্থলোভিত অধিরথপুত্র কর্ণের শরীর বৎসদন্তনামক বাণসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক, পলাশ, শিমুল ও চন্দনবনে পরিবৃত পর্বতের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৫

প্রজানাথ! রণে কর্ণের দেহে বহু বাণ প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত। ইহাদের দ্বারা রণাঙ্গণে তাঁহার এরূপ শোভা হইতে লাগিল, যেরূপ বৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত শিখর ও কন্দরাবলিষ্ট গিরিরাজের উপর রক্তবর্ণ কর্ণিকার পুষ্প বিকসিত হইলে সেই গিরিরাজের শোভা হইয়া থাকে ॥ ৭৬

তদনন্তর কর্ণ সাবধান হইয়া শত্রুদের উপর বহু বাণশ্রেণী বর্ষণ করিলেন। সেই সময় যেরূপ অস্তাচলগামী সূর্যমণ্ডল ও তাহার কিরণ রক্তবর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ রক্তে রঞ্জিত কর্ণ সেই বাণসমূহরূপ কিরণে সুশোভিত হইতেছিলেন ॥ ৭৭

কর্ণের বাহুদ্বয় হইতে বিষাক্ত সর্পগণের ন্যায় প্রকাশিত বাণসমূহকে অর্জুনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ সমস্ত দিকে বিস্তৃত হইয়া নষ্ট করিয়া দিল ॥ ৭৮

তদনন্তর কর্ণ ধৈর্যাবলম্বন করত কুপিত সর্পগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ সর্পগণসদৃশ দশটি বাণে অর্জুনকে এবং ছয়টি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭৯

তখন পরম বুদ্ধিমান্ কিরীটধারী অর্জুন সেই মহাসমরে কর্ণের উপর ভয়ানক শব্দকারী, সর্পবিষ ও অগ্নিজ্বালা তেজস্বী, লৌহনির্মিত এবং মহারৌদ্রাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বিশাল বাণ নিক্ষেপ করিতে মনস্থির করিলেন ॥ ৮০

কালো ব্রুবন্তো নৃপ বিপ্রকোপা-
দ্বিমর্শনং কর্ণবধং ব্রুবাণঃ
ভূমিস্ত চক্রং গ্রসতীত্যবোচৎ
কর্ণস্য তস্মিন্ বধকাল আগতে ॥ ৮১

ততস্তমস্ত্রং মনসঃ প্রণষ্টং
যদ্ ভার্গবোঽস্মৈ প্রদদৌ মহাত্মা ।
চক্রঞ্চ বামং গ্রসতে স্ম ভূমির-
স্যান্তে তস্মিন্ বধকালে নৃবীর ॥ ৮২

ততো রথো ঘূর্ণিতবান্ নরেন্দ্র
শাপাত্তদা ব্রাহ্মণসত্তমস্য ।
ততশ্চক্রমপতত্তস্য ভূমৌ
স বিহ্বলঃ সমরে সূতপুত্রঃ ॥ ৮৩

সবেদিকশ্চৈত্য ইবাতিমাত্রঃ
সুপুষ্পিতো ভূমিতলে নিমগ্নঃ
ঘূর্ণে রথে ব্রাহ্মণশাপপাপ্
রামাস্ত্রপাপ্তে ত্বরতাঞ্চ চাস্ত্রে ॥ ৮৪

ছিন্নে শরে সর্পমুখে চ ঘোরে
পার্থেন তস্মিন্ বিরথত্বমাপ্তে কর্ণঃ ।
অমুহ্যমাণো ব্যসনানি তানি
হস্তৌ বিধুন্বন্ ন বিগর্হমাণঃ ॥ ৮৫

ধর্মপ্রধানং কিল পাতি ধর্ম
ইত্যব্রুবন্ ধর্মবিদঃ সাধবো ।
বয়ঞ্চ ধর্মে প্রযতাম নিত্যং
চর্তুং যথাশক্তি যথাক্রমঞ্চ ।
স চাপি নিঘ্নাতি ন পাতি ভক্তান্
মন্যে ন নিত্যং পরিপাতি ধর্মঃ ॥ ৮৬

এবং ব্রুবন্ প্রস্খলিতাশ্বসূতো
বিচাল্যমানোঽর্জুনবাণপাতৈঃ ।
ঘর্মাভিঘাতাচ্ছিথিলঃ ক্রিয়াসু
পুনঃ পুনশ্চাস্মরদো জগাই ॥ ৮৭

ততঃ শরৈর্ভীমতরৈরবিধ্যদ্ ভিত্ত্বাহরে
হস্তে কৃষ্ণং তথা পার্থমভিবাক্ষ সপ্তভিঃ ॥ ৮৮

হে নৃপ! সেই সময় কাল অদৃশ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মণের ক্রোধে কর্ণের রথের সুচনাধান করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে পর এইরূপ বলিলেন—এখন ভূমি তোমার রথের চক্রদ্বয় গ্রাস করিবেন ॥ ৮১

নরবীর! এখন কর্ণের বধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা পরশুরাম কর্ণকে যে ভার্গবাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় এই অস্ত্র তাঁহার মন হইতে অপৃত হইল—কর্ণের এই অস্ত্র আর স্মরণ হইল না। এই সঙ্গে পৃথিবী তাঁহার রথের বামচক্র গ্রাস করিলেন ॥ ৮২

হে নরেন্দ্র! সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে সেই সময় তাঁহার রথ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তাহার চক্র পৃথিবীতে বসিয়া যাইল। ইহা দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥ ৮৩

যেরূপ সুন্দর পুষ্পসমূহে যুক্ত বিশাল চৈত্যবৃক্ষ বেদীসহ পৃথিবীতে নিমজ্জিত হইয়া যায়, সেইরূপ অবস্থা এই কর্ণের রথেরও হইল। ব্রাহ্মণের শাপে যখন রথ কম্পিত হইতে লাগিল, পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইল এবং ঘোর সর্পমুখ বাণ অর্জুনের দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইল, তখন সেই অবস্থায় এই সঙ্কটকে সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণ বিহ্বল হইয়া উঠিলেন এবং দুই হস্ত আস্ফোলিত করিতে করিতে বন্ধের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪-৮৫

ধর্মজ্ঞ সুহৃদ্গণ সর্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, ধর্মপরায়ণ মানুষকে ধর্মই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি নিজ শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে সদা ধর্মপালনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু সে-ই ধর্মও আমাকে বিনাশ করিতেছেন, ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন না; অতএব আমি মনে করি, ধর্ম কাহাকেও রক্ষা করেন না ॥ ৮৬

এই কথা বলিতে বলিতে কর্ণ যখন অর্জুনের বাণসমূহের আঘাতে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি স্খলিত হইয়া বিচলিত হইতে লাগিল এবং ঘর্মস্থানসমূহে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি কার্য করিতে করিতে শিথিল হইয়া যাইলেন, তখন তিনি বারংবার ধর্মেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭

তাহার পর তিনি তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে দৃঢ়বলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আঘাত করিলেন এবং অর্জুনকেও সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৮

ততোঽর্জুনঃ সপ্তদশ ত্রিপ্রবেগানজিহ্মগান্।
ইন্দ্রাশনিসমান্ ঘোরানসৃজৎ পাবকোপমান্ ॥ ৮৯
নির্ভিন্ন তে ভীমবেগা ভূপতন্ পৃথিবীতলে।
কম্পিতাত্মা ততঃ কর্ণঃ শক্ত্যা চেষ্টামদর্শয়ৎ ॥ ৯০
বলেনাথ স সংস্তভ্য ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদৈরয়ৎ।
ঐন্দ্রং ততোঽর্জুনস্তাপি তং দৃষ্ট্বাস্ত্র্যপময়ন্নয়ৎ ॥ ৯১
গাণ্ডীবং জ্যাঞ্চ বাণাংশ্চ লোহয়ন্ত্র্যা পরন্তপঃ।
বাসবজ্বরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥ ৯২
ততস্তেজোময়া বাণা রথাৎ পার্থস্য নিঃসৃতাঃ।
প্রাহরন্ মহাবীর্য্যাঃ কর্ণস্য রথমন্তিকাৎ ॥ ৯৩
তান্ কর্ণপ্রহিতো ভল্লান্ মোঘাংশ্চক্রে মহারথঃ।
ততোঽব্রবীদ্ বৃকিবীরস্তস্মিন্নস্ত্রে বিনাশিতে ॥ ৯৪
বিসৃজাস্ত্রং পরং পার্থ রাধেয়ো গ্রসতে শরান্।
ততো ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রাগ্র্যৈ সমস্ত্র্য সমযোজয়ৎ ॥ ৯৫

হাদয়িত্বা ততো বাণৈঃ কর্ণং প্রত্যাস্তরর্জুনঃ।
ততঃ কর্ণঃ শিতৈর্বাণৈ র্জ্যাং চিচ্ছেদ সুতেজনৈঃ ॥ ৯৬
দ্বিতীয়াঞ্চ তৃতীয়াঞ্চ চতুর্থীং পঞ্চমীং তথা।
ষষ্ঠীমথাস্য চিচ্ছেদ সপ্তমীঞ্চ তথাষ্টমীম্ ॥ ৯৭
নবমীং দশমীং চাস্য তথা চৈকাদশীং বৃষঃ।
জ্যাশতং শতসন্ধানঃ স কর্ণো নাববুধ্যতে ॥ ৯৮
ততো জ্যাং বিনিবায়াস্যমভিমন্ত্র্য চ পাণ্ডবঃ।
শরৈরবাকিরৎ কর্ণং দীপ্যমানৈরিবাহিভিঃ ॥ ৯৯
তস্য জ্যাচ্ছেদনং কর্ণো জ্যাবধানঞ্চ সংযুগে।
নাববুধ্যত শীঘ্রাস্ত্রমদৃষ্টমিবাভবৎ ॥ ১০০
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য প্রনিঘ্নন্ সব্যসাচিনঃ।
চক্রে চাপাধিকং পার্থাৎ স্বর্বীর্য্যমভিদর্শয়ন্ ॥ ১০১
ততঃ কৃষ্ণোঽর্জুনং দৃষ্ট্বা কর্ণাস্ত্রেণ চ পীড়িতম্।
অভ্যাসেত্যব্রবীৎ পার্থমাতিষ্ঠাস্ত্রং ব্রজেতি চ ॥ ১০২

তখন অর্জুন ইন্দ্রের বজ্র এবং অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড বেগশালী সতেরটি বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮৯

এই ভয়ানক বেগশালী বাণসকল কর্ণকে আঘাত করত ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে কর্ণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি যথাশক্তি যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৯০

তিনি বলপূর্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ ব্রহ্মাস্ত্র আবির্ভাব করিলেন। ইহা দেখিয়া অর্জুনও ঐন্দ্রাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিলেন ॥ ৯১

শত্রুতাপন অর্জুন গাণ্ডীব ধনু, গুণ ও বাণকে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেখানে বাণসমূহ সেইভাবে বর্ষণ করিয়া দিলেন, যেরূপ বজ্র অনবরত বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৯২

তদনন্তর তেজোময় অর্জুনের রথ হইতে মহাশক্তিশালী ও তেজস্বী বাণসকল নিঃসৃত হইয়া কর্ণের রথের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল ॥ ৯৩

মহারথী কর্ণ নিজের নিকটে উপনীত সমস্ত বাণকেই ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই সকল অস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইলে পর বৃকিবংশীয় বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ॥ ৯৪

পার্থ! অপর কোন অস্ত্র নিক্ষেপ কর। রাধাপুত্র কর্ণ তোমার বাণসকল নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তখন অর্জুন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া উহা ধনুতে যোজনা করিলেন ॥ ৯৫

ইহার দ্বারা বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া অর্জুন কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে বাণসমূহ প্রহার করিতেই থাকিলেন। তখন কর্ণ তেজস্বী তীক্ষ্ণধার বাণসকলের দ্বারা অর্জুনের ধনুর গুণ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৯৬

তিনি এইরূপ ক্রমশঃ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুণও ছেদন করিলেন ॥ ৯৭

কেবল ইহাই নহে, নবম, দশম ও একাদশ গুণকেও ছেদন করত এক শত বাণ সন্ধানপূর্বক কর্ণ আর জানিতেই পারিলেন না যে, অর্জুনের ধনুর গুণ এক শত সংখ্যাবিশিষ্ট ছিল ॥ ৯৮

তদনন্তর অন্য গুণ যোজনা করিয়া পাণ্ডুতনয় অর্জুন উহাকে অভিমন্ত্রিত করিলেন এবং প্রজ্বলিত সর্পগণের ন্যায় বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯৯

মুহূর্তমধ্যে অর্জুনের ধনুর গুণ ছেদন ও পুনরায় অন্য গুণ যোজন এবং কার্য্য এত দ্রুত হইতেছিল যে, কর্ণ তাহা বুঝিতেই পারিতেছিলেন না। ইহা এক যেন অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১০০

কর্ণ বীর অস্ত্রসকলের দ্বারা সব্যসাচী অর্জুনের অস্ত্রসমূহ নিবারণ করিয়া উহাদিগকে নষ্ট করিতে লাগিলেন এবং নিজ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে করিতে নিজেকে নিজেই অর্জুন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন ॥ ১০১

তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ণের অস্ত্রে পীড়িত হইতে দেখিয়া বলিলেন,—পার্থ! ক্রমান্বয়ে অস্ত্রক্ষেপণ কর, উত্তম অস্ত্রসকল প্রয়োগ কর এবং অগ্রসর হইয়া চল ॥ ১০২

ততোঽস্ত্রিসদৃশং ঘোরং শল্যং সর্পবিষোপমম্।
অয়সারময়ং দিব্যমভিমন্ত্র্য শরন্তপঃ। ১০৩
রৌদ্রমস্ত্রং সমাধায় ক্ষেপ্তুকামঃ কিরীটবান্।
ততোঽপ্রসন্নহৃদ্ ভীমো রাধেয়স্য তদা নৃপ। ১০৪
ততোঽবতীর্য্য রাধেয়ো রথাদাশু সমুদ্যতঃ।
চক্রে ভুজাভ্যামালম্ব্য সমুৎক্ষেপ্তুমিয়েষ সঃ। ১০৫
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সশৈল-বন-কাননা।
সীর্যচক্রা সমুৎক্ষিপ্তা কর্ণেন চতুরঙ্গুলম্। ১০৬
প্রস্তচক্রস্তু রাধেয়ঃ ক্রোধাদক্ষণাবর্তয়ৎ।
অর্জুনং বীক্ষ্য সারম্ভমিদং বচনমব্রবীৎ। ১০৭
তো তোঃ পার্থ মহেষ্বাস মুহূর্তং পরিপালয়।
যাবচ্চক্রমিদং প্রস্তমুদ্ধরামি মহীতলাৎ। ১০৮
সব্যে চক্রে মহীগ্রস্তে দৃষ্ট্বা দৈবাদিদং মম
পার্থ কাপুরুষাচীর্ণমভিসন্ধিং বিসর্জ্জয়। ১০৯
ন ত্বং কাপুরুষাচীর্ণং মার্গমাস্থাতুমর্হসি।
খ্যাতস্ত্বমসি কৌন্তেয় বিশিষ্টো রণকর্ম্মসু। ১১০
বিশিষ্টতরমেব ত্বং কর্ত্তুমর্হসি পাণ্ডব।
প্রকীর্ণকেশে বিমুখে ব্রাহ্মণেঽথ কৃতাঞ্জলৌ। ১১১
শরণাগতে ন্যস্তশস্ত্রে যাচমানে তথার্জ্জুন।
অবাণে ত্রুটকবচে ত্রুটতূণীরুণে তথা। ১১২
ন বিমুঞ্চন্তি শস্ত্রাণি শূরাঃ সাধুব্রতে স্থিতাঃ।
ত্বঞ্চ শূরতমো লোকে সাধুবৃত্তশ্চ পাণ্ডব। ১১৩
অভিজ্ঞো যুদ্ধধর্ম্মাণাং বেদাস্তাবত্কথাশ্রুতঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদমেরাত্মা কার্ত্তবীর্য্যসমো যুধি। ১১৪
যাবচ্চক্রমিদং প্রস্তমুদ্ধরামি মহাভুজ।
ন মাং রথস্থো কৃষ্ণস্থঃ বিরথং হন্তুমর্হসি। ১১৫
ন বাসুদেবাৎ ঘৃণো বা পাণ্ডবেয় বিভেম্যহম্।
ত্বং হি ক্ষত্রিয়মায়ান্তং মহাকুলবিবর্দ্ধনঃ।
অতস্ত্বাং প্রব্রবীম্যেষ মুহূর্তং ক্ষম পাণ্ডব। ১১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কর্ণরথচক্রপ্রসনে
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯০

তাহার পর শত্রুদমন অর্জুন অগ্নি ও সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ঘোরতর দিব্য বাণকে অভিমন্ত্রিত করিয়া উহাতে রৌদ্রাস্ত্রের আধান করিলেন এবং উহা কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য স্থির করিলেন। হে নৃপ! এই সময় পৃথিবী রাধানন্দন কর্ণের চক্র গ্রাস করিলেন। ১০৩-১০৪

ইহা দেখিয়া রাধানন্দন কর্ণ অতিশয় রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং উদ্যোগ সহকারে নিজের দুই বাহুর দ্বারা চক্রকে ধরিয়া উহাকে উপরে তুলিবার চেষ্টা করিলেন। ১০৫

কর্ণ সেই রথকে উপরে উঠাইবার সময় এমন আকর্ষণ করিলেন যে, উহাতে সপ্ত দ্বীপযুক্তা এবং পর্ব্বত, বন ও কাননসহ এই সমগ্রা পৃথিবী চক্রকে নিজাসন করিয়া যেন চারি আঙ্গুল পরিমিত উপরে উঠিয়া আসিলেন। ১০৬

চক্র গ্রস্ত হইয়া যাওয়ায় রাধাপুত্র কর্ণ ক্রোধে অঙ্গবিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করত এই কথা বলিলেন। ১০৭

মহাবাহুর্জ্জ হুতীক্ষুবাণ! মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, যাহাতে আমি এই গ্রস্ত চক্রকে পৃথীতল হইতে উদ্ধার করিতে পারি। ১০৮

পার্থ! দৈবযোগে আমার রথের এই বাম চক্র পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহা দেখিয়া তুমি কাপুরুষোচিত কপট ব্যবহার পরিত্যাগ কর। ১০৯

হুতীক্ষুবাণ! যে পথে কাপুরুষগণ গমন করে, তুমি সেই পথে গমন করিও না; কারণ, তুমি যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ বীরত্বসহকারে প্রচার বিখ্যাত আছ। পাণ্ডুনন্দন! তুমি বিশেষকে এ জগতে আরও অধিক বিশিষ্ট বীরত্বে পরিণত কর। ১১০।

অর্জুন! যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়া অবসান করে, যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ, যে কৃতাঞ্জলি হইয়া শরণাগত হইয়াছে, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, যে প্রাণের ভিক্ষা করিয়া থাকে এবং যাহার বাণ, ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরুষের উপর উত্তম ব্রতপালনকারী বীর যোদ্ধা কখনও অস্ত্রপ্রহার করেন না। ১১১-১১২।

পাণ্ডুনন্দন! তুমি এজগতে সৌম্যশালী মহাবীর ও সদাচারী বলিয়া বিখ্যাত আছ যুদ্ধের বিষয়ও তুমি জান। বেদাস্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া তুমি উহার অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নান করিয়াছ। তুমি দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনতুল্য পরাক্রমশালী। ১১৩-১১৪

মহাবাহো! যে পর্য্যন্ত আমি এই গ্রস্ত চক্রকে উদ্ধার করিতে থাকিব, সেই পর্য্যন্ত তুমি রথারূঢ় হইয়া ভূমিতলে অবস্থিত আমাকে বাণসমূহের প্রহারে ব্যাকুল করিও না। ১১৫

পাণ্ডুপুত্র! আমি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অথবা তোমাকে অল্পও ভয় করি না। তুমি ক্ষত্রিয়ের পুত্র এবং এক উচ্চ বংশের গৌরববর্দ্ধন করিতেছ; সেইজন্য তোমাকে আমি এই কথা বলিলাম। অর্জুন! তুমি মুহূর্তকাল আমাকে ক্ষমা কর। ১১৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে কর্ণের রথচক্রপ্রসনবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন কর্ণস্য তিরস্কারঃ, অর্জুনেন কর্ণস্য বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তমব্রবীদ্ বাসুদেবো রথস্থো
রাধেয় নিষ্ঠা স্মরসীহ ধর্মম্।
প্রায়েণ নীচা ব্যসনেষু মগ্না
নিন্দন্তি দৈবং কুকৃতং ন পুরুষম্॥ ১

যদ্ দ্রৌপদীমেকবস্ত্রাং সভায়া-
মানায়য়েঃ সুবলস্য পুত্রঃ।
দুঃশাসনঃ শকুনিঃ সৌবলশ্চ
ন তে কর্ণ প্রাহরন্তত্র ধর্মম্॥ ২

যদা সভায়াং রাজানমনক্ষজ্ঞং যুধিষ্ঠিরম্
অভ্যহরঃ কুনিভির্নাৎ ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৩

বনবাসে ব্রাতীতে চ কর্ণ বর্ষে ত্রয়োদশে
ন প্রাযচ্ছসি যদ্ রাজ্যং ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৪

যদ্ ভীমসেনঃ সর্পৈশ্চ বিষমৈস্তৈশ্চ ভোজনৈঃ।
আচরৎ ত্বয়তে রাজা ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৫

যদ্ বারণাবতে পার্থান্ সুপ্তান্ জতুগৃহে তদা।
আদীপয়স্ত রাধেয় ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৬

যদা রজস্বলাং কৃষ্ণাং দুঃশাসনবশে স্থিতাম্।
সভায়াং প্রাহসঃ কর্ণ ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৭

যদনার্যৈঃ পুরা কৃষ্ণাং ক্লিশ্যমানামনাগসম্।
উপপ্রেক্ষসি রাধেয় ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৮

বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণে শাশ্বতং নরকং গতাঃ।
পতিমন্যং বৃণীষেতি যোঽব্রূঃ প্রস্থগামিনীম্॥ ৯

উপপ্রেক্ষসি রাধেয় ক তে ধর্মস্তদা গতঃ।
রাজ্যলুব্ধঃ পুনঃ কর্ণ সমাব্যথসি পাণ্ডবান্।
যদা শকুনিমাশ্রিত্য ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥

একনবতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণকে তিরস্কার এবং অর্জুনের দ্বারা কর্ণের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় রথে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বলিলেন,—রাধানন্দন! দৈবাধীন তোমার কথা যে, এখন এই সঙ্কটকালে তোমার ধর্মের কথা স্মরণ হইতেছে। প্রায়শই দেখা যায়, নীচ মানুষ বিপদে পতিত হইলে দৈবেরই নিন্দা করিয়া থাকে। নিজের কৃত দুষ্কর্মের কথা তাহারা স্মরণ করে না। ১

কর্ণ! যখন তুমি এবং দুর্যোধন, দুঃশাসন ও সুবল-পুত্র শকুনি একবস্ত্রপরিহিতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলে, সেই সময় তোমার মনে ধর্মের কথা উদিত হয় নাই কেন? ২

যখন কৌরব-সভায় পাশাখেলায় অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনি আতুরভাবে কপটতাপূর্বক পরাজিত করিয়াছিল, সেই সময় তোমার এই কর্ণ কোথায় ছিল? ৩

কর্ণ! বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষকাল অতিবাহিত হইবার পরও যখন তুমি পাণ্ডবগণের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে না, তখন তোমার কর্ণ কোথায় ছিল? ৪

যখন রাজা দুর্যোধন তোমারই পরামর্শ গ্রহণ করত ভীমসেনকে বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইয়াছিল এবং তাঁহাকে সর্পগণের দ্বারা দংশন করাইয়াছিল, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? ৫

সেই দিন বারণাবতনগরে জতুগৃহের (লাক্ষাগৃহের) মধ্যে নিদ্রিত কুন্তীপুত্রদিগকে যখন প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ৬

কর্ণ! সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীকৃতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া যখন তুমি উপহাস করিতেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল? ৭

রাধানন্দন! পূর্বে নীচ কৌরবগণের দ্বারা ক্লেশপ্রাপ্ত নিরপরাধা দ্রৌপদিকে যখন তুমি নিকট হইতে দেখিতেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? ৮

(স্মরণ আছে কি? তুমি দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলে) কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, চিরকালের জন্য নরকে পতিত হইয়াছে। এখন তুমি অপর কোন পতিকে বরণ কর। যখন তুমি এই কথা বলিতে বলিতে গমনশীলা দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলে, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল। ৯

কর্ণ! পুনরায় রাজ্যলোভবশতঃ তুমি শকুনির পরামর্শ অনুসারে যখন পাণ্ডবগণকে দ্বিতীয়বার পাশাখেলার জন্য আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ১০

যদাভিমন্যোঃ বভ্রবো যুদ্ধে তস্মিন্নহারথাঃ
পরিবার্য্য রথে বালং ক তে ধর্ম্মস্তদা গতঃ ॥ ১১
যত্রেষ ধর্ম্মস্তত্র ন বিদ্যতে চি
ত্তিং সর্ব্বথা তালুবিশোষণেন।
অস্মেহ ধর্ম্মাপি বিবৃদ্ধ সুপ্ত
স্তথাপি জীবন্ন বিমোক্ষ্যসে হি ॥ ১২
নলো হ্যক্ষৈর্নিজিতঃ পুষ্করেণ
পুনর্যযৌ রাজ্যমবাপ বীর্য্যাৎ।
প্রাপ্তাস্তথা পাণ্ডবা বাহুবীর্য্যাৎ
সর্বৈঃ সমেতাঃ পরিবৃত্তলোভাঃ ॥ ১৩
নিহত্য শত্রূন্ সমরে প্রবৃদ্ধান্
সসোমকা রাজ্যমবাপ্নুবন্তে।
তথা গতা ধার্ত্তরাষ্ট্রা বিনাশং
ধর্ম্মাভিগুপ্তৈঃ সততং নৃসিংহৈঃ ॥ ১৪
সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্তস্তদা কর্ণো বাসুদেবেন ভারত।
লজ্জয়াবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান্ ॥ ১৫
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠো ধনুরুদ্যম্য ভারত।
বোধয়ামাস বৈ পার্থং মহাবেগপরাক্রমঃ ॥ ১৬
ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবঃ ফাল্গুনং পুরুষর্ষভম্।
দিব্যাস্ত্রেণৈব নির্ভিন্ত পাণ্ডবস্য মহাবল ॥ ১৭
এবমুক্তস্য দেবেন ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
মহাস্ত্রাণ্যাদদে ঘোরাণি স্মৃত্বা তস্য বলাবলম্ ॥ ১৮
তস্য ক্রুদ্ধস্য সর্বেভ্যঃ স্রোতোভ্যস্তেজসোঽধিকঃ।
প্রাদুরাসংস্তদা রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৯
তৎ সমীক্ষ্য ততঃ কর্ণো ব্রহ্মাস্ত্রেণ ধনঞ্জয়ম্।
অভ্যবর্ষৎ পুনর্যত্নকরোদ্ রথসঞ্চনে ॥ ২০
ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব তং পার্থো ববর্ষ শরবৃষ্টিভিঃ।
তদস্ত্রমস্ত্রেণাবার্য্য প্রজহার চ পাণ্ডবঃ ॥ ২১
ততোঽস্ত্রমন্ত্র্য সৌপর্ণ্যো বর্হিঃ জাতবেদসঃ।
মুমোচ কর্ণবৃদ্ধিস্থ তং প্রজজ্বাল তেজসা ॥ ২২

যখন যুদ্ধে তুমি বহুসংখ্যক মহারথী বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া বালক অভিমন্যুকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছিলে, সেই সময় তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? ১১

যদি সেই সময়ে তোমার ধর্ম্ম না থাকে, তবে আজও এখানে সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মের কথা বলিয়া তালুকে শুষ্ক করিয়া কি লাভ হইবে? সুপ্ত! যদি তুমি এখানে সকল ধর্ম্মকার্য্যও করিতে থাক, তবে আজ জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না। ১২

পুষ্করনাম্না নলকে পাশাখেলায় পরাজিত করিয়াছিল; কিন্তু তিনি বীর পরাক্রমেই পুনরায় নিজ রাজ্য ও ধন দুইই লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ নির্দ্দোষ পাণ্ডবগণও নিজের বাহুবলে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া সমরাঙ্গণে অতিশয় শক্তিশালী শত্রুদিগকে সংহার করত পুনরায় নিজেদের রাজ্যলাভ করিবে। নিশ্চয়ই ইহারা সোমকগণের সহিত নিজেদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সর্ব্বথা নিজেদের ধর্ম্মের দ্বারা সুরক্ষিত, অতএব ইহাদের দ্বারা অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ১৩-১৪

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর কর্ণ লজ্জায় নিজের মস্তক নত করিলেন, কোনও উত্তরই দিলেন না। ১৫

ভরতবংশীয়! তিনি মহাবেগ ও অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া ক্রোধে ওষ্ঠ স্ফুরিত করিতে করিতে ধনু উত্তোলিত করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৬

তখন বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন,—মহাবল বীর! তুমি কর্ণকে দিব্যাস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ করত তৃণাদিতে কর। ১৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন সেই সময় কর্ণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পুনরায় ঘটনাসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার মধ্যে ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইল। ১৮

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে তাঁহার প্রতি লোমবিল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। রাজন্! সেই সময় ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল। ১৯

ইহা দেখিয়া কর্ণ অর্জুনের উপর ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন এবং পুনরায় রথকে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২০

তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই কর্ণের সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে নষ্ট করত তাহার উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২১

তখনকার সুবীরজন অর্জুন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া অপর একটি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহা অগ্নিদেবের প্রিয় অস্ত্র ছিল। সেই অস্ত্রের মুখ হইতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ২২

বারুণেন ততঃ কর্ণঃ শময়ামাস পাবকম্।
ভীমূতৈশ্চ দিশঃ সর্বাশ্চক্রে তিমিরদুর্দিনাঃ ॥ ২৩
পাণ্ডবেয়স্ততস্ত্রাস্তো বায়ব্যাস্ত্রেণ বীর্যবান্।
অপোবাহ তথাভ্রাণি রাধেয়স্য প্রপশ্যতঃ। ২৪
ততঃ শরং মহাঘোরং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
আদদে পাণ্ডুপুত্রস্য সূতপুত্রো জিঘাংসয়া। ২৫
যোজ্যমানে ততস্তস্মিন্ বাণে বসুষি পুত্রিতে।
চচাল পৃথিবী রাজন্ সশৈল-বন-কাননা ॥২৬
ববৌ সশর্করো বায়ুর্দিশশ্চ রজসা বৃতাঃ।
হাহাকারশ্চ সম্ভজ্ঞে সুরাণাং দিবি ভারত। ২৭
তমিষুং সন্ধিতং দৃষ্ট্বা সূতপুত্রেণ মারিষ।
বিষাদঃ পরমং জগ্মুঃ পাণ্ডবা দীনচেতসঃ। ২৮
স সায়কঃ কর্ণভুজপ্রমুক্তঃ
শক্রাশনিপ্রখ্যরুচিঃ শিতাগ্রঃ। ২৯
ভুজান্তরং প্রাপ্য ধনঞ্জয়স্য
বিবেশ রক্তৌকমিবোরগোত্তমঃ।

স গাঢ়বিদ্ধঃ সমরে মহাত্মা
বিঘূর্ণমানঃ শ্লথচক্রগাত্রিতঃ। ৩০
চচাল বীতংস্থুরমিত্রমর্দনঃ
ক্ষিতেঃ প্রকম্পে চ যথাচলোত্তমঃ।
ততস্তরং প্রাপ্য বৃষো মহারথো
রথাদমুষ্যৈগতমুজ্জিহীর্ষুঃ। ৩১
রথাদবপ্লুত্য নিগৃহ্য ঘোটকাং
শশাক দৈবান্ন মহাবলোঽপি।
ততঃ কিরীটী প্রতিলভ্য সংজ্ঞাং
জগ্রাহ বাণং যমদণ্ডকল্পম্। ৩২
ততোঽর্জুনঃ প্রাঞ্জলিকঃ মহাত্মা
ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবোপি পার্থম্।
ছিন্ধ্যস্য মূর্ধানমরেঃ শরেণ
ন বাবদারোহতি বৈ রথং বৃষঃ। ৩৩
ইত্যেব সম্পূজ্য স তদ্ বচঃ প্রভো-
স্ততঃ শরং প্রজ্বলিতং প্রগৃহ্য।
জঘান কক্ষামমলার্কবর্চাং
মহারথে রথচক্রে বিমগ্নে। ৩৪

কিন্তু কর্ণ বাণদ্বারা প্রবেগ সংহার করিয়া সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে শান্ত করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে চারিদিক্ মেঘমণ্ডলে আবৃত হইয়া পড়িল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল ॥ ২৩

পরাক্রমশালী অর্জুন ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি রাধানন্দন কর্ণের সাক্ষাতেই বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা সেই মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিলেন। ২৪

তখন সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বধ করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এক মহাভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করিলেন। ২৫

রাজন্! সেই ভীষণ বাণ ধনুতে আরোপণ করিতেই পর্বত, বন ও কানন সহ সম্পূর্ণ পৃথিবী বিচলিত হইলেন। ২৬

ভারত! দিগ্দাহ করিতে করিতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ধূলিতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল এবং স্বর্গের দেবগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ২৭

মাননীয় নরেশ! যখন সূতপুত্র কর্ণ এই বাণের সন্ধান করিলেন, তখন এই অস্ত্রকে দেখিয়া পাণ্ডবেরা দীনচিত্ত হইয়া অত্যন্ত বিষাদে নিমগ্ন হইলেন। ২৮

কর্ণের হস্ত হইতে মুক্ত সেই বাণ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার অগ্রভাগ অতিশয় তেজস্বী ছিল। ইহা অর্জুনের বক্ষে যাইয়া পতিত হইল এবং যেরূপ ঘোর সর্পশ্রেষ্ঠ বল্মীকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণ অর্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইল। ২৯

সমরাঙ্গণে এই বাণের প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা অর্জুন ঘুরিতে লাগিলেন। গাণ্ডীবধনুর্ধারী অর্জুনের হস্ত শিথিল হইয়া যাইল। এই শত্রুদমন অর্জুন ভূমিকম্পের সময় প্রকম্পিত শ্রেষ্ঠ পর্বতের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ৩০

ইহার মধ্যে সময় পাইয়া মহারথী কর্ণ রণস্থলে প্রবিষ্ট রথচক্রকে তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিলেন। তিনি তখন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে ধরিয়া উহাকে উপরে উঠাইবার বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবলবান্ হইয়াও কর্ণ দৈববশে নিজের প্রয়াসে সফল হইলেন না। ৩১

অনন্তর এই সময় সংজ্ঞালাভ করিয়া মহাত্মা কিরীটধারী অর্জুন বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর একটী আঞ্জলিক বাণ গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! কর্ণ যে পর্য্যন্ত না রথে আরোহণ করে, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি তীব্র বাণের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন কর। ৩২-৩৩

তখন 'আজ্ঞা' এই কথা বলিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই আজ্ঞাকে সাদরে শিরোধার্য্য করিয়া সেই প্রজ্বলিত বাণগ্রহণ

তং হস্তিকক্ষাপ্রবরে কেতুং
সুবর্ণমুক্তামণিবজ্রপৃষ্ঠম্।
জ্ঞানপ্রকর্ষোত্তমশিল্পিযুক্তৈঃ
কৃতং সুরূপং তপনীয়চিত্রম্। ৩৫
জয়াশ্রয়ং তব সৈন্যস্য নিত্য-
মমিত্রবিত্রাসনমীড্যরূপম্।
বিখ্যাতমাদিত্যসমং স্ম লোকে
দিবা সমং পাবকভানুচন্দ্রৈঃ। ৩৬
ততঃ ক্ষুরপ্রেণ সুসংশিতেন
সুবর্ণপুঙ্খেন ক্ষুতারিবর্চসা।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ধ্বজমুন্নমাথ
মহারথস্যাধিরথেঃ কিরীটী। ৩৭
যশশ্চ হর্ষশ্চ তথা শ্রিয়শ্চ
সর্বাণি কার্যাণি চ তেন কেতুনা।
সাকং কুরূণাং হৃদয়ানি চাপতন্
বভূব চাতেতি চ নিঃস্বনো মহান্। ৩৮
দৃষ্ট্বা ধ্বজং পাণ্ডবমাশুকারিণা
কুরুপ্রবীরেণ নিকৃত্তমাহবে

নাগংসিরে সূতসুতস্য দর্পে
জয়ং ঘদা ভারত যে ক্ষণীয়াঃ। ৩৯
অথ স্মরন্ কর্মবিধায় পার্থো
মহেন্দ্রবজ্রানলদণ্ডসন্নিভম্।
আদত্ত চাথাঞ্জলিকং নিবদ্ধাং
সহস্ররশ্মেরিব রশ্মিমুত্তমম্। ৪০
মর্মচ্ছিদং শোণিতমাংসদিগ্ধং
বৈশ্বানরার্কপ্রতিমং মহার্হম্।
নরাশ্বনাগাসুহরং ত্বরান্বিতঃ
ষড়্বাজমাজ্যোপচিতমুগ্রবেগম্। ৪১
সহস্রনেত্রাশনিতুল্যবীর্যাং
কালানলং ব্যাত্তমিবান্তিযোরম্।
পিনাকনারায়ণচক্রসন্নিভং
ভয়ঙ্করং প্রাণভৃতাং বিনাশনম্। ৪২
জগ্রাহ পার্থঃ স শরং প্রহৃষ্টো
যো দেবসঙ্ঘৈরপি দুর্নিবার্যঃ।
সম্পূজিতো যঃ সততং মহাত্মা
দেবাসুরেষু যে বিজয়েষ্বহেষু। ৪৩

পূর্বক যাঁহার রথচক্র ভূতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কর্ণের সেই বিশাল ধ্বজের উজ্জীয়মান ও সূর্যতুল্য প্রকাশিত ধ্বজের উপর প্রহার করিলেন। ৩৪

হস্তীস্কন্ধের পৃষ্ঠদেশের চিহ্নযুক্ত সেই শ্রেষ্ঠ ধ্বজের পৃষ্ঠভাগে সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরক ভূষিত আছে। অত্যন্ত জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মিলিতভাবে সুবর্ণচিত্রিত এই ধ্বজকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৩৫

এই বিশ্ববিখ্যাত ধ্বজ আপনার সৈন্যদের বিজয়ের আধারভূত হইয়া সর্বদা শত্রুদিগকে ভীত করিতেছিল। এই ধ্বজ নিজ প্রভায় সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল। ৩৬

কিরীটধারী অর্জুন স্বর্ণপঙ্খযুক্ত ও শত্রুহিতে প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী সেই তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা মহারথী কর্ণের সেই ধ্বজকে নষ্ট করিয়া দিলেন, যে ধ্বজ স্বীয় প্রভায় বিজয় দেদীপ্যমান হইতেছিল। ৩৭

ছিন্ন হইয়া পতনোদ্যত এই ধ্বজের সহিত কৌরবগণের যশ, অভিমান, সমস্ত প্রিয় কার্য এবং হৃদয়েরও পতন হইল। তখন চারিদিকে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ৩৮

ভারত! ক্ষিপ্রকারী কৌরব-বীর অর্জুন কর্তৃক ক্ষুরপ্রবলে সেই ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে দর্শন করত সেই সময় আপনার সকল সৈন্যগণ সূতপুত্র কর্ণের জয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ৩৯

তদনন্তর কর্ণকে বধ করিবার জন্য বরান্বিত অর্জুন নিজের তূণীর হইতে একটি আগুনিক নামক বাণ বাহির করিলেন, যাহা ইন্দ্রের বজ্র ও অগ্নির দণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং সূর্যদেবের এক উত্তম কিরণসদৃশ কান্তিমান্ ছিল। ৪০

এই বাণ শত্রুর মর্মস্থলসমূহ ছেদন করিতে সমর্থ, রক্ত ও মাংসে লিপ্ত, অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী, বহুমূল্য, মহান্, অশ্ব এবং হস্তিগণের প্রাণহরণকারী, মুষ্টিবদ্ধ তিন হস্ত পরিমিত, ছয়টি পক্ষযুক্ত, শীঘ্রগামী, ভয়ঙ্কর বেগশালী, ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ পরাক্রমপ্রকাশকারী, মৃত্যুবিস্তারকারী কালাগ্নিতুল্য অত্যন্ত ভয়ানক, ভগবান্ শিবের পিনাক ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় ভয়দায়ক এবং প্রাণিগণের বিনাশকারী ছিল। ৪১-৪২

দেবগণও যাঁহার গতি অনায়াসে রুদ্ধ করিতে পারেন না, যিনি সর্বদা সকল লোকের দ্বারা সম্মানিত, মহাত্মা, বিশাল

তং বৈ প্রযুক্তং প্রসমীক্ষ্য যুদ্ধে
চচাল সর্বং সচরাচরং জগৎ।
ব্যথিতং জগৎ তাদৃষয়ঃ প্রহৃষ্টরূপ-
স্তমুদ্যতং প্রেক্ষ্য মহাহবেষুম্ ॥ ৪৪
ততস্তু তং বৈ শরমপ্রমেয়ং
গাণ্ডীবধন্বা ধনুষি ব্যযোজয়ৎ।
যুক্ত্বা মহাস্ত্রেণ পরেণ চাপং
বিকৃষ্য গাণ্ডীবমুবাচ সক্রমম্ ॥ ৪৫
অয়ং মহাস্ত্রপ্রহিতো মহাশরঃ
শরীরঘ্নশ্চাসুহরশ্চ দুর্ধরঃ।
ততোঽস্তি তপ্তঃ শুভবশ্চ তোষিতা
ময়া যশীঃ সুহৃদাং শ্রুতঃ তথা ॥ ৪৬
অনেন সত্যেন নিহন্তুরং শরঃ
সুসংহিতঃ কর্ণমরিং যমোজিতম্।
ইত্যুচিবাংস্তং প্রমুমোচ বাণং
ধনঞ্জয়ঃ কর্ণবধায় ঘোরম্ ॥ ৪৭

কৃত্যামথর্বাঙ্গিরসীমিবোগ্রাং
দীপ্তামসহ্যাং যুধি মৃত্যুনাপি।
ব্রুবন্ কিরীটী তমতিপ্রহৃষ্টো
হৃতং শরো মে বিজয়াবহোঽস্তু ॥ ৪৮
জিঘাংসুরর্কেন্দুসমপ্রভাবঃ
কর্ণং ময়াক্তো নরতাং যমায়।
ভেনেষুবর্ষ্যেণ কিরীটমালী
প্রহ্লাদরূপো বিজয়াবহেন ॥ ৪৯
জিঘাংসুরর্কেন্দুসমপ্রভেণ
চক্রে নিষক্তং রিপুমাততায়ী।
তথা বিমুক্তো বলিনার্কতেজাঃ
প্রক্ষালয়ামাস দিশো নভশ্চ ॥
ততোঽর্জুনস্তস্য শিরো জহার
বৃত্রস্য বজ্রেণ যথা মহেন্দ্রঃ ॥ ৫০
শরোত্তমেনাঞ্জলিকেন রাজং-
স্তথা মহাস্ত্রপ্রতিমন্বিতেন।
পার্থোঽপরাহ্নে শির উচ্চকর্ত
বৈকর্তনস্যাথ মহেন্দ্রসূনুঃ ॥ ৫১

বাণধারী এবং দেবতা ও অসুরগণকে জয় করিতে সমর্থ, সেই কুন্তীনন্দন অর্জুন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সেই বাণকে গ্রহণ করিলেন। ৪৩

সেই মহাসমরে উক্ত বাণকে হস্তে ধারণ করিতে এবং উহাকে উত্তোলন করিতে দেখিয়া সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ কাঁপিয়া উঠিল। ঋষিগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—জগতের কল্যাণ হউক। ৪৪

তাহার পর গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেই অপরিমিত শক্তিশালী বাণকে ধনুকে উপর স্থাপন করিলেন এবং উহাকে উত্তম ও মহাবিদ্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অতি দ্রুত গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ পূর্বক বলিলেন। ৪৫

এই মহাস্ত্র প্রেরিত মহাবাণ শত্রুর শরীর, হৃদয় ও প্রাণ বিনাশকারী। যদি আমি তপস্যা করিয়া থাকি, গুরুজনগণকে সন্তুষ্ট, যজ্ঞ এবং হিতৈষী ব্যক্তিগণের কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া থাকি, তবে এই সত্যের প্রভাবে উত্তমরূপে সংযোজিত এই আমার শক্তিশালী শত্রু কর্ণকে নাশ করুক। এই কথা বলিয়া ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কর বাণকে কর্ণের বধের জন্য প্রেরণ করিলেন। ৪৬-৪৭

যেরূপ অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহের দ্বারা আভিচারিক প্রয়োগ করত উৎপন্না কৃত্যা উগ্র, প্রজাহিত ও যুদ্ধে মৃত্যুর পক্ষেও অসহ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণও অসহ্য ছিল। কিরীটধারী অর্জুন অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সেই বাণকে লক্ষ্য করত বলিলেন—আমার এই বাণ আমাকে বিজয়দান করিবে। ইহার প্রভাব চন্দ্র এবং সূর্যতুল্য। আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই ভাস্বর বাণ কর্ণকে যমলোকে প্রেরণ করিবে। ৪৮-৪৯

কিরীটধারী অর্জুন অতিশয় প্রীতচিত্তে শত্রুকে বধ করিবার জন্য আততায়ী হইয়া উঠিলেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্যসদৃশ প্রকাশিত সেই তীব্রপ্রভ শ্রেষ্ঠ বাণে নিজের শত্রু কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ৪৯½

বলবান্ অর্জুনকর্তৃক এইভাবে নিক্ষিপ্ত সেই সূর্যতুল্য তেজস্বী বাণ আকাশ ও দিক্‌সমূহকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। যেরূপ ইন্দ্র নিজের বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন এই বাণের দ্বারা কর্ণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ৫০

রাজন্! মন্ত্রাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত আঞ্জলিকনামক উত্তম বাণের

তং প্রাপতচ্ছোণিতকেন ছিন্ন-
মধ্যস্ত কায়ো নিপপাত পশ্চাৎ।
তদ্ভ্রষ্টতাদিত্যসমানতেজসং
শরদ্ভতোদ্যাগতভাস্করোপমম্। ৫২
বরাঙ্গমুর্য্যামপতচ্চমূমুখে
দিবাকরোঽস্তাদিব রক্তমণ্ডলঃ।
ততোঽস্ত দেহং সততং সুখোচিতং
সুরূপমত্যর্থমুদারকর্মণঃ। ৫৩
পরেণ কৃচ্ছ্রেণ শিরঃ সমত্যজদ্
গৃহং মহদ্বীব সুসঙ্গমীশ্বরঃ।
শরৈর্বিভিন্নো বাসু তং সুবর্চসঃ
পপাত কর্ণশ্চ শরীরমুজ্ঝিতম্। ৫৪
স্রবদ্রুধিরং গৈরিকতোয়বিস্রবং
গিরেরিবা বজ্রহতং মহাশিরঃ
দেহাচ্চ কর্ণস্য নিপাতিতস্য
তেজঃ সূর্য্যং খং বিততাবিবেশ। ৫৫
তদদ্ভুতং সর্বমমুষ্যযোধাঃ
সর্বৈরবেক্ষ্যে নিহতে স্ম কর্ণে

ততঃ শঙ্খান্ পাণ্ডবা দধ্মুরুচ্চৈ-
র্দৃষ্ট্বা কর্ণং পাতিতং ফাল্গুনেন। ৫৬
তথৈব কৃষ্ণশ্চ ধনঞ্জয়শ্চ
হৃষ্টৌ যমৌ যুদ্ধদুর্বারিজাতৌ।
তং সোমকাঃ প্রেক্ষ্য হতং পরানং
সৈন্যৈঃ সার্ধং সিংহনাদান্ প্রচক্রুঃ। ৫৭
তূর্য্যাণি সজ্জন্তুরতীব হৃষ্টা
বাসাংসি চৈবাদ্ধুবুধুর্জগাশ্চ।
সংবর্তয়ন্তশ্চ নরেন্দ্র যোধাঃ
পার্থং সমাজগ্মুরতীব হৃষ্টাঃ। ৫৮
বলাদ্বিতাশ্চাপরে নৃপ্যনৃত্য-
ন্নন্যোন্যমাশ্লিষ্য নন্দন্ত উচুঃ।
দৃষ্ট্বা তু কর্ণং ভুবি বা বিপন্নং
কৃত্বং রথাৎ সায়কৈরর্দ্যমানম্। ৫৯
মহানিলেনাদ্রিমিবাপবিদ্ধং
যজ্ঞাবসানেঽগ্নিমিব প্রশান্তম্।
বরাজ কর্ণস্য শিরো নিকৃত্ত-
মস্তং গতং ভাস্করস্যেব বিম্বম্। ৬০

দ্বারা ইন্দ্রনন্দন কুন্তীকুমার অর্জুন অপরাহ্ণকালে সূর্য্যপুত্র কর্ণের শিরশ্ছেদ করিলেন। ৫১

আভরণিক-বাণে ছিন্ন কর্ণের মস্তক ভূতলে পতিত হইল। ইহার পর তাঁহার শরীরও ধরাশায়ী হইল। যেরূপ অস্তগমনোদ্যত সূর্য্যদেব অস্তাচল হইতে নিম্নের দিকে পতিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ উদিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও শরৎকালীন আকাশের মধ্যভাগে ভাস্করসদৃশ ভাস্করসদৃশ দুঃসহ সেই কর্ণ-মস্তক সৈন্যদের অগ্রভাগে ভূতলে পতিত হইল। ৫২।

অনন্তর সদা সুখভোগের যোগ্য উদারকর্ম্মা কর্ণের সেই অত্যন্ত সুন্দর দেহ অতিশয় কষ্টের সহিত উক্ত প্রকারে সেইভাবে পরিত্যাগ করিল, যেরূপ ধনবান্ ব্যক্তি নিজের সমৃদ্ধিশালী গৃহকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ ব্যক্তি সৎসঙ্গকে অতিশয় কষ্টসহকারে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ৫৩।

তেজস্বী কর্ণের সেই উচ্চ শরীর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে নিষ্প্রাণ অবস্থায় সেইভাবে পতিত হইল, যেরূপ বজ্রের আঘাতে তার কোন পর্ব্বতের বিশাল শিখর গৈরিকবর্ণের জলপ্রস্রবণ করিতে থাকে। ধরাতলে পতিত কর্ণের দেহ হইতে এক তেজ নির্গত হইয়া আকাশে বিস্তৃতিলাভ করত তাহার উপরিস্থিত সূর্য্যমণ্ডলে যাইয়া বিলীন হইল। ৫৪-৫৫

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখানে অবস্থিত সকল যোদ্ধা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ করিলেন। কর্ণ নিহত হইলে পর অর্জুনকর্তৃক পাতিত কর্ণকে দেখিয়া পাণ্ডব-যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৫৬

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির নামক যমজ-ভ্রাতৃদ্বয়ও শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সোমকগণ কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৫৭

ইঁহারা অতিশয় আনন্দের সহিত বাদ্য বাজাইতে এবং বস্ত্র আন্দোলিত করিতে থাকিলেন। হে নরেন্দ্র! অত্যন্ত হৃষ্ট পাণ্ডব-যোদ্ধারা অর্জুনকে সংবর্দ্ধনা জানাইতে জানাইতে তাঁহার নিকটে আসিয়া মিলিত হইলেন। ৫৮

অর্জুনের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন ও প্রাণহীন কর্ণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া অন্য বলবান্ সৈন্যগণ পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং পরমসন্তোষভরে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ৫৯

কর্ণের সেই ছিন্ন মস্তক বায়ুর বেগে ভগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়,

শরৈরাচিতসর্বাঙ্গঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
বিভাতি দেহঃ কর্ণস্য রশ্মিভিরিবাংশুমান্ ॥ ৬১

প্রতাপ্য সেনামাদিত্যঃ দীপ্তৈঃ শরগভস্তিভিঃ।
বলিনার্জুনকালেন নীতোঽস্তং কর্ণভাস্করঃ ॥ ৬২

অস্তং গচ্ছন্ যথাদিত্যঃ প্রভামাদায় গচ্ছতি।
তথা জীবিতমাদায় কর্ণস্যেষুর্জগাম সঃ ॥ ৬৩

অপরাহ্ণেঽপরাহ্ণোঽস্য সুতপুত্রস্য মারিষ।
ছিন্নমঞ্জলিকেনাজৌ সোৎসেধমপতচ্ছিরঃ ॥ ৬৪

উপর্যুপরি সৈন্যানামস্য শস্ত্রোদ্যতেজসা।
শিরঃ কর্ণস্য সোৎসেধমিযুঃ সোঽপ্যহরদ্ দ্রুতম্ ॥ ৬৫

কর্ণো ভূ শূরঃ পতিতঃ পৃথিব্যাং
শরাচিতং শোণিতদিগ্ধগাত্রম্।
দৃষ্ট্বা শরানং ভুবি মদ্ররাজ-
শ্চিন্তাবজেনাথ যযৌ রথেন ॥ ৬৬

হতে কর্ণে কুরবঃ প্রাদ্রবন্ত
ত্রস্তাদিতা গাঢ়বিষাশ্চ সর্বে।
অবেক্ষমাণা মুহুরর্জুনস্য
জ্যং মহান্তং বপুষা জ্বলন্তম্ ॥ ৬৭

সহস্রনেত্রপ্রতিমানকর্মণঃ
সহস্রপত্রপ্রতিমাননং শুভম্।
সহস্ররশ্মিদিনসংক্ষয়ে যথা
তথাপতৎ কর্ণশিরো বসুন্ধরাম্ ॥ ৬৮

(বৃঢ়োরস্কং কমলনয়নং তপ্তহেমাবভাসং
কর্ণং দৃষ্ট্বা ভুবি নিপতিতং পার্থবাণাভিতপ্তম্।
পাংশুগ্রস্তং মলিনবসনং পুত্রমবীক্ষমাণো
মন্দং মন্দং ব্রজতি সবিতা মন্দিরং মন্দরশ্মিঃ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণবধে
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

যজ্ঞের শেষে প্রশান্ত অগ্নির তুল্য এবং অস্তাচলে উপস্থিত সূর্যের বিম্বের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ৬০

সর্বাঙ্গ বাণসমূহে ব্যাপ্ত ও রক্তে আপ্লুত কর্ণের দেহ তীব্র কিরণমালায় সুশোভিত অংশুমালী সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬১

বাণময় প্রদীপ্ত কিরণসমূহে শত্রুসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে করিতে কর্ণরূপ সূর্য বলবান্ অর্জুনরূপী কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অস্তাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬২

যেরূপ অস্তাচলের দিকে গমনরত সূর্যদেব নিজ প্রভাকে লইয়াই চলিয়া যান, সেইরূপে এই আঞ্জলিক বাণ কর্ণের প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইল ॥ ৬৩

মাননীয় নরেশ! যান করিবার সময় যিনি অপর দিনের জন্য কোনরূপ ভিক্ষা অপেক্ষা রাখিতেন না, সেই সূতপুত্র কর্ণের আঞ্জলিকনামক বাণে ছিন্ন মস্তক দেহ সহ অপরাহ্ণকালে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬৪

এই বাণ সমস্ত সৈন্যদের উপরে উপরে যাইয়া অস্ত্র নেয় সমস্ত-স্বরূপ কর্ণের দেহ সহ মস্তককে বেগসহকারে অনায়াসেই ছেদন করিল ॥ ৬৫

বীরবর কর্ণকে বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত ও রক্তে আপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য সেই ছিন্ন অশ্ব রথের দ্বারা সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৬৬

কর্ণ নিহত হইলে পর যুদ্ধে অত্যন্ত আহত কৌরব-সৈন্যরা অর্জুনের প্রজ্বলিত বিশাল ধনুকে বারংবার দেখিতে দেখিতে ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৬৭

সহস্রলোচন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কর্ণের সহস্রদল-পদ্মতুল্য সেই সুন্দর মস্তক সেইভাবে ভূতলে পতিত হইল, যেরূপ সায়ংকালে সহস্র কিরণশোভিত সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬৮

(যাঁহার বক্ষস্থল বিশাল এবং নয়নযুগ পদ্মসদৃশ সুন্দর ছিল ও কান্তি তপ্তস্বর্ণের ন্যায় প্রতীত হইত, সেই কর্ণের অর্জুনের বাণসমূহে সন্তপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন এবং ধূলিতে মলিন হইয়া যাইলেন। নিজের সেই পুত্র কর্ণের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মন্দ কিরণবিশিষ্ট সূর্যদেব ধীরে ধীরে নিজ মন্দিরের (অস্তাচলের) দিকে গমন করিতে লাগিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণবধবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবাণাং শোকপ্রকাশঃ, ভীমাদি-পাণ্ডব-যোধানামানন্দঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, দুঃখিত-শল্যেন দুর্য্যোধনায় সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শল্যস্তু কর্ণাজ্ঞ নরোর্বিমর্দে
বলানি দৃষ্ট্বা দ্রবিতানি বাণৈঃ।
যযৌ হতে চাধিরথৌ পরাসুগে
রথেন সাদিত্যপরিচ্ছদেন॥ ১

নিপাতিতস্যন্দন-বাজি-নাগং
বলঞ্চ দৃষ্ট্বা হতসূতপুত্রম্।
দুর্য্যোধনোঽশ্রুপ্রতিপূর্ণনেত্রো
দীনো মুহুর্নিঃশ্বসদার্তরূপঃ॥ ২

কর্ণং তু শূরং পতিতং পৃথিব্যাং
শরাচিতং শোণিতদিগ্ধগাত্রম্।
যদৃচ্ছয়া সূর্য্যমিবাবনিস্থং
বিদৃক্ষবঃ সম্পরিবার্য্য তস্থুঃ॥ ৩

প্রহৃষ্টবিত্রস্তবিবর্ণবিস্মিতা-
স্তথা পরে শোকহতা ইবাভবন্।
পরে ত্বমীষাঞ্চ পরস্পরেণ
যথাবদৈষাং প্রকৃতিস্তথা ভবৎ॥ ৪

প্রবিদ্ধবর্ম্মাভরণাম্বরায়ুধং
ধনঞ্জয়েনাভিহতং মহৌজসম্।
নিশাম্য কর্ণং কুরবঃ প্রদুদ্রুবু-
র্হতর্ষভা গাব ইবাজনে বনে॥ ৫

ভীমশ্চ ভীমেন তদা স্বনেন
নাদং কৃত্বা রোদসী কম্পয়ানঃ।
আস্ফোটয়ন্ বল্গতে নৃত্যতে চ
হতে কর্ণে ত্রাসয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্॥ ৬

তথৈব রাজন্ সোমকাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
শঙ্খান্ দধ্মুঃ সংহৃষ্টাশ্চাপি সর্বে।
পরস্পরং কৃষ্টিয়া প্রীতরূপাঃ
সূতাত্মজে বৈ নিহতে তদানীম্॥ ৭

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[কৌরবগণের শোকপ্রকাশ, ভীষ্মাদি পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আনন্দ, কৌরব-সৈন্যগণের পলায়ন এবং দুঃখিত শল্য কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণ ও অর্জুনের সংগ্রামে বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত সৈন্যবাহিনী মর্দ্দিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অধিরথপুত্র কর্ণ পলাতি হইয়া নিহত হইলেন। এই সব দেখিয়া রাজা শল্য যাহার আবরণ ও অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই রথের দ্বারা সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। ১

কৌরব-সৈন্যদের রথ, অশ্ব ও হস্তিসকল নিহত হইয়াছিল। সূতপুত্র কর্ণও বিনষ্ট হইলেন। এই অবস্থায় সেই সৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া দীন ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। ২

বীরবর কর্ণ ভূতলে পতিত ছিলেন। তাঁহার দেহ বহু বাণে ব্যাপ্ত ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় দৈবেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ সূর্য্যদেবের ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সকল যোদ্ধাগণ তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩

সেই সময় কেহ প্রসন্ন, কেহ ভীত, কেহ বিষাদগ্রস্ত এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যান্য অনেকে শোকে হতপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে যাঁহাদের যেরূপ প্রকৃতি ছিল, তাঁহারা পরস্পর সেইভাবেই রয় ছিলেন। ৪

যাঁহার কবচ, আভরণ, বস্ত্র ও অস্ত্রসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত ছিল, সেই মহাবল কর্ণকে অর্জুনের দ্বারা নিহত হইতে দেখিয়া কৌরব-সৈন্যরা নির্জ্জন-বনে বৃষ নিহত হওয়ার পর ভীত গাভীগণের পলায়নের ন্যায় এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৫

কর্ণ নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে ভীত করিতে করিতে ভীমসেন ভয়ঙ্কর-স্বরে সিংহনাদ করত আকাশ ও পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং বাহুর আস্ফোটন শব্দ করিতে করিতে নৃত্য ও লম্ফপ্রদান করিতে লাগিলেন। ৬

রাজন্! এইরূপ সমস্ত সোমক ও সৃঞ্জয়গণ শঙ্খধ্বনি করিতে এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র কর্ণ

কৃত্বা বিমর্দং মহদস্ত্রজালৈঃ
কর্ণো হতঃ কেশরিণেব নাগঃ।
তীর্ণা প্রতিজ্ঞা পুরুষপ্রবেণ
বৈরক্ষয়ান্তঃ গতবান্ত্যাপি পার্থঃ ॥ ৮

যস্যাবিপক্ষাপি বিমূঢ়চেতা-
স্তূর্ণং রথেনাপকৃতজ্ঞবেন।
দুর্যোধনস্যান্তিকমেত্য রাজন
সবাষ্পগদ্গদাদ্ বচনং বভাষে ॥ ৯

বিশীর্ণনাগাশ্বরথপ্রবীরং
বলং স্বকীয়ং যমরাষ্ট্রকল্পম্।
অন্যোন্যঘাসাদ্ধতং মহদ্ভি-
র্নরাশ্বনাগৈর্গিরিকূটকল্পৈঃ ॥ ১০

নৈতাদৃশং ভারত বৃদ্ধমাসীদ্
যথা তু কর্ণার্জুনয়োর্বিভূত।
প্রত্যৌ হি কর্ণেন সমেত্য কৃষ্ণা-
বন্তে চ সর্বে তব সৈন্যযোধাঃ ॥ ১১

দৈবং ধ্রুবং পার্থবশাৎ প্রবৃত্তং
যৎ পাণ্ডবান্ পাতি হিনস্তি সর্বান্।
তবার্থসিদ্ধ্যর্থকরাস্তু সর্বে
প্রসহ্য বীরা নিহতা বিষক্তিঃ ॥ ১২

কুবের-বৈবস্বত-বাসবানাং
তুল্যপ্রভাবা নৃপতে সুবীরাঃ।
বীর্যেণ সৌর্যেণ বলেন তেজসা
চৈতৈস্তু যুক্তা বিবিধৈশ্চ সৌষ্ঠবৈঃ ॥ ১৩

অবধ্যকল্পা নিহতা নরেন্দ্রা-
স্তবার্থকামা যুধি পাণ্ডবেয়ৈঃ।
তস্মা শুচো ভারত নিষ্টমেতৎ
পর্যাপ্তমস্ত ন সদাস্তি সিদ্ধিঃ ॥ ১৪

এতদ্ বচো যত্নপতেনিশম্য
স চাপানীতং মনসা বিচিন্ত্য।
দুর্যোধনো দীনমনা বিসংজ্ঞঃ
পুনঃ পুনর্নাশসদার্তরূপঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যপ্রত্যাগমনে
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

নিহত হইলে পর সেই সময় পাণ্ডবদলের সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৭

যেরূপ সিংহ হস্তীকে নিহত করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষপ্রবর অর্জুন অতিশয় ভীষণ সংগ্রাম করিয়া কর্ণকে বিনাশ করিলেন, নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন এবং তিনি শত্রুতার অবসান ঘটাইলেন। ৮

রাজন্! যাহার অল্প দ্বেষ করা হইয়াছে, এরূপ রথের দ্বারা মহারাজ শল্যও বিমূঢ়চিত্তে অতিশয় দুর্যোধনের নিকটে গমন করিলেন এবং দুঃখে অভিভূত হইতে হইতে এই কথা বলিলেন। ৯

দুর্যোধন! তোমার সৈন্যের হস্তী, অশ্ব, রথ ও প্রধান বীরগণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত সৈন্যই যেন যমরাজের রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পর্বতশিখরসদৃশ বিশালদেহ হস্তী, অশ্ব ও পদাতি মনুষ্যগণ পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে নিজেদের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ১০

ভারত! আজ কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, এরূপ যুদ্ধ পূর্বে কখনও হয় নাই। কর্ণ আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও তোমার অন্যান্য শত্রুদিগকে প্রায় প্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। ১১

নিশ্চয়ই দৈব দুর্যোধনের অধীন হইয়া কার্য করিতেছে; কারণ, সে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছে, আর আমাদের বিনাশ করিতেছে। এই কারণেই তোমার অর্থসিদ্ধির জন্য যমরাজের প্রায় সকল বীর যোদ্ধাই শত্রুদের দ্বারা সমরে নিহত হইয়াছে ॥১২

রাজন্! তোমার শ্রেষ্ঠ বীর সৈন্যগণ কুবের, যম ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী এবং বল, পরাক্রম, শৌর্য, তেজ ও অস্ত্র নানাপ্রকার গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল। ১৩

যে যে রাজা তোমার স্বার্থসিদ্ধিকামী ছিলেন এবং অবধ্য ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে সংহার করিয়াছে। ভারত! অতএব তুমি শোক করিও না, এ সমস্তই প্রারব্ধের ফল। সকলের সর্বদাই সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ হয় না, ইহা জানিয়া তুমি ধৈর্যাবলম্বন কর ॥ ১৪

যত্নরাজ শল্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং নিজের অভাবের দিকে মনে মনে দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্যোধন দীনচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পুনঃ পুনঃ আর্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শল্যের প্রত্যাগমনবিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন পঞ্চবিংশতিসহস্রসৈন্যানাং বিনাশঃ, অর্জুনেন রথসেনানাং সংহারঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, তান্নি নিবর্ত্তয়িতুং দুর্য্যোধনস্য বিফল-প্রয়াসশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিংস্তু কর্ণার্জুনয়োর্বিমর্দে
ব্যক্তং তদা রৌদ্রেঽহনি বিদ্রুতেষু।
কথং বভূব ন্যপতং কুরু-সৃঞ্জয়ানাং
বলস্য বাণোপথিতস্য তীব্রম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতো যথা বৃত্তো মহাক্ষয়ঃ।
ঘোরো মনুষ্যেভহয়ানামাসীচ্চ সজ্জ-বাজিনাম্ ॥ ২

যত্র কর্ণে হতে পার্থঃ সিংহনাদমথাকরোৎ।
তদা তব সুতান্ রাজন্নাবিবেশ মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৩

ন সন্ধাতুমনীকানি ন চৈবাস্ত পরাক্রমে।
আসীদ্ বুদ্ধির্হতে কর্ণে তব যোধেষু কহিচিৎ ॥ ৪

বণিজো নাবি ভিন্নায়াং মগ্নায়ে বিপ্লবে যথা।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দীপে কিরীটিনা ॥ ৫

সুতপুত্রে হতে রাজন্ বিদ্রুতাঃ শস্ত্রবিক্ষতাঃ।
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহৈরিবার্দিতাঃ ॥ ৬

ভগ্নশৃঙ্গা বৃষা যদ্বদ্ ভগ্নদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ।
প্রত্যপায়াম সায়াহ্নে নিজিতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৭

হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সুতপুত্রে হতে রাজন্ পুত্রাস্তে দুদ্রুবুর্ভৃশম্ ॥ ৮

বিস্রস্তবস্ত্রকবচাঃ কাশ্চিদ্ ভূতাঃ বিচেতসঃ।
অন্যোন্যমবমৃদ্নন্তো বীক্ষমাণা ভয়ার্দিতাঃ ॥ ৯

মামেব নূনং বীভৎসুর্মন্যতে চ বৃকোদরঃ।
অস্তিষ্যতীতি সম্ভ্রান্তাঃ প্রেক্ষমাণা মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্ত্তৃক পঁচিশ হাজার পদাতি-সৈন্য বিনাশ, অর্জুনের দ্বারা রথসৈন্য-সংহার, কৌরবসৈন্যের পলায়ন এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে দুর্য্যোধনের বিফল প্রয়াস।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! কর্ণ ও অর্জুনের সেই সংগ্রামে যখন সকলেরই পক্ষে ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় বাণসকলের অগ্রিতে দগ্ধ ও উদ্বেজিত হইয়া পলায়মান কৌরব-[illegible] এবং সৃঞ্জয়-সৈন্যদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে মনুষ্যগণের দেহ এবং হস্তী ও অশ্বদের যেরূপ প্রভূত বিনাশসাধন হইয়াছিল, সেই সমস্ত আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন। ২

মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে পর অর্জুন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় আপনার পুত্রগণ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। ৩

যখন কর্ণ নিহত হইলেন, তখন আপনার কোনও যোদ্ধাই মন কখনও সমর পরাক্রম দেখাইতে পারিল না এবং সৈন্যদিগকে সংগঠিত করিয়া রাখিতে তাহারও কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিল না। ৪

অপার ও অপার সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসে যখন নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন পারগমন করিতে অভিলাষী বণিক্‌দের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থা কিরীটধারী অর্জুনকর্ত্তৃক দীপস্বরূপ কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যদের হইল। ৫

রাজন্! সুতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর সিংহপীড়িত মৃগগণের ন্যায় কৌরব-সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অর্জুনকর্ত্তৃক আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনাথ হইয়া কোন একজন রক্ষকের অভিলাষী হইয়াছিলেন। ৬

আমরা সকলে সন্ধ্যাকালে সব্যসাচী অর্জুনের দ্বারা পরাজিত হইয়া শিবিরের দিকে ফিরিয়া আসিলাম। সেই সময় আমাদের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছিল, যেরূপ শৃঙ্গ উৎপাটিত হইলে বৃষগণের অবস্থা হইয়া থাকে; আমরা তখন বিষোল্বণ দন্তহীন সর্পসকলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলাম। ৭

রাজন্! সুতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর ভীতধার বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত এবং পরাজিত আপনার পুত্রগণ ভয়ে পলাইয়া যাইলেন। ইঁহাদের প্রধান যোদ্ধাগণ রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিলেন। ৮

ইঁহাদের বস্ত্র ও কবচ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা অচেতন হইয়া ইহাও বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, আমরা কোন্ দিকে পলায়ন করিব? ইঁহারা পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে করিতে এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভয়ে পীড়িত হইয়া গিয়াছিলেন। ৯

"নিশ্চয়ই অর্জুন আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং ভীমসেন আমাকেই আক্রমণ করিতেছে" এরূপ মনে করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা সকলেই ত্রাস্ত হইয়া যাইলেন এবং শঙ্কিত হইতে থাকিলেন। ১০

হয়ানস্তে গজানস্তে রথানস্তে মহারথাঃ।
আরুহ্য ত্বরসম্পন্নাঃ পলায়ন্তে প্রজজ্ঞুরুর্ভয়াৎ ॥ ১১
কুঞ্জরৈঃ স্যন্দনাঃ কীর্ণাঃ সাদিনশ্চ মহারথৈঃ।
পদাতিনশ্চাশ্বারোহৈঃ পলায়দ্ভির্ভয়ার্দিতৈঃ ॥ ১২
ব্যালভগ্নরণাকীর্ণে সার্থহীনা যথা বনে।
সূতপুত্রে হতে রাজংস্তব যোধাস্তথাভবন্ ॥ ১৩
হতারোহা যথা নাগাশ্ছিন্নহস্তা যথা নরাঃ।
সর্বে পার্থময়ং লোকং সম্পশ্যন্তো ভয়ার্দিতাঃ ॥ ১৪
সন্ত্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়ার্দিতান্।
দুর্যোধনোঽথ তং সূতং হা হা কৃষ্ণেদমব্রবীৎ ॥ ১৫
নাতিক্রমেচ্চ মাং পার্থো বদ্ধপাণিমবস্থিতম্
জবনে সর্বসৈন্যানাং শনৈরশ্বান্ প্রচোদয় ॥ ১৬
যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
নোৎসহেন্মামতিক্রান্তং বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ১৭
অদ্যাহং নিহনিষ্যামি সগোবিন্দং সমানিনম্ বৃকোদরম্।
হত্বা শিক্ষাংস্তথা শত্রূন্ কর্ণস্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্ ॥ ১৮
উক্ত্বা কুরুরাজস্তু সূতার্থসদৃশং বচঃ।
সূতো হেমপরিষ্কারান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ ॥ ১৯
রথাশ্বনাগহীনাস্তু পাদাতাস্তব মারিষ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রা যুদ্ধায়ৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২০
তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ সংবৃত্যাভ্যহরৎ শরৈঃ ॥ ২১
প্রত্যুদ্যান্তং সমরে ভীমসেনং সপার্ষতম্।
পার্ষ-পার্ষদয়োশ্চাপৌ জগৃহুস্তত্র নামনী ॥ ২২
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈস্তদা পর্যবস্থিতৈঃ।
সোঽবভীর্য রথাত্তূর্ণং গদাপাণিরযুধ্যত ॥ ২৩

কিছু সৈন্য অশ্বের উপরে, কিছু হস্তীর উপরে এবং কিছু অপর মহারথী যোদ্ধারা রথের উপর আরোহণ করিয়া ভয়বশতঃ ভীতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা পদাতি সৈন্যদিগকে সেস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন ॥ ১১

ভীত হইয়া পলায়মান তাঁহাদের রথসকলের চক্রসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। বিশাল রথে উপবিষ্ট মহারথীরা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে মর্দিত করিলেন এবং অশ্বগণ পলাতি সৈন্যদিগকে বিমর্দন করিয়া দিল ॥ ১২

রাজন্! যেরূপ সর্পগণ এবং উত্তমগণে পূর্ণ বনে নিজ বল হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অনাথ অবস্থায় গুরুতর বিপদে পতিত হয়, সেইরূপ সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার যোদ্ধারাও তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৩

যাহাদের আরোহী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছেন, সেই হস্তিগণ এবং যাহাদের হস্ত ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ মনুষ্যগণ যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থায় পতিত সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা ভয়ে পীড়িত হইয়া সারা জগৎকে অর্জুনময়ই দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৪

মহারাজ! সেই সময় নিজেদের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন হাহাকার করত নিজ সারথিকে বলিলেন ॥ ১৫

সূত! তুমি ধীরে ধীরে রথ লইয়া অগ্রসর হও। আমি সমস্ত সৈন্যদের পশ্চাতে যখন হস্তে ধনু ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতে থাকিব, তখন অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না ॥ ১৬

যদি সে আমার সহিত যুদ্ধও করে, তবে আমি সুনিশ্চিত তাহাকে বধ করিব। যেরূপ মহাসাগর নিজ তীরভূমিকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না, সেইরূপ অর্জুনও আমাকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না ॥ ১৭

আজ আমি অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও অভিমানী ভীমসেনকে এবং জীবিত অন্যান্য শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব। তাহা হইলেই আমি কর্ণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ১৮

কুরুরাজ দুর্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরের যোগ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি স্বর্ণে সুসজ্জিত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালাইতে লাগিল ॥ ১৯

মাননীয় ভূপাল! সেই সময় রথ, অশ্ব ও হস্তিহীন আপনার কেবল পঁচিশ হাজার পদাতি যোদ্ধাই যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে ছিলেন ॥ ২০

ইঁহাদের সকলকে ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও জগদ্বিখ্যাত ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের চতুরঙ্গিণী সৈন্যের দ্বারা চারিদিকে পরিবৃত করিয়া বাণসকলে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

এই সৈন্যরাও সমরাঙ্গণে অবস্থান করত ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই যোদ্ধা ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম গ্রহণ করত উঁহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই সময় ভীমসেন রথাবনে কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং অতিক্রান্ত রথের নিম্নে নামিয়া গদাধারণ পূর্বক সেখানে অবস্থিত পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

ন তান্ রথস্থো ভূমিষ্ঠান্ ধর্মাপেক্ষী বৃকোদরঃ।
যোধয়ামাস কৌন্তেয়ো ভুজবীর্য্যব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২৪
জাতরূপপরিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
অবধীত্তাবকান্ সর্বান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ২৫
পদাতিনোঽপি সন্ত্যজ্য প্রিয়ং জীবিতমাত্মনঃ।
ভীমমভ্যদ্রবন্ সর্বে পতঙ্গা জ্বলনং যথা ॥ ২৬
আসাদ্য ভীমসেনং তু সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
বিনেদুঃ সহসা দৃষ্ট্বা দৃপ্তগ্রামা ইবান্তকম্ ॥ ২৭
স্বেনবদ্ বিচরন্ ভীমো গদাহস্তো মহাবলঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাংস্তাবকান্ সমপোথয়ৎ ॥ ২৮
হত্বা তৎপুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য তস্থৌ তত্র মহাবলঃ ॥ ২৯
ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যবর্ত্তত বীর্য্যবান্।
মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৩০

জবেনাভ্যপতন্ দৃষ্ট্বা যন্তো সৌর্য্যোধনং বলম্।
তস্যাবলাদীন্ সুবহূংস্তে নিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩১
সমত্যধাবংস্ত্বরিতাস্তত্র যুদ্ধমভূন্মহৎ।
ধনঞ্জয়োঽপি চাভ্যেত্য রথানীকং তব প্রভো ॥ ৩২
বিক্রুষ্য ত্রিষু লোকেষু গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপদ্ ধনুঃ।
কৃষ্ণসারথিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা শ্বেতহয়ং রথম্ ॥ ৩৩
অর্জুনং চাপি যোদ্ধারং ঘটীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
বিপ্রহীণরথাশ্চৈব শরৈশ্চ পরিকর্ষিতাঃ ॥ ৩৪
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ কালমাহুর্ন পদাতয়ঃ।
হত্বা তান্ পুরুষব্যাঘ্রঃ পাঞ্চালানাং মহারথঃ ॥ ৩৫
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য বৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
ভীমসেনং পুরস্কৃত্য ত্বরিতাৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩৬
মহাধনুর্ধরঃ শ্রীমানমিত্রগণতাপনঃ।
পারাবতসবর্ণাশ্বং কোবিদারমহাধ্বজম্ ॥ ৩৭

বৃষ্টদ্যুম্নকে ভীমসেন যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া যাইতেন, সেইজন্য তিনি স্বয়ং রথের উপর থাকিয়া ভূমিতে বিচরমান পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি নিজের বাহুবলেরই আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তিনি দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় সুবর্ণমণ্ডিত বিশাল গদা হাতে লইয়া আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে বধ করিতে থাকিলেন ॥ ২৫

সেই পদাতি-সৈন্যরাও নিজেদের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সেই যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের দিকে সেইভাবে ধাবিত হইয়া যাইলেন, যেরূপ পতঙ্গদল অগ্নির দিকে ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ২৬

যেরূপ প্রাণিগণ যমরাজের সাক্ষাতেই সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব রণদুর্ম্মদ সৈন্যরাও ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া সহসা নষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ২৭

হস্তে গদাধারণ করত বাজপক্ষীর ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণকারী মহাবল ভীমসেন আপনার সেই পঁচিশ হাজার পদাতি-সৈন্যকে ভূমিতে শোষিত করিয়া দিলেন ॥ ২৮

সত্যপরাক্রমী মহাবল ভীমসেন সেই পদাতি-সৈন্যের সংহার করত বৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে লইয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

অন্যদিকে পরাক্রমশালী অর্জুন রথ-সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব মহারথী সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে তীব্রবেগে শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০½

ইহারা নিজ নিজ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধাকে বিনাশ করিয়া অতিদ্রুত তাঁহার (শকুনির) দিকে ধাবিত হইলেন। তখন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩১½

প্রভো! অর্জুনও আপনার রথ-সৈন্যের নিকটে যাইয়া ত্রিভুবনবিখ্যাত নিজের গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৩২½

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ এবং অর্জুনের ন্যায় রথী যোদ্ধাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যেরা ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩½

এই সময় বহুসংখ্যক রথ নষ্ট হইয়া যাইল এবং বহু সৈন্য বাণসমূহের আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে পঁচিশ হাজার পদাতি সৈন্য কালের গ্রাসে পতিত হইলেন ॥ ৩৪-৩৫½

পাঞ্চালরাজকুমার, পাঞ্চাল-মহারথী ও মহাবলী পুরুষব্যাঘ্র বৃষ্টদ্যুম্ন সেই পদাতি সৈন্যের সংহার করিয়া ভীমসেনকে অগ্রে করত অতিসত্বর সেখানে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইনি মহাধনুর্দ্ধর, তেজস্বী এবং শত্রুগণের সন্তাপদায়ক ছিলেন ॥ ৩৬-৩৭½

বৃষ্টদ্যুম্নের রথের অশ্বগণ পারাবতের (পায়রার) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ছিল এবং ইহার রথের ধ্বজে কোবিদার-বৃক্ষের চিহ্ন ছিল। বৃষ্টদ্যুম্নকে রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা ভয়ে পলায়ন করিলেন ॥ ৩৭½

দৃষ্ট্বাস্মান্ রণে দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যানি প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
গান্ধাররাজঃ শীঘ্রাশ্বমনুস্মৃত্য যশস্বিনৌ ॥ ৩৮
নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যেতাং মাদ্রীপুত্রৌ সদাতকী।
চেকিতানঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ ॥ ৩৯
হত্বা স্বসীয়ং সুমহৎ সৈন্যং শঙ্খানদধ্মতুঃ।
তে সর্বে ভাবকান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতোঽপি পরাঙ্মুখান্ ॥৪০
অভ্যবর্তন্ত সংরব্ধান্ বৃষান্ জিত্বা যথা বৃষাঃ।
সেনাবসেষং তং দৃষ্ট্বা তব সৈন্যস্য পাণ্ডবঃ ॥ ৪১
ব্যবস্থিতঃ সব্যসাচী চুক্রোধ বলবান্ নৃপ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমত্যবর্তত বীর্যবান্ ॥৪২
বিক্রান্তং ত্রিষু লোকেষু ব্যাক্ষিপদ্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
তত্র এনান্ শরব্রাতৈঃ সহসা সমবাকিরৎ ॥ ৪৩
তমসা সংবৃতেনাথ ন স্ম কিঞ্চিৎ ব্যদৃশ্যত।
অন্ধকারীকৃতে লোকে রজোভূতে মহীতলে ॥ ৪৪

যোধাঃ সর্বে মহারাজ তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
সন্তত্র্যমানে সৈন্যে তু কুরুরাজো বিশাম্পতে ॥ ৪৫
পরানভিমুখাংশ্চৈব সুতস্তে সমুপাদ্রবৎ।
ততো দুর্যোধনঃ সর্বানাজুহাবাথ পাণ্ডবান্ ॥ ৪৬
যুদ্ধায় ভরতশ্রেষ্ঠ দেবানিব পুরা বলিঃ।
ত এনমভিসর্জন্তঃ সহিতাঃ সমুপাদ্রবন্ ॥ ৪৭
নানাশস্ত্রভৃতঃ ক্রুদ্ধা স্তৎসমস্তো মুহুর্মুহুঃ।
দুর্যোধনোঽপ্যসম্ভ্রান্তস্তান্ রণে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৪৮
তত্রাববীত্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তং সৈন্যং পাণ্ডবেয়ানাং যোধয়ামাস সর্বতঃ ॥ ৪৯
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্।
যদেকঃ সহিতান্ সর্বান্ রণেঽযুধ্যত পাণ্ডবান্ ॥ ৫০
ততোঽপশ্যমহাত্মা স স্বসৈন্যং ভৃশদুঃখিতম্।
ততোঽবস্থাপ্য রাজেন্দ্র কৃতবুদ্ধিস্তবাত্মজঃ ॥ ৫১

গান্ধাররাজ শকুনি আততায়ীর অনুসরণ করিতে ছিলেন। যশস্বী মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও সাত্যকিকে ক্রুদ্ধ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা গেল ॥ ৩৮॥

মাননীয় ভূপাল! চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করত শঙ্খধ্বনি করিতে-লাগিলেন ॥ ৩৯॥

ইহারা সকলে আপনার সৈন্যদিগকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করিতে দর্শন করত তাঁহাদের দিকে সেইভাবে ধাবিত হইতে লাগিলেন, যেরূপ কোন বৃষ কর্তৃক হইয়া অপর একটি বৃষকে পরাজিত করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ৪০॥

হে নৃপ! সেই সময় সেখানে অবস্থিত বলবান্ পরাক্রমশালী সব্যসাচী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন আপনার সৈন্যের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঘোর ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে আপনার রথ-সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪১-৪২॥

তিনি স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সহসা তাঁহাদের সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল; অতএব কিছুই দেখা যাইল না ॥ ৪৩॥

মহারাজ! এইভাবে যখন জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং ভূতলে ধূলিজাল উত্থিত হইতে লাগিল, তখন আপনার সমস্ত যোদ্ধারা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৪৪॥

প্রভানাথ! আপনার সৈন্যদের মধ্যে ভাগনের সৃষ্টি হইলে পর আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্যোধন নিজের সম্মুখে অবস্থিত পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পুরাকালে রাজা বলি দেবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্যোধনও সমস্ত পাণ্ডব যোদ্ধাগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬॥

তখন নানাপ্রকার শস্ত্রসকল ধারণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা একত্রে গর্জন করিতে করিতে সেখানে দুর্যোধনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং বারংবার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭॥

ইহাতে দুর্যোধন অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনি রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শত্রুপক্ষের শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি চারিদিকে ঘুরিতে থাকিয়া পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥৪৮-৪৯॥

রাজন্! সেখানে আমরা আপনার পুত্র দুর্যোধনের এই অদ্ভুত পুরুষার্থ দেখিলাম যে, তিনি একাকীই রণাঙ্গনে একত্রে সমবেত সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৫০॥

রাজেন্দ্র! সেই সময় আপনার বুদ্ধিমান্ পুত্র মহাত্মা দুর্যোধন যখন নিজের সৈন্যদিগকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিলেন, তখন সকলকে স্থির করত তাঁহাদের হর্ষবর্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৫১॥

হর্ষয়ন্নিব তান্ যোধানিদং বচনমব্রবীৎ।
ন তং দেশং প্রপশ্যামি যত্র যাতা ভয়ার্দিতাঃ ॥ ৫২
গতানাং যত্র বৈ মোক্ষঃ পাণ্ডবাৎ কিং গতেন বঃ।
অয়ঞ্চ বলমেতেষাং কৃষ্ণৌ চ ভূশবিক্ষতৌ ॥ ৫৩
অদ্য সর্বান্ হনিষ্যামি ধ্রুবো হি বিজয়ো ভবেৎ।
বিপ্রবাতাস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষান্ ॥৫৪
অনুসৃত্য বধিষ্যন্তি শ্রেয়ান্ নঃ সমরে বধঃ।
সুখং সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্মেণ যুধ্যতাম্ ॥৫৫
মৃতো দুঃখা ন জানীতে প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে।
শূন্যুরং ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে যাবন্তঃ স্থ সমাগতাঃ ॥ ৫৬
যদা শূরশ্চ ভীরুশ্চ মারয়ত্যান্তকো যমঃ।
কো নু মূঢ়ো ন যুধ্যেত মাদৃশঃ ক্ষত্রিয়ব্রতঃ ।।৫৭
দ্বিষতো ভীমসেনস্য ক্রুদ্ধস্য বশমেষ্যতঃ
পিতামহৈরাচরিতং ন ধর্মং হাতুমর্হথ ॥৫৮
ন হ্যধর্মোঽস্তি পাপীয়ান্ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ।
ন যুদ্ধধর্মেষ্ত্রেয়ো হি পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ ॥
অচিরেণ হতা লোকান্ যতো যোধাঃ সমন্বিতাঃ ॥ ৬০

সঞ্জয় উবাচ।

এবং ব্রুবতি পুত্রে তে সৈনিকা ভূশবিক্ষতাঃ।
অনবেক্ষ্যৈব তদ্বাক্যং প্রাদ্রবন্ সর্বতো দিশঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৌরবসৈন্যপলায়নে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

যোদ্ধাগণ! তোমরা সকলে ভয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছ। কিন্তু আমি এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে তোমরা পলাইয়া যাইবে এবং সেখানে যাইয়া তোমরা পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বা ভীমসেনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। এরূপ অবস্থায় তোমাদের পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? এই পক্ষদের নিকট আর অল্প সৈন্যই বিদ্যমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আজ আমি ইহাদের সকলকে সংহার করিব। আমাদের জয়লাভ অবশ্যই হইবে। ৪১-৪৩½

যদি তোমরা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা অপরাধী তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করত বিনাশ করিবে। এরূপ অবস্থায় আমি যুদ্ধে নিহত হওয়াকেই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়াই মনে করি। ৪৪½

ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীরগণের সংগ্রামে মৃত্যুর সহিত মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে। সেখানে মৃত যোদ্ধা মৃত্যু-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না এবং পরলোকে যাইয়া অক্ষয় সুখলাভ করিয়া থাকে। ৪৫½

তোমরা যত ক্ষত্রিয় বীর এখানে উপস্থিত আছ, সকলেই আমার এই কথা শ্রবণ কর। যখন প্রাণিগণের বিনাশকারী যমরাজ বীরপুরুষ ও কাপুরুষ উভয়কেই বিনাশ করিয়া থাকেন, তখন আমার ন্যায় ক্ষত্রিয় ব্রতপালনকারী হইয়া কোন্ ব্যক্তি এরূপ মূর্খ হইবে যে, সে যুদ্ধ করিবে না। ৪৬-৪৭½

আমাদের পক্ষ ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। যদি পলায়ন কর, তবে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িবে; অতএব নিজেদের পিতৃ-পিতামহের আচরিত ক্ষাত্র-ধর্মকে তোমরা পরিত্যাগ করিও না। ৪৮

কৌরবগণ! ক্ষত্রিয়ের নিকট যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত পলায়ন করা অপেক্ষা অন্য কোন মহাপাপ নাই এবং যুদ্ধধর্মপালন করা অপেক্ষা অন্য কোন স্বর্গপ্রাপ্তির কল্যাণকর মার্গও নাই, যোদ্ধাগণ! অতএব তোমরা যুদ্ধে নিহত হইয়া আশুসঙ্গে উত্তম লোকসকলের সুখ অনুভব কর। ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্যোধন এরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত আহত সৈন্যরা তাঁহার এই কথা না শুনিয়াই চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৫০

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কৌরব-সৈন্যের পলায়নবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শল্যেন রণভূমেরিগ্‌দর্শনম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ শিবিরং প্রতি গমনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু সৈন্যং পরিবর্ত্তমানং
পুত্রেণ তে মন্ত্রপতিস্তদানীম্।
সম্ভ্রান্তরূপঃ পরিমূঢ়চেতা
দুর্য্যোধনং বাক্যমিদং বভাষে ॥ ১

শল্য উবাচ।

পশ্যৈতদুগ্রং নর-বাজি-নাগৈ-
রাবোধনং বীরহতৈঃ সুপূর্ণম্।
মহীধরাভৈঃ পতিতৈশ্চ নাগৈঃ
সকুৎপ্রভিন্নৈঃ শরাভিভেদৈঃ ॥ ২

সুবিহ্বলদ্ভিশ্চ গতাসুভিশ্চ
প্রধ্বস্তবর্ম্মায়ুধ-চর্ম-বর্ম্মভিঃ।
বজ্রাপবিদ্ধৈরিব চাচলাগ্রৈ-
র্বিভিন্নপাষাণমহাদ্রুমৌঘৈঃ ॥ ৩

প্রবিদ্ধখড়্গাঙ্কুশ-তোমর-ধ্বজৈঃ
সহেমজালৈ রুধিরৌঘসম্প্লুতৈঃ।
পরাবতিষ্ঠৈঃ পতিতৈস্তুরঙ্গমৈঃ
খসদ্ভিরার্তৈঃ ক্ষতজং বমদ্ভিঃ ॥ ৪

দীনং স্তনদ্ভিঃ পরিবৃত্তনেত্রৈ-
র্মহীং খুরদ্ভিঃ কৃপণং নদদ্ভিঃ।
তথাপবিদ্ধৈর্গজ-বাজি-যোধৈঃ
পরাপবিদ্ধৈরথ বীরসঙ্ঘৈঃ ॥ ৫

মজ্জাসৃভিশ্চৈব গতাসুভিশ্চ
নরাশ্বনাগৈশ্চ রথৈশ্চ মথিতৈঃ।
মজ্জাসৃগুভিশ্চৈব মহী মহাহবে
নূনং যথা বৈতরণীব ভাতি ॥ ৬

পঙ্কৈর্নিকৃত্তৈর্বরহস্তগাত্রৈ-
রুদ্বেপনানৈঃ পতিতৈঃ পৃথিব্যাম্।
বিশীর্ণদন্তৈঃ ক্ষতজং বমদ্ভিঃ
ক্ষুরদ্ভিরার্তৈঃ করুণং নদদ্ভিঃ ॥ ৭

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[শল্যকর্ত্তৃক রণভূমির নিরূপণ, কৌরব-সৈন্যের পলায়ন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শিবির অভিমুখে গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক সৈন্যদিগকে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রচেষ্টা হইতে দেখিয়া সেই সময় ভীত ও মূর্চ্ছিত মনস্কাও শল্য দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ১

শল্য বলিলেন,—বীর ভূপাল! দেখ, মৃত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহসকলে পরিপূর্ণ এই যুদ্ধস্থল কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছে। যাহাদের মস্তক হইতে মদধারা প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ পর্ব্বতাকার গজরাজগণ বাণসমূহের আঘাতে দেহ বিদীর্ণ হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু গজরাজ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, বহুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাদের উপর উপবিষ্ট আরোহী যোদ্ধাগণের কবচ, অস্ত্র, ঢাল ও তরবারি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছে যে, যেন বজ্রের আঘাতে বড় বড় পর্ব্বত বিদলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের প্রস্তরখণ্ড, বিশাল বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সব গজরাজগণের বর্ম্ম, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজাদি বস্তুসকল বাণসমূহের আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পতিত হইয়াছে। এই হাতীদিগের উপর স্বর্ণ-নির্ম্মিত জালযুক্ত আবরণসকলও পতিত রহিয়াছে। ইহাদের মৃতদেহসমূহ রক্তের প্রবাহে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছে। অবশিষ্ট বাণসকলের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতিত আছে এবং বেদনায় ব্যথিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতেছে। ইহারা দীনস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ইহাদের চক্ষু ঘুরিতেছে। ইহারা ধরাতলে খরখুর এবং কলেবরে চীৎকার করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, পদাতিসৈন্য এবং বীর যোদ্ধারা বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিহত হইয়াছে। কোন কোন যোদ্ধার এখন শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে এবং কোন কোন যোদ্ধার প্রাণ সবেমাত্র বহির্গত হইয়াছে। হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য এবং রথসকল মথিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সকলেরই অঙ্গ-কান্তি অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণে এই মহারণভূমি নিশ্চয়ই বৈতরণী নদীর ন্যায় ভয়ানকরূপে প্রতীত হইতেছে। ২-৬

হস্তিগণের শুণ্ডদণ্ড ও দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বহু হাতী ধরাতলে পতিত হইয়া কাঁপিতেছে। কতক হাতীর দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহারা রক্তনিঃসারণ করিতে করিতে ও ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বেদনাগ্রস্ত হইয়া কলেবরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ৭

নিকৃত্তচক্রেষ্বযুগৈঃ সযোক্তৃভিঃ
প্রবিদ্ধতূণীর-পতাক-কেতুভিঃ।
সুবর্ণজালাবততৈর্ভৃশাহতৈ-
র্মহারথৌঘৈর্জলদৈরিবাবৃতা ॥ ৮
বশাদ্বিভিন্নাগরথাশ্ববোধিভিঃ
পদাতিভিশ্চাতিমুখৈর্হতৈঃ পরৈঃ।
বিশীর্ণবর্মাভরণাম্বরায়ুধৈ-
র্বৃতা প্রশান্তৈরিব তাবকৈর্মহী ॥ ৯
শরপ্রহারাভিহতৈর্মহাবলৈ-
রবেক্ষ্যমাণৈঃ পতিতৈঃ সহস্রশঃ।
দিবশ্চ্যুতৈর্ভূরিদীপ্তিমদ্ভি-
র্নভঃ প্রতৈর্দৌরমলপ্রদীপ্তৈঃ ॥ ১০
প্রনষ্টসাল্লৈঃ পুনরুচ্ছ্বসদ্ভি-
র্মহা বর্ষ্মবাসুগতৈরিবাদ্রিভিঃ।
কর্ণার্জুনাভ্যাং শরভিন্নগাত্রৈ-
র্হতৈঃ প্রবীরৈঃ কুরু-সঞ্জয়ানাম্ ॥ ১১
শরাস্তু কর্ণার্জুনবাহমুক্তা
বিদার্য নাগাশ্ব-মনুষ্যদেহান্।
প্রাণান্ নিরস্যাত্ত মহীং প্রতীয়ু-
র্মহোরগা বাসমিবাভিতাপ্তাঃ ॥ ১২
হতৈর্মনুষ্যাশ্বগজৈশ্চ সংখ্যে
শরাপবিদ্ধৈশ্চ রথৈর্নরেন্দ্র।
ঘনপ্রয়াণাদিরধেশ্চ মার্গৈ-
রগম্যরূপা বসুধা বভূব ॥ ১৩
রথৈর্মহেষ্বাসধিয়ঃ সুকল্পৈঃ
সংগ্রামশস্ত্রৈশ্চ বরায়ুধৈর্বৃতৈঃ।
বিশীর্ণযোক্ত্রৈর্বিনিকৃত্তবন্ধুরৈ-
র্নিকৃত্তচক্রাক্ষযুগত্রিবেণুভিঃ ॥ ১৪
বিমুক্তশস্ত্রৈশ্চ যথা নৃপস্থরৈ-
র্হতাশ্বসূতৈর্বিনিবৃত্তবন্ধুরৈঃ।
প্রভগ্নযোক্ত্রৈর্মথিতধ্বজৈর্বৃতা
বভৌ মহী জ্যোতিরিব শারদৈর্ঘনৈঃ ॥ ১৫

বিশালকায় রথসকল এই রণাঙ্গনে মেঘমণ্ডলের ন্যায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের চক্র, যুগ এবং বন্ধনরজ্জুসমূহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তূণীর, ধ্বজ ও পতাকাসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত আছে। স্বর্ণনির্মিত জালে আবৃত এই রথসকল অতিশয় শক্তিগ্রস্ত হইয়াছে। ৮

হস্তী, রথ এবং অশ্বসকলের উপর আরোহণ করত ইসকল যোদ্ধারা ও বীর পদাতিসৈন্যগণ সম্মুখসমরে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুদের হস্তে নিহত হইয়াছে। ইহাদের কবচ, আভরণ, বস্ত্র এবং অস্ত্রসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত আছে। এইরূপ শান্তভাবে পতিত তোমার যোদ্ধাদের দ্বারা সেই রণভূমি আচ্ছাদিতা হইয়া পড়িয়াছে। ৯

বাণসকলের প্রহারে আহত হইয়া পতিত সহস্র সহস্র মহাবল যোদ্ধা আকাশ হইতে পতিত অত্যন্ত দীপ্তিমান্ এবং নির্মল প্রভায় প্রকাশিত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে এবং ইহাদের দ্বারা আবৃত রণভূমি রাত্রিকালে গ্রহগণে পরিব্যাপ্ত আকাশের সদৃশ সুশোভিত হইতে লাগিল। ১০

কর্ণ ও অর্জুনের বাণসমূহে যাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই নিহত কৌরব ও সঞ্জয় বীরগণের মৃতদেহে পূর্ণা এই রণভূমি যজ্ঞে স্থাপিত অগ্নিসকলের দ্বারা যজ্ঞভূমির ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ইহাদের মধ্যে যত বীরের চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং যে সকল পুনরায় শ্বাসগ্রহণ করিতে লাগিল। ১১

কর্ণ ও অর্জুনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরকে বিদীর্ণ করিয়া দিলে তাহাদের প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া অতিক্রান্ত শ্বাসবেগে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—অত্যন্ত রক্তপানের নিমিত্ত সর্প নিজ গর্তমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ১২

হে নরেন্দ্র! অর্জুন ও কর্ণের বাণসকলে নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দ্বারা এবং বাণসমূহে নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া পতিত রথসকলের দ্বারা এই রণাঙ্গনে যাতায়াত করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ১৩

সুসজ্জিত বহু রথ বাণসমূহের আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সহিত যে সমস্ত যোদ্ধা, অস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল এবং অস্ত্রাদি ছিল, তাহাদেরও এই অবস্থাই হইয়াছে। ইহাদের চক্রসকল, বন্ধনরজ্জু, যুগ, যুগ ও ত্রিবেণু ভাঙ্গিয়াও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৪

ইহাদের উপরে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের রাশি রহিয়াছিল, সে সমস্তও দূরে যাইয়া পতিত হইয়াছে। সমস্ত বন্ধই নষ্ট হইয়

বিকৃষ্যমাণৈর্জবনৈস্তুরঙ্গমৈ-
র্হতেশ্বরৈ রাজরথৈঃ সুকল্পিতৈঃ
মনুষ্য-মাতঙ্গ-রথাম্বরাণি-
র্ভূতং ত্রজন্তো বহুধা বিচূর্ণিতাঃ ॥ ১৬
সহেমযষ্টীঃ পরিঘাঃ পরশ্বধাঃ
সিতাশ্চ শূলা মুসলানি মুদ্গরাঃ।
পেতুশ্চ খড়্গা বিমলা বিকোশা
গদাশ্চ জাম্বূনদপট্টনদ্ধাঃ ॥ ১৭
চাপানি রুক্মাঙ্গদভূষণানি
শরাশ্চ কার্তস্বরচিত্রপুঙ্খাঃ।
ঋষ্টাশ্চ পীতা বিমলা বিকোশাঃ
প্রাসাশ্চ শক্তেঃ কনকাবভাসৈঃ ॥ ১৮
ছত্রাণি বালব্যজনানি শঙ্খা-
শ্ছিন্নাপবিদ্ধাশ্চ স্রজো বিচিত্রাঃ।
কূবাঃ পতাকাম্বরভূষণানি
কিরীটমালা মুকুটাশ্চ শুভ্রাঃ ॥ ১৯
প্রকীর্ণকা বিপ্রকীর্ণাশ্চ রাজন্
কায়ানমুক্তাভরণাশ্চ তারাঃ।
আপীড়কম্বুর-বরাঙ্গদানি
হৈরেয়নিষ্কাঃ সমুরশ্চসূত্রাঃ ॥ ২০
মণ্যুত্তমা বজ্রসুবর্ণমুক্তা
রত্নানি চোচ্চাবচমঙ্গলানি।
গাত্রাণি চাত্যন্তসুখোচিতানি
শিরাংসি চেন্দুপ্রতিমাননানি ॥ ২১
দেহাংশ্চ ভোগাংশ্চ পরিচ্ছদাংশ্চ
ত্যক্ত্বা মনোজ্ঞানি সুখানি চৈব।
স্বধর্মনিষ্ঠাঃ মহতীমবাপ্তা
ব্যাপ্যাপ্ত লোকান্ যশসা পতাকে ॥ ২২
নিবর্ত্ত দুর্যোধন যাস্ত সৈনিকা
ব্রজস্ব রাজন্ শিবিরায় সানুগ।
দিবাকরোঽপ্যেষ বিলম্বতে প্রভো
পুনস্ত্বমেবাত্র নরেন্দ্র কারণম্ ॥ ২৩
ইত্যেবমুক্ত্বা বিরতাম শল্যো
দুর্যোধনং শোকপরীতচেতাঃ।
হা কর্ণ হা কর্ণ ইতি ব্রুবাণ-
মার্তং বিলাপ্তং ভৃশদুঃখনেত্রম্ ॥ ২৪

দিয়াছে। অনুকর্ষ, তূণীর এবং বন্ধুরযুক্ত সকলই নষ্ট হইয়াছে। এই সব রথের আসনসমূহও খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। সুবর্ণ ও মণিসকলে বিভূষিত এই সব রথের দ্বারা আচ্ছাদিত এই পৃথিবী সহসা কুশুর মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১৫

যে সমস্ত রথের ইষর (দণ্ড যোয়া) বিনষ্ট হইয়াছে, রাজাদের সেই সুসজ্জিত রথসমূহকে যখন বেগশালী অশ্বগণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং দলে দলে মনুষ্য, হস্তী, সাধারণ রথ ও অশ্বসকলও পলায়ন করিতেছিল, তখন ইহাদের দ্বারা দ্রুত পলায়নের ফলে মহান্ চূর্ণিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ১৬

সুবর্ণপট্টে মণ্ডিত পরিঘ, পরশু, তীক্ষ্ণধার শূল, মুসল, মুদ্গর, কোষ হইতে নিষ্কাশিত নির্মল (চকচকে) তরবারি এবং সুবর্ণভূষিত গদাসকল যেখানে সেখানে পতিত রহিয়াছে ॥ ১৭

সুবর্ণময় অঙ্গযুক্ত বিভূষিত ধনু, বর্ণচিত্রিত বিচিত্র পক্ষযুক্ত বাণ, ঋষ্টি, পীতবর্ণবিশিষ্ট ও কোষহীন নির্মল খড়্গ এবং সুবর্ণ-নির্মিত বস্ত্রযুক্ত প্রাস, ছত্র, চামর, শঙ্খ ও বিচিত্র মাল্যসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ॥ ১৮-১

রাজন্! হাতীর শুণ্ডে পরিহিত কবচ বা আভরণ, পতাকা, বস্ত্র, আভরণ, কিরীটমালা, উজ্জ্বল মুকুট, শ্বেত চামর এবং প্রধান ও মুক্তার হার—এ সমস্তই এদিক্ ওদিক্ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ॥ ১৯-২

শিরোভূষণ, কেয়ূর, সুন্দর অঙ্গদ, কণ্ঠহার, পদক, সুবর্ণ সূত্র, উত্তম মণি, হীরক' সুবর্ণ মুক্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল, অত্যন্ত সুখভোগের যোগ্য, দেহ, চন্দ্রকেও লজ্জাপ্রদান-কারী মুখযুক্ত মস্তক, শরীর, ভোগ আচ্ছাদন বস্ত্র এবং মনোরম সুখ—এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্বধর্মের পরাকাষ্ঠা পালন করিতে করিতে সমস্ত ভুবনে নিজেদের যশ বিস্তার পূর্বক এই সব বীর সৈন্যগণ দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ২০-২২

মানদ রাজা দুর্যোধন! এখন প্রত্যাবর্তন কর। এই সব সৈন্যদিগকেও যাইতে দাও। শিবিরে গমন কর। প্রভো! এই ভগবান্ সূর্যদেবও অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নরেন্দ্র! তুমিই এই সমস্ত নরসংহারের প্রধান কারণ ॥ ২৩

দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়া রাজা শল্য নীরব হইলেন। তাঁহার চিত্ত তখন শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দুর্যোধনও আর্তভাবে 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি তখন চেতনা হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে সবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৪

ওং দ্রোণপুত্রপ্রমুখা নরেন্দ্রাঃ
সর্বে সমাশ্বাস্য মুহুঃ প্রযান্তি।
নিরীক্ষমাণা মুহুরর্জুনস্য
ধ্বজং মহান্তং যশসা জ্বলন্তম্ ॥ ২৫

নরাশ্ব-মাতঙ্গশরীরজেন
রক্তেন সিক্তাঃ তথৈব ভূমিঃ।
রক্তাম্বরপ্রকৃতপনীয়যোগা-
দ্বারীঃ প্রকাশামিব সর্বসম্যাম্ ॥ ২৬

প্রচ্ছন্নরূপাঃ রুধিরেণ রাজন
রৌদ্রে মুহূর্তেঽতিবিরাজমানে।
নৈবাবতস্থুঃ কুরবঃ সমীক্ষ্য
প্রব্রাজিতা দেবলোকায় সর্বে ॥ ২৭

যদেন কর্ণস্য তু দুঃখিতাস্তে
হা কর্ণ হা কর্ণ ইতি ব্রুবাণাঃ।
দ্রুতং প্রয়াতাঃ শিবিরাণি রাজন
দিবাকরং রক্তমবেক্ষমাণাঃ ॥ ২৮

গাণ্ডীবমুক্তৈস্তু সুবর্ণপুঙ্খৈঃ
শিলাশিতৈঃ শোণিতদিগ্ধবাজৈঃ।
শরৈশ্চিতাঙ্গো বৃষি ভাতি কর্ণো
হতোঽপি সন্ সূর্য ইবাংশুমালী ॥ ২৯

কর্ণস্য দেহং রুধিরাবসিক্তং
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ বিবস্বান্।
স্পৃষ্টাংশুভির্লোহিতরক্তরূপঃ
সিন্ধোঃ পরং সম্ভরতি সমুদ্রম্ ॥ ৩০

ইতীব সঞ্চিন্ত্য সুরর্ষিসঙ্ঘাঃ
সম্প্রস্থিতা যান্তি যথা নিকেতনম্।
সঞ্চিন্তয়িত্বা জনতা নিরস্ত-
ব্যথাসুখাঃ মহীতলঞ্চ ॥ ৩১

তদদ্ভুতং প্রাবৃতভূতভূরং
নিশম্য যুদ্ধং কুরুবীরমুখ্যয়োঃ।
ধনঞ্জয়স্যাহিরথস্য বিস্মিতাঃ
প্রশংসমানাঃ প্রযযুস্তদা জনাঃ ॥ ৩২

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য সকল নরপতিগণ ধারংবার আসিয়া দুর্যোধনকে সান্ত্বনাদান করত উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশিত অর্জুনের বিশাল ধ্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহ হইতে প্রবাহিত রক্ত-ধারায় সেখানকার রণভূমি এরূপ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল যে, রক্ত বস্ত্র, রক্ত পুষ্পের মাল্য ও তপ্ত সুবর্ণের আভরণ ধারণ করত সকলের সম্মুখে উপস্থিত সর্বসম্যা নারীর (বেশ্যার) ন্যায় উহা প্রতীত হইতেছিল ॥ ২৬

রাজন্! অত্যন্ত শোভাপ্রাপ্ত সেই রৌদ্র মুহূর্তে (সায়ংকালে) রুধিরে যাহার স্বরূপ আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই রণভূমিকে দর্শন করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ইহারা সকলেই তখন দেবলোকে (স্বর্গে) যাত্রা করিবার জন্য উদ্যত ছিলেন ॥ ২৭

মহারাজ! সমস্ত কৌরবগণ কর্ণের বধে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' এই কথা বলিতে বলিতে এবং রক্তবর্ণ সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দ্রুত বেগে শিবির অভিমুখে দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণের পঙ্খযুক্ত ও শিলাশোনিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের প্রতি অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল বাণের পঙ্খ রক্তে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা পতিত বৃষস্কন্ধে কর্ণ নিহত হইলেও কিরণমালী সূর্যদেবের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২৯

ভক্তগণের প্রতি কৃপাশীল ভগবান সূর্যদেব রক্তে সিক্ত কর্ণের শরীরকে নিজের কিরণরাশির দ্বারা স্পর্শ করত রক্তেরই ন্যায় বর্ণ ধারণ করিয়া যেন স্নান করিবারই বাসনায় পশ্চিম সমুদ্রের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

এই যুদ্ধের বিষয়ে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবতা ও ঋষিগণ সেখান হইতে প্রস্থিত হইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন এবং এই যুদ্ধেরই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্য সমস্ত মনুষ্যগণও সুখের সহিত অন্তরিক্ষ কিংবা ভূতলে নিজ নিজ নিবাসস্থানে গমন করিলেন ॥ ৩১

কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান বীর কর্ণ ও অর্জুনের এই অদ্ভুত এবং সকল প্রাণিগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করত সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩২

শরসংকৃত্তবর্মাণং রুধিরোক্ষিতবাসসম্।
গতাসুমপি রাধেয়ং নৈব লক্ষ্মীর্বিমুঞ্চতি ॥ ৩৩
তপ্তজাম্বূনদনিভং জ্বলনার্কসমপ্রভম্।
জীবন্তমিব তং সূতং সর্বভূতানি মেনিরে ॥ ৩৪
হতস্যাপি মহারাজ সূতপুত্রস্য সংযুগে।
বিভ্রেন্দুঃ সর্বতো যোধাঃ সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ৩৫
হতোঽপি পুরুষব্যাঘ্র জীবন্নিব লক্ষ্যতে।
নাতবদ্ বিকৃতিঃ কাচিদ্ভস্যাপি মহাত্মনঃ ॥ ৩৬
চারুবেশধরং বীরং চারুমৌলিশিরোধরম্।
তমুষা সূতপুত্রস্য পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি ॥ ৩৭
নানাভরণবান্ রাজংস্তপ্তজাম্বূনদপ্রভঃ।
হতো বৈকর্তনঃ শেতে পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥ ৩৮
কনকোত্তমসঙ্কাশো জ্বলন্নিব বিভাবসুঃ।
স শান্তঃ পুরুষব্যাঘ্র পার্থসায়কবারিণা ॥ ৩৯

যথা হি জ্বলনো দীপ্তো জলমাসাদ্য শাম্যতি।
কর্ণাগ্নিঃ সমরে তদ্বৎ পার্থমেঘেন শামিতঃ ॥ ৪০
আদ্রুত্য চ যশো দীপ্তং শুভ্রাংশোরাত্মনো ভুবি।
বিসৃজ্য শরবর্ষাণি প্রতাপ্য চ দিশো দশ ॥ ৪১
সপুত্রঃ সমরে কর্ণঃ স শান্তঃ পার্থতেজসা।
প্রতাপ্য পাণ্ডবান্ সর্বান্ পাঞ্চালাংশ্চাস্ত্রতেজসা ॥ ৪২
সৃষ্টিত্বা শরবর্ষেণ প্রতাপ্য রিপুবাহিনীম্।
শ্রীমানিব সহস্রাংশুর্গতঃ সহ্যং প্রতাপ্য চ ॥ ৪৩
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ সপুত্রঃ সহবাহনঃ।
অধিনাং পক্ষিসঙ্ঘশ্চ কল্পবৃক্ষো নিপাতিতঃ ॥ ৪৪
দদানীতোব যোঽযোচন্ন নাস্তীত্যধিকোঽধিকঃ।
সদ্ভিঃ সদা স পুরুষঃ স হতো বৈরথে বৃষঃ ॥ ৪৫
যস্য ব্রাহ্মণসাৎ সর্বং বিত্তমাসীন্মহাত্মনঃ।
সোঽয়ং ব্রাহ্মণযোগেন যস্য স্বমপি জীবিতম্ ॥ ৪৬

রাধানন্দন কর্ণের কবচ সাতদিনে ছিন্ন হইয়াছিল। তাঁহার সকল বস্তুই রক্তে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার প্রাণও বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার শোভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৩৩

তিনি তপ্ত সুবর্ণ এবং অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় ভাস্বিমান্ ছিলেন। তাঁহার সেই দেহকে দেখিয়া তখন সকল প্রাণীই তাঁহাকে জীবিত বলিয়াই মনে করিতেছিল ॥ ৩৪

মহারাজ! যেরূপ সিংহকে বনজাত অন্য পশুরা সর্বদা ভয় করিয়া থাকে, সেইরূপ নিহত সূতপুত্র কর্ণকেও তখন সমস্ত যোদ্ধারা ভয় করিতেছিলেন ॥ ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তিনি নিহত হইলেও যেন জীবিত বলিয়াই দৃষ্ট হইতেছিলেন। মহাত্মা কর্ণের দেহে তাঁহার মৃত্যুতেও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩৬

সূতপুত্র কর্ণের মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। তিনি মনোহর বেশও ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বীরোচিত শোভাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মস্তক ও কণ্ঠও মনোহর ছিল ॥ ৩৭

রাজন্! নানাপ্রকার আভরণে বিভূষিত এবং তপ্ত সুবর্ণের অবয়বধারণকারী সূর্যানন্দন কর্ণ নিহত হইয়াও অঙ্কুরযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! উত্তম সুবর্ণতুল্য কান্তিমান কর্ণ জ্বলন্ত অগ্নি-সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিলেন; কিন্তু কুন্তীনন্দন অর্জুনের বাণরূপ জলের দ্বারা তিনি শান্ত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৯

যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি জল পাইয়া শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ সমরাঙ্গনে কর্ণরূপী অগ্নিকে অর্জুনরূপ মেঘ শান্ত করিয়া দিয়াছে ॥ ৪০

এই ভূতলে যশস্বিতার দ্বারা নিজের শুভ্র উজ্জ্বল যশ উপার্জন করত বাণসমূহ বর্ষণপূর্বক দশ দিককে শান্ত করিয়া যুদ্ধে পুত্র সহ কর্ণ অর্জুনের তেজে শান্ত হইয়া গিয়াছেন ॥ ৪১-৪২

অগ্নের তেজে সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে সন্তাপিত করিয়া, বাণসমূহ বর্ষণের দ্বারা শত্রুগণকে তাপদান করিয়া এবং সহস্রকিরণবিশিষ্ট তেজস্বী সূর্যসদৃশ সম্পূর্ণ জগৎকে বীর্য প্রতাপে তাপিত করিয়া সূর্যপুত্র কর্ণ পুত্র ও বাহনগণের সহিত নিহত হইয়াছেন। যাচকরূপী পক্ষিগণের নিকট যিনি কল্পবৃক্ষস্বরূপ ছিলেন, সেই কর্ণ আজ (অর্জুন কর্তৃক) ভূপাতিত হইয়াছেন ॥ ৪৩-৪৪

প্রার্থনা করিলে যিনি সর্বদা বলিতেন—আমি ইহা প্রদান করিব। সজ্জন যাচকগণও প্রার্থনা করিলে যাঁহার মুখ হইতে কখনও 'নাই' এই কথা বাহির হইত না, সেই কর্ণাত্মা সৎপুরুষ কর্ণ অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥ ৪৫

যে মহাত্মা কর্ণের সমস্ত ধনই ব্রাহ্মণগণের অধীনে ছিল, ব্রাহ্মণগণের জন্য যাঁহার কিছুই এমন কি প্রাণ পর্যন্তও অদেয় ছিল না, যিনি সর্বদা ত্রিবর্গের প্রিয়

সদা শ্রীণাং শ্রিয়ো নিত্যং ধাতা চৈব মহারথঃ।
স বৈ পার্থাস্ত্রনির্দগ্ধো গতঃ পরমিকাং গতিম্ ॥ ৭৭
যদাশ্রিত্যাকরোদ্ বৈরং পুত্রস্তে স পতো দিবম্।
আদায় তব পুত্রাণাং জয়াশাং ধর্ম বর্ম চ ॥ ৭৮
হতে কর্ণে সরিতো ন প্রসস্রু-
র্জগাম চাস্তং সবিতা দিবাকরঃ।
গ্রহশ্চ তির্য্যগ্ জ্বলনার্কবর্ণঃ
সোমস্য পুত্রোঽভ্যুদিয়ায় তিষ্যম্ ॥ ৭৯
নক্তং পকাশেব ননাদ চোর্বী
ববুশ্চ বাতাঃ পরুষাঃ সুঘোরাঃ।
দিশো বভূবুর্মলিতাঃ সধূমা
মহার্ণবাঃ সম্বনুশ্চুক্ষুভুশ্চ ॥ ৮০
সকাননাশ্চাদ্রিচয়াশ্চকম্পিরে
প্রবিব্যথুর্ভূতগণাশ্চ সর্বে।
বৃহস্পতিঃ সম্পরিবার্য রোহিণীং
বভূব চন্দ্রার্কসমো বিশাম্পতে ॥ ৮১

হতে তু কর্ণে বিদিশোঽপি জজ্বলু-
স্তমোবৃতা দৌর্বিচচাল ভূমিঃ।
পপাত চোল্কা জ্বলনপ্রকাশা
নিশাচরাশ্চাপ্যতবন্ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ৮২
শশিপ্রকাশাননবর্ণ বো যদা
ক্ষুরেণ কর্ণস্য শিরো জপাতয়ৎ।
তদান্তরিক্ষে সহসৈব শব্দো
বভূব হাহেতি সুরৈর্বিমুক্তঃ ॥ ৮৩
সদেব-গন্ধর্ব-মনুষ্যপূজিতং
নিহত্য কর্ণং রিপুমাহবেষ্বলম্।
ররাজ রাজন্ পরমেণ বর্চসা
যথা পুরা বৃত্রবধে শতক্রতুঃ ॥ ৮৪
ততো রথেনাদিত্যবর্ণনাদিনা
সরশ্মিতোয়ধ্যদিবাকরার্চিষা।
পতাকিনা ভীমনিনাদকেতুনা
হিমেন্দু-শঙ্খ-স্ফটিকাবভাসিতা ॥ ৮৫

ছিলেন এবং প্রতিদিনই দান করিতেন, সেই মহাবীর যাঁর কর্ণ সুবর্ণময় অঙ্গদের রোষদগ্ধে দগ্ধ হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৭৬-৭৭

রাজন্! যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করত আপনার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, সেই কর্ণ আপনার পুত্রগণের জয়লাভের আশা, যুদ্ধ ও কবচ (রক্ষা) সঙ্গে লইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৭৮

কর্ণ নিহত হইলে পর নদীসমূহের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং অগ্নি ও সূর্যতুল্য কান্তিমান্ মঙ্গল এবং সোমনন্দন বুধ তিষ্যনক্ষত্রগতিতে উদিত হইলেন ॥ ৭৯

আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পৃথিবী চীৎকার করিতে লাগিলেন, ভয়ানক রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডল ধূমসহ অগ্নিতে যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মহাসাগর তখন ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জন করিতে ও বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল ॥ ৮০

বনভূমি সহ পর্বত কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত প্রাণীই ব্যথিত হইয়া উঠিল। প্রজানাথ! বৃহস্পতিনামক গ্রহ রোহিণী নক্ষত্রকে পরিবৃত করিয়া চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৮১

কর্ণ নিহত হইলে পর সৈন্যগণের কোনে কোনে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল, ধরণী দুলিতে লাগিলেন, অগ্নিতুল্য প্রকাশমান উল্কা পতিত হইতে থাকিল এবং নিশাচরগণ অতিশয় আনন্দিত হইল ॥ ৮২

যে সময় অর্জুন সূর্য-বর্ণের দ্বারা কর্ণের চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ মুখবিশিষ্ট মস্তকটি ক্ষুরাস্ত্রে ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন, সেই সময় দেবতাগণের মুখ হইতে নিঃসৃত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৮৩

রাজন্! দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণের দ্বারা পূজিত নিজ শত্রু কর্ণকে যুদ্ধে বধ করিয়া অর্জুন যেরূপ তেজে সেইভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্র সুশোভিত হইয়াছিলেন ॥ ৮৪

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সমবায়ে রথে আরোহণ করত অগ্নি এবং সূর্যতুল্য তেজস্বী একই বাহনে উপবিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রসদৃশ নির্ভয় হইয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে রথে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই রথ হইতে মেঘ-গর্জনতুল্য গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল, এই রথ শরৎকালের মধ্যাহ্ন সময়ের সূর্যের ন্যায় তেজে উদ্দীপ্ত হইতেছিল; ইহার উপরে তখন পতাকা উড়িতেছিল এবং এই রথের

মহেন্দ্রবাহপ্রতিমেন তাবুভৌ
মহেন্দ্রবীর্যপ্রতিমানপৌরুষৌ
সবর্ণমুক্তামণিবজ্রবিক্রমৈ-
রলঙ্কৃতাবপ্রতিমেন রংহসা ॥ ৫৬
নরোত্তমৌ কেশব-পাণ্ডুনন্দনৌ-
তদাহিতাবগ্নি-দিবাকরাবিব।
রণাজিরে যাততরৌ বিরেজতুঃ
সমানযানাবিব বিষ্ণু-বাসবৌ ॥ ৫৭
ততো বসুর্জ্যাতলবাণনিঃস্বনৈঃ
প্রসহ্য কৃত্বা চ রিপূন্ হতপ্রভান্।
সহাদরিত্বা তু কুরূন্ নরোত্তমৈঃ
কপিধ্বজঃ পক্ষিবরধ্বজশ্চ ॥ ৫৮
হৃষ্টৌ ততস্তাবমিতপ্রভাবৌ
মনাংস্যরীণামবদারয়ন্তৌ।
সুবর্ণজালাবততৌ মহাস্বনৌ
দিবাবদাতৌ পরিগৃহ্য পাণিভিঃ।
চুচুম্বতুঃ শঙ্খবরৌ তুরাং বরৌ
বরাননাভ্যাং মুখপঙ্কজ মধ্যতুঃ ॥ ৫৯

পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষো দেবদত্তস্য চোভয়োঃ।
পৃথিব্যাং চান্তরিক্ষে চ দিশশ্চৈবান্বনাদয়ৎ ॥ ৬০
বিত্রস্তাশ্চাভবন্ সর্বে কৌরবা রাজসত্তম।
শঙ্খশব্দেন তেনাথ মাধবস্যার্জুনস্য চ ॥ ৬১
তৌ শঙ্খশব্দেন নিনাদয়ন্তৌ
বনানি শৈলান্ সরিতো গুহাশ্চ।
বিত্রাসয়ন্তৌ তব পুত্রসেনাং
যুধিষ্ঠিরং নন্দয়তাং বরিষ্ঠৌ ॥ ৬২
ততঃ প্রয়াতাঃ কুরবো জবেন
শ্রুত্বৈব শঙ্খস্বনমীর্যমাণম্।
বিহায় মন্ত্রাধিপতিং পতিঞ্চ
দুর্যোধনং ভারত তারতানাম্ ॥ ৬৩
মহাহবে তং বহু রোচমানং
ধনঞ্জয়ং ভূতগণাঃ সমেতাঃ।
তদাঘমোদন্ত ননাদিনশ্চ
দিবাকরাবভ্যুদিতৌ যথৈব ॥ ৬৪

জন্যে ভয়ানক শব্দকারী বৃহন্নাদ, উপরেই ছিলেন। তাঁহার কান্তি তুষার, শঙ্খ, চন্দ্র ও স্ফটিক মণির ন্যায় সুন্দর ছিল। এই রথ বেগে অদ্বিতীয় ছিল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের রথের ন্যায় তীব্রগামী ছিল। ইহার উপরে উপবিষ্ট দুই নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী এবং পুরুষকারবিশিষ্ট ছিলেন। সুবর্ণ, মুক্তা, মণি, হীরক এবং প্রবালের দ্বারা নির্মিত আভরণসমূহ ইহাদের উভয়েরই শ্রীসম্পদের শোভা বর্ধন করিতেছিল ॥ ৫৪-৫৭

তাহার পর বসুর ন্যায়, ইন্দ্রতুল্য ও বাণের শব্দে শত্রুদিগকে নষ্টবল শ্রীহীন করত উত্তম বাণসমূহের দ্বারা কৌরব-সৈন্যদিগকে আক্রান্তিত করিয়া অমিত প্রভাবশালী নরশ্রেষ্ঠ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ ও কপিধ্বজ অর্জুন দুই হইয়া বিপক্ষগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে দুই হস্তে দুইটি শ্রেষ্ঠ শঙ্খ ধারণ পূর্বক উহাদিগকে সুন্দর মুখে একই সঙ্গে চুম্বন ও বাদ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই দুই শঙ্খ স্বর্ণজালে আবৃত, তুষারসদৃশ শুভ্র এবং শ্রেষ্ঠ শব্দকারী ছিল ॥ ৫৮-৫৯

শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য এবং অর্জুনের দেবদত্তনামক উভয় শঙ্খেরই গম্ভীর ধ্বনি পৃথিবী, আকাশ ও সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ৬০

নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সেই শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা সহসা ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬১

নিনাদের শঙ্খনাদে নদী, পর্বত, গুহা ও কাননসকলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে এবং আপনার পুত্র দুর্যোধনের সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে এই দুই শ্রেষ্ঠতম বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আনন্দবর্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

ভারত! সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াই সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা মহারাজ শল্য এবং ভরতবংশীয়দিগের অধিপতি দুর্যোধনকে সেখানে পরিত্যাগ করিয়া সবেগে পলায়ন করিতে থাকিলেন ॥ ৬৩

সেই শঙ্খ উদিত দুইটি সূর্য্যের ন্যায় সেই মহাসমরে প্রকাশিত অত্যন্ত কান্তিমান্ অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া সমস্ত প্রাণীই তাঁহাদের সেই কার্য্যকে অনুমোদন করিলেন ॥ ৬৪

নরশ্রেষ্ঠ! কর্ণের বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই দুই শত্রুতাপন বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খধ্বনি নামপূর্বক আকাশে উদিত নির্মল কিরণমালাযুক্ত সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৫

সমাচিতৌ কর্ণশরৈঃ পরন্তপা-
বুভৌ ব্যতাত্যং সমরেঽচ্যুতার্জুনৌ।
ততো নিহত্যাত্মবিদৌ যথামলৌ
শশাঙ্ক-সূর্যৌ দিবি রশ্মিমালিনৌ ॥ ৫৫
বিহায় তান্ বাণগণানথাগতৌ
সুহৃদ্ভাবপ্রতিমানবিক্রবৌ।
সুখং প্রবিষ্টৌ শিবিরং যমীশ্বরৌ
সদস্তনিষ্ঠ্যাবিব বিষ্ণু-বাসবৌ ॥৫৬
তৌ দেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-চারণৈ-
র্মহর্ষিভির্যক্ষ-মহোরগৈরপি।
জয়াভিবৃদ্ধ্যা পরয়াভিপূজিতৌ
হতে তু কর্ণে পরমাহবে তদা ॥ ৫৭
যথানুরূপং প্রতিপূজিতাবৃতৌ
প্রশস্যমানৌ স্বকৃতৈস্তথৌজসৈঃ।
ননন্দতুস্তৌ সমুপেত্য সুহৃদ্গণৌ তদা
বলং নিয়ম্যৈব সুরেশ-কেশবৌ ॥৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি রণভূমিবর্ণনং নাম
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

সেই যাদবকুলকে বাহির করিয়া বিষ্ণু অনুপম পরাক্রমশালী সর্বশস্ত্রধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া শিবিরে আগমন করিলেন এবং যজ্ঞে পরাপরকারী ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে সুখের সহিত শিবিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫৬

সেই মহাসমরে কর্ণ নিহত হইলে পর দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, চারণ, মহর্ষি, যক্ষ এবং মহাসর্পগণ 'আপনাদের জয় হউক, আপনাদের অভ্যুদয় হউক' এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় জয়াভিবৃদ্ধি সহকারে সেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সমাদর করিলেন। ৫৭

যেরূপ যথাযুক্তরূপে যজন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং ভগবান্ বিষ্ণু নিজ নিজ সুহৃদ্গণের সহিত আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণকে বধ করিয়া যথাযোগ্য পূজিত এবং নিজেদের উপার্জিত গুণসমূহের দ্বারা ভূরি ভূরি প্রশংসিত হইতে থাকিয়া নিজেদের সুহৃদ্গণের সহিত অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্বে রণভূমির বর্ণনাবিষয়ে চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানাং শিবিরং প্রতি পলায়নম্, শিবিরে প্রবেশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে বৈকর্তনে রাজন্ কুরবো ভয়পীড়িতাঃ।
বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বাঃ পর্যাপেতুঃ সহস্রশঃ ॥১
কর্ণং তু নিহতং দৃষ্ট্বা শক্রভিঃ পরমাহবে।
ভীতা দিশো বাকীর্যন্ত তাবকাঃ ক্ষত-বিক্ষতাঃ ॥২
ততোঽবহারং চক্রুস্তে যোধাঃ সর্বে সমন্ততঃ।
নিবার্যমাণাস্তোষিত্বাত্তাবকা দুঃখদুঃখিতাঃ ॥৩
তেষাং তত্ত্বমভিজ্ঞায় পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অবহারং ততশ্চক্রে শল্যস্যানুমতে নৃপ ॥৪

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যদের শিবিরের দিকে পলায়ন এবং শিবিরে প্রবেশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর ভয়ে পীড়িত সহস্র সহস্র কৌরব যোদ্ধারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পলাইয়া যাইলেন। ১

শত্রুগণ সেই মহাসমরে সূর্যপুত্র কর্ণকে সংহার করিয়াছে, ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সর্বাঙ্গ তখন ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য ইহারা পলায়ন করত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ২

সেই সময় আপনার সমস্ত যোদ্ধাই অত্যন্ত দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশ্রাম করিবার পরেই চারিদিকে মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। ৩

রাজন্! ইহাদের সকলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজা শল্যের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক আপনার পুত্র দুর্যোধন সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্তন করিবার আজ্ঞা দিলেন। ৪

কৃতবর্মা রথৈস্তূর্ণং দ্রুতো ভারত ভারবৈঃ
নারায়ণাবশেষৈস্তু শিবিরায়ৈব দুদ্রুবে ॥ ৫
গান্ধারাণাং সহস্রেণ শকুনিঃ পরিবারিতঃ।
হতমাধিরথিং দৃষ্ট্বা শিবিরায়ৈব দুদ্রুবে ॥ ৬
কৃপঃ শারদ্বতো রাজন্ নাগানীকেন ভারত।
মহামেঘনিভেনাশু শিবিরায়ৈব দুদ্রুবে ॥ ৭
অশ্বত্থামা ততঃ শূরো বিনিঃশ্বস্য পুনঃ পুনঃ।
পাণ্ডবানাং জয়ং দৃষ্ট্বা শিবিরায়ৈব দুদ্রুবে ॥ ৮
সংশপ্তকাবশিষ্টেন বলেন মহতা বৃতঃ।
সুশর্মাপি যযৌ রাজন্ বীক্ষমাণো ভয়ার্দিতঃ ॥ ৯
দুর্যোধনোঽপি নৃপতির্হতসর্বস্ববান্ধবঃ।
যযৌ শোকসমাবিষ্টশ্চিন্তয়ন্ বিমনা বহু ॥ ১০
ছিন্নধ্বজেন শল্যস্য রথেন রথিনাং বরঃ।
প্রযযৌ শিবিরায়ৈব বীক্ষমাণো দিশো দশ ॥ ১১
ততোঽপরে সুবহবো ভরতানাং মহারথাঃ।
প্রাদ্রবন্ত ভয়ত্রস্তা দ্বিয়ামিষ্টা দিশশ্চমূঃ ॥ ১২
অসৃক্ স্রবন্তঃ সোদ্বিগ্না বেপমানাস্তথাতুরাঃ।
কুরবো দুদ্রুবুঃ সর্বে দৃষ্ট্বা কর্ণং নিপাতিতম্ ॥ ১৩
প্রশংসন্তোঽর্জুনং কেচিৎ কেচিৎ কর্ণং মহারথাঃ।
ব্যদ্রবন্ত দিশো ভীতাঃ কুরবঃ কুরুসত্তম ॥ ১৪
তেষাং যোধসহস্রাণাং ভারতানাং মহামৃধে।
নাসীত্তত্র পুমান্ কশ্চিদ্ যো যুদ্ধায় মনো দধে ॥ ১৫
হতে কর্ণে মহারাজ নিরাশা কুরবোঽভবন্।
জীবিতেঽপি রাজ্যেষু দারেষু চ ধনেষু চ ॥ ১৬
তান্ সমানীয় পুত্রস্তে যত্নেন মহতা বিভুঃ।
নিবেশয় মনো দধ্রে দুঃখ-শোকসমান্বিতঃ ॥ ১৭
তস্যাজ্ঞাং শিরসা ধার্য পরিগৃহ্য বিশাম্পতে।
বিবর্ণবদনা রাজন্ স্রবিষন্নু মহারথাঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শিবিরপ্রয়াণে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

ভারত। নারায়ণী-সেনার যে সব বীর অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা এবং আপনার অন্যান্য রথী যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৃতবর্মাও শিবিরের দিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৫

সহস্র গান্ধার যোদ্ধায় পরিবৃত হইয়া শকুনিও অধিরথপুত্র কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া শিবিরের দিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৬

ভরতবংশধর রাজন্! গরুড়ের পুত্র ঐরাবান্ মেঘমণ্ডলের ন্যায় নিজ হস্তী সৈন্যদের সহিত আততায়ী শিবিরের দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তদনন্তর সৌম্যশালী বীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয় লাভ দেখিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শিবিরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৮

রাজন্! জীবিত সংশপ্তকগণের বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভয়পীড়িত সুশর্মাও এদিক্ ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শিবিরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৯

যাঁহার ভ্রাতা ও বান্ধবগণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, সেই রাজা দুর্যোধনও শোকগ্রস্ত, দুর্মনা ও বিশেষ চিন্তিত হইয়া শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ১০

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা শল্যও যে রথের ধ্বজ ছিন্ন হইয়াছে, সেই রথের দ্বারা দশ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শিবির অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১১

ভরতবংশীয়গণের অপরাপর বহুসংখ্যক মহারথীও ভয়ভীত, লজ্জিত এবং অচেতনপ্রায় হইয়া শিবিরের দিকে পলায়ন করিলেন ॥ ১২

কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা রক্ত প্রবাহিত করিতে করিতে এবং কম্পিত হইতে হইতে উদ্বিগ্ন ও আতুর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! কৌরব-মহারথীদের মধ্যে কিছু যোদ্ধা অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কিছু যোদ্ধা কর্ণের প্রশংসা করিতে থাকিলেন। ইহারাও সকলে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ১৪

আপনার হাজার হাজার যোদ্ধাদের মধ্যে সেখানে এমন কোন পুরুষ সেই সময় ছিলেন না, যিনি স্বীয় মনে সেই মহাসমরে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ পোষণ করিতেছিলেন ॥ ১৫

মহারাজ! কর্ণ নিহত হওয়ায় কৌরবগণ বিজয়ের আশা, ধন, স্ত্রীবর্গ ও জীবন হইতে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬

দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন অতিশয় যত্নের সহিত সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া শিবিরে বিশ্রাম করিবার জন্য মনস্থির করিলেন ॥ ১৭

প্রজানাথ! এই সব মহারথী যোদ্ধারা দুর্যোধনের আজ্ঞা শিরোধার্য করত শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ইহাদের সকলেরই মুখকান্তি ম্লান হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৮

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শিবির অভিমুখে প্রস্থানবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রণাঙ্গনে কর্ণং নিহতং দৃষ্ট্বা প্রসন্নচিত্তেন যুধিষ্ঠিরেণ শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকঃ কর্ণপর্বণঃ শ্রবণমহিমকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা নিপতিতে কর্ণে পরসৈন্যে চ বিদ্রুতে।
আশ্লিষ্য পার্থং দাশার্হো হর্ষাদ্ বচনমব্রবীৎ॥ ১

হতো যস্ত্বয়া কৃষ্ণস্য কর্ণো ধনঞ্জয়।
বৃত্র-কর্ণবধং ঘোরং কথয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ ২

বজ্রেণ নিহতো বৃত্রঃ সাঙ্গুষে ভূরিতেজসা।
ত্বয়া তু নিহতঃ কর্ণো বহুধা নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩

তমিমং বিক্রমং লোকে প্রথিতং তে যশস্করম্।
নিবেদয়াবঃ কৌন্তেয় কুরুরাজস্য ধীমতঃ॥ ৪

যথা কর্ণস্য সংগ্রামে দীর্ঘকালচিকীর্ষিতম্
নিবেক্ষ্যে ধর্মরাজায় তথানৃণ্যং গমিষ্যসি॥ ৫

বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে তব কর্ণস্য চোভয়োঃ।
অষ্টমো বাসবো যুদ্ধমাগতো ধর্মরক্ষণঃ॥ ৬

ভূশং তু গাঢ়বিদ্ধস্যাপকৃষ্টং স্যাদুমাহবে।
ততঃ স শিবিরং গত্বা স্থিতবান্ পুরুষর্ষভঃ॥ ৭

তথেত্যুক্তঃ কেশবস্য পার্থেন যদুপুঙ্গবঃ।
পর্য্যাবর্ত্তদ্রথশ্রেষ্ঠো রথং রথবরস্য তম্॥ ৮

এবমুক্ত্বার্জুনং কৃষ্ণঃ সৈনিকানিদমব্রবীৎ।
পরানভিমুখা যত্তাস্তিষ্ঠধ্বং তত্রমস্তু বঃ॥ ৯

যুধিষ্ঠিরং যুধাময়ং মাদ্রীপুত্রৌ চ কৌরবম্।
যুযুধানঞ্চ গোবিন্দ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০

যাবদাবেদয়তে রাজ্ঞে হতঃ কর্ণোঽর্জুনেন বৈ।
তাবদ্ধরধ্বমিত্যেবং ভবিতব্যং নরাধিপৈঃ॥ ১১

স তৈঃ শূরৈরনুজ্ঞাতো যযৌ রাজনিবেশনম্।
পার্থমাদায় গোবিন্দো হর্ষং চ যুধিষ্ঠিরম্॥ ১২

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

[রণাঙ্গনে কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রের শোক এবং কর্ণপর্বের শ্রবণমহিমাকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এদিকে কর্ণ নিহত হইল এবং পক্ষসৈন্যরা পলাইয়া যাইল, তখন দশার্হনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করত অতিশয় হর্ষসহকারে এই কথা বলিলেন॥ ১

ধনঞ্জয়! পূর্ব্বকালে বজ্রধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং আজ তুমি কর্ণকে নিহত করিলে। বৃত্রাসুর ও কর্ণ এই উভয়েই বধ বৃত্তান্ত অতিশয় তুল্যরূপ। মানবগণ সর্ব্বদা ইহার চর্চ্চা করিতে থাকিবে॥ ২

বৃত্রাসুর যুদ্ধে মহাতেজস্বী বজ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে; কিন্তু তুমি কর্ণকে তীক্ষ্ণ ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা বধ করিয়াছ॥ ৩

কুন্তীনন্দন! চল, আমরা উভয়ে তোমার এই বিখ্যাত ও যশোবর্দ্ধন বৃত্তান্ত বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিব।

দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার মনে কর্ণের বধ-কামনা বিদ্যমান ছিল। আজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া তুমি ঋণমুক্ত হইবে॥ ৪-৫

যখন এই মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় তোমার ও কর্ণের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য ধর্মরক্ষক ইন্দ্রও পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছেন॥ ৬

কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি বহুক্ষণ রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে পারেন নাই। এখান হইতে শিবিরে যাইয়া সেই পুরুষপ্রবর বিশ্রাম করিতেছেন॥ ৭

তখন অর্জুন কেশবকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। তাহার পর যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ শান্তভাবে রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সেই রথকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন॥ ৮

অর্জুনকে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন,—বীরগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যুক্ত হইয়া থাকিবে॥ ৯

ইহার পর গোবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন॥ ১০

"অর্জুন কর্ণকে বধ করিয়াছে" এই সংবাদ আমরা যতক্ষণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিব, ততক্ষণ তোমরা সকল নরপতিগণ এখানে শত্রুদের প্রতি সাবধান হইয়া অবস্থান করিবে॥ ১১

সেই বীরবর যোদ্ধারা তাঁহার আজ্ঞা শীঘ্র করত যখন যাইবার অনুমতি দিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে হর্ষন করিলেন॥ ১২

শয়ানং রাজশার্দূলং কাঞ্চনে শয়নোত্তমে।
অগৃহ্লীতাঞ্চ মুদিতৌ চরণৌ পার্থিবস্য তৌ। ১৩
তয়োঃ প্রহর্ষমালক্ষ্য হর্ষাদশ্রুণ্যবর্তয়ৎ।
রাধেয়ে নিহতং মত্বা সমুত্তস্থৌ যুধিষ্ঠিরঃ। ১৪
উবাচ চ মহাবাহুঃ পুনঃ পুনররিন্দমঃ।
বাসুদেবার্জুনৌ প্রেম্না তাবুভৌ পরিষস্বজে। ১৫
তং তস্মৈ যদ্ যথাবৃত্তং বাসুদেবঃ সহার্জুনঃ।
কথয়ামাস কর্ণস্য নিধনং যদ্যপুস্নবঃ। ১৬
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু কৃষ্ণো রাজানমব্রবীৎ।
যুধিষ্ঠিরং হতামিত্রং কৃতাঞ্জলিরধোক্ষজঃ। ১৭
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ পাণ্ডবশ্চ বৃকোদরঃ।
যমৌ চাপি কুশলৌ রাজন্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ। ১৮
মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাদ্রোমহর্ষণাৎ।
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি পাণ্ডব। ১৯

হতো বৈকর্তনো রাজন্ সূতপুত্রো মহারথঃ।
দিষ্ট্যা জয়সি রাজেন্দ্র দিষ্ট্যা বর্ধসি ভারত। ২০
যস্য দ্যূতজিতাঃ কৃষ্ণাঃ প্রাহসৎ পুরুষাধমঃ।
তস্যায়ং সূতপুত্রস্য ভূমিঃ পিবতি শোণিতম্। ২১
সেতেঽদ্যৌ শরপূর্ণাঙ্গঃ শক্রত্বে কুরুপুঙ্গব।
তং পশ্য পুরুষব্যাঘ্র বিভিন্নং বহুভিঃ শরৈঃ। ২২
হতামিত্রামিমামুর্বীমনুশাধি মহাভুজ।
যত্তো ভূত্বা মহাত্মাভির্ভ্রাতৃভিস্ত্বং তোগাংস্ত পুরুষান্। ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
ধর্মপুত্রঃ প্রসন্নাত্মা দাশার্হং বাক্যমব্রবীৎ। ২৪
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি রাজেন্দ্র বাক্যং চেদমুবাচ হ।
নৈতচ্চিত্রং মহাবাহো ত্বয়ি দেবকিনন্দন। ২৫
ত্বয়া সারথিনা পার্থো যত্নবানভবচ্চ তম্।
ন তচ্চিত্রং মহাবাহো যদ্যদবৃষ্ণিপ্রসাদজম্। ২৬

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের উত্তম পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত রাজার চরণযুগল ধারণ করিলেন। ১৩

ইঁহাদের উভয়ের চরণোপাস্ত স্পর্শ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, রাধাপুত্র কর্ণ নিহত হইয়াছে; অতএব তিনি শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং স্নেহবশ হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে থাকিলেন। ১৪

পুরুষবর মহাবাহু যুধিষ্ঠির বারংবার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রেমের সহিত বলিলেন ও তাঁহাদের আলিঙ্গন করিলেন। ১৫

সেই সময় অর্জুনসহ বসুদেবনন্দন যদুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের বিনাশের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে সব বলিয়া শুনাইলেন। ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে যাঁহার শত্রু নিহত হইয়াছে, সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১৭

রাজন্! সৌভাগ্যের কথা এই যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, পাণ্ডুপুত্র মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেব এবং আপনিও কুশলে আছেন। ১৮

আপনারা সকলে বীরগণের বিনাশকর রোমাঞ্চকারী সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন। পাণ্ডুনন্দন! এখন সর্বাগ্রে যে কার্য্য করণীয়, উহা শীঘ্র সম্পাদন করুন। ১৯

রাজন্! মহারথী সূতপুত্র সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিহত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! সৌভাগ্যবশতঃ আপনি বিজয়ী হইতেছেন। ভারত! আপনার শত্রুগণ হইতেছে—এ সমস্তই সৌভাগ্যের বিষয়। ২০

যে দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতসভায় কৃষ্ণাকে দ্রৌপদীকে উপহাস করিয়াছিল, আজ পৃথিবী সেই সূতপুত্র কর্ণের রক্ত পান করিতেছে। ২১

কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনার এই শত্রু কর্ণ রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে এবং তাহার সর্বাঙ্গ বাণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুরুষপ্রধান! বহু বাণে ক্ষত-বিক্ষত সেই কর্ণকে আপনি দর্শন করুন। ২২

মহাবাহো! আপনি সাবধান হইয়া আমাদের সকলের সহিত এই নিষ্কণ্টক পৃথিবীকে শাসন করুন এবং প্রকৃত ভোগসকল উপভোগ করুন। ২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন হইল। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২৪

রাজেন্দ্র! 'অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!' এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির আরও বলিলেন,—মহাবাহু দেবকীনন্দন! আপনি বিরাজমান থাকিতে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। আপনার ন্যায় সারথি বিদ্যমান থাকায় পার্থ যত্নসহকারে কর্ণকে বধ করিয়াছে। মহাবাহো! আপনার বুদ্ধির প্রসাদে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ২৫-২৬

প্রগৃহ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ সাঙ্গদং দক্ষিণং ভুজম্।
উবাচ ধর্মভৃৎ পার্থ উভৌ তৌ কেশবার্জুনৌ। ২৭
নর-নারায়ণৌ দেবৌ কবিতৌ নারদেন মে।
ধর্মাত্মানৌ মহাত্মানৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ। ২৮
অসকৃচ্চাপি মেধাবী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মম।
কথামেতাং মহাভাগ কথয়ামাস তত্ত্ববিৎ। ২৯
তব কৃষ্ণ প্রসাদেন পাণ্ডবোঽয়ং ধনঞ্জয়ঃ।
জিগায়াভিমুখঃ শত্রূন্ ন চাসীদ্ বিমুখঃ ক্বচিৎ। ৩০
জয়স্তেব প্রবোঢ়াশ্বং ন ত্বয়াকং পরাজয়ঃ।
যদা বৃষ্ণি পার্থস্য সারথ্যমুপজগ্মিবান্। ৩১
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ মহাত্মা গৌতমঃ কৃপঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা যে চ তেষাং পদানুগাঃ। ৩২
যদ্বৃদ্ধা নিহতে কর্ণে ত্বয়া গোবিন্দ সংযুগে
ইত্যুক্ত্বা ধর্মরাজস্তু রথং হেমবিভূষিতম্। ৩৩
শ্বেতবর্ণৈর্হয়ৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈর্ধ্বজভূষণৈঃ

আস্থায় পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বয়ংবেদিসমুদ্ভবঃ। ৩৪
প্রযযৌ স মহাবাহুর্মাধবোপনয়ং তদা।
কৃষ্ণার্জুনাখ্যাং বীরাভ্যামন্বগম্যত ততঃ শ্রিয়ম্॥ ৩৫
আত্তায়ুধাবুভৌ বীরাবুভৌ মাধব-ফাল্গুনৌ।
স দদর্শ রণে কর্ণং শরানং পুরুষর্ষভম্॥ ৩৬
যথা কনকপুষ্পাভং কেশরৈঃ সর্বতো বৃতম্।
চিতং শরশতৈঃ কর্ণং ধর্মরাজো দদর্শ সঃ॥ ৩৭
পঙ্কতৈলাবসিক্তাভিঃ কাঞ্চনীভিঃ সমন্ততঃ।
দীপিকাভিঃ কৃতোদ্যোতং পশ্যতে বৈ যথা তথা॥ ৩৮
সাদ্রিদ্রুমবনং বাপৈশ্চ বিলীকৃতম্।
সপুত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা কর্ণং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। ৩৯
সম্প্রহারোদ্যতাঞ্জীংশ্চ সৈন্যান্ তৈরব পুনঃ পুনঃ
প্রশশংস নরব্যাঘ্রাবুভৌ মাধব-পাণ্ডবৌ। ৪০
অস্ত রাজাপি গোবিন্দ পৃথিব্যাং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
যথা নাগেন বীরেণ বিহতা অরিসেনিকাঃ। ৪১

কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহার পর সখ্যোক্ত হাত দুখানির অলঙ্কারভূষিত শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া নারদ পুরাতন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই ইহা বলিলেন। ২৭

দেবর্ষি নারদ আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনারা উভয়ই ধর্মাত্মা, মহাত্মা, পুরাণপুরুষ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠদের সাক্ষাৎ ভগবান্ নর ও নারায়ণ। ২৮

মহাভাগ! পরম বুদ্ধিমান্ তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নও আমাকে বারংবার এই কথাই বলিয়াছেন। ২৯

হে কৃষ্ণ! আপনার প্রসাদেই এই পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সদা সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছে এবং কখনও যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ৩০

শ্রেষ্ঠ! যখন আপনি যুদ্ধে অর্জুনের সারথি হইলেন, তখন আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত, আমাদের পরাজয় হইতে পারে না। ৩১

গোবিন্দ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাত্মা গৌতমবংশধর কৃপাচার্য এবং ইঁহাদের অনুগামী আরও যে সমস্ত বীরবর যোদ্ধা আছেন, আপনার বুদ্ধিবলে আজ কর্ণ নিহত হওয়ায় তাঁহাদের সকলেরই বধ হইয়া গিয়াছে, আমি ইহাই মনে করি। ৩২-৩৩

এই কথা বলিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্বেতবর্ণ, কনকপুঙ্খ ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বসংযোজিত সুবর্ণময় রথে আরূঢ় হইয়া নিজের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উহা বীরের লক্ষিত প্রিয় বিষয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাদের সহিত যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির প্রভাবে শায়িত পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দর্শন করিলেন। ৩৪-৩৬

যেমন কনকপুষ্প চারিদিকেই কেশরে পরিপূর্ণ থাকে, সেইরূপ কর্ণের দেহ শত শত বাণে পরিব্যাপ্ত আছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই অবস্থায় দর্শন করিলেন। ৩৭

সেই সময় সুসজ্জিত তৈলে পূর্ণ সহস্র সহস্র স্বর্ণ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া আলোকিত করা হইয়াছিল। এই আলোকেই তিনি ধর্মাত্মা কর্ণকে নিরীক্ষণ করিলেন। ৩৮

তখন তাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন-হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বাঙ্গ বাণসমূহে বিধীর্ণ হইয়াছিল। এই অবস্থায় পুত্রসহ নিহত কর্ণকে দেখিয়া বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। তারপর তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩৯-৪০

তিনি বলিলেন,—গোবিন্দ! আপনার ন্যায় বিদ্বান্, বীর প্রভু এবং সাহায্যকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত এই ভূমণ্ডলের রাজা হইলাম। ৪১

হতং শ্রুত্বা নরব্যাঘ্রং রাধেয়মতিমানিনম্।
নিরাশোঽহং হুরাত্মানৌ ধার্তরাষ্ট্রৌ ভবিষ্যতি ॥ ৫২
জীবিতে চৈব রাজ্যে চ হতে রাধাত্মজে রণে।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ বয়ং চৈব কৃতার্থাঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৫৩
দিষ্ট্যা জয়সি গোবিন্দ দিষ্ট্যা শত্রুনিপাতিতঃ।
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ বিজয়ী পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৫৪
ত্রয়োদশ সমাস্তীর্ণা জাগরেণ সুদুঃখিতাঃ।
অদ্যাস্মোঽহং সুখং রাত্রৌ ত্বৎপ্রসাদাদ্মহাভুজ ॥ ৫৫

সঞ্জয় উবাচ।

এবং স বহুশো রাজা প্রশশংস জনার্দনম্।
অর্জুনঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৬
দৃষ্ট্বা চ নিহতং কর্ণং সপুত্রং পার্থসায়কৈঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে চ স মহীপতিঃ ॥ ৫৭
সমেত্য চ মহারাজ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
হর্ষয়ন্তি স্ম রাজানঃ হৃষ্যবৃক্ষা মহারথাঃ ॥ ৫৮
নকুলঃ সহদেবশ্চ পাণ্ডবশ্চ বৃকোদরঃ।
সাত্যকিশ্চ মহারাজ বৃষ্ণীনাং প্রবরো রথঃ ॥ ৫৯
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ
পূজয়ন্তি স্ম কৌন্তেয়ং নিহতে সূতনন্দনে ॥ ৬০
তে বয়ং বিজয়ং লব্ধ্বা ধর্মরাজানং যুধিষ্ঠিরম্।
জিতকাশিনো লব্ধলক্ষ্যাঃ যুদ্ধশৌণ্ডাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৬১
স্তুবন্তঃ স্তববৃক্তাভির্যাস্যন্তঃ কুরবো পরন্তপৌ।
জগ্মুঃ স্বশিবিরায়ৈব মুদা যুক্তা মহারথাঃ ॥ ৬২
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ সুমহাঁল্লোমহর্ষণঃ।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ কিমর্থমনুশোচসি ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈতদপ্রিয়ং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
পপাত ভূমৌ নিশ্চেষ্টশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৬৪
তথা সা পতিতা দেবী গান্ধারী দীর্ঘদর্শিনী
শুশোচ বহুলাংশ্চৈব কর্ণস্য নিধনং যুধি ॥ ৬৫

আজ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের অন্যান্য অনুযায়ী নরশ্রেষ্ঠ রাধানন্দন কর্ণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া রাজা এবং জীবন হইতে নিরাশ হইয়া যাইবে। পুরুষোত্তম! আপনারই কৃপায় রণাঙ্গনে রাধাপুত্র কর্ণ নিহত হওয়ায় আমরা সকলে কৃতার্থ হইয়া গেলাম ॥ ৫২-৫৩

গোবিন্দ! ভাগ্যবশতঃ আপনার জয় হইয়াছে। ভাগ্যেরই বলে আমাদের শত্রু কর্ণ আজ কুপিত হইয়াছে এবং সৌভাগ্যবশতঃ গাণ্ডীবধারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বিজয়ী হইয়াছে ॥ ৫৪

মহারাজ! অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জাগরণ করিতে করিতেই আমরা ত্রয়োদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি। আজ রাত্রিতে আপনার কৃপায় আমরা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিব ॥ ৫৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

পুত্রসহ কর্ণকে অর্জুনের বাণসমূহে নিহত হইতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিজের নবজন্ম হইল বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন ॥ ৫৭

মহারাজ! সেই সময় হৃষ্টে পরিপূর্ণ পাণ্ডবপক্ষের মহারথী যোদ্ধারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

রাজেন্দ্র! নকুল-সহদেব, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ মহারথী সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-যোদ্ধারা কুন্তীপুত্র কর্ণ নিহত হওয়ায় কুন্তীনন্দন অর্জুনের প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥ ৫৯-৬০

তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সব বৃষ্ণিকুলজ মহারথী যোদ্ধা ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করত স্তুতিযুক্ত বাক্যসমূহে শত্রুতাপন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করিতে করিতে অতিশয় প্রসন্নতার সহিত নিজ নিজ শিবিরে চলিয়া গেলেন ॥ ৬১-৬২

রাজন্! এইরূপ আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ এই রোমাঞ্চকারী প্রচণ্ড জনক্ষয় হইল। এখন আপনি কিজন্য বারংবার শোক প্রকাশ করিতেছেন? ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৬৪

দূরদর্শিনী দেবী গান্ধারীও ভূতলে পতিতা হইয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে করিতে যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যুর জন্য শোক করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

তাং পথাগৃহাদ্ বিদুরো নৃপতি সঞ্জয়স্তথা।
পথ্যাশ্বাসয়তাং চৈব তাবুভাবেব ভূমিপম্ ॥৪৬
তথৈবোত্থাপয়ামাসুর্গান্ধারীং কুরুযোষিত:।
স ধৈর্য্যং পরমং কৃত্বা ভবিতব্যঞ্চ পার্থিব:॥ ৪৭
পরাং পীড়াং সমাপদ্য নষ্টচিত্তো মহাতপা:।

সেই সময় বিদুর গান্ধারী দেবীকে এবং সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ধরিয়া রাখিলেন। তারপর উভয়ে মিলিয়া রাজাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। ৪৬

এইভাবে কুরুকুলের স্ত্রীগণ আসিয়া গান্ধারীদেবীকে উত্থাপিত করিলেন। ভাগ্য ও ভবিতব্যকেই প্রবল মনে করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে থাকিলেন। তখন

চিন্তাশোকপরীতাত্মা ন জজ্ঞে মোহপীড়িত:।
স সমাশ্বাসিতো রাজা তূষ্ণীমাসীদ্ বিচেতন:॥ ৪৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরদুঃখে
ষষ্ঠবর্ত্তিতমোঽধ্যায়: ॥ ৯৬

তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই মহাতপস্বী নরপতি চিন্তা ও শোকে নিমজ্জিত হইলেন এবং মোহে পীড়িত হওয়ায় কোন বিষয়েই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বিদুর ও সঞ্জয় বুঝাইলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র অচৈতন্য হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ৪৭-৪৮

কর্ণপর্ব্ব-শ্রবণমহিমা

ইমং মহাব্রহ্মমখং মহাত্মনো-
র্ঘনঞ্জয়স্যাধিরথেশ্চ য: পঠেৎ।
স সম্যগিষ্টস্য মখস্য যৎ ফলং
তদাপ্নুয়াৎ সংশ্রবণাচ্চ ভারত ॥ ৫৯
মখো হি বিষ্ণুর্ভগবান্ সনাতনো
বদন্তি তজ্জাগ্নিরিলেন্দুভাস্করা:।
অতোঽনসূয়ু: শৃণুয়াৎ পঠেচ্চ য:
স সর্বলোকানুচর: সুখী ভবেৎ ॥ ৬০
তাং সর্বদা ভক্তিমুপাগতা নরা:
পঠন্তি পুণ্যাং বরসংহিতামিমাম্
ধনেন ধান্যেন যশসা চ মানুষা:
নন্দন্তি তে নাত্র বিচারমাপ্নুয়ু: ॥ ৬১
অতোঽনসূয়ু: শৃণুয়াৎ সদা তু যৈ
র্নর: স সর্বাণি সুখানি চাপ্নুয়াৎ
বিষ্ণু: স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ
তুষ্যন্তি তে তস্য নরোত্তমস্য ॥ ৬২
বেদাবাপ্তির্ব্রাহ্মণস্যেহ দৃষ্টা
রণে বল: ক্ষত্রিয়াণাং জয়ো যুধি।
ধনজোষ্টাশ্চাপি ভবন্তি বৈশ্যা:
শূদ্রাঽনরোগ্য: প্রাপ্নুবন্ত্যেহ সর্বে ॥৬৩

কর্ণপর্ব্ব

শ্রবণমহিমা

ভারত! যে মানব মহাত্মা অর্জুন ও কর্ণের এই মহাব্রহ্ম যজ্ঞ পাঠ ও শ্রবণ করিবে, সে বিধি অনুসারে কৃত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৫৯

সনাতন ভগবান্ বিষ্ণু-যজ্ঞস্বরূপ, এই কথা অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যদেব বলিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি দোষ-দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক এই যুদ্ধ-যজ্ঞবর্ণন পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, সে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে সামর্থ্য লাভ করিবে এবং সুখী হইবে। ৬০

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তিভাবে এই উত্তম ও পুণ্যময়ী সংহিতা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি ধন-ধান্য ও যশ লাভ করত আনন্দভাগী হইবে। এ-বিষয়ে কোন অন্যরূপ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ৬১

অতএব যে ব্যক্তি দোষ-দৃষ্টি ত্যাগ করত সর্ব্বদা এই সংহিতা শ্রবণ করিবে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ সুখলাভে সমর্থ হইবে এবং সেই শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রসন্ন থাকেন। ৬২

ইহার পঠন ও শ্রবণে ব্রাহ্মণগণের বেদমূলের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়বর্গের বল ও যুদ্ধে জয়লাভ, বৈশ্যরা অতিশয় ধনী এবং সকল শূদ্রগণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ৬৩

তথৈব বিষ্ণুর্ভগবান্ সনাতনঃ
স চাত্র দেবঃ পরিকীর্ত্ত্যতে যতঃ।
ততঃ স কাম্যান্লভতে সুখী নরো
মহামুনেস্তস্য বচোঽচিন্ত্যং যথা ॥ ৬৫

কপিলানাং সবৎসানাং বর্ষমেকং নিরন্তরম্।
যো দদ্যাৎ সুকৃতং তস্মি শ্রবণাৎ কর্ণপর্ব্বণঃ ॥ ৬৬

ইহার মধ্যে সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) মহিমা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব মানুষ ইহার স্বাধ্যায়ে (বিধি অনুসারে পাঠের দ্বারা) সুখী হইয়া সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহামুনি বেদব্যাসের এই পরম পুজিত বাণীর এইরূপই প্রভাব ॥ ৬৫

নিরন্তর এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন যে ব্যক্তি বৎস সহ কপিলা গাভী দান করেন, ইহাতে তিনি যে পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন; এই কর্ণপর্ব্বের শ্রবণ করিয়াই মানুষ সেই পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিগ্বিজয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীগুরোঃ কৃপয়াপাঠ্য ব্যাস কর্ণপর্ব্বণঃ শ্রীসীতারামদাসোঽয়মধ্যেষেকাধ্যঃ।
অনূদিতঃ সহর্ষেণ তৎপ্রীত্যৈ কেতকাদয়া। রামরঞ্জনশর্ম্মাহং শুক্লপক্ষোঽলোমপূঃ ॥

তথাজ্ঞাং প্রাপ্য নিধায় তৎকৃপাবলসংযুতঃ
তাবত্তত্ত্ব কর্ণপর্ব্ব সমনূদিতবান্ মুদা।

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

য একঃ সর্ব্ববন্ধূনাং রূপ-নাম্নাং তথাশ্রয়ঃ।
তং নমামি জগন্নাথং শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্ ॥ ১
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বপাপঘ্নং তং বন্দে কৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ২
ব্রহ্মমুখং ক্ষত্রভুজং বৈশ্যজানুং তথা শিবম্
শূদ্রপাদং সদাশান্তং তং বন্দে কৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৩
স্বর্গমস্তং ধরামধ্যং পাতালপাদমূত্তমম্।
অনন্তং ভুবনাদিঞ্চ বন্দে কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্ ॥ ৪

ত্বক্ স্পর্শ, জিহ্বা রস, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ, কর্ণ শব্দ, নেত্র রূপকে অনুভব করে। সেই ইন্দ্রিয়সকল পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'রতে সমর্থ হয় না। অধ্যাত্মজ্ঞানহীন মানব পরমাত্মাকে অনুভব ক'রতে পারে না, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী ক'রতে পারেন, তাঁরা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'রতে পারেন। আত্মা শরীর হ'তে সর্ব্বপ্রকারে ভিন্ন, ইনি উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় এবং মৃত্যু আদি দোষসমূহ দ্বারা লিপ্ত হন্ না, কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এর উপর আরোপিত সূক্ষ্মশরীর সহ অন্য শরীরে গমন করে। যে মানব সুখ এবং দুঃখ দুইই ত্যাগ করেন, তিনি অক্ষয়ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই জন্য সেই পুরুষ কখনও শোক করেন না। জ্ঞান জ্ঞেয় এবং কর্ম্ম এই সকল অন্ত হ'লে পর যা প্রাপ্তব্য ফলরূপে শেষ থাকেন তাঁকেই তুমি জ্ঞেয়মাত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে স্থিত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা জানবে। সেই পরম মহৎ তত্ত্বকে যোগিগণই দেখতে পান। বিষয়াসক্ত অজ্ঞানী পুরুষ আপনার ভিতর বিরাজমান সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। এ জগতে পৃথিবীরূপ হ'তে জলের রূপ মহান্, তেজ হ'তে পবন মহান্, পবন হতে আকাশ মহান্ আকাশ হ'তে মন পরতর অর্থাৎ সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ এবং মহান্, মন হ'তে বুদ্ধি মহান্, বুদ্ধি হ'তে কাল অর্থাৎ প্রকৃতি মহান্ এবং কাল হ'তে ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ এবং মহান্ এই সম্পূর্ণ জগৎ যা হ'তে সৃষ্ট হয়েছে, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর আদি মধ্য কিম্বা অন্ত নাই। তিনি আদি মধ্য ও অন্তরহিত হবার কারণ অবিনাশ, অতএব সমস্ত দুঃখের অতীত; কেননা বিনাশশীল বস্তুই দুঃখরূপ ব'লে কথিত হয়। অবিনাশী বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমধাম, তাঁকে প্রাপ্ত হ'লে জীব কালের রাজ্যে মুক্ত হ'য়ে মোক্ষধামে স্থিত হয়। ধ্যান দ্বারা শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম

মনের দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব ক'রতে জ্ঞানী সমর্থ হন, কিন্তু বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ ক'রতে পারেন না। এই জন্য জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে, বুদ্ধির দ্বারা মনকে এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে শুদ্ধ করত অবিনাশী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কোন স্থান হ'তে আসেন নাই, নিত্য বিদ্যমান পুণ্যবান্‌সমূহের পরমগতি, স্বয়ম্ভূ (অজন্মা), সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান, অবিনাশী, সনাতন, অমৃতের, অধিকারী, এবং অচল তাঁর জ্ঞানলাভে মানুষ পরম অমৃত-প্রাপ্ত হয়,' এই পরম ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি দেহ ধারণ করি।

—:•:—

1 MAR 1973

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রজগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাণিত।